সূচীপত্র।

আদিপর্ব্ব।

আদিপর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত



গণেশ ও ব্যাসদেব।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

অনুক্রমণিকাধ্যায়।

নারায়ণ ও নরোত্তম নর এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম্ম সমাধান করত সকলে সমবেত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সুখে অধ্যাসীন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে লোমহর্ষণ পুত্র পৌরাণিক সৌতি অতি বিনীতভাবে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। উগ্রশ্রবাঃ সৌতি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও অতিথির যথোচিত পূজা করিয়া বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করত আপনারাও যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সৌতি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইলে ঋষিরা তাঁহাকে বিশ্রান্ত দেখিয়া কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কমললোচন সূতনন্দন! এখন কোথা হইতে আসিতেছ এবং এত কাল কোন্ কোন্ স্থানেই বা পর্য্যটন করিলে, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বল।" সৌতি এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে অতি শান্তপ্রকৃতি ঋষিদিগের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, "হে মহর্ষিগণ! আমি মহাত্মা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে গমন করিয়াছিলাম। তথায় বৈশম্পায়নের মুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করিলাম। অনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বহুবিধ তীর্থ দর্শন ও অনেক আশ্রমে ভ্রমণ করত পরিশেষে সমন্তপঞ্চক তীর্থে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে যথায় কুরু ও পাণ্ডব এবং উভয়পক্ষীয় ভূপালদিগের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তথা হইতে আপনাদিগের দর্শনার্থে এই পবিত্র আশ্রমে আসিয়াছি। যে হেতু, আপনারা আমার পক্ষে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। হে তেজস্বী ঋষিগণ! আপনারা যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া অতি পূতমনে আসনে উপবেশন করিয়া আছেন; অনুমতি করুন, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পৌরাণিকী কথা কি ভূপতিদিগের ইতিবৃত্ত বা ঋষিদিগের ইতিহাস, ইহার মধ্যে কি বর্ণন করিব?" ঋষিগণ কহিলেন, "ভগবান্ বেদব্যাস যে ইতিহাস কহিয়াছেন, সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ যাহা শ্রবণ করিয়া অশেষ প্রশংসা করেন এবং বৈশম্পায়ন সর্পযজ্ঞে জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা সেই ইতিহাস শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাষ করি। কারণ, যাহা সকল উপাখ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ ও নানাশাস্ত্রের সার-সঙ্কলন করিয়া রচিত ও বেদচতুষ্টয়ের অনুগত হইয়াছে এবং যাহাতে আত্মতত্ত্ববিষয়ক সম্যক্ মীমাংসা আছে, তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিলে পাপভয়ের নিবারণ হয়।" ঋষিগণের প্রার্থনা বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি এই অখণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্থাবর-জঙ্গম সকলের স্রষ্টা ও পাতা, শাস্ত্রে যাঁহাকে একমাত্র পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কেহ প্রজ্বলিত হুতাশনে

মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বারংবার আহুতি প্রদান করিতেছেন, যাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ-প্রত্যাশায় কেহ বা শত শত বৎসর নির্জ্জনে একান্তমনে ধ্যান, মনন ও অতি কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন, কেহ বা মায়াপ্রপঞ্চস্বরূপ সংসারে বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত আত্মীয়-স্বজন সকলকেই বিসর্জ্জন করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এইরূপে যাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেই অতি দুষ্কর কর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করিতেছে, সেই অনাদি, অনন্ত, অভিলষিত-ফলদাতা, বিশ্বপাতা, চরাচর-গুরু হরির চরণে প্রণিপাত করিয়া বেদব্যাস-প্রণীত অতি পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস বর্ণন করিব। এই বিশাল মহীতলে কত শত মহাত্মারা ঐ ইতিহাস কহিয়া গিয়াছেন, অনেকেই কহিতেছেন এবং ভবিষ্যৎকালেও কহিবেন। ব্রাহ্মণেরা বহুকষ্টে ও অভিনিবিষ্টচিত্তে সংক্ষেপে বা সবিস্তরে যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, যাহা জ্ঞানের একমাত্র সীমা, সেই বেদশাস্ত্রের অনুগত করিয়া এই ইতিহাস মহাত্মা বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রের মত ও লৌকিক আচার-ব্যবহারের রীতি-নীতি স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা নানা সুচারু শব্দ ও রমণীয় ভাবে পরিপূর্ণ এবং নানাপ্রকার ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ ও অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই নিমিত্ত পণ্ডিতমণ্ডলী মহাভারতের সবিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হইল। ঐ অণ্ডে অনাদি, অনন্ত, অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়, সত্যস্বরূপ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে স্থাণু, স্বায়ম্ভুব মনু, দশ প্রচেতা, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র, সপ্তর্ষি, চতুর্দ্দশ মনু জন্মলাভ করেন। মহর্ষিগণ একতানমনে যাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই অপ্রমেয় পুরুষ, দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, যক্ষ; সাধুগণ, পিশাচ, গুহ্যক এবং পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর অনেকানেক বিদ্বান্ মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশ দিক্, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু ক্রমশঃ সঞ্জাত হইল। কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে এই বিশাল বিশ্বসংসার সমুদয়ই সেই একমাত্র পরব্রহ্মে লীন হইবে,আর কোন চিহ্নই থাকিবে না। যাদৃশ কোন ঋতুর পর্য্যায়কালে সমুদয় ঋতুলক্ষণ একৈকশঃ পরিদৃশ্যমান হয়, তাদৃশ যুগপ্রারম্ভে জীব জন্তু ও অন্যান্য সমস্ত পদার্থই স্ব স্ব আকার ও স্বভাব পরিগ্রহ করে। একবার প্রলয়, পুনর্ব্বার উৎপত্তি ও স্থিতি, এইরূপে সংসারচক্র নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ-সংখ্যক দেবতাগণ সঙ্ক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন। বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি, মহ্য, এই কয়েকটি দিবের পুত্র। মহ্যের পুত্র দেবভ্রাট ও সুভ্রাট। সুভ্রাটের তিন পুত্র ;—দশ-জ্যোতি, শতজ্যোতি ও সহস্রজ্যোতি। মহাত্মা দশজ্যোতির দশ সহস্র পুত্র জন্মে। শতজ্যোতির তাহা অপেক্ষা দশগুণ এবং সহস্রজ্যোতির শতজ্যোতি অপেক্ষা দশগুণ পুত্র হয়। এই সকল হইতে কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশ এবং অন্যান্য প্রভূত রাজর্ষিবংশ সম্ভূত হয়।

যে সকল জীব সৃষ্ট হইল, তাহাদিগের অবস্থিতির স্থান, ত্রিবিধ রহস্য, চারি বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্মার্থ-কাম-প্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, লোকযাত্রাবিধান এই সমস্ত মহাত্মা বেদব্যাস যোগবলে অবগত ছিলেন। এই মহাভারতে অশেষ ইতিহাস ও বেদপ্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান বিস্তরতঃ ও সঙ্ক্ষেপতঃ কথিত আছে। কোন কোন কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ মহাভারতের প্রথমাবধি, কেহ বা আস্তীক-পর্ব্বাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি আরম্ভ বিবেচনা করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বিশেষ অনুধাবন করিয়া সুপ্রচার করেন। কেহ মহাভারতের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, কেহ বা ইহার ধারণায় সুনিপুণ। সত্যবতীসুত ব্যাসদেব তপোবলে সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া এই পবিত্র

ইতিহাস রচনা করেন। রচনা করিয়া কি প্রকারে শিষ্যদিগকে অধ্যয়নাদি করাইবেন, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, ভগবান্, প্রজাপতি ব্রহ্মা সত্যবতীতনয়ের চিন্তার বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন ও লোকের হিত-সাধনের নিমিত্ত তথায় আবিভূ ত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহার দর্শনমাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত এক আসন প্রদান করিয়া অতি বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। হিরণ্যগর্ভ আসনপরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বসিতে অনু-মতি করিলে, বেদব্যাস তাঁহার আসনের সন্নিধানে অতি প্রীতমনে ও প্রফুল্লনয়নে উপবেশন করত সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি; তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এই সকলের সার-সঙ্কলন, ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ ও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করি-য়াছি এবং জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব, ইহার নির্ণয়,বিবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রম-লক্ষণের নিদর্শন,চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, ইহাদিগের বিবরণ করিয়াছি। ভূত-ভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মানুষাকারে জন্ম স্বীকার করেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান, অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান, ইহারও কীর্ত্তন করিয়াছি। নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন, ইহাদের যথাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধকৌশল, জাতিবিশেষ, লোকযাত্রাবিধান, এই সকলেরও সুস্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছি, কিন্তু এই বিশাল বিশ্বক্ষেত্রে একজন ইহার উপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না।"

ব্রহ্মা তাঁহার অভিমত বিষয় অবগত হইয়া কহিলেন, "বৎস! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহানুভব মুনি আছেন, কিন্তু তুমি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া ঐ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তুমি জন্মাবধি সত্য বৈ কখন মিথ্যা ব্যবহার কর নাই এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিনী বাণী মুখে উচ্চারণ করিয়া থাক, এক্ষণে যখন স্বপ্রণীত মহা-ভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সুতরাং এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে। যাদৃশ অপরাপর আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ তোমার এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে গণেশকে স্মরণ কর, তিনি তোমার লেখক হইবেন।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে ভগবান্ সত্যবতীসুত গণেশকে স্মরণ করিলেন। গণপতি স্মৃতিমাত্রেই তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাসদেব ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার যথো-চিত সৎকার ও আসন প্রদান করিয়া কহিলেন, "হে গণনায়ক! মনঃসঙ্কল্পিত মহাভারতাখ্য গ্রন্থ আমি অবিকল বলিতেছি, আপনি তাহার লেখক হউন।" বিঘ্ননাশক গণেশ বেদব্যাসের এই কথা শুনিয়া কহি-লেন, "মুনে! যদি লেখনী ক্ষণমাত্র বিশ্রাম লাভ না করে, তাহা হইলে আমি আপনার লেখক হইতে পারি।" ব্যাসদেব কহিলেন, "হে বিঘ্ননাশক! কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহার যথার্থ অর্থবোধ না করিয়া আপনিও লিখিতে পারিবেন না।" গণাধিপতি তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। এই কারণে ব্যাস স্থানে স্থানে গ্রন্থ-গ্রন্থি-স্বরূপ কূটশ্লোক রচনা করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কহেন যে, এই ভারত-গ্রন্থে অষ্ট সহস্র ও অষ্টশত এরূপ শ্লোক আছে যে, তাহার ভাবার্থ সঙ্কলন করিতে কেবল আমি ও শুক পারে, সঞ্জয় পারে কি না, তাহা সন্দেহস্থল। অস্পষ্ট বলিয়া ঐ ব্যাসকূটের অদ্যাপি কেহ অর্থ করিতে পারে না। অধিক কি, গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও লিখিবার সময় সেই সকল শ্লোকের অর্থবোধ করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তিত হইতেন। ইত্যবসরে ব্যাসদেব বহুতর শ্লোক রচনা করিতেন।

প্রথমতঃ লোক-সকল অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এই মহাভারত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা সেই মোহা-বরণ উন্মোচন করিয়া তাহাদিগের নেত্রোন্মীলন করিয়া দিয়াছে এবং ভারতরূপ দিবাকর ধর্ম্ম, অর্থ,কাম, মোক্ষ সংক্ষেপে ও সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া জীবলোকের মোহান্ধকার নিরাকরণ করিয়াছে। পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া শ্রুতিস্বরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়াছে। তদ্দ্বারা লোকের বুদ্ধিরূপ কুমুদ বিকাশ পাইয়াছে। মোহতিমির নিরাস করিয়া এই ইতিহাসস্বরূপ উজ্জ্বল,

প্রদীপ এই বিশাল বিশ্বস্বরূপ বাসগৃহকে সুপ্রকাশ করিয়াছে।

এই মহাভারত একটি বৃক্ষস্বরূপ। সংগ্রহাধ্যায় ইহার বীজভূত, পৌলোম ও আস্তীক ইহার মূল, সম্ভবপর্ব্ব স্কন্ধ, সভা ও অরণ্য ইহার বিটঙ্ক, অরণীপর্ব্ব পর্ব্বস্বরূপ, বিরাট ও উদ্‌যোগপর্ব্ব ইহার সার, ভীষ্মপর্ব্ব শাখা, দ্রোণ-পর্ব্ব পত্র, কর্ণপর্ব্ব পুষ্পস্বরূপ, শল্যপর্ব্ব সুগন্ধ, স্ত্রী ও ঐষিকপর্ব্ব ইহার সুশীতল ছায়া, শান্তিপর্ব্ব ইহার মহা-ফল, অশ্বমেধ অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ইহার আশ্রয়-স্থান, শল্যপর্ব্ব এই বৃক্ষের অগ্রভাগ। যেমন মেঘ সকলের উপজীব্য, তাদৃশ এই অক্ষয় ভারতবৃক্ষ উত্তর-কালে সকল কবিকুলের উপজীব্য হইবে। এক্ষণে মহাভারত-মহাদ্রুমের সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি পুষ্পসমুদয় বলিব।

অতি পূর্ব্বকালে ভগবান্ বাদরায়ণি জননী সত্যবতীর অনুমতিক্রমে এবং ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়প্রতিম অতি বীর্য্যবান্ তিন সন্তান উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রত্রয়ের নাম ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। মহাষ ইহাদিগকে উৎপাদন করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যার নিমিত্ত আশ্রমে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ তিন পুত্র জরাগ্রস্ত হইয়া লোকান্তরে গমন করিলে মহর্ষি নরলোকে এই পবিত্র ভারত সুপ্রচার করেন। পরে ব্যাসদেব সর্পসত্রকালে রাজা জনমেজয় ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারত কহিতে অনুমতি করেন। বৈশম্পায়ন আহ্নিক-কর্ম্ম-সমাধানান্তে সেই মহতী সভায় উপবেশন করিয়া ভারত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের বুদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সরলতা, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের দুর্ব্বৃত্ততা, স্বগ্রন্থে দ্বৈপায়ন এই সকল অবিকল বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ভারত-সংহিতা প্রথমতঃ চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যানভাগ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে মহাষ সার্দ্ধশতশ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন।

বেদব্যাস এই মহাভারত প্রস্তুত করিয়াই সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। পরে অনুরূপ শিষ্যমণ্ডলীতে তাহা বিতরণ করেন। অনন্তর ষষ্টিলক্ষ-শ্লোকাত্মক অন্য এক ভারতসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ষষ্টিলক্ষের মধ্যে ত্রিংশৎলক্ষ দেবলোকে, পিতৃলোকে পঞ্চদশ, গন্ধর্ব্বলোকে চতুর্দ্দশ এবং নরলোকে এক শত সহস্র শ্লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। নারদ দেবলোকে মহাভারত সুপ্রচার করেন। অসিত-দেবল পিতৃলোকে ও শুকদেব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষস-দিগকে শ্রবণ করান এবং ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মনুষ্যলোকে ভারত কীর্ত্তন করেন। হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি আপনাদিগের সমক্ষে তাহাই কহিব।

বক্ষ্যমাণ মহাভারতের দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, মনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীসুত নকুল-সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।

রাজা পাণ্ডু বুদ্ধি ও বিক্রমপ্রভাবে নানাদেশ অধিকার করিয়া অবশেষে বনবাসী ঋষিদিগের সহিত অরণ্যে মৃগয়ারস পরবশ হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা মৃগয়াকালে সম্ভোগাসক্ত একটি মৃগকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিলে ঐ মৃগ মৃত্যুকালে তাঁহাকে এইরূপে অভিসম্পাত দিল, "মহারাজ! আপনি সম্ভোগসময়ে যেমন আমার প্রাণসংহার করিলেন, তাদৃশ আপনিও অতঃপর সম্ভোগসুখ অনুভব করিতে পারিবেন না; তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপাতিত হইবেন। সুতরাং তদবধি অনপত্যতানিবন্ধন তিনি অত্যন্ত বিপদে আক্রান্ত হইলেন। অগত্যা ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের ঔরসে পাণ্ডবদিগের জন্মলাভ হইল। কুন্তী ও মাদ্রী ঋষিদিগের সেই পরম পবিত্র আশ্রমে পাণ্ডবগণকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষিরা জটাবল্কলধারী পাণ্ডবগণকে রাজধানীতে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকটে উপনীত করিয়া কহিলেন, "ইহারা পাণ্ডুপুত্র; অরণ্যে আমাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহারা আপনা-

দিগের পুত্র, মিত্র, শিষ্য, সুহৃৎ ও ভ্রাতাস্বরূপ।" এই বলিয়া ঋষিরা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পঞ্চপাণ্ডবকে এইরূপে সকলের পরিচিত করিয়া অন্তাহত হইলে কৌরব ও পুরবাসিগণ সহর্ষে সকলেই মহা কোলাহল করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ কহিল, 'ইহারা তাঁহার সন্তান নহে।' কেহ কেহ কহিল, 'তাঁহারই বটে।' কেহ কেহ বলিল, 'বহুকাল হইল, পাণ্ডুরাজা লোকান্তরিত হইয়াছেন, সুতরাং ইহারা তাঁহার পুত্র, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমরা অদ্য পাণ্ডুরাজার সন্ততি দেখিলাম।' এইরূপ কথাই সকল স্থানে লোকের মুখ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। ঐ কোলাহল নিবৃত্ত হইলে আকাশবাণী হইল; পুষ্পবর্ষণসহকারে সুগন্ধ সমীরণ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ফলতঃ পাণ্ডুপুত্রদিগের নগরপ্রবেশকালে এই সকল শুভলক্ষণ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। পুরবাসিগণ এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর পাণ্ডবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করত পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া অকুতোভয়ে তথায় বাস কারতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের বিশুদ্ধ আচার ও ব্যবহারে, ভীমসেনের ধৈর্য্যে, অর্জ্জুনের বিক্রমে, কুন্তীর গুরুশুশ্রূষায়, নকুল ও সহদেবের বিনয় ও শৌর্য্যগুণে প্রকৃতিরা অতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিল। অনন্তর অর্জ্জুন সমাগত ভূপাল সম্মুখে অতি অদ্ভুত ব্যাপার সমাধান করিয়া স্বয়ংবরা কন্যা দ্রৌপদীকে আনয়ন করিলেন। তদবধি অর্জ্জুন সকল ধনুর্ধারীদিগের মধ্যে পূজ্য হইলেন এবং সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইতেন; কেহই তাঁহার দুর্ব্বিসহ বীর্য্য সহ্য করিতে পারিত না। মহাবীর অর্জ্জুন নিজভুজবলে সমস্ত ভূপতিদিগকে পরাজয় করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সৎপরামর্শে, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের বাহুবলে দুর্দ্দান্ত জরাসন্ধ ও পরাক্রান্ত শিশুপালের বধসাধন করিয়া দীনদুঃখীদিগকে অন্নদান ও যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা-দান করিয়া নিরাপদে রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাপন করিলেন। দেশদেশান্তর হইতে পাণ্ডবদিগের নিকট মণি, কাঞ্চন, গো, হস্তী, অশ্ব, বিচিত্র বসন, কম্বল, প্রাবার, আবরণ ও আস্তরণ রাশি রাশি এই সকল উপঢৌকন আসিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবদিগের অপেক্ষাকৃত উন্নতি ও সম্পত্তি দেখিয়া দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মনোমধ্যে অত্যন্ত ঈর্ষা জন্মিল। বিশেষতঃ ময়দানব নির্ম্মিত পরমাশ্চর্য্য সভা দেখিয়া তিনি যথোচিত পরিতাপ পাইলেন। সভাপ্রবেশকালে জলে স্থল ও স্থলে জলভ্রম হইলে বাসুদেবের সমক্ষে দুর্য্যোধন নিতান্ত নীচের ন্যায় ভীমকর্ত্তৃক উপহসিত ও অপমানিত হওয়াতে অশেষভোগ-সুখসম্পন্ন হইলেও দিন দিন বিবর্ণ, কৃশ ও শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের অভিমত অবগত হইয়া তাঁহার মনোদুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়ার অনুজ্ঞা দিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেও বিবাদের অনুমোদন করিয়া দ্যূত প্রভৃতি দুর্নীতির উপেক্ষা করিলেন, তাহা নিবারণ করিবার কোনও উপায় অবধারণ করিলেন না। সুতরাং বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের অনভিমতে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস হইল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ ও দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির অভিমত বিষয় স্মরণ কারয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি তোমাকে সমুদয় কাহতেছি, শ্রবণ কর। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া সহসা অসূয়া-পরবশ হইও না। দেখ, আমার জ্ঞাতিবিবাদে সম্মতি নাই এবং সমক্ষে কুলক্ষয় হয়, আমি তাহাতেও প্রীত নাহ। আমার পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া অদ্যাবধি উভয়পক্ষে কোনরূপ বিভিন্নভাব প্রদর্শন কার নাই। তথাপ পুত্রেরা ক্রোধপরায়ণ হইয়া বৃদ্ধ বালয়া আমাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে। আমি অন্ধ, সুতরাং পুত্রবৎসলতা বশতঃ সকলই সহ্য করিয়া থাকি। দুর্য্যোধন বিমোহিত হইলে আমিও মোহে অভিভূত হই। দুর্য্যোধন মহানুভব পাণ্ডবদিগের রাজসূয়যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি দেখিয়া এবং সভা-প্রবেশকালে সেইরূপ উপহসিত হইয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইল। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রণস্থলে

পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে অক্ষম ও সমস্ত রাজ্য-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া পরিশেষে গান্ধার-রাজের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া করিয়া সাম্রাজ্য অধিকার করিবার কল্পনা করিল। হে সঞ্জয়! আমি সে বিষয়ের যাহা কিছু জানি, তাহা অবিকল কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি গুণজ্ঞ, মেধাবী ও বুদ্ধিমান্; সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া অবশ্যই আমার বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইবে।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য রাজগণ-সমক্ষে লক্ষ্যভেদ করত তাহা ভূতলে পাতিত ও দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রম-প্রভাবে সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ-বলরাম তাদৃশ ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া পরম সখ্যতা-ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, দেবরাজ ইন্দ্র নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া দিব্য শর-জাল বিস্তার করত সেই বৃষ্টি নিবারণ করিয়া খাণ্ডব-দাহে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহের প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন বিদুর তাঁহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্ আছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে বলদৃপ্ত মগধাধিপতি জরাসন্ধকে বধ করিয়াছে এবং দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে অনেকানেক ভূপতি-দিগকে বশীভূত করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, একবস্ত্রা, অশ্রুমুখী, দুঃখিতা, রজস্বলা দ্রৌপদীকে সনাথা হইলেও অনাথার ন্যায় সভায় আনয়ন ও নিতান্ত নির্ব্বোধ দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয়-বসন আকর্ষণ করিয়াছে, তথাপি ঐ দুষ্ট বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, তথাপি শান্ত ও সুশীল ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুগতই আছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন বনপ্রস্থানকালে জ্যেষ্ঠভক্তিপরায়ণতা-প্রযুক্ত পাণ্ডবদিগকে অশেষক্লেশস্বীকার-সহকারে বিবিধ হিতচেষ্টা করিতে শ্রবণ করিলাম এবং ভিক্ষোপ-জীবী মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত আছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন কিরাতরূপী ভগবান্ মহা-দেবকে যুদ্ধে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া পাশুপতমহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট যথাবিধানে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বরদানদৃপ্ত ও দেবতাদিগের অজেয় পুলোমাপুত্র কালকেয়দিগকে অর্জ্জুন পরাজয় করিয়াছে এবং দুর্দ্দান্ত দানবদল দমন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ, যথায় নরলোকের সঞ্চারমাত্র নাই, এইরূপ দুর্গম স্থানে গমন করিয়া কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আর আমার জয়াশা নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণের পরামর্শক্রমে ঘোষযাত্রাগত মৎপুত্রেরা গন্ধর্ব্ব দ্বারা সংযত ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিমোচিত হইয়াছে, তদবধি আমার আর জয়াশা নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম স্বয়ং যক্ষের আকার স্বীকার করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, বিরাট-নগরীতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব প্রচ্ছন্নবেশে অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আমার পুত্রেরা কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না, তদবধি আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিরাটরাজ স্বসুতা উত্তরাকে অলঙ্কৃতা করিয়া অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন এবং অর্জ্জুনও আপনার পুত্রের নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, নির্জ্জিত, নির্ধন, নিষ্কাসিত ও স্বজনবহিষ্কৃত যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে এবং বলিকে

ছলিবার নিমিত্ত যিনি একপদে এই সম্পুর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছেন, সেই ত্রিবিক্রম নারায়ণ তাঁহার বহুবিধ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন, তদবধি আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণার্জ্জুন সাক্ষাৎ নরনারায়ণাবতার,তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করেন, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব লোকের হিত-সাধনের নিমিত্ত কুরুদিগের বিবাদভঞ্জন করিতে গমন করিয়া পরিশেষে চরিতার্থ না হইয়া প্রত্যাগত হইয়া-ছেন, তদবধি আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম,কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিতে সচে-ষ্টিত আছে, কিন্তু তিনি আপনার বহুবিধ রূপ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ প্রস্থানকালে নিতান্ত দীনা কুন্তীকে একাকিনী রথের সম্মুখে দণ্ডায়-মানা দেখিয়া অশেষ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব ও ভীষ্ম উভয়ে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন এবং দ্রোণাচার্য্য কায়মনোবাক্যে নির-বচ্ছিন্ন তাহাদিগের শুভানুধ্যান করিতেছেন,তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব 'তুমি যুদ্ধ না করিলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না' কর্ণকে এই কথা কহিয়া সেনাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিষণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণ স্বশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম প্রতিদিন রণক্ষেত্রে দশসহস্র লোকের প্রাণসংহার করিলেও পাণ্ডবপক্ষীয় বিখ্যাত কোন এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের নিকট আপনার বধোপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিষয় সংসাধন করিয়াছে,তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া মহা-বলপরাক্রান্ত ভীষ্মকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম-দেব মৎপক্ষীয় অসংখ্য লোককে বিনষ্ট ও অল্পাবশিষ্ট করত শত্রুপক্ষদিগের সুতীক্ষ্ণশরজালে বিদ্ধকলেবর হইয়া শরশয্যায় শায়িত হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম,ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইয়া পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পানীয় আনয়নার্থ অনুজ্ঞা করিলে অর্জ্জুন ভূমিভেদ করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য্য ইহাঁরা পাণ্ডবদিগের অনুকূল আছেন এবং দুরন্ত হিংস্রজন্তুগণ যাত্রাকালে আমাদিগকে নানা-প্রকারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিচিত্রবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহারথ সংশপ্তকগণ, যাহারা অর্জ্জুন-বিনাশের নিমিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছিল, তাহারা তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যাহা সতত সাবধানে সংরক্ষণ করিতেছেন, সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহভেদ করত তন্মধ্যে অভিমন্যু অসহায় হইয়া সহসা প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সপ্তরথী অর্জ্জুন-বিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্পবয়স্ক বালক অভিমন্যুকে বধ করত পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অতি-শয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে অর্জ্জুন রোষভরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শত্রু-সমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিয়া অনায়াসে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই যখন শুনিলাম, অর্জ্জুনের অশ্বচতুষ্টয় একান্ত ক্লান্ত হইলে বাসুদেব বন্ধন উন্মোচন করত তাহাদিগকে জল-পান করাইয়া পুনর্ব্বার রথে যোজনা করেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা ভীমসেনকে আকর্ষণ করিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন ও সে অশেষ-ক্লেশ স্বীকার

করিয়া ভাগ্যবলে আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও শল্য ইঁহারা প্রতীকারে পরাঙ্মুখ হইয়া সমক্ষে জয়দ্রথবধে উপেক্ষা করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দেবরাজদত্ত দিব্য শক্তি ঘোররূপী রাক্ষস ঘটোৎকচের বধনিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ অর্জ্জুনের বধসাধন করিবার নিমিত্ত যে একপুরুষঘাতিনী শক্তি রাখিয়াছিলেন, তাহা রাক্ষস ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মরণে স্থিরনিশ্চয়, বিশস্ত্র ও রথস্থিত দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদন করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামার সম্মুখীন হইয়া মাদ্রীসুত নকুল অসংখ্য লোকসমক্ষে ঘোরতর দ্বৈরথ-সংগ্রাম করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রধান এক ব্যক্তির প্রাণসংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের রুধির পান করিয়াছে এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকেই তথায় সমুপস্থিত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন অতি পরাক্রান্ত কর্ণকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি দুর্দ্ধর্ষ দুঃশাসন, মহাবীর্য্য কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যে শল্য 'বাসুদেবকে পরাজয় করিব' বলিয়া সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিত, যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠির তাহার প্রাণনাশ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহদেব কলহ ও দ্যূত প্রভৃতি কতিপয় দুর্নীতির নিদান ও অতি মায়াবী প্রবল সৌবলকে মৃত্যুমুখে প্রত্যর্পণ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও সহায়শূন্য হইয়া একাকী হ্রদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত জলস্তম্ভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন আপনার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি কতিপয় বীরপুরুষেরা সমবেত হইয়া দ্রৌপদীর প্রসুপ্ত পুত্রপঞ্চক বিনাশ করত অতি ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন 'স্বস্তি' বলিয়া অস্ত্র দ্বারা অশ্বত্থামার অমোঘ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে এবং তাহার তুষ্টিসাধন করিবার নিমিত্ত অশ্বত্থামাও মণিরত্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা মন্ত্রপূত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া উত্তরার গর্ভ নাশ করেন, তদুপলক্ষে দ্বৈপায়ন ও বাসুদেব উভয়ে তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। এক্ষণে গান্ধারী পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সমুদয় আত্মীয়-স্বজনের নিধন-দশায় এতাদৃশ দুরবস্থায় পড়িয়াছেন এবং পাণ্ডবেরা অনায়াসে অতি দুষ্কর কার্য্যের সংসাধন করিয়া পরিশেষে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছে; এক্ষণে আমাদিগের পক্ষীয় তিনটি ও পাণ্ডবদিগের সাতটি, সমুদয়ে দশ জন অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে; হে সঞ্জয়! সেই সমুদয় স্মরণ করিয়া আমি বারংবার মোহে অভিভূত হইতেছি, চারিদিক্ শূন্যময় ও জীবলোক শোকময় বলিয়া এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে। আমার আর চেতনা নাই। মন বিহ্বল হইতেছে।"

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া সহসা মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এক্ষণে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া প্রাণধারণ করা অতি কাপুরুষের কর্ম্ম; বিশেষতঃ আমার জীবনে আর কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না, সুতরাং এই অবস্থায় অবিলম্বে দেহবিসর্জ্জন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।" রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সঞ্জয় কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! দ্বৈপায়ন ও নারদমুখে আপনি শুনিয়াছেন,

শৈব্য, সৃঞ্জয়, সুহোত্র, রান্তিদেব, কাক্ষীবান্, ঔশিজ, বাল্মীক, দমন, শর্য্যাতি, অজিত, নল, বিশ্বামিত্র, অম্বরীষ, মরুত্ত, মনু, ইক্ষ্বাকু, গয়, ভরত, দাশরথি রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃতবীর্য্য, শুভকর্ম্মা যযাতি, ইহাঁরা প্রখ্যাত রাজর্ষি-বংশে প্রসূত হইয়া অলৌকিক যশ, অসামান্য কীর্ত্তি ও ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে কালবশে এই সুখময় পৃথিবী হইতে অন্তরিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে শৈব্য রাজা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলে মহর্ষি নারদ এই চতুর্ব্বিংশতি উপাখ্যান তাঁহার সম্মুখে কীর্ত্তন করেন। তদ্ভিন্ন পুরু, কুরু, যদু, শূর, বিশ্বগশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্‌গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দুলিদুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু, নিষধাধিপতি নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, প্রিয়ব্রত, শুচিব্রত, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, নিরাময়, কৃতবন্ধু, চপল, ধূর্ত্ত, দৃঢ়েষুধি, অবিক্ষিৎ, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, এই সকল ও অন্যান্য শত সহস্র সুপ্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। ইহাঁরা অশেষ-ভোগসুখ বিসর্জ্জন করিয়া নিধনদশায় নিপতিত হয়েন। অনেকানেক সদ্বিদ্বান্ প্রধান কবিগণ প্রাচীন ইতিহাস কহিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে এই সকল বলবান্ রাজাদিগের অতুল বিক্রম, সমধিক যশ, মহাত্মতা, সরলতা, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ ও দয়া এই সকল বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন দিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও পরিশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন; কিন্তু আপনার পুত্রেরা অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত, লুব্ধপ্রকৃতি ও রোষপরায়ণ ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের সংহারদশায় এইরূপ কাতর হওয়া সমুচিত নহে। বিশেষতঃ আপনি মেধাবী এবং আপনার বুদ্ধি-বৃত্তি নিরন্তর শাস্ত্রানুগামিনী আছে, অতএব এইরূপ বিজ্ঞ ও গুণজ্ঞ হইয়া বারংবার শোকে আক্রান্ত ও অভিভূত হওয়া আপনার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ ও অনুপযুক্ত। আপনি দৈবনিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই বিদিত আছেন; যাহা ভবিতব্য, অতি সাবধানে থাকিলেও তাহা ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়। এই জগতীতলে অদ্যাপি বুদ্ধিবলে কেহই দৈবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেন নাই। কারণ, দৈবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে। ভাব ও অভাব, সুখ ও অসুখ সকলই কালবশে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। কাল সর্ব্বজীবের সৃষ্টি ও কালই তাহার সংহার করিয়া থাকেন, কাল সর্ব্বজীবের দাহ ও কালই তাহার শান্তি করেন। ইহকালে যে সকল শুভাশুভ উপস্থিত হয়, সমুদয় কাল-মূলক। প্রজার সৃষ্টি ও সংহার সকলই কালসহকারে ঘটিয়া থাকে। জীবলোক সকলই নিদ্রিত, একমাত্র কাল জাগরিত আছেন। কাল সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। যাহা অতিক্রান্ত বা অনাগত ও যে অবস্থা বর্ত্তমান আছে, সকলই কালকৃত বিবেচনা করিয়া আপনার বিচেতন হওয়া সমুচিত নহে।"

এইরূপ প্রবোধবাক্যে সঞ্জয় পুত্রশোক-সন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত ও সুস্থচিত্ত করিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস এই বিষয়ের এক পবিত্র উপনিষৎ কহিয়াছেন এবং অতি বিচক্ষণ কবিগণ ঐ উপনিষৎ পুরাণে কীর্ত্তন করেন।

এই মহাভারত অধ্যয়ন করিলে পাপের নাশ ও পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। অধিক কি, শ্লোকের এক চরণ উচ্চারণ করিলেও পাপভয়ের নিবারণ হয়। এই গ্রন্থে দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ ও রাক্ষস, ইহাদিগের বিচিত্র ইতিহাস বর্ণিত আছে। যিনি একমাত্র পবিত্র ও সত্যস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্ম, পণ্ডিতেরা যাঁহার অদ্ভুত রচনার ঘোষণা করিয়া থাকেন, যিনি কার্য্য-কারণ-রূপ বিশ্বের নিয়ন্তা, যে অপ্রমেয় পুরুষের সুশাসন অস্খলিত ও অপ্রতিহতপ্রভাবে বিদ্যমান থাকিয়া এই বিশাল বিশ্বের নিরবচ্ছিন্ন শুভসংসাধন করিতেছে, যিনি জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে সংযত করিয়া সর্ব্বজীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঋষিগণ যোগবলে আদর্শতলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় অন্তরে যাঁহার বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়া ভূমানন্দ উপভোগ করেন, যাঁহার তুষ্টির নিমিত্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সকলই অনুষ্ঠিত হয়, সেই

গমন ও রাজ্যলাভ-পর্ব্ব, তৎপরে অর্জ্জুনের অরণ্য-বাস, তৎপরে সুভদ্রাহরণ, তৎপরে যৌতুকাহরণ-পর্ব্ব, তৎপরে খাণ্ডবদাহ ও ময়-দানব-দর্শন, তৎপরে সভাপর্ব্ব, তৎপরে মন্ত্রপর্ব্ব, তৎপরে জরাসন্ধ-বধ, তৎপরে দিগ্বিজয়-পর্ব্ব, দিগ্বিজয়ের পর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞ, তৎপরে অর্ঘ্যাভিহরণ, তৎপরে শিশুপাল-বধ, তৎপরে দ্যূত ও অনুদ্যূত-পর্ব্ব, তৎপরে অরণ্য, তৎপরে কির্ম্মীর-বধ, তৎপরে অর্জ্জুনের অভিগমন ও তৎপরে মহাদেব ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ, ইহাকে কিরাত-পর্ব্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তৎপরে ইন্দ্রলোকাভিগমন, তৎপরে নলোপাখ্যান, ইহা শ্রবণ করিলে অশ্রুপাত হয়। তৎপরে যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা-পর্ব্ব, তৎপরে জটাসুরবধ-পর্ব্ব, তৎপরে যক্ষ-যুদ্ধ, তৎপরে নিবাতকবচযুদ্ধ-পর্ব্ব, তৎপরে অজগর-পর্ব্ব, তৎপরে মার্কণ্ডেয়-সমস্যা, তৎপরে দ্রৌপদী ও সত্যভামা-সংবাদ, তৎপরে ঘোষযাত্রা, তৎপরে মৃগ-স্বপ্নোদ্ভব-পর্ব্ব,তৎপরে ব্রীহিদ্রৌণিক-উপাখ্যান-পর্ব্ব, তৎপরে ঐন্দ্রদ্যুম্ন, তৎপরে দ্রৌপদীহরণ, তৎপরে জয়দ্রথ-বিমোক্ষণ, তৎপরে রামচন্দ্রোপাখ্যান, তৎপরে পতিব্রতা সাবিত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্যবর্ণন, তৎপরে কুণ্ডলাহরণ, তৎপরে আরণেয়, তৎপরে বিরাট-পর্ব্ব, তৎপরে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ ও সময়-প্রতিপালন, তৎপরে কীচকবধ, তৎপরে গোগ্রহণ, তৎপরে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ, তৎপরে উদ্‌যোগ, তৎপরে সঞ্জয়াগমন-পর্ব্ব, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা-মূলক প্রজাগর-পর্ব্ব, পরে সনৎসুজাত-পর্ব্ব, তৎপরে যানসন্ধি পর্ব্ব, তৎপরে কৃষ্ণের গমন, তৎপরে মাতলীয় উপাখ্যান ও গালবচরিত, তৎপরে সাবিত্রীর উপাখ্যান, বামদেবোপাখ্যান, বৈণ্যোপাখ্যান ও জামদগ্ন্যোপাখ্যান, তৎপরে ষোড়শরাজিক-পর্ব্ব, তৎপরে কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ, তৎপরে বিদুলাপুত্র-শাসন, তৎপরে সৈন্যোদ্‌যোগ ও শ্বেতোপাখ্যান-পর্ব্ব, তৎপরে মন্ত্রনিশ্চয় করিয়া কার্য্যচিন্তন, তৎপরে সেনা-পতিনিয়োগোপাখ্যান, তৎপরে শ্বেত ও বাসুদেব-সংবাদ, তৎপরে মহাত্মা কর্ণের বিবাদ, তৎপরে কুরু-পাণ্ডব-সেনানির্যাণ, তৎপরে রথী ও অতিরথী-সংখ্যা-পর্ব্ব, অনন্তর অমর্ষবিবর্দ্ধন উলূকদূতের আগমন, তৎপরে অম্বোপাখ্যান, তৎপরে অদ্ভুত ভীষ্মাভিষেক-পর্ব্ব, তৎপরে জম্বুদ্বীপনির্ম্মাণ-পর্ব্ব, তৎপরে ভূমি-পর্ব্ব, তৎপরে দ্বীপবিস্তারকথন-পর্ব্ব, তৎপরে ভগবদ্‌গীতা-পর্ব্ব, অনন্তর ভীষ্মবধ, তৎপরে দ্রোণাভিষেক, তৎপরে সংশপ্তক-সৈন্যবধ, তৎপরে অভিমন্যুবধ-পর্ব্ব, তৎপরে প্রতিজ্ঞা, তৎপরে জয়দ্রথবধ-পর্ব্ব, তৎপরে ঘটোৎকচবধ, তৎপরে পরমাশ্চর্য্য দ্রোণবধ-পর্ব্ব, তৎপরে নারায়ণাস্ত্রপ্রয়োগ-পর্ব্ব।

অনন্তর কর্ণপর্ব্ব, তৎপরে শল্যপর্ব্ব, তৎপরে হ্রদ-প্রবেশ ও গদাযুদ্ধপর্ব্ব, অনন্তর সারস্বত ও তীর্থবংশা-নুকীর্ত্তন-পর্ব্ব, তদনন্তর অতি বীভৎস সৌপ্তিক-পর্ব্ব, অনন্তর দারুণ ঐষীক-পর্ব্ব, তৎপরে জলপ্রদানিক-পর্ব্ব, তৎপরে স্ত্রীবিলাপ-পর্ব্ব, তৎপরে ঔর্দ্ধদেহিক-পর্ব্ব, তৎপরে ব্রাহ্মণরূপী চার্ব্বাক রাক্ষসের বধপর্ব্ব, তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেক-পর্ব্ব, তৎপরে গৃহবিভাগ-পর্ব্ব, অনন্তর শান্তিপর্ব্ব, এই পর্ব্বে রাজ-ধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম কথিত আছে। তৎপরে শুকপ্রশ্নাভিগমন, তৎপরে ব্রহ্মপ্রশ্নানুশাসন, তৎপরে দুর্ব্বাসার প্রাদুর্ভাব ও মায়াসংবাদ-পর্ব্ব, অনুশাসন-পর্ব্ব, অনন্তর ভীষ্মের স্বর্গারোহণপর্ব্ব, তৎপরে সর্ব্ব-পাপপ্রণাশক আশ্বমেধিকপর্ব্ব, তৎপরে অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিষয়ক অনুগীতাপর্ব্ব, তৎপরে আশ্রমবাসিক-পর্ব্ব, তৎপরে পুত্রদর্শন-পর্ব্ব, তৎপরে নারদাগমন-পর্ব্ব, তৎপরে অতি ভীষণ মৌষলপর্ব্ব, তৎপরে মহা-প্রস্থানিক-পর্ব্ব, তৎপরে স্বর্গারোহণিক-পর্ব্ব, অনন্তর খিলনামক হরিবংশ-পর্ব্ব; এই পর্ব্বে বিষ্ণুপর্ব্ব, শিশু-চর্য্যা, কংসবধ ও অতি অদ্ভুত ভবিষ্যপর্ব্ব কথিত আছে। এই শত পর্ব্ব মহাত্মা ব্যাসদেব কহিয়াছিলেন এবং নৈমিষারণ্যে যথাক্রমে লোমহর্ষণপুত্র সৌতি অষ্টাদশ পর্ব্ব কীর্ত্তন করেন। সঙ্ক্ষেপে এই মহাভারতের পর্ব্ব-সংগ্রহ কহিলাম।

তন্মধ্যে পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, আদিবংশা-বতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ, হিড়িম্ব ও বকবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্যলাভ, অর্জ্জুনের বনবাস, সুভদ্রাহরণ, যৌতুকানয়ন, খাণ্ডব-

দাহ, ময়দানবদমন এই সকল আদিপর্ব্বের অন্তর্গত। পৌষ্যপর্ব্বে উতঙ্কের মাহাত্ম্য ও পৌলোম-পর্ব্বে ভৃগু-বংশবিস্তার কথিত আছে। আস্তীকপর্ব্বে সর্পকুল ও গরুড়ের সম্ভব, ক্ষীরসমুদ্রমন্থন, উচ্চৈঃশ্রবার জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞানুষ্ঠান ও মহাত্মা ভরত-বংশীয়দিগের চরিত্র কীর্ত্তিত আছে। সম্ভবপর্ব্বে অনেকানেক ভূপতিদিগের উৎপত্তি, অনেকানেক বীর-পুরুষ ও মহর্ষি দ্বৈপায়নের জন্মবৃত্তান্ত এবং দেবতা-দিগের অংশাবতরণ বর্ণিত আছে। দৈত্য, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীদিগের সমুদ্ভব। যাঁহার নামের অনুরূপে লোকে ভারতকুল বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে, মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে সেই ভরতের জন্মলাভ। শান্তনুর আবাসে গঙ্গার গর্ভে বসুদিগের পুনর্জ্জন্ম ও তাঁহাদিগের স্বর্গে আরোহণ এবং তেজোংশের সম্পাত, ভীষ্মের সম্ভব এবং তাঁহার রাজ্যপরিত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারণ, প্রতিজ্ঞাপালন এবং ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের রক্ষা, চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষাবিধান ও তাঁহার রাজ্যাধিকার, অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপে ধর্ম্মের নরলোকে অংশে সম্ভব ও বরদানপ্রভাবে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের ঔরসে উৎপত্তি, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও পাণ্ডব-দিগের সম্ভব, বারণাবত-প্রস্থানে দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা, পাণ্ডবদিগের প্রতি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কূটপ্রেরণ, ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত পথিমধ্যে তাঁহাকে ম্লেচ্ছ-ভাষায় বিদুরের অশেষ উপদেশ, বিদুরের পরামর্শক্রমে অতি গোপনে সুরঙ্গনির্ম্মাণ, রাত্রি-কালে পঞ্চপুত্রের সহিত নিদ্রিতা নিষাদীকে জতুগৃহে পুরোচন নামক ম্লেচ্ছের সহিত দাহ, নিবিড় অরণ্যে পাণ্ডবদিগের হিড়িম্বদর্শন, মহাবল ভীমসেন হইতে হিড়িম্বের বধসাধন ও ঘটোৎকচের উৎপত্তি, মহা-প্রভাব মহর্ষি ব্যাসদেবের সন্দর্শন ও তাঁহার অনুমতি-ক্রমে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস অবলম্বন, বকবধে পুরবাসীদিগের বিস্ময়, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, ব্রাহ্মণ-সন্নিধানে দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করত স্বয়ংবর-সভাদিদৃ-ক্ষাক্রান্তচিত্ত হইয়া ব্যাসের আদেশে ও রমণীরত্নলাভের অভিলাষে পাঞ্চালদেশে পঞ্চপাণ্ডবদিগের গমন, গঙ্গা-তীরে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজয় করিয়া তাঁহার সহিত পরমসখ্যভাব-সংস্থাপন ও তৎ-সমীপে তপতী, বশিষ্ঠ ও ঔর্ব্বের রমণীয় উপাখ্যান শ্রবণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের পাঞ্চালদেশে গমন, তথায় সমাগত অসংখ্য ভূপাল-সমক্ষে লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের দ্রৌপদীলাভ, ভীম ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে ক্রুদ্ধ রাজগণের সহিত শল্য ও কর্ণের পরাজয়, মহা-মতি অতি-শিষ্টপ্রকৃতি কৃষ্ণ ও বলরামের ভীমার্জ্জুনের সেইরূপ অপ্রমেয় ও অমানুষ-সাহস সন্দর্শনে পাণ্ডব-বোধে তাঁহাদিগের সহিত সমাগত হইবার বাসনায় পরশুরামের গৃহপ্রবেশ, পঞ্চভ্রাতার এক ভার্য্যা হইবে বলিয়া দ্রুপদের বিমর্ষ, এই স্থলে পরমাশ্চর্য্য পঞ্চেন্দ্রের উপাখ্যানের উল্লেখ, পাঞ্চালীর দৈববিহিত অমানুষ বিবাহ, পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুর-প্রেরণ, বিদুরের গমন ও কৃষ্ণের সন্দর্শন, পাণ্ডব-দিগের খাণ্ডবপ্রস্থে বাস ও রাজ্যার্দ্ধের অধিকার, নার-দের আদেশে পঞ্চপাণ্ডবদিগের দ্রৌপদীবিষয়ক নিয়ম-সংস্থাপন, সুন্দোপসুন্দের ইতিহাস, অনন্তর দ্রৌপ-দীর সহিত একান্তে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরের সন্নিকৃষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের অস্ত্রগ্রহণ ও ব্রাহ্মণের গোধন আহরণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালন জন্য অরণ্যবাস এবং তৎকালে উলুপীনাম্নী নাগকন্যার সহিত পথিমধ্যে অর্জ্জুনের সমাগম, পুণ্যতীর্থে গমন ও বভ্রুবাহনের জন্ম এবং তথায় তপস্বী ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে গ্রাহযোনি-প্রাপ্ত পঞ্চ অপ্সরার শাপমোচন, প্রভাস-তীর্থে কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকারলাভ, কৃষ্ণের অভিমতে দ্বারকায় অর্জ্জুনের সুভদ্রাপ্রাপ্তি, যৌতুক-প্রদানের নিমিত্ত খাণ্ডবপ্রস্থে কৃষ্ণ প্রস্থিত হইলে পর সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম, দ্রৌপদী-পুত্রের উৎপত্তি-কীর্ত্তন, যমু-নায় জলবিহারার্থে গমন করিলে কৃষ্ণার্জ্জুনের চক্র ও ধনুর্লাভ, খাণ্ডবদাহ, প্রদীপ্ত অনলমধ্য হইতে ময়-দানব ও ভুজঙ্গের পরিত্রাণ, মন্দপালনামা মহর্ষির ঔরসে শার্ঙ্গীর গর্ভে সুতোৎপত্তি, আদিপর্ব্বে এই সকল বর্ণিত আছে। বেদব্যাস এই পর্ব্বে দুই শত সপ্তবিংশতিসংখ্যক অধ্যায় কহিয়াছেন, তাহাতে

অষ্ট সহস্র অষ্ট শত ও চতুরশীতি শ্লোক রচনা করেন।

অনন্তর বহুবৃত্তান্তযুক্ত দ্বিতীয় সভাপর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে। পাণ্ডবদিগের সভা-নির্ম্মাণ, কিঙ্কর-দর্শন, দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণের সভাবর্ণন, রাজসূয়-মহাযজ্ঞের আরম্ভ, জরাসন্ধ-বধ, গিরিব্রজে নিরুদ্ধ রাজগণের কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিমোচন, পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়, ভূপালদিগের রাজসূয়যজ্ঞে আগমন, যজ্ঞে অর্ঘ্যদানপ্রসঙ্গে শিশুপালের সহিত বিবাদ ও তাহার বধ, পাণ্ডবদিগের রাজসূয়যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের বিষাদ ও ঈর্ষা, ভীমকর্ত্তৃক সভামধ্যে দুর্য্যোধনের প্রতি উপহাস ও তাহার ক্রোধ, তন্নিবন্ধন দ্যূতক্রীড়া, ধূর্ত্ত শকুনি-কর্ত্তৃক দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, দ্যূতার্ণবমগ্না দুঃখিতা দ্রৌপদীর ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক উদ্ধার, দ্রৌপদীকে বিপদুত্তীর্ণা দেখিয়া দুর্য্যোধনের পুনর্ব্বার পাণ্ডবদিগের সহিত দ্যূতারম্ভ, দ্যূতে পরাজয় করিয়া তৎকর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের বনপ্রেরণ, মহর্ষি বেদব্যাস সভাপর্ব্বে এই সকল বর্ণন করিয়াছেন। এই পর্ব্বে অষ্টসপ্ততি অধ্যায় এবং দ্বিসহস্র পঞ্চশত একাদশ শ্লোক আছে।

অনন্তর অরণ্য-নামক তৃতীয় পর্ব্ব। মহাত্মা পাণ্ডবগণ বন-প্রস্থান করিলে পৌরজন কর্ত্তৃক ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন, ওষধি ও ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত ধৌম্য মুনির উপদেশ-ক্রমে যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যারাধনা, সূর্য্যের অনুগ্রহে অন্নলাভ, ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক হিতবাদী বিদুরের পরিত্যাগ, বিদুরের পাণ্ডবসমীপে গমন ও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে আগমন, কর্ণের উত্তেজনায় বনবাসী পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা, তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া ব্যাসের আগমন, ব্যাস কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের বনগমন-প্রতিষেধ, সুরভির উপাখ্যান, মৈত্রেয়ের আগমন, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি মৈত্রেয়ের উপদেশ, মৈত্রেয় কর্ত্তৃক রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি শাপপ্রদান, ভীম কর্ত্তৃক যুদ্ধে কির্ম্মীর-রাক্ষস-বধ, শকুনি ছল প্রকাশ করিয়া দ্যূতে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়াছে শুনিয়া পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের আগমন, কৃষ্ণ অতিশয় রোষাবেশ প্রকাশ করিলে অর্জ্জুনের সান্ত্বনাবাক্য, কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ, দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদীকে বাসুদেবের আশ্বাসদান, সৌভপতি শাল্বের বধ, সপুত্রা সুভদ্রাকে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দ্বারকায় আনয়ন, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর সন্তানগণকে পাঞ্চালনগর-প্রাপণ, রমণীয় দ্বৈতবনে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ, দ্রৌপদী ও ভীমসেনের সহিত দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন, পাণ্ডবদিগের সমীপে ব্যাসের আগমন, যুধিষ্ঠিরের ব্যাসদেব হইতে প্রতিস্মৃতি-নামক বিদ্যালাভ, ব্যাস প্রতিগত হইলে পাণ্ডবদিগের কাম্যকবনে গমন, অমিততেজা অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভপ্রত্যাশায় প্রবাসে গমন ও কিরাতরূপী দেবদেব মহাদেবের সহিত যুদ্ধ, ইন্দ্রাদি লোকপালের দর্শন ও অস্ত্রলাভ, অস্ত্রশিক্ষার্থে অর্জ্জুনের ইন্দ্রলোকে গমন, পাণ্ডববৃত্তান্ত শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের বলবতী চিন্তা, মহানুভব মহর্ষি বৃহদশ্বের সন্দর্শন, দুঃখার্ত্ত যুধিষ্ঠিরের বিলাপ, ধর্ম্মসঙ্গত ও করুণরসাশ্রিত নলোপাখ্যান, যুধিষ্ঠিরের বৃহদশ্ব হইতে অক্ষহৃদয় নামক বিদ্যালাভ, পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গ হইতে লোমশ ঋষির আগমন, লোমশ কর্ত্তৃক বনবাসগত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গবাসী অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত-কথন, অর্জ্জুনের আদেশক্রমে পাণ্ডবদিগের তীর্থাভিগমন, তীর্থের ফলপ্রাপ্তি ও পাবনত্ব-কীর্ত্তন, মহর্ষি নারদের পুলস্ত্যতীর্থযাত্রা, পাণ্ডবদিগের তীর্থযাত্রা, কুণ্ডলদ্বয়-প্রদান দ্বারা কর্ণের ইন্দ্র-হস্ত হইতে বিমোচন, গয়াসুরের যজ্ঞবর্ণন, অগস্ত্যের উপাখ্যান ও বাতাপি-ভক্ষণ, অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত লোপামুদ্রা-পরিগ্রহ, কৌমার-ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত-কীর্ত্তন, প্রভূত-পরাক্রম পরশুরামের চরিত্রবর্ণন, কার্ত্তবীর্য্য ও হৈহয়দিগের বধ, প্রভাসতীর্থে পাণ্ডবদিগের সহিত বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সমাগম, সুকন্যার উপাখ্যান, শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞে চ্যবনমুনি কর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমারের সোমপান, অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক চ্যবনের যৌবন-প্রতিপাদন, মান্ধাতার উপাখ্যান, জন্তু-নামক রাজপুত্রের উপাখ্যান, শত পুত্রের অভিলাষে সোমক রাজার জন্তু-নামক পুত্রের শিরশ্ছেদন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও অভীষ্ট-ফললাভ, শ্যেন-

কপোতীয় উপাখ্যান, শিবিরাজার প্রতি ইন্দ্র ও অগ্নির ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, অষ্টাবক্রোপাখ্যান, জনক-যজ্ঞে মহর্ষি অষ্টাবক্রের সহিত বরুণাত্মজ নৈয়ায়িক বন্দির বিবাদ, মহাত্মা অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক বিবাদে বন্দির পরাজয় ও সাগরের অভ্যন্তরগত পিতার উদ্ধার, মহাত্মা যবক্রীত ও রৈভ্যের উপাখ্যান, গন্ধমাদনযাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস, পুষ্পানয়নার্থ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভীমসেনের নিয়োগ, পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে ভীমসেনের কদলীবনে হনুমান্-সন্দর্শন, কুসুমাবচয়ন করিবার নিমিত্ত সরোবরে অবগাহন, তথায় অতি ভীষণ রাক্ষসগণ ও মণিমান্ প্রভৃতি মহাবীর্য্য যক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ, জটাসুর-নামক রাক্ষস-বধ, তথায় রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আগমন, আষ্টিষেণের আশ্রমে পাণ্ডবদিগের গমন ও অবস্থান, দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভীমসেনের উৎসাহদান, ভীমের কৈলাস-পর্ব্বতে আরোহণ ও মণিমান্-প্রমুখ যক্ষদিগের-সহিত ঘোরতর যুদ্ধ, পাণ্ডবদিগের সহিত বৈশ্রবণের সমাগম, দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের সমাগম, হিরণ্যপুরবাসী নিবাতকবচগণ ও পুলোমাপুত্র কালকেয়দিগের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধবর্ণন, তৎকর্ত্তৃক কালকেয়দিগের রাজার প্রাণসংহার, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে অর্জ্জুনের অস্ত্র-সন্দর্শনের উদ্যম, দেবর্ষি নারদের তদ্বিষয়ে প্রতিষেধ, গন্ধমাদন হইতে পাণ্ডবদিগের অবরোহণ, গহনবনে ভুজগেন্দ্র কর্ত্তৃক মহাবল ভীমগ্রহণ, প্রশ্নোত্তর প্রদান পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের ভীমমোক্ষণ, মহাত্মা পাণ্ডবদিগের কাম্যকবনে পুনরাগমন, তথায় পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশায় পুনর্ব্বার বাসুদেবের আগমন, মার্কণ্ডেয়-সমস্যা, পৃথুরাজার উপাখ্যান, সরস্বতী ও মহর্ষি তার্ক্ষ্যের সংবাদ, মৎস্যোপাখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, ধুন্ধুমারোপাখ্যান, পতিব্রতোপাখ্যান, অঙ্গিরা ঋষির উপাখ্যান, দ্রৌপদী ও সত্যভামাসংবাদ, পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে পুনরাগমন, ঘোষযাত্রা, গন্ধর্ব্ব দ্বারা দুর্য্যোধনের বন্ধন ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিমোচন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মৃগ-স্বপ্ন-সন্দর্শন, রমণীয় কাম্যকবনে পুনর্গমন, অতি বিস্তীর্ণ ব্রীহিদ্রৌণিকোপাখ্যান, মহর্ষি দুর্ব্বাসার উপাখ্যান, আশ্রমের অভ্যন্তর হইতে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী-হরণ, মহাবল ভীমের বায়ুবেগে গমন ও জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ, বহুবিস্তর রামায়ণ উপাখ্যান, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণের বধ, সাবিত্রীর উপাখ্যান, কুণ্ডলদ্বয়-দান দ্বারা ইন্দ্রের হস্ত হইতে কর্ণের মুক্তি, পরিতুষ্ট ইন্দ্র কর্ত্তৃক একপুরুষঘাতিনী শক্তিপ্রদান, আরণেয়-উপাখ্যান ও ধর্ম্মের সপুত্রানুশাসন, বরলাভ করিয়া পাণ্ডবদিগের পশ্চিমদিকে গমন, তৃতীয় আরণ্যক-পর্ব্বে এই সকল কীর্ত্তিত আছে। ইহাতে দুই শত একোনসপ্ততি অধ্যায় ও একাদশ সহস্র ছয় শত ও চতুঃষষ্টি শ্লোক আছে।

অতঃপর বহুবিস্তৃত বিরাটপর্ব্ব শুনুন। পাণ্ডবগণ বিরাট-নগরে প্রবেশ করিয়া শ্মশানে অতি প্রকাণ্ড শমীবৃক্ষ নিরীক্ষণ করত স্বীয় সমুদয় অস্ত্র তাহাতে সংস্থাপন করিলেন ও অতি প্রচ্ছন্নভাবে নগরে প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা কীচক কামোন্মত্ত হইয়া দ্রৌপদীর নিমিত্ত আপনার অভিমত অভিলাষ প্রকাশ করিলে ভীমসেন তাহার প্রাণসংহার করেন। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে অতি সুচতুর চর-সমূহ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধান করিতে পারিল না। প্রথমতঃ ত্রিগর্ত্তেরা বিরাট-রাজার গোধন অপহরণ করে, তদুপলক্ষে তাহাদিগের সহিত বিরাটের যুদ্ধ হয় শত্রুপক্ষ বিরাটরাজাকে পরাজিত ও বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন স্ববিক্রমপ্রভাবে তাঁহাকে মুক্ত করেন; পাণ্ডবেরা বিরাটের অপহৃত গোধন প্রত্যাহরণ করেন। অনন্তর কৌরবগণ তাঁহার গোধন হরণ করিলে অর্জ্জুন বাহুবলে নিখিল কৌরবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বিরাটের গোধন উদ্ধার করেন। বিরাট সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত অভিমন্যুকে উদ্দেশ করিয়া দুহিতা উত্তরাকে সম্প্রদান করিলে অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করেন। বেদবেত্তা মহর্ষি বেদব্যাস বিরাট-নামক চতুর্থ পর্ব্বে এই সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং ইহাতে সপ্তষষ্টি অধ্যায়, দুই সহস্র ও পঞ্চাশৎ শ্লোক আছে।

তৎপরে উদ্যোগ-নামক পর্ব্ব শ্রবণ করুন।

পাণ্ডবেরা জিগীষা-পরবশ হইয়া উপপ্লব্য-নামক স্থানে অবস্থান করিলে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন কৃষ্ণের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। "তুমি এই যুদ্ধে আমাদিগের সাহায্য কর," তৎসন্নিধানে উভয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিলে মহামতি কৃষ্ণ কহিলেন, "আমি এক পক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিব ও অন্য পক্ষে আমি একাকী থাকিব; কিন্তু কোনরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না ও অকপটে তাহাদিগের মন্ত্রী হইব। এক্ষণে তোমরা অন্যতরের কে কি ইচ্ছা কর, বল।" অনভিজ্ঞ দুর্য্যোধন সৈন্য প্রার্থনা করিলেন ও অর্জ্জুন তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। পাণ্ডবদিগের সহায়তা করিবার নিমিত্ত সমাগত মদ্র-রাজকে পথিমধ্যে দুর্য্যোধন বহুবিধ উপহার প্রদান করিয়া 'তুমি আমার সাহায্য কর,' এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। শল্য তাহাতে সম্মত হইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিলেন। তথায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবরাজ ইন্দ্রের বৃত্রাসুরবিজয়-বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। পাণ্ডবেরা কৌরবসমীপে পুরোহিত প্রেরণ করিলেন। প্রবল-প্রতাপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তি-স্থাপন-প্রত্যাশায় সঞ্জয়কে দূতস্বরূপে পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতি বলবতী চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রাচ্ছেদ হইল। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ হিতবাক্য শ্রবণ করান। মহর্ষি সনৎসুজাত রাজাকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া অতি উৎকৃষ্ট বেদশাস্ত্র শুনাইলেন। প্রভাত-সময়ে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সঞ্জয় বাসুদেব ও অর্জ্জুনের অভিন্নত্ব কীর্ত্তন করেন। মহামতি কৃষ্ণ কৃপাপরায়ণ হইয়া সন্ধিবাসনায় হস্তিনাপুরে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন, উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনন্তর দম্ভোদ্ভবের উপাখ্যান, মহাত্মা মাতলির বরান্বেষণ, মহর্ষি গালবের চরিত্র, বিদুলার স্বপুত্রানুশাসন বর্ণিত আছে। কৃষ্ণ কর্ণ ও দুর্য্যোধনের নিতান্ত মন্দ অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া সমস্ত রাজাদিগকে স্বীয় যোগেশ্বরত্ব দর্শন করাইলেন। কর্ণকে রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণ পরামর্শ করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ণ অহঙ্কার-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিল না। তিনি হস্তিনাপুর হইতে উপপ্লব্যে আগমন করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণের কথা শুনিয়া হিতাহিত বিবেচনা পূর্ব্বক যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হস্তিনাপুর হইতে সংগ্রামবাসনায় হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এই সমুদয় ক্রমশঃ নির্গত হইতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধের পূর্ব্বদিবস পাণ্ডবদিগের নিকট উলূক-নামক দূত প্রেরণ করেন। রথ ও অতিরথ-সংখ্যা, অম্বোপাখ্যান, বহুবৃত্তান্ত-সংযুক্ত সন্ধিবিগ্রহবিশিষ্ট উদ্‌যোগ-পর্ব্বে এই সকল কথিত হইল। ইহাতে শত ও ষড়শীতি অধ্যায় আছে। মহর্ষি এই পর্ব্বে ষট্‌সহস্র ষট্‌-শত ও অষ্টনবতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর পরমাশ্চর্য্য ভীষ্মপর্ব্ব। ইহাতে সঞ্জয় জম্বু-দ্বীপ-নির্ম্মাণ বর্ণনা করেন। যুধিষ্ঠিরের সেনাগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। দশ দিবস অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। মহামতি বাসুদেব মুক্তিপ্রতিপাদক বহুবিধ যুক্তি-প্রদর্শন করিয়া অর্জ্জুনের মোহজনিত বিষাদ নিরাকরণ করেন। যুধিষ্ঠিরের হিতাভিলাষী মনস্বী কৃষ্ণ সত্বরে রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক প্রতোদ হস্তে লইয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে ভীষ্মকে সংহার করিতে ধাবমান হইয়াছিলেন এবং সকল ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বাক্যরূপ অসি দ্বারা আঘাত করেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া শাণিত শরে ভীষ্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইলেন। অতি বিস্তৃত ভারতের ষষ্ঠ পর্ব্ব সমাখ্যাত হইল। ইহাতে শত ও সপ্তদশ অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে। বেদবেত্তা ব্যাসদেব ভীষ্মপর্ব্বে পঞ্চ সহস্র, অষ্টশত ও চতুরশীতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অনন্তর বহুবৃত্তান্তানুগত অতি বিচিত্র দ্রোণপর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে। প্রবল-প্রতাপ দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত "ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে গ্রহণ করিব," এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনকে সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। শক্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারাজ ভগদত্ত সুপ্রতীক-নামক হস্তীর সহিত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হন। জয়দ্রথ প্রভৃতি

সপ্তরথী অপ্রাপ্ত যৌবন একাকী বালক অভিমন্যুর প্রাণ-দণ্ড করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন অভিমন্যু-বধে ক্রোধে অধীর হইয়া সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিলেন। মহাবাহু ভীম ও মহারথ সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে অর্জ্জুনের অন্বেষণের নিমিত্ত অতি দুর্দ্ধর্ষ কৌরব-সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হতাবশিষ্ট সংশপ্তক-গণ যুদ্ধে নিঃশেষ হয়। অলম্বুষ, শ্রুতায়ুঃ, মহাবীর জরাসন্ধ, সোমদত্তি, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ ও ঘটোৎ-কচাদি অন্যান্য বীরগণের নিধনের বিষয় দ্রোণপর্ব্বে কথিত আছে। সমরে দ্রোণাচার্য্য হত হইলেন, অশ্বথামা ক্রোধান্ধ হইয়া যে ভীষণ নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও এই পর্ব্বে বর্ণিত আছে। এই পর্ব্বে অত্যুৎকৃষ্ট রুদ্রমাহাত্ম্য, বেদব্যাসের আগমন এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের মাহাত্ম্য অভিহিত হইয়াছে। এই মহাভারতের সপ্তম পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। এই দ্রোণ-পর্ব্বে যে যে বীরপুরুষদিগের কথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই নিধন প্রাপ্ত হয়েন। তত্ত্বদর্শী মহামুনি পরাশরাত্মজ এই পর্ব্বে এক শত সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র নব শত নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর কর্ণপর্ব্বের কথা লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে ধীমান্ শল্যের সারথ্যকার্য্যে নিয়োগ, ত্রিপুর-নিপাতন-বৃত্তান্ত, গমনকালে কর্ণ ও শল্যের বিবাদ, কর্ণ-তিরস্কারার্থ শল্য কর্ত্তৃক হংসকাকীয়োপাখ্যান-কথন, মহাত্মা দ্রোণাত্মজ কর্ত্তৃক পাণ্ড্যের নিধন, দণ্ডসেন ও দণ্ডের বধ, সর্ব্বধনুর্দ্ধরগণসমক্ষে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের প্রাণসংশয়, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রোধ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুনয়-বাক্য দ্বারা অর্জ্জুনের ক্রোধ-শান্তিকরণ, ভীমসেন কর্ত্তৃক দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল-বিদারণ পূর্ব্বক রক্ত-পান এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে কর্ণের নিপাত; এই সমস্ত বর্ণিত আছে। ভারতের অষ্টম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই কর্ণপর্ব্বে একোনসপ্ততি অধ্যায় ও চারি সহস্র নয় শত চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্ত্তিত আছে।

অতঃপর বিচিত্র শল্যপর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। কুরুসৈন্য বীরশূন্য হইলে, মদ্রাধিরাজ শল্য সৈনাপত্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শল্যপর্ব্বে যাবতীয় রথযুদ্ধ ও প্রধান প্রধান কৌরবদিগের বধ বর্ণিত আছে। এই পর্ব্বে মহাত্মা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শল্যের বধ ও সহদেব কর্ত্তৃক শকুনির বিনাশ কথিত আছে। দুর্য্যোধন অল্প-মাত্রাবশিষ্ট সৈন্য দেখিয়া দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ পূর্ব্বক জলস্তম্ভ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্যাধেরা হ্রদমধ্যে দুর্য্যোধনের আত্মগোপন-বৃত্তান্ত ভীমকে বলিয়া দিল। মহামানী দুর্য্যোধন ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইলেন ও ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগ্রামসময়ে বলরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বে সরস্বতী ও অন্যান্য তীর্থ-সমুদয়ের পবিত্রতা-কীর্ত্তন ও তুমুল গদাযুদ্ধবর্ণন আছে। যুদ্ধে বৃকোদর ভয়ানক গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিলেন। ভারতের নবম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পর্ব্বে নানা-বৃত্তান্তযুক্ত একোনষষ্ঠি অধ্যায় কথিত আছে। এক্ষণে শ্লোক-সংখ্যা কথিত হইতেছে। কুরুবংশ-যশঃকীর্ত্তক মহামুনি বেদব্যাস এই পর্ব্বে তিন সহস্র দুই শত বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

অনন্তর দারুণ সৌপ্তিক-পর্ব্বের কথা লিখিত হই-তেছে। পাণ্ডবেরা সংগ্রামক্ষেত্র হইতে শিবিরে গমন করিলে, সায়ংকালে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা রুধিরাক্তকলেবর, ভগ্নোরুযুগল, অভিমানী, রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ রণক্ষেত্রে পতিত আছেন। মহাক্রোধ দ্রোণাত্মজ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালদিগকে ও অমাত্যসহিত পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট না করিয়া বর্ম্ম-ত্যাগ করিব না।" রাজাকে এইরূপ কহিয়া তিন জনেই সে স্থান হইতে অপক্রান্ত হইয়া প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষের তলে উপবিষ্ট হইলেন। ঐ স্থানে অশ্বত্থামা রাত্রিকালে পেচককে বহুসংখ্যক কাক নষ্ট করিতে দেখিয়া পিতৃনিধন-বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধান্ধ হইয়া নিদ্রাতুর পাঞ্চালদিগের বধে সপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এই স্থির করিয়া শিবিরদ্বারে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন যে, একটা বিকটমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর রাক্ষস আকাশ পর্য্যন্ত

ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অশ্বত্থামা অস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন কিন্তু রাক্ষসের কিছুতেই কিছু হইল না। তখন তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহকারে, সুসুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে ও সপরিবার দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন। কেবল কৃষ্ণবলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও ধনুর্দ্ধর সাত্যকি রক্ষা পাইলেন, আর সকলেই বিনষ্ট হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি যুধিষ্ঠিরাদিকে সমাচার দিল যে, "অশ্বত্থামা প্রসুপ্ত পাঞ্চালদিগকে বধ করিয়াছে।" দ্রৌপদী পুত্র, পিতা ও ভ্রাতাগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত অধীরার ন্যায় অনশন সঙ্কল্প করিয়া স্বামিগণের নিকট উপবিষ্টা হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম দ্রৌপদীর মনস্তুষ্টি করণার্থ ক্রোধান্বিত হইয়া গদা গ্রহণ পুরঃসর অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অশ্বত্থামা ভীম-ভয়াক্রান্ত হইয়া সক্রোধে "অদ্য আমি মেদিনী পাণ্ডববিহীনা করিব" এই বলিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ "এমন করিও না" এই বলিয়া অশ্বত্থামাকে নিবারণ করিলেন। অর্জ্জুন পাপাত্মা অশ্বত্থামাকে অনিষ্টাচরণে অভিনিবিষ্ট দেখিয়া স্বকীয় অস্ত্র দ্বারা অশ্বত্থামার অস্ত্রচ্ছেদন করিলেন এবং অশ্বত্থামা ও ব্যাসাদি পরস্পরের প্রতি শাপ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ মহারথ দ্রোণাত্মজের নিকট হইতে মণি গ্রহণ করিয়া সানন্দে দ্রৌপদীকে প্রদান করিলেন। ভারতের দশম সৌপ্তিকপর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। ব্রহ্মবাদী মহাত্মা উত্তমতেজা বেদব্যাস এই পর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায় ও অষ্ট শত সপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন। ঐষীকপর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত।

এক্ষণে করুণরসোদ্বোধক স্ত্রীপর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। এই পর্ব্বে পুত্রশোকার্ত্ত প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেনকে সংহার করিতে সঙ্কল্প করিয়া লৌহময়ী ভীমপ্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করেন। বিদুর মোক্ষোপদেশক হেতুবাদ দ্বারা পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সাংসারিক-মোহানবারণ ও তাহাকে আশ্বাস প্রদান করেন। শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর-মহিলাগণের সহিত রণস্থল-দর্শনার্থ গমন করেন। বীরবনিতাগণের করুণস্বরে রোদন এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ ও মোহ। ক্ষত্রিয়পত্নীগণ সমরে অপরাঙ্মুখ, নিহত পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে দেখিলেন। কৃষ্ণ পুত্র-পৌত্র-শোকাকুলা গান্ধারীর ক্রোধোপশমন করেন। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ, রাজা যুধিষ্ঠির শাস্ত্রানুসারে নৃপতিগণের শরীর দাহ করাইলেন। ভূপতিগণের উদকক্রিয়া আরব্ধ হইলে, কুন্তী কর্ণকে আপনার গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলিয়া স্বীকার ও প্রকাশ করেন। মহর্ষি বেদব্যাস এই একাদশ পর্ব্ব রচনা করিয়াছেন। এই পর্ব্ব শ্রবণ কিংবা পাঠ করিলে সহৃদয় জনের হৃদয় শোকাকুল ও নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়। এই পর্ব্বে বেদব্যাস সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও সপ্ত শত পঞ্চসপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর ধীশক্তিবর্দ্ধক শান্তিপর্ব্বের কথা লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ, ভ্রাতৃপুত্র, সম্বন্ধী ও মাতুলগণকে বধ করাইয়া সাতিশয় নির্ব্বিণ্ণ হইলেন। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। ঐ সকল ধর্ম্ম সম্যক্ জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য। ঐ সমস্ত ধর্ম্মের যথার্থ-জ্ঞানদ্বারা লোকে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে। ইহাতে বিচিত্র মোক্ষধর্ম্মের কথাও সবিস্তরে কথিত আছে। মহাভারতের দ্বাদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। হে তপোধনগণ! এই শান্তি-পর্ব্বে মহামুনি বেদব্যাস ত্রিশত ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও চতুর্দ্দশ সহস্র সপ্তশত সপ্ত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

ইহার পর অত্যুৎকৃষ্ট অনুশাসন-পর্ব্ব। এই পর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথীপুত্র ভীষ্মদেবের নিকট ধর্ম্মনিশ্চয় শ্রবণ করিয়া বিগতশোক ও স্থিরচিত্ত হইলেন। এই পর্ব্বে ধর্ম্মার্থ-সংবদ্ধ ব্যবহার-সমুদয়-কথন, বিবিধ দানের বিবিধ প্রকার ফলনির্দ্দেশ, সৎপাত্র ও অসৎপাত্রের বিশেষ বিবেচনা, দান-বিধান-কথন, আচার-বিনির্ণয়, সত্যের স্বরূপ-কথন, গোগণের ও ব্রাহ্মণগণের মহত্ত্বকীর্ত্তন, দেশ-কালানুযায়ি-ধর্ম্মরহস্যকথন ও ভীষ্মের অমরলোকসম্প্রাপ্ত ক্যাত্তত আছে। ধর্ম্মনির্ণায়ক-নানা-বৃত্তান্ত-সঙ্কলিত অনুশাসনাভিধান ভারতের ত্রয়োদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই অনুশাসন-পর্ব্বে মুনিসত্তম পরাশরাত্মজ একশত ষট্

চত্বারিংশৎ অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র শ্লোক নির্ণয় করিয়াছেন।

অতঃপর আশ্বমেধিক-নামক চতুর্দ্দশ পর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। এই পর্ব্বে সংবর্ত্তমুনি ও মরুত্ত রাজার আখ্যান, যুধিষ্ঠিরের হিমালয়স্থিত সুবর্ণস্তূপ-সম্প্রাপ্তি ও পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন; কৃষ্ণ তাঁহাকে জীবিত প্রদান করেন। অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞ-তুরঙ্গরক্ষার্থ তৎপশ্চাদ্গামী অর্জ্জুনের নানাদেশে ক্রোধন-রাজপুত্রগণের সহিত সংগ্রাম, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে সমুদ্ভূত স্বসুত বভ্রুবাহনের সাহত যুদ্ধে ধনঞ্জয়ের জীবন-সংশয়। মহান্ অশ্বমেধ-যজ্ঞের সমাপ্ত্যনন্তর নকুলের বৃত্তান্ত। এই পরমাদ্ভুত আশ্বমেধিক-পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। এই পর্ব্বে অশেষ-তত্ত্ববিৎ ভগবান্ পরাশরসূনু ত্র্যধিক শত অধ্যায় ও তিন সহস্র তিন শত বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

অনন্তর আশ্রমবাসাখ্য পঞ্চদশ পর্ব্ব। এই পর্ব্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যত্যাগ করিয়া গান্ধারী ও বিদুরের সহিত অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন। গুরুশুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্তা, সাধ্বী কুন্তীও ধৃতরাষ্ট্রকে বনে গমন করিতে দেখিয়া পুত্ররাজ্য পরিত্যাগ করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমরে নিহত লোকান্তরগত পুত্র-পৌত্র এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় বীর-পুরুষগণকে পুনরাগত দেখিলেন। তিনি মহামুনি বেদ-ব্যাসের প্রসাদে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া অবশেষে শোক পরিত্যাগ করত পরমসিদ্ধি লাভ করিলেন। বিদুর ও জিতেন্দ্রিয় গবল্গণ-নন্দন সঞ্জয় অমাত্যের সহিত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া চরমে সদ্গতি প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তপোধন নারদকে সন্দর্শন করিলেন এবং তৎপ্রমুখাৎ যদুকুলধ্বংসের কথা অবগত হইলেন। এই অত্যদ্ভুত আশ্রমবাসাখ্য পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। মহামুনি বেদব্যাস এই পর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও এক সহস্র পঞ্চশত ষট্-শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

হে তপোধনগণ! অতঃপর দারুণ মৌষল-পর্ব্ব জানিবেন। এই পর্ব্বে লবণ-সমুদ্র-সমীপে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পুরুষসিংহ যাদবগণ আপানে মদ্যপান দ্বারা মত্ত হইয়া দারুণ দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ এরকারূপ বজ্র দ্বারা পরস্পর আঘাত করেন। কৃষ্ণ ও বলভদ্র উভয়ে আপনাদিগের কুলক্ষয় করিয়া পরিশেষে আপনারাও সর্ব্বসংহর্ত্তা সমুপস্থিত কালের করাল কবলে নিপতিত হয়েন। নরোত্তম অর্জ্জুন দ্বারবতী নগরীতে আগমন করিয়া ঐ নগরীকে যাদবশূন্য নিরীক্ষণ করত বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি নরশ্রেষ্ঠ মাতুল বসু-দেবের সংস্কার করিলেন এবং তৎপরে কৃষ্ণ ও বল-রামের সংস্কার করিয়া পরিশেষে অন্যান্য প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণেরও সংস্কার করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বারকা হইতে বৃদ্ধ ও বালকগণকে লইয়া গমন করিতে করিতে ঘোরতর আপৎকালে গাণ্ডীবের প্রভাবক্ষয় ও দিব্যাস্ত্র সমুদয়ের অপ্রসন্নতা দেখিলেন। তৎপরে তিনি যাদব-মহিলাগণের নাশ ও প্রভুত্বের অনিত্যতা দর্শনে সাতিশয় নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসোপদেশে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করত সন্ন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণের বাসনা করিলেন। ষোড়শ-সংখ্যক মৌষলপর্ব্ব কীর্ত্তিত হইল। তত্ত্ববিৎ পরাশরাত্মজ এই পর্ব্বে আট অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক গণনা করিয়াছেন।

তদনন্তর মহাপ্রাস্থানিক-নামক সপ্তদশ পর্ব্বের বিষয় লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব-গণ স্বকীয় রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রৌপদী দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাপ্রস্থানে প্রস্থিত হইলেন। তাঁহারা লৌহিত্যার্ণবের কূলে অগ্নিসন্দর্শন পাইলেন। অর্জ্জুন মহানুভব অগ্নি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পূজা করত অত্যুৎকৃষ্ট গাণ্ডীবধনু প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে নিপতিত ও নিহত দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও না করিয়া সমস্ত মায়ামোহ পরিত্যাগ করত প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রাস্থানিকাখ্য সপ্তদশ পর্ব্ব কথিত হইল। এই পর্ব্বে অশেষতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরাশরনন্দন তিন অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

অনন্তর আশ্চর্য্য অলৌকিক স্বর্গ-পর্ব্ব জানিবেন। এই পর্ব্বে দয়ার্দ্র চিত্ত মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার কুক্কুর বিহীনে দেবলোক হইতে আগত দৈবরথ আরো-

হণে সম্মত হইলেন না। ধর্ম্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মে অবিচলিত অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া কুক্কুররূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন। পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সহিত এক রথে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দেবদূত ছল করিয়া তাঁহাকে নরক দর্শন করাইলেন। পরমধার্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির তৎস্থানস্থিত নিদেশানুবর্ত্তী ভ্রাতৃগণের করুণরসোদ্দীপক ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ধর্ম্ম ও দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার মনোদুঃখ নিবারণ করেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুরদীর্ঘিকায় স্নান করিয়া মানুষ কলেবর পরিত্যাগ করত স্বর্গে নিজ ধর্ম্মার্জ্জিত স্থান পাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পরম সমাদৃত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হে তপোধনগণ! অশেষধীশক্তিসম্পন্ন নানাতত্ত্বদর্শী মহর্ষি বেদব্যাস এই অষ্টাদশ পর্ব্ব রচনা এবং ইহাতে পাঁচ অধ্যায় ও দুই শত নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে অষ্টাদশ পর্ব্ব সবিস্তরে উক্ত হইল। ইহার পর হরিবংশ ও ভবিষ্য-পর্ব্ব কথিত আছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহ নির্দ্দিষ্ট হইল।

যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়াছিল। সেই ঘোর সংগ্রাম অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া হয়।

যে দ্বিজ অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চারি বেদ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতাখ্যান জানেন না, তাঁহাকে বিচক্ষণ বলিতে পারা যায় না। অপরিমিত ধীশক্তিমান্ বেদব্যাস এই ভারতকে অর্থশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন পরম সুমধুর পুংস্কোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকধ্বনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না, সেইরূপ এই আখ্যান শ্রবণ করিলে অন্যশাস্ত্র-শ্রবণে রুচি থাকে না। যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধ লোকের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস হইতে কবিগণের বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। হে বিপ্রোত্তমগণ! যেমন জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ শরীরী অন্তরীক্ষের অন্তর্গত, সেইরূপ যাবতীয় পুরাণ এই আখ্যানের অন্তর্ভূত। যেমন বিচিত্রা মানসিক ক্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়, সেইরূপ এই ইতিহাস যাবতীয় দানাধ্যয়নাদি ক্রিয়া ও শমদমাদি গুণের আশ্রয়। যেমন আহার বিনা শরীরীর শরীর ধারণের উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ এই সুললিত ইতিহাসান্তর্গত কথা ব্যতিরেক ভূমণ্ডলে অন্য কথা নাই। যেমন সমুন্নতি প্রেপ্সু ভৃত্যগণ সদ্‌বংশজ প্রভুর আরাধনা করে, সেইরূপ কবিবরাগ্রগণ্যগণ এই বিচিত্র ইতিহাসের উপাসনা করিয়া থাকেন। যেমন অন্যান্য আশ্রমাপেক্ষা গৃহস্থাশ্রম উৎকৃষ্ট, সেইরূপ এই কাব্য অন্যান্য কবিকৃত-কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হে মহর্ষিগণ! তোমাদিগের ধর্ম্মে মতি হউক। কারণ, লোকান্তরগত জনের ধর্ম্মই অদ্বিতীয় বন্ধু। অর্থ ও সাতিশয়ানুরাগ পূর্ব্বক সেবিত হইলেও কখন স্থির ও আত্মীয় হয় না। যে ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওষ্ঠবিনির্গত অপ্রমেয় পরমপবিত্র পাপনাশক মঙ্গলবিধায়ক পাঠ্যমান ভারত শ্রবণ করে, তাহার পুষ্করজলে স্নান করিবার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিবাভাগে নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়গণ প্রভাবে যে পাপরাশি সঞ্চয় করেন, সন্ধ্যাকালে মহাভারতপাঠ দ্বারা সেই সকল পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয়েন; আর নিশাকালে কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল পাপ-সঞ্চয় করেন, প্রাতঃকালে মহাভারত পাঠ করিয়া সেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে কনকমণ্ডিতশৃঙ্গ গো-শত দান করে, আর যে ব্যক্তি পরম-পবিত্র ভারত কথা প্রত্যহ শ্রবণ করে, এই দুই জনের তুল্য ফললাভ হয়। যেমন অর্ণবপোতাদি দ্বারা সুবিস্তীর্ণ অগাধজলধি অনায়াসে পার হওয়া যায়, সেইরূপ অগ্রে পর্ব্বসংগ্রহ-শ্রবণ দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট মহার্থযুক্ত উপাখ্যান সুখবোধ্য হয় জানিবেন।

পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

পৌষ্যপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কুরুক্ষেত্রে পরীক্ষিত পুত্র রাজা জনমেজয় ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে এক দীর্ঘ-সত্র অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার তিন সহোদর;—শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে একটা কুক্কুর তথায় উপস্থিত হইল। জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিলে সে রোদন করিতে করিতে মাতৃসন্নিধানে গমন করিল। সরমা তাহাকে অকস্মাৎ রোদন করিতে দেখিয়া কহিল, "তুমি কেন কাঁদিতেছ, কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে, বল?" জননী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সে কহিল, "জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ আমাকে প্রহার করিয়াছেন।" তাহা শুনিয়া দেবশুনী কহিল, "বোধ হয়, তুমি তাঁহাদিগের কোন অপরাধ করিয়া থাকিবে।" সে পুনর্ব্বার কহিল, "আমি তাঁহাদিগের কিছুমাত্র অপকার করি নাই, যজ্ঞের হবিও নিরীক্ষণ করি নাই, তাঁহারা অকারণে আমাকে প্রহার করিয়াছেন।" তৎশ্রবণে সরমা অতি দুঃখিতা হইয়া যথায় জনমেজয় ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে বহুবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তথায় সমুপস্থিত হইয়া রোষভরে কহিতে লাগিল, "আমার পুত্র তোমাদিগের কিছুমাত্র অপকার করে নাই, যজ্ঞের হবি অবেক্ষণ ও অবলেহন করে নাই, তোমরা কি নিমিত্ত ইহাকে প্রহার করিয়াছ, বল?" তাঁহারা কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না। তখন সরমা কহিল, "তোমরা নিরপরাধীকে প্রহার করিয়াছ, অতএব অনুপলক্ষিত ভয় তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে।" জনমেজয় দেবশুনী সরমার এইরূপ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বি[illegible] ও সন্ত্রান্ত হইলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে জনমেজয় হস্তিনাপুরে আগমন ও সরমাশাপ-নিবারণের নিমিত্ত সাতিশয় প্রযত্ন-সহকারে এক অনুরূপ পুরোহিত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদা মৃগয়ায় নির্গত হইয়া জনমেজয় স্বীয় জনপদের অন্তর্গত এক আশ্রম দর্শন করিলেন। তথায় শ্রুতশ্রবাঃ নামক এক ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার সোমশ্রবাঃ নামে এক পুত্র ছিল। জনমেজয় ঋষি-পুত্রের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন এবং ঋষিকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! আপনার এই পুত্র আমার পুরোহিত হউন।" রাজার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া শ্রুতশ্রবাঃ কহিলেন, "হে জনমেজয়! একদা এক সর্পী আমার শুক্র পান করিয়াছিল। ঐ শুক্রে তাহার গর্ভসঞ্চার হয়; আমার এই পুত্র ঐ গর্ভে জন্মেন। ইনি মহাতপস্বী, অধ্যয়ননিরত ও মদীয় তপোবীর্য্যে সম্ভূত। মহাদেবের অভিশাপ ব্যতিরেকে তোমার সমুদয় শাপশান্তি করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ইঁহার একটি নিগূঢ় ব্রত আছে যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ ইঁহার সন্নিধানে কোন বিষয় প্রার্থনা করেন, ইনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন, যদি ইহাতে সাহস হয়, তবে ইঁহাকে লইয়া যাও।" শ্রুতশ্রবার এইরূপ কথা শুনিয়া জনমেজয় প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহাশয়! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহাতে সম্মত আছি।" এই কথা কহিয়া পুরোহিত-সহিত স্বনগরে প্রত্যাগমন করত ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "আমি এই মহাত্মাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছি, ইনি যখন যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, তোমরা তদ্বিষয়ে কোন বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে; কিছুতেই যেন তাহার ব্যতিক্রম না হয়।" সহোদরদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া তক্ষশিলায় প্রস্থান করিলেন ও অনতিবিলম্বেই সেই প্রদেশ আপন অধিকারে আনিলেন।

ইত্যবসরে (প্রসঙ্গক্রমে একটি উপাখ্যানের উল্লেখ হইতেছে।) আয়োধধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে তাঁহার তিনটি শিষ্য ছিল। তিনি একদিন পাঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে অনুমতি করিলেন। আরুণি উপাধ্যায়ের উপদেশক্রমে ক্ষেত্রে গমন করিয়া অশেষ-ক্লেশ-স্বীকার করিয়াও পরিশেষে আলি বাঁধিতে অশক্ত হইলেন। অগত্যা তথায় শয়ন করিয়া জলনির্গম নিবারণ করিলেন।

কোন সময়ে উপাধ্যায় আয়োধধৌম্য শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসিলেন, "পাঞ্চালদেশীয় আরুণি কোথায় গিয়াছে?" তাহারা কহিল, "ভগবন্! আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে প্রেরণ করিয়াছেন।" তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, "যথায় আরুণি গমন করিয়াছে, চল, আমরাও তথায় যাই।" অনন্তর সেই স্থানে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এইরূপে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, "ভো বৎস আরুণি! কোথায় গিয়াছ, আইস।" তৎশ্রবণে আরুণি সহসা তথা হইতে উত্থিত ও উপাধ্যায়ের সন্নিহিত হইয়া অতি বিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, "ক্ষেত্রের যে জল নিঃসৃত হইতেছিল, তাহা অবারণীয়; সুতরাং তৎপ্রতিরোধের নিমিত্ত আমি তথায় শয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার কথা শ্রবণ করত সহসা কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া আপনার সম্মুখীন হইলাম; অভিবাদন করি, আর কি অনুষ্ঠান করিব, অনুমতি করুন।" আরুণি এইরূপ কহিলে উপাধ্যায় উত্তর করিলেন, "বৎস! যে হেতু তুমি কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তোমার নাম উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে এবং আমার আজ্ঞাপালন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল সমভাবে তোমার অন্তরে প্রতিভাত হইবে।" পরে আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশ লাভ করিয়া অভিলষিত দেশে গমন করিল।

আয়োধধৌম্যের উপমন্যু নামে একটি শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় তাহাকে কহিলেন, "উপমন্যু! সতত সাবধানে আমার গোধন রক্ষা কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে গোচারণে প্রেরণ করিলেন। উপমন্যু তাঁহার অনুমতিক্রমে দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন। একদিন উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া কহিলেন, "বৎস উপমন্যু! তোমাকে ক্রমশঃ অতিশয় হৃষ্ট-পুষ্ট দেখিতেছি, এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাক, বল।" তিনি উত্তর করিলেন, "ভগবন্! আমি এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।" তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, "দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত উপযোগ করা তোমার বিধেয় নহে।" উপমন্যু তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষান্ন আহরণ পূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন; উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন; ভক্ষণার্থ তাঁহাকে কিছুই দিলেন না। অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গো-রক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে আগমন ও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে অত্যন্ত পুষ্ট দেখিয়া কহিলেন, "বৎস উপমন্যু! তোমার ভিক্ষান্ন সমুদয়ই গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকায় দেখিতেছি; এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল।" তিনি এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভগবন্! একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয়বার কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল আহরণ করিয়া আপনার উদর পূরণ করিয়া থাকি।" উপাধ্যায় কহিলেন, "দেখ, ইহা ভদ্রলোকের ধর্ম্ম ও সমুচিত কর্ম্ম নহে। ইহাতে অন্যের বৃত্তিরোধ হইতেছে, আরও এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইবে।" উপাধ্যায় কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও সায়ংকালে গুরুগৃহে আগমন করিলে উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস উপমন্যু! তুমি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া যে ভিক্ষান্ন আহরণ কর, তাহা আমি সম্পূর্ণ লইয়া থাকি এবং প্রতিষেধ করিয়াছি বলিয়া তুমিও দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না; তথাপি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্থূলকায় দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল।" এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন, "ভগবন্! এক্ষণে ধেনুগণের দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণধারণ করিতেছি।" উপাধ্যায় কহিলেন, "দেখ, আমি তোমাকে অনুমতি করি নাই, সুতরাং ধেনুর দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে।" গুরুবাক্য অঙ্গীকার করিয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও গুরুগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। গুরু তাঁহাকে বিলক্ষণ স্থূল দেখিয়া কহিলেন, "বৎস উপমন্যু! তুমি ভিক্ষান্ন ভক্ষণ ও দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন কর না এবং ধেনুর দুগ্ধ পান করিতেও তোমাকে নিবারণ করিয়াছি, তথাপি তোমাকে

অতিশয় স্থূল-কলেবর দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক,বল।” উপমন্যু কহিলেন, “বৎসগণ মাতৃস্তন পান করিয়া যে ফেন উদ্গার করে, আমি তাহা পান করি।” উপাধ্যায় কহিলেন, “অতি শান্তস্বভাব বৎসগণ তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গার করিয়া থাকে, সুতরাং তুমি তাহাদিগের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ। অতঃপর তোমার ফেন পান করাও বিধেয় নহে।” এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গো রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিষিদ্ধ হইয়া তিনি আর ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিতেন না, দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতেন না, ধেনুর দুগ্ধপান ও দুগ্ধের ফেনোপযোগেও বিরত হইলেন। একদা তিনি অরণ্যে গোচারণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। সেই সকল ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণবিপাক অর্কপত্র উপভোগ করাতে চক্ষুদোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন ; অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ দিনমণি অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে, উপাধ্যায় আয়োধধৌম্য শিষ্যদিগকে কহিলেন, “দেখ, উপমন্যু এখনও আসিতেছে না।” শিষ্যেরা কহিলেন, “ভগবন্! উপমন্যুকে আপনি গোচারণের নিমিত্ত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছেন।” উপাধ্যায় কহিলেন, “দেখ, আমি উপমন্যুকে সর্ব্বপ্রকার আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি, বোধ হয়, সে কুপিত হইয়াছে ; এই নিমিত্ত প্রত্যাগত হইতেছে না। চল, আমরা তাহার অনুসন্ধান করি গে।” এই বলিয়া শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে বন-গমন পূর্ব্বক “বৎস উপমন্যু! কোথায় গিয়াছ?” এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। উপমন্যু উপাধ্যায়ের স্বরসংযোগ শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “আমি কূপে পতিত হইয়াছি।” তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, “তুমি কিরূপে কূপে পতিত হইয়াছ?” তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, “আমি অর্কপত্র-ভক্ষণে অন্ধ হইয়া কূপে পতিত হইলাম।” উপাধ্যায় কহিলেন, “তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের স্তব কর। তাহা হইলে তোমার চক্ষুলাভ হইবে।” উপমন্যু উপাধ্যায়ের উপদেশানুসারে বেদবাক্য দ্বারা অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন। “হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে ; তোমরাই সর্ব্বভূত প্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই প্রপঞ্চস্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশ, কাল ও অবস্থা দ্বারা তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না ; তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান আছ ; তোমরা শরীররক্ষে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ ; তোমরা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় পরমাণুসমষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না ; তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর ; তোমরাই স্বীয় প্রকৃতির বিক্ষেপশক্তি দ্বারা নিখিল বিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে আমি নির্ব্ব্যাধি হইবার জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তোমাদিগের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমরা পরম রমণীয় ও নির্লিপ্ত, বিলীন জগতের অধিষ্ঠানভূত, মায়া-বিকার-রহিত এবং জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত ; তোমরা সর্ব্বকাল সমভাবে বিরাজমান আছ ; তোমরা ভাস্কর সৃষ্টি করিয়া দিনযামিনীরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্র দ্বারা সংবৎসররূপ বস্ত্র বয়ন করিতেছ ; তোমরা জীবদিগকে সুবিহিত পথ সতত প্রদর্শন কর ; তোমরা পরমাত্মশক্তিরূপ কালপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া জীবাত্মা-স্বরূপ পক্ষিণীকে মোক্ষরূপ সৌভাগ্যশালিনী করিয়াছ। জীবেরা যাবৎ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র থাকে, তাবৎ তাহারা সর্ব্বদোষ-স্পর্শশূন্য চৈতন্যস্বরূপ তোমাদিগকে শরীরী বলিয়া ভাবনা করে। ত্রিশতষষ্টি দিবস স্বরূপ গো-সকল সংবৎসররূপ যে বৎস উৎপাদন করে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা ঐ বৎসকে আশ্রয় করিয়া পৃথক্ ফলক্রিয়াসমূহরূপ গো হইতে তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করেন ; উৎপাদক ও সংহারক সেই বৎসকে তোমরাই প্রসব করিয়াছ। অহোরাত্রস্বরূপ সপ্তশত বিংশতি অর সংবৎসররূপ নাভিতে সংস্থিত এবং দ্বাদশমাসরূপ প্রধি দ্বারা পরিবেষ্টিত যুষ্মৎ-প্রকাশিত নেমিশূন্য মায়াত্মক অক্ষয় কালচক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দ্বাদশ রাশিরূপ অর, ছয় ঋতুস্বরূপ নাভি ও সংবৎসররূপ অক্ষ-সংযুক্ত

এবং ধর্ম্মফলের আধারভূত একখানি চক্র আছে, যাহাতে কালাভিমানিনী দেবতা সতত অবস্থিত আছেন। হে অশ্বিনীকুমারযুগল! তোমরা ঐ চক্র হইতে আমাকে মুক্ত কর, আমি জন্ম-মরণ ক্লেশে অতিশয় ক্লিষ্ট আছি। তোমরা সনাতন ব্রহ্ম হইয়াও জড়স্বভাব বিশ্বস্বরূপ; তোমরাই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল-স্বরূপ। আকাশাদি সমস্ত জড়পদার্থ তোমাদের স্বরূপে লয় প্রাপ্ত হয়, তোমরাই অবিদ্যাপ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে বিমুখ হইয়াও বিষম বিষয়-রসাস্বাদ-সুখভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সংসার-মায়াজালে জড়িত হও। তোমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে দশদিক্, আকাশ ও সূর্য্যমণ্ডলের উদ্ভাবন করিয়াছ; মহর্ষিগণ সূর্য্য-বিহিত সময়ানুসারে বেদ প্রতিপাদ্য কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করেন এবং নিখিল দেবগণ ও মনুষ্যেরা বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। তোমরা আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পঞ্চীকরণ করিয়াছ, সেই পঞ্চভূত হইতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া বিষয়ানুরক্ত হইতেছে এবং নিখিল দেবগণ ও সমগ্র মনুষ্য অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত আছে। তোমাদিগকে ও তোমাদের কণ্ঠদেশাবলম্বিত কমলমালিকাকে প্রণাম করি। নিত্যমুক্ত কর্ম্মফলদাতা অশ্বিনীকুমারযুগলের সাহায্য বিনা অন্যান্য দেবগণ স্বকীয় কার্য্যসাধনে সক্ষম নহেন। হে অশ্বিনীকুমার! [illegible] অচেতন দেহ ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই গর্ভ প্রসব করে। ঐ গর্ভ প্রসূতমাত্র মাতৃস্তনপানে নিযুক্ত হয়। এক্ষণে তোমরা আমার চক্ষুদ্বয়ের অন্ধত্ব মোচন করিয়া প্রাণরক্ষা কর।” অশ্বিনীকুমারযুগল উপমন্যুর এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, “আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমাকে এক পিষ্টক দিতেছি, ভক্ষণ কর।” এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তিনি কহিলেন, “আপনাদিগের কথা অবহেলন করিবার যোগ্য নয়; কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পূপ ভক্ষণ করিতে পারি না।” তখন অশ্বিনীতনয়দ্বয় কহিলেন, “পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদিগকে স্তব করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক পিষ্টক দিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি গুরুর আদেশ না লইয়া তাহা উপযোগ করেন; অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর।” এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন, “আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না।” অশ্বিনীকুমার কহিলেন, “তোমার এই প্রকার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা অতিশয় প্রসন্ন হইলাম, তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত-সকল লৌহময়, তোমারও হিরণ্ময় হইবে এবং তুমি চক্ষু ও শ্রেয়োলাভ করিবে।” উপমন্যু অশ্বিনীকুমারের বরদান-প্রভাবে পূর্ব্ববৎ চক্ষুরত্ন লাভ করিয়া গুরু-সন্নিধানে গমন ও অভিবাদন করত আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, “অশ্বিনীতনয়েরা যেরূপ কহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ মঙ্গললাভ করিবে, সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে।” উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল।

আয়োধধৌম্যের বেদ নামে অপর একটি শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে আদেশ করিলেন, “বৎস বেদ, তুমি আমার গৃহে থাকিয়া কিছুকাল শুশ্রূষা কর, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।” বেদ তদীয় বাক্য শিরোধারণ পূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষায় রত হইয়া বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গুরু যখন যাহা নিয়োগ [illegible] ক্লেশ গণনা না করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তৎক্ষণাৎ তাহা অনুষ্ঠান করিতেন; কখন কোন বিষয়ে অবহেলা করিতেন না। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে উপাধ্যায় তাঁহার প্রতি অতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন বেদ গুরুর প্রসাদে শ্রেয়ঃ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। বেদের এই পরীক্ষা হইল।

অনন্তর বেদ উপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঐ আশ্রমে অবস্থানকালে তাঁহারও তিনটি শিষ্য হইল। বেদ শিষ্যদিগকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ বা আত্মশুশ্রূষা করিতে আদেশ করিতেন না। কারণ, গুরুকুলবাসের দুঃখ তাঁহার মনোমধ্যে সতত

জাগরূক ছিল। এই নিমিত্ত তিনি শিষ্যগণকে ক্লেশ দিতে পরাঙ্মুখ হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা জনমেজয় ও পৌষ্য-নামক অপর এক ভূপাল বেদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিলেন। একদা তিনি যাজনকার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার কালে উতঙ্ক-নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন, "বৎস! আমার অনবস্থানকালে মদীয় গৃহে যে কোন বিষয়ের অসদ্ভাব হইবে, তাহা তুমি তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবে।" উতঙ্ককে এইরূপ আদেশ দিয়া বেদ প্রবাসে গমন করিলেন। উতঙ্ক গুরুকুলে বাস করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন।

একদিন উপাধ্যায়পত্নীরা উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হইয়াছেন। এ সময় তোমার গুরু গৃহে নাই। যাহাতে তাঁহার ঋতু ফলহীন না হয়, তুমি তাহা কর, কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে।" উতঙ্ক এতাদৃশ অসঙ্গত কথা শুনিয়া কহিলেন, "আমি স্ত্রীলোকের কথায় এরূপ কুকর্ম্মে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারি না এবং গুরু আমাকে অন্যায় আচরণ করিতে কহিয়া যান নাই।" কিয়ৎকাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহে আগমন করিয়া উতঙ্কের সুচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, বল? তুমি ধর্ম্মতঃ আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমার সকল মনোরথ সফল হউক; গমন কর।" গুরু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উতঙ্ক কহিলেন, "ভগবন্! আমি দক্ষিণা দিতে প্রার্থনা করি। কারণ, এইরূপ শ্রুতি আছে যে, যিনি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া শিক্ষাদান করেন ও যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করে, তাহাদের মধ্যে একজন মৃত্যু বা বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। অতএব অনুমতি করিলে আপনার ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা আহরণ করি।" উপাধ্যায় কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! অবসরক্রমে আদেশ করিব।" উতঙ্ক আর একদিন গুরুকে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, আজ্ঞা করুন, কিরূপ দক্ষিণা আপনার অভিমত, তাহা আহরণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।" তাহা শুনিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! গুরুদক্ষিণা আহরণ করিব বলিয়া আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, অতএব তোমার উপাধ্যায়ানীকে বল, তাঁহার যাহা অভিরুচি, সেইরূপ গুরুদক্ষিণা আহরণ কর।" উতঙ্ক উপাধ্যায়ের উপদেশক্রমে গুরু পত্নী সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! গৃহে যাইতে উপাধ্যায় আমাকে অনুমতি করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিলষিত গুরুদক্ষিণা দিয়া ঋণমুক্ত হইতে বাসনা করি। বলুন, কি দক্ষিণা আপনার অভিপ্রেত?" উপাধ্যায়ানী কহিলেন, "বৎস! পৌষ্য রাজার ধর্ম্মপত্নী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন, তাহা আনয়ন করিয়া আমাকে প্রদান কর। আগামী চতুর্থদিবসে এক ব্রত উপলক্ষে মহা সমারোহ হইবে, সেই দিন ঐ কুণ্ডল ধারণ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের পরিবেশন করিব; অতএব তুমি সত্বর গমন কর, ইহা করিতে পারিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে, অন্যথা মঙ্গল হওয়া সুকঠিন।"

উতঙ্ক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে অতি বৃহৎ এক বৃষ দেখিলেন। ঐ বৃষে বৃহৎকায় এক পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "ওহে উতঙ্ক! তুমি এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর।" উতঙ্ক তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন ঐ পুরুষ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, "উতঙ্ক! তুমি মনোমধ্যে কোন প্রকার বিচার না করিয়া এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় ইহার পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন।" তখন উতঙ্ক ঐ কথায় স্বীকার করিয়া সেই বৃষের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর সত্বর আচমন করিতে করিতে সসম্ভ্রমে প্রস্থান করিলেন এবং আসনাসীন পৌষ্যের সন্নিধানে গমন করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর কহিলেন, "মহারাজ! আমি অর্থিভাবে আপনার নিকট অভ্যাগত হইয়াছি।" রাজা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! এই কিঙ্কর আপনার কি উপকার করিবে, বলুন।" উতঙ্ক কহিলেন, "মহারাজ! আপনার মহিষী

যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করেন, গুরুদক্ষিণা-প্রদান-বাসনায় আপনার নিকট আমি তাহা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।" পৌষ্য কহিলেন, "মহাশয়! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট উহা যাচ্ঞা করুন।" উতঙ্ক তাঁহার আদেশানুসারে অন্তঃপুরে গমন করিয়া রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি পুনর্ব্বার পৌষ্যের নিকট আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমার প্রতি এরূপ মিথ্যা আচরণ করা আপনার উচিত হয় নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু অন্তঃপুরে আপনার মহিষীকে দেখিতে পাইলাম না।" পৌষ্য ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "মহাশয়! বোধ হয়, আপনি অশুচি আছেন, মনে করিয়া দেখুন। আমার গৃহিণী অতি পতিব্রতা, অপবিত্র থাকিলে কেহই তাঁহার সন্দর্শন পায় না।" এইরূপ অভিহিত হইলে উতঙ্ক সমুদয় স্মরণ করিয়া কহিলেন, "আমি বৃষ-পুরীষ ভক্ষণানন্তর সত্বরে উত্থিত হইয়া গমনকালে আচমন করিয়াছিলাম।" পৌষ্য প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহাশয়! আপনার ইহাই ব্যতিক্রম হইয়াছে। উত্থানাবস্থায় ও গমনকালে আচমন করা আর না করা উভয়ই তুল্য।" তখন উতঙ্ক প্রাঙ্মুখে উপবেশন এবং করচরণ ও বদন প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিঃশব্দ, অফেন, অনুষ্ণ ও হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, এইরূপ পরিমাণে জল তিনবার আচমন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন। রাজমহিষী তাঁহার দর্শনমাত্রে সত্বরে উত্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! এ কিঙ্করী আপনার কি করিবে, আজ্ঞা করুন?" উতঙ্ক কহিলেন, "গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, আমাকে তাহা দান কর।" রাজমহিষী তাঁহার তাদৃশ প্রার্থনায় প্রীতা ও প্রসন্না হইয়া সৎপাত্র-বোধে তৎক্ষণাৎ কর্ণ হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক কুণ্ডলদ্বয় তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, "নাগরাজ তক্ষক আগ্রহাতিশয় সহকারে ইহা প্রার্থনা করেন। অতএব সাবধান হইয়া লইয়া যাউন।" উতঙ্ক কহিলেন, "তুমি কোনরূপ আশঙ্কা করিও না। নিশ্চয় কহিতেছি, তক্ষক আমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

উতঙ্ক ইহা কহিয়া সমুচিত সংবর্দ্ধনা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া পৌষ্য-সকাশে গমন করিলেন এবং কহিলেন, "মহারাজ! অভিলষিত-ফললাভে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি।" অনন্তর পৌষ্য কহিলেন, "ভগবন্! সকল সময় সুপাত্র-সমাগম হয় না। আপনি গুণবান্ অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন। ইচ্ছা হয়, আতিথ্য করি, অতএব কাল-নির্দ্দেশ করুন।" উতঙ্ক প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি এক্ষণেই প্রস্তুত আছি, আপনি অন্ন আনয়ন করুন।" রাজা তদীয় আদেশানুসারে অন্ন উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে উপযোগ করিতে দিলেন। তিনি তাহা শীতল ও কেশসংস্পর্শে অশুচি দেখিয়া কহিলেন, "তুমি আমাকে দূষিত অন্ন ভোজন করিতে দিয়াছ, অতএব অন্ধ হইবে।" পৌষ্য এইরূপ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তুমি অদূষিত অন্নে দোষারোপ করিলে, অতএব তোমার বংশলোপ হইবে।" তখন উতঙ্ক কহিলেন, "দেখ, তুমি অশুচি অন্ন ভোজন করিতে দিয়া পুনর্ব্বার প্রতিশাপ প্রদান করিতেছ, ইহা তোমার সমুচিত কর্ম্ম হইল না, বরং তুমি অন্নের দোষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর।" পৌষ্য অন্নের অশুচিত্ব স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন। পরে উতঙ্ককে বিনয়বাক্যে কহিলেন, "ভগবন্! আমি সবিশেষ না জানিতে পারিয়া এই অশুচি অন্ন আহরণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আমি অন্ধ না হই, এইরূপ অনুগ্রহ করুন।"

তখন উতঙ্ক প্রত্যুত্তর করিলেন, "দেখ, আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং একবার অন্ধ ও অনতিবিলম্বে চক্ষুষ্মান্ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যে শাপ দিয়াছ, তাহা হইতে আমাকে মুক্ত কর।" পৌষ্য কহিলেন, "এখনও আমার ক্রোধের উপশম হয় নাই; অতএব শাপ প্রতিসংহার করিতে পারি না। আর আপনি কি জানেন না যে, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় সুকোমল ও বাক্য খরধার ক্ষুরের ন্যায় নিতান্ত তীক্ষ্ণ? ক্ষত্রিয়দিগের উভয়ই বিপরীত, অর্থাৎ তাহা-

ষিগের বাক্য নবনীতবৎ কোমল ও হৃদয় ক্ষুরধার তুল্য নিতান্ত সুতীক্ষ্ণ; সুতরাং আমি স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ-ভাব প্রযুক্ত এক্ষণে প্রদত্ত শাপের অন্যথা করিতে পারি না।" উতঙ্ক কহিলেন, "আমি অদূষিত অন্নে দোষারোপ করিয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছি, এই ভাবিয়া তুমি আমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিয়াছিলে। এক্ষণে অন্নের দোষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অনুনয়-বিনয় পূর্ব্বক আমাকে প্রসন্ন করিলে এবং শাপ-বিমোচন করিয়া লইলে; কিন্তু তুমি যে শাপ দিয়াছ, তাহা মোচন করিতে চাহিতেছ না। এই প্রবঞ্চনা প্রযুক্ত সে শাপ আমাকে লাগিবে না; আমি চলিলাম।" এই বলিয়া কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে দেখিলেন, এক নগ্ন ক্ষপণক আসিতেছে; কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। উতঙ্ক সেই সময়ে পৌষ্য-মহিষীদত্ত কুণ্ডলদ্বয় ভূতলে রাখিয়া স্নানতর্পণাদির নিমিত্ত সরোবরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে ক্ষপণক নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সত্বর তথায় আগমন ও কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। উতঙ্ক স্নানাহ্নিক-সমাপনানন্তর অতি পূতমনে দেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া প্রবল-বেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তিনি সেই ক্ষপণকের সন্নিকৃষ্ট হইবামাত্র সে ক্ষপণকরূপ পরিহার পূর্ব্বক তক্ষকরূপ পরিগ্রহ করিল এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া তাহার সম্মুখে এক মহা গর্ত্ত সমুৎপন্ন হইল। তক্ষক সেই মহাগর্ত্ত দিয়া নাগলোকস্থ স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। তখন উতঙ্ক পৌষ্য-মহিষীর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণপণে তক্ষকের অনুসরণে যত্নবান্ হইলেন এবং প্রবেশদ্বার বিস্তার করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা খনন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে কষ্টভোগ করিতে দেখিয়া স্বীয় বজ্রাস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বজ্র! তুমি যাইয়া এই ব্রাহ্মণের সাহায্য কর।" বজ্র প্রভুর আদেশক্রমে তদ্দণ্ডে দণ্ডকাষ্ঠে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গর্ত্তদ্বার বিস্তীর্ণ করিল। উতঙ্ক তদ্দ্বারা রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তিনি এইরূপে নাগলোকে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, বলভী ও নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুকের রমণীয় স্থান অবলোকন করিলেন এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে নাগগণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

"ঐরাবত যে সকল সর্পের অধিরাজ এবং যাঁহারা যুদ্ধে অতিশয় শোভমান, সৌদামিনী-সহকৃত পবন-চালিত মেঘমালার ন্যায় বেগবান্, সেই সকল সর্পদিগকে স্তব করি। ঐরাবতসম্ভূত অন্যান্য সুরূপ ও বহুরূপ বিচিত্র কুণ্ডলধারী সর্প, যাঁহারা প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় অমরলোকে নিরবচ্ছিন্ন বিরাজমান আছেন এবং ভাগীরথীর উত্তরতীরে যে সকল নাগের বাসস্থান আছে, সেই সকল সুমহৎ পন্নগদিগকেও স্তব করি। ঐরাবত ব্যতিরেকে আর কে সূর্য্য-কিরণে বিচরণ করিতে পারে? যখন ধৃতরাষ্ট্র সর্প গমন করেন, তৎকালে বিংশতিসহস্র অষ্টশত অশীতি সর্প তাঁহার অনুসরণ করেন। যাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের সমভিব্যাহারে গমন করেন ও যাঁহারা অতি দূরে বাস করেন, সেই সমস্ত ঐরাবতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে নমস্কার করি। পূর্ব্বে খাণ্ডবপ্রস্থে ও কুরুক্ষেত্রে যাঁহার বাসস্থান ছিল, কুণ্ডলের নিমিত্ত সেই নাগরাজ তক্ষককে স্তব করি। তক্ষক ও অশ্বসেন এই উভয়ে নিত্যকাল সহচর হইয়া স্রোতস্বতী ইক্ষুমতীতীরে সতত বাস করিতেন। মহাত্মা তক্ষকের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রুতসেন, যিনি সর্ব্বনাগের আধিপত্য লাভ করিবার প্রত্যাশায় কুরুক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও নমস্কার করি।"

উতঙ্ক এইরূপে সর্পদিগকে স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, দুইটি স্ত্রীলোক সুচারু বাপদণ্ডযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে। সেই তন্ত্রের সূত্র-সকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং দেখিলেন, দ্বাদশ অর-যুক্ত একখানি চক্র ছয়টি শিশু কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আর একজন পুরুষ ও অতি মনোহর একটি অশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন। এইরূপ অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকেও স্তব করিতে লাগিলেন।

"সতত ভ্রাম্যমাণ চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বযুক্ত এই চক্রে তিন শত ষষ্টি তন্তু সমর্পিত আছে। ইহাকে ছয় জন কুমার পরিবর্ত্তিত করিতেছে। বিশ্বরূপা দুই যুবতী শুক্ল

ও কৃষ্ণ সূত্র দ্বারা এই তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছেন। এই দুই যুবতী সমস্ত প্রাণী ও চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপাদন করেন। নিখিল ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা, বৃত্রাসুর ও নমুচির হন্তা, বজ্রধর ইন্দ্র, যিনি সেই কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরিধান করিয়া ত্রিলোকে সত্য মিথ্যা উভয়ই বিচার করেন, সেই ত্রিলোকনাথ পুরন্দরকে নমস্কার করি।"

অনন্তর সেই পুরুষ উতঙ্ককে কহিলেন, "তোমার এইরূপ স্তবে আমি অতিশয় প্রীত হইলাম, এক্ষণে কি উপকার করিব, বল?" উতঙ্ক কহিলেন, "ভগবন্! এই করুন, যেন সমস্ত নাগগণ আমার বশবর্ত্তী হয়।" তখন সেই পুরুষ কহিলেন, "ভাল, তুমি এই অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান কর।" তদীয় বাক্যানুসারে উতঙ্ক অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান করিলে তাহার শরীর প্রধূমিত হইয়া উঠিল এবং ইন্দ্রিয়রন্ধ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা নাগলোক সাতিশয় সন্তপ্ত হইলে পর তক্ষক অগ্ন্যুৎপাতভয়ে ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত স্বীয় বাসভবন হইতে সহসা বহির্গত হইলেন এবং উতঙ্ক সমীপে আসিয়া কহিলেন, "আপনার এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন।" উতঙ্ক কুণ্ডল লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'অদ্য ব্রতোপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে, কিন্তু আমি অতি দূরে রহিলাম, অতএব এক্ষণে কিরূপে উপাধ্যায়ানীর মনোরথ সম্পূর্ণ হইবে?' পরে সেই পুরুষ উতঙ্ককে চিন্তাকুল দেখিয়া কহিলেন, "উতঙ্ক! তুমি আমার এই অশ্বে আরোহণ কর, অনতিবিলম্বেই গুরুকুলে উপস্থিত হইতে পারিবে।" উতঙ্ক তাঁহার আদেশানুসারে অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া ক্ষণকালমধ্যে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার উপাধ্যায়ানী স্নানপূজাদি সমাপনানন্তর কেশবিন্যাস করিতেছিলেন, তিনি উতঙ্কের বিলম্ব দেখিয়া অভিসম্পাত করিতে উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে উতঙ্ক গুরুগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক উপাধ্যায়ানীকে অভিবাদন করিয়া কুণ্ডল দিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! ভাল আছ ত? বৎস! তুমি ভাল সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। আমি এখনই অকারণে তোমাকে শাপ দিতাম, ভাগ্যে দিই নাই। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরকাল কুশলে থাক।"

অনন্তর উতঙ্ক গুরুপত্নী সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! ভাল আছ ত? এত বিলম্ব হইল কেন?" উতঙ্ক প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভগবন্! নাগরাজ তক্ষক কুণ্ডলাহরণবিষয়ে অতিশয় বিঘ্ন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমি নাগলোকে গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, দুইটি স্ত্রীলোক কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ সূত্র তন্ত্রে আরোপণ করিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, তাহা কি? ছয়টি কুমার দ্বাদশ অরসংযুক্ত একখানি চক্র নিয়ত পরিবর্ত্তিত করিতেছে, তাহাই বা কি? এবং তথায় এক পুরুষ ও এক বৃহৎকায় অশ্ব দেখিলাম, তাহাই বা কি? আর পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে এক বৃষ দেখিলাম, ঐ বৃষে এক পুরুষ আরোহণ করিয়া আছেন, তিনি আমাকে বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন, 'পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন।' পরে তাঁহার নিদেশক্রমে আমি সেই বৃষের পুরীষ উপযোগ করিলাম, ঐ বৃষ ও বৃষাধিরূঢ় পুরুষই বা কে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত বর্ণনা করুন, আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।"

উতঙ্কের প্রার্থনায় উপাধ্যায় কহিলেন, "বৎস! তুমি যে দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, তাঁহারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা। দ্বাদশ অর সংযুক্ত যে চক্র দেখিয়াছ, উহা সংবৎসর। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যে তন্তু দেখিয়াছিলে, উহা দিবা রাত্রি। ছয়টি কুমার ছয় ঋতু। যে পুরুষ দেখিয়াছ, তিনি পর্জ্জন্য। আর অশ্বটি অগ্নি। পথিমধ্যে যে বৃষভ দেখিয়াছিলে, তিনি নাগরাজ ঐরাবত। আর ঐ অশ্বে যে পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র। যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত। বৎস! সেই অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলে বলিয়াই নাগলোকে পরিত্রাণ পাইয়াছ। ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা, তিনি কৃপারসপরবশ হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা নাগলোক হইতে কুণ্ডল লইয়া

আগমন করা দুষ্কর হইত। বৎস! এক্ষণে আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, গৃহে গমন কর এবং তোমার শ্রেয়োলাভ হউক।"

উতঙ্ক উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞালাভানন্তর তক্ষকের প্রতি-জাতক্রোধ হইয়া তাহার প্রতীকার-সঙ্কল্পে হস্তিনা-পুরে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিকালবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা জনমেজয়ের সহিত সমাগত হইলেন। তৎকালে মহারাজ জনমেজয় অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া বসিয়া ছিলেন। উতঙ্ক অবসর বুঝিয়া রাজা জনমেজয়কে যথাবিধি আশীর্ব্বাদবিধান পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! প্রকৃত কার্য্যে অনাস্থা করিয়া বালকের ন্যায় সামান্য কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।"

জনমেজয় তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! আমি সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি, এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন,আজ্ঞা করুন।" উতঙ্ক কহিলেন, "মহারাজ! আমি যে কার্য্যের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, উহা আপনারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুরাত্মা তক্ষক আপনার পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছিল,এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করুন। ঐ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানকাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব হে মহারাজ! আপনার পিতৃবৈরি তক্ষককে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করুন। সেই দুরাত্মা বিনা দোষে আপনার পিতাকে দংশন করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। বলদৃপ্ত পন্নগাধম তক্ষক বিনা অপরাধে আপনার পিতার প্রাণ সংহার করিয়া কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন। কশ্যপ বিষ চিকিৎসা দ্বারা রাজর্ষিবংশরক্ষক দেবতানুভব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা করিতে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে পাপাধম তক্ষক পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করে। অতএব মহারাজ! অবিলম্বে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপাত্মাকে প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করুন, তাহা হইলে আপনার পিতার বৈরানির্যাতন এবং আমারও অভীষ্টসাধন হইবে সন্দেহ নাই। মহারাজ! আমি গুরুদক্ষিণা আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, ঐ পাপিষ্ঠ পথিমধ্যে আমার যথেষ্ট বিঘ্ন অনুষ্ঠান করিয়াছিল।"

রাজা জনমেজয় তাহা শ্রবণ করিয়া তক্ষকের প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন। যেমন ঘৃত সংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, উতঙ্কের বাক্যে রাজার রোষানলও সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন রাজা জনমেজয় অতিশয় দুঃখিত হইয়া উতঙ্ক-সমক্ষে পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্বীয় অমাত্যবর্গকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং উতঙ্কমুখে পিতৃবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি শোকে ও দুঃখে নিতান্ত আক্রান্ত ও একান্ত অভিভূত হইলেন।

পৌষ্যপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

পৌলোম-পর্ব্ব।

সৌতি কহিলেন, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞে যে সকল মহর্ষিগণ সমাগত হইয়াছিলেন, সূত-বংশ সম্ভূত লোমহর্ষণাত্মজ উগ্রশ্রবাঃ পুরাণপাঠ দ্বারা তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতেছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন, "হে মহর্ষিগণ! উতঙ্কচরিত আদ্যোপান্ত কহিলাম, এক্ষণে আপনারা আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, আজ্ঞা করুন।"

মুনিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণনন্দন! আমরা প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে যখন যে কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি সেই সমুদয় বর্ণনা করিও। কিন্তু কুলপতি শৌনক এক্ষণে অগ্নিশরণে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সুরাসুর-মনুষ্য-সর্প-গন্ধর্ব্বাদিঘটিত বিচিত্র অলৌকিক বৃত্তান্ত জানেন; বিদ্বান্, ধীমান্, কর্ম্মদক্ষ, ব্রতপরায়ণ বেদবেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী, সত্যবাদী, শান্তিগুণাবলম্বী, তপোনিরত সেই মহাত্মা আমাদিগের সকলের মান্য, তাঁহার অপেক্ষা কর। তিনি পরমার্চ্চিত আসনে

অধ্যাসীন হইয়া যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই কহিবে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,"ভাল,সেই মহর্ষি আসনে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেই বিবিধ পবিত্র কথা বলিব।" ক্ষণকাল পরে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শৌনকঋষি দেবযজ্ঞ ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ বিধিপূর্ব্বক সমাপ্ত করিয়া, যে স্থানে উগ্রশ্রবাঃ ও ব্রতপরায়ণ সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সুখাসীন আছেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিয়া এই কথা প্রস্তাব করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, বৎস সূতনন্দন! তোমার পিতা মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট সমস্ত পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তুমিও সেই সমুদয় অধ্যয়ন করিয়াছ। তোমার পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, পুরাণে অলৌকিক কথা-সকল ও আদিবংশ-বৃত্তান্ত-সকল বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বর্ণনা কর।

মহর্ষি শৌনকের আজ্ঞালাভানন্তর সূতনন্দন উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দ্বিজাগ্রণী মহাত্মা বৈশম্পায়ন প্রভৃতি যাহা সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমার পিতা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট আমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই সমস্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সুবিখ্যাত ভৃগুবংশ ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অশেষ ঋষিগণের পূজনীয়। এই বংশ পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা আমি যথাবৎ বর্ণন করিতেছি। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বরুণের যজ্ঞ করিতেছিলেন, আমরা শুনিয়াছি, সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে মহর্ষি ভৃগু সমুত্থিত হয়েন। ভৃগুর পুত্র চ্যবন পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন; চ্যবনের পুত্র প্রমতি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমতির রুরু-নামা এক পুত্র উৎপন্ন হয়; রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে আপনার প্রপিতামহ শুনক জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি শুনক বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, তপোনিরত, যশস্বী, অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! যেরূপে সেই মহাত্মা ভৃগুনন্দন চ্যবন নামে বিখ্যাত হইলেন, তাহা আমার নিকট সবিশেষ বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাত্মা ভৃগুর পুলোমানাম্নী প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী ছিলেন, তিনি ঐ মহর্ষির সহযোগে গর্ভিণী হয়েন। একদা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহর্ষি ভৃগু স্নানার্থ গমন করিলে পুলোমা নামে এক রাক্ষস তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইল। ঐ পাপাত্মা আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ভৃগু-গৃহিণীর মনোহারিণী মূর্ত্তি দর্শনে কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। সুচারুদর্শনা পুলোমা অনায়াসলভ্য বন্য-ফলমূলাদি দ্বারা অভ্যাগত রাক্ষসের অতিথিসৎকার করিলেন। দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস কুসুমশরের বিষম শরে নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া "এই বরবর্ণিনীকে হরণ করিব" এইরূপ সঙ্কল্প করিবামাত্র সাতিশয় হৃষ্টমনা হইল। পুলোমা রাক্ষস পূর্ব্বে ঐ সুচারুহাসিনী কন্যাকে ভার্য্যাত্বরূপে বরণ করিয়াছিল, কিন্তু কন্যার পিতা তাহাকে না দিয়া মহাত্মা ভৃগুকে বিধিপূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করেন। সে অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান তাহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল, এক্ষণে সে অবসর পাইয়া হরণ করিতে অভিলাষ করিল।

রাক্ষস পুলোমাহরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া অগ্নিশরণস্থ প্রজ্বলিত হুতাশন-সমীপে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "হে হুতাশন! তুমি সর্ব্বদেবগণের মুখ্য। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্য করিয়া বল, এই সুন্দরী কাহার ভার্য্যা? আমি পূর্ব্বে এই কামিনীকে স্বীয় সহচারিণী করিব বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম,কিন্তু ইহার পিতা আমাকে কন্যা দান না করিয়া ভৃগুকে সম্প্রদান করেন। অতএব যদি এই নির্জ্জননিবাসিনী বরবর্ণিনী ভৃগুর ভার্য্যা হয়, তবে বল, আমি আশ্রম হইতে ইহাকে অপহরণ করিব। ভৃগু যে আমার পূর্ব্বপ্রার্থিত সুরূপা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, সেই ক্রোধাগ্নিতে আমার

হৃদয় অদ্যাপি দগ্ধ হইতেছে।” দুরাত্মা রাক্ষস ভৃগুপত্নী-বিষয়ে এইরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকে আমন্ত্রণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিতে লাগিল। পরে সম্বোধন করিয়া কহিল, “হে হুতবহ! তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের অন্তরে পাপ-পুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিতি কর, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, সত্য করিয়া বল, পাপিষ্ঠ ভৃগু আমার পূর্ব্বপ্রার্থিত ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়াছে, সেই কামিনী আমার হইতে পারে কি না? তোমার নিকট ইহার যাথার্থ্য শ্রবণ করিয়া তোমার সাক্ষাতেই এই ভৃগুপত্নীকে হরণ করিব।” অগ্নি রাক্ষসের জিজ্ঞাসানন্তর একপক্ষে মিথ্যাকথন ও পক্ষান্তরে ভৃগুশাপ এই উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, “হে দানবতনয়! পূর্ব্বে তুমি ইহাকে বরণ করিয়াছিলে, যথার্থ বটে, কিন্তু তোমার যথাবিধি বিবাহ করা হয় নাই। এই নিমিত্ত যশস্বিনী পুলোমার পিতা সৎপাত্রলাভে ইহাকে ভৃগুর হস্তে সমর্পণ করেন। মহাতপা ভৃগু বেদবিধিপূর্ব্বক আমার সমক্ষে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি তুমি ইহাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিলে বলিয়া ইনি বিচারমতে তোমারই পত্নী হইতে পারেন। আমি মিথ্যা কহিতে পারি না, যে হেতু, মিথ্যাবাদী সর্ব্বত্র অনাদরণীয় হয়।”

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,দুরাত্মা রাক্ষস অগ্নির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক ভৃগুজায়াকে অপহরণ করিয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন পুলোমার গর্ভস্থ বালক রাক্ষসের এই গর্হিত অনুষ্ঠান অবলোকনে ক্রোধান্বিত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইলেন। তাহাতেই তাঁহার নাম চ্যবন হইল। রাক্ষস সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সদ্যোজাত সেই শিশুকে অবলোকন করিবামাত্র পুলোমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর দুঃখাভিভূতা পুলোমা ভৃগুর ঔরসপুত্র চ্যবনকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে করিতে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অনিন্দিতা ভৃগুপত্নীকে বাষ্পাকুলিত-লোচনা দেখিয়া সমীপে গিয়া অশেষ প্রকার প্রবোধ-বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। ভৃগুপত্নীর নয়ন-নিপতিত জলধারায় এক মহানদী প্রবাহিত হইল। পিতামহ ব্রহ্মা সেই নদীকে পুত্রবধু পুলোমার অনুসরণ করিতে দেখিয়া তাহার নাম “বধুসরা” রাখিলেন।

পরে পুলোমা চ্যবনকে ক্রোড়ে লইয়া আসিতেছিলেন,ইত্যবসরে মহর্ষি ভৃগু স্নান-পূজাদি সমাপনানন্তর প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় ধর্ম্মপত্নী ও পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন এবং সহধর্ম্মিণী পুলোমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মধুরহাসিনি! হরণেচ্ছু দুরাত্মা রাক্ষস তোমাকে আমার ভার্য্যা বলিয়া জানিত না, তুমি সত্য করিয়া বল, কে তাহার নিকট তোমার পরিচয় প্রদান করিল? আমি এক্ষণেই সেই পরিচয়দাতাকে শাপ প্রদান করিব। কোন্ ব্যক্তির এই দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাহস হইল? আমার শাপে ভীত না হয়, এমত লোক কে?” ভৃগু কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুলোমা কহিলেন, “ভগবন্! অগ্নি সেই রাক্ষসের সমীপে আমার পরিচয় দেন, পরে সেই পাপাত্মা রাক্ষস আমাকে রোরুদ্যমানা কুররীর ন্যায় অপহরণ করিল। তদনন্তর এই পুত্রের তেজঃপ্রভাবে সে ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে, তাহাতেই আমি রক্ষা পাইলাম।” ভৃগু পুলোমার এই বাক্য-শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া “অদ্যাবধি তুমি সর্ব্বভক্ষ হইবে” বলিয়া অগ্নিকে শাপ প্রদান করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভৃগু এইরূপ শাপ প্রদান করিলে অগ্নি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “হে ব্রহ্মন্! আপনি কেন অকারণে আমাকে এই নিদারুণ অভিসম্পাত করিলেন? আমি তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মপ্রতিপালনার্থ সত্যকথা কহিয়াছি, ইহাতে আমার দোষ কি? যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলে, সে আপনার ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও

অধস্তন সপ্তপুরুষকে নরকে পাতিত করে। আর যে ব্যক্তি যথার্থ জানিয়াও না কহে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয়,ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক,আমিও আপনাকে শাপ প্রদান করিতে পারি, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণদিগকে মান্য করি, এই নিমিত্ত বিরত হইলাম। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি আপনাকে কিছু কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি যোগবলে আত্মাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া শরীরভেদে অগ্নিহোত্র, গর্ভাধান ও জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়াকলাপে অধিষ্ঠিত আছি। বেদোক্তবিধিপূর্ব্বক আমাতে হুত যে হবি, তদ্দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হয়েন,হূয়মান সোমরসাদি সামগ্রী সকল দেবগণ ও পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া একত্র দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, অতএব দেবগণ ও পিতৃগণ অভিন্নস্বরূপ এবং প্রতি পর্ব্বে কখন একত্র, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ পূজিত হইয়া থাকেন। আমাতে যে আহুতি-সকল প্রদত্ত হয়, সেই সকল আহুতি দেবগণ ও পিতৃগণ ভক্ষণ করেন। তন্নিমিত্ত আমি দেবগণ ও পিতৃগণের মুখস্বরূপ। অমাবস্যাতে পিতৃগণকে ও পূর্ণিমাতে দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া আমাতে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাঁহারাও আমারই মুখ দ্বারা তাহা ভক্ষণ করেন, অতএব আমি কি প্রকারে সর্ব্বভক্ষ হইব ?"

পরে অগ্নি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিপ্রগণের অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞক্রিয়া হইতে আপনাকে তিরোহিত করিলেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানানন্তর প্রজাগণ ওঙ্কার,বষট্কার ও স্বধাস্বাহা-বিবর্জ্জিত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইল। ঋষিগণ তদ্দর্শনে উদ্বিগ্নমনে দেবগণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন,"হে দেবগণ! অগ্নির অন্তর্দ্ধান প্রযুক্ত ক্রিয়ালোপ হওয়াতে ত্রিলোকী ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়াছে, অতএব এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়,শীঘ্র বিধান করুন, আর° কালাতিপাত করিবেন না।"

অনন্তর ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া অগ্নির শাপ ও তন্নিবন্ধন ক্রিয়ালোপের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন,"হে ব্রহ্মন্! মহর্ষি ভৃগু কোন কারণ বশতঃ অগ্নিকে 'সর্ব্বভক্ষ হও' বলিয়া শাপ দিয়াছেন, কিন্তু অগ্নি দেবগণের মুখ ও যজ্ঞের অগ্রভাগভোক্তা হইয়া কিরূপে সর্ব্বভক্ষ হইবেন?" বিধাতা তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিকে আহ্বান করিলেন এবং মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন,"বৎস! তুমি সর্ব্বলোকের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা এবং অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপের প্রবর্ত্তয়িতা, তুমিই এই ত্রিলোকী ধারণ করিতেছ; অতএব হে ত্রিলোকেশ হুতবহ! এক্ষণে যাহাতে ক্রিয়াকলাপের উচ্ছেদ না হয়, তাহা কর। তুমি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর হইয়া এরূপ বিমূঢ়প্রায় হইতেছ কেন? তুমি সর্ব্বলোকে সর্ব্বদা পবিত্র এবং সর্ব্বজীবের গতিস্বরূপ; অতএব আমি বলিতেছি, তুমি সর্ব্বশরীরে সর্ব্বভক্ষ হইবে না। অপানদেশে তোমার যে সকল শিখা আছে, তাহারাই সকল বস্তু ভক্ষণ করিবে এবং তোমার মাংসভক্ষিকা যে তনু আছে, সেই সর্ব্বভক্ষ হইবে। যেমন রবিকিরণ-সংস্পর্শে সকল বস্তু শুচি হয়, সেইরূপ তোমার শিখা দ্বারা দগ্ধ হইয়া সকল বস্তু শুচি হইবে। হে হুতাশন! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজঃপদার্থ, তুমি আপনার প্রভাবে আপনি বিনির্গত হইয়াছ, এক্ষণেও স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ঋষির শাপ সত্য কর এবং তোমার মুখে হুত দেবভাগ ও আত্মভাগ গ্রহণ কর।"

অগ্নি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্র[illegible] এই বাক্য শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া তদীয় আজ্ঞা পালনার্থে গমন করিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ আহ্লাদিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহর্ষিগণ পূর্ব্বের ন্যায় যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দেবগণ ও ধরাতলে নরগণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন। অগ্নিও শাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ অগ্নি মহর্ষি ভৃগু হইতে এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অগ্নির শাপ, পুলোমা রাক্ষসের নিধন ও চ্যবনের জন্ম-বৃত্তান্ত-ঘটিত প্রাচীন ইতিহাস এই।

অষ্টম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভৃগুনন্দন চ্যবন সুকন্যার গর্ভে পরমতেজস্বী প্রমতি নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমতির রুরু-নামা এক সন্তান হয়। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে শুনক নামে তনয় জন্মে। সেই মহাতেজা রুরুর সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে সর্ব্বভূতহিতৈষী, সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, তপোনিরত স্থূলকেশ নামে এক মহর্ষি ছিলেন। ঐ সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর সংযোগে অপ্সরা মেনকা গর্ভবতী হইয়াছিল। অকরুণা মেনকা প্রসবকাল উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমে গমন এবং তথায় গর্ভবিমোচন করিয়া নদীতীরে পলায়ন করিল। সেই গর্ভে এক পরমাসুন্দরী কুমারী জন্মিয়াছিল। তপোধনাগ্রণী স্থূলকেশ কিয়ৎক্ষণ পরে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সেই সুরকন্যাতুল্য সদ্যঃপ্রসূত কন্যাকে অসহায়িনী নির্জ্জনে পতিতা দেখিয়া কারুণ্য-রসে আর্দ্র চিত্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রহণ করিয়া ঔরসকন্যা-নির্ব্বিশেষে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার জাত-কর্ম্মাদি সমস্ত কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিলেন। কন্যা সেই আশ্রমে শশিকলার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মহর্ষি স্থূলকেশ সেই কন্যাকে কি রূপে, কি গুণে, কি শীলে সর্ব্বপ্রকারেই সমস্ত প্রমদাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিয়া তাহার নাম প্রমদ্বরা রাখিলেন।

একদা প্রমতিনন্দন রুরু স্থূলকেশের আশ্রমে সেই প্রমদ্বরাকে নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইলেন। পরে আপন বয়স্যগণ দ্বারা পিতার নিকট স্বীয় অভিলাষ জানাইলেন। প্রমতি তদনুসারে মহর্ষি স্থূলকেশের নিকট গিয়া আপন পুত্রের নিমিত্ত সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি স্থূলকেশ ফল্গুনী-নক্ষত্রযুক্ত দিবসে বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া রুরুকে প্রমদ্বরা সম্প্রদান করিলেন।

একদা বরবর্ণিনী প্রমদ্বরা আপন সহচরীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়াকৌতুক করিতে করিতে দৈবগত্যা প্রসুপ্ত ও কেলিভূমিতে পতিত এক কৃষ্ণসর্পকে পদাহত করিল। সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া বিষাক্ত দশন-পংক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করাতে সে বিবর্ণা, বিচেতনা ও ভ্রষ্টাভরণা হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িল। তদীয় সখীগণ তাহাকে মুক্তকেশা, ভ্রষ্টবেশা ও ভূপৃষ্ঠে পতিতা দেখিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু প্রমদ্বরা ভুজঙ্গ-বিষে অভিভূতা ও বিবর্ণা হইয়াও পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠিল। ফলতঃ তখন তাহাকে বোধ হইতে লাগিল যেন, অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

তদীয় পিতা মহর্ষি স্থূলকেশ ও অন্যান্য মহর্ষি প্রমদ্বরাকে বিগতাসু ও ভূতলে পতিত দেখিলেন। তদনন্তর স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কুশিক, শঙ্খমেখল, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, ভারদ্বাজ, কৌণকুৎস, আষ্টিষেণ, গৌতম, প্রমতি, রুরু ও অন্যান্য তপোবনবাসী তপোধনগণ কারুণ্য-রস-পরবশ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে সেই পরমাসুন্দরী কন্যাকে আশীবিষ-বিষার্দ্দিত, মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। রুরু প্রিয়তমাকে তদবস্থ দেখিয়া নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত ও একান্ত কাতর হইয়া তথা হইতে বহির্গমন করিলেন।

নবম অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, সেই সকল মহাত্মা দ্বিজগণ তথায় উপবিষ্ট হইলে, রুরু সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং শোকে একান্ত ব্যাকুল হইয়া স্বীয় প্রিয়তমা প্রমদ্বরাকে স্মরণ করিয়া করুণস্বরে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন;—"আমার ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে যে, আমার ও বন্ধুবর্গের শোকবর্দ্ধিনী সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী ধরাতলে পড়িয়া আছে? আমি যদি দান, তপশ্চরণ ও গুরুজনের শুশ্রূষা করিয়া থাকি, তবে আমার প্রিয়া পুনঃসঞ্জীবিত হউক।

আমি জন্মাবধি আত্মসংযম ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়া যে সকল পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, এক্ষণে আমার প্রাণপ্রিয়া প্রমদ্বরা সেই পুণ্যবলে ভূমিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক।"

রুরু স্বীয় প্রিয়তমা প্রমদ্বরাকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবদূত তৎসন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, "রুরু! তুমি দুঃখার্ত্ত হইয়া যেরূপ প্রার্থনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব; যে হেতু, মনুষ্য একবার কালগ্রাসে পতিত হইলে আর কদাচ পুনর্জ্জীবিত হয় না। এই প্রমদ্বরা গন্ধর্ব্বের ঔরসে অপ্সরাগর্ভে জন্মগ্রহণ করে, এক্ষণে আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। অতএব হে বৎস! তুমি আর শোক সাগরে নিমগ্ন হইও না। পূর্ব্বে দেবগণ এই বিষয়ে একটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদি তাহা করিতে পার, তবে পুনর্ব্বার প্রমদ্বরাকে লাভ করিতে পারিবে।" রুরু কহিলেন, "হে দেবদূত! দেবগণ এই বিষয়ে কি উপায় স্থির করিয়াছেন, যথার্থ করিয়া বল, আমি এই দণ্ডেই তদনুযায়ী কর্ম্ম করিব।" দেবদূত কহিলেন, "হে ভৃগুনন্দন! তুমি স্বীয় ভার্য্যাকে আপনার পরমায়ুর অর্দ্ধেক প্রদান কর, তাহা হইলেই সে পুনঃ-র্জ্জীবিতা হইবে।" রুরু কহিলেন, "আচ্ছা, আমি প্রমদ্বরাকে আপনার পরমায়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান করি-লাম, সে মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক।" তখন গন্ধর্ব্বরাজ ও দেবদূত উভয়ে যম-সমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! যদি আপনি অনু-মতি করেন, তবে রুরুর মৃতভার্য্যা প্রমদ্বরা স্বীয় ভর্ত্তার অর্দ্ধায়ু লইয়া পুনর্জ্জীবিত হয়।" ধর্ম্মরাজ কহিলেন, "হে দেবদূত! যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে রুরুপত্নী রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ু পাইয়া পুনর্জ্জীবিত হউক।" ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র প্রমদ্বরা রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ু প্রাপ্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতার ন্যায় ধরাতল হইতে গাত্রোত্থান করিল। এইরূপে প্রমদ্বরা পুনর্জ্জীবিত হইলে, রুরুর পিতা এবং প্রমদ্ব-রার পিতা উভয়ে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া শুভলগ্নে পুত্র-কন্যার বিবাহবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহারাও পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। রুরু এইরূপে কমল-সমপ্রভা সুদুর্লভা প্রিয়তমাকে পুনর্লাভ করিয়া সর্প-বংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। সর্প অব-লোকন করিবামাত্র তিনি ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া শস্ত্রাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিতেন।

একদা তিনি এক নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক অতি জীর্ণ-কলেবর ডুণ্ডুভ সর্প শয়ন করিয়া রহিয়াছে। রুরু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া যমদণ্ডের ন্যায় নিজ দণ্ড উদ্ধৃত করিয়া তাহার নিধন-সাধনে উদ্যত হইলেন। ডুণ্ডুভ তাঁহাকে জিঘাংসু দেখিয়া কহিল, "হে তপোধন! আমি ত তোমার কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন অকারণে রোষ-পরবশ হইয়া আমার প্রাণবধে উদ্যত হইতেছ?"

দশম অধ্যায়

রুরু কহিলেন, "হে ভুজঙ্গম! এক দুষ্ট সর্প আমার প্রাণতুল্যা প্রেয়সীকে দংশন করিয়াছিল, সেই অবধি আমি এই অনুল্লঙ্ঘনীয় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সর্প দেখিতে পাইলেই তাহার প্রাণ-সংহার করিব; অত-এব আমি তোমাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি অদ্য আমার হস্তে তোমার প্রাণ-সংহার হইবে।" ডুণ্ডুভ কহিল, "হে ব্রহ্মন্! যে সকল সর্পেরা মনুষ্য-দিগকে দংশন করে, তাহারা স্বতন্ত্র জাতি; ডুণ্ডুভেরা সেরূপ নহে। ইহারা কখন কাহারও হিংসা করে না; অতএব হে মহর্ষে! কেবল সর্পনামের গন্ধমাত্র পাইয়া নিরপরাধী ডুণ্ডুভগণকে বধ করা তোমার সমুচিত কর্ম্ম হয় না। ডুণ্ডুভদিগের সুখভোগাভিলাষ অন্যান্য ভুজঙ্গমের সদৃশ নহে; কিন্তু ইহারা অনর্থ ঘটনার সময় তাহাদের সমভাগী, অতএব তুমি ধার্ম্মিক হইয়া এবম্ভূত হতভাগ্য নিরপরাধী ডুণ্ডুভদিগকে বধ করিও না।"

রুরু ভয়ার্ত্ত ডুণ্ডুভের এই কাতরোক্তি-শ্রবণে অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া তাহার প্রাণসংহারে পরাঙ্মুখ হইলেন

এবং শান্তবাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভুজঙ্গম! তুমি কে, কি কারণেই বা সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ, আমাকে বল।" সর্প কহিল, "আমি পূর্ব্বে সহস্রপাদনামা মুনি ছিলাম। পরে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া ভুজঙ্গ কলেবর ধারণ করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রুরু কহিলেন, "হে ভুজঙ্গোত্তম! ব্রাহ্মণ কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, আর কত কালই বা তোমাকে এই শরীরে থাকিতে হইবে, সবিস্তর শুনিতে ইচ্ছা করি।"

একাদশ অধ্যায়।

ডুণ্ডুভ কহিল, 'সত্যবাদী ও তপোবীর্য্য-সম্পন্ন খগম নামে এক ব্রাহ্মণ আমার বাল্যকালের সখা ছিলেন। একদা তিনি অগ্নিহোত্র কার্য্যানুষ্ঠানে অত্যন্ত ব্যাসক্ত আছেন, এমত সময়ে আমি বালস্বভাবসুলভ কৌতুকের পরতন্ত্র হইয়া তৃণ নির্ম্মিত ভুজঙ্গম দ্বারা তাঁহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তদ্দর্শনে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মেদিনীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আমাকে কহিলেন, 'তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যাদৃশ বীর্য্যহীন সর্প নির্ম্মাণ করিয়াছ, আমি তোমাকে শাপ দিতেছি, তুমি সেইরূপ নির্বীর্য্য সর্প হও।' আমি তদীয় তপঃপ্রভাব অবগত ছিলাম; অতএব অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলাম, 'ভ্রাতঃ! আমি সখা বলিয়া পরিহাসার্থ তোমার প্রতি এই কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব এক্ষণে ক্ষমা প্রদর্শন পুরঃসর আমাকে শাপ হইতে বিমুক্ত কর।'

খগম আমাকে এইরূপ ব্যাকুলিত দেখিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; অতএব এক্ষণে যাহা কহিতেছি, তাহা সাবধানে শুনিয়া সর্ব্বকাল মনে করিয়া রাখিবে। মহাত্মা প্রমতির রুরু নামে এক পরম-পবিত্র পুত্র জন্মিবে, তাঁহাকে দর্শন করিলেই তোমার শাপ-বিমোচন হইবে।' আপনি সেই প্রমতি-পুত্র রুরু, আজি আমি আপনার সন্দর্শন পাইয়াছি, এক্ষণে আমি স্বীয় পূর্ব্বরূপ লাভ করিয়া আপনাকে কিছু হিতোপদেশ দিতেছি, শুনুন

শাপভ্রষ্ট সহস্রপাদ এই বলিয়া সর্প কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ ভাস্বরমূর্ত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, "হে মহাত্মন্ রুরো! অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের কখন কোন জীবহিংসা করা উচিত নহে। বেদে এইরূপ কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা শান্তমূর্ত্তি, বেদবেদাঙ্গবেত্তা ও সর্ব্বজীবের অভয়প্রদ হইবেন। অহিংসা, সত্যবাক্য, ক্ষমা ও বেদবাক্য-ধারণ এইগুলি ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। দণ্ডধারণ, উগ্রত্ব ও প্রজাপালন এই সমস্ত ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করা অনুচিত। দেখুন, পূর্ব্বকালে রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে সর্পকুল বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু তপোবলসম্পন্ন, বেদবেদাঙ্গপারগ, ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য আস্তীক মহাশয় ভয়ার্ত্ত সর্পগণকে পরিত্রাণ করেন।"

দ্বাদশ অধ্যায়।

রুরু কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! ভূপতি জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পকুল ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর কি জন্যই বা ধীমান্ আস্তীক মুনি তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন, আমি সবিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি।" "আপনি ব্রাহ্মণদিগের মুখে আস্তীক-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিবেন" এই বলিয়া মহর্ষি সহস্রপাদ অন্তর্হিত হইলেন। রুরু তিরোহিত ঋষিকে অন্বেষণ করিয়া সমস্ত বন ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত মোহপরতন্ত্র হইয়া অচেতনপ্রায় ধরাতলে পড়িলেন। অনন্তর চৈতন্য লাভ করিয়া সহস্রপাদের উপদেশবাক্য পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে করিতে স্বকীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বীয় জনক-সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করাতে তিনি তাঁহাকে আস্তীকাখ্যান সবিস্তার শ্রবণ করাইলেন।

পৌলোমপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আস্তীক-পর্ব্ব।

শৌনক কহিলেন, "হে সৌতে! মহারাজ জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পযজ্ঞ করিয়া সর্পগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং কি কারণেই বা তপোধনাগ্রগণ্য আস্তীক মুনি প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে ভুজঙ্গমদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ বর্ণন কর। যে রাজা সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনি কাহার পুত্র এবং সেই দ্বিজবর আস্তীক মুনিই বা কাহার পুত্র, ইহাও বর্ণন কর।" উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, "হে মুনিবর! আমি আপনার নিকট অতি বিস্তীর্ণ আস্তীকোপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।" শৌনক কহিলেন, "হে সূতপুত্র! প্রাচীন মহর্ষি আস্তীকের ঐ মনোহর উপাখ্যান আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।"

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, আমার পিতা নৈমিষারণ্যবাসী বিপ্রগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া সর্ব্বপাপবিনাশক ব্যাসোক্ত ঐ পুরাতন ইতিহাস তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। আমি তৎসমীপে যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তপোধন আস্তীকের পিতা জরৎকারু মুনি সাক্ষাৎ প্রজাপতি সদৃশ ব্রহ্মচারী, ঊর্দ্ধরেতা ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রতানুষ্ঠান, উগ্রতপস্যা ও আহারসংযমে একান্ত তৎপর থাকিতেন। সেই তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা সর্ব্বদা তীর্থপর্য্যটন ও তীর্থে অবগাহন করিয়া অবনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন। এবং যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইত, সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে বহুকাল আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ ও ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া তিনি শীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন; তথাপি বায়ুমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন।

একদা জরৎকারু মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমস্তক হইয়া মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছেন; তদ্দর্শনে তিনি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনারা কে? কি নিমিত্তই বা মূষিকচ্ছিন্নমূল উশীরস্তম্বমাত্র অবলম্বন করিয়া অধোমুখে এই মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছেন?" পিতৃগণ কহিলেন, "আমরা যাযাবর নামে ঋষি; সন্তানক্ষয় হওয়াতে অধঃপতিত হইতেছি। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য! আমাদিগের জরৎকারু নামে এক পুত্র আছে, সেই দুর্ম্মতি পুত্রার্থ দারপরিগ্রহ না করিয়া সংসারসুখে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক অহর্নিশি কেবল তপস্যায় কালাতিপাত করিতেছে। সুতরাং কুলক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া এই মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছি; আমাদিগের বংশবর্দ্ধন জরৎকারু থাকিতেও আমরা অনাথ ও দুষ্কৃতীর ন্যায় হইয়াছি; তুমি কে, কি নিমিত্তই বা আমাদের দুঃখ দেখিয়া বান্ধবের ন্যায় অনুশোচনা করিতেছ, জানিতে বাসনা করি।"

জরৎকারু তাঁহাদিগের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আপনারা আমার পূর্ব্বপুরুষ, আমারই নাম জরৎকারু; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কি করিব?" পিতৃগণ কহিলেন, "বৎস! তোমার এবং আমাদিগের পারত্রিক মঙ্গল-সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কুলরক্ষাবিষয়ে যত্নবান্ হও। লোকে পুত্রোৎপাদন দ্বারা যেরূপ সদগতিসম্পন্ন হয়, ধর্ম্মফল দ্বারা সেরূপ সদগতি লাভ করিতে পারে না। অতএব হে পুত্র! আমাদিগের নিদেশানুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদনে যত্নবান্ হও। ইহা করিলেই আমাদিগের পরম হিতসাধন করা হইবে।"

জরৎকারু কহিলেন, "আমি সম্ভোগার্থে দারপরিগ্রহ বা জীবিকার্থে ধনোপার্জ্জন করিব না, কেবল আপনাদিগের হিতসাধনার্থে উদ্বাহ করিতে সম্মত হইলাম; কিন্তু তদ্বিষয়ে এই এক প্রতিজ্ঞা রহিল যে, যদি কন্যা আমার সনাম্নী হয় এবং তাহার বন্ধু-বান্ধবগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষা-স্বরূপ সম্প্রদান করে, তাহা হইলেই আমি তাহাকে যথাবিধি বিবাহ করিব; কিন্তু আমি অত্যন্ত দরিদ্র, বোধ করি, দরিদ্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কেহই সম্মত হইবে

না। হে পিতামহগণ! আমি এই নিয়মে দারপরিগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইব, অন্যথা এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। এইরূপে পরিণীতা ভার্য্যার গর্ভে সন্তান জন্মিলে আপনারা উদ্ধার হইবেন এবং অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া পরম-সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন।”

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর জরৎকারু মুনি গার্হস্থ্য আশ্রম করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পত্নীলাভার্থ সমস্ত মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাহাকে কন্যা প্রদান করিল না। একদা তিনি পিতৃ-লোকের বাক্য স্মরণ করিয়া বনপ্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃ-স্বরে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার সেই ভিক্ষা-বাক্য শ্রবণে নাগরাজ বাসুকি স্বীয় ভাগনীকে আনয়ন করিয়া সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু জরৎকারু সেই কন্যা সনাম্নী নহে, এই ভাবিয়া তাহার পাণিগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইলেন; কারণ, মহাত্মা জরৎকারু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি সনাম্নী কন্যা পান ও তাহার বন্ধু-বান্ধবগণ স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক ভিক্ষাস্বরূপ তাঁহাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করে, তাহা হইলেই তাহাকে সহধর্ম্মিণী করিবেন।

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপা জরৎকারু বাসুকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ভুজঙ্গম! তুমি যথার্থ করিয়া বল, তোমার এই ভাগনীর নাম কি?” বাসুকি কহি-লেন, “হে দ্বিজোত্তম! আমার এই অনুজার নাম জরৎ-কারু, আমি আপনাকে এই ভগিনীটি সম্প্রদান করি-তেছি, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন।” এই বলিয়া বাসুকি জরৎকারুকে স্বীয় ভগিনী প্রদান করিলেন তিনিও বিধিপূর্ব্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ মহর্ষি শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, হে ব্রহ্মজ্ঞানপারদর্শিন্! পূর্ব্বকালে সর্পগণ স্বীয় জননীর নিকট এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়াছিল যে, রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিবেন। ভুজঙ্গরাজ বাসুকি সেই শাপ-বিমোচনের অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা জরৎকারুকে স্বীয় ভগিনী প্রদান করেন। জরৎকারু বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া তদ্গর্ভে আস্তীক নামে পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা আস্তীক বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রে পারদর্শী, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ও তপ-শ্চর্য্যায় নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলের দাহভয় নিবারণ করেন। পাণ্ডুকুলোদ্ভব রাজা জনমেজয় বহুকালের পর সর্পসত্র নামে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই সর্পকুল কালান্তক যজ্ঞ আরব্ধ হইলে মহাতপা আস্তীক ভ্রাতৃগণ, মাতুলগণ ও অন্যান্য সর্পগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

জরৎকারু পুত্রোৎপাদন ও তপশ্চর্য্যা দ্বারা পিতৃ-লোকের উদ্ধারসাধন, বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা মুনিগণের তুষ্টি সম্পাদন এবং নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের পরিতোষ সমাধান করিলেন। তিনি এইরূপে পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ-স্বরূপ গুরুতর ভার হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত স্বর্গে আরো-হণ করেন। হে ভৃগুবংশাবতংস! আমি যথাক্রমে এই আস্তীকোপাখ্যান কহিলাম, এক্ষণে আর কি কহিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

ষোড়শ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যাহা কীর্ত্তন করিলে, পুনর্ব্বার তাহাই সবিস্তরে বর্ণন কর; আস্তীক-বৃত্তান্ত বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত ঔৎসুক্য হইয়াছে। আস্তীকোপাখ্যানটি অতি সুল-লিত ও সুমধুর বোধ হইল। ইহা শুনিয়া আমরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। ফলতঃ তুমি পুরাণ-কীর্ত্তন-

বিষয়ে স্বীয় পিতার ন্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছ। তোমার পিতা যেমন অনন্যবিষয়ানুরক্ত হইয়া প্রত্যহ আমাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইতেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া আমাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাও।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি পিতার নিকট আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ শুনিয়াছি, অবিকল সেইরূপ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সত্যযুগে দক্ষপ্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নামে দুই পরমাসুন্দরী কন্যা ছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ ঐ দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। একদা তিনি সেই ধর্ম্মপত্নীদ্বয়ের প্রতি অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বরপ্রদান করিতে চাহিলেন। "পরস্পর সমান-পরাক্রান্ত, এইরূপ সহস্র নাগ আমার পুত্র হউক" বলিয়া কদ্রু বর প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু বিনতা এই বর চাহিলেন, "আমার দুইটি মাত্র পুত্র হউক, কিন্তু তাহারা যেন বল, বিক্রম ও শরীরে কদ্রু-পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।" মহর্ষি কশ্যপ "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাদিগকে সেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। বিনতা স্বামি-সন্নিধানে স্বাভিলষিত বর সংপ্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় সন্তুষ্টা ও কৃতার্থম্মন্যা হইলেন। কদ্রুও তুল্যতেজস্বী পুত্র সহস্র-লাভে আপনাকে কৃতকৃত্যা জ্ঞান করিলেন। মহাতপা কশ্যপ পত্নীদিগকে "তোমরা স্বীয় প্রযত্নে গর্ভধারণ করিও" এই আদেশ দিয়া অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন।

বহুকালের পর কদ্রু অণ্ড-সহস্র ও বিনতা অণ্ডদ্বয় প্রসব করিলেন। পরিচারিকাগণ সেই সমুদয় অণ্ড উপস্বেদযুক্ত ভাণ্ডমধ্যে পঞ্চশত বৎসর রাখিলেন। তৎপরে কদ্রু-প্রসূত অণ্ডসহস্র হইতে এক একটি পুত্র বহির্গত হইল। কিন্তু বিনতার অণ্ডদ্বয় তদবস্থই রহিল। পুত্রার্থিনী বিনতা অদর্শনে সাতিশয় লজ্জিতা হইয়া স্বপ্রসূত অণ্ড-দ্বয়ের অন্যতর ভেদ করিয়া দেখিলেন যে, পুত্রের পূর্ব্বার্দ্ধকায়মাত্র সুসঙ্ঘটিত হইয়াছে, অন্যার্দ্ধ অতিশয় অপক্কাবস্থায় রহিয়াছে। তখন সেই সদ্যঃপ্রসূত পুত্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় জননীকে অভিসম্পাত করিলেন, "লোভ-পরতন্ত্র হইয়া অপক্কাবস্থায় অণ্ডভেদন পূর্ব্বক আমাকে তন্মধ্য হইতে বাহির করা তোমার নিতান্ত অসদৃশ কর্ম্ম হইয়াছে; অতএব তুমি যে সপত্নীর সহিত স্পর্দ্ধা প্রযুক্ত এই অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, পঞ্চাশৎ বৎসর তোমাকে সেই সপত্নীর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে।" আরও বলিলেন, "এই অপর অণ্ডমধ্যে তোমার যে পুত্র আছে, যদি অকালে অণ্ডভেদ না কর এবং তাহাকেও আমার ন্যায় হীনাঙ্গ বা বিকলাঙ্গ না কর, তবে সেই তোমাকে দাসীত্ব হইতে মোচন করিবে। যদি তুমি আপন পুত্রকে বিশিষ্টরূপে বলবিক্রমশালী করিতে চাহ, তবে ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক ইহার জন্মকাল প্রতীক্ষা কর। ইহার জন্মের আরও পঞ্চশত বৎসরকাল বিলম্ব আছে।"

অরুণ এইরূপে জননীকে শাপ প্রদান করিয়া আকাশপথে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবের সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সর্পভোজী গরুড়ও যথাকালে জন্মিলেন। তিনি জন্মিবামাত্র ক্ষুধাতুর হইয়া স্বীয় জননী বিনতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিধাতৃবিহিত স্বকীয় আহার-সংগ্রহার্থে আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান হইলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! ঐ সময়ে উচ্চৈঃশ্রবা কদ্রু ও বিনতার সমীপ দিয়া গমন করিতেছিল। দেবগণ অমৃতমন্থনকালে উৎপন্ন সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন হয় রত্নকে গমন করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শৌনক কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি কহিলে, সেই মহাবীর্য্য অশ্বরাজ সুধা-মন্থনসময়ে উৎপন্ন হয়; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, দেবগণ কি কারণে ও কোন্ স্থানে অমৃত-মন্থন করিয়াছিলেন?

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সুমেরু নামে এক পরম রমণীয় মহীধর আছে। যাহার সুবর্ণময় শৃঙ্গ-পরম্পরার প্রভাজাল প্রদীপ্ত সূর্য্যের প্রভামণ্ডলকে তিরস্কৃত করে, যে অপ্রমেয় ভূধর দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণের আবাস-স্থান, যাহাতে দুর্দ্দান্ত হিংস্র-জন্তুগণ সর্ব্বদা বিচরণ করে, যে পর্ব্বত প্রতিদিন রজনীযোগে নানা প্রকার ওষধি দ্বারা

আলোকময় হয় এবং যে পর্ব্বত উন্নতি দ্বারা অমরলোক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, নানাবিধ নদনদী ও তরুলতাগণ যাহাকে সুশোভিত করিয়াছে, মনোহর বিহঙ্গমগণ যাহার বৃক্ষশাখায় বসিয়া সর্ব্বদা সুমধুর-স্বরে কলরব করিতেছে, যে সুবর্ণময় মহীধর প্রাকৃত-জনসমূহের মনেরও অগোচর, একদা তপোনিয়মানুরক্ত, প্রবলপরাক্রান্ত দেবগণ সেই পর্ব্বতের নানারত্ন-সুশোভিত শিখরদেশে উপবেশন পূর্ব্বক অমৃতপ্রাপ্তি-বিষয়ক মন্ত্রণা করিতেছিলেন। ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ দেবতাদিগকে এইরূপে মন্ত্রণা করিতে ব্যাসক্ত দেখিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, "দেবগণ ও অসুরগণ একত্র হইয়া জলধি-মন্থন করিতে আরম্ভ করুন। মন্থন করিলে সমুদ্র হইতে অমৃত উত্থিত হইবে।" তদনন্তর দেবগণকে কহিলেন, "হে সুরগণ! তোমরা সমুদ্র-মন্থন কর, কিন্তু বহুবিধ ওষধি এবং রত্ন-সমূহ পাইয়াও মন্থনে ক্ষান্ত হইও না। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অনবরতই মন্থন করিতে থাকিবে, তাহা হইলেই তোমাদের অমৃতলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।"

অষ্টাদশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দেবগণ অমৃত-মন্থনে আদেশ পাইয়া মন্দর-ভূধরকে মন্থানদণ্ড করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু গগনস্পর্শী শিখরমালায় সুশোভিত, বহুতর লতাজালে জড়িত, নানাজাতীয় বিহঙ্গম-নিনাদে নিনাদিত, বহুবিধ-ব্যালকুল-সমাকীর্ণ, অপ্সরাগণ ও কিন্নরগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর সেবিত, একাদশ সহস্র যোজন উন্নত এবং তৎপরিমাণে ভুগর্ভে নিখাত, গিরিবর মন্দরের উত্তোলনে অশক্ত হইয়া ব্রহ্মা ও নারায়ণের সমীপে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "আপনারা আমাদিগের হিতসাধনার্থে কোন সদুপায় নির্দ্ধারণ ও মন্দরোদ্ধরণে প্রযত্ন করুন।"

অপ্রমেয়াত্মা ভগবান্ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা দেবতাদিগের প্রার্থনায় সম্মতিপ্রকাশ পূর্ব্বক ভুজঙ্গাধিপতি অনন্তদেবকে মন্দরোত্তোলনে অনুমতি করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত অনন্ত তাঁহাদের আদেশ পাইয়া সমস্ত বন ও বনবাসিগণের সহিত সেই গিরিবরের উদ্ধরণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ অনন্তদেবের সহিত নীরনিধিতীরে সমুপস্থিত হইয়া সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমরা অমৃতলাভের জন্য তোমার জল মন্থন করিব।" অর্ণব কহিলেন, "মন্দর ভ্রমণ দ্বারা আমাকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে, অতএব আমিও যেন লাভের অংশ পাই।" তদনন্তর সমস্ত দেবগণ ও অসুরগণ কূর্ম্মরাজকে কহিলেন, "তুমি গিরিবরের অধিষ্ঠান হও।" কূর্ম্মরাজ তথাস্তু বলিয়া স্বীয় পৃষ্ঠে মন্দরগিরি ধারণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কূর্ম্মরাজ-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত গিরিরাজকে যন্ত্রসহকারে চালিত করিলেন।

এইরূপে দেবগণ মন্দর গিরিকে মন্থান-দণ্ড ও বাসুকিকে মন্থান-রজ্জু করিয়া অম্ভোনিধিমন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত দানবদল রজ্জুভূত বাসুকির মুখদেশ ও সুরগণ পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। ভগবান্ অনন্তদেব সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশস্বরূপ, এই নিমিত্ত তিনি আপন দুঃসহ বিষবেগ সংবরণ করিলেন। মন্থনকালে দেবগণ নাগরাজকে এমত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মুখ হইতে নিরন্তর ধুম ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সহিত নিশ্বাসবায়ু নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ধূমাগ্নি-সহিত নিশ্বাসবায়ু সচপলা মেঘমালারূপে পরিণত হইয়া, নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্তসন্তপ্ত দেবাসুরের উপর বারিবর্ষণ করিতে লাগিল এবং সেই গিরিবরের শৃঙ্গ হইতে চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

দেবাসুরগণ মন্দর-ভূধর দ্বারা এইরূপে সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। মথ্যমান মহোদধি হইতে ঘোরতর ঘনঘটার গভীর গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিল। মন্দরাদ্রির মর্দ্দনে সমুদ্রস্থ শত শত জলচরগণ বিনিষ্পিষ্ট হইয়া পঞ্চত্ব পাইল এবং পাতাল-তলস্থ অন্যান্য নানাবিধ জলজন্তুগণও প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। সেই গিরিরাজ অনবরত ভ্রাম্যমাণ হওয়াতে তাহার শিখরস্থ প্রকাণ্ড বৃক্ষ-সকল পরস্পর সঙ্ঘৃষ্ট হইয়া বিহঙ্গকুলের সহিত ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। মন্দরগিরি সেই সকল তরুগণের পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে সমুদ্ভূত

হুতাশন-শিখা দ্বারা সমাবৃত হইয়া তড়িৎপটলাবৃত নবীন-নীরদের ন্যায় সাতিশয় শোভমান হইল। পরে ঐ অনল ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া অরণ্যানী বিনির্গত কুঞ্জর, কেশরিগণ ও অন্যান্য বন্যজন্তুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সজ্জর্ষণজ হুতাশন এইরূপে পর্ব্বতস্থ সমস্ত জীবজন্তুগণ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে সুরপতি ইন্দ্র মেঘসমুদ্ভূত সলিল-সেচন দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করিলেন

অনন্তর নানাবিধ মহীরুহগণের নির্যাস ও মহৌষধি-রস গলিয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। অমৃতসম-গুণ-সম্পন্ন সেই সমস্ত বৃক্ষনির্যাস ও কাঞ্চননিস্রবের প্রভাবে দেবগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সমুদ্রজল পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ উৎকৃষ্ট রস দ্বারা মিশ্রিত হইয়া ক্ষীররূপে পরিণত হইল। সেই ক্ষীর হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল।

তদনন্তর দেবগণ পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, "ভগবন্! নারায়ণ ব্যতিরেকে আমরা সকলে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। কোন্ কালে মন্থন আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত অমৃত সমুত্থিত হয় নাই।" তখন ব্রহ্মা নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমি ইহাঁদের বলাধান কর; তুমি ব্যতিরেকে এ বিষয়ে আর গত্যন্তর নাই।" নারায়ণ কহিলেন, "যাঁহারা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই বল প্রদান করিতেছি, তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া অম্ভোনিধিকে আলোড়িত করুন।"

সমস্ত দেব-দানবগণ বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বলপ্রাপ্ত হইলেন এবং সকলে একত্র হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলরূপে জলনিধি মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর মথ্যমান মহাসাগর হইতে সুশীতলরশ্মি-সম্পন্ন, সৌম্যমূর্ত্তি, নির্ম্মল শীতাংশু উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে ঘৃত হইতে শ্বেতপদ্মোপবিষ্টা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উঠিলেন। উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামে শ্বেতবর্ণ হয়-রত্ন ও ঘৃত হইতে উৎপন্ন হইল। পরে মহোজ্জ্বল কৌস্তুভ-মণি ঘৃত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লম্বমান হইল। লক্ষ্মী, সুরাদেবী, চন্দ্র ও মনোজব অশ্বোত্তম উচ্চৈঃশ্রবা সূর্য্যমার্গাবলম্বন পূর্ব্বক সুরপক্ষে গমন করিলেন। পরিশেষে মূর্ত্তিমান্ ধন্বন্তরি অমৃত-পূর্ণ শ্বেতবর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া সমুদ্র হইতে আবির্ভূত হইলেন। দৈত্যগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া "এই অমৃত আমার, এই অমৃত আমার" এই বলিয়া ঘোরতর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর শ্বেতকায়, দন্তচতুষ্টয়-বিশিষ্ট, ঐরাবত নামে মহাগজ সমুৎপন্ন হইল। বজ্রধর ইন্দ্র তাহাকে অধিকার করিলেন। সুরাসুর তথাপি ক্ষান্ত না হইয়া অনবরতই মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কালকূট গরল উৎপন্ন হইল। সধূম জ্বলদগ্নির ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর গরল ধরণীতল আকুল করিল। কালকূটের কটুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ত্রিলোকী মূর্চ্ছিত হইল। ব্রহ্মা তদবলোকনে ভীত হইয়া অনুরোধ করাতে সাক্ষাৎ মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবান্ ভবানীপতি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষম বিষরাশি পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক ত্রৈলোক্য রক্ষা করিলেন। তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

দানবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার-নিরীক্ষণে হতাশ হইয়া অমৃত ও লক্ষ্মীলাভার্থ দেবতাদিগের সহিত ভয়ঙ্কর বিরোধ আরম্ভ করিল। তখন ভগবান্ নারায়ণ মোহিনী-মায়া আশ্রয় করিয়া নারীরূপ ধারণ পূর্ব্বক অসুরসমূহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মূঢ়মতি দানবদল মোহিনীরূপধারী ভগবানের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য-দর্শনে মোহিত ও তদ্গতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অমৃত সমর্পণ করিল।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর সমস্ত দৈত্যগণ একত্রিত হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে আক্রমণ করিল। তদবলোকনে মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ নারায়ণ নরদেব সমভিব্যাহারে দানবেন্দ্রদিগকে বঞ্চনা করিয়া অমৃত হরণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ বিষ্ণুর নিকট হইতে সেই অমৃত লইয়া পরমাহ্লাদে পান করিতে বসিলেন। দেবগণ অমৃত পান করিতে

আরম্ভ করিলে রাহু নামে এক দুষ্ট দানব অবসর বুঝিয়া দেবরূপ ধারণ পূর্ব্বক সুরগণের সহিত অমৃত-পান করিতে বসিয়াছিল। অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশমাত্র গমন করিয়াছে, এমত সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতাদিগের হিত-সাধনার্থে ঐ গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি স্বীয় সুদর্শনাস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই দুষ্ট দানবের শিরশ্ছেদন করিলেন।

রাহুর পর্ব্বত-শিখরাকার প্রকাণ্ড মস্তক ছেদনমাত্রে গগনমণ্ডলে আরোহণ করিয়া ভীষণ-নাদে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার কবন্ধকলেবর সকাননা,সদ্বীপা, সপর্ব্বতা বসুন্ধরাকে কম্পিত করত ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তদবধি চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত রাহুমুখের চির-শত্রুতা জন্মিল। এই নিমিত্তই অদ্যাপি ঐ রাহু-মুখ তাঁহা-দিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। পরিশেষে ভগবান্ নারায়ণ মোহিনীবেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দানবগণকে আক্রমণ করিলেন।

তদনন্তর লবণার্ণব-তীরে দেবাসুরগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। প্রাস, তোমর, ভিন্দি-পাল প্রভৃতি সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণাগ্র শস্ত্রবর্ষণে রণস্থল আচ্ছন্ন হইল। খড়্গ, চক্র, গদা, শক্তি প্রভৃতি শস্ত্রাঘাতে দানবগণ রুধির বমন পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া রণশায়ী হইল। তাহাদিগের তপ্ত-কাঞ্চনা-কার মস্তককপাল পট্টিশাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া অনবরত ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। যুদ্ধে হত দানবগণ রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া ধাতুরাগ-রঞ্জিত গিরিকূটের ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিল। পরস্পরের শস্ত্র প্রহার দেখিয়া রণস্থলে হাহাকার শব্দ উঠিল। দেবগণ দূর হইতে লৌহময় পরিঘা-ঘাত ও নিকটে দৃঢ়মুষ্টি প্রহার করিয়া রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দানবেরাও ঐরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। সংগ্রামের কলকলধ্বনি গগনমণ্ডল আচ্ছা-দিত করিল। চারিদিকে কেবল 'ছিন্ধি, ভিন্ধি, প্রধাব, ঘাতয়, মারয়' ইত্যাদি ঘোরতর শব্দমাত্র শ্রুত হইতে লাগিল।

এইরূপে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, এমত সময়ে নর ও নারায়ণ রণস্থলে আগমন করিলেন। ভগ-বান্ নারায়ণ নরদেবের হস্তে দিব্য ধনুঃ সন্দর্শন করিয়া দানবকুল-ধূমকেতু স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করি-লেন। মহাপ্রভাবশালী, সূর্য্যসম-তেজস্বী, অপ্রতি-হতবীর্য্য, ভীমদর্শন সেই অরিনিসূদন সুদর্শনচক্র স্মরণমাত্রে নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইল। আজানু-লম্বিতবাহু, ভগবান্ চক্রপাণি সেই প্রজ্বলিত হুতা-শনাকার, ভয়ঙ্কর চক্র বিপক্ষপক্ষে প্রক্ষেপ করিলেন. নারায়ণ-বিক্ষিপ্ত ভীষণ সুদর্শনাস্ত্র মহাবেগে ধাবমান হইয়া সহস্র সহস্র দানবদলের প্রাণসংহার করিল। কোন স্থলে সমুজ্জ্বল হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া দৈত্যকুল নিপাত করিল, কোথাও বা আকাশমণ্ডলে ও ধরাতলে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পিশাচের ন্যায় তাহা-দিগরে রুধির পান করিতে লাগিল।

নবমেঘাকৃতি,মহাবল-পরাক্রান্ত দানবেরাও আকাশে উত্থিত হইয়া সহস্র সহস্র পর্ব্বত-নিক্ষেপ দ্বারা দেব-গণকে আকুলিত করিল। তৎকালে ভগ্নসানু অতি প্রকাণ্ড মহীধরগণ পরস্পরাভিঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ঘোরতর মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত দানবগণ এইরূপ গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক নিরন্তর পর্ব্বত-বর্ষণ করিয়া সকাননা,সদ্বীপা মেদিনীকে কম্পান্বিত করিল। তখন নরদেব সুবর্ণমুখ শিলীমুখ দ্বারা দানব-বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতসমূহ বিদারণ পূর্ব্বক নভো-মণ্ডল ব্যাপ্ত করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবগণ দেবগণ কর্ত্তৃক ভগ্নবল হইয়া এবং আকাশমণ্ডলে জ্বল-ন্তাগ্নিসদৃশ সুদর্শন-চক্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কেহ ভূগর্ভে, কেহ বা লবণার্ণবগর্ভে প্রবিষ্ট হইল

সুরগণ এইরূপে জয়লাভ করিয়া যথোচিত সৎকার পুরঃসর মন্দরগিরিকে স্বস্থানে সংস্থাপন করিলেন। জলধরগণ নভোমণ্ডল এবং সুরলোক নিনাদিত করিয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিল। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া সেই অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু সুরক্ষিত করিয়া নারায়ণের নিকট সমর্পণ করিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিবর! অমৃতমন্থনসময়ে শ্রীমান্ অতুলতেজা উচ্চৈঃশ্রবানামক যে অশ্বরাজ জলনিধি হইতে সমুত্থিত হয়, তাহার সমস্ত বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইল। কদ্রু সেই অশ্বরাজকে অবলোকন করিয়া স্বীয় সপত্নী বিনতাকে কহিলেন, "বিনতে! বল দেখি, উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের কিরূপ বর্ণ?" বিনতা কহিলেন, "উচ্চৈঃশ্রবাঃ শুক্লবর্ণ; তোমার কি বোধ হয়? আইস, এ বিষয়ে দুই জনে পণ করি।" কদ্রু কহিলেন, "হে মধুরহাসিনি! আমি বোধ করি, এই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ; আইস, এ বিষয়ে এই পণ করা যাউক যে, যাহার অনুমান মিথ্যা হইবে, সে দাসী হইয়া থাকিবে।" তাঁহারা এইরূপে পরস্পর দাস্যবৃত্তি অবলম্বনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া "কল্য এই অশ্বকে দেখিব" এই বলিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। কদ্রু নিজ নিকেতনে আগমন করিয়া কৌটিল্য করিবার মানসে স্বীয় সহস্র পুত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, "তোমাদিগকে কৃষ্ণরূপ ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের পুচ্ছদেশে লম্বমান হইয়া তৎপুচ্ছের কৃষ্ণত্ব-সম্পাদন করিতে হইবে। দেখিও যেন, আমাকে দাসীত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে না হয়।" যে সকল ভুজঙ্গম তদীয় আজ্ঞা-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইল, তিনি তাহাদিগকে এই অভিসম্পাত করিলেন, "তোমরা পাণ্ডুবংশাবতংস রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পসত্রে অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।" সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা কদ্রুদত্ত সেই অতি নিষ্ঠুর শাপ স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন। পরে সর্পসংখ্যার আতিশয্য প্রযুক্ত কদ্রুদত্ত শাপ প্রজাবর্গের পরম শ্রেয়স্কর হইয়াছে বিবেচনা করিয়া অন্য দেবগণের সহিত সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "এই সকল মহাবল হিংস্র সর্পগণের বিষ অতিশয় তীব্র ও বীর্য্যবৎ; সেই তীব্র বিষে প্রজাগণের সর্ব্বদাই অনিষ্ট-ঘটনা হইয়া থাকে; অতএব কদ্রু ইহাদিগকে এই শাপ দিয়া উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন। তাহারা যেমন সর্ব্বদা প্রজাগণের অহিতাচরণ করে, তেমনি দৈব তাহাদিগের উপর প্রাণান্তিক দণ্ডপাত করিয়াছেন।"

ব্রহ্মা দেবগণের সহিত এইরূপে আনন্দ প্রকাশ করিয়া কদ্রুকে সমুচিত সম্মান প্রদান করিলেন এবং মহর্ষি কশ্যপকে স্বীয় সান্নিধানে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "হে পুণ্যশালিন্! যে সকল তীক্ষ্ণবিষ, মহাফণ ভুজঙ্গমগণ তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কদ্রু তাহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, অতএব হে বৎস! এ বিষয়ে তোমার ক্রোধ করা বিধেয় নহে। যজ্ঞে

ব্রহ্মা কশ্যপ প্রজাপতিকে এইরূপে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাকে বিষহরী-বিদ্যা প্রদান করিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কদ্রু ও বিনতা এইরূপে পরস্পর দাস্যবৃত্তি পণ করিয়া এবং তজ্জন্য সাতিশয় অমর্ষাবিষ্ট ও রোষপরবশ হইয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র তাঁহারা দুই জনে অনতিদূরবর্ত্তী উচ্চৈঃশ্রবাঃ তুরঙ্গমকে দেখিবার মানসে কিয়দ্দূর গমন করিয়া অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অগাধ, সর্ব্বভূতভয়াবহ, পরমপবিত্র অম্ভোনাধ অবলোকন করিলেন। যে জলধি তিমি, তিমিঙ্গিল, মৎস্য, কচ্ছপ, মকর, নক্র-চক্র প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর, বিকৃতাকার জলচরগণে এবং ভীষণাকার সর্পগণে নিরন্তর সমাকীর্ণ; চন্দ্র, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্ব, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অমৃত, বাড়বানল ও সর্ব্বপ্রকার রত্ন যাহা হইতে উৎপন্ন; পর্ব্বতাধিরাজ মৈনাক ও জলাধরাজ বরুণদেব যাহাতে সতত বাস করেন; যে সমুদ্র দানবগণের পরম মিত্র ও স্থলচর জন্তুগণের সাতিশয় ভয়াবহ শত্রু; যাহাতে ভয়ঙ্কর জলজন্তু-সকল সর্ব্বদা ঘোরতর শব্দ করিতেছে এবং বায়ুবেগে অনবরত পর্ব্বতাকার তরঙ্গমালা সমুত্থিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন, সমুদ্র তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক

নিরন্তর নৃত্য করতেছে; চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে যাহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে; অমিততেজা ভগবান্ নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহার জল বিক্ষোভিত ও আবিল করিয়াছিলেন এবং যাহাতে যোগনিদ্রা অনুভব করিয়াছিলেন; ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি অত্রি শতবৎসরেও যাহার তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই; অসুরগণ অরাজক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া যাহার মধ্যে বাস করে; যে সমুদ্র স্বীয় গর্ভস্থ বাড়বানলকে সর্ব্বদা তোয়রূপ হবিঃ প্রদান করিতেছে, সহস্র সহস্র মহানদী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া যেন অভিসারিকার ন্যায় যাহাতে সতত সমাবেশ করিতেছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সৌতি কহিলেন, নাগগণ মাতৃশাপ শ্রবণানন্তর পরামর্শ করিল, "আমাদিগের জননীর অন্তঃকরণে স্নেহের লেশমাত্র নাই, সুতরাং তাঁহার মনোভিলাষ সফল না হইলে রোষপরবশ হইয়া আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন; কিন্তু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে আমাদিগের শাপ-বিমোচন করিতে পারেন। অতএব চল, সকলে একমত হইয়া উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করি।" নাগেরা এই অভিসন্ধি করিয়া ঐ অশ্বের পুচ্ছদেশে কৃষ্ণকেশরূপে পরিণত হইল। ইত্যবসরে দক্ষতনয়া কদ্রু ও বিনতা গগনমার্গে উঠিয়া বায়ুবেগে বিচলিত, গভীর নিনাদযুক্ত, তিমিঙ্গিলমকর-সার্থসঙ্কুল, বহুবিধ ভীষণ জন্তুগণে সমাকীর্ণ, সকল রত্নের আকর, বরুণদেবের আবাসস্থান, নাগগণের বাসভবন, স্থানে স্থানে স্রোতস্বতীগণে পরিপূর্য্যমাণ, অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অগাধ, অতি দুর্দ্ধর্ষ, অক্ষোভ, পবিত্রজল বিশিষ্ট, রমণীয় জলনিধি দর্শন করিতে করিতে পরম প্রীতি সহকারে তাহার অপর পারে উপস্থিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কদ্রু ও বিনতা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অতিসত্বর তুরগ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অশ্বটি শশাঙ্ক-কিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কেবল তাহার পুচ্ছদেশের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ। তদবলোকনে বিনতা অতিমাত্র বিষণ্ণা হইলেন। পরে কদ্রু তাঁহাকে দাসীর কার্য্য করিতে আদেশ দিলেন। বিনতা পণে পরাজিতা হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে অগত্যা সপত্নীর দাস্যকর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইল

এই সময় গরুড় অবসর বুঝিয়া মাতার প্রযত্ন ব্যতিরেকে স্বয়ং অণ্ডবিদারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। মহাসত্ত্ব, মহাবলসম্পন্ন, সৌদামিনীসমনেত্র, কামরূপ, কামবীর্য্য, কামচারী বিহঙ্গমরাজ প্রদীপ্ত হুতাশনরাশির ন্যায় স্বকীয় প্রভামণ্ডলে সহসা দশদিক্ আলোকময় করিয়া আকাশে আরোহণ ও ঘোরতর বিরাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া দেবগণ ভীত ও বিস্মিত হইলেন। পরে তাঁহারা আসনস্থ বিশ্বরূপী ভগবান্ অগ্নির শরণাগত হইয়া যথাবিধি প্রণতি পূর্ব্বক অতি বিনীতবচনে কহিলেন, "হে হুতাশন! তুমি আর পরিবর্দ্ধিত হইও না, তুমি কি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ঐ দেখ, পর্ব্বতাকার প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে।" অগ্নি কহিলেন, "হে অসুরনিসূদন সুরগণ! তোমাদিগের আপাততঃ যাহা বোধ হইতেছে, উহা বস্তুতঃ সেরূপ নহে। আমার তুল্য তেজস্বী, বলবান্, বিনতানন্দন গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়া কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন; তাঁহার তেজোরাশি নিরীক্ষণ করিয়া তোমরা মোহাবিষ্ট হইয়াছ। ঐ নাগকুলান্তক কশ্যপাত্মজ সর্ব্বদা দেবতাদিগের হিতানুষ্ঠান ও দৈত্যরাক্ষসদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন। অতএব তোমাদিগের কোন ভয় নাই, আইস, আমরা সমবেত হইয়া গরুড়ের নিকট যাই।"

অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ তৎসন্নিধানে গমন করিয়া গরুড়কে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

"হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি সুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহদ্‌যশঃ, তুমি প্রভা, তুমি আমাদের পরিত্রাণস্থান, তুমি বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিমান্, তুমি অন্তক, তুমিই স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি দুঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচরস্বরূপ, হে প্রভূতকীর্ত্তে গরুড়! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকরমণ্ডলে দিবাকরের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সূর্য্যের তেজোরাশি সমাক্ষিপ্ত করিতেছ, হে হুতাশনপ্রভ! তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজাসকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি সর্ব্বসংহারে উদ্যত যুগান্তবায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছ। আমরা মহাবল-পরাক্রান্ত, বিদ্যুৎসমানকান্তি, গগনবিহারী, অমিত-পরাক্রমশালী, খগকুলচূড়ামণি গরুড়ের শরণ লইলাম। হে জগৎপ্রভো! তোমার তপ্তসুবর্ণসম তেজোরাশি দ্বারা এই জগন্মণ্ডল নিরন্তর সন্তপ্ত হইতেছে। তুমি ভয়বিহ্বল ও বিমানারোহণ পূর্ব্বক আকাশপথে ইতস্ততঃ পলায়মান সুরগণকে পরিত্রাণ কর। হে খগবর! তুমি পরমদয়ালু মহাত্মা কশ্যপের পুত্র, অতএব ক্রোধ সংবরণ করিয়া জগতের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। তুমি ঈশ্বর, এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমাদিগকে অনুকম্পা কর। আমরা বিষম বিপদে আক্রান্ত হইয়াছি। তোমার বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ ঘোররবে নভোমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল, দেবলোক, ভূলোক ও আমাদিগের হৃদয় সতত কম্পমান হইতেছে। তুমি অগ্নিতুল্য স্বীয় শরীরের সঙ্কোচ কর। কুপিত কৃতান্তের ন্যায় তোমার অতি ভীষণ কলেবর দর্শনে আমাদের মন ব্যথিত ও শঙ্কিত হইতেছে। হে ভগবন্ খগাধিপতে! প্রসন্ন হইয়া শরণাগত জনের সুখাবহ হও।"

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

গরুড় দেবতা ও ঋষিদিগের এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া এবং আপনার অতি প্রকাণ্ড কলেবর অবলোকন করিয়া স্বীয় তেজঃপুঞ্জের প্রতিসংহার করিলেন এবং কহিলেন, "আমি আত্মতেজের সঙ্কোচ করিতেছি, আর কাহাকেও ভীত হইতে হইবে না।" এই বলিয়া বিহঙ্গমরাজ গরুড় অরুণকে আত্মপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পিতৃগৃহ হইতে সমুদ্রের অপরপারবর্ত্তিনী স্বীয় জননীর সন্নিধানে গমন করিলেন। ঐ সময় সূর্য্যদেব দেবতাদিগের প্রতি কুপিত হইয়া প্রখর করজাল বিস্তারপূর্ব্বক ত্রিলোকী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া খগরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অরুণকে পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিলেন।

রুরু কহিলেন, "সূর্য্য কি নিমিত্তে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং দেবতারাই বা তাঁহার কি অপকার করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ কুপিত হইলেন?" প্রমতি কহিলেন, "যৎকালে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুকে প্রচ্ছন্নভাবে অমৃত পান করিতে দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন, তদবধি তাঁহাদিগের সহিত রাহুর বৈরানুবন্ধ হওয়াতে ঐ ক্রূরগ্রহ রাহু মধ্যে মধ্যে সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিত। পরে ভগবান্ সূর্য্য এই অভিপ্রায়ে রোষাবিষ্ট হইলেন যে, আমি দেবতাদিগেরই হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত রাহুর কোপে পড়িলাম এবং তজ্জন্য কেবল আমিই একাকী বহু-অনর্থকর পাপের ফলভাগী হইলাম; বিপৎকালে কাহাকেই সাহায্য করিতে দেখি না। রাহু যখন আমাকে গ্রাস করে, দেবতারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে; অতএব আমি অদ্য সমস্ত লোক বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। দিবাকর এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন এবং বিশ্ব সংহার করিবার মানসে স্বকীয় তেজোরাশি পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহর্ষিগণ দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া

কহিলেন, 'অদ্য নিশীথসময়ে সর্ব্বলোক-ভয়াবহ মহাদাহ আরম্ভ হইবে।'

তখন দেবগণ মহর্ষিদিগের সমভিব্যাহারে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া বিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, 'ভগবন্! কোথা হইতে ভয়ঙ্কর মহাদাহ উপস্থিত হইল? সূর্য্য লক্ষিত হইতেছেন না অথচ সর্ব্বলোকক্ষয় উপস্থিত। না জানি, সূর্য্য উদিত হইলে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে।' পিতামহ কহিলেন, 'দিবাকর সর্ব্বসংহারে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি উদিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই আমাদিগের সমক্ষে সমস্ত লোক ভস্মসাৎ করিবেন; কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই আমি ইহার প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছি। মহাত্মা কশ্যপের অরুণ নামে এক মহাবীর্য্যসম্পন্ন পুত্র জন্মিয়াছে। সে সূর্য্যের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সারথ্য-কার্য্য করিবে এবং তদীয় তেজঃ প্রতিসংহার করিবে; তাহা হইলেই দেবগণ, ঋষিগণ ও সমস্ত লোকের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা'।" প্রমতি কহিলেন, "তদনন্তর অরুণ পিতামহের আদেশানুসারে সূর্য্য উদিত হইলেই তাঁহাকে আবরণ করিয়া তদীয় সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন। সূর্য্যদেব যে কারণে কোপাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং অরুণ যে নিমিত্ত তাঁহার সারথ্য-কার্য্য স্বীকার করেন, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।"

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তৎপরে মহাবলপরাক্রান্ত কামচারী বিহঙ্গমরাজ গরুড় সমুদ্রের অপরপারস্থ স্বকীয় জননী-সন্নিধানে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার মাতা বিনতাপণে পরাজিতা হইয়া আপন সপত্নীর দাসবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দুঃসহ দুঃখে কালক্ষেপ করিতেছিলেন। একদা বিনতা পুত্রের নিকট উপবিষ্টা আছেন, এমত সময়ে কদ্রু তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দেখ বিনতে! সমুদ্রের মধ্যে এক পরম রমণীয় দ্বীপ আছে, ঐ দ্বীপে নাগগণ বাস করে, তথায় আমাকে লইয়া চল।" বিনতা আজ্ঞা-প্রাপ্তিমাত্রে কদ্রুকে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া চলিলেন এবং গরুড়ও মাতৃনিদেশক্রমে কদ্রুপুত্র নাগগণকে পৃষ্ঠে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বিনতানন্দন গরুড় সূর্য্যাভিমুখে গমন করাতে পন্নগগণ দুঃসহ তপনতাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল।

কদ্রু স্বীয় পুত্রদিগের তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া বৃষ্টিবাসনায় সুরপতি ইন্দ্রকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। "হে শচীপতে, সহস্রলোচন দেবরাজ! তুমি বল, নমুচি ও বৃত্রাসুরকে নষ্ট করিয়াছ। এক্ষণে তোমাকে নমস্কার করি। প্রচণ্ড-রবিকিরণসন্তপ্ত মদীয় পুত্রদিগের উপর বারিবর্ষণ কর। হে সুরপতে! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে প্রাণরক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই; যেহেতু, তুমিই প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে সমর্থ। তুমি বায়ু, তুমি মেঘ, তুমি অগ্নি, তুমি গগনমণ্ডলে সৌদামনীরূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; তুমিই ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি আদিত্য, তুমি বিভাবসু, তুমি অত্যাশ্চর্য্য মহাভূত, তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি, তুমি বিষ্ণু, তুমি সহস্রাক্ষ, তুমি দেব, তুমি পরমগতি, তুমি অক্ষয় অমৃত, তুমি পরমপূজিত সৌম্যমূর্ত্তি, তুমি মুহূর্ত্ত, তুমি তিথি, তুমি বল, তুমি ক্ষণ, তুমি শুক্লপক্ষ, তুমি কৃষ্ণপক্ষ, তুমি কলা, কাষ্ঠা, ত্রুটি, মাস, ঋতু, সংবৎসর ও অহোরাত্র; তুমি সমস্ত পর্ব্বত ও বনসমাকীর্ণা বসুন্ধরা; তুমি তিমিরবিরহিত ও সূর্য্যসংস্কৃত আকাশ, তুমি তিমি-তিমিঙ্গিলসহিত ও উত্তুঙ্গতরঙ্গকুলসঙ্কুল মহার্ণব, তুমি অতি যশস্বী, এই নিমিত্তই প্রতিভাসম্পন্ন মহর্ষিগণ প্রশান্তমনে তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। আর তুমি স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া যজমানের হিতসাধনার্থে যজ্ঞীয় পবিত্র হবিঃ ও সোমরস পান করিয়া থাক। ব্রাহ্মণেরা একমাত্র পারত্রিক শুভলাভের প্রত্যাশায় সতত তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন। হে বিপুলবিক্রম-

শালিন্! অখিল বেদ ও বেদাঙ্গ তোমারই অচিন্তনীয় অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করে এবং যজ্ঞপরায়ণ দ্বিজাতিগণ তোমার স্বরূপ অবধারণের নিমিত্ত প্রযত্ন সহকারে সতত সেই সকল বেদ-বেদাঙ্গের মীমাংসা করিয়া থাকেন।”

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র কদ্রুকৃত স্তব শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া নীলবর্ণ জলদজালে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন এবং মেঘদিগকে অনবরত মুষলধারে বারিবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। জলদগণ ইন্দ্রের আদেশ পাইয়া ঘোরতর গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহুঃ সৌদামিনীস্ফুরণ ও প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, আকাশে প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে কিংবা মেঘনির্ঘোষ, বিদ্যুৎপ্রকাশ ও বায়ুচালিত নীরধারা দ্বারা যেন আকাশমণ্ডল নৃত্য করিতেছে। সেই মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে চন্দ্রসূর্য্য এককালে অন্তর্হিত হইলেন। তখন নাগগণ যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইল। বিশ্বমণ্ডলী সলিলভারে মগ্নপ্রায় হইল। সুশীতল বিমল জলধারা রসাতলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পরিশেষে সর্পগণ মাতার সহিত রমণীয়কদ্বীপে উপনীত হইল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণ প্রচুর জলধারায় অভিষিক্ত হইয়া অতি প্রহৃষ্টমনে সুপর্ণ-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সেই মকর-সমূহের আকর-ভূমি, বিশ্বকর্ম্মবিরচিত রমণীয়কদ্বীপে উপনীত হইল; তথায় যাইয়া প্রথমতঃ অতি-ভয়ঙ্কর লবণ-মহার্ণব অবলোকন করিল; পরে সেই দ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী পরমশোভাকর এক পবিত্র কাননে প্রবেশ করিয়া বিহার করিতে লাগিল। ঐ কানন সাগর-জলে নিরন্তর অভিষিক্ত হইতেছে; উহাতে বহুবিধ বিহঙ্গমগণ সর্ব্বদা মধুরস্বরে কলরব করিতেছে; বৃক্ষশ্রেণী নিরন্তর ফল-পুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে; ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুরাজি, সুরম্য হর্ম্ম্য, পদ্মাকর ও স্বচ্ছসলিলপূর্ণ অলৌকিক হ্রদসমূহ সর্ব্বদা উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; তথায় সুগন্ধ সমীরণ অনুক্ষণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে; অত্যুন্নত চন্দন ও অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষগণ সতত বিরাজিত রহিয়াছে; ঐ সকল বৃক্ষ বায়ুবেগ-সহকারে বিকম্পিত হইয়া অবিরত পুষ্পবর্ষণ করিতেছে; মধুকরগণ মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া মৃদু মধুররবে আগন্তুক ব্যক্তির মনোহরণ করিতেছে। ঐ উদ্যান গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের প্রীতিস্থান এবং উহা দেখিলে তদ্দণ্ডেই অন্তঃকরণে আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।

কদ্রুপুত্রেরা সেই কাননে কিয়ৎক্ষণ বিহার করিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত গরুড়কে কহিল, “দেখ, তুমি আমাদিগকে অন্য কোন নির্ম্মল জলসম্পন্ন সুরম্য দ্বীপে লইয়া চল। তুমি সমস্ত মনোহর স্থান অবশ্যই জান; কারণ, তুমি গগনে উড্‌ডীন হইলে কোন রমণীয় স্থান তোমার নয়নের অগোচর থাকে না।” গরুড় সর্পদিগের এইরূপ আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া অতি-বিষণ্ণমনে স্বীয় জননী সান্নিধানে নিবেদন করিলেন, “মাতঃ! আমাকে কি কারণে সর্পগণের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে, তাহা বল।” বিনতা কহিলেন, “বৎস! আমি দুরদৃষ্টক্রমে নাগগণের মায়াজালে পতিত ও পণে পরাজিত হইয়া সপত্নীর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।” গরুড় মাতৃসন্নিধানে এই কারণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় পরিতাপ পাইলেন ও অনতিবিলম্বে সর্পগণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, “হে নাগগণ! কোন্ বস্তু আহরণ বা কিরূপ পৌরুষ প্রকাশ করিলে আমরা দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।” তাহা শ্রবণ করিয়া সর্পেরা কহিল, “হে বিহঙ্গমরাজ! যদি তুমি পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।”

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, গরুড় এইরূপ অভিহিত হইয়া মাতার নিকট যাইয়া কহিলেন, "জননি! আমি অমৃত আহরণ করিতে চলিলাম; পথে কি আহার করিব, বলিয়া দেও।" বিনতা বলিলেন, "বৎস! সমুদ্র-মধ্যে বহুসহস্র নিষাদ বাস করে, তুমি তাহা-দিগকে ভোজন করিয়া অমৃত আনয়ন কর; কিন্তু হে বৎস! দেখিও, যেন ব্রাহ্মণবধে কদাচ তোমার বুদ্ধি না জন্মে। অনলসমান ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বজীবের অবধ্য। ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে অগ্নি, সূর্য্য, বিষ ও শস্ত্রতুল্য হয়েন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বজীবের গুরু; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতের আদরণীয়। অতএব হে বৎস! তুমি অতিশয় কুপিত হইয়াও যেন কোন ক্রমে ব্রাহ্মণের হিংসা বা তাঁহাদিগের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিও না। নিত্যনৈমিত্তিক জপ-হোমাদি ক্রিয়াকলাপে নিরত, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ দগ্ধ করিতে পারেন, কি অগ্নি, কি সূর্য্য, কেহই সেরূপ পারেন না। ব্রাহ্মণ সর্ব্বজীবের অগ্রজাত, সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বভূতের পিতা ও গুরু।"

গরুড় মাতৃসান্নিধানে ব্রাহ্মণের এইরূপ অভাবনীয় প্রভাব অবগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঃ! ব্রাহ্মণের কীদৃশ আকার, কি প্রকার স্বভাব ও কিরূপই বা পরাক্রম? ব্রাহ্মণ কি হুতাশনের ন্যায় সর্ব্বদা প্রদীপ্ত কিংবা অতিশয় সৌম্যমূর্ত্তি? যে সকল শুভলক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারা যায়, তুমি হেতুনির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহা আমাকে সবিশেষরূপে কহিয়া দেও।" বিনতা কহিলেন, "যিনি তোমার জঠরদেশে প্রবেশ করিলে বাড়শের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ ক্লেশদায়ক হইবেন এবং প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় কণ্ঠদাহ করিবেন, তিনিই সুব্রাহ্মণ। তুমি অতি-মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইও না।" বিনতা পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত গরুড়কে পুন-র্ব্বার কহিলেন, "বৎস! যিনি তোমার জঠরদেশে জীর্ণ হইবেন না, তাঁহাকেই সুব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।" সর্পবঞ্চিতা পরমদুঃখিতা বিনতা পুত্রের অতুল পরা-ক্রম বুঝিতে পারিয়াও অতি প্রীতমনে তাঁহাকে আশী-র্ব্বাদ করিলেন, "বৎস! বায়ু তোমার দুই পক্ষ রক্ষা করুন, চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার পৃষ্ঠ, অগ্নি মস্তক এবং বসুগণ ত্বদীয় সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে রাখুন। হে পুত্র! আমিও তোমার স্বস্তি-শান্তি-বিষয়ে তৎপর হইয়া নিরন্তর ত্বদীয় শুভানুধ্যানে এই স্থানেই রহি-লাম। তুমি কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নিরাপদে প্রস্থান কর।"

গরুড় মাতৃবাক্য-শ্রবণানন্তর পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া বুভুক্ষাপ্রযুক্ত সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় নিষাদ-পল্লীতে উপনীত হইলেন এবং নিষাদ-সংহারের নিমিত্ত ধূলিরাশি দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন ও সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া সমীপস্থ সমস্ত মহীধরগণকে বিচালিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিহঙ্গরাজ প্রকাণ্ড মুখব্যাদান পূর্ব্বক নিষাদ-নগরীর পথ রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। বিষাদসাগরে নিমগ্ন নিষাদগণ প্রবল-বাত্যাহত ধূলিপটলে অন্ধপ্রায় হইয়া ভুজঙ্গভোজী গরুড়ের অতি-বিস্তীর্ণ আননাভি-মুখে ধাবমান হইল। যেমন প্রবল বায়ুবেগে সমস্ত বন ঘূর্ণিত হইলে পক্ষিগণ আকাশমার্গে উঠে, সেই-রূপ নিষাদেরাও গরুড়ের অতি বিশাল মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইল। পরিশেষে ক্ষুধার্ত্ত বিহগরাজ মুখ মুদ্রিত করিয়া বহুসংখ্যক নিষাদ ভক্ষণ করিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক ব্রাহ্মণ ভার্য্যা সমভিব্যাহারে গরুড়ের কণ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠদাহ করিতে লাগি-লেন। তখন গরুড় মাতৃবাক্য স্মরণ করিয়া কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! আমি মুখব্যাদান করিতেছি, তুমি অতি সত্বর বহির্গত হও; ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা পাপাচরণ-তৎপর হইলেও আমার অবধ্য।" ব্রাহ্মণ খগাধিরাজ গরুড়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "তবে আমার

ভার্য্যা নিষাদীও আমার সহিত বহির্গত হউক।” গরুড় কহিলেন, “ভাল, তুমি নিষাদীকে লইয়া অবিলম্বে আমার আস্যবিবর হইতে বহির্গত হও। তুমি এখনও আমার উদরে প্রবেশ করিয়া ভস্মাবশেষ হও নাই; অতএব বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র আত্মরক্ষা কর।” তখন ব্রাহ্মণ নিষাদীর সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গরুড়কে সংবর্দ্ধনা করিয়া অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে ব্রাহ্মণ ও তদীয় ভার্য্যা নিষাদী বহির্গত হইলে খগরাজ স্বকীয় পক্ষজাল বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে স্বীয় পিতা কশ্যপকে দেখিতে পাইলেন। মহর্ষি কশ্যপ আপন সন্তানের সন্দর্শন পাইয়া কুশলপ্রশ্নানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! মনুষ্যলোকে তোমার পর্য্যাপ্ত আহার-লাভ হইয়া থাকে?” তখন গরুড় কহিলেন, “পিতঃ! আমার মাতা ও ভ্রাতা কুশলে আছেন এবং আমারও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বটে, কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে আমার প্রচুর আহার দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইয়াছে।” আরও কহিলেন, “নাগেরা আমাকে অমৃত আহরণ করিতে প্রেরণ করিয়াছে; আমি জননীর দাসীভাব মোচন করিবার নিমিত্ত অদ্য তাহা আনয়ন করিব; মাতা নিষাদগণ ভক্ষণ করিতে কহিয়াছিলেন, বহুসংখ্যক নিষাদ ভক্ষণ করিয়াছি, তথাপি আমার সমুচিত তৃপ্তিলাভ হয় নাই; অতএব হে ভগবন্! এক্ষণে অপর কোন ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যাহা আহার করিলে আমি অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হইব। হে প্রভো! বলবতী ক্ষুৎপিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায় হইয়াছে।”

তখন মহর্ষি কশ্যপ কহিলেন, “বৎস! অনতিদূরে ঐ পবিত্র সরোবরটি দেখিতেছ, উহা দেবলোকেও বিখ্যাত। ঐ স্থলে দেখিতে পাইবে, এক হস্তী অবাঙ্মুখ হইয়া কূর্ম্মরূপী স্বকীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে। উহাদিগের আকারের পরিমাণ ও জন্মান্তরীণ বৈরবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।”

বিভাবসু নামে অতি কোপনস্বভাব এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মহাতপা সুপ্রতীক ভ্রাতার সহিত একান্নে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; এই নিমিত্ত তিনি আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সর্ব্বদা পৈতৃক ধনবিভাগের কথা উত্থাপন করিতেন। একদা বিভাবসু ক্রুদ্ধ হইয়া সুপ্রতীককে কহিলেন, “দেখ, অনেকেই মোহপরবশ হইয়া পৈতৃকধন বিভাগ করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু বিভাগানন্তর ধনমদে মত্ত হইয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে। স্বার্থপর মূঢ়ব্যক্তিরা স্বীয় ধন অধিকার করিলে শত্রুপক্ষ মিত্রভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের আত্মবিচ্ছেদ জন্মাইয়া দেয় এবং ক্রমশঃ দোষ দর্শাইয়া পরস্পরের রোষবৃদ্ধি ও বৈরভাব বদ্ধমূল করিতে থাকে। এইরূপ হইলে তাহাদিগের সর্ব্বদাই সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণে ভ্রাতৃগণের ধনবিভাগ সাধুদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় ঐ কথাই বারংবার উত্থাপন করিয়া থাক। আমি বারণ করিলেও তাহাতে কর্ণপাত কর না; অতএব তুমি বারণযোনি প্রাপ্ত হও।” সুপ্রতীক এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়া বিভাবসুকে কহিলেন, “তুমিও কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত হও।”

এইরূপে সুপ্রতীক ও বিভাবসু পরস্পরের শাপপ্রভাবে গজত্ব ও কচ্ছপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা রোষদোষে তির্য্যগ্‌যোনি-প্রাপ্ত, পরস্পর বিদ্বেষরত এবং শরীরের গুরুত্ব ও বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়া জন্মান্তরীণ বৈরানুসারে এই সরোবরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ দেখ, গজের বৃংহিত শব্দে মহাকায় কচ্ছপ সরোবর আলোড়িত করিয়া জলমধ্য হইতে সত্বর উত্থিত হইতেছে। গজ তাহাকে দেখিতে পাইয়া অতি প্রকাণ্ড শুণ্ডাদণ্ড আস্ফালনপূর্ব্বক জলে অবগাহন করিতেছে। উহার শুণ্ডাদণ্ড, লাঙ্গুল ও পাদচতুষ্টয়ের তাড়নে সরোবর বিক্ষোভিত হইতেছে। অতি-পরাক্রান্ত কূর্ম্মও মস্তক উন্নত করিয়া যুদ্ধার্থে অভ্যাগত হইতেছে। গজের কলেবর ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন আয়ত। কূর্ম্ম তিন যোজন উন্নত ও তাহার পরিধি দশ

যোজন। হে বৎস! উহারা পরস্পরের বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধে মত্ত হইয়াছে, উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া আপনার অভীষ্টসিদ্ধি কর। যাও, তুমিও এই মহাগিরিসদৃশ ঘোররূপী হস্তীকে ভোজন করিয়া অমৃত আহরণ কর।”

মহর্ষি কশ্যপ গরুড়কে ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, “বৎস! দেবতাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। পূর্ণকুম্ভ, গো, ব্রাহ্মণ এবং আর যে কিছু মাঙ্গল্য-বস্তু আছে, সে সকলই তোমার শুভপ্রদ হউক। হে মহাবলপরাক্রান্ত! যৎকালে তুমি দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ, যজ্ঞীয় পবিত্র হবিঃ ও রহস্য তোমার বলাধান করিবে।” গরুড় পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অনতিদূরে সেই নির্ম্মল জল-পূর্ণ হ্রদ দেখিতে পাইলেন এবং তাহাতে নানাবিধ জলচর পক্ষি-সকল কলরব করিতেছে দেখিলেন। তখন তিনি পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া এক নখে গজ ও অপর নখে কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া সত্বরে আকাশপথে উত্থিত হইলেন; অনন্তর অলম্ব-নামক তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া দেব-বৃক্ষগণের উপর আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। বিটপি-মণ্ডলী গরুড়ের পক্ষ-পবনে আহত হইয়া শাখা-ভঙ্গভয়ে শঙ্কিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। বিহঙ্গরাজ সেই অভীষ্টফলপ্রদ, দিব্য, সুবর্ণময় তরুদিগকে ভঙ্গ-ভয়ে কম্পিত দেখিয়া অতীব উন্নত অন্যান্য বৃক্ষের সমীপে গমন করিলেন। সেই রমণীয় বৃক্ষগুলির ফল-সকল কাঞ্চনময়, শাখা-সমুদয় প্রবালময় এবং উহাদিগের মূলদেশ সর্ব্বদা সাগরজলে প্রক্ষালিত হইতেছে। তন্মধ্যে অত্যুচ্চ এক বটবিটপী পক্ষিরাজ গরুড়কে আগমন করিতে দেখিয়া কহিল, “হে গরুত্মন্! তুমি আমার এই শত যোজন-বিস্তীর্ণ, অতি-প্রকাণ্ড শাখায় উপবেশন করিয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ কর।” মহীধরতুল্য-কলেবর পতগেশ্বর প্রবলবেগে বহুসহস্র-পক্ষিসেবিত সেই বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিবামাত্র তাহা ভগ্ন হইল।

ত্রিংশ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাবল-পরাক্রান্ত গরুড় পাদ-স্পর্শমাত্রেই তরুশাখা ভগ্ন হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ধারণ করিলেন। বিহঙ্গমরাজ শাখাভঙ্গ করিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে-ছেন, ইত্যবসরে দেখিতে পাইলেন, তপঃপরায়ণ বালখিল্য ঋষিগণ অধঃশিরা হইয়া বৃক্ষশাখায় লম্ব-মান রহিয়াছেন। গরুড় তদ্দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া মনে করিলেন, শাখা ভূতলে পতিত হইলে নিশ্চয়ই ঋষিদিগের প্রাণনাশ হইবে; অতএব গজ ও কচ্ছপকে নখ দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া ঋষিগণের প্রাণরক্ষার্থে ঐ অতি বিশাল বৃক্ষশাখা চঞ্চুপুট দ্বারা গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ গরুড়ের এই অলৌকিক কর্ম্ম-দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কারণ-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাঁহার এই নাম রাখিলেন, “যেহেতু এই বিহঙ্গম অতি গুরুভার গ্রহণ করিয়া অবিচলিতচিত্তে গগনমার্গে উড্ডীন হইল, অতএব অদ্যাবধি ইহার নাম গরুড় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে।” অনন্তর গরুড় পক্ষ-পবন দ্বারা পার্শ্বস্থ সমস্ত পর্ব্বত বিচালিত করিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

গরুড় গজকচ্ছপ লইয়া বালখিল্য ঋষিগণের প্রাণরক্ষার্থে এইরূপে নানাদেশে ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি উপবেশনের উপযুক্ত স্থান পাইলেন না। পরিশেষে গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপনীত হইয়া স্বীয় পিতা মহর্ষি কশ্যপকে তপস্যায় অভিনিবিষ্ট দেখিলেন। ভগবান্ কশ্যপ সেই বলবীর্য্যতেজঃ-সম্পন্ন, মন ও বায়ুসম বেগবান্, অচিন্তনীয়, অনভি-ভবনীয়, সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল, অধৃষ্য, দুর্জ্জয়, সর্ব্বপর্ব্বতবিদারণ-ক্ষম, সমুদ্রশোষণে সমর্থ, সর্ব্বলোকসংহারে পটু, কৃতান্ত সম ভীমদর্শন, উত্তুঙ্গগিরিশৃঙ্গাকার, দিব্য-রূপী, বিহঙ্গমরাজ গরুড়কে অভ্যাগত দেখিয়া এবং তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, “হে পুত্র! তুমি সহসা সাহসের কর্ম্ম করিও না, তাহাতে অশেষাবধ ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। সূর্য্যমরীচিমাত্র-

পায়ী বালখিল্যগণ রোষপরবশ হইলে তোমাকে এই দণ্ডে ভস্মসাৎ করিবেন।” এই কথা বলিয়া মহর্ষি কশ্যপ পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত মহাভাগ বালখিল্য ঋষিদিগকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। “হে মহর্ষিগণ! প্রজাদিগের হিতোদ্দেশে গরুড় এই মহৎ কর্ম্ম সাধন করিতে অধ্যবসায় করিয়াছে, তোমরা অনুজ্ঞা কর।” বালখিল্যগণ মহর্ষি কশ্যপের অভ্যর্থনায় সেই বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপশ্চরণার্থ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ পবিত্র হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

বালখিল্যগণ গমন করিলে বিনতানন্দন নিজ পিতা কশ্যপকে নিবেদন করিলেন, “ভগবন্! আমি এখন এই বিশাল বৃক্ষশাখা কোথায় নিক্ষেপ করি, আমাকে কোন নির্ম্মানুষ দেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিন।” তখন কশ্যপ মানুষশূন্য ও নিরবচ্ছিন্ন তুষাররাশি-সমাকীর্ণ এক পর্ব্বত কহিয়া দিলেন। পক্ষিরাজ শাখা ও গজকচ্ছপ লইয়া বায়ুবেগে সেই পর্ব্বতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গরুড় যে শাখা লইয়া গমন করিলেন, উহা এমত স্থূল যে, শতগোচর্ম্ম-নির্ম্মিত রজ্জু দ্বারাও বন্ধন বা বেষ্টন করা যায় না। পতগেশ্বর গরুড় অনতিবিলম্বে শতসহস্র-যোজনান্তরে স্থিত সেই মহাপর্ব্বতে উপনীত হইয়া পিতার আদেশানুসারে তদুপরি প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা নিক্ষেপ করিলেন। তদীয় পক্ষপবনে আহত হইয়া গিরিরাজ কম্পিত হইল, তরুগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং যে সকল মণিকাঞ্চনময় শৈলশৃঙ্গ পর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিত, তাহারা বিশীর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। বৃক্ষশ্রেণী পরস্পরের শাখাঘাতে অভিহত হইয়া সৌদামিনী-মণ্ডিত নবীন-নীরদের ন্যায় কাঞ্চনময় কুসুমসমূহে সুশোভিত হইল। গৈরিকরাগরঞ্জিত পাদপ-সকল অবিরল ভূতলে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তৎপরে গরুড় সেই গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ করিলেন। খগরাজ এইরূপে সেই কূর্ম্ম ও কুঞ্জরকে উপযোগ করিয়া তথা হইতে মহাবেগে উড্ডীন হইলেন।

অনন্তর দেবতাদিগের উপর অতি ভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ হইল। ইন্দ্রের বজ্র ভয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অন্তরীক্ষ হইতে ধূম ও অগ্নিশিখার সহিত উল্কাপাত হইতে লাগিল। বসু, রুদ্র, আদিত্য, সাধ্য, মরুৎ ও অন্যান্য দেবগণের অস্ত্র-সকল পরস্পর বিক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। দেবাসুর-সংগ্রামেও এরূপ অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা কদাচ ঘটে নাই। বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং মেঘ-শূন্য নভোমণ্ডল অতি গভীররবে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। অধিক কি বলিব, যিনি দেবাদিদেব, তিনিও অনবরত শোণিত-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের গলদেশের মালা ম্লান ও তেজোরাশি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া গেল। প্রলয়কালীন অতিভীষণ মেঘের ন্যায় ঘনাবলী মুষলধারে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল। ধূলিজাল গগন-মার্গে উড্ডীন হইয়া দেবগণের মুকুট সকল প্রভাহীন করিল।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও সমস্ত দেবগণ এইরূপ অতি নিদারুণ উৎপাত দর্শনে ভীত ও বিস্মিত হইয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্! যুদ্ধে আমাদিগকে আক্রমণ করে, এরূপ শত্রু ত লক্ষ্য হয় না। তবে কোথা হইতে এতাদৃশ ঘোরতর উৎপাত সহসা উপস্থিত হইল?” বৃহস্পতি কহিলেন, “হে দেবেন্দ্র! তোমারই অপরাধ ও প্রমাদ বশতঃ মহাত্মা বালখিল্য-গণের তপোবলে বিনতাগর্ভে মহর্ষি কশ্যপের পক্ষিরূপী এক পুত্র জন্মিয়াছে। সেই কামরূপী, মহাবল, বিনতা-নন্দন অমৃতহরণে সমর্থ। তাহাতে সকলই সম্ভব হয় বটে। সে অনায়াসে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।”

ইন্দ্র তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতরক্ষকদিগকে আদেশ করিলেন, “মহাবীর্য্য মহাবল এক পক্ষী অমৃতহরণে উদ্যত হইয়াছে, আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, দেখিও, যেন সে বলপূর্ব্বক অমৃত হরণ করিতে না পারে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, সে অতুল-বলশালী।” তাহা শুনিয়া দেবতারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অতি সাবধানে অমৃত বেষ্টন করিয়া রহিলেন এবং ইন্দ্রও বজ্রহস্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিলেন। বিচিত্র বসন-ভূষণে বিভূষিত, পাপস্পর্শ-

রহিত, নিরুপম, বলবীর্য্যসম্পন্ন, অসুরপুরবিদারণে পটু, সুরগণ কাঞ্চনময়, বৈদুর্য্যমণিময় ও চর্ম্মাত্মক, মহামূল, প্রভাভাস্বর, সুদৃঢ় কবচ; তীক্ষ্ণধার, ভয়ঙ্কর, বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র; ধূম, অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ সহিত চক্র; পরিঘ; ত্রিশূল; পরশু; বহুবিধ সুতীক্ষ্ণ শক্তি; নির্ম্মল করবাল এবং উগ্রদর্শন গদা এই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া অমৃতরক্ষার্থে সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত হইয়া সূর্য্যকিরণ-বিকাশিত বিগলিতান্ধকার আকাশ-মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! ইন্দ্রের কি অপরাধ ও তাঁহার অনবধানতাই বা কিরূপ? বালখিল্য-ঋষিগণের তপঃপ্রভাবে গরুড়ের সম্ভব ও মহর্ষি কশ্যপের পক্ষিরূপী পুত্র, ইহারই বা কারণ কি? ঐ পক্ষিরাজ কিরূপে সর্ব্বভূতের অবধ্য, অনভিভবনীয়, কামবীর্য্য ও কামচারী হইলেন? আমার এই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, যদি পুরাণে বর্ণিত থাকে, কীর্ত্তন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পুরাণে এই সমস্ত বর্ণিত আছে, আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রবাসনায় এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ঋষিগণ, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ সাহায্যদান করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ দেবরাজ ইন্দ্রকে এবং বালখিল্য মুনিগণ ও অন্যান্য দেবতাদিগকে যজ্ঞীয় কাষ্ঠভার আহরণ করিতে নিয়োগ করিলেন। ইন্দ্র আপন বীর্য্যানুরূপ প্রচুর কাষ্ঠভার আনয়নকালে পথিমধ্যে দেখিলেন, অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ বালখিল্যগণ সকলে সমবেত হইয়া বহুকষ্টে একটি পত্ররন্ত আহরণ করিতেছেন। তাঁহারা অতি খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বল ও নিরাহার; সুতরাং জলপূর্ণ এক গোষ্পদে মগ্ন হইয়া ক্লেশ পাইতেছিলেন। বলদৃপ্ত পুরন্দর তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে উপহাস ও অবমাননা করিলেন এবং লঙ্ঘন করিয়া অতি সত্বর-পদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ঋষিগণ এইরূপে অবমানিত হইয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রের ভয়াবহ এইরূপ এক অতি মহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ঐ যজ্ঞে এই কামনায় আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন যে, আমাদিগের তপঃ-প্রভাবে ইন্দ্র হইতে অধিকতর শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন, কামরূপী, কামবীর্য্য, কামগামী, সর্ব্বদেবের অধিপতি অন্য এক দারুণ ইন্দ্র উৎপন্ন হউন

দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া প্রজাপতি কশ্যপের শরণাগত হইলেন। কশ্যপ ইন্দ্র-মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বালখিল্য মুনিগণের নিকট গমন করিয়া কার্য্যসিদ্ধির প্রার্থনা করিলেন। সত্যবাদী বালখিল্য মুনিগণ তৎক্ষণাৎ "অভীষ্টসিদ্ধি হইবে" এই কথা বলিলেন। তখন প্রজাপতি কশ্যপ তাঁহাদিগকে মধুর-সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া সাদর-বচনে কহিতে লাগিলেন, "দেখ, ব্রহ্মার নিয়োগক্রমে ইনি ত্রিভুবনের ইন্দ্র হইয়াছেন, তোমরা আবার ইন্দ্রান্তর প্রার্থনা করিতেছ, তাহা করিলে ব্রহ্মার নিয়ম অন্যথা করা হইবে, কিন্তু তোমাদিগের সঙ্কল্প মিথ্যা হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব তোমরা যে ইন্দ্রের নিমিত্ত কামনা করিতেছ, তিনি পতগেন্দ্র হউন। হে ঋষিগণ! দেবরাজ প্রার্থনা করিতেছেন, তোমরা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হও।" এইরূপ অভিহিত হইয়া বালখিল্যগণ কশ্যপকে যথাবিধি পূজা করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে প্রজাপতে! আমরা ইন্দ্রার্থে এবং তোমার পুত্রার্থে এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, এক্ষণে এই কর্ম্মের ভার তোমার প্রতি অর্পিত হইল, তুমিই ইহা প্রতিগ্রহ করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয়, কর।"

ঐ কালে কল্যাণবতী, কীর্ত্তিমতী, ব্রতপরায়ণা, দক্ষসুতা

বিনতা দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করণানন্তর ঋতুস্নান করিয়া পুত্র বাসনায় স্বামি সন্নিধানে আগমন করিলেন। মহর্ষি কশ্যপ বিনতাকে সন্নিহিতা দেখিয়া কহিলেন, "দেবি! অদ্য তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে, বালখিল্য মুনিগণের তপঃপ্রভাবে ও আমার সঙ্কল্পবলে তোমার গর্ভে মহাভাগ ও ভুবনবিজয়ী দুই বীর পুত্র জন্মিবে। তাহারা ত্রিভুবন-পূজিত ও ত্রিলোকীর অধীশ্বর হইবে। তুমি প্রমাদশূন্য হইয়া এই সুমহোদয় গর্ভ ধারণ কর। সর্ব্বলোক সৎকৃত কামরূপী ঐ দুই বিহঙ্গম সমস্ত পক্ষিজাতির উপর ইন্দ্রত্ব করিবে।" অনন্তর মহর্ষি কশ্যপ অতিপ্রীতমনে ইন্দ্রকে কহিলেন, "সেই দুই মহাবীর্য্য বিহঙ্গম তোমার ভ্রাতা ও সহায় হইবে এবং তাহারা তোমার কখন কোন অপচয় করিবে না। তোমার সকল সন্তাপ দূর হউক, তুমিই ইন্দ্র থাকিলে, কিন্তু হে বৎস! তুমি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া যেন আর কদাচ ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগকে পরিহাস বা অবমাননা করিও না। তাঁহাদিগের বাক্য বজ্রস্বরূপ এবং তাঁহারা অতিশয় কোপনস্বভাব।"

দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি কশ্যপ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। বিনতাও চরিতার্থা হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। পরে কশ্যপ-বনিতা বিনতা যথাকালে অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র প্রসব করিলেন। অরুণ অঙ্গবৈকল্য-প্রযুক্ত সূর্য্যের সারথি হইয়াছেন, তদীয় ভ্রাতা গরুড় পক্ষিগণের ইন্দ্রত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। হে ভৃগুনন্দন! সেই বিনতানন্দন গরুড়ের অতি বিচিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া অতি সাবধানে অমৃত রক্ষা করিতেছেন, এই অবসরে গরুড় অতিসত্বরে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবতারা সেই মহাবল গরুড়কে দেখিয়া ভীত ও কম্পিত হইলেন এবং আপনারাই পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। তথায় অপ্রমেয়-বল ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বিশ্বকর্ম্মাও অমৃতরক্ষার্থে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল গরুড়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তদীয় পক্ষ, নখ ও চঞ্চু-পুট দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত ও মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পরে গগনচারী বিহগরাজ পক্ষপবনে ধূলিপ্রবাহ উত্থাপিত করিয়া সমস্ত লোক ও দেবগণকে আচ্ছন্ন করিলেন। দেবতারা ধূলিজালে আকীর্ণ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন এবং তৎকালে অমৃত রক্ষকেরাও অন্ধপ্রায় হইলেন। এইরূপে গরুড় দেবলোক আলোড়িত করিয়া পক্ষতাড়ন ও তুণ্ডপ্রহারে দেবগণকে বিদীর্ণকলেবর করিলেন। তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র পবনকে আদেশ করিলেন, "দেখ পবন, তুমি এই রজোবর্ষণ নিরাকরণ কর, ইহা তোমারই কর্ম্ম।" বায়ু তৎক্ষণাৎ তাহা অপসারিত করিলেন।

অনন্তর অন্ধকার নিরস্ত হইলে দেবগণ পক্ষিরাজ গরুড়কে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সুরগণ বধ করিতে উদ্যত হইলে মহাবলপরাক্রান্ত গরুড় মহামেঘের ন্যায় সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। দেবতারা গরুড়কে অন্তরীক্ষে আরূঢ় দেখিয়া পট্টিশ, পরিঘ, শূল, গদা, প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্র ও সূর্য্যাকৃতি চক্র ইত্যাদি নানা শস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আকীর্ণ করিলেন

পক্ষিরাজ গরুড় দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে আহত হইয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে কিছুমাত্র বিচলিত বা সঙ্কুচিত হইলেন না; বরং পক্ষদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের অধিকতর আঘাতে তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলেন। সুরগণ এইরূপে গরুড়-যুদ্ধে পরাভূত ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও সাধ্যগণ পূর্ব্বদিকে, রুদ্র ও বসুগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে এবং অশ্বিনীকুমার দুই জনে উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পতগেন্দ্র গরুড় অশ্বক্রন্দ, রেণুক, ক্রথনক, তপন, উলূক, শ্বসন, নিমেষ, প্ররুজ ও পুলিন এই

সমস্ত যক্ষের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রলয়কালে মহাদেব রোষপরবশ হইলে যেরূপ অতি ভীষণ হয়েন, বিনতানন্দনও সেইরূপ অত্যুগ্র হইয়া পক্ষ, নখ ও তুণ্ডাগ্র দ্বারা সকলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন। সেই মহাবল, মহোৎসাহ, বীরপুরুষেরা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রুধিরবর্ষী ধারাধরের ন্যায় শোভমান হইলেন।

খগেশ্বর সেই সমস্ত যক্ষদিগের প্রাণ-সংহার করিয়া, যে স্থানে অমৃত রহিয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, অমৃতের চতুস্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। সেই অগ্নির শিখা অতি ভয়ঙ্কর এবং তদ্দ্বারা আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন, বিভাবসু বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সূর্য্য-দেবকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্তর মহাত্মা গরুড় শতাধিক অষ্টসহস্র মুখ নির্গত করিলেন এবং ঐ সকল মুখ দ্বারা নদী পান করিয়া প্রবলবেগে তথায় আগমন পূর্ব্বক নদীজলে ঐ জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাণ করিলেন। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে গরুড় তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অন্য এক শরীর ধারণ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পক্ষিরাজ অতি ভয়ঙ্কর স্বর্ণময় কলেবর ধারণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, অমৃতের নিকট লৌহময় ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার একখানি শাণিত চক্র নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত ও সূর্য্যসম তেজস্বী ঐ ঘোররূপ যন্ত্র অমৃতহরণার্থ আগত ব্যক্তিব্যূহের কণ্ঠ-নালী ছেদন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। গরুড় অঙ্গসঙ্কোচ পূর্ব্বক ক্ষণমাত্রেই তাহার মধ্যাবকাশ দ্বারা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেই চক্রের অধঃস্থলে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, মহাবীর্য্য, মহাঘোর, নিয়ত ক্রুদ্ধ ও নির্নিমেষ-নেত্র দুই সর্প অমৃত রক্ষা করিতেছে। তাহাদিগের বিদ্যুতের ন্যায় মুখ হইতে অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে এবং চক্ষুর্দ্বয় নিরন্তর বিষ উদ্গার করিতেছে। তাহাদিগের একতর যাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তখন বিহঙ্গমরাজ ধূলিনিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ উভয় সর্পের নয়নদ্বয় আচ্ছন্ন করিলেন এবং অদৃশ্যভাবে আকাশ হইতে তাহাদিগের কলেবর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া অমৃতগ্রহণ পূর্ব্বক অতি দ্রুতবেগে গগনমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং অমৃতপান না করিয়া সূর্য্যপ্রভা আবরণ পূর্ব্বক অপরিশ্রান্তমনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিনতানন্দন অমৃত হরণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছেন, এই অবসরে অবিনাশী দেবাদিদেব নারায়ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। নারায়ণ গরুড়ের লোকাতিশায়িনী ক্রিয়া দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে বিহঙ্গমরাজ! প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব।" গরুড় কহিলেন, "আমি আপনার উপরিভাগে অবস্থান করিতে বাসনা করি।" এই বলিয়া পুনর্ব্বার নারায়ণকে কহিলেন, "আর আমি যাহাতে অমৃতপান ব্যতিরেকে অজর ও অমর হইতে পারি, এইরূপ বর প্রদান করুন।" বিষ্ণু কহিলেন, "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।" তখন গরুড় আপনার অভিলষিত বরলাভ করিয়া নারায়ণকে কহিলেন, "ভগবন্! প্রার্থনা কর, আমিও তোমাকে বর প্রদান করিব।" নারায়ণ মহাবল গরুড়কে কহিলেন, "তুমিও আমার বাহন হও" এবং স্বপ্রদত্ত বরের অন্যথা না হয়, এই জন্য পুনর্ব্বার কহিলেন, "তোমাকে আমার রথের ধ্বজ হইয়া থাকিতে হইবে।" পতগেশ্বর "তথাস্তু" বলিয়া বায়ুবেগে গমন করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতাপহারক পক্ষীকে অন্তরীক্ষে গমন করিতে দেখিয়া রোষভরে বজ্র প্রহার করিলেন। গরুড় বজ্রাঘাতে আহত হইয়াও হাস্যমুখে কহিলেন, "দেখ দেবরাজ! বজ্রাঘাতে আমার কিছু-মাত্র ব্যথা জন্মে নাই; কিন্তু যে মুনির অস্থি হইতে এই বজ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার, বজ্রাস্ত্রের ও তোমার সম্মানের নিমিত্ত আমি একটি পক্ষ পরি-ত্যাগ করিতেছি, এই পক্ষের অন্ত নাই।" এই

বলিয়া পক্ষিরাজ একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। দেবগণ ঐ উৎসৃষ্ট পক্ষটি অতি সুন্দর দেখিয়া হৃষ্ট-মনে কহিলেন, "এই পর্ণ (অর্থাৎ পক্ষ) অতি সুন্দর, অতএব অদ্যাবধি গরুড়ের নাম সুপর্ণ হইল।" সহস্রাক্ষ ইন্দ্র এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন, এই পক্ষী সামান্য পক্ষী নহে, ইনি অবশ্যই কোন মহাপ্রাণী হইবেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ওহে বিহঙ্গম! আমি তোমার অলৌকিক বলবীর্য্য জানিতে এবং অনন্ত কালের নিমিত্ত তোমার সহিত মিত্রত্ব সংস্থাপন করিতে বাসনা করি।"

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, "হে দেবরাজ! তোমার স্বেচ্ছাক্রমে অদ্যাবধি তোমার সহিত আমার মিত্রত্ব-সংস্থাপন হইল। আমার বল নিতান্ত দুঃসহ ও একান্ত মহৎ। যদিচ স্বকীয় গুণকীর্ত্তন ও বলপ্রশংসা করা পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদিত নহে, বিশেষতঃ অকারণে আত্মপ্রশংসা অতিশয় অন্যায়, তথাপি তুমি আমার সখা এবং আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই নিমিত্ত কহিতে প্রবৃত্ত হইলাম, শ্রবণ কর। আমার বলের কথা অধিক কি বলিব, আমি পর্ব্বত-কাননাদিসহিতা এই সসাগরা বসুন্ধরাকে অক্লেশে এক পক্ষে বহন করিতে পারি। আর যদি তুমিও ঐ পক্ষ অবলম্বন কর, তবে তোমাকেও লইয়া যাইতে পারি। এই চরাচর বিশ্বকে বহন করিতে হইলেও আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম বোধ হয় না।"

গরুড় এইরূপে স্বীয় বলের পরিচয় প্রদান করিলে সর্ব্বলোক-হিতকারী দেবরাজ কহিলেন, "হে বিহঙ্গম-রাজ! তুমি যাহা কহিলে, তোমাতে সকলই সম্ভব; এক্ষণে আমার সহিত সখ্য-সংস্থাপন কর এবং অমৃতে যদি প্রয়োজন না থাকে, তবে আমাকে প্রত্যর্পণ কর; এই অমৃত যাহাদিগকে অর্পণ করিবে, তাহারাই আমাদিগের উপর উপদ্রব করিবে।" গরুড় কহিলেন, "হে সহস্রলোচন! আমি কোন কারণ বশতঃ এই অমৃত লইয়া যাইতেছি, প্রার্থনা করিলে ইহার বিন্দু-মাত্রও কাহাকে প্রদান করিব না; কিন্তু আমি যে স্থানে ইহা রাখিব, তুমি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপহরণ করিও।" ইন্দ্র কহিলেন, "হে বিহঙ্গমরাজ! আমি তোমার এই কথা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" তখন গরুড় কদ্রুপুত্রদিগের দৌরাত্ম্য ও মাতার ছলকৃত দাসীভাব স্মরণ করিয়া কহিলেন, "আমি সকলের ঈশ্বর হইয়াও তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি, যেন মহাবল সর্পসকল আমার ভক্ষ্য হয়।" দানবনিসূদন ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া দেবদেব যোগীশ্বর মহাত্মা হরির নিকট গমন করিলেন। চক্রপাণি দেবরাজ-মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গরুড়াভিলষিত বিষয়ে অনুমোদন করিলেন।

পরে ভগবান্ ত্রিদশেশ্বর গরুড়কে পুনর্ব্বার কহিলেন, "তুমি অমৃত স্থাপন করিলেই আমি তাহা অপহরণ করিব।" এই বলিয়া সাদর-সম্ভাষণে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। গরুড় অনতিবিলম্বে স্বীয় জননী-সন্নিধানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে সর্পদিগকে কহিলেন, "এই আমি অমৃত আহরণ করিয়াছি; এক্ষণে ইহা এই কুশের উপর রাখিতেছি, তোমরা শীঘ্র স্নানপূজা করিয়া পান কর। দেখ, তোমরা যাহা কহিয়াছিলে, তাহা আমি সম্পাদন করিলাম; অতএব অদ্যাবধি আমার মাতা দাস্যবৃত্তি হইতে মুক্ত হউন।" সর্পগণ "তথাস্তু" বলিয়া স্নান করিতে গমন করিল। এই অবসরে দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত অপহরণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। সর্পেরা স্নান, পূজা ও মঙ্গলাচরণ সমাপন করিয়া প্রফুল্লমনে অমৃতপান করিতে আসিয়া দেখিল, গরুড় যে কুশাসনে অমৃত রাখিব বলিয়াছিলেন, তথায় অমৃত নাই। পরে বিবেচনা করিল, আমরা যেমন ছলক্রমে বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম, তেমনি ছলে অমৃত হরণ করিয়াছে। তখন নাগগণ এই স্থানে অমৃত রাখিয়াছিল, এই বিবেচনা করিয়া সেই কুশাসন অবলেহন করিতে লাগিল। তাহাতেই তাহাদিগের জিহ্বা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে এবং পরম-পবিত্র অমৃত কুশে সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তদবধি কুশের নাম পবিত্র

হইয়াছে। মহাত্মা গরুড় এইরূপে অমৃতের হরণ ও আহরণ করিয়াছিলেন এবং সর্পদিগকে দ্বিজিহ্ব করিয়াছিলেন।

অনন্তর খগরাজ পরিতুষ্ট-মনে সেই কাননে বিহার করিয়া ভুজঙ্গমগণ ভক্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় জননী বিনতাকে আনন্দিত করিলেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণ-সন্নিধানে এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করিবে, সে মহাত্মা খগরাজ গরুড়ের চরিত-কীর্ত্তন প্রযুক্ত পাপ-স্পর্শশূন্য হইয়া স্বর্গারোহণ করিবে, সন্দেহ নাই।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,হে সূতনন্দন! তুমি ভুজঙ্গমগণের মাতৃশাপ ও বিনতার পুত্রশাপের কারণ এবং বিনতা-গর্ভসম্ভূত পক্ষিদ্বয়ের নাম কীর্ত্তন করিলে, আর কদ্রু ও বিনতা স্বভর্ত্তা কশ্যপের সন্নিধানে কিরূপে বর প্রাপ্ত হয়েন, তাহাও কীর্ত্তন করিলে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সর্পদিগের নাম কীর্ত্তন কর নাই। আমরা এক্ষণে প্রধান প্রধান পন্নগগণের নাম শ্রবণ করিতে বাসনা করি, বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,হে তপোধন! সর্পসংখ্যার বহুত্ব প্রযুক্ত সকল সর্পের নামোল্লেখ করিব না, কেবল প্রধান প্রধান সর্পের নাম কীর্ত্তন করিতেছি,শ্রবণ করুন। শেষ নাগ প্রথমতঃ জন্মগ্রহণ করেন। তদনন্তর বাসুকি; তাহার পর ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক,ধনঞ্জয়, কালিয়, মণিনাগ,আপূরণ,পিঞ্জরক,এলাপত্র,বামন,নীল, অনীল, কল্মাষ, শবল, আর্য্যক, উগ্রক, কলশপোতক, সুরামুখ, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, করোটক, শঙ্খ, বালিশিখ, নিষ্ঠানখ, হেমগুহ, নহুষ, পিঙ্গল, বাহ্যকর্ণ, হস্তিপদ, মুদ্গরপিণ্ডক, কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃত্ত, সংবর্ত্তক, শঙ্খমুখ, কুষ্মাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদংষ্ট্র, বিল্বক, বিল্ব, পাণ্ডুর,মূষকাদ,শঙ্খশিরাঃ, পূর্ণভদ্র,হরিদ্রক,অপরাজিত,জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপিণ্ড, বিরজাঃ, সুবাহু, শালিপিণ্ড,হস্তিপিণ্ড,পিঠরক,সুমুখ,কৌণপাশন, কুঠর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, তিত্তিরি, হলিক, কর্দ্দম, বহুমূলক, কর্কর, অকর্কর, কুণ্ডোদর এবং মহোদর। হে দ্বিজোত্তম! প্রধান প্রধান সর্পগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম, বাহুল্য প্রযুক্ত অন্যান্যের নামোল্লেখ করিলাম না। হে তপোধন! ইহা ব্যতিরেকে আরও সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত,অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, সর্প আছে, তাহাদের সংখ্যা করা অতিশয় দুঃসাধ্য।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, বৎস সূতনন্দন! তুমি মহাবল-পরাক্রান্ত অতিদুর্দ্ধর্ষ প্রধান প্রধান সর্পগণের নাম কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে ঐ সকল সর্পগণ জননী-দত্ত শাপ-শ্রবণান্তর কি করিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তকে সন্তুষ্ট কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তাহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাযশা ভগবান্ শেষ নাগ স্বীয় জননী কদ্রুকে পরিত্যাগ করিয়া, বায়ুভক্ষ, ব্রতপরায়ণ, একান্তচিত্ত, জটা-বল্কলধারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গন্ধমাদন, বদরিকাশ্রম, গোকর্ণ, পুষ্কর, হিমবান্ প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে গমন পূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপোনুষ্ঠানকালে তাঁহার গাত্রের মাংস, চর্ম্ম ও শিরাসমুদয় শুষ্কপ্রায় হইয়া গেল।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে তপস্যায় একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া স্বয়ং তৎসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, “নাগরাজ! তুমি এ কি কর্ম্ম করিতেছ? অতঃপর প্রজাগণের হিত-সাধনে সচেষ্ট হও, তোমার তীব্র তপস্যার দ্বারা সমস্ত প্রজাগণ সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে, আর তপস্যার প্রয়োজন নাই, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।”

শেষ কহিলেন, “আমার সহোদর ভ্রাতৃগণ অতি মূঢ়, আমি তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি না, আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। তাহারা শত্রুর ন্যায় সর্ব্বদা পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ করে; অতএব আমার আর যেন তাহাদিগের মুখ দেখিতে

না হয়। এই অভিলাষেই আমি তপস্যা করিতে আসিয়াছি। তাহারা সর্ব্বদা সপুত্রা বিনতার অনিষ্টচেষ্টা করে। বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ বৈনতেয় আমাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তিনি পিতা কশ্যপের বরপ্রভাবে মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়াছেন। আমার সহোদরগণ সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপ্রকাশ করে। তন্নিমিত্ত আমি স্থির করিয়াছি যে, তপোনুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিব, তাহা হইলে লোকান্তরেও আর সেই দুরাত্মাদিগের মুখাবলোকন করিতে হইবে না।"

ব্রহ্মা শেষ নাগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস শেষ! আমি তোমার সোদরগণের আচারব্যবহার বিলক্ষণরূপে অবগত আছি এবং তাহারা জননী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে, তাহাও জানি। অতএব তোমার ভ্রাতৃগণের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই. আমি অদ্য তোমাকে বরদান করিতেছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে পন্নগোত্তম! আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে তোমার ধর্ম্মে মন হইয়াছে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মে সুস্থিরা হউক।"

শেষ কহিলেন, "হে সর্ব্বলোকপিতামহ! আমি এই বর প্রার্থনা করি, যেন ধর্ম্মে, শমগুণে ও তপস্যায় আমার অচলা ভক্তি থাকে।" ব্রহ্মা কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার শম ও দম দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু হে বৎস! তোমাকে এই সর্ব্বলোকহিতকর কার্য্যটি সম্পাদন করিতে হইবে। পর্ব্বতকাননাদি-সমবেত এই ধরণীমণ্ডলকে তোমায় এইরূপে ধারণ করিতে হইবে যেন,উহা আর বিচলিত না হইতে পারে।" শেষ কহিলেন, "হে বরপ্রদ প্রজাপতে! হে ধরানাথ! হে ভূতনাথ! হে জগন্নাথ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, আমি ঐরূপে মহী ধারণ করিব, কিন্তু আপনি পৃথিবীকে আমার মস্তকোপরি স্থাপন করুন।" ব্রহ্মা কহিলেন, "হে ভুজঙ্গোত্তম! পৃথিবী স্বয়ং তোমাকে পথ প্রদান করিবেন, তুমি সেই পথ দিয়া ধরিত্রীর অধোভাগে আগমনপূর্ব্বক ইহাঁকে ধারণ কর,তাহা হইলেই আমার পরম প্রীতিকর কার্য্য করা হইবে।"

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভুজঙ্গমাগ্রজ শেষ "যে আজ্ঞা" বলিয়া পৃথিবীদত্ত বিবর দ্বারা রসাতলে প্রবেশ পূর্ব্বক সসাগরা বসুন্ধরাকে মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। এইরূপে মহাব্রতশালী ভগবান্ অনন্ত ব্রহ্মার নিদেশানুসারে একাকী ধরা ধারণ করিয়া পাতালতলে বাস করিতে লাগিলেন। সর্ব্বামরোত্তম ভগবান্ পিতামহ খগবর বিনতানন্দনকে অনন্তদেবের সখা করিয়া দিলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভুজঙ্গোত্তম বাসুকি মাতৃদত্ত শাপ শ্রবণ করিয়া কিরূপে সেই শাপ-মোচন হইবে, তদ্বিষয়িণী চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইলেন। তদনন্তর তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ঐরাবত প্রভৃতি ভ্রাতৃদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন যে, "মাতা আমাদিগকে যে শাপ প্রদান করিয়াছেন,তাহা তোমরা সকলেই জান; অতএব আইস আমরা যাহাতে সেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ চেষ্টা করি। সর্ব্বপ্রকার শাপেরই প্রতিবিধানোপায় আছে,কিন্তু মাতৃদত্ত শাপমোচনের কোন উপায় দেখি না। জননী অব্যয়, অপ্রমেয়, সনাতন ব্রহ্মার সমক্ষেই আমাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছেন এবং সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ-প্রদানে উদ্যত দেখিয়াও নিবৃত্ত করেন নাই, ইহা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। বোধ করি, নিশ্চয়ই আমাদিগকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। তথাপি সম্প্রতি যাহাতে সমস্ত ভুজঙ্গমগণের মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করা যাউক। আমরা সকলেই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, মন্ত্রণা দ্বারা অবশ্যই কোন না কোন উপায় স্থির করিতে পারিব। দেখ, পূর্ব্বকালে অগ্নি গুহামধ্যে তিরোহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেবগণ পরামর্শ দ্বারা তাঁহার পুনরুদ্ভাবন করেন। অতএব এক্ষণে যাহাতে জনমেজয়ের যজ্ঞ না হয় অথবা নিষ্ফল হয়, তাহার চেষ্টা দেখা যাউক।"

মন্ত্রণাবিশারদ সর্পগণ ভুজঙ্গরাজ বাসুকির এই কথা শুনিয়া তৎকার্য্যসম্পাদনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিলেন।

তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "আইস, আমরা ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া জনমেজয়ের নিকট যাইয়া তিনি যাহাতে সর্পযজ্ঞ না করেন, এইরূপ ভিক্ষা প্রার্থনা করি।" কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ভুজঙ্গম কহিলেন, "চল, আমরা সকলে গিয়া তাঁহার মন্ত্রী হই, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদিগের পরামর্শ লইয়া সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি যজ্ঞবিষয়িণী কোন মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলে,আমরা তদনুষ্ঠানে ইহলোকে ও পরলোকে নানাপ্রকার দোষ ঘটিতে পারে, ইহা প্রদর্শন করিয়া এবং অন্যান্য কারণ দর্শাইয়া যাহাতে সেই যজ্ঞ না হয়, এরূপ পরামর্শ দিব।" কেহ কহিলেন, "রাজার হিতসাধনে তৎপর যে কোন সর্পযজ্ঞবিধানজ্ঞ ব্যক্তি সেই যজ্ঞের উপাধ্যায় হইবেন, কোন ভুজঙ্গম যাইয়া তাঁহাকে দংশন করিবে; উপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে সুতরাং যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষম ব্যাঘাত জন্মিবে; তদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল সর্পসত্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইতে আসিবেন, আমরা সকলে যাইয়া তাঁহাদিগকে দংশন করিব, তাহা হইলে আর যজ্ঞ হইতে পারিবে না।"

এই কথা শুনিয়া অন্যান্য ধর্ম্মপরায়ণ দয়াবান্ নাগগণ কহিলেন, "তোমরা যাহা কহিতেছ, এ অতি অসৎ পরামর্শ; ব্রহ্মহত্যা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, বিপৎকালে ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতীকার-চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য; কারণ, অধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্ত জগতের বিনাশকারী।" কতকগুলি ভুজঙ্গম কহিলেন, "আমরা জলধর কলেবর ধারণ করিয়া মুষলধারে জলবর্ষণ দ্বারা প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাণ করিব কিংবা রাত্রিকালে ঋত্বিক্‌গণ অনবহিত হইলে সর্প তথায় উপস্থিত হইয়া স্রুগ্‌ভাণ্ড প্রভৃতি যজ্ঞীয়দ্রব্য-সমুদয় অপহরণ করিবে, তাহা হইলেই যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিবে। অথবা শত শত ভুজঙ্গম সেই যজ্ঞস্থলে এককালে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সমস্ত লোকদিগকে দংশন করিতে উদ্যত হইবে, তাহা হইলে তাহাদিগের অবশ্যই ভয় জন্মিবে কিংবা সর্পগণ সংস্কৃত যজ্ঞীয় সামগ্রী-সমুদয় স্বীয় মূত্র-পুরীষ দ্বারা দূষিত করিবে, তাহাতেও যজ্ঞবিঘ্নের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।"

অন্যান্য নাগগণ কহিল, "আমরাই ঐ যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইয়া প্রথমেই 'দক্ষিণা প্রদান কর' বলিয়া যজ্ঞবিঘ্ন সমুৎপাদন করিব, তাহা হইলেই রাজা আমাদিগের বশীভূত হইবেন এবং যাহা বলিব, তাহাই করিবেন।" অপর ভুজঙ্গমগণ কহিল, "রাজা যখন জলক্রীড়া করিবেন, সেই সময়ে তাঁহাকে ধরিয়া আপনাদিগের আলয়ে আনয়ন পূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখিব।" কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ভুজঙ্গম কহিলেন, "আইস, আমরা অন্যান্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া রাজা জনমেজয়কেই দংশন করি, তিনি মরিলে সকল অনর্থের মূলচ্ছেদ হইবে।" পরিশেষে সকলে বাসুকিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে রাজন্! আমরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কহিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন, আর কালক্ষেপ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।" এই বলিয়া সমস্ত নাগগণ তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বাসুকি তাঁহাদিগের বাক্য-শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে ভুজঙ্গমগণ! তোমরা সকলে যে যে উপায় নির্দ্দেশ করিলে, তন্মধ্যে একটিও আমার মনোগত হইতেছে না। যাহাতে সকলের হিতসাধন হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য, অতএব এ বিষয়ে ভগবান্ কশ্যপকে প্রসন্ন করাই আমার শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। জ্ঞাতিগণের প্রতি সৌহার্দ্দ ও আত্মস্নেহ বশতঃ আমি তোমাদিগের বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, এক্ষণে আমি তোমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, যাহাতে সমস্ত বান্ধবগণের মঙ্গল হয়, আমার সর্ব্বতোভাবে তাহাই করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে দোষ-গুণ যে কিছু ঘটিবে, তোমরা কেহই তাহার অংশভাগী হইবে না, সমস্তই আমার উপর পড়িবে, এই নিমিত্ত আমি সবিশেষ সন্তপ্ত হইতেছি।"

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বাসুকির ও অন্যান্য নাগগণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া এলাপত্র-নামক সর্প বাসুকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,"হে ভুজঙ্গমনাথ! সেই সর্পসত্র অবশ্যই হইবে সন্দেহ নাই এবং যে জনমেজয় রাজা হইতে আমাদিগের মহৎ ভয় উপস্থিত, তাঁহাকেও বাঞ্চত করিতে পারা যাইবে না। হে রাজন্! যে ব্যক্তি দৈবপর হয়, তাহার দৈবের উপর নির্ভর করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ, সে স্থলে দৈব ব্যতিরেকে তাহার রক্ষা পাইবার আর কোন উপায়ান্তর নাই। হে পন্নগোত্তম! আমাদিগের এ ভয়কে দৈব-ভয় বলিতে হইবে, অতএব দৈব অবলম্বন করাই উত্তম কল্প বোধ হইতেছে। এ বিষয়ে আমি যাহা কহিতেছি, তোমরা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যখন মাতা আমাদিগকে শাপ দেন, আমি সেই সময়ে ত্রাসাকুলিতচিত্তে তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া দেবগণের এই কথা শুনিয়াছিলাম। দেবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহিলেন, 'হে পিতামহ! পাষাণহৃদয়া কদ্রু আপনার সম্মুখেই স্বীয় প্রিয়পুত্রগণকে যেরূপ দারুণ অভিসম্পাত করিলেন, মাতা হইয়া পুত্রের প্রতি সেরূপ শাপ প্রদান করিতে কেহই পারে না। আপনিও এবমস্তু বলিয়া তাঁহার সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন; অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাকে স্ব-সমক্ষে শাপ-প্রদানে উদ্যত দেখিয়াও নিবারণ করিলেন না, তাহা শুনিতে বাসনা করি।'

ব্রহ্মা কহিলেন, 'সর্পগণ অতিশয় তীক্ষ্ণবিষ, খল ও প্রজাগণের অহিতকারী, অতএব আমি প্রজাগণের হিতকামনায় শাপ-প্রদানোদ্যতা কদ্রুকে নিবারণ করি নাই; কিন্তু সর্পসত্রে কেবল তীক্ষ্ণবিষ, নীচাশয় ও পাপাচার বিষধরদিগেরই বিনাশ হইবে; ধার্ম্মিক নাগগণের কোন অপচয় হইবে না। তৎকালে তাঁহারা যে প্রকারে ঐ শাপ হইতে মুক্ত হইবেন, তাহা শ্রবণ কর। যাযাবরবংশে অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন, তপোনিরত, জিতেন্দ্রিয়, জরৎকারু নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার ঔরসে আস্তীক নামে এক পুত্র জন্মিবেন। তিনি মহারাজ জনমেজয়কে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিবেন। তাহা হইলে ধর্ম্মশীল সর্পগণের পরিত্রাণ হইবে।'

ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! মহাতপা, মহাবীর্য্য, মুনিবর জরৎকারু কাহার গর্ভে সেই মহানুভব পুত্র আস্তীককে উৎপাদন করিবেন?' ব্রহ্মা কহিলেন, 'বীর্য্যবান্ জরৎকারু সনাম্নী কন্যাতে সেই মহাবীর্য্যসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন করিবেন। সর্পরাজ বাসুকির জরৎকারুনাম্নী এক ভগ্নী আছেন। তাঁহার গর্ভে সেই পুত্র জন্মিবেন এবং তৎকর্ত্তৃক সর্পকুলের পরিত্রাণ হইবে।' দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাও তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিলেন।

অতএব হে নাগাধিরাজ বাসুকে! নাগগণের ভয়শান্তির নিমিত্ত সেই সুব্রত, ভিক্ষমাণ মহর্ষিকে তোমার জরৎকারুনাম্নী ভগিনী ভিক্ষাস্বরূপ সম্প্রদান কর; তাহা হইলেই নাগকুল পরিত্রাণ পাইবে। আমি নাগগণের এই মোক্ষোপায় শ্রবণ করিয়াছি।"

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণ এলাপত্রের এই বাক্যশ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বাসুকিও সেই কথা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তদবধি জরৎকারুনাম্নী নিজ ভগিনীকে অতি প্রযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেবাসুরগণ একত্র হইয়া সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বনাগশ্রেষ্ঠ বাসুকি তাহাতে মন্থন-রজ্জু হইয়াছিলেন। সমুদ্র-মন্থন সমাপ্ত হইলে দেবগণ বাসুকিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, "ভগবন্! এই নাগকুলাগ্রণী বাসুকি মাতৃশাপে ভীত হইয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত

হইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই জ্ঞাতিকুল-হিতৈষী নাগরাজের মাতৃশাপরূপ হৃদয়শল্য উৎপাটন করুন। ইনি আমাদিগের অত্যন্ত প্রিয়কারী ও হিতসাধনে তৎপর, অতএব অনুকূল হইয়া আপনাকে ইহাঁর মনোব্যথা নিবারণ করিতে হইবে।”

দেবগণের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, “পূর্ব্বে এলাপত্র সর্প ইহাঁকে যাহা কহিয়াছেন, সে আমারই বাক্য। ইনি সেই বাক্যানুসারে কার্য্য করুন, তাহার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা দুরাচার ও পাপিষ্ঠ, তাহারাই সর্পসত্রে বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্মপরায়ণ নাগগণের কিছুই ভয় নাই। সেই জরৎকারু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন। নাগরাজ বাসুকি তাঁহাকে যথাকালে ভগিনী প্রদান করুন। হে দেবগণ! এলাপত্র যাহা কহিয়াছেন, উহা নাগকুলের পরম হিতকর, উহাতে সন্দেহ নাই।”

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগাধিপ বাসুকি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি জরৎকারুকে ভগিনী প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং ঐ সঙ্কল্পে বহুসংখ্যক সর্পদিগকে তদীয় সন্নিধানে সতত অবস্থান করিতে প্রেরণ করিলেন। ভুজঙ্গমরাজ তাহাদিগকে এই কহিয়া দিলেন, “ভগবান্ জরৎকারু যে মুহূর্ত্তে দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিবেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবে।”

চত্বারিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি জরৎকারুনামা যে মহর্ষির বিবরণ কহিলে, তিনি কি নিমিত্ত জগতে জরৎকারু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং জরুৎকারু শব্দের যথাশ্রুত অর্থই বা কি, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরাশব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু শব্দের অর্থ দারুণ। সেই মহর্ষির শরীর সাতিশয় দারুণ ছিল, তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই দারুণ শরীরকে ক্ষীণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম জরুৎকারু হইল এবং উক্ত কারণ বশতঃ বাসুকির ভগিনীও জরৎকারু নামে বিখ্যাত হইলেন।

মহর্ষি শৌনক তৎশ্রবণে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হাঁ, তুমি যাহা বলিলে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে। তুমি ইতিপূর্ব্বে যাহা যাহা কীর্ত্তন করিলে, তৎসমস্তই আমি শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আস্তীকের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, বর্ণনা কর।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কহিতে লাগিলেন। মহামতি বাসুকি ভুজঙ্গমগণের প্রতি উক্তরূপ আদেশ দিয়া মহর্ষি জরৎকারুকে ভগিনী প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া রহিলেন। বহুকাল অতীত হইল, তথাপি ঊর্দ্ধরেতা স্বাধ্যায়নিরত সেই মহাত্মা দারপরিগ্রহে অভিলাষী হইলেন না। তিনি কেবল তপস্যাদি ধর্ম্মকর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া নির্ভয়-হৃদয়ে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন।

কিয়ৎকাল পরে কৌরববংশীয় পরীক্ষিৎ পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন। তিনি স্বীয় প্রপিতামহ পাণ্ডুরাজার ন্যায় অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধবিশারদ ও মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্ব্বদাই মৃগ, বরাহ, তরক্ষু, মহিষ ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার বন্যজন্তু শীকার করিয়া মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন। একদা তিনি স্বকীয় আনতপর্ব্ব শর দ্বারা এক মৃগকে বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠে শরাসন ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞরূপী মৃগের অনুযায়ী ভগবান্ ভূতনাথের ন্যায় সেই মৃগের অনুসরণক্রমে নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরীক্ষিতের বাণে বিদ্ধ হইলে কোন মৃগই জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিতে পারে না; কিন্তু এই মৃগ যে বাণবিদ্ধ হইয়াও পলায়ন করিল, উহা কেবল তাঁহার আচরাৎ স্বর্গলাভের প্রতি হেতু হইয়া উঠিল।

রাজা পরীক্ষিৎ মৃগের অনুসরণ-প্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে অতি দূরদেশে উপনীত হইলেন। পরে সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া এক গোপ্রচারে উপস্থিত হইলেন এবং অবলোকন করিলেন, এক তপস্বী স্তন্যপায়ী

বৎসগণের মুখনিঃসৃত ফেনপুঞ্জ পান করিয়া জীবন-ধারণ করিতেছেন। অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসান্বিত রাজা সেই মুনির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুনিসত্তম! আমি অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ, তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, আমি এক মৃগকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম, সে পলায়ন করিয়াছে, কোন্ দিকে পলায়ন করিল, তুমি কি দেখিয়াছ?" মুনিবর মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। তখন রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া আপন ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃত-সর্প উত্তোলন করিয়া মহর্ষির স্কন্ধদেশে অর্পণ করিলেন। ঋষি তাহাতে ক্রোধ করিলেন না এবং ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। রাজা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যথিতমনে আপন রাজধানী গমন করিলেন; কিন্তু সেই ঋষি তদবস্থই রহিলেন। ঐ ক্ষমাশীল মহামুনি, রাজা পরীক্ষিৎকে স্বধর্ম্মনিরত বলিয়া জানিতেন, এই নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াও তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন না। কুরু-বংশাবতংস মহারাজ পরীক্ষিৎও তাঁহাকে তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া না জানিতে পারিয়াই তাঁহার তাদৃশী অবমাননা করিলেন।

ঐ মহর্ষির শৃঙ্গী নামে এক তরুণবয়স্ক পুত্র ছিলেন। শৃঙ্গী সাতিশয় রোষ-পরবশ। তিনি একবার ক্রুদ্ধ হইলে আর তাঁহাকে প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। তিনি সময়ে সময়ে সুসংযত হইয়া সর্ব্বভূত-হিতৈষী ভগবান্ প্রজাপতির উপাসনা করিতে যাইতেন। একদা শৃঙ্গী সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার উপাসনানন্তর তদীয় আদেশ লইয়া আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সখা কৃশ নামে এক ঋষিপুত্র হাসিতে হাসিতে তৎসন্নিধানে তদীয় পিতার অপমান-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রুক্ষস্বভাব শৃঙ্গী কৃশ-মুখে পিতার অপমানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কৃশ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তুমি অত্যন্ত তপোবলসম্পন্ন ও তেজস্বী, কিন্তু তোমার পিতা স্বীয় স্কন্ধদেশে মৃতসর্প বহন করিতেছেন, অতএব হে শৃঙ্গিন্! যাও যাও, আর তুমি বৃথা গর্ব্ব করিও না এবং মাদৃশ সিদ্ধ, ব্রহ্মবিৎ, তপস্বী ঋষিপুত্রগণ কোন কথা কহিলে তাহাতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না। হে শৃঙ্গিন্! কৈ, এক্ষণে তোমার সেই পুরুষত্বাভিমান এবং তাদৃশ সগর্ব্ব বাক্যই বা কোথায় রহিল? তোমার পিতা সেই-রূপ অবমানিত হইয়াও ঔদাসীন্য অবলম্বন পূর্ব্বক রহিয়াছেন; তদ্বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, কিছুই করেন নাই। আহা! ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।"

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাতেজা শৃঙ্গী স্বীয় জনকের স্কন্ধে মৃত-সর্প রহিয়াছে শুনিয়া সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইলেন এবং মৃদুমধুরস্বরে কৃশকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কৃশ! কিরূপে আমার পিতার স্কন্ধে মৃত-সর্প সংলগ্ন হইল?" কৃশ কহিলেন, "সখে! অদ্য মৃগয়াবিহারী রাজা পরীক্ষিৎ এই তপোবনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, তিনিই তোমার পিতার স্কন্ধে মৃত-সর্প সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন।" তখন শৃঙ্গী ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহি-লেন, "আমার পিতা সেই দুরাত্মা নরাধম রাজার কি অপরাধ করিয়াছিলেন, সত্য করিয়া বল, আজি তোমাকে আমার তপোবল দেখাইতেছি।"

কৃশ কহিলেন, "অভিমন্যুতনয় রাজা পরীক্ষিৎ অদ্য মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এক মৃগকে বাণবিদ্ধ করেন। বাণাহত মৃগ প্রাণভয়ে দৌড়িতে লাগিল; রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পরিশেষে রাজা পরীক্ষিৎ মৃগের অনুসরণক্রমে নিবিড় কাননে প্রবিষ্ট হইলেন; মৃগও ক্রমশঃ তদীয় দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। রাজা বহুক্ষণ অরণ্যমধ্যে পর্য্যটন করিয়াও তাহার অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া ত্বদীয় পিতার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক বারংবার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন,

'মহাশয়! আপনি একটি শরবিদ্ধ মৃগকে এ স্থান দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছেন?' তোমার পিতা মৌনব্রতভাবাবলম্বী, সুতরাং ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। তন্নিমিত্ত রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃতসর্প উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। তোমার পিতা তথাপি সেইরূপ মৌনাবলম্বন করিয়াই রহিলেন। পরে রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় রাজধানী হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।"

শৃঙ্গী কৃশের মুখে নিরপরাধী পিতার এইরূপ অপমানবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কোপোপরক্ত-নয়নে আচমন-পূর্ব্বক রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, "যে নৃপাধম মৌনব্রতাবলম্বী মদীয় বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃত-সর্প সমর্পণ করিয়াছে, আমার বাক্যানুসারে তীক্ষ্ণ-বিষধর পন্নগেশ্বর তক্ষক সপ্তরাত্রির মধ্যে ব্রাহ্মণের অপমানকারী সেই পাপাত্মাকে যমসদনে প্রেরণ করিবে।" শৃঙ্গী রাজাকে এইরূপে শাপগ্রস্ত করিয়া গোচারণস্থ স্বকীয় পিতা শমীকের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সত্যই তাঁহার স্কন্ধে মৃত-সর্প রহিয়াছে। তিনি তদ্দর্শনে পুনর্ব্বার সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া মনোদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! দুরাত্মা পরীক্ষিৎ বিনাপরাধে আপনার এই অপমান করিয়াছে শুনিয়া আমি তাহাকে এই উগ্র শাপ প্রদান করিয়াছি যে, পন্নগ-রাজ তক্ষক সেই কুরুকুলাধমকে দংশন করিয়া অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে যমালয়ে প্রেরণ করিবে।"

শমীক কুপিত পুত্রের এই অহিতানুষ্ঠান শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে পুত্র! তুমি রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছ। আমি ইহাতে প্রীত হইলাম না। তপস্বিগণের এরূপ ধর্ম্ম নহে। আমরা সেই রাজার অধিকারে বাস করি। তিনিও ন্যায়পূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন; কখন কোন অত্যাচার করেন না। ন্যায়পরায়ণ রাজা যদিও কদাচিৎ কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদিগের অবশ্যই সহ্য করা উচিত। আরও দেখ, যদি রাজা আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিগণ আমাদিগকে রক্ষা করেন বলিয়াই আমরা বিপুল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতেছি। অস্মদুপার্জ্জিত ধর্ম্মে রাজাদিগেরও ধর্ম্মতঃ অধিকার আছে। অতএব হে পুত্র! রাজা যদিও কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদের ক্ষমা করা উচিত। বিশেষতঃ রাজা পরীক্ষিৎ আপন প্রপিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণই রাজার প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সেই মহানুভব রাজা পরীক্ষিৎ ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি আমার মৌনব্রতাবলম্বনের বিষয় না জানিয়া এই কুকর্ম্ম করিয়াছেন। অপিচ, দেশ অরাজক হইলে তাহাতে সর্ব্বদাই নানাবিধ দোষ ঘটে এবং লোক-সকল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্বিগ্ন হইয়া কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। রাজা উচ্ছৃঙ্খল লোক-দিগের প্রতি দণ্ডবিধান করেন। রাজদণ্ড-ভয়ে পুনর্ব্বার ধর্ম্ম ও শান্তির সংস্থাপন হয় এবং ধর্ম্ম হইতে স্বর্গ সংস্থাপিত হয়। রাজার প্রভাবেই সমুদয় যজ্ঞক্রিয়া সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণ পরম প্রীত হয়েন, দেবগণ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি দ্বারা শস্য জন্মে এবং শস্য দ্বারা মনুষ্যগণের পরমোপকার দর্শে। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, রাজা মনুষ্যদিগের বিধাতাস্বরূপ ও দশ শ্রোত্রিয়ের সমান। সেই রাজা ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার মৌন-ব্রতের বিষয় না জানিতে পারিয়াই এবম্ভূত গর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি কি নিমিত্ত বালকতা প্রযুক্ত হঠাৎ সেই রাজার প্রতি এই কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে? সেই ভূপতি কোনমতেই আমাদের শাপ-প্রদানের পাত্র নহেন।"

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

শৃঙ্গী পিতার তিরস্কার-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে পিতঃ! এই শাপ প্রদান করাতে আমার সাহস প্রকাশ করাই হউক বা দুষ্কর্ম্ম করাই হউক এবং ইহাতে আপনি সন্তুষ্টই হউন বা অসন্তুষ্টই হউন, যাহা কহিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবার নহে। মহাশয়! আমি আপনাকে যথার্থ কহিতেছি, ইহা কখন অন্যথা হইবে না। আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা কহি না, অতএব মৎপ্রদত্ত শাপ কিরূপে মিথ্যা হইবে?" শমীক কহিলেন, "পুত্র! আমি উত্তমরূপে জানি, তুমি সাতিশয় উগ্র-প্রভাবশালী ও সত্যবাদী এবং পূর্ব্বে কখন মিথ্যা কহ নাই; সুতরাং তোমার সেই শাপ কখনই মিথ্যা হইবে না। কিন্তু হে পুত্র! পিতা বয়ঃস্থ সন্তানকেও শাসন করিতে পারেন, যেহেতু, তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে পুত্রের গুণ ও যশোবৃদ্ধির সম্ভাবনা; তুমি বালক, অতএব তুমি অবশ্যই আমার শাসনার্হ। আমি জানি, তুমি সর্ব্বদা তপোনুষ্ঠান করিয়া থাক, তপঃপ্রভাবশালী মহাত্মারা অতিশয় কোপন-স্বভাব হইয়া থাকেন। কিন্তু হে বৎস! তুমি একে ত আমার পুত্র, বিশেষতঃ বালক, তাহাতে আবার অত্যন্ত সাহসের কার্য্য করিয়াছ, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করিলাম। এক্ষণে তোমাকে কিছু উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি শান্তিগুণ অবলম্বন করিয়া বন্য ফল-মূলাদি আহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্রোধের উপশম কর, তাহা হইলে শাপদান জন্য তোমার আর ধর্ম্মক্ষয় হইবে না। দেখ, ক্রোধ সংযমী তপস্বিগণের বহুযত্নে সঞ্চিত ধর্ম্মরাশি লোপ করে। ধর্ম্মবিহীন লোকদিগের সদ্গতি-লাভ হয় না। শমগুণই ক্ষমাশীল তপস্বিগণের সর্ব্বত্র সিদ্ধিদায়ক। কি ইহলোক, কি পরলোক ক্ষমাবানের সর্ব্বত্রই মঙ্গল। অতএব হে পুত্র! তুমি সর্ব্বদাই ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কালযাপন কর। ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিলে চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। আমি শমপরায়ণ, অতএব এক্ষণে আমার যতদূর সাধ্য, সেই নরপতির উপকার করা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি নৃপ-সন্নিধানে এই সংবাদ পাঠাই যে, আমার পুত্র বালক ও অতিশয় অপরিণতবুদ্ধি, সে ত্বৎকৃত মদীয় অবমাননা দর্শনে ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছে।"

দয়াবান্ মহাতপা শমীক ঋষি রাজা পরীক্ষিতের নিকট এই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত শ্রুতশীল-বিশিষ্ট গৌরমুখ নামে শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিয়া দিলেন যে, "তুমি অগ্রে রাজার ও রাজকার্য্যের কুশল জিজ্ঞাসিবে, তৎপরে এই অশুভ সংবাদ দিবে।" গৌরমুখ গুরুর আজ্ঞানুসারে অবিলম্বে হস্তিনানগরে উপস্থিত হইয়া অগ্রে দ্বারপাল দ্বারা সংবাদ দিলেন, পরে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া পরম সমাদর পূর্ব্বক পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। গৌরমুখ রাজকৃত সৎকার গ্রহণ ও কিয়ৎক্ষণ শ্রান্তি দূর করিয়া শমীকোপদিষ্ট বাক্য সকল অবিকল কহিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "মহারাজ! শান্ত, দান্ত, পরমধার্ম্মিক শমীক নামে এক মহাতপা মহর্ষি আপনার অধিকারে বাস করেন। আপনি শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা সেই মৌনব্রতাবলম্বী মহর্ষির স্কন্ধে এক মৃতসর্প অর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। শমগুণাবলম্বী মহামুনি শমীক আপনার সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন; কিন্তু তদীয় পুত্র শৃঙ্গী সাতিশয় উগ্রস্বভাব। তিনি আপনার গর্হিত অনুষ্ঠান দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া আপনাকে এই অভিসম্পাত করিয়াছেন যে, সপ্তম দিবসে তক্ষক-দংশনে আপনার প্রাণবিয়োগ হইবে। শমীক মুনি শাপ-নিবারণার্থ পুত্রকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহার সাধ্য যে, সে শাপ অন্যথা করে, মহর্ষি কোপান্বিত পুত্রকে কোনক্রমে শান্ত করিতে না পারিয়া আপনার হিতার্থে আমাকে এই শাপসংবাদ দিতে পাঠাইলেন।"

রাজা পরীক্ষিৎ গৌরমুখের মুখে এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া এবং আপন দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। মুনিবর শমীক মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, এই নিমিত্তই তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন নাই, ইহা শুনিয়া রাজার

শোকাগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "শমীক মুনি এমত শান্তস্বভাব যে, তিনি মৎকৃত তাদৃশ অপমান সহ্য করিয়াও দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, সেই পরম-কারুণিক মুনিবরের উপর তদ্রূপ অত্যাচার করা আমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।" এই ভাবিয়া রাজার আর পরিতাপের পরিসীমা রহিল না। রাজা বিনাপরাধে সেই মুনিবরের তাদৃশী অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ শোকার্ত্ত হইলেন, আপনার মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণে সেরূপ হইলেন না। অনন্তর রাজা গৌরমুখকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন যে, মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই মুনিবরকে এই কথা বলিবেন, যেন তিনি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকেন।

রাজা এইরূপে গৌরমুখকে বিদায় করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নমনে আপন মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণানন্তর এক একস্তম্ভ সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় নানাবিধ ঔষধ, বহুসংখ্যক চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত করিলেন এবং সেই প্রাসাদে সুরক্ষিতরূপে অবস্থান করিয়া মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমীপে কেহই গমন করিতে পারিতেন না। অধিক কি কহিব, সর্ব্বত্রগামী বায়ুরও সে স্থানে সঞ্চার রহিল না।

বিষবিদ্যা-বিশারদ দ্বিজোত্তম কাশ্যপ মুনি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, রাজা পরীক্ষিত ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ তক্ষকের দংশনে প্রাণপরিত্যাগ করিবেন। তন্নিমিত্ত তিনি মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তক্ষক রাজাকে দংশন করিলে আমি মন্ত্রৌষধিবলে তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিব, তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ হইবে। পরে নির্দ্ধারিত সপ্তম দিন উপস্থিত হইলে তিনি রাজাকে রক্ষা করিবার বাসনায় একাগ্রচিত্ত হইয়া রাজভবনে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেশধারী নাগরাজ তক্ষক পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুনিবর! তুমি অনন্যমনা হইয়া এত সত্বর-গমনে কি অভিপ্রায়ে কোথায় চলিয়াছ?" কাশ্যপ কহিলেন, "অদ্য কুরুকুলোৎপন্ন রাজা পরীক্ষিৎ উরগ-রাজ তক্ষকের বিষানলে দগ্ধ হইবেন শুনিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি।" তক্ষক কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আমিই সেই তক্ষক, আমি অদ্য সেই মহীপালের প্রাণসংহার করিব, তুমি ক্ষান্ত হও, আমি দংশন করিলে তোমার সাধ্য কি যে, তুমি তাঁহাকে রক্ষা কর।" কাশ্যপ কহিলেন, "তুমি দংশন করিলে আমি স্বীয় বিদ্যা-প্রভাবে অবশ্যই তাঁহাকে নির্ব্বিষ করিব, সন্দেহ নাই।"

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

তক্ষক কহিলেন "হে কাশ্যপ! যদি আমি কোন বস্তু দংশন করিলে তুমি চিকিৎসা দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিতে পার, তবে সম্মুখস্থ এই বটবৃক্ষে দংশন করিতেছি, তুমি ইহাকে রক্ষা করিয়া আপনার মন্ত্রপ্রভাব দেখাও।" কাশ্যপ কহিলেন, "হে ভুজগেন্দ্র! তুমি দংশন কর, আমি এই মুহূর্ত্তে ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি।" ভুজঙ্গেশ্বর তক্ষক মহাত্মা কাশ্যপের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্মুখস্থ সেই বটবৃক্ষে দংশন করিলেন। বটবৃক্ষ তক্ষকের তীব্র বিষানলে মূল অবধি পল্লবাগ্র পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষণকালমধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তক্ষক কাশ্যপ মুনিকে কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! এই বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিতে যত্নবান্ হও।" মহর্ষি কাশ্যপ তক্ষকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভস্মীভূত বৃক্ষের ভস্মরাশি গ্রহণ পূর্ব্বক তক্ষককে কহিলেন, "হে ভুজগেন্দ্র! আমার বিদ্যাবল দেখ, আমি তোমার সমক্ষেই এই ভস্মীভূত বনস্পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি।" অনন্তর দ্বিজসত্তম কাশ্যপ স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে সেই ভস্মীকৃত ন্যগ্রোধ পাদপকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। প্রথমে অঙ্কুর, তৎপরে পত্রদ্বয়, তদনন্তর পত্রসমূহ, পরিশেষে শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি সমুদয় অংশ সুচারুরূপে প্রস্তুত হইল।

এইরূপে মহর্ষি কাশ্যপের মন্ত্রবলে ঐ বটবৃক্ষ পুনঃ-

উজ্জীবিত হইল দেখিয়া তক্ষক তাঁহাকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! তুমি যে বিদ্যাবলে আমার বা মাদৃশ অন্য ব্যক্তির বিষক্ষয় করিবে, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু, ভবাদৃশ মন্ত্রাবশারদ তেজস্বী লোকের কিছুই দুঃসাধ্য নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত তথায় গমন করিতেছ? তুমি যে বস্তুর লাভাকাঙ্ক্ষায় সেই নৃপের নিকট যাইতেছ, তাহা অতি দুষ্প্রাপ্য হইলেও আমি তোমাকে দিব। ব্রহ্মশাপে রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, অতএব তুমি তাঁহার রক্ষণবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পার কি না সন্দেহ। যদি তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার ত্রিলোকী-বিশ্রুত যশোরাশি নিস্তেজ দিবাকরের ন্যায় একেবারে অন্তর্হিত হইবে।"

কাশ্যপ তক্ষক-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে ভুজঙ্গম! আমি ধনার্থী হইয়া তথায় গমন করিতেছি, তুমি আমাকে প্রচুর ধন দেও, তাহা হইলে আমি নিবৃত্ত হইতেছি।" তক্ষক কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! তুমি যত ধন আকাঙ্ক্ষা করিয়া রাজার নিকট গমন করিতেছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও।" দ্বিজোত্তম কাশ্যপ তক্ষকের বাক্য-শ্রবণানন্তর দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে ধ্যান করিয়া দেখিলেন যে, সত্যই রাজা পরীক্ষিতের আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তখন তিনি তক্ষকের নিকট হইতে স্বাভিলাষত অর্থ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা কাশ্যপ প্রতিনিবৃত্ত হইলে তক্ষক অবিলম্বে হাস্তনানগরে উপস্থিত হইলেন। গমনসময়ে শুনিলেন, রাজা বিষহর মন্ত্র ও ঔষধ সংগ্রহ করিয়া অতি সাবধানে রহিয়াছেন। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, রাজাকে মায়া-প্রভাবে বঞ্চিত করিতে হইবে, অতএব এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য? তদনন্তর নাগরাজ তক্ষক অন্যান্য সর্পগণকে আদেশ করিলেন, "তোমরা ব্রাহ্মণরূপ ধারণ পূর্ব্বক বিশেষ প্রয়োজন আছে, এই ছল করিয়া অব্যগ্রচিত্তে রাজসমীপে গিয়া ফল, পুষ্প, কুশ ও জল প্রদান দ্বারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে।" নাগগণ তক্ষক কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ-বেশ পরিগ্রহপূর্ব্বক রাজ-সন্নিধানে গমন করিয়া কুশ, জল ও ফল দিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলে রাজা সেই সমস্ত গ্রহণ করিলেন; পরে কার্য্য-সমাধানানন্তর তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। ছদ্মতাপসরূপী ভুজঙ্গমেরা গমন করিলে রাজা অমাত্যগণ ও সুহৃদ্‌গণকে কহিলেন, "আইস, আমরা সকলে একত্র হইয়া এই সকল তাপসদত্ত সুস্বাদ ফল ভক্ষণ করি।" দুর্দ্দৈব বশতঃ ভূপতির ফলভোজনে প্রবৃত্তি হইল। যে ফলের মধ্যে তক্ষক গুপ্তভাবে ছিলেন, দৈবনির্ব্বন্ধক্রমে তিনি সেই ফলটিই স্বয়ং ভক্ষণ করিতে লইলেন। ভক্ষণ করিবার সময় ঐ ফল হইতে এক অণুপরিমাণ, কৃষ্ণনয়ন, তাম্রবর্ণ কীট বহির্গত হইল। রাজা সেই কীট গ্রহণ করিয়া সচিবদিগকে কহিতে লাগিলেন, "সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, আজি আর আমার বিষের ভয় নাই। এক্ষণে এই কীট তক্ষক হইয়া আমাকে দংশন করুক। তাহা হইলে শাপেরও মোচন হয় এবং ব্রাহ্মণের বাক্যও সত্য হয়।" মন্ত্রীরাও কালপ্রযোজিত হইয়া তাঁহার সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। মরণোন্মুখ রাজার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল। তিনি সেই কীট স্বীয় গ্রীবায় রাখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কীটরূপী তক্ষক নিজ দেহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিল। তখন রাজার চৈতন্য হইল, তক্ষক অতিবেগে রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টন পূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে দংশন করিল।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মন্ত্রিগণ রাজাকে তক্ষকের শরীর দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া বিষণ্ণ-বদনে ও দুঃখিত-মনে রোদন করিতে লাগিলেন; তদনন্তর তক্ষকের সেই ভীষণ গর্জ্জন শ্রবণে ভীত হইয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহারা পলায়নকালে গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ভুজঙ্গরাজ তক্ষক দীপ্তাগ্নিশিখা-সদৃশ স্বীয় শরীর দ্বারা নভোমণ্ডল দ্বিখণ্ডিত করিয়া অতিবেগে গমন করিতেছেন।

পরিশেষে সেই একস্তম্ভ গৃহ তক্ষকের বিষাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মন্ত্রিবর্গ তদ্দর্শনে শঙ্কাকুলিতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং রাজাও বজ্রাহতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় মন্ত্রিগণ ও রাজপুরোহিতগণ সমবেত হইয়া তাঁহার পারত্রিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিলেন। পরে পুরবাসী সমস্ত প্রজাগণকে একত্র করিয়া তাঁহার শিশু পুত্রকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ অমিত্রঘাতী কুরুপ্রবীর নৃপাত্মজের নাম জনমেজয়। কুরুবংশাবতংস মহামতি জনমেজয় শিশু হইয়াও মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপন প্রপিতামহ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সুচারুরূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রিগণ ঐ নবীন রাজার রাজকার্য্য-সম্পাদনে বিলক্ষণ নিপুণতা জন্মিয়াছে দেখিয়া তাঁহার পরিণয়ার্থে কাশীপতি সুবর্ণবর্ম্মার নিকটে গিয়া তদীয় কন্যা বপুষ্টমাকে প্রার্থনা করিলেন। কাশীশ্বর সেই কুরুপ্রবীরকে বেদবিধানানুসারে বপুষ্টমা প্রদান করিলেন। রাজা জনমেজয় ঐ লোকললামভূতা নিতম্বিনীকে পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কদাচ অন্য রমণীর প্রতি কটাক্ষপাতও করিতেন না। পূর্ব্বকালে পার্থিবাগ্রণী পুরূরবা যেমন উর্ব্বশীকে পাইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইনিও সেই মনোহারিণী বরবর্ণিনীকে পাইয়া কদাচিৎ সুরম্য সরোবরে, কদাচিৎ বিচিত্র উপবনে, তাঁহার সহিত বিহার করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রূপলাবণ্যবতী পতিব্রতা বপুষ্টমাও বিহারকালে সাতিশয় প্রেম প্রদর্শন দ্বারা প্রিয়পতিকে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট করিতেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এই সময়ে মহাতপা জরৎকারু মুনি বায়ুমাত্র ভক্ষণে শীর্ণকলেবর হইয়া তপোনুষ্ঠান ও পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া, অবনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন এবং যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইত, সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। একদা তিনি পর্য্যটনক্রমে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিরাহারে শীর্ণকলেবর, বায়ুমাত্রভোজী, পরিত্রাণেচ্ছু, অতি দীনভাবাপন্ন, স্বকীয় পিতৃগণ ঊর্দ্ধ্বপাদ ও অধোমস্তকে তন্তুমাত্রাবশিষ্ট উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া এক মহাগর্ত্তাভিমুখে লম্বমান রহিয়াছেন। ঐ গর্ত্তে এক প্রকাণ্ড মূষিক বাস করে। সে প্রতিদিন সেই বীরণস্তম্বের মূল-সকল ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে। মহর্ষি জরৎকারু তাঁহাদিগকে নিতান্ত দীনভাবাপন্ন ও পরিত্রাণেচ্ছু দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে এবং কি নিমিত্তই বা এই উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধ্বপাদে ও অধোমুখে মহাগর্ত্তাভিমুখে লম্বমান রহিয়াছেন? আপনারা যে উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া আছেন, উহার একমাত্র তন্তু অবশিষ্ট আছে; এই গর্ত্তনিবাসী মূষিক তাহাও ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে। ইহা ছিন্ন হইলেই আপনারা এই গর্ত্তমধ্যে অধঃশিরে পতিত হইবেন। আপনাদের এই দুর্দ্দশা দর্শনে আমার যৎপরোনাস্তি দুঃখ হইতেছে। আজ্ঞা করুন, আপনাদের কি প্রিয়কার্য্য করিব? আমার তপস্যার চতুর্থভাগ বা তৃতীয়ভাগ অথবা অর্দ্ধভাগ লইয়া যদি আপনারা এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, লউন। অধিক আর কি কহিব, যদি সমগ্র তপস্যা দ্বারাও আপনাদের এই দুঃসহ দুঃখ-নিবারণ হয়, তাহাতেও আমি সম্মত আছি।"

পিতৃগণ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিন্! তুমি তপঃপ্রভাবে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে চাহিতেছ, কিন্তু তপস্যা দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমা-

দিগেরও তপঃসিদ্ধি আছে; কেবল বংশক্ষয়োপক্রম হইয়াছে বলিয়া আমরা এই অপবিত্র নরকে নিপতিত হইতেছি। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, 'সন্তানই পরম ধর্ম্ম।' আমরা এই গর্ত্তে লম্বমান হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছি, তন্নিমিত্ত তোমার পৌরুষ সর্ব্ব-লোক-বিশ্রুত হইলেও তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদিগের দুঃখ-দর্শনে সাতিশয় কাতর হইয়াছ, অতএব তোমাকে পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমরা যাযাবর নামে ব্রতশীল ঋষি, সন্তানক্ষয়ের উপক্রম হওয়াতে এই পবিত্র লোক হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি। আমাদের কঠোর তপস্যার ফল অদ্যাপিও বিনষ্ট হয় নাই। আমাদের জরৎকারু নামে এক সন্তান আছেন। তিনি বেদ-বেদাঙ্গ-শাস্ত্রে পারদর্শী, নিয়তাত্মা, ব্রতনিরত ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন; কিন্তু তাঁহার থাকা না থাকা উভয়ই সমান হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব কেহই নাই; কেবল কঠোর তপস্যা করিয়াই কাল-যাপন করেন। তিনি তপস্যা-লোভে নিতান্ত আক্রান্ত হওয়াতেই আমাদিগের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই যে উশীরস্তম্ব দেখিতেছ, ইহা আমাদের বংশবর্দ্ধক কুলস্তম্ব। আর ইহার যে সকল মূল দেখিতেছ, ইহা আমাদিগের কালকবলিত সন্তানসমূহ। অর্দ্ধ-ভক্ষিত যে মূলটি আমরা অবলম্বন করিয়া আছি, উহা সেই তপোনিষ্ঠ জরৎকারু। আর এই যে মূষিক দেখিতেছ, ইনি মহাবল-পরাক্রান্ত কাল। ইনি সেই তপোলুব্ধ, মূঢ়মতি জরৎকারুকে ক্ষয় করিতেছেন। জরৎকারুর কঠোর তপস্যা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমরা অতি মন্দভাগ্য, আমাদিগের মূল ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই দেখ, আমরা কালোপহত-চিত্ত হইয়া দুরাত্মাদিগের ন্যায় অধঃপতিত হইতেছি। আমরা সবান্ধবে এই গর্ত্তে পতিত হইলে তাঁহাকেও কালনিয়ন্ত্রিত হইয়া নিরয়গামী হইতে হইবে। হে ব্রহ্মন্! কি তপস্যা, কি যজ্ঞ, কি অন্যান্য পুণ্যকর্ম্ম, সন্তানের সদৃশ কিছুই দেখিতে পাই না। হে বৎস! এক্ষণে তুমি আমাদিগের নাথস্বরূপ। তোমার সহিত সেই মূঢ়মতি জরৎকারুর সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার নিকট আমাদিগের এই দুর্দ্দশা-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পরিচয় দিবে এবং কহিবে, তুমি ত্বরায় দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদন দ্বারা তাঁহাদিগের পরিত্রাণ কর। সে যাহা হউক, তুমি যে আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া পরম-বন্ধুর ন্যায় অনুতাপ করিতেছ, তন্নিমিত্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি কে?"

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরৎকারু তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া সবাষ্প-গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমারই পূর্ব্বপুরুষ; আমিই আপনাদিগের সেই পাপাত্মা, নরাধম ও কৃতঘ্ন পুত্র; আমার নাম জরৎকারু। সম্প্রতি আপনাদিগের কি প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন এবং আমার এই অপরাধের যথোচিত দণ্ডবিধান করুন।"

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

পিতৃগণ কহিলেন, "বৎস! আমাদিগের সৌভাগ্য-বলে তুমি যদৃচ্ছাক্রমে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত দারপরিগ্রহ কর নাই?" জরৎকারু কহিলেন, "হে পিতৃগণ! আমার মনে সর্ব্বদাই এই ভাব উদিত হয় যে, আমি উর্দ্ধরেতা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিব, কদাচ দারপরিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আপনাদিগকে এই মহাগর্ত্তমধ্যে পক্ষীর ন্যায় লম্বমান দেখিয়া আমার ব্রহ্মচর্য্যের বাসনা অপনীত হইল। আমি আপনাদের হিতসাধনার্থে অচিরাৎ বিবাহ করিব, কিন্তু তদ্বিষয়ে এই এক প্রতিজ্ঞা রহিল যে, যদি আমি আমার সনাম্নী কন্যা ভিক্ষা-স্বরূপ প্রাপ্ত হই এবং তাহাকে ভরণপোষণ করিতে না হয়, তাহা হইলেই তাহার পাণিগ্রহণ করিব, প্রকারান্তর হইলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব না। আমার সেই পত্নীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে। হে পিতামহগণ! তখন আপনারা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন।"

উগ্রশ্রবাঃ শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভৃগুবংশাবতংস! মহর্ষি জরৎকারু এইরূপে পিতৃগণকে আশ্বাসিত করিয়া সমস্ত মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি বৃদ্ধ বলিয়া কেহই তাঁহাকে কন্যাপ্রদানে উদ্যত হইল না। যখন তিনি পিতৃগণের আদেশানুসারে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও তৎসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন দুঃখার্ত্তমনে অরণ্যানী প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পিতৃলোক-হিতৈষী মহাপ্রাজ্ঞ জরৎকারু এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করিলেন, "এ স্থানে যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু বর্ত্তমান আছ অথবা যাহারা অন্তর্হিত আছ, সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি যাযাবরবংশে সমুদ্ভূত। আমার নাম জরৎকারু। জন্মাবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেবল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা কালযাপন করিয়াছি। সম্প্রতি আমার পিতৃগণ বংশলোপভয়ে আমাকে পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমি অত্যন্ত দরিদ্র হইয়াও পিতৃগণের আজ্ঞাক্রমে দারপরিগ্রহাভিলাষে নিখিল ধরণীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি কন্যালাভ হইল না। অতএব এক্ষণে আমি যাঁহাদের নিকট কন্যা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির মৎসনাম্নী দুহিতা থাকে, আর যদি আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষা-স্বরূপ সম্প্রদান করেন এবং তাহাকে যদি ভরণ-পোষণ করিতে না হয়, তবে আনয়ন করুন, আমি তাহার পাণিগ্রহণ করিব।"

অনন্তর যে সকল সর্প জরৎকারুর দারপরিগ্রহাভিলাষের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল, তাহারা সত্বর যাইয়া বাসুকিকে সংবাদ দিল। নাগরাজ বাসুকি তাহাদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সাতিশয় সন্তোষপ্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় ভগিনীকে বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত করিয়া জরৎকারু-সন্নিধানে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে ভিক্ষা-স্বরূপ সেই কন্যা প্রদান করিলেন; কিন্তু মুনিবর কন্যার নাম ও ভরণ-পোষণ-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া নাগরাজ বাসুকিকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, "আমি ইহার ভরণ-পোষণ করিতে পারিব না।" এইরূপে মহর্ষি জরৎকারু মুমুক্ষু হইয়াও দারপরিগ্রহার্থ দ্বিমনা হইয়াছিলেন

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগরাজ বাসুকি জরৎকারুকে কহিলেন, "হে তপোধন! আমার এই ভগিনী আপনার সনাম্নী এবং ইনি তপঃপরায়ণা। আপনি ইহাঁর পাণিগ্রহণ করুন। আমি ইহাঁকে আপনার সহধর্ম্মিণী করিয়া দিব বলিয়াই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অভিলাষ করিয়া আছি। আর অঙ্গীকার করিতেছি, আমি সাধ্যানুসারে ইহাঁর ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" ঋষি কহিলেন, "তবে এই নিশ্চয় হইল যে, আমি কদাচ ইহাঁর ভরণ-পোষণ করিব না এবং ইনিও আমার কোন অপ্রিয় আচরণ করিবেন না, যদি করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিব।"

বাসুকি ভগিনীর ভরণপোষণের ভারগ্রহণ করিলে মহাতপা জরৎকারু তাঁহার বাসভবনে গমন করিয়া যথাবিধানে তদীয় ভগিনীর পাণিপীড়ন করিলেন। বিবাহকালে মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর জরৎকারু ভার্য্যা সমভিব্যাহারে ভুজঙ্গরাজের রমণীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক সুচারু আস্তরণ-পটে আচ্ছাদিত বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিলেন। পরে ভার্য্যার সহিত এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, "তুমি কদাচ আমার অপ্রিয় আচরণ করিবে না, অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আমি তদ্দণ্ডেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব ও ত্বদীয় বাসগৃহে আর ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিব না। দেখিও, যাহা কহিলাম, যেন কদাপি ইহার অন্যথা না হয়।" পিতৃ-কুল হিতৈষিণী নাগরাজ-ভগিনী অতিমাত্র দুঃখিত ও উদ্বিগ্নচিত্তে অগত্যা 'তথাস্তু' বলিয়া স্বামিবাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং অতি সতর্কমনে ভর্ত্তৃশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে ভুজঙ্গরাজভগিনী ঋতুস্নাতা হইয়া যথাবিধি স্বামিসেবায় নিযুক্ত হইলেন। মহর্ষির সহ-

যোগে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। ঐ গর্ভ শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদা মহাযশা জরৎকারু একান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রিয়তমার অঙ্কশয্যায় শিরোনিবেশ পূর্ব্বক শায়িত ও নিদ্রিত হইলেন। দ্বিজেন্দ্র নিদ্রাক্রান্ত হইলে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। মনস্বিনী নাগভগিনী সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া স্বামীর তৎকালোচিত সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়ালোপের আশঙ্কায় চিন্তা করিলেন, "সম্প্রতি আমার কি কর্ত্তব্য, ভর্ত্তার নিদ্রাভঙ্গ করি কি না? ইনি অতি কোপনস্বভাব, নিদ্রাভঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই কোপ করিবেন; কিন্তু জাগরিত না করিলেও নিত্যক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে; অতএব এক্ষণে কি করা উচিত? ফলতঃ কোপ ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তির ধর্ম্মলোপ এই দুইয়ের মধ্যে ধর্ম্মলোপই নিতান্ত দূষণাবহ; অতএব যাহাতে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরক্ষা হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মধুরভাষিণী বাসুকি-ভগিনী জ্বলন্তহুতাশন-সন্নিভ তেজঃপুঞ্জাকৃতি সুখপ্রসুপ্ত মহাতপা জরৎকারুকে সম্বোধন করিয়া অতি বিনীত-বচনে কহিলেন, "মহাভাগ! সূর্য্যদেব অস্তাচল শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছেন; সন্ধ্যাতিমির পশ্চিমদিক্ অল্প অল্প আচ্ছন্ন করিতেছে। গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করুন, অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত।" ভগবান্ জরৎকারু জাগরিত হইয়া ওষ্ঠাধর পরিস্ফুরণ পূর্ব্বক রোষভরে কহিলেন, "হে ভুজঙ্গমে! তুমি আমার অবমাননা করিলে, অতএব আমি আর তোমার নিকট অবস্থিতি করিব না, যথাস্থানে গমন করিব। হে বামোরু! আমার এরূপ দৃঢ়-নিশ্চয় আছে, আমি নিদ্রিতাবস্থায় থাকিলে সূর্য্যের সাধ্য কি যে তিনি যথাকালে অস্ত-গত হন? অপমানিত হইলে সামান্য লোকেও তথায় বাস করে না, আমার বা মাদৃশ ধর্ম্মশীল ব্যক্তির কথা কি বলিব।"

তদীয় এতাদৃশ নির্দ্দয়-বাক্য শ্রবণে বাসুকি-ভগিনী কহিলেন, "ভগবন্! ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় আমি আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, অপমানের উদ্দেশে করি নাই।" তখন জরৎকারু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভার্য্যা-পরিত্যাগ-বাসনায় বলিলেন, "হে ভুজঙ্গমে! আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, আমি অদ্যই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। আমি ত পূর্ব্বেই তোমার সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম; অতএব হে ভদ্রে! এত দিন তোমার নিকট পরমসুখে ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম! আমি গমন করিলে তোমার ভ্রাতাকে বলিও, সেই মুনি গমন করিয়াছেন এবং তুমিও মদীয় অদর্শনে শোকাভিভূত হইও না।"

তাঁহার এই দারুণ কথা শুনিয়া নাগ-স্বসা জরৎ-কারুর মুখ শুষ্ক হইল ও হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে ও গদগদবচনে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমি কখন অধর্ম্মাচরণ করি নাই এবং প্রাণপণে আপনার প্রিয়কার্য্য ও হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকি। ভ্রাতা যে অভিসন্ধি করিয়া আপনার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, দুরদৃষ্টক্রমে আমি অদ্যাপিও তাহা প্রাপ্ত হইলাম না। তিনিই বা আমাকে কি বলি-বেন? আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত আছেন; আপনার ঔরসে আমার গর্ভে একটি পুত্র জন্মিবে এবং ঐ পুত্র হইতে তাঁহাদিগের শাপমোচন হইবে, এই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। কৈ, তাহারও ত কোন বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না; অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহাদিগের ঐ মনোরথ নিষ্ফল না হয়, তাহা সম্পাদন করুন! হে ভগবন্! আমি জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই অপরিস্ফুট গর্ভাধানপূর্ব্বক নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন?" মহর্ষি জরৎকারু সহধর্ম্মিণীর এইরূপ অনুরূপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, "হে সুভগে! তোমার গর্ভে পরম-ধার্ম্মিক, বেদ-বেদাঙ্গপারগ, অগ্নিকল্প, এক ঋষি জন্মিবেন।" এই বলিয়া অতি কঠোর তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! অনন্তর নাগ-দুহিতা ভ্রাতৃসন্নিধানে আগমন করিয়া স্বভর্ত্তার গমন-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তখন ভুজঙ্গ-রাজ বাসুকি অতিশয় অপ্রিয়-সংবাদ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতাপ পাইলেন এবং কহিলেন, "ভদ্রে! আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে জরৎকারুহস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলাম, বোধ করি, তুমি তাহা সম্যক্‌-রূপে অবগত আছ। যদি তাঁহার ঔরসে তোমার সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সর্পদিগের সবিশেষ উপকার দর্শিবে অর্থাৎ ঐ পুত্র রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে। সর্ব্ব-লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে দেবগণের নিকট এই কথা কহিয়াছিলেন, অতএব জিজ্ঞাসা করি, সেই মুনি হইতে তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কি না? আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে, জরৎকারুকে ভগিনী সম্প্রদান করা কত দূর সফল হইল, জানিতে ইচ্ছা করি। নতুবা তোমাকে আমার এরূপ প্রশ্ন করা কোন ক্রমেই ন্যায্য নহে, কিন্তু কি করি, নিতান্ত গুরুতর কার্য্য বলিয়াই অগত্যা এরূপ অনুচিত প্রশ্ন করিতে হইল। তোমার ভর্ত্তা তপস্যায় একান্ত অনু-রক্ত ও নিতান্ত রোষপরবশ, বোধ করি, আমি অনুনয় করিলেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না; বরং আমাকে অভিসম্পাত করিলেও করিতে পারেন। এই নিমিত্ত আমি তাঁহার অনুগমন করিতে চাহি না। অতএব হে ভদ্রে! তোমার ভর্ত্তৃবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পরিচয় দিয়া আমার চিরপ্রোত হৃদয়শল্য উন্মূলিত কর।"

জরৎকারু নাগরাজ বাসুকিকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! সেই মহাত্মা যৎকালে গমন করেন, তখন আমি পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তৎপরে 'অস্তি' অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছে, এই উত্তর দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। আমি তাঁহাকে ভ্রমক্রমেও মিথ্যা কহিতে শুনি নাই, সুতরাং এরূপ বিষয়ে কখনই মিথ্যা কথা কহিবেন না। তিনি গমনকালে আমাকে কহিলেন, 'হে ভুজঙ্গমে! আমি নিষ্ক্রান্ত হইলে তুমি আমার নিমিত্ত সন্তাপ করিও না। অগ্নিসমপ্রদীপ্ত ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী তোমার এক পুত্র উৎপন্ন হইবে।' অতএব হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে তোমার সেই মনোদুঃখ দূর হউক। বাসুকি "তথাস্তু" বলিয়া ভগিনীবাক্য স্বীকার করিলেন এবং আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া মধুর-সম্ভাষণ, সম্মান ও প্রার্থনাধিক অর্থদানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

অনন্তর সেই মহাপ্রভাবশালী গর্ভ শুক্লপক্ষায় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে নাগ-ভগিনী জরৎকারু যথাকালে পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের ভয়াপহারক দেবকুমারসদৃশ এক কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমার নাগরাজ-গৃহে অবস্থিত থাকিয়া প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন এবং স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে বাল্যকালে ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট নিখিল বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করি-লেন। তাঁহার গর্ভাবস্থানকালে তদীয় পিতা "অস্তি" বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি আস্তীক নামে বিখ্যাত হইলেন। বাসুকি অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন সেই বালককে পরম-যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনিও দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া নাগকুলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, রাজা জনমেজয় পিতার স্বর্গা-রোহণবৃত্তান্ত মন্ত্রিগণকে যেরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি এক্ষণে তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! রাজা জনমেজয় যে প্রকারে মন্ত্রীদিগকে পিতার নিধনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহারা যেরূপে সেই বৃত্তান্ত বর্ণন করেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা রাজা জনমে-জয় স্বীয় মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, "হে অমাত্যগণ! তোমরা আমার পিতার নিধনবৃত্তান্ত সমুদয় জান,

এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রতিবিধান-চেষ্টা করিব।” ধাৰ্ম্মিক ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন অমাত্যগণ মহারাজ জনমেজয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, “রাজন্! আপনার পিতা মহাত্মা পরীক্ষিতের যেরূপ চরিত্র ও তিনি যে প্রকারে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধৰ্ম্মাত্মা প্রবলপরাক্রান্ত রাজা পরীক্ষিৎ মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় প্রজাপালন পূর্ব্বক ভগবতী ভূতধাত্রীকে রক্ষা করিতেন। তদীয় অধিকারকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি কাহারও দ্বেষ্টা ছিলেন না এবং তাঁহার প্রতিও কেহ বিদ্বেষ করিত না। তিনি প্রজাপতির ন্যায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী ছিলেন এবং বিধবা, বিকলাঙ্গ, অনাথ, দীন, দরিদ্রদিগকে ভরণপোষণ করিতেন। তদীয় কলেবর দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় লোকের প্রিয়দর্শন ছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ শারদ্বত হইতে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন ও ভগবান্ ভূতভাবন বাসুদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রজাগণ সকলেই তাঁহার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত ছিল। কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে আপনার পিতা অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে উৎপন্ন হয়েন: এই নিমিত্ত তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ হইয়াছিল। তিনি রাজধর্ম্মে সুনিপুণ, নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী এবং ষড়্-বর্গ-বিজেতা ছিলেন। রাজাধিরাজ পরীক্ষিৎ ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রজাপালন করিয়া সংসারলীলা সংবরণ করেন। তদীয় নিধনকালে সকলেই শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে আপনি কুলক্রমাগত এই রাজ্যতন্ত্র ধৰ্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন এবং অতি শৈশবাবস্থাতেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সহস্র বৎসর প্রজাবর্গ শাসন করিতেছেন।”

জনমেজয় কহিলেন, “মদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বিচিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই বংশে এমত কোন রাজা ছিলেন না যে, তিনি প্রজাবর্গের প্রিয়কার্য্য-সম্পাদন না করিতেন। অতএব আমার পিতা তথাবিধ রাজা হইয়াও কি প্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন, তাহা যথাযথরূপে বর্ণন কর, আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি।” রাজার প্রিয়হিতাভিলাষী মন্ত্রিগণ তদীয় আদেশক্রমে পরীক্ষিতের নিধনবৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, “মহারাজ! আপনার পিতা পাণ্ডু-রাজার ন্যায় অসাধারণ ধনুর্দ্ধর ও মৃগয়া-তৎপর ছিলেন। একদা তিনি আমাদিগের প্রতি সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া মৃগয়ার্থ অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক শাণিত বাণ দ্বারা একটি মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন; বিদ্ধ করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র সহিত অতি সত্বরপদে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন: কিন্তু পলায়িত বাণবিদ্ধ মৃগের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তৎকালে তিনি ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক ও অতি জীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অতি অল্পকালের মধ্যে একান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎ-পিপাসায় নিতান্ত আক্রান্ত হইলেন। পরে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন। ঐ মুনি মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক একতানমনে ধ্যান করিতেছিলেন। রাজা তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন: কিন্তু তিনি কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না। রাজা ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি মুনিকে উত্তর-দানে পরাঙ্মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিবোধিত না করিয়া রোষাবেশ প্রকাশপূর্ব্বক ধরাতল হইতে ধনুষ্কোটি দ্বারা এক মৃত-সর্প উদ্ধৃত করিয়া সেই শুদ্ধচিত্ত মুনিবরের স্কন্ধদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তথাপি তিনি কিছুই না বলিয়া অক্ষুব্ধ-চিত্তে স্কন্ধে মৃতসর্প ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অবস্থিত রহিলেন।”

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অমাত্যগণ কহিলেন, “মহারাজ! ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে সেই মুনির স্কন্ধে মৃত-সর্প নিক্ষেপ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। উক্ত ঋষির মহাবীর্য্যসম্পন্ন অতি কোপন-স্বভাব শৃঙ্গী নামে

এক গোগর্ভসমুদ্ভূত পুত্র ছিলেন। ঋষিকুমার প্রজাপতির আরাধনানন্তর তদীয় অনুমতি লইয়া ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোকে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সখাসন্নিধানে নিজ পিতার অপমান-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সখা কহিলেন, 'বয়স্য! তোমার পিতা একতানমনে ধ্যান করিতেছিলেন, এই অবসরে রাজা পরীক্ষিৎ আসিয়া অকারণে তাঁহার স্কন্ধদেশে এক মৃত-সর্প নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন।' মহারাজ শৃঙ্গী অল্পবয়স্ক হইয়াও প্রাচীনপ্রায় ছিলেন। তিনি সখা-মুখে নিজ পিতার এইরূপ অপমান-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া আচমন পূর্ব্বক আপনার পিতাকে এই অভিসম্পাত করিলেন, 'যে ব্যক্তি নিরপরাধে আমার পিতার স্কন্ধে মৃত-সর্প নিক্ষেপ করিয়াছে, দুর্ব্বিষহবীর্য্যসম্পন্ন নাগরাজ তক্ষক আমার বাক্যানুসারে সপ্তাহের মধ্যে সেই পাপাত্মাকে ভস্মসাৎ করিবে।' ঋষিকুমার এই অভিশাপ দিয়া সখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বয়স্য! অদ্য আমার তপঃপ্রভাব দেখ।' পরে শৃঙ্গী পিতার নিকট আগমন পূর্ব্বক স্বদত্ত শাপ-বৃত্তান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন। তখন সেই সদাশয় মুনিবর নিরুপায় ভাবিয়া সুশীল, গুণসম্পন্ন গৌরমুখ-নামক শিষ্যকে এই কথা বলিয়া আপনার পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন, 'আমার পুত্র আপনাকে অভিশাপ দিয়াছে, নাগরাজ তক্ষক আসিয়া সপ্তাহের মধ্যে স্বকীয় তেজোদ্বারা আপনাকে দগ্ধ করিবে; অতএব হে মহারাজ! আপনি অদ্যাবধি সাবধান হউন।' গৌরমুখ রাজগোচরে উপনীত হইয়া বিশ্রামান্তে ঋষিবাক্য আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। হে মহারাজ! আপনার পিতা এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া তক্ষকের ভয়ে সতত সাবধানে রহিলেন।

অনন্তর সেই সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে মহর্ষি কাশ্যপ রাজার নিকটে আগমন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণবেশধারী নাগরাজ তক্ষক পথিমধ্যে তাঁহার সন্দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এত সত্বরে কোথায় যাইতেছেন এবং কি মনে করিয়াই বা যাইতেছেন?' মহর্ষি কাশ্যপ কহিলেন, 'হে দ্বিজ! শুনিলাম, অদ্য নাগরাজ তক্ষক কুরুরাজ পরীক্ষিৎকে দংশন করিবেন, আমি তাঁহাকে আরোগ্য করিব বলিয়া অতি সত্বর তথায় গমন করিতেছি। আমি সম্মুখে থাকিলে তক্ষক তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না।' দ্বিজরূপী তক্ষক কহিলেন, 'মহর্ষে! আমিই সেই তক্ষক। আমি তাঁহাকে দংশন করিলে তুমি কিছুতেই প্রতীকার করিতে পারিবে না। বৃথা কেন কর্ম্মভোগ করিবে? তুমি আমার অদ্ভুত বীর্য্য দেখ।' এই বলিয়া নাগরাজ পুরোবর্ত্তী এক বটবৃক্ষে দংশন করিলেন। বনস্পতি দংশনমাত্রেই ভস্মাবশেষ হইল; মহর্ষিও বিদ্যাবলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, 'ঋষে! তুমি কি অভিলাষে তথায় গমন করিতেছ?' এই বলিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন; কাশ্যপ প্রত্যুত্তর করিলেন, 'আমি ধনলাভের প্রত্যাশায় তথায় গমন করিতেছি।' তক্ষক কহিলেন, 'রাজার নিকট যত ধনের আকাঙ্ক্ষায় যাইতেছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিরস্ত হও।' তদীয় এতাদৃশ প্রমোদকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশ্যপ আপনার অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইলে তক্ষক ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া স্বীয় দুঃসহ বিষবহ্নি দ্বারা প্রাসাদোপবিষ্ট ধার্ম্মিকবর তদীয় পিতাকে ভস্মাবশেষ করিলেন। তৎপরে আপনি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। মহারাজ! এই নিদারুণ বৃত্তান্ত আমরা যেরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলাম; এক্ষণে আপনার পিতার ও মহর্ষি উতঙ্কের পরাভব বিবেচনা করিয়া যাহা সমুচিত হয়, অবিলম্বে সম্পাদন করুন।"

রাজা জনমেজয় পিতার লোকান্তরগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে অমাত্যগণ! তক্ষক যে বটবৃক্ষকে ভস্মসাৎ করিয়াছিল, কাশ্যপ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন, এই অদ্ভুত কথা তোমরা কাহার নিকট শুনিয়াছিলে? বোধ হয়, পন্নগাধম তক্ষক মনে মনে এই বিবেচনা করিয়াছিল যে, আমি রাজাকে দংশন করিলে কাশ্যপ মন্ত্রবলে তাঁহার প্রাণ-

রক্ষা করিতে পারিবেন সংশয় নাই; সুতরাং আমাকে সর্ব্বলোকের উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, অতএব এই ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করাই শ্রেয়ঃকল্প। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি এক উপায় অবধারণ করিয়াছি, তদ্দ্বারা তাহাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। কিন্তু বল দেখি, কাশ্যপ ও তক্ষকের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে ঘটিয়াছিল, ইহা কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং কিপ্রকারেই বা তোমাদিগের কর্ণগোচর হইল? আমি এই সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে জানিয়া সর্পকুল সংহার করিব।"

মন্ত্রিগণ কহিলেন, "মহারাজ! আমরা তক্ষক ও কাশ্যপের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত যাহার নিকট শুনিয়াছিলাম, শ্রবণ করুন। এক ব্রাহ্মণ শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিবার নিমিত্ত সেই বট-বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। তক্ষক ও কাশ্যপ উভয়েই তাহা জানিতে পারেন নাই। তক্ষকের বিষানলে বৃক্ষের সহিত ঐ ব্রাহ্মণের কলেবরও ভস্মাবশেষ হয়; কিন্তু কাশ্যপের অলোকিক মন্ত্রবলে উভয়েই পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। পরে সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদিগকে এই সংবাদ প্রদান করেন। মহারাজ! যে দেখিয়াছে ও আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা নিবেদন করিলাম, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।"

তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন এবং রোষভরে করে করে পরিপেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ এবং অশ্রুমোচন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, "হে অমাত্যগণ! পিতার পরাভব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যাহা অবধারণ করিলাম, বলিতেছি, শ্রবণ কর। দুরাত্মা তক্ষক শৃঙ্গীকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে। এক্ষণে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতে হইবে। যদি কাশ্যপ আসিতেন, তাহা হইলে পিতা অবশ্যই জীবিত থাকিতেন, কিন্তু তক্ষক এরূপ দুরাত্মা যে, তাঁহাকে অর্থ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। যদি পিতা কাশ্যপের প্রসাদে ও মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণাবলে জীবনলাভ করিতেন, তাহাতে তক্ষকের কি ক্ষতি হইত? তাহার এ অত্যাচার আর কিছুতেই সহ্য হয় না। অতএব এক্ষণে আমি আমার আপনার, তোমাদিগের ও উতঙ্কের সন্তোষের নিমিত্ত পিতার বৈরনির্য্যাতনে দৃঢ়নিশ্চয় করিলাম।"

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা জনমেজয় এই কথা বলিয়া মন্ত্রিগণের অনুমোদনক্রমে সর্পবংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। পরে স্বীয় পুরোহিত দ্বারা ঋত্বিক্‌গণকে আহ্বান করিয়া আপন কার্য্যের অনুকূল এই বাক্য বলিলেন, "দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে, এক্ষণে আমি তাহার প্রতীকার করিতে অভিলাষ করি, আপনারা অনুমতি করুন। হে মহাশয়গণ! আপনাদের এমন কোন কর্ম্ম বিদিত আছে, যদ্দ্বারা আমি সেই দুরাত্মাকে ও তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিয়া সবংশে ধ্বংস করিতে পারি? সে যেমন আমার পিতাকে তীব্র বিষাগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে, তদ্রূপ আমিও সেই পাপাত্মাকে ভস্মসাৎ করিব।" ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, "মহারাজ! পুরাণে বর্ণিত আছে, দেবতারা তোমার নিমিত্ত সর্পসত্র নামে এক অতি মহৎ সত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। পৌরাণিকেরা কহিয়া থাকেন, আপনি ব্যতীত সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা আর কেহই নাই। সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান-প্রণালীও আমাদিগের বিদিত আছে, অতএব আপনি সর্পসত্র আরম্ভ করুন; তাহাতেই দুরাত্মা তক্ষকের বিনাশ হইবে, সন্দেহ নাই।" রাজর্ষি এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বোধ করিলেন যেন, তক্ষক প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে। পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, "আমি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আদেশ করুন, কিরূপ যজ্ঞীয় দ্রব্য-সামগ্রী আহরণ করিতে হইবে?" তখন বেদজ্ঞ ও বিচক্ষণ ঋত্বিক্‌গণ শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞভূমির পরিমাণ করিয়া মহামূল্য রত্নসমূহে ও প্রভূত ধনধান্যে সেই যজ্ঞায়তন পরিপূরিত করিলেন। ঋত্বিক্‌গণ এইরূপে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইয়া সেই সত্রে



আপনারা ব্রতী হইলেন এবং রাজাকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন; কিন্তু যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে যজ্ঞ-বিঘ্নকর এক মহৎ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণকালে একজন বাস্তুবিদ্যাবিশারদ পুরাণবেত্তা সূত্রধর তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "যে প্রদেশে ও যে সময়ে যজ্ঞায়তনের পরিমাণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, একজন ব্রাহ্মণ হইতে এই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মিবে।" রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই দ্বারপালকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, "যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি এখানে প্রবিষ্ট হইতে না পারে।"

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তদনন্তর বিধানানুসারে সর্পসত্র আরব্ধ হইল। পুরোহিতগণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ বসন-যুগল পরিধান ও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনবরত ধূম-সম্পর্কে তাঁহাদিগের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সর্প-গণের নামোল্লেখ পূর্ব্বক আহুতি দিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পরে নাগগণ নিতান্ত ব্যাকুল ও একান্ত অস্থির হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং পরস্পর মস্তক ও লাঙ্গূল দ্বারা বেষ্টন করিয়া সকরুণস্বরে পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে অনবরত পতিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ,নীলবর্ণ,কৃষ্ণবর্ণ,বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ক্রোশপ্রমাণ, যোজনপ্রমাণ, অশ্বাকার, করিশুণ্ডাকার, মহাকায়, মহাবল পরাক্রান্ত, শত শত, সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বহুবিধ মহাবিষ বিষধরগণ মাতৃশাপদোষে অবশ হইয়া সেই প্রজ্বলিত হুতবহ-মুখে পতিত হইতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূতাত্মজ! সর্প-কুল-সংহর্ত্তা কুরুবংশাবতংস রাজা জনমেজয়ের সেই সর্পসত্রে কোন্ কোন্ ঋষি ঋত্বিক্ হইয়া-ছিলেন এবং নাগগণের বিষাদজনক সেই দারুণ যজ্ঞে কোন্ কোন্ ঋষিই বা সদস্য হইয়াছিলেন? হে বৎস! তুমি তৎসমুদয় বর্ণন কর। তাহা হইলে আমি সর্পসত্র-বিধানজ্ঞ মহর্ষিগণের নাম জানিতে পারিব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে যে সকল মনীষিগণ ঋত্বিক্ ও সদস্য ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অসাধারণ বেদবেত্তা চ্যবনবংশীয় সুবিখ্যাত চণ্ডভার্গব সেই মহাযজ্ঞে হোতা ছিলেন। বৃদ্ধ সুবিদ্বান্ কৌৎস উদ্গাতা এবং জৈমিনি ব্রহ্মা ছিলেন। আর পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, কালঘট, বাৎস্য, শ্রুতশ্রবাঃ, কোহল, দেবশর্ম্মা, মৌদ্গল্য, সমসৌরভ প্রভৃতি অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল তাহাতে সদস্য হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে সেই সুমহান্ সর্পসত্রে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, অতি ভীষণাকার সর্প-সকল প্রজ্বলিত হোমানলে পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। তাহা-দিগের বসা ও মেদোদ্বারা শত শত কৃত্রিম-সরিৎ প্রবাহিত হইল এবং পূতিগন্ধে চারিদিক্ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। অনলে পতিত ও পতনোন্মুখ গগনস্থ নাগ-গণের তুমুল আর্ত্তনাদে সেই প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নাগেন্দ্র তক্ষক রাজা জনমেজয়কে সত্রে দীক্ষিত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রালয়ে গমন করিল এবং আত্মদোষের পরিচয় দিয়া পুরন্দরের শরণাগত হইল। দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া তক্ষককে কহিলেন, "নাগেন্দ্র! তুমি ভীত হইও না, আমি তোমার নিমিত্ত পূর্ব্বেই পিতামহকে প্রসন্ন করিয়াছি; অতএব আর তোমার ভয়ের বিষয় কি? মনোদুঃখ দূর কর।"

উগ্রশ্রবাঃ শৌনককে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! নাগেন্দ্র

এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া ইন্দ্রালয়ে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে সর্পকুল ক্রমে ক্রমে ভস্মাবশিষ্ট হইতেছে দেখিয়া, স্বজন-হিতৈষী বাসুকি বন্ধুবান্ধবগণের বিরহে সাতিশয় কাতর, উদ্ভ্রান্তচিত্ত ও ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত পরিবারবর্গের অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে দেখিয়া নিজ ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভদ্রে! আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, শরীর অবসন্ন ও দশদিক্ শূন্য বোধ হইতেছে, মন ও নয়ন নিতান্ত উদভ্রান্ত হইতেছে এবং হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অধিক কি কহিব, বোধ হয়, বুঝি অদ্যই আমাকে সেই প্রদীপ্ত-দহনে দেহ সমর্পণ করিতে হইল। রাজা জনমেজয় আমাদিগকে সবংশে ধ্বংস করিবার নিমিত্তই সর্পসত্র আরম্ভ করিয়াছেন, অতএব আমাকেও যম-সদনে গমন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। হে ভগিনি! আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে জরৎকারুহস্তে প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত, অতএব আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোরথ পরিপূর্ণ কর। পূর্ব্বে পিতামহের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, আস্তীক জনমেজয়ের সর্পসত্র নিবারণ করিবেন। অতএব হে বৎসে! অধুনা তুমি আমার ও আমার পরিজন-বর্গের জীবনরক্ষার্থ অদ্বিতীয় বেদবেত্তা আপন পুত্রকে আদেশ কর।”

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর নাগরাজভগিনী জরৎকারু স্বীয় সন্তান আস্তীককে আহ্বান করিয়া বাসুকির বাক্যানুসারে কহিলেন, “পুত্র! আমার ভ্রাতা যে অভিপ্রায়ে আমাকে তোমার পিতৃহস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব যথাকর্ত্তব্য স্থির কর।” আস্তীক কহিলেন, “মাতঃ! মাতুল কি নিমিত্ত আপনাকে মদীয় পিতার হস্তে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, আজ্ঞা করুন, জানিয়া প্রতিবিধান করিতেছি।” তখন বান্ধবহিতৈষিণী নাগভগিনী কহিলেন, “বৎস! শ্রবণ কর। সর্প-কুলজননী কদ্রু সপত্নী বিনতাকে পণে পরাস্ত করিয়া দাসীত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবেন, এই অভিসন্ধিতে আপন পুত্রদিগকে আদেশ করেন, ‘তোমরা সত্বর যাইয়া উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের অঙ্গবেষ্টন করিয়া থাক, তাহা হইলে অশ্বাধিপের শুভ্রবর্ণ তিরোহিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইবে।’ কিন্তু তন্মধ্যে কেহ কেহ মাতৃ-আজ্ঞায় অসম্মতি প্রকাশ করাতে কদ্রু ক্রোধভরে তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, ‘তোমরা আমার আজ্ঞা-লঙ্ঘন করিলে, অতএব এই অপরাধে রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে দগ্ধ ও পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইবে।’ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাও ‘তথাস্তু’ বলিয়া সেই শাপবাক্যে অনুমোদন করিলেন। নাগরাজ বাসুকি প্রজাপতির সেই অনুমোদন-বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সমুদ্র-মন্থনকালে ক্ষমা প্রার্থনা-বাসনায় দেবগণের শরণাগত হইলেন। দেবগণ দুর্লভ অমৃতলাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া আমার ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানা প্রকার স্তুতিবাক্যে কমলযোনিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ‘ভগবন্! ইনি নাগরাজ বাসুকি, ইনি জ্ঞাতিবর্গের নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, আজ্ঞা করুন।’

ব্রহ্মা কহিলেন, ‘জরৎকারু মুনি জরৎকারুনাম্নী যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন, তাঁহার গর্ভে এক সন্তান উৎপন্ন হইবেন, তিনিই সর্পগণকে মাতৃশাপ হইতে মোচন করিবেন।’ নাগরাজ বাসুকি এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্পসত্র আরম্ভের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমাকে তোমার পিতার হস্তে সম্প্রদান করেন। হে বৎস! তাহাতেই তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অধুনা সেই অভীষ্টসিদ্ধির সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আসন্ন বিপদ্ হইতে মাতুলকুলের পরিত্রাণ করিয়া নাগরাজের আশালতা ফলবতী কর।”

আস্তীক ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া জননীর আদেশ গ্রহণ করিলেন এবং নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে বাসুকিকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, “হে ভুজঙ্গেশ্বর!

আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার শাপমোচন করিব এবং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিব। আর ভীত বা দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি ভ্রমক্রমেও কদাপি মিথ্যা প্রয়োগ করি না। হে মাতুল! আমি অদ্যই সেই দীক্ষিত রাজা জনমেজয়ের নিকট গমন করিয়া আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিব এবং যাহাতে যজ্ঞানুষ্ঠান রহিত হয়, তাহা করিব। আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না, নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বাসুকি কহিলেন, "বৎস আস্তীক! আমি ব্রহ্মার এই গুরুতর দণ্ডের ভয়ে হতজ্ঞান হইয়াছি, দশদিক্ শূন্য দেখিতেছি এবং আমার হৃদয় উদ্ঘূর্ণিত হইতেছে।" তখন আস্তীক কহিলেন, "আপনি সন্তাপ পরিত্যাগ করুন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অচিরাৎ সেই প্রচণ্ড ব্রহ্মদণ্ডের নিরাকরণ করিব।" আস্তীক এইরূপ আশ্বাসবচনে বাসুকির মনোদুঃখ দূর করিয়া স্বয়ং সমস্ত ভারগ্রহণ পূর্ব্বক সর্পগণের পরিত্রাণার্থ রাজা জনমেজয়ের সেই সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন যজ্ঞে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় যাইয়া দেখিলেন, যজ্ঞভূমি সূর্য্যকল্প ও অগ্নিকল্প সদস্যগণে অলঙ্কৃত হইয়াছে। তপোধন তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিতে বাসনা করিলেন। দ্বারপালগণ প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে তিনি সেই যজ্ঞের নানা প্রকার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইয়া তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সূর্য্যসদৃশ ঋত্বিক্ ও সদস্যগণের এবং রাজার ও হোমাগ্নির স্তব করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

আস্তীক কহিলেন, "হে ভারতবংশাবতংস! চন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতি প্রয়াগে যে প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আপনার এই মহাযজ্ঞও তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে; কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র এক শত অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছেন, আপনার এই সর্পসত্র তত্তুল্য এক অযুত অশ্বমেধের সদৃশ; কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। যম, হরিমেধাঃ ও রন্তিদেব রাজার যজ্ঞ যেরূপ হইয়াছিল, আপনার এই যজ্ঞও তদ্রূপ হইয়াছে; কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। গয়রাজা, শশবিন্দু-রাজা, বৈশ্রবণ, নৃগরাজা, অজমীঢ়রাজা এবং রামরাজা যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞও তৎসদৃশ হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও আজমীঢ় রাজার যজ্ঞ অতি সুপ্রসিদ্ধ, আপনার এই যজ্ঞ তদপেক্ষা ন্যূন নহে; কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব এক মহাসত্র করিয়াছিলেন, সেই সত্রে তিনি স্বয়ং ঋত্বিকের কর্ম্ম করেন, আপনার এই সর্পসত্রও তদনুরূপ হইয়াছে; কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক।

আপনার যজ্ঞানুষ্ঠাতা এই সকল সূর্য্যসমতেজা মহর্ষিগণ ইন্দ্রের যজ্ঞানুষ্ঠানকর্ত্তাদিগের সদৃশ, ইহাদিগের জ্ঞানের ইয়ত্তা করা অতি দুষ্কর, ইহাদিগকে দান করিলে অক্ষয় হয়। আপনার এই ঋত্বিকের কথা অধিক কি বলিব, ব্যাসদেব কহিয়াছেন, ইহার সমান লোক ত্রিলোকে লক্ষ্য হয় না। ইহারই শিষ্যোপশিষ্যগণ স্বধর্ম্মে নিরত হইয়া এই ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন। আপনার এই প্রজ্বলিত হোমাগ্নি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখা দ্বারা দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হব্য গ্রহণ করিতেছেন। মহারাজ! আপনার সমান প্রজাপালনকর্ত্তা ভূপাল অতি বিরল। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ, বরুণ ও ভগবান্ বজ্রপাণির ন্যায় এই ভূমণ্ডল রক্ষা করিতেছেন। আর আপনার বিষয়-নিস্পৃহতা দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি খট্বাঙ্গ, নাভাগ, দিলীপ, যযাতি, মান্ধাতা ও ভীষ্ম প্রভৃতি রাজেন্দ্রগণের সদৃশ, মহর্ষি বাল্মীকির ন্যায় নিগূঢ়-তেজঃ, বশিষ্ঠের ন্যায়

জিতক্রোধ, ইন্দ্রের ন্যায় প্রভুত্বশালী, নারায়ণের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, ঊর্দ্ধ ত্রিত দুই ঋষির ন্যায় তেজস্বী, যমের ন্যায় ধর্ম্মনিয়ন্তা এবং কপের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত। আপনি যেমন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি,তদ্রূপ যাগাদি সৎক্রিয়ার পথ প্রদর্শক। মহারাজ! অধিক কি বলিব, ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণপ্রভাবে লোক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে এবং রাগাদির ন্যায় চিরস্মরণীয় হইতে পারে, আপনি সেই সমস্ত গুণরাশিতে বিভূষিত হইয়াছেন।” আস্তীক এইরূপ স্তুতিবাদ দ্বারা নৃপতি, সদস্য, ঋত্বিক্ ও হব্যবাহ প্রভৃতি সকলকেই প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর রাজা জনমেজয় আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাদিগের সকলের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিতে লাগিলেন।

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,“ইনি বালক,কিন্তু ইহাঁর যেরূপ অভিজ্ঞতা দেখিতেছি, তাহাতে বালক বলিয়া কোনক্রমে প্রতীতি হয় না। যাহা হউক, আমি ইহাঁর অভিলষিত বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; হে দ্বিজগণ! আপনাদিগের কি অনুমতি হয়?” সদস্যগণ কহিলেন, “মহারাজ! ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের পূজনীয়, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়, অতএব তক্ষক ব্যতিরেকে আর যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহাই পাইতে পারেন।” অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে বর-প্রদান করিতে উদ্যত হইলে হোতা কিঞ্চিৎ অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, “মহারাজ! তক্ষক অদ্যাপিও এই যজ্ঞাঙ্গনে উপস্থিত হইল না।” তখন জনমেজয় কহিলেন, “যাহাতে আমার ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় এবং সেই বিষম শত্রু তক্ষক শীঘ্র সমুপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে আপনারা যথাসাধ্য যত্নবান্ হউন।” ঋত্বিক্গণ উত্তর করিলেন, “আমরা শাস্ত্রপ্রভাবে ও অগ্নির মাহাত্ম্যে জানিতে পারিয়াছি, তক্ষক ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছে। পৌরাণিক মহাত্মা লোহিতাক্ষ সূতও এই কথা কহিয়াছিলেন।” রাজা তৎশ্রবণে সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, “রাজন! ঋত্বিকেরা যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি পুরাণে অবগত হইয়াছি যে, তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দেবরাজের শরণাগত হইয়াছে। সুররাজ এই বলিয়া তাহাকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, ‘তুমি অতি গোপনে আমার ভবনে বাস কর, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না’।” রাজা সূতবাক্য-শ্রবণে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া হোতাকে নিবেদন করিলেন, “মহাশয়! আপনি ইন্দ্রের আরাধনা করুন।” হোতা তদনুসারে দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করিলে, অমরেন্দ্র বিমানে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অমরনগরী হইতে যাত্রা করিলেন। চতুর্দ্দিকে দেবতারা স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। মেঘমালা, বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরাগণ তাঁহার অনুগমন করিল। তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া দেবরাজের উত্তরীয় বস্ত্রে লুক্কায়িত হইল। এ দিকে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন, “যদি সেই দুরাত্মা তক্ষক ইন্দ্রের নিকট পলায়ন করিয়া লুক্কায়িত থাকে, তবে ইন্দ্রের সহিত তাহাকে অগ্নিসাৎ কর।” হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষককে উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবামাত্র নাগেন্দ্র কম্পিত-কলেবর হইয়া ইন্দ্র সমভিব্যাহারে আকাশ-পথে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র সেই যজ্ঞের আড়ম্বর দর্শনে ভীত হইয়া তক্ষককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ভয়বিহ্বল তক্ষক ঋত্বিক্গণের মন্ত্রপ্রভাবে অবশেন্দ্রিয় হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত পাবক-শিখার সমীপবর্ত্তী হইল।

ঋত্বিকেরা তক্ষককে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, “মহারাজ! আর চিন্তা নাই, তক্ষক আপনার বশংবদ হইয়াছে। বোধ হয়, ইন্দ্র উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ দেখুন, সেই পন্নগেন্দ্র আমাদিগের মন্ত্রপ্রভাবে বিকলেন্দ্রিয় ও বিচেতনপ্রায় হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঘূর্ণিতকলেবরে স্বর্গ হইতে আকাশপথে আগমন করিতেছে। অতএব আপনার অভীষ্টসিদ্ধির

আর বিলম্ব নাই। এক্ষণে দ্বিজবরে বর প্রদান করুন।” রাজা প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “হে ব্রাহ্মণকুমার! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। প্রার্থিত বিষয় অদেয় হইলেও আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হইব না।”

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তক্ষকের অনলে পতিত হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বেই আস্তীক কহিলেন, “হে নরেন্দ্র! যদ্যপি আমাকে বর প্রদান করেন, তবে এই বর দিন যে, আপনার এই যজ্ঞ নিরস্ত হউক এবং ইহাতে যেন আর সর্পেরা দগ্ধ না হয়।” ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় অনতিহৃষ্টমনে প্রত্যুত্তর করিলেন, “আপনি সুবর্ণ, রজত, গো প্রভৃতি যে কোন বস্তু প্রার্থনা করিবেন, আমি অবিলম্বে প্রদান করিতেছি, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরস্ত হইতে পারিব না।” আস্তীক কহিলেন, “মহারাজ! আমি সুবর্ণ,রজত, গো-অশ্বাদির নিমিত্ত আপনার নিকট আসি নাই। মাতুলকুলের হিতার্থে আপনার নিকট অর্থিভাবে আসিয়াছি। অতএব যদি সেই অভিলষিত অর্থসাধনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলাম, তবে রজতসুবর্ণাদি লইয়া কি করিব?” আস্তীকের এইরূপ অতর্কিতচর বর-প্রার্থনায় রাজা বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং বরান্তর দিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে ব্যবসায় হইতে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তদনন্তর বেদজ্ঞ সদস্যেরা একবাক্যে কহিলেন, “মহারাজ! পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব বর প্রদান করা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।”

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! যে সকল সর্প সর্পসত্রে দগ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগের নামোল্লেখ কর, আমি শুনিতে অভিলাষ করি। উগ্রশ্রবাঃ উত্তর করিলেন, হে দ্বিজোত্তম! সেই যজ্ঞে সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সর্পগণ বিনষ্ট হইয়াছে। বাহুল্য প্রযুক্ত সকলের নামোল্লেখ করা অসাধ্য বোধ হইতেছে। তথাপি স্মৃতি অনুসারে কতিপয় বিখ্যাত প্রধান প্রধান সর্পের নাম করিতেছি, শ্রবণ করুন

পূর্ণ, শল, পাল, হলীমক, পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ, কক্ষক, কালদন্তক, ইহারা বাসুকির পুত্র; এই সকল সর্প এবং বাসুকির কুলজাত মহাবল-পরাক্রান্ত সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর সর্প মাতৃশাপে দগ্ধ হইয়াছে। পুচ্ছাণ্ডক,মণ্ডলক,পিণ্ডসেক্তা, রভেণক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজাঃ, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার, প্রবেপন, মুদ্গর, শিশুরোমা, সুরোমা, মহাহনু, ইহারা তক্ষকের বংশজাত; এই সকল বিষধর প্রদীপ্ত-দহনে দগ্ধ হইয়াছে। পারাবত, পারিজাত,পাণ্ডুর, হরিণ, কৃশ, বিহঙ্গ, শরভ, মেদ, প্রমোদ, সংহতাপন, ইহারা ঐরাবতকুলে জাত; এই সমস্ত নাগগণ অনলে প্রবেশ করিয়াছে। এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, কুমারক, বাহুক, শৃঙ্গবের, ধূর্ত্তক, প্রাতরাতক, কৌরবকুলোৎপন্ন এই সকল সর্প ভস্মসাৎ হইয়াছে। শঙ্কুকর্ণ, পিঠরক, কুঠার, মুখসেচক, পূর্ণাঙ্গদ, পূর্ণমুখ,প্রহাস,শকুনি, দরি, অমাহঠ, কামঠক, সুষেণ,মানস,ব্যয়, ভৈরব,মুণ্ডবেদাঙ্গ,পিশঙ্গ,উদ্রপারক, ঋষভ, পিণ্ডাকর, রক্তাঙ্গ, সর্ব্বসারঙ্গ, সমৃদ্ধ, পঠবাসক, বরাহক, বীরণক, সুচিত্র, চিত্রবেগিক, পরাশর, তরুণক, মণিস্কন্ধ, অরুণি, ধৃতরাষ্ট্রকুলজাত এই সকল নাগগণ ভস্মীভূত হইয়াছে। বাহুল্য প্রযুক্ত ইহাদিগের পুত্র পৌত্রের নাম করিতে পারিলাম না। এতদ্ব্যতিরিক্ত ত্রিশিরাঃ, সপ্তশিরাঃ, দশমুণ্ড, মহাবেগবান্, পর্ব্বতাকার, যোজনবিস্তীর্ণ, দ্বিযোজনবিস্তীর্ণ, কামবল, কামরূপী, অতি ভয়ঙ্কর নানাপ্রকার মহাবিষ বিষধরগণ প্রজাপতির শাপদণ্ডে নিপীড়িত হইয়া অনবরত প্রদীপ্ত-দহনে দেহ ত্যাগ করিয়াছে।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অধুনা আস্তীকের আর এক অত্যদ্ভুত উপাখ্যান শ্রবণ করুন। দেবরাজ-হস্ত হইতে ভ্রষ্ট নাগরাজ তক্ষক অতিমাত্র ভীত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইতেছে না দেখিয়া রাজা জনমেজয় নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস সূতনন্দন! বল দেখি, তক্ষক কি নিমিত্ত সেই সকল মনীষী বিপ্রগণের মন্ত্রবলে হোমানলে পতিত হইল না? উগ্রশ্রবাঃ উত্তর করিলেন, মহাশয়! অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মহাতেজা মহাত্মা আস্তীক ইন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট নাগরাজকে ভয় বিহ্বল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই বাক্য বলিয়াছিলেন। তাহাতেই নাগেন্দ্র ভূতলে পতিত ও ভস্মীভূত না হইয়া অন্তরীক্ষে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অনন্তর রাজা সদস্যগণের প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া আস্তীককে অভিলষিত বরপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "সত্র নিবৃত্ত হউক, সর্পকুল নিরাপদ হউক, আস্তীক ঋষি প্রসন্ন হউন এবং সেই সূতবাক্য সত্য হউক।" আস্তীককে এই বর দেওয়াতে সমাগত জনগণ মুক্তকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং যজ্ঞ নিবৃত্ত হইল। রাজা প্রীতমনে ঋত্বিক ও সদস্যগণকে প্রার্থনাধিক অর্থদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। পূর্ব্বে যে লোহিতাক্ষ সূত 'এক ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের অন্তরায়স্বরূপ হইবেন' এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ভূপতি তাঁহাকেও বিপুল ধনদান করিয়া দীক্ষান্ত-স্নান করিলেন। পরিশেষে অশন, বসন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী প্রদান পূর্ব্বক আস্তীককে পরিতুষ্ট করিয়া গৃহে প্রেরণকালে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়! আমার অশ্বমেধযজ্ঞে আপনাকে সদস্য হইতে হইবে।"

আস্তীক অতি মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকার পূর্ব্বক স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রথমতঃ জননী ও মাতুলের সমীপে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সর্পগণ আপনাদিগের কুশল-সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া আস্তীককে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিল, "বৎস! অদ্য তুমি আমাদিগের জীবন-দান করিলে, আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।" তাহারা ভূয়োভূয়ঃ বলিতে লাগিল, "বৎস! আমরা তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব?"

আস্তীক কহিলেন, "যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এইমাত্র অনুগ্রহ করিবেন যে, যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্যক্তি সায়াহ্নে বা প্রাতঃকালে অসিত, আর্ত্তিমান্ ও সুনীথের নাম স্মরণ করিবেন কিংবা (যে আস্তীক মুনি জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি, হে সর্পগণ! আমাকে হিংসা করিও না, জনমেজয়ের যজ্ঞাবসানে আস্তীকের বচন স্মরণ কর, যে সর্প আস্তীকের নাম শুনিয়াও হিংসা করিতে নিবৃত্ত না হইবে, শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে;) এই ধর্ম্মাখ্যান পাঠ করিবেন, আপনারা তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট করিবেন না।" সর্পেরা প্রসন্নমনে আস্তীকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উত্তর করিলেন, "হে ভাগিনেয়! আমরা কদাচ তোমার প্রার্থিত বিষয়ের অন্যথাচরণ করিব না।"

সূত শৌনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আস্তীক সমাগত নাগেন্দ্রগণের এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীতমনে স্বভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি পুত্র পৌত্রাদি রাখিয়া লোকযাত্রা সংবরণ করেন। হে ভৃগুত্তম! আপনার পূর্ব্বজ প্রমতি স্বীয় পুত্র রুরুর কৌতুক-নিবৃত্তির নিমিত্ত আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা অবিকল বর্ণনা করিলাম। এই পুণ্যবর্দ্ধক আস্তীকোপাখ্যান শ্রবণ করিলে সর্পভয় বিনষ্ট হয়, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ সুখের সঞ্চার হয় এবং পবিত্র ধর্ম্মলাভ হয়।

আস্তীকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

—:০:—

আদিবংশাবতরণিকা।

শৌনক কহিলেন, বৎস সূতনন্দন! ভৃগুবংশ বর্ণন প্রভৃতি অতি রমণীয় উপাখ্যান-সকল কীর্ত্তন করিয়া তুমি আমাদিগকে পরম সন্তুষ্ট করিলে, এক্ষণে সেই অতি বিস্তীর্ণ সর্পযজ্ঞে দৈনন্দিন কর্ম্ম-সমাধানান্তর সদস্য-মণ্ডলী প্রসঙ্গক্রমে যে সমস্ত বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পসত্রে দৈনন্দিন কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যাবকাশে দ্বিজগণ বেদগান করিতেন, তৎপরে মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারতীয় উপাখ্যান শ্রবণ করাইতেন। শৌনক কহিলেন, ভগবান্ বাদরায়ণি রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পাণ্ডবদিগের গুণগানস্বরূপ মহাভারত নামে যে ইতিহাস কীর্ত্তন করেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে সূতপুত্র! তোমার মুখে যে সকল মনোহর ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলাম, তাহাতেও আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইতেছে না, অতএব সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষির মনঃসাগরসমুদ্ভূত অমর্ত্তানির্ব্বিশেষ মহাভারতীয় কথা কীর্ত্তন কর। তখন উগ্রশ্রবাঃ ঋষিপ্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মুনিবর! কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত সেই অতি মহৎ মহাভারতীয় কথা প্রথমাবধি কীর্ত্তন করিতেছি। উহা বর্ণনা করিতে আমারও অতিশয় কৌতুক হইতেছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, "যিনি যমুনাদ্বীপে শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে অবিবাহিতা কালীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি জাতমাত্রে স্বাগদিয়া দ্বারা আপনার দেহপুষ্টি এবং নিখিল বেদ, বেদাঙ্গ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, সন্তান ও রোষ দ্বারা যাহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই, যিনি এক বেদকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করেন, যিনি শান্তনু রাজার বংশরক্ষার্থে তদীয় ক্ষেত্রে পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে উৎপাদন করেন, পাণ্ডবগণের পিতামহ সেই ত্রিলোকবিশ্রুত মহাকবি মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যগণসমভিব্যাহারে পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ-দর্শনার্থ সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক রাজগণ ও সদস্যগণে পরিবৃত সুখাসীন রাজা জনমেজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জনমেজয় ঋষিকে সমাগত দেখিয়া সভ্যগণ সমভিব্যাহারে সত্বর উত্থিত হইয়া অতি প্রীতমনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বক উপবেশনার্থ সুবর্ণময় আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি আসনে অধ্যাসীন হইলে জনমেজয় বিধিপূর্ব্বক তাঁহার সৎকারাদি করিয়া পিতামহ ব্যাসদেবকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক নিবেদন করিয়া দিলেন। মহর্ষি তদ্দত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। রাজা জনমেজয় এইরূপ ভক্তি সহকারে পূজাবিধি সমাপন করিয়া সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক তদীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মহর্ষিও রাজার অনাময়-প্রশ্ন করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বাদরায়ণি সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাহাদিগকে প্রতিপূজা করিলেন।

পরিশেষে রাজা জনমেজয় কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "ভগবন্! কুরু ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের যাবতীয় বৃত্তান্ত আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসা করি, ইঁহাদিগের পরস্পর ভেদ ও তাদৃশ সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম-ঘটনার কারণ কি? এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।" বেদব্যাস তাঁহার প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সমুখোপবিষ্ট নিজ শিষ্য বৈশম্পায়নকে আদেশ করিলেন, "বৎস বৈশম্পায়ন! তুমি আমার নিকট কুরু ও পাণ্ডবদিগের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন কর।" বিপ্রশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন উপাধ্যায়ের আদেশক্রমে রাজা, সদস্য

ও অন্যান্য ভূপতিগণের সমক্ষে কুরু-পাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদাদি ঘটিত অতি প্রাচীন মহাভারতীয় ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন প্রথমতঃ কায়মনোবাক্যে গুরুচরণে প্রণিপাত করিয়া ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য বিদ্বদ্‌গণকে প্রণাম করিলেন। পরে মহান্ বেদব্যাস প্রণীত অপূর্ব্ব উপাখ্যান কীর্ত্তন বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাজা জনমেজয়কে কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বাদরায়ণির মুখনিঃসৃত এই অমৃতকল্প মহাভারতীয় কথা যেমন রমণীয়, আপনাকেও তদনুরূপ উপযুক্ত পাত্র লাভ করিয়াছি; অতএব ভারত-কথনে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত উৎসাহিত হইতেছে। হে মহারাজ! রাজ্যলোভপ্রসক্ত কুরু পাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদ ও সর্ব্বভূতাবনাশক সংগ্রাম এবং পাণ্ডবদিগের দ্যূতমূলক বনবাস সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন।

রাজর্ষি পাণ্ডুর মরণানন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব অরণ্যবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অচিরকালমধ্যে বেদবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় সম্পূর্ণ খ্যাতিলাভ করিলেন। পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের এতাদৃশ অসম্ভাবিত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সকলেই নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কৌরবকুল তদ্দর্শনে সহসা অসূয়া পরবশ হইলেন। তৎপরে মহাবল সৌবল, ক্রূরকর্ম্মা কর্ণ ও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, ইহাঁরা ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিগ্রহচেষ্টা ও নির্ব্বাসনের বাসনা করিলেন। দুর্য্যোধন শকুনির পরামর্শ ক্রমে রাজ্যলাভার্থ পাণ্ডবদিগের উপর নানাবিধ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি অন্নে বিষসংযোগ করিয়া ভীমকে উপযোগ করিতে দিলেন। ভীমসেন সবিশেষ না জানিয়া বিষান্ন ভক্ষণ ও তাহা জীর্ণ করিলেন। অপর এক দিবস ভীম গঙ্গাতটে নিদ্রিত ছিলেন, এই অবসরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাঁহার হস্ত-পদাদি বন্ধন পূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করেন। পরে ভীম জাগরিত হইবামাত্র স্বয়ং বন্ধন ছেদন করিয়া উত্থিত হইলেন। একদা বৃকোদর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, এমন সময়ে দুর্য্যোধন এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ-সর্প দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দংশন করান, তাহাতেও তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল না। মহামতি বিদুর পাণ্ডবদিগের সেই সেই বিপদ্-উদ্ধার-বিষয়ে সতর্ক থাকিলেন। যেমন দেবরাজ স্বর্গস্থ হইয়াও জীবলোকের হিতসাধন করেন, তদ্রূপ বিদুর দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়াও পাণ্ডবগণের শুভসাধন করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন গুহ্য ও বাহ্য বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া পরিশেষে বৃষসেন ও দুঃশাসন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুমত্যনুসারে বারণাবতে জতুগৃহ প্রস্তুত করাইলেন। তৎপরে পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করেন। পাণ্ডবগণ মাতৃ-সমভিব্যাহারে হস্তিনা হইতে বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে বিদুর তাঁহাদিগের মন্ত্রী ছিলেন। পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহবাসের আদেশ দিলেন। তাঁহারা এক বৎসরকাল তথায় নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া পরিশেষে বিদুরের পরামর্শক্রমে এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন। পরে সেই জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এবং দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রী পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত-মনে রজনীযোগে জননী-সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে পথিমধ্যে বিকটাকৃতি হিড়িম্ব রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। হিড়িম্ব মুখব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে ভীমসেন স্ববিক্রম-প্রভাবে তাহাকে বধ করেন। অনন্তর আত্মপ্রকাশভয়ে ভীত হইয়া ঐ রজনীতেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে ভীমসেন হিড়িম্বানাম্নী রাক্ষসীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে ঘটোৎকচ নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। পরে পাণ্ডবেরা ব্রহ্মচারিবেশে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে মনো-

নিবেশ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিক্রম করেন। একদা মহাবল মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় বাহুবলে ক্ষুধার্ত্ত বকনামক রাক্ষসকে বধ করিয়া একচক্রা-নগরের উপদ্রব নিবারণ করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পাঞ্চালদেশে আগমন পূর্ব্বক দ্রৌপদী লাভ করেন এবং তথায় এক বৎসর বাস করিয়া পরিশেষে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হয়েন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অভ্যাগত পঞ্চপাণ্ডবকে কহিলেন, "তোমাদিগের ভ্রাতৃবিগ্রহ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখিতেছি; যেহেতু, আমি খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগের বাসস্থান অবধারণ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাতে সম্মত হইলে না; অতএব এক্ষণে তোমরা কতিপয় গ্রাম লইয়া বাসার্থ সেই বিশালরথ্যাকলাপমণ্ডিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর।" পাণ্ডবগণ তাঁহার আদেশক্রমে বহুমূল্য রত্নরাশি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বজনগণ-সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলেন। পরে বাহুবলে অন্যান্য ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া এক বৎসর তথায় অবস্থিতি করেন। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ এইরূপে শত্রুদমন দ্বারা ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিতে লাগিলেন। মহাযশাঃ ভীমসেন পূর্ব্বদিক, অর্জ্জুন উত্তরদিক্, নকুল পশ্চিমদিক ও সহদেব দক্ষিণদিক্ জয় করিয়া এই সসাগরা ধরামণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। সূর্য্য ও সূর্য্যসদৃশ পঞ্চপাণ্ডব দ্বারা ধরণীমণ্ডল যেন ষট্‌সূর্য্যে উদ্ভাসিত হইল।

একদা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন বিশেষ কারণবশতঃ প্রাণ হইতে প্রিয়তর ভ্রাতা অর্জ্জুনকে বনে যাইতে কহিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তদীয় আজ্ঞাক্রমে বনে প্রবেশ করিয়া ত্রয়োদশ মাস তথায় বাস করিলেন। পরে এক দিবস দ্বারাবতী নগরীতে গমন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সুভদ্রানাম্নী ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। যেমন শচী ইন্দ্রকে পাইয়া এবং লক্ষ্মী কৃষ্ণকে পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সুভদ্রা অর্জ্জুনকে পতিলাভ করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। পরে বাসুদেব-সমভিব্যাহারে অর্জ্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অগ্নি পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনুঃ, অক্ষয় তূণীর ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন সেই সমস্ত বর প্রতিগ্রহ করিলেন এবং খাণ্ডবাগ্নি হইতে ময়দানবকে মোচন করিয়া দিলেন। ময়দানব তাঁহার প্রসাদে পরিত্রাণ পাইয়া নানাবিধ মণিকাঞ্চন-মণ্ডিত ও পরমরমণীয় এক সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ময় নির্ম্মিত সভার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া শকুনির পরামর্শানুসারে কূট পাশ-ক্রীড়া দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের আদেশ দিলেন। ধর্ম্মরাজ তদনুসারে ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বকীয় ধনসম্পত্তি প্রার্থনা করেন। তাহা না পাওয়াতেই তাঁহাদিগের ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হয়। পরিশেষে তাঁহারা বিপুলপরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রাণসংহার করিয়া পুনর্ব্বার আপন রাজ্য-সম্পত্তি সমুদয় অধিকার করেন। হে মহারাজ! উভয়পক্ষে যেরূপ আত্মবিচ্ছেদ ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! আমি ভারতীয় উপাখ্যান সংক্ষেপে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কুরুবংশীয়দিগের অতিবিচিত্র চরিত্র সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সন্তুষ্ট করুন। পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশুদ্ধ চরিতাবলী সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইল না। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ যে কারণে অবধ্য জ্ঞাতিকুল সংহার করিয়াও লোকের প্রশংসাপাত্র হইয়াছিলেন, বোধ করি, সে কারণ সামান্য কারণ নহে। আর তাঁহারা নিরপরাধী ও প্রতিবিধানসমর্থ হইয়াও শত্রুকৃত দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, ইহারই বা কারণ কি? মহাবল মহাবাহু ভীমসেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও

কি কারণে ক্রোধসংবরণ করিয়াছিলেন? পতিব্রতা দ্রৌপদী সভামধ্যে তাদৃশ অপমানিতা হইয়াও কেন ক্রোধ-চক্ষুদ্বারা সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনাদিকে ভস্মাবশেষ করিলেন না? যখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির দ্যূতে আসক্ত হয়েন, তখন ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেব কেন তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না? কি প্রকারেই বা অর্জ্জুন একাকী হইয়া একমাত্র কৃষ্ণের সহায়তায় সেই প্রভূত কুরুসেনা পরাভূত করিয়াছিলেন? হে তপোধন! আপনি এই সকল বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবদিগের আচরিত অন্যান্য বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত এই পবিত্র উপাখ্যান অতি বিস্তীর্ণ, অতএব ইহা শ্রবণ করিবার সময় নির্দ্দেশ করুন, আমি আপনার নিকট উহা সবিস্তর কীর্ত্তন করিব। সত্যবতী-পুত্র ভগবান্ ব্যাসদেব এই গ্রন্থে এক লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করাইবেন এবং যাঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া দেবতুল্য হইবেন। বেদব্যাস-প্রণীত এই পরমপবিত্র রমণীয় ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ। মহর্ষিগণ এই মহাভারতের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাতে অর্থ ও কাম-বিষয়ক অশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এতচ্ছ্রবণে পারনিষ্ঠাবতী বুদ্ধি জন্মে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দান-শীল, সত্যস্বভাব, ধর্ম্মপরায়ণ ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে মহাভারত শ্রবণ করাইয়া প্রচুর অর্থলাভ করেন, শ্রোতা অতি-নিষ্ঠুর হইলেও এই অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণে রাহু হইতে মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় ভ্রূণহত্যাদি মহাপাতক হইতেও আশু বিমুক্ত হইতে পারে। বিজিগীষু ব্যক্তিদিগের এই জয়াখ্য ইতিহাস শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। রাজারা ইহা শ্রবণ করিলে রাজ্যলাভ ও শত্রু পরাজয় করিতে পারেন। যদি কোন যুবা রাজ-মহিষীর সহিত এই পুত্রফলপ্রদ পরম-স্বস্ত্যয়নস্বরূপ মহাভারত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বীরপুত্র বা রাজ্য-ভাগিনী কন্যা জন্মে। মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত এই মহাভারতই পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র। এক ব্যক্তি বক্তা ও অন্যে ইহার শ্রোতা হয়েন। শ্রোতাদিগের পুত্র-পৌত্রেরাও শুশ্রূষাপরায়ণ এবং ভৃত্যেরা প্রভুপরায়ণ হইয়া থাকে। যে নর মহাভারত শ্রবণ করেন, তিনি কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়েন। যাঁহারা বিদ্বেষবুদ্ধিশূন্য হইয়া এই ভারতবংশীয় ইতিবৃত্ত শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের ব্যাধিভয় ও পরলোকভয় নিবারণ হয়। বেদব্যাস স্বগ্রন্থে সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী মহাপ্রভাবশালী পাণ্ডবদিগের ও অন্যান্য রাজর্ষিদিগের কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন। ইহা অতি বিচিত্র ও পবিত্র, শ্রবণ করিলে শ্রোত্রযুগল চরিতার্থ হয়। যে মানব জীবলোকে পুণ্যসঞ্চয় করিবার মানসে সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে ইহা শ্রবণ করান, তিনি সনাতন-ধর্ম্ম লাভ করেন। যিনি অতি পূতমনে সর্ব্বলোক-প্রখ্যাত এই কুরুবংশীয় ইতিহাস কীর্ত্তন করেন, তাঁহার বংশ-পরম্পরা ক্রমশঃ বিস্তার হইতে থাকে। যদি বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ ব্রতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া চারি বৎসর ও চারি মাস মহাভারত অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এই মহাভারতে দেবতা, রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের বিষয় বর্ণিত ও ভগবান্ বাসুদেবের সুচরিত কীর্ত্তিত আছে। ইহাতে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি ও দেবী পার্ব্বতীর অনির্ব্বচনীয় মহিমা এবং কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি ও গো-ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই মহাভারত নিখিল বেদের সমষ্টি-স্বরূপ। অতএব ধর্ম্মবুদ্ধি লোকদিগের ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যিনি প্রতি পর্ব্বাহে ব্রাহ্মণ-গণকে মহাভারত শ্রবণ করান, তাঁহার পাপনাশ ও নিত্য-কাল ব্রহ্মলোকে বাস হয়। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগকে ভারতের অন্ততঃ এক চরণমাত্রও শ্রবণ করাইলে পিতৃলোক অক্ষয় অন্নপানে পরিতৃপ্ত হয়েন। মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অহোরাত্রে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত যে সকল পাপ সঞ্চিত হয়, মহাভারত শ্রবণ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। এই গ্রন্থে ভরতবংশীয় রাজাদিগের মহাবংশ বর্ণিত আছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে। যিনি এই মহাভারতের সমুদয় সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন, তাঁহার সকল পাপ অপগত হয়। এই অদ্ভুত ইতিহাস শ্রবণ করাইলে

শ্রোতা মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ পায়। মহর্ষি ব্যাস প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনানন্তর নিয়মিত তপোজপাদির অব্যাঘাতে তিন বৎসরে এই মহাভারত রচনা করেন, অতএব নিয়মবিশিষ্ট হইয়া ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই অপূর্ব্ব মহাভারতীয় কথা যিনি শ্রবণ করান ও যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগকে জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আর পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় না। যে নর ধর্ম্মকামনায় এই ইতিহাসের আদ্যোপান্ত সমুদয় শ্রবণ করেন, তাহার সকল বাসনা সফল হয় ও তিনি চরমে দেবলোকে গমন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। সমুদ্র ও মহাগিরি সুমেরু যেমন রত্নাকর বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেইরূপ বহুবিধ সুচারু শব্দে অলঙ্কৃত এই রমণীয়তর মহাভারতও এক অত্যুৎকৃষ্ট ইতিহাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি অর্থীদিগকে এই শ্রবণ-সুখকর মহাভারত প্রদান করেন, তাঁহার সসাগরা পৃথ্বীদানের ফললাভ হয়। মহারাজ! পুণ্যসঞ্চয় ও বিজয়লাভের নিমিত্ত এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন। এই মহাভারতে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা অন্যত্রও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরুবংশে উপরিচর নামে এক পরম-ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাহার অপর নাম বসু। তিনি সর্ব্বদা মৃগয়ায় আসক্ত থাকিতেন। মহারাজ বসু ইন্দ্রের উপদেশক্রমে রমণীয় চেদিরাজ্য অধিকার করেন। পরে অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন, ইনি যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিবেন, এই ভাবিয়া শান্তবাক্য দ্বারা তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিরস্ত করিলেন। দেবতারা কহিলেন, "মহারাজ! যাহাতে পৃথিবীমধ্যে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ না হয়, তাহাই তোমার অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ বলিয়া লোক সকল স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিত আছে।" ইন্দ্র কহিলেন, "হে নরনাথ! তুমি অবহিত ও নিয়মশালী হইয়া সতত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই নিত্য ও পবিত্র লোক দেখিতে পাইবে। তুমি ভূলোকে থাকিয়াও আমার প্রিয়সখা হইলে। তোমাকে এক সদুপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলের মধ্যে যে প্রদেশ অতি রমণীয়, পবিত্র ও উর্ব্বরক্ষেত্রবিশিষ্ট এবং পশ্বাদির আবাস ও বিচিত্র ধনধান্যসম্পন্ন, তুমি সেই দেবমাতৃক প্রদেশে অবস্থিতি কর।

হে চেদিরাজ! চেদিদেশ প্রভৃত ধনরত্নাদিবিশিষ্ট, তুমি তথায় গিয়া বাস কর। ঐ জনপদের অধিবাসীরা ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধু; অধিক কি বলিব তাহারা পরিহাসক্রমেও কদাচ মিথ্যা ব্যবহার করে না। পুত্রেরা পিতার হিতকার্য্যে তৎপর হইয়া একান্নে বাস করে। তত্রত্য লোকেরা দুর্ব্বল বলীবর্দ্দদিগকে ভারবহন বা কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করে না। তথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে মানপ্রদ! ত্রিলোকে যে সকল ঘটনা হইবে, আমার প্রসাদে কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না। মনুষ্যের মধ্যে কেবল তুমিই মদ্দত্ত এই দিব্য স্ফটিক-নির্ম্মিত আকাশগামী বিমানে আরোহণ করিয়া বিগ্রহবান্ দেবতার ন্যায় গগনমার্গে সঞ্চরণ করিতে পারিবে। আর তোমাকে এই বৈজয়ন্তীনাম্নী অম্লানপঙ্কজমালা অর্পণ করিতেছি এই মালা সংগ্রামকালে তোমাকে রক্ষা করিবে ও ইহার প্রভাবে তুমি অক্ষতশরীরে রণস্থল হইতে প্রত্যাগত হইতে পারিবে। এই সুবিখ্যাত ইন্দ্রমালা তোমার একমাত্র অসাধারণ চিহ্ন-স্বরূপ হইবে।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র রাজার প্রীতিবিস্তার করিবার উদ্দেশে শিষ্টপ্রতিপালনী নামে এক বেণুযষ্টি প্রদান করিলেন। সংবৎসর অতীত

হইলে ভূপতি শচীপতির আরাধনার নিমিত্ত সেই বেণুযষ্টি পৃথিবীতে প্রোথিত করিতেন। পরদিবস সেই বেণুযষ্টি গন্ধমাল্য ও বসন-ভূষণে বিভূষিত করিয়া উত্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে ইন্দ্রের পূজা করিতেন। তদবধি অন্যান্য ক্ষিতিপালেরাও তন্নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ ইন্দ্র বসুরাজের প্রতি প্রসন্ন হইয়া হংসরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক অবনীতে অবতীর্ণ হইতেন এবং সেই প্রকার আকারেই পূজা স্বীকার করিয়া কহিতেন, "মহারাজ! তুমি যেরূপ সৎকার করিলে, তাহাতে আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম। এক্ষণে কহিতেছি, যে সকল রাজা আমার প্রীত্যুদ্দেশে এই উৎসব করিবেন বা অন্য দ্বারা এই উৎসব করাইবেন, তাঁহাদিগের রাজ্যে ধন-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি ও বিজয়লাভ হইবে এবং তৎপ্রদেশ-বাসীরা সর্ব্বদা সন্তোষে থাকিবে।" হে মহারাজ! এইরূপে বসুরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ যে নর ভূমি ও রত্নাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রোৎসব করিয়া থাকেন, তিনি পূজিত হয়েন। চেদীশ্বর বসু বরদান ও শক্রোৎসবের উপদেশ-কথন দ্বারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া এই পৃথিবী ধর্ম্মতঃ পালন করিতেন এবং সুরপতির সন্তোষার্থে মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রোৎসব করিতেন।

মহারাজ! বসুর মহাবল-পরাক্রান্ত পাঁচ পুত্র ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার এক পুত্রের নাম বৃহদ্রথ। ইনি মগধদেশে মহারথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অপর পুত্রের নাম প্রত্যগ্রহ। আর একটির নাম কুশাম্ব, কেহ কেহ ইহাঁর নাম মণিবাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্য পুত্রের নাম মাবেল্ল। অপরের নাম যদু। অমিত-পরাক্রমশালী বসু রাজার এই পঞ্চ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে যিনি যে দেশে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই দেশ তাঁহার নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ ভূপতির পৃথক পৃথক্ বংশাবলী হইয়াছিল। যখন সেই বসু রাজা ইন্দ্রের প্রসাদলব্ধ সেই স্ফটিক নির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে আকাশপথে সঞ্চরণ করিতেন, তৎকালে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল আসিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেন। তিনি উপরি ভ্রমণ করিতেন, এই নিমিত্ত উপরিচর নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানীর নিকটে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন অচল কামান্ধ হইয়া স্রোতস্বতী-সম্ভোগাভিলাষী হওয়াতে বসুরাজ তাহার শিরোদেশে পদাঘাত করিয়াছিলেন। রাজার পাদ-প্রহারে পর্ব্বতবর বিদীর্ণ হইল। অতি বেগবতী স্রোতস্বতী শুক্তিমতী সেই প্রহারমার্গ দ্বারা বহির্গত হইতে লাগিল। উক্ত নদীর গর্ভে কোলাহলের এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হইল। নদী প্রীতমনে সেই কন্যা ও পুত্র লইয়া রাজাকে সমর্পণ করিল। বসুপ্রদ বসুরাজ সেই পুত্রকে আপন সৈন্যাধিকারে নিয়োগপূর্ব্বক কন্যাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিলেন। গিরিবালা গিরিকা ঋতুস্নাতা ও শুচি হইয়া সন্তান-বাসনায় রাজাকে আপন অবস্থা নিবেদন করিল। দৈবযোগে সে দিবস রাজার পিতৃলোকেরা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে মৃগয়া করিতে আদেশ দিলেন। রাজা তাঁহাদিগের আজ্ঞা-প্রাপ্তিমাত্রে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন; কিন্তু অলোকসামান্য-রূপলাবণ্যবতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা গিরিকা তাঁহার স্মৃতিপথে সতত জাগরূক ছিলেন। রাজা সেই রমণীয় বসন্তকালে মৃগয়াক্রমে অশোক, চম্পক, চূত, অতিমুক্ত, পুন্নাগ, কর্ণিকার, বকুল, পাটল, চন্দন, অর্জ্জুন প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষে পরিশোভিত; কোকিলালাপ-মুখরিত, মধুমত্ত মধুকরের ঝঙ্কারে সঙ্কুলিত; চৈত্ররথতুল্য মনোহর এক কাননে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু গিরিকা-বিরহে নিতান্ত কাতর ও দুর্দ্দান্ত মদনবাণে একান্ত অধীর হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বিকসিত অশোক-তরু অবলোকন করিলেন। তিনি সেই তরুমূলে সুখাসীন হইয়া বায়ু-সেবন দ্বারা অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। এই অবসরে তাঁহার রেতস্খলন হইল। রেতঃ নিতান্ত নিষ্ফল না হয়, এই মনে করিয়া চেদিরাজ এক পত্রপুটে তাহা ধারণ করিলেন। পরে পত্নীর ঋতুকাল ও আপনার রেতঃ বিফল না হয়,

মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বীজ-শোধন করিয়া সমীপবর্ত্তী অতি দ্রুতগামী এক শ্যেন পক্ষীকে কহিলেন, "হে সৌম্য! অদ্য আমার মহিষীর ঋতুকাল, অতএব তুমি অতি সত্বর আমার এই রেতঃ লইয়া তাঁহাকে প্রদান কর।"

বেগবান্ শ্যেন সেই শুক্র লইয়া আকাশপথে উড্ডীন হইল। পথিমধ্যে আর একটি শ্যেন পক্ষী ঐ দ্রুতগামী শ্যেনের তুণ্ডাগ্রে স্থিত শুক্র দেখিয়া আমিষ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিকট আসিল এবং মাংসখণ্ড বলপূর্ব্বক লইব, এই ভাবিয়া তাহার সহিত তুণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুদ্ধ করিতে করিতে সেই শুক্র যমুনার জলে পতিত হইল। তথায় অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপ-প্রভাবে মীনরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাস করিত। সেই মৎস্যরূপা অদ্রিকা শীঘ্র আসিয়া শ্যেন-তুণ্ডপরিভ্রষ্ট বীজ ভক্ষণ করিল। বীজ-ভক্ষণের পর দশম মাসে মৎস্যোপজীবীরা সেই মৎস্যাকে জালে বদ্ধ করিল। অনন্তর তাহার উদরাভ্যন্তর হইতে এক কন্যা ও এক পুত্র বহির্ভূত হইল। মৎস্যজীবীরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ঐ দুই সন্তানকে ভূপাল-সমক্ষে লইয়া গিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! এক মৎস্যার গর্ভে এই দুই মানুষ জন্মিয়াছে।" উপরিচর রাজা সেই মৎস্যাগর্ভ-সম্ভূত পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। সেই মৎস্যপুত্র পরমধার্ম্মিক ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শাপপ্রদানকালে ভগবান্ ইন্দ্র অপ্সরা অদ্রিকাকে কহিয়াছিলেন, "তুমি মানুষ প্রসব করিয়া শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।" এক্ষণে সেই নির্দ্দিষ্টকাল উপস্থিত দেখিয়া মৎস্যরূপা অপ্সরা মৎস্যরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় পূর্ব্বাকার স্বীকার করিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিল। মৎস্যাগর্ভসম্ভূতা দুহিতা রাজার আদেশক্রমে সেই মৎস্যজীবীর কন্যা হইল। মৎস্যঘাতীর সম্পর্কে তাহার নাম মৎস্যগন্ধা হইয়াছিল, ফলতঃ তাহার নাম সত্যবতী। সত্যবতী পিতৃশুশ্রূষার নিমিত্ত যমুনা নদীতে নাবিকের কার্য্য করিত।

একদা পরাশর ঋষি তীর্থপর্য্যটনক্রমে যমুনায় উপস্থিত হইয়া অলৌকিক-রূপলাবণ্যবতী মুনিজনমনোহারিণী সুচারুহাসিনী দাসনন্দিনীকে দেখিবামাত্র মদনবেদনায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "হে কল্যাণি! তুমি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর।" সে কহিল, "ভগবন্! ঐ দেখুন, নদীর উভয় পারে পার হইবার নিমিত্ত ঋষিগণ উপস্থিত আছেন, এ অবসরে কিরূপে আপনার মনোরথ-সিদ্ধি হইবে?" তাহার এই কথা শুনিয়া ঋষিবর পরাশর কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রদেশ তমোময় করিলেন। ঋষিসৃষ্ট কুজ্ঝটিকা দৃষ্টে কন্যা লজ্জিতা ও বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া কহিল, "ভগবন্! আমি পিতার অধীন। অদ্যাবধি আমার বিবাহ হয় নাই। আপনার সহযোগে আমার কুমারীভাব দূষিত হইবে। কন্যাভাব দূষিত হইলে কিরূপে গৃহে প্রবেশ করিব এবং কি প্রকারেই বা লোকসমাজে জীবনধারণ করিব? হে ভগবন্! এই সমস্ত আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া যাহা উচিত হয়, বিধান করুন।" পরাশর শুনিয়া প্রীতমনে কন্যাকে কহিলেন, "হে ভীরু! আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলে তোমার কন্যাভাব দূষিত হইবে না। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। আমার প্রসন্নতা কখনই নিষ্ফল হয় নাই।" তাহার এই কথা শুনিয়া কন্যা কহিল, "আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে সৌগন্ধ নির্গত হউক।" ঋষি "তথাস্তু" বলিয়া তাহার অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিলেন। অনন্তর ধীবর-কন্যা অভীষ্ট-বরলাভে সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষির মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিল। তদবধি সেই যুবতীর নাম গন্ধবতী বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইল। লোকে এক যোজন অন্তর হইতে তাহার গাত্রগন্ধের আঘ্রাণ পাইত, এই নিমিত্ত তাহার অপর একটি নাম যোজনগন্ধা হইয়াছিল।

সত্যবতী এইরূপে যমুনা নদীর দ্বীপে এক পুত্র প্রসব করিলেন। প্রভূততেজা পরাশরপুত্র মাতৃনিদেশক্রমে তপস্যায় অভিনিবেশ করিলেন এবং জননীকে কহিলেন, "মাতঃ! কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিব।" এইরূপে পরাশরের ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেব জন্ম পরিগ্রহণ করেন। তিনি যমুনা-দ্বীপে

জন্মেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল এবং যুগে যুগে ধর্ম্মের পাদক্ষয় ও মনুষ্যদিগের আয়ুঃ ও শক্তির হ্রাস দেখিয়া বেদের স্থায়িত্ব ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকূলতা-প্রযুক্ত বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বেদব্যাস হয়। মহর্ষি বেদ-ব্যাস সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন এবং আপন পুত্র শুকদেবকে বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান; তাঁহারাই ভারতের পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা প্রকাশ করেন।

মহাবীর্য্য মহাযশাঃ শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম অষ্টবসুর সহযোগে গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অণীমাণ্ডব্য-নামক এক মহর্ষি ত্রিলোকে বিখ্যাত ছিলেন। সেই বেদবেত্তা মহাযশাঃ ভগবান্ চৌর্য্যাপবাদে শূলে আরোপিত হয়েন। তিনি শূলারোপণ-কালে ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া এই কথা কহিলেন, "হে ধর্ম্ম! আমি শৈশবকালে ইষীকাস্ত্র দ্বারা এক শকুন্তিকাকে বিদ্ধ করিয়াছিলাম। আমার স্মরণ হইতেছে, সেই এক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। তদ্ভিন্ন আর কোন পাপকর্ম্ম করি নাই; কিন্তু আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণ তপস্যা করিয়াছি, তদ্দ্বারা কি আমার সেই পাপের শান্তি হয় নাই? অন্যান্য প্রাণিবধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণবধ গুরুতর পাতক। হে ধর্ম্ম! তুমি ব্রাহ্মণবধ করিতে উদ্যত হওয়াতে এক্ষণে তোমার অন্তরে পাপের সঞ্চার হইয়াছে, অতএব আমি অভিশাপ দিতেছি, তুমি শূদ্র-যোনি প্রাপ্ত হইবে।" ধর্ম্ম তদীয় শাপ-প্রভাবে বিদুর-রূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। বিদুরের শরীরে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম আবির্ভূত আছেন। সূত গবল্গণ হইতে মুনিতুল্য সঞ্জয় সঞ্জাত হয়েন। কুন্তীর কন্যাকাবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে তদীয় গর্ভে মহাবল কর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বলোক-পূজিত, জগৎকর্ত্তা, অনাদিনিধন নারায়ণ লোকদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত বসু-দেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েন। লোকে যাঁহাকে অব্যক্ত, অবিনাশী, ব্রহ্ম, ত্রিগুণাত্মক, আত্মা, অব্যয়, প্রকৃতি, প্রভাব, প্রভু, পুরুষ, বিশ্বকর্ম্মা, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ধ্রুব, অক্ষর, অনন্ত, অচল, দেব, হংস, নারায়ণ, বিধাতা, অজ, মোক্ষ-স্বরূপ এবং নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেই সর্ব্বভূতপিতামহ ধর্ম্ম-সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত অন্ধক-বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ হয়েন। অস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহাবলপরাক্রান্ত সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা সত্যক ও হৃদিকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করি-লেন। এক দ্রোণীতে অর্থাৎ কুম্ভে উগ্রতপা মহর্ষি ভরদ্বাজের রেতঃপাত হয়, তাহাতেই দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হইল। অশ্বত্থামার জননী কৃপী ও মহাবল কৃপ, শরৎকালীন শরস্তম্বে প্রসিক্ত গৌতমের রেতঃ হইতে উদ্ভূত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য হইতে অশ্ব-ত্থামা জন্ম-গ্রহণ করিলেন। প্রভূত-পরাক্রমশালী, প্রদীপ্ত অনলসম তেজস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-বিনা-শের নিমিত্ত ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞবেদী হইতে আবির্ভূত হয়েন। ঐ যজ্ঞবেদী হইতে অলৌ-কিক-রূপলাবণ্যবতী গুণবতী দ্রৌপদী জন্মগ্রহণ করেন। পরে প্রহ্লাদের শিষ্য নগ্নজিৎ ও সুবলের জন্ম হইল। গান্ধাররাজ সুবলের শকুনি নামে এক পুত্র ও দুর্য্যোধনের জননী গান্ধারী নামে কন্যা জন্মিল। কিন্তু দৈবকোপে শকুনি অধার্ম্মিক হইয়া-ছিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডু ব্যাসের ঔরসে মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিলেন। দ্বৈপায়নের ঔরসে শূদ্রযোনিতে ধর্ম্মার্থ-বেত্তা ধীমান্ বিদুর জন্মিলেন। পাণ্ডু রাজার দুই স্ত্রীর গর্ভে পাঁচ পুত্র হয়। ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীম, ইন্দ্র হইতে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ অর্জ্জুন এবং অশ্বিনীতনয়দ্বয় হইতে অতি-রূপবান্ যমজ নকুল ও সহদেব। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবান্ ছিলেন। ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি এক-শত পুত্র জন্মে এবং তাঁহার যুযুৎসু ও করণ নামে আর দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। তদনন্তর দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, জয়, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, বৈশ্যাপুত্র, যুযুৎসু, এই একাদশ মহারথ জন্মিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। অভিমন্যু কৃষ্ণের ভাগিনেয় ও মহাত্মা পাণ্ডুর পৌত্র। এক দ্রৌপদীর গর্ভে যুধি-ষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনের ঔরসে সুতসোম, অর্জ্জুনের ঔরসে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের ঔরসে শতা-

নাক এবং সহদেবের ঔরসে শ্রুতসেন, এই পঞ্চপুত্র জন্মে। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। দ্রুপদ রাজার শিখণ্ডী-নাম্নী এক কন্যা জন্মে। স্থূল নামে এক যক্ষ আপন প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে যাহাকে পুরুষ করিয়া রাখিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে শত সহস্র রাজা সংগ্রাম-বাসনায় সমাগত হইয়াছিলেন। সেই অসংখ্য রাজগণের নাম অযুত বর্ষেও নির্দ্দেশ করা দুষ্কর; অতএব এই উপাখ্যানের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাঁহাদিগেরই নাম কীর্ত্তিত হইল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে সমস্ত রাজার নাম কীর্ত্তন করিলেন এবং যাঁহাদিগের নাম অকীর্ত্তিত রহিল, তাঁহাদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! সেই মহারথ দেবকল্প ভূপালেরা যে নিমিত্ত এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, এই রহস্য দেবতারাও জানেন কি না, সন্দেহ। এক্ষণে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া সেই রহস্য আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, অবধান করুন। পূর্ব্বকালে পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া মহেন্দ্র-পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। ভগবান্ ভার্গব ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় করিলে ক্ষত্রিয়রমণীগণ সুতার্থিনী হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ঋতুকালে সমাগত ক্ষত্রিয়কুল-কামিনীগণের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতেন; কিন্তু কামতঃ বা ঋতুকালাতিক্রমে তাঁহাদিগের সহবাস করিতেন না। ক্ষত্রিয়াঙ্গনারা এইরূপে ব্রাহ্মণ-সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে সাতিশয় বীর্য্যবান্ পুত্র ও কন্যা-সকল প্রসব করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ক্ষত্রিয়-বংশ পুনর্ব্বার ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইল এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ পুনঃসংস্থাপিত হইল। তৎকালে তির্য্যগ্‌যোনি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণিগণও ঋতুকাল উপস্থিত হইলেই ভার্য্যা-সম্ভোগ করিত; কামতঃ বা ঋতুকালাতিক্রমে কদাচ স্ত্রীসংসর্গ করিত না। কেবল ঋতুকালে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে যে সন্তান জন্মে, তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ, নির্ব্ব্যাধি ও নিরাধি হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। ক্ষত্রিয়েরা পর্ব্বত-বন-সমাকীর্ণা এই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলে দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় সকলে অতিশয় প্রীত হইলেন। তাঁহারা কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত না হইয়া দোষাশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতি ধর্ম্মতঃ দণ্ডবিধানে তৎপর হইলেন এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মপরায়ণতা প্রযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে লোকের অকালমৃত্যু হইত না বা যৌবনকাল আগত না হইলে কেহ দারপরিগ্রহ করিত না। এইরূপে সসাগরা ধরা দীর্ঘজীবী প্রজাপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইল। সেই সময়ে ক্ষত্রিয়েরা প্রচুর ধনদান পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ব্রাহ্মণগণ বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা কদাচ বেদ বিক্রয় বা শূদ্রসন্নিধানে বেদোচ্চারণ করিতেন না। বৈশ্যেরা বলবান্ বলীবর্দ্দ দ্বারাই কৃষিকর্ম্ম করিত, দুর্ব্বল গো-সকলকে ভারবহন-কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিত। ফেনপায়ী বৎস সত্ত্বে কেহ গো দোহন করিত না; বণিকেরা কূট-পরিমাণে দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয় করিত না। সকল লোকেই ধর্ম্মপরায়ণ ও সদাচারতৎপর ছিল। তৎকালে ধর্ম্মের কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই। নারীগণ ও ধেনুগণ যথাকালে সন্তান প্রসব করিত। তরুমণ্ডলী যথাসময়ে ফলপুষ্পে পরিপূর্ণ হইত। সত্যযুগে পৃথিবী এইরূপ বহুসংখ্যক লোকে সমাকীর্ণ হয়।

মনুষ্যলোকের অভ্যুদয়কালে রাজাদিগের ক্ষেত্রে অসুরেরা জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। অসুরেরা সুরগণ কর্ত্তৃক বহুশঃ পরাজিত এবং ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ

হইতে দূরীকৃত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিতে লাগিল। তাহারা ভূর্লোকে দেবতুল্য প্রভাব অভিলাষ করিয়া গো, মৃগ, হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, রাক্ষস প্রভৃতি ভূতযোনিতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। জাত ও জায়মান অসুরদের ভরে ধরামণ্ডল আপনাকে ধারণ করিতে অক্ষম হইল। অনন্তর দনুর ঔরসে দিতির গর্ভে কতকগুলি অসুর জন্মিল। প্রবলপরাক্রান্ত অতি দুর্দ্দান্ত মদোৎসিক্ত দানবেরা এইরূপে সসাগরা পৃথিবী ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ ও অন্যান্য প্রাণিগণকে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রাণীদিগকে নিহত ও আহত করিয়া আশ্রমবাসী মহর্ষিদিগের উপর বহুবিধ উপদ্রব করিত এবং পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বদা লোকের অনিষ্ট-চেষ্টা করিত। হে মহারাজ! তৎকালে অনন্তদেবও দৈত্যভারাক্রান্ত সসাগরা সপর্ব্বতা ধরা ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন। পরে বসুমতী নিতান্ত শঙ্কিতা হইয়া সর্ব্বভূতপিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ধরণী তথায় উপনীত হইয়া মহানুভব দেব, দ্বিজ ও মহর্ষিগণে পরিবৃত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক সেবিত, অবিনাশী সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে দেখিলেন এবং তাঁহার সন্নিধান হইয়া প্রণাম করিলেন। শরণার্থিনী অবনী সমাগত সমস্ত লোকপালদিগের সমক্ষে ব্রহ্মাকে আত্মসংবাদ নিবেদন করিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ ব্রহ্মা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন। বিশ্বনিয়ন্তা সর্ব্বদা সকল লোকের মনোমন্দিরে জাগরূক আছেন; সুতরাং তাঁহার পৃথিবীর অভিপ্রায় জানা নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। তখন তিনি পৃথ্বীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বসুন্ধরে! তুমি যে কারণে আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, আমি তোমার সেই বিপদ-নিরাকরণের নিমিত্ত দেবতাদিগকে নিয়োগ করিব।" এইরূপ সান্ত্বনা-বাক্যে পৃথিবীকে বিদায় করিয়া ভূতভাবন ভগবান ব্রহ্মা দেবগণকে আদেশ করিলেন, "তোমরা ভূমির ভার-হরণ ও অসুরদিগের অনিষ্ট-সাধন করিবার নিমিত্ত অংশক্রমে ভূতলে জন্মগ্রহণ কর" এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা নরলোকে যাইয়া উদ্ভূত হও।" সুরগুরু ব্রহ্মার এই হিতকর বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট উপনীত হইলেন। ইন্দ্র ভগবান্ চক্রপাণিকে ভূভারহরণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে অংশক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে পরামর্শ দিলেন।

আদিবংশাবতরণিকা সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

—*—

সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র নারায়ণের সহিত এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া দেবগণকে অংশক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর দেবগণ অসুরবিনাশ দ্বারা প্রজাগণের হিতসাধন করিবার মানসে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যথাক্রমে কেহ ব্রহ্মর্ষিবংশে, কেহ বা রাজর্ষিবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বাল্যকালেই এরূপ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন যে, দানব, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, রাক্ষস ও নরমাংসলোলুপ অন্যান্য জন্তুগণকে অবলীলাক্রমে বধ করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, "হে মুনিসত্তম! আমি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মানব ও যক্ষ-রাক্ষস প্রভৃতি অন্যান্য জীবগণের জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিতে বাসনা করি, অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তার বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি ভগবান্ স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া সুরাসুর প্রভৃতির জন্মমরণ-বৃত্তান্ত সবিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পৌলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু নামে ছয় মানস-পুত্র জন্মেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ; কশ্যপ হইতেই এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! অদিতি, দিতি, দনু, কা

দনায়ু,সিংহিকা,ক্রোধা,প্রধা,বিশ্বা,বিনতা কপিলা,মুনি ও কদ্রু, এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা কশ্যপের ভার্য্যা ছিলেন। ইহাঁদের গর্ভে কশ্যপের মহাবল-পরাক্রান্ত অসংখ্য সন্তান সমুৎপন্ন হয়। হে রাজন্! অদিতির গর্ভে যথাক্রমে ধাতা,মিত্র, অর্য্যমা,শক্র, বরুণ,অংশ,ভগ,বিবস্বান্, পূষা,সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু নামে দ্বাদশ আদিত্য জন্মেন। আদিত্যগণের সর্ব্বকনিষ্ঠ বিষ্ণু সর্ব্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ। দিতির গর্ভে একমাত্র পুত্র জন্মে। তাহার নাম হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপুর পঞ্চ পুত্র ;—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাস্কল ; ইহাঁরা সকলেই সুবিখ্যাত ছিলেন। প্রহ্লাদের তিন পুত্র ;—বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ। বিরোচনের পুত্র বলি ; ইনি ভুবন-বিশ্রুত ছিলেন। বলির পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বাণ। ইনি বহুকালাবধি ভূতনাথ ভবানীপতির আরাধনা করিয়া মহাকাল নামে বিখ্যাত হন। প্রথম, রাজা, বিপ্রচিত্তি, মহাযশাঃ, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, বিশ্রুত, অসিলোমা, কেশী,দুর্জ্জয়, দানবন, অধঃশিরাঃ, অশ্বশিরাঃ, অশ্বশঙ্কু, বীর্য্যবান্, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান্, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা,জম্ভক, অশ্বগ্রীব,সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, মহাবল, একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র,নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য, চন্দ্রমাঃ এই চত্বারিংশৎ পুত্র দনুর গর্ভে জন্মে। একাক্ষ, অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপি, শত্রুতাপন, শঠ, গরিষ্ঠ, চ্যবনায়ু, দীর্ঘজিহ্ব, এই দশ দানবের পুত্র-পৌত্রাদি অসংখ্য। চন্দ্রার্কবিদ্বেষী রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা ও চন্দ্রমর্দ্দন, এই কয়েকটি পুত্র সিংহিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সিংহিকা ক্রূরস্বভাবা ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ ক্রোধপরবশ, ক্রূরকর্ম্মা ও অরিমর্দ্দন বলিয়া লোকে বিখ্যাত। দনায়ুর চারি পুত্র ;—বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত্র। বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা, শত্রু প্রভৃতি শমনসদৃশ প্রহর্ত্তা দানবেরা কালার পুত্র। ইহাঁরা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ও অরিমর্দ্দন ছিলেন। ঋষিপুত্র শুক্র অসুরগণের উপাধ্যায় ছিলেন। শুক্রের চার পুত্র ;—ত্বষ্টাধর, অত্রি এবং অপর দুই জন। ইহাঁরা চার জনেই সূর্য্যসম তেজস্বী ও ব্রহ্মলোক-পরায়ণ ছিলেন। ইহাঁরাই অসুরগণের যাজনক্রিয়া সমাধা করিতেন। হে রাজন্! পুরাণে যেরূপ শ্রুত আছে,তদনুসারে দেবাসুরগণের বংশ কীর্ত্তন করিলাম। কিন্তু যে যে দেবতা ও দানবের নামোল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদি অসংখ্য। অশেষরূপে তাঁহাদিগের নামনির্দ্দেশ করা অতিশয় দুঃসাধ্য। তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি,গরুড়, অরুণ, আরুণি ও বারুণি, ইহাঁরা বিনতার পুত্র। শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কূর্ম্ম ও কুলিক, ইহাঁরা কদ্রুর পুত্র। ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চাঃ, সত্যবাক্, অর্ক, পর্ণ, প্রযুত, ভীম, চিত্ররথ, শালিশিরাঃ, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ, এই ষোড়শ পুত্র মুনির গর্ভে জন্মেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ দেবতা, কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব। প্রধার গর্ভে অনবদ্যা মনু, বংশা, অসুরা, মার্গণপ্রিয়া, অনূপা, সুভগা ও ভাসী এই কয়েকটি কন্যা এবং সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হী, পূর্ণায়ুঃ, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানু ও সুচন্দ্র এই দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে কথিত আছে, মহাভাগা প্রধাদেবী দেবর্ষির ঔরসে পরম পবিত্র সুবিখ্যাত অপ্সরোবংশে সমুৎপন্ন হয়েন। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া এই কয়েকটি কন্যা এবং অতিবাহু, হাহা, হূহূ, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ও ব্রাহ্মণ, অমৃত, গো, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানাবিধ অপত্য কপিলা হইতে সমুৎপন্ন হয়। হে রাজন্! আমি তোমার নিকট গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, উরগ, সুপর্ণ, রুদ্র, মরুৎ এবং গোব্রাহ্মণ [illegible] জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। [illegible] হৃদয়ে এই শ্রবণানন্দদায়ক সর্ব্বপ্রাণিগণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করে ও অন্যকে শুনায়, তাহার আয়ুঃ, পুণ্য ও যশঃ বৃদ্ধি হয়। আর যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণ সন্নিধানে নিয়ম পূর্ব্বক ইহা পাঠ করে [illegible] ধন ও যশঃ এবং পরকালে সদ্গতি

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! পূর্ব্বে আপনাকে কহিয়াছি যে, মরীচি প্রভৃতি অতি বীর্য্যবান্ ছয় জন মহর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্র। মৃগব্যাধ, সর্প, নিঋতি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকী, দহন, কপালী, স্থাণু ও ভগ স্থাণুর এই একাদশ পুত্র; ইঁহাদিগকেই একাদশ রুদ্র কহে। অঙ্গিরার তিন পুত্র;—বৃহস্পতি, উতথ্য ও সংবর্ত্ত; ইঁহারা সর্ব্বলোকবিখ্যাত। হে নরনাথ! শ্রুত আছে, অত্রির অনেক পুত্র; তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ, সিদ্ধ ও শান্তগুণাবলম্বী মহর্ষি। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাক্ষস, বানর, কিন্নর ও যক্ষগণ ধীমান্ পুলস্ত্যের পুত্র। শলভ, সিংহ, কিম্পুরুষ, ব্যাঘ্র ও ঈহামৃগগণ পুলহ হইতে সমুৎপন্ন হয়। ক্রতুর পুত্রগণ স্বীয় পিতার সদৃশ প্রতাপশালী, সত্যসঙ্কল্প, ত্রিভুবনবিশ্রুত ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। হে প্রজানাথ! শান্তিগুণাবলম্বী, তপঃপরায়ণ, ভগবান্ দক্ষ ঋষি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ও তাঁহার পত্নী প্রজাপতির বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়েন। মহর্ষি দক্ষ ঐ ভার্য্যার গর্ভে পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করেন। মহর্ষির পুত্র জন্মে নাই, এই নিমিত্ত তিনি ঐ সকল সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাগণকে পুত্রিকা করিয়াছিলেন। হে রাজন্! মহর্ষি দক্ষ ঐ পঞ্চাশটি কন্যার মধ্যে ধর্ম্মকে দশটি, কশ্যপকে ত্রয়োদশটি ও চন্দ্রকে সাতাইশটি বেদ বিধানানুসারে সম্প্রদান করেন। ধর্ম্ম, চন্দ্র ও কশ্যপের ধর্ম্মপত্নীদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি এই দশটি ধর্ম্মের পত্নী। লোকবিশ্রুতা সময়বোধিকা নক্ষত্ররূপিণী অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটি চন্দ্রের ভার্য্যা। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার পুত্র মনু। মনুর পুত্র প্রজাপতি। ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই অষ্ট বসু প্রজাপতি হইতে সমুৎপন্ন হয়েন। ইঁহাদিগের মধ্যে ধর ও ব্রহ্মবিৎ ধ্রুব ধূম্রার গর্ভে জন্মেন; সোম মনস্বিনীর গর্ভে, অহঃ রতার গর্ভে, অনিল শ্বাসার গর্ভে, অনল শাণ্ডিল্যার গর্ভে, প্রত্যূষ ও প্রভাস প্রভাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ধরের দুই পুত্র;—দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ। সংহারকর্ত্তা ভগবান্ কাল ধ্রুবের পুত্র। সোমের পুত্র বর্চ্চাঃ, যদ্দ্বারা লোক বর্চ্চস্বী হয়। শিশির, প্রাণ ও রমণ ইঁহারা মনোহরার পুত্র। জ্যোতিঃ, শম, শান্ত ও মুনি ইঁহারা অহের ঔরসে জন্মেন। শরবনবাসী শ্রীমান্ কুমার অগ্নির পুত্র। শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই তিন জন কার্ত্তিকেয়ের অনুজ। কুমার কৃত্তিকা কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনিলের ভার্য্যা শিবা, তাঁহার গর্ভে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি নামে অনিলের দুই পুত্র জন্মে। দেবল ঋষি প্রত্যূষের পুত্র। দেবলের দুই পুত্র, তাঁহারা সাতিশয় ক্ষমাবান্ ও বিদ্বান্ ছিলেন। বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী যোগাসক্তা বরস্ত্রী সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। ইঁহার গর্ভে অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসে শিল্পপ্রজাপতি দেবসূত্রধর বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সর্ব্বশিল্পকরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবতাদিগের সমুদয় অলঙ্কার ও বিমানাদি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার শিল্পকার্য্য উপজীব্য করিয়া মনুষ্যেরা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং শিল্পোপজীবী লোকেরা সেই অক্ষয় বিশ্বকর্ম্মাকে পূজা করিয়া থাকে।

সর্ব্বলোক-সুখাবহ ভগবান্ ধর্ম্ম নরকলেবর ধারণ পুরঃসর ব্রহ্মার দক্ষিণস্তন ভেদ করিয়া বিনির্গত হয়েন। ধর্ম্মের তিন পুত্র;—শম, কাম ও হর্ষ। শমের পত্নী প্রাপ্তি, কামের স্ত্রী রতি ও হর্ষের ভার্য্যা নন্দা; ইঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া লোকযাত্রানির্ব্বাহ হইতেছে। ঘোটকী-রূপধারিণী ত্বাষ্ট্রী সবিতার স্ত্রী। ইনি অন্তরীক্ষে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। হে রাজন্! মরীচির পুত্র কশ্যপ হইতে সুরাসুরগণ জন্মেন। অতএব ভগবান্ কশ্যপ হইতেই সমস্ত লোকের উৎপত্তি হইয়াছে বলিতে হইবে।

অদিতির গর্ভে ইন্দ্রাদি দ্বাদশ পুত্র জন্মেন; সর্ব্বজগৎপালনকর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ। রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, বসু, ভার্গব ও বিশ্বদেব এই নবতি দেবতার নাম কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে ইহাঁদের বংশাবলী, পক্ষ ও গণ কীর্ত্তন করিতেছি। বিনতানন্দন গরুড় ও বলবান্ অরুণ এবং বৃহস্পতি ইহাঁরা

আদিত্যমধ্যে পরিগণিত। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গুহ্যকগণ, যাবতীয় ওষধি ও সমস্ত পশুগণ দেবতামধ্যে পরিগণিত। লোকে আনুপূর্ব্বিক ইহাঁদের নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ভগবান্ ভৃগু ব্রহ্মার হৃদয়দেশ ভেদ করিয়া বিনির্গত হয়েন। ভৃগুর পুত্র শুক্র, ইনি পরম প্রাজ্ঞ ও কবিশ্রেষ্ঠ। যিনি ত্রৈলোক্যের প্রাণযাত্রার্থে বর্ষাবর্ষ ও ভয়াবহ বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছেন, সেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন যোগাচার্য্য শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের গুরু। তিনি যোগক্ষেম-সম্পাদনার্থে বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে ভগবান্ ভৃগু চ্যবন নামে আর এক পুত্র উৎপাদন করেন। তিনি স্বীয় জননীর দুঃখ মোচনের নিমিত্ত ক্রোধভরে গর্ভ হইতে বহির্গত হয়েন। মনুর কন্যা আরুষী বিচক্ষণ চ্যবনের ভার্য্যা। আরুষীর উরুদেশ ভেদ করিয়া ঔর্ব্ব নামে এক পুত্র নির্গত হয়েন। ইনি বাল্যকালেই সাতিশয় তেজঃশালী, মহাবলপরাক্রান্ত ও নানা গুণযুক্ত হইয়াছিলেন। ঔর্ব্বের পুত্র ঋচীক। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। মহাত্মা জমদগ্নির চারি পুত্র। রাম তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও ক্ষত্রিয়কুলান্তক। ঔর্ব্বপুত্র ঋচীকের জমদগ্নি প্রভৃতি এক শত পুত্র। সেই শত পুত্রের সহস্র সহস্র পুত্রগণ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার ধাতা ও বিধাতা নামে অপর দুই পুত্র আছেন: পদ্মালয়া লক্ষ্মী তাঁহাদের ভগিনী। আকাশগামী তুরঙ্গমগণ লক্ষ্মীর মানস-পুত্র। বরুণের জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা শুক্রাদেবী, তাঁহার গর্ভে বল নামে পুত্র ও সুরানাম্নী কন্যা জন্মে। অন্নার্থী প্রজাগণের পরস্পর ভক্ষণ হইতে সর্ব্বভূতনাশকারী অধর্ম্মের জন্ম হয়। অধর্ম্মের ভার্য্যা নিঋতি; নিঋতির গর্ভে রাক্ষসগণের জন্ম হয়, এই নিমিত্ত উহারা নৈঋত নামে বিখ্যাত। অধর্ম্মের নিরন্তর পাপকারী তিন পুত্র;—ভয়, মহাভয় ও ভূতান্তক মৃত্যু। মৃত্যুর পুত্র-কলত্র কিছুই নাই। তাম্রা দেবী সর্ব্বলোক-বিশ্রুতা কাকী, শ্যেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী এই পাঁচটি কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে কাকীর গর্ভে কাক, শ্যেনীর গর্ভে শ্যেন, ভাসীর গর্ভে ভাস ও গৃধ্র, লোকবিখ্যাত ধৃতরাষ্ট্রীর গর্ভে হংস, কলহংস ও চক্রবাক্ এবং যশস্বিনী শুকীর গর্ভে শুক জন্মে। কল্যাণগুণযুক্তা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমনা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি ও সর্ব্বলক্ষণোপেতা সুরসা এই নয় কন্যা ক্রোধা হইতে জন্মে। হে নরোত্তম! মৃগ-সমুদয় মৃগীর পুত্র। ভল্লুক ও ক্ষুদ্রজাতীয় হরিণ মৃগমন্দার পুত্র। ভদ্রমনা হইতে মহাগজ দেবনাগ ঐরাবত সমুৎপন্ন হয়েন। বলশালী বানরগণ হরীর গর্ভে জন্মে; গোলাঙ্গুল নামে যে বানরবিশেষ, তাহারাও হরী হইতে সমুৎপন্ন। মহাসত্ত্ব সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপিগণ শার্দ্দূলীগর্ভসম্ভূত। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গীর গর্ভে ও শ্বেতাখ্য দিক্পতি দিগ্গজ শ্বেতা হইতে জন্মে। হে মহারাজ! সুশীলা, রোহিণী ও যশস্বিনী গন্ধর্ব্বী সুরভির কন্যা। বিমলা, অমলা এবং গোসমুদয় রোহিণী হইতে জন্মে। অশ্বগণ গন্ধর্ব্বীর পুত্র। অমলা হইতে পিঙ্গলা, সপ্তরক্ষ ও শুকীনাম্নী কন্যা সমুৎপন্ন হয়। সুরসা হইতে কঙ্ক পক্ষীর উৎপত্তি। অরুণের ভার্য্যা শ্যেনীর গর্ভে সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুই মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। হে ধীমন্! সমস্ত মহৎ প্রাণিগণের জন্মবৃত্তান্ত বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে লোক পাপপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করে ও চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে কহিলেন, হে ভগবন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, সর্প, বিহঙ্গম প্রভৃতি সমুদয় জীবগণ কি উদ্দেশে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহারা মনুষ্যলোকে জন্মিয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছেন, এই সমুদয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণে আমার সাতিশয় বাসনা হইতেছে, মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্যলোকে যে যে দেবগণ ও

দানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অগ্রে তাঁহাদের বিষয় কহিতেছি. শুন কুরুবর; বিপ্রচিত্তি নামে যে দানবেন্দ্র ছিলেন, তিনি নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হয়েন। হিরণ্যকশিপু নামে যে দিতির পুত্র, তিনি নরলোকে জন্মিয়া শিশুপাল নামে বিখ্যাত হয়েন। প্রহ্লাদের অনুজ ভ্রাতা সংহ্লাদ পৃথিবীতে জন্মিয়া শল্য নামে বাহ্লীক দেশের অধীশ্বর হয়েন; অনুহ্লাদ নামে প্রহ্লাদের অপর এক অনুজ নরলোকে জন্মিয়া মহারাজ ধৃষ্টকেতু নামে বিখ্যাত হয়েন; শিবি নামে দিতিপুত্র ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ দ্রুম নামে বিখ্যাত হয়েন। বাস্কলনামা অসুররাজ ভূতলে জন্মিয়া ভগদত্ত নামে বিখ্যাত হয়েন; অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, অয়ঃশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা ও বেগবান্ এই পাঁচ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাসুর কেকয়-দেশে জন্মিয়া অতি প্রধান প্রধান ভূপতি হয়েন। কেতুমান নামে মহাপ্রতাপবান্ অসুর ভূমণ্ডলে জন্মিয়া অমিতৌজাঃ নামে অতি নির্দ্দয় নরপতি হয়েন। স্বর্ভানু নামা সুবিখ্যাত দানব উগ্রসেন নামে অতি নৃশংস ভূপতি হয়েন। ভুবনবিখ্যাত অশ্ব নামে মহাসুর অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া অশোক নামে বিখ্যাত হয়েন। ইনি অসাধারণ বলশালী ছিলেন; কোন ব্যক্তি কখন ইঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। অশ্বপতি নামে অশ্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূমণ্ডলে হার্দ্দিক্য ভূপতি নামে বিখ্যাত হয়েন। বৃষপর্ব্বা নামে সুবিখ্যাত মহাসুর দীর্ঘপ্রজ্ঞ-নামা ভূপতি হয়েন। বৃষপর্ব্বার অনুজ অজক শাল্ব নামে সুবিখ্যাত মহীপাল হয়েন; যে বীর্য্যবান্ মহাসুর অশ্বগ্রীব নামে বিখ্যাত, তিনি অবনীমণ্ডলে রোচমান নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন; সূক্ষ্ম নামে অসুর ভূতলে বসুধাধিপ বৃহদ্রথ নামে বিখ্যাত হয়েন। দানবেন্দ্র তুহুণ্ড সেনাবিন্দু নামে মহীপতি হয়েন। ইষুপ নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর নগ্নজিৎ নামে প্রভূত-প্রতাপশালী নরপতি হয়েন। একচক্র নামা যে মহাসুর ছিলেন, তিনি ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিবিন্ধ্য নামে বিখ্যাত হয়েন। বিরূপাক্ষ নামে চিত্রযোধী দানবাগ্রণী ভূতলে জন্মিয়া চিত্রধর্ম্মা নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। শত্রুপক্ষক্ষয়কারী সুহরনামা দানব অবনীতলে সুবিখ্যাত বাহ্লীক নামে ভূপতি হয়েন। নিচন্দ্র নামে পরম সুন্দর দানব ভূতলে মহারাজ মুঞ্জকেশ নামে বিখ্যাত হয়েন। নিকুম্ভ নামে যে মহাবলপরাক্রান্ত দানব ছিলেন, তিনি নরলোকে ভূপতিশ্রেষ্ঠ দেবাধিপ নামে বিখ্যাত হয়েন। শরভ-নামা মহাদানব রাজর্ষি পৌরব নামে বিখ্যাত হয়েন। কুপথ নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর সুপার্শ্ব নামে সুবিখ্যাত ভূপতি হয়েন। ক্রথ নামে মহাসুর ধরা-তলে জন্মিয়া পার্ব্বতেয় নামে বিখ্যাত হয়েন। ইঁহার কলেবর সুমেরু-পর্ব্বতের সদৃশ ছিল। শলভ নামে মহাসুর বাহ্লীক দেশে প্রহ্লাদ নামে নরপতি হয়েন। চন্দ্রসদৃশ রূপবান্ চন্দ্রনামক অসুর মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কাম্বোজ-দেশাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা নামে সুবিখ্যাত ভূপতি হয়েন। অর্ক নামে যে সুবিখ্যাত দানবশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি মর্ত্তলোকে রাজর্ষি ঋষিক বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। মৃতপা নামে দানবেন্দ্র ভূতলে পাশ্চমানূপক নামে প্রথিত হয়েন। গবিষ্ঠ নামে ত্রিভুবন-বিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত মহাসুর নরলোকে দ্রুমসেন নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। ময়ূরনামা শ্রীমান্ মহাসুর ধরাতলে বিশ্ব নামে ভূপতি হয়েন। সুপর্ণ নামে তাঁহার সহোদর অবনীমণ্ডলে কালকীর্ত্তি নামে মহীপাল হয়েন। অসুরপ্রধান চন্দ্রহন্তা রাজর্ষি শুনক নামে বিখ্যাত হয়েন। যে দানব বিনাশন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনি ভূতলে জানকি নামে বিখ্যাত ভূপাল হয়েন। দীর্ঘজিহ্ব নামে দানবশ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে কাশীরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন। চন্দ্র-সূর্য্যমর্দ্দনকারী যে ক্রূরগ্রহ সিংহিকাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিান ক্রাথ নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। অনায়ুর চারি পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিক্ষর-নামক অসুর ভূমণ্ডলে বসুমিত্র নামে বসুধাধিপ হয়েন। দ্বিতীয় পাণ্ড্যরাষ্ট্রাধিপ নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। বলীন নামে সুবিখ্যাত অসুর ভূতলে পৌণ্ড্র মৎস্যক নামে ভূপতি হয়েন। মহাসুর বৃত্র রাজর্ষি মণিমান্ নামে প্রথিত হয়েন। মণিমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধ-হন্তা দণ্ড নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। ক্রোধ-

র্দ্ধন নামে যে অসুর ছিলেন, তিনি দণ্ডাধার নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। কালেয়দিগের ব্যাঘ্রতুল্য বিক্রমশালী যে আট পুত্র ভূমণ্ডলে জন্মেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মগধদেশে জয়ৎসেন নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন, তিনি অপরাজিত নামে নৃপাল হয়েন। মহাতেজাঃ মহাবল-পরাক্রান্ত মহামায়াবী তৃতীয় নিষাদ দেশের অধিপতি হয়েন। চতুর্থ শ্রেণিমান্ নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। পঞ্চম মহৌজাঃ নামে শত্রুকুলান্তক নৃপতি হয়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ষষ্ঠ মহাসুর অভীরু নামে সুবিখ্যাত রাজর্ষি হয়েন। সপ্তম সমস্ত অবনীমণ্ডলে সুবিখ্যাত সমুদ্রাসন নামে নরপতি হয়েন। কালেয়দিগের অষ্টম বৃহৎ নামে দানব ভূতলে সর্ব্বলোক-হিতৈষী পরম-ধার্ম্মিক ভূপতি হয়েন। কুক্ষি নামে মহাবল-পরাক্রান্ত মহাসুর ক্ষিতিতলে পার্ব্বতীয় নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। ইহাঁর কলেবর কাঞ্চন-পর্ব্বতের সমান ছিল। মহাবীর্য্যসম্পন্ন মহাসুর ক্রথন সূর্য্যাক্ষ নামে বিখ্যাত হয়েন। সূর্য্য নামে পরম-সুন্দর মহাসুর বাহ্লীকদেশে দরদ নামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূপতি হয়েন। হে রাজন্! গণ নামে যে ক্রুদ্ধস্বভাব দানবের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহা হইতে অনেকানেক মহাবলপরাক্রান্ত মহীপতি মহীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মদ্রক, কর্ণবেষ্ট, সিদ্ধার্থ, কীচক, সুবীর, সুবাহু, মহাবীর, বাহ্লীক, ক্রথ, বিচিত্র, সুরথ, নীল, চীরবাসাঃ, ভূমিপাল,দন্তবক্র,দুর্জ্জয়, রুক্মী, আষাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজা,একলব্য, সুমিত্র, বাটধান, গোমুখ, কারুষক,ক্ষেমমূর্ত্তি, শ্রুতায়ুঃ, উদ্বহ, বৃহৎসেন, ক্ষেম, অগ্রতীর্থ, কুহর, মতিমান্ ও ঈশ্বর এই সমস্ত মহাবীর্য্য, মহাযশাঃ ভূপতিগণ ক্ষিতিতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহাসুর কালনেমি উগ্রসেনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া কংস নামে বিখ্যাত হয়েন। দেবরাজতুল্য দেবক নামে দানব ধরাতলে গন্ধর্ব্বপতি নামক প্রধান ভূপতি হয়েন।

হে ভরতকুল-তিলক! পবিত্রকীর্ত্তি দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে ভরদ্বাজবংশাবতংস অযোনিজ দ্রোণাচার্য্য জন্মেন। এই মহাত্মা অসাধারণ ধনুর্দ্ধর, অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী, অতুল যশস্বী এবং বেদ ও ধনুর্ব্বেদে সুনিপুণ ছিলেন। মহাদেব,যম,কাম ও ক্রোধ।এই চারি জনের সমষ্টীভূত অংশ হইতে মহাবীর অশ্বত্থামার জন্ম হয়। অষ্টবসুগণ বশিষ্ঠের শাপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রের আদেশানুসারে শান্তনু রাজার ঔরসে গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভীষ্ম তাঁহাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ। ইনি কুরুকুলের অভয়প্রদ, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, সদ্বক্তা, শত্রুপক্ষক্ষয়কারী ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। অসাধারণ পুরুষকারসম্পন্ন যে ব্রহ্মর্ষি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃপ নামে বিখ্যাত হয়েন, তিনি একাদশ রুদ্রের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শত্রুকুলান্তক মহারথ শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্মেন। সত্য-প্রতিজ্ঞ, অরাতিকুলনাশক, বৃষ্ণিকুলতিলক সাত্যকি বায়ুদেবতাদিগের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা রাজর্ষি দ্রুপদ, ক্ষত্রিয়সত্তম নরনাথ কৃতবর্ম্মা ও পররাজ্য-প্রপীড়ক শত্রুনাশক ভূপতি বিরাট্ এই তিন ভূপতিও বায়ুর অংশে জন্মগ্রহণ করেন। অরিষ্টার পুত্র হংস কুরুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের রাজা হয়েন। দীর্ঘবাহু, মহাতেজাঃ, প্রজ্ঞাচক্ষু ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে জন্মেন। ইনি মাতৃদোষজন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কোপে জন্মান্ধ হয়েন। তৎকনিষ্ঠ পাণ্ডু মহাবল, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ধীমান্ বিদুর অত্রি মুনির পুত্র। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কলির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি পাপাশয়, ক্রূর ও কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ ছিলেন। যে কলি সমস্ত জগতের বিদ্বেষাস্পদ এবং যিনি জীবমাত্রের সংহারকর্ত্তা,তিনিই দুর্য্যোধনরূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এক দুর্য্যোধন হইতেই ভয়ঙ্কর বৈরাগ্নি উত্তেজিত হয়। পৌলস্ত্যেরা দুর্য্যোধনের ভ্রাতারূপে জন্মেন। দুঃশাসন, দুর্ম্মুখ,দুঃসহ প্রভৃতি দুর্য্যোধনের শত ভ্রাতা। ইহাঁরাও অতিশয় ক্রূরকর্ম্মা। এই শত পুত্র ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যা-গর্ভসম্ভূত অপর এক পুত্র জন্মেন। তাহার নাম যুযুৎসু।

জনমেজয় কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগের মধ্যে

কাহার কি কি নাম ও তাঁহারা কাহার পর কে জন্মেন, আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, দুর্ম্মুখ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, সুপ্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, অঙ্গদ, দুর্ম্মদ, দুষ্প্রহর্ষ, বিবিৎসু, বিকট, সম, ঊর্ণনাভ, পদ্মনাভ, নন্দ, উপনন্দ, সেনাপতি, সুসেন, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রবাহু, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্ব্বিরোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রচাপ, সুকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, ভীমপরাক্রম, উগ্রায়ুধ, ভীমশর, কনকায়ুঃ, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনূদর, জরাসন্ধ, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, সহস্রবাহুক, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, ক্ষেমমূর্ত্তি, সেনানী, অপরাজিত, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অনুযায়ী, কবচী, নিষঙ্গী, দণ্ডী, দণ্ডধার, ধনুগ্রহ, উগ্র, ভীমরথ, বীর, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদ, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢোরু, কনকাঙ্গদ, কুণ্ডজ ও চিত্রক, এই এক শত পুত্র ও দুঃশলানাম্নী কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে জন্মেন। এতদ্ভিন্ন বৈশ্যার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের যে পুত্র জন্মেন, তাঁহার নাম যুযুৎসু। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের আনুপূর্ব্বিক নাম কীর্ত্তন করিলাম, ইঁহারা সকলেই বেদবেত্তা, রাজনীতি-পারদর্শী ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ এবং সকলেই স্বস্বানুরূপ দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সৌবলের অনুমতিক্রমে যথাকালে সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের সহিত দুঃশলার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

হে নরনাথ! রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের অংশে জন্মগ্রহণ করেন; ভীমসেন বায়ুর অংশে, অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের অংশে এবং সর্ব্বভূতমনোহর অপ্রতিমরূপশালী নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে জন্মেন। সুবিখ্যাত সোমতনয় বর্চ্চাঃ অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বর্চ্চার পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভগবান্ সোম দেবগণকে কহিলেন, "হে দেবগণ, এই পুত্র আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর; অতএব ইহাকে দিতে আমি সম্মত নহি। তবে যদি তোমরা এই নিয়ম কর, তাহা হইলে প্রিয়পুত্রকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে পারি। অসুরবধ কেবল দেবগণের কার্য্য নহে, উহাতে আমাদিগেরও সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত অগত্যা ইহাকে দিতে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু এই বর্চ্চাঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকাল থাকিতে পারিবেন না। হে অমরগণ! ইন্দ্রের অংশে পাণ্ডুরাজার অর্জ্জুন নামে অতি প্রতাপশালী যে পুত্র জন্মিবেন, বর্চ্চাঃ তাঁহারই পুত্র হইয়া পৃথ্বীতলে জন্মগ্রহণ করিবেন ও প্রসিদ্ধ অতিরথ-গণনায় পরিগণিত হইয়া ষোড়শ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। হে দেবগণ! তোমরা অংশাবতার হইয়া যে সংগ্রামে অসুরনিপাত করিবে, ইঁহার ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার অনতিপূর্ব্বেই ঐ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; কিন্তু সেই যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন থাকিবেন না, কেবল তোমরা চক্রব্যূহ সংস্থাপন করিয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। আমার এই পুত্র সমস্ত শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমুখ করিবেন। ইনি দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দিনার্দ্ধভাগের মধ্যে সংগ্রামনিপুণ অতিরথ ও মহারথগণ এবং বিপক্ষপক্ষীয় চতুর্থাংশ সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিবেন। তৎপরে দিবাবসানসময়ে সংগ্রামে নিহত হইয়া পুনরায় আমার সমীপে আগমন করিবেন। অভিমন্যুরূপী মদীয় পুত্রের যে পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র প্রণষ্টপ্রায় ভারতবংশের পুনরুদ্ধার করিবে।" দেবগণ ভগবান্ সোমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। হে নরনাথ! তোমার পিতামহ এইরূপে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হে মহারাজ! মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির অংশে জন্মেন। রাক্ষসের অংশে পূর্ব্বস্ত্রীরূপী শিখণ্ডী উৎপন্ন হন। দ্রৌপদীর গর্ভে যে পঞ্চপুত্র জন্মেন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে বিশ্ব নামে দেবগণ ছিলেন। এই পঞ্চ

পুত্রের মধ্যে প্রতিবিন্ধ্য যুধিষ্ঠিরের ঔরসে, শ্রুতসোম ভীমের ঔরসে, শ্রুতকীর্ত্তি অর্জ্জুনের ঔরসে, শতানীক নকুলের ঔরসে ও শ্রুতসেন সহদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। যদুবংশাবতংস শূর-নামক রাজা বসুদেবের পিতা। তাঁহার পৃথা নাম্নী এক পরম-রূপবতী কন্যা ছিল। শূর স্বীয় পিতৃস্বস্রীয়পুত্র অনপত্য কুন্তীভোজের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'আমার প্রথম সন্তান তোমাকে প্রদান করিব।' তিনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে সেই সর্ব্বাগ্রজাতা কন্যাটি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পৃথা কুন্তীভোজের গৃহে শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। একদা জিতেন্দ্রিয় উগ্রতপস্বী মুনিপ্রবর দুর্ব্বাসা কুন্তীভোজের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করেন। অতিথিসৎকারনিপুণা পৃথা সাতিশয় যত্নসহকারে তাঁহার যথোচিত পরিচর্য্যা করিলেন। মুনিপ্রবর পৃথার শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "বৎসে! এই মন্ত্র দ্বারা তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তিনি তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া তোমার গর্ভে স্বানুরূপ পুত্র উৎপাদন করিবেন।" দুর্ব্বাসা বিদায় হইলে কুমারী পৃথা বালাসুলভ চপলতা প্রযুক্ত সেই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। ভগবান্ ভাস্কর সেই মন্ত্রপ্রভাবে পৃথা-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভাধান করিলেন। সেই গর্ভ হইতে সর্ব্বশাস্ত্রদক্ষ, বিচিত্রকুণ্ডলধারী, কবচী, সূর্য্যসমতেজস্বী এক পুত্র যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইল। কুন্তী কন্যাবস্থায় সন্তান হইয়াছে বলিয়া লোকাপবাদভয়ে সেই সদ্যঃ-প্রসূত পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করিলেন। যশস্বী রাধাভর্ত্তা সেই সুকুমার নব-কুমারকে জল হইতে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী রাধাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ঐ পুত্রের বসুষেণ নাম দিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। বসুষেণ কিয়দ্দিনমধ্যেই অত্যন্ত বলবান্, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ও বেদাঙ্গবেত্তা হইয়া উঠিলেন। এই সত্যপরাক্রম, ধীশক্তিসম্পন্ন বসুষেণ যখন জপ করিতে বসিতেন, তখন যে কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে যাহা প্রার্থনা করিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দিতেন। একদা ভগবান্ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক আপন পুত্রের নিমিত্ত তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ প্রার্থনা করিলেন। বসুষেণ তৎক্ষণাৎ স্বীয় শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার এই অসামান্য বদান্যতা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি দেব, দানব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি যাহার প্রতি এই শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া ইন্দ্র তিরোহিত হইলেন। তদবধি বসুষেণের নাম বৈকর্ত্তন ও কর্ণ হইল। যে মহাত্মা বসুষেণ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনিই কর্ণ নামে প্রথিত হইয়া সূতকুলে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। হে নরনাথ! এই কর্ণকে সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের প্রধান সচিব এবং সূর্য্যের অংশ বলিয়া জানিবেন।

হে রাজন্! প্রতাপশালী বাসুদেব দেবদেব নারায়ণের অংশ। মহাবল বলভদ্র শেষনাগের অংশ। মহৌজাঃ প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশ। এইরূপে বসুদেববংশে দেবগণের অংশে বহুতর নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে যে সমস্ত অপ্সরাগণের কথা কহিয়াছি, তাঁহাদের অংশে ইন্দ্রের আদেশানুসারে ষোড়শ সহস্র দেবীগণ ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের পরিগ্রহ হয়েন। রুক্মিণী নারায়ণের প্রীতিসাধনার্থ লক্ষ্মীদেবীর অংশে ভীষ্মক রাজার কুলে সমুৎপন্ন হয়েন। সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না দ্রৌপদী দ্রুপদ রাজার কুলে শচীর অংশে জন্মেন। এই কন্যা বেদীমধ্য হইতে বিনির্গত হয়েন। ইনি নাতিহ্রস্বা ও নাতিদীর্ঘা। ইহাঁর গাত্রে নীলোৎপল-গন্ধ, চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল, নিতম্ব অতি মনোহর ও বর্ণ বৈদূর্য্যমণির ন্যায় ছিল। ইনি পাঁচ প্রধান পুরুষের চিত্তপ্রমোদ জন্মাইয়াছিলেন। সিদ্ধি ও ধৃতির অংশে কুন্তী ও মাদ্রী জন্মেন। ইহাঁরা পঞ্চপাণ্ডবের মাতা। মতিনাম্নী কন্যা সুবলের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। হে নরনাথ! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও রাক্ষসদিগের অংশাবতার কীর্ত্তন

করিলাম। যে সমস্ত সংগ্রামলোলুপ মহাত্মা ভূপতিগণ বিশাল যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ঐ উপলক্ষে ধরাতলে জন্মেন, তাঁহাদিগেরও নাম কীর্ত্তন করিলাম। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অসূয়া-শূন্য-হৃদয়ে এই পরমোৎকৃষ্ট অংশাবতরণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তাঁহাদিগের আয়ুঃ, যশঃ, বংশবর্দ্ধন ও সর্ব্বত্র বিজয়লাভ হয়। ইহা শ্রবণ করিলে লোকে দেবাসুর প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশদায়ক অবস্থায়ও অবসন্ন হয় না।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

—ঃ*ঃ—

শকুন্তলোপাখ্যান।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও রাক্ষসগণের অংশাবতরণ সবিশেষ শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কুরুদিগের বংশ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি; মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই সকল ব্রহ্মর্ষিগণ-সন্নিধানে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! পূর্ব্বকালে পুরুবংশের আদিপুরুষ দুষ্মন্ত নামে এক মহাবল-পরাক্রান্ত মহীপাল ছিলেন। সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণাধিষ্ঠিত ও যবনাদি ম্লেচ্ছজাতি-সমাকীর্ণ সসাগরা ধরার প্রধান চারি খণ্ডে এবং নানাবিধ দ্বীপ ও উপদ্বীপে একাধিপত্য করিতেন। তাঁহার রাজ্যশাসন-সময়ে বর্ণসঙ্কর এবং পরদারনিরত বা অন্য কোন প্রকার পাপাসক্ত লোক ছিল না। সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, কি চৌর্য্যভয়, কি ক্ষুধাভয়, কি ব্যাধিভয়, তৎকালে কিছুই ছিল না, তৎকালীন সমস্ত লোকই সেই মহীপালকে আশ্রয় করিয়া অকুতোভয় ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল স্বধর্ম্মে ও দৈবকর্ম্মে তৎপর থাকিত। তাঁহার অধিকারকালে ঘনাবলী যথাকালে বারিবর্ষণ করিত, শস্যসকল অতি সুরস হইত এবং পৃথিবী নানাবিধ রত্নে ও পশুযূথে পরিপূর্ণ থাকিত। সেই অসাধারণ-বলবীর্য্যসম্পন্ন রাজার শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ছিল। তিনি স্বহস্তে মন্দর-পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া অনায়াসে বহন করিতে পারিতেন এবং চতুর্ব্বিধ গদা-যুদ্ধে ও সর্ব্বপ্রকার শস্ত্রযুদ্ধে অসাধারণ্য লাভ করিয়া-ছিলেন। সেই সর্ব্বলোক-সুবিখ্যাত প্রজারঞ্জক ভূপতি বলে বিষ্ণুতুল্য, তেজে ভাস্করতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগর-তুল্য ও সহিষ্ণুতায় ধরাতুল্য ছিলেন তিনি ন্যায়-পরতা ও ধর্ম্মপরতা দ্বারা সকল লোকের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেন

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তত্ত্ববিৎ! মহামতি ভরতের জন্ম ও চরিত, শকুন্তলার উৎপত্তি এবং মহাবীর রাজা দুষ্মন্ত কিরূপে শকুন্তলা লাভ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক শুনিতে বাসনা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা সেই মহাবাহু রাজা দুষ্মন্ত শত শত হস্ত্যশ্বপরিবৃত ও খড়্গ, শক্তি, গদা, মুষল, প্রাস, তোমর প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্রধারী সেনাগণে বেষ্টিত হইয়া মৃগয়ার্থ মহাবনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার যাত্রাকালে সেনাগণের সিংহনাদ, শঙ্খদুন্দুভি-ধ্বনি, রথচক্রনির্ঘোষ, করিবৃংহিত, অশ্বহ্রেষিত ও নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রের ভয়ঙ্কর নিঃস্বন দ্বারা ঘোরতর কোলাহলধ্বনি উপস্থিত হইল। নগরবাসিনী মহিলাগণ অট্টালিকার শিখরদেশে আরোহণ করিয়া সেই যশস্বী শত্রুহন্তা ইন্দ্রসদৃশ নরপতির সৈন্যশোভা-সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং প্রশংসা পূর্ব্বক তদীয় মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ সেই নারায়ণতুল্য পরাক্রমশালী দুষ্মন্তকে আশীর্ব্বাদ ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাজার আজ্ঞানুসারে ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা সুবর্ণপ্রভ রথোপরি আরোহণ করিয়া গহনবনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, সেই অরণ্য

বিল্ব, অর্ক, কপিত্থ, ধব, খদির প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ, পর্ব্বতভ্রষ্ট অনল্প পাষাণখণ্ডে ব্যাপ্ত এবং সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বহুবিধ হিংস্র-জন্তু দ্বারা সমাবৃত রহিয়াছে। ঐ বন বহু যোজন-বিস্তৃত, কিন্তু উহার মধ্যে কোন স্থানেই জল নাই এবং মনুষ্যের সমাগম নাই। মহারাজ দুষ্মন্ত সেনাগণ-সমভিব্যাহারে বিবিধ মৃগবধ দ্বারা সেই বনকে আলোড়িত করিলেন; দূরস্থ মৃগগণকে বাণ দ্বারা এবং সমীপস্থদিগকে খড়গ্ দ্বারা বিনাশ করিয়া ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন। সিংহ, শার্দ্দূল, বরাহ প্রভৃতি পশুগণ অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন সসৈন্য রাজার আক্রমণভয়ে আলোড়িত বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ভয়ানক চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা পলায়নবেগ জন্য ক্ষুৎপিপাসায় বিচেতনপ্রায় হইয়া কেহ নদীমধ্যে, কেহ ভূপৃষ্ঠে, কেহ বা তরুতলে পতিত হইতে লাগিল। সৈন্যগণ অগ্নি-প্রজ্বালন পূর্ব্বক ঐ সমস্ত হত পশুর মাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঐরাবততুল্য পরাক্রমশালী মত্ত গজযূথ সকল শস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শোণিত-মোক্ষণ ও শকৃন্মূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুণ্ডাগ্র সঙ্কোচ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে করিতে সহস্র সহস্র জীবের প্রাণ-বিয়োগ করিল। এইরূপে রাজা দুষ্মন্ত সেনাগণ-সমভিব্যাহারে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিবিধ পশু বধ করিয়া সেই বন এককালে পশুহীন করিলেন।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে রাজা দুষ্মন্ত সৈন্য-সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র মৃগের প্রাণবধ করিয়া অন্য এক বনে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগের অনুসরণক্রমে সেই বনের প্রান্তভাগে এক মহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সুশীতল সমীরণভরে সঞ্চালিত, আশ্রমসমাকীর্ণ অন্য এক পরম-রমণীয় মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ বন সুপুষ্পিত পাদপসমূহে সমাকীর্ণ, সুকোমল বালতৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত ও বৃক্ষগণের শাখাচ্ছায়া আবৃত। উহার কোন স্থানে ময়ূর, পুংস্কোকিল প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুমধুর-স্বরে কলরব করিতেছে; কোন স্থানে ঝিল্লীগণ নিনাদ করিতেছে; কোথাও বা ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতে করিতে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিতেছে। ঐ বনে কোন বৃক্ষই ফলপুষ্পহীন বা কণ্টকাবৃত ছিল না এবং যে পুষ্পে ভ্রমর নাই, এমন পুষ্প ছিল না। রাজা বিহগকুলনিনাদিত, বহুবিধ সুগন্ধি কুসুমে সুশোভিত, সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমাকীর্ণ, সুখচ্ছায়া-সমাবৃত, সেই মনোহর বনে প্রবেশ করিবামাত্র সুপুষ্পিত তরুগণ সমীরণবেগে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার মস্তকোপরি পুনঃ পুনঃ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল; বিচিত্র কুসুমযুক্ত অত্যুন্নত বৃক্ষশ্রেণীতে পক্ষিগণ সুমধুর-স্বরে গান করিতে লাগিল এবং পুষ্পভারাবনত তরুপল্লবে মধুলুব্ধ মধুকরগণ সুমধুর-স্বরে গুন্ গুন্ করিতে আরম্ভ করিল। রাজা কুসুমিতলতামণ্ডপে সমাকীর্ণ তত্রত্য পরম-রমণীয় প্রদেশ-সকল অবলোকন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং দেখিলেন, পুষ্পভারাবনত ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষসমূহের শাখাসকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজের শোভা সম্পাদন করিতেছে। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ, মত্ত বানরযূথ ও কিন্নরসমূহ তথায় নিরন্তর বাস করিতেছে এবং পুষ্প-রেণুবাহী, সুখস্পর্শ, সুশীতল, সুগন্ধ গন্ধবহ সর্ব্বদা বহিতেছে।

এইরূপে রাজা সেই পরম-রমণীয় নদীকচ্ছস্থ বনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তন্মধ্যে এক শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদ দেখিতে পাইলেন। আশ্রমটি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ ও তাহার মধ্যস্থলে আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে; বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ চারিদিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং পুষ্পসংস্তরণযুক্ত অগ্নিহোত্রকল শোভা পাইতেছে। ঐ আশ্রমের সমীপে হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি বহুবিধ জলচর পক্ষিগণে সংকীর্ণ, পুণ্যোদকা, সুখস্পর্শা, মালিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। তথায় সিংহ,

ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদগণও শান্তিগুণাবলম্বী। তদ্দর্শনে রাজা সাতিশয় আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত অমরলোক-সদৃশ সেই মনোহর আশ্রমের সমীপবর্ত্তিনী, সর্ব্বজীবজননীতুল্যা, পুণ্যতোয়া সেই মালিনী নদীর শোভা অবলোকন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহার পুলিনে চক্রবাক-সকল সতত ক্রীড়া করিতেছে; বানর-ভল্লূকাদি জন্তুগণ অবিরত বিচরণ করিতেছে; তপোধনগণ নিরন্তর বেদধ্বনি করিতেছেন এবং মত্ত হস্তিযূথ, শার্দ্দূলযূথ ও ভুজগেন্দ্রগণ অনবরত ক্রীড়া করিতেছে।

ঐ আশ্রম ভগবান্ কাশ্যপের পুণ্যাশ্রম। মালিনী নদী এবং মহর্ষিগণসেবিত সেই পরম-রমণীয় আশ্রম দর্শনে রাজা দুষ্মন্ত অত্যন্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে বাসনা করিলেন। রাজা মালিনী নদী দ্বারা বেষ্টিত, বৈকুণ্ঠধামবৎ সুশোভিত, মত্তময়ূরনাদে নিনাদিত সেই চৈত্ররথ-সদৃশ মহারণ্যের সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া অশেষগুণালঙ্কৃত কশ্যপাত্মজ মহর্ষি কণ্বকে দর্শন করিবার অভিলাষে সেই স্থানে চতুরঙ্গিণী সেনা সংস্থাপন করিলেন এবং কহিলেন, "আমি ভগবান্ কণ্ব তপোধনকে দর্শন করিতে চলিলাম; যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করিব, তোমরা এই স্থানেই অবস্থান কর।" তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া সমস্ত রাজচিহ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল অমাত্য ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শনে রাজা ক্ষুৎপিপাসা বিস্মৃত ও সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। আরও দেখিলেন, কোন স্থানে কুসুমিত তরুকলাপে অলিগণ ঝঙ্কার করিতেছে; কোন স্থানে বিহগকুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলরব করিতেছে; কোন স্থানে ঋগ্বেদী বিপ্রগণ যজ্ঞকার্য্যে উদাত্তাদিস্বরে বেদধ্বনি করিতেছেন; কোন স্থানে চতুর্ব্বেদবেত্তা নিয়তব্রত মহর্ষিগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন; স্থানান্তরে যতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, অথর্ব্ববেদবেত্তা ও সামগাতা সকল পদক্রমাদি-সহিত সংহিতা উচ্চারণ করিতেছেন। কোথাও বা শব্দসংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ বেদগান দ্বারা সেই ব্রহ্মলোক-সদৃশ আশ্রমকে নিনাদিত করিতেছেন; কোন স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠানক্রম, পুরাণ, ন্যায়, তত্ত্ব, আত্মবিবেক, শব্দশাস্ত্র, ছন্দঃ, নিরুক্ত ও বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী, বিশেষ কার্য্যজ্ঞ, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ, ঊহাপোহসিদ্ধান্ত-কুশল, দ্রব্য-কর্ম্মের গুণজ্ঞ, কার্য্য-কারণবেত্তা, পক্ষী ও বানর প্রভৃতি জীবগণের বাক্যার্থ-বোদ্ধা মহাত্মগণ নানাশাস্ত্রের বিচার করিতেছেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকেরা নিজ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন। শত্রুহন্তা রাজা দুষ্মন্ত জপহোম-পরায়ণ সেই সকল একনিষ্ঠ বিপ্রগণকে সন্দর্শন করিতে করিতে আশ্রমসমীপে উত্তীর্ণ হইলেন। মুনিগণ অতি প্রযত্ন পূর্ব্বক রাজাকে যে সকল বিচিত্র আসন প্রদান করিলেন, তদ্দর্শনে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজর্ষি, মহর্ষি কণ্বের সুরক্ষিত ও বিবিধ গুণযুত সেই আশ্রমপদ যতই অবলোকন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দর্শনোৎসুক্য বাড়িতে লাগিল

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা মন্ত্রী ও পুরোহিতকে আশ্রমের বাহিরে রাখিয়া একাকী তন্মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য রহিয়াছে, মহর্ষি কণ্ব তথায় নাই। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কুটীরের অভ্যন্তরে কে আছ, বহির্গত হও।" তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণমাত্র তাপসীবেশধারিণী লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি রাজাকে সমাগত দেখিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য, আসন দ্বারা তাঁহার যথোচিত আতিথ্যবিধান পূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! এ স্থানে কি উদ্দেশে আপনার আগমন হইয়াছে? আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে?" রাজা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরা মধুরভাষিণী কন্যার বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, "ভদ্রে! আমি মহর্ষি কণ্বের উপাসনা করিতে

এস্থানে আসিয়াছি। মহর্ষি কোথায়?" কন্যা কহিলেন, "পিতা ফল আহরণার্থ বনান্তরে গমন করিয়াছেন,তিনি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন; আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।"

রাজা ঋষিকে আশ্রমে অনুপস্থিত দেখিয়া এবং সেই মধুরহাসিনী,রূপযৌবনবতী, লোকললামভূতা ললনার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধপ্রায় জিজ্ঞাসিলেন, "সুন্দরি! তুমি কে? কাহার রমণী? কি নিমিত্তই বা এই মহারণ্যে আসিয়াছ? আর তুমি কি প্রকারেই বা এরূপ রূপবতী হইয়াছ? তুমি দর্শনমাত্রই আমার মন হরণ করিয়াছ।" রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যা মধুরস্বরে কহিলেন,"মহারাজ! আমি ধৃতিমান্ ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা কণ্ব তপোধনের কন্যা, আমার নাম শকুন্তলা।" রাজা কহিলেন, "হে বরবর্ণিনি! সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ কণ্ব ঊর্দ্ধরেতাঃ। ধর্ম্মও কদাচিৎ বিচলিত হইতে পারেন, কিন্তু ঊর্দ্ধরেতাঃ তপস্বীরা কখনই বিচলিত হয়েন না: তবে তুমি কিরূপে তাঁহার দুহিতা হইলে? আমার এ বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। তুমি অনুগ্রহ করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিয়া দেও।" শকুন্তলা কহিলেন, "মহারাজ! একদা এক ঋষি পিতাকে আমার জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে পিতা তাঁহার সমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। আমি সেই সময়ে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী ছিলাম, সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহর্ষি কহিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ঘোরতর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে ত্রিলোক তাপিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র, তপোবীর্য্যসম্পন্ন বিশ্বামিত্র এই কঠোর তপস্যা দ্বারা পাছে আমার ইন্দ্রত্বপদ গ্রহণ করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া অপ্সরা মেনকাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'মেনকে! অপ্সরাদিগের মধ্যে তুমিই সর্ব্বপ্রধান, অতএব তুমি আমার কিঞ্চিৎ উপকার কর। সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার তপোনুষ্ঠান দর্শনে আমার হৃৎকম্প হইতেছে। অতএব তোমাকে আমি এই ভার অর্পণ করিতেছি, যাহাতে সেই দুর্দ্ধর্ষ বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা আমাকে পদচ্যুত করিতে না পারেন, এমন কোন উপায় উদ্ভাবন কর। হে বরারোহে! রূপ, যৌবন, মধুর বাক্য, অঙ্গভঙ্গী, কটাক্ষ, হাব, ভাব, হাস্য প্রভৃতি প্রলোভন দ্বারা তোমাকে ঐ মহর্ষির তপোবিঘ্ন করিতে হইবে।'

মেনকা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে দেবরাজ! আপনি ত জানেন, ভগবান্ বিশ্বামিত্র অতিশয় তেজস্বী, তপস্বী ও ক্রুদ্ধস্বভাব। দেখুন, আপনি ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়াও যাঁহার তপস্যা, তেজঃ ও কোপে ভীত হইতেছেন, আমি অবলা জাতি, কি প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট-সাধন করিতে সাহস করিব? যে মহর্ষি মহাভাগ বশিষ্ঠের প্রাণসম শত পুত্রের প্রাণসংহার করিয়াছেন, যিনি ক্ষাত্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, যিনি অভিষেক-ক্রিয়া-সম্পাদনার্থে পরম-পবিত্র অগাধ-সলিলা এক মহানদীকে স্বীয় আশ্রমসমীপে আনয়ন করিয়াছেন, যাঁহার মহিমায় ঐ নদী অদ্যাপি কৌশিকী নামে বিখ্যাত আছে, যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অন্য এক নক্ষত্রলোক ও নক্ষত্র-সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি গুরুশাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কুকে অভয়দান করিয়াছেন, হে বিভো! যিনি এই সমস্ত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন, আমি কোন্ সাহসে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে যাইব? আপনি যদি আমাকে এরূপ বর প্রদান করেন যে, তিনি ক্রোধাগ্নি দ্বারা আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না, তবে আমি যাইতে সাহস করিতে পারি। হে সুরেশ্বর! যিনি তেজোদ্বারা ত্রিলোকী দগ্ধ করিতে পারেন, যিনি পদাঘাতে মেদিনী প্রকম্পিত করিতে পারেন, যিনি সুমেরু উৎক্ষেপণ ও দশদিক্ আবর্ত্তন করিতে পারেন, আমি কিরূপে সেই তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন, প্রজ্বলিত হুতাশনাকার তপোধনকে স্পর্শ করিব? যাঁহার মুখ সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত হুতাশন, যাঁহার অক্ষিতারা মূর্ত্তিমান্ চন্দ্র ও সূর্য্য, যাঁহার জিহ্বা স্বয়ং কৃতান্ত, মাদৃশ লোক কিরূপে সেই মহাত্মাকে স্পর্শ করিবে? যম, সোম, মহর্ষিগণ, সিদ্ধ, সাধ্য, বিশ্বদেব ও বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ যাঁহাকে ভয় করেন, আমি অবলা হইয়া কিরূপে তাঁহার সমীপে গিয়া

ক্রীড়া ও অঙ্গভঙ্গ্যাদ করিব ? হে দেবরাজ ! আপনি আজ্ঞা করিতেছেন, অতএব আমাকে অবশ্যই সেই ঋষির নিকটে যাইতে হইবে, কিন্তু আপনি এমত কোন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যাহাতে আমি তৎসমীপে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিতে পারি এবং তাঁহা হইতে পরিত্রাণ পাই। হে দেবরাজ ! আমি যে সময়ে সেই উগ্রতপাঃ মুনির সমীপে গিয়া ক্রীড়াকৌতুক করিব, তৎকালে বায়ু যেন আমার বসন উড্ডীন করেন, ভগবান্ মন্মথ যেন আমার সহায়তা করেন এবং বন হইতে যেন সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দভাবে বহিতে থাকে।' ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া মেনকাবাক্য স্বীকার করিলেন। মেনকাও তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যাত্রা করিলেন।"

—

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

"অনন্তর পিতা সেই ঋষিকে কহিলেন, ইন্দ্র মেনকার প্রার্থনানুসারে বায়ুকে আদেশ করাতে বায়ু মেনকার সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিলেন। বরবর্ণিনী মেনকা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, মহর্ষি তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংস করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই, ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। পরে সে সভয়-অন্তঃকরণে ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু অবসর বুঝিয়া তাহার পরিধেয়-বস্ত্র হরণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। মেনকা সাতিশয় লজ্জিত হইয়া বসন আনয়নার্থে দ্রুতপদে গমন করিতেছে, এমন সময়ে অগ্নিসম-তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাহাকে তদবস্থাপন্না দেখিলেন এবং তাহার রূপলাবণ্য দর্শনে কন্দর্পশরে জর্জ্জরিতহৃদয় হইয়া নিকটে আহ্বান করিলেন। মেনকার তাহাই অভিসন্ধি ছিল, সুতরাং সে তাহাতে সম্মতা হইয়া মুনিসন্নিধানে গমন করিল। মহর্ষি তাহাকে পাইয়া তপ, জপ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক দিনযামিনী কেবল সেই কামিনীর সহিত ক্রীড়া করত পরম-সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে মেনকা মুনির সহযোগে গর্ভবতী হইল। অনন্তর মেনকা যথাকালে হিমালয়ের প্রস্থে এক কন্যা প্রসব করিল এবং সেই সদ্যোজাতা কন্যাকে মালিনী নদীর তীরে নিক্ষেপ করিয়া দেবরাজসভায় প্রস্থান করিল। পক্ষিগণ হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ নির্জ্জন বনে সেই সদ্যোজাত অসহায় কন্যাকে পতিত দেখিয়া সদয়-হৃদয়ে তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। হে তপোধন ! আমি সেই সময়ে মালিনীতে স্নান করিতে গমন করিয়াছিলাম, সেই সদ্যোজাত কন্যাকে নির্জ্জন কাননে পক্ষিগণমধ্যে অধিশয়ানা দেখিয়া আমার হৃদয়ে কারুণ্যরসের উদয় হইল। পরে তথা হইতে আশ্রমে আনয়ন করিয়া স্বীয় কন্যার ন্যায় লালন-পালন করিতে লাগিলাম। কন্যাটি শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষিকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম শকুন্তলা রাখিলাম। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, শরীরদাতার ন্যায় প্রাণদাতা ও অন্নদাতাকেও পিতা বলা যায়, এই নিমিত্ত শকুন্তলা আমার কন্যা হইয়াছেন। অগর্হিতা শকুন্তলাও আমাকে যথার্থ পিতা বলিয়া জানেন।"

শকুন্তলা রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "হে নরনাথ ! মহর্ষি কণ্ব সেই মুনিকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আমার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ কহিয়াছিলেন, অতএব আপনিও আমাকে এইরূপে কণ্বের দুহিতা জানুন। আমি স্বীয় পিতাকে জানি না, ভগবান্ কণ্বকেই পিতা বলিয়া জানি। হে রাজন্ ! আমি পূর্ব্বে পিতার মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা অবিকল বর্ণন করিলাম।"

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

দুষ্মন্ত কহিলেন, "হে কল্যাণি ! তোমার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম, তুমি রাজপুত্রী ; অতএব তুমি আমার ভার্য্যা হইতে পার। এক্ষণে বল, তোমার কি

প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব ? হে সুন্দরি ! আমি তোমার নিমিত্ত স্বর্ণমালা, বস্ত্র, সুবর্ণকুণ্ডল ও নানাদেশোদ্ভব বিচিত্র মণিরত্নাদি আহরণ করিব এবং অদ্যাবধি আমার এই সাম্রাজ্য তোমার হস্তগত হইবে ; তুমি আমাকে গান্ধর্ব্ববিধানানুসারে বিবাহ কর। গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সকল বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” শকুন্তলা কহিলেন, “রাজন্! আমার পিতা ফল আহরণ করিতে গিয়াছেন। আপনি ক্ষণকাল বিলম্ব করুন। তিনি আসিয়া আমাকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিবেন।” দুষ্মন্ত কহিলেন, “সুন্দরি ! তোমার রূপলাবণ্য দেখিয়া আমি নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছি ; আমার মন অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমারই লাবণ্য-সলিলে মগ্ন হইয়াছে ; আর তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার আপন শরীরের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ হিতৈষিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আছে ; অতএব তুমি স্বয়ংই আমার হস্তে আত্মসমর্পণ কর। ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টবিধ বিবাহ নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু এই সর্ব্ববিধ বিবাহের যথাসম্ভব ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চারিপ্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্মাদি গান্ধর্ব্বান্ত ষট্প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত। রাজাদিগের উক্ত ষট্প্রকার বিবাহে এবং রাক্ষস বিবাহেও অধিকার আছে। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে কেবল আসুর বিবাহই বিহিত। অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। দেখ, যদি গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্মসংযুক্ত হইল, তবে আর শঙ্কার বিষয় কি ? এক্ষণে গান্ধর্ব্ব-বিধানেই হউক বা রাক্ষস-বিধানেই হউক কিংবা গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস উভয়ের বিমিশ্র বিধানেই হউক, আমাকে বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ পরিপূর্ণ কর।”

শকুন্তলা কহিলেন, “হে পৌরবশ্রেষ্ঠ ! আপনি যাহা কহিলেন, ইহা যদি শাস্ত্রসম্মত হয় এবং আমার যদি আত্মসমর্পণে প্রভুতা থাকে, তবে আমি যাহা প্রার্থনা করিতেছি, এই বিষয়ে আপনাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। আপনার ঔরসে আমার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে আপনি বিদ্যমানে যুবরাজ ও অবিদ্যমানে অধিরাজ হইবে, যদ্যপি আপনি এই বিষয়ে প্রতিশ্রুত হন, তবে আমি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারি।”

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার সেই বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিন্মাত্রও বিবেচনা না করিয়া ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কহিলেন, “হে নিতম্বিনি ! আমি যথার্থই কহিতেছি, তোমাকে স্বীয় নগরে লইয়া যাইব।” এই বলিয়া গান্ধর্ব্ববিধানে সেই মরালগামিনী শকুন্তলার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিলেন। রাজাধিরাজ দুষ্মন্ত এইরূপে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া এবং “তোমাকে অচিরাৎ লইয়া যাইবার নিমিত্ত চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করিব,” এই কথা বারংবার কহিয়া তাঁহার বিশ্বাসোৎপাদন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাজা গমনমার্গে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাতপাঃ ভগবান্ কণ্ব এই ব্যাপার জানিতে পারিলে না জানি, ক্রোধভরে আমার কি সর্ব্বনাশ করিবেন। তিনি এইরূপ নানাপ্রকার কল্পনা করিতে করিতে আপন নগরে প্রবেশ করিলেন। এ দিকে ক্ষণমাত্র পরে মহর্ষি কণ্ব স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। শকুন্তলা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে পারিলেন না। তখন মহর্ষি দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কহিলেন, “বৎসে ! তুমি আমার অনুপস্থিতি-সময়ে যে পুরুষসংসর্গ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই। ক্ষত্রিয়দিগের গান্ধর্ব্ব-বিবাহই প্রশস্ত। সকামা স্ত্রীর সহিত সকাম পুরুষের নির্জ্জনে যে বিবাহ হয়, তাহাকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে। হে বৎসে ! রাজা দুষ্মন্ত অতি মহাত্মা ও ধর্ম্মাত্মা। তুমি সেই মহাত্মাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ। তোমার গর্ভে এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্র সসাগরা ধরার একাধিপতি হইয়া অপ্রতিহতরূপে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিবে।” মুনিবর এইরূপে শকুন্তলার লজ্জাপনোদনপূর্ব্বক স্কন্ধ হইতে ফলভার নামাইয়া পাদ-প্রক্ষালন করিলেন এবং বিশ্রামার্থ সুখাসনে উপবেশন করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন, “তাত ! আমি মহারাজ দুষ্মন্তকে বরণ করিয়াছি। আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন।” কণ্ব

কহিলেন, "বৎসে! আমি তোমার নিমিত্ত রাজার প্রতি প্রসন্নই আছি। এক্ষণে তুমি স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" শকুন্তলা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দুষ্মন্তের হিতাকাঙ্ক্ষায় কহিলেন, "হে পিতঃ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, পুরুবংশীয়েরা যেন কখন রাজ্যচ্যুত বা অধর্ম্ম পরায়ণ না হন।" মহর্ষি কণ্ব 'তথাস্তু' বলিয়া বর প্রদান করিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর বরবর্ণিনী শকুন্তলা যথাকালে মহাবল পরাক্রান্ত দীপ্তাগ্নি-সমতেজস্বী অলৌকিক-রূপগুণসম্পন্ন এক সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমারের বয়ঃক্রম তিন বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাত্মা কণ্ব বেদবিধানানুসারে তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পাদন করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত শকুন্তলাপুত্র মুনির আশ্রমে দিন দিন দেবকুমারের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। পরে ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, হস্তী প্রভৃতি বন্য শ্বাপদগণকে আশ্রম-সমীপস্থ বৃক্ষে বন্ধন করিয়া দমন করিতেন। তদ্দর্শনে কণ্বাশ্রমনিবাসী তাপসগণ তাঁহাকে সর্ব্বদমন বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি তাঁহার এক নাম সর্ব্বদমন হইল। মহর্ষি কণ্ব বালকের অসাধারণ বল ও অলৌকিক কর্ম্ম দর্শনে শকুন্তলাকে কহিলেন, "বৎসে তোমার পুত্রের যৌবরাজ্য-প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর তোমার এ স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে।" পরে মুনিবর স্বীয় শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন, "তোমরা পুত্রবতী শকুন্তলাকে ভর্ত্তৃভবনে লইয়া যাও; যেহেতু, নারীগণের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা অবিধেয় এবং তাহাতে কীর্ত্তি, চরিত্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।" শিষ্যগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঋষিবাক্য স্বীকার পূর্ব্বক সপুত্রা শকুন্তলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন। শকুন্তলা দেবকুমারতুল্য আপন কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রমে ক্রমে দুষ্মন্তের ভবনে উপস্থিত হইলেন। কণ্বশিষ্যগণ রাজসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদবিধান পূর্ব্বক সপুত্র শকুন্তলাকে অর্পণ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা আশ্রমে প্রস্থান করিলে শকুন্তলা কৃতাঞ্জলিপুটে রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! এই পুত্র আপনার ঔরসে আমার গর্ভে জন্মিয়াছে; আপনি কণ্ব মুনির আশ্রমে আমাকে বিবাহ করেন। পরিণয়কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মদ্গর্ভজাত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। এক্ষণে এই পুত্রের যৌবরাজ্য প্রাপ্তির সময় উপস্থিত, অতএব আপনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক ইহাকে যুবরাজ করুন।"

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার বাক্য শ্রবণানন্তর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাপসি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। তোমার সহিত যে কখন সন্দর্শন হইয়াছিল, তাহাও স্মরণ হয় না। কিংবা তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে, ইহাও বোধ হইতেছে না; অতএব হে দুষ্ট তাপসি! তুমি এই স্থানেই থাক বা স্থানান্তরে যাও,যাহা ইচ্ছা হয় কর।" শকুন্তলা পতির মুখে এই অশনিপাত-সদৃশ বিষময় বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ লজ্জিত ও দুঃখে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ হইলে ক্রোধভরে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি এক একবার বক্রনয়নে রাজার প্রতি এরূপ কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন, বোধ হয় যেন, নয়নবিনির্গত ক্রোধাগ্নির দ্বারা রাজাকে একবারেই দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পরে ক্রোধসংবরণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও তাঁহার সে ভাব অপ্রকাশিত রহিল না। ক্ষণকাল এই অবস্থায় অবস্থান করিয়া রোষকষায়িত-নয়নে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন ইতর লোকের ন্যায় অসঙ্কুচিতচিত্তে কহিতেছ 'আমি কিছুই জানি না।' আমি যাহা কহিলাম, তাহা সত্য,কি মিথ্যা ,তদ্বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণই সাক্ষী। তুমি স্বয়ংই সত্য মিথ্যা ব্যক্ত কর; আত্মাকে অবজ্ঞা করিও না। যে ব্যক্তি মনে একপ্রকার জানিয়া মুখে অন্যপ্রকার বলে, সেই আত্মাপহারী চৌরের কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করা হয়? তুমি মনে করিতেছ,

একাকী এই কর্ম্ম করিয়াছি, অন্য কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু তুমি কি জান না যে, মহর্ষি কণ্ব অন্তর্যামী? তিনি স্বীয় যোগবলে পাপ পুণ্য সমুদয় জানিতে পারেন। তুমি তাঁহার কাছে গোপন করিতে পারিবে না। লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া মনে করে, আমার দুষ্কর্ম্ম কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু দেবগণ ও অন্তর্যামী পুরুষেরা সকলই জানিতে পারেন। আর সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ, পৃথিবী, জল, মন, যম, দিবা, রাত্রি, প্রাতঃকাল, সায়ংকাল এবং ধর্ম্ম, ইঁহারা মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন। পাপ পুণ্যের সাক্ষী-স্বরূপ হৃদয়স্থিত আত্মা সন্তুষ্ট থাকিলে বৈবস্বত যম স্বয়ং মনুষ্যের পাপ নাশ করেন। আর যে দুরাত্মার আত্মা সন্তুষ্ট নহে, যম সেই দুরাচারের পাপবৃদ্ধি করেন। যে পাপাত্মা আত্মাকে অপমান করিয়া সত্য বিষয় মিথ্যারূপে প্রতিপাদন করে, দেবতারা তাহার মঙ্গলবিধান করেন না। আমি পতিব্রতা। আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আমাকে অপমান করিও না। আমি তোমার সমাদরণীয়া ভার্য্যা। তুমি কি নিমিত্ত এই সভামধ্যে আমাকে সামান্যার ন্যায় উপেক্ষা করিতেছ? আমি কি অরণ্যে রোদন করিতেছি? হে দুষ্মন্ত! তুমি যদি আমার কথায় অবজ্ঞাপ্রদর্শন পূর্ব্বক উত্তর প্রদান না কর, তাহা হইলে অদ্য তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। পৌরাণিকেরা কহেন, 'পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশিয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্তই জায়ার জায়াত্ব হইয়াছে।' পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ পিতামহদিগকে উদ্ধার করে এবং পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে, এই বলিয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা উহাকে পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৃহকর্ম্মদক্ষা পুত্রবতী পতিপরায়ণা ভার্য্যাই যথার্থ ভার্য্যা। ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, পরম বন্ধু এবং ত্রিবর্গলাভের মূল কারণ। ভার্য্যাবান্ লোকেরাই ক্রিয়াশালী হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সর্ব্বদা সুখী হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সৌভাগ্যসম্পন্ন হয়েন। প্রিয়ংবদা ভার্য্যা অসহায়ের সহায়স্বরূপ, ধর্ম্মকার্য্যে পিতাস্বরূপ, আর্ত্ত ব্যক্তির জননীস্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রামস্থানস্বরূপ। ভার্য্যাবান্ ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাজন। মরণানন্তর আর কিছুই অনুগামী হয় না, কেবল পতিব্রতা পত্নীই সহগামিনী হইয়া থাকে। পতিব্রতা ভার্য্যা যদি পূর্ব্বে পরলোকপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে তথায় গিয়া পতির অপেক্ষা করে, আর যদি পূর্ব্বে পতির পরলোক হয়, তবে তাঁহার সহমৃতা হয়। হে মহারাজ! যেহেতু, পতি ভার্য্যাকে ইহলোক ও পরলোকে সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্তই লোকে পাণিগ্রহণ অভিলাষ করেন। পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্রনামধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পুত্রপ্রসবিনী ভার্য্যাকে সাক্ষাৎ মাতা বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। যেমন আদর্শতলে মুখ-প্রতিবিম্ব, পুত্রও তদ্রূপ পিতার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। এই নিমিত্তই লোকে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্গভোগের সুখানুভব করে। মনুষ্য শারীরিক বা মানসিক পীড়ার দ্বারা যতই কেন কাতর হউক না, প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অবলোকন করিলে সুশীতল জলে প্রগাঢ় আতপতাপিত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করে। ভার্য্যা কর্ত্তৃক সাতিশয় ভৎসিত হইলেও তাহার অপ্রিয় কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে; কারণ, রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম এই তিন সুখসাধনই ভার্য্যার আয়ত্ত। স্ত্রীলোক আত্মার পবিত্র জন্মক্ষেত্র এবং স্ত্রীলোক ব্যতীত পুত্রোৎপাদন হয় না। পুত্র পিতৃপদে প্রণাম করিয়া ধূলিধূসরিতকলেবর হয় এবং পিতাকে আলিঙ্গন করে; এই অসার সংসারে ইহা অপেক্ষা সুখ আর কি আছে? অতএব হে মহারাজ! স্বয়ং আগত এই প্রাণসম পুত্রকে কেন অবমানিত করিতেছ? দেখ, ক্ষুদ্র জীব পিপীলিকারাও স্বীয় অণ্ডসমুদয় সাতিশয় যত্নসহকারে রক্ষা করে, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত আপন পুত্রকে পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছ? শিশু পুত্রের আলিঙ্গনে লোক যাদৃশ সুখানুভব করে, বসন, স্ত্রীগাত্র বা সুশীতল জল স্পর্শ করিয়া কি তাদৃশ সুখাস্বাদন করিতে পারে? যেমন দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, গুরুজনের মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্পর্শবান্ পদার্থের মধ্যে পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব এই প্রিয়দর্শন পুত্র তোমাকে আলি-

ঙ্গন করিয়া তোমার স্পর্শসুখ উৎপাদন করুক। হে আরকুলকালান্তক! তিন বৎসর বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ হইলে মহর্ষি কণ্ব ইহার ক্ষত্রিয়োচিত সমুদয় সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন, অতএব এই পুত্র সর্ব্বাংশে তোমার মনস্তাপ নাশ করিবে। হে পুরুবংশাবতংস! যখন এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হয় সেই সময়ে আমার প্রতি দৈববাণী হইয়াছিল, 'এই কুমার যথাকালে শতসংখ্যক অশ্বমেধযজ্ঞ করিবে।' আরও দেখ, পিতা বহুদিনের পর স্থানান্তর হইতে আগমন করিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার মস্তক আঘ্রাণ ও বদন চুম্বন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। কুমারের জাতকর্ম্মকালে ব্রাহ্মণেরা এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন, বোধ হয়, তুমিও কোন্ তাহা না জান। 'হে পুত্র! তুমি আমার প্রত্যঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছ; তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াছ এবং তুমি আমার পুত্রনামধারী আত্মা; অতএব তুমি শতবৎসর জীবিত থাক; আমার জীবন তোমার অধীন; আমার অক্ষয় বংশ তোমার অধীন; অতএব তুমি সুখী হইয়া শতবৎসর জীবিত থাক।' হে রাজন্! এই পুত্র তোমার শরীর হইতে সমুৎপন্ন; অতএব নির্ম্মল সলিলে আত্মপ্রতিবিম্ব-দর্শনের ন্যায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণ কর। যেমন গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নি প্রণীত হয়,সেইরূপ তোমা হইতে এই পুত্র সমুৎপন্ন হওয়াতে একমাত্র তুমিই দ্বিধাকৃত হইয়াছ। হে রাজন্! একদা তুমি মৃগয়ায় গমন করিয়া এক মৃগের অনুসরণক্রমে তাত কণ্বের আশ্রমে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে। আমি সে সময়ে কুমারী ছিলাম। হে মহারাজ! উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী এই ছয়জন অপ্সরা সর্ব্বপ্রধান। তন্মধ্যে ব্রহ্মলোকনিবাসিনী মেনকা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া বিশ্বামিত্রের ঔরসে আমাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। অভস্পর মেনকা হিমালয়ের প্রস্থদেশে আমাকে প্রসব করিয়া শক্রকন্যার ন্যায় তথায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যান। হায়! না জানি, আমি জন্মান্তরে কি মহাপাতক করিয়াছিলাম; যেহেতু, বাল্যকালে বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, এক্ষণে আবার তুমি পতি হইয়াও পরিত্যাগ করিলে! যাহা হউক, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমার তত ক্ষতি বোধ হইবে না, কারণ, আমি এক্ষণেই পিতার আশ্রমে গমন করিব; কিন্তু তোমার স্বীয় ঔরসপুত্র এই সুকুমার নবকুমারকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত অবিধেয়।"

দুষ্মন্ত কহিলেন, "শকুন্তলে! আমি তোমার গর্ভে যে এই পুত্র উৎপাদন করিয়াছি, ইহা আমার কোন প্রকারেই স্মরণ হইতেছে না; স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যা কহিয়া থাকে; বোধ হয়, তুমিও মিথ্যাকথা কহিতেছ; কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে? কুলটা মেনকা তোমার জননী; তাহার মত নির্দ্দয় লোক জগতে নাই। সে তোমাকে প্রসব করিয়া নির্ম্মাল্যের ন্যায় হিমালয়ের প্রস্থে পরিত্যাগ করিয়াছিল। আর তোমার জন্মদাতা বিশ্বামিত্রও অতি নীচাশয়; কারণ, তিনি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব হইয়া পরমপবিত্র সর্ব্বজনমাননীয় ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছেন; তত্রাচ কামপরবশ হইয়াছিলেন। ভাল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি মেনকা অপ্সরার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মহর্ষিবর্গের অগ্রগণ্য, তবে তুমি তাঁহাদিগের কন্যা হইয়া কি নিমিত্ত পুংশ্চলীর ন্যায় মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতেছ? এই সভাসদ্গণের সমক্ষে, বিশেষতঃ আমার সমক্ষে এই সকল অশ্রদ্ধেয় কথা কহিতে তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? অতএব রে দুষ্ট তাপসি! তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। মহর্ষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও অপ্সরাপ্রধানা মেনকাই বা কোথায়, আর তাপসীবেশধারিণী তুমিই বা কোথায়? তোমার এই পুত্রকে বাল্যকালেই মহাবল-পরাক্রান্ত ও মহাকায় দেখিয়া কোনরূপেই তোমাকে বিশ্বাস হইতেছে না। তুমি আপনিই কহিতেছ, সুনিকৃষ্টা স্বৈরিণী মেনকা তোমার জননী। সে কামরাগে অন্ধ হইয়া তোমাকে উৎপাদন করিয়াছে, আর তুমিও পুংশ্চলীর ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছ। তুমি যে সকল কথা কহিলে, আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না এবং তোমাকেও চিনি না; অতএব তুমি যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও।"

শকুন্তলা কহিলেন, "মহারাজ! সর্ষপপ্রমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ কর, কিন্তু বিল্বপরিমিত আত্মদোষ দেখিতে

পাও না। মেনকা দেবগণের মধ্যে গণনীয়া ও আদরণীয়া; অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম উৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও দেখ, তুমি কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ উভয় স্থলেই গতায়াত করিতে পারি; অতএব আমার ও তোমার প্রভেদ সুমেরু ও সর্ষপের প্রভেদের ন্যায়। আমার এরূপ প্রভাব আছে, আমি ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি। হে মহারাজ! আমি এ স্থলে এক লৌকিক সত্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, শ্রবণ কর: রুষ্ট হইও না। দেখ, কুরূপ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আদর্শমণ্ডলে আপন মুখ না দেখে, ততক্ষণ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ বোধ করে; কিন্তু যখন আপনার বিকৃত মুখশ্রী নিরীক্ষণ করে, তখন আপনার ও অন্যের রূপ-প্রভেদ জানিতে পারে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুশ্রী, সে কখন অন্যকে অবজ্ঞা করে না। যে অধিক বাক্যব্যয় করে, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে। যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষমাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ মূর্খলোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে শুভকথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে, আর হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে শুভই গ্রহণ করেন। সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হয়েন, কিন্তু দুর্জ্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়। সাধু ব্যক্তিরা মান্য লোকদিগের সংবর্দ্ধনা করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে। অদোষদর্শী সাধু ও দোষৈকদর্শী অসাধু উভয়েই সুখে কালাতিপাত করে; কারণ,অসাধু সাধু ব্যক্তির নিন্দা করে, কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধু কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহার নিন্দা করেন না। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জ্জন, সে সজ্জনকে দুর্জ্জন বলে, ইহা হইতে হাস্যকর আর কি আছে? ক্রুদ্ধকালসর্পরূপী সত্যধর্ম্মচ্যুত পুরুষ হইতে যখন নাস্তিকেরাও বিরক্ত হয়, তখন মাদৃশ আস্তিকেরা কোথায় আছেন? যে ব্যক্তি স্বয়ং স্ব-সদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর না করে, দেবতারা তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন এবং সে অভীষ্টলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। পিতৃগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বধর্ম্মোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অবিধেয়। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মনুষ্যের ইহকালে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনঃপ্রীতি বর্দ্ধন করে এবং পরকালে নরক হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব হে নরনাথ! তুমি পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। হে ধরাপতে! আত্মকৃত সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। হে নরেন্দ্র! কপটতা পরিত্যাগ কর। দেখ, শত শত কূপ খনন অপেক্ষা এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ; শত শত পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষা এক যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ,শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা এক পুত্রোৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ এবং শত শত পুত্র উৎপাদন করা অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্য দিকে সত্য রাখিয়া তুলা করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। হে মহারাজ! সমুদয় বেদ অধ্যয়ন ও সর্ব্বতীর্থে অবগাহন করিলে সত্যের সমান হয় কি না সন্দেহ। যেমন সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্টও আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম, সত্যপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না। আর যদি তুমি মিথ্যানুগামী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি আপনিই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব, তোমার সহিত কদাচ আলাপ করিব না; কিন্তু হে দুষ্মন্ত! তোমার অবিদ্যমানে আমার এই পুত্র এই সসাগরা বসুন্ধরা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে সন্দেহ নাই।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শকুন্তলা রাজাকে এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইবামাত্র ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত রাজার প্রতি এই আকাশবাণী হইল,—“মাতা ভস্ত্রাস্বরূপ,পিতারই পুত্র; পুত্র জনয়িতা

হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে, অতএব হে দুষ্মন্ত! তুমি আপনার পুত্রকে প্রতিপালন কর, শকুন্তলাকে অপমান করিও না। হে নরদেব! ঔরস-পুত্র পিতাকে যমালয় হইতে উদ্ধার করে। শকুন্তলা সত্যই কহিতেছেন, তুমিই এই পুত্রের উৎপাদক। জনয়িত্রী স্বকীয় অঙ্গকে দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধভাগ পুত্ররূপে প্রসব করেন; অতএব হে দুষ্মন্ত! এই শকুন্তলাগর্ভসম্ভূত পুত্রকে প্রতিপালন কর। জীবৎপুত্রকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর নহে, অতএব হে রাজন্! শকুন্তলাগর্ভজাত এই স্বীয় পুত্রকে লালন-পালন কর। যেহেতু, আমাদিগের উপরোধে তোমার এই পুত্রকে ভরণ করা আবশ্যক হইল, এই নিমিত্ত ইনি ভরত নামে বিখ্যাত হইবেন।”

রাজা দুষ্মন্ত দৈববাণী-শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরোহিত ও অমাত্যবর্গকে কহিলেন, “আপনারা দেব-দূতের বাক্য শুনিলেন? আমিও এই কুমারকে আমারই আত্মজ বলিয়া জানি; কিন্তু যদি সহসা ইহাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে দোষী করিবে এবং পুত্রটিও কলঙ্কী হইবে; এই ভয়ে শকুন্তলার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিলাম।” তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া রাজা হৃষ্টচিত্তে পুত্রকে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর রাজা পিতৃকর্ত্তব্য সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলাকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক সান্ত্বনা-বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “প্রিয়ে! নির্জ্জন কাননে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, কেহই জানিত না; দোষৈকদর্শী লোক পাছে তোমাকে কুলটা, আমাকে কামপরবশ এবং রাজ্যে অভিষিক্ত পুত্রকে জারজ মনে করে, এই ভয়ে আমি এতক্ষণ এতদ্রূপ বিচার করিতেছিলাম তুমি ক্রুদ্ধা হইয়া আমার প্রতি যে সকল কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, হে প্রিয়তমে! আমি তাহা ক্ষমা করিয়াছি।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! রাজা দুষ্মন্ত মহিষীকে এইরূপ কহিয়া বস্ত্রান্নপানাদি দ্বারা পরিতুষ্টা করিলেন এবং শকুন্তলার পুত্রের নাম ভরত রাখিলেন। পরে রাজাধিরাজ দুষ্মন্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ভরত যুবরাজ হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে সমস্ত মহীপালগণকে পরাজয় করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরম যশস্বী হইলেন; অনন্তর রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া অনন্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সুরগণের নিকট ইন্দ্রের ন্যায় আদরণীয় হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! সেই ভরত হইতে ভারতী কীর্ত্তি ও তোমাদিগের ভারত-নামক সুবিখ্যাত কুল সমুৎপন্ন হইয়াছে।

আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে শকুন্তলোপাখ্যান সম্পূর্ণ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পুণ্যাত্মন্! মহারাজ দুষ্মন্ত ও পতিপরায়ণা শকুন্তলার উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে দক্ষ প্রজাপতি, বৈবস্বত মনু, ভরত, কুরু, পূরু, আজমীঢ়, যদু, কৌরব ও ভারত ইহাঁদিগের বংশ কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। ইহাঁরা সকলেই মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী এবং ইহাঁদিগের বংশকীর্ত্তন অতি পবিত্র, আয়ুস্কর ও যশস্কর। প্রচেতার প্রথমতঃ দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই রাক্ষস হইয়াছিলেন। ভগবান্ প্রচেতাঃ মুখনির্গত অগ্নি দ্বারা সেই মহাতেজস্বী রাক্ষসরূপী পুত্রগণকে দগ্ধ করেন। পরে প্রচেতার দক্ষ নামে অপর এক পুত্র জন্মেন। দক্ষ হইতে এই সমস্ত প্রজা-সৃষ্টি হইয়াছে। হে পুরুষসিংহ! এই কারণ বশতঃ লোকে তাঁহাকে পিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। দক্ষ বীরিণীর গর্ভে আত্মসদৃশ সহস্রসংখ্যক পুত্র উৎপাদন করেন। মহর্ষি নারদ সেই সহস্রসংখ্যক দক্ষ-সন্তানগণকে অত্যুৎকৃষ্ট সাঙ্খ্য-শাস্ত্র-অধ্যায়ন করাইয়া মোক্ষোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। হে জনমেজয়! অনন্তর প্রজা-সিসৃক্ষু প্রজাপতি দক্ষ পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই পুত্রিকা করিয়া তন্মধ্যে দশটি ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটি কশ্যপকে ও সাতাইশটি চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে দাক্ষায়ণী প্রধান ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হয়েন। তৎপরে কশ্যপ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিলেন। বিবস্বানের

দুই পুত্র ;—বৈবস্বত মনু ও যম। ধীমান্ মনু হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানবজাতি উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা মানব বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিলেন। বেণ, ধৃষ্ট, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারূষ, শর্য্যাতি, ইলা, পৃষধ্র এবং নাভাগারিষ্ট, মনুর এই দশ সন্তান ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপরায়ণ হইলেন। মনুর আরও পঞ্চাশটি পুত্র জন্মে; কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, তাঁহারা পরস্পর বৈরভাব অবলম্বন করিয়া বিনষ্ট হয়েন। ইলা হইতে পুরূরবাঃ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইলা তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়ই ছিলেন। পুরূরবাঃ মনুষ্য-কলেবর ধারণ করিয়াও সর্ব্বদা দেবগণে বেষ্টিত থাকিতেন এবং সমুদ্র-পরিবেষ্টিত ত্রয়োদশ দ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিপ্রবর্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের চিরসঞ্চিত বহুমূল্য রত্নসকল অপহরণ করিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপর সমুচিত আক্রোশ প্রকাশ করিয়াও কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে পারেন নাই। অনন্তর সনৎকুমার ব্রহ্মলোক হইতে উপস্থিত হইয়া পুরূরবাকে অনুদর্শ-যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না। তৎপরে ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষিগণের অভিশাপে সেই লোভ-পরতন্ত্র বলদৃপ্ত নরাধিপ সদ্যই বিনষ্টপ্রায় হইলেন। তিনি যজ্ঞাদিক্রিয়া-নির্ব্বাহার্থ গন্ধর্ব্বলোক হইতে ত্রেতাগ্নি ও উর্ব্বশীকে আনয়ন করেন। ইলাপুত্র পুরূরবার উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু এবং শতায়ু এই ছয় পুত্র জন্মে। নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রজিঙ্গয় এবং অনেনস এই চারিটি আয়ুর ঔরসে ও স্বর্ভানবীর গর্ভে উৎপন্ন হয়েন। হে পৃথিবীপাল! ধীমান্ সত্যপরাক্রম নহুষ রাজা ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। নহুষ পিতৃলোক, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই সকলকে সমভাবে প্রতিপালন করিতেন। তিনি দস্যুদল এরূপ দমন করিয়াছিলেন যে, তাহারা ঋষিদিগকে কর প্রদান ও পৃষ্ঠে বহন করিত। তিনি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ও তপোবলে দেবতাদিগকে পরাভব করিয়া ঋষিগণকে ইন্দ্রত্ব ভোগ করাইতেন। তিনি যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অয়তি ও ধ্রুব নামে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে যতি যোগবলে মুনি হইয়া চরমকালে পরব্রহ্মে লীন হন। যযাতি স্বীয় বিক্রমপ্রভাবে সম্রাট্ হইয়া এই সসাগরা পৃথিবী শাসন, বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও একান্ত ভক্তির সহিত পিতৃ ও দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়া সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন।

হে মহারাজ! সত্যপরাক্রম যযাতি সম্রাট্ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মতঃ রাজ্যশাসন এবং প্রজাবর্গের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। মহারাজ যযাতি সর্ব্বদা যাগ-যজ্ঞ এবং ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের শুশ্রূষা করিতেন। দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে যযাতির দুই মহিষী ছিলেন। তন্মধ্যে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র জন্মেন। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু নামে তিন পুত্র জন্মেন। তাঁহারা সকলেই মহাধনুর্দ্ধর ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। মহারাজ যযাতি বহুকাল ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিয়া অবশেষে শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলেন। তখন তিনি সেই রূপনাশিনী জরার প্রভাবে ভোগ-সুখে বঞ্চিত হইয়া পুত্রদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে পুত্রগণ! আমি তোমাদিগের যৌবন দ্বারা যুবতীগণের সহিত বিহার করিতে বাসনা করি, তোমরা তদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য কর।" ইহা শুনিয়া দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু কহিলেন, "মহারাজ! আমাদিগের যৌবন দ্বারা আপনার কিরূপ সহায়তা সম্পাদন করিব, আজ্ঞা করুন।" যযাতি কহিলেন, "তুমি আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয়-সম্ভোগ করিব। দীর্ঘ-সত্রানুষ্ঠানকালে মহর্ষি উশনার শাপে কামার্থবিনাশিনী জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, আমি তজ্জন্য সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি, অতএব হে পুত্রগণ! তোমাদিগের মধ্যে একজন আমার জীর্ণ কলেবর লইয়া রাজ্যশাসন কর। যিনি জরা গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহার নবীন তনু আশ্রয় করিয়া বিষয়-সম্ভোগ করিব।" তাহা শুনিয়া যদু প্রভৃতি চারিজন তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে সর্ব্বকনিষ্ঠ পূরু কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমার নবযৌবনসম্পন্ন সুকুমার কলেবর আশ্রয় করিয়া অভিলাষানুরূপ বিষয়-সম্ভোগ

করুন, আমি আপনার জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্য-শাসন করিব।” পরে রাজর্ষি যযাতি তপোবলে পুত্রশরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন। অনন্তর সেই নৃপতি পূরুর বয়োলাভ করিয়া যৌবনশালী হইলেন এবং পূরু তদীয় বয়ঃপ্রভাবে জরাগ্রস্ত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। শার্দ্দূলসম-বিক্রান্ত রাজা যযাতি সহস্রবৎসর উভয় পত্নীর সহিত পরমসুখে বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরে চৈত্ররথ-নামক কুবেরোদ্যানে বিশ্বাচী-নাম্নী এক অপ্সরার সহিত কিছুকাল বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরিশেষে মনোমধ্যে এই পৌরাণিকী গাথা অনুধ্যান করিলেন;—“কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত ঘৃতসংযুক্ত বহ্নির ন্যায় উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যদি একজনে এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর সমুদয় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট; অতএব শান্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প। লোক যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টচেষ্টা না করে, তখন ব্রহ্মতুল্য হয়।” মহারাজ যযাতি বৈরাগ্যের সারত্ব ও কামের অসারত্ব আলোচনা করিয়া পুত্র হইতে আপন জরা গ্রহণ করিলেন ও তদীয় যৌবন তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেন। পরিশেষে পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, “বৎস! তুমিই যথার্থ পুত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, তোমার দ্বারাই আমার বংশরক্ষা হইবে, অতএব তোমার বংশ পৌরব-বংশ বলিয়া লোকে বিখ্যাত হইবে।” মহারাজ যযাতি এই বলিয়া তপশ্চরণে মনোনিবেশ করিলেন; পরে অনশনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করিলেন।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! দশম প্রজাপতি যযাতি রাজা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তিনি পরমদুর্ল ভা শুক্রতনয়া দেবযানীকে কিরূপে লাভ করিলেন, আমি তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে বাসনা করি আপনি এই বৃত্তান্ত এবং তাঁহার বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়া আমার একান্ত কৌতুকাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজসম-প্রভাবসম্পন্ন নহুষপুত্র যযাতি রাজাকে শুক্র ও বৃষপর্ব্বা যেরূপে বরণ করেন এবং তিনি যে প্রকারে দেবযানীকে লাভ করেন, হে মহারাজ! আমি সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এই সচরাচর বিশ্বরাজ্যলাভার্থে দেবতা ও অসুরদিগের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তৎকালে দেবতারা জিগীষাপরবশ হইয়া বৃহস্পতিকে যজ্ঞানুষ্ঠানে পুরোহিতরূপে বরণ করিয়াছিলেন। অসুরগণ শুক্রাচার্য্যকে তৎকর্ম্মে ব্রতী করিয়াছিলেন। একরূপ কর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য ইঁহারা প্রতিনিয়ত পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে দেবগণ যে সকল অসুর সংহার করিতেন, শুক্র মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন। সেই সকল পুনর্জ্জীবিত অসুরেরা উত্থিত হইয়া দেবতাদিগের সহিত সংগ্রাম করিত। কিন্তু অসুরেরা যুদ্ধে যে সকল দেবতার প্রাণনাশ করিত, সুরাচার্য্য বৃহস্পতি আর তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিতেন না, কারণ, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যে বিদ্যাপ্রভাবে দানবগণকে পুনর্জ্জীবিত করিতেন, বৃহস্পতি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। পরে দেবতারা বিষাদাপন্ন ও শুক্রাচার্য্যের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “হে কচ! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমাকে আমাদিগের এক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। অমিততেজা শুক্রাচার্য্য যে মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা জানেন, তুমি সত্বর তাহা অপহরণ কর। এই কর্ম্ম করিলে তুমি সর্ব্ববিষয়ে আমাদিগের অংশভাগী হইবে। সম্প্রতি বৃষপর্ব্বার নিকটে তুমি শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে পাইবে। তিনি তথায় দানবগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু দেবতাদিগের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না। তুমি অল্পবয়স্ক বালক। তুমিই তাঁহার আরাধনায় সক্ষম হইবে। সেই মহাত্মার দেবযানীনাম্নী এক কন্যা আছেন, তাঁহাকেও

আরাধনা করিতে তোমা ভিন্ন অন্য কেহই সমর্থ হইবে না। দয়াদাক্ষিণ্য-সুশীলতাদি গুণে দেবযানীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তুমি নিশ্চয়ই সেই সঞ্জীবনী-বিদ্যা লাভ করিবে।"

অনন্তর বৃহস্পতি-তনয় কচ 'তথাস্তু' বলিয়া বৃষপর্ব্বার সমীপে গমন করিলেন। দেবগণপ্রেরিত কচ দ্রুত-গমনে তথায় উপনীত হইয়া অসুরেন্দ্র বৃষপর্ব্বার সমীপে শুক্রকে দেখিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ, আপনাকে গুরু স্বীকার করিলাম। আপনি আমার গুরুত্বে রত হইলে আমি সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিব, আপনি আমাকে অনুমতি করুন।" শুক্র কহিলেন, "হে কচ! তোমার পিতা বৃহস্পতি পূজনীয়,অতএব আমি তোমার বাক্য অঙ্গীকার করিলাম। এক্ষণে তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে অধিকারী করি।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কচ ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিলেন এবং ব্রতকালের অব্যাঘাতে উপাধ্যায়ের ও তৎপুত্রী দেবযানীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং ফলপুষ্পাদি আহরণ দ্বারা অত্যল্প দিবসের মধ্যেই প্রাপ্তযৌবনা দেবযানীর পরিতোষ জন্মাইলেন। দেবযানীও গীত-বাদ্য দ্বারা ব্রতধারী কচের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্রতাচরণ করিতে করিতে কচের পঞ্চশত বর্ষ অতীত হইল। অনন্তর দানবেরা কচের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া উপাধ্যায়ের গোরক্ষণে নিযুক্ত নির্জ্জনকাননস্থ কচকে বিনাশ করিল এবং তদীয় দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল-কুক্কুরগণকে ভক্ষণ করিতে দিল। তখন গো-সকল গোপশূন্য হইয়া স্ব স্ব নিবেশে প্রত্যাগত হইল। পরে দেবযানী কচকে না দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন, "হে পিতঃ, আপনার অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করা হইল, সূর্য্যদেব অস্তে গমন করিলেন এবং গো-সকল গোপশূন্য হইয়া গৃহে আগমন করিল; কিন্তু কচকে প্রত্যাগত দেখিতেছি না, অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, কচ আহত বা কালগ্রস্ত হইয়াছে। আমি সত্য কহিতেছি, কচ ব্যতিরেকে জীবনধারণ করিতে পারিব না।" শুক্র কহিলেন, "বৎসে! চিন্তা কি? কচ এই মুহূর্ত্তেই আসিবে। আমি মৃত কচকে পুনর্জ্জীবিত করিব।" এই বলিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ পূর্ব্বক কচকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আহূত কচ সঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে পুনর্ব্বার জীবন-প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুরগণের দেহ বিদীর্ণ করিয়া হৃষ্টমনে উপাধ্যায়-সমীপে উপস্থিত হইলে দেবযানী কহিলেন, "কচ! তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?" কচ উত্তর করিলেন, "হে ভাবিনি! আমি সমিৎকুশ এবং কাষ্ঠভার দ্বারা আক্রান্ত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গোগণের সহিত বিশ্রামার্থ এক বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিলাম। ইত্যবসরে অসুরগণ তথায় আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে?' আমি কহিলাম, 'আমি বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ।' এই কথা কহিবামাত্র তাহারা আমাকে বধ করিয়া তদ্দণ্ডে আমার শরীর খণ্ড খণ্ড করত শৃগাল-কুক্কুরগণকে ভক্ষণার্থ প্রদান পূর্ব্বক পরমসুখে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। এক্ষণে মহাত্মা ভার্গবের বিদ্যাবলে পুনর্ব্বার জীবন পাইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম।"

অনন্তর একদা দেবযানী পুষ্পচয়নার্থ কচকে অরণ্যে প্রেরণ করিলেন। দানবেরা কাননস্থ কচের শরীর চূর্ণ করিয়া সমুদ্রজলে মিশ্রিত করিয়া দিল। এ দিকে দেবযানী কচের বিলম্ব দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। তখন শুক্র বিদ্যাপ্রভাবে কচকে আহ্বান করিলে কচ পুনর্ব্বার আসিয়া গুরুসন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৃতীয়বার অসুরেরা কচকে বিনষ্ট ও ভস্মাবশিষ্ট করিয়া শুক্রাচার্য্যের সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। তখন দেবযানী পুনর্ব্বার পিতাকে নিবেদন করিলেন, "হে পিতঃ! আমি পুষ্পাহরণার্থ কচকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখনও তাহাকে প্রত্যাগত দেখিতেছি না। বোধ হয়, সে আহত বা মৃত হইয়া থাকিবে। হে পিতঃ! আমি নিশ্চয় কহিতেছি, কচ ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারিব না।" শুক্রাচার্য্য কহিলেন, "হে পুত্রি! বৃহস্পতির পুত্র কচ নিশ্চয়ই মৃত হইয়াছে। আমি সঞ্জীবনী-বিদ্যাপ্রভাবে

বারংবার তাহার জীবন রক্ষা করিতেছি, কি করি, অসুরেরা তথাপি তাঁদ্বনাশে বিরত হইতেছে না; অতএব হে দেবযানি! তুমি রোদন করিও না। তোমার সদৃশী মহিলারা সামান্য মর্ত্ত্যলোকের নিমিত্ত শোকমোহে অভিভূত হয় না। দেখ, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, অষ্টবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, অসুরগণ এবং সমস্ত জগৎ তোমাকে মহাপ্রভাবশালিনী জানিয়া নমস্কার করেন। কচের জীবন রক্ষা করা বৃথা বোধ হইতেছে, যে হেতু, অসুরেরা সুযোগ পাইলেই পুনর্ব্বার তাহার প্রাণ-সংহার করিবে।" দেবযানী কহিলেন, "বৃদ্ধতম মহর্ষি অঙ্গিরা যাঁহার পিতামহ,তপোনিধি বৃহস্পতি যাঁহার পিতা, তাঁহার নিমিত্ত কেনই বা রোদন ও শোক করিব না? কচ নিজেও সামান্য লোক নহেন। তিনি ব্রহ্মচারী, তপোধন ও সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুণ। হে তাত! আমি নিরাহারে প্রাণত্যাগ করিয়া কচের অনুগামিনী হইব। কচ আমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। আমি তাহাকে না দেখিয়া ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না।"

মহর্ষি শুক্র দেবযানী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কচকে আহ্বান করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, "নিশ্চয়ই অসুরেরা আমার প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হইয়াছে এবং এই নিমিত্তই বারংবার আমার শিষ্যের প্রাণনাশ করিতেছে। দুর্দ্দান্ত দানবেরা এই পৃথিবীকে ব্রাহ্মণশূন্য করিবার অভিলাষে আমার প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভাল, আমি এক্ষণেই তাহাদিগের এই পাপের দণ্ডবিধান করিতেছি। ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপ ইন্দ্রকেও দগ্ধ করিতে পারে।" এই বলিয়া কচকে বিদ্যাবলে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সমাহূত কচ গুরুর ভয়ে ভীত হইয়া জঠর হইতে অল্পে অল্পে উত্তর দিলেন। শুক্রাচার্য্য নিজ জঠর হইতে তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়া কহিলেন, "কচ! তুমি কি প্রকারে আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছ?" কচ কহিলেন, "আপনার প্রসাদে বলবতী স্মরণশক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, এই নিমিত্ত আমার যথাবৎ বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে। আর আমার তপস্যা কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই, এই নিমিত্ত দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। অসুরেরা আমাকে দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া আপনার সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। আপনি বিদ্যমান থাকিতে আসুরী মায়া কখনই ব্রাহ্মী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবে না।" শুক্র কহিলেন, "বৎসে দেবযানি! অদ্য কিরূপে তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিব? আমি প্রাণ পরিত্যাগ না করিলে কচের প্রাণরক্ষা হয় না। কচ আমার উদরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছে; সুতরাং কুক্ষি-বিদারণ ব্যতিরেকে কচ কিরূপে নির্গত হইবে?" দেবযানী কহিলেন, "তাত! কচের বিনাশ ও আপনার উপঘাত এক্ষণে এই উভয়ই আমার পক্ষে সাক্ষাৎ অগ্নিকল্প বোধ হইতেছে। কচের বিনাশ হইলে আমার জীবন নষ্ট হইবে এবং আপনার বিয়োগে কিরূপেই বা প্রাণধারণ করিব?" তখন শুক্র উদরস্থ কচকে কহিলেন, "হে বৃহস্পতিপুত্র কচ! যেহেতু, দেবযানী তোমাকে ভক্ত বলিয়া আদর করেন, অতএব বোধ হয়, তুমি কোন সিদ্ধ পুরুষ অথবা কচরূপী ইন্দ্র হইবে। যাহা হউক, অদ্য তোমাকে এই সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ পুনর্জ্জীবিত হইয়া আমার উদর হইতে বহির্গত হইতে পারে না, অতএব অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাকে বিদ্যা দান করিব, কিন্তু বৎস! তুমি পুত্ররূপে আমার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিদ্যাবলে আমাকে জীবিত করিবে। দেখিও, এই ধর্ম্ম-প্রতিপালনে যেন পরাঙ্মুখ হইও না।"

অনন্তর কচ শুক্রসন্নিধানে সঞ্জীবনীবিদ্যা-প্রাপ্তিপূর্ব্বক কুক্ষি ভেদ করিয়া পূর্ণিমা-শশাঙ্কের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন, মৃত শুক্রাচার্য্য ভূতলে পতিত আছেন। কচ অবিলম্বে সিদ্ধবিদ্যা দ্বারা তাঁহাকে জীবিত করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! যিনি কর্ণে অমৃত-নিষেকস্বরূপ মন্ত্র প্রদান করেন, আমি তাঁহাকে পিতামাতাস্বরূপ স্বীকার করি, কোন্ ব্যক্তি এমত মূঢ় যে, তাদৃশ হিতৈষী লোকের অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে? সত্যফলপ্রদ নিধির নিধিস্বরূপ ও পরম-পূজনীয় গুরুদেবকে যে ব্যক্তি আদর না করে, সেই পাপিষ্ঠ ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পরলোকে নিরয়গামী হয়।" মহানুভব শুক্র

সুরাপান-জনিত অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অভিরূপ কচকে সুরা-সহকারে উদরস্থ করিয়াছিলেন,এই বলিয়া সুরার প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। তিনি বিপ্রগণের প্রিয়সম্পাদনার্থ কহিলেন, "অদ্যাবধি যে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণ ভ্রান্তিক্রমেও মদ্যপান করিবে, সে অধার্ম্মিক ও ব্রহ্মহা হইয়া ইহকাল ও পরকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইবে। আমি বিপ্রধর্ম্মের এই সীমা সংস্থাপন করিলাম। গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোক ইহা শ্রবণ করুন।" তপোনিধি এই বলিয়া মূঢ়বুদ্ধি দানবদিগকে আহ্বান করিয়া এই কথা কহিলেন, "অরে নির্ব্বোধ দানবগণ! আমার তুল্য প্রভাবশালী মহাত্মা কচ সঞ্জীবনীবিদ্যা-প্রভাবে বন্ধভূত হইয়া আমার নিকট বাস করিবেন।" এই কথা কহিয়া তিনি বিরত হইলেন। তৎপরে দানবেরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল। কচ সহস্র বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া পরিশেষে তাঁহার অনুমতি লইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রতপরায়ণ কচ গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে দেবযানী কহিলেন, "হে মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র কচ! তুমি কুল, শীল, বিদ্যা, তপস্যা ও শম-দমাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছ। মহাযশাঃ অঙ্গিরা যেমন আমার পিতার মান্য, তোমার পিতা বৃহস্পতিও আমার সেইরূপ মান্য ও পূজনীয়। এই সকল আলোচনা করিয়া আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে তপোধন! তুমি নিয়মস্থ বা ব্রতনিষ্ঠ হইলে আমি তোমার সবিশেষ শুশ্রূষা করিতাম; এক্ষণে তুমি কৃতাবদ্য হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা, অতএব মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আমার পাণিগ্রহণ কর।" কচ কহিলেন, "হে শুভে! তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য আমার যেরূপ মান্য ও পূজনীয়, তুমিও তদ্রূপ পূজনীয়া। হে ভদ্রে! তুমি ভগবান্ ভার্গবের প্রাণ হইতেও প্রিয়তরা কন্যা। তুমি ধর্ম্মতঃ আমার গুরুপুত্রী; সুতরাং আমাকে এরূপ কথা বলা তোমার উচিত হইতেছে না।" দেবযানী কহিলেন, "তুমি আমার পিতার পুত্র নহ। তুমি পিতার গুরুপুত্রের পুত্র। কেবল এই নিমিত্ত তুমি আমার মান্য ও পূজনীয়। কিন্তু অসুরেরা তোমাকে বারংবার নষ্ট করিয়াছিল। সেই অবধি আমি তোমাতে একান্ত অনুরক্তা হইয়াছি। তোমার প্রতি আমি যেরূপ ভক্তি, সৌহার্দ্দ ও অনুরাগ করিয়া থাকি, তাহার কিছুই তোমার অবিদিত নহে, অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! এখন তুমি এই নিরপরাধিনীকে পরিত্যাগ করিও না।" কচ কহিলেন, "হে শুভব্রতে! অনিযোজ্য বিষয়ে আমাকে নিয়োগ করা উচিত হইতেছে না। হে বালে! তুমি আমার গুরু হইতেও গুরুতরা। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে বিশালাক্ষি! তুমি যে শুক্রের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছ, আমি তাঁহারই উদরে বাস করিয়াছিলাম; সুতরাং তুমি ধর্ম্মতঃ আমার ভগিনী হইলে,অতএব এরূপ কথা আর কহিও না। হে ভদ্রে! এত দিন এই স্থলে সুখে বাস করিলাম, এক্ষণে অনুমতি কর,গৃহে গমন করি এবং আশীর্ব্বাদ কর,যেন পথিমধ্যে আমার কোন বিঘ্ন-ঘটনা না হয়। কথাপ্রসঙ্গে আমাকে এক একবার স্মরণ করিও এবং সতত সাবধানে আমার গুরু শুক্রাচার্য্যের পরিচর্য্যা করিও।" দেবযানী কহিলেন, "হে কচ! তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তোমার সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না।" কচ কহিলেন, "আমি কোন দোষাশঙ্কায় তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি, এমন নহে, গুরুপুত্রী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছি এবং এ বিষয়ে গুরুরও অনুমতি নাই, সুতরাং তুমি অকারণে আমাকে অভিসম্পাত করিলে। হে দেবযানি! আমি তোমাকে আর্য্যধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেছিলাম; তথাপি তুমি আমাকে অভিশাপ দিলে। ফলতঃ আমি শাপের উপযুক্ত নহি এবং তোমার এই শাপও ধর্ম্মতঃ নহে, কামতঃ; অতএব আমি তোমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা নিষ্ফল হইবে এবং অন্য কোন ঋষিকুমারও তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না। আর তুমি আমাকে অভিসম্পাত করিলে যে, তোমার অধীত বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না, ভাল, তাহা আমি স্বীকার করি-

লাম, কিন্তু আমি যাহাকে ঐ বিদ্যা অধ্যয়ন করাইব, সে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।" কচ দেবযানীকে এইরূপ প্রতিশাপ প্রদান করিয়া সত্বর দেবলোকে উপনীত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ কচকে অভ্যাগত দেখিয়া বৃহস্পতির সমক্ষে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "হে কচ! তুমি আমাদিগের যে পরমাদ্ভুত হিতকার্য্য সম্পাদন করিলে, তাহাতে তোমার যশ চিরস্থায়ী হইবে এবং তুমি আমাদিগের অংশভাগী হইবে।"

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কচ কৃতবিদ্য হইয়া দেবলোকে প্রত্যাগমন করিলে দেবগণ অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকট সঞ্জীবনী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে ইন্দ্রসন্নিধানে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, "হে পুরন্দর! তোমার বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে শত্রুকুল-সংহারের নিমিত্ত প্রস্তুত হও।" ইন্দ্র দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত ও উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া চৈত্ররথোপম পরম রমণীয় এক কাননে কতকগুলি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা স্ব স্ব পরিধেয়বস্ত্র সরোবরতীরে রাখিয়া জলবিহার করিতেছিল। দেবরাজ এই অবসরে বায়ুরূপ ধারণ করিয়া কন্যাদিগের বস্ত্র সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া দিলেন। তৎপরে কন্যাগণ সকলে জল হইতে উত্থিত হইয়া, যিনি যে বস্ত্র সম্মুখে পাইলেন, তাহাই পরিধান করিলেন। তন্মধ্যে বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা না জানিতে পারিয়া দেবযানীর বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহাদের উভয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল। দেবযানী কহিলেন, "রে অসুরকন্যা! তুই আমার শিষ্যা হইয়া কোন্ সাহসে আমার বস্ত্র পরিধান করিতেছিস্? এই অত্যাচারে তোর শ্রেয়োলাভ হইবে না।" শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, "দেখ দেবযানি! আমার পিতা যখন শয়ান বা উপবিষ্ট থাকেন, তোমার পিতা নিম্নাসনে উপবেশন করিয়া অতি বিনীতভাবে স্তুতিপাঠকের ন্যায় তাঁহাকে নিয়ত স্তব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্তব-প্রতিগ্রহ ও যাচ্ঞা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তুমি তাহারই কন্যা। আর সকলে যাহার আরাধনা করিয়া থকে, যিনি প্রার্থনাধিক অর্থদান করিয়া যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, আমি তাঁহার কন্যা। তুমি যত পার, ক্ষোভ কর, হিংসা কর, দ্বেষ কর বা শাপ দেও, আমি তোমাকে কখনই সমকক্ষ বলিয়া গণনা করিব না।"

শর্ম্মিষ্ঠার এইরূপ অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবযানী ক্রোধে অধীর হইয়া বলপূর্ব্বক আপনার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শর্ম্মিষ্ঠা কোপাক্রান্ত ও কম্পিতকলেবর হইয়া দেবযানীকে সন্নিহিত এক কূপে নিক্ষেপ করিলেন। দেবযানী কূপে পতিত হইয়া নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, এই স্থির করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা স্বভবনে গমন করিলেন। মৃগয়াবিহারী নহুষাত্মজ যযাতি রাজা অশ্বারোহণে সেই অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি মৃগের অনুসরণক্রমে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের সন্নিহিত হইলেন। রাজা জল-প্রার্থনায় কূপমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অগ্নিশিখার ন্যায় এক কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া অতীব বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সেই রমণীকে অতি করুণ-স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া মধুর সান্ত্বনা-বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রে! তুমি কে? কাহার কন্যা? কেনই বা এত শোকাকুলা হইয়াছ? আর কিরূপেই বা এই অন্ধকূপে পতিত হইয়াছ?" দেবযানী কহিলেন, "দানবেরা দেবগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে যিনি সঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করেন, আমি সেই শুক্রাচার্য্যের কন্যা। আমি যে এই বনমধ্যে একাকিনী অন্ধকূপে পতিত আছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। হে মহারাজ! আপনি মহাবংশ-প্রসূত, অসামান্য যশস্বী ও শান্তপ্রকৃতি; অতএব আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন।" রাজা যযাতি তাঁহার পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণী-বোধে দক্ষিণ-হস্ত

ধারণ পূর্ব্বক কূপ হইতে উদ্ধৃত করিলেন এবং সাদর-সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। নহুষতনয় রাজা যযাতি নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলে ঘূর্ণিকা-নাম্নী এক দাসী সহসা দেবযানী-সমীপে উপস্থিত হইল। দেবযানী বাষ্পাকুললোচনে তাহাকে কহিলেন, "ঘূর্ণিকে! তুমি সত্বর আমার পিতার নিকট যাইয়া বল, শর্ম্মিষ্ঠা আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে, আর আমি বৃষপর্ব্বরাজার নগরে প্রবেশ করিব না।" তাঁহার আদেশ-প্রাপ্তমাত্রে ঘূর্ণিকা দ্রুতপদসঞ্চারে অসুর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া সম্ভ্রমাবিষ্টচিত্তে শুক্র-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেবযানী-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিল। মহর্ষি শুক্র শ্রুতিমাত্রেই উত্থিত হইয়া বনমধ্যে কন্যার অন্বেষণে গমন করিলেন এবং অবিলম্বেই তথায় উপনীত হইয়া দেবযানীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গন পূর্ব্বক গদ্গদবচনে কহিলেন, "বৎসে দেবযানি! আপনার সুকৃতি ও দুষ্কৃত অনুসারে সকলে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; বোধ হয়, তুমি কোন পাপকর্ম্ম করিয়া থাকিবে, তাহারই ফলভোগ করিতে হইয়াছে।" দেবযানী কহিলেন, "তাত! পাপের ভোগ হউক বা না হউক, এক্ষণে বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে যেরূপ কারয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন।" এই বলিয়া পিতার নিকট সমস্ত পরিচয় দিলেন; পরিশেষে কহিলেন, "শর্ম্মিষ্ঠা যে প্রকার কহিয়াছে, আমি যদি যথার্থই সেরূপ হই, তবে তাহার নিকট আপনার দোষ স্বীকার করা ও ক্ষমা-প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, নতুবা তাহার অহঙ্কারের প্রতীকার করিতে হইবে।" শুক্র কহিলেন, "বৎসে! তুমি ত স্তাবক বা প্রতিগ্রহোপজীবীর কন্যা নহ। তোমার পিতা কাহারও চাটুকার নহেন, বরং অন্যে তাঁহার স্তব কারয়া থাকে। বৃষপর্ব্বা, ইন্দ্র এবং নহুষতনয় রাজা যযাতি ইহাঁরা সকলেই জানেন যে, অচিন্ত্য নির্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্মই আমার বল। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া আপনি কহিয়াছেন, পৃথিবীতে বা স্বর্গে যে কিছু বস্তু আছে, আমিই তাহার ঈশ্বর। আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, প্রজাদিগের প্রিয়কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত আমিই বারিবর্ষণ ও ওষধি-সকল পুষ্ট করিয়া থাকি।" মহানুভব শুক্র বিষাদমগ্না ক্রোধাকুলা দেবযানীকে এইরূপ মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

একোন-অশীতিতম অধ্যায়।

শুক্র কহিলেন, "হে দেবযানি! যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কারবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই সচরাচর বিশ্ব তাঁহারই আয়ত্ত। সাধুলোকেরা অশ্বরশ্মি-গ্রাহীকে সারথি না বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ সারথি বলিয়া থাকেন। যিনি উদ্রিক্ত ক্রোধানলে ক্ষমা-বারি সেচন করিতে পারেন, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই জয় করা হয়। যেমন সর্প নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন। যিনি ক্রোধবেগ সংবরণ পূর্ব্বক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপিত করেন না, তাঁহারই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা-সেবা বা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, আর যিনি কাহারও উপর কখনই ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধ ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বালক-বালিকারা বিবেকাভাব প্রযুক্ত ক্রোধান্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে; কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ করেন না।" দেবযানী কহিলেন, "তাত! আমি অল্পবয়স্কা বালিকা বটে, কিন্তু ধর্ম্মের মর্ম্ম বিবেচনা করিতে নিতান্ত অসমর্থ নহি এবং ক্রোধ ও ক্ষমা এই উভয়ের বলাবল-পরিজ্ঞানেও অক্ষম নহি। কিন্তু যে ব্যক্তি শিষ্য হইয়া অশিষ্যের ন্যায় আচরণ করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা-প্রদর্শন করিবে না। অতএব এই ভ্রষ্টাচার দেশে বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই। যে সকল লোকেরা আচার-ব্যবহার ও কৌলীন্যাদি লইয়া সর্ব্বদা পরনিন্দা করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি সেই পাপিষ্ঠ লোকের সংসর্গ করিবেন না, আর যে স্থানে বাস করিলে আচার-

ব্যবহার ও কৌলীন্যাদির গৌরব থাকে, সেই স্থানে বাস করাই শ্রেয়ঃকল্প। হে তাত! বৃষপর্ব্ব-তনয়া শর্ম্মিষ্ঠার সেই সকল দুর্ব্বাক্য আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। অধিক কি বলিব, যে হতভাগ্য ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ লাভ-প্রত্যাশায় ধনিগণের উপাসনা করে, বোধ হয়, তদপেক্ষা তাহার মৃত্যু হওয়া উত্তম।”

অশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শুক্র ক্রোধভরে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা বৃষপর্ব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া অসঙ্কুচিত-চিত্তে কহিলেন, “হে দানবরাজ! অধর্ম্ম আচরণ করিলে সদ্যই তাহার ফল দর্শে না বটে, কিন্তু পরিণামে সেই পাপপরায়ণ ব্যক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে। যদিও অনুষ্ঠানকর্ত্তার তাহার ফলভোগ না হয়, তত্রাপি তাহার পুত্র বা পৌত্রদিগকে ফলভোগ করিতে হয়। বৃহস্পতি-তনয় কচ বিদ্যালাভ করিবার নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছিল। সে ধর্ম্মপরায়ণ,সুশীলও শুশ্রূষাপর। তুমি অন্য দ্বারা নিরপরাধে বারংবার তাহার প্রাণহিংসা করিয়াছিলে। আজি আবার তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমার দেবযানীর প্রাণ নষ্ট করিবার আশয়ে তাহাকে এক গভীর কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই সকল অত্যাচারে আমি অদ্যই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি আর তোমার অধিকারে বাস করিব না। তোমরা আমার কথা প্রলাপ বলিয়া বিবেচনা কর, নতুবা আপন দোষসংশোধনে প্রতীক্ষা করিতে না।” বৃষপর্ব্বা কহিলেন, “হে ভার্গব! আমি আপনাকে অধার্ম্মিক বা মিথ্যাবাদী বলিয়া বোধ করি না, প্রত্যুত পরমধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। আপনার প্রতি আমি কখনই ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করি না, অতএব ক্রোধ সংবরণ করুন এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন,তাহা হইলে আমরা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিব, সংশয় নাই।” শুক্র কহিলেন, “তোমরা সাগরেই প্রবেশ কর বা দেশান্তরেই যাও,তোমার কন্যা আমার দেবযানীকে যেরূপ অপমান করিয়াছে,তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। আমি দেবযানীকে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকি, যেমন বৃহস্পতি ইন্দ্রের যোগক্ষেমকর,আমিও সেইরূপ তোমার যোগক্ষেমসম্পাদন করিয়া থাকি। অতএব যদি আমাকে রাজ্যে রাখিতে বাসনা থাকে,তবে দেবযানীকে প্রসন্ন কর। দেবযানী আমার জীবনস্বরূপ।” বৃষপর্ব্বা কহিলেন, “ভগবন্! অসুরেরা যে কিছু ধনসম্পত্তি বা গো, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অধিকার করে, আপনি তৎসমুদয়ের ও আমার অধীশ্বর, অতএব আপনি প্রসন্ন হউন।” শুক্র কহিলেন, “যদি আমি দানবদিগের সমুদয় সম্পত্তির ঈশ্বর হই, তাহা হইলে দেবযানীকে সান্ত্বনা করিতে পারি।” দানবরাজ বৃষপর্ব্বা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

পরে ভৃগুনন্দন শুক্র দেবযানীর নিকট গমন করিয়া এই কথা আদ্যোপান্ত অবগত করাইলেন। তখন দেবযানী কহিলেন, “হে পিতঃ! তুমি যে অসুরদিগের সকল সম্পত্তির ঈশ্বর, তাহা বৃষপর্ব্বা স্বয়ং আমার নিকট অঙ্গীকার করুক, নতুবা আমার বিশ্বাস হয় না।” তাহা শুনিয়া দানবরাজ বৃষপর্ব্বা কহিলেন, “হে চারুহাসিনী দেবযানি! তোমার যাহা অভিলাষ হয় বল, অতিশয় দুর্লভ বস্তু হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব।” তখন দেবযানী কহিলেন, “শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র অসুর-কন্যার সহিত আমার দাসীভাব অবলম্বন করুক, এই আমার অভিলাষ এবং আমি বিবাহিতা হইয়া যৎকালে ভর্তৃগৃহে গমন করিব, তখনও তাহাকে আমার অনুসরণ করিতে হইবে।” তাহা শুনিয়া বৃষপর্ব্বা সমীপবর্ত্তিনী এক পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, “তুমি যাও, শীঘ্র শর্ম্মিষ্ঠাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। দেবযানীর যেরূপ অভিলাষ, শর্ম্মিষ্ঠা আসিয়া তাহা অবিলম্বে সম্পাদন করুক।” পরিচারিকা রাজার আদেশক্রমে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট উপনীত হইয়া নিবেদন করিল, “রাজনন্দিনি! মহারাজ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, চল এবং জ্ঞাতিকুলের শুভসম্পাদন কর। শুক্রাচার্য্য দেবযানী কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া অসুরকুল-

পরিত্যাগের উপক্রম করিয়াছেন, এক্ষণে দেবযানীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তোমাকে তাঁহার নিদেশানুসারে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে।” তাহা শুনিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, “তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন,আমি বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব, আর দেবযানীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত মহর্ষি শুক্রও যাহা আদেশ করিবেন,তাহাতেও আমার অসম্মতি নাই! আমার দোষে শুক্র ও দেবযানী নগর পরিত্যাগ করিবেন, তাহা কখনই হইবে না।” এই বলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক সহস্র দাসী-পরিবৃতা হইয়া সত্বর অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন এবং দেবযানী-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, “হে গুরুকন্যে! আমি সহস্র অসুর-কন্যার সহিত তোমার দাস্যকর্ম্ম করিব এবং তুমি পরিণীতা হইয়া যখন পতি-গৃহে গমন করিবে, তৎকালেও আমি দাসীভাবে তোমার সমভিব্যাহারে যাইব।” দেবযানী কহিলেন, “দেখিও, তুমি রাজনন্দিনী হইয়া কিরূপে চাটুকার ও ভিক্ষুকের ন্যায় দাসীভাব অবলম্বন করিবে?” শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, “জ্ঞাতিকুলের বিপদ্ ঘটিলে যে কোন উপায় দ্বারা হউক, তাহার প্রতীকার-চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এজন্য আমি তোমার দাসীবৃত্তি স্বীকার করিলাম।” এইরূপে শর্ম্মিষ্ঠা দাসীভাব অঙ্গীকার করিলে দেবযানী নিজ পিতা শুক্রকে কহিলেন, “হে তাত! আমি ক্রোধ সংবরণ করিয়াছি, চল, এক্ষণে নগরে প্রবেশ করি। জানিলাম, তোমার বিজ্ঞান ও বিদ্যাবল অমোঘ।” মহাযশাঃ শুক্র কন্যা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত এবং দানবরাজ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার দেবযানীর সহিত পুরে প্রবেশ করিলেন

একাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কিয়ৎকাল অতীত হইলে বরবর্ণিনী দেবযানী ক্রীড়াভিলাষে পুনর্ব্বার সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে শর্ম্মিষ্ঠা ও সেই সমস্ত সখীগণ সমভিব্যাহারে যথেচ্ছ বনবিহার করিতেছেন, কেহ প্রফুল্ল-মনে মধুপান করিতেছে, কেহ সুস্বাদ ফল দংশন করিতেছে, কেহ বা অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য উপযোগ করিতেছে, ইত্যবসরে মৃগয়াবিহারী নহুষতনয় যযাতি মৃগের অনুসরণক্রমে একান্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা কন্যাগণবেষ্টিতা মধুরহাসিনী এক পরম সুন্দরী কামিনী তথায় উপবেশন করিয়া আছেন এবং পরমসুকুমারী এক রাজকুমারী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।

রাজা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া সমুচিত সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্রে! তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ? তোমার ও তোমার এই পরিচারিকার নাম কি এবং এই সকল সখীগণই বা কে?” দেবযানী কহিলেন, “আমি সবিশেষ নিবেদন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহারাজ! আমি দৈত্যগুরু শুক্রের কন্যা, আর আমার এই পরিচারিকা দানবরাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা। ইনি দাসীভাবে সততই আমার অনুগামিনী থাকেন।” তাহা শুনিয়া রাজা কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুন্দরি! ইনি দানবরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা হইয়া কি কারণে তোমার দাসী হইলেন, জানিতে নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে।” দেবযানী কহিলেন,“দৈবনির্ব্বন্ধ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং রাজকন্যা আমার পরিচারিকা হইবে, ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে, অতএব সে বিষয়ের আর অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই। মহাশয়! আপনার আকার ও বেশ দেখিয়া রাজা ও বাগ্বিন্যাস-পটুতা দেখিয়া পণ্ডিত বোধ হইতেছে, অতএব বলুন, আপনি কে, কাহার পুত্র এবং কোথা হইতে আগমন করিতেছেন?” যযাতি কহিলেন, “আমি শৈশবকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি রাজা ও রাজকুলে উৎপন্ন বটে; আমার নাম যযাতি।” দেবযানী কহিলেন, “মহারাজ! আপনি কি উদ্দেশ্যে এই অরণ্যে আসিয়াছেন, শুনিতে অভিলাষ করি।” রাজা

কহিলেন, "সুন্দরি! আমি মৃগয়ার্থ নগরী হইতে নির্গত হইয়া মৃগের অনুসরণক্রমে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও বলবতী পিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া জলপানাভিলাষে এই প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আমার শ্রান্তি দূর ও পিপাসা নিবৃত্তি হইয়াছে, কথাপ্রসঙ্গে গমনকাল অতিক্রান্ত হইতেছে, অতএব অনুমতি কর, প্রস্থান করি।" তখন দেবযানী কহিলেন, "মহারাজ! এই দুই সহস্র কন্যা ও পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত আমি তোমার অধীন হইলাম, অদ্যাবধি তুমি আমার সখা ও ভর্ত্তা হইলে।"

রাজা সহসা এই অসম্ভাবিত আত্মসমর্পণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে ও বিনয়-বচনে দেবযানীকে কহিলেন, "হে শুক্রতনয়ে! এ তোমার শ্রেয়ঃকল্প নহে, দেখ, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি ক্ষত্রিয়জাতি, আমি কোনরূপেই তোমার উপযুক্ত পাত্র নহি, আর তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য কদাচ এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন না।" দেবযানী কহিলেন, "মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই ক্ষত্রিয়ের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং ক্ষত্রিয়েরাও কোন কোন ব্রাহ্মণের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন, সুতরাং এই উভয়ের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে আমাকে ভার্য্যাস্বরূপে অঙ্গীকার করা তোমার পক্ষে নিতান্ত দোষাবহ নহে; বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং ঋষি ও ঋষিপুত্র; অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া আমার পাণিগ্রহণ কর।" যযাতি কহিলেন, "হে সুন্দরি! চারি বর্ণই একের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সত্য বটে, কিন্তু সকল বর্ণের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার-বিষয়ে বিস্তর বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপ্রণালী ও আচার-পরম্পরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সুতরাং ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, অতএব আমি হীনবর্ণ হইয়া কিরূপে শ্রেষ্ঠবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিব?" তখন দেবযানী কহিলেন, "মহারাজ! পাণিগ্রহণ করিলেই বিবাহক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, এ প্রথা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, যৎকালে আমি অন্ধকূপে পতিত হইয়াছিলাম, তখন তুমিই আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে এত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছি। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে তদবধিই তুমি আমার পতি হইয়াছ, অতঃপর আর কেহ আমার পাণিস্পর্শ করিবে না।" তখন যযাতি কহিলেন, "হে দেবযানি! মহাবিষ আশীবিষ ও সুতীক্ষ্ণ শর অপেক্ষাও কোপাক্রান্ত ব্রাহ্মণ সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, এই কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।" দেবযানী কহিলেন, "মহারাজ! কি কারণে এরূপ কহিতেছেন, স্থির করিতে পারিতেছি না।" রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, "দেখ, সর্পাঘাতে ও শস্ত্রপাতে একের প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে গ্রাম, নগর, বন ও উপবন প্রভৃতি সকলই ভস্মসাৎ করেন, অতএব হে দেবযানি! তোমার পিতা সম্প্রদান না করিলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি না।" তখন দেবযানী কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনাকে স্বয়ং বরণ করিয়াছি, এ কথা শুনিলে পিতা আসিয়া অবশ্যই আপনার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিবেন। অযাচিতা বা পিতৃদত্তা কন্যা গ্রহণ করিলে পাণিগ্রহীতার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।" এই বলিয়া দেবযানী স্বীয় পরিচারিকা ঘূর্ণিকা দ্বারা পিতৃ সন্নিধানে আপন অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। মহর্ষি শুক্র ধাত্রীমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত হইয়া রাজদর্শনার্থ সেই কাননে উপনীত হইলেন। রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যকে তথায় আগত দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবসরে দেবযানী পিতাকে কহিলেন, "হে তাত! ইনি নহুষতনয় রাজা যযাতি। আমি অন্ধকূপে পতিত হইলে এই মহাত্মা আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন; সুতরাং ইনি তাহাতেই আমার পাণিগ্রহীতা হইয়াছেন, অতএব আপনি এই সৎপাত্রে আমাকে সম্প্রদান করুন; আমি আর অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিব না।" তখন শুক্রাচার্য্য [illegible]কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে নহুষনন্দন! আমার কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, অতএব আমি প্রসন্ন-মনে সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর।" যযাতি কহিলেন, "ভগবন্! ক্ষত্রিয়

হইয়া ব্রাহ্মণনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলে বর্ণসঙ্কর-জনিত দোষে পরিলিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি।” শুক্র কহিলেন, “মহারাজ! তুমি অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অধর্ম্ম হইতে মোচন করিব, এ বিষয়ে তোমার কোন আশঙ্কা নাই, সত্যই আমি তোমার পাপাপনোদন করিব, তুমি বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ কর, প্রার্থনা করি, তোমাদের উভয়ের অতিমাত্র সদ্ভাব হউক; কিন্তু এই অসুররাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা তোমার পূজনীয়া হইবেন; তুমি কদাচ ইহাঁকে পরিণয় করিও না।”

রাজা যযাতি এইরূপ আদিষ্ট হইয়া হৃষ্টমনে শুক্রকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি মহর্ষি শুক্র ও দানবগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া সেই দুই সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যযাতি নগরে প্রত্যাগত হইয়া পরম-সমাদরে দেবযানীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং তাঁহার নিদেশক্রমে অশোকবনসন্নিধানে এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে তথায় বাস করিতে আদেশ দিলেন। রাজা গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠাকে প্রতিপালন ও দেবযানীর সহিত পরমসুখে যৌবনসুখ চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে দেবযানীর ঋতুকাল উপস্থিত হইল, তিনি রাজসহযোগে গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলেন। এইরূপে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, একদা শর্ম্মিষ্ঠা আপন নবযৌবন ও গর্ভাধানকাল আবির্ভূত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, “আমার ত ঋতুকাল উপস্থিত, কিন্তু অদ্যাপি বিবাহ হইল না; এক্ষণে কি করি, কি উপায়েই বা স্বীয় মনোরথ সম্পাদন করি। দেবযানী একটি পুত্র প্রসব করিয়া স্বকীয় বাসনা চরিতার্থ করিয়াছে, কিন্তু আমার যৌবনকাল বুঝি নিষ্ফল হইল। দেবযানী যেরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছে, আমিও সেইরূপে মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়া চরিতার্থ হইব। আমি সন্তানকামনায় নির্জ্জনে তাঁহার সহযোগ প্রার্থনা করিলে, বোধ করি, তিনি কখনই তাহাতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।” এই অবসরে রাজা যযাতি অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে অশোকবনসন্নিধানে গমন করিলেন। সুচারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা রাজাকে নির্জ্জনে পাইয়া প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “মহারাজ! ইন্দ্র, চন্দ্র, বিষ্ণু, যম ও বরুণের অন্তঃপুরে কিংবা আপনার অন্তঃপুরে যে সকল স্ত্রীলোক বাস করে, তাহাদিগকে কেহই নয়নগোচর করিতে পান না। হে রাজন্! আমার কুল, শীল, রূপ, যৌবন প্রভৃতি কিছুই আপনার অবিদিত নহে। সম্প্রতি আমি বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার ঋতুরক্ষা করুন।” যযাতি কহিলেন, “হে সুন্দরি! তুমি অতি সুশীলা, সৎকুলোদ্ভবা এবং তোমার রূপ কোন অংশেই নিন্দনীয় নহে; কিন্তু দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে শুক্র আমাকে কহিয়াছেন, এই বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে তুমি কদাচ শয্যায় আহ্বান করিও না।” শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, “মহারাজ! পরিহাসপ্রসঙ্গে, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের নিমিত্তে, বিবাহকালে, প্রাণসঙ্কটে ও সর্ব্বস্বনাশকালে মিথ্যাব্যবহার কদাচ পাপাবহ নহে। সাক্ষ্যপ্রদানে বা বিচারস্থলে মিথ্যা কহিলেই মহাপাপে পরিলিপ্ত হইতে হয়।”

যযাতি কহিলেন, “রাজাই প্রজাদিগের দৃষ্টান্তস্থল, মিথ্যা কহিলে রাজা অবশ্যই বিনষ্ট হন; অতএব আমি অর্থকষ্টেও মিথ্যা কহিতে সম্মত নহি।” তখন শর্ম্মিষ্ঠা পুনর্ব্বার কহিলেন, “মহারাজ! সখীর পতি ও আপন পতি উভয়েই তুল্য এবং একের বিবাহে অন্যের বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব যখন আমার সখী তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমারও বরণ করা হইয়াছে।” যযাতি কহিলেন, “সুন্দরি! অর্থীদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা আমার এক প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য

কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমিও আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছ, অতএব বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে?" শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, "মহারাজ! আমাকে অধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমার ধর্ম্মস্থাপন করুন, অতঃপর আমি আপনার প্রসাদে পুত্রবতী হইয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিব। আরও দেখুন, ভার্য্যা, দাস ও পুত্র ইহারা যে কিছু ধন উপার্জ্জন করে, সে ধনে তাহাদিগের অধিকার নাই, তাহাদিগের প্রভুরই সম্পূর্ণ অধিকার; আমি দেবযানীর দাসী এবং তিনি তোমার বশ্যা; অতএব আমাদের উভয়েরই মনোরথ সফল করিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।" বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহার ঋতুরক্ষা করত পরস্পর প্রিয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা রাজার সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে এক পরমসুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রোৎপত্তি-সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন। অনন্তর শর্ম্মিষ্ঠার সন্নিহিতা হইয়া কহিলেন, "হে সুভ্রু! তুমি কামান্ধ হইয়া এ কি পাপানুষ্ঠান করিলে?" শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, "হে চারুহাসিনি! একদা কোন ধর্ম্মপরায়ণ ও বেদবেদাঙ্গ পারগ ঋষি আমার কুটীরে আগমন করিয়াছিলেন। আমি ঋতুরক্ষার্থ প্রার্থনা করাতে তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করেন। আমি অন্যায়তঃ কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি নাই। আমি সত্য কহিতেছি, আমার এই সন্তানটি সেই ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" তখন দেবযানী কহিলেন, "শর্ম্মিষ্ঠে! যদি ধর্ম্ম-প্রতিপালনার্থে এই কর্ম্ম করিয়া থাক, সে উত্তমই হইয়াছে; কিন্তু যদি সেই ঋষির গোত্র, নাম ও আভিজাত্য জানিতে পারিয়া থাক, তবে বল, শুনিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে।" শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, "সেই ঋষি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন; তাঁহাকে দেখিয়া সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় নাই।" দেবযানী কহিলেন, "যাহা হউক, যদি তুমি শ্রেষ্ঠজাতির ঔরসে সন্তানলাভ করিয়া থাক, তাহাতে আমার ক্ষোভ বা পরিতাপ নাই।" তাঁহারা পরস্পর এইরূপ হাস্য-পরিহাস পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন। পরিশেষে দেবযানী এই বৃত্তান্তের প্রতি বিশ্বাস করিয়া স্বীয় আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর যযাতি দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু নামে তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা দেবযানী প্রিয়তম-সমভিব্যাহারে এক নির্জ্জন বনে গমন করিয়া দেবরূপী তিনটি বালক দেখিতে পাইলেন, তাহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে ক্রীড়া করিতেছিল। দেবযানী তাহাদিগের অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বালকগুলি কোন্ ভাগ্যবানের পুত্র, বলা যায় না। ইহারা দেবকুমারতুল্য সুকুমার। ইহাদিগের আকার-প্রকারে তোমারই ঔরসজাত বলিয়া বোধ হইতেছে।" দেবযানী রাজাকে এইরূপ কহিয়া বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস! তোমরা কোন্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছ, কাহার পুত্র এবং তোমাদিগের পিতার নাম কি, শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।" দেবযানী কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে বালকেরা তর্জ্জনীসঙ্কেত দ্বারা মহারাজ যযাতিকে পিতা নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "আমাদিগের মাতার নাম শর্ম্মিষ্ঠা।" এই বলিয়া তাহারা হর্ষোৎফুল্ললোচনে নিজপিতা যযাতির সন্নিহিত হইল; কিন্তু দেবযানীর সমীপে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে সমাদর করিতে পারিলেন না। বালকেরা পিতার অনাদরে অভিমান করিয়া রোদন করিতে করিতে জননী-সন্নিধানে গমন করিল। রাজা বালকদিগের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইলেন। দেবযানী রাজার প্রতি বালকদিগের সদ্ভাবসন্দর্শনে সে বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটন পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট উপস্থিত হইয়া রোষভরে

কহিলেন, "দেখ শর্ম্মিষ্ঠে! তুমি আমার অধীন হইয়া আমারই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ, ইহাতে কি তোমার মনে শঙ্কার উদয় হয় নাই?" শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, "আমি ঋষির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, সে ত মিথ্যা নহে। আমি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বলিয়াছি; তোমার নিকট আমার ভয়ের বিষয় কি? আরও, তুমি মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তাহাতে আমারও বরণ করা হইয়াছে, কারণ, সখীর পতি ধর্ম্মতঃ পতি হইতে পারেন। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, তুমি আমার পূজ্যা ও মান্যা। আর আমি এই রাজর্ষিকে তোমা হইতেও সম্মান ও পূজা করিয়া থাকি, তাহা কি তুমি জান না?" দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা-মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! তুমি আমার অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তোমার আলয়ে আর অবস্থান করিব না, চলিলাম।" এই বলিয়া পিতৃগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা দেবযানীকে বাষ্পাকুললোচনে সহসা শুক্রসান্নিধানে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্যথিত-মনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং নানাবিধ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রোষরক্তলোচনা দেবযানী কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি রাজাকে ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া রোদন করিতে করিতে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজাও দেবযানীর অনুসরণক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বিধানানুসারে শুক্রাচার্য্যের পূজাদি করিয়া অতি বিনীতভাবে একান্তে সমাসীন হইলেন। তদনন্তর দেবযানী শুক্রকে কহিলেন, "তাত! অধর্ম্ম ধর্ম্মকে পরাজয় করিয়াছে; নিকৃষ্টেরা মহতের সহিত নীচব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখুন, বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। রাজা যযাতি তাহার গর্ভে তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। আমি দুর্ভাগা, আমার দুইটি বৈ পুত্র নহে। হে ভৃগুকুলতিলক! এই রাজা পরম-ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত আছেন; কিন্তু এক্ষণে এইরূপ গর্হিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে তাত! আমি সত্য বলিতেছি, সম্প্রতি ইনি শাস্ত্রমর্য্যাদা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" শুক্র এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে রাজা যযাতিকে অভিসম্পাত করিলেন, "মহারাজ! তুমি ধার্ম্মিক হইয়া প্রিয়বোধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, অতএব দুর্জ্জয় জরা অচিরাৎ তোমাকে আক্রমণ করিবে।" রাজা সহসা এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া শুক্রকে কহিলেন, "ভগবন্! শর্ম্মিষ্ঠা ঋতুরক্ষার্থে প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, নিকৃষ্টবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, যে পুরুষ ঋতুরক্ষার্থিনী স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তদীয় ঋতুরক্ষা না করে, সে ভ্রূণহত্যাপাতকে লিপ্ত হইয়া নিরয়গামী হয়। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় আমি শর্ম্মিষ্ঠার বাসনা সফল করিয়াছিলাম।" শুক্র কহিলেন, "মহারাজ! আমি তোমাকে যে কর্ম্ম করিতে প্রতিষেধ করিয়াছিলাম, তাহা কেন করিলে? তুমি জান, মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ধর্ম্মাচরণকেও এক প্রকার চৌর্য্য বলিলে বলা যাইতে পারে।"

যযাতি শুক্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ জরাক্রান্ত হইলেন। পরে তিনি শুক্রকে কহিলেন, "ভগবন্! আমি অদ্যাপি যৌবনসুখ অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব প্রসন্ন হইয়া যাহাতে জরা হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ কোন উপায় অবধারণ করিয়া দিন।" শুক্র কহিলেন, "মহারাজ! আমার শাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে এইমাত্র হইতে পারে, তুমি ইচ্ছা করিলে অন্যের শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে।" তখন রাজা কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে এই অনুমতি করুন যে, আমার পঞ্চপুত্রের মধ্যে যে পুত্র মদীয় জরা গ্রহণ করিয়া আমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে রাজ্যাধিকার, পুণ্যাধিকার ও কীর্ত্তি লাভ করিবে।" শুক্র কহিলেন, "হে নহুষতনয়! তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া অন্যের শরীরে জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে, তাহাতে তুমি পাপভাগী হইবে না। আর তোমার যে পুত্র জরা গ্রহণ করিয়া তোমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে ত্বদীয়

সাম্রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক আয়ুষ্মান্, কীর্ত্তিমান্ ও পুত্র-পৌত্রাদিমান্ হইবে।"

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "মহারাজ! তৎপরে রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে কহিলেন, "বৎস! শুক্রের শাপপ্রভাবে এই মহাঘোর জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি আমি বিষয়ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব তুমি মদীয় পাপ ও জরা গ্রহণ কর। আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয়-ভোগ করি। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে পুনর্ব্বার তোমার যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়া আমি পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব।" যদু কহিলেন, "মহারাজ! জরার অনেক দোষ, তাহাতে পান-ভোজনে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মে, শ্মশ্রুজাল শুক্ল এবং মাংস শিথিল ও সঙ্কুচিত হওয়াতে জীর্ণ ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট, নিরানন্দ ও সর্ব্বকার্য্যে নিরুৎসাহ হয়। আত্মীয় ব্যক্তিরা জরাজীর্ণকে পদে পদে পরাভব করে; অতএব আমি সেই জরা-গ্রহণে সম্মত নহি। আপনার আমা হইতে প্রিয়তর অন্য অনেক পুত্র আছে, তাহাদিগকেই জরা প্রদান করুন।" যযাতি কহিলেন, "তুমি যেহেতু আমার ঔরসজাত পুত্র হইয়া স্বকীয় যৌবন-প্রদানে সম্মত হইলে না; অতএব তোমার বংশ-পরম্পরায় কেহই রাজ্যাধিকারী হইবে না।" তৎপরে রাজা যযাতি তুর্ব্বসুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বৎস! আমার পাপ ও জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া বিষয়োপভোগ করিব। সহস্র বৎসর অতীত হইলে পুনর্ব্বার তোমার যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়া পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব।" তুর্ব্বসু কহিলেন, "মহারাজ! রূপনাশিনী জরা মনুষ্যকে ইচ্ছানুরূপ ভোগসুখে বঞ্চিত করে। জরার প্রভাবে বুদ্ধিভ্রংশ ও পদে পদে প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়; অতএব আমি আপনার জরা-গ্রহণে সম্মত নহি।" যযাতি কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার আত্মজ হইয়া আমার প্রার্থনা-পূরণে সম্মত হইলে না, অতএব আমি শাপ দিতেছি, তুমি নির্ব্বংশ হইবে এবং সঙ্কীর্ণাচার-ধর্ম্মসম্পন্ন, প্রতিলোমজ, রাক্ষস, চাণ্ডাল, গুরুদার-নিরত, তির্য্যগ্‌যোনিজাত, পশুধর্ম্মা ও পাপিষ্ঠদিগের রাজা হইবে।"

এইরূপে তুর্ব্বসুকে অভিশাপ দিয়া রাজা যযাতি শর্ম্মিষ্ঠাপুত্র দ্রুহ্যুকে কহিলেন, "বৎস! সহস্র বৎসরের নিমিত্ত আমার এই রূপনাশিনী জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করিব। নির্দ্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হইলেই পুনর্ব্বার পাপের সহিত জরা গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করিব।" দ্রুহ্যু কহিলেন, "মহারাজ! মনুষ্য জীর্ণ হইলে হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিতে বা কামিনীসম্ভোগ করিতে অসমর্থ হয় এবং জীর্ণ ব্যক্তির বাক্য স্খলিত হয়, অতএব আমি জরা-গ্রহণে সম্মত নহি।" তাহা শুনিয়া রাজা রোষাবিষ্ট-চিত্তে কহিলেন, "দ্রুহ্যো! তুমি আমার আত্মজ হইয়া যৌবন-প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে; অতএব অতঃপর তোমার কোন বাসনা ফলবতী হইবে না; আর যে স্থানে গজ, রথ ও শিবিকাদি যানের সমাগম নাই, কেবল উড়ুপ বা সন্তরণ দ্বারা গমনাগমন করিতে হয়, তোমাকে সেই স্থানে যাইয়া বাস করিতে হইবে। তোমার বংশে কেহই রাজা হইবে না।" রাজা দ্রুহ্যুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া অনুকে কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার পাপ ও জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া এক সহস্র বৎসর বিষয়-ভোগ করিব।" অনু কহিলেন, "মহারাজ! জীর্ণ ব্যক্তি অশুচি ও বালকের ন্যায় অনিয়ম-কালে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং যথাকালে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না; অতএব আমি জরা গ্রহণ করিব না।" তখন রাজা কহিলেন, "তুমি আমার ঔরসপুত্র হইয়া জরার দোষোল্লেখ পূর্ব্বক যৌবন-প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে; অতএব আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, তুমি অচিরাৎ সেই জরা-দোষে লিপ্ত হইবে এবং তোমার সন্তান-সন্ততি যৌবন প্রাপ্তিমাত্রেই কালগ্রাসে পতিত হইবে।" সর্ব্বশেষে

পুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বৎস পূরো! আমি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছি; আমার কেশ পলিত ও মাংস লোলিত হইয়াছে; কিন্তু আমি যৌবন-সুখ-সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব তুমি আমার পাপের সহিত জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া কিছুকাল ইচ্ছানুরূপ বিষয়-ভোগ করি। আমি অঙ্গীকার করিতেছি,সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তোমার যৌবন তোমাকে পুনর্ব্বার প্রদান করিয়া পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব। হে পূরো! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, এইরূপ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে।" পুরু এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "যে আজ্ঞা মহারাজ! আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা পালন করিব; আমি পাপের সহিত আপনার জরা গ্রহণ করিব; আপনি আমার যৌবন লইয়া বাসনানুরূপ বিষয়-সম্ভোগ করুন।" তখন যযাতি কহিলেন, "বৎস! তোমার এইরূপ অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ সন্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইলাম; এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার রাজ্যে প্রজারা সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বকাল পরমসুখে বাস করিবে।" এই বলিয়া রাজা শুক্রকে স্মরণ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র পুরুর শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে নহুষ-তনয় রাজা যযাতি যৌবন-সম্পন্ন হইয়া প্রসন্নমনে অভিলাষানুরূপ বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ধর্ম্মের অব্যাঘাতে বাসনা ও উৎসাহের অনুরূপ বিষয় ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ যযাতি যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোককে, অনুগ্রহ দ্বারা দীন ব্যক্তিকে,অভিলাষ-সম্পাদন দ্বারা দ্বিজগণকে, অন্নদান দ্বারা অতিথিগণকে এবং নিগ্রহ দ্বারা দস্যুদিগকে শাসন করিয়া সাক্ষাৎ সুরেন্দ্রের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সেই সিংহবিক্রান্ত ভূপতি ধর্ম্মের অবিরোধে বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করিতেন। তিনি স্বর্গবিদ্যাধরী বিশ্বাচীর সহিত কখন নন্দনবনে, কখন অলকায়, কখন বা উত্তর-মেরুশৃঙ্গে বিহার করিয়া পরিতৃপ্ত ও নিস্পৃহ হইলেন। পরে প্রতিজ্ঞাত সহস্র বৎসর স্মরণ করিলেন। যখন দেখিলেন, যৌবনসুখে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তখন আপনার পুত্র পূরুকে কহিলেন, "বৎস পূরো! আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ ও উৎসাহানুরূপ বিষয় ভোগ করিয়া দেখিলাম, কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম না হইয়া প্রত্যুত ঘৃতদানে বহ্নির ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; এই পৃথিবীতে যে কিছু ধন,ধান্য, হিরণ্য, পশু ও রমণী প্রভৃতি উপভোগের দ্রব্য আছে, এক ব্যক্তি তৎসমুদয় পাইলেও তাহার পরিতৃপ্তি হয় না; অতএব ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি ব্যক্তিরা যে আশাপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং শরীর জীর্ণ হইলেও যে আশা জীর্ণ হয় না, সেই প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ আশাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমি ইচ্ছানুরূপ বিষয়-সম্ভোগ করিয়া সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলাম, তথাপি আমার ভোগতৃষ্ণা উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইতেছে। এক্ষণে আমি আশা-পিশাচীকে পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে প্রবেশ পূর্ব্বক পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করিব। বৎস! তোমার সুশীলতা দর্শনে আমি সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আপন যৌবন ও মদীয় রাজ্যভার গ্রহণ কর। বৎস! তুমিই আমার প্রিয়কারী পুত্র। আমি তোমা হইতে যথেষ্ট সুখভোগ করিলাম

অনন্তর নহুষ-তনয় যযাতি পুনর্ব্বার আপন জরা গ্রহণ করিলেন এবং তৎপুত্র পুরু যৌবনসম্পন্ন হইলেন। মহারাজ যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন, এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারবর্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! দেবযানী-গর্ভসম্ভূত, শুক্রের দৌহিত্র যদু বিদ্যমান থাকিতে পুরু কি প্রকারে রাজ্য পাইতে পারেন? যদু আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তৎপর তুর্ব্বসু জন্মেন। শর্ম্মিষ্ঠার দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র যথাক্রমে উৎপন্ন হয়েন। অতএব হে মহারাজ!

আমরা জিজ্ঞাসা করি, জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনীয়ান্ কিরূপে রাজ্যভাগী হইতে পারেন? এক্ষণে যাহা উচিত হয়, আপনি করুন।" রাজা কহিলেন, "হে বর্ণচতুষ্টয়! আমি যে কারণে জ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষেক করিব না, তাহা সবিশেষে কহিতেছি, শ্রবণ কর। জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু আমার নিদেশ-পালন করে নাই, সুতরাং যে পুত্র পিতার প্রতিকূল, সে সাধুসমাজে পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যে পুত্র পিতা-মাতার আজ্ঞাবহ এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের হিতসাধন করে, তাহাকেই যথার্থ পুত্র বলা যায়। যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনু ইহারা আমার আজ্ঞাপালন না করিয়া অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে; কিন্তু পূরু আমার বাক্যরক্ষা ও সম্মানরক্ষা করিয়াছে। পূরু আমার জরাগ্রহণ করিয়া স্বকীয় যৌবন আমাকে সম্প্রদান করিয়াছিল এবং পূরু আমার মিত্ররূপ সমুদয় অভিলাষ সম্পাদন করিয়াছিল, এই কারণে সে কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যের অধিকারী হইয়াছে। আর শুক্র আমাকে এই বর প্রদান করেন, 'যে পুত্র তোমার আজ্ঞাবহ হইবে, সে রাজ্যভাগী হইবে'; অতএব তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি, তোমরা পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর।" রাজার এই কথা শুনিয়া প্রজারা কহিল, "মহারাজ! যে পুত্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং পিতা-মাতার হিতকারী, সে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও সমস্ত কল্যাণের পাত্র হইতে পারে। পূরু আপনার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, বিশেষতঃ শুক্রের ঐরূপ বর আছে, অতএব এ বিষয়ে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই, সুতরাং পূরুই রাজা হইবেন।" পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকেরা সন্তুষ্ট-মনে এই কথা কহিলে রাজা কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি পূরুকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক বনবাসের মানসে তপস্বী ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে যদু হইতে যাদব, তুর্ব্বসু হইতে যবন, দ্রুহ্যু হইতে বৈভোজ, অনু হইতে ম্লেচ্ছজাতি এবং পূরু হইতে পৌরব-বংশ উৎপন্ন হইল। হে মহারাজ! আপনি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে রাজা যযাতি পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। অনন্তর তিনি অযত্নসুলভ ফলমূলমাত্র ভোজন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত কিছুকাল বাস করিয়া সুরলোকে গমন করিলেন। তথায় কিয়দ্দিন পরমসুখে অবস্থান করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, স্বর্গভ্রষ্ট যযাতি এককালে ভূমণ্ডলে পতিত না হইয়া কিছুকাল অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন। পরে সেই অন্তরীক্ষ হইতে বসুমান্, অষ্টক, প্রতর্দ্দন ও শিবি রাজার সহিত সমবেত হইয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে গমন করেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কুরুবংশাবতংস মহাতেজাঃ যযাতি মর্ত্ত্যলোকে ও স্বর্গলোকে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, আপনি সভাগণ-সন্নিধানে তাহা কীর্ত্তন করুন এবং তিনি কি কারণে পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী ভূলোক ও দ্যুলোক-বিশ্রুতা তদীয় পরম-পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন। নহুষ-তনয় যযাতি হৃষ্টচিত্তে কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া এবং যদু প্রভৃতি পুত্রদিগকে অন্ত্যজ-জাতিমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ রাজা তথায় শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তিনি বানপ্রস্থাশ্রম-সমুচিত বিধানানুসারে জ্বলন্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেন; বন্য ফলমূল ও ঘৃত দ্বারা অতিথি-সৎকার করিতেন এবং উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতেন। সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিংশৎ বৎসর কেবল জলাহারী হইলেন। পরে এক বৎসর বায়ুমাত্র ভক্ষণ এবং অপর এক বৎসর পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া-

ছিলেন। অনন্তর ছয় মাস বায়ুমাত্র ভক্ষণ ও একপদে ভূমি স্পর্শ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন দণ্ডায়মান থাকিতেন। এইরূপে তপোনুষ্ঠানপরায়ণ রাজা প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করিয়া স্বর্গে আরোহণ করেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,মহারাজ! এইরূপ শ্রুত আছে, রাজা যযাতি স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, মরুৎ ও বসুগণ কর্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া সুদীর্ঘকাল তথায় বাস করেন। তিনি কদাচিৎ ব্রহ্মলোকে, কদাচিৎ দেবলোকে গমনাগমন করিতেন। মহারাজ যযাতি একদা ইন্দ্র-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে দেবরাজ রাজার কথাবসানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজন্! পূরু তোমার জরা গ্রহণ করেন; তুমি তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কি উপদেশ দিয়াছিলে, সত্য করিয়া বল, আমার শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে।" যযাতি কহিলেন, "হে দেবরাজ! আমি পূরুকে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কহিলাম, 'বৎস! গঙ্গা ও যমুনা এই উভয় নদীর অন্তর্গত সমস্ত রাজ্য তোমারই অধিকারভুক্ত হইল; তুমি ধরিত্রীর একমাত্র অধীশ্বর হইলে; তোমার ভ্রাতৃগণ তোমারই অধীনে থাকিয়া অন্ত্যজজাতিমাত্র শাসন করিবে। অক্রোধন ক্রোধপরায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব হে বৎস! তোমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। মানুষ অমানুষ হইতে প্রধান; বিদ্বান্ মূর্খ হইতে প্রধান; যে ব্যক্তি আক্রোশ করিবে, তাহার উপর আক্রোশ না করিয়া ক্রোধ সংবরণ করাই কর্ত্তব্য; যেহেতু, আক্রোষ্টা কোপানলে মনে মনে দগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু অনাক্রোষ্টা তাহার পুণ্যভাগী হয়। লোকের মর্ম্মপীড়ক ও নৃশংসবাদী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। যে কথায় অন্যে উদ্বিগ্ন হয়, এমত কথা উচ্চারণ করা অনুচিত। অর্থহীন ব্যক্তির নিকট প্রচুর লওয়া অন্যায্য। যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক,পরুষভাষী ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে। তাহার মুখে অলক্ষ্মীর চিহ্ন-সকল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া সাধুদিগের প্রশংসাযোগ্য কর্ম্ম করেন, সর্ব্বদা সাধুজনের অতিবাদ সহ্য করেন এবং সন্মার্গে চলিয়া থাকেন; অসতেরা আপন মুখ হইতে নির্গত বাক্যরূপ সায়ক দ্বারা অন্যকে আহত করে। আহত ব্যক্তি ঐ সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অহর্নিশ যন্ত্রণাভোগ করে, অতএব পণ্ডিতেরা তাহা কস্মিন্‌কালেও অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করেন না। জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান ও মধুরবাক্য প্রয়োগ, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না। অতএব সর্ব্বদা সান্ত্বনা-বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কদাচ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিও না। পূজ্য ব্যক্তির পূজা ও দান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যাচ্ঞা অতিশয় নিষিদ্ধ'।"

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন, "হে নহুষনন্দন! তুমি সর্ব্বকর্ম্মসম্পাদন পূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রবেশ করিয়াছিলে, অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার তুল্য তপোনুষ্ঠান করিয়াছ?" যযাতি কহিলেন, "হে দেবরাজ! দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি ইঁহাদিগের মধ্যে কেহই অদ্যাবধি আমার তুল্য তপোনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হন নাই।" তখন ইন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ! যে হেতু, অন্যের তপঃপ্রভাব না জানিয়া শুনিয়া উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ লোকের অবমাননা করিলে, তন্নিমিত্ত তুমি অদ্যই ক্ষীণপুণ্য হইয়া দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে।" যযাতি কহিলেন, "হে দেবরাজ! দেবাসুর, গন্ধর্ব্ব ও নরলোকের অবমাননা করিয়া যদি দেবলোকভ্রষ্ট হইতে হইল, তবে যাহাতে সাধুসন্নিধানে পতিত হই, এইরূপ অনুকম্পা করুন।" ইন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ! তুমি সাধুসন্নিধানেই পতিত হইয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে; কিন্তু সাবধান, যেন এইরূপে আর কাহারও অবমাননা করিও না।"

রাজা যযাতি দেবরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট ও

স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূমণ্ডলে পতিত হইতেছেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মপরায়ণ রাজর্ষি অষ্টক তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "হে যুবক! তুমি কে? তোমার রূপ ইন্দ্রের ন্যায় ও তেজ অগ্নির ন্যায় দেখিতেছি; তোমাকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অকস্মাৎ গগনমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট দেখিয়া আমরা বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে নানাপ্রকার বিতর্ক করিতেছিলাম। এক্ষণে তোমাকে সন্নিকৃষ্ট দেখিয়া পতনকারণ জিজ্ঞাসার্থ প্রত্যুদ্গমন করিলাম। অগ্রে তোমার পরিচয় লইতে আমাদিগের সাহস হইতেছে না, অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে এবং কি নিমিত্তই বা দেবলোকে আগমন করিয়াছিলে? হে মহানুভব! তোমার ভয় নাই, শীঘ্রই বিষাদ ও মোহ পরিত্যাগ কর। এই সাধুসমাজে বল-নামক অসুরের হন্তা ইন্দ্রও তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ নহেন। হে দেবরাজকল্প! সাধুলোকেরা সন্তপ্ত সাধুলোকদিগের আশ্রয়, সম্প্রতি তুমি সাধু-সন্নিধানে আসিয়াছ, আর ভয় কি? যেমন তাপদানে অগ্নির, বীজাধানে পৃথিবীর, আলোকদানে সূর্য্যের প্রভুত্ব আছে, সাধুদিগের নিকট অভ্যাগত ব্যক্তিরও তাদৃশ প্রভুত্ব।"

যযাতি কহিলেন, "আমি নহুষের পুত্র এবং পূরুর পিতা, আমার নাম যযাতি। আমি ইন্দ্র-সন্নিধানে আত্মপ্রশংসা করিয়াছিলাম বলিয়া ক্ষীণপুণ্য ও দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতেছি। আমি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক, এই নিমিত্ত তোমাদিগকে অভিবাদন করি নাই, কারণ, যিনি বিদ্যা, তপস্যা ও জন্ম দ্বারা প্রধান হয়েন, তিনিই পূজনীয়।" অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! তুমি কহিতেছ যে, যিনি বয়োবৃদ্ধ, তিনিই সকলের প্রধান ও পূজ্য, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; যিনি তপস্যা দ্বারা সকলের প্রধান হয়েন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূজনীয়।" যযাতি কহিলেন, "সৎকর্ম্মের প্রতিকূলতাই পাপ; পাপাসক্ত হইলেই নিরয়গামী হইতে হয়; সাধুপুরুষেরা কদাচ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা আনুকূল্য করেন না। আমার বিস্তর অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে, আমি এক্ষণে অনুসন্ধান করিলেও তাহা আর পাইব না, এইরূপ অবধারণ করিয়া যিনি আপনার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই যথার্থ সাধু। যিনি বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও তপঃপরায়ণ হইয়া পরিণামে সুরলোকে গমন করেন, তাঁহাকেই মহাধন বলা যায়। বহুধনের অধিপতি হইয়াও প্রফুল্ল হওয়া বিধেয় নহে। নিরহঙ্কারচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, কারণ এই জীবলোকে এবংবিধ বহুবিধ পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহা চেষ্টার বাহ্যভূত, কেবল দৈবপরতন্ত্র; অতএব ধীর ব্যক্তি দৈবকে বলবান্ জানিয়া লব্ধ সেই সেই বস্তু কদাচ নষ্ট করিবেন না। সুখ ও দুঃখ সকলই দৈবাধীন, স্বেচ্ছাক্রমে কেহ কখন সুখী বা দুঃখী হইতে পারে না, অতএব দৈবই বলবান্, এই বিবেচনা করিয়া কদাচ বিষণ্ণ বা সুখে উল্লাসিত হইবে না। ধীমান্ ব্যক্তি দুঃখে সন্তপ্ত বা হর্ষে উন্মত্ত হয়েন না। তাঁহারা সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করেন, যেহেতু, সুখ-দুঃখ দৈবায়ত্ত, উহাতে কখন সন্ন বা বিষণ্ণ হইবে না। হে অষ্টক! বিধাতা যেরূপ বিধান করিয়াছেন, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে, এই ভাবিয়া আমি কখন ভয়ে মুগ্ধ হই না এবং আমার মনে কদাচ সন্তাপের সঞ্চার হয় না। কি স্বেদজ, কি অণ্ডজ, কি উদ্ভিদ্, কি সরীসৃপ, কি কৃমি, কি মৎস্য, কি প্রস্তর, কি তৃণ, কি কাষ্ঠ, প্রারব্ধ-ক্ষয় হইলে সকলেই নষ্ট হয়। হে অষ্টক! সুখ-দুঃখের অনিত্যতা বুঝিয়াছি, অতএব আর কি বলিয়া সন্তপ্ত হইব? কি করিব, কি করিলে সন্তপ্ত না হই, এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক করিয়া আমি অপ্রমত্তচিত্তে সন্তাপ বিসর্জ্জন করিয়াছি।"

অনন্তর অষ্টক সর্ব্বগুণসম্পন্ন মাতামহ যযাতির এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "মহারাজ! আত্মবেদী পুরুষের ন্যায় বহুবিধ ধর্ম্মসংক্রান্ত কথার উল্লেখ করিতেছ, তাহা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের কর্ণযুগল চরিতার্থ হইতেছে, অতএব তুমি যত কাল যেরূপে যে সকল লোকে অবস্থিতি করিয়াছিলে, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বল।" যযাতি কহিলেন, "আমি নিজ বাহুবলে সমস্ত দিগ্বিজয় করিয়া এই সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্ হইয়াছিলাম। সহস্র বৎসর পরমসুখে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকে গমন করি। পরে শতযোজন-বিস্তীর্ণ সহস্র-দ্বারসংযুক্ত পরমরমণীয় অমরাবতী নগরীতে সহস্র বৎসর অতিবাহিত করি।

অনন্তর পরম-দুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া তথায় সহস্র বর্ষ বাস করি। তৎপরে দেবদেব মহাদেবের বাস ভূমি কৈলাসভূমিতে বিহার করিয়া, দেবগণ ও ঈশ্বর-গণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করি। তদনন্তর নন্দনবনে কুসুমগন্ধামোদিত চারুরূপ পর্ব্বত-সকল নিরীক্ষণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিদ্যাধরীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিয়া অযুত শতাব্দী বাস করি। দেবলোক-সুলভ সুখে আসক্ত হইয়া তথায় এই সুদীর্ঘ-কাল বাস করিলে একদা এক ঘোররূপী দেবদূত আসিয়া প্লুতস্বরে তিনবার কহিল, 'তুমি সুখভ্রষ্ট হও।' সম্প্রতি আমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া নন্দনবন হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি এবং দেবগণ অন্তরীক্ষে আমার নিমিত্ত অতি করুণস্বরে রোদন করিতেছেন, ইহাও শুনিতেছি। হে নরেন্দ্র! আমি ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আমি তাঁহাদের 'হা পুণ্যকীর্ত্তে যযাতি! তুমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছ,' এইরূপ বিলাপ শুনিয়া কহিলাম, 'হে দেবগণ! আমি যাহাতে সাধুসন্নিধানে পতিত হই, এমত কোন উপায়-বিধান কর।' তাঁহারা আপনাদিগের যজ্ঞভূমিতে যাইতে কহিলেন। আমি হবির্গন্ধের অনুসরণক্রমে যজ্ঞভূমির অনুমান করিয়া সত্বর আসিতেছি।"

নবতিতম অধ্যায়।

অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! ইন্দ্রকাননে অযুত শতাব্দী বাস করিয়া কি কারণে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবীতে পুনরাগমন করিলেন?" রাজা কহিলেন, "হে অষ্টক! যেমন জ্ঞাতি বা সুহৃজ্জন নির্দ্ধন মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবতারা ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিকে দেবলোক হইতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।" তখন অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি তত্ত্বজ্ঞানী, অতএব বলুন দেখি, স্বর্গে কি কারণে ক্ষীণপুণ্য হয় এবং কি পুণ্য করিলে কোন্ ধামে গমন করিতে পারে, এ বিষয়ে আমার অতীব সন্দেহ আছে।" যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, "পুণ্যক্ষয় হইলে মনুষ্যেরা বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে দেবলোক হইতে এই মর্ত্ত্যলোকরূপ ঘোর নরকে পুনরায় পতিত হয় এবং ভৌমকলেবর পরিগ্রহ পূর্ব্বক বিবিধ উপভোগে আসক্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুরের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশ পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে। অতএব যে কর্ম্ম করিলে এই পৃথিবীতে অতিশয় কষ্টভোগ করিতে হয়, এমত গর্হিত কার্য্যে নিতান্ত অবজ্ঞা ও একান্ত অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। হে অষ্টক! যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমুদয়ই বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা কর, বল।" অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! স্বর্গচ্যুত হইয়া নরলোকে আগমন করিবার কালে পথিমধ্যে পতঙ্গেরা নরকলেবর ভক্ষণ করিয়া থাকে, তবে কিরূপে তাহারা এই পৃথিবীতে আবিভূর্ত হয় আর কেনই বা এই নরলোককে নরক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন?" রাজা কহিলেন, "মনুষ্যেরা জননী-জঠর হইতে কর্ম্মারব্ধ দেহলাভানন্তর এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করে এবং ইহাতেই পতিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত করে, এই নিমিত্ত পৃথিবীকে নরক বলিয়া উল্লেখ করিলাম। পৃথিবীতে পতিত হইবার সময়ে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, ভয়ঙ্কর, ভৌম রাক্ষসগণ পতনোন্মুখ ব্যক্তিকে কষ্ট দান করিয়া থাকে।" অষ্টক জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ! পাপপ্রভাবে দেবলোকচ্যুত মনুষ্যগণকে যদি ভীমরূপী রাক্ষসগণ পথিমধ্যে গ্রাস করে, তবে তাহারা কিরূপে পুনরায় এই পৃথিবীতে আবিভূর্ত হয়, কিরূপে ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হয়, আর কি প্রকারেই বা তাহারা গর্ভে আবিষ্ট হয়?" রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, "অশ্রুপ্রবাহে জলভাবাপন্ন মনুষ্যকলেবর রেতোরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীস্থ বনস্পতি, ওষধি, ফল, পুষ্প ও পঞ্চভূতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সেই ফলাদি ভক্ষণ করিলে রেতঃ জন্মে। সেই রেতঃ গর্ভে সিক্ত হইলে গর্ভের সঞ্চার হয়, তাহাতেই চতুষ্পদ, দ্বিপদ প্রভৃতি জন্তুগণ গর্ভে আবিভূর্ত হইয়া থাকে।" অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! গর্ভভূত জন্তু কি শরীরান্তর দ্বারা কিংবা স্বশরীর দ্বারা গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হয়? আর কিরূপেই বা দেহের ঔন্নত্য, চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ এবং চৈতন্যলাভ করে? এই বিষয়ে আমাদের মহান্ সংশয় আছে; আপনি তত্ত্বজ্ঞ, অতএব এই সমু-

দয় বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া আমাদিগের সন্দেহ-ভঞ্জন করুন।" রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, "ঋতুকালে বায়ু পুষ্পরসানুযুক্ত রেতঃ গর্ভযোনিতে আকর্ষণ করে; সেই রেতঃ প্রথমতঃ তন্মাত্ররূপী হইয়া ক্রমশঃ গর্ভকে পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে। তদনন্তর সেই গর্ভ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সম্পন্ন হইয়া পূর্ব্বতন বাসনা অবলম্বন পূর্ব্বক মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়। মনুষ্যজাতিমাত্রে চৈতন্য-লাভ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ, চক্ষুদ্বারা রূপ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা রস, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা শীত, উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ অনুভব করিতে এবং মন দ্বারা সমুদয় ভাব অবগত হইতে পারে।" অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! মৃত ব্যক্তির কলেবর দগ্ধ, নিখাত বা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে মরণানন্তর অভাব ভূত পুরুষ কিরূপে পুনর্ব্বার চৈতন্য-লাভ করে?" যযাতি কহিলেন, "পুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়া স্বকীয় পুণ্যপাপের অনুসারে অচিরাৎ অন্য যোনি আশ্রয় করে। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পুণ্যযোনি ও পাপকারী ব্যক্তিরা পাপযোনি প্রাপ্ত হয়। কীট ও পতঙ্গাদি পাপকারী জন্তু; এই নিমিত্ত উহারা পাপযোনির অন্তর্গত; চতুষ্পদ, দ্বিপদ, ষট্পদ ইহারাও পাপস্বভাব, এই নিমিত্ত ইহারাও পাপযোনির অন্তর্গত। হে রাজ-সিংহ! যাহা বক্তব্য, তাহা সবিস্তারে বলিলাম, এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল।" অষ্টক কহিলেন, "মহা-রাজ! মনুষ্য তপস্যা, বিদ্যা বা যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তৎ-সমুদয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।" যযাতি কহিলেন, "হে অষ্টক! তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং দয়া এই সাতটি স্বর্গের দ্বার-স্বরূপ। সাধুলোকেরা কহিয়া থাকেন, মনুষ্যেরা অজ্ঞান-কূপে মগ্ন হইয়া অহঙ্কারদোষে সর্ব্বদা বিনষ্ট হয়। অধ্যয়নশীল বা পণ্ডিতাভিমানী যে ব্যক্তি বিদ্যাবলে অন্যের যশোলোপ করে, সে পুণ্যলোক হইতে অচিরাৎ ভ্রষ্ট হয় এবং তাহার সেই অধ্যয়নাদি ব্রহ্মফলপ্রদ হয় না। মানাগ্নি-হোত্র, মানমৌন, মানাধ্যয়ন ও মানযজ্ঞ এই চারিটি কর্ম্ম ভয়ঙ্কর নহে; কিন্তু অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে ইহা নিতান্ত ভীষণ হইয়া উঠে। মানে হর্ষ-প্রকাশ ও অপ-মানে সন্তাপ করিও না। সাধু ব্যক্তিরা সাধুদিগকে সর্ব্বদা সৎকার করিয়া থাকেন। অসাধুরা কদাচ সাধু-বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। 'এত দান করিলাম,' 'এত যজ্ঞ করিলাম,' 'এত অধ্যয়ন করিলাম' এবং 'এত ব্রতানুষ্ঠান করিলাম,' এইরূপ অহঙ্কার অতি ভয়ঙ্কর, অতএব ইহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে সকল মনীষী সকলের আশ্রয়ভূত, তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্গতি-লাভ হয়।"

একনবতিতম অধ্যায়।

অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! ব্রহ্মচারী, গৃহী, বান-প্রস্থ ও ভিক্ষু ইহারা কিরূপ আচরণ করিলে সৎপথে থাকিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারেন, এই বিষয়ে নানা-প্রকার প্রবাদ আছে। আপনার মত কি?" যযাতি কহি-লেন, "ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম এই যে, অধ্যাপনাদি গুরু-কার্য্যের নিমিত্ত কদাচ গুরুকে প্রেরণা করিবেন না; গুরু যখন তাঁহাকে আহ্বান করিবেন, তখন অধ্যয়ন করিবেন; গুরুর শয়নের পর শয়ন ও গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিবেন এবং মৃদু, দান্ত, সন্তুষ্ট-স্বভাব, অপ্রমত্ত ও বেদাধ্যয়নে নিরত থাকিবেন। গৃহস্থের ধর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মতঃ ধনোপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা যাগদানাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিবেন, অতিথি-ভোজন করাই-বেন এবং অদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিবেন না। বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য এই যে, স্বকীয় বীর্য্য উপজীব্য করিয়া জীবন-ধারণ করিবেন, কোনরূপ পাপকর্ম্মে আসক্ত হইবেন না; পরকে দান করিবেন; কাহাকেও কষ্টদান করি-বেন না। ভিক্ষুর কর্ত্তব্য এই যে, শিল্পকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না, গুণবান্, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়বাসনা হইতে বিরক্ত ও বৃক্ষমূলশায়ী হইবেন এবং অধিক পর্য্যটন করিবেন না। লোকে নিদ্রায় অভিভূত ও কামপরতন্ত্র হইয়া যে রজনী সুখে অতিবাহিত করে, জ্ঞানী ব্যক্তি সংযতচিত্তে অরণ্যে বাস করিয়া সেই রজনী যাপন করিবেন। যিনি এইরূপে অরণ্যবাস করিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পূর্ব্ব দশ

পুরুষ, পশ্চাৎ দশ পুরুষ এবং আপনাকে এই একবিংশতি পুরুষকে পরিত্রাণ করেন।” অষ্টক কহিলেন, “মহারাজ! মুনি ও মৌনব্রতী কয় প্রকার,বলুন,শুনিতে আমাদিগের সাতিশয় বাসনা হইতেছে।” রাজা কহিলেন, “হে অষ্টক! যিনি পৃষ্ঠভাগে গ্রাম রাখিয়া কিংবা পৃষ্ঠভাগে অরণ্য রাখিয়া গ্রামে বাস করেন, তাঁহাকেই মুনি বলা যায়।”

অষ্টক কহিলেন,“মহারাজ! যিনি অরণ্যে বাস করেন, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গ্রাম থাকে, সে কি প্রকার?” রাজা কহিলেন, “যিনি অরণ্যে বাস করিয়া গ্রাম্য ফলমূলাদ ভক্ষণ করেন না, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গ্রাম; আর যিনি গ্রামে বাস করিয়া অগ্নিহোত্রী নহেন, বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, অগোত্রচারী ও কৌপীনধারী এবং যতদিন প্রাণসংযোগ, ততদিন অন্নপানেচ্ছা, তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে অরণ্য। আর যিনি সর্ব্ববাসনাপরিশূন্য হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম বিসর্জ্জন ও ইন্দ্রিয়দমন পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন,তাঁহাকে মৌনব্রতী কহে; মৌনব্রতী সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ধৌতদন্ত,ছিন্ননখ, স্নাত,অলঙ্কৃত, অসিতকলেবর ও শুভকর্ম্মা মুনি সকলের অর্চ্চনীয়। যিনি তপস্যা দ্বারা কর্ষিত,ক্ষীণ,জীর্ণ-কলেবর, জীর্ণমাংস ও শুষ্কাস্থি হয়েন, সেই মুনি ইহলোক জয় করিয়া পরলোকও জয় করেন। আর যিনি নির্দ্দ্বন্দ্ব হইয়া মৌনব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক তপশ্চরণ করেন, তিনিও ইহলোক জয় করিয়া পরলোক জয় করেন। যে মুনি মুখ দ্বারা গোবৎ আহার অন্বেষণ করেন, ইহলোক ও পরলোক তাঁহার প্রীতিকর হইয়া উঠে।”

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

অষ্টক যযাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “উক্ত উভয়বিধ ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রে কাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে?” যযাতি কহিলেন, “যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও আশ্রমবিবর্জ্জিত এবং কামাচারপরাঙ্মুখ, তিনিই অগ্রে মুক্তি লাভ করেন। যথার্থ জ্ঞানী হইয়া পাপাচরণ করিলেও ধারাবাহি-সুখভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পণ্ডশ্রম মনে করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করে, তাহার সেই ধর্ম্মাচরণ বিফল; কেবল ক্রূরতা মাত্র।”

মহারাজ! রাজা যযাতির এবম্প্রকার ধর্ম্মসংগীত শ্রবণ করিয়া, অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ! আপনি যুবা, মাল্যধারী, তেজস্বী এবং দর্শনীয়; কোন্ ব্যক্তি আপনাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন ও কোন্ দিকে গমন করিবেন? আপনার কি পার্থিব স্থানে গমন করিতে হইবে?”যযাতি কহিলেন,“আমার পুণ্যক্ষয় হওয়াতে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীরূপ ভৌম নরকে পতিত হইতেছি; আপনাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া অচিরে ভূতলে পতিত হইব; যেহেতু, ব্রহ্মলোক রক্ষকেরা আমার ভূলোকপতনের নিমিত্ত ত্বরা করিতেছেন। আর পতনকালে ইন্দ্র আমাকে এই বর দিয়াছেন, ‘হে নরেন্দ্র! তুমি সাধুসমাজে পতি হইবে,’ তাহাও হইল।” অষ্টক কহিলেন, “তুমি পতিত হইও না, হে রাজন্! যদি আমার অন্তরীক্ষ বা দিব্য কোন লোক থাকে, আমি তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম।” যযাতি কহিলেন, “মহারাজ! যতদিন পৃথিবীতে গবাশ্ব প্রভৃতি জীবজন্তু আছে, ততদিন আপনার স্বলোকে অধিকার আছে।” অষ্টক কহিলেন, “আমার দিব্য বা অন্তরীক্ষ যে কোন স্থান থাকে,তাহা তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি অচিরাৎ সেই স্থানে গমন কর।” যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে রাজশ্রেষ্ঠ! বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাই প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, মাদৃশ ক্ষত্রিয়েরা কদাচ যাচ্ঞাদৈন্য স্বীকার করেন না; বরং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অভাবে প্রাণত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তথাপি যাচ্ঞাজনিত লঘুতা স্বীকার করা অনুচিত।”

পরে অষ্টকের সমভিব্যাহারী প্রতর্দ্দন কহিলেন,“হে দর্শনীয়! আমি প্রতর্দ্দন, তুমি তত্ত্বজ্ঞানী, অতএব যদি অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে আমার কোন স্থান থাকে, আমি তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম।” যযাতি কহিলেন, “হে নরেন্দ্র! আপনার অতি উৎকৃষ্ট বহুসংখ্যক লোক আছে। সেই সকল লোক আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে; উহা এত অধিকসংখ্যক যে,

প্রতিসপ্তাহে এক এক লোক ভোগ করিলেও নিঃশেষিত হয় না।” প্রতর্দ্দন কহিলেন,“আমি তোমাকে সেই সকল লোক প্রদান করিলাম। তুমি মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র তথায় গমন কর।” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন,“সমতেজস্ক শ্রেষ্ঠ রাজারা অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন না। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধর্ম্ম্য, মান্য ও যশস্কর কর্ম্ম যত্ন পূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনি যেরূপ বলিতেছেন, মাদৃশ লোক এরূপ কৃপণ কর্ম্ম করিতে সম্মত নহেন। মদ্বিধ লোকের কর্ত্তব্য যে, যাহা অন্যে না করিয়াছে,তদ্রূপ অপূর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন করে।” রাজা যযাতি এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহারাজ বসুমান্ তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

বসুমান্ কহিলেন, “মহারাজ! আমি উষদশ্বের পুত্র, আমার নাম বসুমান্। যদি স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে আমার ভোগ্য কোন স্থান থাকে,তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিলাম।” রাজা কহিলেন, “অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দিক্ এবং যে সকল লোক সূর্য্যদেবের তাপে উত্তপ্ত হয়, তাদৃশ বহুসংখ্যক লোক আপনার গমন-প্রতীক্ষা করিতেছে।” বসুমান্ প্রত্যুত্তর করিলেন, “মহারাজ! আর ভূমণ্ডলে নিপতিত হইতে হইবে না, আমি সেই লোক আপনাকে প্রদান করিতেছি, উহা আপনারই ভোগ্য হউক, যদি প্রতিগ্রহ করা আপনার পক্ষে নিতান্ত দূষণীয় হয়,তবে তৃণ দ্বারা উহা ক্রয় করুন।”রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে নরেন্দ্র! তুমি সাধুব্যক্তিদিগকে কদাচ অবমাননা কর নাই, অতএব তোমার বিদ্যুৎপ্রায় অনন্ত লোক বিদ্যমান আছে।” শিবি কহিলেন, “মহারাজ! যদি এই সকল লোক ক্রয় করা আপনার অনভিমত হয়, তবে তাহা আপনাকে সম্প্রদান করিতেছি, আপনি তাহা গ্রহণ করুন। আমি দান করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিব না, যেহেতু, বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দান করিয়া কদাচ অনুতাপ করেন না।” যযাতি কহিলেন, “হে নরদেব! আপনি দেবরাজতুল্য প্রভাবসম্পন্ন এবং আপনার ভোগ্য লোকও অনন্ত বটে, কিন্তু আমার অদ্যাপি অন্যদত্ত লোকে স্পৃহা হয় নাই; অতএব আপনার দান আমার অভিমত নহে।”তখন অষ্টক কহিলেন, “মহারাজ! যদি অস্মদ্দত্ত এক একটি লোক স্বীকার না করেন,তবে আমরা আপনাকে সমুদয় প্রদান করিয়া বরং নরকে গমন করিব।” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, “আমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হউন,সাধুব্যক্তিরা স্বভাবতঃ সত্যপরায়ণ হইয়া থাকেন, কিন্তু যাহা আমার অদৃষ্টলভ্য নহে, তদ্বিষয় ভোগ করিতে আমি কখনই সম্মত হইতে পারি না।” অষ্টক কহিলেন, “মহারাজ! যে সকল সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া লোকে শাশ্বতলোকে গমন করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ পাঁচখানি রথ দেখা যাইতেছে, উহা কাহার?” রাজা কহিলেন, “ঐ সকল সুবর্ণময় রথ তোমাদিগকে বহন করিবে। উহা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে।” অষ্টক বলিলেন, “মহারাজ! তুমি ঐ রথে আরোহণ করিয়া অন্তরীক্ষে গমন কর এবং নির্দ্দিষ্টকাল উপস্থিত হইলে আমরাও তোমার অনুসরণ করিব।” রাজা কহিলেন, “আমরা কর্ম্মফলে সকলেই তথায় স্বর্গলোক জয় করিয়াছি, অতএব চল, সকলে সমবেত হইয়া গমন করিব। এই আমাদিগের দেবলোকে প্রস্থান করিবার নিষ্কণ্টক পথ দেখাইতেছে।”

অনন্তর ধর্ম্মশীল ভূপালগণ রথারোহণ পূর্ব্বক স্বীয় প্রভাপুঞ্জ দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে অষ্টক কহিলেন, “আমি মনে করিয়াছিলাম, মহাত্মা ইন্দ্র আমার সখা, আমি অগ্রে তাঁহার নিকট গমন করিব; কিন্তু উশীনরতনয় শিবি মহাবেগে অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন, ইহাঁর অভিপ্রায় কি?” যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, “উশীনরপুত্র যত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন,সমুদয়ই দেবলোকে সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব শিবিরাজ আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অসামান্য-বুদ্ধিসম্পন্ন শিবিরাজ দান, তপস্যা, সত্য, ধর্ম্ম, লজ্জা, ক্ষমা ও বিধিৎসা প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত; বিশেষতঃ শিবিরাজ অতিশয় সুশীল ও সৌম্য; এই কারণে শিবি সর্ব্বাগ্রে

গমন করিতেছেন।” অনন্তর অষ্টক সকৌতুকচিত্তে পুনর্ব্বার মাতামহকে জিজ্ঞাসিলেন, “মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন এবং কাহার পুত্র? আর আপনি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাদৃশ অন্য কোন ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ তদ্রূপ কর্ম্ম করিতে পারেন না কেন? এই সমুদায় যথার্থরূপে বর্ণন করুন।” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, “আমি নহুষতনয়, আমার নাম যযাতি। আমি পৃথিবী-রাজ্যের সম্রাট্ ছিলাম, আমি তোমাদিগের সমক্ষে সমুদয় রহস্য প্রকাশ করিতেছি। আমি তোমাদের মাতামহ, আমি সমস্ত অবনীমণ্ডল জয় করিয়াছি, ব্রাহ্মণদিগকে একশত সুরূপ পবিত্র অশ্ব ও বস্ত্র দান করিয়াছি, এক শত অর্ব্বুদ গো, বাহন, সুবর্ণ ও ধনের সহিত এই সসাগরা ধরিত্রী বিপ্রসাৎ করিয়াছি; পৃথিবী ও স্বর্গে আমার সত্যের প্রভাব দেদীপ্যমান আছে। সত্যপ্রভাবেই মনুষ্যলোকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। আমি যাহা কহিয়া থাকি, সকলই সত্য। আমার বাক্য কদাচ বিফল হয় না; যেহেতু, সাধুলোকেরা সত্যের সম্মান করিয়া থাকেন। হে অষ্টক! আমি সত্যই কহিতেছি, উষদশ্বের পুত্র প্রতর্দ্দন, মুনি ও দেবগণ ইহাঁরা সত্য-প্রভাবেই সকলের পূজনীয় ও মান্য হইয়াছেন। আমরা স্বীয় পুণ্যবলে সুরলোক জয় করিয়াছি; অতএব যে ব্যক্তি আমাদিগের নিকট অকপটে স্বকীয় রহস্য ভেদ করিবেন এবং বিপ্রগণের প্রতি অসূয়াশূন্য হইবেন, তিনি উত্তরকালে আমাদিগের সালোক্য লাভ করিতে পারিবেন।” এইরূপে রাজা যযাতি স্বীয় দৌহিত্রগণ দ্বারা তারিত হইয়া মহীয়সী কীর্ত্তি-সংস্থাপন পূর্ব্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! পূরুবংশাবতংস ভূপতিগণ কিরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম,সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদিসম্পন্ন ছিলেন, তৎসমুদয় সবিস্তর বর্ণন করুন। সেই সুশীল সুবিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত বিজ্ঞানশালী মহীপালগণের জীবন-চরিত সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,মহারাজ! পূরুবংশসমুদ্ভূত মহাবল, মহাতেজাঃ, সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ভূপালগণের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি,শ্রবণ করুন। পৌষ্টীর গর্ভে পূরুরাজের তিন পুত্র জন্মে:—প্রবীর, ঈশ্বর এবং রৌদ্রাশ্ব। রাজকুমারেরা সকলেই মহারথ ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রবীরের ভার্য্যা শূরসেনী; তাঁহার গর্ভে মনস্যু নামে এক পুত্র জন্মে। মহাবল মনস্যু স্বীয় বাহুবলে অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া অতি বিস্তীর্ণ সাগরাম্বরা ধরিত্রীর একাধিপতি হইয়াছিলেন। সৌবীরীর গর্ভে মনস্যুর অভগ,ভানু প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে। অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্র জন্মে; ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু, কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, জলেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্ম্মেয়ু ও সন্নতেয়ু। তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত, ধর্ম্মপরায়ণ, যাগশীল ও অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তন্মধ্যে অনাধৃষ্টি অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। মহীপাল অনাধৃষ্টির মতিনার নামে এক পুত্র জন্মে। পরম-ধার্ম্মিক মতিনার রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার চারি পুত্র হইল; তংসু, মহান্, অতিরথ এবং দ্রুহ্যু। মহাবল-পরাক্রান্ত তংসু সমস্ত বসুন্ধরা জয় করিয়া ভূমণ্ডলে নির্ম্মল যশোরাশি বিস্তার করিয়াছিলেন। তংসুর ঈলিন নামে এক মহাবল পুত্র জন্মে; তিনিও সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মহারাজ ঈলিন স্বীয় পত্নী রথন্তরীর গর্ভে দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু এবং বসু এই পাঁচ পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুষ্মন্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই শকুন্তলাতনয় ভরত দ্বারাই ভরতবংশের এত দূর গৌরব-বৃদ্ধি হইয়াছে। মহারাজ ভরতের তিন মহিষী। তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার নয় পুত্র জন্মে। কিন্তু পুত্রেরা কেহই তাঁহার অনুরূপ হন নাই, এই নিমিত্ত তিনি স্বীয় সন্তানগণকে যথাযোগ্য সমাদর করিতেন না। মহিষীগণ রাজার অসন্তোষের কারণ জানিতে পারিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া পুত্রদিগকে বিনষ্ট করিলেন। এইরূপে

ভরতের অপত্যোৎপাদন বৃথা হইয়া গেল। অনন্তর তিনি পুত্রার্থী হইয়া বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুগ্রহে ভূমন্যু নামে এক পুত্র লাভ করিলেন। মহিষী পুষ্করিণীর গর্ভে ভূমন্যুর ছয় পুত্র জন্মে;—সুহোত্র, দিবিরথ, সুহোতা, সুহবিঃ, সুজেয় এবং ঋচীক। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুহোত্র গজবাজি-সমাকীর্ণ ও বহুরত্ন-সমাকুল রাজ্য লাভ করিলেন এবং রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ন্যায়পরায়ণ সুহোত্র ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলে, হস্ত্যশ্বরথসম্পূর্ণা ও জনতা-সমাকুলা বসুন্ধরা ভারাক্রান্তা হইয়া যেন রসাতলে নিমগ্না হইতে লাগিলেন। তিনি রাজা হইলে শস্যবৃদ্ধি, প্রজাবৃদ্ধি ও পৃথিবী স্থানে স্থানে চৈত্য ও যূপস্তম্ভে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। ঐক্ষ্বাকীর গর্ভে সুহোত্রের তিন পুত্র জন্মে:—অজমীঢ়, সুমীঢ় এবং পুরুমীঢ়। তন্মধ্যে অজমীঢ় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার তিন পত্নী;—ধূমিনী, নীলী এবং কেশিনী। ইহাঁদিগের গর্ভে অজমীঢের ছয় পুত্র হয়;—ঋক্ষ, দুষ্মন্ত, পরমেষ্ঠী, জহ্নু, ব্রজন ও রূপিণ। ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ, নীলীর গর্ভে দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী, কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিণ জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী হইতে পাঞ্চালবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং অমিততেজাঃ জহ্নু হইতে কুশিকান্বয় বিস্তৃত হইয়াছে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ঋক্ষ রাজা ছিলেন। ঋক্ষের পুত্র সংবরণ। তিনি রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলে প্রজামণ্ডলীর ক্ষয় হইতে লাগিল এবং অন্যান্য বিষয়েরও বিনাশ হওয়াতে ক্রমশঃ জনপদ উৎসন্নপ্রায় হইয়া উঠিল। শত শত লোক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতে লাগিল এবং অনাবৃষ্টি ও ব্যাধিতে লোক-সকল পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল। এই সময়ে পাঞ্চালরাজ চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে রাজা সংবরণকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন। অনন্তর রাজা সংবরণ ভীত হইয়া পুত্র, কলত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত পলায়ন করিয়া সিন্ধুনদ-তীরবর্ত্তী এক নিবিড় নিকুঞ্জ-মধ্যে বাস করিলেন। সেই নিকুঞ্জ নদীতট অবধি পর্ব্বতসমীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দুর্গমধ্যে তাঁহারা বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইলে, এক দিবস ভগবান্ বশিষ্ঠ তথায় আগমন করিলেন। ভারতেরা মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া, পরম যত্নে প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ্য-দান করিলেন এবং অনাময়-প্রশ্ন পূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন। মুনিবর আসনে উপবিষ্ট হইলে রাজা প্রার্থনা করিলেন, "ভগবন্! আপনাকে আমাদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতে হইবে; আপনি পুরোহিত হইলে আমরা রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিতে পারি।" মহর্ষি বশিষ্ঠ "তথাস্তু" বলিয়া রাজার প্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর অচিরকাল-মধ্যে তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহারাজ সংবরণ রাজ্যলাভানন্তর যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। অনন্তর সংবরণের মহিষী তপতী এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্রের নাম কুরু। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াতে প্রজাদিগের সাতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মহাতপাঃ কুরু কুরুজাঙ্গলে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ প্রদেশ পবিত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইল। কুরুর পাঁচ পুত্র;—অবিক্ষিত, ভবিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি এবং জনমেজয়। অবিক্ষিতের আট সন্তান;—পরীক্ষিৎ, শবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার ও জিতারি। পরীক্ষিতের সাত পুত্র:—জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন। জনমেজয়ের আট পুত্র; —ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লীক, নিষধ, জাম্বূনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি। রাজকুমারেরা সকলেই বুদ্ধিমান্, সুশীল, ধর্ম্মপরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার দ্বাদশ পুত্র;—কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিন, হবিঃশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমন্যু, অপরাজিত, প্রতীপ, ধর্ম্মনেত্র এবং সুনেত্র। তন্মধ্যে প্রতীপ ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার তিন পুত্র;—দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি ধর্ম্মোপার্জ্জন-বাসনায় প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিলেন; শান্তনু ও বাহ্লীক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজা পবিত্র মনুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্। উদারচরিত পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সংক্ষেপ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইল না; অতএব অনুগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার মনু অবধি রাজর্ষিগণের বিশুদ্ধ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে দ্বৈপায়নের নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, অবিকল বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। দক্ষের পুত্র অদিতি, অদিতির পুত্র বিবস্বান্, বিবস্বানের পুত্র মনু, মনুর পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরূরবাঃ,পুরূরবার পুত্র আয়ু,আয়ুর পুত্র নহুষ,নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির দুই ভার্য্যা:—শুক্রের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভে দুই পুত্র হয়;—যদু এবং তুর্ব্বসু। শর্ম্মিষ্ঠার তিন সন্তান;—দ্রুহ্যু, অনু এবং পূরু। যদু হইতে যদুবংশ এবং পূরু হইতে পূরুবংশ বিস্তৃত হইয়াছে। যে পূরু তিনবার অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছেন এবং পরিশেষে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পূরুর মহিষী কৌশল্যা; তাঁহার গর্ভে জনমেজয়ের জন্ম হয়। জনমেজয় মাধবী নামে এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। মাধবীর গর্ভে জনমেজয়ের প্রাচিন্বান্ নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি সূর্য্যোদয়ের মধ্যে পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম প্রাচিন্বান্ হইল। তিনি যদুকুলসমুদ্ভূতা অশ্মকীর পাণিগ্রহণ করেন। অশ্মকীর গর্ভে প্রাচিন্বানের সংযাতি নামে এক পুত্র হয়। দৃষদ্বতের দুহিতা বরাঙ্গী সংযাতির সহধর্ম্মিণী। তিনি এক সন্তান প্রসব করেন, তাঁহার নাম অহংযাতি। তিনি কৃতবীর্য্যনন্দিনী ভানুমতীকে বিবাহ করেন। ভানুমতীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম জয়লব্ধা কেকয়রাজদুহিতা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম জয়ৎসেন। জয়ৎসেন বিদর্ভরাজদুহিতা সুশ্রবার পাণিপীড়ন করেন। সুশ্রবার গর্ভে অবাচীনের জন্ম হয়। তিনিও বিদর্ভদেশীয় মর্য্যাদা-নাম্নী এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া অরিহ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অরিহ অঙ্গরাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে মহাভৌম নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাভৌমের ধর্ম্মপত্নী সুযজ্ঞা। তিনি অযুতনায়ী নামে এক পুত্র প্রসব করেন। যিনি অযুত-সংখ্যক পুরুষমেধ যজ্ঞ করিয়া অযুতনায়ী এই নাম লাভ করিয়াছিলেন। অযুতনায়ী পৃথুশ্রবার দুহিতা কামার পাণিগ্রহণ করিয়া অক্রোধন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অক্রোধন কলিঙ্গদেশ-সম্ভূতা করম্ভাকে বিবাহ করেন। করম্ভার গর্ভে দেবাতিথির জন্ম হয়। দেবাতিথি বিদেহদেশোদ্ভবা মর্য্যাদা নাম্নী কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া অরিহ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অরিহ সুদেবাকে বিবাহ করেন। ঋক্ষ নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। ঋক্ষ তক্ষদুহিতা জ্বালার পাণিগ্রহণ করিয়া মতিনার নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মতিনার সরস্বতাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিক এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞ সমাপন হইলে সরস্বতী অভিগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। অনন্তর সরস্বতীর গর্ভে মতিনারের এক পুত্র হইল; তাঁহার নাম তংসু। তংসু কালিঙ্গীর গর্ভে ঈলিন নামে একপুত্র উৎপাদন করেন। ঈলিনের দুষ্মন্ত প্রভৃতি পাঁচ পুত্র হয়। দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্রদুহিতা শকুন্তলাকেবিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সুবিখ্যাত ভরতের জন্ম হয়।

শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানকালে রাজা দুষ্মন্তের প্রতি এই দেববাণী হইয়াছিল, "মহারাজ! শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না, ইনি যাহা কহিতেছেন, সমুদয়ই সত্য; বালকটি আপনার ঔরস; ইহা দ্বারা আপনার চরমে পরমফল স্বর্গফললাভ হইবে; অতএব যত্ন-পূর্ব্বক আত্মজের ভরণ-পোষণ করুন।" ভরণ করুন, এই দৈববাণী হইয়াছিল বলিয়া কুমারের নাম ভরত রহিল। ভরত-ভার্য্যা সুনন্দা ভুমন্যু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভুমন্যু-জায়া বিজয়া সুহোত্রের প্রসূতি। সুহোত্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়া সুবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন। সুবর্ণার গর্ভে সুহোত্রের এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম হস্তী। তিনি এই নগর স্থাপন করেন। সেই নগর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে হস্তিনাপুর নামে বিখ্যাত হইল। হস্তী যশোধরার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে বিকুণ্ঠননামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। বিকুণ্ঠ-

নের পত্নীর নাম সুদেবা এবং পুত্রের নাম অজমীঢ়। অজমীঢ়ের চারি মহিষী — কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা। তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার চতুর্বিংশতিশত পুত্র হয়, তাঁহাদিগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি হইল। কেবল সংবরণ হইতে পিতৃকুলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি তপতার পাণিগ্রহণ করিয়া কুরু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। যদুবংশোদ্ভবা শুভাঙ্গী কুরুর মহিষী। তিনি বিদূরথ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বিদূরথের পত্নী সুপ্রিয়ার গর্ভে অনশ্বার জন্ম হয়। অনশ্ব অমৃতার গর্ভে পরীক্ষিৎকে উৎপাদন করেন। পরীক্ষিতের পত্নী সুযশা। তাঁহার গর্ভে ভীমসেনের জন্ম হয়। ভীমসেনের পত্নী কুমারী। তৎপুত্র প্রতীশ্রবা। প্রতীশ্রবার পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র ;— দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি শৈশবাবস্থাতেই বনপ্রয়াণ করেন। শান্তনু প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ যুবার ন্যায় সবল হইয়া উঠিত, এই নিমিত্তে তাঁহার নাম শান্তনু হইল। শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করেন। জাহ্নবীর গর্ভে দেবব্রত নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। যাহাকে লোকে ভীষ্ম বলিয়া সম্বোধন করিত। ভীষ্ম পিতার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সত্যবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। পূর্ব্বে অনূঢ়াবস্থায় পরাশর-সহযোগে সত্যবতী গর্ভবতী হয়েন। তাহাতেই দ্বৈপায়নের জন্ম হয়। অধুনা সেই সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর দুই পুত্র হইল; একের নাম বিচিত্রবীর্য্য, অপরের নাম চিত্রাঙ্গদ। তন্মধ্যে চিত্রাঙ্গদ যৌবন-সীমায় উত্তীর্ণ না হইতেই গন্ধর্ব্ব-হস্তে নিহত হইলেন। বিচিত্রবীর্য্য রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী দুই মহিষী ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজা আত্মজের বদননিরীক্ষণ-সুখে বঞ্চিত হইয়া লোকান্তর-গমন করিলেন। অনন্তর সত্যবতী বংশরক্ষার নিমিত্ত চিন্তাকুল হইয়া ব্যাসদেবকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ জননী-সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মাতঃ! কি নিমিত্ত স্মরণ করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন।" সত্যবতী কহিলেন, "বৎস! তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য পুত্রবিহীন হইয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি তাঁহার সাত পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশ-রক্ষা কর।" দ্বৈপায়ন মাতার আজ্ঞায় বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র হইবে বলিয়া বরদান করিলেন।

অনন্তর দ্বৈপায়নের বর-প্রভাবে গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র হইল। তন্মধ্যে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং চিত্রসেন এই চারিজন সর্ব্বপ্রধান। পাণ্ডুর দুই ভার্য্যা ;— কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর আর একটি নাম পৃথা। একদিবস পাণ্ডুরাজ মৃগয়ার্থে গমন করিতে করিতে দেখিলেন, এক মহর্ষি কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া এক মৃগীতে আসক্ত হইয়াছেন। রাজা সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং ঋষির কামক্রীড়ার সমাপ্তি ও পরিতৃপ্তি না হইতেই তাঁহাকে শরাঘাত করিলেন। ঋষি বাণাহত হইয়া পাণ্ডুকে অভিসম্পাত করিলেন, "তুমি অভিজ্ঞ হইয়াও আমাকে কামরসাস্বাদে বঞ্চিত ও বিনষ্ট করিলে, এই অপরাধে অচিরকালমধ্যে তোমাকেও এই অবস্থায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতে হইবে।" রাজা শাপভয়ে ভীত ও বিবর্ণ হইয়া ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তদবধি মহিষীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর একদিবস কুন্তীর নিকট সমস্ত মৃগয়া-বৃত্তান্ত ও আপনার অবিমৃষ্যকারিত্ব সবিস্তর বর্ণন করিয়া কহিলেন, "রাজ্ঞি! আমি শুনিয়াছি, অপুত্র ব্যক্তি নিরয়গামী হয়; অতএব তুমি অপত্যোৎপাদন করিয়া আমার আয়তির শুভবিধান কর।"

কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা পাইয়া ধর্ম্ম, মরুৎ এবং ইন্দ্র এই তিন জন দ্বারা যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। রাজা পুত্রদর্শনে পরম-প্রীত হইয়া কুন্তীকে কহিলেন, "তোমার সপত্নীও অপত্যবিহীনা, অতএব যাহাতে তাঁহার সন্তান হয়, তদ্বিষয়েও যত্ন করা কর্ত্তব্য।" কুন্তী "যে আজ্ঞা" বলিয়া তৎক্ষণাৎ মাদ্রীকে আকর্ষণী-বিদ্যা প্রদান করিলেন। মাদ্রী সপত্নীদত্ত বিদ্যাবলে অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতাকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহারা উপনীত হইয়া

তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মাদ্রী নকুল ও সহদেব এই দুই পুত্র লাভ করিলেন। একদা পাণ্ডু স্বীয় মহিষী মাদ্রীর রূপলাবণ্যে মোহিত এবং শাপবাক্য বিস্মৃত হইয়া মদনানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত যেমন তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, অমনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে মাদ্রী অত্যন্ত শোকার্ত্ত ও দুঃখিত হইয়া স্বামীর সহগমনে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার সময় নকুল ও সহদেবকে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "ইহাদিগের প্রতি অযত্ন না করিয়া যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন; আমি এ জন্মের মত বিদায় হইলাম।" তদনন্তর কতিপয় তাপস পাণ্ডবদিগকে কুন্তীসমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে লইয়া গিয়া ভীষ্ম ও বিদুরের সমীপে তাঁহাদের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবতারা দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা সাদরে পরিগৃহীত হইয়া ভীষ্মাদির নিকট পিতার নিধনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক যথাবিধি সমাপন করিয়া তথায় স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের কোন প্রকার অনিষ্টচেষ্টা করিত না। এইরূপে পাণ্ডবগণের শৈশবাবস্থা অতীত হইল। পরে দুরাত্মা দুর্য্যোধন দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল করিতে লাগিল, কিন্তু নিরপরাধী পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্যক্রমে সেই দুর্ব্বৃত্তের সমুদায় আশয় নিষ্ফল হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ছলনা করিয়া তাঁহাদিগকে বারণাবত নগরে প্রেরণ করিলেন। পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন তথাপি ক্ষান্ত হইল না। সে পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বিদুরের মন্ত্রণাবলে নৃশংসের অসদভিসন্ধি সমুদয় বিফল হইল। পাণ্ডবগণ নিরন্তর অনিষ্টাশঙ্কায় ভীত হইয়া বারণাবত নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক একচক্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে হিড়িম্বের প্রাণসংহার করিয়া একচক্রায় উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় বক-নামক এক দুর্দ্দান্ত নিশাচরের প্রাণসংহার করিয়া পাঞ্চালনগরে গমন করিলেন এবং দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক একটি সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত পুত্র উৎপাদন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদরের পুত্র সুতসোম, অর্জ্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের পুত্র শতানীক, সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্মা। পরে যুধিষ্ঠির গোসাবনের দুহিতা দেবিকাকে স্বয়ংবরে লাভ করিয়া তাঁহার গর্ভে যৌধেয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ভীমসেন কাশীশ্বরকুমারী বলন্ধরার পাণিপীড়ন করিয়া তদ্গর্ভে সর্ব্বগ নামে পুত্র উৎপাদন করেন। অর্জ্জুন দ্বারাবতীতে গমন করিয়া প্রিয়বাদিনী বাসুদেবভগিনী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অভিমন্যু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অভিমন্যু কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। নকুল করেণুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়া নিরমিত্র নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সহদেব মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়াকে স্বয়ংবরে লাভ করিয়া তাহার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম সুহোত্র। ভীমসেন পূর্ব্বে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে অপর এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণের একাদশ পুত্র হইল। তন্মধ্যে অভিমন্যু বংশধর হইয়াছিলেন। তিনি বিরাটের দুহিতা উত্তরার পাণিগ্রহণ করেন। কিছু দিন পরে অভিমন্যুর সহযোগে উত্তরার গর্ভসঞ্চার হইল, কিন্তু তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে ষণ্মাসেই এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব পৃথাকে আদেশ করিলেন, "তুমি এই পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ কর, আমি উহাকে জীবিত করিতেছি।" বাসুদেবের তেজঃপ্রভাবে সেই মৃত পুত্র পুনর্জ্জীবিত ও তৎপ্রদত্ত বল, বীর্য্য ও পরাক্রমে প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ বাসুদেবের অনুগ্রহে তাঁহার অকালজন্ম নিবন্ধন বলবীর্য্য প্রভৃতি কোন বিষয়েই ন্যূনতা রহিল না। সেই পুত্র কুলের ক্ষীণাবস্থায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, বাসুদেব তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ রাখিলেন। পরীক্ষিৎ মাদ্রীকে বিবাহ করেন। মহারাজ! আপনি সেই পরীক্ষিতের ঔরসে মাদ্রীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার ভার্য্যা বপুষ্টমা শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ নামে দুইটি

পুত্র প্রসব করিয়াছেন। বৈদেহীর গর্ভে শতানীকের এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম অশ্বমেধদত্ত। মহারাজ! পরমধন্য ও পরমপবিত্র কুরু ও পাণ্ডবদিগের বংশের ইতিবৃত্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ব্রাহ্মণদিগের নিয়মবিশিষ্ট হইয়া ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, স্বধর্ম্মনিরত প্রজাপালনতৎপর রাজাদিগের শ্রোতব্য, বৈশ্যদিগের শ্রোতব্য ও বোদ্ধব্য এবং ত্রিবর্ণ-শুশ্রূষু শূদ্রদিগেরও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা পরস্পর নির্ম্মৎসর ও মিত্রভাবাপন্ন হইয়া এই পরমপবিত্র ইতিহাস সমস্ত শ্রবণ করান কিংবা করেন, তাঁহারা স্বর্গধামে গমন করেন এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও মনুষ্যগণের পরম-পূজনীয় ও মাননীয় হন, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ব্যাসদেব কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-সকল পরস্পর নির্ম্মৎসর ও শুশ্রূষান্বিত হইয়া এই পরম-পবিত্র ভারত শ্রবণ করিলে সুকৃতিলাভ পূর্ব্বক স্বরলোকে গমন করিতে পারিবেন। এই মহাভারত পরম-পবিত্র, পরমোৎকৃষ্ট, পরম-রমণীয় ও দেবস্বরূপ; ইহা আয়ুস্কর ও যশস্কর; অতএব ইহা অবশ্যই শ্রোতব্য।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাজা মহাভিষ সত্যবাদী ও সত্যপরাক্রম ছিলেন। তিনি সহস্র অশ্বমেধ ও শতসংখ্যক রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক দেবরাজকে প্রসন্ন করিয়া চরমে পরমফল স্বর্গফললাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর এক দিবস দেবগণ কমলযোনির আরাধনা করিতেছেন, বহুসংখ্যক রাজর্ষি ও মহারাজ মহাভিষ তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সরিদ্বরা গঙ্গা ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। বায়ুবেগে সহসা তাঁহার অঙ্গবস্ত্র উড্ডীন হইল; তদ্দর্শনে দেবতারা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন; কিন্তু রাজা মহাভিষ অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা সন্দিহান হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বিষয় চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তুমি দেবলোকের উপযুক্ত পাত্র নহ; অতএব মর্ত্ত্যলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ কর; কিন্তু পুনর্ব্বার তোমার স্বর্গলাভ হইবে।" রাজা এই প্রকার দণ্ডিত হইয়া, কাহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক রাজর্ষি এবং মহর্ষিকে চিন্তা করিয়া রাজা প্রতীপের পুত্র হইতে মানস করিলেন। সরিদ্বরা মহাভিষকে অত্যন্ত অধৈর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, বসু-নামক দেবগণ মূর্চ্ছিত ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পতিত রহিয়াছেন।

অনন্তর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি নিমিত্ত এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছ? তোমাদিগের কি কোন অনিষ্ট-ঘটনা হইয়াছে?" তাঁহারা কহিলেন, "সরিদ্বরে! অতি সামান্য অপরাধে মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমরা এইরূপ হইয়াছি। একদিবস সায়ংকালে ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রচ্ছন্নবেশে উপবিষ্ট ছিলেন, আমরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত মহর্ষির যথাবিধি সম্মান না করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলাম, এই অপরাধে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া আমাদিগকে 'মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও' বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন। তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন; সেই ব্রহ্মবাদীর বাক্য কদাপি অন্যথা হইবার নহে; অতএব আপনি নরকলেবর ধারণ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের সৃষ্টি-বিধান করুন, নতুবা সামান্য মানুষীর গর্ভে আমরা জন্মগ্রহণ করিতে পারিব না।" গঙ্গা বসুগণের প্রার্থনায় সম্মতা হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, "মর্ত্ত্যলোকে কোন্ মহাপুরুষ তোমাদিগের জনক হইতে পারেন?" তাঁহারা কহিলেন, "প্রতীপ রাজার ঔরসে শান্তনু নামে এক সুবিখ্যাত ভূপাল ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের জনক হইবেন।" গঙ্গা কহিলেন, "তোমরা যাহা বলিলে, উহা আমারও অভিমত বটে; অতএব তোমাদিগের অভিলষিত এবং সেই রাজার প্রিয়কার্য্য আমি অবশ্যই সম্পাদন করিব।" বসুগণ বলিলেন, "হে ত্রিপথগে! আপনার পুত্র জন্মিবামাত্র সলিলে নিক্ষেপ করিবেন,

অধিককাল যেন আমাদিগকে ভূলোকযন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়।” গঙ্গা কহিলেন, “তোমরা যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব ; কিন্তু যাহাতে রাজার একটি পুত্র জীবিত থাকে, তাহার কোন উপায় স্থির কর। কারণ, সেই পুত্রার্থী ভূপতির মৎসহবাস নিতান্ত নিষ্ফল হওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে।” তখন বসুগণ কহিলেন, “আমরা স্ব স্ব বীর্য্যের চতুর্থ ভাগের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব; তাহাতেই তাঁহার পুত্রলাভ হইবে; কিন্তু সেই পুত্রের মর্ত্ত্যলোকে সন্তানসন্ততি হইবে না ; অতএব হে ত্রিপথগামিনি ! আপনার সেই মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র অপুত্র হইবেন।” বসুদেবতারা সরিদ্বরা গঙ্গার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সর্ব্বভূতহিতৈষী প্রতীপ পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন।। তিনি, যে স্থান হইতে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন, তথায় গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা অল্পকাল অতিবাহিত করিলেন। একদা সুরধুনী রাজার রূপ ও গুণে মোহিত হইয়া স্ত্রীরূপ-ধারণ পূর্ব্বক জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধ্যানপর রাজর্ষির দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন। মহীপাল প্রতীপ সেই বরবর্ণিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কল্যাণি ! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ ? তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে ?” তিনি কহিলেন, “মহারাজ ! আমি অন্য কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করি না, কেবল অভিলাষ পূর্ণ করুন ; প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী রমণীকে প্রত্যাখ্যান করা অতি গর্হিত কর্ম্ম।” প্রতীপ কহিলেন, “হে বরবর্ণিনি ! আমি ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি, অতএব পরিগ্রহে অথবা সবর্ণা স্ত্রীতে গমন করিতে পারিব না ; তাহা করিলে আমাকে অধর্ম্মস্পৃষ্ট হইতে হইবে।” দেবী কহিলেন, “মহারাজ ! আমি অগম্যা অথবা নিন্দনীয়া নহি, আমা হইতে কোন প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা করিবেন না, আমি দিব্যাঙ্গনা, আপনার প্রণয়পাশে আকৃষ্ট হইয়া অভিগমন করিয়াছি, অতএব আমাকে ভজনা করুন ; পরকলত্রবোধে প্রত্যাখ্যান করিবেন না।” প্রতীপ কহিলেন, “তুমি প্রিয়বোধে যে বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেছ, আমি তাহাতে নিরস্ত হইয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া সেই অসাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে ধর্ম্মবিপ্লব আমাকে উৎসন্ন করিবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তুমি কামিনীভোগ্য বামোরু পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্র ও পুত্রবধূসেব্য দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিয়া আমার পুত্রবধূস্থানীয় হইয়াছ, অতএব কিরূপে তোমাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি ? তুমি স্নুষাভোগ্য দক্ষিণোরু আশ্রয় করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমার পুত্রবধূ হইলে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিব। এক্ষণে পরিণয়ার্থ বরণ করিয়া রাখিলাম।” স্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ ! আপনি সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর। পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজমণ্ডল আপনার অধীন। ত্বদীয় সদ্গুণাবলী শত শত বৎসর নিরন্তর কীর্ত্তন করিলে তাহার অবধি-লাভ হয় না ; অতএব আপনার আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে অলঙ্ঘনীয়। কেবল আপনার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও প্রীতিনিবন্ধন আমি ভরতকুলের কামিনী হইতে বাসনা করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ ! আমি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তদ্বিষয়ে আপনার পুত্র বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না। যদ্যপি তিনি আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন পূর্ব্বক কালযাপন করিব এবং তিনিও আমার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া পরিশেষে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবেন।” এই কথা বলিয়া স্ত্রীরূপধারিণী গঙ্গা অন্তর্হিতা হইলেন।

মহারাজ প্রতীপ পুত্রজন্ম-প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ক্ষত্রিয়াগ্রণী প্রতীপ সস্ত্রীক হইয়া অনুরূপ পুত্রলাভার্থ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। উল্লিখিত মহাভিষ সেই বৃদ্ধ দম্পতির পুত্র হইলেন। শান্তিপর রাজার সন্তান হইল বলিয়া তাঁহার নাম শান্তনু হইল। শান্তনু জন্মান্তরীণ অক্ষয় স্বর্গ স্মরণ করিয়া নিরন্তর কেবল সৎকর্ম্মের

অনুষ্ঠানেই তৎপর হইলেন। তিনি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রতীপ তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে এক দিব্যাঙ্গনা তোমার উৎপাদনার্থ মৎসকাশে আগমন করিয়াছিলেন; যদি সেই রূপলাবণ্যবতী বরবর্ণিনী পুত্রার্থিনী হইয়া তোমার নিকট আগমন করেন, তাহা হইলে তুমি কোন বিচার না করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিও, আমি অনুমতি করিতেছি। আর, তোমাকে তাঁহার চিত্তানুবর্ত্তন করিতে হইবে। তিনি যখন যে কার্য্য করিবেন, তাহা বাস্তবিক গর্হিত হইলেও তুমি কিঞ্চিন্মাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিও না।"

প্রতীপ স্বীয় পুত্র শান্তনুকে এইরূপ উপদেশ-প্রদানানন্তর তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন রাজা শান্তনু অত্যন্ত মৃগয়াশীল হইয়া উঠিলেন এবং মৃগয়াসক্ত হইয়া নানা বন ও উপবন পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন অরণ্যানী প্রবেশ পূর্ব্বক মৃগ, মহিষ প্রভৃতি নানাজাতীয় বন্য পশুর প্রাণসংহার করিয়া পরিশেষে একাকী সিদ্ধচারণগণ-পরিসেবিত ভাগীরথীতীরে উপনীত হইলেন। এক দিবস মৃগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় উজ্জ্বলতনু পরমসুন্দরী এক রমণীকে তরঙ্গিণীতীরে নিরীক্ষণ করিলেন। সেই কামিনীর সুললিত নবযৌবন, রমণীয় দশনচ্ছদ, মনোহর বেশভূষা, সূক্ষ্ম পরিধেয়-বস্ত্র ও পদ্মোদরসদৃশ রুচির বর্ণ নয়নগোচর করিয়া রাজা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন; কণ্টকিত কলেবর হইয়া সতৃষ্ণ-দৃষ্টিতে বারংবার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার নয়ন-যুগল পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বিলাসিনীও তদীয় প্রণয়াসক্ত হইয়া অবিতৃপ্ত-নয়নে রাজার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা তাঁহাকে মধুরবাক্যে প্রিয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কৃশাঙ্গি! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, পন্নগ ও মনুষ্য ইহার মধ্যে তুমি কোন্ জাতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছ? আমার বাসনা হয়, তোমার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তোমার সহবাসে যৌবনকাল চরিতার্থ করি।"

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী প্রমদা রাজার সস্মিত মৃদুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং বসুগণের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার মহিষী হইয়া চিত্তানুবর্ত্তন করিব; কিন্তু যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, তদ্বিষয়ে আমাকে নিবারণ করিতে পারিবেন না এবং তন্নিমিত্ত আমার প্রতি কোন অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। যদি এইরূপ ব্যবহারে কালযাপন করিতে সম্মত হয়েন, তবে আপনার সহবাস করিব; মৎকৃত কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইলে অথবা আপনি তন্নিমিত্ত বিরক্ত হইয়া অপ্রিয় কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই।" রাজা এই নিয়মে সম্মত ও অঙ্গীকৃত হইলেন। গঙ্গা শান্তনুকে এইরূপে বচনবদ্ধ করিয়া পরম পরিতুষ্টা হইলেন; মহীপতিও সেই অলোকসামান্য-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন স্ত্রীরত্নলাভে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ উপচার দ্বারা নিরন্তর তাঁহার সন্তোষোৎপাদনে যত্নবান্ হইলেন। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা রমণীয় কলেবর-ধারণ পূর্ব্বক পরম ভাগ্যবান্ শান্তনু রাজার মহিষী হইয়া মনোহর হাব-ভাব, বিলাস ও সম্ভোগাদি দ্বারা নরেন্দ্রের মন মোহিত করিলেন। ফলতঃ রাজা রাজমহিষীর সদ্গুণে এমন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, ক্ষণকালও তাঁহার অদর্শন-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। রাজ্ঞীর সম্ভোগসুখে কত কত সংবৎসর, ঋতু ও মাসাদি মুহূর্ত্তবৎ অতীত হইত, তিনি কিছুমাত্র জানিতে পারিতেন না।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজমহিষী ক্রমে ক্রমে অমর-সদৃশ আটটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন।

পুত্রেরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে স্রোতে নিক্ষিপ্ত করিতেন; তৎকালে রাজাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেন যে, "আমি আপনাকে প্রসন্ন করিব।" রাজা তদ্দর্শনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কি জানি, পাছে গঙ্গা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, এই ভয়ে ভীত হইয়া বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন না।

অনন্তর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে মহিষী হাসিতে লাগিলেন। রাজা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, অতএব এবার পুত্রটি জীবিত থাকে, এই আশয়ে পত্নীকে কহিলেন, "পুত্র বিনষ্ট করিও না; তুমি কে? কি নিমিত্ত আত্মজদিগের প্রাণবধ করিতেছ? হে পুত্রঘাতিনি! পুত্রহিংসা অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ কিছুই নাই; শাস্ত্রে কথিত আছে, উহা মহাপাতক, অতএব এই গর্হিত নিষ্ঠুরাচরণে ক্ষান্ত হও।"

তখন সেই স্ত্রী কহিলেন, "হে পুত্রকাম! আমি তোমার পুত্র বিনষ্ট করিব না; এক্ষণে পূর্ব্বকৃত নিয়ম স্মরণ কর, আমি অদ্যাবধি তোমার সহবাস পরিত্যাগ করিলাম। আমি মহর্ষি জহ্নুর কন্যা, আমার নাম গঙ্গা। ঋষিগণ সর্ব্বদাই আমার সেবা করিয়া থাকেন। কেবল দেবকার্য্য সাধনার্থ তোমার ভার্য্যা হইয়াছিলাম। আর এই সমস্ত সন্তানগুলিকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিও না; ইহাঁরা মহাতেজাঃ বসুগণ, মহাত্মা বশিষ্ঠের অভিশাপে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তোমা ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন পুরুষ ইহাঁদিগের পিতা হইবার যোগ্য হইতে পারে না এবং আমা ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীও ইহাঁদিগের জননী হইবার যোগ্য নহে; এই নিমিত্ত আমি মানুষী হইয়া ইহাঁদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম; আর তুমিও ইহাঁদিগের জনক হইয়া অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়াছ। আমি ইহাঁদিগের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, আমার গর্ভে পুত্র জন্মিবামাত্র আমি সেই পুত্রকে মনুষ্যলোক হইতে মুক্ত করিব। ইহাঁরা মহাত্মা বশিষ্ঠের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইলেন এবং আমিও প্রতিজ্ঞাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম; অতএব এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি, আপনার মঙ্গল হউক। মদ্গর্ভজাত এই পুত্রটিকে গঙ্গাদত্ত বলিয়া গ্রহণ ও পালন করুন। আমি এইরূপে বসুগণের সন্নিধানে বাস করিয়াছিলাম।"

একোন-শততম অধ্যায়।

শান্তনু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুরনদি! বশিষ্ঠ কে? বসুদেবতারা কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, তাহারা মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনা কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই পুত্র কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, তাহাকে যাবজ্জীবন মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে? আর বসুগণই বা সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইয়া কি নিমিত্ত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাহা সবিশেষ বর্ণন কর।" জাহ্নবী কহিলেন, "মহারাজ! শ্রবণ করুন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বরুণদেবের পুত্র। তাঁহার আর একটি নাম আপব। তিনি গিরিবর সুমেরু-সন্নিহিত এক পরম-রমণীয় অরণ্যে তপস্যা করিতেন। সেই তপোবন সকল ঋতুতেই নানাজাতীয় কুসুম-সমূহে বিকশিত হইয়া থাকে এবং পশুপক্ষিগণ অসঙ্কুচিতচিত্তে সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ বিচরণ করে। সেই আশ্রমপদ স্বচ্ছসলিল জলাশয়ে অলঙ্কৃত এবং অশেষ প্রকার সুস্বাদ ফলমূলে পরিপূর্ণ।

দক্ষ প্রজাপতির সুরভিনাম্নী এক নন্দিনী ছিলেন। সেই সর্ব্বকামপ্রদা সুরভি জগতের হিতার্থে গোরূপধারণ করিয়া কশ্যপের ঔরসে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাতপাঃ বশিষ্ঠের হোমধেনু হয়েন। তিনি মুনিজনসেবিত সেই পরম-রমণীয় তপোবনে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন। একদা পৃথু প্রভৃতি বসুদেবতারা বনবিহারার্থে সস্ত্রীক হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে তত্রত্য সুরম্য পর্ব্বতে ও বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কোন বসুপত্নী তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নন্দিনীনাম্নী ধেনুকে নয়নগোচর করিয়া বিস্ময় ও চমৎকৃত হইলেন; পরে দ্যুনামক বসুকে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত, পীনোন্নী, সুদোগ্ধ্রী, সুন্দরবালধি ও বিচিত্র খুরবিশিষ্টা সেই ধেনু দর্শন করাইলেন। দ্যু নন্দিনীকে নিরীক্ষণ

করিয়া তাঁহার অশেষপ্রকার গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক দেবীকে কহিলেন, 'দেবি! যে মহর্ষির এই তপোবন, নন্দিনী সেই বারুণির হোমধেনু। মর্ত্ত্যলোকনিবাসী যে ব্যক্তি এই ধেনুর সুস্বাদ দুগ্ধ পান করেন, তিনি দশ সহস্র বৎসর স্থির-যৌবন হইয়া জীবিত থাকেন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া বসুপত্নী আপন স্বামীকে কহিলেন, 'মহাভাগ! মর্ত্ত্যলোকে জিতবতী-নাম্নী আমার এক সখী আছেন। সেই রূপবতী যুবতী রাজা উশীনরের দুহিতা। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত আছে। আমি অভিলাষ করি, আপনি সত্বর হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বৎসের সহিত ঐ ধেনুকে আনয়ন করুন। তিনি উহার দুগ্ধ পান করিয়া যাবজ্জীবন অজরা ও অরোগিণী হইয়া থাকিবেন, ইহার পর আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? হে নাথ! আমার অভিলাষ-সম্পাদনে তৎপর হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।' দ্যু পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথু প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সেই ধেনু ও তাহার বৎস অপহর করিলেন। ভার্য্যার প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া, মহর্ষি অসামান্য তপঃপ্রভাব সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া ধেনু অপহরণ করিলেন বটে, কিন্তু তন্নিমিত্ত যে ঘোরতর অনিষ্টপাত হইবে, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও বিবেচনা করিলেন না।

অনন্তর তপোধন বারুণি ফলমূল আহরণ করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় ধেনু ও তাহার বৎসকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। পরিশেষে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, অষ্ট বসুদেবতারা এই বনে বিহার করিতে আসিয়া তাঁহার ধেনু অপহরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। তখন ঋষি ক্রোধপরবশ হইয়া বসুগণকে অভিসম্পাত করিলেন, 'যেহেতু, তোমরা আমার সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ধেনু অপহরণ করিয়াছ, অতএব মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইবে।' মহাপ্রভাব মহর্ষি সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বসুগণকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার তপঃসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। এ দিকে বসুদেবতারা আপন আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলেন। পরে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। ঋষির ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই তাহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলেন না। মহর্ষি কহিলেন, 'আমি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া যাহা কহিয়াছি, তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তোমরা সকলেই প্রতি সংবৎসরে শাপমুক্ত হইবে; কিন্তু যাঁহার নিমিত্ত অভিশপ্ত হইয়াছ, তাঁহাকে স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত যাবজ্জীবন মনুষ্যলোকে কালযাপন করিতে হইবে। তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। তিনি পরম-ধার্ম্মিক, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পিতৃহিতৈষী হইয়া অকিঞ্চিৎকর দারপরিগ্রহ প্রভৃতি পার্থিব সুখসম্ভোগে পরাঙ্মুখ হইবেন।' ঋষি এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে বসুগণ আমার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, 'গঙ্গে! আমাদিগকে গর্ভে ধারণ করুন আর আমরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আপনি আমাদিগকে সলিলে নিক্ষেপ করিবেন।' অতএব হে মহারাজ! অভিশপ্ত বসুদেবতাদিগকে মনুষ্যলোক হইতে ঝটিতি মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমি পুত্রহত্যারূপ অকার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। কেবল একমাত্র দ্যু সেই মহর্ষির শাপে যাবজ্জীবন মনুষ্যলোকে বাস করিবেন।" দেবী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা তৎপ্রদত্ত পুত্র লইয়া শোকার্ত্ত ও বিষণ্নমনে ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

সেই পুত্রের নাম দেবব্রত ও গাঙ্গেয় হইল। দেবব্রত পিতা অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন হইলেন। আমি সেই মহাপুরুষের গুণরাশি কীর্ত্তন করিব এবং মহাত্মা ভারত ভূপতির সৌভাগ্যবর্ণন করিব, যাঁহার ইতিহাস পবিত্র মহাভারত নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা শান্তনু পরম প্রাজ্ঞ, পরম ধার্ম্মিক ও পরম ধীমান্ ছিলেন। জিতেন্দ্রিয়তা,

দয়ালুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ-সকল তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। মহারাজ শান্তনু দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের সম্মান-ভাজন, ধীরপ্রকৃতি, ক্ষমাবান্‌, দানশীল ও সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন এবং সেই সর্ব্বগুণাস্পদ, ধর্ম্মার্থ-কুশলী রাজা ভরতবংশের ও অন্যান্য জনগণের পরিরক্ষক ছিলেন। চক্রবর্ত্তীর সমুদয় লক্ষণ তাঁহার অঙ্গে লক্ষিত হইত। তিনি অদ্বিতীয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক রাজা কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তদানীন্তন লোকেরা সেই কীর্ত্তিমানের সদাচার ও সদ্ব্যবহার দর্শন করিয়া অর্থ ও কাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল একমাত্র ধর্ম্মোপাসনাব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন! নৃপগণ শান্তনুর লোকাতিশায়িনী ধার্ম্মিকতা দেখিয়া তাঁহাকে সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শোক, ভয় ও গ্রহপীড়া প্রভৃতির আশঙ্কা ছিল না। তাঁহারা সুস্বপ্নে নিশাবসান করিয়া শয্যা হইতে পরমসুখে গাত্রোত্থান করিতেন। সেই দেবেন্দ্রপ্রতিম রাজেন্দ্রের দৃষ্টান্তে নৃপতিগণ সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং বদান্য ও যাগশীল হইয়া উঠিলেন। শান্তনু-প্রমুখ রাজগণ নিয়মতন্ত্র হইয়া সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল; ক্ষত্রিয়েরা বিপ্রসেবায় তৎপর হইলেন, বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়-সেবায় দীক্ষিত হইলেন এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় তিন বর্ণের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। রাজা শান্তনু কৌরবদিগের সুরম্য রাজধানী হস্তিনাপুরে অবস্থান পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, ঋজুস্বভাব, বদান্য, তপোনিরত, রাগদ্বেষশূন্য, পরম সুন্দর ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। তিনি প্রতাপে তপনের ন্যায়, বেগে বায়ুর ন্যায়, কোপে যমের ন্যায় এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। সেই সর্ব্ব-গুণাকর ভূপাল সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে লোকের জিঘাংসাপ্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে নিবৃত্তি পাইয়াছিল এবং বৃথা হিংসা এককালে রহিত হইয়াছিল। তিনি পক্ষপাতপরিশূন্য ও কামরাগপরিবর্জ্জিত হইয়া অতি বিনীতভাবে সেই ধর্ম্মোত্তর রাজ্যে সকল প্রাণীকে নির্ব্বিশেষে শাসন করিতে লাগিলেন; দেবর্ষি ও পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে যাগাদি ক্রিয়াকলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতির ও নিকৃষ্টপ্রাণিগণের পিতাস্বরূপ ছিলেন। সেই কুরুপতি রাজেশ্বর হইলে লোকের মন দানধর্ম্মে প্রবণ হইল এবং বাক্য একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিল। তিনি পত্নীসহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চত্বারিংশৎ বৎসর বনবাস করিয়াছিলেন। গঙ্গাগর্ভসম্ভূত তৎপুত্র দেবব্রত রূপ, গুণ, আচার, ব্যবহার, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি কোন বিষয়েই পিতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব ও মহারথ ছিলেন। এক দিবস দেবব্রত একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাহার অনুসরণক্রমে ভাগীরথীতীরে উপনীত হইয়া শরজালে নদীর জল শুষ্কপ্রায় করিয়া ফেলিলেন। রাজা শান্তনু সরিদ্বরার এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব গতিরোধদর্শনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'অদ্য গঙ্গা পূর্ব্বের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছেন না কেন?' অনন্তর কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, দেবরাজসদৃশ এক পরম-রূপবান্‌ কুমার তীক্ষ্ণধার অসংখ্য দিব্যাস্ত্র দ্বারা গঙ্গাকে আচ্ছন্ন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। এই অলৌকিক ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহাকে অতীব শৈশবাবস্থায় দেখিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে আত্মজ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। দেবব্রত পিতাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি, পাছে রাজা তাঁহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

রাজা শান্তনু এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে আপন পুত্র-বিবেচনায় গঙ্গাকে দেখাইতে কহিলেন। গঙ্গা মনোহর রূপধারণ করিয়া কুমারের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক রাজাকে দর্শন করাইলেন। পরম-রমণীয় বেশভূষায় ভূষিতা ও পরিষ্কৃত বস্ত্রে সংবৃতাঙ্গী গঙ্গা দৃষ্টপূর্ব্বা হইলেও রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

গঙ্গা কহিলেন, "মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে আমার

নিকট যে অষ্টম পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই মহাপুরুষ। অধুনা ইনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছেন। আমি ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি। এক্ষণে পুত্রকে গৃহে লইয়া যাউন। ইনি বশিষ্ঠের নিকট বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই মহাবল-পরাক্রান্ত কুমার ক্ষত্রিয়, অস্ত্রবিদ্যায় পুরন্দর ও ইঁহার সমান যোদ্ধা হইয়াছেন। ইনি সুরাসুরগণের পরম প্রণম্য। দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্য যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই ইঁহার কণ্ঠস্থ। সুরাসুরনমস্কৃত বৃহস্পতি যে সকল শাস্ত্র পরিজ্ঞাত আছেন, ইনিও তৎসমুদয় অধ্যয়ন করিয়াছেন। শত্রুগণের দুর্জ্জয়, মহাবল, প্রবলপ্রতাপ মহর্ষি জামদগ্ন্য যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই পুত্র তৎসমুদয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন এবং রাজধর্ম্ম ও অর্থচিন্তায় সুনিপুণ হইয়াছেন, অতএব মৎপ্রদত্ত এই অশেষগুণসম্পন্ন পুত্র সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করুন।"

রাজা গঙ্গা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ পুত্রকে লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা শান্তনু পুত্র-সমভিব্যাহারে অমরাবতীসদৃশ নিজ রাজধানীতে উপনীত হইয়া চরিতার্থ ও কৃতার্থম্মন্য হইলেন। অনন্তর বন্ধুবান্ধবগণকে আহ্বান করিয়া রাজ্যের কুশলের নিমিত্ত সেই সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুবরাজ সদাচার-প্রদর্শন দ্বারা পিতাকে, কৌরবদিগকে এবং জনপদস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে যৎপরোনাস্তি প্রীত করিলেন। রাজা প্রীতমনে পুত্রের সহিত চারি বৎসর পরমসুখে কালযাপন করিয়া পরিশেষে একদিবস যমুনানদীর উত্তর-পার্শ্বস্থিত এক অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় অকস্মাৎ সৌরভের আঘ্রাণ পাইলেন; কিন্তু কোথা হইতে সেই সুরভি গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে, সবিশেষ না জানিতে পারিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসিত লোচনা দেবরূপধারিণী এক ধীবর-কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভীরু! তুমি কে, কাহার পুত্রী এবং কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ?" সে কহিল, "মহাশয়! আমি ধীবর-কন্যা, পিতার আদেশে তরণী বাহন করিয়া থাকি।"

রাজা শান্তনু ধীবর কন্যার অনুপমরূপমাধুরী সন্দর্শনে ও অঙ্গসৌরভ আঘ্রাণে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার মানসে তাহার পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দাসরাজ কহিলেন, "হে প্রজানাথ! যখন কন্যা জন্মিয়াছে, অবশ্যই তাহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে; আপনি সত্যবাদী, যদ্যপি এই কন্যাটি ধর্ম্মপত্নীরূপে প্রার্থনা করেন, তবে আমি আপনাকে সম্প্রদান করিব; কিন্তু আমার একটি অভিলাষ আছে, তাহা পূর্ণ করিব বলিয়া অগ্রে অঙ্গীকার করিতে হইবে।"

শান্তনু কহিলেন "হে ধীবর! তোমার অভিলাষ শ্রবণ না করিয়া কিরূপে তাহাতে সম্মত হইতে পারি? যদি অভিলষিত বিষয় দানযোগ্য হয়, নিশ্চয়ই প্রদান করিব; কিন্তু অদেয় হইলে কোনক্রমেই দিতে পারিব না।" ধীবর কহিলেন, "মহারাজ! এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, আপনার অবর্ত্তমানে সেই পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে; অন্য কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না, এই আমার অভিলাষ।" রাজা প্রদীপ্ত মদনানলে দগ্ধ হইয়াও ধীবরকে বরদান করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি অনঙ্গশরে বিচেতনপ্রায় হইয়া ধীবরকুমারীর অনুপম রূপলাবণ্য চিন্তা করিতে করিতে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর এক দিবস দেবব্রত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাত! আপনার সর্ব্বত্র কুশল ও সমুদায় রাজমণ্ডল আপনার অধীন, তথাপি কি নিমিত্ত নিরন্তর আপনাকে এরূপ শোকার্ত্ত ও দুঃখিত দেখিতেছি? সর্ব্বদাই যেন শূন্যহৃদয়ে রহিয়াছেন, আমাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন না, অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করেন না, কেবল দিন দিন মলিন, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছেন; অতএব আপনার কি রোগ হইয়াছে, আজ্ঞা করুন, আমি তাহার প্রতীকার করিব।"

পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তনু কহিলেন, "বৎস! আমি যে নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমাদিগের বংশে তুমিই একমাত্র পুত্র, তুমি অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত ও পুরুষকারবিশিষ্ট হইয়াছ। কিন্তু

হে পুত্র! মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। কারণ, যদি তোমার কোন অত্যাহিত-ঘটনা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কুল নির্ম্মূল হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি একশত পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব আর বৃথা দারপরিগ্রহ করিতে আমার অভিলাষ নাই; কিন্তু ধর্ম্মবাদীরা কহিয়া থাকেন, যাহার এক পুত্র, তিনি অপুত্রমধ্যেই পরিগণিত। তবে আমি তোমার নিমিত্ত নিরন্তর পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করুন। অগ্নিহোত্র, ত্রয়ী এবং নিখিল শাস্ত্র, কিছুই সন্তানের ষোড়শাংশেরও তুল্য নহে। তুমি মহাবলপরাক্রান্ত, সর্ব্বদা সশস্ত্র ও অমর্ষ-পরিপূরিত; অতএব রণক্ষেত্র ব্যতিরেকে কদাপি তোমার নিধন হইবে না। কিন্তু বৎস! অধিক কি বলিব, আমি তোমার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি সংশয়ারূঢ় হইয়াছি, অন্তঃকরণ কিছুতেই সুস্থির হয় না, তন্নিমিত্ত আমি এই অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি।"

মহানুভব দেবব্রত রাজার বিষাদ-কারণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করিলেন। অনন্তর পিতার পরমহিতৈষী বৃদ্ধ সচিবের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক রাজার শোকবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অমাত্য কৌরবশ্রেষ্ঠ দেবব্রতকে ধীবরকন্যার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। দেবব্রত অমাত্যমুখাৎ সমুদয় শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয়গণ-সমভিব্যাহারে ধীবরসমীপে গমন পূর্ব্বক পিতার নিমিত্ত স্বয়ং তদীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ রাজকুমারকে যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। রাজপুত্র আসনে উপবেশন করিলে ধীবর সমাগত রাজগণ-সমক্ষে কহিলেন, "হে ভরতর্ষভ! আপনি মহারাজ শান্তনুর কুলপ্রদীপ, আপনার ন্যায় পুত্র আর দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে কোন্ ব্যক্তি না দুঃখিত হয়? সাক্ষাৎ ইন্দ্রও এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যিনি আপনার সমান গুণবান্, যাঁহার ঔরসে বরবর্ণিনী সত্যবতীর জন্ম হয়, তিনি বারংবার আমার নিকট ত্বদীয় পিতার গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজাই সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। মহর্ষি পরাশর সত্যবতীর নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত না হইয়া সেই অসিতাঙ্গ মুনীন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আমি কন্যার পিতা, অতএব একটি কথা বলিব; হে পরন্তপ! বোধ হইতেছে, এই পাণিগ্রহণ-সম্বন্ধ হইতে অতি ভয়ঙ্কর বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে; কেননা আপনি যাঁহার শত্রু হইলে কি সুর, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, যে কেহ হউক না কেন, সমস্ত ব্যক্তিগণ চিরকাল মহা দুঃখ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হে যুবরাজ! কেবল এইমাত্র দোষ দৃষ্ট হইতেছে, তদ্ভিন্ন এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।"

দেবব্রত দাসরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত রাজগণ-সমক্ষে যথোচিত প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে সত্যবাদিন্! আমার সত্যব্রত শ্রবণ কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি যাহা কহিবে, অবিকল সেইরূপ কার্য্য করিব। যিনি ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি আমাদিগের রাজা হইবেন।" অনন্তর জালজীবী কহিলেন, "হে ভরতবংশ! আপনি রাজ্যের হিতার্থে অতিশয় দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি সত্যবতীর প্রভু হইলেন, সুতরাং ইহার দানেও আপনারই সম্পূর্ণ অধিকার হইল। কিন্তু আমার আর একটি কথা এক্ষণে তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। আপনার নিকট ঈদৃশ প্রস্তাব করাতে আমার নিতান্ত বালকত্ব প্রকাশ পাইবে বটে, তথাপি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি সত্যবতীর নিমিত্ত ভূপতিগণ-সমক্ষে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা তোমার অনুরূপ বটে; অতএব আমি তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করি না। কিন্তু যিনি তোমার সন্তান হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে।" পিতার প্রিয়চিকীর্ষু দেবব্রত ধীবরের অভিপ্রায় জানিয়া তত্রত্য ভূপতিগণ ও ধীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি এবং অধুনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব। আমি অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।" দাসরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষে পুলকিত হইয়া কহিলেন, "তোমার পিতাকেই

কন্যাদান করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর দেবতা ও অপ্সরোগণ অন্তরীক্ষ হইতে রাজকুমারের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে "ভীষ্ম" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। পিতৃভক্ত ভীষ্ম সেই যশস্বিনীকে কহিলেন, "মাতঃ! রথোপরি আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গমন করি।" অনন্তর রথারোহণ পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া রাজা শান্তনুকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজগণ সমবেত ও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই দুরূহ কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাজা শান্তনু ভীষ্মের অসাধারণ ক্ষমতা ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিলেন, "হে মহাত্মন্! স্বেচ্ছা ব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না।"

একাধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা শান্তনু সেই পরমসুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহিষা গর্ভবতী হইলেন। সেই গর্ভে রাজার এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম চিত্রাঙ্গদ। তিনি অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন, মহাবল-পরাক্রান্ত ও সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। অনন্তর বিচিত্রবীর্য্য নামে তাঁহার অপর একটি পুত্র জন্মিল। মহাবীর্য্য বিচিত্রবীর্য্য তরুণবয়স্ক না হইতেই রাজা মানবলীলা সংবরণ করিলেন। শান্তনু স্বর্গারোহণ করিলে ভীষ্ম সত্যবতী-মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অমিতবিক্রম চিত্রাঙ্গদ স্বীয় বাহুবলে সমুদয় রাজমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি শৌর্য্যবীর্য্যে কাহাকেও আপন সদৃশ জ্ঞান করিতেন না। চিত্রাঙ্গদ নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ছিলেন। তিনি সৈন্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে সুরাসুরবিজয়ী চিত্রাঙ্গদকে আক্রমণ করিলেন। কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সরস্বতী স্রোতস্বতীর তীরে ক্রমাগত তিন বৎসর তাঁহাদের উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অবিশ্রান্ত অস্ত্রবর্ষণে রণক্ষেত্র সমাকুল ও পরস্পর গাত্রবিমর্দ্দে তুমুল হইয়া উঠিল। মায়াবী গন্ধর্ব্ব মায়াবলে চিত্রাঙ্গদের প্রাণসংহার পূর্ব্বক স্বর্গমার্গে প্রস্থান করিলেন। সেই অমিততেজাঃ নরেন্দ্র যুদ্ধে নিহত হইলে ভীষ্ম তাঁহার সমুদয় প্রেতকার্য্যই সম্পাদন করাইলেন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বিচিত্রবীর্য্য পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র-কুশল ভীষ্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন; মহামতি ভীষ্মও তাঁহাকে পরম-যত্নে প্রতিপালন করিতে ত্রুটি করিতেন না।

দ্ব্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কৌরবনন্দন! চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলে বিচিত্রবীর্য্যের বাল্যাবস্থায় ভীষ্ম সত্যবতীর নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিচিত্রবীর্য্যকে তরুণবয়স্ক দেখিয়া ভীষ্ম তাঁহার বিবাহ দিবার মানস করিলেন। এই সময়ে কাশীপতির তিন কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন, এই কথা ভীষ্মের কর্ণগোচর হইল। মহারথ ভীষ্ম মাতার অনুমতি লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক বারাণসী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় দেখিলেন, ভূপতিগণ বিবাহার্থী হইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে সেই স্বয়ংবরসভায় সমাগত হইয়াছেন এবং সেই কন্যারাও উপবিষ্ট আছেন। অনন্তর রাজাদিগের নাম কীর্ত্তিত হইলে ভীষ্ম ভ্রাতার নিমিত্ত স্বয়ং সেই কন্যাদিগকে প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া অতি গম্ভীরস্বরে মহীপালদিগকে কহিতে লাগিলেন, "কেহ কন্যাকে বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে আচ্ছাদিত করিয়া ধনদান পূর্ব্বক গুণবান্ পাত্রে সমর্পণ করেন; কেহ কেহ গোমিথুন প্রদান পূর্ব্বক কন্যাকে পাত্রসাৎ করেন; কেহ বা প্রতিজ্ঞাত ধনদান পুরঃসর কন্যা সম্প্রদান করেন; কেহ বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া

থাকেন; কেহ বা প্রণয়-সম্ভাষণে রমণীর মনোরঞ্জন পূর্ব্বক তদীয় পাণিপীড়ন করেন; কেহ প্রমত্তা নারীর পাণিগ্রহণ করেন; কেহ বা আর্য্যবিধির অনুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন; কেহ কেহ কন্যার পিতা-মাতাদিগকে বিপুল অর্থদান পূর্ব্বক বিবাহ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা এই অষ্টবিধ বিবাহ বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। স্বয়ংবরও উত্তম বিবাহ-মধ্যে পরিগণিত। রাজারা স্বয়ংবর বিবাহকেই অধিক প্রশংসা করেন। পরাক্রমপ্রদর্শন পূর্ব্বক অপহৃত কন্যার পাণিগ্রহীতাকে ধর্ম্মবাদীরা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন; অতএব হে মহীপালগণ! আমি বলপূর্ব্বক ইহাদিগকে হরণ করি; তোমরা যুদ্ধ অথবা অন্য যে কোন উপায় দ্বারা পার, ইহাদিগের উদ্ধারসাধনে যত্ন কর। আমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত আছি।” বারাণসীশ্বর ও অন্যান্য রাজাদিগকে এই কথা বলিয়া মহাবল ভীষ্ম সেই কন্যাদিগকে গ্রহণ পূর্ব্বক আপন রথে আরোহণ ও সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে ভূপালগণ ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া দশনে দশনে দৃঢ়তর নিষ্পীড়নপূর্ব্বক বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। সকলে ব্যস্ত হইয়া সত্বর অলঙ্কার উন্মোচন ও কবচ ধারণ করাতে রাজসভা ঘোরতর সমাকুল হইয়া উঠিল। বর্ম্ম ও আভরণসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন, অন্তরীক্ষ হইতে তারকাসকল ভূতলে পতিত হইতেছে। প্রবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জীভূত হইয়া রোষকষায়িত ও ভ্রূকুটিকুটিলনয়নে ক্ষিপ্রজব-ঘোটক-সংযুক্ত ও সূত-রক্ষিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক আয়ুধ-সকল উত্তোলন করিয়া শান্তনবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

অনন্তর একাকী ভীষ্মের সহিত সেই বহুসংখ্যক বীরপুরুষের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সমরসাগরের ভীষণতা দর্শনে গাত্র রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। বিপক্ষেরা যুগপৎ দশ সহস্র বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভীষ্ম অবলীলাক্রমে সেই সমস্ত শরজাল প্রচণ্ড শরবর্ষণ দ্বারা মধ্যস্থলেই শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যেমন বর্ষাকালের জলদমালা পর্ব্বতোপরি মুষলধারে জলবর্ষণ করে, তদ্রূপ বিপক্ষেরা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ভীষ্মের উপর অনবরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি শরজাল দ্বারা শত্রুবর্গের বাণবর্ষণ অপবারিত করিয়া পরিশেষে তিন তিনটি বাণ দ্বারা সকলকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও ভীষ্মের প্রতি পাঁচ পাঁচটি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল ভীষ্ম পরাক্রম-প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে দুই দুই বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় সেই যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ও অস্ত্রশস্ত্রে সমাকুল হইল। মহারথ ভীষ্ম শত শত, সহস্র সহস্র ব্যক্তির ধনু, ধ্বজাগ্র, বর্ম্ম ও মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তাঁহার অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও যুদ্ধস্থলে আত্মরক্ষা দর্শনে শত্রুপক্ষীয়েরাও ভূরি ভূরি ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ভীষ্ম ক্রমে ক্রমে সকলকে পরাজয় করিয়া কন্যাদিগের সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে মহারথ শাল্ব রাজা বিজিগীষু হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। যেমন কোন যূথাধিপ মাতঙ্গ দন্তাঘাত দ্বারা বারণান্তরের জঘনদেশ বিদীর্ণ করিয়া মাতঙ্গীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কামিনীকাম মহাবলপরাক্রান্ত মহাবাহু শাল্ব মহীপতি ঈর্ষা ও ক্রোধপরবশ হইয়া ভীষ্মকে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” এই কথা বলিলেন। অরাতিকুলনিহন্তা পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম তাঁহার গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ব্যাকুলিত ও বিধূম অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিতচিত্তে ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ-ধারণ ও ভ্রূকুটিবন্ধন করিয়া তৎক্ষণাৎ রথবেগ সংবরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য রাজগণ সমুৎসুক হইয়া ভীষ্ম ও শাল্বের সমর-সমারোহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন কোন গাভীকে লক্ষ্য করিয়া মহাবল বৃষদ্বয় গভীর নিনাদ করত পরস্পরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবলপরাক্রান্ত সেই বীরযুগল ক্রোধভরে মহাড়ম্বর পূর্ব্বক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শাল্বরাজ ভীষ্মের প্রতি উপর্য্যুপরি সহস্র সহস্র বাণবর্ষণ করাতে শান্তনব প্রথমতঃ সাতিশয় পীড়িত হইলেন; তদ্দর্শনে তত্রত্য

ভূপতিগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শাল্বরাজের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শান্তনব শাল্বরাজের প্রতি ক্ষত্রিয়গণের সাধুবাদ শ্রবণানন্তর ক্রোধভরে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই কথা বলিয়া সারথিকে আজ্ঞা করিলেন, "যেখানে শাল্বরাজ আছে, শীঘ্র তথায় রথ-চালনা কর; আমি অদ্যই তাহাকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিব।" অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম বরুণাস্ত্র দ্বারা শাল্বের রথসংযুক্ত ঘোটক-চতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন এবং স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সপত্নের অস্ত্রশস্ত্র সকল নিবারণ-পূর্ব্বক তদীয় সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন: পরে ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা অপরাপর উত্তমোত্তম অশ্ব-সকল বিনষ্ট করিলেন। এইরূপে নৃপবরকে পরাজয় করিয়া জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। রাজা শাল্বও প্রাণ পাইয়া স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রমাণ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত রাজগণ স্বয়ংবর দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। তদনন্তর মহাবীর ভীষ্ম জয়লব্ধ সেই সকল কন্যারত্ন লইয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। তথায় ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতা নৃপোত্তম শান্তনুর ন্যায় ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। অমিতবিক্রম গঙ্গাসুত অরাতিকুল সমূলে উন্মূলন পূর্ব্বক অচিরে নদ, নদী, বন, উপবন ও ভূধর প্রভৃতি নানাস্থান অতিক্রম করিয়া ভ্রাতার নিমিত্ত কাশীশ্বরদুহিতাদিগকে আনয়ন করিলেন। তিনি সেই কামিনীদিগকে স্নুষার ন্যায় এবং দুহিতার ন্যায় পরমযত্নে আনয়ন করিয়া কৌরব-গণ-সমীপে আগমন করিলেন এবং ভ্রাতাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বিক্রমাহৃত সর্ব্বগুণযুত সেই কন্যাদিগকে যবিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ভীষ্ম এই সমস্ত দুরূহকার্য্য-সম্পাদনান্তে গোপনে সত্যবতীর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া ভ্রাতার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতেছেন, এই অবসরে কাশীপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, আর এ বিষয়ে আমার পিতারও সম্পূর্ণ অভিলাষ আছে; অধিক কি বলিব, আমি স্বয়ংবরসভায় মনে মনে মহীপতি শাল্বের করে করার্পণ করিয়াছি; ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার ধর্ম্মতঃ যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহা সম্পাদন করুন।" ভীষ্ম ব্রাহ্মণসমাজে সেই কন্যার এবম্প্রকার উক্তি শ্রবণে সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর বেদ-পারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠা অম্বাকে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং অম্বিকা ও অম্বালিকাকে স্বীয় যবিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিলেন। তরুণবয়স্ক পরমসুন্দর বিচিত্রবীর্য্য সেই কামিনীযুগলের পাণিগ্রহণ করিয়া এক কালে কুসুমায়ুধের অধীন হইলেন। সেই নিবিড়নিতম্বিনীদ্বয়ের পয়োধরযুগল পীন, কটিদেশ ক্ষীণ ও নখ-সকল রক্তবর্ণ ছিল। তাঁহাদিগের ঘন বিকুঞ্চিত শ্যামল কেশপাশে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহারা আপনাদিগকে অনুরূপভর্ত্তৃভাগিনী জানিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে পতিসেবা করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারসদৃশ রূপবান্, দেবতুল্য পরাক্রমশালী ও প্রমদাজনমনোহারী ভূপতি বিচিত্রবীর্য্য মহিষীদিগের সহিত ক্রমাগত সাত বৎসর নিরন্তর বিহার করিয়া যৌবনকালেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ সুবিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা তদীয় পীড়ার নানাপ্রকার প্রতীকার-চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। যেমন দিননাথ নিয়তিক্রমে অস্তাচলে গমন করেন, তদ্রূপ সেই তরুণবয়স্ক প্রজানাথ শমন-সদনে গমন করিলেন। ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও একান্ত বিষণ্ণ হইয়া জ্ঞাতিবর্গ ও ঋত্বিক্‌গণ সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রেতকার্য্য সমাধান করিলেন।

ত্র্যধিক-শততম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যবতী পুত্রশোকে কাতর হইয়া পুত্রবধূদিগের সহিত সন্তানের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন, পরে স্নুষাদিগকে ও ভ্রাতৃবৎসল ভীষ্মকে নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মরক্ষা ও বংশরক্ষার নিমিত্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক

ভীষ্মকে কহিলেন,"হে মহাভাগ! মহাযশাঃ ধর্ম্মপরায়ণ শান্তনুকে জলপিণ্ড প্রদান করে, এমন লোক তোমা-ব্যতীত আর লক্ষ্য হয় না; কেবল তুমিই তাঁহার অদ্বিতীয় আশাভাজন। তোমাতে ধর্ম্ম অবিচলিতরূপে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। তুমি ধর্ম্মের যথার্থতত্ত্বজ্ঞ ও নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী। মহর্ষি শুক্র ও আঙ্গিরার ন্যায় তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠতা, কুলাচারের অভিজ্ঞতা এবং দুরূহ কার্য্যের মহীয়সী সহিষ্ণুতা আছে; অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি ফলসিদ্ধির আশায় তোমাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করি, অগ্রে শ্রবণ করিয়া তৎসম্পাদনে যত্নবান্ হও। হে পুরুষর্ষভ! তোমার প্রিয়তম ভ্রাতা পুত্রবিহীন হইয়া অকালে পর-লোকযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পরমরূপবতী ও সম্পূর্ণযৌবনবতী মহিষীদ্বয় অতিমাত্র পুত্রার্থিনী হইয়াছেন, অতএব আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি বংশ-রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগের গর্ভে অপত্যোৎপাদন কর; তাহাতে তোমার পরম ধর্ম্মলাভ হইবে, সন্দেহ নাই; এক্ষণে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালনে তৎপর হও এবং দারপরিগ্রহ করিয়া পিতার বংশরক্ষা কর।"

ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম মাতার ও সুহৃদ্বর্গের এবম্প্রকার অনুরোধবাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন, "মাতঃ! আপনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথার্থ বটে; কিন্তু অপত্যোৎপাদন-বিষয়ে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন? আমি দারপরিগ্রহ-বিষয়ে পূর্ব্বে আপনার নিকট যে সংকল্প করিয়াছি, তাহা আপনি পরিজ্ঞাত আছেন, তথাপি আবার এক্ষণেও পুনর্ব্বার সত্যপ্রমাণ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি এবং ইহা অপেক্ষাও যদি কিছু অভীষ্টতম বস্তু থাকে, তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি; কিন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদি পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে, জল যদি মধুররস পরিত্যাগ করে, জ্যোতিঃ যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করে, সূর্য্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করেন, অগ্নি যদি উষ্ণতা পরিত্যাগ করেন, আকাশ যদি শব্দগুণ পরিত্যাগ করে, শীতরশ্মি যদি শীতাংশুতা পরিত্যাগ করেন, ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন এবং ধর্ম্মরাজ যদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

সত্যবতী মহাতেজাঃ ভীষ্মের এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কহিলেন, "হে সত্যপরাক্রম! সত্যের প্রতি তোমার যে অবিচলিত ভক্তি ও যথার্থ প্রীতি আছে, তাহা আমার অবিদিত নহে এবং তুমি ইচ্ছা করিলে যে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে নূতন ত্রিলোকের সৃষ্টি করিতে পার, তাহাও আমি বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছি, আর তুমি আমার নিমিত্ত পূর্ব্বে যে সত্য করিয়াছ, তাহাও বিস্মৃত হই নাই, কিন্তু বৎস! তোমাকে আপদ্ধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পৈতৃক ভার গ্রহণ করিতে হইবে। হে পরন্তপ! যাহাতে তোমার বংশপরম্পরা রক্ষা পায়, ধর্ম্মের উচ্ছেদ না হয় এবং বন্ধুবান্ধবগণের সন্তোষ জন্মে, তাহার অনুষ্ঠান কর।" সত্যবতী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া এইরূপে নিরন্তর বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন এবং পুত্রের আকাঙ্ক্ষায় সাধুবিগর্হিত অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তনা করিতেছেন দেখিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম কহিলেন, "মাতঃ! ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমা-দিগকে বিনষ্ট করিও না, ক্ষত্রিয়ের সত্যভঙ্গ অতীব নিন্দনীয়, অসত্যসন্ধ ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্মের অবধি থাকে না; অতএব যাহাতে রাজা শান্তনুর বংশপর-ম্পরা ধরামণ্ডলে অক্ষয়রূপে দেদীপ্যমান থাকিবে, তাহার উপায়স্বরূপ সনাতন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করি-তেছি, শ্রবণ করুন; আপদ্ধর্ম্মকুশল প্রাজ্ঞ পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে উক্ত ধর্ম্মানুসারে কার্য্যারম্ভ করিবেন।

চতুরধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, "যিনি পিতৃবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা হৈহয়াধিপতির প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, যিনি মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের ভুজ-

বলচ্ছেদন করিয়াছিলেন, যিনি শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অনবরত মহাস্ত্র বর্ষণ করিয়া একবিংশতিবার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন এবং অরাতিশোণিত জলে পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা জামদগ্ন্য পরিশেষে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অপত্যোৎপাদন করাইয়া বিনাশোন্মুখ ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ব্বার রক্ষা করিয়াছেন

বেদে এরূপ প্রমাণ আছে যে, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই পুত্র পাণিগ্রহীতারই হইয়া থাকে; সেই সনাতন ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ক্ষত্রিয়পত্নীরা ব্রাহ্মণগণ-সমীপে অভিগমন করিতেন এবং ক্ষত্রিয়দিগের পুনর্ভববিধি লোকেও দৃষ্ট হইতেছে। ক্ষত্রিয়কুল এইরূপে পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইয়াছে। হে রাজ্ঞি! এই বিষয়ে আর একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস আছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে উতথ্য নামে এক সুবিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার মমতানাম্নী এক সহধর্ম্মিণী ছিলেন। একদা মহর্ষি উতথ্যের যবিষ্ঠ ভ্রাতা দেবপুরোহিত মহাতেজাঃ বৃহস্পতি মদনাতুর হইয়া মমতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মমতা দেবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মহাভাগ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠের সহযোগে অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছি, অতএব রমণেচ্ছা সংবরণ কর। আমার গর্ভস্থ উতথ্যকুমার কুক্ষিমধ্যেই ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন। তুমিও অমোঘরেতাঃ; এক গর্ভে দুই জনের সম্ভব নিতান্ত অসম্ভব। অতএব এই দুর্ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও।" বৃহস্পতি মদনবাণে নিতান্ত আহত ও সাতিশয় অধীর হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বীয় চঞ্চলচিত্তকে কোনক্রমেই স্থির করিতে না পারিয়া মমতার অসম্মতি থাকিলেও তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহাতে আসক্ত হইলেন।

অনন্তর গর্ভস্থ ঋষিকুমার বৃহস্পতিকে কামক্রীড়ায় আসক্ত দেখিয়া কহিলেন, "ভগবন্! মদনাবেগ সংবরণ করুন। স্বল্পপরিসর কুক্ষিতে উভয়ের সম্ভব অত্যন্ত অসম্ভব। আমি পূর্ব্বে এই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব অমোঘরেতঃপাত দ্বারা আমাকে পীড়িত করা আপনার নিতান্ত অযোগ্য কর্ম্ম হইতেছে, সন্দেহ নাই।" বৃহস্পতি বালকবাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া স্বীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। গর্ভস্থ মুনিকুমার বৃহস্পতির এইরূপ অসাধুব্যবহার দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া পাদদ্বারা তদীয় শুক্রের পথ-রোধ করিলেন। রেতঃ প্রবেশমার্গ না পাইয়া প্রতিহত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল। তন্নিরীক্ষণে ভগবান্ বৃহস্পতি রোষপরবশ হইয়া গর্ভস্থ উতথ্যনন্দনকে ভৎসনাপূর্ব্বক অভিসম্পাত করিলেন, "যেহেতু, সর্ব্বভূতের অভিলষিত ঈদৃশ সময়ে আমাকে এমন কথা বলিলে, এই অপরাধে তুমি যাবজ্জীবন অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে।" বৃহস্পতির শাপপ্রভাবে উতথ্যতনয় অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম দীর্ঘতমা হইল। সেই জন্মান্ধ বেদবিৎ প্রাজ্ঞ ঋষি স্বীয় বিদ্যাবলে প্রদ্বেষীনাম্নী এক পরমরূপলাবণ্যবতী যুবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি গৌতম প্রভৃতি কতিপয় সুবিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিয়া মহর্ষি উতথ্যের বংশরক্ষা করিলেন। অনন্তর বেদবেদাঙ্গপারগ ধর্ম্মাত্মা দীর্ঘতমা সৌরভেয়ের নিকট নিখিল গোধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তদাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট দেখিয়া তত্রত্য সমস্ত মহর্ষিগণ ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে আমাদিগের আশ্রমের নিতান্ত অযোগ্য, অতএব এই পাপিষ্ঠের সহবাস পরিত্যাগ করাই উচিত।" তাঁহারা পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া মহর্ষি দীর্ঘতমাকে আর সাদর-সম্ভাষণ বা তাঁহার সন্তোষজনক কার্য্য করিতেন না এবং তাঁহার পত্নীও এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় সমাদর ও শুশ্রূষাদি দ্বারা তদীয় সন্তোষবর্দ্ধন করিতেন না। দীর্ঘতমা পত্নীর এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব অভক্তি-দর্শনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছ?" প্রদ্বেষী কহিলেন, "স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করেন বলিয়া তাঁহাকে ভর্ত্তা এবং পতি বলিয়া থাকে; কিন্তু তুমি জন্মান্ধ, তাহার কিছুই করিতে পার না, প্রত্যুত আমি তোমার ও ত্বদীয় পুত্রগণের চিরকাল ভরণপোষণ করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত পীড়িত হইয়াছি; অতএব অতঃপর আমি তোমাদিগের আর ভারবহন করিতে পারিব না।" মহর্ষি পত্নী-

বাক্য-শ্রবণানন্তর ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "এই অর্থ গ্রহণ কর; বলবতী অর্থস্পৃহা নিবন্ধন তোমাকে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।" প্রদ্বেষী কহিলেন, "হে বিপ্রেন্দ্র! দুঃখের নিদানভূত ত্বৎপ্রদত্ত ধনে আমার অভিলাষ নাই; তোমার যেমন অভিরুচি হয়, কর। আমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমার ও তোমার সন্তানবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিব না।" দীর্ঘতমা পত্নীর সগর্ব্ব বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আমি অদ্য বধি পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে, স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন একমাত্র পতির অধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইবে। পতি জীবিত থাকিতে অথবা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, নারী যদি পুরুষান্তর ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। আর পতিবিহীনা নারীগণের সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি থাকিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবে না বিষয়ভোগ করিলে অকীর্ত্তি ও পরিবাদের সীমা থাকিবে না।" ব্রাহ্মণী স্বামীর এই সমুদয় বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কুপিতা হইয়া গৌতম প্রভৃতি পুত্রদিগকে আদেশ করিলেন, "ইহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ কর।" লোভ ও মোহাভিভূত পাষাণহৃদয় পুত্রেরা তাঁহাকে উড়ুপে বন্ধন পূর্ব্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। অন্ধ সেই উড়ুপমাত্র অবলম্বন করিয়া স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নানাদেশ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরম-ধার্ম্মিক বলিরাজ গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছিলেন, তিনি তরঙ্গোপরি ভাসমান দীর্ঘতমাকে দেখিবামাত্র গ্রহণ করিলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মহাভাগ! কৃপা করিয়া আপনাকে মদীয় পত্নীর গর্ভে ধর্ম্মার্থকুশল পুত্র উৎপাদন করিতে হইবে।" মহাতেজাঃ ঋষি এই প্রার্থনায় সম্মত হইলে পর, রাজা স্বীয় মহিষী সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজমহিষী ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন না। তিনি আপন ধাত্রেয়িকাকে বৃদ্ধের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঋষি সেই শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি একাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর রাজা সেই সকল পুত্রদিগকে অধ্যয়নানুরক্ত অবলোকন করিয়া ঋষিকে কহিলেন, "ইহারা আমার পুত্র।" ঋষি কহিলেন, "মহারাজ! ইহারা আপনার পুত্র নহে; রাজমহিষী আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার ধাত্রেয়িকাকে আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি সেই শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি এই একাদশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছি, অতএব ইহারা আমার পুত্র।" তখন রাজা মুনিকে প্রসন্ন করিয়া পুনর্ব্বার মহিষী সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘতমা রাজমহিষীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "তোমার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচ পুত্র হইবে। তাহারা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইবে এবং তাহাদিগের অধিকৃত দেশ সকল অধিকারীর নামানুসারে কথিত হইবে। অঙ্গের অধিকৃত দেশের নাম অঙ্গ, বঙ্গের বঙ্গ, কলিঙ্গের কলিঙ্গ, পুণ্ড্রের পুণ্ড্র, এবং সুহ্মের অধিকৃত দেশের নাম সুহ্ম হইবে।" এইরূপে মহর্ষি দীর্ঘতমা দ্বারা বলিরাজ-বংশ বিস্তৃত হইল এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইল। হে মাতঃ! এই সমস্ত শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে আপনার যে অভিরুচি হয়, অনুষ্ঠান করুন।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, "মাতঃ! ভরতবংশ-রক্ষার উপায়ান্তর নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ধনদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া গৃহে আহ্বান করুন। তিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে প্রজা উৎপাদন করিবেন।" সত্যবতী লজ্জাবতী হইয়া সহাস্য-আস্যে গদ্গদস্বরে ভীষ্মকে কহিলেন, "মহাবাহো! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু বৎস! তোমার বিশ্বাসের নিমিত্ত আমি কোন কথা কহিতেছি, সবিশেষ অবগত হইয়া কার্য্য করিলে, তাহাতে বংশ-রক্ষা পাইতে পারে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তোমার নিকটে তাদৃশ আপদ্ধর্ম্ম কদাচ প্রত্যাখ্যেয় হইবে না। তুমি আমাদের কুলধর্ম্ম, তোমাকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করি, তোমা ব্যতীত আমাদের আর কোন গত্যন্তর নাই; অতএব আমার বক্তব্য,

সত্যবৃত্তান্ত অগ্রে শ্রবণ কর, অনন্তর যেরূপ বিবেচনা হয়, করিও। আমার পিতার একখানি তরণী ছিল। তিনি ধর্ম্মার্থী হইয়া বিনা শুল্কে সকলকে সেই নৌকা দ্বারা নদী উত্তীর্ণ করিয়া দিতেন,একদা পিতার আদেশক্রমে লোকদিগকে নদীপার করিবার নিমিত্ত আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। তৎকালে আমার যৌবনোদ্ভেদ হইয়াছিল। অনন্তর মহর্ষি পরাশর যমুনানদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত সেই তরণীর নিকট আগমন করিলেন; মুনীন্দ্র নৌকারোহণ পূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে আমার রূপলাবণ্যে মোহিত ও কামার্ত্ত হইয়া সান্ত্ব-পূর্ব্ব মধুরবাক্যে আমাকে কত কথাই বলিলেন এবং অতি দুর্ল্লভ বর দান করিবেন বলিয়া আমার নিকট অঙ্গীকার করিলেন। আমি পিতার তিরস্কার ও মহর্ষির শাপভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থা হইলাম। তিনি তপঃপ্রভাবে আমায় বশীভূত এবং চতুর্দ্দিক্ কুজ্ঝটিকায় আবৃত করিয়া নৌকামধ্যে আপন অভীষ্টসিদ্ধিতৎপর হইলেন। আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে দুর্গন্ধ মৎস্যগন্ধ নির্গত হইত, তৎকালে মহর্ষি পরাশর সেই জুগুপ্সিত গন্ধের নিরাকরণ পূর্ব্বক আমার শরীরে পরম রমণীয় সৌগন্ধ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই মুনি আমাকে আদেশ করিলেন, 'তুমি এই যমুনাদ্বীপে গর্ভ মোচন করিয়া পুনর্ব্বার আপন কন্যাকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।' আমি মুনির আজ্ঞাক্রমে যমুনা-দ্বীপে এক পুত্র প্রসব করিলাম। সেই মহাযোগী পরাশরাত্মজ দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল, চতুর্ব্বেদের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস হইল এবং অসিতবর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতার সহিত গমন করিলেন। সেই সত্যবাদী শমপর মহাতাপসকে অনুরোধ করিলে, তিনি অবশ্যই ভ্রাতার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিবেন। তিনি গমনকালে আমাকে কহিয়াছিলেন, 'মাতঃ! সঙ্কটে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও।' অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমি এক্ষণে সেই মহাতপাকে স্মরণ করি। তুমি অনুমতি করিলে তিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অপত্যোৎপাদন করিবেন, সন্দেহ নাই।" ভীষ্ম মহর্ষি ব্যাসদেবের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম এই ত্রিবর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুবন্ধ, অর্থ ও অর্থানুবন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্; আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, ইহা ধর্ম্মযুক্ত, মঙ্গলাস্পদ এবং আমাদিগের কুলের পরম-হিতকর বটে: অতএব এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।"

তদনন্তর সত্যবতী দ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলেন। বেদপ্রণেতা ভগবান্ ব্যাস, জননী স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া তৎক্ষণাৎ অবিদিতরূপে আবির্ভূত হইলেন। সত্যবতী বহু দিবসের পর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যথাবিধি সম্মান ও বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্নেহনিঃসৃত স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং অবিরল-বিগলিত আনন্দসলিলে তদীয় হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল। মহর্ষি ব্যাসও দুঃখিত জননীকে নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়া প্রণিপাত-পুরঃসর নিবেদন করিলেন, "ভগবতি! আপনার অভিপ্রেত কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত আমি আসিয়াছি; এক্ষণে অনুমতি করুন, কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে?" তদনন্তর পুরোহিত আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মহর্ষির যথাবিধি সপর্য্যাসমাধান করিলেন। ঋষিবর পূজা গ্রহণ করিলেন। ব্যাসদেব পূজিত হইয়া প্রীতমনে আসনে উপবেশন করিলে সত্যবতী তদীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "বৎস! পুত্র পিতামাতা উভয়েরই সাধারণ ধন; পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ প্রভুত্ব, মাতারও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিচিত্রবীর্য্য কনিষ্ঠ। ভীষ্ম যেমন পিতৃসম্বন্ধে বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা, তুমিও তদ্রূপ মাতৃসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতা। সত্যসন্ধ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি দারপরিগ্রহ ও রাজ্যশাসন করিবেন না; অতএব হে অনঘ! ভীষ্ম এবং আমি তোমাকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতেছি; যদি তুমি ভ্রাতার প্রতি অনুকূল ও পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হইয়া আমাদিগের বংশরক্ষার্থ সেই নিয়োগবাক্য

রক্ষা কর, তাহা হইলে অতীব প্রীত হই, রূপযৌবনা তোমার ভ্রাতৃজায়ারা সাতিশয় পুত্রার্থিনী হইয়াছেন তুমি তাঁহাদিগের গর্ভে অনুরূপ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ কর।" ব্যাসদেব কহিলেন, "হে প্রাজ্ঞে! তুমি বিশেষরূপে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছ এবং ধর্ম্মের প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ও একান্ত অনুরাগ আছে, এই নিমিত্ত তোমার অভিলষিত কার্য্য ধর্ম্মমূলক বিবেচনা করিয়া আমি তদনুষ্ঠানে সম্মত হইলাম। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ভ্রাতার ক্ষেত্রে মিত্রাবরুণ-সদৃশ পুত্র উৎপাদন করিব। সম্প্রতি দেবীরা সংবৎসরক ল নিয়মবতী হইয়া আমার নির্দ্দিষ্ট ব্রতোপাসনা করুন। তাহা হইলে তাঁহারা পবিত্র হইতে পারিবেন। ব্রতবর্জ্জিতা অপবিত্র রমণী কদাপি আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

সত্যবতী কহিলেন, "বৎস! যাহাতে দেবীরা অচিরকালমধ্যে গর্ভবতী হয়েন, এরূপ অনুষ্ঠান কর; কারণ, জনপদ অরাজক হইলে প্রজামণ্ডলী অনাথা ও উৎসন্না হইবে, সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্ম্য ক্রিয়াকলাপ বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে যজ্ঞাংশভাগী দেবগণের পরিতৃপ্তি ও পৃথিবীতে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে বারিবর্ষণ কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? ফলতঃ অরাজক রাজ্যের ভারগ্রহণ করা কাহারও সাধ্য নহে; অতএব হে পুত্র! তুমি অবিলম্বে ইঁহার গর্ভাধান কর। অনন্তর ভীষ্ম তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।" ব্যাসদেব কহিলেন, "যদি আপনার পুত্রবধূ পরমব্রতস্বরূপ আমার বিরূপতা সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আকালিক পুত্র প্রদান করিব। যদি কৌশল্যা আমার বিকটমূর্ত্তি, ভয়ানক বেশ ও অসহ্য গন্ধ সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অদ্যই গর্ভবতী হইবেন।" ভগবান্ ব্যাস সত্যবতীকে এই প্রকার আদেশ দিয়া এবং 'কৌশল্যা শুচি বস্ত্র পরিধান ও রমণীয় বেশভূষা সমাধান পূর্ব্বক শয়নাগারে আমার প্রতীক্ষা করুন,' এই আজ্ঞা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর সত্যবতী নির্জ্জননিবাসিনী পুত্রবধূর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "বৎসে কৌশল্যে! পরম-হিতকর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করি, শ্রবণ কর। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ ভরতকুল উৎসন্নপ্রায় হইল, এ জন্য যে আমি কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না এবং তোমার পিতৃবংশও সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। মহামতি ভীষ্ম আমাদিগকে দুঃখিত ও বিষাদসাগরে নিমগ্ন দেখিয়া, সেই দুঃসহ দুঃখনিবারণার্থ বংশরক্ষার যে উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহা তোমারই অধীন; অতএব এক্ষণে তুমি সেই ভীষ্মনির্দ্দিষ্ট যুক্তির অনুবর্ত্তিনী হইয়া বিনাশোন্মুখ ভরতবংশের পুনরুদ্ধার কর। বৎসে! তুমি দেবরাজসদৃশ পুত্র প্রসব করিবে, তিনিই আমাদিগের রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন।" সত্যবতী এবংবিধ নানাপ্রকার অনুনয়বাক্যে বহুপ্রযত্নে সেই ধর্ম্মপরায়ণা ভামিনীর মন প্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও দেবর্ষি প্রভৃতিকে ভোজন করাইতে লাগিলেন

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর সত্যবতী ঋতুস্নাতা পুত্রবধূকে যথাকালে শয্যায় শয়ন করাইয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "বৎসে! তোমার এক দেবর আছেন, অদ্য নিশীথসময়ে তিনি তোমার নিকট আগমন করিবেন; অতএব তুমি অপ্রমত্তা হইয়া দেবরের আগমনকাল প্রতীক্ষা কর।" অম্বিকা শ্বশ্রূর নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া পরম-রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবদিগকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভগবান্ ব্যাস পূর্ব্বকৃত সত্যপ্রতিপালনার্থ প্রথমতঃ অম্বিকার শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। তদীয় বাসভবন প্রদীপ্ত দীপশিখায় আলোকময় ছিল। অম্বিকা সেই কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়নযুগল, পিঙ্গল জটাভার, বিশাল শ্মশ্রু প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর আকার নিরীক্ষণে ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন। ব্যাসদেব মাতার সন্তোষার্থে তাঁহার সহবাস করিলেন। অম্বিকা ভয়ক্রমে দেবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। অনন্তর দ্বৈপায়নের বহির্গমন-

সময়ে তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, ইনি গুণবান্ পুত্র প্রসব করিবেন ?" অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানসম্পন্ন ভগবান্ ব্যাস মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ইনি অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন, অযুতনাগেন্দ্র সদৃশ বলবান্, সুবিদ্বান্, মহাবীর্য্য, মহাভাগ পুত্র প্রসব করিবেন এবং সেই মহাত্মার একশত পুত্র হইবে ; কিন্তু তিনি স্বয়ং মাতৃদোষে জন্মান্ধ হইবেন।" সত্যবতী পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে তপোধন! অন্ধ নৃপতি কুরুবংশের অনন্যরূপ ; অতএব এমন আর একটি পুত্র প্রদান কর, যাহার দ্বারা বংশরক্ষা ও রাজ্যের মঙ্গল হইতে পারে।" ব্যাসদেব "তথাস্তু" বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অম্বিকা যথাকালে এক অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন। সত্যবতী পুত্রবধূর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়া পুনর্ব্বার ব্যাসদেবকে আহ্বান করিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া জননীর নিয়োগক্রমে অম্বালিকার নিকট আগমন করিলেন। রাজমহিষী দ্বৈপায়নের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণমূর্ত্তি সন্দর্শনে ভীতা ও পাণ্ডুবর্ণা হইলেন। সত্যবতী-পুত্র অম্বালিকাকে বিষণ্ণা ও বিবর্ণা দেখিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি আমার বিরূপত্ব সন্দর্শনে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছ, অতএব তোমার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নামও পাণ্ডু হইবে।" মহর্ষি এই কথা বলিয়া বহির্গমন করেন, ইত্যবসরে সত্যবতী পুত্র-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাসদেব কহিলেন, "পুত্রটি পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নাম পাণ্ডু হইবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া সত্যবতী পুনর্ব্বার অপর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি "তথাস্তু" বলিয়া মাতাকে আশ্বাস-প্রদান পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অম্বালিকা যথাকালে পরমসুন্দর পাণ্ডুবর্ণ এক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ পুত্র জন্মে। অনন্তর জ্যেষ্ঠা বধূর পুনর্ব্বার ঋতু-কাল উপস্থিত হইলে দ্বৈপায়নের সহযোগ করিবার নিমিত্ত সত্যবতী তাঁহাকে আদেশ করিলেন ; কিন্তু অম্বিকা ঋষির মূর্ত্তি ও উগ্রগন্ধ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া শ্বশ্রূর আজ্ঞায় সম্মত হইলেন না। অনন্তর তিনি অপ্সরোপমা এক দাসীকে স্বীয় অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিয়া ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন। দাসী ঋষির নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পরমভক্তি সহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি তাঁহার সহযোগে পরম-প্রীত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, "হে শুভে! তুমি দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে এবং তোমার গর্ভ-জাত পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও পরম-ধার্ম্মিক হইবে।" সেই দাসীগর্ভ-সম্ভূত দ্বৈপায়নাত্মজ বিদুর নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও মহাত্মা পাণ্ডুর ভ্রাতা। মহাতপাঃ মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্মরাজ বিদুররূপী হইয়া শূদ্রার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বীয় প্রলম্ভ ও শূদ্রার পুত্রজন্ম-বৃত্তান্ত সত্যবতীকে নিবেদন করিয়া ধর্ম্মের নিকট অঋণী হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে দ্বৈপায়নের ঔরসে ও বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম হয়।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মরাজ কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, তিনি শাপগ্রস্ত হইলেন এবং কোন্ ব্রহ্মর্ষির শাপেই বা তিনি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইলেন ? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। মাণ্ডব্য নামে এক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপোনিরত, পরম-ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই মৌনব্রতাবলম্বী মহাতপাঃ আশ্রমের দ্বারদেশস্থ বৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যোগাভ্যাস করিতেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে এক দিবস লোপ্ত্রহারী কতিপয় দস্যু মাণ্ডব্যের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইল। তস্করেরা নগরপাল-দিগের ভয়ে ভীত হইয়া তথায় স্তেয়-ধন লুক্কায়িত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর অনুগামী নগরপাল-সকল তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হে দ্বিজোত্তম! তস্করেরা কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিতেছে, শীঘ্র

আজ্ঞা করুন, আমরা সেই দিকে তাহাদিগকে অন্বেষণ করি।” ঋষি মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। অনন্তর রাজপুরুষেরা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে লুক্কায়িত স্তেয়-ধন আশ্রমে দেখিতে পাইল। তখন ঋষির প্রতি তাহাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ হওয়াতে তাহারা সেই ঋষিকে ও দস্যুদলকে রুদ্ধ করিয়া রাজগোচরে আনয়ন করিল। রাজা নগরপালদিগের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঋষি ও তস্করগণের প্রাণবধরূপ দণ্ডবিধান করিলেন। রাজপুরুষেরা আজ্ঞা পাইবামাত্র তপোধনকে শূলে আরোপিত করিয়া হৃত-ধন গ্রহণপূর্ব্বক রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিল। তপোনিষ্ঠ মুনিবর আপন দুরবস্থার বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না এবং তাঁহার তপস্যারও ভঙ্গ হইল না। তিনি শূলবিদ্ধ ও আহারবিহীন হইয়াও বহুকাল পর্য্যন্ত জীবনধারণ করিয়াছিলেন। একদা রজনীযোগে কতিপয় মহর্ষি পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক মাণ্ডব্যের তাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে দ্বিজোত্তম! আপনি এমন কি পাপ করিয়াছেন যে, শূলবিদ্ধ হইলেন? বলুন, শুনিতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে।”

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মুনিবর সমাগত তপোধনদিগকে কহিলেন, “আমি কাহার উপর দোষারোপ করিব? কেহই আমার অপরাধ করে নাই।” ইহা শুনিয়া মুনিগণ প্রস্থান করিলেন। মহামুনি মাণ্ডব্য তদবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে এক দিবস নগরপালেরা মহর্ষিকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া রাজসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা নগরপালের মুখে সমুদয় শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া শূলস্থ ঋষিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অশেষপ্রকারে যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অতি বিনীতভাবে কহিলেন, “হে ব্রহ্মন্! আমি মোহান্ধতা প্রযুক্ত যে গুরুতর দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করি; আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না, প্রসন্ন হউন।” ভূপতির বিনয়ে মুনীন্দ্র প্রসন্ন হইলেন। পরে রাজা তাঁহাকে শূল হইতে অবতরণ করাইয়া শূল বহির্গত করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে শূলের মূলচ্ছেদ করিয়া দিলেন। ঋষি সেই অন্তর্গত শূল বহন করত সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং কঠোর তপস্যা দ্বারা অসুলভ লোক-সকল জয় করিলেন। তদবধি তিনি ভূমণ্ডলে অণীমাণ্ডব্য বলিয়া প্রথিত হইলেন। একদা তিনি যম-সদনে গমনপূর্ব্বক সিংহাসনোপবিষ্ট ধর্ম্মরাজকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, “হে ধর্ম্ম! আমি যে পাতকের ফলভোগ করিতেছি, ইহা কোন্ দুষ্কর্ম্মের পরিণাম, শীঘ্র বল, আমি এই মুহূর্ত্তেই আমার তপোবল প্রকাশ করিতেছি।”

ধর্ম্ম কহিলেন, “তপোধন! আপনি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।” অণীমাণ্ডব্য কহিলেন, “ধর্ম্ম! তুমি আমার লঘু-পাপে গুরুদণ্ড-বিধান করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাকে মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। আর আমি অদ্যাবধি পাপপুণ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছি। চতুর্দ্দশ বর্ষের অনধিক বয়ঃক্রমে কেহ পাপপুণ্যের ফলভাগী হইবে না, পঞ্চদশ বর্ষ অবধি কার্য্যানুসারে ফললাভ হইবে।” ধর্ম্মরাজ স্বীয় অপরাধে মহাত্মা অণীমাণ্ডব্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি ধর্ম্মার্থচিন্তায় কুশল, লোভশূন্য, জিতক্রোধ, বহুদর্শী, শমপর ও কৌরবগণের পরম হিতৈষী ছিলেন।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন কুমার জন্মগ্রহণ করিলে কুরুজাঙ্গল, কুরব এবং কুরুক্ষেত্র এই তিনটি জনপদ অতীব সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া

উঠিল। পৃথিবী সরস ও সুস্বাদ শস্যে পরিপূর্ণা হইল; পর্জ্জন্য যথাকালে জলবর্ষণ করিতে লাগিল; পাদপ-সকল সুরস ফল-কুসুমে সুশোভিত হইল। গবাশ্বাদি বাহন সকল প্রহৃষ্ট, মৃগযূথ ও পক্ষিগণ সানন্দ, কুসুমমালা সুগন্ধি এবং ফলরাশি রসপূর্ণ হইল; নগর ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণে পরিব্যাপ্ত হইল এবং জনপদস্থ সমস্ত লোক মহাবল-পরাক্রান্ত, কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও পরম সুখী হইল। তৎকালে দস্যুতস্করের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব রহিল না; অধর্ম্মাচার লোকের অন্তর হইতে এককালে অন্তর্হিত হইল। প্রজাগণের রীতি, নীতি, সদাচার ও সদ্ব্যবহার সন্দর্শনে সেই সময়কে সত্যযুগ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। প্রজামণ্ডলী ধর্ম্মানরত, যজ্ঞশীল, সত্যপরায়ণ, ব্রতনিষ্ঠ ও পরস্পর প্রণয়পর হইয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। সকল লোকই অভিমানশূন্য, জিতক্রোধ ও লোভ-বিহীন হইল। দিন দিন তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। জলপূরিত জলনিধির ন্যায় সেই জনাকীর্ণ নগর মেঘাকার তোরণকলাপ দ্বারা অনির্ব্বচনীয় শোভমান হইল; শত শত সুরম্য হর্ম্ম্য দ্বারা মহেন্দ্রনগরী অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বিলাসী নগরবাসী সকল তত্রত্য নদ, নদী, সরোবর প্রভৃতি জলাশয়ে এবং পরমরমণীয় বন, উপবন ও ক্রীড়াশৈলে মনের সুখে বিহার করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। দাক্ষিণাত্য-কুরুগণ উদীচ্য-কুরুদিগের সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধা করিতেন। সেই সুরম্য জনপদে কেহই কৃপণস্বভাব ছিলেন না; পতিবিহীনা কামিনী নেত্রগোচর হইত না; লোকহিতার্থে স্থানে স্থানে কূপ, বাপী, আরাম ও সভা-সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল; সুসমৃদ্ধ বিপ্রভবন-সকল অবিরত উৎসবময় পরিলক্ষিত হইত; ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মের পরিরক্ষিত সেই জনপদের ঐশ্বর্য্য ও রমণীয়তার আর পরিসীমা রহিল না। চৈত্য ও যূপকাষ্ঠ তত্রস্থ জনগণের যাগশীলতার প্রমাণস্বরূপ লক্ষিত হইত। সেই সকল দেশ অন্যান্য রাজ্যের সাহায্য ব্যতিরেকেও পরিবর্দ্ধিত হইত; ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম তথায় ধর্ম্মচক্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; রাজকুমারেরা নিরন্তর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন; পৌর ও জানপদ-সকল তাঁহাদিগের আচরিত প্রণালী অবলম্বন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। তত্রত্য কুরুপ্রধানদিগের ও নগরবাসিগণের ভবনে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" এই বাক্যই সর্ব্বদা শ্রুতি-গোচর হইত; মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং মহামতি বিদুর ইহাঁদিগকে জন্মাবধি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে জাতক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিলেন; উপযুক্ত শিক্ষকের সন্নিধানে নিযুক্ত করিয়া অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন এবং পরিশ্রমে ও ব্যায়ামে সুনিপুণ করিয়াছিলেন। রাজতনয়েরা তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্ব্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিচর্ম্ম-প্রয়োগ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত অধ্যেতব্য বিষয়ে পরদর্শী হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডু অদ্বিতীয় ধানুষ্ক ও ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বলবান্ ছিলেন। বিদুরের ন্যায় ধার্ম্মিক ত্রিভুবনমধ্যে দৃষ্টিগোচর হইত না। প্রণষ্টপ্রায় শান্তনুবংশ পুনরুদ্ধৃত হইলে সর্ব্বত্র সত্যের সমাদর ও গৌরব-বৃদ্ধি হইল। মহারাজ! তৎকালে বীরপ্রসবিনী রমণীগণের মধ্যে কাশীশ্বর-নন্দিনী, দেশের মধ্যে কুরুজাঙ্গল, ধার্ম্মিকের মধ্যে বিদুর এবং নগরের মধ্যে হস্তিনাপুর শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, বিদুর পারসব, সুতরাং পাণ্ডুই সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

একদা ভীষ্ম বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত নরেন্দ্রকুল অপেক্ষা অস্মৎকুল সমধিক গুণ-ভূয়িষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ। ইহা পূর্ব্বতন সুধার্ম্মিক নরেন্দ্রগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অধুনা ইহার উচ্ছেদ নিতান্ত দুর্ব্বিষহ বিবেচনা করিয়া ভগবতী সত্যবতী, মহাত্মা দ্বৈপায়ন এবং আমি এই তিন জনে মিলিত হইয়া যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রসিদ্ধ উপায়োদ্ভাবন পূর্ব্বক তোমাদিগকে উৎপাদন করাইয়া পুনর্ব্বার ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলাম; অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের বংশের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহার উপায়-বিধান করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

শুনিয়াছি, মদ্রেশ্বর ও সুবলের পরমসুন্দরী এক এক কুমারী আছে, তাহারা আমাদিগের কুলের অনুরূপা; অতএব সেই কুলীনা কামিনীদ্বয়ের সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সম্বন্ধ স্থির করাই উচিত। এই কুলের স্থায়িতার নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে বরণ করিতে অভিলাষ করি, তোমার অভিপ্রায় কি?" বিদুর কহিলেন, "মহাশয়! আপনি আমাদিগের পিতৃতুল্য ও পরমগুরু; অতএব যাহা উচিত হয়, স্বয়ং বিচার পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করুন।" অনন্তর কুরুপিতামহ ভীষ্ম বিপ্রগণ-প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন, সুবলাত্মজা গান্ধারী ভগবান্ ভবানীপতিকে আরাধনা করিয়া বরলাভ করিয়াছেন যে, তিনি একশত পুত্রের জননী হইবেন। সেই কন্যার প্রার্থনায় গান্ধার-রাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; গান্ধাররাজ সুবল প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করি-লেন, পরিশেষে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সুবিখ্যাত কুল, মহতী খ্যাতি, সদ্‌বৃত্ত জামাতার অভি-লাষে তাঁহাকেই কন্যাদান করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। গান্ধারী শ্রবণ করিলেন যে, পিতা-মাতা তাঁহাকে নয়ন-হীন পাত্রে সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখনই সেই পতি-পরায়ণা সাধ্বী বস্ত্র দ্বারা স্বীয় নেত্র-যুগল বন্ধন করিলেন এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, পতি অন্ধ বলিয়া তাঁহাকে কদাপি অশ্রদ্ধা বা অসূয়া করিব না। গান্ধাররাজতনয় পিতৃ-আজ্ঞায় অভিনব-যৌবনবতী ও লক্ষ্মীসদৃশা ভগিনী লইয়া কৌরবসমীপে উপনীত হইলেন। তদনন্তর ভীষ্মের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্র-হস্তে সম্প্রদান করিলেন এবং তিনি ভীষ্ম কর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। বরারোহা গান্ধারী সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সুশীলতা প্রদর্শন দ্বারা সমস্ত কৌরবগণের পরম সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। তিনি গুরুশুশ্রূষা ও সকলকে প্রিয়-সম্ভাষণ করিতেন এবং কদাপি কাহারও অকীর্ত্তি বা নিন্দা করিতেন না।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদুবংশাবতংস শূরনামা নৃপতি বসুদেবের জনয়িতা ছিলেন। প্রথমে তাঁহার পৃথানাম্নী পরম-রূপবতী তনয়া জন্মিয়াছিল। শূর অনপত্য পিতৃস্বস্র-পুত্র কুন্তিভোজের নিকটে পূর্ব্বাবধি প্রতিজ্ঞারূঢ় ছিলেন যে, আমার প্রথম সন্ততি তোমাকে প্রদান করিব। এক্ষণে তদনুসারে নির্ম্মম হইয়া পরম-মিত্র কুন্তিভোজকে সেই কন্যা প্রদান করিলেন। কুন্তি-ভোজ কন্যারত্ন লইয়া ঔরসবৎ পরম-যত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। পৃথা পিতৃগৃহে দিনে দিনে দ্বিতীয় চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন; কুন্তিভোজের পালিত বলিয়া সকলে তাঁহাকে কুন্তী নামে আহ্বান করিত। কুন্তী কন্যাকাবস্থায় ব্রাহ্মণ-সেবায় ও অতিথি-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রযত্ন-সহকারে পরিচর্য্যা দ্বারা অভ্যাগতদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। একদা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, মহাতেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তিভোজের গৃহে আতিথ্য-স্বীকার করিলেন। আতিথেয়ী কুন্তী ভক্তিযোগ সহকারে ও পরম-সমাদরে তাঁহার সেবাবিধি নির্ব্বাহ করিলে, মহর্ষি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিয়া দিলেন, "বৎসে! আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এই মহামন্ত্র প্রদান করিলাম, তুমি ইহা পাঠ করিয়া যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহাদের প্রভাববলে তোমার গর্ভে এক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে।" মুনিবর এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর কুন্তী বালস্বভাব-সুলভ কৌতূহলা-ক্রান্ত হইয়া মহর্ষি-দত্ত মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। মন্ত্রবলে অশেষ-ভুবনদ্বীপ-দীপক ভগবান্ তৎক্ষণাৎ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার অভিপ্রায়ানুসারে উপস্থিত হইয়াছি, কি করিতে হইবে, বল?" কুন্তী এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "ভগবন্! এক ব্রাহ্মণ আমাকে বিদ্যা ও বর প্রদান করিয়া যান, আমি তৎপরীক্ষা-বাসনায় আপনাকে আহ্বান করিয়া

অতিমূঢ়ের কার্য্য করিয়াছি, আমার অপরাধ হইয়াছে, ভগবন্! এক্ষণে চরণে ধরিয়া বিনয়-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, কৃপাময় ! কৃপা প্রকাশ করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করুন ; স্ত্রীলোক সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করা মহতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।” সূর্য্যদেব কুন্তীর কাতরোক্তি শুনিয়া মধুর-বচনে কহিলেন, “সুন্দরি ! মহর্ষি দুর্ব্বাসা তোমাকে যে বর ও বিদ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমি তৎসমস্ত অবগত আছি, তুমি ভীত হইও না, অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার ভোগাভিলাষ পূর্ণ কর। দেখ, শুভে ! তুমি আমাকে আহ্বান করিয়াছ, আমি তাহাতেই আসিয়াছি, এক্ষণে আমার মনোরথ ব্যর্থ করা কোনক্রমেই উচিত নহে ; আর যদি তুমি একান্তই অসম্মত হও, তাহা হইলে অবশ্যই দোষভাগিনী হইবে, সন্দেহ নাই।” সূর্য্যদেব এইরূপ নানা প্রকার বুঝাইলেও কুন্তী কন্যাবস্থা ও লজ্জাভয়ের অনুরোধে স্বীকার পাইলেন না। তখন সূর্য্যদেব পুনর্ব্বার কহিলেন, “হে বরবর্ণিনি ! তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। আমি কহিতেছি, আমার প্রসাদবলে ইহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না।” এই বলিয়া কুন্তীকে সম্মত করিয়া তাঁহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্য্যদেবের সহযোগে কুন্তী গর্ভবতী হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, কবচ-কুণ্ডলধারী, পরম-রূপবান্ এক পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র ভুবনতলে কর্ণ নামে বিশ্রুত হইয়াছিল। ভগবান্ সূর্য্যদেব তুষ্ট হইয়া কুন্তীকে কন্যাত্ব প্রদান করিয়া অম্বরতলে আরোহণ করিলেন। কুন্তী সদ্যোজাত নবকুমার দর্শনে বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন, ‘এখন কি করি ? এ বিষয় কি গোপনে রাখিব, না প্রকাশ করিব ?’ পরিশেষে বন্ধুজনভয়ে আত্মদোষ গোপন করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিয়া সেই মহাবল-পরাক্রান্ত সদ্যঃপ্রসূত কুমারকে লইয়া জলে নিক্ষেপ করিলেন। যশস্বী রাধাভর্ত্তা সেই নবকুমারকে জলে ভাসমান দেখিয়া দয়ার্দ্র-চিত্তে গৃহানয়নপূর্ব্বক পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিলেন এবং ঐ কুমার বসু অর্থাৎ কবচকুণ্ডলরূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছে বলিয়া, উহার নাম বসুষেণ রাখিলেন। বসুষেণ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যের আরাধনা করিতেন; সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, অতি দুষ্প্রাপ্য হইলেও তিনি তৎপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইতেন না। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিত-সাধনার্থে ব্রাহ্মণ-বেশ-ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গস্থ কবচ-ভিক্ষা চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ শরীর হইতে নৈসর্গিক কবচ মোচন করিয়া বিপ্ররূপধারী ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। সুরপতি কবচ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিদানস্বরূপ এক শক্তি-অস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, “বৎস ! আমি তোমার অসাধারণ কার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই একপুরুষ-ঘাতিনী শক্তি দিতেছি, গ্রহণ কর, ইহাতে তোমার বিশেষ উপকার দর্শিবে ; কি সুর, কি অসুর, কি নর, কি বানর, কি গন্ধর্ব্ব, কি ভুজঙ্গ, কি রক্ষ, কি যক্ষ, যাহার প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর নিস্তার নাই, সে অবশ্যই ইহাতে নিপাতিত হইবে।” এই বলিয়া কবচ লইয়া অমররাজ অমরাবতী প্রস্থান করিলেন। বসুষেণ স্বীয় শরীর ভেদ করিয়া ইন্দ্রকে কবচ প্রদান করিলেন বলিয়া তদবধি ক্ষিতিতলে কর্ণ ও বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইলেন।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে কুন্তী কুন্তিভোজালয়ে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে নবযৌবনাবস্থায় আরূঢ় হইলেন। লোকমুখে তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় অবগত হইয়া নানাদিগ্দেশস্থ ভূপতিগণ পাণিগ্রহণাভিলাষে কুন্তিভোজসকাশে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কুন্তিভোজ অনেককেই কন্যার পরিণয়াকাঙ্ক্ষী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করি, কাহাকে কন্যা প্রদান করা উচিত? পরিশেষে স্বয়ংবরানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য স্থির

করিয়া সকল রাজগণকে স্বভবনে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলে মনোহর বেশ-ভূষা ধারণ করিয়া নিরূপিত দিবসে স্বয়ংবরস্থলে উপস্থিত হইলেন। মনস্বিনী কুন্তী পিতার আদেশ-ক্রমে পতি মনোনীত করিতে হস্তে পুষ্পমালা লইয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তথায় ভরতবংশাবতংস মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সূর্য্যসদৃশ অনুপম স্বীয় শরীরপ্রভা দ্বারা সমস্ত ভূপতিগণের প্রভা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রতাপ সিংহসম, বক্ষোদেশ কপাটোপম এবং নয়নযুগল বিকচকমল সদৃশ; দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, যেন পুরন্দর স্বপুর পরিত্যাগ করিয়া কুন্তী-কামনায় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। বরবর্ণিনী কুন্তিভোজদুহিতা নরপতির সেই মোহনমূর্ত্তি নিরীক্ষণে স্মরশরে জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া লজ্জানম্রমুখে তাঁহার কণ্ঠদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। কুন্তী পাণ্ডু নরবরে বরত্বে বরণ করিলেন দেখিয়া অন্যান্য ভূপতিগণ নিজ নিজ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন। কুন্তিভোজ শুভলগ্নে পাণ্ডু নৃপতির সহিত কন্যার বিবাহবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। বরকন্যা একত্র সঙ্গত হইয়া শচীসথ সহস্রাক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

বেদবিধানানুসারে উদ্বাহক্রিয়া সমাধা হইল। কুন্তিভোজ নানাধনসম্পত্তি যৌতুক দিয়া পাণ্ডুকে কন্যার সহিত স্বনগরে পাঠাইয়া দিলেন। কুরুকুল-প্রদীপ মহীপতি পাণ্ডু ধ্বজপতাকাশালিনী মহতী পতাকিনীসমভিব্যাহারে মহর্ষিগণ ও দ্বিজগণের আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিতে করিতে স্বপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজভবনে প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী কুন্তীকে রাখিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নরপতি পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া প্রধান অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ সঙ্গে লইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মদ্রাধিপতির নগরে গমন করিলেন। মদ্ররাজ শল্য ভীষ্মের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সত্বর হইয়া স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন-পুরঃসর সাদর-সম্ভাষণে ও পরমসমাদরসহকারে তাঁহাকে পুরপ্রবেশ করাইলেন এবং বসিবার আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্কাদি প্রদান করিয়া যথোচিত সম্মান করিলেন। পরে আগমনকারণ জিজ্ঞাসিলে কুরুকুলতিলক ভীষ্ম কহিলেন, "মদ্রপতে! শুনিলাম, পরমরূপবতী মাদ্রীনাম্নী তোমার ভগিনী আছে, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর সহিত তাহার বিবাহ দাও; এই মানসে তোমার দেশে আসিয়াছি। দেখ, তোমাদের ও আমাদের যে বংশ, উভয়ই পবিত্রতা-গুণে সমান, কোন অংশে বৈলক্ষণ্য নাই, অতএব পাণ্ডুকে ভগিনী দান করিয়া আমাদিগের সহিত কুটুম্বিতা কর।" ভীষ্মবাক্য শ্রবণ করিয়া মদ্ররাজ বিনয়গর্ভ-বচনে কহিলেন, "মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতে আমার কদাচ অসম্মতি নাই, শুনিয়া আমার পরম পরিতোষ জন্মিল; কুরুবংশ পরিত্যাগ করিয়া আর কোথায় ভগিনী দান করিব? আপনাদের কুলগত হইলে ভগিনীর অনেক সৌভাগ্য মানিতে হইবে, কিন্তু মহাশয়! আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যে এক বিষম নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন; ভালই হউক বা মন্দই হউক, আমি তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিব না; আপনাকেও সেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, কারণ, উহা আমাদিগের কুলধর্ম্ম।" ভীষ্ম কহিলেন, "মদ্ররাজ! তুমি চিন্তিত হইও না, স্বয়ং প্রজাপতি শুল্কগ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদানের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তোমার কুলধর্ম্ম নির্দ্দোষ ও সাধুসম্মত, অবশ্যই প্রতিপালন হইবে।" এই বলিয়া ভীষ্ম শল্যকে রথ, গজ, তুরগ, বসন, ভূষণ ও মণি, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্যজাত শুল্কস্বরূপ প্রদান করিলেন। শল্য তৎসমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক পরম-প্রীত হইয়া অলঙ্কৃত স্বীয় ভগিনী মাদ্রীকে লইয়া ভীষ্ম-হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ভীষ্ম মাদ্রীকে লইয়া হস্তিনানগরে গমন পূর্ব্বক

রাজবাটীতে রাখিয়া দিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে শুভ-লগ্ন দেখিয়া পাণ্ডুর সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। উদ্বাহ-সমাপ্তি হইলে পর, মহারাজ পাণ্ডু পরমরমণীয় হর্ম্ম্যমধ্যে নব-প্রণয়িনীর বাসস্থান নিরূপিত করিলেন। কুন্তী ও মাদ্রীর পরস্পর বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। পাণ্ডু তাঁহাদিগের উভয়কে লইয়া স্বেচ্ছাবিহারে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ত্রয়োদশ নিশা অন্তঃপুরে বিহার করিয়া পাণ্ডু দিগ্বিজয়বাসনায় বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধগণ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন করিয়া ও অন্যান্য কুরুপ্রধান ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সকলের অনুমতি লইয়া চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে নগরাঙ্গনারা নানাবিধ মঙ্গলাচরণ ও ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বচন করিতে লাগিলেন। কুরুকুলের কীর্ত্তিকর পাণ্ডু-নরবর প্রথমতঃ দশার্ণদেশে প্রয়াণপূর্ব্বক পূর্ব্বাপরাধী দশার্ণপতিকে সমরে পরাজয় করিলেন। অনন্তর হস্ত্যশ্বরথপদাতি-সঙ্কুল বিপুল বলবৃন্দ সঙ্গে লইয়া মগধদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেকানেক ভূপতিদিগের অপকারী বহুদর্পসমন্বিত মগধরাজকে সংহার করিয়া তাঁহার কোষস্থ ধনসমুদয় ও বাহনচয় আত্মসাৎ করিলেন। পরে মিথিলায় যাইয়া বিদেহদিগকে সংগ্রামে পরাভব করিলেন। তাহারা তাঁহার একান্ত বশংবদ হইল। পরিশেষে কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি অপরাপর দেশে প্রয়াণপূর্ব্বক তত্রস্থ সমস্ত ভূপতিবর্গকে পরাজয় করিয়া কুরুকুলের অক্ষয়-কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিলেন। এইরূপে শত্রুকুলান্তক পাণ্ডু অনলবৎ অস্ত্রশিক্ষায় নরপতিদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুর তেজঃপ্রভাবে বলরাজি বিধ্বংসিত হইলে ভূপালেরা বশীভূত হইয়া কুরুকুলের মঙ্গলকর ব্যাপারে ব্যাপৃত হইল আর মহাবীর পাণ্ডুকে আপনাদিগের একাধিপতি জ্ঞান করিয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুবর্ণ, রজত, গো, অশ্ব, রথ, হস্তী, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, কম্বল, অজিন, রাঙ্কব, অস্তরণ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যজাত উপহার প্রদান করিল। মহারাজ পাণ্ডু সেই সমস্ত রাজদত্ত বস্তুজাত লইয়া পরমাহ্লাদে হস্তিনানগরাভিমুখে গমন করিলেন। রাজসিংহ শান্তনু ও ধীমান্ ভরতের যশোজনিত শব্দ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এক্ষণে পাণ্ডুর প্রভাবে তাহা পুনরুদ্ধৃত হইল। যাহারা পূর্ব্বে কুরুদিগের রাজ্য এবং ধন হরণ করিয়াছিল, হস্তিনাধিপতি পাণ্ডু তাহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুর বীর্য্যবলে হৃষ্ট হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে অন্যান্য রাজগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। পাণ্ডু শ্রবণসুখাবহ তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল-মনে হস্তিনানগরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ভীষ্ম লোক-মুখে পাণ্ডুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া পৌর, জানপদ ও অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। কৌরবেরা ভীষ্মের সহিত হস্তিনানগর হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পাণ্ডুর সেনারা বিচিত্ররত্ন-পরিপূর্ণ অসংখ্য যান, হস্তী, রথ, গো, উষ্ট্র, মেষ প্রভৃতি জয়লব্ধ বস্তুজাত লইয়া আসিতেছে, দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহারা ক্রমে সন্নিহিত হইলে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন পাণ্ডু ভীষ্মের পাদবন্দন করিয়া অন্যান্য পৌর ও জানপদদিগের সমুচিত সম্মান করিলেন। ভীষ্ম অশেষ-রাষ্ট্রবিজয়ী প্রত্যাগত পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তূর্য্য, শঙ্খ, দুন্দুভি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতে লাগিল। পৌরবগণের আনন্দের সীমা রহিল না। ভীষ্ম পাণ্ডুকে লইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডু হস্তিনাপুরে গমন করিয়া স্ববাহুবলনির্জ্জিত ধন দ্বারা ভীষ্ম, সত্যবতী, মাতা কৌশল্যা ও বিদুরকে সন্তুষ্ট করিলেন। ইন্দ্রাণী যেমন জয়ন্তকে আলিঙ্গন করিয়া আহ্লাদিত হন, কৌশল্যা অপ্রতিমতেজাঃ পুত্র পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া ততোধিক আনন্দিত হইলেন। রাজা ধৃত-

রাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুর প্রভাবে বহুদক্ষিণ শত শত অশ্বমেধযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে মহারাজ পাণ্ডু সুরম্য হর্ম্ম্য ও বিচিত্র শয়নীয় সমুদয় ত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয় সঙ্গে বনবিহার-বাসনায় বনপ্রস্থান করিলেন, তথায় সর্ব্বদা মৃগয়ানুষ্ঠান করিয়া প্রিয়তমাদের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কখন হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকায় ভ্রমণ করিতেন, কখন গিরি-পৃষ্ঠে সুখসঞ্চার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন, কখন কখন বা মহাশালবনে অবস্থিতি করিতেন। করেণু-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলে গজরাজ ঐরাবত যেরূপ শোভিত হয়, পত্নীদ্বয় সঙ্গে থাকায় বনচর নৃপবর পাণ্ডু সেইরূপ শোভিত হইয়াছিলেন। বনবাসিগণ ভার্য্যা-দ্বয়সমবেত, খড়্গহস্ত, ধনুর্ব্বাণধারী, বিচিত্র-কবচযুক্ত, অস্ত্রকোবিদ পাণ্ডুকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিত। তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, ধৃতরাষ্ট্র-প্রেরিত ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত। এইরূপে পাণ্ডু-মহীপাল প্রণয়িনীদ্বয়-সমভিব্যাহারে পরম-সুখে কাননমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মহীপতি দেবকের পরম-সুন্দরী যুবতী পারসবী তনয়াকে আনয়ন পূর্ব্বক বিদুরের সহিত বিবাহ দিলেন। বিদুর তাঁহার গর্ভে স্বসদৃশ বিনয়সম্পন্ন পুত্রগণ উৎপাদন করিলেন।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভে শত পুত্র ও বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি পঞ্চ দেব হইতে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে পাণ্ডুর মহারথ পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের হইতে এই কুরুবংশ রক্ষা পাইতেছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র কিরূপে জন্মিল ও কত দিন পরেই বা তাহাদের আয়ুঃশেষ হইল? আর বৈশ্যার গর্ভে বা ধৃতরাষ্ট্র কিরূপে পুত্রোৎপাদন করিলেন? তিনি অনুকূলকারিণী ধর্ম্মচারিণী প্রণয়িনী গান্ধারীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন এবং দেব হইতে কিরূপে শাপগ্রস্ত মহাত্মা পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হইল, এই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া আমার অপারতৃপ্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা মহর্ষি দ্বৈপায়ন সাতি-শয় ক্ষুৎপিপাসায় শ্রমান্বিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলে, গান্ধারী পরম সমাদরে তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন। মহর্ষি সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিতে চাহিলে, গান্ধারী কহিলেন, "যদি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, যেন আমার গর্ভে আমার ভর্ত্তার সমান-গুণশালী শত পুত্র জন্মে।" ব্যাস "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করি-লেন। কিয়দ্দিনানন্তর ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গান্ধারী গর্ভবতী হইলেন। তাঁহার গর্ভধারণের পর দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি সন্তান প্রসব করিলেন না। একদিন গান্ধারী শুনিলেন যে, কুন্তীর বালসূর্য্য-সমপ্রভ এক পুত্র জন্মিয়াছে। তৎশ্রবণে তিনি সাতিশয় ঈর্ষান্বিতা হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে আপ-নার গর্ভপাত করিলেন। ঐ গর্ভে সংহতা লোহষ্ঠীলার ন্যায় এক দ্বিবর্ষ-সম্ভৃতা মাংসপেশী জন্মিল। গান্ধারী তদ্দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই মাংসপেশী পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ভগবান্ ব্যাস তথায় উপস্থিত হইয়া মাংসপেশী দর্শন পূর্ব্বক গান্ধারীকে কহিলেন, "সৌবলেয়! এ কি করিয়াছ?" গান্ধারী মহর্ষি-সমীপে আপনার অভি-প্রায় গোপন না করিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্! অগ্রে কুন্তীর পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া এই গর্ভপাত করিয়াছি। আপনি আমাকে পূর্ব্বে বর প্রদান করিয়াছেন, আমার গর্ভে শত পুত্র জন্মিবে, এক্ষণে এই মাংসপেশী হইতে শত পুত্র উৎ-পন্ন করুন।" ব্যাস কহিলেন, "সৌবলেয়ি! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। মাংসপেশী নষ্ট করিও না। ইহা হইতে অবশ্যই তোমার শত পুত্র উৎপন্ন হইবে। তুমি গুপ্ত প্রদেশে ঘৃতপূর্ণ শতসংখ্যক কুম্ভ প্রস্তুত করিয়া এই মাংসপেশীর উপর জল-সেচন কর।" গান্ধারী ব্যাসের বচনানুসারে কুম্ভ

প্রস্তুত করিয়া মাংসপেশীর উপর জলসেচন করিতে লাগিলেন। জলসেকের পর কিয়ৎক্ষণমধ্যে মাংসপেশী একাধিকশত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। উহার এক এক খণ্ড অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত হইল। অনন্তর গান্ধারী সেই সকল খণ্ড পূর্ব্বপ্রস্তুত কুম্ভ-সকলের মধ্যে পৃথক্‌রূপে স্থাপিত করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্যাস গান্ধারীকে কহিলেন, "হে সৌবলেয়ি! আর দুই বৎসরের পর এই সকল কুম্ভ উদ্‌ঘাটন করিও।" ইহা বলিয়া মহর্ষি তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমাচলে প্রস্থান করিলেন

অনন্তর দুই বৎসর অতীত হইলে, প্রথমতঃ দুর্য্যোধন জন্মিল, ঐ দিবসেই মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের জন্ম হয়। যুধিষ্ঠির জন্মানুসারে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন জাতমাত্র গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল: গর্দ্দভ, গৃধ্র, গোমায়ু, বায়স প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক জন্তুগণ সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ানকস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময়ে বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল; দিগ্‌দাহ আরম্ভ হইল। ফলতঃ তৎকালে অশেষবিধ অমঙ্গলসূচক ঘটনা উপস্থিত হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তদ্দর্শনে সাতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়া বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ভীষ্ম, বিদুর, অন্যান্য সুহৃদ্‌গণ ও কুরুগণকে ডাকাইয়া কহিলেন, "মহাশয়েরা সকলে উপস্থিত আছেন, রাজপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবান্, অতএব এ রাজ্য তিনিই পাইবেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য যে, আমার এই জ্যেষ্ঠপুত্র, যুধিষ্ঠিরের পর রাজ্যভাগী হইবে কি না? আপনারা কি বিবেচনা করেন, বলুন।" ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যাবসান হইলে ভয়ঙ্কর ক্রব্যাদগণ ডাকিতে লাগিল; অমঙ্গলসূচক শিবাগণ কর্কশধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণগণ ও ধীমান্ বিদুর সেই সমস্ত দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিবামাত্র এই সকল দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইল, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই দুরাত্মা হইতেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে। আমাদের মতে ইহাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; রাখিলে মহান্ অনর্থ ঘটিবে। মহীপাল! যদি বংশ-রক্ষা করিবার বাসনা থাকে,তবে এই দুরাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর একোনশত পুত্রের সহিত সুখে কালযাপন করুন। ইহাকে পরিত্যাগ করিলেই তোমার বংশের ও জগতের মঙ্গল করা হয়। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন, যদি একজনকে পরিত্যাগ করিলে কুলরক্ষা হয়, তাহা অবশ্যই করিবে; যদি কুল পরিত্যাগ করিলে গ্রামরক্ষা হয়, তাহা কর্ত্তব্য; গ্রাম-পরিত্যাগ দ্বারা যদি জনপদরক্ষা হয়, তাহা করা উচিত এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যদি আত্মরক্ষা হয়, তাহাও বিধেয়।" তাঁহারা সেই সদুপদেশ প্রদান করিলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্র-স্নেহ বশতঃ তাঁহাদের বাক্যানুসারে কার্য্য করিলেন না। দুর্য্যোধনের জন্মের কিয়দ্দিন পরে ধৃতরাষ্ট্রের অপর উনশত পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল; ফলতঃ এক মাসের মধ্যেই ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ও এক কন্যা সমুৎপন্ন হইল।

যৎকালে গান্ধারী গর্ভবতী ছিলেন, তখন তিনি গর্ভপরাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ক্লিশ্যমান হন। সেই সময় একজন বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। ঐ বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গর্ভবতী হয় এবং যথাকালে এক পুত্র-সন্তান প্রসব করে; ঐ পুত্রের যুযুৎসু নাম হইয়াছিল।

হে রাজন্! এইরূপে ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীর গর্ভে শত পুত্র ও এক কন্যা এবং বৈশ্যার গর্ভে যুযুৎসু-নামা এক পুত্র জন্মিল।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের জন্মবৃত্তান্ত সবিশেষ শ্রবণ করিলাম, কিন্তু আপনি কহিলেন, গান্ধারীর গর্ভে শত পুত্র ও এক কন্যা জন্মে; তন্মধ্যে শত পুত্র মহর্ষি বেদব্যাসের বরে জন্মিল। কিন্তু কন্যাটি কিরূপে জন্মিল, বিশেষ কহিলেন না। অমিততেজাঃ মহর্ষি গান্ধারী-প্রসূত মাংসপেশী শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং গান্ধারীও আর কখন গর্ভ ধারণ করেন নাই, তবে কি প্রকারে দুঃশলা-

নাম্নী শতাধিকা কন্যার জন্ম হইল? শ্রবণার্থ অতিশয় কৌতুক জন্মিয়াছে, মহাশয়! বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। মহাতপাঃ ভগবান্ ব্যাস শীতল জলসেচন দ্বারা সেই মাংসপেশীকে এক এক ভাগ করিলেন। ধাত্রী সেই সকল ভাগ লইয়া একে একে এক এক ঘৃতকুম্ভমধ্যে রাখিতে লাগিল। সেই সময় গান্ধারী মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'মহর্ষিবাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে, অবশ্যই আমার এক শত পুত্র হইবে। কিন্তু যদি আমার এক কন্যা জন্মিত, তাহা হইলে পরম পরিতোষের বিষয় হইত, আমার পতি দৌহিত্রজনিত লোক প্রাপ্ত হইতেন, আমিও পুত্র ও দৌহিত্র লইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কৃতকৃত্যা হইতাম। আমি যদি কখন তপস্যা, দান, হোম বা গুরুজনসেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে যেন আমার এক কন্যা হয়।' গান্ধারী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি ব্যাস তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিয়া সেই সকল ভাগ গণনা করিয়া দেখিলেন, শতাপেক্ষায় এক ভাগ অধিক হইয়াছে। তখন তিনি গান্ধারীকে কহিলেন, "বৎসে! এই শত ভাগ তোমার শত পুত্ররূপে পরিণত হইবে; আর এই যে এক ভাগ অবশিষ্ট রহিল,ইহাতে তুমি এক কন্যাও উৎপন্ন দেখিবে এবং তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, তদ্দ্বারা তোমাদের দৌহিত্রজনিত-লোক-প্রাপ্তি হইবে।" এই বলিয়া মহর্ষি আর এক ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ আনাইয়া তন্মধ্যে সেই কন্যা-ভাগ রক্ষা করিলেন। হে মহারাজ! এই দুঃশলার জন্মবৃত্তান্ত কথিত হইল, অতঃপর কি বর্ণন করিতে হইবে, বলুন।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতাক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের নাম আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। দুর্য্যোধন, যুযুৎসু-রাজা, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্ত্ব, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্ম্মদ, দুর্ব্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, উর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক, চিত্রবাণ, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্ব্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, সুষেণ, কুণ্ডধার, মহোদর, চিত্রায়ুধ, নিষঙ্গী, পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনূদর, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, জরাসন্ধ, সদ, সুবাক্, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, ক্রথন, কুণ্ডী, ধনুর্দ্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, আলোলুপ, অভয়, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, চিত্রকুণ্ডল, প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোমা, দীর্ঘবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী, বিরজা এই একশত পুত্র ও দুঃশলানাম্নী কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে জন্মে। ইহাদের নামধেয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তিত হইল। পুত্রগণ সকলেই অতিরথ,শূর, যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ, বেদবেত্তা ও সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ হইয়াছিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যথাকালে নানাদেশ হইতে পরীক্ষিত পরমাসুন্দরী কামিনীগণ আনাইয়া তাহাদের সহিত নিজপুত্রগণের বিবাহ দিলেন এবং দুঃশলা কন্যা সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথকে সম্প্রদান করিলেন

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ব্যাসবরজনিত ধৃতরাষ্ট্র-সন্তানগণের জন্ম ও তাহাদের প্রত্যেকের নাম আনুপূর্ব্বিক আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে পাণ্ডবদিগের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন, আপনি দেবগণের অংশাবতরণ-বর্ণনসময়ে কহিয়াছেন যে, ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ দেব-অংশে জন্মগ্রহণ করেন, এক্ষণে সেই মহাত্মাদিগের জন্মবৃত্তান্ত

সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। একদা মৃগয়াবিহারী পাণ্ডু মৃগব্যালসেবিত মহারণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক মৃগযূথপতি তথায় মৃগীর সহিত ক্রীড়ারসে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তিনি মৃগ ও মৃগীকে একবারে প্রমত্ত দেখিয়া তাহাদের উপর উপর্য্যুপরি পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! ঐ মৃগ প্রকৃত মৃগ নহে, মহাতেজাঃ এক ঋষিপুত্র; ঋষিতনয় ভার্য্যার সহিত মৃগরূপ পরিগ্রহ করিয়া পরমসুখে ক্রীড়া করিতেছিলেন, পাণ্ডুর বজ্রসম শরাঘাতে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পতিত হইলেন এবং আর্ত্তনাদসহকারে নানা বিলাপ করিয়া পাণ্ডুকে কহিলেন, "মহারাজ! যাহারা নিতান্ত কামক্রোধপরতন্ত্র, অত্যন্ত নির্বোধ ও একান্ত পাপাসক্ত, তাহারাও ঈদৃশ বিষম নৃশংসাচরণে পরাঙ্মুখ হয়, তুমি পরম ধর্ম্মাত্মাদিগের অকলঙ্ক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দুষ্কর্ম্ম করিলে। রাজন্! তর্কবাদ দ্বারা বিধির নাশ হয় না, কিন্তু বিধির দ্বারা তর্কবাদ নষ্ট হইয়া থাকে, অতএব বিধিবিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ভবাদৃশ প্রাজ্ঞলোকের কর্ত্তব্য নহে।" পাণ্ডু কহিলেন, "রাজাদিগের শত্রুবধ যেমন কর্ত্তব্য, মৃগবধও সেইরূপ কর্ত্তব্য; প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যই হউক, মৃগ পাইলেই বধ করিবে। দেখ, মহর্ষি অগস্ত্য যজ্ঞানুষ্ঠানজন্য মৃগয়া করিয়াছিলেন। অতএব আমাকে আর বৃথা তিরস্কার করিও না।" মৃগ কহিল, "রাজন্! যাহা কহিলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু ব্যসনসময়ে শত্রুর উপর শর-নিক্ষেপ করা প্রাজ্ঞলোকের কর্ত্তব্য নহে; ন্যায়যুদ্ধেই শত্রু বধ করিবার বিধি প্রদান করিয়াছেন।" পাণ্ডু কহিলেন, "মত্ত, ভীত বা পলায়িত শত্রু বধ করাই অবিধেয়, কিন্তু ভবাদৃশ মৃগ বধ করা কোন ক্রমেই অবিধেয় নহে।" মৃগ কহিল, "মহারাজ! তুমি আমাকে যে মৃগভ্রমে বধ করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে দোষ দিতে পারি না, কিন্তু আমার বিহার-বিরতিকাল প্রতীক্ষা করা তোমার অবশ্যই উচিত ছিল। কোন্ ভদ্রলোক অসময়ে ইন্দ্রিয়াসক্ত মৃগকে বধ করিয়াছে? আমি পুরুষার্থফললিপ্সু হইয়া এই মৃগীতে আসক্ত হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে তদ্বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ ও একান্ত বঞ্চিত করিলে, মহারাজ! তুমি অনিন্দ্যকর্ম্মা পৌরবদিগের নির্ম্মলকুলে জন্মিয়াছ, তোমার এতাদৃশ নৃশংস, লোকবিগর্হিত, অস্বর্গ্য, অযশস্কর, অধর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্ম করা কোনক্রমেই সঙ্গত ও উচিত হয় নাই। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ও রতিকোবিদ; তোমার ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম করা অত্যন্ত অবিধেয় হইয়াছে। হে পার্থিবেন্দ্র! নৃশংসাচারী পাপপরায়ণ ধর্ম্মার্থকামবিহীন দুরাচারগণের দণ্ডবিধান করা তোমার কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া এই অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ংই দণ্ডার্হ হইলে। হে নরনাথ! আমি ফলমূলাহারী অরণ্যবাসী নিরপরাধ মুনি, মৃগবেশ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছিলাম, আমাকে মারিয়া তুমি দুষ্কর্ম্ম করিলে। হে রাজন্! তুমি যেমন আমাকে ভার্য্যার সহিত অপবিত্র সময়ে বধ করিলে, আমিও শাপ দিতেছি, তোমারও ঈদৃশ অপবিত্র সময়ে মৃত্যু হইবে। আমি তপোনিরত মুনি; আমার নাম কিন্দম, আমি লোকলজ্জাভয়ে মৃগরূপধারণ পূর্ব্বক গহনবনে আসিয়া এই মৃগীতে আসক্ত হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পার নাই। মৃগভ্রমেই আমার উপর শর-নিক্ষেপ করিয়াছ, এ নিমিত্ত তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে না, কিন্তু সঙ্গমসময়ে আমাকে বধ করাতে তোমার যে পাপ হইয়াছে, তাহার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। তুমি যে পত্নীর সহিত সংসর্গ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইবে, তিনি ভক্তিভাবে তোমার সহগামিনী হইবেন। হে রাজন্! তুমি যেমন সুখের সময় আমাকে দুঃখ দিলে, সেইরূপ তোমাকেও সুখকালে দুঃখ পাইতে হইবে।"

হে কুরুবংশাবতংস জনমেজয়! মৃগরূপধারী মুনি পাণ্ডুকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। নরপতি পাণ্ডু তদ্দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডু স্বীয় বান্ধবের ন্যায় সেই মৃগরূপী তপোধনকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিতচিত্তে ভার্য্যার সহিত নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, যথেচ্ছাচারী দুরাত্মারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও আপন কর্ম্ম-দোষে অশেষ দুর্গতি ভোগ করে। শুনিয়াছি, আমার পিতা পরম ধর্ম্মাত্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি নিতান্ত কামপরায়ণতাপ্রযুক্ত বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বাচংযম ভগবান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন সেই কামাত্মা নরপতির ক্ষেত্রে আমাকেই উৎপাদন করিয়াছেন। হায়! সেই মহাত্মার পুত্র হইয়াও দুর্বুদ্ধিক্রমে অতি গর্হিত মৃগয়া-ব্যসনের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। সম্প্রতি ব্যাস-প্রণীত স্মৃতির অনুবর্ত্তী হইয়া মোক্ষধর্ম্ম আচরণ করিব, যে হেতু, সংসার-বন্ধন অপেক্ষা ক্লেশকর আর নাই। আমি অদ্যাবধি কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিব। ভার্য্যা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ পরিত্যাগ করিয়া একাকী আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ করিব। ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগপূর্ব্বক ধূলিধূসরিত-কলেবর হইয়া শূন্যগৃহে বা বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া থাকিব। কি শোক, কি হর্ষ, কিছুরই বশংবদ হইব না। নিন্দা ও প্রশংসা উভয়কেই সমান জ্ঞান করিব। কাহারও আশীর্ব্বাদ বা নমস্কারগ্রহণেচ্ছু হইব না। সুখদুঃখের বশীভূত হইব না, কাহাকেও উপহাস বা ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিব না। সর্ব্বদা প্রসন্নবদন ও সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে তৎ-পর থাকিব। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কাহারও হিংসা করিব না। সকল প্রাণিগণকে আপনার সন্তানের ন্যায় দেখিব। জীবনধারণের নিমিত্ত বৃক্ষ-সকলের নিকট ভিক্ষা চাহিব। যদি তাহারা ভিক্ষা না দেয়, তবে এককালে পাঁচ জন. গৃহস্থের বাটীতে, উর্দ্ধ-সংখ্যা দশ জনের গৃহে ভিক্ষা করিব। তাহাতে যাহা প্রাপ্ত হইব, অতি অল্প হইলেও তদ্দ্বারাই জীবনধারণ করিব। অধিক লাভের আশয়ে দশ গৃহের অধিক স্থলে ভিক্ষা করিব না। যে দিবস দশ গৃহে ভিক্ষা করিয়াও কিছুই পাইব না, সে দিন উপবাস করিয়া থাকিব। ক্ষতি ও লাভ সমান জ্ঞান করিব। বাস্পবারি দ্বারা এক বাহু সিক্ত করিয়া অন্য বাহুতে চন্দন-লেপন করিব। কি মঙ্গল, কি অমঙ্গল কিছুই চিন্তা করিব না কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব না। ধর্ম্মার্থ-লিপ্সা পরিত্যাগ করিব। সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইব। সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করিব। কাহারও বশী-ভূত হইব না। স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নিস্তেজ লোকের মত কাহারও সেবা করিব না; কারণ, উপাসনা দ্বারা বশীভূত লোকের নিকট হইতে স্তুতি সম্মানপূর্ব্বক স্বাভিলষিত দ্রব্য লাভ করিলেও শ্বরৃত্তি অবলম্বন করা হয়। ফলতঃ এক্ষণে আমার এই স্থির-নিশ্চয় যে, অতি অকিঞ্চিৎকর অচিরস্থায়ী বিষয়ভোগ-সুখে এককালে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক মুক্তিপথ অবলম্বন ও মানসিক ভূমানন্দ অনুভব করিয়া চরমে মুক্তিপদ লাভ করিব।

পাণ্ডু সাতিশয় দুঃখিত-চিত্তে এই প্রকার বিলাপ করত কুন্তী ও মাদ্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমরা হস্তিনানগরে গমন পূর্ব্বক কৌশল্যা, বিদুর, সবান্ধব রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আর্য্যা সত্যবতী, ভীষ্ম, রাজ-পুরোহিতগণ, সোমপায়ী শংসিতব্রত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ ও অস্মদাশ্রিত পৌরবর্গকে অনুনয় করিয়া এই কথা কহিবে যে, পাণ্ডু রাজ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আর গৃহে আসিবেন না।" স্বামীর বনবাসে একান্ত অভিলাষ জানিয়া কুন্তী ও মাদ্রী তৎকালোচিত বিনয়-বচনে কহিলেন, "মহারাজ! সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত অন্যান্য অনেক আশ্রম আছে, যাহাতে সস্ত্রীক হইয়াও ধর্ম্মা-চরণ করিতে পারা যায়: আপনি তাহার মধ্যে কোন আশ্রম আশ্রয় করিয়া আমাদিগের সহিত তপস্যা করুন; পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করত তথায় আধিপত্য করিতে পারিবেন। আমরাও আপনার সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাম-সংযমন পূর্ব্বক ভোগাভিলাষে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক ভর্ত্তৃলোক-প্রাপ্ত্যাশয়ে কঠোর তপস্যা করিব। আর যদি আপনি

তাহা না করিয়া নিতান্তই আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অদ্যই আমরা প্রাণ-পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই।"

পাণ্ডু কহিলেন, "যদি তোমাদের আমার সঙ্গে বাস করিয়া তপস্যা করিতে নিতান্তই বাসনা হইয়া থাকে, তবে অদ্যাবধি গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগ, বল্কল ধারণ, ফল-মূল ভক্ষণ, উভয় সন্ধ্যায় হোম ও স্নান, পরিমিতাহার, চীর, চর্ম্ম ও জটাধারণ, শীতবাতাতপক্লেশ সহ্য, ক্ষুৎ-পিপাসায় অনবধান, ইন্দ্রিয়সংযমন এবং বন্যফল, জল ও মন্ত্র দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করত দুশ্চর তপোনুষ্ঠান দ্বারা শরীর শুষ্ক করিতে থাক। কি বানপ্রস্থগণ, কি আত্মীয়-বান্ধবগণ, কি অন্যান্য গ্রামবাসিগণ, কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার বা কাহারও কোন অপ্রিয়াচরণ করিবে না; এইরূপে কঠোর আরণ্য-শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক যাবজ্জীবন কালযাপন করিবে।"

মহারাজ পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয়কে এই কথা বলিয়া চূড়ামণি, নিষ্ক, অঙ্গদ, কুণ্ডল, মহামূল্য বসন ও স্ত্রীদিগের আভরণ প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্য বিপ্রগণকে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া কহিবেন যে, পাণ্ডু বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না।" তাঁহাদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়া নরপতি পাণ্ডু অর্থ, কাম, রতি, সুখ প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনুচর ও পরিচারকগণ তাঁহার বিবিধ করুণবাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। পরে তৎপ্রদত্ত সমুদয় ধনগ্রহণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ-নয়নে হস্তিনানগরে গমন পূর্ব্বক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল এবং তদ্দত্ত সমুদয় সম্পত্তি সমর্পণ করিল। ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের মুখে পাণ্ডুর বনবাস-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্তে বিষণ্ণমনাঃ হইয়া আহার, বিহার, শয়ন প্রভৃতি সমুদয় সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিনযামিনী কেবল চিন্তাসাগরে নিমগ্ন রহিলেন।

এ দিকে মহীপতি পাণ্ডু কেবল বন্য ফল-মূলমাত্র আহার দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবন-ধারণ করিয়া পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে নাগশত-নামা পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে নাগশত হইতে চৈত্ররথ, তথা হইতে কালকূট, তথা হইতে হিমালয় ও হিমালয় হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন। পাণ্ডুনৃপতি মহাভূত, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমবিষমস্থলে বাস করত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি গন্ধমাদন হইতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ও তথা হইতে হংসকূটে গমন করিলেন। পরে হংসকূট অতিক্রম করিয়া শতশৃঙ্গে গমন করত তথায় অনন্যমনাঃ হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডু শুশ্রূষু, অনহঙ্কৃত, সংযতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই শতশৃঙ্গ-পর্ব্বতে কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সিদ্ধচারণগণের প্রিয়পাত্র ও তপোবলে সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইলেন। শতশৃঙ্গবাসী সিদ্ধচারণগণ কেহ তাঁহাকে পরম সুহৃৎ, কেহ বা সহোদর ভ্রাতা, কেহ বা পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পাণ্ডু এইরূপে তথায় বহুকাল তপোনুষ্ঠান করিলেন, তপস্যা দ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইল এবং তিনি মহাপ্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষির তুল্য হইয়া উঠিলেন।

একদা শতশৃঙ্গবাসী শংসিতব্রত মহর্ষিগণ একত্র হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পাণ্ডু তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া কহিলেন, "মহাশয়েরা কোথায় গমন করিতেছেন?" মহর্ষিগণ কহিলেন, "অদ্য অমাবস্যা, ব্রহ্মলোকে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের মহান্ সমবায় হইবে; আমরা সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে তথায় যাইতেছি।" পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহাদের সহিত স্বর্গোপরি গমন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পত্নী-

দ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহাদের সহিত উত্তরমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষিগণ পাণ্ডুকে সুরলোকে গমনোন্মুখ দেখিয়া কহিলেন, "হে মহাত্মন্! আমরা এই পর্ব্বতের উপর্য্যুপরি ক্রমিক উত্তরমুখে গমন করিয়া দেখিয়াছি, ইহার কোন কোন স্থানে অনেকানেক দুর্গ ও দেশসকল শোভা পাইতেছে। কোন কোন স্থলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের বিহারভূমি আছে, কোথাও বা শত শত বিমান সংস্থাপিত রহিয়াছে; কোন কোন স্থলে সংগীতশাস্ত্রবিশারদ গায়কগণ নিরন্তর বীণা, সপ্তস্বরা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি মধুর যন্ত্রসকল সংবাদন পূর্ব্বক গান করিতেছেন; কোথাও কুবেরোদ্যান, কোথাও মহানদী, কোথাও বা গিরিগহ্বর সকল বিরাজমান রহিয়াছে। এই পর্ব্বতে স্থানে স্থানে দুর্গম গিরিগহ্বর, স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ আছে। মধ্যে মধ্যে অনেকানেক প্রদেশ আছে। যাহাতে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি কিছুই নাই। হে ভরতকুলপ্রদীপ! এই সকল ভয়ানক প্রদেশে অন্যান্য জন্তুর কথা দূরে থাকুক, পক্ষীও যাইতে পারে না। কেবল বায়ু ও সিদ্ধ-মহর্ষিগণই গমনাগমন করেন। এই সুকুমারাঙ্গী অদুঃখোচিতা রাজপুত্রীরা কি প্রকারে এই দুর্গম পর্ব্বত অতিক্রম করিবেন? হে মহাত্মন্! নিরস্ত হও, আমাদিগের সহিত গমন করিও না।"

পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য-শ্রবণে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "হে মহাভাগগণ! অপত্যবিহীন লোকের স্বর্গে অধিকার নাই; আমি অনপত্য, পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই, এ নিমিত্ত আমার মন সর্ব্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে; আমার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও মনুজঋণ, এই চতুর্ব্বিধ ঋণে ঋণবান্ হয়। এই সমস্ত ঋণ যথাকালে পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ হইতে, বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা ঋষিঋণ হইতে, পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি দ্বারা পিতৃঋণ হইতে এবং অনৃশংসাচরণ দ্বারা মনুজঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি এই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হয়, তাহার সদ্গতিলাভ হয় না। হে তাপসগণ! আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুজঋণ পরিশোধ করিয়াছি, কিন্তু পিতৃঋণ হইতে অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারি নাই। অতএব জিজ্ঞাসা করি, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেরূপে আমার পিতার ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপে আমার ক্ষেত্রে কি অপত্য উৎপাদনের কোন উপায় আছে?" তাপসগণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মাত্মন্! আমরা দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতেছি, তোমার দেবতুল্য পরম সুন্দর পুত্র হইবে। তুমি পুত্রলাভার্থ প্রযত্ন কর; অবশ্যই তোমার ক্ষেত্রে অশেষ-গুণসম্পন্ন অপত্য জন্মিবে।"

পাণ্ডু তাপসগণের বাক্য-শ্রবণানন্তর অপত্যোৎপাদনশক্তির বিনাশকর মৃগশাপ স্মরণ করিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। অনন্তর মনস্বিনী ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, "হে কুন্তি! তুমি এই আপৎকালে অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও। ধর্ম্মবাদী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, অপত্য বংশের প্রতিষ্ঠা; কি দান, কি তপঃ, কি বিনয়, অনপত্য ব্যক্তির কিছুই সফল হয় না, আমি সন্তানবিহীন, আমার শুভলোকপ্রাপ্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। হে চারুহাসিনি! তুমি জ্ঞাত আছ যে, মৃগশাপে আমার পুত্রোৎপাদন শক্তি প্রণষ্ট হইয়াছে, সুতরাং অন্য উপায় দ্বারা অপত্যোৎপাদনে যত্ন করিতে হইবে। হে পৃথে! ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ছয় প্রকার বন্ধুদায়াদ ও ছয় প্রকার অবন্ধুদায়াদ পুত্র আছে; স্বয়ংজাত, প্রণীত, পরিক্রীত, পৌনর্ভব, কানীন, স্বৈরিণীজ, দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম বা স্বয়মুপাগত, সহোঢ়, জ্ঞাতিরেতাঃ এবং হীনযোনিধৃত, এই দ্বাদশ প্রকার পুত্র। ইহার মধ্যে স্বয়ংজাতাভাবে প্রণীত, তদভাবে পরিক্রীত, তদভাবে পৌনর্ভব, ইত্যাদিক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকারের অভাবে পর পর প্রকার স্বীকার করা শাস্ত্রসম্মত। এতদ্ভিন্ন আপৎকাল উপস্থিত হইলে দেবর দ্বারাও পুত্র উৎপাদন করিয়া লইতে পারা যায়। আর স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, ঔরস-পুত্র অপেক্ষা প্রণীত পুত্র শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মফলদ। হে কুন্তি! আমি স্বয়ং পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ; অতএব

তোমাকে তুল্যজাতি বা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠজাতি দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি। দেখ, পূর্ব্বে শরদণ্ডায়ন স্বীয় পত্নীকে পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী শারদাণ্ডায়নী স্নান সমাপন করিয়া বিচিত্র পুষ্পমালা ধারণ পূর্ব্বক রজনীযোগে চতুষ্পথে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক সিদ্ধ দ্বিজবরকে বরণ পুরঃসর অনলে পুংসবন হোম সম্পাদন করিলেন। হোমক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐ ব্রত ব্রাহ্মণ দ্বারা দুর্জ্জয়াদি মহাবলপরাক্রান্ত মহারথ পুত্রত্রয় উৎপাদন করিয়া লইলেন। হে কল্যাণি! তুমিও আমার নিয়োগানুসারে তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে শীঘ্র অপত্যোৎপাদন করিতে যত্নবতী হও।"

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কুরুকুলতিলক পাণ্ডু-মহীপতির এই উপদেশবাক্যে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পতিপ্রাণা কুন্তী কহিলেন, "হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, বিশেষতঃ তোমাতেই অনুরক্ত, অতএব তোমার আমাকে এরূপ অনুমতি করা অতীব অসঙ্গত ও অনুচিত হইতেছে। হে মহাবাহো! তুমি স্বয়ং আমার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিতে পার, ধর্ম্মেরও অণুমাত্র হানি হয় না; অতএব হে কুরুবংশাবতংস! তুমি অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত আমার সহিত সহবাস কর, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত স্বর্গে যাইতে পারিব। হে মহাত্মন্! আমি তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে কদাচ মনেও করি না, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নর জগতীতলে আর কে আছে? হে মহাত্মন্! আমি এ বিষয়ে একটি পৌরাণিকী কথা উল্লেখ করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া তাহা শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে পুরুবংশীয় পরম-ধার্ম্মিক ব্যুষিতাশ্ব নামে এক নরপতি ছিলেন। মহাত্মা ব্যুষিতাশ্ব যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ও দেবর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সোমরসপানে মত্ত ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত হন। দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং যজ্ঞ করেন। ঐ যজ্ঞ অবসান হইলে মহারাজ ব্যুষিতাশ্ব গ্রীষ্মকালের দিবাকরের ন্যায় প্রখর-প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রাচ্য, উদীচ্য, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য সমস্ত দেশ জয় করিয়া তত্রত্য ভূপতিগণকে আপনার বশীভূত করিলেন এবং তত্তদ্দেশাহৃত নানাপ্রকার ধনসম্পত্তি দ্বারা পুনর্ব্বার এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল তৎকালে ব্যুষিতাশ্ব দশ হস্তীর বল প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে রাজা মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়া নিজ ভুজবলে সসাগরা ধরা জয় করিয়া ঔরসবৎ প্রজাপালন, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বিজাতিদিগকে প্রার্থনাধিক দান ও যজ্ঞে সোমরসপান ইত্যাদি নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

পরম-রূপবতী ভদ্রানাম্নী কাক্ষীবানের তনয়া ব্যুষিতাশ্বের মহিষী হইয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যগুণে পরম বিজ্ঞ মহীপতি অল্পদিনেই একান্ত বশীভূত হইলেন। এমন কি, রাজকার্য্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া দিনযামিনী সেই কামিনীর সহিত অন্তঃপুরবিহার করিতে লাগিলেন। অপরিমিত ইন্দ্রিয়াসক্তিবশতঃ অল্পকালের মধ্যেই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইলেন। রাজাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেখিয়া অপুত্রা ভদ্রা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকার বিলাপ-সহকারে মৃতপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে ধর্ম্মজ্ঞ! পতি বিনা নারীর আর গত্যন্তর নাই; বিধবার জীবন-ধারণ কেবল বিড়ম্বনামাত্র; মৃত্যু হইলেই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। হে নাথ! আমি তোমার সহগমন বাসনা করি; আমি তোমা বিনা একক্ষণও বাঁচিতে পারিব না; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারিণী কর। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! কি সম স্থলে, কি বিষম স্থলে, তুমি যেখানে গমন করিবে, আমি তোমার প্রিয়কারিণী ও বশবর্ত্তিনী হইয়া ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিব। হে রাজন্! অদ্যাবধি হৃদয়শোষক মনোদুঃখ

সাতিশয় প্রবল হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করিবে। হে নরনাথ! বোধ হয়, আমি পূর্ব্বজন্মে অনেকানেক প্রণয়িনীর প্রিয়বিচ্ছেদ করিয়াছিলাম, তন্নিমিত্তই এক্ষণে তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ হইল। হে রাজন্! পতিবিহীন হইয়া নারীর মুহূর্ত্তমাত্র মর্ত্ত্যলোকে বাস নিতান্ত ক্লেশকর। না জানি, পূর্ব্বজন্মে আমি কতই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তন্নিমিত্ত এক্ষণে আমাকে তোমার অনিবার্য্য বিয়োগানলে দগ্ধ হইতে হইল। আমি অদ্যাবধি কুশসংস্তরশায়িনী হইয়া ভবদীয় মোহনমূর্ত্তি দর্শনমানসে অতি কষ্টেই কালাতিপাত করিব। হে নরশ্রেষ্ঠ! একবার অনুগ্রহ করিয়া এই অনাথা, অশরণা, বিলাপকারিণী দীনাকে দর্শন প্রদান কর।'

ভদ্রা মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, এমত সময়ে আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন, 'হে বরারোহে! বিলাপ করিও না, গাত্রোত্থান করিয়া গমন কর; হে চারুহাসিনি! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি চতুর্দ্দশী বা অষ্টমীতে ঋতুস্নান করিয়া আমার সঙ্গে নিজ শয্যায় শয়ান থাকিবে, তাহা হইলে আমি স্বীয় শবে আবির্ভূত হইয়া তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিব।' এই অমৃতময় বচন-পরম্পরা শ্রবণে পতিব্রতা ভদ্রা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুত্রকামনায় যথোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন এবং সেই শবসংসর্গে তিন জন শাল্ব ও চারি জন মদ্র প্রসব করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যেমন পরলোকগত ব্যুষিতাশ্ব স্বীয় সহধর্ম্মিণীর করুণবাক্য-শ্রবণে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আপনার বংশরক্ষার্থ তাঁহার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও আমার গর্ভে আপনার মানসপুত্র সমুৎপন্ন করিয়া নিজ বংশ ও আমার সতীত্ব রক্ষা করিতে পার।"

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডুকে ব্যুষিতাশ্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলে তিনি ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "হে কুন্তি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা যথার্থ বটে, রাজা ব্যুষিতাশ্ব দেবতুল্য মনুষ্য ছিলেন; তাঁহাতে সকলই সম্ভবে; তাদৃশ অসম্ভব কার্য্য মাদৃশ লোক হইতে হওয়া অতীব দুর্ঘট। ধর্ম্মবিৎ মহাত্মা মহর্ষিগণ যাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুরাণ ধর্ম্মতত্ত্ব তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বরাননে! হে চারুহাসিনি! পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীনতায় কালক্ষেপ করিতে হইত না। কৌমারাবধি এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। ফলতঃ তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল। তির্য্যগ্‌যোনিগত কামদ্বেষবিবর্জ্জিত প্রজাগণ অদ্যাপি ঐ ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষিগণ এই প্রামাণিকধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। উত্তরকুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে। হে চারুহাসিনি! এই অনুকূল নিত্য ধর্ম্ম যে নিমিত্ত এই প্রদেশে রহিত হইয়াছে, তদ্বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, 'আইস, আমরা যাই।' ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহর্ষি উদ্দালক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, 'বৎস! ক্রোধ করিও না; ইহা নিত্য ধর্ম্ম। গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্মলিপ্ত হয় না।' ঋষিপুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যমধ্যে বলপূর্ব্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুষান্তর-সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমারব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া

অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ভ্রূণ-হত্যাসদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। আর স্বামী পুত্রোৎপাদনার্থ নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাহারও ঐ পাপ হইবে।' হে ভীরু! পূর্ব্বকালে উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু এই প্রকার ধর্ম্মানপেত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আরও দেখ, কাল্মাষপাদ রাজার পত্নী মদয়ন্তী ভর্ত্তৃনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ-দেবের নিকট গমন পূর্ব্বক পতির প্রিয়কামনায় তাঁহার ঔরসে অশ্মকনামা পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। হে কমললোচনে! মহর্ষি বেদব্যাস কুরুবংশ-রক্ষার্থ আমার পিতার ক্ষেত্রে যে আমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন, তুমি তাহাও অবগত আছ; হে অনিন্দিতে! তুমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার বাক্য-প্রতিপালন কর। হে রাজপুত্রি! বেদবিৎ মহাত্মারা কহিয়া গিয়াছেন যে, ঋতুকালে পতি-পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষান্তর-সংসর্গ করিলেই স্ত্রীদিগের অধর্ম্ম হয়, কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের কোন পাপ নাই। তাঁহারা আরও কহিয়া গিয়াছেন যে, ভর্ত্তা স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, নারীকে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে. অতএব আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমি পুত্রমুখ-দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; কিন্তু স্বয়ং সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ; হে সুন্দরি! এ জন্য আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে কহিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে অশেষ-গুণ-সম্পন্ন পুত্রগণ উৎপাদন করিয়া লও, তাহা হইলে আমি পুত্রবান্‌দিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিব।"

পাণ্ডু আগ্রহসহকারে এইরূপে বুঝাইলে পতিহিতৈষিণী কুন্তী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! আমি বাল্যাবস্থায় পিতৃগৃহে অতিথি-সৎকারে নিযুক্ত ছিলাম এবং শংসিতব্রত ব্রাহ্মণগণের সতত পরিচর্য্যা করিতাম। দৈবযোগে একদিন পরম-ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্ব্বাসা তথায় আগমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। আমি সাতিশয় যত্নসহকারে ও পরম-সমাদর পূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিলাম। মহর্ষি আমার ভক্তি দেখিয়া কহিলেন, 'বৎসে! আমি তোমার পরিচার্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যে যে দেবকে আহ্বান করিবে, তিনি অকামই হউন বা সকামই হউন, তৎক্ষণাৎ আসিয়া তোমার বশবর্ত্তী হইবেন; তুমিও সেই সেই অমর-প্রসাদে পুত্রবতী হইবে।' মহর্ষি এই বলিয়া আমাকে বর ও মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। হে নাথ! ব্রাহ্মণের বাক্য অব্যর্থ; দেখুন, উক্ত মন্ত্র-প্রয়োগের সময় উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, মন্ত্রপাঠ করিয়া কোন্ দেবের আহ্বান করিব? হে রাজর্ষে! আমি তোমার আদেশপ্রতীক্ষা করিতেছি, অনুমতি পাইলেই তোমার অভিলষিত সন্তান উৎপাদন করি।"

রাজর্ষি পাণ্ডু কুন্তীবাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "সুন্দরি! দেবতাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, লোকমধ্যে তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন, তাঁহাকেই আহ্বান কর। আমাদের ধর্ম্ম কোনরূপে অধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত না হয়, লোকে ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে। ধর্ম্মদত্ত পুত্র অবশ্যই ধার্ম্মিক হইবে সন্দেহ নাই, তাহার মন কদাচ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না, অতএব ধর্ম্ম-পুরস্কারেই কর্ম্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য; তুমি পরম সমাদর পূর্ব্বক সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া তাঁহার দ্বারা পুত্রোৎপাদন কর।" পতিপরায়ণা কুন্তী "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বামীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিলষিত কার্য্যসাধনে যত্নবতী হইলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস জনমেজয়! কুন্তী স্বামীর আদেশানুসারে মন্ত্রপাঠ করিয়া ধর্ম্মকে আহ্বান করিলেন। হে কুরুনন্দন! ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী সেই সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। যে দিবস কুন্তী ধর্ম্মকে আহ্বান করেন, ঐ দিন তাঁহার সংবৎসর

পূর্ণ হয়। কুন্তী বিবিধোপচারে ধর্ম্মের উদ্দেশে পূজা সাঙ্গ করিয়া মহর্ষি কর্ত্তৃক প্রদত্ত মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সূর্য্যোপম, জ্বলদনলসন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে কুন্তীকে কহিলেন, "সুন্দরি! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে? বল, তোমাকে কি অভীষ্ট প্রদান করিব?" কুন্তী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "মহাত্মন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক সন্তান প্রদান করুন।" ধর্ম্ম তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া তাঁহার গর্ভে সর্ব্বপ্রাণিহিতকর পরম-যশস্বী এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্র ইন্দ্রদৈবত চন্দ্রসংযুক্ত অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন-সময়ে জন্মগ্রহণ করিল। সন্তান জন্মিবামাত্র দৈববাণী হইল, "এই যে পাণ্ডুর প্রথমজাত পুত্র, ইনি পরম-ধার্ম্মিক, বিক্রমশালী, সত্যবাদী, যশস্বী, তেজস্বী ও ব্রতাচারী হইবেন এবং যুধিষ্ঠির নামে ত্রিভুবন-বিশ্রুত নরপতি হইয়া ওরসবৎ প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিবেন।"

রাজর্ষি পাণ্ডু সেই পরম-ধার্ম্মিক পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কহিলেন, "প্রিয়ে! ক্ষত্রিয়কুলে বলবান্ ব্যক্তি অধিকতর প্রশংসনীয়; অতএব তুমি আর একটি অমিতবলশালী পুত্র উৎপাদন কর।" কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা-প্রতিপালনার্থ মহর্ষিদত্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বায়ুকে আহ্বান করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত বায়ু তৎক্ষণাৎ মৃগারোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন এবং কহিলেন, "কুন্তি! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে? তোমাকে কি অভীষ্ট প্রদান করিতে হইবে?" লজ্জানম্রমুখী কুন্তী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে সুরোত্তম! আপনি অনুকূল হইয়া আমাকে এক মহাবলপরাক্রান্ত, মহাকায়, দর্পবিনাশকারী পুত্র প্রদান করুন।" বায়ু কুন্তীর প্রার্থনানুসারে তাঁহার গর্ভে উক্ত প্রকার পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্রের নাম ভীম; ভীম জন্মিবামাত্র "বলবীর্য্য-সম্পন্ন-দিগের অগ্রগণ্য মহাবীর জন্মগ্রহণ করিলেন," এই দৈববাণী হইল। এই দৈববাণীর পর আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সদ্যঃপ্রসূত ভীমসেন স্বীয় জননীর উৎসঙ্গে নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা ব্যাঘ্রভয়ে এরূপ ভীত হইলেন যে, ক্রোড়স্থিত ভীমসেনকে বিস্মৃত হইয়া পলায়ন-চেষ্টায় সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। জননী গাত্রোত্থান করিলে ভীম তাঁহার ক্রোড় হইতে পর্ব্বতের উপর নিপতিত হইলেন। ভীমের বজ্রসম শরীরাঘাতে গিরিবর একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। পাণ্ডু তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে ভরতসত্তম! ভীমের জন্ম-দিবসেই দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করেন।

মহাবীর বৃকোদরের জন্ম হইলে পর, পাণ্ডু পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি প্রকারে আমার এক সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে? সমস্ত লোকই দৈব ও পুরুষকার অবলম্বন করিয়া চলে, তন্মধ্যে দৈবকে কালক্রমেই লাভ করিতে পারা যায়। শুনিয়াছি, অমররাজ ইন্দ্র সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ ও অপ্রমেয়-বলবীর্য্য-সম্পন্ন, আমি কায়মনোবাক্যে তপোনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করি। পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে অমিতবলশালী পুত্র প্রার্থনা করিয়া লইব। ইন্দ্রের বরে অবশ্যই আমার মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র সংগ্রামে সুরাসুর, নাগ, নর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীকেই জয় করিতে পারিবে। রাজর্ষি পাণ্ডু মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মহর্ষিগণের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক কুন্তীকে সাংবৎসরিক ব্রতানুষ্ঠা-নের আদেশপ্রদান করিলেন এবং আপনিও একাগ্র-চিত্তে প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া কঠোর তপস্যাচরণ ও দেবরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডু পুত্র-কামনায় বহুকাল কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করিলেন। দেবরাজ তদীয় তপঃপ্রভাবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাজর্ষে! আমি তোমার তপোনিষ্ঠা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাকে তোমার মনোমত পুত্রবর প্রদান করিয়া যাইব। আমার অনুগ্রহে তোমার পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র ত্রিলোকবিশ্রুত, গোব্রাহ্মণহিতকারী, সুহৃদ্গণের আনন্দবর্দ্ধন ও শত্রুদিগের হৃদয়বিদারণ হইবে।" দেব-রাজ ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; রাজর্ষি পাণ্ডুও

অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুন্তীর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, "কল্যাণি! আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, অমররাজ সুপ্রসন্ন হইয়া অভিলাষানুরূপ, অতিমানুষকর্ম্মা, যশস্বী, অরাতিনিসূদন, নীতিশাস্ত্র-বিশারদ, মহাত্মা, সূর্য্যসমতেজস্বী, দুরাধর্ষ, ক্রিয়াবান্, অদ্ভুতদর্শন পুত্র প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সেই ত্রিদশাধিপকে আহ্বান করিয়া তাঁহা হইতে পুত্র উৎপাদন করিয়া লও।"

কুন্তী পতির আজ্ঞানুসারে মহর্ষিদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া ইন্দ্রদেবের আবাহন করিলেন। কুন্তীর আবাহনে দেবরাজ তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার গর্ভে পাণ্ডুর প্রার্থনানুরূপ পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্রের নাম অর্জ্জুন। অর্জ্জুন জন্মিবামাত্র মহাগম্ভীরনির্ঘোষে আকাশ-বাণী হইল, বনবাসিগণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। নভোমণ্ডল শব্দায়মান হইল। কুন্তী একাগ্রচিত্তে ছিলেন; শুনিলেন, "হে পৃথে! তোমার এই পুত্র কার্ত্তবীর্য্যোপম, শিবসম পরাক্রমশালী ও ইন্দ্রবৎ অজয্য হইয়া চতুর্দ্দিকে যশোরাশি বিস্তার করিবেন। যেমন বিষ্ণু হইতে অদিতির প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, অর্জ্জুন হইতে তোমারও সেইরূপ প্রীতিলাভ হইবে। অর্জ্জুন স্বীয় ভুজবলে কুরু, সোম, চেদি, কাশী, করূষ প্রভৃতি নানা জনপদ বশীভূত করিয়া কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। ইঁহার বাহুবলে ভগবান্ হুতাশন খাণ্ডববনে সর্ব্বভূতের মেদোভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইবেন। এই মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাবীর গ্রাম্য মহীপালগণকে জয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞত্রয় সম্পন্ন করিবেন। হে পৃথে! তোমার এই পুত্র পরশুরামসম তেজস্বী, বিষ্ণুতুল্য-পরাক্রান্ত, বলবান্দিগের অগ্রগণ্য ও মহাযশস্বী হইবেন। ইনি সংগ্রামে দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত নামে মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইবেন। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে দেবগণের পরম শত্রু নিবাতকবচনামক দৈত্য সকলকে বিনাশ করিবেন। ইনি সমস্ত দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিনষ্ট রাজ্যের প্রত্যুদ্ধার করিবেন।"

হে ভরতবংশাবতংস! এই দৈববাণী শ্রবণে কুন্তী পরমাহ্লাদিত ও সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শতশৃঙ্গনিবাসী তপস্বিগণের ও ইন্দ্রাদি অমরনিকরের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। পুষ্পবৃষ্টি পতিত হওয়ায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন ও বাসিত হইল। আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া অর্জ্জুনকে স্তব করিতে লাগিলেন। সর্পসমুদয়, বিহঙ্গমকুল, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাসকল, প্রজাপতিগণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ এবং ভগবান্ অত্রি তথায় আগমন করিলেন। মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ প্রজাপতি এবং দিব্যমাল্যাম্বরধারী গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণ অর্জ্জুনসমীপে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। মহর্ষিরা চতুর্দ্দিকে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভীমসেন, উগ্রসেন, ঊর্ণায়ুঃ, অনঘ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চাঃ, যুগপ, তৃণপ, কার্ষ্ণি, নন্দী, চিত্ররথ, শালিশিরাঃ, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ, ঋত্বা, বৃহত্ত্ব, বৃহক, করাল, বহুগুণশালী ব্রহ্মচারী, সুবর্ণ, বিশ্বাবসু, ভুমন্যু, সুচন্দ্র, শরু এবং গীতমাধুর্য্যসম্পন্ন সুবিখ্যাত হাহা ও হুহু ইত্যাদি গন্ধর্ব্বগণ সমভিব্যাহারে শ্রীমান্ তুম্বুরু আসিয়া অর্জ্জুনসমীপে মধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন। নানালঙ্কারভূষিতা, বিশালনয়না, অনূচানা, অনবদ্যা, গুণমুখ্যা, গুণবরা, অদ্রিকা, সোমা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অম্বিকা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সুবপু, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা, শারদ্বতী, মেনকা, সহজন্যা, কর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্ব্বচিত্তি, উম্লোচা, প্রম্লোচা, উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাসকল পরমানন্দে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, পর্জ্জন্য ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিত্য, ইঁহারা আকাশে থাকিয়া অর্জ্জুনের মহিমাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মৃগব্যাধ, সর্প, নিঋতি, অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, দহন,

ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগবান্ ভগ এই একাদশ রুদ্র তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার, অষ্টবসু, মহাবল মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিলেন। কর্কোকট, বাসুকি, কচ্ছপ এবং কুণ্ড ও তক্ষক ইত্যাদি মহাতপাঃ, মহাবল-পরাক্রান্ত,মহাক্রোধশালী মহোরগগণ এবং তাক্ষ্য,অরিষ্টনেমি,গরুড়,অসিতধ্বজ,অরুণ, আরুণি প্রভৃতি বৈনতেয়গণ তথায় আগমন করিলেন। বিমান ও গিরিশৃঙ্গের অগ্রগত ঐ সমস্ত সমভ্যাগত দেবগণকে কেবল তপোবলসম্পন্ন সিদ্ধ-মহর্ষিগণই দেখিতে পাইলেন, অন্যান্য লোকেরা নেত্রগোচর করিতে পারিল না। মহর্ষিগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তদবধি পাণ্ডবগণের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনের জন্ম হইলে রাজর্ষি পাণ্ডু অপর এক পুত্রের কামনায় কুন্তীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। কুন্তী তাঁহার আশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্! আর আমাকে পুরুষান্তরসংসর্গের অনুরোধ করিবেন না। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক আপৎকাল উপস্থিত হইলে তিনবার পর্য্যন্ত পর-পুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে পারে, তিনবারের অধিক কোনক্রমেই পুরুষান্তরসংসর্গ করিতে পারে না। যে নারী চারিবার পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে স্বৈরিণী কহে, পাঁচবার উক্ত প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইলে বেশ্যা-পদবাচ্য হইয়া থাকে; অতএব হে বিদ্বন্! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্তের ন্যায় আমাকে পুনর্ব্বার অপত্যোৎপাদনের অনুমতি করিতেছ?"

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তীপুত্রগণের ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দিগের জন্ম হইলে মদ্ররাজদুহিতা নির্জ্জনে পাণ্ডুকে কহিলেন, "মহারাজ! দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি ঋষিশাপে সন্তানোৎপাদনে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাতে আমার কোন সন্তাপ নাই, আমি বরাহা হইয়াও হীনাবস্থায় রহিয়াছি, তাহাতেও আমার পরিতাপ নাই কিংবা গান্ধারী শত পুত্রের মাতা হইয়াছেন বলিয়া আমার এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ঈর্ষা হয় না; কিন্তু হে মহারাজ! আমার অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কুন্তী ও আমি দুই জনই আপনার ভার্য্যা, উভয়েই সমান; কিন্তু কুন্তী পুত্রবতী হইলেন, আমি পুত্রমুখ-নিরীক্ষণে বঞ্চিত রহিলাম। হে রাজন্! যদি কুন্তী আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলেই আমার পুত্র হয়, আপনারও অধিক অপত্যলাভ দ্বারা মহৎ উপকার জন্মে; কিন্তু কুন্তী আমার সপত্নী, আমি কোন ক্রমেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব না। তবে যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলেই আমি চারিতার্থ হইতে পারি।" রাজর্ষি পাণ্ডু তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! উত্তম বলিয়াছ, ইহা আমার নিতান্ত অভিলষিত; কেবল তোমার মত হয় কি না, এই সন্দেহ প্রযুক্ত তোমাকে বলি নাই। এক্ষণে ইহা তোমার অনুমোদিত জানিতে পারিয়াছি; অবশ্যই আমি তোমার মনোরথ-সিদ্ধির নিমিত্ত কুন্তীকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিব। কুন্তী কখনই আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিবেন না।"

পাণ্ডু মাদ্রীকে এই কথা বলিয়া কুন্তীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্জ্জনে কহিতে লাগিলেন, "হে পৃথে! দেখ, ইন্দ্র ত্রিদশাধিপত্য লাভ করিয়াও যশোলিপ্সায় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ কেবল যশের নিমিত্তই গুরুকরণ করিয়া থাকেন এবং রাজর্ষিগণ ও তপোধন ব্রাহ্মণগণ যশোভিলাষে নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়েন; অতএব হে প্রিয়ে! তুমি আমার বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত, আমার ও পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ডরক্ষার নিমিত্ত, পতির প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত এবং আপনার যশোবর্দ্ধনের নিমিত্ত একবার মাদ্রীর প্রতি অনুকম্পা করিয়া উহাকে পুত্রবতী কর। হে পৃথে! পুত্রদান দ্বারা মাদ্রীকে পরিত্রাণ কর, ইহাতে তোমার যশো-বৃদ্ধি হইবে।" কুন্তী পাণ্ডুনৃপতির বাক্য-শ্রবণানন্তর

মাদ্রীকে কহিলেন, "তুমি কোন দেবতাকে আহ্বান কর, তাহা হইলে অচিরকালমধ্যে তোমার অনুরূপ-পুত্রলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।"

মাদ্রী কুন্তীর আদেশক্রমে কিয়ৎক্ষণ মনে মনে বিচার করিয়া অশ্বিনীকুমারকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমার তৎক্ষণাৎ তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভে যমজ পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্র-দ্বয়ের নাম নকুল ও সহদেব। তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দৈববাণী হইল, "হে কুমার! তোমরা অশ্বিনী-কুমার অপেক্ষা সমধিক-সত্ত্বসম্পন্ন, রূপবান্, গুণশালী ও তেজস্বী হইয়া পরমসুখে কালযাপন কর।" শত-শৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ যথাবিধি আশীর্ব্বচন-বিধান পূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাদের নামকরণ করিলেন। কুন্তীর পুত্র-দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির, মধ্যমের নাম ভীম, কনিষ্ঠের নাম অর্জ্জুন হইল। মাদ্রীর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বজনের নাম নকুল, দ্বিতীয়ের নাম সহদেব হইল। পাণ্ডুপুত্রগণ প্রত্যেকে এক এক সংবৎসর অনন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগকে সমবয়স্ক বোধ হইত। তাঁহারা সকলেই মহাসত্ত্ব, মহা-বীর্য্য ও মহাবলপরাক্রান্ত ছিলেন। রাজর্ষি পাণ্ডু সেই দেবতুল্য রূপবান্, মহাতেজস্বী পুত্রগণকে দেখিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ ক্রমে ক্রমে শতশৃঙ্গবাসী মুনি ও মুনিপত্নীগণের সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর রাজর্ষি পাণ্ডু পুনর্ব্বার মাদ্রীর গর্ভে সুতোৎপাদনের নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করাতে তিনি কহিলেন, "মহারাজ! মাদ্রী অতিশয় ধূর্ত্ত; সে একবার দেবতাহ্বান করিয়া দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, দুই জনকে একবারে আহ্বান করিলে দুই ফললাভ হয়, তন্নিমিত্ত আমি ঐ ফলে বঞ্চিত হইলাম, অতএব হে মহারাজ! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, আর আমাকে ও বিষয়ে অনুরোধ করিবেন না।" কুন্তীবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি পাণ্ডু অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া নিরস্ত রহিলেন। হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! এইরূপে দেবদত্ত পাণ্ডুপুত্রগণ হৈমবত পর্ব্বতে থাকিয়া কিয়দ্দি-নের মধ্যে বীর্য্যবান্, যশস্বী, শুভলক্ষণসম্পন্ন, চন্দ্রতুল্য প্রিয়দর্শন, সিংহের ন্যায় দর্পশালী, সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ও দেবতুল্য বিক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। তত্রত্য মহর্ষি-গণ তাঁহাদিগের লক্ষণ, পরাক্রম ও রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এ দিকে দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ অতি অল্পদিনের মধ্যে জলাশয়স্থ কমলের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহীপতি পাণ্ডু এইরূপে দেব-তুল্য প্রিয়দর্শন পঞ্চপুত্র লাভ করিয়া পরমসুখে কিয়ৎ-কাল অতিবাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে সর্ব্বভূতের সম্মোহনকারী ঋতুরাজ বসন্ত আবির্ভূত হইল। রাজা বনবিহার করিতে গমন করিলেন, মদ্ররাজদুহিতা দিব্যাম্বর পরিধান পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ বন পলাশ, তিলক, আম্র, চম্পক, পারি-ভদ্রক প্রভৃতি ফলপুষ্পশোভিত নানাবিধ বৃক্ষজালে সমাকীর্ণ, পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলজ-পুষ্প দ্বারা সমাবৃত এবং বহুবিধ জলাশয়ে ব্যাপ্ত ছিল। একে বসন্তকাল ও বনের অলৌকিক সৌন্দর্য্য, তাহাতে আবার অসামান্য-রূপলাবণ্যসম্পন্না রাজীবলোচনা মদ্রাধিপতনয়া একাকিনী সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন, এই সমস্ত দর্শন করিয়া রাজার অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমে ক্রমে অনঙ্গশরে অবশচিত্ত হইয়া বলপূর্ব্বক মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিলেন। মাদ্রী বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কোন ক্রমেই নিরস্ত হইলেন না। তিনি কামশরে বিমোহিত হইয়া মৃগরূপধারী ঋষিকুমারের শাপ একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়, রাজা বারংবার মাদ্রী কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও কোনক্রমে নিরস্ত হইলেন না; সুতরাং অনুল্লঙ্ঘনীয় মৃগশাপ বশতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মাদ্রী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কুন্তী দূর হইতে সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া অতীব আকুলিতচিত্তে স্বীয় পুত্রগণ ও মাদ্রীকুমারদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া

শব্দানুসারে গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রী অনতিদূরে কুন্তীকে কুমারগণ-সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া কাতর-স্বরে কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি একাকিনী এই স্থানে আগমন কর। বালকগণ ঐখানেই থাকুক।" কুন্তী মাদ্রীর বচনানুসারে কুমারগণকে রাখিয়া একাকিনী "হা হতাস্মি" বলিয়া রোদন করিতে করিতে তথায় গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, মাদ্রী রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে শয়ানা আছেন। তখন তিনি শিরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মাদ্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি রাজাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতাম; ইনি অতিশয় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন; তবে ইনি মৃগশাপ জানিয়া শুনিয়াও কি নিমিত্ত তোমাকে বলাৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? দেখ, আমি যেরূপ ইহাঁকে রক্ষা করিতাম, তোমারও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য ছিল! তবে কেন ইহাঁকে নির্জ্জনে আনিয়া প্রলোভিত করিলে? মৃগশাপবিষয়িণী চিন্তা ইহাঁর হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত, তন্নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি দুঃখিত থাকিতেন; অদ্য তোমাকে নির্জ্জনে পাইয়া কি নিমিত্ত ইহাঁর মন চঞ্চল হইল? মদ্ররাজনন্দিনি! তুমি ধন্যা ও আমা হইতে অধিকতর সৌভাগ্যবতী, যেহেতু, তুমি অদ্য মহারাজের প্রসন্ন বদন দেখিয়াছ।" মাদ্রী কুন্তীর এইরূপ পরিবেদনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দেবি! এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই। রাজর্ষি বলাৎকারে উদ্যত হইলে, আমি অতি করুণস্বরে তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের দুরদৃষ্টক্রমেই হউক বা ঋষিশাপের অনতিক্রমণীয়তা প্রযুক্তই হউক অথবা দুর্দ্দান্ত মদনের অনিবার্য্যতা বশতই হউক, আমার বাক্যে একবার কর্ণপাতও করিলেন না।"

পতিব্রতা কুন্তী মাদ্রীর বচনাবসানে কহিলেন, 'ভদ্রে! যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে তোমার নিকট এক প্রার্থনা করি, শ্রবণ কর। আমি রাজর্ষির জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মফল আমারই প্রাপ্য; অতএব আমি পরলোকগত ভর্ত্তার সহগমন করিব, তুমি এ বিষয়ে আমাকে নিবারণ করিও না, তুমি গাত্রোত্থান কর। অতি সাবধানে এই সকল সন্তানগুলি প্রতিপালন করিও। আমি মহারাজের মৃতদেহ লইয়া চিতারোহণ করি।" মাদ্রী কহিলেন, "আর্য্যে! আমি স্বামিসহবাসে অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব আমিই ইহাঁর সহগমন করিব। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি করিতে হইবে। আরও দেখ, মহারাজ আমাতেই আসক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত যমভবনে গমন করিয়া তাঁহার অভিলাষ পরিপূর্ণ করা আমার প্রধান ধর্ম্ম ও অত্যন্ত অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ যদি আমি জীবিত থাকিয়া আপনার পুত্রদ্বয়ের ন্যায় তোমার পুত্রগণকে স্নেহ করিতে না পারি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে ইহকালে লোকনিন্দায় ও পরকালে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে: অতএব সহগমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প। এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, মহারাজের মৃতদেহের সহিত আমার কলেবর দগ্ধ কর। আমার পুত্রদ্বয়কে আপনার পুত্রগণের ন্যায় স্নেহ ও অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিপালন করিও; ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই।" মদ্ররাজদুহিতা কুন্তীকে এই কথা বলিয়া রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে রাজর্ষি পাণ্ডু কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকান্তর-গমন করিলে দেবতুল্য মহর্ষিগণ ও মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিলেন যে, "মহাযশাঃ মহাত্মা মহারাজ পাণ্ডু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এ স্থানে আমাদের শরণাগত হইয়া বহুদিবস তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি শিশুপুত্রগণ ও ভার্য্যাকে আমাদিগের নিকটে রাখিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার পুত্র-কলত্র ও মৃতদেহ লইয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমর্পণ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।" মহর্ষিগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া কুন্তী, যুধিষ্ঠিরাদি

পঞ্চ বালক এবং পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতকলেবর লইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পতিবিহীনা হইয়াও পুত্রমুখ-নিরীক্ষণে এবং স্বদেশগমনে নিতান্ত ঔৎসুক্য প্রযুক্ত সাতিশয় আনন্দিতা হইয়া সর্ব্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অতি অল্পদিনের মধ্যেই কুরুজাঙ্গলে উপনীত হইয়া রজনী প্রভাত হইবামাত্র রাজদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। তখন তাপসগণের বাক্যানুসারে দ্বারবান্ তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গিয়া তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। হস্তিনাপুরনিবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ তাপসদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং আপন আপন পুত্র ও কলত্রগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে চলিলেন। তাপসদর্শনার্থিনী জনতা রাজমার্গ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। তৎকালে তাহাদের সকলেরই অন্তঃকরণ ঈর্ষাশূন্য ও ধর্ম্মপ্রবণ হইল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, সোমদত্ত বাহ্লীক, রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দেবী সত্যবতী, যশস্বিনী কৌশল্যা ও অন্যান্য রাজপত্নীগণে পরিবৃতা গান্ধারী এবং বিচিত্রাভরণবিভূষিত দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের দায়াদগণ তাপসদর্শনে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুরোহিত-সহিত কৌরবগণ ও অন্যান্য পৌর ও জানপদগণ তপস্বীদিগকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। পরে সেই সকল লোক ঋষিদিগের আদেশানুসারে উপবেশন করিলে মহাত্মা ভীষ্ম সমস্ত দর্শনার্থিগণকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মহর্ষিদিগকে পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা যথাবিধি পূজা করত সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিলেন। তখন তাপসগণের মধ্যে পরিণতবয়াঃ এক মহর্ষি গাত্রোত্থান করিয়া অন্যান্য তপোধনের মত গ্রহণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে মান্যবরগণ! যে কৌরবদায়াদ পাণ্ডু নামক নরপতি সমস্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী কুন্তীর গর্ভে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ঔরসে এই যুধিষ্ঠিরনামা পুত্র জন্মিয়াছেন, ভগবান্ বায়ু হইতে এই মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন সমুৎপন্ন হইয়াছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে এই ধনঞ্জয় নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের যশোরাশি সমস্ত মেদিনীমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়া অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষগণের কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিবে। আর এই যে দুই মহাধনুর্দ্ধর নরশ্রেষ্ঠকে দেখিতেছ, ইহাঁরা সেই রাজর্ষির কনিষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে কুরুকুলাগ্রগণ্য! এইরূপে পরম-ধর্ম্মাত্মা মহাযশস্বী পাণ্ডু মহীপাল বনে বাস করিয়া নষ্টপ্রায় পৈতামহ বংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তোমরা এই পাণ্ডুপুত্রগণের বেদাধ্যয়নের বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইবে। সেই মনুজসত্তম রাজর্ষি পাণ্ডু অভিলষিত পুত্র লাভ করিয়া অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। পতিব্রতা মাদ্রীও পতির লোকান্তরপ্রাপ্তি দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহার মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর এই শবশরীরদ্বয় লইয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের অগ্নিকার্য্য, প্রেতক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন কর।" কুরুগণকে এই কথা বলিয়া তাপসগণ দেখিতে দেখিতে গুহ্যকদিগের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহাদের সমাগমে হস্তিনাপুর গন্ধর্ব্বাধিষ্ঠিতের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারা অন্তর্দ্ধান করাতে পুরের আর সেরূপ শোভা রহিল না। সমাগত পৌর ও জানপদগণ সিদ্ধ-মহর্ষিগণ দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "পাণ্ডুর ও মাদ্রীর সমুদয় প্রেতকার্য্য যাহাতে পরম সমারোহ পূর্ব্বক সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হও এবং তাঁহাদের দুই জনের যাবতীয় পশু, বস্ত্র, রত্ন ও ধন আছে, অর্থিগণের প্রার্থনানুসারে তৎসমুদয় প্রদান কর। কুন্তী দ্বারা মাদ্রীর সৎকার

করাও। মাদ্রীকে এরূপ সুসংবৃত করিবে যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, যেন বায়ু বা সূর্য্যও তাঁহাকে দেখিতে না পান। মহারাজ পাণ্ডুর নিমিত্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই, বরং তিনি অতিমাত্র প্রশংসনীয়, যেহেতু, সেই মহাত্মা মহাবল-পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক জনমেজয়! বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য-শ্রবণানন্তর "যে আজ্ঞা" বলিয়া ভীমকে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি পবিত্র প্রদেশে পাণ্ডুর অগ্নি-সংস্কার করিতে চলিলেন। কুরুপুরোহিতগণ পাণ্ডুরাজের আজ্যগন্ধপরিপ্রদীপ্ত জাতাগ্নি লইয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ একত্র হইয়া বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও নানাজাতীয় পুষ্প দ্বারা পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত-কলেবর বিভূষিত করিলেন। পরে মহার্ঘ্য বস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকার মধ্যে সেই দুই মৃত শরীর সংস্থাপন করিয়া সকলে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। তৎকালে কেহ বা শ্বেতচ্ছত্র-ধারণ, কেহ বা চামর-ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি পাণ্ডুর পূর্ব্বসঞ্চিত বিবিধ ধনরত্ন লইয়া যাচকগণকে প্রদান করিতে লাগিল। শুক্লাম্বরধারী যাজকগণ প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে করিতে তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র "হায়! কি হইল! মহারাজ! আমাদিগকে অপার দুঃখার্ণবে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন," এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তদনন্তর পাণ্ডু ও মাদ্রীর শিবিকাবাহী পাণ্ডবগণ এবং ভীষ্ম ও বিদুর অশ্রুপূর্ণনয়নে বনোদ্দেশে রমণীয় ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া স্কন্ধস্থিত শিবিকা অবতারণ করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে মহারাজের মৃত-কলেবর বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে কালাগুরু ও চন্দন প্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য লেপন পূর্ব্বক সুবর্ণ-কলস দ্বারা জলসেচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই মৃতদেহে পুনর্ব্বার নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া স্বদেশীয় শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইলেন। মহারাজ পাণ্ডু শুভ্রবসনাচ্ছন্ন ও চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য দ্বারা অনুলিপ্ত হওয়াতে জীবিতের ন্যায় পরম-রমণীয় শোভা ধারণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা যাজকদিগের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রেতকার্য্য সুসম্পন্ন-করণানন্তর মাদ্রীর সহিত রাজাকে ঘৃতাভিষিক্ত করিয়া চন্দন প্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা চিতাগ্নিস্থ পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত-কলেবর দর্শনে শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া 'হা পুত্র! হা পুত্র!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাজভক্তিপরায়ণ প্রজাগণ "হায়! কি হইল! কি হইল!" বলিয়া করুণস্বরে রোদন কারতে লাগিল। কুন্তী ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া কাতর-স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তির্য্যগ্‌যোনিগত পশুপক্ষীরাও রোদন করিতে লাগিল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর ও কৌরবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ও অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ এবং সমস্ত কৌরব-বনিতাগণ একত্র হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মহারাজ পাণ্ডুর উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। উদককার্য্য সমাপন হইলে রাজ্যস্থ প্রজাগণ পিতৃশোকবিমূঢ়চিত্ত পাণ্ডবগণকে অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ শোকে অধীর হইয়া সবান্ধবে ভূতলে শয়ন করিলেন, নগরবাসী ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরাও ভূমিশয্যায় শয়ান হইলেন। নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা প্রভৃতি সকলেই সেই দিবসাবধি দশ দিন নিতান্ত নিরানন্দ ও শোকসাগরে নিমগ্ন রহিল।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর কুন্তী, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম বন্ধুগণ-সমবেত হইয়া বেদবিধানানুসারে পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সহস্র সহস্র

ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করাইলেন এবং প্রধান প্রধান বিপ্রগণকে প্রভূত রত্ন ও উত্তমোত্তম গ্রাম-সকল প্রদান করিলেন; পরে কৃতশৌচ পাণ্ডব-গণকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন। পৌরবর্গ ও জানপদগণ পরোলোকগত স্বকীয় বান্ধবের ন্যায় রাজর্ষি পাণ্ডুকে স্মরণ করিয়া অনুক্ষণ পরিতাপ করিতে লাগিল।

মহারাজ পাণ্ডুর শ্রাদ্ধকার্য্য-সমাপনানন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই সমস্ত লোকদিগকে দুঃখিত ও স্বীয় জননী সত্যবতীকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া তাঁহাকে কহি-লেন, "মাতঃ! সময় অতিশয় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে সুখের লেশমাত্রও নাই, দিন দিন পাপ-বৃদ্ধি হইতেছে, পৃথিবী শস্যশূন্যা ও ফলবিহীনা হইতেছে। বোধ হয়, লোক-সকল কালক্রমে নানাবিধ মায়াজালে জড়িত ও নানাদোষে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে; প্রায় সকলেই কুকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইবে; ধর্ম্মকর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কুরুদিগের দুর্নীতি প্রযুক্ত রাজশ্রী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন; তাহারা অতি অল্পদিনের মধ্যেই সবংশে কৃতান্তসদনে গমন করিবে; অতএব আপনি স্বচক্ষে স্বীয় বংশের বিনাশ দেখিবার পরিবর্ত্তে বনে গমন পূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানে যত্ন করুন।"

সত্যবতী ব্যাসের বাক্যে অনুমোদন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রবধূ অম্বিকাকে কহিলেন, "অম্বিকে! শুনিতে পাইলাম, তোমার পৌত্রের অত্যাচার বশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই আমাদিগের বংশ একেবারে উচ্ছিন্ন হইবে; অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে চল, আমরা পুত্র-শোকার্ত্তা কৌশল্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাননে প্রস্থান করি।" অম্বিকা শ্বশ্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন সত্যবতী ভীষ্মকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্নুষাদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমন করিলেন। তথায় কঠোর তপস্যা করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত মার্গে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব পৈতৃকভবনে থাকিয়া বিবিধ রাজভোগ উপভোগ দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বেদোক্ত সংস্কার সকল সম্পাদিত হইল। তাঁহারা দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত সতত পরমসুখে ক্রীড়া করিতেন। সমস্ত বাল্যক্রীড়াতেই তাঁহাদের বিশেষ তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত। স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সবেগগমন, লক্ষ্যাভিহরণ ও অন্যান্য ক্রীড়ায় ভীমসেন যাবতীয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাভূত করিতেন। যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ পরমাহ্লাদে ক্রীড়া করিত, বৃকোদর তৎকালে তাহাদের পরস্পরের মস্তকে সংঘ-ট্টন করিয়া দিতেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা শত ভ্রাতা ও মহাবল-পরাক্রান্ত; ভীমসেন একাকী তথাপি তাহাদের সকলকে অনায়াসে নিগ্রহ করিতেন; তিনি কখন কখন তাহাদিগকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া কেশধারণ পূর্ব্বক এমন বেগে আকর্ষণ করিতেন যে, তাহারা কেহ ক্ষতজানু, কেহ ক্ষতমস্তক, কেহ বা ক্ষত-স্কন্ধ হইয়া প্রাণনাশভয়ে পরিত্রাণার্থ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিত। জল-ক্রীড়ার সময়ে তিনি এককালে তাহাদের দশজনকে ধরিয়া জলে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, পরিশেষে তাহারা মৃতকল্প হইলে ছাড়িয়া দিতেন। যৎকালে তাহারা ফলচয়নার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিত, ভীমসেন সেই সময়ে পদা-ঘাতে সেই বৃক্ষ কম্পিত করিতেন; তাহারা প্রহারবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ফলের সহিত বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইত। ফলতঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কি বাহুযুদ্ধ, কি বেগ, কি শস্ত্রাভ্যাস, কিছুতেই ভীমকে পরাস্ত করিতে পারিত না। এইরূপে বৃকোদর সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে জয়ী হওয়াতে বাল্যকালাবধি তাহাদের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন সর্ব্বা-পেক্ষা অধিকতর ক্রূর, দুর্ম্মতি, পাপাচার ও ঐশ্বর্য্যলুব্ধ ছিল। ঐ দুরাত্মা, ভীমসেনের অপরিমিত পরাক্রম দর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, "কুন্তীর মধ্যমপুত্র বৃকোদর বলবান্, বিক্রমশালী ও শৌর্য্যযুক্ত; এই দুরাত্মা একাকী আমাদিগের শত ভ্রাতাকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করে; অতএব যখন

ভীম পুরোদ্যানে নিদ্রিত থাকিবে, তখন ইহাকে ধরিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব, তাহা হইলেই ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জ্জুন ও জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বদ্ধ রাখিয়া অনায়াসেই সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে পারিব।” পাপাত্মা দুর্য্যোধন মনে মনে এইরূপ দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা ভীমসেনের রন্ধ্রান্বেষণে সর্ব্বদা যত্ন করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিন পরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার আশয়ে জলাবহারার্থ গঙ্গাতীরে বসন-বিরচিত ও কম্বল-নির্ম্মিত বিচিত্র গৃহ-সকল প্রস্তুত করাইল। ঐ সকল গৃহ অশেষবিধ ভোগ্যবস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ ও অত্যুন্নত পতাকাসমূহে সুশোভিত করিল। তদনন্তর গঙ্গার পুলিনদেশে উদকক্রীড়নকালে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া পাককার্য্যনিপুণ ব্যক্তিদিগকে নানাবিধ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা ঐ স্থান পরিপূর্ণ করিতে আদেশ করিল। তাহারা তাহার অদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সংবাদ প্রদান করিলে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিল, “চল, আমরা সকল ভ্রাতায় একত্র হইয়া উদ্যানবন-শোভিত গঙ্গায় জলক্রীড়া করি।” সরলান্তঃকরণ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন অপরিমিত-শৌর্য্যশালী কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ কেহ নগরাকার রথে, কেহ বা দেশজ অত্যুৎকৃষ্ট গজে আরোহণ পূর্ব্বক উদ্যান-সমাপে সমুপস্থিত হইয়া, সিংহসমূহ যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই উদ্যানবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উদ্যান-শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ উদ্যান সুধাধবলিত রাজযোগ্য গৃহ, বলভি, গবাক্ষ ও জলযন্ত্রসমূহে ব্যাপ্ত; সৌধকারগণ গৃহসকল সম্মার্জ্জিত ও চিত্রকরেরা চিত্রিত করিয়াছে; সুশীতল জলপূর্ণ বৃহতী দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীসমূহ শোভা পাইতেছে। ঐ উদ্যানের সমুদয় জলভাগ সুকোমল কমলসমূহে ব্যাপ্ত এবং স্থলভাগ বিবিধ স্থলজ-পুষ্পে সমাকীর্ণ ছিল।

কৌরব ও পাণ্ডবগণ সেই উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া তথায় উপবেশন পূর্ব্বক তত্রস্থ ভোগ্যবস্তু-সকল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সকৌতুকমনে আহার করিতে করিতে মিষ্টান্ন লইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে দিতে লাগিলেন। পাপাত্মা দুর্য্যোধন সেই অবসরে ভীমসেনকে বধ করিবার আশয়ে মিষ্টান্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভ্রাতার ন্যায়, পরম-সুহৃদের ন্যায় মিষ্টবাক্য কহিতে কহিতে ভীমের বক্ষে, সেই বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রদান করিল। সরল-হৃদয় ভীমসেন, ঐ খাদ্য যে বিষমিশ্রিত, তাহা জানিতে না পারিয়া সাতিশয় প্রীতিপূর্ব্বক সেই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। তদনন্তর যাবতীয় ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণ ও পাণ্ডবগণ একত্রিত হইয়া পরমাহ্লাদে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, তাঁহারা সকলে সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বিহার-গৃহে গমন পূর্ব্বক ধৌতবস্ত্র পরিধান ও বিচিত্র অলঙ্কার ধারণ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কেবল একাকী ভীমসেন বিষভক্ষণ ও ব্যায়ামাধিক্য প্রযুক্ত একান্ত ক্লান্ত হইয়া গঙ্গার কচ্ছদেশে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অচেতন ও মৃতকল্প হইলেন। দুর্য্যোধন সেই অবসরে তাঁহাকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ করিল।

ভীমসেন কালকূট-প্রভাবে নিঃসংজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি জলমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে নাগভবনে সমুপস্থিত ও নাগকুমারগণের উপর নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে তত্রস্থ তীব্রবিষ বিষধরগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে ভীষণদশন দ্বারা দংশন করিতে লাগিল। সর্পগণের জঙ্গমবিষ দ্বারা ভীম-শরীরস্থ স্থাবর কালকূট-বিষের তেজ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সর্পগণের দংশনে ভীমের দৃঢ়-কলেবর ক্ষত-বিক্ষত হইয়ছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ত্বক্ এমন কঠিন যে, উহাতে বিন্দুমাত্র দংশন-চিহ্ন হইল না।

এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন সর্পগণ কর্ত্তৃক দষ্ট হওয়াতে কালকূট-বিষ হইতে মুক্ত হইয়া সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক সর্পগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। উহাদের

মধ্যে যাহারা ভীমের হস্ত হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা বাসবতুল্য প্রভাবশালী নাগরাজ বাসুকির নিকটে সত্বর গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "হে নাগেন্দ্র! এক মহাবল-পরাক্রান্ত মানব আমাদিগের পাতালপুরে আসিয়া মহা উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যখন ঐ ব্যক্তি এখানে সমুপস্থিত হয়, তখন হস্তপদে বদ্ধ ও অচেতন, বোধ হয়, বিষপান করিয়াছিল, এখানে আসিয়া আমাদিগের শিশু-সন্তানগণের উপর নিপতিত হওয়াতে আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে দংশন করিলাম, পরে সে চৈতন্যলাভ করিয়া স্বীয় হস্ত-পদের বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক আমাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল; ঐ নর প্রায় আমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়াছে, কেবল আমরা কয়েক জন মাত্র কৌশলক্রমে পলাইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আপনি গিয়া তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন।"

নাগরাজ বাসুকি সর্পগণের বচনানুসারে তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক মহাবাহু ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন। নাগরাজ দেখিবামাত্র তাঁহাকে স্বদৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া প্রীতি-প্রসন্নচিত্তে সাদর-সম্ভাষণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া প্রচুর ধন ও রত্ন প্রদান করিলেন। তখন কোন সর্প কহিল, "হে নাগেন্দ্র! যদি ভীমের প্রতি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে যে কুণ্ডরক্ষার নিমিত্ত সহস্র নাগসৈন্য প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই কুণ্ড হইতে তাঁহাকে উদরপূরণ করিয়া অমৃতপান করিতে অনুমতি করুন।" নাগরাজ "তথাস্তু" বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন ভীমসেন অন্যান্য নাগগণের আশীর্ব্বাদ-গ্রহণ পুরঃসর শুচি হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন পূর্ব্বক অমৃতপান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক এক নিশ্বাসে এক এক কুণ্ড অমৃত-পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আট কুণ্ড পান করিয়া ফেলিলেন। অমৃতপান সমাপ্ত হইলে মহাভুজ বৃকোদর নাগদত্ত দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া পরমসুখে নিদ্রিত হইলেন।

ঊনাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে কৌরবগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ক্রীড়াশেষ করিয়া যৎকালে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন না, তাহাতে এই বিবেচনা করিলেন যে, তিনি আমাদিগের অগ্রেই গিয়াছেন। ইহা স্থির করিয়া কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ কেহ বা অন্যান্য যানবিশেষে আরোহণ পূর্ব্বক হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন। পাপাত্মা দুর্য্যোধন বৃকোদরের অদর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুরপ্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুরাত্মা দুর্য্যোধনকৃত ব্যাপারের কিছু জানিতেন না, সুতরাং ভীমের কোন অনিষ্টাশঙ্কা না করিয়াই পুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি জননী-সদনে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঃ! বৃকোদর যে গৃহে আসিয়াছে। তাহাকে দেখিতেছি না কেন? আমরা তাহার নিমিত্ত উদ্যান ও বন তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছি। যখন অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে নিতান্ত পাইলাম না, তখন আমাদের বোধ হইল যে, অগ্রেই গৃহে আসিয়াছে। এক্ষণে তাহাকে না দেখিয়া অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। সে এখানে আসিয়া আর কোথাও ত গমন করে নাই? আপনি ত তাহাকে কোথাও পাঠান নাই?"

কুন্তী যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, "হায়! কি হইল" বলিয়া সসম্ভ্রমে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "বৎস! আমি ভীমসেনকে দেখি নাই, সে এ পর্য্যন্ত গৃহে আগমন করে নাই, তুমি তোমার অনুজত্রয় সঙ্গে লইয়া শীঘ্র তাহার অন্বেষণ কর।" চঞ্চলচিত্তা ভোজরাজদুহিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এইরূপ আদেশ দিয়া বিদুরকে সন্নিধানে আনয়ন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ক্ষত্তঃ! অদ্য কুমারগণ একত্র হইয়া উদ্যানে বিহার করিতে গিয়াছিল, সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কেবল একাকী ভীম এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই, সে যে কোথায় রহিয়াছে, কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারে নাই।

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহাকে দেখিতে পারে না। ঐ দুরাত্মা নিতান্ত ক্রূর, একান্ত ক্ষুদ্র, বিষম রাজ্যলুব্ধ ও সাতিশয় নির্লজ্জ; হয় ত ঐ পাপাত্মাই আমার ভীমকে বিনাশ করিয়াছে; এই ভাবিয়া আমার মন একান্ত ব্যাকুলিত হইতেছে।”

মহামতি বিদুর কুন্তীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে কল্যাণি! যদি পরিণামে আপনার মঙ্গল চাও, তবে ও কথা আর মুখে আনিও না। দুরাত্মা দুর্য্যোধন তোমার এ কথার সূত্র শুনিতে পাইলে অতিশয় উপদ্রব করিবে। ভীমসেনের নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। মহামুনি বেদব্যাস কহিয়াছেন, তোমার পুত্রগণ দীর্ঘায়ুঃ হইবেন, তাঁহার কথা কখন মিথ্যা হইবার নহে। তুমি ভাবিত হইও না। ভীমসেন অবশ্যই প্রত্যাগমন করিয়া তোমার নয়নদ্বয়ের আনন্দ-সম্পাদন করিবেন।” বিদ্বান্ বিদুর এই কথা বলিয়া স্বকীয় নিকেতনে গমন করিলেন। কুন্তী পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে ভীমচিন্তায় একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন।

ও দিকে ভীমসেন অষ্টমদিবসে জাগরিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ভুজঙ্গমগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “হে মহাবাহো! তুমি যে বলোপধায়ক অমৃত পান করিয়াছ, তদ্দ্বারা অযুতগজোপমবলশালী ও যুদ্ধে অজেয় হইবে; এক্ষণে এই দিব্য জলে স্নান করিয়া আপন ভবনে গমন কর; তোমার ভ্রাতৃগণ ও জননী তোমার অদর্শনে একান্ত ব্যগ্র হইয়া সাতিশয় ব্যাকুলিতচিত্তে কালক্ষেপ করিতেছেন।” নাগগণের বাক্যাবসানে মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর স্নান-সমাপ্তি করিয়া শুক্লাম্বর-পরিধান ও শুক্ল-মাল্য-ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ বিষঘ্ন সুরভি ঔষধ দ্বারা কৃতকৌতুকমঙ্গল হইয়া নাগদত্ত সুরস পরমান্ন ভোজন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভুজঙ্গমগণ তাঁহাকে কেহ বা পূজা, কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। দিব্যাভরণভূষিত ভীমসেন নাগগণকে আমন্ত্রণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নাগলোক হইতে স্বগৃহগমনমানসে গাত্রোত্থান করিলেন। নাগেরা তাঁহাকে জলমধ্য হইতে উত্তোলন করিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত বনোদ্দেশে স্থাপন করিয়া দেখিতে দেখিতেই অন্তর্হিত হইলেন।

তখন মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন আর বিলম্ব না করিয়া বনোদ্দেশ হইতে স্বভবনে গমনপুরঃসর সর্ব্বাগ্রেই জননীর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং অগ্রে মাতাকে, তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং “দৈব আমাদিগের প্রতি নিতান্ত অনুকূল, এই নিমিত্তই পুনর্ব্বার তোমার সন্দর্শন পাইলাম,” এই বলিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহাদের নিকটে দুর্য্যোধনের দুশ্চেষ্টিত অবধি আপনার পাতালপুর হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিলেন। অসাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমের নিকটে দুর্য্যোধনকৃত দুষ্ট-ব্যবহার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “ভ্রাতঃ! এ কথা আমাদিগের নিকটে যাহা কহিলে, এই পর্য্যন্তই ভাল, কাহারও নিকটে মুখে আনিও না। আমরা অদ্যাবধি পরস্পর পরস্পরের রক্ষণ-বিষয়ে সচেষ্ট থাকিব।” ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ইহা বলিয়া তদবধি ভ্রাতৃগণের সহিত সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। যে সময়ে পাণ্ডবগণ ক্রীড়াসক্ত থাকিতেন, তৎকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগের হিংসা করিতে চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু তাঁহারা সে সকল জানিতে পারিয়াও বিদুরের পরামর্শানুসারে কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেন না।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আচার্য্য কৃপ কিরূপে শরস্তম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কিরূপেই বা অস্ত্র-সমুদয় প্রাপ্ত হইলেন, অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদয় বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি গৌতমের

গৌতম বলিয়া এক পুত্র জন্মেন। তিনি শরের সহিত জন্মিয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহার নাম শরদ্বান্ হইয়াছিল। ঐ পুত্র বেদাধ্যয়ন অপেক্ষা ধনুর্ব্বিদ্যাভ্যাসে অধিকতর অভিলাষী ও যত্নবান্ ছিলেন। ব্রহ্মচারিগণ তপোনুষ্ঠান দ্বারা বেদাধ্যয়ন করিতেন, তিনি সেইরূপ তপস্যাচরণ করিয়া সমস্ত অস্ত্রলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধনুর্ব্বেদানুশীলনে ও কঠোর তপোনুষ্ঠানে এরূপ যত্নশালী ছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে সাতিশয় ত্রাসিত হইয়া জানপদীনাম্নী দেবকন্যাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। জানপদী দেবরাজের আদেশানুসারে ধনুর্ব্বাণধারী শরদ্বানের পরম-রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার লোভ জন্মাইবার নিমিত্ত হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অলৌকিক-রূপলাবণ্যসম্পন্না একমাত্র বসনা সেই ললনাকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র মহাত্মা শরদ্বানের নয়নদ্বয় বিকসিত হইয়া উঠিল, হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূতলে পতিত হইল এবং বাতচালিত কদলীপত্রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এই অসাধারণ-জ্ঞানসম্পন্ন তপস্বী উক্ত প্রকারে কুসুমশরাহত হইয়াও স্বীয় তপঃপ্রভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন; কিন্তু দুঃসহ মদনবিকারপ্রভাবে তাঁহার রেতঃস্খলন হইল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি সেই তপোন্তরায়ভূত অপ্সরার সন্নিধান পরিত্যাগ করিবার মনসে যেমন আশ্রম হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, অমনি তাঁহার স্খলিত রেতঃ শরস্তম্বে নিপতিত হইল। বীর্য্য পতিত হইবামাত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল এবং তাহাতে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। এই সময়ে মহারাজ শান্তনু বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার এক সৈনিক পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই সদ্যোজাত বিপ্রমিথুনকে দেখিতে পাইল। তথায় ধনুঃশর ও কৃষ্ণাজিন পতিত দেখিয়া কোন ধনুর্ব্বেদপারগ ব্রাহ্মণের অপত্যযুগল বিবেচনায়, মহারাজকে আনিয়া দেখাইলে অবশ্য ইহাদের গত্যন্তর হইতে পারে, এই স্থির করিয়া সে রাজাকে আনিয়া দেখাইল। রাজা সেই সদ্যোজাত মিথুন দর্শনে যৎপরোনাস্তি অনুকম্পা-পরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং 'ইহারা আমার সন্তান হইল' বলিয়া শরদ্বানের অপত্যদ্বয়কে আপন গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক অপত্যনির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ শান্তনু কৃপা করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন বলিয়া পুত্রটির নাম কৃপ ও কন্যাটির নাম কৃপী রাখিলেন।

এ দিকে মহাত্মা শরদ্বান্ আশ্রমান্তর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ধনুর্ব্বেদানুশীলন ও কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা একজন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। তিনি একদা তপোবলে কৃপ-কৃপীর জন্মবৃত্তান্ত ও তাহারা যথায় যেরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে, তৎসমস্ত জানিতে পারিলেন। তখন তিনি রাজভবনে আগমন পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র কৃপকে তাহার গোত্রাদি বলিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে কৃপ অতি অল্প দিনের মধ্যেই একজন উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বেদাধ্যাপক হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, পাণ্ডবেরা, যাদবসকল, বৃষ্ণিবর্গ ও নানা দিগ্‌দেশাগত অন্যান্য ভূপতি সমস্ত তাঁহার নিকটে আসিয়া ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ভীষ্ম বিশেষরূপ বিনয়াধান ও শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত একজন বুদ্ধিমান্, নানাশাস্ত্র-সম্পন্ন, দেবতুল্য সত্ত্বশালী অধ্যাপকের হস্তে পৌত্রদিগকে সমর্পণ করিবার মানস করিলেন। পরে বেদবেত্তা ধীমান্ ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যকে স্বভবনে আনয়ন পূর্ব্বক পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন এবং শিক্ষা-প্রদানার্থ পৌত্রদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ মহাভাগ দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের সাতিশয় আস্থা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুমারগণকে শিষ্যরূপে পরিগ্রহ করিলেন এবং সাতিশয় যত্ন ও দৃঢ়তর মনোযোগসহকারে তাহাদিগকে বিশেষরূপে ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ছাত্রেরা সকলেই বুদ্ধিমান্, অচিরকালমধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও অপরিমিততেজস্বী হইয়া উঠিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ধনুর্ব্বেদ-পারগ দ্রোণাচার্য্য কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন, কি প্রকারে অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ হইলেন, কি নিমিত্ত কুরুদিগের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি কাহার পুত্র এবং অশ্বত্থামা নামে তাঁহার সর্ব্বাস্ত্রবিৎ পুত্রই বা কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন, এই সকল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ভারতবর্ষের উত্তর-সীমায় পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমালয় নামক পর্ব্বত আছে, তথা হইতে ভগবতী ভাগীরথী নির্গত হইতেছেন। পূর্ব্বকালে সেই স্থানে দৃঢ়ব্রত মহর্ষি ভরদ্বাজ তপস্যা করিতেন। তিনি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া একদা মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অপ্সরোগ্রগণ্যা ঘৃতাচী স্নান করিয়া তীরে উঠিতেছিল, দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার গাত্রবসন উড্ডীন হইল। মহর্ষি সেই সুরূপা নবযৌবনা মদদৃপ্তা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া কামশরে জর্জ্জরিত-কলেবর হইলেন। দুর্জ্জয় কুসুমায়ুধের দুঃসহ প্রভাবে তপোধনের রেতঃ স্খলিত হইল। তিনি সেই রেতঃ দ্রোণ অর্থাৎ কলসের মধ্যে রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই বীর্য্য এক পুত্ররূপে পরিণত হইল। মহর্ষি ভরদ্বাজ দ্রোণমধ্যে জাত বলিয়া ঐ পুত্রের নাম দ্রোণ রাখিলেন। দ্রোণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রতাপশালী অস্ত্রবিদের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভরদ্বাজ অগ্নিসম্ভূত অগ্নিবেশনামা তপোধনকে এক আগ্নেয় অস্ত্র দিয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ তপোধন সেই আগ্নেয় অস্ত্র গুরুপুত্র দ্রোণকে প্রদান করিলেন। পৃষতনামা নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম সখা ছিলেন। তাঁহারও দ্রুপদ নামে এক সন্তান জন্মে। দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত একত্র ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। কিয়দ্দিনানন্তর নৃপতি পৃষত পরলোক-প্রাপ্ত হইলে, মহাবাহু দ্রুপদ সমুদয় উত্তর-পাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজও কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে মহাত্মা দ্রোণ সেই পৈতৃক আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। তপোনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া গেল। কিয়দ্দিন পরে দ্রোণ মহাশয় পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করিলেন। এই কামিনী দমগুণযুক্তা, অগ্নিহোত্র-নিরতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। ইঁহার গর্ভে দ্রোণাচার্য্যের অশ্বত্থামা নামে পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করিল। ঐ ধ্বনি শ্রবণানন্তর এই দৈববাণী হইল, "এই পুত্র জন্মিবামাত্র অশ্বহ্রেষার ন্যায় গভীর-ধ্বনি দ্বারা দিগন্ত-সকল প্রতিধ্বনিত করিল, অতএব ইহার নাম অশ্বত্থামা হইবে।" মহাত্মা দ্রোণ পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

ঐ সময়ে অরাতি-তপন, সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাত্মা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। দ্রোণ উহা অবগত হইয়া রামের নিকট হইতে ধনুর্ব্বেদ, দিব্যাস্ত্র-সমুদয় ও নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। অনন্তর তিনি ব্রতচারী তপোনিষ্ঠ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মহেন্দ্র-পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন যে, শত্রুতাপী জমদগ্নিকুমার এককালে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া তত্রত্য বনে অবস্থিতি পূর্ব্বক কালযাপন করিতেছেন। তখন ভারদ্বাজ শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করিলেন এবং কহিলেন, "হে মহাত্মন্! আমি মহর্ষি আঙ্গিরার কুলে সমুৎপন্ন, ভরদ্বাজের পুত্র, অযোনিসম্ভূত, আমার নাম দ্রোণ; আমি ধনাকাঙ্ক্ষায় আপনার নিকট আসিয়াছি।" দ্রোণের বাক্যাবসানে ক্ষত্রিয়কুলকালান্তক ভগবান্ পরশুরাম তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণে স্বাগত-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! তোমাকে কি ধন প্রদান করিতে হইবে?" দ্রোণ কহিলেন, "ভগবন্! আমাকে বিবিধ অনন্ত ধন প্রদান করুন।" রাম কহিলেন, "হে তপোধন! আমার যাবতীয় হিরণ্য ও অন্যান্য ধন ছিল, সমস্তই ব্রাহ্মণদিগকে

প্রদান করিয়াছি, এই সসাগরা পৃথ্বী স্ববাহুবলে জয় করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে দিয়াছি; এক্ষণে কেবল আমার শরীর ও বিবিধ মহার্হ অস্ত্রশস্ত্র মাত্র অবশিষ্ট আছে; ইহার মধ্যে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, শীঘ্র প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদান করিব।" তখন দ্রোণ কহিলেন, "হে বিপুলব্রত ভৃগুনন্দন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে প্রয়োগ-সংহারসমবেত আপনার অস্ত্র-সমুদয় আমাকে প্রদান করুন।" পরশুরাম 'তথাস্তু' বলিয়া দ্রোণকে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও রহস্যসমবেত ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন। দ্বিজোত্তম দ্রোণ এইরূপে পরশুরামের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরমপ্রীতমনে প্রিয়সখা দ্রুপদ-সমীপে গমন করিলেন।

একত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মহাপ্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ মহারাজ দ্রুপদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "রাজন্! আমি তোমার সখা।" ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দ্রুপদ রাজা দ্রোণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিলেন না; প্রত্যুত রোষকষায়িতলোচনে ভ্রূকুটিপ্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেছ; ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিগণের সহিত ভবাদৃশ শ্রীহীন লোকের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। বাল্যাবস্থায় তোমার সহিত সখ্য ছিল, যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তোমার সহিত সেরূপ বন্ধুত্ব থাকা কোনক্রমেই উচিত নহে; কাহার সহিত চিরকাল বন্ধুতা থাকে না; হয় সর্ব্বসংহর্ত্তা কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত করেন, নয় ক্রোধবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব তুমি সেই পূর্ব্বতন সৌহার্দ্দ এক্ষণে দূরে পরিত্যাগ কর। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে বন্ধুতা ছিল, তাহা কেবল অর্থ-নিবন্ধন মাত্র; যেমন পণ্ডিতের সহিত মূর্খের ও শূরের সহিত ক্লীবের বন্ধুতা কদাচ হইবার নহে, তদ্রূপ ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বতন বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইতেছ? হে ব্রাহ্মণ! যাহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ, তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্যসংস্থাপন করা কর্ত্তব্য; তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের বা নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্রী বা বৈবাহিক সম্বন্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। হে বিপ্র! যেমন অশ্রোত্রিয়ের সহিত শ্রোত্রিয়ের ও অরথীর সহিত রথীর বন্ধুতা হওয়া একান্ত অসম্ভব, সেইরূপ রাজার সহিত দরিদ্রের কখনই সখ্য হয় না; তবে তুমি কি নিমিত্ত অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষী হইতেছ?"

মহাতেজাঃ দ্রোণ দ্রুপদের এই কটূক্তি শ্রবণে মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইলেন এবং সেইক্ষণেই দ্রুপদ-রাজার প্রতি তাঁহার নিতান্ত বৈরভাব জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া হস্তিনানগরে আগমন পূর্ব্বক নিজ শ্যালক কৃপাচার্য্যের আবাসে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতে লাগিলেন। যখন কৃপাচার্য্য বালকগণকে শিক্ষা-প্রদান করিয়া বিশ্রাম করিতেন, সেই সময়ে দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা কুন্তীনন্দনদিগকে পুনরায় শিক্ষা করাইতেন। কেহ তাঁহাকে দ্রোণপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিত না। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য পুত্রের সহিত হস্তিনানগরে গূঢ়রূপে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা হস্তিনাপুরস্থ বালকগণ নগর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক একত্র হইয়া লৌহগুলিকা দ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল, দৈবাৎ ঐ গুলিকা এক জলশূন্য কূপমধ্যে নিপতিত হইল। কুমারগণ কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। তখন তাহারা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গ কৃশ ও শ্যামবর্ণ, মস্তক পলিত এবং সমভিব্যাহারে অগ্নিহোত্র রহিয়াছে। গুলিকোদ্ধরণে ভগ্নোৎসাহ কুমারগণ ঐ মহাত্মাকে

দেখিয়া উহাঁর চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। দ্রোণ তাহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে বালকবৃন্দ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমাদিগের ক্ষাত্র বলে ধিক্ এবং তোমাদিগের অস্ত্রশিক্ষায়ও ধিক্, যে হেতু, তোমরা ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সামান্য কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারিলে না। আমি ঐ লৌহগুলিকা এবং এই অঙ্গুরীয়ক উভয়ই ঈষীকা দ্বারা উদ্ধার করিব, তোমরা আমাকে ভোজন করাও।" এই বলিয়া আপনার অঙ্গুলিস্থ অঙ্গুরীয়ক ঐ নিরুদক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণকে কহিলেন, "মহাশয়! যদি আপনি কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে কৃপাচার্য্যের অনুমতিক্রমে আপনি চিরকাল ভিক্ষা পাইবেন।" দ্রোণ তাঁহার বাক্যশ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে একমুষ্টি ঈষীকা হস্তে লইয়া কহিলেন, "এই যে ঈষীকা-মুষ্টি দেখিতেছ, ইহার প্রভাব দেখ, একটি ঈষীকা দ্বারা কূপমধ্যস্থিত সেই গুলিকা বিদ্ধ করিব, সেই ঈষীকা অপর একটি দ্বারা এবং তাহা অন্য একটি দ্বারা বিদ্ধ করিব; এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটি দ্বারা অন্য ঈষীকা বিদ্ধ করিয়া ঐ গুলিকা উত্তোলন করিব।"

দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঈষীকা-মুষ্টি দ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কূপ হইতে গুলিকা উত্তোলন করিলেন। বালকেরা তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিল, "বিপ্রর্ষে! আপনার অঙ্গুরীয়কটিও শীঘ্র উত্তোলন করুন।" তখন মহাযশাঃ দ্রোণাচার্য্য হস্তে ধনুঃ-শর লইয়া কূপমধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তদ্দারা সেই অঙ্গুরীয়ক বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কুমারগণের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তাহারা অঙ্গুরীয়ক দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "হে ব্রহ্মন্! আপনাকে অভিবাদন করি, আপনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, ইহা অন্যের সাধ্য নহে, অতএব পরিচয় প্রদান ও কর্ত্তব্যবিষয়ে আদেশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।" দ্রোণাচার্য্য কুমারদিগের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে বালকগণ! তোমরা ভীষ্মের নিকট যাইয়া আমার রূপ ও গুণ বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাকে কহিবে যে, সেই মহাতেজাঃ এ স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছেন।" কুমারগণ দ্রোণের আদেশানুসারে ভীষ্মের নিকটে গমন করিয়া দ্রোণের রূপ ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম সবিশেষ বর্ণন করিল। মহাত্মা ভীষ্ম কুমারগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য আগমন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি একজন সুশিক্ষকের হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করিবার মানস করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অধিকারে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং দ্রোণসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়নপূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিয়া সাদর-সম্ভাষণে কুশলপ্রশ্ন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রোণ ভীষ্মের বচনাবসানে কহিতে লাগিলেন, "হে মহাত্মন্! পূর্ব্বে আমি ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থে মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গিয়া ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ, আত্মসংযম ও জটাধারণপূর্ব্বক গুরুসেবায় নিযুক্ত হইয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলাম। হে ভীষ্ম! ঐ সময়ে পাঞ্চালদেশীয় রাজপুত্র মহাবল দ্রুপদ ঐ অগ্নিবেশের নিকটে অস্ত্রবিদ্যাভ্যাসার্থ তদীয় আশ্রমে বাস করিত। এইরূপে বাল্যকালাবধি একত্র বাস ও এক গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাস করাতে দ্রুপদ ক্রমে ক্রমে আমার পরমোপকারী প্রিয় সখা হইয়া উঠিল। সে সর্ব্বদা আমাকে প্রিয়বাক্য বলিত ও আমার প্রিয়কার্য্য করিত। একদা আমাকে কহিল, 'হে দ্রোণ! আমি পিতার প্রিয়তম পুত্র। তিনি যখন আমাকে পাঞ্চাল-রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, আমি শপথ করিতেছি, তৎকালে আমার যাবতীয় ভোগ, সম্পত্তি ও সুখ, সমস্তই তোমার অধীন হইবে।' দ্রুপদ আমাকে এই কথা কহিয়া কিয়দ্দিন-মধ্যে কৃতবিদ্য হইয়া আপনার নিকেতনে গমন করিল। গমনকালে আমি তাহাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিদায় দিলাম; কিন্তু তদবধি তাহার

ঐ বাক্য আমার হৃদয়-মন্দিরে সর্ব্বদা জাগরূক রহিল।

হে শান্তনুতনয়! কিছু দিন পরে আমি পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় গৌতমনন্দিনী কৃপীকে বিবাহ করিলাম। ঐ কামিনী অনতিদীর্ঘকেশা, পরম প্রাজ্ঞা, মহাব্রতা এবং অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও দমগুণে সর্ব্বদা নিরতা। কিয়দ্দিনানন্তর কৃপীর গর্ভে আমার অশ্বত্থামা নামে মহাবিক্রমশালী, আদিত্যসমতেজাঃ এক পুত্র জন্মিল। পিতা যেমন আমাকে পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, আমিও অশ্বত্থামাকে প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ অতীব আনন্দিত হইলাম। একদা অশ্বত্থামা ধনিকদিগের পুত্রগণকে দুগ্ধপান করিতে দেখিয়া আমার নিকটে আসিয়া রোদন করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইল। তখন আমি ধর্ম্মানপেত প্রতিগ্রহ করিবার বাসনায় বহুতর স্থলে ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু কুত্রাপি দুগ্ধবতী গাভী দেখিতে পাইলাম না; পরিশেষে বিষণ্নমনে নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তথায় আসিয়া দেখিলাম, বালকগণ পিষ্টোদক আনয়ন করিয়া 'এই দুগ্ধ, ইহা পান কর,' বলিয়া অশ্বত্থামাকে লোভ দেখাইতেছে। বালস্বভাব অশ্বত্থামাও উহা পান করিয়া, দুগ্ধপান করিলাম বলিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে। বালকগণ 'ধনহীন দ্রোণকে ধিক্, যাহার সন্তান পিষ্টোদক পান করিয়া দুগ্ধ খাইলাম বলিয়া নৃত্য করিতেছে,' এই বলিয়া তাহাকে বারংবার উপহাস করিতেছে। হে গাঙ্গেয়! স্বীয় সন্তানের সেই দুরবস্থা দর্শনে এবং অন্যান্য বালকগণের ঐ পরিহাসবাক্য শ্রবণে আমার মন দুঃখানলে একেবারে দগ্ধ হইয়া গেল। আমি মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিয়া চিন্তা করিলাম, আমি ইতিপূর্ব্বে নির্দ্ধনতা জন্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইয়া উপবাসে কালক্ষেপ করিয়াছি, তথাপি ধনলিপ্সায় কখন পাপজনক পরসেবায় আসক্ত হই নাই। হে ভীষ্ম! মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্রুপদের পূর্ব্ব-স্নেহানুসারে পুত্রকলত্র-সমভিব্যাহারে পাঞ্চালরাজ্যে গমন করিলাম। পথিমধ্যে শুনিলাম, দ্রুপদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তৎশ্রবণে প্রিয় বান্ধবের সহবাস ও প্রতিশ্রুত বাক্য স্মরণ করিয়া আমি কৃতার্থম্মন্য হইলাম। পরে অবিলম্বে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বতন সখ্য স্মরণ করিয়া কহিলাম, 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার সখা, তুমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিবে, আমি তদনুসারে তোমার নিকটে আসিয়াছি।' দ্রুপদ আমার সেই কথায় কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিল না, প্রত্যুত, আমাকে হীনলোকের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া কহিল, 'হে ব্রহ্মন্! তুমি আসিয়া হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য কর নাই; পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল, যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তুমি আর আমার বন্ধুর উপযুক্ত নও; অশ্রোত্রিয় কখন শ্রোত্রিয়ের সখা হইতে পারে না; অরথীর সহিত রথীর সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সমানে সমানে বন্ধুতা হওয়াই উচিত; অসমানের সহিত বন্ধুতা করা অবিধেয়। সখ্য চিরকাল সমভাবে থাকিবার নহে। হয় কাল, নতুবা পরস্পরের ক্রোধ উহাকে বিনাশ করে। তুমি সেই পুরাতন বন্ধুতা দূরে পরিত্যাগ কর। পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে সখ্য ছিল, সে কেবল সামর্থ্যনিবন্ধন মাত্র। যেমন মূর্খের সহিত বিদ্বানের ও ক্লীবের সহিত শূরের সখ্য হয় না, তদ্রূপ নির্দ্ধনের সহিত ধনবানের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। অতএব কেন তুমি আমার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুতা করিতে আসিয়াছ? হা মন্দাত্মন্! ভাদৃশ ধনহীন হীনলোকের সহিত অতুলধনসম্পন্ন মহারাজদিগের বন্ধুতা হওয়া যে নিতান্ত অসম্ভব, তাহা কি তুমি জান না? তবে তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাসনা করিতেছ? তুমি কহিতেছ, আমি তোমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তাহার বিন্দুমাত্রও আমার স্মরণ হইতেছে না। এক্ষণে কেবল এক রাত্রির নিমিত্ত তোমাকে ভোজন প্রদান করিতে পারি।'

হে শান্তনুতনয়! দ্রুপদের মুখে এই প্রকার কটূক্তি শ্রবণে আমার মন ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। হে ভীষ্ম! আগমনকালে আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অতি ত্বরায় সম্পন্ন করিব, এই মানসে গুণবান্

শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কুরুদিগের অধিকারে আসিলাম। এক্ষণে তোমাকে সংবর্দ্ধন করিতে সুরম্য হস্তিনানগরে আসিয়াছি। বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে।” মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,“হে মহাত্মন্! শরাসনের গুণ-মোচন করুন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া বালকগণকে সম্যক্‌রূপে অস্ত্রশিক্ষা করান এবং সতত পূজিত হইয়া প্রীতিপ্রসন্ন-মনে পরম সুখভোগ করুন। কুরুদিগের যাবতীয় ধন ও রাজ্য সমস্তই আপনার অধীন হইবে, আপনিই রাজা, কুরুগণ আপনারই আজ্ঞাবহ হইবেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি যখন যাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমাদিগের সৌভাগ্যবশতঃ যদৃচ্ছাক্রমে এ স্থানে আগমন করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।”

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য মহানুভব ভীষ্ম কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরম-সমাদরে কুরুগৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্রান্ত হইলে ভীষ্মদেব প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রচুর অর্থের সহিত পৌত্রদিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত ধনধান্যসম্পন্ন এক গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তৎপরে কৌরব, পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদন করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে অন্তেবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া নির্জ্জনে কহিলেন, “হে শিষ্যগণ! আমি উত্তমরূপে অস্ত্র-শিক্ষা প্রদান করিব, কিন্তু পরিশেষে তোমাদিগকে আমার একটি অভিলষিত সম্পাদন করিতে হইবে, এক্ষণে তাহা অঙ্গীকার কর।” তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুরুনন্দন সকলেই মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন, কেবল অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, “আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহা পালন করিব সন্দেহ নাই।” আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনের অঙ্গীকার-বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর্য্য আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে অন্ধক-বংশীয় রাজা ও সূতপুত্র কর্ণ এবং অনেকানেক রাজকুমার অস্ত্রশিক্ষার্থে দেশদেশান্তর হইতে দ্রোণের নিকটে আগমন করিলেন। কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া দুর্য্যোধনের সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে নানাপ্রকার অবমাননা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সমাগত সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে অর্জ্জুন ভুজবলে, উদ্যোগে ও ধনুর্ব্বেদশিক্ষায় দ্রোণের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। দ্রোণাচার্য্য ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনকে অস্ত্রবিদ্যায় অনুরাগ, প্রয়োগ, লাঘব ও কৌশলে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জানিয়া সবিশেষ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি রাজকুমারদিগের পরিতোষার্থ শাণিত বাণ ও বিলম্বে জলপূর্ণ হইবে, এমত এক এক ক্ষুদ্রমুখ কমণ্ডলু প্রদান করিলেন; কিন্তু অবিলম্বে জলপূর্ণ হইবে, এই মানসে নিজপুত্র অশ্বত্থামাকে বিস্তীর্ণমুখ একটি কলস দিলেন। মহামতি দ্রোণ রাজপুত্রগণ না আসিতে আসিতে অশ্বত্থামাকে বিশেষ বিশেষ অস্ত্র উপদেশ দিতেন। অর্জ্জুন তাহা বুঝিতে পারিয়া বারুণাস্ত্র দ্বারা কমণ্ডলু পরিপূর্ণ করিয়া গুরুপুত্র অশ্বত্থামার সহিত সমকালে গুরু-সন্নিধানে সমাগত হইতেন। সুমহান্ অস্ত্রজ্ঞ পার্থ অশ্বত্থামার সহিত সমকালে আগমন করিতেন বলিয়া তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হইলেন না। তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে গুরুর আরাধনা করিতে তৎপর ছিলেন এবং অস্ত্রশিক্ষায় সবিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। এইরূপে অর্জ্জুন ক্রমশঃ দ্রোণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ অস্ত্রশিক্ষাবিষয়ে অর্জ্জুনকে উৎসাহসম্পন্ন দেখিয়া সূপকারিণীকে আহ্বান পূর্ব্বক নির্জ্জনে কহিলেন, “হে বিজয়ে! তুমি অর্জ্জুনকে অন্ধকারে অন্ন উপযোগ করিতে দিও না এবং আমি

তোমাকে প্রতিষেধ করিলাম, ইহা কদাচ অর্জ্জুনের নিকটে প্রকাশ করিও না।” একদা অর্জ্জুন ভোজন করিতেছেন, এই অবসরে প্রবলবেগে বাত্যা উত্থিত হইলে দীপ্যমান দীপশিখা সহসা নির্ব্বাপিত হইল। দীপ নির্ব্বাণ হইলে তাঁহার হস্ত অভ্যাসবশতঃ আস্য-দেশেই সংলগ্ন হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে করিলেন, যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাই বলবৎ হইয়া উঠে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাত্রিকালে ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করিবার নিমিত্ত শরাসনে জ্যা-রোপণ করিয়া বারংবার টঙ্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণে দ্রোণ বিস্মিত হইয়া সহসা তথায় আগমন ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “বৎস! আমি সত্য কহিতেছি, এই ধরাধামে তোমার তুল্য দ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর যাহাতে প্রখ্যাত না হয়, এইরূপ বিধান করিব।” এই বলিয়া দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে হস্তী, অশ্ব ও রথে আরূঢ় এবং ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কিরূপে সংগ্রাম করিতে হয়, তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার সবিশেষ শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন এবং গদাযুদ্ধ, অসিচর্য্যা, তোমর, প্রাস ও শক্তি-প্রয়োগ এবং সঙ্কীর্ণ যুদ্ধে কৌশল-সম্পন্ন করিলেন। দ্রোণের সংগ্রামনৈপুণ্য শ্রবণ করিয়া শত সহস্র রাজা ও রাজকুমার ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত দিগ্-দিগন্ত হইতে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। একদা নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণ-সন্নিধানে সমাগত হইল; কিন্তু সে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ-জাতি, সাধারণের সতীর্থ ও সমতুল্য হয়, ইহা নিতান্ত অনভিপ্রেত, এই বিবেচনা করিয়া দ্রোণ তাহাকে ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করিলেন না। তখন নিষাদরাজ-তনয় বিষাদমগ্ন হইয়া দ্রোণের পাদগ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং তথায় মৃণ্ময় এক দ্রোণ নির্ম্মাণ ও তাহাতে আচার্য্যভাব সংস্থাপন করিয়া ব্রত-ধারণ পূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ করিল। এইরূপে সে অচিরকালমধ্যে অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার ও সন্ধান-বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া উঠিল।

একদা কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রথারোহণে রাজধানী হইতে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন। এক জন আপনার কুক্কুর ও বাগুরা লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অনুগমন করিল। কৌরব ও পাণ্ডবগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে সেই কুক্কুর মৃগের অনুসরণ-ক্রমে সহসা নিষাদরাজতনয়ের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। সেই কুক্কুর মলিনকলেবর, কৃষ্ণাজিন-জটা-ধারী, নিষাদরাজকুমার একলব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। একলব্য আপনার অস্ত্রপ্রয়োগের লঘুতার পরীক্ষার্থ তাহার মুখবিবরে এককালে সাতটি শর নিক্ষেপ করিল। কুক্কুর আস্যবিবরে শরপূরিত হইয়া দ্রুতগমনে পাণ্ডব-সন্নিধানে আগমন করিল। পাণ্ডবেরা কুক্কুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট সাতটি শর নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং শরের লঘুত্ব ও শব্দভেদিত্ব দর্শনে সকলেই আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টবোধে লজ্জিত হইয়া প্রয়োগকর্ত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ড-বেরা বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে বনবাসী এক মনুষ্যকে নিরবচ্ছিন্ন শরবর্ষণ করিতে দেখিলেন। পাণ্ডবেরা ঐ বিকৃতদর্শন পুরুষকে তৎকালে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “হে বীরবর! তুমি কে? কাহার পুত্র?” একলব্য প্রত্যুত্তর করিল, “আমি নিষাদপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করিতেছি।”

তখন পাণ্ডবেরা তাহার যথার্থ পরিচয় পাইয়া পুন-র্ব্বার নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রোণসন্নি-ধানে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন। তৎপরে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন বিনীতবচনে নির্জ্জনে দ্রোণকে কহিলেন, “গুরো! আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, ‘তোমা অপেক্ষা আমার অন্য কোন শিষ্যই উৎকৃষ্ট হইবে না,’ কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখা যাইতেছে। নিষাদাধিপতির পুত্র মহাবল একলব্য আপনার এক শিষ্য, সে ধনুর্ব্বেদে আমা অপেক্ষাও সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।” তখন অর্জ্জুনের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দ্রোণ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ইহার বিশেষ কারণ কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে

অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে অরণ্যপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জটাচীরধারী, মলিন-কলেবর, নিষাদরাজ-কুমার একলব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া বারংবার বাণ-বর্ষণ করিতেছে। এই অবসরে দ্রোণ তাহার সম্মুখীন হইলেন। সে সহসা দ্রোণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ও পাদবন্দন পূর্ব্বক আপনাকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিল এবং বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন দ্রোণ কহিলেন, "হে বীর! যদি তুমি যথার্থই আমার শিষ্য হইয়া থাক, তবে এক্ষণে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।" তাহা শুনিয়া একলব্য প্রীতবাক্যে কহিল, "ভগবন্! গুরুকে অদেয় কিছুই নাই, এক্ষণে কিরূপ দক্ষিণা আহরণ করিব, আজ্ঞা করুন।" তখন দ্রোণ কহিলেন, "হে বীর! যদি সম্মত হইয়া থাক, তবে দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে সম্প্রদান কর।" সত্যবাক্ একলব্য দ্রোণের এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনার্থে প্রফুল্লমনে ও হৃষ্টবদনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিল। তৎপরে অপর অপর অঙ্গুলি দ্বারা শরক্ষেপ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বাপেক্ষা শরের লঘুতা হ্রাস হইয়াছে।

অর্জ্জুন এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন তাঁহার অপকর্ষবিষয়ক আশঙ্কা তিরোহিত হইল; এই ধরাধামে অর্জ্জুনকে কেহই পরাভব করিতে পারিবে না, দ্রোণাচার্য্যের এই অঙ্গীকারবাক্যও রক্ষা হইল। ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন ও ভীম এই উভয়ে দ্রোণের নিকটে গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিতেন। অশ্বত্থামা সর্ব্ব-রহস্যে পারদর্শী হইয়া অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। নকুল ও সহদেব ইহাঁরা অসি-চর্য্যায় কুশলী হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এক উৎকৃষ্ট রথী হইলেন। অর্জ্জুন বুদ্ধিযোগ, বল ও উৎসাহে এই সসাগরা পৃথিবীমধ্যে প্রখ্যাত হইলেন। অর্জ্জুনই আচার্য্য দ্রোণের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং অর্জ্জুনই সমাগত রাজকুমার-দিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বলাধিক ভীমসেন ও কৃতবিদ্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইল।

একদা দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষার্থ কুমারগণের সমক্ষে শিল্পী দ্বারা একটি কৃত্রিম নীল-পক্ষ পক্ষী নির্ম্মাণ করাইয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় আরোপিত করিলেন। পরে সমবেত রাজকুমারদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজপুত্রগণ! সকলে শীঘ্র শরাসনে শরসন্ধান করিয়া আমার আদেশবাক্য অপেক্ষা করিয়া থাক, আমি তোমাদিগকে একে একে নিয়োগ করিতেছি, মদীয় বাক্য অবসান না হইতে হইতেই ঐ লক্ষ্যের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত কর।" এই বলিয়া দ্রোণ প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করিলেন, "হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি শরসন্ধান করিয়া বাক্যের সমকালে বাণ ত্যাগ কর।" তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণের নিদেশানুসারে ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্যকে উদ্দেশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে আচার্য্য দ্রোণ কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে মুহূর্ত্তকালমধ্যে কহিলেন, "তুমি বৃক্ষের শিখরদেশে ঐ শকুন্তকে নিরীক্ষণ কর।" যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি দেখিতেছি।" দ্রোণ পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে ধর্ম্মনন্দন! তুমি এই বৃক্ষকে, আমাকে বা আপন ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ?" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "ভগবন্! আমি এই বৃক্ষকে, আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে ও বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতেছি।" তখন দ্রোণ অপ্রসন্নমনে যুধিষ্ঠিরকে, কহিলেন, "তুমি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে না, এ স্থান হইতে অপসৃত হও।" এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়া দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনোগত উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না বলিয়া সকলেই তিরস্কৃত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রোণ হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, "বৎস! এইবারে তোমাকেই এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, অতএব ধনুকে গুণ রোপণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর। আমার বাক্যাবসান না হইতে হইতে তুমি এই লক্ষ্যে অস্ত্রক্ষেপ কর।" অর্জ্জুন গুরুবাক্যানুসারে শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক অগ্রশাখাস্থ পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন তখন দ্রোণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! বৃক্ষকে, বৃক্ষস্থ পক্ষীকে, আমাকে বা ভ্রাতৃগণকে নিরীক্ষণ করিতেছ?" তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভগবন্! আমি বৃক্ষ বা আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছি না, কেবল শকুন্তকে অবলোকন করিতেছি।" অনন্তর দ্রোণ প্রীতমনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস! শকুন্তকে সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিতেছ?" অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, "না, আমি শকুন্তের অবশিষ্ট কলেবর কিছুই অবলোকন করিতেছি না, কেবল উহার মস্তকটি দেখিতেছি।" তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎস! তবে লক্ষ্য ভেদ কর।" এই কথা বলিবামাত্র অর্জ্জুন কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লক্ষ্যে অস্ত্রক্ষেপ করিলেন এবং বৃক্ষশিখরস্থিত পক্ষী অর্জ্জুনের খরধার অস্ত্র দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাদৃশ অসাধারণ কর্ম্ম সমাধানান্তে দ্রোণ অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রুপদ রাজাকে পরাজিত করিয়াছি বলিয়া মানিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ স্নানার্থ ভাগীরথীর উপকূলে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিতেছেন, এই অবসরে এক ভয়ঙ্কর কুম্ভীর কালপ্রেরিত হইয়া দ্রোণের জঙ্ঘাদেশ গ্রহণ করিল। তিনি স্ববীর্য্য-প্রভাবে কুম্ভীর-হস্ত হইতে জঙ্ঘামোচন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া পরীক্ষার্থে শিষ্যদিগকে সসম্ভ্রমে আদেশ করিলেন, "হে শিষ্যগণ! তোমরা কুম্ভীর বিনাশ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর।" তাঁহার আদেশ-প্রাপ্তিমাত্রেই অর্জ্জুন দুর্নিবার ও খরধার পাঁচটি শর দ্বারা জলমগ্ন কুম্ভীরকে প্রহার করিলেন এবং অন্যান্য সমস্ত রাজকুমার ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া যথাস্থানে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে কৃতকার্য্য দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে তাঁহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিলেন।

কুম্ভীর অর্জ্জুনের শরপ্রহারে খণ্ডকলেবর হইয়া দ্রোণের জঙ্ঘা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ভারদ্বাজ দ্রোণ মহারথ অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে মহাবাহো! আমি প্রয়োগ ও সংহার সহিত ব্রহ্মশিরাঃ নামে এই অনিবার্য্য অস্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর, কিন্তু বৎস! মনুষ্যের প্রতি ইহা কদাচ প্রয়োগ করিও না, কারণ, অল্পতেজস্ক মনুষ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে ইহা নিশ্চয়ই এই চরাচর বিশ্বকে ভস্মসাৎ করিবে: এই অস্ত্র সামান্য অস্ত্র নহে, অতএব সাবধানে এই অস্ত্র ধারণ কর। দেখিও, আমি যাহা কহিলাম, যেন তাহার অন্যথা না হয়। হে বীর! যদি কোন অমানুষ শত্রু সংগ্রামে সহসা তোমাকে আক্রমণ করে, তাহার সংহারার্থে তৎকালে তুমি এই ব্রহ্মশিরাঃ অস্ত্র প্রয়োগ করিবে।" অর্জ্জুন 'তাহাই হইবে' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ পুনর্ব্বার কহিলেন, "বৎস! এই জীবলোকে তোমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই জন্মিবে না।"

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রাত্মজগণ ও পাণ্ডবেরা অস্ত্রশিক্ষা করিলে একদা দ্রোণ কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ভীষ্ম, ব্যাস ও বিদুরের সন্নিধানে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! কুমারেরা সকলেই ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। অনুমতি হইলে

আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দেয়।” ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, “হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ ভারদ্বাজ! আপনি আমাদিগের এক বৃহৎ কর্ম্ম সাধন করিলেন। মহাশয়! এ সময় অস্ত্রশিক্ষা-দর্শনবিধায়িনী রঙ্গভূমি যে স্থানে যে প্রকারে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা আজ্ঞা করুন; কদাচ আপনার আদেশের অন্যথা হইবে না। আজ আমার অন্ধতা-নিবন্ধন নির্ব্বেদের উদয় হইল। আমি অন্ধ, যাহা হউক, কুমারেরা যে সকল চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে আপন আপন অস্ত্র-শিক্ষার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিবে, আমি তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভের একান্ত অভিলাষ করি।” এই বলিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সম্মুখোপবিষ্ট বিদুরকে কহিলেন, “হে ধর্ম্মবৎসল! আচার্য্য দ্রোণ আমাদিগের মহোপকার-সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে যাহা আদেশ করেন, তুমি সত্বর হইয়া অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর।” বিদুর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রস্থান করিলেন, এ দিকে প্রাজ্ঞবর দ্রোণাচার্য্য সমতল ভূতলে রঙ্গভূমির সীমা পরিমাণ করিলেন। ঐ স্থান তরুগুল্মবিহীন, সুপরিচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে প্রস্রবণ ও জলাশয়ে অতীব রমণীয় হইয়াছিল। আচার্য্য দ্রোণ শুভনক্ষত্রযোগ-সম্পন্ন তিথিবিশেষে বীরসমাজে ডিণ্ডিম প্রচার করত ঐ স্থলে পূজোপহার প্রদান করিলেন। রাজ-শিল্পীরা সেই রঙ্গভূমির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে অস্ত্র-শস্ত্র-পরিপূর্ণ অতিবিস্তীর্ণ এক দর্শনাগার এবং স্ত্রীলোকদিগের অবলোকনার্থ সুরম্য গৃহ-সকল নির্ম্মাণ করিল। পুরবাসীরা তথায় অত্যুন্নত মঞ্চ ও মহামূল্য শিবিকা-সকল প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে মন্ত্রিগণসমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মকে সম্মুখীন করিয়া মুক্তাজালে অলঙ্কৃত বৈদূর্য্যমণি-শোভিত সুবর্ণময় রমণীয় দর্শনাগারে গমন করিলেন। মহাভাগা গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য রাজমহিষীরা সুপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দাসীগণসমভিব্যাহারে হর্ষোৎফুল্ললোচনে তথায় গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ্য লোক রাজকুমারদিগের অস্ত্র-শিক্ষাদর্শনার্থী হইয়া রাজধানী হইতে দ্রুতগমনে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে রঙ্গ-ভূমিতে প্রবেশার্থী বহুতর দর্শকবর্গের সমাগম হইল। তৎপরে বাদ্যকরেরা মধুমধুর রবে বাদ্য করিয়া দর্শক-মণ্ডলীর কৌতূহল উৎপাদন করিতে লাগিল। অভ্যা-গত লোকের কোলাহলে সেই সমাজমন্দির উদ্বেলিত মহাসমমুদ্রের ন্যায় বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই অবসরে শুক্লাম্বরধারী, শুক্লকেশ, শুক্ল-যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন, শুক্লশ্মশ্রু, শুক্লচন্দনানুলিপ্ত-কলে-বর, মহানুভব দ্রোণাচার্য্য গলদেশে শুক্লমাল্য ধারণ করিয়া স্বপুত্র অশ্বত্থামার সহিত জলধরোপরোধশূন্য গগনে সভৌম শশধরের ন্যায় রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করি-লেন এবং যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে বলি-প্রদানপূর্ব্বক বিজ্ঞ ও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক মাঙ্গলিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইলেন। পুণ্যকর্ম্ম-সমাধানান্তে অনুচরেরা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর মহাবীর্য্য মহারথ রাজপুত্রগণ অঙ্গলিত্র বন্ধনপূর্ব্বক বদ্ধতূণ ও বদ্ধপরিকর হইয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠক্রমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন; পরে অত্যা-শ্চর্য্য অস্ত্রশস্ত্র-সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেহ শরপতনভয়ে মস্তক অবনত করিতে লাগিল, কেহ বা অদ্ভুতবীর্য্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। রাজকুমারেরা বেগবান্ তুরঙ্গযানে আরোহণ করিয়া স্বনামাঙ্কিত বাণ দ্বারা লক্ষ্য ভেদ করিলেন। তখন দর্শকমণ্ডলী শরকার্ম্মুকধারী অদ্ভুতরূপ কুমার-সেনা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে শত সহস্র সাধু-বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাবল কুমারবল তৎ-কালে কার্ম্মুক দ্বারা অস্থির লক্ষ্যপাত প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সমাধানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে বারংবার মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন; খড়্গ-চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক কখন গজে, কখন বা অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া বাহুযুদ্ধ-সমাধানান্তে পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একমাত্র খড়্গ দ্বারা কৌশলক্রমে অনেকাস্ত্র নিবারণ করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমাণ খড়্গের

অংশুমণ্ডল ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এইরূপ অসিচর্য্যায় বীরপুরুষদিগের নির্ভীরুতা প্রকাশ পাইল; তাঁহাদিগের হস্ত খড়্গমুষ্টি হইতে একবারও স্খলিত হইল না; তাঁহারা অসি-প্রয়োগে বিলক্ষণ কুশলী ছিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া রঙ্গস্থ লোকসমুদয় বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ও ভীম উভয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া গদাহস্তে একশৃঙ্গ অত্যুত্তুঙ্গ শৈলের ন্যায় রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। মদমত্ত কুঞ্জর যেমন করিণীর নিমিত্ত চীৎকার করিতে থাকে এবং নভোমণ্ডলে জলধর যেমন গভীর গর্জ্জন করে, সেই উভয় বীরপুরুষ পৌরুষ-প্রকাশার্থ রঙ্গমধ্যে তাদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা গদা-হস্তে বামভাগ অবলম্বন করিয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিদুর ও কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও রাজ-কুমারী গান্ধারীর সন্নিধানে রাজকুমারদিগের এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন ও ভীম-সেন উভয়ে রণস্থলে প্রবেশ করিলে উভয়পক্ষীয় দর্শক-মণ্ডল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তৎ-পরে দর্শকেরা 'হা বীর কুরুরাজ! হা ভীম!' এই বলিয়া মহান্ কোলাহল করিতে লাগিল। ধীমান্ দ্রোণ সেই রঙ্গস্থল তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগরের ন্যায় অবলোকন করিয়া প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! মহাবীর্য্য ও সুশিক্ষিত বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধ হইতে নিবারণ কর; দেখিও, যেন ভীম ও দুর্য্যো-ধনের ক্রোধ-উদ্রেক না হয়।" অশ্বত্থামা পিতার অনু-মতি পাইবামাত্র মহাবেগে ও যুগান্তানিল সংক্ষুব্ধ অম্ভোনিধির ন্যায় গদাযুদ্ধোদ্যত বীরদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত করিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্য রঙ্গপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া মহামেঘনির্ঘোষ সদৃশ বাদ্যধ্বনি নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন, "মদীয় শিষ্য অর্জ্জুন আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও উপেন্দ্রতুল্য মহাবীর; হে দর্শকগণ! তোমরা ইহাঁকে দর্শন কর।" তখন অর্জ্জুন আচার্য্যের আদেশক্রমে গোধালতার অঙ্গুলিত্রাণ ও কাঞ্চনময় কবচ-ধারণপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া সূর্য্যসন্নিহিত ইন্দ্রায়ুধালঙ্কৃত সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় রঙ্গমধ্যে পরিদৃশ্যমান হইলেন, তদ্দর্শনে রঙ্গস্থ লোকের চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এই অবসরে চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যোদম হইতে লাগিল। অনন্তর "ইনি শ্রীমান্ কুন্তীনন্দন," "ইনি পাণ্ডব-দিগের তৃতীয়," "ইনিই দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র," "ইনি কৌরব-দিগের রক্ষক," "ইনি অস্ত্রবেত্তা-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ," "ইনি পরম ধার্ম্মিক," "ইনি অতিশয় সুশীল," দর্শকগণকৃত এইরূপ প্রশংসাবাদ রঙ্গমধ্যে সর্ব্বত্রই শ্রুত হইতে লাগিল। পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া সবাষ্পস্তন্য দ্বারা পুত্রবৎসলা কুন্তীর উরঃস্থল সিক্ত হইতে লাগিল।

রঙ্গভূমির সেই সকল শব্দ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শ্রবণগোচর হইলে, তিনি হৃষ্টমনে বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বিদুর! উচ্ছলিত মহা-সাগরের ন্যায় এই তুমুল কোলাহল কি নিমিত্ত সহসা রঙ্গভূমি হইতে উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করি-তেছে?" বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সাংগ্রামিকবেশে রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলে লোকে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে, এই কারণে এতাদৃশ কোলাহল উত্থিত হইল।" তখন ধৃতরাষ্ট্র কহি-লেন, "হে বিদুর! আমি কুন্তীগর্ভসম্ভূত পাণ্ডবত্রয় দ্বারা ধন্য, অনুগৃহীত ও রক্ষিত হইলাম।"

অনন্তর কোলাহল নিবৃত্ত ও রঙ্গস্থ লোক-সকল সন্তুষ্ট হইলে মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণ-সন্নিধানে আপনার অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নি সৃষ্টি করিয়া বারুণাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক জল সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা বাত্যা উত্থাপিত করিয়া পার্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলে মেঘ সৃষ্টি করিলেন; ভৌম্যাস্ত্র দ্বারা ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পার্ব্বতাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বত সৃষ্টি করি-লেন; অন্তর্দ্ধানাস্ত্র দ্বারা অন্তর্হিত হইলেন; তৎপরে শিক্ষাকৌশলে কখন দীর্ঘ, কখন হ্রস্ব, কখন রথসম্মুখে,

কখন রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর গুরুপ্রিয় অর্জ্জুন বিবিধ বাণ দ্বারা সুকুমার, স্থূল ও সূক্ষ্ম-সকল অনায়াসে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; তিনি ভ্রমণশীল লৌহময় বরাহের মুখে এককালে অসঙ্কীর্ণরূপে পঞ্চ শর এক শরের ন্যায় নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে কেশময় রজ্জু দ্বারা লম্বিত গোবিষাণকোষে একবিংশতি বাণ বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে অসিচর্য্যা, ধনু ও গদাশিক্ষায় আপনার বিবিধ কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার-সমাধানান্তে অধিকাংশ লোকসমাজ হইতে নির্গত ও বাদ্য-কোলাহল নিস্তব্ধ হইল। এই অবসরে বজ্রনির্ঘোষসদৃশ বাহ্বাস্ফোটন দ্বারদেশ হইতে উত্থিত ও শ্রুত হইতে লাগিল। ঐ শব্দ কর্ণগোচর করিয়া রঙ্গস্থ লোকেরা, "ইহা কি বিদীর্ণ পর্ব্বতের, না দলিত ভূতলের বা মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ঘোর রব শ্রুত হইতেছে" এইরূপ অনুমান করিয়া সত্বর সকলেই দ্বারদেশাভিমুখে গমন করিল। দুর্য্যোধন গদামাত্রসহায় ও ভ্রাতৃশত দ্বারা পরিবৃত হইয়া, পূর্ব্বকালে অসুরসংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইলেন। সেই সময়ে পঞ্চতারা-গ্রথিত হস্তাসংযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পঞ্চপাণ্ডবপরিবৃত দ্রোণাচার্য্য দীপ্তি পাইতেছিলেন। তিনি অশ্বত্থামা ও ভ্রাতৃশত-সমভিব্যাহারে উত্থিত দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তৎপরে লোকে অবকাশ প্রদান করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত অঙ্গরাজ কর্ণ বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে বিস্তীর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তদীয় মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত। তিনি সহজাত কবচ ধারণ ও কটিদেশে খড়্গ বন্ধন করিয়া পাদচারী পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সূর্য্যের ঔরসে কুমারী কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যশের পরিসীমা ছিল না। দীপ্তি, কান্তি ও দ্যুতি দ্বারা তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের তুল্য ছিলেন। তিনি মৃগরাজ সিংহ ও হস্তিসমূহের বল একাকী ধারণ করিতেন। তিনি উন্নতকায় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিলেন। সেই মহাবল কর্ণ রঙ্গস্থলে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া অনতিভক্তি সহকারে দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন। রঙ্গস্থ লোকেরা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চল ও স্থিরলোচন হইল এবং ইনি কে, ইহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইল। তখন সূর্য্যতনয় কর্ণ অজ্ঞাত ভ্রাতা অর্জ্জুনকে জলধরগভীরস্বরে কহিলেন, "হে পার্থ! তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, সর্ব্বসমক্ষে আমিও বিশেষরূপে সেই কার্য্য সম্পাদন করিব, তুমি বিস্মিত হইও না।"

তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই চতুর্দ্দিক্ হইতে দর্শকেরা যন্ত্রোৎক্ষিপ্তের ন্যায় সত্বর উত্থিত হইল। কর্ণের তাদৃশ উৎসাহবাক্যে দুর্য্যোধনের প্রীতি এবং অর্জ্জুনের লজ্জা ও ক্রোধের উদ্রেক হইল। তৎপরে দ্রোণের নিদেশানুসারে সংগ্রামপ্রিয় কর্ণ, অর্জ্জুন যেমন অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনিও তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। তখন দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রফুল্লমনে ও সাদরবচনে কহিলেন, "হে মহাবাহো! আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে তুমি এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে কুরুরাজ্য উপভোগ কর।" তদীয় এতাদৃশ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কর্ণ কহিলেন, "প্রভো! বোধ হয়, আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদয়ই সমাধা করিয়াছি, এক্ষণে তোমার সহিত বন্ধুতা করিতে এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে বাসনা করি।" তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, "ভাল, এক্ষণে আমার সহিত বন্ধুতা করিয়া বিষয়ভোগবাসনা চরিতার্থ কর, পরে বিপক্ষপক্ষের মস্তকে পদার্পণ করিয়া পরম-সুখে কালাতিপাত করিও।" দুর্য্যোধনের এইরূপ উদ্ধতবাক্যে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অর্জ্জুন ভ্রাতৃমধ্যে উন্নত ভূধরের ন্যায় অবস্থিত কর্ণকে কহিলেন, "রে কর্ণ! যাহারা অনাহূত হইয়া উপদেশ প্রদান করে ও যাহারা অনাহূত হইয়া কথা কহে, তাহারা যে লোকে

গমন করে, অদ্য তোর প্রাণ সংহার করিয়া তথায় প্রেরণ করিব।” তখন কর্ণ প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে অর্জ্জুন! দেখ, এই রঙ্গভূমি সাধারণের অধিকৃত; সুতরাং ইহার মধ্যে তোমার বিশেষ কোন প্রভুতা নাই। অভ্যাগত ভূপালগণ সকলেই পরাক্রান্ত এবং ধর্ম্ম ও পরাক্রমের অনুসরণ করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, যাবৎ গুরুজন-সমক্ষে শর দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎ আর বিফল শরক্ষেপের আবশ্যকতা নাই।”

অনন্তর অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট ও আশ্লিষ্ট হইয়া সংগ্রামার্থ কর্ণের সম্মুখে গমন করিলেন। সমর-প্রিয় কর্ণ দুর্য্যোধন ও তদীয় ভ্রাতৃগণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন! তদনন্তর ইন্দ্রায়ুধালঙ্কৃত, সৌদামিনী-পরিবেষ্টিত, বলাকাশোভিনী মেঘমালা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ঘোররবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার পর ভগবান্ ভাস্কর পুত্রবৎসল দেবরাজকে রঙ্গস্থল অবলোকন করিতে দেখিয়া সন্নিহিত মেঘমণ্ডলী অপসারিত করিলেন। অর্জ্জুন মেঘের সুশীতল ছায়ায় আচ্ছন্ন এবং কর্ণ আতপতাপে সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। যে দিকে কর্ণ, সেই দিকে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা, যে দিকে অর্জ্জুন, তথায় দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম প্রভৃতি অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে রঙ্গস্থ সমস্ত লোক ও মহিলাগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক পক্ষে পক্ষপাত করিতে লাগিল। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভোজরাজদুহিতা কুন্তী বিমুগ্ধা হইলেন। সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর তাঁহাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া পরিচারিকাদিগকে সুশীতল জল-সেচন দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে আদেশ দিয়া কুন্তীকে আশ্বস্ত করিলেন। কুন্তী সংজ্ঞালাভ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দর্শন করত ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় ও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত হইলেন। তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধকুশলী কৃপ উভয়কে ধনুর্দ্ধারণ করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, “কুন্তীগর্ভ-সম্ভূত মহারাজ পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন। হে মহাবাহো! এক্ষণে তুমি আপনার মাতা ও পিতার নামোল্লেখ কর এবং কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ও কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ, তাহাও সবিশেষ বল। তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে অর্জ্জুন প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন, নচেৎ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না, কারণ, রাজকুমারেরা অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন না।”

এইরূপ অভিহিত হইলে কর্ণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডল বর্ষানীর-পরিক্লিপ্ত সুকোমল পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রোণকে সম্বোধিয়া কহিলেন, “হে আচার্য্য! শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি সৎকুলে সমুদ্ভূত, বীর ও সৈন্য-চালনসমর্থ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা যায়। তথাচ যদি অর্জ্জুন রাজা ব্যতিরেকে অন্যের সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।”

অনন্তর দুর্য্যোধন মহারথ কর্ণকে কাঞ্চনময় পীঠোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্রবিদ্‌ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া লাজ, কুসুম ও সুবর্ণ দ্বারা অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবল কর্ণ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র-ধারণ করিল, উভয় পার্শ্বে চামর-ব্যজন এবং বন্দিগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন অঙ্গরাজ কর্ণ সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, “হে মহারাজ! তোমাকে রাজ্যদানের সমুচিত কি প্রদান করিব? বল, এক্ষণে আমার প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা আছে।” দুর্য্যোধন কর্ণের এইরূপ মধুর বাক্য কর্ণ-গোচর করিয়া কহিলেন, “হে কর্ণ! এক্ষণে তোমার সহিত সখ্য-সংস্থাপন করিবার বাসনা করি।” কর্ণ “তথাস্তু” বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইহেন।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কর্ণের জনক অধিরথ সূত ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও স্খলিতোত্তরচ্ছদ হইয়া কম্পিতকলেবরে সহসা রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করি-

লেন। মহাবীর কর্ণ পিতাকে নিরীক্ষণ করিয়া শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় গৌরবরক্ষার্থে অভিষেকার্দ্র মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পুত্রবৎসল সারথি সসম্ভ্রমে বস্ত্র দ্বারা চরণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কর্ণকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন ও আলিঙ্গন করিলেন এবং অভিষেক-জল-ক্ষালিত তদীয় মস্তক পুনর্ব্বার আনন্দাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। তাহা অবলোকন করিয়া ভীমসেন কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করিয়া হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, "রে সূতনন্দন! রণে অর্জ্জুন-হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করা তোর পক্ষে কোনরূপে শ্রেয়স্কর নহে। বরং শীঘ্রই কুলোচিত বল্গা গ্রহণ কর। রে নরাধম! হুতাশন-সন্নিহিত যজ্ঞীয় হবিঃ যেমন কুক্কুরের অবলেহন-যোগ্য নহে, তদ্রূপ তুইও অঙ্গরাজ্য উপভোগ করিবার উপযুক্ত নহিস্।" তদীয় এতাদৃশ উদ্ধত বাক্যে কর্ণের অধর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল এবং বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি নভোমণ্ডলস্থ সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল দুর্য্যোধন মদমত্ত-কুঞ্জরের ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া ভ্রাতৃমধ্য হইতে সহসা উত্থিত হইলেন এবং সম্মুখে আসীন ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, "হে ভীম! কর্ণের প্রতি এরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত নহে। ক্ষত্রিয়দিগের বলই শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়েরই সহিত যুদ্ধ করিবে; শূরদিগের ও নদীকলাপের প্রভাব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। দেখ, ভগবান্ জ্বলন জলরাশি হইতে উত্থিত হইয়া এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। মহর্ষি দধীচির অস্থি হইতে অসুরকুলনাশক বজ্র উদ্ভূত হইয়াছে। অগ্নি, রুদ্র, গঙ্গা ও কৃত্তিকা, ইহাঁদিগের পুত্র কার্ত্তিকেয় অসাধারণ পরাক্রমশালী: যাঁহারা ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব, কালক্রমে তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন; বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়াও অক্ষয় ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহানুভব দ্রোণাচার্য্য কুম্ভসম্ভব হইয়াও অদ্বিতীয় শস্ত্রধারী হইয়াছেন। গোতমবংশে শরস্তম্ব হইতে গৌতম উৎপন্ন হয়েন; আর তোমাদিগের যেরূপে জন্মলাভ হইয়াছে, তাহা আমাদিগের অগোচর নাই। যেমন মৃগীগর্ভে ব্যাঘ্রের উদ্ভব হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, কবচ ও কুণ্ডলধারী, সর্ব্বলক্ষণসংযুক্ত, সূর্য্যসঙ্কাশ, মহাবীর কর্ণও তদ্রূপ সামান্য ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন নহেন। কর্ণ অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, ইহা অতি সামান্য বিষয়; ইনি মনে করিলে নিজ ভুজবলে ও মদীয় সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে পারেন। কর্ণের রাজ্যলাভ-বিষয়ে যাঁহার বিদ্বেষ থাকে, তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।"

অনন্তর রঙ্গমধ্যে সহসা সাধুবাদ-সহকৃত হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। এই অবসরে সূর্য্যও অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের করগ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরা দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম সমভিব্যাহারে স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। দর্শকমধ্যে কোন ব্যক্তি অর্জ্জুনের, কোন ব্যক্তি কর্ণের, কোন ব্যক্তি দুর্য্যোধনের পরাক্রমের প্রশংসা করিতে করিতে আপনাপন আবাসে প্রস্থান করিল। এই অবসরে দিব্যলক্ষণলক্ষিত অঙ্গরাজ কর্ণকে গর্ভজাত পুত্র বোধে ভোজদুহিতা কুন্তীর অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হইতে লাগিল। কর্ণের সহায়তা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনের অর্জ্জুনভয় তিরোহিত হইল। ধনুর্ব্বেদবেত্তা কর্ণও দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণকে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর বলিয়া স্থির করিলেন।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগকে ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয় দেখিয়া গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। পরে শিষ্যগণকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া কহিলেন, "হে শিষ্যগণ! তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া আনয়ন কর, উহাই তোমাদিগের গুরুদক্ষিণাস্বরূপ হইবে।" শিষ্যগণ "তথাস্তু" বলিয়া গুরুবাক্যে অঙ্গীকার করত তৎক্ষণেই দক্ষিণাদানার্থ আচার্য্য দ্রোণ-সমভিব্যাহারে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া সত্বরে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। অনতিবিলম্বে তথায়

উপনীত হইয়া পাঞ্চালদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত নষ্ট করিলেন এবং মহাতেজাঃ দ্রুপদরাজের রাজধানী উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, মহাবল যুযুৎসু, দুঃশাসন, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন ইহাঁরা ও অন্যান্য অনেকানেক রাজকুমারেরা ব্যগ্রতা সহকারে "আমিই অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব" বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাজকুমারেরা রথারোহণ-পূর্ব্বক সারথি-সমভিব্যাহারে নগরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজমার্গে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সেই অসংখ্য সৈন্য সন্দর্শন ও তাহাদিগের তুমুল কলরব শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে প্রাসাদ হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে মহারাজ যজ্ঞসেন বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। বীরপুরুষেরা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনবরত শরক্ষেপ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞসেন শুভ্রবর্ণ রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঘোররূপে শর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন রাজকুমারদিগের দর্পোদ্রেক দর্শনে পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া দ্রোণকে কহিলেন, "হে দ্বিজেন্দ্র! কুমারগণ আত্মানুরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করুক, পশ্চাৎ আমরা সাহস প্রকাশ করিব; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহারা দ্রুপদরাজকে রণে পরাজয় করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে নগরীর বহির্ভাগে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে দ্রুপদরাজ কৌরবদিগকে লক্ষ্য করিয়া চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিলেন এবং শরজাল বিস্তীর্ণ করিয়া কৌরবী সেনাকে মোহাবিষ্ট করিলেন। কৌরবগণ রথারোহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধোদ্যত লঘুহস্ত একমাত্র দ্রুপদরাজকে ভয়প্রযুক্ত বহু বোধ করিলেন। দ্রুপদের সুতীক্ষ্ণ শর চতুর্দ্দিকে প্রবলবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে স্কন্ধাবার হইতে সিংহনাদ সদৃশ শঙ্খধ্বনি এবং ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি অতি সুমধুর বাদ্য বারংবার ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের শরাসনধ্বনি নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইল। দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, সুবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুঃশাসন ইহাঁরা রোষপরবশ হইয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্জ্জয় দ্রুপদরাজ পার্শ্বদেশে বাণবিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিপক্ষ সেনাগণকে দগ্ধপ্রায় করিলেন এবং দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, মহাবল কর্ণ ও অনেকানেক প্রথিত মহাবীর রাজকুমারদিগকে জর্জ্জরিত করিলেন। তৎপরে পৌরগণ কৌরবদিগকে মুষল ও যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন নগরবাসী আবালবৃদ্ধগণ সেই তুমুল যুদ্ধকোলাহল শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগের প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর পাণ্ডবেরা তাদৃশ ভীষণ ও লোমহর্ষণ কলরব শ্রবণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া মাদ্রীসুত নকুল-সহদেবকে চক্রব্যূহ-রক্ষায় নিয়োগ করিলেন। ভীমসেন গদা ধারণ করিয়া সর্ব্বদা সেনামুখে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে রথারোহণ-পূর্ব্বক তদীয় নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত করিয়া বায়ুবেগে রণস্থলে আগমন করিলেন। তৎপরে ভীমসেন পাঞ্চালরাজের উচ্ছলিত-সাগরসমশব্দায়মান সেনাসাগরমধ্যে দণ্ডধারী অন্তকের ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক কুঞ্জরবল চূর্ণ করিতে ধাবমান হইলেন। অদ্ভুতবীর্য্য অর্জ্জুনও সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় গদা হস্তে লইয়া হস্তিদল সংহার করিতে লাগিলেন। উত্তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গকল্প কুঞ্জরবল ভীমের গদাঘাতে ভগ্নমস্তক হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে ভীম হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসমুদয় ভূমিসাৎ করিলেন। যেমন বনমধ্যে গোপালবালকেরা পশুগণকে দণ্ড দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে, বৃকোদর সেইরূপে রথ ও নাগবল চালনা করিতে লাগিলেন।

যুগান্তানলকল্প মহাবীর্য্য অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের

প্রিয়কার্য্য-সম্পাদনার্থ শরজাল দ্বারা দ্রুপদকলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া রণক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি চূর্ণ করিলেন। অনন্তর পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দেশীয় বীরপুরুষেরা সাতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্‌ হইতে নানাবিধ বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিল এবং সিংহনাদ করত অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। ফলতঃ এই যুদ্ধ দেখিতে অতি অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। বীরগণের সিংহনাদ দেবরাজ ইন্দ্রেরও নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন শরজালে সকলকে আচ্ছন্ন ও বিমুগ্ধ করিয়া পাঞ্চালদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি উপর্য্যুপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন, সুতরাং বিপক্ষেরা তাঁহার গাত্রে আঘাত করিতে নিতান্ত অক্ষম হইল। এই অবসরে সিংহনাদ-সহকৃত সাধুবাদ উত্থিত হইল। [illegible]রে শম্বরাসুর যেমন ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই প্রকার পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সত্যজিতের সহিত অতি সত্বরে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন শরবর্ষণ দ্বারা পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদকে আচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর পাঞ্চাল-সৈন্যমধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। মৃগরাজ সিংহ যেমন অরণ্যমধ্যে যূথপতি হস্তীকে শীকার করিতে উদ্যত হয়, সত্যবিক্রম সত্যজিৎ অর্জ্জুনকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সেইরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎ-পরে পাঞ্চালরাজ এক শত শরদ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন বাণ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াও মহাবেগে শরাসন অকর্ষণপূর্ব্বক সত্যজিতের ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া দ্রুপদের প্রতি অভিগমন করিলেন। অনন্তর সত্যজিৎ অপর এক ধনুগ্রহণ করিয়া অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত সত্বরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহাকে এইরূপ পরাক্রম-প্রকাশ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনের অন্তঃকরণে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তৎপরে অর্জ্জুন তাঁহার প্রাণসংহারার্থ সত্বর শর পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা তদীয় অশ্ব, ধ্বজ, ধনু, পার্ষ্ণি ও সারথি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ধনু ছিন্ন হইলে সত্যজিৎ অপর এক ধনুগ্রহণ করিলেন এবং রথে পুনর্ব্বার অশ্ব-যোজনা করিলেন, কিন্তু তিনি অর্জ্জুনের সম্মুখে যাইতে সাহস করিতে পারিলেন না। দ্রুপদ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখিয়া প্রবলবেগে অর্জ্জুনের উপর শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও দ্রুপদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। পরে অর্জ্জুন দ্রুপদের ধনু ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিয়া পাঁচ বাণ দ্বারা তদীয় অশ্ব ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া করে করবাল ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং অকুতোভয়ে স্বীয় রথ হইতে লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের রথে আরোহণ ও তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।

পাঞ্চালদেশীয় বীরপুরুষেরা দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সৈন্যমধ্যে আপনার বাহু-বল প্রদর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজকুমারেরা অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া সকলে সমবেত হইয়া দ্রুপদ-নগরী মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অর্জ্জুন ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আর্য্য! রাজসত্তম দ্রুপদ কুরুবীরদিগের আত্মীয়, তাঁহার সৈন্য সংহার না করিয়া গুরুদক্ষিণা-প্রদানের চেষ্টা করুন।" মহাবল ভীমসেন এইরূপে নিবারিত হইয়া সৈন্যাবমর্দ্দে ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু উপস্থিত যুদ্ধে কিঞ্চিন্মাত্র তৃপ্তিলাভ করিতে পারি-লেন না। পরিশেষে তাঁহারা রণস্থল হইতে দ্রুপদ-রাজ ও তাঁহার সচিব উভয়কে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকটে উপহার প্রদান করিলেন। দ্রোণা-চার্য্য দ্রুপদরাজকে ভগ্নদর্প, হৃতসর্ব্বস্ব ও বশতাপন্ন দেখিয়া পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে দ্রুপদ-রাজ! আমার আদেশানুসারে তোমার রাষ্ট্র ও নগরী বিমর্দ্দিত হইয়াছে এবং তোমার জীবনও বিপক্ষ-পক্ষের হস্তগত দেখ, এক্ষণে তুমি সখ্যতা সহকারে কি বাসনা কর? আমি তাহা সফল করিব।" এই কথা কহিয়া দ্রোণ হাস্যমুখে পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে বীর!

তুমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করিও না, আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায় তোমার সহিত একত্র ক্রীড়া করিয়াছিলাম সেই কারণে তোমার প্রতি আমার অন্তঃকরণে স্নেহ ও প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া আছে। হে মহারাজ! তোমার সহিত পুনরায় সখ্যভাব সংস্থাপন করিবার বাসনা করি; এজন্য তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, আমার বরপ্রভাবে পুনর্ব্বার রাজ্যার্দ্ধ লাভ করিবে। তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, যে ব্যক্তি রাজা নহে, সে রাজার সখা হইতে পারে না। হে যজ্ঞসেন! এই কারণে তোমাকে পুনরায় রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলাম। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলের অধিপতি হইলে এবং আমি উত্তরকূল-শাসনে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি তোমার ইহাতে প্রবৃত্তি হয়, তবে আমার সহিত সখ্যতা কর।" দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রুপদ কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! প্রবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা ব্যক্তি যে এরূপ আচরণ করেন, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। আমি মহাশয়ের বাক্যে পরমপ্রীত হইলাম। অদ্যাবধি আমি নিত্যকাল আপনার প্রসন্নতালাভের বাসনা করি।"

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদবাক্যে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মোচন করিয়া দিলেন এবং প্রসন্নমনে তাঁহাকে সৎকার করিয়া রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। দ্রুপদ বিমগ্নমনে গঙ্গার উপকূলে জনপদসম্পন্ন মাকন্দী নগরী ও কাম্পিল্যপুরী শাসন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য এইরূপে দ্রুপদকে পরাভব করিয়া চর্ম্মণ্বতী নদীর দক্ষিণ-পাঞ্চালদেশ আপন অধিকারে আনিলেন। দ্রুপদ পরাভূত হইয়া আপনাকে অপেক্ষাকৃত নিতান্ত হীনবল বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং স্বীয় বলবীর্য্যে আচার্য্য দ্রোণকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য নিশ্চয় করিয়া অলৌকিক ব্রাহ্মবলে পুত্রলাভ করিবার বাসনায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রোণাচার্য্য অহিচ্ছত্রানগরীর অধীশ্বর হইয়া রাজশাসন ও প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুন জনপদসম্পন্ন অহিচ্ছত্রাপুরী জয় করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিয়াছিলেন।

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া স্বকীয় অসাধারণ ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ঋজুতা, অনৃশংসাচার, ভৃত্যানুকম্পা, স্থির সৌহার্দ্দ প্রভৃতি সদ্গুণ দ্বারা অনতিদীর্ঘকালমধ্যে নিজ পিতার মহীয়সী কীর্ত্তি এককালে তিরোহিত করিলেন। ভীম-পরাক্রম ভীমসেন ভগবান্ বলদেব হইতে অসিচর্য্যা, গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশংবদ হইয়া রহিলেন। অর্জ্জুন প্রগাঢ় দৃঢ়মুষ্টি ছিলেন। লক্ষ্যবেধে তাঁহার বিলক্ষণ পটুতা ছিল; তিনি ক্ষুরপ্র, নারাচ, ভল্ল, বিপাটন প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র-নিক্ষেপ-বিষয়ে সম্যক্ লাঘব ও সৌষ্ঠব জন্মিয়াছিল। জীব-লোকে অর্জ্জুনের তুল্য বলবান্ আর কেহই নাই, দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

একদা দ্রোণ কৌরবী সভায় অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমার গুরু অগ্নিবেশ অগস্ত্যের নিকটে ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'বৎস! আমি তপোবলে ব্রহ্মশিরাঃ নামে যে অমোঘ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে তাহা শিষ্যপরম্পরায় প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, ইহার প্রভাবে পৃথিবী দগ্ধ হইতে পারে।' গুরুদেব অস্ত্রগুণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া প্রদানকালে আমাকে এই বলিয়া নিষেধ করেন, 'বৎস! তুমি এই অস্ত্র কদাচ মনুষ্যের ও ক্ষীণবীর্য্য জীবের উপর প্রয়োগ করিও না।' এক্ষণে এই দিব্যাস্ত্র-প্রদানের তুমিই উপযুক্ত পাত্র, আর কাহাকেও ইহার যোগ্য দেখিতেছি না; কিন্তু বৎস! মুনি যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, সাবধান, যেন তাহার অন্যথা না হয়। জ্ঞাতি-সম্প্রদায়-সমক্ষে তোমাকে আরও কিছু গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে।"

অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন। তৎপরে আচার্য্য পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! রণস্থলে তুমি আমার প্রতিযোদ্ধা হইবে, ইহাও অঙ্গীকার কর।" অর্জ্জুন "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার চরণগ্রহণপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জীবলোকে অর্জ্জুনের তুল্য আর দ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর নাই, এই প্রশংসাবাদ সর্ব্বত্র উত্থিত হইল। ফলতঃ অর্জ্জুন গদাযুদ্ধ, অসিচর্য্যা, রথ ও ধনুর্যুদ্ধে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। ন্যায়পর সহদেব উশনাপ্রণীত নীতিশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশংবদ হইয়া রহিলেন। ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রীতিভাজন নকুল দ্রোণাচার্য্যোপদেশে বিবিধ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া বিচিত্র যোদ্ধা ও অতিরথ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা গন্ধর্ব্বদিগের উপপ্লবকালে রণস্থলে যবনরাজ সৌবীরকে সংহার করিয়াছিলেন। সৌবীর বৎসরত্রয়ব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা কুরুদিগের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন। বিচিত্রবীর্য্য এবং মহারাজ পাণ্ডু যাহাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, মহাবীর অর্জ্জুন নিজ বাহুবলে সেই বিতুলনামা সৌবীরকে শাসন করিলেন। তাঁহার শরপ্রহারে সংগ্রামপ্রিয় দত্তামিত্র বলিয়া বিখ্যাত সুমিত্র-নামা সৌবীরক শাসিত হইয়াছিল। অর্জ্জুন ভীমসেনের সাহায্যে এক রথেই অসুতরথ ও পশ্চিমদেশবাসিদিগকে পরাজয় করেন। তৎপরে সেই রথেই আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকও জয় করিলেন এবং পরাজিত রাজমণ্ডলীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুরুরাজ্যে আনয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে মহানুভব পাণ্ডবেরা এইরূপে অনেকানেক ভূপালগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন।

পাণ্ডবদিগের বাহুবল অলৌকিক বিবেচনা করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত সমুদয় সাধুভাব নিতান্ত দূষিত হইল। তিনি তদ্দ্বেষয়িণী বলবতী চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রদিগকে বলদর্পিত দেখিয়া অত্যন্ত কাতর ও একান্ত চিন্তান্বিত হইলেন। তৎপরে মন্ত্রজ্ঞ নীতিনিপুণ মন্ত্রিবর কণিককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! পাণ্ডবেরা নিত্য উৎসন্ন, এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় অসূয়াপরবশ হইতেছি; অতএব তাহাদিগের সহিত সন্ধিবিগ্রহের অন্যতর কি ব্যবহার করিব, তুমি নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার কথার অন্যথা করিব না।" প্রসন্নমনা নীতিশাস্ত্রবিশারদ মন্ত্রিবর ভূপালের আদেশ পাইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে কহিলেন, "মহারাজ! আমি যাহা কহি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, কিন্তু মহারাজ! আমার বাক্য নিতান্ত অপ্রিয় হইলে ও রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না। রাজার নিরবচ্ছিন্ন দণ্ড বা নিয়ত পৌরুষ প্রকাশ করা উচিত নহে। যাহাতে প্রতিপক্ষেরা কোষ-বলাদির কোন অনুসন্ধান লইতে না পারে, এমন বিষয়ে তাঁহার সতত সাবধান থাকা আবশ্যক। তিনি শাস্ত্রানুসারে বিপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর হইবেন এবং জনগণের ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি পাপের নিয়ত অনুসন্ধান করিবেন। রাজা প্রতিনিয়ত উদ্যতদণ্ড হইলে লোকে ভীত হইয়া গর্হিত কর্ম্মের প্রারম্ভ পরিত্যাগ করে, এই কারণে তিনি দণ্ড দ্বারা সর্ব্বকার্য্যের সমাধা করিবেন। রাজার আত্মচ্ছিদ্র গোপন ও পরচ্ছিদ্রের অনুসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাঁহার সহায়, সাধন ও উপায় প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গের গোপন ও আত্মকৃত নিন্দিত ব্যাপারের সংবরণ করা একান্ত বিধেয়। কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া নিঃশেষে তাহার সমাধা করা রাজার পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য; কারণ, অসম্যক্ উচ্ছিন্ন সামান্য কণ্টকও কালক্রমে ব্রণকারণ হইয়া উঠে। অপকারী শত্রুকে বধ করাই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আপৎকাল উপস্থিত হইলে অসংশয়িতচিত্তে যুদ্ধবিক্রম প্রকাশ বা পলায়ন, যাহাতে আপনার [illegible], তাহাই করিবেন। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও [illegible]; কারণ, সামান্য অগ্নিকণাও সমুদয় বন ভস্মসাৎ [illegible]

পারে। সময়বিশেষে রাজা শত্রুর অত্যাচারে দৃষ্টি-পাত ও কর্ণপাত না করিয়া অন্ধ ও বধির হইয়া থাকি-বেন। শরাসন তৃণতুল্য অসার বিবেচনা করিয়া পরি-ত্যাগ করিবেন এবং মৃগের ন্যায় সাবধান হইয়া আত্ম-রক্ষা-বিষয়ে যত্নশালী হইবেন; তৎপরে সামাদি উপায় দ্বারা শত্রুকে বশে আনিয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন; কিন্তু সে যদি শরণাপন্ন হয়, তথাচ তাহার প্রতি কদাচ অনুকম্পা প্রদর্শন করিবেন না। পরিচারকদিগকে প্রাণনাধিক অর্থদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়া শত্রু ও পূর্ব্বাপকারীকে বিনষ্ট করিবেন। শত্রু সংহার করিতে পারিলে নির্ভীক ও নিরুদ্বিগ্ন হওয়া যায়। শত্রুপক্ষীয়দিগকে যত বিনষ্ট করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কদাচ ত্রুটি করিবেন না। প্রথমতঃ যাহাতে প্রত্যহ প্রতিপক্ষের মূলোচ্ছেদ হয়, এমন চেষ্টা পাই-বেন, পরে তাহার সহায় ও তৎপক্ষদিগকে বিনাশ করিবেন; সমূলোচ্ছেদন হইলে তদুপজীবী সকলে অনায়াসে বিনাশিত হয়। মহারাজ! বনস্পতি সমূলে উন্মূলিত হইলে তাহার শাখা-পল্লব বা পত্রসকল কি আর পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত থাকিতে পারে? রাজা একাগ্রচিত্তে নিজাভিসন্ধি গোপন করিয়া সর্ব্বদা পর-চ্ছিদ্র-দর্শনে তৎপর হইবেন। নিত্যোদ্বিগ্ন হইয়া শত্রুর প্রতি সমাক্ ব্যবহার করিবেন। অগ্ন্যাধান, যজ্ঞানুষ্ঠান, কাষায়বস্ত্র পরিধান ও জটাজিন দ্বারা লোকদিগকে বিশ্বাসিত করিয়া পরে বকের ন্যায় স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। অর্থসংগ্রহ-বিষয়ে শৌচই অঙ্কুশস্বরূপ হয়, তদ্দ্বারা ফলবতী শাখা আনমিত করিয়া সুপক্ক ফল গ্রহণ করিবেন। কারণ, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যদবধি সময় আগত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত শত্রুকে স্কন্ধে বহন করিবেন। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে, যাদৃশ মৃণ্ময় ঘটকে প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিলে চূর্ণ করা যায়, তাদৃশ অপকারী শত্রুকে বিনাশ করিবে। বহুভাষী ও কৃপণ শত্রুকে পরিত্যাগ করিবে না এবং তাহার প্রতি প্রসন্নভাব-প্রদর্শন করাও নিতান্ত নিষিদ্ধ; প্রত্যুত যেরূপে হউক, তাহাকে বিনষ্ট করিবে। অধিক কি, সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড এই সমস্ত উপায় দ্বারাও শত্রু সংহার করা বিধেয়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে শান্তিলাভ হয়।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে কণিক! সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা কি প্রকারে শত্রুসংহার করা যাইতে পারে, তুমি আমার নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বল।" কণিক কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বকালে নীতিশাস্ত্র-বিশারদ অরণ্যবাসী জম্বুকের যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন বনে এক শৃগাল ব্যাঘ্র, উন্দুর, বৃক ও নকুল, এই চারি বন্ধুর সহিত একত্র বাস করিত। জম্বুক অতি-শয় ধূর্ত্ত, বুদ্ধিমান্ ও স্বার্থপরায়ণ ছিল। তাহারা একদা বনমধ্যে যূথপতি এক মৃগকে লক্ষ্য করিয়া বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মৃগ অতিশয় বলবান্, এই নিমিত্ত তাহারা সহসা আপন অভীষ্টসাধনে নিতান্ত অশক্ত হইলে, পরিশেষে জম্বুক কহিল, 'হে ব্যাঘ্র, এই মৃগ অতিশয় বুদ্ধিশালী, যুবা ও বেগবান্; সুতরাং তুমি বারংবার যত্ন করিলেও ইহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারিবে না; অতএব যে সময়ে ঐ মৃগ শয়ান থাকিবে, সেই অবসরে মূষিক গিয়া ঐ হরিণের পদদ্বয় ভক্ষণ করুক, তাহা হইলে ব্যাঘ্র অনায়াসে উহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে। তৎপরে আমরা সকলে সমবেত হইয়া প্রফুল্লমনে ভক্ষণ করিব।' তাহারা সকলে একতানমনে জম্বুকের পরামর্শে সম্মত হইল। অনন্তর তাহাদিগের আদেশানুসারে মূষিক গিয়া মৃগের পদদ্বয় ভক্ষণ করিলে ব্যাঘ্র তাহাকে বধ করিল। তখন জম্বুক মৃগকলেবর অবনীতলে বিচেষ্টমান দেখিয়া কহিল, 'অহে! তোমরা সকলে স্নান করিয়া আইস, আমিই ইহা রক্ষা করিতেছি।' তাহারা শৃগালের বাক্যানুসারে স্নানার্থ নদীতীরে গমন করিল; শৃগালও চিন্তাকুল হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল ব্যাঘ্র সর্ব্বাগ্রে স্নান করিয়া আগমন করিল এবং শৃগালকে চিন্তাক্রান্ত দেখিয়া কহিল, 'হে জম্বুক ভাই! আমাদিগের মধ্যে তুমিই এক-মাত্র বুদ্ধিজীবী; তুমি কি কারণে শোক করিতেছ?'

আইস, আমরা মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়া বিহার করি।' তখন জম্বুক কহিল, 'হে মহাবাহো! মূষিক যাহা কহিয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি স্নান করিতে গেলে সে অহঙ্কার-পরতন্ত্র হইয়া আমাকে কহিল, আমিই অদ্য সেই মৃগকে বধ করিয়াছি, ব্যাঘ্রের বল-বিক্রমে ধিক্! আজ আমারই ভুজবলে তোমাদিগের তৃপ্তিসাধন হইবে। বলিতে কি, সে গর্ব্বপূর্ব্বক এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল, এই কারণে মৃগমাংস-ভক্ষণে আমার আর তাদৃশ প্রীতি হয় নাই।' তখন ব্যাঘ্র ক্রোধভরে কহিল, হে জম্বুক! যদি সত্যই সে এইরূপ কহিয়া থাকে, ভাল, তুমি যথাকালে আমাকে প্রবোধিত করিয়াছ। আমি অদ্য বাহুবলে বনচরদিগকে বিনাশ করিব। চলিলাম, তুমি তথায় পর্য্যাপ্ত মাংস ভক্ষণ করিবে।' এই বলিয়া ব্যাঘ্র বন-মধ্যে প্রস্থান করিল।

এই অবসরে মূষিক সহসা উপস্থিত হইল। শৃগাল তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, 'হে মূষিক! তোমার মঙ্গল হউক। বৃক যাহা কহিয়াছে, শুন। তুমি স্নান করিতে গেলে সে কহিল, এই মৃগ-মাংস ভক্ষণ করিতে আমার অভিরুচি নাই, এক্ষণে আমার এই মাংস বিষ বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার মত হইলে আমি এখনই মূষিককে গিয়া ভক্ষণ করি।' এই কথা শুনিবামাত্র মূষিক অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রাণ-ভয়ে সত্বরে বিবরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছু কাল পরে বৃক স্নান করিয়া তথায় আগত হইল। জম্বুক তাহাকে দেখিয়া কহিল, 'ভাই! ব্যাঘ্র তোমার উপর অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং তোমার অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তিনি কলত্রসহকারে সত্বরে এখানে আসিতেছেন; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর।' তখন পিশিতাশন বৃক শৃগালের এইরূপ কথা শুনিয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন করিল। এই অবসরে নকুল কৃতস্নান হইয়া তথায় আগমন করিল। জম্বুক তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, 'অহে নকুল, আমি নিজ ভুজবলে সকলকে পরাজয় করিয়াছি। পরাজিত হইয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এক্ষণে আমার সহিত যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ইচ্ছাগত মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে পাইবে।' তখন নকুল কহিল, 'হে জম্বুক! ব্যাঘ্র, বৃক ও বুদ্ধিমান্ মূষিক যখন তোমার নিকটে পরাজিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ সন্দেহ নাই; অতএব তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আমার আর উৎসাহ নাই; চলিলাম', এই বলিয়া নকুলও পলায়ন করিল। এইরূপে জম্বুক অসাধারণ বুদ্ধিবলে সকলকে বিদায় করিয়া পরমসুখে মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়াছিল। যে রাজা এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি চিরকাল সুখভোগ করিয়া থাকেন। ভীত ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন, বীরের নিকটে বিনয়ভাব, লুব্ধকে অর্থদান, সম বা ন্যূন ব্যক্তিকে বল প্রকাশ করিয়া বশীভূত করিবে। মহারাজ! আরও কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা এবং গুরুও যদি শত্রুর ন্যায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তৎক্ষণেই তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। শত্রুকে শপথ, অর্থদান, বিষপ্রয়োগ বা মায়াপ্রকাশ করিয়া বিনাশ করা বিধেয়; কদাচ উপেক্ষা করিবে না; কিন্তু যদি জিগীষাসম্পন্ন উভয় পক্ষই তুল্য-বল ও তুল্য উপায়বশতঃ সন্দিহান হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যিনি তন্মধ্যে গাঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে জয়শ্রীলাভের প্রত্যাশা করেন, তাঁহারই অভ্যুদয় জানিবেন। আর যদি গুরুও অবলিপ্ত, কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানশূন্য, নিতান্ত নিন্দনীয় ও কুপথগামী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারও শাসন করা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। ক্রোধোদ্রেক হইলেও কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না, সর্ব্বদা সহাস্য-আস্যে সকলকে সাদর-সম্ভাষণ করিবে। কোপাক্রান্ত হইয়া কখন অন্যের অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না। প্রহারোদ্দেশে বা প্রহারকালে লোকের প্রতি প্রীতি-বাক্য প্রয়োগ করিবে। প্রহার করিয়া কৃপাপ্রদর্শন এবং প্রহারবেগে প্রহৃতব্যক্তি কাতরোক্তি দ্বারা শোক বা রোদন করিলে বিলাপ ও পরিতাপ করা বিধেয়। শান্তবাক্য, ধর্ম্মোপদেশ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা শত্রুকে আশ্বস্ত করিবে। এইরূপ অনুকম্পা-প্রদর্শন করিলেও যদি পথিমধ্যে শত্রু সদাচারের অন্যথাচরণ করে, তাহা হইলে অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রহার করিবে; ইহাতে অধর্ম্ম স্পর্শিবে না। যেমন কৃষ্ণবর্ণ

যেমন উন্নত মহাধনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন শাস্ত্রানুসারী ব্যক্তি ধর্ম্মবলে পরিবৃত হইয়া থাকেন। সেবকগণ অপরাধী হইলেও দোষী বলিয়া পরিবর্জিত ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। যাহার পক্ষে বল অপহৃত হইয়াছে, তাহার গৃহে অগ্নি প্রদান করিবে, আর নিন্দক, নাস্তিক ও চৌরগণকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিবে। অশঙ্কিত ও শঙ্কিত উভয় হইতেই সর্ব্বদা শঙ্কা করা উচিত; কিন্তু অশঙ্কিত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করিবে না, যেহেতু, বিশ্বস্ত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। আপনার ও অন্যের বিধানানুসারে চর নিযুক্ত করিবে। পাষণ্ড ও তাপস প্রভৃতিকে বিপক্ষের রাজধানীতে প্রেরণ করা বিধেয়। উদ্যান, বিহারস্থান, দেবতায়তন, পানাগার, পথ, সর্ব্বতীর্থ, চত্বর, কূপ, পর্ব্বত, বন, সর্ব্বসমবায় ও নদী-তীরে মন্ত্রণা করিবে। হৃদয়ে ক্ষুরধার রাখিয়াও সর্ব্বদা সহাস্যমুখে মিষ্ট-বাক্যে বিনীতভাবে সম্ভাষণ করিবে। কিন্তু কদাচ কোন ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না। যিনি ঐহিক সম্পত্তির প্রত্যাশা করেন, তিনি দানশীল ভূপতির নিকটে করপুটে প্রার্থনা, শপথ, সান্ত্ববাদ, পাদবন্দন ও আশা করিবেন। কেহ কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে অগ্রে বাক্যেতে তাহাকে নিরাশ করিবে না, কিন্তু প্রদানকালে নানাপ্রকারে বিঘ্নানুষ্ঠান করিবে। প্রার্থীকে নানাপ্রকারে আশা প্রদান করিবে; কিন্তু কখন প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবে না। যদি কখন তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ কর, তাহাও সত্বরে করা অবিধেয়। ত্রিবিধ পীড়া ও ফলসিদ্ধি আছে, তন্মধ্যে ফল শুভ ও পীড়া অশুভ; অতএব পীড়া পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষের অর্থ ও কাম দ্বারা চিত্তবৈকল্য জন্মে, অর্থলোভীর ধর্ম্ম ও কাম দ্বারা এবং কামাসক্তের অর্থ ও ধর্ম্ম দ্বারা পীড়া জন্মে। নিরহঙ্কার, অভিনিবিষ্ট, বিশুদ্ধস্বভাব ও অসূয়াশূন্য হইয়া সান্ত্ববাদপ্রয়োগ ও সর্ব্ব-বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিবে; যাহা করিলে আপনার দীনভাবমোচন হয়, মৃদুই হউক আর দারুণই হউক, তাহা অবশ্য করিবে এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। সংশয়ারূঢ় না হইলে শুভলাভের প্রত্যাশা নাই, সংশয়ারূঢ় হইয়া যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হয়। শোক-সন্তাপ দ্বারা যাহার বুদ্ধি-বৃত্তি কলুষিত হইবে, নল ও রামাদির উপাখ্যানকথন দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিবে; নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা-প্রদর্শন ও পণ্ডিতকে ধন-দানাদি দ্বারা সান্ত্বনা করিবে। যিনি শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক কৃতকার্য্যের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনি বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পতিত ও প্রতিবুদ্ধ হয়েন। অসূয়াপরবশ না হইয়া যত্নপূর্ব্বক নিজ মন্ত্রণা গোপন করিয়া রাখিবে এবং রোষাবেশ সংবরণ করিয়া চরদ্বারা সর্ব্ববিষয় অবধারণ করিবে। পরমর্ম্মবিদারণ, দারুণ কর্ম্ম-সম্পাদন ও শত শত শত্রু সংহার না করিয়া মনুষ্য কখনই মহতী শ্রী লাভ করিতে পারে না। শত্রুসৈন্য কর্ষিত, ব্যাধিত, ক্লিন্ন, অন্নপানবিবর্জ্জিত, বিশ্বস্ত ও মন্দ হইলেও প্রহার করিবে। অর্থী অর্থীর নিকটে উপস্থিত হয় না। যদিও তাহাদের অভিলাষ সফল হয়, তথাচ উভয়ের সখ্য-সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। সহায় সংগ্রহ ও শত্রুর সহিত বিগ্রহ করিতে যত্ন করিবে। সম্পদ্-লাভের ইচ্ছা ও তদ্বিষয়ে প্রভূত উৎসাহ প্রদর্শন করা বিধেয়। এইরূপ লোকের কার্য্য কি শত্রু, কি মিত্র কেহই কিছুমাত্র অবধারণ করিতে পারে না, কেবল কার্য্যের উদ্‌যোগ ও পর্য্যবসানমাত্র প্রত্যক্ষ করে। যদবধি ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভয়কে ভয় করিবে; কিন্তু ভয় আগত হইলে স্থিরচিত্তে প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিবে। দণ্ডারত্ত শত্রুকে যে রাজা ধনমানাদি প্রদান পূর্ব্বক অনুগ্রহ করেন, তিনি আপনার মৃত্যু সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

অনাগত কার্য্যকেও অচিরাগত বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করিবে, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ আপনার উদ্দেশ্য-সাধনে কদাচ উপেক্ষা বা অনাদর প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। সম্পদ্‌লাভার্থে যত্ন-

পূর্ব্বক স্বীয় উৎসাহবর্দ্ধন করিবে ও দেশ-কাল বিভাগ করিয়া পারলৌকিক কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ পর্য্যায়ক্রমে সেবা করিবে; কারণ, দেশ-কাল বিবেচনা করিলে শ্রেয়োলাভ হওয়া দুষ্কর। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কদাচ উপেক্ষা করিবে না; কারণ, তাহারাই আবার কালক্রমে শত্রুভাব বদ্ধমূল করিতে পারে। যেমন বনমধ্যে বহ্নি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কালসহকারে তাহাদিগের দলপুষ্টি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আপনাকে সন্ধুক্ষিত ও উত্তেজিত করেন, তিনি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমূহ শত্রুকে এককালে বিনাশ করিতে পারেন। প্রথমতঃ অর্থীকে বহুকালব্যাপিনী আশা প্রদান করিবে; কাল উপস্থিত হইলে বিঘ্নের কথা উত্থাপন করিবে; নিমিত্ত দ্বারা বিঘ্ন ও হেতু দ্বারা নিমিত্ত প্রকাশ করিবে। শত্রুসংহারকারী রন্ধ্রানুসারী অতি দারুণ সহায়সংগ্রাহী ছদ্মবেশী রাজা ক্ষুরের ন্যায় শত্রুর প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, অতএব মহারাজ! পাণ্ডব বা অন্য যে কেহ হউক না কেন, তাঁহাদিগের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিলে আপনি কখনই বিপদে পড়িবেন না এবং নির্ব্বিবাদে আপনার কার্য্য-সাধন করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ আপনি সর্ব্বকল্যাণসম্পন্ন ও কুলশীলবিশিষ্ট; অতএব পাণ্ডুনন্দন হইতে আপনাকে রক্ষা করুন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কহিলাম, আপনি পুত্র-সমভিব্যাহারে পরামর্শ করিয়া যাহা শ্রেয়স্কল্প হয়, করুন।” মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কণিক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রও তদবধি নিতান্ত শোকাকুল হইলেন।

সম্ভবপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

জতুগৃহ-পর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর সুবলনন্দন শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ দুষ্টমন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিল এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে দগ্ধ করিতে মনস্থ করিল। তত্ত্বদর্শী মহাত্মা বিদুর আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা ঐ পামরগণের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। ঐ মহাত্মা পাণ্ডবগণের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কুন্তী কুমারগণ-সমভিব্যাহারে অনায়াসে পলায়ন করুন, এই অভিপ্রায়ে তিনি একখানি নৌকা প্রস্তুত করাইলেন। ঐ তরণী বাতসহ যন্ত্রযুক্ত, পতাকাসুশোভিত ও সুদৃঢ়; বায়ুবেগোত্থিত প্রবলসমুন্নততরঙ্গও উহাকে হঠাৎ মগ্ন করিতে পারে না। নৌকা প্রস্তুত হইলে বিদুর কুন্তীর নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, “হে শুভে! কুরুকুলের কীর্ত্তিনাশক বিপরীতবুদ্ধি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র নিত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব তুমি এই উত্তালতরঙ্গবেগসহা তরণী আরোহণ করিয়া সন্তানগণ-সমভিব্যাহারে ত্বরায় পলায়ন কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের প্রাণরক্ষা হইবে, নচেৎ আর নিস্তার নাই।” কুন্তী বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুমারগণ-সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। পরে বিদুর-দত্ত ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পরম-রমণীয় কাননে প্রবেশ করিলেন। এ দিকে এক নিষাদী পঞ্চপুত্র-সমভিব্যাহারে পুরোচন-নির্ম্মিত জতুগৃহে শয়ানা ছিল। ঐ রজনীতে পুরোচন সেই জতুগৃহে বহ্নি প্রদান করিল, সুতরাং উহারা ছয় জন ভস্মসাৎ হইয়া গেল এবং দুর্ম্মতি ম্লেচ্ছাধম পুরোচনও ভস্মাবশেষ হইল। নিষাদী ও তাহার পঞ্চপুত্র ভস্মীভূত হওয়াতে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বোধ করিল, কুন্তী পঞ্চপুত্র-সমভিব্যাহারে অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বিদুরের পরামর্শানুসারে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। যাহা

হউক, বারণাবতস্থ লোকেরা জতুগৃহ দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, পাণ্ডবগণের গুণরাশি স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি শোক করিতে লাগিল। পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে এই সমাচার পাঠাইল, "হে কৌরব! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আর ভয় নাই, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ; এক্ষণে পুত্রগণসমভিব্যাহারে নিঃশঙ্কচিত্তে রাজ্যভোগ কর।" ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞাতিসমবেত পাণ্ডবগণের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তদনন্তর ভীষ্ম ও বিদুর বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! জতুগৃহ-দাহ ও তাহা হইতে পাণ্ডবগণের পরিত্রাণ-বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। হে ব্রহ্মন্! জতুগৃহ-দাহ অতিশয় দুষ্কর্ম্ম ও নিতান্ত নৃশংস ব্যাপার; উহা শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিশেষ বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! যেরূপে জতুগৃহ দগ্ধ হয় এবং পাণ্ডবগণ তাহা হইতে মুক্ত হন, তৎসমুদয় সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভীমসেনকে মহাবলপরাক্রান্ত ও অর্জ্জুনকে কৃতবিদ্য দেখিয়া সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইল। দুরাত্মা কর্ণ ও শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের হিংসা করিতে লাগিল। পাণ্ডবেরাও বিদুরের মতানুসারে উহার উদ্ভাবন করিতেন না, কেবল যখন যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত, যথাসাধ্য তাহার প্রতীকার করিতেন। এ দিকে যাবতীয় পুরবাসীরা পাণ্ডবগণকে অশেষ-গুণসম্পন্ন দেখিয়া সভামধ্যে তাঁহাদের গুণগ্রাম বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কি সভামণ্ডপে, কি চত্বরে, একত্র হইলেই কহে যে, "মহাত্মা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠতনয় যুধিষ্ঠির রাজ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র। প্রজ্ঞা-চক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পূর্ব্বে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, তবে তিনি কি বলিয়া এক্ষণে ভূপতি হইবেন? সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাব্রত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রাজ্য লইবেন না বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তিনিও রাজ্যভার বহন করিবেন না; অতএব আমরা যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ তরুণবয়স্ক ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবজ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষেক করিব। সেই ধর্ম্মাত্মা সত্যশীল, কারুণ্যসম্পন্ন ও বেদবেত্তা; তিনি অবশ্যই শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও পুত্রগণসমবেত ধৃতরাষ্ট্রকে যথোচিত পূজা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ রাজভোগ প্রদান করিবেন।" মূঢ়মতি দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরানুরক্ত পৌরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও ঈর্ষান্বিত হইল এবং সত্বরে স্বীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে একাকী দেখিয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে পিতঃ! পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে; রাজ্যভোগপরাঙ্মুখ ভীষ্মেরও উহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। হে নরনাথ! পৌরবর্গের মুখে এই অশ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত মনোব্যথা হইতেছে। দেখুন, পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু গুণবান্ বলিয়া পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন, আপনি জন্মান্ধতাপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্য-লাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তৎপরে তৎপুত্র, তদনন্তর তদীয় পৌত্র, এইরূপে ক্রমশঃ পাণ্ডুবংশীয়েরাই সুখসাম্রাজ্য ভোগ করিতে রহিল। আমরা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে রাজবংশে থাকিয়া জনগণের নিকট হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিব। পরপিণ্ডোপজীবী লোকেরা সর্ব্বদা নরক ভোগ করে, অতএব হে রাজন্! যাহাতে আমরা ঐ নরক হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ কোন পরামর্শ করুন। হে মহারাজ! যদি আপনি পূর্ব্বে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে প্রজাগণ যতই অবশ হউক না কেন, আমরা অবশ্যই রাজত্ব লাভ করিতে পারিতাম।"

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রজ্ঞাচক্ষু নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের এবং কণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া

দোলাচলচিত্ত ও যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন কয়েকজন একত্র বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণা সমাপ্ত হইলে দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে কহিল, "হে তাত! যদি আপনি সুনিপুণ কোন কৌশল দ্বারা পাণ্ডবগণকে এখান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া বারণাবত নগরে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আর তাহাদিগের হইতে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।"

ধৃতরাষ্ট্র তদীয় বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডু সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের, বিশেষতঃ আমার প্রতি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। তিনি আপনার ভোজনাদি কার্য্যেও কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না এবং প্রত্যহ আমার নিকটে রাজ্যসংক্রান্ত বৃত্তান্তসকল নিবেদন করিতেন। তাহার পুত্র যুধিষ্ঠিরও তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, গুণবান্, লোকবিখ্যাত এবং পৌরগণের প্রিয়। এই রাজ্য তাঁহার পৈতৃক, বিশেষতঃ তিনি সহায়সম্পন্ন; আমি কি প্রকারে তাঁহাকে এখান হইতে বিদায় করিতে পারিব? পাণ্ডু পূর্ব্বে অমাত্যবর্গ, সৈন্যগণ এবং তাহাদিগের পুত্রপৌত্র সকলকে পরম-যত্নসহকারে প্রতিপালন করিয়াছেন। এক্ষণে তাহারা সেই পাণ্ডুকৃত পূর্ব্ব-উপকার স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হিতসাধনার্থে আমাদিগকে সবংশে অবশ্যই বিনাশ করিবে।"

দুর্য্যোধন কহিল, "হে পিতঃ! আপনি যাহা কহিলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদিগকে ধন ও সমুচিত সম্মানপ্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের সহায় হইবে। এক্ষণে সমুদয় ধন ও অমাত্যবর্গ আমারই অধীন; অতএব আপনি কোন সহজ কৌশল দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে ত্বরায় বারণাবত নগরে প্রেরণ করুন। পরে আমরা সমুদয় সাম্রাজ্য হস্তগত করিলে পর, কুন্তী পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এ স্থানে আগমন করিবে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমারও অভিপ্রেত বটে, কিন্তু বৎস! এই অভিপ্রায় নিতান্ত পাপপূর্ণ বলিয়া আমি এতাবৎকালমধ্যে প্রকাশ করিতে পারি নাই। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ ইহাঁরাও কেহ পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনে কদাচ সম্মত হইবেন না। ধর্ম্মশীল কুরুবংশীয়গণ আমাদিগকে ও পাণ্ডবগণকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা কখনই পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যাচার করিলে সহ্য করিবেন না। অতএব যদি আমরা বিনাপরাধে পাণ্ডবগণকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করি, তাহা হইলে মনস্বী কৌরবেয়গণ ও ভীষ্মাদি ধর্ম্মাত্মারা কেনই বা আমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন?"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে তাত! পিতামহ ভীষ্ম আমাদের উভয় পক্ষেই সমপক্ষপাতী। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার অনুগত, সুতরাং দ্রোণাচার্য্যও পুত্রের বিপক্ষ হইতে না পারিয়া আমারই পক্ষে থাকিবেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য স্বীয় ভগিনীপতি দ্রোণ ও ভাগিনেয় অশ্বত্থামাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, সুতরাং তিনিও আমার পক্ষ হইবেন। ক্ষত্তা বিদুর আমাদিগের অর্থবদ্ধ, কিন্তু বিপক্ষেরা গোপনে তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে; যাহা হউক, তিনি একাকী কখনই আমাদিগের অনিষ্ট করিতে পারিবেন না; অতএব মহাশয়! যাহাতে পাণ্ডুনন্দন মাতৃ-সমভিব্যাহারে অদ্যই বারণাবত নগরে গমন করে, নিঃশঙ্কচিত্তে শীঘ্র তাহার উপায় করুন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণের নিমিত্ত দিবারাত্রির মধ্যে একবারও নিদ্রা হয় না। তাহারা আমার হৃদয়ে অর্পিত শল্যের ন্যায় ঘোরতর শোকাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছে; আপনি তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমার শোকানল নির্ব্বাণ করুন।"

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অনুজগণসমবেত দুর্য্যোধন ধন ও সমুচিত সম্মান-প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদয় প্রজাগণকে বশীভূত করিল। একদা মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শানুসারে সভায় বসিয়া কহিল, "বারণাবত নগর অতি মহৎ ও পরম রমণীয়;

তাহাতে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন, এই সময়ে তাঁহার পূজনার্থে নানা দিগ্দেশ হইতে জনগণ সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণ সুরম্য বারণাবতে সমুপস্থিত হইয়াছে।" দৈবদুর্ব্বিপাক অখণ্ডনীয়। মন্ত্রিগণের মুখে বারণাবত নগরের প্রশংসা শ্রবণে পাণ্ডুপুত্রগণের তথায় গমন করিবার সাতিশয় বাসনা জন্মিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বারণাবতগমনের নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত জানিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে বৎসগণ! সকলে প্রত্যহ আমার নিকট কহে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত স্থান আছে, বারণাবত নগর সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়; অতএব যদি তোমাদিগের তথায় গিয়া আমোদ-প্রমোদ করিবার বাসনা থাকে, তবে সবান্ধবে ও সপরিবারে গমন করিয়া অমরগণের ন্যায় বিহার এবং ব্রাহ্মণ ও গায়কগণকে যথাভিলষিত অর্থ প্রদান কর। কিছু দিন পরমসুখে তথায় বাস করিয়া পুনরায় এই হস্তিনানগরে প্রত্যাগমন করিও।"

ধীমান্ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শুনিয়া তাঁহার দুষ্টাভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কি করেন, আপনাকে অসহায় ভাবিয়া অগত্যা "যে আজ্ঞা মহাশয়" বলিয়া তাঁহার আদেশ-প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর তিনি শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, আচার্য্য দ্রোণ, বাহ্লীক, সোমদত্ত, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ভূরিশ্রবা, যশস্বিনী, গান্ধারী, মাননীয় অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণবর্গ, তপোধন, পুরোহিত ও পৌরদিগের নিকটে গমন করিয়া দীনভাবে ও মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আমরা পরমপূজ্য পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে সপরিবারে জনাকীর্ণ ও পরমরমণীয় বারণাবত নগরে চলিলাম, আপনারা প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করুন; আপনাদের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে কদাচ কোন অমঙ্গল আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।" তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, "হে পাণ্ডুনন্দন! তোমাদের মঙ্গল হউক, পথে যেন কোন হিংস্র প্রাণী হইতে তোমাদের অমঙ্গল না ঘটে।" পাণ্ডুপুত্রেরা গুরুজনের এইরূপ আশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট হইয়া রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাবতীয় শুভকর্ম্ম সমাধা করিয়া বারণাবত নগরে প্রস্থান করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রগণকে বারণাবত নগরে গমন করিতে আদেশ করিলে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ দুর্ম্মতি পুরোচননামা সচিবকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে পুরোচন! ধনসম্পত্তিসম্পন্ন এই বিপুল রাজ্য কেবল আমারই নহে, ইহাতে তোমারও অধিকার আছে; অতএব ইহা রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যাহার সহিত মিলিত হইয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে মন্ত্রণা করি, তোমা ভিন্ন আমার এমন বিশ্বস্ত সহায় আর কেহই নাই; অতএব হে তাত! তোমার সহিত যে মন্ত্রণা করিতেছি, তুমি তাহা কদাচ প্রকাশ করিও না। সুনিপুণ উপায় দ্বারা আমার শত্রুদিগকে বিনাশ কর; যাহা বলিতেছি, কোন ক্রমে যেন তাহার অন্যথা না হয়। অদ্য পাণ্ডবগণ পিতার আদেশানুসারে বিহারার্থ বারণাবত নগরে গমন করিবে। তুমি দ্রুতগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাহাতে অদ্যই তথায় গমন করিতে পার, তাহার বিশেষ চেষ্টা পাও। নগরে উপস্থিত হইয়া উহার প্রান্তদেশে সুসংবৃত ও মহাধন এক চতুঃশালা-গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিবে; তাহাতে শণ ও সর্জ্জরস প্রভৃতি যাবতীয় বহ্নিভোজ্য দ্রব্য প্রদান করাইবে। মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, তৈল, বসা ও লাক্ষাদি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ গৃহের প্রাচীরে লেপ দেওয়াইবে। চতুর্দ্দিকে শণ, তৈল, ঘৃত, জতু, কাষ্ঠ প্রভৃতি আগ্নেয়দ্রব্য সমুদয় রক্ষা করিবে; কিন্তু এই সমস্ত বস্তু এমন গোপনীয়ভাবে স্থাপন করিয়া রাখিবে যে, পাণ্ডবগণ বা অন্য ব্যক্তি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেও যেন সেই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া কোনক্রমে বুঝিতে না পারে। গৃহ নির্ম্মিত হইলে সুহৃদ্গণসমবেত পাণ্ডবদিগকে ও কুন্তীকে পরম সমাদরে সম্মান-

পূর্ব্বক লইয়া গিয়া উহার মধ্যে বাস করিতে দিবে। উহাদিগকে এরূপ দিব্য আসন, যান ও শয্যা প্রদান করিবে যে, পিতা যেন তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হয়েন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে যখন পাণ্ডবেরা বিশ্বস্ত হইয়া অকুতোভয়ে গৃহমধ্যে শয়ান থাকিবে, সেই সময়ে তুমি উহার দ্বারদেশে অগ্নি প্রদান করিবে। তৎপরে ঐ অগ্নি দ্বারা বারণাবত-নগরস্থ লোকদিগের গৃহ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া মনে করিবে যে, অকস্মাৎ অগ্নি লাগিয়া নগর দগ্ধ হইতেছে। হে ধীমন্! তাহা হইলে আমাদিগকে কখনই মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণের বধজনিত কলঙ্কে কলুষিত হইতে হইবে না।"

পাপাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক শীঘ্রগামী অশ্বতর-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারণাবত নগরে গমন করিল এবং তথায় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের আদেশানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে লাগিল।

——

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এ দিকে পাণ্ডবগণ বারণাবত নগরে গমন জন্য বায়ুবেগগামী সদশ্বযুক্ত রথে আরোহণসময়ে পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর প্রভৃতি সমুদয় কুরুবংশীয় ও অন্যান্য বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিলেন; সমকক্ষ ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিলেন; বালকগণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। তদনন্তর তাঁহারা সমস্ত মাতৃগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং সমুদয় প্রজাগণকে বিনয়নম্রবচনে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর প্রভৃতি কতকগুলি কুরুবংশীয় ও পৌরবর্গ শোকাকুলিতচিত্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় সাহসিক ব্রাহ্মণ পাণ্ডুনন্দনগণের দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে কহিতে লাগিলেন, "কুরুকুলকলঙ্কী মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কেন এরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছে? দেখ, মহাত্মা মাদ্রীনন্দনদ্বয়, পুণ্যশীল যুধিষ্ঠির, মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ইহাঁরা কখনই ধৃতরাষ্ট্রের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; তথাপি তিনি ইহাঁদিগকে স্বীয় পিতৃরাজ্যে অধিকার প্রদান করিলেন না। মহাত্মা ভীষ্মই বা কি প্রকারে পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনরূপ নিতান্ত অধর্ম্ম্য ও একান্ত অশ্রদ্ধেয় বিষয়ে অনুমোদন করিলেন? পূর্ব্বে শান্তনুনন্দন নরপতি বিচিত্রবীর্য্য, তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজর্ষি পাণ্ডু পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সুরলোকে গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পুত্রগণের সহিত নৃশংস ব্যবহার করিতেছে; অতএব চল, আমরা এই বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আপন আপন গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই রম্য হস্তিনানগর হইতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হই।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাকুল ব্রাহ্মণগণের বাক্য-শ্রবণে ও পৌরগণের দুঃখদর্শনে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের পিতৃতুল্য; তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রতিপালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনারা আমাদিগের পরম সুহৃৎ, এক্ষণে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হউন; কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাদের প্রিয় ও হিতসাধন করিবেন।" তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর "তথাস্তু" বলিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া হস্তিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পৌরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে সুচতুর, ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ও প্রাজ্ঞ বিদুর সঙ্কেত দ্বারা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে দুর্য্যোধনকৃত মন্ত্রণার মর্ম্মোদ্ঘাটনপূর্ব্বক এই প্রকার কহিতে লাগিলেন, "যে ব্যক্তি নীতিশাস্ত্রানুসারিণী পরগতির অভিজ্ঞ হয়, তাঁহার উচিত এই যে, যাহাতে আপদ্ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টা করেন। তৃণরাশির মধ্যে বিবর খনন করিয়া অবস্থিতি করিলে তৃণদাহক ও শৈত্যনাশক হুতাশন কখনই দগ্ধ করিতে পারে না।

যে ব্যক্তি ইহা জানে, সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। শত্রুদিগের কুমন্ত্রণারূপ অস্ত্র লোহনির্ম্মিত নহে, অথচ শরীর ছেদন করে; যিনি ইহা জানেন, শত্রুবর্গ তাঁহাকে কখনই নষ্ট করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অন্ধ, সে পথ বা দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারে না ও অধীর লোকের বুদ্ধিস্থৈর্য্য থাকে না, আমি এই কথা মাত্র বলিলাম, বুঝিয়া লও। সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলে পথ জানিতে পারা যায়, নক্ষত্র দ্বারা দিঙ্‌নির্ণয় হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি আপনার পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভূত রাখিতে পারে, সে অবসন্ন হয় না।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুবিদ্বান্ বিদুরের এই কথা শুনিয়া "বুঝিলাম" এই মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন। মহাত্মা বিদুর এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিয়া পাণ্ডবগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সবিষাদচিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন। পরে ভীষ্ম, বিদুর ও পুরবাসিগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর কুন্তী যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, "বৎস! ক্ষত্তা জনতামধ্যে গোপনীয়ভাবে তোমাকে যাহা কহিলেন এবং তুমিও তাঁহাকে 'বুঝিলাম' বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে, কিন্তু আমরা ত তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। যদি উহা প্রকাশ করিলে কোন হানি না হয়, তবে আমাদিগকে সবিস্তর প্রকাশ করিয়া বল, শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।" যুধিষ্ঠির মাতার বচন শ্রবণানন্তর অতি বিনীত বচনে কহিলেন, "মাতঃ! বিদুর আমাকে কহিলেন যে, 'দুর্য্যোধন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তোমরা অত্যন্ত সাবধানে বিচরণ করিবে, সমুদয় পথ উত্তমরূপে চিনিয়া রাখিবে ও সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই অচিরাৎ রাজ্যলাভ করিতে পারিবে।' আমি তাঁহার ঐ উপদেশবাক্য শ্রবণানন্তর 'বুঝিয়াছি' বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম।" হে নৃপতিসত্তম জনমেজয়! তদনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ ফাল্গুনমাসীয় অষ্টমদিবসে রোহিণী নক্ষত্রে বারণাবত নগরে সমুত্তীর্ণ হইলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বারণাবতবাসী প্রজারা পাণ্ডুপুত্রগণের শুভাগমনবার্ত্তা-শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া দর্শনমানসে হস্ত্যশ্বরথ প্রভৃতি নানা যানে আরোহণ করিয়া আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে রাজকুমারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগপুরঃসর তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বারণাবতবাসী জনগণে পরিবৃত হইয়া অমরসমাজমধ্যবর্ত্তী সুররাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের সমুচিত সম্মান ও সৎকার করিল। তাঁহারাও তাহাদিগকে যথোচিত বিনয়-সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া পরম-রমণীয় জনাকীর্ণ বারণাবত নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরপ্রবেশানন্তর তাঁহারা প্রথমতঃ স্বকার্য্যনিরত ব্রাহ্মণগণের নিকেতনে, পরে নগরাধিকারিদিগের ভবনে, তৎপরে রথীদিগের নিলয়ে, পরিশেষে বৈশ্য ও শূদ্রগণের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই পাণ্ডবগণকে যথোচিত সমাদর-পুরঃসর পূজা করিলেন। তখন মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণ পুরোচন-সমভিব্যাহারে বাসোপযোগী নির্দ্দিষ্ট সুরম্য হর্ম্ম্যে গমন করিলেন। পুরোচন তাঁহাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, পেয়, আসন ও শয্যা প্রভৃতি সমুদয় রাজভোগ্য দ্রব্য প্রদান করিল। এইরূপে পুরোচন কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণ দশ দিন তথায় বাস করিলেন। পৌরবর্গ প্রত্যহ তাঁহাদিগকে উপাসনা এবং পরিচর্য্যায় প্রীত ও প্রসন্ন করিল।

একাদশ দিনে পাপাত্মা পুরোচন স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার মানসে কৌতুকোৎপাদন করিয়া পাণ্ডবগণকে স্বনির্ম্মিত জতুগৃহে লইয়া তথায় বাস করিবার অনুরোধ করিল। ঐ অশিব-বিধায়ক গৃহের নাম শিব রাখিয়াছিল। মাতৃসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণ পুরোচনের বচনানুসারে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ ভাই! এই গৃহ ঘৃত ও জতুমিশ্রিত বসাগন্ধে পরিপূর্ণ; আমার স্পষ্ট বোধ হই-

তেছে, ইহা আগ্নেয়। গৃহনির্ম্মাণ-দক্ষ বিপক্ষের পক্ষে বিশ্বস্ত শিল্পিগণ শণ, সর্জ্জরস এবং ঘৃতাক্ত মুঞ্জ, বল্লজ ও বংশ প্রভৃতি উপাদানে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্য্যোধন-বশবর্ত্তী দুরাত্মা পুরোচন তুষ্টিকর ব্যবহার দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া দগ্ধ করিবার বাসনায় আমাদিগকে এই বিষম আগ্নেয়-গৃহে আনয়ন করিয়াছে। অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন পিতৃব্য বিদুর শত্রুগণের আকারেঙ্গিত দ্বারা তাহাদের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।”

ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “মহাশয়! যদি এই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইয়া থাকে, তবে আসুন, আমরা যেখানে ছিলাম, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিয়া বাস করি।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভ্রাতঃ! উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের এইখানেই বাস করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা অব্যক্তাকার ও অপ্রমত্ত হইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিব; নচেৎ যদি পুরোচন অণু-পরিমাণেও আমাদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে, তাহা হইলে অতি শীঘ্র আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবে। ঐ পাপাত্মা পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী; ও কি অধর্ম্ম, কি লোকনিন্দা, কিছুতেই ভীত নহে। হে বৃকোদর! দেখ, এই শত্রুনির্ম্মিত জতুগৃহ দগ্ধ হইলে পর পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা ‘এই অধর্ম্ম কে করিল? এবং কি নিমিত্তই বা এ ঘটনা ঘটিল’ বলিয়া অবশ্যই সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইবেন, কিন্তু যদি আমরা দাহভয়ে ভীত হইয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে পুনর্ব্বার প্রস্থান করি, তাহা হইলে রাজ্যলুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধন বলপূর্ব্বক আমাদিগকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই দুরাত্মা পদস্থ, আমরা অপদস্থ; সে সহায়বান্, আমরা অসহায়; সে ধনবান্, আমরা নির্ধন; সে মনে করিলেই কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে; অতএব আমরা দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও পুরোচনকে বঞ্চনা করিয়া, এ স্থান হইতে গোপনীয়ভাবে পলায়ন করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে ইতস্ততঃ বাস করিব। সম্প্রতি মৃগয়াচ্ছলে নানাদেশ ভ্রমণ করিলে পলায়নকালে কোন পথই আমাদের অবিদিত থাকিবে না। আমরা অদ্যাবধি এই গৃহমধ্যে এক গহ্বর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গূঢ়োচ্ছ্বাস হইয়া বাস করিব, তথায় প্রদীপ্ত হুতাশন কখনই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। ঐ গর্ত্তমধ্যে এরূপ গোপনীয়ভাবে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, যেন পাপাত্মা পুরোচন বা অত্রস্থ অন্য কেহ জানিতে না পারে।”

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ইতিমধ্যে এক দিবস বিদুরের সখা একজন খনক পাণ্ডবগণের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে নিবেদন করিল, “হে মহাত্মগণ! আমি খনক, পরমহিতৈষী বিদুর প্রাণপণে পাণ্ডবদিগের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান ও হিতসাধন করিতে আমাকে এ স্থানে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, আপনাদের কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব? দুরাত্মা পুরোচন কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে রজনীযোগে গৃহদ্বারে অগ্নি প্রদান করিবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আপনাদিগকে মাতৃসমভিব্যাহারে দগ্ধ করিবার মানসে পুরোচনকে কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে। আমার কথায় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আপনাকে মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিতে বলিয়াছেন যে, তিনি আগমনকালে ম্লেচ্ছভাষায় আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন, আপনিও ‘বুঝিলাম’ বলিয়া তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন

সত্যপরায়ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির খনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, “সৌম্য! আমি তোমাকে দেখিয়াই দৃঢ়ভক্তিশালী, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, মহাত্মা বিদুরের প্রিয়বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না। তুমি বিদুরের ন্যায় আমাদেরও পরম সুহৃৎ; সেই ধর্ম্মাত্মা বিদুর যেমন আমাদিগকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমিও আমাদের রক্ষা কর। দুরাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার

জন্য এই আগ্নেয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ধনবান্ ও সহায়বান্; সে চিরকাল আমাদিগের হিংসা করে; আমরা নিহত হইলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়। তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই দারুণ অগ্নিভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই জতুগৃহের রন্ধ্র মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র এরূপ কৌশলে রাখিয়াছে যে, আমরা এই গৃহে থাকিয়া কোনক্রমে অগ্নি হইতে যদিও মুক্ত হইতে পারি, অস্ত্র হইতে কোনক্রমেই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। ধর্ম্মশীল বিদুর দুর্য্যোধনের এই কুমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া সঙ্কেতে আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হে সৌম্য! এক্ষণে আমরা এই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি; তুমি পুরোচনের অজ্ঞাতসারে এই আপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।"

খনক যুধিষ্ঠিরের বচনান্তে "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিয়া বহুযত্নসহকারে পরিখা-খননচ্ছলে সেই গৃহের মধ্যে এক মহাগর্ত্ত প্রস্তুত করিল। গর্ত্ত প্রস্তুত হইলে পর, পাছে পুরোচন উহা বুঝিতে পারে, এই ভয়ে কবাট দ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগে মৃত্তিকা দিয়া এরূপ সমতল করিয়া রাখিয়াছিল যে, সহসা সন্দর্শন করিলে উহার নিম্নভাগে গর্ত্ত আছে বলিয়া বুঝিতে পারা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

পাণ্ডবগণ পুরোচনকে বঞ্চনা করিবার মানসে বিশ্বস্তের ন্যায় দিবাভাগে মৃগয়াচ্ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, রজনীযোগে খনক-কৃত গহ্বরে শয়ন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া কালযাপন করিতেন। পাণ্ডবগণের ঐ গোপনীয় ব্যাপার বিদুরের পরম সুহৃৎ সেই খনকসত্তম ব্যতীত অন্য কেহই জানিতে পারে নাই।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণের বারণাবত নগরে সংবৎসর পূর্ণ হইলে দুর্ম্মতি পুরোচন তাঁহাদিগকে একান্ত বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে পরম সন্তুষ্ট হইল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাকে পরিতুষ্ট দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! পাপাত্মা পুরোচন আমাদিগকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়াছে; আমরা কপট ব্যবহার দ্বারা দুরাত্মাকে বঞ্চিত করিয়াছি; সম্প্রতি আমাদের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অদ্য আয়ুধাগারে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক পুরোচনকে ভস্মসাৎ করিয়া ছয়জনকে এখানে রাখিয়া অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে দিন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত এই পরামর্শ করেন, সেই দিবস রাত্রিকালে ভোজরাজনন্দিনী দান-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান, স্ত্রীলোকেরাও তথায় উপস্থিত হয়। তাহারা ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক অভিমত পান-ভোজন সমাধান করিয়া কুন্তীর নিকটে বিদায় লইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রতিগমন করিল। ক্ষুধাতুরা এক নিষাদী কালপ্রেরিত হইয়া অন্নলাভ-প্রত্যাশায় পঞ্চপুত্র-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। কুন্তীভোজ-দুহিতা দয়ার্দ্রচিত্তে উত্তমরূপে তাহাদিগকে পান-ভোজন করাইলেন। নিষাদী পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিয়া হতজ্ঞান ও মৃতকল্প হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিল। এ দিকে ক্রমে রজনী অধিকা হইল; নগরস্থ সমস্ত লোক নিদ্রায় অভিভূত; তৎকালে ভগবান্ সমীরণ নিরপরাধ পাণ্ডবগণের প্রতি সদয় হইয়াই যেন তাঁহাদের সাহায্য করিবার মানসে প্রবলবেগে বহিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন উত্তম সুযোগ বুঝিতে পারিয়া অগ্রে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহের দ্বারে, তৎপরে সেই বাটীর চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে, অগ্নি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তখন ভ্রাতৃগণ ও মাতার সহিত খনক-নির্ম্মিত গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে অগ্নির উত্তাপ ও শব্দ প্রবল হইয়া উঠিল। হুতাশনের উগ্রতাপ ও কঠোর শব্দপ্রভাবে পৌরগণ জাগরিত হইল। তাহারা পাণ্ডবগণের আবাস দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, "দেখ, দুরাত্মা পুরোচন পাণ্ডবদ্বেষী কুরুকলঙ্ক পাপাত্মা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে নিরপরাধ সুবিশ্বস্ত সমাতৃক পাণ্ডব-

গণকে দগ্ধ করিবার মানসে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল: এক্ষণে ইহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করিল। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দুরাত্মা আপনিও এই প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে; পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্, উহার কি দুর্ব্বুদ্ধি! ঐ দুরাত্মা পরমাত্মীয় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে শত্রুর ন্যায় অনায়াসে দগ্ধ করাইল।” বারণাবত-নগরস্থ লোকগণ দহ্যমান জতুগৃহের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

এ দিকে মাতৃসমবেত পাণ্ডবেরা গর্ত্ত দিয়া অতিকষ্টে বহির্গত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। একে রজনীজাগরণ, তাহাতে আবার গৃহদাহ-ভয়। ভীম ব্যতীত সকলেই দ্রুতগমনে অশক্ত হইয়া পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর মাতাকে স্কন্ধদেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে হস্তদ্বয়ে ধরিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্ষের আঘাতে বনরাজি ও তরুগণ ভগ্ন ও পদাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

ঊনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ! পাণ্ডবগণ বারণাবত নগর হইতে বনে পলায়ন করিলে মহাত্মা বিদুর একজন সুবিশ্বস্ত পুরুষকে তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি তাঁহাদের অনুসরণ করিতে করিতে দেখিল যে, মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উহার জল পরিমাণ করিতেছেন। অলৌকিক-ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বিদুর অগ্রেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দুষ্টচেষ্টিত বুঝিতে পারেন, পরে তাঁহার চরও তাহা বুঝিতে পারে, এ কারণ সে প্রিয় হয়; সুতরাং বিদুর তাহাকেই পাণ্ডবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি পবিত্র ভাগীরথী-কূলে মনোমারুতগামিনী চন্দ্রপতাকাশালিনী বাতসহা নৌকা লইয়া পাণ্ডবদিগের নিকটে উপস্থিত করিল এবং তাঁহাদের বারণাবতে আসিবার সময়ে বিদুর যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই সাঙ্কেতিক বাক্যে প্রতীত জন্মাইয়া কহিল, “হে মহানুভব! সর্ব্বার্থবেত্তা মহাত্মা বিদুর তোমাদিগকে কহিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা কর্ণ, ভ্রাতৃগণসমবেত দুর্য্যোধন ও শকুনিকে সংগ্রামে পরাজয় করিবে। হে মহাত্মন্! এক্ষণে এই তরঙ্গসহা সুখগামিনী তরণী উপস্থিত, ইহার দ্বারা আপনারা নিঃসন্দেহ এই সমস্ত দেশ অতিক্রম করিতে পারিবেন।”

অনন্তর নাবিক মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণকে সাতিশয় ব্যথিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নৌকা বাহিয়া চলিল। গমনকালে নাবিক কহিল, “মহাত্মা বিদুর উদ্দেশে আপনাদিগকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিয়াছেন যে, গমনকালে পথে যেন কোন বিপদ্ না ঘটে।” বিদুরপ্রেরিত নাবিক এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর বিদায় প্রার্থনা করিল। তখন পাণ্ডবগণ বিদুরকে আপনাদিগের প্রণাম জানাইতে কহিয়া নাবিককে বিদায় দিলেন। নাবিক স্বস্থানে প্রস্থান করিল, পাণ্ডবগণও মাতৃসমভিব্যাহারে অতি সত্বরে তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রজনী প্রভাত হইলে পৌরগণ পাণ্ডুনন্দনদিগকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়া অগ্নি-নির্ব্বাণানন্তর দেখিল যে, জতুগৃহ দগ্ধ হইয়াছে এবং অমাত্য পুরোচন ভস্মসাৎ হইয়াছে। তখন তাহারা যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, “হায়! পাপকর্ম্মা দুর্য্যোধনই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। এই কর্ম্ম অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে হইয়াছে। তিনিও স্বীয় পুত্রকে ঐ গর্হিতানুষ্ঠান হইতে নিরস্ত করেন নাই; মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ ইঁহারাই বা কি বলিয়া এই নৃশংস কার্য্যা-

ন্‌ষ্ঠানে অনুমোদন করিলেন? যাহা হউক, আইস, আমরা দুরাচার ধৃতরাষ্ট্রের নিকট 'তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ' বলিয়া সংবাদ পাঠাই।"

তদনন্তর পৌরগণ অন্বেষণার্থে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে করিতে ভস্মীভূত নিরপরাধ নিষাদী ও তাহার পঞ্চপুত্রকে দেখিতে পাইল; তাহারা উহাদিগকেই পঞ্চপুত্রসমবেত কুন্তী বলিয়া স্থির করিল। খনক জতুগৃহ পরিষ্কার করিবার ছলে স্বকৃত গহ্বর পাংশু দ্বারা এরূপ পূরাইয়া দিল যে, কেহই উহার বিন্দুবিসর্গমাত্রও অনুসন্ধান পাইল না। তৎপরে পৌরগণ, গৃহদাহে মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ ও অমাত্য পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে, এই সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে পাঠাইল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "হায়! মাতৃসমবেত যুধিষ্ঠিরাদি বীরগণ বিনষ্ট হওয়াতে এত দিনের পর আমার ভ্রাতা পাণ্ডু মৃত হইলেন। মদীয় অধিকৃত পুরুষেরা অতি ত্বরায় বারণাবতনগরে গমন করিয়া পাণ্ডবদিগের ও কুন্তিরাজপুত্রী কুন্তীর সৎকার করুক এবং তাঁহাদিগের স্বর্গার্থে তথায় বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করুক। আর যাহারা ঐ স্থানে মরিয়াছে, তাহাদের সুহৃদ্‌বর্গও তথায় গমন করুক। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ধনব্যয় দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণের পারত্রিক হিতসাধন যতদূর হইতে পারে, তাহাতে যেন কোন প্রকারে ত্রুটি না হয়।"

অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ পরিবেদনানন্তর জ্ঞাতিবর্গসমভিব্যাহারে সমাতৃক পাণ্ডুনন্দনগণের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সকলেই শোকপরবশ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ 'হা যুধিষ্ঠির! হা ভীমসেন! হা অর্জ্জুন! হা নকুল! হা সহদেব!' এবং 'হা কুন্তি!' বলিয়া শোক করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের নাম করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিল। কেবল সর্ব্ববৃত্তান্তজ্ঞ বিদুর লোক-প্রত্যয়ের নিমিত্ত অতি অল্পমাত্র কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিলেন।

এ দিকে পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে রজনীযোগে বারণাবত নগর হইতে বহির্গমনানন্তর নৌকারোহণ পূর্ব্বক নাবিকগণের ভুজবল, নদীর স্রোতোবেগ ও বায়ুর অনুকূলতাবশতঃ অতি ত্বরায় গঙ্গা পার হইলেন। পরে নক্ষত্র দ্বারা দিঙ্মণ্ডল নিরূপণ করিয়া স্থলপথে ক্রমাগত দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে এক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত পিপাসার্ত্ত এবং নিদ্রান্ধ হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, "দেখ, এই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে আমাদের সাতিশয় কষ্ট হইতেছে, আমরা কোন প্রকারেই দিক্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছি না; চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি, সেই দুরাত্মা পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে কি না, তাহাও জানিতে পারিলাম না, এক্ষণে কিরূপে এই বিষম ভয় হইতে বিমুক্ত হই? তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, অতএব তুমিই পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগকে লইয়া চল।" মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যে স্বীয় জননী কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে পূর্ব্বের ন্যায় লইয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের গমনকালে তদীয় উরুবেগে বনস্থ বৃক্ষ সকল শাখা-প্রশাখার সহিত কম্পমান হইতে লাগিল। তাঁহার জঙ্ঘাপবনে পার্শ্বস্থ বৃক্ষ ও লতা সকল ভূতলশায়ী হইল। তিনি সমীপস্থ ফল-পুষ্পাবনত বৃক্ষ-সমুদয় ভগ্ন করত গমন করিয়া ক্রোধান্বিত, তেজস্বী, মদস্রাবী ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য পাণ্ডবগণ ভীমের গমনবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। ভীমসেন উন্নত ও বিষম প্রদেশে স্বীয় জননী কুন্তীকে অতি সাবধানে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা অতি কষ্টে অনেক বন অতিক্রম করিয়াও দুরাত্মা দুর্য্যোধনের ভয়ে প্রচ্ছন্নবেশে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল; ঐ সময়ে তাঁহারা আর এক

নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্যে জল বা কোন প্রকার ফলমূল কিছুই নাই। উহার চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তু ও ক্রূর পক্ষিগণ ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ঘোরতর অন্ধকার সমুপস্থিত হইল, অকস্মাৎ প্রবল বায়ু দ্বারা বৃক্ষের ফল-পত্র পতিত, বৃক্ষ-গুল্মাদি উৎপাটিত ও অবনমিত হইয়া দশদিক্ একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

পাণ্ডবগণ পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিতান্ত নিদ্রাতুর হইয়া গমনে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা সেই আহার-দ্রব্যশূন্য বনে অবস্থিতি করিলেন। তাহার পর কুন্তী নিতান্ত তৃষাতুর হইয়া স্বকীয় পুত্রদিগকে কহিলেন, "হায়, আমি পাণ্ডবগণের মাতা হইয়া এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইলাম।" ভোজরাজনন্দিনীর ঐ প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে মাতৃভক্তিপরায়ণ ভীমসেনের মন কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল। তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব না করিয়া মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে পূর্ব্ববৎ গ্রহণ করিয়া আর এক পরম রমণীয় কাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া এক বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তখন সেই বিপুল ন্যগ্রোধপাদপ-মূলে মাতা ও ভ্রাতৃগণকে রাখিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা এই স্থানে ক্ষণেক বিশ্রাম কর, আমি জল অন্বেষণার্থে গমন করি। ঐ দেখ, জলচারী সারসগণ কলস্বরে ধ্বনি করিতেছে। বোধ হয়, অনতিদূরেই অতি বৃহৎ জলাশয় আছে।" তাঁহাদিগকে এই কথা কহিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক সারসগণের কলরবানুসারে ক্রোশদ্বয় গমন করিয়া এক বৃহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান ও জলপান-করণানন্তর মাতা ও ভ্রাতাদিগের নিমিত্ত স্বীয় উত্তরীয়-বস্ত্রে করিয়া জলগ্রহণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদের সমীপে সমাগত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, মাতৃসমবেত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ধরণীতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন।

তাঁহাদিগের সেই অবস্থা দর্শনে ভীমসেনের শোকের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "হায়, কি কষ্ট! আমার কি অদৃষ্ট! আজি ভ্রাতাদিগকে ধরাতলে নিদ্রিত দেখিতে হইল। বারণাবত নগরে দুগ্ধফেন-সন্নিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও যাঁহাদের নিদ্রা হইত না, এক্ষণে তাঁহারা ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়া অনায়াসে সুষুপ্ত হইয়াছেন! হায়, কি পরিতাপের বিষয়! যিনি শত্রুঘাতী বসুদেবের ভগিনী, যিনি কুন্তিরাজের পুত্রী, যিনি সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না, যিনি মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের স্নুষা, যিনি মহাত্মা পাণ্ডুর পত্নী, যিনি আমাদিগের জননী, যিনি প্রফুল্ল পুণ্ডরীকের ন্যায় প্রভাশালিনী এবং যিনি ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও বায়ু হইতে এই সকল সন্তান প্রসব করিয়াছেন, অদ্য সেই সুকুমারাঙ্গী মহার্হ-শয়নোচিতা কুন্তীকে ভূতলশায়িনী দেখিতে হইল! ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে? যে ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ত্রিলোকীরাজ্যের আধিপত্য পাইতে পারেন, তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন। নবীন-জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ অলোক-সামান্য অর্জ্জুন প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা? যে মাদ্রী-নন্দন-দ্বয় অশ্বিনীতনয়ের ন্যায় রূপবান্, সেই ইহাঁরা প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়া অনায়াসে নিদ্রা যাইতেছেন। ইহার পর আর দুঃখ কি আছে? যাহার কুলকলঙ্কস্বরূপ বিষম জ্ঞাতিবর্গ নাই, সে পরমসুখে কালযাপন করে। গ্রামে একটিমাত্র বৃক্ষ থাকিলে সে পুষ্পফলোপশোভিত হইয়া চৈত্য নামে খ্যাত ও সকলের পূজিত হয়। যাহাদের বলবান্ পরমধার্ম্মিক জ্ঞাতি-সকল থাকে, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখে বাস করে। আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, পরমসুহৃদ্ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের পরামর্শানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে; কেবল দৈবের অনুকূলতায় এ কাল পর্য্যন্ত জীবিত আছি। দারুণ অগ্নিভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু এক্ষণেও এই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কোন্ দিকে যাইব বা কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হা দুরাত্মন্ কুরুকুলকলঙ্ক দুর্য্যোধন! তুই এত

দিনের পর কৃতার্থ হইলি। নিশ্চয় জানিলাম, তোর দৈব সুপ্রসন্ন, তন্নিমিত্তই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কুপিত হইয়া আমাকে আজ্ঞা প্রদান করেন না। যদি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ একবার ইঙ্গিতে আমাকে অনুজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি অদ্যই তোমাকে অমাত্য, সহোদর, কর্ণ ও শকুনি সমভিব্যাহারে শমন-ভবনে পাঠাই।" মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন কহিতে কহিতে ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক করে করে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণকাল পরে নির্ব্বাণোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় ক্রমে সেই স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ইতরের ন্যায় মহীতলে সুষুপ্ত মাতা ও ভ্রাতাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, "বোধ হয়, এই বনের অনতিদূরেই নগর আছে। এক্ষণে ইহাঁদের জাগরণ-সময়, কিন্তু ইহাঁরা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন, কি করি, আমি জাগিয়া থাকি, ইহাঁরা নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান করিয়া জলপান করিবেন।" এই বলিয়া ভীমসেন তথায় অপ্রমত্তভাবে জাগরিত হইয়া রহিলেন।

জতুগৃহদাহ-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হিড়িম্ববধপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ঐ বনের অনতিদূরবর্ত্তী বিশাল এক শালবৃক্ষ ছিল। তদুপরি মহাবল-পরাক্রান্ত নরমাংসাশী হিড়িম্বনামা রাক্ষস বাস করিত। ঐ দুরাত্মা অত্যন্ত ক্রূর ও জলদকালের জলধরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল। উহার শরীর সুদৃঢ়, চক্ষুর্দ্বয় পিঙ্গলবর্ণ, মুখ অতি ভীষণ, দন্তজাল বিশাল, জঙ্ঘামূল ও জঠর লম্বমান, শ্মশ্রু ও শিরোরুহ তাম্রবর্ণ, স্কন্ধ প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ড-সদৃশ ও কর্ণদ্বয় রাসভশ্রবণোপম ছিল। রাক্ষস বৃক্ষে বসিয়া মাতৃসমবেত পাণ্ডবদিগকে নিদ্রিত দেখিতে পাইল। দুরাত্মা বহুদিবসাবধি মনুষ্য-শোণিত পান করে নাই, বিশেষতঃ তৎকালে সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল, মনুষ্যগন্ধ আঘ্রাণে ও পাণ্ডবদিগের দর্শনে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইল; পরে ঊর্দ্ধাঙ্গুলি দ্বারা শিরঃকণ্ডূতি করিতে করিতে মুখব্যাদানপূর্ব্বক জৃম্ভণচ্ছলে বারংবার তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হিড়িম্ব পাণ্ডবগণের মাংসভক্ষণ ও রুধির-পান করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে আহ্বান করিয়া কহিল, "ঐ দেখ, বহুদিনের পর আমার পরম ভক্ষ্যসকল স্বয়ং সমুপস্থিত হইয়াছে, উহাদিগের দর্শনে আমার জিহ্বা হইতে জল নিঃসৃত ও মুখ বিচলিত হইতেছে। অদ্য আমি বহুদিনের পর সুকোমলমাংসযুক্ত মনুষ্যদেহে সুতীক্ষ্ণ বিশাল দশন নিমগ্ন করিব, মনুষ্যকণ্ঠ আক্রমণ ও ধমনীচ্ছেদনপূর্ব্বক অভিনব কবোষ্ণ ফেনিল রুধির পান করিয়া চরিতার্থ হইব। তুমি শীঘ্র গিয়া জান, উহারা কে? উহাদের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আমার পরমপরিতোষ হইতেছে। শীঘ্র যাও, উহাদের সকলকে বধ করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। উহারা আমার অধিকারে নিদ্রিত রহিয়াছে, ভয় করিও না। যাও, ত্বরায় উহাদিগকে মারিয়া আন। আমরা দুই জনে একত্র হইয়া নরমাংসভক্ষণে উদর পূর্ণ ও পরম-পরিতোষে তালপ্রদান পূর্ব্বক নৃত্য করিব।"

হিড়িম্বা রাক্ষসী ভ্রাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বরে পাণ্ডবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মাতৃসমেত পাণ্ডবচতুষ্টয় নিদ্রিত আছেন, কেবল একাকী ভীমসেন জাগরিত হইয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। রাক্ষসী বিশাল শালবৃক্ষ সদৃশ মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয় কামার্ত্ত হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এই মহাবাহু, সিংহস্কন্ধ, কম্বুগ্রীব, কমলনয়ন, সুরূপ, যুবা পুরুষকে আমি পতিত্বে বরণ করিব। আমি কখনই ভ্রাতার ক্রূরবাক্যানুসারে কার্য্য করিব না। পতিস্নেহ সোদরস্নেহ অপেক্ষা বলবান্; বিশেষতঃ আমি ইহাদিগকে বধ করিয়া ভ্রাতৃসন্নিধানে উপস্থিত করিলে মাংস-ভক্ষণ ও রুধিরপান দ্বারা আমার ক্ষণকালমাত্র তৃপ্তি হইবে, কিন্তু যদি তাহা না করিয়া এই যুবা পুরুষকে পতিত্বে বরণ করি, তাহা হইলে আমি চিরকাল পরমসুখভোগে

কালহরণ করিতে পারিব।” কামরূপিণী হিড়িম্বা মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে দিব্যাভরণভূষিতা ষোড়শবর্ষীয়া কামিনীর বেশধারণপূর্ব্বক মৃদুমন্দগমনে ভীমসেনের সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং লজ্জাবনত সহাস্যবদনে গদ্গদস্বরে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, “হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? এই যে দেবরূপী পুরুষগণ ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন, ইহাঁরা তোমার কে? আর এই যে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ-রূপশালিনী সুকুমারী আপনার গৃহের ন্যায় এই নির্জ্জন বনে বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রা যাইতেছেন, ইনিই বা তোমার কে, শুনিতে ইচ্ছা করি। তোমরা কি জান না যে, এই গহনবন রাক্ষসগণের আবাসস্থান? ইহাতে হিড়িম্ব-নামে এক পাপাত্মা রাক্ষস বাস করে। সেই দুরাত্মা আমার ভ্রাতা; সে তোমাদিগের মাংসভক্ষণে ও রুধিরপানে লোলুপ হইয়া তোমাদিগের বধসাধনার্থে আমাকে পাঠাইয়াছে। যাহা হউক, আমি তোমার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি, হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যাহা তোমার উচিত হয়, কর। আমি কামাতুরা হইয়া স্বয়ং তোমাকে বরণ করিবার প্রার্থনা করিতেছি, হে মহাত্মন্! বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ সফল কর। হে মহাবাহো! আমি স্বীকার করিতেছি, দুরন্ত রাক্ষসভয় হইতে তোমাকে পরিত্রাণ করিব। আমি কি জল, কি স্থল, কি অম্বরতল সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারি, তোমাকে লইয়া গিরিদুর্গমধ্যে বাস করিব; তুমি আমার সহিত একত্র থাকিলে পরমাহ্লাদে কালযাপন করিতে পারিবে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া অধীনার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।”

মহাত্মা ভীমসেন হিড়িম্বার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, “হে রাক্ষসি! আমি তোমার কথায় কিরূপে এই গহন কাননমধ্যে মাতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর ও অনুজগণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি? মদ্বিধ লোক কি কামার্ত্ত হইয়া এই সমস্ত সুখপ্রসুপ্ত মাতৃসমবেত ভ্রাতৃগণকে রাক্ষসমুখে প্রদান করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারে?” হিড়িম্বা কহিল, “হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমার যাহাতে প্রীতি জন্মে, আমি তদনুষ্ঠানে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। তুমি ইহাঁদিগকে জাগরিত কর; আমি সকলকেই নরমাংসাদ রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিব।” ভীমসেন কহিলেন, “হে রাক্ষসি! আমি তোমার দুরাত্মা ভ্রাতার ভয়ে সুখ-প্রসুপ্ত জননী ও ভ্রাতৃগণকে কখনই প্রবোধিত করিতে পারিব না। হে ভীরু! কি রাক্ষস, কি মানব, কি গন্ধর্ব্ব, কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহে, আমি কাহাকেও ভয় করি না; অতএব তুমি এই স্থানেই থাক বা এখান হইতে গমন করিয়া তোমার ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দাও, যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি সকল বিষয়েই সম্মত আছি, কিছুতেই কিছুমাত্র ক্ষতি বোধ করি না।”

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, “হে রাজন্! এ দিকে ঊর্দ্ধকেশ, মহাবাহু, নিবিড়-কাদম্বিনী-তুল্য-কলেবর, লোহিতনয়ন, বিকটদশন, ভয়ঙ্কর-বদন, দুরাত্মা হিড়িম্ব স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বার বিলম্ব দেখিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বয়ং পাণ্ডবসমীপে গমন করিতে লাগিল। হিড়িম্বা তদ্দর্শনে ভীতা হইয়া ভীমসেনকে কহিল, “হে মহাত্মন্! ঐ দেখুন, নরমাংসলোলুপ মদীয় সহোদর দুরাত্মা হিড়িম্ব ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, আর নিস্তার নাই; এক্ষণে বিনয় করিয়া কহিতেছি, দাসীর বাক্য গ্রহণ করুন; সকলকে জাগরিত করিয়া ত্বরায় আমার নিতম্বদেশে আরূঢ় হউন, আমি আপনাদিগকে লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হই।” ভীমসেন কহিলেন, “হে পৃথুশ্রোণি! কিছুমাত্র ভয় করিও না, স্থির হও, দেখ, তোমার সমক্ষেই দুরাত্মাকে এখনই বধ করিব; এই একাকী রাক্ষসাধমের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত রাক্ষস-কুল একত্র হইয়া আসিলেও আমি পরাজিত করিতে পারিব; আমার করিশুণ্ডসন্নিভ ভুজযুগল, পরিঘতুল্য এই উরুদ্বয় ও বিশাল এই বক্ষঃস্থল দর্শন কর; আর

ইন্দ্রসদৃশ মদীয় অতুল পরাক্রমও অচিরে দেখিতে পাইবে। হে পৃথুনিতম্বিনি! মনুষ্য বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না।" হিড়িম্বা কহিল, "হে দেবরূপ নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছি না; এই দুরাত্মা সর্ব্বদাই মানবদিগকে অনায়াসে পরাজয় করে, এই নিমিত্ত ভীত হইয়া তোমাদিগকে লইয়া পলায়নে উদ্যত হইয়াছিলাম।"

রাক্ষস দূর হইতে ভীমসেনের কথা সমস্তই শুনিতে পাইয়া ক্রোধকম্পিতকলেবরে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, হিড়িম্বা মানুষীর বেশ ধারণ করিয়াছে; তাহার বদন পূর্ণশশিসম, কবরী পুষ্পমালায় পরিবেষ্টিত, ভ্রূ, চক্ষু ও কেশও মনোহর এবং সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্রাভরণ-ভূষিত ও পরিধান সূক্ষ্ম বস্ত্র। হিড়িম্ব তাহাকে তাদৃশভাবাপন্ন দেখিয়া কামুকী বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিল। তখন সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বিপুল নেত্রদ্বয় বিস্ফারণপূর্ব্বক ভগিনীকে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, "অরে বিপ্রিয়কারিণি হিড়িম্বে! তুই আমার ভোজনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্? আমার ক্রোধ কি একেবারে বিস্মৃত হইলি? রে রাক্ষসকুলকলঙ্কিনি পরপুরুষাভিলাষিণি অসতি! তোকে ধিক্! তুই যাহার আশ্রয়বলে আমার এই মহৎ অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলি, আমি তাহাকে তোর সমক্ষে এখনই বধ করিতেছি।" হিড়িম্ব ভগিনীর উপর এই প্রকার তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া রোষকষায়িত-লোচনে দৃঢ়তররূপে দশনে দশন নিষ্পীড়নপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন রাক্ষসকে ভগিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ ও ধাবমান দেখিয়া, 'রে দুরাত্মন্! তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তাহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন এবং উপহাস করিয়া কহিলেন, "অরে হিড়িম্ব! তুই কি নিমিত্ত বৃথা গর্জ্জন করিয়া এই সুখপ্রসুপ্ত জনগণের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছিস্, আর কি নিমিত্তই বা স্বীয় ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইতেছিস্? ক্ষমতা থাকে, আয়, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্; তোর ভগিনীর অপরাধ কি? শরীরান্তশ্চারী অনঙ্গই অপরাধী, তাহারই দুর্জ্জয় কুসুমশরে জর্জ্জরিত হইয়া হিড়িম্বা আমাকে অভিলাষ করিয়াছে। ইহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই; জানিস্ না, তুই স্বয়ং ইহাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছিস্? এ এখানে আগমন করিয়াই আমার রূপ-লাবণ্য দর্শনে কন্দর্পবাণে মোহিত হইয়া আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, তখন ও অবশ্যই আমার রক্ষণীয়। রে রাক্ষসকুলকলঙ্ক দুষ্টাত্মন্? তুই কি সাহসে আমি জীবিত থাকিতে আমার স্ত্রীর প্রাণ-নাশে উদ্যত হইয়াছিস্? যোগ্যতা থাকে, আসিয়া আমার সঙ্গে সংগ্রাম কর্, আমি এইক্ষণেই তোকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। রে নরমাংস-লোলুপ দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস! আমি আজি তোর মস্তক চূর্ণ করিব; শ্যেন, কঙ্ক, গোমায়ু প্রভৃতি জন্তুগণ পরমাহ্লাদপূর্ব্বক তোর ধরণীলুণ্ঠিত মৃতদেহ আকর্ষণ করিবে। রে রাক্ষসাধম! তুই নিত্য নিত্য নরহত্যা করাতে এই বন পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে; আমি অদ্য মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে ইহা রাক্ষসশূন্য করিব। যেমন সিংহ মহাগজকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ অদ্য তোর ভগিনীর সমক্ষে তোকে আকর্ষণ করিব।" রে রাক্ষসকুলাঙ্গার! অদ্য আমার হস্তে তোর মৃত্যু হইলে অরণ্যচারী পুরুষগণ নিঃশঙ্কচিত্তে এই বনে বিচরণ করিবে।" হিড়িম্ব কহিল, "রে নরাপসদ! তুই কেন অকারণ গর্জ্জন করিতেছিস্? অগ্রে স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর্, পরে আত্মশ্লাঘা করিস্। আমা অপেক্ষা বলবান্ বলিয়া যে তোর অহঙ্কার হইয়াছে, অবিলম্বে তাহা চূর্ণ করিব। আমি এই নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে এখন কিছুই বলিব না, ইহারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাউক; অগ্রে তোকে বধ করিয়া তোর রক্ত পান করি, পরে এই নিদ্রিতদিগকে, তৎপরে এই অপ্রিয়কারিণী পাপীয়সী ভগিনীকে সংহার করিব।"

রাক্ষস এইরূপ তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া বাহুপ্রসারণ-পূর্ব্বক ক্রোধভরে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম রাক্ষসকে সম্মুখাগত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন এবং যেমন সিংহ ক্ষুদ্র মৃগকে অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তাহাকে সে স্থান হইতে অষ্ট ধনু অন্তরে লইয়া গেলেন। রাক্ষস ভীমসেনের পরাক্রম

দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন বৃকোদর জননীসমবেত নিদ্রিত ভ্রাতৃগণের নিদ্রাভঙ্গভয়ে পুনর্ব্বার তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরে লইয়া গেলেন। তদনন্তর তাঁহারা দুই জনে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ষষ্টিবর্ষবয়স্ক ক্রোধান্বিত মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃহৎ বৃক্ষ ভঞ্জন ও আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের ভীষণগর্জ্জনে মাতৃসমবেত পাণ্ডবচতুষ্টয় জাগরিত হইয়া সম্মুখস্থিতা হিড়িম্বাকে দেখিতে পাইলেন।

চতুঃপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে কুন্তী পুত্রচতুষ্টয়ের সহিত জাগরিত হইয়া সমীপস্থিতা হিড়িম্বার অতিমানুষ রূপ দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সান্ত্ববাদপূর্ব্বক হিড়িম্বাকে সম্বোধন করিয়া সুমধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বরবর্ণিনি! তুমি কে? কাহার পত্নী? কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ? হে দেবগর্ভাভে! তুমি কি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কি কোন অপ্সরা? আর কি জন্যই বা এ স্থানে রহিয়াছ? সবিশেষ ব্যক্ত করিয়া বল।" হিড়িম্বা কহিল, "হে দেবি! এই যে গগনস্পর্শী-বৃক্ষরাজি-সমাকুল সুনীল-জলধর-সদৃশ শ্যামল অরণ্যানী নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্ব ও আমার আবাসস্থান। ঐ রাক্ষসরাজ আমার সহোদর, সে তোমাকে ও তোমার পুত্রদিগকে সংহার করিবার মানসে এই স্থানে আমাকে পাঠাইয়াছিল। আমি সেই ক্রূরবুদ্ধির বচনানুসারে এখানে আসিয়া তপ্তকাঞ্চনসদৃশ-কলেবর, মহাবল-পরাক্রান্ত তোমার পুত্রকে নিরীক্ষণ করিলাম। হে শুভে! তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি সর্ব্বভূতচিত্তচারী ভগবান্ কুসুমচাপের শর-সন্ধানের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলাম, আমি তোমাদিগকে লইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিবার অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার পুত্র কোনমতেই আমার বাক্যে সম্মত হইলেন না। হে ভদ্রে! এ স্থানে আমার অনেক বিলম্ব হওয়াতে আমার ভ্রাতা তোমাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আসিয়াছিল। এক্ষণে তোমার সেই পুত্র বলপূর্ব্বক এ স্থান হইতে তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। ঐ দেখ, তাঁহারা দুই জনে পরস্পর গর্জ্জন ও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন।"

হিড়িম্বার বচন শ্রবণমাত্র মহাবীর্য্য যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সত্বরে ভীমসমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও রাক্ষস পরস্পর জয়াশা করিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত সিংহদ্বয়ের ন্যায় সংগ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদিগের চরণাঘাতে পার্থিব ধূলিপটল গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া দাবাগ্নিধূমের শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা বসুধারেণুপরিবীতাঙ্গ হইয়া নীহারমণ্ডিত শৈলরাজদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তখন মহাবলশালী অর্জ্জুন ভীমসেনকে রাক্ষসের যুদ্ধে ব্যথিতপ্রায় দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহু ভীমসেন! তুমি কি এই দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ? ভয় নাই, আমি তোমার সহায়তা করিতেছি, নকুল ও সহদেব মাতাকে রক্ষা করুক।" ভীম কহিলেন, "ভ্রাতঃ! কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না; নিরুদ্বিগ্নচিত্তে যুদ্ধ দর্শন কর: এই দুরাত্মা আমার হস্তগত হইয়াছে, আর ইহার নিস্তার নাই।" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভীম! আর বিলম্ব করিও না; পাপাত্মা রাক্ষসকে শীঘ্রই নিপাত কর: আমাদের এ স্থান হইতে অতি ত্বরায় প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। ঐ দেখ, পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ হইয়াছে: অতি শীঘ্রই প্রভাত হইবে। দিবাভাগে রাক্ষসগণ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে; হে বৃকোদর! সত্বর হও; আর বৃথা ক্রীড়া করিও না; উহাকে শীঘ্র বধ কর; কিঞ্চিৎ বিলম্বেই ঐ দুরাত্মা মায়া প্রকাশ করিবে।"

মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন অর্জ্জুনের বচন-শ্রবণে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় জনক

বায়ুকে আহ্বান করত তদীয় জগৎসংহারক বল গ্রহণ করিলেন এবং সেই নালাম্বুদশ্যামল রাক্ষসের প্রকাণ্ড দেহ ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক মহাবেগে ঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিলেন, "অরে দুষ্ট নিশাচর! তুই বৃথা এত কাল মাংসভক্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিস্, তোকে ধিক্। অতএব তোকে এক্ষণেই অপঘাতে সংহার করিয়া এই বন নিষ্কণ্টক ও মঙ্গলযুক্ত করিব; আর তুই নরহত্যা করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিবি না।" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভীমসেন! যদি এই রাক্ষসকে তোমার ভার বোধ হইয়া থাকে, তবে বল, আমি তোমার সাহায্য করিতেছি। ইহাকে শীঘ্র সংহার কর অথবা আমি ইহাকে বিনাশ করিতেছি। তুমি অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।"

অর্জ্জুনের এই বাক্য-শ্রবণে ভীমসেনের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাক্ষসকে বলপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করত পশুর ন্যায় বধ করিলেন। হিড়িম্ব মরণকালে ভয়ঙ্করস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার গভীর গর্জ্জন দ্বারা সেই মহারণ্য পরিপূর্ণ হইল। তৎপরে বৃকোদর রাক্ষসকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া তাহার মধ্যদেশ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস নিহত হইয়াছে দেখিয়া পাণ্ডবচতুষ্টয়ের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা পরম সমাদর পূর্ব্বক ভীমসেনকে ধন্যবাদ প্রদান ও আলিঙ্গন করিলেন। তখন অর্জ্জুন পরম আহ্লাদে অরাতিবিনাশন বৃকোদরকে পূজা করিয়া কহিলেন, "হে মহাত্মন্! বোধ হয়, এই বনের অনতিদূরেই নগর আছে, চল, আমরা ত্বরায় এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। কি জানি, দুরাত্মা দুর্য্যোধন কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদের অনুসন্ধান পাইলেও পাইতে পারে।" তাঁহারা সকলেই অর্জ্জুনের বাক্যে অনুমোদন করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসী হিড়িম্বাও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে চলিল।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ভীমপরাক্রম ভীমসেন হিড়িম্বাকে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, "রাক্ষসগণ মোহিনী মায়া বিস্তার করিয়া বৈরনির্যাতন করে; অতএব রে নিশাচরি! তোর আর আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত নহে, তুইও স্বীয় সহোদরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শমনভবনে যাত্রা কর্।" ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীহত্যা করিও না। হে পাণ্ডব! শরীররক্ষা অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ; সেই দুরাত্মা হিড়িম্বই আমাদিগকে বধ করিবার মানসে আসিয়াছিল, তাহাকে ত তুমি বিনষ্ট করিয়াছ; এ তাহার ভগিনী, এ ক্রুদ্ধ হইলেই বা আমাদের কি করিতে পারিবে?"

হিড়িম্বা ভীমের ক্রোধদর্শনে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া যুধিষ্ঠির-সমক্ষে কুন্তীকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "আর্য্যে! অবলাজন অনঙ্গশরে জর্জ্জরিত হইলে কিরূপ দুঃখভোগ করে, তাহা আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। হে মাতঃ! আমি ভীমসেনকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি সেই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, আমি সুখপ্রত্যাশায় এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমার সেই সুখসম্ভোগের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন আমাকে বঞ্চিত করা নিতান্ত অবিধেয়। আর দেখুন, আমি স্বকীয় পাতিব্রত্যধর্ম্ম ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করত তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে যশস্বিনি! যদি সেই মহাবল-পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ কিংবা আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব, অতএব আপনি আমাকে মূঢ়া বলিয়াই হউক বা ভক্ত-বলিয়াই হউক কিংবা অনুগত বলিয়াই হউক, অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে ভীমসেন আমার পাণিগ্রহণ করেন, তদ্বিধান করুন। আমি সেই দেবরূপী বৃকোদরকে

লইয়া যথেচ্ছ গমন করিব এবং পুনরায় আপনাদিগের সমীপে আনয়ন করিয়া দিব। আপৎকালে আপনারা আমাকে স্মরণ করিলে আমি তদ্দণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইব এবং আপনাদিগকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিব। আপনারা শীঘ্রগমন অভিলাষ করিলে আমি স্বীয় পৃষ্ঠে করিয়া আপনাদিগকে লইয়া যাইব। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ভীমের সহিত আমার মিলন করিয়া দিন। আপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত যে কোন প্রকারে হউক, প্রাণধরাণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ধাৰ্ম্মিক ব্যক্তি কি বিপদ্ কি সম্পদ্ সৰ্ব্বকালেই স্বকৃত অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়া থাকেন. আপৎকালেই ধাৰ্ম্মিকগণের বিঘ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; অতএব যিনি আপৎসময়েও স্বীয় ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তিনিই যথার্থ ধাৰ্ম্মিক; লোকে পুণ্যবলেই জীবিত থাকে; পুণ্যই জীবনধারণের একমাত্র উপায়, যে কাৰ্য্য করিলে ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহা কাহারও পক্ষে দূষণাবহ নহে।”

ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির হিড়িম্বার বাক্যশ্রবণানন্তর তাহাকে কহিলেন, “হে সুমধ্যমে! তুমি যাহা কহিলে, ইহা যথার্থ বটে, তুমি সূৰ্য্যাস্তের প্রাক্কালে কৃতস্নানাহ্নিক ও কৃতকৌতুকমঙ্গল ভীমসেনকে ভজনা করিও; দিবাভাগে উহাঁকে লইয়া যথেচ্ছ গমন করত স্বচ্ছন্দে বিহারাদি করিও: কিন্তু রজনীযোগে আমাদের সমীপে আনিয়া দিতে হইবে।” বৃকোদর যুধিষ্ঠিরের বাক্য-শ্রবণানন্তর “তথাস্তু” বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং হিড়িম্বাকে কহিলেন, “হে রাক্ষসি! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিব যথার্থ বটে, কিন্তু যত দিন পৰ্য্যন্ত তোমার গর্ভে সন্তান না জন্মিবে, তত দিন তোমার সহবাস করিব।”

মনোবেগগামিনী হিড়িম্বা ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহাকে লইয়া আকাশমার্গে গমন করিল। সে পরম রমণীয় রূপলাবণ্য-প্রদর্শন ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁহার মনোহরণপূৰ্ব্বক কখন বা দেবগণের আবাসস্থান মৃগপক্ষি-সংকীর্ণ রমণীয় শৈলশৃঙ্গে, কখন সুপুষ্পিত দ্রুমসমাকীর্ণ বনদুর্গে, কখন প্রফুল্লকমলবনযুক্ত মনোহর সরোবরে, কখন বৈদূৰ্য্যসিকতাময় দ্বীপসমূহে, কখন কাননসুশোভিত সুশীতলজলপরিপূর্ণ গিরিনদীতে, কখন পুষ্পিত দ্রুমলতাচ্ছাদিত কোকিলকুল-কূজিত কাননকুঞ্জে, কখন মণিকাঞ্চনাঢ্য সাগরপ্রদেশে, কখন পবিত্র দেবারণ্যে, কখন গুহ্যকগণের নিবাসস্থানে, কখন বা তাপসদিগের আশ্রমে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন এইরূপ করিতে করিতে ভীমের সহযোগে হিড়িম্বা গর্ভবতী হইল। রাক্ষসীরা গর্ভধারণমাত্রেই সন্তান প্রসব করে। হিড়িম্বা গর্ভধারণ করিয়াই এক বিরূপাক্ষ, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাভুজ, মহাধনুৰ্দ্ধর, অমানুষ পুত্র প্রসব করিল। ঐ পুত্রের মুখ অতি বিশাল, কর্ণ গৰ্দ্দভের ন্যায় দীর্ঘ, ওষ্ঠদ্বয় তাম্রবর্ণ, দশন-সকল সুতীক্ষ্ণ, নাসিকা দীর্ঘ ও বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ। পুত্র মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হইবামাত্র যৌবনপ্রাপ্ত ও সৰ্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইল এবং সত্বরে পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা পুত্রের নাম ঘটোৎকচ রাখিলেন। ঘট শব্দের অর্থ করিমস্তক ও উৎকোচ শব্দের অর্থ কেশশূন্য: উহার মস্তক করিশুণ্ডের ন্যায় কেশশূন্য ছিল বলিয়া ঐ প্রকার নামধেয় হইল। ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও একান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন: তাঁহারাও তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। নিশাচরী হিড়িম্বা আপনার স্বামিসহবাসের সময় অতীত বুঝিয়া মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণকে সম্ভাষণপূৰ্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মহাবীর ঘটোৎকচও প্রস্থানকালে বিনয়গর্ভবচনে “ভৃত্য আপনাদের কাৰ্য্যকালে উপস্থিত হইবে” বলিয়া গুরুজনের নিকটে বিদায় লইয়া উত্তরদিকে গমন করিলেন। মহারথ ঘটোৎকচ অপ্রতিমবীৰ্য্য কর্ণের সহিত সংগ্রামনিমিত্ত ইন্দ্রের অংশে পাণ্ডুবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ বল্কলাজিন পরিধান ও জটাবন্ধন প্রভৃতি তাপসবেশ ধারণপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করত মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি নানাদেশ-মধ্যবর্ত্তী পরম রমণীয় কাননপরম্পরা ও মনোহারিণী সরসিজশালিনী সরসী নিরীক্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক বহুবিধ মৃগবধ করিতে করিতে সত্বরগমনে চলিলেন। তাঁহারা শীঘ্র গমন করিবার নিমিত্ত স্থানবিশেষে জননীকে নিজ পৃষ্ঠদেশে বহন করিতে লাগিলেন। গমনকালে তাঁহারা উপনিষৎ, সমস্ত বেদাঙ্গ এবং নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে তাঁহারা গমন করিতে করিতে পিতামহ ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা মাতৃসমভিব্যাহারে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্যাসদেব পৌত্রদিগের তাদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "হে ভরতবংশাবতংসগণ! ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমাদিগকে যে ঈদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছি এবং তন্নিমিত্ত তোমাদের হিতসাধনমানসে এ স্থানে উপস্থিত হইলাম। হে বৎসগণ! বিষণ্ণ হইও না; তোমরা পরিণামে পরমসুখী হইবে। যদিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও তোমরা আমার পক্ষে উভয়েই সমান, কিন্তু আমি এখন তোমাদিগকে ধৃতরাষ্ট্রসন্তান অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করি। কারণ, দীনগণ ও শিশুজন যথার্থ স্নেহের পাত্র। আমি স্নেহবশে তোমাদের হিতসাধনে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা এই অনতিদূরবর্ত্তী নগরে বাস করিয়া আমার পুনরাগমন প্রতীক্ষা কর।"

সত্যবতীনন্দন, পাণ্ডবগণকে এইরূপ আশ্বাসপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া একচক্রা নগরীতে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কুন্তীকে আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে জীবৎপুত্রি! এই তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অসাধারণ ধর্ম্ম-পরায়ণ; ইনি স্বীয় ধর্ম্মবলে ও ভীমার্জ্জুনের ভুজবলে সসাগরা ধরা জয় করিয়া যাবতীয় নৃপতিগণকে শাসন করিবেন। ইহাঁরা পঞ্চ ভ্রাতাই মহাবলপরাক্রান্ত এবং সুস্থমনে ও স্বচ্ছন্দে স্বরাজ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান হইবেন, ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া বহুদক্ষিণ রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন এবং ভোগসাধন দ্বারা সুহৃদ্বর্গকে সুখী করিয়া পরমসুখে স্বীয় পিতৃ-পৈতামহ রাজ্য ভোগ করিবেন, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না।"

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুন্তীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া এক ব্রাহ্মণের আলয়ে তাঁহাদিগকে স্থাপনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি মাতৃভ্রাতৃসমভিব্যাহারে দেশকালানুসারে কার্য্য করিয়া একমাস এই স্থানে পরমসুখে বাস কর; মাস পূর্ণ হইলে আমি পুনরায় এখানে আগমন করিব।" তাঁহারা সকলেই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "যে আজ্ঞা মহাশয়" বলিয়া তাঁহার উপদেশবাক্য স্বীকার করিলেন; ভগবান্ ব্যাসদেবও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হিড়িম্ববধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়।

বকবধপর্ব্বাধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! মহারথ পাণ্ডুনন্দন একচক্রায় বাস করিয়া কি কি কর্ম্ম করিলেন, সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! পাণ্ডবগণ একচক্রায় ব্রাহ্মণ-নিকেতনে দিবসের অল্পভাগমাত্র বাস করিতেন; অধিকাংশ সময় অনেকানেক সরিৎ, সরোবর, কানন ও অন্যান্য প্রদেশ-সকল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতেন। এইরূপে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় গুণগ্রাম দ্বারা ক্রমে ক্রমে নগরবাসী সমুদয় জনগণের পরম-প্রিয় হইয়া উঠিলেন। পঞ্চ-

ভ্রাতা দিবাভাগে ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যাসময়ে জননীর নিকটে সমুদয় ভিক্ষালব্ধদ্রব্য সমর্পণ করিতেন। ভোজরাজদুহিতা সমস্ত ভক্ষ্যবস্ত প্রথমতঃ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ভীমসেনকে প্রদান করিতেন এবং অন্য ভাগ পাক করিয়া পাঁচ অংশে বিভাগপূর্ব্বক চারি ভাগ অপর পুত্রচতুষ্টয়কে প্রদান ও স্বয়ং এক ভাগ গ্রহণ করিতেন। এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

একদা যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় ভিক্ষার্থে গমন করিলেন, ঘটনাক্রমে বৃকোদর জননী-সমভিব্যাহারে আবাসে রহিলেন। তাঁহারা মাতাপুত্রে ব্রাহ্মণের নিকেতনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনধ্বনি সমুপস্থিত হইল। সরলহৃদয়া দয়ার্দ্র-চিত্তা ভোজরাজদুহিতা সেই করুণরসোদ্দীপক ক্রন্দনশব্দ-শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, "হে পুত্র! আমরা পাপাত্মা দুর্য্যোধনের অজ্ঞাতসারে এই ব্রাহ্মণ-নিকেতনে পরমসুখে বাস করিতেছি; ব্রাহ্মণ আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ ও সমাদর করেন; তন্নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণের উপকার কি প্রকারে করিব, অনুক্ষণ এই চিন্তা করি। যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করে এবং যে পুরুষ অন্যে যে পরিমাণে উপকার করে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকার করিয়া তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ পুরুষ। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণের কোন মহদ্দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে উঁহার সাহায্য করিলে যথেষ্ট উপকার করা হয়।" ভীমসেন কহিলেন, "মাতঃ! ব্রাহ্মণের কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ দুঃখের কারণই বা কি, সবিশেষ জানিয়া আইস। যাহাতে ব্রাহ্মণের উপকার হয়, অতি সুদুষ্কর হইলেও আমি তাহা সাধন করিব।"

দুই জনে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন কুন্তী বদ্ধবৎসা সৌরভেয়ীর ন্যায় দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী, দুহিতা ও পুত্র সমভিব্যাহারে অধোবদনে উপবেশন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছেন, "হায়! আমার এই পরাধীন জীবনে ধিক্! ইহা নিতান্ত অসার, অনর্থক ও দুঃখের নিদানভুত। এত দিনের পর বুঝিলাম, জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র সুখ নাই; প্রত্যুত যৎপরোনাস্তি দুঃখভোগ করিতে হয়। দেখ, আত্মাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ ভোগ করেন। এই তিনের অভাবেই অনন্ত দুঃখ ঘটে। কেহ কেহ এই ত্রিবর্গের অভাবের নাম মোক্ষ কহেন। আমার সেই মোক্ষ লাভ করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অর্থপ্রাপ্তি নরক-ভোগের প্রধান কারণ। অর্থলাভাকাঙ্ক্ষায় যৎপরোনাস্তি দুঃখ আছে, অর্থলাভ তদপেক্ষাও দুঃখদায়ক, আর যদি অর্থের উপর একবার স্নেহ জন্মে, তাহা হইলে অর্থনাশে দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। যাহা হউক, এখন কি করিয়া এই আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইব? পুত্রকলত্র-সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়া নিঃশঙ্ক প্রদেশে বাস করি। প্রিয়ে! তুমি জান, আমি ইতিপূর্ব্বে এই ভয়ে এ স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; তুমি তাহাতে অসম্মত হইলে; আমি পলায়ন করিবার জন্য তোমাকে বারংবার কহিলাম, তুমি কোনমতেই আমার কথা শুনিলে না; তখন তুমি কহিলে যে, ইহা আমার পৈতৃক স্থান, ইহাতে আমার পিতা ও আমি জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছি। হে দুরাগ্রহে! তোমার পিতা বহুকাল বৃদ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, অন্যান্য বান্ধবগণও পরলোক-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে আর এখানে বাস করিয়া এ যন্ত্রণা ভোগ করিবার আবশ্যকতা কি? তুমি তৎকালে বন্ধুপরিত্যাগভয়ে আমার কথা শুনিলে না, কিন্তু এক্ষণে এই সাতিশয় দুঃখকর বন্ধুবিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে, এখন কি করিবে? অথবা আমারই বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু, আমি স্বয়ং জীবিত থাকিয়া কি প্রকারে নৃশংসের ন্যায় স্বচক্ষে আত্মীয়-বিনাশ দেখিব? দেখ, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী; তুমি দমগুণ-সম্পন্না, স্নেহশালিনী ও পরম বন্ধু। আমার পিতামাতা তোমাকে আমার গার্হস্থ্যভাগিনী করিয়াছেন।

আমি বেদবিধানানুসারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি; তুমি কুলশীলসম্পন্না; বিশেষতঃ অপত্য প্রসব করিয়াছ; আমি কি বলিয়া আপনার জীবন-রক্ষার্থে তোমাকে পরিত্যাগ করিব? আর এই অপ্রাপ্তযৌবনা কন্যা, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক পুত্রকেও আমি কোনমতে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আরও দেখ, ভগবান্ বিধাতা যে মদীয় কন্যাকে ভর্ত্তৃলাভার্থ আমার নিকটে ন্যাসস্বরূপ রাখিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমি পিতৃগণ-সমভিব্যাহারে দৌহিত্রজ লোক লাভ করিবার প্রত্যাশা করিতেছি, সেই কন্যাকে আমি স্বয়ং উৎপাদন করিয়া কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব? কেহ কেহ কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক স্নেহ করিয়া থাকে, কাহারও বা পুত্র অপেক্ষা কন্যাতে অধিক স্নেহ থাকে, কিন্তু আমি পুত্র, কন্যা উভয়কেই সমান স্নেহ করিয়া থাকি। কন্যা প্রসব দ্বারা জগৎ রক্ষা হয়, অতএব আমি কি কারণে আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সেই অপাপা কন্যাকে পরিত্যাগ করিব? আমি স্বয়ং প্রাণপরিত্যাগ করিলেও পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে, যেহেতু, আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে পর অবশ্যই ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আমি উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছি, দেখ, যদি ইহাদিগের একজনকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য করা হয়, আর যদি স্বয়ং প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলেও আমা ব্যতিরেকে ইহারা সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইবে। হায়! কি কষ্ট! অদ্য আমি সবান্ধবে কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম! আমাকে ধিক্! ইহাদের সহিত একত্র প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র লাভ নাই।”

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ব্রাহ্মণের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন, “মহাশয়! আপনি বিদ্বান্ হইয়াও কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন? দেখুন, যে সমস্ত মানব ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলকেই একবার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী, কোনমতে খণ্ডিবার নহে, তদ্বিষয়ে সন্তাপ করা কর্ত্তব্য হয় না। হে বিদ্বন্! শাস্ত্রকারেরা কহেন, কি পুত্র, কি দুহিতা, সকলই আপনার নিমিত্ত; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করুন্। আমি স্বয়ং তথায় যাইব, কারণ, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পতির হিতসাধন করাই সাধ্বী স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ আমি তোমার নিমিত্ত অকিঞ্চিৎকর ক্ষণভঙ্গুর দেহত্যাগরূপ এই কর্ম্ম করিলে পরলোকে অক্ষয় সদ্গতি ও ইহলোকে অপরিমিত যশোরাশি লাভ করিতে পারিব। আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, ইহাতে আপনার প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও ধর্ম্মলাভ হইবে। দেখুন, লোকে যে নিমিত্ত পত্নী কামনা করে, আপনার তাহা হইয়াছে; আপনি আমাতে এক কন্যা ও এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। আমি অনৃণা হইয়াছি। আমার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে পর আপনি অনায়াসে ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন; কিন্তু আপনি না থাকিলে আমাদের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিবে না। আমি বিধবা, অনাথা ও অসহায়া হইয়া কিরূপে সৎপথাবলম্বনপূর্ব্বক এই শিশু কুমার ও কুমারীকে বাঁচাইতে পারিব? সাতিশয় অহঙ্কৃত ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিরাও এই কন্যাকে প্রার্থনা করিলে আমি কোনমতে রক্ষা করিতে পারিব না। যেমন পক্ষিগণ ভূমিসন্নিহিত আমিষখণ্ড-গ্রহণে সাতিশয় লোলুপ হয়, সেইরূপ অধার্ম্মিক লোকেরা পতিবিহীনা কামিনীকে বাসনা করে; অতএব হে দ্বিজোত্তম! যখন দুরাত্মগণ অনাথা দেখিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে, তখন্ আমি কিরূপে আপনার ধর্ম্মরক্ষা করিব? আর আপনার কুলরক্ষার এক হেতু সেই কন্যাকেই বা কিরূপে পিতৃপিতামহসেবিত পথে নিযুক্ত করিতে পারিব? আপনি ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা, আপনি এই বালককে যেরূপ

বিদ্যাশিক্ষা করাইতে পারিবেন, আমি কোনমতে সেরূপ পারিব না। ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি যে, অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা বেদশ্রুতিগ্রহণেচ্ছু শূদ্রদিগের ন্যায় আপনার এই কন্যা প্রার্থনা করিবে? আমি যদি তাহাতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে যেমন কাকগণ যজ্ঞ হইতে যজ্ঞীয় দ্রব্য অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, দুরাত্মারা সেইরূপ অত্যাচার করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া লইবে, সন্দেহ নাই। হে ব্রহ্মন্! আমি এই পুত্রকে তোমার অননুরূপ গুণসম্পন্ন, এই কন্যাকে অনুপযুক্ত পাত্রের হস্তগত এবং আপনাকে অহঙ্কৃত জনগণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত দেখিয়া কখনই জীবনধারণ করিতে পারিব না। আমি মরিলে এই বালক ও বালিকা অবশ্য প্রাণত্যাগ করিবে। জলক্ষয় হইলে মৎস্য অবশ্যই বিনষ্ট হয়। হে নাথ! এইরূপে আপনার মরণে আমাদের তিন জনেরই মৃত্যু হইবে নিশ্চয় জানিবেন; অতএব তাহা না করিয়া কেবল আমাকেই পরিত্যাগ করুন্। পুত্রবতী রমণীর পতির অগ্রে পরলোকযাত্রা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমি আপনার নিমিত্ত এই পুত্র, দুহিতা, বান্ধব ও স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। পতিপরায়ণা স্ত্রী পতির হিতসাধন করিয়া যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞ, তপ, দান ও নিয়মাদি দ্বারা কদাচ তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারে না; আমি যে ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছি ইহা আপনার ও আপনার কুলের ইষ্ট ও হিতকর। সজ্জনেরা কহেন যে, ইষ্ট, অপত্য, অভিলষিত দ্রব্য, প্রিয় বন্ধু ও প্রণয়িনী ভার্য্যা এই সমস্ত আপদ্নিবারণের নিমিত্ত হয়। প্রাচীন পণ্ডিতগণের এই উপদেশবাক্য আছে যে, আপদ্নিবারণের নিমিত্ত ধনসঞ্চয় করিয়া রাখিবে, সেই ধন দ্বারা ভার্য্যা রক্ষা করিবে এবং কি ভার্য্যা, কি ধন, যাহা দ্বারা হউক্, আত্মরক্ষণে সর্ব্বথা যত্নবান্ হইবে। ভার্য্যা, পুত্র, ধন ও গৃহ এই চতুষ্টয় দৃষ্টাদৃষ্ট ফললাভের নিমিত্ত হয়; অতএব এই সমস্ত দ্বারা দৃষ্ট ফল ও অদৃষ্ট ফল সাধন করিবে। আর তাঁহারা কহিয়াছেন যে, সমস্ত কুলক্ষয় করিয়াও যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহাও মনুষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্য, কারণ, আত্মার সমান আর কেহই নাই; অতএব আপনি আমাকে এই পরম-দুষ্কর কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান করুন। বেদজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম-নির্ণয়স্থলে কহিয়াছেন, স্ত্রীলোক সকলের অবধ্য, রাক্ষসগণ ধর্ম্মবিৎ; বোধ হয়, সে রাক্ষস আমাকে স্ত্রীলোক দেখিয়া বধ করিবে না; অতএব যখন পুরুষের বধে নিশ্চয়তা ও স্ত্রীলোকের বধে সংশয় রহিল, তখন আমাকে সে স্থানে প্রেরণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি উত্তমোত্তম দ্রব্য ভোগ করিয়াছি, অভিলষিত দ্রব্য-সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে এবং আপনা হইতেই এই অপত্যদ্বয় লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আমার মরণে কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আমি পুত্রবতী; বিশেষতঃ বৃদ্ধা হইয়াছি; অধিকন্তু এই কার্য্য করিলে আপনার হিতানুষ্ঠান করা হয়; এই সকল ভাবিয়া আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর দেখুন, আমি মরিলে আপনি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবেন। হে নাথ! পুরুষদিগের বহুবিবাহ দোষাবহ নহে, কিন্তু নারীগণের পত্যন্তর-স্বীকারে মহান্ অধর্ম্ম জন্মে; অতএব আপনি এই সমস্ত এবং আত্মত্যাগের দোষ বিবেচনা করিয়া আমাকে ত্যাগ করুন; তাহা হইলে আপনার কুল ও এই শিশু সন্তানদ্বয়ের রক্ষা হইতে পারে।" হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! ব্রাহ্মণ পতিহিতৈষিণী ভার্য্যার এই সমস্ত বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত তাঁহার সহিত বাষ্প-মোচন করিতে লাগিলেন।

ঊনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণের কন্যা স্বীয় পিতামাতার বিলাপবাক্য-শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, পিতঃ! হে মাতঃ! তোমরা কি নিমিত্ত অনাথের ন্যায় রোদন করিতেছ? আমি যাহা কহিতেছি, তদনুসারে কার্য্য করিলে আপনাদিগের মঙ্গল হইবে। আমাকে কিছু দিন পরে অবশ্যই পরগৃহে পরিত্যাগ করিতে হইবে;

অতএব তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সকলের পরিত্রাণ করুন। 'সন্তান বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিবে,' এই ভাবিয়াই লোকে অপত্য কামনা করিয়া থাকে; এক্ষণে আপনাদের এই বিপদ্সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই দুস্তর দুঃখসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন। ইহকালে ও পরকালে পরিত্রাণ করে বলিয়া পণ্ডিতগণ পুত্রের 'পুত্র' নাম দিয়াছেন। পিতামহগণ, আমার গর্ভে দৌহিত্র উৎপন্ন হইবে, এই অভিলাষ করেন; কারণ, তাহা হইলে পিণ্ডলোপের ভয় হইতে পরিত্রাণ হয়। আমি স্বীয় পিতার জীবনরক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে সে ভয় হইতে মুক্ত করিতেছি। হে পিতঃ! যদি আপনি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে আপনার বিরহে অল্প দিনের মধ্যেই আমার এই অল্পবয়স্ক ভ্রাতাটি বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। আপনি ও প্রাণাধিক সহোদর মানবলীলা সংবরণ করিলে পিতৃলোকের পিণ্ডোচ্ছেদ হইবে এবং আমিও আপনাদের বিনাশে যৎপরোনাস্তি শোক-সন্তপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই ঘোর বিপদ্ হইতে মুক্ত হয়েন, তাহা হইলে আমার মাতা ও শিশু ভ্রাতা রক্ষা পাইবে এবং এই বংশের সন্ততি ও পিণ্ড অবিচ্ছিন্নভাবেই থাকিবে। আর দেখুন, শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, পুত্র আত্মার স্বরূপ, ভার্য্যা সখীস্বরূপ এবং কন্যা কৃচ্ছ্রস্বরূপ হয়; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্র হইতে বিমুক্ত হউন। হে তাত! আপনি না থাকিলে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। আমি অনাথা ও দীনা হইয়া যথা তথা ভ্রমণ করিব। যদি আমি রাক্ষসসমীপে আত্মপ্রদানরূপ কর্ম্ম করি, তাহা হইলে পিতৃলোকের বংশরক্ষা ও আমার মরণ সফল হয়; আর যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া পরলোকযাত্রা করেন, তাহা হইলে আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে হইবে, অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন এবং উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া আমার ক্লেশাবসান নিমিত্ত, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত ও কুলসন্ততির অবিচ্ছেদের নিমিত্ত, অবশ্য-পরিত্যজ্যাকে অবিলম্বে ত্যাগ করিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করুন। হে তাত! অবশ্য-কর্ত্তব্য বিষয়ে বিমুখ হইবেন না; দেখুন, ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি যে, আপনি স্বর্গ-প্রাপ্ত হইলে পর আমরা কুকুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে অন্ন যাচ্ঞা করিয়া ভ্রমণ করিব? আর যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সবান্ধবে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি পরলোকগমন করিয়াও জীবিতার ন্যায় পরম সুখে বাস করিব। হে পিতঃ! আপনি আমাকে রাক্ষসের মুখে ত্যাগ করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ তদ্দত্ত তোয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপনার হিতসাধনে তৎপর রহিবেন।"

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কন্যার এইরূপ পরিবেদন-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তিন জনকে এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের শিশু সন্তান প্রত্যেকের নিকট গমন করিয়া উৎফুল্ললোচনে, অস্ফুট মধুরস্বরে কহিতে লাগিল, "হে তাত! হে মাতঃ! হে ভগিনি! তোমরা ক্রন্দন করিও না, স্থির হও, আমার হস্তে এই যে তৃণটি দেখিতেছ, আমি ইহার আঘাতে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের প্রাণনাশ করিব।" তাঁহারা তিন জনে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ছিলেন, কিন্তু বালকের মৃদু-মধুর এই কথা শ্রবণে পরম আনন্দিত হইলেন। কুন্তী এতাবৎকাল দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তাঁহাদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সমীপবর্ত্তিনী হইলেন।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কুন্তী তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া অমৃতময় বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আপনারা কি নিমিত্ত রোদন করিতেছেন? আপনাদের এই দুঃখের কারণ কি? সবিশেষ বলুন; যদি আমাদের সাধ্য হয়, তবে অবশ্য আপনাদের দুঃখ-মোচন করিব।" ব্রাহ্মণ কুন্তীর এ ই

মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে তপোধনে! দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ-মোচন করা ভদ্র-লোকের কর্ত্তব্য, যথার্থ বটে, কিন্তু আমার যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। হে মনস্বিনি! এই নগরের সমীপে বক নামে এক রাক্ষস বাস করে। মহাবলপরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত নর-মাংসাশী সেই দুরাত্মাই নগরের অধিপতি; সে নিজ ভুজবলে এই জনপদ, নগর ও সমস্ত দেশ রক্ষা করে। তাহার প্রভাবে পরচক্র বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণী হইতে আমরা কিছুমাত্র ভয় পাই না। ঐ রাক্ষস আপনার আহারের নিমিত্ত এই গ্রামের এক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছে যে, প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে এক এক গৃহস্থের ভবন হইতে এক জন মনুষ্য বিংশতিখারি-পরিমিত তণ্ডুল ও দুইটা মহিষ লইয়া তাহার নিকট গমন করিবে। রাক্ষস উপনীত সেই সমস্ত বস্তু ও উপস্থিত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিয়া আত্মজীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। হে ভদ্রে! বহুদিবসাবধি এই নিয়ম প্রচলিত থাকাতে অত্রত্য সমস্ত লোকই বিরক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, যে ব্যক্তি তাহার এই নিয়ম রহিত করিতে উদ্যোগী হয়, দুরাত্মা রাক্ষস অবিলম্বে তাহাকে পুত্রকলত্র-সমভিব্যাহারে ধ্বংস করিয়া স্বীয় অভ্যবহারকার্য্য সম্পাদন করে। এই প্রদেশের অনতিদূরবর্ত্তী বেত্রকীয়গৃহ-নামক স্থানে নয়ানভিজ্ঞ এক রাজা আছেন। তিনি নিতান্ত অবোধ; এই নগরের উপর তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন নাই। যাহাতে আমাদের ভাল হয়, কদাচ এমন কোন চেষ্টা করেন না। আমরা অনাময়ের প্রকৃত পাত্র; কিন্তু অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল রাজার রাজ্যে বাস করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হইয়াছে; নতুবা ব্রাহ্মণদিগকে কি কাহারও কথা শুনিতে হয়, না কাহারও অভিপ্রায়ানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়? ইহাঁরা নিজ গুণগ্রামে কামগপক্ষীর মত যথায় ইচ্ছা তথায় বাস করিতে পারেন। হে ভদ্রে! লোক প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, পরে ভার্য্যা-গ্রহণ, তৎপরে ধনসঞ্চয় করিবে; কারণ, এই তিন প্রকার সমৃদ্ধি দ্বারা জ্ঞাতিদিগকে ও পুত্র-সকলকে রক্ষা করিতে পারে। ভাগ্যক্রমে আমার এই তিনই বিপরীতরূপে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি এই প্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাপিত হইতেছি। হে তপোধনে! অদ্য আমার পর্য্যায় উপস্থিত; অবশ্যই আমাকে সেই রাক্ষসসমীপে তাহার ভোজনীয় তণ্ডুলাদি ও একজন মনুষ্য পাঠাইতে হইবে। আমার এমন অর্থ নাই যে, একজন মনুষ্য ক্রয় করি; স্বীয় স্বজনকে প্রদান করাও কোনমতে বিধেয় নহে। এক্ষণে কি করি? কিরূপে রাক্ষসহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, তাহার কোন উপায়ই দেখিতেছি না; এই নিমিত্ত দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে স্থির করিয়াছি যে, সবান্ধবে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের সমীপে গমন করিব, সে আমাদিগের সকলকে এককালে ভক্ষণ করিয়া এই বিষম দুঃখ হইতে মোচন করিবে।"

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

কুন্তী কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনি সেই রাক্ষসের ভয়ে আর বিষাদ করিবেন না; যাহাতে সেই দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, এমন এক উপায় স্থির করিয়াছি। আপনার এক সন্তান, সেও অতি শিশু; কন্যাও একটির অধিক নাই, সেও অতি সুশীলা, অতএব উহাদের অন্যতরের কিংবা আপনার বা আপনার সহধর্ম্মিণীর তথায় গমন করা বিধেয় নহে। আমার পাঁচ পুত্র; তাহাদের মধ্যে একজন আপনার হিতার্থে বলি লইয়া রাক্ষস-সমীপে গমন করিবে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে শুভে! একে আপনারা ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার অতিথি; অতি অভদ্র অধার্ম্মিক লোকেরাও স্বীয় প্রাণরক্ষার্থে অতিথি ব্রাহ্মণের প্রাণনাশ করে না। হে তপোধনে! ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আপনার প্রাণ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বীয় আত্মজ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আমি কি করিয়া তাহার বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? ব্রাহ্মণ-বধ ও আত্মত্যাগ এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে আত্মত্যাগ শ্রেয়ঃ, কারণ, অজ্ঞানতঃ ব্রহ্মহত্যা করিলেও উহার পাতক হইতে নিষ্কৃতি নাই। হে ভদ্রে!

যদি আমি স্বয়ং রাক্ষস-সমীপে গমন করিয়া তৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হই, তাহা হইলে আমার আত্মহত্যার পাপ হইবে না। যেহেতু, আমি অগত্যা এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর যদি তাহা না করিয়া তোমার পুত্রকে সে স্থানে পাঠাই, তাহা হইলে আমি আভিসন্ধিকৃত ব্রাহ্মণবধজন্য দারুণ পাতক হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। হে শুভে! পণ্ডিতগণ গৃহাগত, শরণাগত ও ভিক্ষার্থী ব্যক্তির বধ নিতান্ত নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। আপদ্ধর্ম্মবিৎ প্রাচীন মহাত্মারা কহিয়াছেন, নৃশংস বা নিন্দিত কর্ম্ম কদাচ করিবে না; অতএব অদ্য আমি প্রণয়িনীসমভিব্যাহারে রাক্ষস-হস্তে প্রাণত্যাগ করিব; ব্রাহ্মণবধে কদাপি সম্মত হইব না।”

কুন্তী কহিলেন, “হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা কহিলেন, উহা আমারও অভিমত, ব্রাহ্মণ অবশ্য রক্ষণীয়; বিশেষতঃ শত পুত্র থাকিলেও পুত্রের প্রতি মাতা-পিতার বিরক্তি জন্মে না, তবে যে আমি স্বীয় পুত্রকে রাক্ষসসমীপে প্রেরণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছি, তাহার কারণ আমি বিশেষরূপে জানি। রাক্ষস কখনই আমার সেই পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে না। আমার পুত্র সাতিশয় বলবান্, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ। সে রাক্ষসসমীপে তাহার ভোজ্যদ্রব্য সমুদয় লইয়া যাইবে এবং তাহার হস্ত হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, সন্দেহ নাই। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইতঃপূর্ব্বে অনেক মহাবল-পরাক্রান্ত মহাকায় রাক্ষস আমার সেই পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া সমরশায়ী হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! আপনি এ কথা আর কাহাকেও বলিবেন না, কি জানি, তাহা হইলে পাছে বিদ্যার্থিগণ এই বার্ত্তা-শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমার পুত্রকে বিরক্ত করে।”

ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই অমৃতোপম বাক্যশ্রবণে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তী ও ব্রাহ্মণ উভয়েই ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাক্ষসবধার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। ভীম “যে আজ্ঞা” বলিয়া তাঁহাদের অভিলষিত-সম্পাদনে স্বীকার করিলেন।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভীমপরাক্রম ভীমসেন ব্রাহ্মণের হিতানুষ্ঠান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে যুধিষ্ঠিরাদি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির স্বীয় মাতা কুন্তী, ব্রাহ্মণ ও ভীমসেনের আকার-প্রকার দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া স্বীয় জননীকে একান্তে লইয়া গিয়া কহিলেন, “মাতঃ! মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন এ কি অসমসাহসিক কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছে? সেই দুষ্কর কার্য্য করিতে ভীম কি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াছে অথবা আপনি উহাকে অনুমতি দিয়াছেন?” কুন্তী কহিলেন, “বৎস! ভীমসেন আমার আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণের উপকারার্থে ও নগরের হিতসাধনের নিমিত্ত এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মাতঃ! আপনি এ বিষয়ে ভীমকে অনুমতি প্রদান করিয়া সজ্জন-বিগর্হিত ও অতিমাত্র সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। আপনি কি নিমিত্ত পরপুত্র-রক্ষার্থে স্বীয় পুত্রবিনাশরূপ লোক-বেদ-বিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইলেন? দেখুন, যাহার বাহুবলমাত্র আশ্রয় করিয়া আমরা দুর্জ্জনাপহৃত রাজ্য পুনঃ প্রত্যুদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সুখে নিদ্রা যাই, যাহার পরাক্রম চিন্তা করিয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধন শকুনি-সমভিব্যাহারে রজনীযোগে নিদ্রিত হইতে পারে না, যাহার বীর্য্যপ্রভাবে আমরা জতুগৃহ ও অন্যান্য অনেক অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, আমরা যে মহাবীরের পরাক্রমমাত্র অবলম্বন করিয়া এই বসুপূর্ণ বসুন্ধরা আপনাদিগের হস্তগত করিতে বাসনা করিয়াছি, আপনি কোন্ সাহসে সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? বোধ হয়, দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে আপনার বুদ্ধি-শুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে।”

কুন্তী কহিলেন, “বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি কেন এ বিষয়ে

বৃথা সন্তাপ করিতেছ? আমি যে বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এরূপ সন্দেহ করিও না। দেখ, আমরা এই ব্রাহ্মণের নিকেতনে পরমসুখে বাস করিতেছি, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানে না। ব্রাহ্মণ আমাদের যথেষ্ট সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন। হে পুত্র! তজ্জন্য এই মহোপকারক ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি পরকৃত উপকার প্রাণান্তেও বিস্মৃত হয় না ও অন্যে যে পরিমাণে উপকার করিয়াছে, তদপেক্ষা বহুগুণ উপকার দ্বারা তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ মনুষ্য। বিশেষতঃ আমি জতুগৃহ-দাহ ও হিড়িম্ববধসময়ে ভীমের পরাক্রম বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি। ভীমপরাক্রম ভীমসেন অযুত মত্ত-হস্তী-তুল্য বলশালী। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর আমাদিগকে বারণাবত নগর হইতে বহির্গত করিয়াছে। উহার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। বোধ হয়, সে যুদ্ধে পুরুষোত্তম চক্রপাণিকেও জয় করিতে পারে। ভীমসেন জাতমাত্র আমার ক্রোড় হইতে গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হয়, পর্ব্বত উহার দেহভারে চূর্ণ হইয়া যায়। অতএব হে পাণ্ডব! আমি স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারাই ভীমসেনের বলবিক্রম বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকারার্থে এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছি। আমি লোভ বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হই নাই, বুদ্ধিপূর্ব্বকই ইহা করিয়াছি। হে যুধিষ্ঠির! এই কার্য্য-সম্পাদন দ্বারা আমাদের দুইটি মহৎকার্য্যানুষ্ঠান হইবে। প্রথম আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার, দ্বিতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান। হে পুত্র! পূর্ব্বে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে কহিয়াছেন, যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কার্য্যকালে তাঁহার সাহায্য করে, সে চরমে শুভলোক প্রাপ্ত হয়; যে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের প্রাণরক্ষা করে, সে ইহকালে ও পরকালে মহতী কীর্ত্তি লাভ করে; যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সাহায্য করে, সে সর্ব্ব-লোক-প্রজারঞ্জক হয় এবং যে ক্ষত্রিয় শরণাগত শূদ্রকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করে, সে এই রাজপূজিত ক্ষত্রিয়কুলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। হে পৌরবংশাবতংস! আমি বেদব্যাসের এই উপদেশ স্মরণ করিয়া এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।”

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির স্বীয় জননী কুন্তীর মুখে এই প্রকার ধর্ম্মানুমোদিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “মাতঃ! আপনি করুণা প্রযুক্ত দুঃখার্ত্ত ব্রাহ্মণের উপকারার্থে অনুমতি করিয়া যৎপরোনাস্তি সুশীলতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি সাতিশয় সদয় হইয়াছেন। আপনার এই পুণ্যবলে ভীমসেন অবশ্যই সেই নরমাংসলোলুপ দুষ্ট নিশাচরের প্রাণনাশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, সন্দেহ নাই। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে কহিবেন যে, নগরবাসী জনগণ যেন এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে না পারে।”

এইরূপে সমস্ত দিবারাত্রি অতিবাহিত হইলে, প্রাতঃকালে ভীমসেন অন্ন লইয়া রাক্ষসের আবাসস্থানে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই রাক্ষসের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে আহ্বান করিতে করিতে আনীত অন্ন স্বয়ংই উপযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাকায় রাক্ষস ভীমের সেই আহ্বানবাক্য-শ্রবণে সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল। ঐ রাক্ষসের চক্ষু, কেশ ও শ্মশ্রু লোহিত-বর্ণ; মুখবিবর আকর্ণ বিস্তৃত, কর্ণদ্বয় গর্দ্দভশ্রবণের ন্যায় দীর্ঘ। ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সমস্ত অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধচিত্তে ত্রিশিখ, ভ্রূকুটিবন্ধন ও অধরোষ্ঠ-দংশন-পুরঃসর ঘূর্ণিতনয়নে কহিতে লাগিল, “অরে! কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি আমার সমক্ষে আমার নিমিত্ত আনীত অন্ন ভক্ষণ করিতেছে? শমন-সদনে গমন করিতে কাহার বাসনা হইয়াছে?” ভীমসেন রাক্ষসের বচন-শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস ভয়ানক চীৎকার ও বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক ভীমসেনকে সংহার করিবার

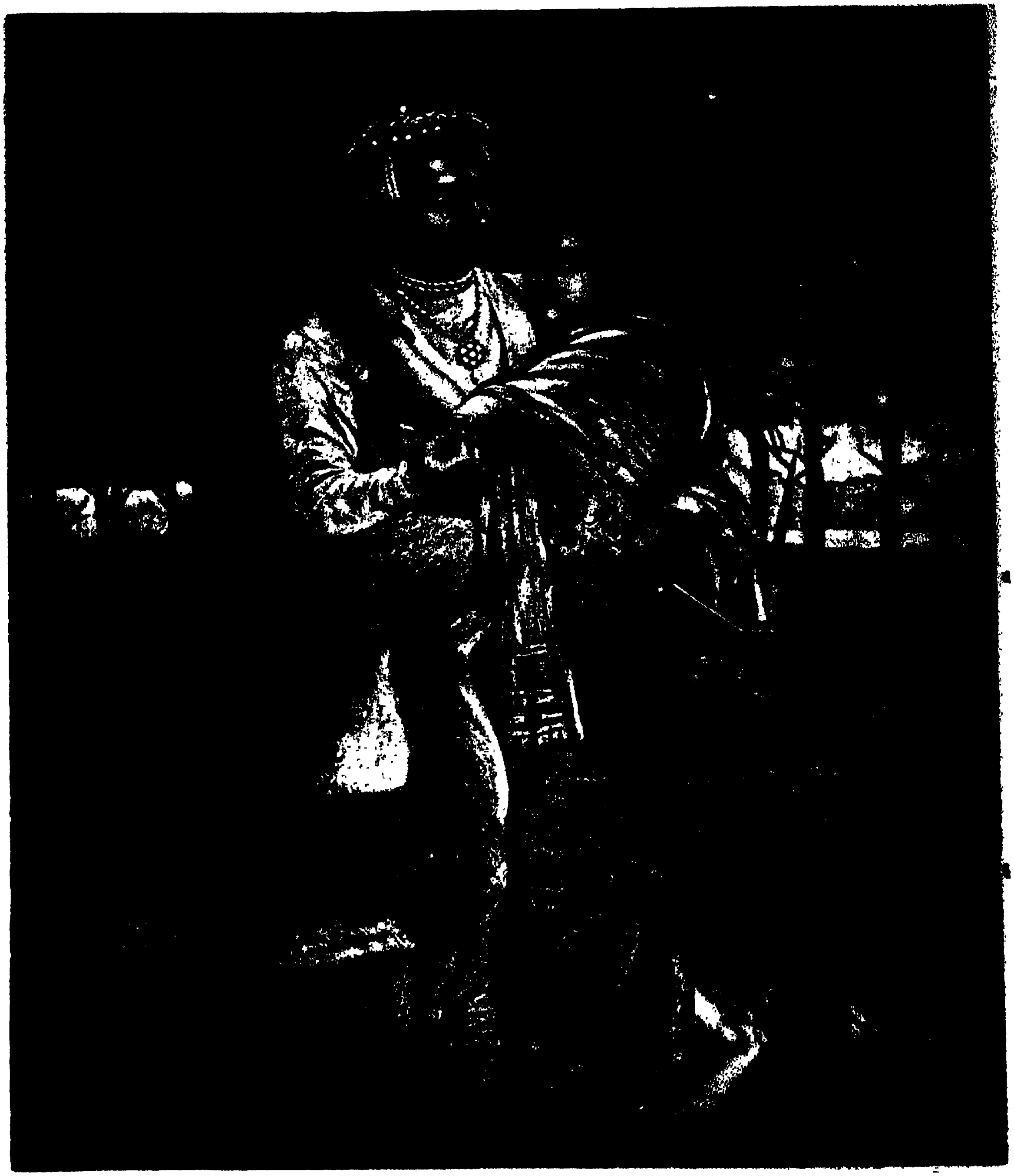
মানসে তাঁহার নিকট ধাবমান হইল। শত্রুপক্ষক্ষয়-কারী ভীমসেন তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভোজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবরে ভীমসেনের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে দুই হস্তে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। বৃকোদর সেই প্রকারে আহত হইয়াও রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রও না করিয়া স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস তদ্দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বৃক্ষগ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনকে আঘাত করিবার মানসে ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত অন্নভক্ষণানন্তর আচমন করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে বাম হস্ত দ্বারা রাক্ষসের হস্তস্থিত বৃক্ষ কাড়িয়া লইলেন। রাক্ষস তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বহুবিধ বৃক্ষ আনয়ন করিয়া ভীমসেনকে প্রহার করিতে লাগিল; বৃকোদরও তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ রাক্ষসকৃত বৃক্ষসংগ্রামে সেই বন পাদপশূন্য হইয়া গেল। তখন বক "অরে দুরাত্মন্! তুই বক-নিশাচরের হস্তে পতিত হইয়াছিস্, আর তোর নিস্তার নাই" এই বলিয়া দ্রুতবেগে ভীমসেনকে আক্রমণ করিল। মহাবীর ভীমসেনও বলপূর্ব্বক রাক্ষসকে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ভীমসেন কর্ত্তৃক কৃষ্যমাণ হইয়া সাতিশয় ক্লান্ত হইল। সেই মহাবীরদ্বয়ের বেগে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং বৃক্ষ-সমুদয় চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে দিবারাত্রি যুদ্ধে বৃকোদর রাক্ষসকে ক্ষীণবীর্য্য দেখিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি জানুদ্বয় দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশে দৃঢ় নিষ্পীড়ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রীবা ধারণ করিলেন এবং বাম হস্ত দ্বারা কটিদেশের বস্ত্র ধরিয়া তাহার মধ্যদেশ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা বক মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন কর্ত্তৃক দৃঢ়তর নিষ্পীড়িত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর চীৎকার করিতে করিতে রুধির বমন করিতে লাগিল।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর বক-নিশাচর ভীমসেনের দারুণ প্রহারে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভয়ানক স্বরে চীৎকারপূর্ব্বক প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। বক-রাক্ষসের চীৎকারধ্বনি শ্রবণে তাহার আত্মীয়বর্গ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া পরিচারকগণসমভিব্যাহারে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত ও জ্ঞানশূন্য দেখিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, অদ্যাবধি আর নরহত্যা করিবে না। যে রাক্ষস মনুষ্যহিংসায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাকে এইরূপে সংহার করিব।" রাক্ষসগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া ভীমের বচনে সম্মত হইল এবং তদবধি শান্তমূর্ত্তি হইয়া নগরবাসী জনগণ-সমীপে বিচরণ করিতে লাগিল।

তদনন্তর ভীমসেন সেই বক-নিশাচরের মৃতদেহ লইয়া তাহার দ্বারদেশে নিক্ষেপপূর্ব্বক অলক্ষিতরূপে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বকের জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে মৃত দেখিয়া ভয়াকুলিতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। এ দিকে ভীমসেন রাক্ষসবধ-সমাপনানন্তর ব্রাহ্মণভবনে প্রত্যাগমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে নগরস্থ জনগণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল যে, বক-রাক্ষস পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া রুধিরোক্ষিত-কলেবরে ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। তাহারা সেই ভূধরোপম ভূমিনিহিত ভয়ানক বকরাক্ষসকে দেখিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে পুনর্ব্বার একচক্রায় গমন করত তথায় ঐ সমস্ত বার্ত্তা প্রচার করিল। তখন একচক্রানিবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতাগণ মৃত বকরাক্ষসকে দেখিতে গমন করিল। তাহারা সেই বকবধরূপ অতিমানুষ ব্যাপার-দর্শনে চমৎকৃত হইয়া দেবার্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর তাহারা "কল্য কাহার পর্য্যায়



দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা ।

গিয়াছে," এই পর্য্যালোচনা করিতে করিতে জানিতে পারিল যে, ব্রাহ্মণের পর্য্যায় গিয়াছে। তখন সকলে একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের সমীপে গমনপূর্ব্বক উক্ত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ পৌরগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিবার মানসে যাথার্থ্য গোপনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পৌরগণ! আমি পর্য্যায়ক্রমে রাক্ষসের আহার-প্রদানার্থ আদিষ্ট হইয়া সপরিবারে ক্রন্দন করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক মহামনাঃ মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি আমার ও পৌরবর্গের দুঃখের বিষয় অবগত হইয়া দয়ার্দ্র চিত্তে আমাকে কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! অদ্য আমি অন্ন লইয়া সেই দুরাত্মা রাক্ষসের নিকট গমন করিব, আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই।' তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া অন্নগ্রহণপূর্ব্বক বকভবনে গমন করিলেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইহা সেই ব্রাহ্মণের কার্য্য।" পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের ঐ কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদে উৎসব করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত জানপদগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া নগরে আগমন করিল। পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ-নিকেতনেই বাস করিতে লাগিলেন।

বকবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

চৈত্ররথপর্ব্বাধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা বক-রাক্ষস সংহার করিয়া পরে কি করিলেন, বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা এইরূপে বকরাক্ষসের প্রাণনাশ করিয়া বেদপাঠ করত সেই ব্রাহ্মণের আবাসে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদা এক ব্রাহ্মণ অভ্যাগত অতিথির যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে বিশ্রামার্থ আশ্রয় প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা জননীসমভিব্যাহারে পরম শ্রদ্ধা ও সাতিশয় ভক্তিসহকারে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সেবায় অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রসঙ্গক্রমে অতি বিচিত্র পবিত্র কথার উত্থাপন ও নানাদেশ, নগর, তীর্থস্থান, নদী, অনেকানেক রাজার উপাখ্যান ও বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সমুদয় কীর্ত্তন করিলেন। এই সমস্ত কথা সমাপন হইলে পাঞ্চাল-দেশে অতি অদ্ভুত দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-ব্যাপার, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর উৎপত্তি ও মহারাজ দ্রুপদের মহাযজ্ঞে অযোনিসম্ভবা দ্রৌপদীর জন্ম শ্রবণ করাইলেন। পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের মুখে এই বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া একান্ত কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে কহিলেন, "হে মহাশয়! যজ্ঞবেদীস্থিত জ্বলন্ত জ্বলনমধ্য হইতে কিরূপে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী সম্ভূত হইলেন, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ হইতেই বা কি প্রকারে দ্রুপদ ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, আর তাঁহাদিগের তাদৃশ সখ্যভাবই বা কি কারণে বিচ্ছিন্ন হইল, মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের এই প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া অতিবিচিত্র দ্রৌপদীসম্ভব পবিত্র বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "গঙ্গাদ্বারে মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপাঃ মহর্ষি ভরদ্বাজ অবস্থিতি করিতেন। একদা তিনি স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, ঘৃতাচীনাম্নী এক অপ্সরা তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে তথায় উপনীত হইয়া জাহ্নবীজলে অবগাহন ও [illegible] করিয়া তীরে দণ্ডায়মান আছে। এই অবসরে সমীরণ তদীয় পরিধেয়-বসন আকর্ষণ ও অপহরণ করিল; মহর্ষি সহসা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া তাহার সহিত বিহার-বাসনায় নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। বলবতী অপ্সরাসম্ভোগস্পৃহায় একান্ত

অধীর হইয়া কৌমার-ব্রহ্মচারী মহর্ষির চিরসঞ্চিত রেতঃ তৎক্ষণাৎ স্খলিত হইল। রেতঃ স্খলিত হইবামাত্র মহর্ষি দ্রোণীমধ্যে স্থাপন করিলেন; তাহা হইতে ধীমান্ ভরদ্বাজের সুকুমার দ্রোণ নামে কুমার উৎপন্ন হইলেন। দ্রোণ বয়োবৃদ্ধি সহকারে সমুদয় বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন।

পৃষত-নামক এক মহীপাল মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম বন্ধু ছিলেন। তৎকালে তাঁহারও দ্রুপদ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। দ্রুপদ প্রতিদিন আশ্রমপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। পৃষত-রাজা কলেবর পরিত্যাগ করিলে দ্রুপদ পৈতৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদা দ্রোণ লোকমুখে শুনিলেন, পরশুরাম অর্থীদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদান করিয়া তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে দ্বিজোত্তম! আমি ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণ, কিঞ্চিৎ অর্থ-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।' পরশুরাম কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আমি যাবতীয় অর্থ সমুদয় পাত্রসাৎ করিয়াছি, এক্ষণে অস্ত্র ও শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার অন্যতর কি প্রদান করি, বল।' দ্রোণ কহিলেন, 'ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রয়োগ ও সংহারের সহিত সমুদয় অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন।' ভৃগুনন্দন রাম 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকারপূর্ব্বক সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিলেন। দ্রোণ অস্ত্রলাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং অভীষ্ট ব্রহ্মাস্ত্রলাভে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ করিলেন।

অনন্তর প্রতাপশালী ভারদ্বাজ দ্রোণ দ্রুপদ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার সখা দ্রোণ উপস্থিত হইয়াছে।' তাহা শুনিয়া দ্রুপদ কহিলেন, 'যাদৃশ অশ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের ও অরথী রথীর মিত্র হইতে পারে না, সেইরূপ যিনি রাজা নহেন, তিনি কি প্রকারে রাজার সখা হইতে পারেন?' এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ভগ্নমনে হস্তিনানগরীতে গমন করিলেন। ভীষ্ম অভ্যাগত দ্রোণ-সন্নিধানে ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থে প্রভূত অর্থের সহিত স্বীয় পৌত্রদিগকে প্রেরণ করিলেন। দ্রোণ দ্রুপদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার মানসে শিষ্যগণকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'হে শিষ্যগণ! যেরূপ গুরুদক্ষিণা আমার মনোনীত হয়, অস্ত্রশস্ত্র সম্যক্ শিক্ষা করিয়া তোমাদিগকে তাহা দিতে হইবে, এক্ষণে ইহা অঙ্গীকার কর।' তখন অর্জ্জুন প্রভৃতি শিষ্যসমবায় 'তথাস্তু' বলিয়া গুরুবাক্য স্বীকার করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবদিগকে ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য দেখিয়া দ্রোণ দক্ষিণাগ্রহণার্থ পুনর্ব্বার কহিলেন, 'হে শিষ্যগণ! ছত্রবতী নগরীর অধিপতি পৃষতপুত্র দ্রুপদকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া অচিরাৎ সেই রাজ্য আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান কর।' পাণ্ডবেরা দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া মন্ত্রী-সমভিব্যাহারে তদীয় করচরণ বন্ধনপূর্ব্বক দ্রোণ-সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। দ্রোণ দ্রুপদকে নেত্রগোচর করিয়া কহিলেন, 'হে যজ্ঞসেন! তোমার সহিত পুনরায় মৈত্রীস্থাপন করিবার প্রার্থনা করি, তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, যিনি রাজা নহেন, তিনি রাজার সখা হইতে পারেন না, এই কারণে আমি রাজ্যগ্রহণে যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ-কূলের রাজা হইলে, আর আমি উহার উত্তরাংশ শাসন করিব।'

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ভরদ্বাজতনয় দ্রোণের বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মহাভাগ! আপনি যাহা কহিতেছেন, আমি তদ্বিষয়ে সম্মত আছি। আপনি কুশলে থাকুন, আপনার অভিমত মিত্রভাব পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইল।' পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ কহিয়া তাঁহারা পূর্ব্বসখ্য স্থাপনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এইরূপ অযোগ্য উপচার দ্রুপদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তিনি দিনে দিনে নিতান্ত দুর্ব্বল ও একান্ত বিমনাঃ হইতে লাগিলেন।"

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তখন দ্রুপদরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া যাজন-কর্ম্মদক্ষ ব্রাহ্মণগণের অন্বেষণে আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সন্তান নাই বলিয়া তিনি অতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেন এবং একটি উপযুক্ত পুত্রের মুখচন্দ্রমা-সন্দর্শনার্থে চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন। দ্রোণের অপকার করিবার নিমিত্ত তিনি বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন; কিন্তু তদীয় অলৌকিক প্রভাব, বিনয়শিক্ষা, বিচিত্র চরিত্র ও ক্ষাত্রবল আলোচনা করিয়া, কিরূপে প্রতীকার করিব, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অনন্তর দ্রুপদ ভাগীরথীতীরে কল্মাষীর উভয় পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা এক আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় অস্নাতক ও অব্রতী কেহই ছিলেন না। তন্মধ্যে দেখিলেন, সংশিতব্রত যাজ ও উপযাজ নামক দুই ব্রহ্মর্ষি রহিয়াছেন। তাঁহারা শান্তগুণাবলম্বী, সংহিতাপাঠে অভিনিবিষ্ট, কাশ্যপগোত্রসম্ভূত ও যুক্তরূপশালী। দ্রুপদ বিলম্ব না করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের যথোচিত সংবর্দ্ধন, করিলেন; উভয়ের বলবুদ্ধি বিবেচনা করিয়া নির্জ্জনে কনিষ্ঠ উপযাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রিয়বাদী ও সর্ব্বকামদাতা হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তদীয় অনুবৃত্তি ও চরণসেবা দ্বারা মহর্ষিকে তুষ্ট করিয়া যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! দ্রোণের বিনাশের নিমিত্ত যদি কোনরূপ দৈবকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা আমার পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে এক অর্ব্বুদ গোদান করিব, অঙ্গীকার করিতেছি; অথবা আপনার যাহা অভিলাষ হয়, তাহাই সফল করিব, সন্দেহ নাই।' মহর্ষি, দ্রুপদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! আমি তোমার বাক্য স্বীকার করিতে পারি না।' দ্রুপদ এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইলেও পুনর্ব্বার তাঁহার আরাধনা ও নানাপ্রকার চিত্তানুবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সংবৎসরকাল অতিক্রান্ত হইলে একদা উপযাজ দ্রুপদকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! একদা মদীয় ভ্রাতা এক অরণ্যানীমধ্যে সঞ্চরণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত একটি ফল দেখিতে পাইলেন। যে স্থানে ঐ ফল পতিত হইয়াছিল, তাহার শৌচের বিষয় কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলাম। দেখিলাম, তিনি ফল-গ্রহণে কিছুমাত্র বিবেচনা করিলেন না এবং ফলের পাপানুবন্ধক দোষের প্রতিও কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিলেন না। অতএব যিনি একস্থলে শৌচাশৌচ-পরিজ্ঞানে নিরপেক্ষ হইলেন, তিনি অন্যত্র তাহার বিচার করিবেন না। আরও, যখন গুরুগৃহে বাস ও সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন এবং নিঘৃণ হইয়া বারংবার উৎসৃষ্ট অন্নের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তখন তিনি কিছুতেই শৌচাশৌচের বিচার রাখিবেন না। এক্ষণে আমি বিচার করিয়া দেখিতেছি, তিনিই ফলাকাঙ্ক্ষী; অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার পুত্রেষ্টিযজ্ঞে দীক্ষিত হইবেন।'

মহারাজ দ্রুপদ এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং তদীয় নির্দেশানুসারে মহর্ষি যাজের আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, 'বিভো! আমি আপনাকে অষ্ট অযুত গো দান করিব। আপনি আমার পুত্রেষ্টিযজ্ঞে দীক্ষিত হউন। দ্রোণের নিকট পরাভূত হইয়া আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আত্মবিনোদনের নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইলাম। দ্বিজোত্তম দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রে অদ্বিতীয়, অধিক কি, এই ধরাধামে ক্ষত্রিয়মধ্যেও দ্রোণের সম ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই, এ কারণ আমি তাঁহার নিকট সখিযুদ্ধে পরাভূত হইয়াছি। তদীয় শরজাল প্রাণাপহারক, কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে। রণস্থলে ষড়রত্নি শরাসন তাঁহার হস্তে পারদৃশ্যমান হয়। তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয়-তেজ প্রতিহত করিতে পারেন; সেই মহেষ্বাস মহাবল

দ্রোণ দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়দিগের উচ্ছেদের নিমিত্ত এই জীবলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অস্ত্রবল মহাঘোর ও ভয়ঙ্কর, নরলোকে কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না। তিনি লব্ধাহুতি-প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ব্রহ্মতেজ ধারণ করেন এবং ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া লক্ষ লোককে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়েন। হে যাজ! ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্রতেজ এই উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মতেজই উৎকৃষ্ট, অতএব আমি ক্ষত্রিয়বলে নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মতেজের আশ্রয় লইতে মানস করিয়াছি এবং আপনার অনুকম্পায় আমার প্রবল-পরাক্রান্ত দ্রোণান্তক সন্তান জন্মিবে, এই আশায় আপনাকে অষ্ট অর্ব্বুদ গো দান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যথাবিধানে আমার এই পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সমাধান করুন।' তখন যাজ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার পূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য-সম্ভার আহরণ করিতে আদেশ দিলেন। যদিও উপযাজ বিষয়বাসনাশূন্য ও নিতান্ত নিস্পৃহ, তথাচ মহৎ-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়া তিনি তাঁহাকে তদ্বিষয়ে ব্রতী করিলেন এবং যাজ গাঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে দ্রোণবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

অনন্তর মহাতপাঃ মহর্ষি উপযাজ মহীপাল দ্রুপদের পুত্রফলকামনায় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তোমার যাদৃশ অভিলাষ, তদনুসারে মহাবীর্য্য মহাবল দ্রোণান্তক পুত্র উৎপন্ন হইবে।' তাঁহার এইরূপ উত্তেজনাবাক্যে উৎসাহিত হইয়া দ্রুপদরাজ দ্রোণবিনাশের অভিসন্ধিতে যজ্ঞীয়-দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে উপযাজ জ্বলন্ত হুতাশনে পূর্ণাহুতি প্রদানকালে রাজমহিষীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি পুত্র কন্যা উভয়ই প্রাপ্ত হইবে, আইস।' মহিষী বিনয়বাক্যে কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আমার মুখ অবলিপ্ত, গাত্রে দিব্য গন্ধ ধারণ করিতেছি। আমি সন্তান নিমিত্ত এরূপভাবে আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারি না। আপনি আমার প্রিয়হেতু ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।'

যাজ কহিলেন, 'হে রাজপত্নি! তুমি যাও বা থাক, যাজদত্ত ও উপযাজের মন্ত্রপূত সংস্কৃত হব্য কদাচ নিষ্ফল হইবে না, অবশ্য অভীষ্ট সম্পাদন করিবে।' এই বলিয়া তিনি সংস্কৃত ও প্রজ্বলিত অনলে আহুতি প্রদান করিলেন। আহুতি-প্রদান করিবামাত্র সহসা হুতাশনমধ্যে হইতে দেবকুমারতুল্য সুকুমার এক কুমার উত্থিত হইলেন। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল, সুন্দর কিরীট দ্বারা তদীয় মস্তক অলঙ্কৃত, আকার অতি ভয়ঙ্কর, ধনুর্ব্বাণ, বর্ম্ম ও খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিয়া বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য রথারোহণে বহ্নিমধ্য হইতে নির্গত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া পাঞ্চালদেশীয় ইতর-সাধারণ সকলেই প্রফুল্লমনে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের হর্ষবেগ ও সিংহনাদ ভগবতী ধরিত্রীরও অসহ্য হইল। তৎকালে এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, 'যশস্বী রাজকুমার দ্রোণবধের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়াছেন। ইহাঁর বল অতি অদ্ভুত, ইনি পাঞ্চালদিগের ভয় দূর করিবেন।' ইত্যবসরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী যজ্ঞবেদিমধ্যে হইতে উত্থিত হইলেন। ত্রিভুবনে তদীয় রূপলাবণ্যের তুলনা ছিল না। তাঁহার বর্ণ শ্যামল, লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় সুশোভন ও অতি বিস্তীর্ণ, কেশজাল নীল ও আকুঞ্চিত, পয়োধর পীন ও উন্নত, ভ্রূদ্বয় দেখিতে সুচারু, কন্যার গাত্র হইতে নীলোৎপলসদৃশ গন্ধ একক্রোশ পর্য্যন্ত ধাবিত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, মানুষী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কোন দেবী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ঐ দেবরূপিণী রমণী দেখিতে এমন চমৎকারিণী যে, দেখিলে দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বেরও মন মোহিত হয়। 'এই কন্যা কালক্রমে ক্ষত্রিয়কুলক্ষয় করিয়া বিস্তর কার্য্যসাধন করিবেন। ইহাঁর নিমিত্ত কুরুবংশীয়দিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আশঙ্কা থাকিবে;' সহসা এইরূপ আকাশবাণী উত্থিত হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চালেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ঐরূপ বেগ ভগবতী বসুন্ধরা সহ্য করিতে অসমর্থা হইলেন। তৎকালে রাজসহধর্ম্মিণী

পুত্রার্থিনী হইয়া যাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কন্যাপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'হে যাজ! ইহারা আমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও যেন জননী বলিয়া না জানে।' যাজ রাজার প্রিয়ানুষ্ঠানমানসে 'তথাস্ত' বলিয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। পূর্ণ-মনোরথ ব্রাহ্মণেরা (বালক অতি প্রকাণ্ড ও দ্যুম্নসম্ভূত) বলিয়া তাহার নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন রাখিলেন এবং (কন্যাটি কৃষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত) তাঁহাকে কৃষ্ণা নাম প্রদান করিলেন। এইরূপে দ্রুপদের মহাযজ্ঞে পুত্র ও কন্যা উভয় উৎ-পন্ন হইল। প্রবল-প্রতাপান্বিত দ্রোণ পাঞ্চালদেশ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজ নিলয়ে আনয়নপূর্ব্বক অস্ত্র-শিক্ষা করাইতে লাগিলেন এবং দৈব অনতিক্রমণীয়, কদাচ অন্যথা হইবার নহে ভাবিয়া মহীয়সী আত্ম-কীর্ত্তি-স্থাপনার্থে ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রশিক্ষাবিষয়ে একান্ত যত্ন করিতে লাগিলেন।"

অষ্টযষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুন্তীপুত্রদিগের হৃদয়ে যেন শল্য বিদ্ধ হইল; তাঁহারা বিষাদ-সাগরে একান্ত নিমগ্ন হই-লেন। অনন্তর সত্যবাদিনী কুন্তী মাতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানগণকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "বৎস! আমরা এই রমণীয়-নগরীমধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা ব্রাহ্মণের আবাসে বহুকাল বাস করিলাম। এ স্থলে যে সমস্ত বন ও উপবন আছে, তাহা বারংবার দর্শন করিয়াছি। তাহা দেখিয়া আর তাদৃশ প্রীতি জন্মে না। এক্ষণে ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প লব্ধ হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা দিনপাত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন; অতএব যদি তোমা-দিগের অভিলাষ হয়, তবে চল, আমরা পরম-রমণীয় পাঞ্চাল-দেশে গমন করি। ঐ দেশ অদৃষ্টপূর্ব্ব, দেখিলে অবশ্যই প্রীতিকর হইবে। আর শুনিয়াছি, পাঞ্চালেরা প্রাণান্তেও ভিক্ষুককে পরাঙ্মুখ করেন না, তথাকার রাজা যজ্ঞসেন অতিশয় ব্রতপরায়ণ। হে বৎস! যদি মত হয়, চল, একস্থলে বহুকাল অতিক্রম করা কদাচ বিধেয় হয় না। অধিক কি, এখানে ক্ষণ-কাল থাকিতেও আমার আর বাসনা নাই।" তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মাতঃ! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয়; কিন্তু অনুজদিগের কিরূপ অভিপ্রায়, কিছুই জানি না।" তৎপরে কুন্তী ভীমসেন, অর্জ্জুন ও যমজ নকুল-সহদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা মাতৃবাক্যে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা কদাচ তাহার অন্যথা করিব না।"

অনন্তর কুন্তী পঞ্চপুত্র-সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া দ্রুপদরাজ্যে যাত্রা করিলেন।

ঊনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছেন, এই অবসরে সত্যবতীনন্দন ব্যাস তাঁহাদিগের দর্শনার্থ তথায় আগ-মন করিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া কৃতা-ঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন মহর্ষি ব্যাস তাঁহাদিগকে উপবেশনার্থ অনুমতি প্রদান করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পাণ্ডবগণ! তোমরা শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে ত জীবিকা নির্ব্বাহ করি-তেছ এবং পূজার্হ অতিথি-ব্রাহ্মণকে ত সৎকার করিয়া থাক?" ব্যাস তাঁহাদিগকে এইরূপ ধর্ম্মার্থ-সংবদ্ধ বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে একটি উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন।

"কোন তপোবনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বগুণসম্পন্না এক ঋষিকন্যা বাস করিতেন। সেই রমণী স্বীয় কর্ম্ম-দোষে নিতান্ত দুরদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন, এই কারণে অনুরূপ ভর্ত্তৃলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখন তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পতিলাভার্থে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং অতি-কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা অনতিকালমধ্যে ভগবান্ মহা-দেবকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব

তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, 'হে সুন্দরি! তুমি কুশলে থাক, আমি মহাদেব, তোমাকে বর দান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।' তখন তপস্বিকন্যা আপনার অভিলাষানুরূপ বর লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পতিলাভে চরিতার্থ হইতে পারি, এইরূপ বর প্রদান করুন।' এই বলিয়া বারংবার তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে ঋষিকন্যে! আমার বরপ্রভাবে তোমার পঞ্চস্বামিলাভ হইবে।' তখন তাপস-দুহিতা বরদ দেবতাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার নিকটে আমি সর্ব্বগুণোপেত একমাত্র পতিলাভের বাসনা করি।' ঈশ্বর কহিলেন, 'হে কন্যে! তুমি পাঁচ বার পতি প্রদান করুন বলিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব তোমার প্রার্থনামত পরজন্মে পঞ্চপতি লাভ করিবে।' সেই দেবরূপিণী রমণী দ্রুপদবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তিনি তোমাদিগেরই সহ-ধর্ম্মিণী হইবেন; অতএব এক্ষণে তোমরা পাঞ্চাল নগরে অবস্থান কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, সেই কন্যা লাভ করিয়া তোমরা ভবিষ্যতে সুখী হইবে।" এই বলিয়া মহাতপাঃ মহর্ষি ব্যাস কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে সাদরসম্ভাষণাশীষ প্রয়োগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ব্যাস তথা হইতে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা সন্তুষ্টচিত্তে জননী কুন্তীকে অগ্রে লইয়া অবক্রুর মার্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা দিবারাত্রিমধ্যে সোমাশ্রয়ায়ণ-নামক এক তীর্থে গমন করিয়া জাহ্নবী-তীরে উপনীত হইলেন। অর্জ্জুন সর্ব্বাগ্রে এক প্রদীপ্ত আলোক লইয়া প্রকাশার্থে ও আত্মরক্ষার্থে তথায় গমন করিলেন।

একদা মহাবল-পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ঐ পবিত্র গঙ্গাজলে অঙ্গনাপরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিলেন। এই অবসরে তিনি গঙ্গাতীর-সন্নিহিত পাণ্ডবগণের পদশব্দ শ্রবণ করিলেন; শ্রবণ করিবামাত্র অতিশয় ক্রোধাবিশিষ্ট হইলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এই সময়ে জননী-সমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া ধনুর্গুণ আস্ফালনপূর্ব্বক কহিলেন, "সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পূর্ব্বাবধি সমস্ত রজনী কামচারী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের মুহূর্ত্ত; অবশিষ্ট কাল মনুষ্যদিগের কার্য্যসাধনার্থ নিয়মিত আছে। তোমরা লোভ-পরতন্ত্র হইয়া রাক্ষসী-বেলায় পরিভ্রমণ করিতেছ, অতএব তোমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ; সুতরাং আমরা রাক্ষসগণ-সমাভব্যাহারে তোমাদিগকে সংহার করিব। রাত্রিকালে নদীকূল-সন্নিহিত হইলে মনুষ্যদিগকে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করেন; অধিক কি, এই সময়ে মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপালদিগেরও নদীকূলে আগমন করা নিষিদ্ধ। তোমরা আর কেন দূরে রহিয়াছ? সত্বরে আমার সন্নিহিত হও। আমি জলবিহার করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় অবগাহন করিয়াছি, ইহা কি তোমরা পূর্ব্বে অবগত হইতে পার নাই? আমার নাম অঙ্গারপর্ণ; আমি স্বকীয় বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। আমি অতিশয় অভিমানী, ঈর্ষাপরায়ণ ও কুবেরের প্রিয়-সখা। আর অগ্রে যে বন দেখিতেছ, উহা অঙ্গারপর্ণ নামে প্রখ্যাত। আমি যদৃচ্ছাক্রমে ভাগীরথী-তীরে সঞ্চরণ করিয়া ঐ স্থলে বিহার করিয়া থাকি। এইখানে রাক্ষস, শৃঙ্গী, দেবতা বা মনুষ্যেরা আগমন করিতে পারে না, তবে তোমরা কি কারণে এই স্থানে আগমন করিলে, বল?"

তদীয় এতাদৃশ উদ্ধতবাক্যে উত্তেজিত হইয়া অর্জ্জুন কহিলেন, "হে দুর্ম্মতে! সমুদ্র, হিমালয়ের পার্শ্বদেশ আর এই নদীকূল এই তিনটি প্রদেশ দিবারাত্রি বা

সন্ধ্যাকালে কাহারও অধিকৃত নহে। হে গগনচর! ভুক্ত হউক বা অভুক্তই হউক, দিবস বা রজনী হউক, গঙ্গায় গমন করিতে কালনিয়ম নাই; আর আমরাও মহাবল-পরাক্রান্ত, অতএব তোমাকে অকালে কাল-সদনে প্রেরণ করিব। নিতান্ত দুর্ব্বল মানবেরাই রণ-ক্ষেত্রে তোমাদিগকে সৎকার করিয়া থাকে। পূর্ব্ব-কালে এই গঙ্গা হিমালয়ের হেমময় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃতা হইয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, রথস্থা, সরযূ, গোমতী ও গণ্ডকী এই সপ্ত নদীরূপে সমুদ্রজলে মিলিত হয়েন। এই সপ্ত স্রোতস্বতীর জলোপসেবনে লোক বিগতপাপ হইয়া থাকে। পরমপবিত্রা গঙ্গা আকাশ-পথগামিনী হইয়া দেবলোকে অলকনন্দা নাম প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ভগবান্ বাদরায়াণ কহেন, এই গঙ্গা পিতৃ-লোক উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বৈতরণীরূপে পৃথি-বীতে অবতীর্ণ হয়েন। পাপাচার লোকেরা ঐ নদী পার হইতে পারে না। সকলেই এই স্বর্গফল-দায়িনী দেবনদীতে অবাধে অবগাহন করিয়া থাকে, তুমি সেই সনাতন ধর্ম্মের অপলাপ করিয়া কেন প্রতি-ষেধ করিতেছ? ভাগীরথীর জল অতি পবিত্র, আমরা স্বেচ্ছাক্রমে এই পবিত্র জল স্পর্শ করিব; ইহাতে কোনরূপ বাধা মানিব না।"

এই কথা শুনিবামাত্র অঙ্গারপর্ণ অতিশয় রোষ-পরবশ হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক মহাবিষ আশীবিষ সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শর-সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় হস্তস্থিত আলোক ও চর্ম্ম বিঘূর্ণিত করিয়া তৎক্ষণাৎ তদীয় সমস্ত শরজাল নিরাস করিলেন এবং কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্ব! অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ বীরের নিকটে এরূপ বিভীষিকা-প্রদর্শন করা নিতান্ত অনুপ-যুক্ত প্রদর্শিত হইলেও ফেনের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। মানুষী শক্তি সর্ব্বতোভাবে সকল গন্ধর্ব্ব-দিগকে পরাভব করিতে পারে, এক্ষণে ইহাই লক্ষিত হইতেছে; অতএব আইস, তোমার সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিব। মায়াযুদ্ধে প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বকালে দেব-রাজ ইন্দ্রের মান্য ও পূজনীয় বৃহস্পতি ভরদ্বাজকে এই আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে ভর-দ্বাজ অগ্নিবেশ্যকে, পরে অগ্নিবেশ্য মদীয় গুরু দ্রোণকে সমর্পণ করেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বোধে ঐ অস্ত্র আমাকেই প্রদান করিয়াছেন।"

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন ক্রোধভরে গন্ধর্ব্বের প্রতি সেই প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। প্রয়োগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয় রথ ভস্মসাৎ হইল। তখন বিরথ, বিপন্ন ও অস্ত্রতেজে বিমোহিত গন্ধর্ব্ব-রাজ অঙ্গারপর্ণকে অধোমুখে ভূতলে পতিত দেখিয়া অর্জ্জুন দিব্যমালালঙ্কৃত তদীয় কেশপাশ ধারণ করিলেন এবং বিচেতনাবস্থায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আপন ভ্রাতৃসন্নিধানে লইয়া গেলেন।

এই অবসরে শরণার্থিনী কুম্ভীনসীনাম্নী তদীয় সহ-ধর্ম্মিণী পতির প্রাণরক্ষার্থে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাগত হইলেন। তিনি কহিলেন, "হে মহাভাগ! আমি গন্ধর্ব্বরাজমহিষী কুম্ভানসী, অনুকম্পা করিয়া আপনি আমার ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করুন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।" তখন যুধিষ্ঠির কহি-লেন, "হে অরিনিসূদন অর্জ্জুন! যশোহীন, স্ত্রীসহায়, নিতান্ত দুর্ব্বল ও যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে বিনাশ করা অকর্ত্তব্য; অতএব ইহাকে অবিলম্বে পরিত্যাগ কর।" অর্জ্জুন তাঁহাকে কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্ব! অদ্য কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে অভয় দান করিলেন, অতএব জীবন লইয়া প্রস্থান কর, আর কোন দুঃখ করিও না।" তখন গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে সৌম্য! আমি পরাজিত হইলাম, এক্ষণে আমার পূর্ব্বনাম অঙ্গারপর্ণ ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিতেছি; আমি জনসমাজে বলবীর্য্য ও নাম দ্বারা শ্লাঘা করি না, কিন্তু এই আমার পরমলাভ যে, বিদ্যাস্ত্রধারী অর্জ্জুনকে গন্ধর্ব্বমায়ায় অধিকৃত করিব। আমার এই বিচিত্র রথ অস্ত্রাগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ হইয়াছে, অতএব চিত্ররথ নামের পরিবর্ত্তে দগ্ধরথ বলিয়া প্রখ্যাত হইলাম। পূর্ব্বে আমি তপোবলে এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলাম, অদ্য প্রাণপ্রদ মহাত্মা অর্জ্জুনকে সেই বিদ্যা প্রদান করিব। যিনি বলদ্বারা শত্রুকে স্তম্ভিত করিয়া পরাজিত ও শরণাগত শত্রুকে প্রাণদান করেন, তিনি সর্ব্বকল্যাণেরই ভাজন হইতে পারেন। আমি যে বিদ্যা প্রদান করিব, ইহার নাম

চাক্ষুষী বিদ্যা। ভগবান্ মনু সোমকে ইহা সমর্পণ করেন। সোম হইতে বিশ্বাবসু এবং বিশ্বাবসু হইতে এই বিদ্যা আমিই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গুরুপ্রদত্তা বিদ্যা কাপুরুষ-গামিনী হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। হে বীর! এই বিদ্যাপ্রাপ্তি-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলাম, এক্ষণে ইহার কিরূপ প্রভাব, তাহাও অবগত করাইতেছি,অবধান কর। এই ত্রিলোক-মধ্যে যে বস্তু অবলোকন করিবে, এই বিদ্যাপ্রভাবে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইবে। যাঁহার যাদৃশী কামনা, তিনি তদনুসারে সকল বিষয়ই নেত্রগোচর করিতে পারিবেন। নিরবচ্ছিন্ন ছয় মাস একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই বিদ্যা লাভ করিতে হয়; অতএব ব্রত অনুষ্ঠিত না হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত সেই বিদ্যাকে প্রসন্ন করিব। হে মহারাজ! আমরা এই বিদ্যাপ্রভাবে মনুষ্য হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি এবং দেবগণ-সমকক্ষ হইয়া গগনমার্গে সঞ্চরণ প্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্যাপার সমুদয় সম্পাদন করিয়া থাকি। এক্ষণে তোমাকে ও তোমার ভ্রাতৃ-দিগকে আমি এক এক শত গন্ধর্ব্বজ অশ্ব প্রদান করিব। সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বজ অশ্বের বর্ণ অতি মনোহর, বেগ মন অপেক্ষাও খরতর। ইহারা কখন তরুণ বা জীর্ণ হয় না। ইহাদিগের গমনবেগ কদাচ হীন হইবার নহে। পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুরসংহারার্থ দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা বৃত্রাসুর-শিরে দশধা ও শতধা চূর্ণ হইয়া যায়। তদনন্তর দেবতারা শতভাগে বিভক্ত ঐ বজ্র ভাগ-সকলের উপাসনা করেন। সেই সকল বজ্রাংশের অংশে এই গন্ধর্ব্বজ অশ্বগণ জন্মগ্রহণ করে, এই নিমিত্ত ইহারা অবধ্য। কামবর্ণ, কামজব ও কামতঃ সমুপস্থিত গন্ধর্ব্বজ অশ্বগণ তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবে।” অর্জ্জুন কহিলেন, “হে গন্ধর্ব্ব! তুমি প্রীত হইয়া বা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া আমাকে এই বিদ্যাধন অর্পণ করিতেছ; যদি প্রতিদান না হয়, তবে তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই।” গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, “হে অর্জ্জুন! সাধুলোকের সহিত সমাগম হইলে স্বভাবতই প্রীত হইতে হয়, কিন্তু তুমি আমার প্রাণদান করিয়াছ; এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় প্রীত হইয়া এই বিদ্যাদানে উদ্যত হইয়াছি। আর আমি তোমা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র ও বৃদ্ধি-নামক ঔষধ এই দুইটি এককালে গ্রহণ করিব।”

কহিলেন, “হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়া তোমা হইতে গন্ধর্ব্বজ অশ্ব গ্রহণ করিব, কিন্তু আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, সর্ব্বদা আমাদিগের সমাগম হয়। হে সখে! তোমাদিগের হইতে যে কারণে ভয় উৎপন্ন হয় এবং আমরা বেদবেত্তা সাধুচরিত হইলেও রাত্রিকালে আগমন করিয়া যে কারণে এইরূপ তিরস্কৃত ও অবমানিত হইলাম, তাহার কারণ কি, সমুদয় বল।”

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, “হে অর্জ্জুন! তোমরা অনগ্নি ও অনাহুত এবং কোন ব্রাহ্মণও তোমাদিগের পুরোবর্ত্তী নহেন। এই কারণে আমি তোমাদিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম। যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও দানবেরা কুরুবংশ-বিস্তার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি-মুখেও আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াছি। অধিক কি, এই সসাগরা ধরা-পর্য্যটন-প্রসঙ্গে আমি স্বয়ংই তোমার সদ্বংশের ভূয়িষ্ঠ প্রভাব অবগত হইয়াছিলাম। ত্রিলোকপ্রখ্যাত মহাযশাঃ দ্রোণ, যাঁহার নিকটে তুমি বেদ ও ধনুর্ব্বেদে উপদিষ্ট হইয়াছ, তিনিও আমার পরিচিত। দেবপ্রধান ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও যমজ অশ্বিনীকুমার আর নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু এই ছয় জন কুরুবংশ-বিবর্দ্ধন ও তোমাদিগের জন্মদাতা পিতা। আমি তাঁহাদিগের সকলকেই সবিশেষ জ্ঞাত আছি। তোমরা অতি সচ্চরিত্র, মহাত্মা ও মহাবীর; তোমাদিগের মনের সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় সম্যক অবগত হইয়াও আমি তোমাদিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ বাহুবল-সম্পন্ন বীরপুরুষেরা স্ত্রীসান্নিধানে অপমানিত হইলে কখনই ক্ষমা-প্রদর্শন করিতে পারে না; আমি সস্ত্রীক ছিলাম, রাত্রিকালে আমাদিগের বল-বীর্য্য দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত কারণে আমার অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল।

! তুমি আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ,

অতএব যে কারণে জয়ী হইলে, বিধানানুসারে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্মচর্য্য পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। তুমি সেই ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ। যে ক্ষত্রিয় কামপরায়ণ, তিনি রাত্রিকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কদাচ জীবন রক্ষা করিতে পারেন না, আর সস্ত্রীক হইলেও যিনি সনাতন বেদশাস্ত্র সম্মুখে রাখিয়া পুরোহিতের উপর কার্য্যভার অর্পণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত নিশাচরকে পরাস্ত করিতে পারেন। অতএব হে তাপত্য! ইহলোকে যে যে বিষয়ে মনুষ্যের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা, তৎসমুদয় বিষয়ে ইন্দ্রিয়দমনশীল পুরোহিতকে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। ষড়ঙ্গবেদপারগ, অতি পবিত্র, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা ও সুধীর ব্রাহ্মণই রাজাদিগের পুরোহিত হয়েন। যে ভূপতির এতাদৃশ সদ্‌গুণসম্পন্ন পুরোহিত বিদ্যমান আছেন, তাঁহার ইহলোকে জয় ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। অর্থোপার্জ্জন ও অর্থরক্ষা করিবার নিমিত্ত এক গুণবান্ পুরোহিত নিয়োগ করা অতিমাত্র শ্রেয়ঃকল্প। যে রাজা এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন, যিনি সর্ব্বসম্পদ্‌লাভের অভিলাষী হয়েন, তাঁহার পুরোহিতের হিতকারিণী বুদ্ধির আশ্রয় লওয়া বিধেয় যে রাজার পুরোহিত নাই, তিনি কদাচ অভিজন ও শৌর্য্যপ্রভাবে ভূমি-সম্পত্তি অধিকার করিতে পারেন না; অতএব হে কুরুবংশবর্দ্ধন অর্জ্জুন! এক্ষণে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, রাজারা পুরোহিতের সাহায্য গ্রহণ করিলে বহুকাল রাজ্যপালন করিতে পারেন।"

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি যে 'তাপত্য' বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিলে, তাহার যথার্থ অর্থ কি? আমরা কুন্তীপুত্র, কি কারণে তাপত্য বলিয়া আহূত হইলাম? কাহার নামই বা তপতী ছিল? হে সাধো! সবিশেষ জানিতে অভিলাষ করি।" গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনের বাক্যে প্রীত হইয়া ত্রিলোক-প্রখ্যাত অদ্ভুত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; অর্জ্জুনও শ্রবণমানসে অবহিত-চিত্ত হইলেন। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! আমি যে কারণে তপতীতনয় বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিলাম, সেই রমণীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলে সমুদয় বুঝিতে পারিবে, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর। যিনি ভূলোক ও দ্যুলোকে আলোক প্রদান করিতেছেন, সেই সূর্য্যদেব সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতীর জন্মদাতা। সাবিত্রীর পর ইঁহার জন্ম হয়। তপতী তপোনুরক্তা ও ত্রিলোকপ্রখ্যাতা ছিলেন। সুরাসুর-গন্ধর্ব্বাপ্সরোমধ্যে কোন কামিনীই তপতীসদৃশ রূপশালিনী ছিলেন না। একদা সূর্য্য পদ্মপলাশলোচনা সদাচারসম্পন্না কন্যাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া রূপ-গুণ-শ্রুত-শীলসম্পন্ন এক অনুরূপ পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি ত্রিভুবনমধ্যে কন্যার উপযুক্ত পাত্র দেখিতে পাইলেন না। এই কারণে তাঁহার অন্তঃকরণ বলবতী চিন্তায় একান্ত আক্রান্ত হইয়াছিল; সমুদয় সুখ ও শান্তি এককালে তাঁহা হইতে তিরোহিত হইল।

এই সময়ে কুরুবংশাবতংস ঋক্ষতনয় মহাবল-পরাক্রান্ত মহারাজ সম্বরণ শুশ্রূষাপরতন্ত্র, অহঙ্কার-শূন্য, বিশুদ্ধচিত্ত, একান্ত ভক্তিমান্ ও সমধিকশ্রদ্ধা-শালী হইয়া অর্ঘ্য, মাল্য, ধূপ, দীপ প্রভৃতি বিবিধোপহারে নিয়মোপবাস ও তপস্যা সহকারে প্রতিদিন উদয়কালে ভগবান্ ভাস্করের আরাধনা করিতেন সূর্য্যদেব রাজার আরাধনায় সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া মহাকুলোদ্ভূত, অসামান্য-রূপসম্পন্ন, কৃতজ্ঞ, ধর্ম্মার্থবেত্তা নৃপোত্তম সম্বরণকেই স্বীয় দুহিতা তপতীর অনুরূপ পতি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকেই কন্যাদান করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ মনোরথ হইল। যাদৃশ সূর্য্যকিরণে নভোমণ্ডল আলোকময় হয়, সেইরূপ এই মহীপালের অদ্ভুত প্রভাবে ভূলোক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। যাদৃশ ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ উদয়কালে আদিত্যকে আরাধনা করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণেতর প্রজাবর্গ মহারাজ সম্ব-

রণের পূজা করিত। তিনি দেখিতে অতি কান্ত ছিলেন, এই নিমিত্ত নক্ষত্রগুলার নিকটে চন্দ্রতুল্য প্রতীয়মান হইতেন এবং অতি তেজস্বী ছিলেন বলিয়া, শত্রুবর্গ তাহাকে প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য বোধ করিত। সূর্য্যদেব সেই সুশীল ও সদ্গুণসম্পন্ন সম্বরণকে তপতী দান করিতে মনোনীত করিলেন।

একদা মহাবল শ্রীমান্ সম্বরণ মৃগয়ার্থে গিরি-কাননে গমন করিলে তথায় তাঁহার অপ্রতিম অশ্ব মৃগয়াবিহার-পরিশ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসার আতিশয্যে কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অশ্ব বিনষ্ট হইলে রাজা একাকী পর্ব্বতোপরি পাদচারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সহসা কমলায়তলোচনা এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুমারীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই অসহায় অবলারত্নকে নির্নিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কন্যার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া রাজা অনুমান করিলেন, বুঝি কমলাসনা লক্ষ্মী বা দিবাকরের স্খলিত প্রভা অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। সেই অঙ্গনারত্নের আকার ও তেজঃপুঞ্জপ্রভাবে তাঁহাকে প্রদীপ্ত হুতাশনশিখা এবং প্রসন্নতা ও কমনীয়তাগুণে বিমলা শশিকলা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিল। তিনি শৈলশিখরে আরূঢ় থাকিয়া হিরণ্ময়ী প্রতিমার প্রতিরূপ হইয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহার রূপ ও বেশবিন্যাসপ্রভাবে রক্ষলতার সহিত সমুদয় শৈলই সুবর্ণময় প্রতীত হইতেছিল। তাঁহাকে অবলোকন করিয়া রাজার ত্রিলোকের মহিলার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিল। তিনি মনে করিলেন, এই কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া এত দিনে চক্ষু-দ্বয়ের সম্যক ফললাভ করিলাম। জন্মাবধি যে কিছু দেখিয়াছিলেন, কেহই এই রমণীর রূপের অনুরূপ নহে বলিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি রমণীর গুণময় পাশে বদ্ধচিত্ত ও বদ্ধনেত্র হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং ইতি-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মনে উদয় হইল, বুঝি বিধাতা ত্রিলোকমন্থন করিয়া এই দুর্লভ রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ রাজা কন্যার এইরূপ রূপ-সম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে অলোকসামান্য জ্ঞান করিলেন। অনুপম রূপের কি অপ্রতিম মহিমা! রাজা দেখিতে দেখিতে মদনবাণে একান্ত পীড়িত হইয়া নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন। পরিশেষে অতি তীব্র স্মরা-নলে দগ্ধপ্রায় হইয়া সেই নিরহঙ্কারা মনোহরা কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে সুন্দরি! তুমি কে? কাহার পরিগৃহীত? এখানেই বা কি নিমিত্ত আসিয়াছ এবং কি কারণেই বা একাকিনী এই জন-শূন্য অরণ্যে সঞ্চরণ করিতেছ? তোমার সর্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দর ও নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; কিন্তু বোধ হয়, তোমার এই মনোহারিণী মূর্ত্তিই যেন সকল অলঙ্কারের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে! তোমাকে দেবনারী বা অসুরকুমারী, যক্ষেশ্বরী বা রাক্ষসী, গন্ধর্ব্বকুলজা বা নাগ-বনিতা বলিয়া বোধ হয় না; তুমি মানুষী নও। আমি যত স্ত্রালোক দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, কেহই তোমার সদৃশ হইতে পারে না। হে চারুবদনে! আমি তোমার চন্দ্র হইতেও কম-নীয় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া অবধি কন্দর্পশরে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়াছি।'

ভূপাল সেই নির্জ্জন অরণ্যানামধ্যে নিতান্ত কাতর ও একান্ত কামার্ত্ত হইয়া কন্যাকে বারংবার এইরূপ কহিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই প্রত্যুত্তর পাইলেন না। অনন্তর সেই কামিনী সৌদামিনীর ন্যায় তৎ-ক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে রাজা উন্মত্তবৎ তাঁহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। কন্যার অদর্শনে রাজা বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করত মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।"

দ্বিসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! কন্যা অন্তর্হিত হইলে সেই শত্রুপাতন সম্বরণ কামমোহিত হইয়া

সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন। রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া সেই চারুহাসিনী কামিনী পুনরায় তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং হাস্যমুখে ও মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া রাজাকে কহিলেন, 'মহারাজ! গাত্রোত্থান কর, তোমার মঙ্গল হইবে; মোহাবেশ-পরবশ হইয়া তুমি ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত হইতেছে।' ভূপতি কন্যার অমৃতময় বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, সেই সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা সন্দিগ্ধবচনে কহিতে লাগিলেন, 'হে সুন্দরি! আমি কামান্ধ হইয়া তোমার ভজনা করিতেছি, তুমি ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ কর, আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে। দেখ, তোমার নিমিত্ত পঞ্চশর আমাকে অনবরত তীক্ষ্ণশর প্রহার করিয়াও ক্ষান্ত হইতেছে না। বিষম অনঙ্গরূপ ভুজঙ্গ একবারেই আমাকে দংশন করিয়াছে। সন্নিহিত হও, যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর, আমার জীবন নিতান্তই তোমার অধীন হইয়াছে। তোমার সমাগম ব্যতিরেকে আমি ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে পারি না। হে বিশাললোচনে! কাম-শরে প্রাণান্ত হইল; আমার প্রতি অনুকম্পা কর, আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত; আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ কর। তোমার দর্শনকালাবধি স্নেহসঞ্চার হইয়া আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। তোমাকে দেখিয়া আমার আর কোন মহিলা অবলোকন করিতে অভিরুচি নাই। প্রসন্ন হও; আমি তোমার নিতান্ত বশংবদ, অতএব আমাকে ভজনা কর। হে কমলায়তলোচনে! যদবধি তোমাকে নয়নগোচর করিয়াছি, সেই অবধিই স্বকীয় শাণিত শরে অনঙ্গ আমার মর্ম্মভেদ করিতেছে। এক্ষণে প্রণয়-সলিল সেচন করিয়া, মন্মথানলসম্ভূত দাহ শান্তি করিয়া আপ্যায়িত কর। তদ্দর্শনজনিত নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ পঞ্চবাণ প্রচণ্ড ধনু ও প্রচণ্ড শর করে লইয়া মদীয় হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। এক্ষণে তুমি আত্মসমর্পণ করিয়া আমার এই অপ্রতিম দুঃখের অবসান কর। হে রম্ভোরু! বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্বই শ্রেষ্ঠ, অতএব গান্ধর্ব্ব-বিধানে পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন কর।'

তপতী কহিলেন, 'মহারাজ! আমি পিতৃমতী ও অবিবাহিতা, অতএব এক্ষণে স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারি না। যদি আমার উপর তোমার নিতান্তই প্রণয়সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে তুমি আমার পিতার নিকটে প্রার্থনা কর। হে নরেশ্বর! যাদৃশ আমি তোমার প্রাণহরণ করিয়াছি, ক্ষণমাত্র দর্শনে তুমিও সেইরূপ আমার প্রাণহরণ করিয়াছ। শাস্ত্রে কহে, স্ত্রীলোকের কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা বিধেয় নহে, আমি একান্ত পরাধীনা, এ কারণ তোমার সন্নিধানে গমন করিতে সম্মত নাহি। এই ত্রিলোকমধ্যে কোন্ কন্যা প্রখ্যাতবংশোৎপন্ন ভক্তবৎসল ভূপালকে পতিত্বে অঙ্গীকার করিতে অভিলাষ না করে? অতএব তুমি প্রণাম, নিয়ম ও তপশ্চরণ দ্বারা প্রসন্ন করিয়া আমার জন্মদাতা সূর্য্যদেবের নিকটে প্রার্থনা কর। যদি তিনি স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি তোমার চিরকাল বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিব। আমি সাবিত্রীর কনীয়সী ভগিনী, লোকপ্রদীপ সূর্য্যদেবের কন্যা, আমার নাম তপতী'।"

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! অনন্তর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সূর্য্যতনয়া তপতী রাজাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় অতি সত্বরে আকাশপথে উত্থিত ও অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও তথায় পূর্ব্ববৎ ভূতলে পতিত রহিলেন। এই অবসরে রাজমন্ত্রী রাজার অন্বেষণার্থে সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে সেই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, শারদীয় শক্রধ্বজের ন্যায় রাজা ধরাতলে শয়ন করিয়া আছেন। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে তদবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া যেন হুতাশন দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্নেহবশতঃ

আস্তেব্যস্তে সন্নিহিত হইয়া, যেমন পিতা পুত্রকে উত্তোলন করেন, তদ্রূপ কামমোহিত মহীপালকে উত্থাপিত করিলেন। প্রজ্ঞা, বয়স, কীর্ত্তি ও নীতিগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী রাজাকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলে তাঁহার মনোজ্বর দূরীভূত হইল। তিনি তাঁহাকে উত্থিত দেখিয়া মধুরবাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! কোন শঙ্কা নাই, আপনার মঙ্গল হউক।' মন্ত্রী রাজাকে বলবতী ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর দেখিয়া তদীয় মস্তকোপরি সুগন্ধি ও সুশীতল জল সেচন করিলেন। তাহাতে তাঁহার মস্তকস্থিত মুকুট স্ফুটিত (বিশীর্ণ বা শুষ্কপ্রায়) হইয়া গেল।

অনন্তর রাজা চৈতন্যলাভ করিয়া মন্ত্রী ব্যতিরেকে সমুদয় সৈন্যসামন্তকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহারা রাজার আদেশপ্রাপ্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। সকলে প্রস্থান করিলে রাজা সেই গিরিপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবার নিমিত্ত শুচি হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও ঊর্দ্ধমুখে ভূতলে অবস্থান করত মনে মনে মহর্ষি বশিষ্ঠকে পুরোহিতত্বে বরণ করিলেন। রাজা এইরূপে দিবারাত্র এক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ দ্বাদশ দিবসে তথায় উপনীত হইলেন। তপতী নৃপতির মনোহরণ করিয়াছেন, মহর্ষি ইহা জানিতে পারিয়াও পুনরায় যোগবলে সমুদয় অবগত হইয়া তাঁহার কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ প্রস্তাব করিলেন। পরে সূর্য্যসমদ্যুতি ঋষি সূর্য্যসন্দর্শনের নিমিত্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে, রাজা একদৃষ্টে তাঁহার পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৃতাঞ্জলিপুটে সূর্য্যসন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনার পরিচয় দিলেন। মহাতেজাঃ সূর্য্য তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া স্বাগতপ্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, 'হে মহর্ষে! বল, তোমার অভিলাষ কি? আমার নিকট তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, নিতান্ত দুর্ল্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব।' বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, 'হে দিবাকর! আমি আপনার কনীয়সী কন্যা তপতীকে মহারাজ সম্বরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করি। ঐ রাজা পরম-ধার্ম্মিক, অত্যুদার ও ধীশক্তিসম্পন্ন; তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অতি বিস্তীর্ণ; তিনিই আপনার কন্যার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।' এই কথা শুনিয়া সূর্য্য কন্যাদানে স্বীকার করিয়া ও তদীয় বাক্যে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, 'হে মুনে! মহারাজ সম্বরণ সকল রাজলোকের শ্রেষ্ঠ, তুমিও ঋষিদিগের শ্রেষ্ঠ, আর আমার কন্যা তপতীও স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠা, অতএব এমন সুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান না করিব কেন?' এই বলিয়া সূর্য্য স্বয়ং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতীকে রাজা সম্বরণের নিমিত্ত বশিষ্ঠহস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন মহর্ষি তপতীকে প্রতিগ্রহপূর্ব্বক বিদায় লইয়া পুনরায় কুরুবংশাবতংস মহারাজ সম্বরণের নিকট আগমন করিলেন। রাজা সেই তপনকন্যা তপতীকে বশিষ্ঠ-সমভিব্যাহারে আগমন করিতে দেখিয়া একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। যৎকালে তপতী স্বীয় প্রভাপুঞ্জে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি মেঘস্খলিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজা সমাধি দ্বারা অতি কষ্টে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ তথায় উপনীত হইলেন। হে অর্জ্জুন! এইরূপে মহারাজ সম্বরণ বরদ সূর্য্যদেবকে তপস্যা দ্বারা প্রসন্ন করিয়া বশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাবে ভার্য্যা লাভ করেন।

তদনন্তর রাজা সম্বরণ সেই দেবগন্ধর্ব্বসেবিত গিরিশৃঙ্গে বিধিপূর্ব্বক তপতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পাণিগ্রহণানন্তর তিনি নিতান্ত ভোগবাসনার বাধ্য হইয়া উপযুক্ত অমাত্য-হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। মহর্ষিও রাজাকে বিহারাভিলাষী দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; ভূপাল সেই গিরিশিখরে ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন।

হে অর্জ্জুন! এইরূপে তিনি ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাননে ও পর্ব্বতে তপতীর সহিত যদৃচ্ছ বিহার করেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র তদীয় রাজ্যমধ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি করিলেন।

সেই ঘোরতর অনাবৃষ্টি দ্বারা সমুদয় স্থাবর, জঙ্গম ও প্রজাবর্গ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সেই দারুণ কাল উপস্থিত হইলে পৃথিবীতে বিন্দুমাত্র জলপাত না হওয়াতে শস্যোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতে লাগিল। রাজ্যস্থ লোকেরা ক্ষুধায় একান্ত পীড়িত ও উদ্‌ভ্রান্তমনাঃ হইয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। গ্রাম ও নগরীমধ্যে সকলেই ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়া পুত্র-কলত্র প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনভাবে পরস্পর পরস্পরের আশ্রম লইল। ক্ষুধার্ত্ত, নিরাহার ও শবাকার মনুষ্যসমূহে পরিপূর্ণ নগরী প্রেতপালপরিবৃত যম-পুরীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ লোকের এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া বৃষ্টি করিলেন। রাজা রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল বিহার করিতেছিলেন, তাঁহাকে পত্নীর সহিত পুনরায় রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। মহারাজ সম্বরণ পুনর্ব্বার নগর-প্রবেশ করিলে সমুদয় পূর্ব্ববৎ হইল। দেবরাজ মুষলধারে অজস্র বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। গ্রামবাসী ও নগরবাসী লোকেরা সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই অবসরে রাজা নিজ সহধর্ম্মিণী তপতী-সমভিব্যাহারে দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ করিলেন। হে অর্জ্জুন! এই তপনকন্যা তপতী তোমাদিগের পূর্ব্ববংশীয়া ছিলেন। রাজা সম্বরণের ঔরসে তপতীর গর্ভে কুরুর জন্ম হয়, এই কারণে তোমাদিগকে তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিলাম।”

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন পরম-ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের তপোবল শ্রবণে একান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, “হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি যে মহর্ষি বশিষ্ঠের নাম উল্লেখ করিলে, যিনি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের পুরোহিত ছিলেন, তিনি কে? সমুদয় বল, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।” গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, “হে অর্জ্জুন! বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র ও অরুন্ধতীর পতি। দুর্জ্জয় কাম-ক্রোধ পরাজিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার চরণ সেবা করে। তিনি বিশ্বামিত্রের অপরাধে জাত-ক্রোধ হইয়াও কুশিক-বংশের উচ্ছেদ করেন নাই, পুত্রশত-বিনাশদুঃখে একান্ত কাতর হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও নিতান্ত অশক্তের ন্যায় তাঁহার সংহারার্থ কোনরূপ দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই এবং মৃত পুত্রদিগকে যমালয় হইতে পুনরায় আহরণ করিবার নিমিত্ত কৃতান্তকে অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার আশ্রয়লাভ করিয়া ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব ভূপালেরা এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন এবং পুরোহিতত্বে তাঁহাকে বরণ করিয়া বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রখ্যাত-বংশসম্ভূত নৃপতিদিগের পৃথিবী জয় ও রাজ্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত পুরোহিত নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যিনি পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ব্রাহ্মণকে অগ্রসর করিবেন। অতএব হে পার্থ! তুমিও জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মকামার্থবেত্তা, গুণবান্ ও সুবিদ্বান্ পুরোহিত নিযুক্ত কর।”

— —

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, “হে গন্ধর্ব্বরাজ! বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ ইঁহারা দুই জনেই দিব্য আশ্রমে বাস করিতেন, অতএব কি কারণে উভয়ের বৈরভাব জন্মে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণন কর।” গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, “হে অর্জ্জুন! সর্ব্বলোকমধ্যে বশিষ্ঠোপাখ্যান অতি প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ; অতএব আমি ঐ উপাখ্যান সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

কান্যকুব্জ দেশে কুশিক-তনয় গাধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিশ্বামিত্র। একদা বিশ্বামিত্র অমাত্যসমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ এক নিবিড়

অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া কোন রমণীয় প্রদেশে মৃগ-বরাহ শীকারপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মৃগলোলুপ রাজা মৃগের অন্বেষণে একান্ত [illegible] ও পিপাসার্ত্ত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের [illegible] হইলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া [illegible], আচমনীয় ও বন্য হবিঃ প্রদান করিয়া [illegible]পূর্ব্বক অতিথিসৎকার করিলেন। মহর্ষির [illegible] কামধেনু ছিল। প্রার্থনা করিলেই ঐ ধেনু তৎক্ষণাৎ অভিলষিত সম্পাদন করিতেন। ঐ ধেনু গ্রাম্য ও আরণ্য বিবিধ ওষধি, দুগ্ধ, ষড়্‌বিধ রসসম্পন্ন অমৃততুল্য অনুত্তম রসায়ন, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ মিষ্টান্ন, বহুমূল্য রত্ন ও বিচিত্র বসন প্রভৃতি অপূর্ব্ব দ্রব্য-সকল দোহন করিলেন। বশিষ্ঠ সেই সমস্ত ইষ্টবস্তু দ্বারা রাজার অর্চ্চনা করিলেন। অমাত্য-সহিত রাজা আতিথ্যসৎকার গ্রহণপূর্ব্বক সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। মহর্ষির ধেনু পঞ্চহস্ত আয়ত ও ছয় হস্ত উচ্চ, তাঁহার নেত্রযুগল মণ্ডূকের ন্যায় উচ্ছূন, পার্শ্ব ও উরু মনোহর, পুচ্ছ অতি সুন্দর, পয়োধর স্থূল এবং গ্রীবা ও মস্তক পুষ্ট ও আয়ত। গাধিনন্দন সেই সুচারু-শৃঙ্গা ও আনন্দিতা নন্দিনীকে নেত্রগোচর করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! অর্ব্বুদসংখ্যক গো বা আমার সমুদয় রাজ্য লইয়া তুমি এই হোমধেনুটি আমাকে প্রদান কর।' বশিষ্ঠ কহিলেন, "মহারাজ! আমি রাজ্যলোভে দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, অতিথিসৎকার ও যজ্ঞানুষ্ঠান সমাধানের একমাত্র উপায়স্বরূপ পয়স্বিনী নন্দিনীকে প্রদান করিতে পারিব না।" তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, 'আমি ক্ষত্রিয়জাতি, আপনি তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ। প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণের বলবীর্য্যের কথা কাহারও অবিদিত নাই; অতএব যদি অর্ব্বুদসংখ্যক গো গ্রহণপূর্ব্বক আমার মনোভিলাষ সফল করিতে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে আমি স্বজাতিসুলভ বলপ্রকাশ করিয়া তোমার গোধন লইয়া যাইব।' বশিষ্ঠ কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি মহাবল-পরাক্রান্ত রাজা এবং ভুজবীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়, অতএব এ বিষয়ে কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে যাহা ইচ্ছা হয়, কর।'

অনন্তর বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক হংস ও শশিসম রূপশালিনী সেই নন্দিনাকে অপহরণ করিলেন। নন্দিনী দণ্ডপ্রহারে ও কশাঘাতে একান্ত পীড়িত হইলেন এবং ইতস্ততঃ তাড্যমানা হইলেও হম্বারবে ধাবমান হইয়া বশিষ্ঠসম্মুখে আগমনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজবল তাঁহাকে অত্যন্ত তাড়না করিতে লাগিল, তথাপি তিনি মহর্ষির আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন না। বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে কহিলেন, "হে ভদ্রে! আমি তোমার করুণস্বরপূর্ণ হম্বারব বারংবার কর্ণগোচর করিতেছি, বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছেন, আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, কি করি, বল?" এই কথা শুনিয়া নন্দিনী সৈন্যভয়ে ও বিশ্বামিত্র-ভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া মহর্ষির সন্নিকৃষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, 'ভগবন্! দুর্দ্দণ্ড রাজবল প্রচণ্ড কশাদণ্ড দ্বারা বারংবার আমাকে প্রহার করিতেছে। প্রহারবেগে আমি নিতান্ত অশরণা ও অনাথার ন্যায় অতি কাতর-স্বরে রোদন করিতেছি; এ সময় আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রতি উপেক্ষা করিতেছেন?' নন্দিনী প্রধর্ষিত হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তথাপি ধৃতব্রত মহর্ষি ক্ষুব্ধ বা ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইলেন না; কেবল এইমাত্র বলিলেন, 'হে কল্যাণি! ক্ষত্রিয়দিগের বল তেজ, আর ব্রাহ্মণদিগের বল ক্ষমা। আমি ক্ষমাপরায়ণ ব্রাহ্মণ, কি প্রতীকার করিব? এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে গমন কর।' তখন নন্দিনী কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনার এই কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু যদি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক কেহই আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না।' বশিষ্ঠ কহিলেন, "হে নন্দিনি! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহি না, যদি সমর্থ হও, তবে আমার আশ্রমে অবস্থান কর! ঐ দেখ, অরাতিরা বলপ্রকাশ পূর্ব্বক তোমার বৎসকে সুদৃঢ়-রজ্জুবদ্ধ করিয়া অপহরণ করিতেছে।'

তখন সেই পয়স্বিনী আশ্রমে বাস করা যে মহর্ষির অভিপ্রায়, ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া অতি ঘোররূপধারণপূর্ব্বক গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া ঘন ঘন হম্বারব পরিত্যাগ-সহকারে সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কশাদণ্ড দ্বারা বারংবার আহত ও ইতস্ততঃ তাড্যমানা হইলে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদীয় বালধি হইতে জ্বলন্ত অঙ্গারবৃষ্টি হইতে লাগিল। পুচ্ছ হইতে পহ্লব, প্রস্রব হইতে দ্রাবিড় ও শক এবং যোনিদেশ হইতে যবনেরা উৎপন্ন হইল; গোময় হইতে কিরাত-জাতি, মূত্র হইতে কতকগুলি ও পার্শ্বদেশ হইতে কতকগুলি-শবর জন্মগ্রহণ করিল। ফেনপুঞ্জ হইতে পৌণ্ড্র, সিংহল, বর্ব্বর, খশ, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হুণ, কেরল, ও অন্যান্য বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইল। বিশ্বামিত্র দেখিতে দেখিতে নানাবরণসংচ্ছন্ন সেই বিপুল ম্লেচ্ছবল বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ক্রোধাতিরেক-সহকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। বিশ্বামিত্রের সমক্ষে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য বশিষ্ঠ-সৈন্যমণ্ডলীর সুতীক্ষ্ণ শরজালে আহত ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ-সৈন্য ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু রণক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রের একটি সৈন্যেরও প্রাণ সংহার করে নাই। ঋষিধেনু বিপক্ষ-সৈন্যদিগকে অতি দূরতর প্রদেশ পর্য্যন্ত অবরোধ করিলেন। রাজসংক্রান্ত সৈন্যেরা ত্রিযোজন অবধি অবরুদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পরিশেষে প্রাণভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া আশ্রয়লাভে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

মহারাজ বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজঃসম্ভূত এই সুমহৎ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষত্রিয়ভাবের প্রতি নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'ক্ষত্রিয়বলে ধিক্, ব্রহ্মতেজই যথার্থ বল। বলাবল-নির্ণয়স্থলে তপোবলকেই পরমবল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়।' এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্য, অসামান্য রাজলক্ষ্মী ও কমনীয় বস্তুর ভোগাভিলাষ এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তৎপরে তপঃসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তিনি তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোককে অভিভূত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন।"

ষট্সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! দ্যুলোকে কল্মাষপাদ নামে এক অলৌকিক-বলসম্পন্ন ও ইক্ষ্বাকু-কুলোৎপন্ন রাজা ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ার্থে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া এক অরণ্যানামধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা সেই মহাঘোর অরণ্যে মৃগ, বরাহ, মহিষ, খড়্গী প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর বন্যজন্তু-সকল সংহার করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র যাজ্যক্রিয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতে যান। রাজা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এক প্রশস্ত পথ দিয়া সত্বরে গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠের পুত্রশতমধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শক্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, 'আমাদিগের গমনপথ রোধ করিও না, অপসৃত হও।' শক্তি মধুরবাক্যে রাজাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! এ আমার পথ, শাস্ত্রানুসারে রাজা সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে পথ দিবেন, ইহাই সনাতন-ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।' পথের নিমিত্ত উভয়ে এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন: 'তুমি সরিয়া যাও,' 'তুমি সরিয়া যাও' বলিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন। মহর্ষি স্বধর্ম্ম-প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত পথরোধ করিয়া রহিলেন; রাজাও অভিমানপরতন্ত্র ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শক্তির গতিরোধ করিলেন এবং মোহাবেশে ভয়ঙ্কর নিশাচরের ন্যায় কশাদণ্ড

দ্বারা ঋষিকে প্রহার করিলেন। প্রহারবেগে মহর্ষি ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, 'রে নৃপাধম! তুই যেমন দুরাচার রাক্ষসের ন্যায় তাপসকে কশাঘাত করিলি, অদ্যাবধি মদীয় শাপ-প্রভাবে রাক্ষস হইবি এবং মনুষ্য-মাংসলোলুপ হইয়া তোকে এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইবে।'

বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়ের যাজ্যক্রিয়ানিবন্ধন বৈর উৎপন্ন হইয়াছিল, এ জন্য বিশ্বামিত্র কল্মাষপাদের নিকট গমন করেন। উভয়ের বিবাদকালে তিনি সন্নিহিত হইলেন। রাজা শক্ত্রিকে বশিষ্ঠসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন দেখিয়া পশ্চাৎ বশিষ্ঠতনয় বলিয়া জানিতে পারিলেন। হে অর্জ্জুন! বিশ্বামিত্র আত্মপ্রিয়-সাধন-মানসে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন, তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন না।

অনন্তর রাজা এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শক্ত্রির শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র, রাজার আন্তরিক অভিপ্রায় অবগত হইয়া কিঙ্করনামা এক রাক্ষসকে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। সে মহর্ষির শাপপ্রভাবে ও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে রাজার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। বিশ্বামিত্র রাজার শরীরে রাক্ষসের আবির্ভাব দেখিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। রাজা অন্তর্গত রাক্ষস দ্বারা একান্ত পীড়িত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইলেন।

অনন্তর রাজা বন হইতে প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া তৎসন্নিধানে মাংসভোজনের প্রার্থনা করিলেন। রাজা কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আপনি এক্ষণে ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি প্রত্যাগত হইয়া আপনার অভিলষিত ভোজন প্রদান করিব।' এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা ইচ্ছামত সুখসঞ্চরণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, ব্রাহ্মণের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, নিশীথসময়ে তাহা স্মরণ হইল। তখন তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া সূপকারকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'অমুক বনে এক ব্রাহ্মণ বুভুক্ষিত হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব শীঘ্র তথায় গিয়া তাঁহাকে সমাংস অন্ন প্রদান করিয়া আইস।'

সূপকার তদীয় আদেশানুসারে ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথায়ও মাংস পাইল না। তখন ভগ্নান্তঃকরণে রাজসন্নিধানে গিয়া মাংস না পাওয়ার বিষয় নিবেদন করিল। রাজা রাক্ষসাবেশ-প্রভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে বারংবার সূপকারকে কহিতে লাগিলেন, 'তুমি নরমাংস আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণের আহারকার্য্য সম্পাদন কর।' সূপকার তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অকুতোভয়ে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল এবং সত্বর তথা হইতে নরমাংস আহরণপূর্ব্বক যথাবিধি পাক করিয়া অন্নসংযোগে ক্ষুধিত তপস্বী ব্রাহ্মণকে উপযোগের নিমিত্ত প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ সিদ্ধচক্ষুপ্রভাবে বুঝিতে পারিয়া অন্ন অভোজ্য বলিয়া রোষ-কষায়িতলোচনে কহিলেন, 'যেহেতু, সেই নৃপাধম আমাকে এই অভোজ্য অন্ন প্রদান করিতেছে, অতএব সেই মূঢ়ই নরমাংস-ভোজনে স্পৃহালু হইবে; ইতিপূর্ব্বে শক্ত্রি যে অভিশাপ দিয়াছেন, তদনুসারে মনুষ্যমাংসভক্ষণে আসক্ত ও সকলের ক্লেশকর হইয়া এই পৃথিবীতলে পর্য্যটন করিবে।' ব্রাহ্মণ দুইবার এইরূপ কহিলে শক্ত্রিদত্ত শাপ বলবান্ হইয়া উঠিল। রাজা তৎক্ষণাৎ রাক্ষসাবেশে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তদীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল বিকল হইয়া উঠিল।

রাজা অনতিকালমধ্যে শক্তিকে দেখিয়া কহিলেন, 'যেমন তুমি আমার প্রতি অসদৃশ শাপ-প্রয়োগ করিয়াছ, তদনুসারে আমিও এক্ষণে মনুষ্য-ভক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।' এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি মহর্ষি শক্ত্রির প্রাণসংহার করিলেন এবং ব্যাঘ্র যেমন অভীষ্ট পশু ভক্ষণ করে, সেইরূপ ঋষিকলেবর ভক্ষণ করিলেন। বিশ্বামিত্র শক্ত্রিকে নিহত দেখিয়া বশিষ্ঠের অপর পুত্রদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত রাক্ষসকে আদেশ প্রদান করিলেন। সিংহ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশুদিগকে সংহার করে, রাক্ষস ক্রোধবশ হইয়া সেইরূপ মহর্ষি শক্ত্রির অনুজদিগকে ভক্ষণ করিল।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব 'বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে শতপুত্র সংহারিত হইয়াছে' শ্রবণ করিলেন। যাদৃশ মহামহীধর বসুন্ধরাকে ধারণ করে, তিনি সেইরূপ অনিবার্য্য শোকাবেগ ধারণ করিয়া রহিলেন; তথাচ তিনি কৌশিকবংশ উন্মূলনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন না। পরিশেষে আত্ম-ত্যাগ মনস্থ করিয়া মেরুশিখরে আরোহণপূর্ব্বক স্বদেহ পাতিত করিলেন। তদীয় দেহ তুলরাশির ন্যায় শিলাখণ্ডে পতিত হইল, প্রাণবিয়োগ হইল না। তৎপরে তিনি মহাবনমধ্যে প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। দেদীপ্যমান দহনে মহর্ষির দেহ দগ্ধ হইল না, প্রত্যুত, গাত্রে অনলের স্পর্শ শীতল অনুভূত হইল। পরিশেষে কণ্ঠদেশে নিতান্ত দুর্ভর শিলাখণ্ড বন্ধনপূর্ব্বক জলধি-জলে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু স্রোতোবেগপ্রভাবে তিনি তীরে উপনীত হইলেন। তখন মহর্ষি সাতিশয় সন্তপ্ত-চিত্ত হইয়া অগত্যা পুনর্ব্বার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ পুত্রশূন্য আশ্রমপদ-দর্শনে সাতিশয় শোকাকুল হইয়া তথা হইতে পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কতক-দূর যাইয়া দেখিলেন, এক স্রোতস্বতী বর্ষাপ্রভাবে অতি বেগবতী ও বারিপূর্ণা হইয়া তীরস্থিত বহুবিধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে মহর্ষি পুত্রশোকে অতীব দুঃখিতমনে চিন্তা করিলেন, 'আমি এই নদীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিব' অনন্তর আপনাকে পাশ দ্বারা দৃঢ়তর সংবদ্ধ করিয়া নদীজলে নিমগ্ন হইলেন। নিমগ্ন হইবামাত্র মহানদী মহর্ষির পাশচ্ছেদ করিয়া দিল এবং স্থলে উত্থাপিত করিল। মহর্ষি পাশ-বিমুক্ত ও স্থলে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ নদীর নাম বিপাশা রাখিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ তাঁহার শোক-বুদ্ধিই প্রবল হইতে লাগিল। তিনি একান্ত কাতরতা প্রযুক্ত আর এক স্থানে অবস্থান করিতে না পারিয়া নদী, পর্ব্বত ও সরোবরে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

একদা প্রচণ্ডগ্রাহবতী হৈমবতী নামে এক স্রোতস্বতী দেখিয়া তাহার প্রবাহে ঝম্পপ্রদান করিলেন। সরিদ্বরা ব্রাহ্মণকে অগ্নিসম বিবেচনা করিয়া শতধা বিদ্রুতা হইল; এই কারণে তদবধি তাহার নাম শতদ্রু বলিয়া বিখ্যাত হইল। অনন্তর মহর্ষি আপনাকে স্থলগত ও আত্মসংহারে অকৃতকার্য্য দেখিয়া পুনরায় আশ্রমে আগমন করিতে লাগিলেন। বিবিধ পর্ব্বত ও বহুবিধ দেশ পর্য্যটন-পূর্ব্বক তিনি অদৃশ্যন্তী-নাম্নী তদীয় পুত্রবধূ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে পশ্চাদ্ভাগে ষড়ঙ্গালঙ্কৃত পরিপূর্ণার্থ সুসঙ্গত বেদাধ্যয়ন-শব্দ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'কে আমার অনুসরণ করিতেছে?' তখন অদৃশ্যন্তী প্রত্যুত্তর করিলেন, 'হে মহাভাগ! আমি আপনার পুত্র শক্ত্রির সহধর্ম্মিণী তপস্বিনী অদৃশ্যন্তী।' মহর্ষি কহিলেন, 'পুত্রি! পূর্ব্বে শক্ত্রি-মুখে যেরূপ সাঙ্গ-বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ এই ষড়ঙ্গ-বেদ কে উচ্চারণ করিতেছে?' অদৃশ্যন্তী কহিলেন, 'আমার গর্ভে আপনার তনয় শক্ত্রির এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, দ্বাদশ বৎসর হইল, ঐ পুত্র গর্ভমধ্যে বেদাধ্যয়ন করিতেছে।'

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ অদৃশ্যন্তী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে হৃষ্টান্তঃকরণে সন্তান বর্ত্তমান পরিজ্ঞাত হইয়া মরণেচ্ছা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বধূ সমভিব্যাহারে প্রতিগমনপূর্ব্বক এক নির্জ্জন বনে কল্মাষপাদকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। রাজা রাক্ষসা-বেশপ্রভাবে মহর্ষিকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার অভিলাষে সহসা উত্থিত হইলেন। তখন অদৃশ্যন্তী ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসকে সম্মুখে দেখিয়া ভীতমনে মুনিসন্নিধানে গিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় এই বিকটাকার রাক্ষস দণ্ডকাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক আমা-দিগের নিকটে আগমন করিতেছে, এক্ষণে আপনি ব্যতীত উহাকে নিবারণ করিতে পারে, পৃথিবীতে

এমন আর কেহই নাই। হে মহাভাগ! ঐ দারুণ-দর্শন পাপপরায়ণ রাক্ষস হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। নিশ্চয়ই ও আমাদিগকে গ্রাস করিবার অভিলাষ করিতেছে।' তখন মহর্ষি প্রত্যুত্তর করিলেন, 'হে পুত্রি! তুমি ভয় পাইও না। এই রাক্ষস হইতে কদাচ কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই। তুমি উপস্থিত ভয়কে রাক্ষসভয় বলিয়া বিশ্বাস করিও না। ভূমণ্ডলে মহাবল-পরাক্রান্ত ও সুবিখ্যাত কল্মাষপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনিই শক্তি,শাপ-প্রভাবে এই ভীষণ রাক্ষস হইয়া বনমধ্যে বাস করিতেছেন।' এই বলিয়া তেজস্বী মহর্ষি হুঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সমীপস্থ রাক্ষসকে নিবারণ করিলেন। তৎপরে মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া যোগবলে তাহার শাপ-মোচন করিয়া দিলেন। রাজা কল্মাষপাদ বশিষ্ঠ-তনয় শক্তির শাপে রাহুগ্রস্ত পার্ব্বণ-দিবাকরের ন্যায় নিস্তেজ হইয়াছিলেন; সম্প্রতি রাক্ষসাবেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সায়ংকালীন সৌরকিরণস্পর্শে মেঘমণ্ডলীর ন্যায় তেজঃপুঞ্জে সেই সমস্ত বনবিভাগ রঞ্জিত করিলেন। অনন্তর রাজা পূর্ব্ববৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক অবসরক্রমে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে কহিলেন, 'হে মহাভাগ! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা, আমার নাম কল্মাষপাদ। আমি আপনার যজমান, অতএব এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিলাষ হয়, আদেশ করুন।' বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, 'মহারাজ! বক্তব্যের কাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে রাজধানীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক যথাবিধানে রাজ্যশাসন কর; কিন্তু আর কদাচ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিও না।' রাজা কহিলেন, 'হে তপোধন! আমি আর কদাচ ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিব না; বরং আপনার নিদেশানুসারে তাঁহাদিগকে সম্যক্ সৎকার করিব। হে বেদজ্ঞপ্রধান দ্বিজোত্তম! সম্প্রতি আমি যাহাতে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের নিকট অঋণী হই, আপনাকে এরূপ প্রতিবিধান করিতে হইবে। হে সাধো! আমি সন্তান অভিলাষ করি, ইক্ষ্বাকুদিগের বংশরক্ষার্থ আপনাকে শ্রুতশীলসম্পন্ন একটি সুসন্তান প্রদান করিতে হইবে।' তখন সত্যসন্ধ তপোধন 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব মহারাজ কল্মাষপাদের সহিত সুবিখ্যাত অযোধ্যানগরীতে গমন করিলেন। নগর-প্রবেশকালে যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রত্যুদ্গমন করেন, প্রজাপুঞ্জ মহানন্দ সহকারে সেইরূপে সেই নিষ্পাপ রাজাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে লাগিল। রাজা বহুদিনের পর মহর্ষি বশিষ্ঠ-সমভিব্যাহারে সেই পুণ্যলক্ষণা অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যাবাসী জনগণ পুরোহিতসহিত উদিত দিবাকরের ন্যায় মহীপালকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর শরৎকালীন শশধর যেমন নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করেন, রাজা সেইরূপ নিজ রাজধানী অযোধ্যার শোভা সম্পাদন করিলেন। সেই নগরী পতাকা-পরিশোভিত, সুসংসিক্ত ও সুপরিচ্ছন্ন-পথ-সংযুক্ত হইয়া সকলের আনন্দ-সঞ্চার করিতে লাগিল। তখন হৃষ্টপুষ্ট ও সন্তুষ্টজনে আকীর্ণ অযোধ্যা সুররাজ-বিরাজিত অমরাবতীর ন্যায় সুশোভিত হইল।

রাজা পুরপ্রবেশ করিলে রাজমহিষী ভর্ত্তার আদেশানুসারে মহর্ষি বশিষ্ঠের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। মহর্ষি সন্তানোৎপাদনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দিব্য বিধানানুসারে মহিষীর সহবাস করিলেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইলে মুনি প্রজানাথ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুনরায় আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষী সন্তান উৎপন্ন হইতে অধিকতর বিলম্ব দেখিয়া এক উপলখণ্ড দ্বারা স্বকীয় গর্ভ বিদীর্ণ করিলেন। বিদীর্ণ করিবামাত্র দ্বাদশবর্ষ গর্ভে স্থিত রাজর্ষি অশ্মক ভূমিষ্ঠ হইলেন।"

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! অনন্তর অদৃশ্যন্তী ভর্ত্তৃসদৃশ এক বংশধর কুমার প্রসব করিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব জাতমাত্র পৌত্রের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার নাম পরাশর রাখি-

লেন। শক্তি-নন্দন পরাশর মহর্ষি বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া জানিতেন এবং জন্মাবধি তাঁহাকেই পিতার ন্যায় অনুসরণ করিতেন। ক্রমশঃ তিনি অদৃশ্যন্তীর সন্নিধানে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠকে তাত বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন অদৃশ্যন্তী পুত্রের এইরূপ মধুরগর্ভ বাগ্বিন্যাস-শ্রবণে অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, 'বৎস! বনমধ্যে এক রাক্ষস তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে, অতএব এক্ষণে পিতামহকে পিতৃ-সম্বোধন করিও না, তুমি যাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন কর, তিনি তোমার পিতামহ, পিতা নহেন।'

অনন্তর শক্তি-তনয় জননী অদৃশ্যন্তী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অতিশয় দুঃখিতমনে সপ্তলোক-বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তদ্বিষয়ে তাঁহাকে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া প্রতিষেধবাক্যে কহিলেন, 'বৎস! পূর্ব্বকালে কৃতবীর্য্য নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি বেদবেত্তা মহাত্মা ভার্গবদিগের যজমান। রাজা যজ্ঞান্তে সোমপান করিয়া প্রভূত ধনধান্য দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিতেন। তিনি লোকান্তরে প্রস্থান করিলে তদ্বংশীয় নৃপতিদিগের কোন বিশেষ প্রয়োজনার্থ অর্থের আবশ্যকতা হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহারা ভার্গবদিগের অর্থের আতিশয্য জানিয়া তাঁহাদিগের নিকটে অর্থিভাবে উপস্থিত হইলেন। তখন ভার্গবগণ কেহ কেহ ক্ষত্রিয়ভয়ে সমস্ত অক্ষয় ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত, কেহ বা ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। এই অবসরে কোন এক ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছাক্রমে ভূমিখনন করিয়া ভৃগুগৃহে প্রভূত বিত্ত প্রাপ্ত হইলেন। তখন ক্ষত্রিয়েরা সকলে সমবেত হইয়া সেই উৎখাত ধন নিরীক্ষণ করিলেন। তদ্দর্শনে ভার্গবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের যথোচিত অবমাননা করিলেন। ক্ষত্রিয়েরা অপমানিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ শরপ্রহারে ভার্গবদিগের শিরশ্ছেদ ও তৎপত্নীগণ গর্ভস্থিত অর্ভকদিগের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ভৃগুনন্দনেরা উচ্ছিন্ন হইলে তাঁহাদিগের পত্নীগণ ক্ষত্রিয়ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া হিমাচলে পলায়ন করিলেন। তন্মধ্যে কোন মহিলা ভর্ত্তৃকুলবৃদ্ধির নিমিত্ত সভয়ে উরুদেশে অতি প্রদীপ্ত এক গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। এই গর্ভসংবাদ অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে এক ব্রাহ্মণী ভীতমনে নির্জ্জনে ক্ষত্রিয়সন্নিধানে গিয়া ইহা নিবেদন করিল। ক্ষত্রিয়েরা গর্ভনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, ব্রাহ্মণী স্বতেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান রহিয়াছেন। এই অবসরে গর্ভস্থ বালক ব্রাহ্মণীর উরুদেশ বিদার্ণ করিয়া নির্গত হইলেন। নির্গত হইবামাত্র মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় তিনি ক্ষত্রিয়দিগের দৃক্‌শক্তি সংহার করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চক্ষুর্হীন হইয়া ঐ গিরিদুর্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা হীনজ্যোতিঃ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি-লাভের প্রত্যাশায় সেই অনিন্দিতা ব্রাহ্মণীর শরণাগত হইয়া দুঃখিত-মনে নিবেদন করিলেন, 'ভগবতি! আমরা অতি নরাধম, এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আমরা আপনার প্রসাদে অসৎ অধ্যবসায় হইতে বিরত হইয়া আপনার অনুকম্পায় পুনরায় চক্ষুলাভ পূর্ব্বক প্রতিগমন করিতে পারি। হে শোভনে! আপনি পুত্রের সহিত প্রসন্ন হইয়া পুনরায় দৃষ্টিপ্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের পরিত্রাণ করুন'।"

ঊনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

"ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'হে বৎস ক্ষত্রিয়গণ! আমি ক্রোধপরায়ণ হইয়া তোমাদিগের চক্ষু গ্রহণ করি নাই। মদীয় উরুসম্ভব ভার্গব তোমাদিগের উপর অদ্য রোষপরবশ হইয়াছেন। তিনি বন্ধুবান্ধবগণের নিধনদশা স্মরণ করিয়া কোপাকুলিত-চিত্তে তোমাদিগের চক্ষু গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তোমরা যখন ভৃগুমহিলাদিগের গর্ভস্থ সন্তানগণকে সংহার কর, তদবধি আমি এক শত বৎসর কাল উরুদেশে এই গর্ভ ধারণ করিয়াছিলাম। ভৃগুবংশীয়দিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত ষড়ঙ্গসম্পন্ন বেদ গর্ভস্থ অবস্থায় এই বালকে প্রবেশ করিয়াছে। এই বালকই পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া তোমাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাঁরই অলৌকিক

তেজোবলে তোমাদিগের চক্ষু অপহৃত হইয়াছে; অতএব তোমরা ইঁহার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা কর, ইনিই প্রণিপাতে পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তোমাদিগকে দৃষ্টি প্রদান করিবেন।’ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহারা ঊরুসম্ভব ভার্গবকে কহিলেন, মহাভাগ, প্রসন্ন হউন।’ এই কথা কহিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি প্রসন্ন হইলেন।

হে বৎস! ঐ বিপ্রর্ষি ঊরুভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিলেন, এই কারণে ত্রিভুবনে ঔর্ব্ব বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। ক্ষত্রিয়েরা চক্ষুর্লাভ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে মহর্ষি ঔর্ব্বের মনে হইল, যেন তিনি সকল লোককে পরাভব করিলেন। তৎপরে মহাত্মা মহামনাঃ মুনি সমূলে নিখিল লোক সংহার করিবার নিমিত্ত একান্ত উন্মুখ হইলেন। মহর্ষি, ভৃগুবংশীয়দিগের নিষ্কৃতিলাভ-প্রত্যাশায় সর্ব্বলোক-বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং পিতামহগণের অন্তঃকরণে আনন্দসঞ্চার করিবার নিমিত্ত তপোবলে দেবাসুর ও মনুষ্যের সহিত ত্রিলোককে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পিতৃলোকেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার অবগত হইলেন এবং ঔর্ব্বের নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, ‘হে বৎস! আমরা তোমার তপোবল দেখিলাম, এক্ষণে লোকের প্রতি প্রসন্ন হও এবং ক্রোধাবেগ সংবরণ কর। তৎকালে আমরা প্রতীকারে অশক্ত হইয়া যে প্রাণসংহারোদ্যত ক্ষত্রিয়দিগের তাদৃশ অত্যাচারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছি, এমত নহে। অতি দীর্ঘ-জীবন ভোগ করা অপেক্ষা জীবলোকে ক্লেশকর আর কিছুই নাই, এই জন্য স্বেচ্ছানুসারে আপনারাই আপনাদিগের বধোপায় ক্ষত্রিয়হস্তে অবধারিত করিয়াছিলাম। আমরা কোপের বশীভূত নহি, তথাচ ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল হইবার উদ্দেশেই আমাদের মধ্যে একজন আপন আলয়ে সমুদয় ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে নিখাত করিয়া রাখেন। ক্ষত্রিয়দিগকে কুপিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আমরা স্বর্গ-ফল কামনা করিয়া থাকি, আমাদিগের ধনে কি প্রয়োজন? প্রয়োজন হইলে ধনাধ্যক্ষ কুবেরই আমাদিগের প্রভূত ধন আহরণ করেন। যখন দেখিলাম, ধর্ম্মরাজ যম স্বয়ং আমাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপ উপায় অবধারণ করিলাম। আত্মঘাতী পুরুষেরা কদাচ পুণ্যলোক লাভ করিতে পারে না, এই হেতু আমরা আদ্যোপান্ত সমুদয় অনুধাবন করিয়া ক্ষত্রিয়হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলাম। হে ভৃগুবংশাবতংস ঔর্ব্ব! যে বিষয় অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহা আমাদিগের নিতান্ত অপ্রিয়। এক্ষণে তুমি সর্ব্বলোক-পরাভবরূপ পাপাচার হইতে মনঃসংযম কর। সপ্তলোক-ক্ষয় ও ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। উচ্ছলিত ক্রোধাবেগ তপঃপ্রভাবকে দূষিত ও কলুষিত করিতেছে, আশু তাহার পরিহার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য’।”

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন, “হে পিতৃগণ! আমি ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া সর্ব্বলোক-সংহারের যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না। বৃথা রোষ ও বৃথা প্রতিজ্ঞা করিতে আমার অভিরুচি হয় না। ক্ষত্রিয়দিগের অত্যাচারের যদি প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন যজ্ঞীয় কাষ্ঠরাশি দহন করে, সেইরূপ ক্রোধ আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিবে। যিনি কারণ বশতঃ উত্তেজিত ক্রোধে ক্ষমা প্রদর্শন করেন, সেই মনুষ্য কদাচ ত্রিবর্গ-রক্ষায় সম্যক্ সমর্থ হয়েন না। অশিষ্টের নিয়ন্তা ও শিষ্টের প্রতিপালয়িতা ক্রোধকে বিজিগীষু রাজারা অবসরক্রমে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যৎকালে ক্ষত্রিয়গণ ভার্গবদিগকে বধ করে, আমি তখন ঊরুস্থ ও গর্ভশয্যাগত হইয়া মাতৃবর্গের অতি করুণকণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর করিয়াছিলাম। যখন ক্ষত্রিয়াপসদেরা গর্ভস্থ শিশু সন্তান অবধি সমুদয় ভৃগুবংশ উচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করে, তদবধি আমি তাহাদের প্রতি বিষম ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি। আমার পিতৃ ও মাতৃ-

বর্গ সম্পূর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া ভয়বিহ্বল-চিত্তে ত্রিলোক-মধ্যে কুত্রাপি আশ্রয় পাইলেন না। যখন দুরাত্মারা ভৃগুপত্নীদিগের সংহারে পরাঙ্মুখ হইল, তখন মদীয় জননী উরু-দেশে আমাকে ধারণ করিয়াছিলেন। ইহলোকে পাপের প্রতিষেধকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিলে কেহই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে প্রবৃত্ত হয় না। তাঁহার অবিদ্যমানে অনেকেই পাপপঙ্কে আসক্ত হয়। সামর্থ্য থাকিতেও যিনি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া পাপাচার পরিহার না করেন, নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ হইয়াও তাঁহাকে তত্তৎকর্ম্মকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইতে হয়। সকল রাজলোক ও অধীশ্বরবর্গ, জীবলোকে জীবন রক্ষা করা শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া শক্তিসত্ত্বে কেহই আমার পিতৃগণকে মরণ-ভয় হইতে পরিত্রাণ করিলেন না। এক্ষণে আমিই সকলের অধীশ্বর হইয়াছি। বিষম রোষানলে আমার অন্তঃকরণ নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। অতএব আপনাদিগের প্রতিষেধ-বাক্যে অনুমোদন করিতে সমর্থ নহি। আমি ঈশ্বর হইয়াও যদি লোকের পাপভয়ে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমার যে ক্রোধানল লোকদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা নিগৃহীত হইলে নিজ তেজঃপ্রভাবে আমাকে নিশ্চয় দগ্ধ করিবে। আমি আপনাদিগের সর্ব্বলোকহিতৈষিতা পরিজ্ঞাত হইয়াছি; অতএব সকলের পক্ষে এক্ষণে যাহা শ্রেয়ঃ বোধ হয়, আপনারা তাহার বিধান করুন।"

পিতৃগণ কহিলেন, "হে বৎস! তোমার যে ক্রোধানল লোকদিগকে ভস্মসাৎ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, তাহা জলমধ্যে নিক্ষেপ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। সকল লোকই জলে প্রতিষ্ঠিত, রস-সমুদয় জলময় এবং জগৎও জলস্বরূপ, অতএব তোমার ক্রোধানল জলমধ্যে নিক্ষেপ করাই উচিত হইতেছে। যদি অভিলাষ হয়, তাহা হইলে জলনিধির জলে ক্রোধানল স্থাপিত করিয়া শীতল হও। জল দগ্ধ করিলে লোকদিগকেও দগ্ধ করা হইবে; কারণ, সমুদয় লোকই জলময়। এইরূপ হইলে তোমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবে না, আর দেবতারা ও মনুষ্যেরা সকলেই অপরাভূত থাকিবেন।"

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, "ভৃগুনন্দন ঔর্ব্ব বরুণনিলয়-স্বরূপ মহাসাগরে ক্রোধানল পরিত্যাগ করিলেন। সেই অনল সমুদ্রজল ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঐ ক্রোধানল অগ্ন্যুদ্গারী মহৎ হয়শিরোরূপে পরিণত হইয়া সমুদ্রজল পান করিয়া থাকে। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকে বাড়বানল কহেন। অতএব হে পরাশর! পরলোক পরিজ্ঞাত হইয়া লোকের প্রাণসংহারে ক্ষান্ত হও, তোমার মঙ্গল হইবে।"

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! ভগবান্ পরাশর মহর্ষি বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সর্ব্বজন-পরাভব হইতে আত্মক্রোধ সংবরণ করিলেন; কিন্তু পিতৃবধরূপ মহাপরাধ স্মরণপূর্ব্বক অতি বিস্তীর্ণ এক রাক্ষসসত্রানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যজ্ঞে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সমুদয় রাক্ষস দগ্ধ হইতে লাগিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ পৌত্রের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা অন্যথা করা উচিত নহে ভাবিয়া তাঁহাকে রাক্ষসবধ-রূপ অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করিলেন না। পরাশর সেই রাক্ষসযজ্ঞে প্রদীপ্ত বহ্নিত্রয়মধ্যে চতুর্থ বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শরৎকালে দিবাকর নভোমণ্ডলকে যাদৃশ প্রকাশিত করেন, সেইরূপ সেই নির্ম্মল যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইলে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ শক্তিনন্দন পরাশরকে তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান দ্বিতীয় ভাস্কর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই অনন্যসুলভ সত্র সমাপন করিবার নিমিত্ত উদারবুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষি অত্রি তথায় আগমন করিলেন, আর রাক্ষসদিগের প্রাণরক্ষার্থ তথায় পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাক্রতু উপনীত হইলেন। তন্মধ্যে পুলস্ত্য রাক্ষসবধবিষয়ে পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তোমার তপস্যার কুশল ত? নির্দ্দোষ ও অপরিজ্ঞাত রাক্ষসদিগকে সংহার

করিয়া তোমার মনে কি আনন্দসঞ্চার হইতেছে? তুমি আমাদিগের প্রজার উচ্ছেদ করিও না। দ্বিজাতি তপস্বীদিগের এরূপ ধর্ম্ম নহে। হে পরাশর! শান্তিগুণই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম, তুমি সেই ধর্ম্ম অবলম্বন কর। শ্রেষ্ঠ হইয়া তুমি কেন ধর্ম্মগর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছ? তোমার পিতা শক্তি, পরম-ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহাকে অতিক্রম করা ও মদীয় প্রজাসকল নির্ম্মূল করা তোমার উচিত নহে। শক্তির নিজ শাপপ্রভাবে তৎকালে বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি আত্মদোষেই দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে কোন রাক্ষসেরই সাহস হইত না। তিনি আপনিই আপনার মৃত্যুপথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। কেবল মহর্ষি বিশ্বামিত্র তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র হইয়া দোষভাগী হইলেন। এক্ষণে মহারাজ কল্মাষপাদ স্বর্গে আরোহণ করিয়া মহানন্দে কালযাপন করিতেছেন; আর তোমার পিতৃব্যদিগেরও সুরগণ সমভিব্যাহারে মহাহর্ষে কালক্ষেপ হইতেছে। হে বৎস! মহর্ষি বশিষ্ঠ এ সকল বিষয় ও নির্দ্দোষ রাক্ষসদিগের উচ্ছেদব্যাপার অবগত আছেন। তুমি কেবল এই সত্রের কারণমাত্র; অতএব এক্ষণে আর যজ্ঞ করিও না। তোমার যজ্ঞসমাপ্তি-ফললাভ হউক, তুমি কুশলে থাক।' গন্ধর্ব্ব কহিলেন, "শক্তিনন্দন পরাশর পুলস্ত্য ও মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই রাক্ষসসত্র সমাপন করিলেন এবং যজ্ঞার্থ সঞ্চিত অগ্নিকে হিমালয়ের উত্তর-পার্শ্বে এক মহাবনে নিক্ষেপ করিলেন। অদ্যাবধি সেই অগ্নিকে প্রতিপর্ব্বে রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তর সহিত পর্ব্বত দগ্ধ করিতে দেখা যায় এবং ঐ অগ্নিধারী গিরি অদ্যাপি লোকে আগ্নেয় পর্ব্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ।"

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গন্ধর্ব্বরাজ! রাজা কল্মাষপাদ কোন্ কারণ অবলম্বন করিয়া স্বীয় মহিষীকে বশিষ্ঠের নিকট নিয়োগ করিলেন এবং সেই ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিই বা গুরু হইয়া কিরূপে সেই অগম্যা শিষ্যাতে রত হইলেন? তিনি কি ইতিপূর্ব্বে কোন প্রকার অধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন? আমি এই বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান হইয়াছি, অতএব হে সখে! আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় নিরাকরণ কর।"

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! রাজা কল্মাষপাদ ও বশিষ্ঠের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদয় সবিস্তার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বশিষ্ঠাত্মজ মহাত্মা শক্তি, রাজা কল্মাষপাদকে অভিসম্পাত করেন। রাজা শাপগ্রস্ত ও ক্রোধপরবশ হইয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্নী-সমভিব্যাহারে এক নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্য নানাজাতীয় জন্তুগণে সমাকীর্ণ, পাদপ-সমূহে আবৃত ও লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। রাজা তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে শত সহস্র হিংস্র জন্তুর ভয়ঙ্কর গভীর রব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। একদা সেই-রাক্ষসরূপী ভূপাল ক্ষুধা-শান্তির নিমিত্ত আহারান্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, এক বিপ্রদম্পতি কামক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা রাজাকে নয়নগোচর করিয়া কৃতকার্য্য না হইতেই ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা পলায়নপর ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন। ব্রাহ্মণী স্বামীকে গৃহীত দেখিয়া কহিলেন, 'হে রাজন্! আমার এক নিবেদন আছে, শ্রবণ করুন। আপনি আদিত্যবংশে প্রসূত, সর্ব্বলোকে সুবিখ্যাত; বিশেষতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও গুরুজন-শুশ্রূষায় অনুরক্ত, অতএব আপনার পাপাচরণ করা নিতান্ত অবিধেয়। আমি ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া সন্তানার্থ ভর্ত্তার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলাম, অধুনাপি কৃতার্থ হইতে পারি নাই, অতএব হে নরনাথ! এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমার স্বামীকে পরিত্যাগ করুন।' রাজা বিক্রোশমানা সেই কামিনীর প্রার্থনাবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্যাঘ্র যেমন মৃগকে গ্রাস করে, সেইরূপে তাঁহার স্বামীকে ভক্ষণ করিলেন, তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূতা ব্রাহ্মণীর যতগুলি অশ্রুবিন্দু ভূতলে পতিত হইল,

সমুদয় প্রজ্বলিত হুতাশন হইয়া সেই বনপ্রদেশ দগ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর ভর্ত্তৃবিয়োগবিধুরা শোকসন্তপ্তা ব্রাহ্মণী ক্রোধভরে রাজর্ষি কল্মাষপাদকে অভিসম্পাত করিলেন, ‘রে দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র নৃপাধম! তুমি যেমন মনোরথ পরিপূর্ণ না হইতেই আমার সমক্ষে প্রিয়তমের প্রাণ সংহার করিলে, তোমাকেও সেইরূপ ঋতুকালে পত্নীসহযোগ করিবামাত্র পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতে হইবে। তুমি যাহার পুত্র বিনষ্ট করিয়াছ, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে তোমার পত্নী পুত্রোৎপাদন করিবেন। সেই পুত্র তোমার বংশধর হইবে।’ মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্রী রাজাকে এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া তাঁহার সমক্ষে প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ সমাধিবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে রাজা শাপ-বিমুক্ত হইলেন। একদা ভূপাল পত্নীর ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া শাপবৃত্তান্ত বিস্মরণ পূর্ব্বক কামান্ধচিত্তে তদীয় সহবাসে উদ্যত হইলেন। দেবী তাঁহাকে প্রতিষেধ করিলেন। তখন পত্নীবাক্য-শ্রবণে শাপবৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হে পার্থ! রাজা কল্মাষপাদ শাপগ্রস্ত হওয়াতে কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট স্বীয় পত্নীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।”

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, “হে গন্ধর্ব্বরাজ! সকলই তোমার বিদিত আছে, অতএব বল দেখি, কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের পুরোহিত হইবার উপযুক্ত পাত্র?” গন্ধর্ব্ব কহিলেন, “দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য উৎকোচকনামক তীর্থে তপস্যা করিতেছেন, যদি ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে পৌরোহিত্য-কার্য্যে বরণ কর।” অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, “হে গন্ধর্ব্বসত্তম! তোমার মঙ্গল হউক, ঘোটক-সকল তোমারই নিকট থাকুক, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে গ্রহণ করিব।” এই বলিয়া পরস্পর সম্মানবিনিময়পূর্ব্বক রমণীয় ভাগীরথীতীর হইতে নিজ নিজ অভীষ্ট প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা উৎকোচক-তীর্থে ধৌম্যাশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। বেদবিক্রম ধৌম্য বন্য ফলমূল প্রদান ও পৌরোহিত্যস্বীকার দ্বারা পাণ্ডবদিগের সৎকার করিলেন। পাণ্ডবেরা মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া স্বয়ংবরে দ্রৌপদী, রাজ্যলক্ষ্মী ও সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। তাঁহারা এত দিন অসহায় হইয়াছিলেন, অধুনা পুরোহিত ধৌম্যের সহিত সঙ্গত হইয়া আপনাদিগকে নাথবান্ মনে করিলেন। পাণ্ডবেরা সেই উদারধী বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ পুরোহিতের অনুকম্পায় যাগপ্রিয় ও সর্ব্বধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবগণের অবিচলিত উৎসাহ, অপ্রতিহত বলবীর্য্য, মহীয়সী বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-সন্দর্শনে মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহারা অচিরাৎ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ পুরোহিত কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া দ্রৌপদীস্বয়ংবর-সমাজারোহণে মানস করিলেন।

চৈত্ররথপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

স্বয়ংবরপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে সন্দর্শন করিবার মানসে জননী সমভিব্যাহারে মহোৎসবময় দ্রুপদ জনপদে গমন করিলেন। পথিমধ্যে স্বয়ংবরদিদৃক্ষু কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোথায়ই বা গমন করিবেন?” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মহাশয়! আমরা পঞ্চসহোদর একত্র হইয়া জননী সমভিব্যাহারে একচক্রা

নগরী হইতে আসিতেছি।” ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, “তোমরা অদ্যই পাঞ্চালদেশে চল। পাঞ্চালেশ্বর-ভবনে মহাসমৃদ্ধ স্বয়ংবর হইবে। আমরা তথায় যাইবার মানসে বহির্গত হইয়াছি। ভাল হইল, সকলে একসঙ্গে যাইব। অদ্য পাঞ্চালদেশে পরমাদ্ভুত মহোৎসব হইবে। মহারাজ যজ্ঞসেনের যজ্ঞবেদি-মধ্য হইতে এক পরমসুন্দরী দুহিতা উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কমলনয়না দ্রোণশত্রু ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে উদ্ভূত হয়েন। দ্রৌপদীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী নীলোৎপলগন্ধ একক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। আমরা সেই স্বয়ংবরা দ্রৌপদীকে নয়নগোচর করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিব এবং মহোৎসব-সন্দর্শনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইব। অদ্য তথায় নানা দিগ্দেশ হইতে যজ্বা, ভূরিদক্ষিণ, স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, পবিত্রস্বভাব, মহাত্মা, যতব্রত, তরুণবয়স্ক, পরমসুন্দর, মহারথ, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ কত শত রাজা ও রাজপুত্র আগমন করিবেন। তাঁহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া নানাপ্রকার দ্রব্যজাত, বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, গোসমূহ ও ধনাদি দান করিবেন। আমরা তৎসমুদয় প্রতিগ্রহ, স্বয়ংবর-সন্দর্শন এবং মহোৎসবজনিত আনন্দানুভব করিয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রত্যাগমন করিব। তথায় সূত, মাগধ, বৈতালিক, নট, নর্ত্তক ও নানাদেশীয় মহাবল-পরাক্রান্ত যোদ্ধৃ-বর্গ সমাগত হইয়া স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিবে; আপনারাও কৌতুকাক্রান্ত-চিত্তে সেই সকল কৌতুকাবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রদত্ত দ্রব্যজাত প্রতিগ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আপনারা সকলে দেবতুল্য রূপবান্, কৃষ্ণার নয়নপথের পথিক হইলে তিনি অবশ্যই আপনাদিগের অন্যতমকে বরমাল্য প্রদান করিবেন। আপনার এই মহাভুজ, দর্শনীয় ভ্রাতাকে নিয়োগ করিলে ইনি অপরিমিত দ্রবিণরাশি জয় করিতে পারিবেন।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “যে আজ্ঞা, আমরা সকলেই আপনাদিগের সমভিব্যাহারে রাজকন্যার স্বয়ংবর ও তজ্জনিত মহোৎসব সন্দর্শনে গমন করিব।”

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণের নিকট এইরূপ আদিষ্ট হইয়া দ্রুপদরাজ-পরিরক্ষিত দক্ষিণ-পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন। গমনকালে বিশুদ্ধাত্মা অকল্মষ মহর্ষি দ্বৈপায়নকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন এবং তৎকৃত সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক নানাবিষয়ক কথোপকথনান্তে অনুজ্ঞাত হইয়া দ্রুপদভবনাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে যে যে স্থানে রমণীয় বন-সুশোভন সরোবর তাঁহাদিগের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে উপবিষ্ট ও গতক্লম হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। স্বাধ্যায়সম্পন্ন, বিশুদ্ধস্বভাব, প্রিয়ংবদ পাণ্ডুতনয়েরা ক্রমে ক্রমে পাঞ্চালদেশে উপনীত হইয়া স্কন্ধাবার ও নগর নিরীক্ষণপূর্ব্বক এক কুম্ভকারের আলয়ে বাস করিয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা যজ্ঞসেনের মনে মনে অভিলাষ হইয়াছিল যে, পাণ্ডুতনয় কিরীটীকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু তিনি এ কথা কাহারও অগ্রে ব্যক্ত করেন নাই। এক্ষণে স্বাভিলষিত পাত্র পাইবার মানসে এক দৃঢ় দুরানম্য শরাসন প্রস্তুত করাইলেন এবং কৃত্রিম আকাশযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসঙ্গে লক্ষ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, “যে ব্যক্তি এই সজ্য শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকেই কন্যা দান করিব।”

এইরূপ ঘোষণা-শ্রবণে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভূপালগণ আগমন করিতে লাগিলেন। স্বয়ংবরদিদৃক্ষু ঋষিগণ এবং কর্ণসমভিব্যাহারী দুর্য্যোধনপ্রমুখ কুরুবর্গ সমুপস্থিত হইলেন। নানাদিগ্দেশ হইতে শত শত ব্রাহ্মণগণ আসিতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ সমাগত ব্যক্তিদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। রাজগণ তাহা পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ংবর-দর্শনার্থে মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন এবং পৌরজনেরা

মহাকোলাহলপূর্ব্বক দর্শনমানসে মণ্ডপসন্নিকটস্থ শিশুমার বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল। নগরের প্রাগুত্তরপ্রান্তবর্ত্তিনী এক পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ংবর-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণরাজি বিরাজিত ছিল। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত সৌধাবলী তুষারজালজড়িত হিমালয়-শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সকল প্রাসাদের কুট্টিম-ভূমি রমণীয় মণিময় শিলাপট্টে উদ্ভাসিত, দ্বার-সকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত এবং সোপান-মার্গসমুদয় সুসংগঠিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদাম উহার অতীব মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ প্রদেশ সুবাসিত গন্ধবারি দ্বারা পরিষিক্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মহার্হ আসন ও দুগ্ধফেননিভ শয্যাসকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কোন স্থানে নৃত্যগীত, কোন স্থানে বাদ্যোদ্যম, কোথাও বা জনগণ নানাবিধ মহোৎসব করিতেছে।

ভূপালগণ রমণীয় বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক তত্রত্য বিমানশ্রেণীতে সমাসীন হইলেন এবং পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সমাগত নৃপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পৌরবৃন্দ ও জানপদগণ দ্রৌপদীদর্শনার্থ পরার্দ্ধমঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবেরা সমাগত ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে আসনপরিগ্রহপূর্ব্বক পাঞ্চাল-রাজের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজসভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। রত্নোপকরণ ও সুনিপুণ নর্ত্তকগণের অভিনয় দ্বারা সভার শোভা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সভারম্ভের ষোড়শ দিবসে কৃতস্নানা দ্রৌপদী অপূর্ব্ব বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক বিচিত্র কাঞ্চনী মালা গ্রহণ করিয়া নৃপসমাজে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রবংশীয় পুরোহিত হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অগ্নির তর্পণ ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন করিলেন এবং তূর্য্যাজীবদিগকে বাদ্যোদ্যম করিতে নিবারণ করিলেন। এইরূপে সেই প্রদেশ নিঃশব্দ হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ভগিনী দ্রৌপদীকে লইয়া রঙ্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং ঘন-ঘোষণ গভীর-স্বরে অর্থবৎ মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে সমাগত নরেন্দ্রবর্গ! আপনারা শ্রবণ করুন। এই ধনুর্ব্বাণ ও লক্ষ্য উপস্থিত আছে। যিনি যন্ত্রের ছিদ্র দ্বারা পঞ্চশর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য পাতিত করিবেন, মদীয় ভগিনী কৃষ্ণা কুলশীলরূপলাবণ্যসম্পন্ন সেই মহাত্মার ভার্য্যা হইবেন, সন্দেহ নাই।" দ্রুপদপুত্র সভামধ্যে এইরূপ প্রস্তাব করিয়া সমবেত ভূপতিগণের নাম, গোত্র ও কার্য্যাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

ষড়শীত্যধিক-শততম অধ্যায়।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, "হে ভগিনি! দেখ, দুর্য্যোধন, দুর্বিসহ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ, বিবিংশতি, কর্ণ, সহ, দুঃশাসন, যুযুৎসু, বায়ুবেগ, ভীমবেগবর, উগ্রায়ুধ, বলাকী, করকায়, বিরোচন, কুণ্ড, চিত্রসেন, সুবর্চ্চাঃ কনকধ্বজ, নন্দক, তুহুণ্ড ও বিকট এবং অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কর্ণসমভিব্যাহারে, তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। গান্ধাররাজকুমার শকুনি, বৃষক ও বৃহদ্বল এবং মহাবীর অশ্বত্থামা ও ভোজরাজ অলঙ্কৃত হইয়া তদর্থে আগমন করিয়াছেন। বৃহন্ত, মণিমান্, দণ্ডধার, সহদেব, জয়ৎসেন, মেঘসন্ধি, বিরাট ও তৎপুত্র শঙ্খ ও উত্তর, বার্দ্ধক্ষেমি, সুশর্ম্মা, সেনাবিন্দু, সুকেতু ও তৎপুত্র সুনামা ও সুবর্চ্চাঃ, সুচিত্র, সুকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, সূর্য্যধ্বজ, রোচমান, নীল, চিত্রায়ুধ, অংশুমান্, শ্রেণিমান্, চেকিতান, সমুদ্রসেনের পুত্র প্রতাপবান্ চন্দ্রসেন, জলসন্ধ, বিদণ্ড ও তৎপুত্র দণ্ড, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তৎপুত্র শল্য, রুক্মাঙ্গদ, রুক্মরথ, কৌরব্য সোমদত্ত এবং তাঁহার পুত্র ভূরি, ভূরিশ্রবাঃ, শল, সুদক্ষিণ, কাম্বোজ, পৌরব, দৃঢ়ধন্বা, বৃহদ্বল, সুষেণ, পটচ্চর, শিবি, ঔশীনর, নিহন্তা, করূষাধিপতি, সঙ্কর্ষণ, বসুদেব, রৌক্মিণেয়, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রাদ্যুম্নি, গদ, অক্রূর, সাত্যকি, উদ্ধব, কৃতবর্ম্মা,

গান্দিক্য, পৃথু, বিপৃথু, বিদূরথ, কঙ্ক, শঙ্ক, গবেষণ, আশাবহ, নিরুদ্ধ, শমীক, সারিমেজয়, বাতপতি, ঝিল্লী-পিণ্ডারক এবং উশীনর এই সকল যদুবংশীয় এবং ভগীরথ, বৃহৎক্ষেত্র, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লীক, শ্রুতায়ু, উলূক, কৈতব, চিত্রাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, বৎসরাজ, কোশলাধিপতি, শিশুপাল, জরাসন্ধ ইহাঁরা ও এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা জনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইহাঁরা ত্বদীয় পাণিগ্রহণার্থ লক্ষ্য ভেদ করিবেন। হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।"

সপ্তাশীত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সমস্ত বলবীর্য্যসম্পন্ন অস্ত্রশিক্ষানিপুণ তরুণবয়স্ক নরেন্দ্রবর্গ বিচিত্র বেশভূষা সমাধান করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক আগমন করিলেন। তাঁহারা রূপ, যৌবন, কুল, শীল ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মদস্রাবী হৈমবত মাতঙ্গযূথের ন্যায় ঈর্ষাকষায়িত লোচনে পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন এবং ত্রিভুবনললামভূতা কৃষ্ণা-সন্দর্শনে কামমোহিত হইয়া 'দ্রৌপদী আমারই হইবে' বলিয়া রাজাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। যেমন দেবগণ পর্ব্বতরাজপুত্রী উমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সমাগত সভাস্থ ভূপালগণ সেইরূপ দ্রৌপদীকে জিগীষা করিতে লাগিলেন। রঙ্গস্থ সমস্ত লোক কৃষ্ণার অনুপম রূপলাবণ্য-সন্দর্শনে বিষম কন্দর্পবাণে নিপীড়িত হইয়া তদ্গত-হৃদয়ে নিরন্তর কেবল তাঁহাকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রুপদরাজকুমারীর নিমিত্ত আপন বন্ধুবান্ধবের প্রতিও ঈর্ষা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, সাধ্য, যম ও কুবের প্রভৃতি দেবগণ বিমানারোহণপূর্ব্বক রাজসভায় আগমন করিলেন। অসংখ্য দৈত্য, সুপর্ণ, মহোরগ, দেবর্ষি, গুহ্যক, চারণ ও বিশ্বাবসু, নারদ, পর্ব্বত প্রভৃতি ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সমাগত হইয়াছিলেন। বলভদ্র, জনার্দ্দন, বৃষ্ণিবংশীয় যদুশ্রেষ্ঠগণ কৃষ্ণের মতাবলম্বী হইয়া পাণ্ডবগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যদুপ্রবীর কৃষ্ণ ভস্মাবৃত হুতাশনের ন্যায় সেই গজেন্দ্রাকার পঞ্চপাণ্ডবকে নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল-সহদেবের কথা বলদেবকে জানাইলেন। বলদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রীতমনে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু অন্যান্য রাজকুমারেরা দুরাশাগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণাতে মন-প্রাণ সমুদয় সমর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পাণ্ডবদিগকে দর্শন করা দূরে থাকুক, তাঁহারা ঈর্ষাকষায়িত ও রোষপরবশ হইয়া অধর দংশনপূর্ব্বক আরক্তনয়নযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবেরাও দ্রৌপদীকে নয়নগোচর করিয়া সকলেই কন্দর্পবাণে অভিভূত হইলেন।

অনন্তর দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকুল, সুপর্ণ, নাগ, অসুর ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত সেই সভাভবন রমণীয় গন্ধে সুবাসিত এবং বিকীর্য্যমাণ দিব্য কুসুমসমূহের সুগন্ধে আমোদিত হইল। মহাস্বন দুন্দুভিধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। চতুর্দ্দিক্ বিমানসংবাধ এবং বেণু, বীণা ও পণবনিনাদে পরিপূরিত হইল। কর্ণ, দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, দ্রৌণায়নি, ক্রাথ, সুনীথ, বক্র, কলিঙ্গ, বঙ্গাধিপ, পাণ্ড্য, বিদেহরাজ ও যবনাধিপ প্রভৃতি অনেকানেক রাজতনয়েরা কিরীট, হার, অঙ্গদ ও চক্রবান্ প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ব স্ব বলবীর্য্য-প্রদর্শন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই ভীষণ শরাসনে জ্যা সংযুক্ত করা দূরে থাকুক, কার্ম্মুক সজ্য করিব, এরূপ মনে করিতেও তাঁহারা সমর্থ হইলেন না। সুবিক্রান্ত নরেন্দ্রগণ ধনুস্পর্শমাত্র আহত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের অঙ্গের আভরণ-সকল বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা নিস্তেজ ও হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শান্তিভাব অবলম্বন করিলেন। কিরীট, হার, বলয়াঙ্গদ প্রভৃতি আভরণ সকল অঙ্গ হইতে বিস্রস্ত

হইয়া পড়িল এবং দ্রৌপদীলিপ্সা এককালে নিরস্ত হইয়া গেল।

সকল-ধনুর্দ্ধরপ্রবর কর্ণ রাজগণের এইরূপ রথোদ্যম নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাতে জ্যা সংযুক্ত করিয়া শরাসনে শরসন্ধান করিলেন, পাণ্ডুতনয়েরা কর্ণকে নয়নগোচর করিয়া মনে করিলেন, ইনিই লক্ষ্যভেদ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। দ্রৌপদী কর্ণের ব্যবসায় দর্শনে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূর্য্য সন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে সমুদয় ক্ষত্রিয়বর্গ বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রস্থান করিলে পর, চেদিদেশাধিপতি শিশুপাল শরাসনে শরসন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু অবশেষে ভগ্নজানু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাবীর্য্য জরাসন্ধও ঐ প্রকারে ধনুরাঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন, পরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আপন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মদ্রাধিপতি শল্যও সেই ধনুকে জ্যারোপ করিতে জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপে সভাস্থ সমস্ত নরাধিপগণ ক্রমে ক্রমে পরাঙ্মুখ হইলে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন সেই শরাসনে জ্যা-রোপণ ও শরসন্ধানের মানস করিলেন।

অষ্টাশীত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সমবেত সমস্ত মহীপাল এইরূপে পরাঙ্মুখ হইলে অর্জ্জুন উদ্যতায়ুধ হইয়া বিপ্রমণ্ডলীমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা পার্থকে কার্ম্মুকাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া আজিন বিধুননপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বিমনাঃ হইয়া রহিলেন, কেহ হর্ষিত হইলেন এবং কেহ কেহ বা পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, "যাহাতে ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী শল্যপ্রমুখ সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয়-সকল অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, একজন হীনবল অকৃতাস্ত্র সামান্য ব্রাহ্মণকুমার তদ্বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে? এই ব্যক্তি গর্ব্বিত হইয়াই হউক অথবা কন্যাগ্রহণহর্ষে মোহিত হইয়াই হউক কিংবা বিপ্রস্বভাবসুলভ প্রলোভচপলতা প্রযুক্তই হউক, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে সমস্ত রাজগণের নিকট ব্রাহ্মণদিগকে যৎপরোনাস্তি উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব ইহাকে গমন করিতে নিবারণ কর।" কেহ কেহ কহিলেন, "আমরা উপহাসাস্পদ হইব না, আমাদিগের কোন প্রকার লাঘবও হইবে না এবং রাজাদিগেরও দ্বেষ্য হইব না।" কেহ কেহ কহিলেন, "এই পীনস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত, গম্ভীরাকৃতি, গজেন্দ্রবিক্রম ও মৃগেন্দ্রগতি সুরূপ যুবার আকার ও অবিচলিত অধ্যবসায় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইনি কখনই বিফলপ্রযত্ন হইবেন না। ইহাঁর মহীয়সী উৎসাহ-শীলতা লক্ষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখন কোন কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ ব্রাহ্মণের অসাধ্য কার্য্য ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না। অনাহার, বায়ুাহার, ফলাহার ও দৃঢ়ব্রত, তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণ দেখিতে দুর্ব্বল হইলেও তাঁহাদিগের অন্তঃসার ও তেজের হ্রাস হয় না। ব্রাহ্মণ সৎকর্ম্মই করুন অথবা অসৎকর্ম্মই করুন, তিনি কদাপি অবমানিত হয়েন না, কারণ সুখজনক, দুঃখজনক, সামান্য ও মহৎ সমুদয় কার্য্যই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেখ, জামদগ্ন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে পরাভব করিয়াছিলেন, অগস্ত্য স্বীয় ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে অগাধ জলনিধি পান করিয়াছিলেন: অতএব সকলে এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেখ, এই ব্রাহ্মণতনয় কার্ম্মুককে জ্যারোপণ করিতেছে।" এই কথা শুনিয়া সকলে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সেই কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ

করিলেন। শিশুপাল, সুনীথ, রাধেয়, দুর্য্যোধন, শল্য ও শাল্ব প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহ সকল দৃঢ় প্রযত্নেও যে ধনু সজ্য করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে নিমেষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক পাঁচটি শর গ্রহণ করিলেন; পরে ছিদ্র দ্বারা সেই অতি কষ্টবেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। দেবতারা অর্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বসন বিধুননপূর্ব্বক অলক্ষিত হইয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদ্যকরেরা শতাঙ্গ তূর্য্য-বাদন করিতে লাগিল এবং সুকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্রুপদরাজ পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে তদীয় সহায়তা করিবার মানস করিলেন। অর্জ্জুনের বিজয়-শঙ্খ সমন্তাৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিলে ধার্ম্মিকাগ্রণী যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের সহিত সত্বর আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন; কৃষ্ণা লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া এবং শক্রপ্রতিম পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সহর্ষে মাল্যদান ও শুভ্রবসন গ্রহণপূর্ব্বক কুন্তীসুতসমীপে গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা পার্থ বিজয়লাভ ও দ্রৌপদীদত্ত মালা গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ-পরিপূজ্যমান হইয়া পত্নী-সমভিব্যাহারে রঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

ঊননবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা সেই ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিবার অভিলাষ করিলে ভূপতিগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করত কহিতে লাগিলেন, "দ্রুপদরাজ সমাগত রাজমণ্ডলীকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া বরবর্ণিনী দ্রৌপদীকে বিপ্রসাৎ করিবার বাসনা করিয়াছেন। ইঁনি সমস্ত নরাধিপগণকে আহ্বান ও যথাবিধি সৎকারপূর্ব্বক উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া পরিশেষে তাদৃশ সম্মান রক্ষা করিলেন না; বস্তুতঃ বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলকালে উন্মূলিত করিলেন; অতএব সমধিক-গুণ সম্পন্ন হইলেও কোনক্রমে ইনি সম্মানযোগ্য হইতে পারেন না। প্রত্যুত উক্ত অপরাধে এই দুরাত্মা নৃপাধমকে সপুত্র বিনষ্ট করিব। কি আশ্চর্য্য! দেবতুল্য নৃপসমূহের মধ্যে এক ব্যক্তিকেও আপন কন্যার অনুরূপ বিবেচনা করিলেন না। স্বয়ংবরে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, কেবল ক্ষত্রিয়েরই স্বয়ংবর-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আর যদি এই কন্যা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করে, তাহা হইলে উহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিব। যদি ব্রাহ্মণ লোভাকৃষ্ট হইয়া অথবা নৈসর্গিক চপলতাপ্রযুক্ত রাজাদিগের অনভিমত কার্য্য করেন, তথাপি তিনি অবধ্য। আমরা ব্রাহ্মণের উপকারার্থে রাজ্য, ধন, সম্পত্তি, পুত্র, পৌত্র এবং জীবিত পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি।"

রাজর্ষিগণ অবমান-ভয়ে স্বধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত, আর অন্য স্বয়ংবরে এইরূপ গীত না হয়, এই অভিপ্রায়ে দ্রুপদের প্রাণসংহার করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে আয়ুধ-গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। সেই সশস্ত্র ক্রোধান্ধ অসংখ্য রাজশার্দ্দূল বেগে ধাবমান হইতেছে দেখিয়া দ্রুপদরাজ ভয়ে ব্রাহ্মণদিগের শরণাগত হইলেন। অর্জ্জুন ও ভীমসেন মদস্রাবী গজেন্দ্রের ন্যায় বেগাভিদ্রুত রাজেন্দ্রদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। অমর্ষ-প্রদীপ্ত মহীপালেরাও ভীমার্জ্জুন-জিঘাংসু হইয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন।

অনন্তর অবিচলিত অধ্যবসায়সহকারে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন হস্ত দ্বারা এক মহামহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক নিষ্পত্র করিলেন এবং লোকান্তক যম যেমন ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করেন, তদ্রূপ রিপুনিসূদন ভীম সেই বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। লোকাতীতধীশক্তিসম্পন্ন অচিন্ত্য-কর্ম্মা অর্জ্জুন ভ্রাতার পরাক্রম দর্শনে চমৎকৃত হইয়া

ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহানুভব কৃষ্ণ মহাবীর্য্য বলদেবকে কহিলেন, "মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন অনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জ্জুন; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইঁহার নাম বৃকোদর; ভীম ব্যতিরেকে যুদ্ধস্থলে ঈদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে এবং যে কমললোচন গৌরবর্ণ পুরুষ অতিবিনীতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, ইনিই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, আর কুমারতুল্য সুকুমার এই কুমারযুগল দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইঁহারাই নকুল ও সহদেব হইবেন। শুনিয়াছিলাম যে, পৃথা পুত্রগণসমভিব্যাহারে সেই ভয়াবহ জতুগৃহদাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে।" এই সমস্ত শ্রবণানন্তর নির্ম্মলজলদসন্নিভ বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাসুদেব! পিতৃষ্বসা পৃথা এবং পাণ্ডবদিগকে বিপদ্বিমুক্ত শ্রবণ করিয়া অদ্য পরম প্রীত হইলাম।"

নবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজর্ষভসকল অজিন ও কমণ্ডলু বিধুননপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তোমাদিগের ভয় নাই, আমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।" অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আপনারা পার্শ্বে থাকিয়া দর্শন করুন। যেমন মন্ত্র দ্বারা দন্দশূক আশীবিষ নিবারণ করে, তদ্রূপ আমিও সূচ্যগ্র বিশিখশত দ্বারা ইহাদিগের নিরাকরণ করিতেছি।" এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন শুল্কলব্ধ শরাসন আকর্ষণ করিয়া ভীমের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর নির্ভীক ভীমার্জ্জুন যুদ্ধদুর্ম্মদ কর্ণপ্রমুখ ক্ষত্রিয়বর্গ নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। "রণক্ষেত্রে দ্বিজাতিরও বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে," এই বলিয়া যুযুৎসু রাজারা দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাতেজাঃ কর্ণ অর্জ্জুনের প্রতি গমন করিলেন। হস্তী হস্তিনীর নিমিত্ত যুদ্ধার্থী হইয়া মহাবেগে যেমন প্রতিপক্ষ গজের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মদ্রেশ্বর শল্য ভীমকে আক্রমণ করিলেন। পরে দুর্য্যোধনাদি সকলে ব্রাহ্মণদিগের সহিত সঙ্গত হইয়া ধীরে ধীরে সমর-সাগরে অবতীর্ণ হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন প্রকাণ্ড শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শত শত নিশিত শর দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাধেয় সুতীক্ষ্ণ বিশিখশতপ্রহারে বিমোহিত হইয়া অতি কষ্টে অর্জ্জুনের অনুধাবন করিলেন। জিগীষাপরবশ বীরযুগলের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরস্পর পরস্পরকে বীরত্বপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিতেছি এবং এই মুহূর্ত্তেই আমার বাহুবল প্রদর্শন করিতেছি।" কর্ণ অর্জ্জুনের অনুপম ভুজবীর্য্য দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদীয় সেনাগণ অর্জ্জুন-প্রযুক্ত তীব্রজব বাণবর্ষণ বিফল করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বপ্রভুর জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। কর্ণ কহিলেন, "হে বিপ্রবর! তোমার ভুজবীর্য্য, অস্ত্রশিক্ষা ও অক্লিষ্টতা দর্শনে আমি পরম প্রীত হইলাম। হে দ্বিজসত্তম! আমার বোধ হইতেছে, তুমি মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদ অথবা রাম, সূর্য্য বা সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু হইবে; আত্ম প্রচ্ছাদনের নিমিত্ত বিপ্ররূপধারণপূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র বা পাণ্ডুতনয় কিরীটী ব্যতিরেকে অন্য কেহই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।"

অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে কর্ণ! আমি ধনুর্ব্বেদ নহি বা আমি প্রতাপশালী রামও নহি; আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও পৌরন্দর অস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছি। অদ্য তোমাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।" রাধেয় এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের দুর্জ্জয় ব্রাহ্মতেজ স্বীকারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন। অপর রণপ্রদেশে বলবিদ্যাসম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ মত্ত-

গজেন্দ্রাকার শল্য ও বৃকোদর পরস্পর সমাহ্বানপূর্ব্বক মুষ্ট্যাঘাত ও জানুপ্রহার দ্বারা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে প্রচণ্ডবেগে উভয়কে আকর্ষণ ও পাষাণপাত সদৃশ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। প্রহারবেগে রণস্থলে ঘোরতর চটচটা শব্দ উঠিল। তাঁহারা দুই জনে ক্ষণকাল তুমুল সংগ্রাম করিলেন। পরে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীম বাহুদ্বারা শল্যকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত করিলেন,তদ্দর্শনে দ্বিজাতিমণ্ডল হাস্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভীমসেন শল্যকে ভূতলশায়ী করিয়াও তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিলেন না। শল্য নিপতিত ও কর্ণ শঙ্কিত হইলে পরে সমস্ত রাজগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং সকলে একবাক্যে ভীমার্জ্জুনকে সাধুবাদ করত কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণকুমারেরা কাহার পুত্র, ইহাঁদিগের বাস কোথায়, তৎসমুদয় পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। মহাবল পরশুরাম,দ্রোণ ও পাণ্ডুতনয় কিরীটী ব্যতিরেকে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করে, এমন লোক ভূলোকে কে আছে? দেবকীসুত কৃষ্ণ এবং কৃপাচার্য্য ব্যতিরেকে পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি লক্ষ্য হয় না যে, দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। বলদেব, পাণ্ডব বৃকোদর ও মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্য কোন্ বীর মদ্রাধিপতি শল্যকে সমরশায়ী করিতে পারে? ব্রাহ্মণেরা অপরাধী হইলেও তাঁহাদিগকে ক্ষমা করা উচিত; অতএব ব্রাহ্মণের সহিত আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। তবে যদি উহাঁরা পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থী হয়েন, তাহা হইলে আমরা হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিব,সন্দেহ নাই।"কৃষ্ণ ক্ষিতীশ্বরদিগের এবম্প্রকার কথোপকথন শ্রবণ এবং ভীমের সেই অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে কুন্তীসুত স্থিরনিশ্চয় করিলেন। পরে রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনয়বচনে কহিলেন, "হে ভূপালবৃন্দ! ইহাঁরাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।"

বিস্ময়াবিষ্ট রাজর্ষিগণ্ কৃষ্ণের অনুনয়ে সংগ্রামে বিরত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। "অদ্য রঙ্গস্থলে ব্রাহ্মণ জয়ী হইয়াছেন এবং পাঞ্চালী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলেন," এই কথা বলিতে বলিতে সমাগত জনসমূহ প্রস্থান করিল। রৌরবাজিনধারী ভীম ও অর্জ্জুন বিপ্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া অতি সাবধানে গমন করিলেন। তাঁহারা শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া মেঘাবরণ-নির্ম্মুক্ত পূর্ণিমাশশধরের ন্যায় ও প্রদীপ্ত সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এ দিকে পুত্রবৎসলা পৃথা, পুত্রেরা ভিক্ষার্থে গমন করিয়া কি নিমিত্ত অধুনাপি প্রত্যাগত হইল না, ভাবিয়া কতই অনিষ্টাশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, হয় ত দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা তাঁহাদিগকে নিহত করিয়াছে, অথবা নিদারুণ শত্রু মায়াবী নিশাচরগণ হইতে কোনরূপ অনিষ্টাপাত হইয়া থাকিবে। তাহাদিগের দুর্ভেদ্য মায়াজালে মহাত্মা ব্যাসদেবের মনেরও বৈপরীত্য জন্মিয়া থাকে। পৃথা পুত্রস্নেহে আবৃতা হইয়া এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছেন, আকাশমণ্ডল ঘনাবলীতে আচ্ছাদিত এবং সমস্ত লোক সুষুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এমন সময়ে অর্জ্জুন মেঘাপরুদ্ধ অপরাহ্ণদিবাকরের ন্যায় ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া ভার্গবালয়ে প্রবেশ করিলেন

একনবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহানুভব ভীমার্জ্জুন ভার্গবকর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া পরম প্রীতমনে পৃথাকে নিবেদন করিলেন, "মাতঃ! অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে।" পৃথা গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই পুত্রদিগকে কহিলেন, "বৎস! যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।" অনন্তর কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন, "আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম!" পরে ধর্ম্মভয়ে একান্ত চিন্তাকুলা হইয়া পরমপ্রীত যাজ্ঞসেনীর হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "পুত্র! ইনি রাজা দ্রুপদের নন্দিনী, তোমার অনুজদ্বয় ইহাঁকে আনিয়া ভিক্ষা বলিয়া আমার নিকট

উপস্থিত করেন, আমিও অনবধানতাপ্রযুক্ত আজ্ঞা করিয়াছি, 'তোমরা সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।' অতএব হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে যাহাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয় এবং অধর্ম্ম দ্রুপদকুমারীকে স্পর্শ না করে, এমন উপায় বিধান কর।" মতিমান্ কুরু-প্রবীর জননীর এই উক্তি শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কুন্তীকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে ফাল্গুনে! যাজ্ঞসেনী তোমার জয়লব্ধ বস্তু, তোমাতেই ইনি শোভা পাইবেন, তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া যথাবিধানে ইহাঁর পাণিগ্রহণ কর।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "নরনাথ! আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত করিবেন না, আমি সাধুবিগর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব না। আপনি জ্যেষ্ঠ, প্রথমতঃ আপনার বিবাহ করা কর্ত্তব্য, অনন্তর মহাবাহু ভীমের, তৎপরে আমার, তদনন্তর নকুলের, পরিশেষে তরস্বী সহদেবের বিবাহ করা উচিত। বৃকোদর, আমি, নকুল, সহদেব এবং এই রাজকুমারী, আমরা সকলেই আপনার নিযোজ্য। অতএব যাহা যশস্কর ও ধর্ম্মকর হয়, সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক আপনি সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন এবং যাহাতে পাঞ্চালেশ্বরের হিতসাধন হইতে পারে,আমাদিগকে তদনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করুন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমরা সকলেই আপনার একান্ত বশংবদ।" ভক্তিস্নেহসহকৃত অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুতনয়েরা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করত উপবিষ্ট ও তদ্গতচিত্ত হইলেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া অনঙ্গবিকার প্রাদুর্ভূত হইল। বোধ হয়, বিধাতা সকল নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিবার আশয়ে পাঞ্চালীর তাদৃশ কমনীয় রূপলাবণ্যের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, নতুবা তাঁহার দর্শনমাত্রেই কেন সকল প্রাণীর মনোহরণ হইবে?

যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দ্বৈপায়নের বাক্য-সমুদয় স্মরণ করিলেন এবং ভেদভয়ে ভীত হইয়া অনুজদিগকে নির্জ্জনে লইয়া কহিলেন, "দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন।" মহানুভব ভীমাদি জ্যেষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে সেই বিষয়েরই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বৃষ্ণিপ্রবীর কৃষ্ণ বলদেব সমভিব্যাহারে ভার্গব-কর্ম্মশালায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন যে, অজাত-শত্রু যুধিষ্ঠির অগ্নিতুল্য ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

অনন্তর বাসুদেব পরম-ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণ-বন্দনপূর্ব্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন; মহাবল বলদেবও ঐরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিলে পর পাণ্ডবেরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ ও বলদেব পিতৃষ্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করিলেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সাদর-সম্ভাষণ ও কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বাসুদেব! আমরা গোপনে এ স্থানে বাস করিতেছি, তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে?" কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, "রাজন্! অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইলেও অনায়াসে পরিজ্ঞাত হয়; পাণ্ডব ব্যতীত মনুষ্যলোকে অন্য কোন্ ব্যক্তি ঐরূপ বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারে? মহারাজ! ভাগ্যবশে আপনারা সেই ভয়ঙ্কর পাবক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এবং আমাদিগেরই অদৃষ্টফলে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ও তদীয় অমাত্যের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে নাই। এক্ষণে আপনাদিগের হৃতপ্রায় মঙ্গল পুনর্ব্বার সমুদ্ভূত হউক,ইন্ধনযুক্ত হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুন, অধুনা শিবিরে গমন করি।" অনন্তর পাণ্ডব কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বাসুদেব বলদেব সমভিব্যাহারে স্কন্ধাবারে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিনবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাঞ্চালাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমার্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভার্গবনিকেতনে প্রবেশ করিলেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে অতি নিভৃত প্রদেশে বিলীন হইয়া রহিলেন, তৎসহচর পুরুষেরা ইতস্ততঃ গুপ্তভাবে রহিল; সায়ংকাল উপস্থিত হইলে উদার-প্রকৃতি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব

ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন।

অনন্তর বদান্যা কুন্তী দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি ইহার অগ্রভাগ লইয়া দেবতাদিগকে বলি ও ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা এবং উপস্থিত অন্নাকাঙ্ক্ষীদিগকে প্রদান কর। অনন্তর অবশিষ্টাংশ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ ছয় অংশ কর এবং একার্দ্ধ নাগেন্দ্র-বিক্রম মহাবীর ভীমকে প্রদান কর। ভীম চিরকাল অধিক ভোজন করিয়া থাকে।" রাজপুত্রী দ্রৌপদী সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কুন্তীর আদেশ প্রতিপালন করিলে সকলে পরমসুখে ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে নকুল ও সহদেব ভূমিতলে কুশশয্যা প্রস্তুত করিলে পর স্ব স্ব অজিন বিস্তীর্ণ করিয়া দক্ষিণশিরাঃ হইয়া সকলে শয়ন করিলেন। কুন্তী তাঁহাদিগের শিরোভাগে শয়ান হইলেন এবং দ্রৌপদী তাঁহাদিগের পদতলে শয়ন করিলেন দ্রৌপদী পাণ্ডবগণ-সমভিব্যাহারে ভূমি শয্যায় শয়ান ও তাঁহাদিগের চরণোপধানভূত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইলেন না এবং তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করিলেন না। এইরূপে কুশশয্যায় শয়ন করিয়া সেই বীর পুরুষেরা যুদ্ধ ও সেনাসম্পর্কীয় নানা কথা প্রসঙ্গে ত্রিযামা অতিবাহন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিবিধ প্রকার অস্ত্র খড়্গ, গদা, পরশ্বধ, গজ ও রথ প্রভৃতির বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালরাজনন্দন তাঁহাদিগের সমুদয় কথোপকথন শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীলোকেরা কৃষ্ণাকে তদবস্থ দর্শন করিলেন। রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের কথিত বিভাবরী-বৃত্তান্ত সমস্ত দ্রুপদরাজাকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিলেন। দ্রুপদরাজ-পাণ্ডবদিগকে সবিশেষ চিনিতে না পারিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছেন, এমন সময় ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র! দ্রৌপদী কাহার সহিত কোথায় গমন করিলেন? তিনি কি কোন হীনকুলোদ্ভব শূদ্র, না কোন করদ বৈশ্যের হস্তগত হইলেন? আমার মস্তকে ত পঙ্কদিগ্ধ চরণ অর্পিত হয় নাই? সুললিত কুসুমমালা কি শ্মশানে পতিত হইল? কোন্ সবর্ণ কি কোন্ উত্তমবর্ণ পুরুষ দ্রৌপদীকে হরণ করিলেন? আমার মস্তকে কে বামচরণ অর্পণ করিল? অথবা সৌভাগ্যক্রমে দ্রৌপদী নরোত্তম পার্থের সহিত সঙ্গত হইয়া আমাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন? হে মহানুভব! তুমি যথার্থ করিয়া বল, কে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছে? যথার্থই কি পার্থ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্য ভেদ করিয়াছেন?"

স্বয়ংবরপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিনবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈবাহিকপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতা কর্ত্তৃক পরিপৃষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে যথাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিতে লাগিলেন, "হে পিতঃ! যিনি দেবতুল্য রূপবান্, কৃষ্ণাজিনধারী, যাঁহার নয়নযুগল আয়ত ও লোহিতবর্ণ, যিনি সেই ধনুতে গুণারোপণ করিয়া বিনায়াসে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, যে তরস্বী দ্বিজগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও পূজ্যমান হইয়া দেবতা ও ঋষিগণে পরিবৃত দানবসভা-প্রবিষ্ট সুররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণা সানন্দিত নাগবধূর ন্যায় সেই নাগেন্দ্রতুল্য বীরপুরুষের অজিন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

অনন্তর সেই ক্ষিতিপ সমাজে কোন ভূপাল এক প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক সমাগত রাজগণকে অবরোধ করিলেন। হে নরেন্দ্র! চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ সেই বীরযুগল সমস্ত পার্থিবগণসমক্ষে কৃষ্ণাকে গ্রহণপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগস্থ ভার্গব ঋষির পর্ণশালায় গমন করিলেন। তথায় অবিকল সেই দুই জনের ন্যায় আর তিনটি মহাবীর ও অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বিনী এক বৃদ্ধা উপবিষ্ট ছিলেন। বোধ হয়, ঐ বৃদ্ধা তাঁহাদিগের জননী হইবেন। অনন্তর তাঁহারা দুই জন সেই বর্ষীয়সীর চরণে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে প্রণাম করিতে কহিলেন এবং 'কৃষ্ণা এই স্থানে থাকিলেন' এই বলিয়া

সকলে ভিক্ষার্থে গমন করিলেন। কৃষ্ণা তাঁহাদিগের আহৃত ভৈক্ষ্য গ্রহণপূর্ব্বক তাহার অগ্রভাগ দেবসাৎ ও বিপ্রসাৎ করিয়া সেই বৃদ্ধা ও সেই সমস্ত নরপ্রবীরদিগকে পরিবেশন করিলেন, পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন। পরে দ্রৌপদী তাঁহাদিগের পাদোপধানস্বরূপ পদতলে শয়ন করিলেন। শয়নান্তে তাঁহারা গভীরঘনগর্জ্জনস্বরে বিচিত্র কথা সকল কহিতে লাগিলেন, কিন্তু তাদৃশ কথাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের কোন প্রকার উপযোগিতা নাই; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তাঁহারা ক্ষত্রকুলজাত হইবেন, নতুবা যুদ্ধের কথায় তাঁহাদিগের এত সমাদর কেন? যাহা হউক, এত দিনে আমাদিগের আশা ফলবতী হইল। শুনিয়াছি, পাণ্ডবেরা অগ্নিদাহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। বোধ হয়, তাঁহাদিগেরই অন্যতম শরাসন সজ্য ও লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছেন। আর এরূপ জনশ্রুতি হইয়াছে যে, পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন।”

তখন দ্রুপদ-রাজা হৃষ্টচিত্তে পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “হে দ্বিজোত্তম! আপনি ভার্গবশালায় গমন করিয়া লক্ষ্যভেদকারী বীরপ্রবরের কুলশীলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করুন।” পুরোহিত নৃপতির আদেশানুসারে তথায় উপনীত হইয়া বাগাড়ম্বরপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া সমগ্র রাজবাক্য অবিকল কহিতে লাগিলেন। “মহারাজ পাঞ্চালেশ্বর আপনাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি লক্ষ্যবেদ্ধাকে নয়নগোচর করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, আপনারা অরাতিমস্তকে পদাঘাত এবং আমার ও আমার আত্মীয়বর্গের হৃদয় আনন্দিত করুন। মহারাজ পাণ্ডু দ্রুপদের প্রিয় সখা ছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নিতান্ত বাসনা যে, তিনি আপন দুহিতা কোন কৌরবকে সম্প্রদান করেন। তাঁহার অভিলাষ এই যে, অর্জ্জুন তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি ও সুকৃতি সকলই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়।”

পুরোহিত সমুদয় নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইলে মহানুভব যুধিষ্ঠির অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সমীপস্থ ভীমকে কহিলেন, “ইহাঁকে পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান কর। ইনি দ্রুপদ-রাজার অতীব মান্য পুরোহিত, ইহাঁকে অধিকতর পূজা করা কর্ত্তব্য।” ভীম জ্যেষ্ঠের নিদেশানুসারে তৎসমুদয় সম্পাদন করিলে ব্রাহ্মণ পূজা পরিগ্রহ করিয়া সুখে অধ্যাসীন হইলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ যেমন নিষ্কাম হইয়া ও ধর্ম্মপথে দৃষ্টি রাখিয়া কন্যা পণিত করিয়াছিলেন, তদনুরূপ কার্য্যও করিয়াছেন। তিনি তদ্বিষয়ে কুল শীল, গোত্র ও জাতির কোন অপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি কার্ম্মুক সজ্য এবং লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই কন্যারত্ন লাভ করিবেন। মহাত্মা অর্জ্জুনই সমস্ত রাজমণ্ডল হইতে কৃষ্ণাকে জয় করিয়াছেন। এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিবেন। তাঁহার এই কন্যাটি অতি রূপবতী ও সুলক্ষণসম্পন্না, বোধ হয়, অচিরাৎ রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। সেই কার্ম্মুকে গুণযোজনা করা হীনবল ব্যক্তির অসাধ্য এবং অকৃতাস্ত্র নীচকুলজাত ব্যক্তি কোনক্রমেই সেই দুর্ভেদ্য লক্ষ্য পাতিত করিতে পারে না; অতএব দুহিতার নিমিত্ত পাঞ্চালরাজের পরিতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই।” যুধিষ্ঠির পুরোহিত-সমক্ষে এই সমস্ত কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে তথায় রাজপ্রেরিত অপর এক ব্যক্তি ভোজ্য নিবেদন করিবার নিমিত্ত সমুপস্থিত হইল।

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

রাজদূত কহিল, “দ্রুপদ বরযাত্রিগণের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিয়াছেন, আপনারা তথায় গমন করিয়া দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সেই সমস্ত খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করুন। এখানে বিলম্ব করিবার আর প্রয়োজন নাই। এই সকল কাঞ্চনপদ্মখচিত, সদশ্বযুক্ত, রাজোচিত

রথে আরোহণ করিয়া দ্রুপদভবনে আগমন করুন।" পাণ্ডবগণ দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া পুরোহিতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন এবং কুন্তী ও দ্রৌপদীকে এক যানে আরোহণ করাইয়া আপনারা অপর অপূর্ব্ব যানে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ পুরোহিতের বচন শ্রবণ করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে কৌরব বলিয়া জানিতে পারিয়া দ্রুপদরাজ নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া রাখিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে সেই সকল পবিত্র ফল, মাল্য, বর্ম্ম, চর্ম্ম, গো, রজ্জু, কৃষিনিমিত্তক নানাপ্রকার বীজ, অন্যান্য শিল্পনিমিত্তক দ্রব্যসামগ্রী, ক্রীড়ানিমিত্তক বিবিধ বস্তুজাত, অশ্ব, রথ, সুতীক্ষ্ণ শর, শরাসন, খড়্গ, শক্তি, প্রাস, ভুষুণ্ডী, পরশুপ্রভৃতি সাংগ্রামিক দ্রব্য, রত্নময় শয্যা ও বিবিধ বসনভূষণ তাঁহাদিগকে উপহার প্রদান করিলেন।

কুন্তী দ্রৌপদীকে লইয়া দ্রুপদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তত্রস্থ স্ত্রীগণ কৌরবরাজপত্নীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্ত, অজিনোত্তরীয়, পুরুষপ্রবীর পাণ্ডবদিগকে নয়নগোচর করিয়া রাজা,রাজকুমার, সচিব, ভৃত্য ও রাজার সুহৃদ্বর্গ সকলেই আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন। পাণ্ডবেরা গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিতচিত্তে পাদপীঠসহিত মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর দাস-দাসী ও সুপকারেরা উজ্জ্বল বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক সুবর্ণপাত্রে পার্থিবভোজ্য বহুবিধ সুস্বাদ অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিল; তাঁহারা স্বেচ্ছানুরূপ ভোজন করিয়া সাতিশয় তৃপ্ত ও প্রীত হইলেন। অনন্তর উপদীকৃত অন্যান্য সমস্ত ধনসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল সাংগ্রামিক দ্রব্য লইবার বাসনা করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা, রাজপুত্র এবং মন্ত্রিগণ হৃষ্টমনে কুন্তীতনয়দিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! তদনন্তর পাঞ্চালরাজ যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া ব্রাহ্মবিধানানুসারে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, কি গুণসম্পন্ন বৈশ্য কিংবা শূদ্র, অথবা কোন দেবতা মায়া করিয়া ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন? ইহা কিরূপে জানিতে পারিব? দ্রৌপদী-সন্দর্শনার্থ অনেকানেক দেবগণ আগমন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি কে? সত্য করিয়া বলুন, আমার মনে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। হে পরন্তপ! আপনি সমুদয় সত্য করিয়া বলুন; সত্যই রাজাদিগের অতীব আদরণীয়; অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিলেও তাঁহাদের মিথ্যাকথা বলা উচিত নহে। হে অরিন্দম! আপনার নিকট যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া আমি বিধিপূর্ব্বক বিবাহের উদ্যোগ করিব।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "রাজন্! উদ্বিগ্ন হইবেন না, প্রীতি লাভ করুন, আপনার মনোরথ সম্পূর্ণ হইল। আমরা ক্ষত্রিয়, মহাত্মা পাণ্ডুর তনয়। সাধুশীলা কুন্তী আমাদিগের জননী; আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,আমার নাম যুধিষ্ঠির; ইহাঁদিগের একের নাম ভীমসেন, অপরের নাম অর্জ্জুন, ইহাঁরাই রাজসভায় আপনার কন্যাকে জয় করিয়াছেন। আর যে স্থানে দ্রৌপদী রহিয়াছেন, তথায় নকুল, সহদেব ও জননী অবস্থিতি করিতেছেন। হে নরর্ষভ! আমরা ক্ষত্রিয়, আপনি মনোদুঃখ দূর করুন। আপনার কন্যা পদ্মিনীর ন্যায় হ্রদ হইতে হ্রদান্তর প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ! আপনাকে এই সমুদয় যথার্থ তত্ত্ব নিবেদন করিলাম, আপনি আমাদিগের পরম পূজনীয় ও আশ্রয়স্থান।"

দ্রুপদরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে ক্ষণকাল বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইলেন। পরে যত্নপূর্ব্বক হর্ষোদ্রেক কিঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কিরূপে রাজ্যচ্যুত ও নগর হইতে বহিষ্কৃত হইলেন?"

যুধিষ্ঠির আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে নিবেদন করিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া বারংবার ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিলেন।

অনন্তর কুন্তী, কৃষ্ণা, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব নৃপাদিষ্ট হইয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন; তথায় যজ্ঞসেন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া উপবেশন করিলেন ও পরে প্রত্যাশ্বস্ত রাজা পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "অদ্য শুভ দিবস, অতএব অর্জ্জুন আভ্যুদয়িক-ক্রিয়ান্তে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "রাজন্! আমারও দারসম্বন্ধ কর্ত্তব্য হইয়াছে।" দ্রুপদ প্রত্যুত্তর করিলেন, "আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন অথবা আপনার মনোনীত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অনুমতি করুন।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পূর্ব্বে জননী অনুমতি করিয়াছেন, দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন। আমি অদ্যাপি দারপরিগ্রহ করি নাই এবং ভীমও অকৃত বিবাহ। অর্জ্জুন আপনার কন্যারত্ন জয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের ভ্রাতৃগণের মধ্যে নিয়ম আছে যে, যে কোন উৎকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহা সকলে একত্র ভোগ করিয়া থাকি; অতএব আমরা কোন ক্রমেই চির-আচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিব না; কৃষ্ণা ধর্ম্মতঃ আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন। অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাদিগের জ্যেষ্ঠাদিক্রমে তনয়ার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত করুন।" দ্রুপদ কহিলেন, "হে কুরুনন্দন! এক পুরুষের বহুপত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু এক স্ত্রীর অনেক পতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর করি নাই। আপনি অতি পবিত্রস্বভাব ও পরম-ধার্ম্মিক, আপনার এরূপ কথা উত্থাপন করা অনুচিত। লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ম্ম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কদাচ আপনার উচিত হয় না।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহারাজ! ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্ম্মের গতি আমরা কিছুই জানি না, পূর্ব্ব-পুরুষদিগের আচরিত পদ্ধতিক্রমেই চলিয়া থাকি। আমার মুখে অনৃত-বাক্য কদাচিৎ উচ্চারিত হয় না এবং আমার হৃদয়েও অধর্ম্ম কদাচ স্থানলাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদিগের জননী এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন; আমারও ইহা মনোগত বটে। রাজন্! ইহা সনাতন ধর্ম্ম, আপনি ইহার অনুষ্ঠান করুন, কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিত হইবেন না।" দ্রুপদ কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! কল্য আপনি ও আপনার জননী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সকলে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বিবাহ-বিষয়ক এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি দ্বৈপায়ন তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা দ্বৈপায়নকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবগণ ও মহাযশাঃ পাঞ্চাল গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রতিনন্দনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পবিত্র কাঞ্চনাসনে সমাসীন হইলেন। তাঁহার আদেশক্রমে সকলেই মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল গত হইলে রাজা দ্রৌপদীর নিমিত্ত ঋষিকে মধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! একা দ্রৌপদী কিরূপে অনেকের ধর্ম্মপত্নী হইবেন? কিন্তু সঙ্কর হইবেন না, ইহা কিরূপে ঘটিতে পারে, আপনি এ বিষয় যাহা যথার্থ হয়, আজ্ঞা করুন।" ব্যাসদেব কহিলেন, "লোকাচার-গর্হিত ও বেদবিরুদ্ধ এই দুরবগাহ ধর্ম্মবিষয়ে তোমাদের কাহার কি মত, আমি অগ্রে তাহা শুনিতে অভিলাষ করি।" দ্রুপদ কহিলেন, "যাহা লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ, আমার মতে তাহাই অধর্ম্ম। হে দ্বিজোত্তম! এক স্ত্রী বহুপুরুষের পত্নী, ইহা কদাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা মহাত্মা প্রাচীন পুরুষদিগেরও আচরিত ধর্ম্ম নহে এবং গুণবান্ ব্যক্তিরাও কখন

এরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না; অতএব আমি এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।"

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, "হে তপোধন! জ্যেষ্ঠ সুশীল ও সদাচার-সম্পন্ন হইয়া কনিষ্ঠভ্রাতার ভার্য্যায় কিরূপে গমন করিবেন? ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; ধর্ম্মের গতি আমরা কিছুই জানি না; সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের নিশ্চয় করা আমাদিগের অসাধ্য। অতএব কৃষ্ণা যে পঞ্চস্বামীর মহিষী হইবে, ইহা আমরা কোনরূপেই ধর্ম্মতঃ অনুমোদন করিতে পারি না।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আমার মুখে কদাচ অনৃত-বাক্য নিঃসৃত হয় না এবং আমার মনোমন্দিরে অধর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই। অতএব যখন আমার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মত হইয়াছে, তখন আমি ইহাকে কোনক্রমে অধর্ম্ম বলিতে পারি না। পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি, ধর্ম্মপরায়ণা জটিলানাম্নী গৌতমবংশীয় এক কন্যা সাত জন ঋষিকে বিবাহ করেন এবং বার্ক্ষি-নাম্নী মুনিকন্যা প্রচেতা-নামক ভ্রাতৃদশের সহধর্ম্মিণী হয়েন। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, গুরুলোক যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম ও নিঃসংশয়ে অনুষ্ঠেয়। গুরুলোকের মধ্যে মাতা পরমগুরু, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, লব্ধদ্রব্য ভিক্ষার্জ্জিত বস্তুর ন্যায় সকলেই ভোগ কর। অতএব হে দ্বিজোত্তম! ইহা পরম-ধর্ম্ম বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।" কুন্তী কহিলেন, "ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহা কহিলেন, আমি তাহা কহিয়াছি বটে। আমি অনৃত-বাক্যে সাতিশয় ভয় করিয়া থাকি, কিরূপে এই মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইব?" ব্যাসদেব কহিলেন, "হে ভদ্রে! অনৃত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। হে পাঞ্চাল! আমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব সর্ব্ব-সমক্ষে ব্যক্ত করিব না। যেরূপে উক্ত ধর্ম্ম বিহিত ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল আপনিই শুনিতে পাইবেন। কৌন্তেয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম বটে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

তদনন্তর ভগবান্ দ্বৈপায়ন গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুপদের করগ্রহণপূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। যে স্থানে তাঁহারা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তথায় পাণ্ডবগণ, কুন্তী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন গমন করিলেন। পরে মহর্ষি ব্যাস বহুব্যক্তির একপত্নীতা যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে, এই বিষয় রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, "হে রাজন্! পূর্ব্বে দেবতারা নৈমিষারণ্যে এক মহাসত্র আরম্ভ করেন। সেই সত্রে বৈবস্বত যম ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অবধি প্রজাবিনাশরূপ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিরত থাকেন, সুতরাং অনতিকালবিলম্বে প্রজাসংখ্যা বহুল হইয়া উঠিল। সোম, শুক্র, বরুণ, কুবের, রুদ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার এবং অন্যান্য দেবতারা মিলিত হইয়া বিশ্বপ্রণেতা প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন এবং সর্ব্বলোকপিতামহকে নিবেদন করিলেন, 'হে লোকনাথ! আমরা মনুষ্যসংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইয়াছি, এক্ষণে যাহাতে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সুখে কালযাপন করিতে পারি, এই আশয়ে আপনার শরণাগত হইলাম।' পিতামহ কহিলেন, 'তোমরা অমর, মনুষ্যজাতির নিকটে তোমাদের ভয়ের বিষয় কি?' দেবতারা কহিলেন, 'মর্ত্ত্যলোক দেবলোকতুল্য হইয়াছে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এই নিমিত্ত আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া প্রভেদকরণ-মানসে আপনার নিকট আগমন করিলাম।' ভগবান্ প্রত্যুত্তর করিলেন, 'যম যজ্ঞে ব্যাপৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকের মৃত্যু হইতেছে না। তাঁহার সত্র-সমাপনানন্তর নরলোকের অন্তকাল উপস্থিত হইবে। তোমাদিগের বলবীর্য্যে যমের শরীর অলঙ্কৃত ও সবল হইয়া উঠিবে, তৎকালে নরলোকের শৌর্য্য-বীর্য্য থাকিবে না।'

তাঁহারা বিধাতার বাক্য-শ্রবণানন্তর যে স্থানে দেবতারা যজ্ঞ করিতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে তাঁহারা বিশ্রামার্থ ভাগীরথীতীরে উপবেশন করিলেন।

ইত্যবসরে গঙ্গাজলে একটি সুবর্ণ-পদ্ম তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। তদ্দর্শনে তাঁহারা সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাহার তথ্যানুসন্ধানার্থ মহাবল ইন্দ্র সন্নিকটস্থ প্রদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে,যে স্থানে ভাগীরথী প্রভূতরূপে প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্থানে একটি কামিনী জলার্থিনী হইয়া গঙ্গায় অবগাহন-পূর্ব্বক রোদন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুবিন্দু গঙ্গাজলে পতিত হইয়া কাঞ্চন-পদ্মরূপে পরিণত হইতেছে, ইন্দ্র সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে! তুমি কে? কাহার নিমিত্ত রোদন করিতেছ, তাহা যথার্থ করিয়া বল।' ললনা কহিলেন, 'হে দেবরাজ! আমি যে নিমিত্ত রোদন করিতেছি, আমার সমভিব্যাহারে কিয়দ্দূর গমন করিলে তাহার সবিশেষ জানিতে পারিবেন।' তৎশ্রবণে ইন্দ্র সেই স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া অনতিদূরে দেখিলেন, এক পরম-সুন্দর যুবা পুরুষ গিরিরাজ-শিখরোপরি সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমভিব্যাহারে পাশক্রীড়া করিতেছেন। দেবরাজ যুবাকে পাশক্রীড়ায় আসক্ত ও অভ্যাগতসৎকার-বিমুখ দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, 'এই ভূমণ্ডল আমার অধীন, আমি ইহার প্রভু; আমার সমুচিত সৎকার না করিয়া পাশক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকা অতীব অনুচিত।' তখন সেই দেব ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেবরাজ তৎক্ষণাৎ স্থাণুর ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

পাশক্রীড়া সমাপনানন্তর মহাপুরুষ সেই রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে কহিলেন, 'ইহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর; আমি ইহাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব, যাহাতে ইহার শরীরে পুনর্ব্বার দর্প প্রবেশ না করে।' তখন সেই স্ত্রী ইন্দ্রকে স্পর্শ করিবামাত্র তদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল শিথিল হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। ইন্দ্রকে তদবস্থ দর্শনে ভগবান্ উগ্রতেজাঃ কহিলেন, 'হে শক্র! পুনর্ব্বার এরূপ কর্ম্ম কদাচ করিও না। তুমি অপরিমিত-বলশালী, অতএব এই পর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক যে বিবরে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভবাদৃশ ব্যক্তিরা সমাসীন আছেন, সেই ছিদ্রে তুমিও প্রবেশ কর।' ইন্দ্র সেই বিবরানুসন্ধান পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তুল্যতেজাঃ অন্য চারিজনকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে তাদৃশ জ্যোতির্ম্ময় অবলোকন করিয়া 'আমিও ইহাঁদিগের ন্যায় হইতে পারিব না?' দুঃখিতমনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগবান্ মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নেত্র বিস্ফারণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে কহিলেন, 'হে শতক্রতো! তুমি বালস্বভাবসুলভ চপলতায় আমাকে অপমান করিয়াছ, অতএব তোমাকে এই গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।' দেবরাজ, মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া ভয়ে গিরিরাজ-মস্তকে পবনচালিত অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে বিবরপ্রবেশসময়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ত্রিলোচনকে নিবেদন করিলেন, 'ভগবন্! অদ্যাবধি আপনাকে এই অশেষ ভুবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।' তৎশ্রবণে দেবদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, 'ইহা ভবাদৃশ গর্ব্বিত লোকের অধিকারযোগ্য নহে। পূর্ব্বে ইহাঁরাও তোমার ন্যায় গর্ব্বিত ছিলেন; অতএব এই গুহাপ্রবিষ্ট হইয়া সকলে একত্র কালযাপন কর। অধুনা তোমার স্বীয় গর্হিত কর্ম্মফলে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও। পরে জন্মান্তরীণ স্ব স্ব কর্ম্মফলার্জ্জিত মহার্হ ইন্দ্রলোকে পুনরায় গমন করিবে। তোমাদিগের যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমুদয় আদেশ করিলাম।'

শিববাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রেরা কহিলেন, 'হে প্রভো! আমরা দেবলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যে স্থানে মোক্ষ অতীব দুষ্প্রাপ্য, সেই নরলোকে গমন করিব; কিন্তু ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার ইহাঁরাই যেন কোন মানুষীর গর্ভে আমাদিগকে উৎপন্ন করেন।' ইহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র মহাদেবকে পুনর্ব্বার কহিলেন, 'আমি স্বীয় বীর্য্যে কার্য্যক্ষম এক পুরুষ উৎপাদন করিব, তিনিই ইহাঁদিগের পঞ্চম হইবেন।'

ইন্দ্রের এবম্প্রকার মিনতিতে সম্মত হইয়া ভগবান্ উগ্রতেজাঃ তাঁহাদিগের স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদান করিলেন এবং লোকাললামভূতা সেই ললনাকে তাঁহাদিগের ভার্য্যা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে নারায়ণ-সমীপে উপনীত হইলেন। নারায়ণ মহাদেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অনুমোদন করিলেন। পরে ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা বিদায় হইলে নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে কেশযুগল উৎপাটন করিলেন। তন্মধ্যে একটি শুক্ল, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ। সেই কেশযুগল যদুকুলকামিনী দেবকী ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হইল। শুভ্র কেশ বলদেবরূপে এবং কৃষ্ণকেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন; তন্নিমিত্তই লোকে বাসুদেবকে কেশব কহে।

পূর্ব্বে ইন্দ্ররূপী যে মহাপুরুষেরা অদ্রিগুহায় নিবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাই পাণ্ডবরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন এবং ইন্দ্রের অংশে সব্যসাচী অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব-ইন্দ্রগণ এইরূপে পঞ্চপাণ্ডব হইলেন এবং তাঁহাদিগের বনিতা হইবার নিমিত্ত মহাদেবের উপদেশক্রমে লক্ষ্মী দ্রৌপদীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। মহারাজ! দৈবসংযোগ ব্যতিরেকে কখন কি ধরণীতল হইতে অলোকসামান্য স্ত্রীরত্ন সমুৎপন্ন হইতে পারে?

হে নরেন্দ্র! আমি প্রীতিপূর্ব্বক তোমাকে অত্যাশ্চর্য্য দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি সেই দিব্যচক্ষু উন্মীলন করিলে অনায়াসে জানিতে পারিবে, কুন্তীতনয়েরা পবিত্র পূর্ব্বদেহ ধারণপূর্ব্বক জগতীতলে বিচরণ করিতেছেন।" মহর্ষি ব্যাস স্বীয় তপঃপ্রভাবে রাজাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন। রাজা তদ্দ্বারা দেখিতে পাইলেন, পাণ্ডবেরা অতি পবিত্র পূর্ব্বশরীর ধারণ করিয়া রহিলেন। তাঁহাদিগের মস্তকে হেম-কিরীট ও সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার দীপ্তি পাইতেছে; সুচারু রূপলাবণ্য-সম্পন্ন তপনতুল্য তেজস্বী সেই তরুণগণ পরিষ্কৃত দিব্য বস্ত্র এবং সুগন্ধি ও রমণীয় মাল্য ধারণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় শোভমান হইয়াছেন। রাজা দ্রুপদ সেই পরম-সুন্দর ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রদিগকে নয়ন-গোচর করিয়া এবং ইন্দ্রপ্রতিম যুবাকে ইন্দ্রাত্মজ শ্রবণ করিয়া যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি মায়াময়ী দ্রৌপদীকে সাক্ষাৎ সোম ও বহ্নির ন্যায় দীপ্তিমতী দেখিয়া এবং রূপ, তেজ ও যশ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে পাণ্ডবগণের অনুরূপা পত্নী বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পার্থিবেন্দ্র দ্রুপদ এই অদ্ভুত ব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া ব্যাসদেবের চরণগ্রহণপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, "মহর্ষে! আপনাতে সকলই সম্ভবে, আপনার পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে।" মুনিবর রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! শ্রবণ করুন।

কোন তপোবনে এক মহর্ষি-কন্যা বাস করিতেন। সেই রূপবতী কন্যা, পরিণয়কাল অতীত হইলেও অনুরূপ ভর্ত্তৃভাগিনী হইলেন না। অনন্তর তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, 'তুমি স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' ঋষিকন্যা ত্রিলোচন কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারংবার কহিলেন, 'ভগবন্! আমি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পতি প্রার্থনা করি।' দেবেশ শঙ্কর কন্যার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বরপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভদ্রে! তোমার পাঁচ জন স্বামী হইবেন।' ঋষিতনয়া পুনর্ব্বার মহাদেবকে কহিলেন, 'প্রভো! আমি এক পতি প্রার্থনা করি।' দেবদেব কহিলেন, 'ভদ্রে! তুমি উপর্য্যুপরি পাঁচবার পতি প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব জন্মান্তরে তোমার পঞ্চস্বামী হইবে।' মহারাজ! আপনার কন্যা সেই দেবরূপিণী মহর্ষি-নন্দিনী; ভগবান্ চন্দ্রশেখর ইহাঁর পঞ্চস্বামী বিধান করিয়াছেন। ইনি স্বর্গলক্ষ্মী, পাণ্ডবগণের নিমিত্ত আপনার যজ্ঞে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি অতি কঠোর তপস্যার ফলে আপনার দুহিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেবদুর্লভা দেবী স্বকীয় কর্ম্মফলে পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্ম্মিণী হইবেন। স্বয়ম্ভু এই নিমিত্তই ইহাঁর সৃষ্টি করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যেমন অভিরুচি হয়, করুন।"

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

দ্রুপদ কহিলেন, "মহর্ষে! পূর্ব্বে সবিশেষ শ্রবণ না করিয়া অন্যথা করিবার যত্ন পাইয়াছিলাম; এক্ষণে আপনার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। দৈবের প্রতিকূলাচরণ করা নরলোকের অসাধ্য, অতএব দেবতারা যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই বিধেয় ও শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। অদৃষ্টের ফল অখণ্ডনীয়, স্বেচ্ছানুসারে কেহ কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, বরহেতু যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান্ মহাদেব প্রীত হইয়া কৃষ্ণার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে অভিলষিত বরদান করিয়াছেন, এক্ষণে ইহার ভাল মন্দ দেবতাই জানেন। যখন মহাদেব এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তখন ইহাতে ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, আমি এ বিষয়ে অপরাধী নহি। পাণ্ডবেরা বিধিপূর্ব্বক ইহাঁর পাণিগ্রহণ করুন, ইহাঁদিগের নিমিত্তই কৃষ্ণা সৃষ্ট ও সমুদ্ভূত হইয়াছেন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ ব্যাসদেব ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, "অদ্য শুভদিন; অদ্য চন্দ্রমা পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করিবেন, অতএব অদ্যই অগ্রে তুমি দ্রৌপদীর পাণিপীড়ন কর।" রাজা যজ্ঞসেন পুত্র সমভিব্যাহারে বহুসংখ্যক কন্যাযাত্রী নিমন্ত্রণ করিলেন এবং তনয়ার সর্ব্বাঙ্গ রত্নাভরণে বিভূষিত করিয়া আনয়ন করাইলেন। রাজার মন্ত্রিগণ, সুহৃদ্‌বর্গ, প্রধান প্রধান পুরবাসী লোক ও ব্রাহ্মণসকল প্রীতমনে বিবাহ-দর্শনে আগমন করিতে লাগিলেন। রাজভবন জনগণে পরিশোভিত হইল। চত্বরভূমি প্রফুল্লপঙ্কজমালাপরিকীর্ণ এবং সৈন্যসামন্ত ও বিচিত্র রত্নসমূহে খচিত হইয়া পার্ব্বণশর্ব্বরীর তারকাব্যাপ্ত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।

তদনন্তর কৌরবরাজপুত্রেরা সুস্নাত হইয়া মাঙ্গল্যক্রিয়াসকল সমাপনান্তে মহার্হ বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক পুরোহিত ধৌম্যসমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেদবিৎ পুরোহিত বহ্নিস্থাপন ও মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পরে উভয়কে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করাইয়া পরিণয় সমাপন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে অভ্যর্চিত করিয়া পুরোহিত রাজগৃহ হইতে বাহির্গমন করিলেন। পরিশেষে অপর পাণ্ডবেরা উল্লিখিত প্রণালীক্রমে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে মহারথ কৌরবেরা অহরহঃ অধিকতর শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে যত দিবস অতীত হইতে লাগিল, মহানুভবা দ্রৌপদীর কন্যাভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না।

পরিণয় সম্পন্ন হইলে দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদিগকে বহুবিধ ধন, পর্ব্বতের ন্যায় মহোন্নত একশত হস্তী, মহার্হবেশভূষাবিভূষিত একশত দাসী এবং সুবর্ণালঙ্কৃত সুবর্ণপ্রগ্রহোপেত অশ্বচতুষ্টয়যোজিত একশত রথ প্রদান করিলেন। মহানুভব দ্রুপদরাজা সমাগত দর্শকদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ধন, মহামূল্য পরিচ্ছদ ও প্রভাভাস্বর বিভূষণ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলে। অনন্তর ইন্দ্রপ্রতিম পাণ্ডবগণ সেই অলোকসামান্য স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া পাঞ্চালরাজপুরে পরমসুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

একোনদ্বিশততম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ সহায় হওয়াতে দ্রুপদের দেবতা হইতেও আর আশঙ্কা রহিল না। পুরনারীগণ কুন্তীকে পাইয়া তাঁহার নামসংকীর্ত্তন পূর্ব্বক চরণবন্দন করিলেন। মঙ্গলসূত্রধারিণী অবগুণ্ঠনবতী দ্রৌপদী শ্বশ্রূকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে সমীপদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। কুন্তী সেই সুশীলা, সদাচারসম্পন্না, সুরূপা, সর্ব্বলক্ষণাক্রান্তা পুত্রবধূকে স্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বৎসে! ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের প্রতি, স্বাহা বিভাবসুর প্রতি, রোহিণী চন্দ্রের প্রতি, দময়ন্তী নলের প্রতি, ভদ্রা বৈশ্রবণের প্রতি, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের প্রতি এবং লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি যেমন ভক্তিমতী ও প্রণয়বতী হইয়াছেন,

তুমিও ভর্ত্তৃগণের প্রতি তদনুরূপ হও। হে ভদ্রে! তুমি বীর-সন্তান প্রসব করিবে, স্বামিসহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে, তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিবে না। হে বৎসে! তুমি অতিথি, গৃহাগত, সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনের সৎকারে ব্যাপৃত হইয়া সময়যাপন করিবে। তোমা হইতে কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি প্রধান প্রধান জনপদে রাজা অভিষিক্ত হইবেন। তুমি অশ্বমেধযজ্ঞে স্বামীদিগের বলবিক্রমার্জ্জিত বসুমতী বিপ্রসাৎ করিয়া এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তুজাত প্রাপ্ত হইয়া শত শত বৎসর পরমসুখে কালযাপন করিবে। হে বৎসে! অদ্য তোমাকে যেমন অভিনন্দন করিলাম, তুমি পুত্রবতী হও, পুনর্ব্বার এইরূপ অভিনন্দন করিব।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃতদার পাণ্ডবদিগকে যৌতুকস্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্য্যমণি, সুবর্ণের আভরণ, নানাদেশীয় মহার্হ বসন, রমণীয় শয্য, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাস-দাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজতকাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

বৈবাহিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিশততম অধ্যায়।

বিদুরাগমন-পর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে কৌরবকুলের বিশ্বাসভূমি গূঢ়চরেরা আসিয়া রাজাদিগকে সমাচার প্রদান করিল যে, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। যে মহাত্মা সেই শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম অর্জ্জুন। তিনি সমস্ত বিজয়ীর শ্রেষ্ঠ। আর যিনি সমর-সাগরে অবতীর্ণ হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত করেন এবং পদাঘাতে অরাতি-সকলকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিলেন, সংগ্রামে যাঁহার ভয়সম্ভ্রমের লেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় নাই, যাঁহার স্পর্শ শত্রুসেনার অনলস্পর্শসম ভীষণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সেই মহাত্মার নাম ভীম। সেই প্রশান্তস্বভাব ব্রাহ্মণরূপী পুরুষদিগকে পাণ্ডব জানিয়া রাজগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বে সকলেই শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, কুন্তী পুত্রগণসমভিব্যাহারে জতুগৃহে দহনদগ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা জীবিত আছেন শুনিয়া, জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। পুরোচনকৃত নৃশংস ব্যবহার রাজাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। স্বয়ংবর সম্পন্ন হইলে সকল রাজগণ পাণ্ডবদিগকে চিনিতে পারিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অর্জ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন দেখিয়া, রাজা দুর্য্যোধন সাতিশয় বিষন্নমনে ভ্রাতৃগণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দুঃশাসন লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! তিনি ব্রাহ্মণরূপী না হইলে দ্রৌপদীকে লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে ধনঞ্জয় বলিয়া কেহই যথার্থ চিনিতে পারেন নাই। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে দৈবই শ্রেষ্ঠ, পুরুষকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেখ, আমরা পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কত প্রকার অনিষ্টচেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন; অতএব পুরুষকারকে ধিক্কার প্রদান করি।" তাঁহারা দুঃখিত ও বিগতচেতাঃ হইয়া এইরূপ কথোপকথন ও পুরোচনকে নিন্দা করত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে মহাতেজাঃ পাণ্ডবদিগকে অগ্নি হইতে বিনির্ম্মুক্ত ও দ্রুপদের সহিত সংযুক্ত দেখিয়া এবং শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য দ্রুপদ-পুত্রদিগকে যুদ্ধবিশারদ চিন্তা করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন এবং তাঁহাদিগের সঙ্কল্প সকল শিথিল হইয়া পড়িল।

অনন্তর যখন বিদুর শ্রবণ করিলেন, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর পাণিপীড়ন করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা লজ্জিত ও ভগ্নদর্প হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন,

তখন তাঁহার প্রীতির আর পরিসীমা রহিল না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! ভাগ্যবলে কৌরবেরা বিজয়লাভ করিয়াছেন।" ধৃতরাষ্ট্র বিদুর-বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক কহিলেন, "কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বিদুর! কি শুভ সমাচারই প্রদান করিলে!" তৎকালে সেই প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা বিশেষ বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, দ্রৌপদী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধনকেই বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন; এই নিমিত্ত তিনি আজ্ঞা প্রদান করিলেন, যেন দুর্য্যোধন দ্রৌপদাকে বহুবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া তাঁহার সমীপে আনয়ন করেন। বিদুর তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "মহারাজ! পাণ্ডবেরা বরমাল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন, দ্রুপদরাজ তাঁহাদিগের যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিয়াছেন। সেই স্বয়ংবর-প্রদেশে তুল্যবলশালী অনেকানেক বন্ধুবান্ধব আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। তাঁহারা পাণ্ডুর পুত্র বটে, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে স্বীয় সন্তান অপেক্ষাও অধিক মনে করি, তাঁহাদিগের প্রতি আমার সমধিক স্নেহ আছে। যখন সেই মহাবীর পাণ্ডবেরা ক্ষেমবান্, মিত্রবান্ এবং মহাবল-পরাক্রান্ত বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তখন বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, আমার দুরাত্মা পুত্রদিগের আর নিস্তার নাই। সবান্ধব দ্রুপদের সহিত মিত্রতা করিয়া কোন্ ক্ষত্রিয় কৃতকার্য্য হইতে বাসনা না করে?" বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "মহারাজ! চিরকাল যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে।"

অনন্তর দুর্য্যোধন এবং কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, "তাত! বিদুরের সন্নিধানে আমরা কোন প্রকার দোষ কীর্ত্তন করিতে পারিব না; অতএব আমাদিগের অভিলাষ যে, বিজনপ্রদেশে আপনাকে নিবেদন করি। এ আপনার কীদৃশী ইচ্ছা, বিপক্ষের বৃদ্ধিকে আপন বৃদ্ধি বলিয়া মনে করিতেছেন? বিদুরের নিকট সপত্নদিগের স্তুতিবাদ করিতেছেন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগ করিতেছেন না। হে তাত! শত্রুদিগের বল-বিঘাত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়াছে। এক্ষণে আপনার উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এমন একটি মন্ত্রণা করা আবশ্যক যে, তাহারা যেন আমাদিগের পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধবদিগকে গ্রাস করিতে না পারে।"

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "তোমাদিগের যাহা অভিলাষ, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। বিদুরের নিকট অভিসন্ধি গোপন রাখাই আমাদের উচিত। আমি তন্নিমিত্তই তাঁহার নিকট সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকি। বিদুর আকার বা ইঙ্গিত দ্বারা আমার অভিপ্রায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না। হে সুযোধন! তুমি যাহা বিবেচনা করিয়াছ, বল। হে রাধেয়! তুমিও যাহা মনে করিয়াছ, বল, এ সময়ে বলিবার কোন বাধা নাই।" দুর্য্যোধন কহিলেন, "তাত! অদ্য সুবিশ্বস্ত ও সুনিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণ দ্বারা গোপনে কুন্তীতনয় ও মাদ্রীসুতযুগলের পরস্পর ভেদোৎপাদন করিব অথবা দ্রুপদরাজ এবং তদীয় পুত্রগণ ও অমাত্যগণকে বিপুল ধনরাশি দ্বারা বশীভূত করিব। যাহাতে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন, কিংবা তথায় বাস করিতে প্রবৃত্তি দেন এবং যেন তাহাদিগের সমক্ষে সর্ব্বদা বলেন যে, তাহাদের হস্তিনাপুরে বাস করা অতীব দোষাবহ; এইরূপ করিলে তাহারা পরস্পর অনৈক্য প্রযুক্ত কোন পরামর্শ না করিয়া তথায় বাস করিতে অভিরুচি করিবে, সন্দেহ নাই। অথবা উপায়নিপুণ কার্য্যকুশল পুরুষেরা কুন্তীতনয়দিগের অনুগত হইয়া তাহাদিগের সৌভ্রাত্র ভঙ্গ করিয়া দিক্, কিংবা বহুপতির অশেষ দোষোল্লেখপূর্ব্বক কৃষ্ণার হৃদয় দূষিত করিয়া কলহোৎপাদন করুক, অথবা দ্রৌপদীর প্রতি পাণ্ডবগণের চিত্তভেদ, পশ্চাৎ পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্রৌপদীর মনের মালিন্য জন্মাইয়া দিক্। অথবা উপায়কুশল কতিপয় ছদ্মবেশী পুরুষ নির্জ্জনে ভীমসেনকে বিনষ্ট করুক। যেহেতু,

ভীম তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্। অর্জ্জুন তাহার সাহসেই সাহসী হইয়া আমাদিগকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে ; যেহেতু, ভীমই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, প্রচণ্ড ও পাণ্ডবগণের আশ্রয়ভূত। তাহাকে নিহত করিতে পারিলেই সকলে নিস্তেজ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া রাজ্যের নিমিত্ত কিছুমাত্র যত্ন করিবে না। বৃকোদর পৃষ্ঠরক্ষা করিলে অর্জ্জুনকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য ; কিন্তু ভীম ব্যতিরেকে অর্জ্জুন একাকী রণস্থলে কর্ণের চতুর্থাংশ-রূপে পরিগণিত হইতে পারে কি না সন্দেহ। তাহারা ভীম ব্যতীত আপনাদিগকে দুর্ব্বল ও আমাদিগকে বলাধিক জানিয়া আর রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিবে না। যদ্যপি এখানে আসিয়া আমাদিগের নিদেশবর্ত্তী হইয়া চলে, তবে তাহাদের বিনাশচেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না। অথবা সুরূপা প্রমদাগণ দ্বারা একে একে তাহাদিগের সকলকেই প্রলোভ দেখান যাউক, তাহা হইলে কৃষ্ণা তাহাদিগের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিবেন, সন্দেহ নাই কিংবা তাহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত রাধেয়কে প্রেরণ করুন এবং বিবিধ কৌশল দ্বারা তাহাদিগকে একত্র করিয়া কালগ্রাসে পাতিত করুন।

হে তাত! উল্লিখিত উপায়-সমূহের মধ্যে আপনি যে উপায়টি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, অচিরাৎ তাহার প্রয়োগ করুন, কারণ, ক্রমে সময় অতীত হইতেছে। তাহাদিগের নিগ্রহার্থ এই সকল চেষ্টাই সাধীয়সী বোধ হইতেছে ; কিন্তু ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে পারি না। কেমন হে কর্ণ! তুমি কি বিবেচনা কর?"

দ্ব্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, "দুর্য্যোধন! তোমার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। কৌশল দ্বারা তাহাদিগের অনিষ্টচেষ্টা করা নিরর্থক। পূর্ব্বেও তুমি অতি সূক্ষ্ম উপায় দ্বারা তাহাদিগের নিগ্রহ-চেষ্টা পাইয়াছিলে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। যখন পাণ্ডবেরা শৈশবাবস্থায় সহায়বিহীন হইয়া এই স্থানেই বর্ত্তমান ছিল, তুমি তৎকালেও তাহাদিগের কোন হানি করিতে পার নাই। এক্ষণে ত তাহারা বৈদেশিক ও সহায়সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বতোভাবে প্রবল হইয়াছে ; অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি উক্ত উপায়কলাপ দ্বারা তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকার ব্যসনেও কলুষিত করিতে পারিবে না। তাহারা দৈববলে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া পিতৃ-পিতামহ-পদের ইচ্ছুক ও উপযুক্ত হইয়াছে। যাহারা এক পত্নীতে অনুরক্ত, তাহাদের সৌভ্রাত্র অবশ্যই বদ্ধমূল হইবে, সংশয় নাই, সুতরাং তাহাদিগের পরস্পর ভেদ উপস্থিত করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যে দ্রৌপদী তাদৃশী দীনাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াও পাণ্ডবদিগকে বরণ করিয়াছেন, অধুনা সেই দ্রৌপদী তাঁহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন, এ কথাও কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ বহুভর্ত্তৃতা স্ত্রী-লোকদিগের অতীব আদরণীয়, কৃষ্ণা সেই রমণীকুলবাঞ্ছিত ফল বিনা যত্নে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং পতির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষবুদ্ধি উৎপাদন করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইবে না। পাঞ্চালেশ্বর পরম-ধার্ম্মিক ও ব্রত-পরায়ণ ; তাঁহার অর্থস্পৃহা নাই ; তাঁহাকে অর্থরাশি প্রদান করিলেও তিনি পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহার পুত্রও গুণবান্ ও পাণ্ডবগণের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ; অতএব স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, পাণ্ডবেরা উপায়সাধ্য নহে। অতএব হে তাত! পাণ্ডবেরা বদ্ধমূল না হইতেই তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনষ্ট করা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প। আপনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হউন। অস্মৎপক্ষ প্রবল ও পাঞ্চাল-পক্ষ হীনবল থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে প্রহার করুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। হে পার্থিব! যদবধি পাণ্ডবগণ রাজ্যে প্রভূত বাহন, অসংখ্যক বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য লাভ না করিতেছে, যদবধি পাঞ্চালরাজ মহাবল-পরাক্রান্ত স্বীয় পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর না হইতেছেন এবং যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ যাবৎ পাণ্ডবগণের রাজ্যের নিমিত্ত যাদব-বাহিনী লইয়া পাঞ্চালরাজসদনে

সমাগত না হইতেছেন, তৎকালমধ্যে আপনি বিক্রম প্রকাশ করুন। যদি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি, অশেষ ভোগসুখ ও রাজ্য পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয়, কৃষ্ণ তাহাতেও কখন পরাঙ্মুখ হইবেন না। হে মহারাজ! বিক্রমই ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দেখুন, মহাত্মা ভরত বিক্রম দ্বারা পৃথিবী জয় করিয়াছেন এবং ইন্দ্র ত্রিলোকীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা ভবদীয় চতুরঙ্গিণী সেনা-সমভিব্যাহারে ত্বরায় দ্রুপদের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে আনয়ন করি। তাহাদিগের প্রতি সাম, দান, ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় প্রযুক্ত করিলেও নিষ্ফল হইবে। তাহাদিগকে পরাজয় করিতে কেবল একমাত্র বিক্রমই সাধীয়ান্ উপায় আছে, অতএব বিক্রমপ্রকাশ দ্বারা তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া অখণ্ড সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টকে সম্ভোগ করুন। মহারাজ! বিক্রম ভিন্ন বিজয়লাভের আর কোন উপযুক্ত উপায়ান্তর লক্ষ্য হয় না।"

রাধেয়বচন শ্রবণানন্তর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে কৃতাস্ত্র মহাপ্রাজ্ঞ সূতনন্দন! ঈদৃশ বিক্রমসম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উপযুক্ত বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং তোমরা দুই জন পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া যাহা আমাদিগের শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয়, কর।" অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রীদিগকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, "পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করা আমার অত্যন্ত অনভিমত। আমার নিকট ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই তুল্য। গান্ধারীতনয়দিগের সহিত আমার যেরূপ সম্বন্ধ, কুন্তীপুত্রদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র ন্যূন নহে। হে ধৃতরাষ্ট্র! তাহারা আমার, তোমার, দুর্য্যোধনের ও অন্যান্য কৌরবগণের রক্ষণীয়; সুতরাং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। বরং অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপন করা উচিত, কারণ, ইহা তাহাদিগেরও পৈতৃকরাজ্য। বৎস দুর্য্যোধন! তুমি যেমন মনে করিতেছ, 'ইহা আমার পৈতৃকরাজ্য,' পাণ্ডবেরাও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। যদি সেই মহাযশাঃ পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত না হয়েন, তবে তুমি কোন্ শাস্ত্রানুসারে রাজ্য লাভ করিবে এবং তোমাদের পর ভরতবংশে যে সকল রাজকুমারেরা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাই বা কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? অথবা যেমন তুমি ধর্ম্মতঃ রাজ্যলাভ করিয়াছ, তাঁহারাও সেইরূপ ইতিপূর্ব্বে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অতএব বিবাদে প্রয়োজন নাই, সৌহার্দ্দপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেই উভয় পক্ষের মঙ্গল, ইহার অন্যথাচরণ করিলে আমাদিগের অত্যন্ত অহিত কর্ম্ম করা হইবে এবং তোমারও অতিমাত্র অকীর্ত্তি-ঘোষণা হইবে; অতএব হে তাত! কীর্ত্তি-রক্ষণে যত্নবান্ হও, কীর্ত্তিই মানবজাতির অসাধারণ বল। কীর্ত্তিবিহীন মনুষ্যের জীবনধারণ করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। যদবধি কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবৎ মনুষ্য সার্থকজন্মা। একবার কীর্ত্তি লোপ হইলে লোক জন্মেরমত উৎসন্ন হইয়া যায়। অতএব হে মহাবাহো! তোমার ও মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনুরূপ কীর্ত্তিরক্ষারূপ কুলোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। পৃথা ও তৎপুত্রেরা ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন, পাপাত্মা পুরোচনের দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ না হইতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। যদবধি পাণ্ডবদিগের দাহবৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়াছে, তৎকাল পর্য্যন্ত আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি না। কুন্তীর তাদৃশী দুরবস্থাশ্রবণে সকলে তোমাকেই দোষারোপ করিয়া থাকে; পুরোচনকে অণুমাত্র দোষী বিবেচনা করে না; অতএব এক্ষণে পাণ্ডবদিগের জীবিকা-নির্দ্ধারণ ও তাহাদিগের আনয়ন তোমার দোষক্ষালনের একমাত্র উপায়। হে কুরুনন্দন! পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁহাদিগের পৈতৃক অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজ্যে উভয়েরই তুল্যাধিকার আছে বটে, কিন্তু বিশেষ এই যে, তাঁহারা সকলেই একমতাবলম্বী, ধর্ম্মনিরত ও অধর্ম্মপরাঙ্মুখ। অতএব যদি ধর্ম্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়, আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করা উচিত বোধ হয় এবং

আত্মকুশলের অভিলাষ থাকে, তবে পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।”

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, “মহারাজ! শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি, মন্ত্রণার্থ আনীত হিতৈষী পুরুষদিগের ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও যশস্কর কথা কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্মের যে মত, আমারও সেই মত। কুন্তীপুত্রদিগকে রাজ্যভাগ প্রদান করাই বিধেয়, ইহা হইলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা পায়। অতএব হে মহারাজ! পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত প্রভূত রত্ন প্রদানপূর্ব্বক কোন এক প্রিয়ংবদ ব্যক্তিকে অবিলম্বে দ্রুপদ-সন্নিধানে প্রেরণ কর। সেই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া দ্রুপদকে বলুক যে, আপনার সহিত সম্বন্ধলাভে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পরম সৌভাগ্য বোধ করিয়াছেন। তুমি ও দুর্য্যোধন উভয়েই এ বিষয়ে সাতিশয় প্রীত হইয়াছ, ইহাও যেন দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট বারংবার উল্লেখ করে। তৎপরে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরাদি ও মাদ্রীতনয় নকুল-সহদেবকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিয়া স্বজনসম্বন্ধের ঔচিত্য ও প্রিয়ত্ব কীর্ত্তন করিবে। হে রাজেন্দ্র! আপনার আদেশানুসারে ঐ পুরুষ সুবর্ণময় শুভ্র বহুবিধ আভরণ দ্রৌপদী, দ্রুপদতনয় ও কুন্তীর সহচরীদিগকে সমর্পণ করুক। দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগকে এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিয়া পরিশেষে পাণ্ডবদিগের আগমনের কথা উত্থাপন করুক। দ্রুপদ পাণ্ডবদিগকে প্রত্যাগমনের আদেশ করিলে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দুঃশাসন, বিকর্ণ ও সুশোভিত সৈন্যমণ্ডলী গমন করুক। পাণ্ডবেরা আগমনপূর্ব্বক প্রকৃতিগণ কর্ত্তৃক অনুমত হইয়া তোমার সহিত পৈতৃক পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হে মহারাজ! ভীষ্ম ও আমার মত এই যে, আপনি স্বাত্মজতুল্য পাণ্ডবদিগের প্রতি এইরূপ উপায় প্রয়োগ করেন।”

কর্ণ কহিলেন, “মহারাজ! আপনি অর্থ-মান দ্বারা সর্ব্বদা যাঁহাদিগের সৎকার করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বকার্য্যে যাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, সেই ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনাকে সমন্ত্রণা প্রদান করিলেন না, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি আছে? যিনি দুষ্টমন ও প্রচ্ছন্ন অন্তঃকরণ দ্বারা অন্যকে হিতোপদেশ দেন, তিনি কিরূপে সাধুসম্মত হইতে পারেন? হিতার্থে হউক বা অহিতার্থে হউক, অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে মিত্রলাভ হওয়া দুর্ঘট। অর্থবান্ ব্যক্তি কৃতপ্রজ্ঞ হউন বা অকৃতপ্রজ্ঞ হউন, বালক হউন বা বৃদ্ধই হউন, সহায়সম্পন্ন হউন বা অসহায় হউন, সর্ব্বত্র সমুদয় লাভ করিতে পারেন।

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বকালে রাজগৃহনামক নগরে মগধরাজবংশীয় অম্বুবীচ-নামা এক রাজা ছিলেন। বিকলেন্দ্রিয় ও শ্বাসরোগগ্রস্ত সেই ভূপাল কেবল অমাত্যগণের সাহায্যে সমুদয় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। মহাকর্ণি নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিল। ঐ মূর্খ মন্ত্রী রাজ্যমধ্যে একাধিপত্য লাভ ও আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলসম্পন্ন অনুমান করিয়া নানাপ্রকারে অবনীপালকে অবমাননা করিতে লাগিল এবং ভূপালভোগ্য অঙ্গনারত্ন ও ধনসম্পত্তি সমুদয় স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিল। এই সমস্ত অধিকার করিয়াও সেই লুব্ধপ্রকৃতি মন্ত্রীর অন্যান্য বস্তুলাভে লোভবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রভুর সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াও তাহার উদরপূর্ত্তি হইল না; পরিশেষে সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি হস্তগত করিবার নিমিত্ত লোলুপ হইল। আমরা শুনিয়াছি যে, ঐ মন্ত্রী বহুবিধ কৌশল করিয়াও তদীয় রাজ্য অধিকার করিতে পারিল না। ইহাতে বুঝা গেল যে, তাঁহার সেই পুরুষেন্দ্রতা কোন অনির্ব্বচনীয় কারণপ্রযুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। অতএব হে মহারাজ! যদি ভাগ্যে থাকে, তবে সমুদয় লোক বিরোধী হইলেও আপনি অনায়াসে রাজ্য লাভ করিবেন; নতুবা একান্ত যত্ন করিলেও রাজ্যলাভ হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। এক্ষণে মন্ত্রিগণের সাধুতা ও অসাধুতা পর্য্যালোচনা করিয়া দুষ্টের ও সতের বাক্য বিবেচনা করুন।”

দ্রোণ কহিলেন, "কর্ণ! বুঝিলাম, তুমি কেবল আপনার মনোগত ভাবদোষে এই কথার উল্লেখ করিতেছ। হে দুষ্ট! তুমি পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত রাজার নিকট আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছ। হে কর্ণ! আমি পরম হিতকর বাক্য কহিয়াছি, তুমি সেই বাক্যকে দুষ্ট বাক্য কহিতেছ, যদি ইহা অপেক্ষা কোন সুপরামর্শ প্রদান করিতে পার, কর, কিন্তু আমার মতে ইহার অন্যথা করিলেই কুরুবংশ সমূলে ধ্বংস হইবে, সন্দেহ নাই।"

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! বান্ধবগণ আপনাকে অবশ্যই হিতোপদেশ প্রদান করিবেন, কিন্তু আপনার শ্রবণেচ্ছা না থাকিলে সেই বাগ্‌জাল সকলই বিফল হইবে। কুরুপ্রধান ভীষ্ম আপনাকে প্রিয় ও হিতবাক্যে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিলেন না এবং দ্রোণও বহুতর শ্রেয়স্কর কথা কহিয়াছিলেন; কিন্তু রাধাপুত্র কর্ণ তাহা হিতকর বিবেচনা করিলেন না। এক্ষণে এই দুই পুরুষসিংহ অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান্ ও আপনার পরম মিত্র, ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ইহাঁরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়ঃক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার ও যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সমভাবে স্নেহ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সত্যাচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান-বিষয়ে দাশরথি রাম ও গয় অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। ইহাঁরা পূর্ব্বে কদাচ আপনাকে অহিত-বাক্যে উপদেশ দেন নাই এবং আপনার কোনরূপ অনিষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য হয় না। অতএব এক্ষণে দ্রোণ ও ভীষ্ম মহারাজের অশুভ-সংকল্পে মন্ত্রণা করিবেন, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। এই জীবলোকে এই দুই ব্যক্তিই অধিকতর প্রাজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইহাঁরা আপনাকে কখন কূটপরামর্শ প্রদান করিবেন না, আর ইহাঁরা অর্থলোলুপ হইয়া অন্যতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবেন, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। অতএব হে মহারাজ! আপনার পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যেমন আপনার পুত্র, পাণ্ডবেরাও তদ্রূপ পুত্রস্থানীয়, সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই বৃত্তান্ত সম্যক্ না জানিয়া পাণ্ডবপক্ষে কুমন্ত্রণা প্রদান করিবেন, সেই মন্ত্রী কোন অংশে সাধুদর্শী নহেন। কিন্তু যদি আপনি স্বীয় সন্তানগণের নিমিত্ত অন্তঃকরণে কোন বিশেষ অভিসন্ধি করিয়া থাকেন, আর মন্ত্রীরা যদি তাহা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার হিতানুষ্ঠান করা হইবে না। মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত আপনার মনোগত ভাব জিজ্ঞাসা করেন নাই।

হে মহারাজ! ইহাঁরা যে পাণ্ডবদিগের অজেয়ত্ব কীর্ত্তন করিলেন, তাহার যাথার্থ্যবিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন না, আপনার মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র কি সেই শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন? অযুত-মাতঙ্গতুল্য বলশালী ভীমসেনকে দেবতারাও সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কোন্ ব্যক্তি জীবনেচ্ছাসত্ত্বে সেই যমসদৃশ যমজ নকুল-সহদেবকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে অগ্রসর হইবে? ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্য ও দয়াগুণে অলঙ্কৃত পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রণে সহ্য করে, এমন লোক ত্রিজগতে লক্ষ্য হয় না। বিশেষতঃ বলদেব ও সাত্যকি যাঁহাদিগের পক্ষ, বাসুদেব মন্ত্রী, পাঞ্চালরাজ শ্বশুর এবং মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ শ্যালক, সেই দুর্জ্জয় পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কাহাকে না পরাজয় করিতে পারেন? অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুর্জ্জয় বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া দিন। অদ্য পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পুরোচনকৃত যে মহতী অকীর্ত্তি ত্বৎকৃত বলিয়া লোকবিদিত হইয়াছে, তাহা ক্ষালন করুন। পাণ্ডবগণের প্রতি অনুগ্রহ ও তাঁহাদিগের জীবন আমাদিগের ক্ষত্রিয়জাতির সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। পূর্ব্বে মহারাজ দ্রুপদের সহিত আমাদিগের বৈরভাব ছিল, এক্ষণে তাঁহাকে সংগ্রহ করিলেও স্বপক্ষের মঙ্গল করা হইবে যাদবেরা বহুসংখ্যক ও মহাবল পরাক্রান্ত, বিশেষতঃ যে পক্ষে কৃষ্ণ, তাঁহারাও সেই পক্ষে অবশ্যই থাকিবেন; সুতরাং যে পক্ষে কৃষ্ণ, তৎপক্ষে নিশ্চয়ই

জয়লাভ হইবে। হে রাজন্! যে কার্য্য সন্ধি দ্বারা সম্পাদন করিতে পারা যায়, কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত বিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে?

মহারাজ! পৌর ও জানপদবর্গ, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন শুনিয়া, তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অতিমাত্র উৎসুক হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদিগের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করুন। দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি, ইহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক, দুর্ব্বুদ্ধি ও বালক, ইহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিও না। আমি পূর্ব্বেই ত কহিয়াছি, দুর্য্যোধনের অপরাধে এই সুবিস্তীর্ণ রাজবংশ উচ্ছিন্ন হইবে।"

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও মহাত্মা দ্রোণ ইঁহারা আমাকে শ্রেয়স্কর বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, আর তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাও অভ্রান্ত বটে। মহাবীর কুন্তীপুত্ত্রগণ যেমন পাণ্ডুর পুত্ত্র, ধর্ম্মতঃ আমারও সেইরূপ পুত্ত্রস্থানীয়, সন্দেহ নাই; মৎপুত্ত্রগণ যেমন এই রাজ্যের অধিকারী, তদ্রূপ পাণ্ডবেরাও অধিকারী সংশয় কি? অতএব হে বিদুর! তুমি যাও, সৎকার প্রদর্শনপূর্ব্বক কুন্তী ও দেবরূপিণী দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে পাণ্ডুনন্দনদিগকে আনয়ন কর। আমাদিগের ভাগ্যবলেই কুন্তী ও পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন এবং আমাদিগের ভাগ্যবলেই তাঁহারা দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন। আমাদিগের কি সৌভাগ্য যে, দুর্ম্মন্ত্রী পুরোচন পাণ্ডবদিগের অপকার করিতে যাইয়া স্বয়ং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ও শাস্ত্রবিশারদ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিবিধ রত্ন ও ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগের সন্নিধানে উপনীত হইয়া দ্রুপদকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। মহারাজ দ্রুপদও ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদুরকে ন্যায়ানুসারে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বিদুর বাসুদেব ও পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল-প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারাও যথাক্রমে বিদুরের পূজা করিলেন। তৎপরে মহাত্মা বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে বারংবার সস্নেহ কুশল-প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ রত্ন ও বহুবিধ ধন প্রদান করিলেন। তদনন্তর কুন্তী, দ্রৌপদী ও দ্রুপদপুত্ত্রদিগকে এবং পাণ্ডবগণকে যথাদত্ত ধন ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া কেশব ও পাণ্ডব-সন্নিধানে বিনীতবচনে দ্রুপদকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি, আপনার পুত্ত্রগণ ও অমাত্যবর্গ সকলেই শ্রবণ করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্ত্র ও অমাত্য-সহিত সাতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর তিনি আপনার সহিত এই সম্বন্ধ হওয়াতে নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন; শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও কৌরবগণ আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং আপনার প্রিয়সখা ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ, আপনার উদ্দেশে আলিঙ্গন করিয়া কুশল-প্রশ্ন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবেরা আপনার সহিত সম্বন্ধলাভে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছেন। হে যজ্ঞসেন! তাঁহারা এই সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইয়া যাদৃশ প্রীত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের পক্ষে রাজ্যলাভও তাদৃশ প্রীতিকর নহে। এক্ষণে এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া পাণ্ডবগণকে তথায় গমন করিতে আদেশ করুন। কুরুবংশীয়েরা পাণ্ডুনন্দনদিগকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক আছেন। কুন্তী ও পাণ্ডবেরা বহুদিবসাবধি প্রবাসে আছেন, সুতরাং ইঁহারাও রাজধানী দর্শন করিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকেরা এবং কৌরবমহিলাগণ পাঞ্চালী দ্রৌপদীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি অনতিবিলম্বে সস্ত্রীক পাণ্ডবগণকে গমন করিতে আদেশ করুন। এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। ইঁহারা তথায় গমন করিলে আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কতিপয় দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিব। তাহারা দ্রৌপদী, কুন্তী ও পাণ্ডুনন্দনদিগকে পুনরায় লইয়া আসিবে।"

বিদুরাগমনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

রাজ্যলাভপর্ব্বাধ্যায়।

দ্রুপদ কহিলেন, 'হে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর! তুমি যাহা কহিলে, ইহা যথার্থ, কৌরবগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে আমারও যথেষ্ট পরিতোষ জন্মিয়াছে। আর মহাত্মা পাণ্ডবগণেরও স্বদেশ-গমন করা আমার মতে উচিত; কিন্তু আমি স্বয়ং ইহাঁদিগকে এ স্থান হইতে বিদায় করিতে পারি না। যাহা হউক, যদি মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব তথায় গমন করিতে মানস করেন এবং ইহাঁদের পরম-প্রিয়কারী ধর্ম্মাত্মা বলদেব ও বাসুদেবের ইহাতে সম্মতি থাকে, তাহা হইলে স্বরাজ্যে গমন করুন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে রাজন্! আমি এবং আমার অনুজগণ আপনারই অধীন, অতএব আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা আমাদের শিরোধার্য্য ও অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য।" কৃষ্ণ কহিলেন, "পাণ্ডব-গণের স্বদেশগমনে আমার সম্পূর্ণ মত আছে অথবা সর্ব্বধর্ম্মবিৎ মহারাজ দ্রুপদের যে মত, আমারও সেই মত।"

দ্রুপদ কহিলেন, "মহাবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আমারও সম্পূর্ণ মত আছে। মহাভাগ পাণ্ডবগণ আমার ও কৃষ্ণের উভয়েরই সুহৃৎ, বিশেষতঃ পুরুষোত্তম বাসুদেব পাণ্ডবগণের যেরূপ মঙ্গল চিন্তা করেন, মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্বয়ং সেরূপ করিতে পারেন না।"

পাণ্ডবগণ এইরূপে দ্রুপদ কর্ত্তৃক স্বরাষ্ট্র-গমনে সমনুজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণা ও যশস্বিনী কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ ও বিদুরের সমভিব্যাহারে পরম সুখে হস্তিনানগরে গমন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দনগণ আগমন করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত কৌরবগণ এবং ধনুর্দ্ধর বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে পাঠাইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সেই সমুদয় জনগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিনাপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিবামাত্র নগরের সমস্ত লোক সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইল। তখন সমাগত যাবতীয় প্রিয়চিকীষু পুরবাসিগণ মহাত্মা পাণ্ডুতনয়দিগকে নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিল। তাহারা কহিল, "এই সেই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বার আগমন করিতেছেন, যিনি আমাদিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করেন। এই ধর্ম্মাত্মা এখানে আসাতে বোধ হইতেছে যেন, সেই লোকপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডু আমাদের হিতসাধনার্থে বন হইতে প্রত্যাগত হইলেন। আহা! আজ পাণ্ডুতনয়গণ নগরে পুনরাগত হওয়াতে আমাদের কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইতেছে! আমরা যদি কখন দান করিয়া থাকি, যদি হোম করিয়া থাকি এবং যদি তপস্যা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যফলে পাণ্ডুনন্দনগণ শতায়ু হইয়া এই নগরে বাস করুন।"

তদনন্তর পাণ্ডুতনয়গণ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও পিতামহ ভীষ্ম এবং অন্যান্য গুরুজনের পাদবন্দন করিলেন। পৌরগণ তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুনন্দনগণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার মর্ম্ম বিবেচনা কর। তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করত খাণ্ডব-প্রস্থে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে দুর্য্যোধনাদির সহিত তোমাদিগের পুনরায় বিবাদ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। যেমন সুরপতি দেবগণকে রক্ষা করেন, অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করিলে আর কেহই তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্যপ্রাপ্তির অনুমতি পাইয়া রাজাজ্ঞা

স্বীকার ও তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃষ্ণ সমভি-ব্যাহারে আরণ্য পথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ অলঙ্কৃত ও সুরনগরীর ন্যায় সুশোভিত হইল। তৎপরে তাঁহারা কোন পবিত্র স্থানে শান্তিকার্য্য সমাধা করিয়া নগরের পরিমাণ করিতে লাগিলেন। ঐ নগর সমুদ্রসদৃশ পরিখা দ্বারা অলঙ্কৃত; পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালা ও হিমরশ্মির ন্যায় গগনস্পর্শী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; শ্বেত-নাগ-সমাবৃত পাতালগঙ্গা ভোগবতীর ন্যায় সুশোভিত; গরুড়ের ন্যায় দ্বিপক্ষ; দ্বারসমূহ ও পরম-রমণীয় সৌধসমূহে সমাকীর্ণ; মন্দর ভূধরের ন্যায় অত্যুন্নত; অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত গোপুরসমুদয়ে সুশোভিত; ভীষণ ভুজঙ্গমাকার শক্তি, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লৌহ-চক্র প্রভৃতি অস্ত্রকলাপ, যন্ত্র-সমুদয় ও তল্পসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং যোধগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। ঐ নগর-মধ্যে সুবিস্তৃত রাজপথ সকল সুবিভক্ত রহিয়াছে; কোন প্রকার দৈবী পীড়া নাই; সুধাধবলিত বিবিধ পরমোৎকৃষ্ট ভবন-সমুদয় চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। ফলতঃ ইন্দ্রপ্রস্থনগর তৎকালে নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুৎ-সমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। উহার মধ্যে পরম-রমণীয় প্রদেশে কুবেরগৃহতুল্য ধনসম্পন্ন কৌরবগৃহ বিরাজিত রহিয়াছে। নগরের চতুর্দ্দিকে আম্র, আম্রাতক, নীপ, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগ-পুষ্প, লকুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কেতক, প্রাচীনামলক, লোধ্র, অঙ্কোল, জম্বু, পাটল, কুব্জক, করবীর, পারিজাত প্রভৃতি ফলপুষ্পভরানমিত সুমনোহর বৃক্ষসমুদয়ে পরিপূর্ণ উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত উদ্যানে মত্ত ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি বিবিধ সুকণ্ঠ পক্ষিগণ সর্ব্বদা মধুরস্বরে গান করিতেছে। আদর্শের ন্যায় স্বচ্ছ বহুবিধ গৃহ, মনোহর লতা-গৃহ ও বিচিত্র চিত্রগৃহ-সকল উহার মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। হংস, বক, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি নানাজাতীয় জলচর পক্ষিগণে শোভিত, স্বচ্ছজলপরিপূর্ণ, পদ্মরেণুসুবাসিত, বৃহৎ বৃহৎ বাপী, সরোবর, পুষ্করিণী ও তড়াগ-সমুদয় উহাতে শোভা পাইতেছে। ঐ নগরমধ্যে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ, সর্ব্বভাষাবিশারদ ব্যক্তিগণ, ধনাকাঙ্ক্ষী বণিক্গণ এবং শিল্পোপজীবী সুনিপুণ জনগণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থের পরম রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং পিতামহ ভীষ্ম ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্য মহাধনুর্দ্ধর পঞ্চপাণ্ডব বাস করাতে খাণ্ডবপ্রস্থের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত হইল। মহাবীর বাসুদেব ও বলদেব পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডবনগরে রাখিয়া তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারবতী প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহাসত্ত্ব মহাবল-পরাক্রান্ত মদীয় পিতামহগণ রাজ্যলাভানন্তর খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করত কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী একাকিনী হইয়া কিরূপে পাঁচজনের মনোরক্ষা করিয়াছিলেন আর তাঁহারা পঞ্চভ্রাতাই বা কি প্রকারে একাকিনী দ্রৌপদীতে অনুরক্ত হইয়া অবিবাদে কালযাপন করিতেন, এই সমস্ত শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণসমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাতেজাঃ যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয়-সমভিব্যাহারে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। সেই শত্রুক্ষয়কারী মহাপ্রাজ্ঞ সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ পঞ্চভ্রাতা পরমাহ্লাদে তথায় বাস করত রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত পৌরকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

একদা তাঁহারা পঞ্চভ্রাতা একত্র হইয়া সুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে উপবেশনার্থ এক মহার্হ আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি উপবিষ্ট হইলে যথাবিধি অর্ঘপ্রদান-পুরঃসর তাঁহাকে সৎকার করিলেন। দেবর্ষি পূজাগ্রহণানন্তর পরম-প্রীত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে অনুমতি করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন দেবর্ষির নিদেশানুসারে আসনে উপবেশন করিয়া দ্রৌপদী-সমীপে তদীয় আগমনবার্ত্তা পাঠাইলেন। দ্রুপদরাজদুহিতা নারদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে শুচি ও সুসংবৃতাঙ্গী হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং চরণ-বন্দনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবর্ষি-সত্তম নারদ রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে বিবিধ-প্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তঃপুরগমনে অনুমতি করিলেন।

পাঞ্চালরাজতনয়া তথা হইতে গমন করিলে ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ নিভৃতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ! তোমরা পঞ্চ ভ্রাতা, কিন্তু একাকিনী দ্রুপদতনয়া তোমাদের ধর্ম্মপত্নী; অতএব যাহাতে তোমাদের পরস্পর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ না হয়, এমন কোন উপায়বিধান কর। পূর্ব্বকালে লোকত্রয়-বিশ্রুত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল। তাহারা অন্যের অবধ্য। ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর এরূপ সৌহার্দ্দ ছিল যে, তাহারা একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন ও একত্র রাজ্য করিত। কেবল তিলোত্তমার নিমিত্ত বিবাদ করিয়া তাহারা পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল। তোমাদের পঞ্চ ভ্রাতারও এক্ষণে পরস্পর যৎপরোনাস্তি সৌহার্দ্দ আছে, অতএব দেখিও যেন বিবাদ না হয়, এই নিমিত্তই আমি কোন সদুপায় স্থির করিতে কহিতেছি।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে মহর্ষে! আপনি যে সুন্দ ও উপসুন্দের কথা কহিলেন, তাহারা কাহার পুত্র, কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল, কেনই বা পরস্পর ভেদ হইল এবং কি করিয়াই বা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল? আর যে অপ্সরা তিলোত্তমার রূপলাবণ্য-দর্শনে তাহারা কামান্ধ হইয়া পরস্পরের প্রাণনাশ করে, সেই অপ্সরাই বা কাহার কন্যা? হে তপোধন! এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে. আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিস্তর বর্ণন করুন।"

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

নারদ কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! তুমি ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সেই সুন্দোপসুন্দের পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহাসুর হিরণ্য-কশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে মহাবল-পরাক্রান্ত তেজস্বী এক দৈত্য জন্মগ্রহণ করে। ঐ দৈত্য যাবতীয় দানবগণের অধীশ্বর ছিল। ভীমপরাক্রম ক্রূর-মনাঃ সুন্দ ও উপসুন্দ তাহারই পুত্র। ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত, একনিশ্চয় ও এককার্য্যনিরত ভ্রাতৃদ্বয় সর্ব্বদা সমদুঃখসুখ হইয়া কালযাপন করিত। তাহারা কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভোজন, শয়ন বা গমন করিত না; সতত পরস্পর পরস্পরের প্রিয়কার্য্য করিত এবং পরস্পরকে প্রিয়বাক্য কহিত। ফলতঃ তাহাদিগের দুই ভ্রাতাকে দেখিলে বোধ হইত যেন, এক মূর্ত্তি দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। সেই সহোদরদ্বয় ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল।

কিয়দ্দিন পরে সুন্দ ও উপসুন্দ ত্রৈলোক্যবিজয়-সঙ্কল্পে দীক্ষিত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। সেই জটাবল্কলধারী বীরদ্বয় তপোনুষ্ঠানকালে ক্ষুৎপিপাসা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বায়ু ভক্ষণ ও আপনাদের গাত্রমাংস ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিত এবং অনিমিষ-লোচন ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করত দণ্ডায়মান থাকিত। এইরূপে তাহারা বহুকাল কঠোর তপস্যা করিল। বিন্ধ্যাচল তাহাদের অত্যুগ্র তপঃপ্রভাবে তাপিত হইয়া ধূম-মোচন করিতে লাগিল।

দেবগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তাহাদের তপোবিঘ্ন-সাধনে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা কখন বিবিধ রত্ন কখন বা সুন্দরী স্ত্রী-সমুদয় দ্বারা তাহাদিগকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা

করিতেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই বিচলিত হইল না। তখন দেবগণ মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাদের তপোবিঘ্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদা তাহারা তপস্যা করিতে করিতে দেখিল, একটা শূলধারী বিকটাকার রাক্ষস তাহাদের মাতা, ভগিনী, পত্নী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রাণ-সংহারার্থ লইয়া যাইতেছে। রাক্ষস-ভয়ে তাহাদিগের বসন-ভূষণ ও মাল্যাদি পরিভ্রষ্ট হইল। পরে তাহারা সেই দুই ভ্রাতাকে উদ্দেশ করিয়া "পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিল। সুন্দ ও উপসুন্দ তাহাতেও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তদ্দর্শনে সেই সমস্ত স্ত্রীগণ ও রাক্ষস অন্তর্হিত হইল।

তদনন্তর সর্ব্বভূতহিতকারী ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং সেই মহাসুরদ্বয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। দৃঢ়বিক্রম সুন্দ ও উপসুন্দ ভগবান্ কমল-যোনিকে সমাগত দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, "হে পিতামহ! আপনি যদি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন, যেন আমরা সর্ব্বমায়াভিজ্ঞ, সর্ব্বাস্ত্রকোবিদ ও মহাবল-পরাক্রান্ত হই: ইচ্ছানুরূপ বিচরণ করিতে পারি এবং উভয়ে অমর হই।" ব্রহ্মা কহিলেন, "আমি অমরত্ব ভিন্ন তোমাদের অন্য সমুদয় প্রার্থনায় সম্মত হইলাম। অমরত্ববিধান করিলে তোমরা দেবতাদিগের সমান হইবে। তোমরা সকলের উপর একাধিপত্য করিবে বলিয়া এই কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছ, অতএব তোমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করা বিধেয় নহে। তোমরা ত্রৈলোক্যবিজয়ের মানসে তপশ্চরণে সমুদ্যত হইয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করিলাম না।" তখন সুন্দ ও উপসুন্দ কহিল, "হে পিতামহ! যদি আপনি নিতান্তই আমাদিগকে অমর না করেন, তবে এই বর প্রদান করুন যেন, ত্রৈলোক্যস্থ যাবতীয় স্থাবর বা জঙ্গম পদার্থ হইতে আমাদের কোন ভয় না থাকে; কেবল আমরা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিতে পারি।" ব্রহ্মা কহিলেন, "হে দানবেন্দ্রদ্বয়! আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলাম: আমি বর দিতেছি, তোমরা যেরূপ প্রার্থনা করিলে, তোমাদের তদনুরূপ মৃত্যুই হইবে।" ভগবান্ কমলযোনি দৈত্যদ্বয়কে এইরূপ অভিমত বর-প্রদান দ্বারা কঠোর তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন; সুন্দ ও উপসুন্দ ইহারাও সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার বরে সর্ব্বলোকের অবধ্য হইয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিল।

স্বাভিলষিত বরলাভানন্তর প্রত্যাগত ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন করিয়া তাহাদের সুহৃদ্‌বর্গ পরম পরিতুষ্ট হইল। তৎপরে সুন্দ ও উপসুন্দ স্বীয় জটাভার পরিত্যাগপূর্ব্বক মস্তকে কিরীট, অঙ্গে মহার্হ আভরণ এবং দিব্য বসন পরিধান করিল। তৎকালে তাহারা যেন অলকাকৌমুদীর সার্ব্বকালিক প্রাদুর্ভাব প্রবর্ত্তিত করিল। তাহাদিগের বান্ধবগণ আনন্দসলিলে ভাসমান হইল। স্থানে স্থানে নৃত্য-গীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম ও স্থানে স্থানে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ইত্যাদি বাক্য-প্রয়োগ হইতে লাগিল। কামরূপী দৈত্যগণ এইরূপে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া অবিচ্ছিন্ন বিহার দ্বারা শত শত বৎসর এক মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, এইরূপে দৈত্যপুর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। দানবেন্দ্র সুন্দ ও উপসুন্দ ত্রৈলোক্য-জয় করিবার মানসে মন্ত্রণা করিয়া সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিল। তৎপরে তাহারা সুহৃদ্গণ, বৃদ্ধ দৈত্যগণ ও মন্ত্রিগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক মঘানক্ষত্রযুক্তা রজনীতে প্রাস্থানিক মঙ্গলাচরণ করত গদা, পট্টিশ, শূল, মুদ্গর প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারিণী দানববাহিনী-সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিল। গমনকালে চারণগণ মাঙ্গলিক স্তুতিপাঠ করিয়া তাহাদের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

তদনন্তর সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ কামচারী দানবদ্বয় অন্তরীক্ষে গমন করত দেবগণের ভবনে প্রবেশ করিল। দেবগণ তাহাদের আগমন দেখিয়া এবং ব্রহ্মার বর

দানের বিষয় জানিতে পারিয়া স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ অনায়াসে ইন্দ্রলোক জয় করিয়া যক্ষরক্ষ প্রভৃতি খেচরগণের প্রাণনাশ করিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে রসাতলস্থ নাগগণ ও সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছজাতি-দিগকে জয় করিল। পরে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল-বিজয়ার্থী মহাবল-পরাক্রান্ত দানবদ্বয় স্বীয় সেনাগণকে আহ্বান করিয়া কহিল, "দেখ, রাজর্ষিগণ মহাযজ্ঞ দ্বারা এবং দ্বিজগণ হব্য-কব্য দ্বারা দেবগণের তেজ ও সম্পত্তি পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। চল, আমরা সকলে একত্র হইয়া সেই অসুরদ্বেষী দুষ্ট রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণের প্রাণনাশ করি।" সুন্দ ও উপসুন্দ সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া মহাসমুদ্রের পূর্ব্বতীরে গমন করিল। তথায় যে সকল ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন এবং যাহারা যজ্ঞ করাইতেছিলেন, তাঁহা-দিগকে বিনাশ করিল; সৈন্যগণ তপোধনদিগের আশ্রমস্থিত অগ্নিহোত্র লইয়া জলে নিক্ষেপ করিল। মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার বরপ্রভাবে সে শাপ কোন কার্য্যকারক হইল না। যখন তপোধনেরা দেখিলেন, তাঁহাদের শাপ শিলা-নিক্ষিপ্ত শিলীমুখের ন্যায় ব্যর্থ হইল, তখন তাঁহারা অগত্যা তপোনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণ হইলেন। অধিক কি কহিব, পৃথ্বীতলে যে সমস্ত মহর্ষি-গণ তপঃসিদ্ধ, দান্ত ও শমপরায়ণ ছিলেন, তাঁহারাও গরুড়ভয়ে ভীত সর্পগণের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিলেন। দৈত্যসৈন্যের উপদ্রবে আশ্রম-সকল ভগ্ন ও কলস, স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য-সামগ্রীসকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। ফলতঃ তৎকালে সমুদয় জগৎ কালগ্রস্তের ন্যায় শূন্যপ্রায় বোধ হইতে লাগিল।

এইরূপে মহর্ষিগণ পলায়ন করিলে সুন্দ ও উপসুন্দ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার মানসে নানাপ্রকার কৌশল আরম্ভ করিল। তাহারা কখন মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের রূপধারণ পূর্ব্বক দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত ঋষিগণকে বধ করিত, কখন সিংহরূপী, কখন ব্যাঘ্ররূপী হইয়া তপোধনগণের প্রাণ সংহার করিত। সেই দুর্দ্দান্ত দানবদ্বয়ের দৌরাত্ম্যে বহুসংখ্যক নৃপতিগণ ও ব্রাহ্মণ-গণ প্রাণত্যাগ করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন একবারে রহিত হইল: উৎসবের সম্পর্কও রহিল না। চতুর্দ্দিকে কেবল হাহাকার শব্দ; সকলেই ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবর। ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায় এবং কৃষি, গোরক্ষা সমুদয় নিরস্ত হইল; দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও পুণ্যোদ্বাহ প্রভৃতি শুভকর্ম্ম সকল বিলুপ্তপ্রায় এবং নগর ও আশ্রম-সমুদয় উৎসন্ন হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে কেবল অস্থি ও কঙ্কাল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে ভূমণ্ডল একেবারে দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া উঠিল। চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ, তারা-সমুদয়, নক্ষত্রমণ্ডল ও অন্যান্য দেবগণ সেই ক্রূরকর্ম্মা দানবদ্বয়ের নৃশংসাচরণ-দর্শনে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে সুন্দ ও উপসুন্দ ক্রূরকর্ম্ম দ্বারা সমস্ত দিক্ বিজয় করিয়া নিষ্কণ্টকে কুরুক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিল।

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, তদনন্তর সমস্ত দেবর্ষিগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ সুন্দোপসুন্দকৃত সেই উপদ্রব-দর্শনে যৎ-পরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। ঐ সকল জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়গণ জগতের দুরবস্থা দর্শনে অনুকম্পা পরতন্ত্র হইয়া ব্রহ্মার ভবনে গমন করিলেন। তথায় দেখিলেন, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলাসন দেবগণের সহিত সুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, ঋষি-গণ, বৈখানসগণ, বালখিল্যগণ ও মরীচিপায়ী বানপ্রস্থ-গণ পিতামহের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ তথায় গমন করিয়া অতি কাতরস্বরে সুন্দোপসুন্দকৃত উপদ্রব বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। তখন দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণও ঐ দানবদ্বয়ের দৌরাত্ম্য বৃত্তান্ত পিতামহকে জানাইলেন।

ভগবান্ কমলাসন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর কর্ত্তব্য বিষয়ে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত সুন্দ ও উপ-সুন্দকে সংহার করিবার বাসনায় বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে সমু-

পস্থিত হইলেন। তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা "যে আজ্ঞা" বলিয়া ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তা করত তাঁহার আজ্ঞানুরূপ রমণী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ত্রিলোকমধ্যে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, যে কোন বস্তু অতীব রমণীয় বলিয়া খ্যাত, বিশ্ববিৎ বিশ্বকর্ম্মা সেই সমস্ত বস্তু তথায় আনয়ন করিলেন। তিনি নির্ম্মাণকালে সেই কামিনার গাত্রে কোটি কোটি রত্ন সন্নিবেশিত করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত রত্নসংঘাত-খচিত সেই কামিনী ত্রিলোকস্থ সমস্ত মহিলাগণের অধিক্ষেপস্বরূপ হইল। তাহার গাত্রে এমন একটিও স্থান ছিল না যে, দর্শকগণের দৃষ্টি যে স্থানে পতিত হইলে আসক্ত না হয়। ফলতঃ মূর্ত্তিমতা লক্ষ্মীরূপা সেই কামিনী সর্ব্বভূতের মনোনয়ন-হারিণী হইলেন। ঐ লোকললামভূতা ললনা রত্নসমূহের তিল তিল অংশ লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার নাম তিলোত্তমা রাখিলেন। তিলোত্তমা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "হে ভগবন্! কি নিমিত্ত আমাকে সৃষ্টি করিলেন, আজ্ঞা করুন।" ব্রহ্মা কহিলেন, "তিলোত্তমে! তুমি দানবরাজ সুন্দ ও উপসুন্দের সমীপে গমনপূর্ব্বক স্বীয় রূপসম্পত্তি দ্বারা তাহাদিগকে এইরূপে প্রলোভিত কর যেন, তাহারা তোমার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করে।"

তিলোত্তমা "যে আজ্ঞা" বলিয়া পিতামহকে নমস্কার করিল এবং দেবগণকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। দেবসভায় ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বমুখে, মহেশ্বর দক্ষিণমুখে, অন্যান্য দেবগণ উত্তরমুখে এবং ঋষিগণ সর্ব্বতোমুখে উপবিষ্ট ছিলেন। তিলোত্তমা অতি সাবধানতাপূর্ব্বক ভগবান্ মহাদেব ও ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিল। প্রদক্ষিণ-কালে সে মহাদেবের দক্ষিণপার্শ্বে গমন করিলে তদীয় অলোকসামান্য লাবণ্য-দর্শনার্থ দক্ষিণদিকে তাঁহার এক মুখ নির্গত হইল এবং উত্তরদিকে গমন করিলে সে দিকেও আর একটি মুখ নির্গত হইল, পশ্চাদ্ভাগে আর এক মুখ নির্গত হইল। ভগবান্ পুরন্দরেরও সর্ব্বাঙ্গে অতি বিশাল সহস্র-লোচন আবির্ভূত হইল। এইরূপে পূর্ব্বকালে ভগবান্ মহাদেব চতুর্মুখ এবং বলনিসূদন ইন্দ্র সহস্রলোচন হইয়াছিলেন। অধিক কি বলিব, তৎকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ব্যতীত তত্রস্থ সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণ তিলোত্তমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। এইরূপে তিলোত্তমা দেবগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলোভিত করিতে গমন করিল। তিলোত্তমা গমন করিলে দেবগণ ও পরমর্ষিগণ তাহার অতীব রমণীয় রূপলাবণ্য স্মরণ করিয়া পিতামহের অভিসন্ধি সিদ্ধপ্রায় বিবেচনা করিলেন। পরিশেষে ভগবান্ ভূতভাবন কমলযোনি সমস্ত ঋষিগণ ও দেবগণকে বিদায় করিলেন।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, এ দিকে দানবরাজ সুন্দ ও উপসুন্দ স্বীয় বাহুবলে ত্রিভুবনবিজয়কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া নিষ্কণ্টক হইল; দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস ও ভূপতিগণের সমস্ত রত্নজাত অপহরণ পূর্ব্বক পরমাহ্লাদে কালাতিপাত করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যখন দেখিল যে, ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, তখন একবারে যুদ্ধাদি-চেষ্টা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল উত্তমোত্তম স্ত্রী, মাল্য, গন্ধ, ভক্ষ্য ও পানীয় প্রভৃতি বিবিধ মনোহর উপভোগ্যবস্তু ভোগ করত অমরের ন্যায় কখন অন্তঃপুরোদ্যানে, কখন পর্ব্বতে, কখন বনে, কখন বা অন্যান্য অভিলষিত স্থানে বিহার করিতে লাগিল।

একদা ঐ দানবদ্বয় বিহারার্থ সমশিলাতলসম্পন্ন নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পে সুশোভিত পাদপপুঞ্জে পরিপূর্ণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের প্রস্থদেশে গমন করিল; পরিচারকগণ তথায় সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তখন সুন্দ ও উপসুন্দ সন্তুষ্টচিত্তে কামিনী-গণ সমভিব্যাহারে মহামুল্য আসনে উপবিষ্ট হইল এবং রমণীগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও স্তুতিবাদ দ্বারা তাহাদিগকে আহ্লাদিত করিতে লাগিল। ঐ সময়ে

বরবর্ণিনী তিলোত্তমা সূক্ষ্ম রক্তাম্বর পরিধান ও মনোহারিণী বেশভূষা ধারণপূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতস্থ কাননে পুষ্প চয়ন করিতে আরম্ভ করিল। সে নদীতীরজাত কর্ণিকার সকল চয়ন করিয়া অল্পে অল্পে সুন্দোপসুন্দ-সমীপে সমুপস্থিত হইল; দানবদ্বয় তৎকালে সুরাপানে মত্ত হইয়াছিল। চারুহাসিনী তিলোত্তমা তাহাদের নয়নগোচর হইবামাত্র উভয়েই এককালে কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত হইল। তখন তাহারা দুই জনেই তিলোত্তমা-গ্রহণাভিলাষে আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহার নিকট গমন করিয়া, সুন্দ তাহার দক্ষিণকর ও উপসুন্দ বামকর ধারণ করিল। বরপ্রদানমদ, ধনমদ, বলমদ এবং সুরাপানমদ প্রভৃতি নানামদে মত্ত এবং কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত সেই দানবদ্বয় ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে কহিতে লাগিল। সুন্দ কহিল, "এ আমার ভার্য্যা, সুতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী বলিয়া তোমার গুরু হইল।" উপসুন্দ কহিল, "এ আমার ভার্য্যা, সুতরাং কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী বলিয়া তোমার বধূ হইল।" এইরূপে "এ আমার ভার্য্যা, তোমার নয়, আমার ভার্য্যা, তোমার নয়," এই কথা বারংবার কহিতে কহিতে তাহারা কামে মোহিত হইয়া চিরপরিচিত সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্দে এককালে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক ক্রোধভরে উভয়ে ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করিল এবং "আমি পূর্ব্বে বধ করিব, আমি পূর্ব্বে বধ করিব," বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে করিতে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া গগনচ্যুত সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় দুই জনেই ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন সেই মহাবীর-যুগলকে ভূতলশায়ী দেখিয়া তত্রস্থ রমণীগণ ও দানবসমুদয় ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া পাতালতলে পলায়ন করিল।

তদনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণ ও মহর্ষিগণসমভিব্যাহারে তিলোত্তমা-সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিধাতা হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাহাকে বরপ্রদান করিবার মানসে কহিলেন, "হে ভাবিনি! সূর্য্য যে পথে গতায়াত করেন, তুমি সেই পথে গমনাগমন করিবে; তেজঃপ্রভাবে কেহই তোমাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে না।" ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে এইরূপ বর-প্রদানানন্তর ইন্দ্রহস্তে ত্রৈলোক্যরক্ষার ভারার্পণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

হে পাণ্ডবগণ! পূর্ব্বকালে সুন্দ ও উপসুন্দ এইরূপে বাল্যকালাবধি একনিশ্চয় থাকিয়াও কেবল তিলোত্তমার নিমিত্তই উভয়ে বিবাদ করত পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল। অতএব আমি তোমাদের প্রতি একান্ত স্নেহবান্ হইয়া উপদেশ দিতেছি যে, যাহাতে দ্রৌপদীর নিমিত্ত তোমাদের পরস্পর ভেদ না হয়, এমত কার্য্য কর, তাহা হইলে আমি পরম প্রীত হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ মহাত্মা নারদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, আমাদের পাঁচ জনের মধ্যে এক জন যখন দ্রৌপদীর নিকটে থাকিবে, তখন অন্য জন তথায় যাইতে পারিবে না; যে এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে। ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপ নিয়ম করিলে তপোধন নারদ পরম প্রীত হইয়া স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! পাণ্ডুতনয়গণ এইরূপে নারদের উপদেশানুসারে নিয়ম করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্তই তাঁহাদের পরস্পর প্রণয়ভঙ্গ হয় নাই।

রাজ্যলাভপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুনবনবাসপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ নারদ-সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বীয় শস্ত্রবলে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভূপতিগণকে বশীভূত করিলেন। দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা সেই অপরিমিতবলশালী পঞ্চভ্রাতার বশবর্ত্তিনী হইলেন। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে পত্নীলাভ করিয়া যেরূপ

প্রীত হইয়াছিলেন, দ্রৌপদীও তাঁহাদিগকে পতি পাইয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য সমস্ত কুরুদেশ দোষশূন্য ও সুখসমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল।

তাঁহাদের রাজ্যপ্রাপ্তির বহুদিন পরে কতিপয় তস্কর একত্র হইয়া এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোধন অপহরণ করিল। তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্রোধে কম্পিত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে আগমনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে পাণ্ডবগণের নিকট কহিতে লাগিল, "হে পাণ্ডবগণ! ক্ষুদ্র নৃশংস চৌরগণ এই রাজ্য হইতে আমার গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তোমরা ত্বরায় রক্ষা কর। হে পাণ্ডবগণ! প্রশান্ত ব্রাহ্মণের হবিঃ কাকে ভক্ষণ করিতেছে; নীচ পশু শৃগাল শার্দ্দূলের শূন্য গুহায় প্রবেশ করিতেছে। যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করিয়াও প্রজাগণকে রক্ষা না করেন, তিনি রাজ্যস্থ সমস্ত লোকের সমগ্র পাপের ভাগী হয়েন। হে পাণ্ডবগণ! চৌরে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিতেছে, ধর্ম্মার্থ-নাশ হইতেছে এবং আমি কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতেছি; অতএব তোমরা আমাকে রক্ষা কর।"

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সমীপে রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণের সেই সকল কাতরোক্তিশ্রবণে অনুকম্পা-পরতন্ত্র হইয়া 'মা ভৈঃ' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আয়ুধাগারে দ্রৌপদীর সহিত অধ্যাসীন ছিলেন, অর্জ্জুন দুঃখার্ত্ত ব্রাহ্মণের রোদনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াও পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে আয়ুধাগারে প্রবেশ করিতে পারিলেন না এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতি না লইয়া গমন করিতেও সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি দোলাচলচিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণের ধন অপহৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ রোদন করিতেছেন; উহাঁর অশ্রু প্রমার্জ্জন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; এ দিকে মহারাজকে উপেক্ষা করিয়া গমন করিলে মহান্ অধর্ম্ম জন্মে। কি করি? যদি দ্বারস্থ রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণকে রক্ষা না করি, তাহা হইলে জনসমাজে আমাদের রাজ্যপালনে উপেক্ষাজন্য কলঙ্ক-ঘোষণা হইবে; আর যদি মহারাজের অনুমতি না লইয়া যাই, তাহা হইলে তাঁহার অপমান করা হয় এবং যদি তাঁহার অনুমতি লইবার নিমিত্ত আয়ুধাগারে প্রবেশ করি, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন জন্য আমাকে বনে গমন করিতে হয়; কিন্তু রাজসন্নিধানে গমন করিলে আর সকল দোষই পরিহার করা হয়। যাহা হউক, প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন জন্য মহান্ অধর্ম্মই হউক বা বনে বাসই হউক, ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, যেহেতু, শরীররক্ষা অপেক্ষাও ধর্ম্মের গৌরব অধিক।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া হৃষ্টচিত্তে ধনুঃশর গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! শীঘ্র আমার সহিত আগমন করুন। পরস্বাপহারী সেই ক্ষুদ্র চৌরগণ এখনও বহু দূরে পলায়ন করিতে পারে নাই; আমি ত্বরায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া আপনার গোধন আনয়ন করিতেছি।" মহাবাহু অর্জ্জুন ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া ধনু ও বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে অল্প-ক্ষণের মধ্যেই বাণ দ্বারা দস্যুগণকে সংহার করিয়া ব্রাহ্মণের গোধন লইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ উপকৃত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে ব্রাহ্মণের উপকার করিয়া স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সমস্ত গুরুজনকে অভিবাদন করিয়া ও তাঁহাদের কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া মহারাজ ধর্ম্মরাজের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে প্রভো! আপনি দ্রৌপদীসহবাসে আয়ুধাগারে অবস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে আমি তথায় প্রবেশ করিয়া নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি; তন্নিমিত্ত এক্ষণে পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে বনে গমন করিব, আপনি অনুমতি করুন।" ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সহসা অর্জ্জুনমুখে এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং সবাষ্পগদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে ভ্রাতঃ! যদি তুমি আমাকে

প্রভু বলিয়া জ্ঞান কর, তবে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি কেবল ব্রাহ্মণের উপকারার্থে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপ্রিয়ানুষ্ঠান করা হয় নাই; আমার সে বিষয়ে সম্মতি আছে। সস্ত্রীক কনিষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করিলেই জ্যেষ্ঠের অধর্ম্ম হইয়া থাকে, কিন্তু সপত্নীক জ্যেষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করাতে কনিষ্ঠের কিছুমাত্র পাপ নাই; অতএব হে মহাবাহো! তুমি আমার বচনানুসারে বন-গমনে নিরস্ত হও; তোমার ধর্ম্মলোপ হইবে না; তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে আমার অণুমাত্রও অব-মাননা হয় নাই।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনি কহি-য়াছেন, ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না; অতএব আয়ুধ স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, আমি কদাচ সত্য হইতে বিচলিত হইব না।" মহাত্মা অর্জ্জুন এই বলিয়া মহা-রাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপুরঃসর দ্বাদশবর্ষ বন-বাসে যাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুকুল-প্রদীপ মহাবাহু অর্জ্জুন বনে প্রস্থান করিলে বেদবেদাঙ্গ ও দিব্যা-খ্যানবেত্তা এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণ, ভিক্ষোপজীবিসকল, পৌরাণিক সূতগণ, কথকগণ এবং বনবাসী সন্ন্যাসীসকল তাঁহার অনুগমন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন সেই সমস্ত মধুরভাষী মহাত্মগণ ও অন্যান্য সহায়ে পরিবৃত হইয়া দেবগণ-সমাবৃত অমররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে রমণীয় বিচিত্র কানন, সরোবর, নদী, সাগর, বিবিধ দেশ ও পুণ্যতীর্থ সকল দর্শন করিলেন; তিনি ক্রমে ক্রমে গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়া তথায় আশ্রম নির্দ্ধারিত করিলেন।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে রাজন্! সেই স্থানে বিশুদ্ধাত্মা ধনঞ্জয় যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে তথায় বাস করিলে বিপ্রগণ স্থানে স্থানে অগ্নিহোত্র আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরস্থ পুষ্পোপহারালঙ্কৃত সেই সমস্ত মন্ত্রপূত হুতাশন এবং কৃতাভিষেক, সংযমী, সৎপথাবলম্বী মহাত্মা দ্বিজগণ দ্বারা গঙ্গাদ্বার অতীব শোভাকর হইল। এইরূপে আশ্রম পর্য্যাকুল হইলে একদা অর্জ্জুন অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ হইলেন। তথায় স্নান ও পিতামহগণের তর্পণ করিয়া অগ্নিকার্য্য করিবার নিমিত্ত যেমন জল হইতে উঠিতেছিলেন, অমনি নাগরাজদুহিতা উলূপী আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবার আশয়ে তাঁহাকে জল-মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইল। অর্জ্জুন পরমার্চ্চিত নাগ-রাজভবনে সমুপস্থিত হইয়া হুতাশন অবলোকন করিয়া সেই স্থানেই অগ্নিকার্য্য সমাধা করিলেন। তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে হোমক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন দেখিয়া হুতাশন পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অগ্নিকার্য্য সমাধা হইলে অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া নাগরাজ-দুহিতাকে কহিলেন, "হে ভীরু! তুমি কি সাহসে এরূপ সাহসিক কার্য্য করিলে? হে ভাবিনি! এ প্রদেশের নাম কি? তুমিই বা কে এবং কাহার কন্যা?"

উলূপী কহিল, "হে রাজন্! ঐরাবতকুলে সমুদ্ভূত কৌরব্য নামে এক নাগ আছেন, আমি তাঁহার দুহিতা, আমার নাম উলূপী। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ দেখিয়া কন্দর্প-শরে জর্জ্জরিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আত্মপ্রদান দ্বারা এই অশরণা অবলার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভদ্রে! আমি ধর্ম্মরাজ যুধি-ষ্ঠিরের নিদেশানুসারে দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি; সুতরাং আমি স্বাধীন নহি। হে জল-চারিণি! তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ আছে বটে, কিন্তু আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা কহি নাই; অতএব হে ভুজঙ্গমে! যাহাতে আমার অনৃতানুষ্ঠান না হয়, তোমারও প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা হয় এবং ধর্ম্মহানি না হয়, এমন কোন উপায় চিন্তা কর।"

উলূপী কহিল, "হে পাণ্ডব! তুমি যে নিমিত্ত ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছ এবং তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে নিমিত্ত

তোমাকে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি করিয়াছেন, আমি তৎসমুদয় অবগত আছি। তোমরা পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, যে সময় আমাদের একজন দ্রৌপদীর সমীপে থাকিবেন, তৎকালে অন্য কেহ তথায় গমন করিলে তাঁহাকে দ্বাদশবর্ষ বনে বাস ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমরা দ্রৌপদীর নিমিত্ত পরস্পর এইরূপ বনবাসের নিয়ম করিয়াছিলে; অতএব আমার অভিলাষ সফল করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। হে পৃথুলোচন! আর্ত্ত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করা তোমাদিগের অবশ্যই কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অতএব আমাকে পরিত্রাণ করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। যদিও ইহাতে তোমার যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্ম-হানি হয়, কিন্তু আমার প্রাণদান করিলে ততোধিক ধর্ম্মলাভ হইবে। হে পার্থ! আমি তোমাতে নিতান্ত ভক্ত এবং একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। তুমি সাধুগণের পদবী অবলম্বনপূর্ব্বক আমার বাসনা পরিপূর্ণ কর। যদি তুমি ইহাতে অসম্মত হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব; অতএব আমার প্রাণদান করিয়া পরে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। হে পুরুষোত্তম কৌন্তেয়! তুমি প্রত্যহ অনাথ দীনগণকে রক্ষা করিয়া থাক, অদ্য আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি এবং আমার অভিলাষ পূর্ণ কর বলিয়া বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আত্মপ্রদান দ্বারা মনোরথ সফল করিয়া আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর।”

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় নাগরাজ-দুহিতা উলূপী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে তদীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তিনি সেই রাত্রি তথায় বাস করিয়া সূর্য্যোদয়কালে নাগভবন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উলূপী-সমভিব্যাহারে পুনরায় গঙ্গাদ্বারে প্রত্যাগমন করিলেন। পতিব্রতা উলূপী অর্জ্জুনকে “তুমি সমস্ত জলচরকে জয় করিতে পারিবে” এই বর প্রদান করিয়া এবং তাঁহাকে তথায় রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর ইন্দ্রাত্মজ অর্জ্জুন ব্রাহ্মণদিগকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া হিমাচলের পার্শ্বদেশে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠপর্ব্বত ও ভৃগুতুঙ্গে গমন করিয়া পরম পবিত্রতা লাভ করিলেন। কুরুসত্তম অর্জ্জুন অসংখ্য বাস-ভবন ও সহস্র সহস্র গোধন বিপ্রসাৎ করিয়া হিরণ্যবিন্দু-তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক অনেকানেক পুণ্যস্থান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে বিপ্রগণ সমভিব্যাহারে হিমগিরি হইতে অবতীর্ণ হইয়া উৎসুকমনে পূর্ব্বদিক্ দর্শনে যাত্রা করিলেন। এইরূপে নন্দা, অপরনন্দা, কৌশিকী, গঙ্গা প্রভৃতি মহানদী সকল এবং গয়া প্রভৃতি পুণ্য-তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদে যে সকল তীর্থ, দেবালয় এবং সিদ্ধাশ্রম আছে, অর্জ্জুন সর্ব্বত্র গমন, দর্শন ও ধন-দান করিয়াছিলেন। অনন্তর সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরা কলিঙ্গ-রাজের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অত্যল্পমাত্র সহায়সম্পন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কলিঙ্গদেশ ও তত্রত্য পুণ্যতীর্থ সকল অতিক্রম করিয়া সুরম্য হর্ম্ম্যাবলি অবলোকন করিতে করিতে চলিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুন তাপসগণ-পরিশোভিত মহেন্দ্রপর্ব্বত নিরীক্ষণ করিয়া মহাসাগরের উপকূলমার্গে মণিপুরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য দেবালয় ও পুণ্যতীর্থ সকল সন্দর্শন করিয়া তদ্দেশীয় রাজার নিকটে উপনীত হইলেন। মণিপুরেশ্বর পরমধার্ম্মিক। চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার এক পরমসুন্দরী দুহিতা ছিল। রাজকুমারী স্বেচ্ছাক্রমে পুরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অর্জ্জুন তাঁহাকে নয়ন-গোচর করিয়া মনে মনে সেই বরবর্ণিনীর পাণি-গ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। পরে রাজার নিকটে উপনীত হইয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, “রাজন্! আমি ক্ষত্রিয়, এই কন্যা আমাকে সম্প্রদান

করুন।" তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার পুত্র এবং তোমার নাম কি?" অর্জ্জুন কহিলেন, "আমি কুন্তীপুত্র, নাম ধনঞ্জয়।" মণিপুরেশ্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! অস্মদ্বংশে প্রভঞ্জন নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি নিঃসন্তানতাপ্রযুক্ত পুত্র-কামনায় অতি কঠোর তপস্যা করেন। ভগবান্ ভবানীপতি তদীয় উগ্র তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া 'তোমাদিগের প্রত্যেকের এক এক পুত্র হইবে' বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি আমাদিগের বংশে এক একটি করিয়া পুত্র উৎপন্ন হয়। হে ভরতর্ষভ! আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সকলেরই পুত্র জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমার এই একমাত্র কন্যা; সুতরাং আমি ইহাঁকে পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। ইহাঁ দ্বারা বংশরক্ষা হইবে, এই আশয়ে আমি ইহাঁকে পুত্রিকা গ্রহণ করিয়াছি, অতএব ইহাঁর গর্ভজাত পুত্র আমারই বংশধর হইবে। হে পাণ্ডব! যদি এই নিয়মে সম্মত হও, তাহা হইলে আমার কন্যার পাণিপীড়ন করিতে পারিবে।" অর্জ্জুন নিয়মানুরূপ পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তথায় তিন বৎসরকাল বাস করিয়া রহিলেন। পরে পুত্র উৎপন্ন হইলে তিনি চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রাজার নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

ষোড়শাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অর্জ্জুন দক্ষিণসাগরে তপস্বিজনসুশোভিত অতি পবিত্র তীর্থস্থানে গমন করিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল তীর্থস্থানে অনেকানেক তপস্বিজনের সমাগম হইত, মহর্ষিগণ সেই পঞ্চতীর্থ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্র, পৌলোম, অশ্বমেধফলোৎপাদক কারন্ধম তীর্থ ও অশেষপাপহারক ভারদ্বাজ তীর্থ, অর্জ্জুন এই পঞ্চতীর্থ দর্শন করিলেন। তিনি সেই সমস্ত তীর্থ জনশূন্য এবং ধর্ম্মবুদ্ধিপরায়ণ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ত্যজ্যমান দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহর্ষিগণ! ব্রহ্মবাদীরা কি নিমিত্ত এই সকল তীর্থ পরিত্যাগ করেন?" তাপসেরা প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে কুরুনন্দন! এই তীর্থে পাঁচটি কুম্ভীর বাস করিতেছে, তাহারা অবগাহনমাত্রেই তাপসদিগকে সংহার করিয়া থাকে; এই কারণে আমরা এই পঞ্চতীর্থ পরিহার করিয়াছি।"

মহর্ষিগণের বাক্য-শ্রবণানন্তর মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদের কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সেই সমস্ত তীর্থস্থান-দর্শনার্থে যাত্রা করিলেন এবং সৌভদ্রতীর্থে উপস্থিত হইয়া সহসা অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিতে লাগিলেন এই অবসরে এক কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার পাদগ্রহণ করিল। ধনঞ্জয় সেই ভয়ঙ্কর কুম্ভীরকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন। কুম্ভীর অর্জ্জুনকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইবামাত্র সর্ব্বালঙ্কারশোভিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক নারীরূপ পরিগ্রহ করিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জ্জুন প্রীতমনে সেই নারীকে কহিলেন, "হে কল্যাণি! তুমি কে? কি নিমিত্ত জলচরী হইয়াছ? আর পূর্ব্বে এমনই বা কি পাপ করিয়াছিলে?" দিব্যাঙ্গনা কহিল, "হে মহাভাগ! আমি দেবারণ্যবিহারিণী এক অপ্সরা, আমার নাম বর্গা, ধনপতি কুবের আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। একদা আমি চারি সহচরীর সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গমন করিয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনকালে অধ্যয়নপর পরম রূপবান্ একান্তচারী এক ব্রাহ্মণকে নয়নগোচর করিলাম। তিনি স্বকীয় তেজঃ ও তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় সকল বনবিভাগ আলোকময় করিতেছেন। আমরা আকাশমার্গ হইতে তপঃপ্রভাব, আকার ও সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার তাদৃশ তপস্যার বিঘ্ন-সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তথায় অবতীর্ণ হইলাম। তৎপরে সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা ও লতা এই চারি সহচরী সমভিব্যাহারে তপস্বি-সন্নিধানে গমন করিলাম; গমন করিয়া মধুর সঙ্গীত ও হাস্যালাপে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তৎকালে তিনি ধ্যানে

মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, আমরা কোনমতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারি নাই। অনন্তর ব্রাহ্মণ আমাদিগের এইরূপ ভাবভঙ্গী-দর্শনে তৎক্ষণাৎ ক্রোধ-পরবশ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন, 'হে অপ্সরাগণ! আমার শাপপ্রভাবে তোরা শত বৎসর কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাক্'।"

সপ্তদশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বর্গা কহিল, "হে ভরতবংশাবতংস! অনন্তর আমরা অভিশাপগ্রস্ত ও একান্ত দুঃখিত হইয়া ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইলাম; কহিলাম, হে বিপ্র! আমরা রূপ, যৌবন ও কন্দর্পমদে মত্ত হইয়া আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আপনি মহাত্মা, আমরা যে আপনাকে প্রলোভন দেখাইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাদিগের বধ পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। ধার্ম্মিকেরা স্ত্রীলোকদিগকে অবধ্যা কহেন, অতএব হে তপোধন! আপনি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করুন, আমাদিগের প্রতিহিংসা করিয়া আপনার কি উপকার দর্শিবে? ব্রাহ্মণই সর্ব্বজীবের বন্ধু, এ কথা যেন নিতান্ত অমূলক না হয়। শরণাগত লোকদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই সাধুদিগের কার্য্য, এক্ষণে আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, ক্ষমা করুন।'

তখন চন্দ্রসূর্য্যসমপ্রভ দ্বিজবর অপ্সরাদিগের এইরূপ স্তুতিবাক্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'হে অপ্সরাগণ! শত বা শত সহস্র শব্দ আনন্ত্যবাচক বটে, কিন্তু যে শত বৎসর শব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছি, উহা কেবল পরিমাণ-বাচকমাত্র,আনন্ত্যবাচক নহে। কিন্তু যৎকালে তোমরা কুম্ভীর-যোনি প্রাপ্ত হইয়া জলমধ্যে মনুষ্যের পাদ-গ্রহণ করিবে,তদবসরে যদি কেহ তোমাদিগকে জলমধ্য হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে তোমরা পুনর্ব্বার স্বমূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। আমি পরিহাসচ্ছলেও কদাচ মিথ্যা কহি নাই। আর তোমরা যে তীর্থে বাস করিবে, তদবধি তাহা পবিত্র নারীতীর্থ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইবে'।"

বর্গা কহিল, "অনন্তর আমরা বিপ্রকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদনপূর্ব্বক দুঃখিতমনে তথা হইতে অপসৃত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'যিনি আমাদিগকে স্থলে আকর্ষণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ রূপসম্পন্ন করিবেন,আমরা সেই মহাত্মাকে কতকালে সন্দর্শন পাইব? আমরা মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ আমাদিগের নয়নপথে পতিত হইলেন। তাঁহাকে দৃষ্টি-গোচর করিবামাত্র আমরা সন্তুষ্টমনে অভিবাদন করিয়া লজ্জাবনতমুখে দণ্ডায়মান রহিলাম। দেবর্ষি আমাদিগকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরাও আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলাম। তখন তিনি সবিশেষ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'দক্ষিণ মহাসাগরের কচ্ছদেশে পঞ্চতীর্থ নামে অতি পবিত্র ও রমণীয় স্থান আছে, তোমরা তথায় যাইয়া বাস কর। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অচিরকালমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া তোমাদিগের দুঃখ মোচন করিবেন সন্দেহ নাই।' তৎপরে আমরা তদীয় আদেশানুসারে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। অদ্য আমার দুঃখমোচন হইল সত্য বটে, কিন্তু আমার অপর চারি সহচরী এই জলমধ্যে বাস করিতেছেন, আপনাকে তাঁহাদিগেরও দুঃখশান্তিরূপ শুভকর্ম্ম করিতে হইবে।"

অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তাহাদিগেরও শাপ-মোচন করিয়া দিলেন। তাহারা জলমধ্য হইতে উত্থিত ও পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন তীর্থশুদ্ধিসম্পাদন-পূর্ব্বক অপ্সরাদিগকে গমনের আদেশ দিয়া চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার মণিপুরে গমন করিলেন। তথায় চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে বভ্রুবাহন নামক পুত্র উৎপাদন করিয়া গোকর্ণতীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অমিত-বিক্রম অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে অপরান্ত-প্রদেশস্থ সমস্ত তীর্থ ও পবিত্র আয়তনে গমন করিলেন। পশ্চিম-সমুদ্রের

উপকূলে যে সমস্ত তীর্থ ও পুণ্যায়তন আছে, সেই সমস্ত স্থানেও পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে প্রভাসে উপস্থিত হইলেন। প্রিয়সখা অর্জ্জুন প্রভাসে আসিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ তথায় গমন করিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুন-সাক্ষাৎকারলাভে পরম পরিতোষে পরস্পর আলিঙ্গন ও কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। পরে কৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত এই সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিতেছ?" অর্জ্জুন বাসুদেব-সমক্ষে আপনার তীর্থপর্য্যটনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ "সঙ্গত হইয়াছে" বলিয়া তদ্বাক্যে প্রত্যুত্তর দিলেন। তৎপরে তাঁহারা প্রভাসে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া বাসার্থ রৈবতকপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেবের আদেশানুসারে তদীয় অধিকৃত পুরুষেরা ইতিপূর্ব্বেই রৈবতকপর্ব্বত সুসজ্জিত ও আহারসামগ্রীসকল আহরণ করিয়া রাখিয়াছিল। অর্জ্জুন সেই সমস্ত ভোজনীয়দ্রব্য গ্রহণ ও উপযোগ করিয়া কৃষ্ণের সহিত নটগণের নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ করিলেন। তৎপরে তাহাদিগকে সমুচিত সৎকার ও পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিয়া সুপরিচ্ছন্ন শয়নমন্দিরে গমন করিলেন। তথায় দুগ্ধফেনধবল শয্যায় শয়ন করিয়া প্রিয়সখার নিকট বহুতর নদী, পল্বল, পর্ব্বত ও বন-বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিতে লাগিলেন। সেই স্বর্গসন্নিভ শয্যায় শয়ান অর্জ্জুন যথাবদ্বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিতে করিতে নিদ্রায় বিচেতন হইলেন। প্রভাতকালে সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি, বীণাবাদ্য ও মঙ্গল-স্তুতিবাদ দ্বারা প্রতিবোধিত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন তৎকালোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাধানন্তর বাসুদেব কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া কাঞ্চন-নির্ম্মিত রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার সৎকারার্থ দ্বারকাপুরী ও তত্রত্য ক্রীড়াকানন-সকল অলঙ্কৃত ও সুশোভিত হইল। অর্জ্জুন পুর-প্রবেশ করিলে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত দ্বারকাবাসী শত-সহস্র লোক সত্বর রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল। অন্ধক, ভোজ ও বৃষ্ণিবংশীয় মহিলাগণ গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান রহিল। অর্জ্জুন এইরূপে যাদবগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া নমস্যবর্গকে নমস্কার করিলেন। তৎপরে রাজকুমারেরা আসিয়া তাঁহার সৎকার করিলেন। অর্জ্জুন সমস্ত সমবয়স্কদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সুরম্য হর্ম্ম্যে কতিপয় দিবস সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনবনবাসপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সুভদ্রাহরণপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কিয়দ্দিবস রৈবতকপর্ব্বতে অন্ধক ওযদুবংশীয়দিগের মহান্ উৎসব আরম্ভ হইল। উক্ত বংশোদ্ভূত বীরপুরুষেরা উৎসবোপলক্ষে রৈবতকবাসী ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থদান করিলেন। সেই পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ-সকল রত্নমণ্ডিত অট্টালিকাবলী ও কল্পপাদপ সমূহ দ্বারা সুশোভিত হইল এবং স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। যদুবংশীয় রাজকুমারেরা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সুসজ্জিত সুবর্ণযানে আরোহণপূর্ব্বক বারংবার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শতসহস্র পুরবাসীরা কেহ বহুবিধ দিব্য যানে, কেহ সামান্য যানে, কেহ বা পুত্রকলত্র-সমভিব্যাহারে পাদচারে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। বলদেব মধুপানে মত্ত ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক অনুগত হইয়া নিজ ভার্য্যা রেবতীর সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রবলপ্রতাপ যদুবংশীয় রাজা উগ্রসেনও অঙ্গনাসহস্রে পরিবৃত হইয়া গন্ধর্ব্বদিগের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণপূর্ব্বক পরম সুখে বিহার করিতেছিলেন। রুক্মিণী-তনয় ও শাম্ব ইঁহারাও মধুপানে নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া দিব্যাম্বর পরিধান ও দিব্যমালা ধারণপূর্ব্বক বিহার করিতেছিলেন। অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, বিদূরথ, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, ভঙ্গকার, মহারব, হার্দ্দিক্য ও উদ্ধব ইঁহারা এবং অন্যান্য যদুবংশীয়েরাও পৃথক্ পৃথক্ গন্ধর্ব্বগণ ও অঙ্গনাগণে পরিবৃত হইয়া উৎসব করিতেছিলেন।

এই পরমাদ্ভুত কৌতূহল আরম্ভ হইলে বাসুদেব অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া উৎসবসমাজে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে তাঁহারা সখীজন-পরিবৃতা সর্ব্বালঙ্কারশোভিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বসুদেবদুহিতা সুভদ্রাকে দর্শন করিলেন। দর্শন করিবামাত্র অর্জ্জুনের অন্তঃকরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে তদেকান্তমনাঃ দেখিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "সখে! বনচর হইয়াও অনঙ্গ-শরে চঞ্চল হইলে! এ কি! ইনি বসুদেবের কন্যা ও সারণের সহোদরা এবং আমারই ভগিনী; ইহাঁর নাম সুভদ্রা। হে সখে! যদি তোমার মন নিতান্তই ইহাঁর প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে, তবে বল, আমি এই কথা পিতার কর্ণগোচর করি।" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! পরমরূপসম্পন্না সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা ও বাসুদেবের ভগিনী; সুতরাং কাহার না মনোমোহিনী হইবেন? কিন্তু ইনি আমার মহিষী হইলেই সকল মঙ্গল সম্পাদিত হয়। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে আমার সুভদ্রালাভ হইবে, অনুসন্ধান কর। তাহা যদি মনুষ্যের সাধ্যাতীত না হয়, তদ্বিষয়ে আমি অবশ্যই যত্ন করিব।" বাসুদেব প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে অর্জ্জুন! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না; সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপূর্ব্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ংবরকাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। কারণ, স্বয়ংবরে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে?"

অনন্তর বাসুদেব ও অর্জ্জুন এইরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া ইন্দ্র-প্রস্থগত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে অর্জ্জুনকে অনুমোদন করিলেন।

বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে এই সংবাদ প্রদান ও তাঁহার মতগ্রহণ পূর্ব্বক রৈবতক-পর্ব্বতে সুভদ্রা গমন করিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া তথায় যাইবার নিমিত্ত বাসুদেবের অনুজ্ঞা-লাভ করিলেন। তিনি কবচ, বর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্ব্বক সুবর্ণ-কিঙ্কিণীজালালঙ্কৃত অস্ত্রশস্ত্রোপেত প্রজ্বলিত হুতাশনকল্প অপূর্ব্ব দিব্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক মৃগয়া-ব্যপদেশে কৃষ্ণকে ইতিকর্ত্তব্যতা নিবেদন করত রৈবতক-পর্ব্বতে গমন করিলেন।

এ দিকে সুভদ্রা মহাগিরি রৈবতক ও দেবতাদিগকে অর্চ্চনা এবং দ্বিজাতিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক শৈলকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রথে আরোপিত করিলেন।

তদনন্তর তিনি সুভদ্রাকে সেই সুবর্ণময় রথে আরোপিত করিয়া নিজ রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা সুভদ্রাকে অপহৃত দেখিয়া মহাকোলাহলপূর্ব্বক দ্বারকাপুরীর উভয়পার্শ্বে ধাবমান হইল; সভাপালসন্নিধানে অর্জ্জুনের বল-বিক্রমের বিষয় সমুদয় নিবেদন করিল। সভাপাল সৈন্যমুখে সুভদ্রাহরণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুবর্ণময়ী রণভেরী বাদন করিতে লাগিলেন। সেই ভেরীরব শ্রবণ করিবামাত্র ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অন্নপান পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বিচিত্র মণিবিদ্রুমাদিখচিত, অপূর্ব্ব আস্তরণপটে আচ্ছাদিত, শত শত সুবর্ণময় সিংহাসনে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন। সভাপাল অনুচরবর্গের সহিত সমুপবিষ্ট দেবতুল্য যাদবদিগের নিকট অর্জ্জুনবৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন।

মহাবীর যাদবেরা অর্জ্জুনের এই অসহ্য অত্যাচার শ্রবণে ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া অহঙ্কার

প্রকাশপূর্ব্বক আসন হইতে উত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথিদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা শীঘ্র রথ-যোজনা কর এবং প্রাস, মহাহ ধনু ও বৃহৎ কবচ-সকল আনয়ন কর।" কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে সারথিকে আহ্বান করিয়া রথযোজনা করিতে আদেশ দিলেন; কেহ বা স্বয়ংই সুবর্ণালঙ্কৃত তুরঙ্গমগণ যানে যোজনা করিতে লাগিলেন। রথ, কবচ এবং ধ্বজ-পতাকা-সকল অনয়ন করিলে সেই বীরসম্মর্দ্দ তুমুল হইয়া উঠিল। তদনন্তর মধুপানে মত্ত, নীলাম্বরধর, মহাবীর হলধর তাঁহাদিগকে সম্বোধন কহিয়া কহিলেন, "হে বীরগণ! তোমরা কি করিতেছ? কৃষ্ণ মৌনভাবে রহিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় না জানিয়া ক্রোধ প্রকাশ করা কিংবা তর্জ্জন-গর্জ্জন করা সকলই বৃথা; বৃথা কেন আস্ফালন করিতেছ? মহা-মতি বাসুদেব প্রথমতঃ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন, পরে ইহাঁর যেরূপ ইচ্ছা, তোমরা তদনুসারে কার্য্য করিবে।" বলদেবের এইরূপ যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণ-যোগ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

বলদেবের বাক্যাবসানে তাঁহারা পুনরায় সভা-মধ্যে উপবেশন করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে বলদেব কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! দেখ, সকলেই তোমার মুখনিরীক্ষণ করিতেছেন, এ সময়ে কেন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছ? আমরা তোমার উপরোধেই সেই কুলপাংশুল অর্জ্জুনকে সৎকার করিয়াছি, কিন্তু সে সৎকারের উপযুক্ত পাত্র নহে। কোন্ পুরুষ আপনাকে কুলীন বিবেচনা করিয়া, যে পাত্রে ভোজন করে, সেই পাত্র চূর্ণ করিয়া থাকে? কোন্ মূঢ় ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত সম্বন্ধে আদর ও নূতন সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া এবং ঐশ্বর্য্যের অভিলাষ রাখিয়া এইরূপ সাহসিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়? অর্জ্জুন অমাদিগের তাদৃশ অবমাননা ও তোমাকে অনাদর করিয়া অদ্য বল-পূর্ব্বক আপন মৃত্যুস্বরূপ সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছে। হে গোবিন্দ! মস্তকে পদাঘাততুল্য তাহার এই অসহ্য অত্যাচার কিরূপে সহ্য করিব? সর্পকে পদা-ঘাত করিলে সে কি তাহা ক্ষমা করিয়া থাকে? আমি একাকীই অদ্য এই বসুন্ধরাকে নিষ্কৌরব করিব, অর্জ্জুনের এই ব্যতিক্রম আমি কখনই সহ্য করিব না।" তখন অন্ধকগণও নিবিড়-মেঘবৎ গম্ভীর-স্বরে গর্জ্জমান বলদেবের বাক্য অনুমোদন করিলেন।

সুভদ্রাহরণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হরণাহরণপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যাদবেরা এইরূপে স্ব স্ব বলবীর্য্য প্রকটনপূর্ব্বক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাসুদেব অর্থভূয়িষ্ঠ বাক্যে কহিলেন, "অর্জ্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সম্মান-রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন না বলিয়াই অর্থদ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। স্বয়ংবরে কন্যা লাভ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, এই জন্য তাহাতেও সম্মত হন নাই এবং পিতামাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রদত্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদিগের কুলোচিত হইয়াছে এবং কুল, শীল, বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন বলিয়া, সুভদ্রাও যশস্বিনী হইবেন সন্দেহ নাই; অর্জ্জুনকে সামান্য জ্ঞান করিও না; তিনি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সেই মহাযশাঃ সুপ্র-সিদ্ধ অর্জ্জুন কুন্তীভোজের দৌহিত্র। তদীয় জন্মে ভরতকুল অলঙ্কৃত হইয়াছে। মহাদেব ব্যতিরেকে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে, এমন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাদৃশ রথ, মদীয় ঘোটক এবং লঘুহস্ত পার্থ যোদ্ধা এই সমস্ত একত্র হইলে ত্রিভুবন-মধ্যে এমন বীর কে আছে যে, তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে? অতএব আমার বিবেচনায় প্রফুল্লমনে

শীঘ্র ধনঞ্জয়-সন্নিধানে যাইয়া সান্ত্ববাদ দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করা সকলের কর্ত্তব্য : কারণ, যদি পার্থ তোমাদিগকে বলে পরাভব করিয়া স্বনগরে গমন করেন, তাহা হইলে তোমাদিগের যশোরাশি সদ্যই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু সান্ত্ববাদে পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই।" যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশানুসারে অর্জ্জুনকে প্রতিনিরস্ত করিলে তিনি যথাবিধি সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং যাদবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যথেষ্ট বিহার করত দ্বারকাতে সংবৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে পুষ্করতীর্থে গমন করত একাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ পরিপূর্ণ হইলে পুনরায় খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

অর্জ্জুন যথানিয়মে নৃপসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিয়া দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইলেন। দ্রৌপদী রমণীস্বভাবসুলভ ঈষৎ প্রণয়-কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! যে স্থানে সাত্বতকুমারী আছে, তথায় গমন কর। অথবা তোমারও নিতান্ত দোষ নাই, গুরুভার বস্তু দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকিলেও কালক্রমে তাহার পূর্ব্ববন্ধন শিথিল হইয়া যায়।" কৃষ্ণা এবংবিধ নানাপ্রকার পরিহাস করিতে আরম্ভ করিলে, ধনঞ্জয় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা এবং তাঁহার নিকট বারংবার ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন রক্তবস্ত্রপরিধানা সুভদ্রাকে গোপালিকার বেশ ধারণপূর্ব্বক শীঘ্র অন্তঃপুরে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন। বরাঙ্গনা সুভদ্রা সেইরূপ বেশভূষায় অধিকতর শোভমানা হইয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক পৃথার চরণবন্দন করিলেন। কুন্তী প্রীতমনে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রা তথা হইতে দ্রৌপদীসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি অদ্যাবধি আপনার অনুচরী হইলাম।"

কৃষ্ণা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন।" মাধবভগিনী "তাহাই হউক" বলিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ এবং কুন্তীর আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন নির্ব্বিঘ্নে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছেন শুনিয়া বাসুদেব, বলদেব ও যদুবংশীয় অন্যান্য বীরপুরুষেরা ভ্রাতৃবর্গ, কুমারগণ এবং অসংখ্য সেনাগণ-সমভিব্যাহারে তথায় যাত্রা করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন যাদবচমূপতি অক্রূর, মহাতেজাঃ অনাধৃষ্টি, মহানুভব উদ্ধব, সত্যক, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, শঙ্কু, চারুদেষ্ণ, ঝিল্লী, বিপৃথু, সারণ, গদ এবং অন্যান্য যাদব, ভোজ ও অন্ধকবংশীয়েরা বহুল যৌতুক গ্রহণপূর্ব্বক খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ সমাগত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত নকুল ও সহদেবকে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ সাদরে পরিগৃহীত হইয়া ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য রাজপথ-সকল নির্ধূলীকৃত এবং শীতল সুগন্ধি চন্দনরসে অভিষিক্ত হইয়াছিল। কোন কোন প্রদেশ দহ্যমান অগুরুধূমে সুরভিত, কোন স্থান কুসুমমালায় সুশোভিত এবং কোন স্থান বণিক্গণের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, কোথাও বা নগরবাসী লোকেরা প্রফুল্লমনে ভ্রমণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয় ভূপতিগণ ও বলদেব-সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক পৌরজন ও ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ইন্দ্রালয়সদৃশ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বলরামের যথোচিত সৎকার করিয়া কৃষ্ণের মস্তকাঘ্রাণ এবং বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণ বিনীতভাবে ধর্ম্মরাজ ও ভীমসেনকে অভিবাদন করিলেন। যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত যাদবগণ ও প্রধান প্রধান অন্ধকদিগকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। তিনি কাহাকেও গুরুবৎ পূজা করিলেন, কাহাকেও বয়স্যের ন্যায় প্রিয়-সম্ভাষণ করিলেন এবং কাহারও নিকটে বা স্বয়ং অভিবাদিত হইলেন। কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে জ্ঞাতিদেয় রত্ন-সমূহ যৌতুক প্রদান করিয়া বাহনচতুষ্টয়-সংযুক্ত, কিঙ্কিণীজালজড়িত, সহস্রসংখ্যক সুবর্ণরথ, সুশিক্ষিত সারথি, মাথুরদেশীয় অযুত গো, শ্বেতবর্ণ বড়বাসমূহ, দ্রুতগামী অশ্বতরসহস্র, সুবর্ণালঙ্কার-বিভূষিত সেবা-কুশল কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্কা

সহস্র দাসী, বাহ্লীকদেশীয় ঘোটকসমূহ, উৎকৃষ্ট সুবর্ণরাশি, মদস্রাবী অত্যুন্নত রণপরিচিত হস্তীপক-বিশিষ্ট গজযূথ প্রভৃতি কন্যাধনসকল সুভদ্রাকে প্রদান করিলেন। বলরাম সেই সম্বন্ধের বহুমানপূর্ব্বক অমূল্য রত্নসমূহ, মহার্হ বস্ত্র, বহুল নাগেন্দ্র এবং শত পতাকা প্রভৃতি বস্তুজাত যৌতুক দান করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির উক্ত সমস্ত দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া সমাগত যাদব ও অন্ধকগণের যথোচিত সৎকার করিলেন। যেমন পুণ্যাত্মা লোকেরা পরমসুখে স্বর্গভোগ করেন, তদ্রূপ সেই সকল মহাত্মা তথায় গীত-বাদ্য দ্বারা যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুদিবস অতিবাহিত হইলে বলদেব পুরঃসর সেই সকল মহাত্মারা কৌরবগণ কর্ত্তৃক রত্নসমূহ ও সম্মান দ্বারা পূজিত হইয়া দ্বারবতী নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণ পার্থের সহিত পরম-রমণীয় ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জনে মৃগয়াসক্ত হইয়া মৃগ ও বরাহ বিদ্ধ করত যমুনাতীরে ক্রীড়া করিতেন। অনন্তর শচী যেমন জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৃষ্ণের প্রিয়তমা ভগিনী সুভদ্রা সুবখ্যাত ও সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অভী ও মন্যুমান্ অর্থাৎ নির্ভয় ও ক্রোধান্বিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম অভিমন্যু হইল। লোকে তাঁহাকে আর্জ্জুনি বলিয়াও সম্বোধন করিত। যেমন সংঘর্ষণ দ্বারা শমীবৃক্ষ হইতে অগ্নি সমুদ্ভূত হয়, তদ্রূপ ধনঞ্জয় হইতে অভিমন্যু উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অভিমন্যুর জন্ম হইলে ধর্ম্মরাজ অযুত গো ও সুবর্ণরাশি বিপ্রসাৎ করিলেন। তিনি জন্মিয়া অবধি কৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। শারদ-শর্ব্বরীনাথ-সন্দর্শনে লোকের যাদৃশী প্রীতি হয়, তাঁহাকে দেখিয়া পিতৃগণ ও প্রজাগণের সেইরূপ আহ্লাদ হইত। তাঁহার জাতকার্য্য প্রভৃতি সমুদয় শুভকর্ম্ম বাসুদেব স্বয়ং সম্পন্ন করেন। তিনি শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুনের নিকট নিখিল ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রধান প্রধান শাস্ত্র ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকলাপে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। ধনঞ্জয় আগম ও শস্ত্র-প্রয়োগবিষয়ে আত্মজকে আত্মতুল্য এবং সর্ব্বাংশে কৃষ্ণসদৃশ দেখিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এই সময়ে শুভলক্ষণা দ্রৌপদীও পঞ্চপতি হইতে ভূধরতুল্য দৃঢ়কায় মহাবল-পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র লাভ করিলেন। আদিত্যজননী অদিতির ন্যায় পাঞ্চালী যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মা, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতসেন, এই পঞ্চবীর প্রসব করিলেন। দ্রৌপদীতনয়েরা প্রত্যেকে এক এক বৎসরান্তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন মহর্ষি ধৌম্য আনুপূর্ব্বিক তাঁহাদিগের জাতকর্ম্ম, চূড়া ও উপনয়নাদি সম্পন্ন করেন। তাঁহারা বেদাধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট নিখিল অস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলেন। হে ভরতর্ষভ! এইরূপে পাণ্ডবেরা দেবকুমার সদৃশ আত্মজগণের সহিত পরমসুখে খাণ্ডবপ্রস্থে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

হরণাহরণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

খাণ্ডবদহনপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ও শান্তনব ভীষ্মের আদেশে অন্যান্য রাজগণকে বিনষ্ট করিলেন। যেমন জীবাত্মা সুলক্ষণসম্পন্ন সৎকর্ম্মশালী পুরুষের শরীরে সুখে বাস করেন, সেইরূপ সমুদয় লোক পুণ্যকর্ম্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। নীতিমান্ ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গ ও আত্মতুল্য ভ্রাতৃবর্গের প্রতি নির্ব্বিশেষ অনুরাগ করিতেন। রাজা স্বয়ং ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গের চতুর্থ মোক্ষের ন্যায় শোভান্বিত হইলেন। বেদাধ্যয়নশীল, যজ্ঞশীল ও শিষ্ট-প্রতিপালক ভূপালকে প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণের কমলা অচঞ্চলা এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্মের উৎকর্ষ হইতে লাগিল। যেমন উচ্চার্য্যমান বেদচতুষ্টয়

দ্বারা জ্যোতিষ্টোমাদি মহৎ যজ্ঞ সুশোভিত হয়, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত তদ্রূপ নিরতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। যেমন দেবতারা বেষ্টন করিয়া প্রজাপতির উপাসনা করেন, বৃহস্পতিতুল্য ধৌম্যাদি ব্রাহ্মণগণও ভূপাল যুধিষ্ঠিরকে সেইরূপ উপাসনা করিতেন। যেমন নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের অবলোকনে প্রজাগণের নেত্র ও হৃদয় প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ ভূপাল যুধিষ্ঠিরকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের নেত্র ও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইত। তাহারা যে দৈবাধীন তাঁহার প্রজা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকিত, এমন নহে,রাজাও সর্ব্বদা প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিতেন। ধীমান্ মিষ্টভাষী যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে অনুচিত, মিথ্যা, অসত্য বা অপ্রিয় বাক্য কদাচ নির্গত হইত না। মহাতেজাঃ যুধিষ্ঠির সতত আপনার ও অন্যের হিতসাধনেচ্ছু হইয়া পরম-পরিতোষে কালাতিপাত করিতেন। সুস্থশরীর ও হৃষ্টচিত্ত পাণ্ডবেরা স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে অন্যান্য রাজগণকে তাপিত করত ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে জনার্দ্দন! গ্রীষ্মের অতিমাত্র প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, অতএব আমরা সপরিবারে যমুনায় যাইয়া জলবিহার করিতে অভিলাষ করি; সায়ংকালে সকলে প্রত্যাগমন করিব, তোমার কি অভিরুচি হয়?" বাসুদেব কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! আমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইতেছে যে, আমরা সুহৃজ্জন-পরিবৃত হইয়া যথেচ্ছ জলবিহার করি।" বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া সুহৃদ্গণের সহিত যমুনায় গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ, ইন্দ্রপুরসদৃশ, বিবিধ খাদ্যদ্রব্যসংযুক্ত ও সুগন্ধি মাল্যজালে পরিবৃত বিহারদেশে উপস্থিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় সকলেই আনন্দে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপুলনিতম্বা, পীনোন্নতপয়োধরা,মদস্খলিত-গমনা, বামলোচনারা ক্রীড়ামদে মত্ত হইয়া উঠিল। কেহ বনবিহার, কেহ জলবিহার, কেহ বা গৃহমধ্যে বিহার করিতে লাগিল; দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বিবিধ বিচিত্র বসন ও নানাবিধ অলঙ্কার কামিনীগণকে প্রদান করিলেন। কোন কামিনী হৃষ্টান্তঃকরণে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল; কেহ সুমধুরস্বরে শব্দ করিতে লাগিল; কেহ হাস্য-পরিহাসে মত্ত হইল; কেহ অত্যুৎকৃষ্ট সুরা পান করিয়া গদ্গদস্বরে কথা কহিতে লাগিল; কেহ বা কাহার সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল; কেহ বা নির্জ্জন স্থানে যাইয়া গোপনীয় বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল এবং তত্রস্থ সমৃদ্ধিশালী অট্টালিকা-সকল বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গের সুমোনহর শব্দে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন এক মনোহর প্রদেশে গমন করিয়া মহামূল্য আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অতীত ও অন্যান্য বৃত্তান্ত লইয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন অশ্বিনীকুমারের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন, ইত্যবসরে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তরুণারুণ-সঙ্কাশ পিঙ্গোজ্জ্বলশ্মশ্রুজালজড়িত, জটাচীরধারী, এক দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই দ্বিজবরকে সমীপে আগত দেখিয়া আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ আসনপরিগ্রহানন্তর মানবশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, অধিক আহার করিয়া থাকি এবং সর্ব্বদাই অপরিমিত ভোজন করি; অতএব আপনাদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা আমার প্রার্থনা সফল করুন।" ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ ও পাণ্ডব তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি নানাবিধ অন্নের মধ্যে কি প্রকার অন্ন প্রার্থনা করেন, বলুন; আমরা তাহা আহরণ করিতে যত্নবান্ হই।" ব্রাহ্মণ এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "আমি অন্নভোজন করি না; আমি অগ্নি, অতএব আমার অনুরূপ অন্ন প্রদান করুন। ইন্দ্রের সখা পন্নগরাজ তক্ষক স্বীয় পরিবারবর্গের সহিত খাণ্ডববনে বাস করে। বজ্রভৃৎ ইন্দ্র ঐ খাণ্ডববন সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার প্রভাবে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে পারি না। ইন্দ্র আমাকে প্রজ্বলিত দেখিলেই মুষলধারে জলবর্ষণ

করিতে থাকেন, তন্নিমিত্ত আমার অভিলষিত খাণ্ডব-দাহ সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। অতএব আপনাদের নিকটে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি যে, আপনারা আমার সহায় হইয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক উদকধারা ও তত্রস্থ ইন্দ্র-সম্বন্ধীয় প্রাণিগণকে নষ্ট করুন, তাহা হইলে আমি খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে সমর্থ হই।”

জনমেজয় কহিলেন, ভগবান্ হব্যবাহন যে নিমিত্ত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহেন্দ্রকর্ত্তৃক রক্ষ্যমাণ নানাসত্ত্ব-সমাকুল খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহা সামান্য কারণ নহে; অতএব হে দ্বিজবর! আমি সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি ঋষিগণপ্রশংসিত খাণ্ডববনদাহাশ্রিত পৌরাণিকী কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! শুনিয়া থাকিবেন, পূর্ব্বকালে শ্বেতকি নামে মহাবল-পরাক্রান্ত এক সুবিখ্যাত ভূপাল ছিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে,সেই রাজর্ষি অতিশয় যাজ্ঞিক ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি প্রভূত দক্ষিণাদানপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ক্রিয়ারম্ভ, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বিবিধ ধনদানবিষয়ে প্রতিদিনই তাঁহার যেরূপ অনুরাগ হইত, অন্য কোন বিষয়েই সেরূপ অনুরাগ জন্মিত না। এইরূপে মহারাজ শ্বেতকি ঋত্বিক্‌গণ-সমভিব্যাহারে অনেকানেক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ অনবরত উত্থিত যজ্ঞধূম দ্বারা ব্যাকুল-লোচন ও বহুকাল যাজনকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক একান্ত খিন্ন হইয়া রাজাকে কহিলেন, “আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন।” রাজা তাঁহাদিগকে বিকলনেত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানে নিতান্ত অপটু বিবেচনা করিয়া বিদায় করিলেন এবং তাঁহাদিগের অনুমত্যনুসারে অপরাপর ঋত্বিক্‌গণসমভিব্যাহারে যজ্ঞকর্ম্ম সমাপন করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা শতবর্ষ-ব্যাপী এক দীর্ঘ সত্র আহরণ করিবার নিমিত্ত সেই সমস্ত ঋত্বিক্‌গণকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত হইলেন না। তখন তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত ঋত্বিক্‌গণকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। প্রণিপাত, সান্ত্ববাদ ও ধনদান দ্বারা বারংবার তাঁহাদিগকে অনুনয় করিলেন, তথাচ তাঁহারা রাজার মনোরথ সফল করিলেন না। তখন মহীপাল রোষপরবশ হইয়া আশ্রম-বাসী মহর্ষিদিগকে কহিলেন, “হে মহর্ষিগণ! যদি আমি পতিত হইতাম এবং আপনাদিগের শুশ্রূষায় নিরত না হইতাম, তাহা হইলে আপনারা ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা আমাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেন; কিন্তু আমি সেরূপ নহি, অতএব মদীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাঘাত বা অযোগ্য সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের বিধেয় নহে। এক্ষণে আমি আপনাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি, প্রসন্ন হউন। সান্ত্ববাদ, দান ও যথার্থ বাক্য দ্বারা আপনাদিগকে প্রসন্ন করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, সমুদয় নিবেদন করিব। অথবা যদি বিদ্বেষবশতঃ আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি যাজনকার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণের নিকট গমন করিব।” মহারাজ শ্বেতকি এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। মহর্ষিগণ রাজার যাজনকার্য্যে অস্বীকার করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, “মহারাজ! আমরা বহুকালাবধি আপনার অবিচ্ছিন্ন যজ্ঞকার্য্যে নিরন্তর দীক্ষিত হইয়া একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন। আপনার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; এই কারণে আমাদিগকে বারংবার এইরূপ অনুরোধ করিতেছেন। এক্ষণে আপনি রুদ্রদেবসন্নিধানে গমন করুন; তিনিই আপনার যাজনকার্য্য করিবেন।”

রাজা মহর্ষিগণের এইরূপ তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং কৈলাস-পর্ব্বতে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান ও ব্রতোপবাসাদি দ্বারা দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করত সুদীর্ঘকাল বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কখন দ্বাদশ দিবসে, কখন ষোড়শ দিবসে বন্য ফল-মূল আহার করিতেন, কখন বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ছয়মাস অনিমেষলোচনে নিশ্চল স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতেন। ভগবান্ চন্দ্রশেখর রাজার এইরূপ অতি কঠোর তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তথায় আবির্ভূত হইয়া ভূপালকে কহিলেন, “মহারাজ! আমি তোমার

তপস্যায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা কর।” রাজর্ষি রুদ্রের এইরূপ কথা শুনিয়া প্রাণপাতপূর্ব্বক কহিলেন, “ভগবন্! আপনি সর্ব্বজন-পূজিত, এক্ষণে যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনি স্বয়ং আমার যাজন-কার্য্য সমাধা করিবেন, এই বর প্রদান করুন।” ইহা শুনিয়া ভগবান্ উমাপতি প্রীতমনে ও সস্মিতবচনে কহিলেন, “মহারাজ! যজ্ঞকার্য্য করিতে পারে, এমন লোক এই প্রদেশে কাহাকেও দেখি না; তুমিও আমার নিকটে বরার্থী হইয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ; কিন্তু আমার সহিত তোমাকে একটি নিয়ম সংস্থাপন করিতে হইবে; যদি তুমি দ্বাদশ বৎসর সমাহিত ও ব্রহ্মচারী হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দ্বারা অনলকে পরিতৃপ্ত করিতে পার, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট যে বিষয় প্রার্থনা করিবে, তাহা সুসম্পন্ন করিব।”

রাজা রুদ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত ও আদিষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর দ্বাদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইলে তিনি পুনরায় ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব রাজাকে দেখিয়া প্রীতমনে কহিলেন, “মহারাজ! আমার আজ্ঞাপালন করিয়াছ বলিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যাজনকার্য্যে দীক্ষিত হওয়া ব্রাহ্মণদিগেরই বিধেয়; এই কারণে আমি স্বয়ং তোমার যাজনকার্য্য করিতে পারিব না। এই ভূমণ্ডলে দুর্ব্বাসা নামে এক মহর্ষি আছেন, তিনি অতিশয় সুবিখ্যাত ও আমারই অংশভূত; তিনি তোমার যাজনকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। এক্ষণে স্বনগরে গমন করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী সকল আহরণ কর।” রাজা ভগবান্ পশুপতির আদেশানুসারে স্বনগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্যজাত আহরণ করিলেন। দ্রব্যসম্ভার সম্ভৃত হইলে তিনি পুনরায় রুদ্রসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, “ভগবন্! যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার ও উপকরণ সমস্ত আহৃত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুমতি করিলে আমি পরদিনেই যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হই।” রুদ্র, রাজার এই কথা কর্ণগোচর করিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, “হে দ্বিজেন্দ্র! এই মহানুভব ভূপতির নাম শ্বেতকি, আমার নিদেশ প্রযুক্ত তোমাকে ইহাঁর যাজনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।” মহর্ষি তৎক্ষণাৎ “তথাস্তু” বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর যজ্ঞকার্য্য যথাবিধানে আরব্ধ হইল। সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে মহর্ষি দুর্ব্বাসার আদেশানুসারে দীক্ষিত যাজক ও সদস্যগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ হুতাশন বিকৃতভাবাপন্ন ও তেজোহীন হইয়া ক্রমশঃ গ্লানিযুক্ত হইতে লাগিলেন। তখন তিনি আপনাকে তেজোহীন বিবেচনা করিয়া অতিপবিত্র ও লোকপূজিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; তথায় ব্রহ্মাকে আসনে আসীন দেখিয়া নিবেদন করিলেন, “ভগবন্! আমি তেজোহীন ও নির্ব্বীর্য্য হইয়াছি; এক্ষণে আপনার অনুকম্পায় পুনরায় স্বীয় নিশ্চলা প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি।” ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিশ্বনির্ম্মাতা বিধাতা হাস্যমুখে বহ্নিকে কহিলেন, “হে মহাভাগ! তুমি দ্বাদশ বৎসর বসুধারাহুত ঘৃত উপযোগ করিয়াছিলে বলিয়াই এরূপ গ্লানিযুক্ত হইয়াছ, কিন্তু তেজোহীনতাবশতঃ সহসা ভগ্নাশ হইও না; তুমি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইবে। পূর্ব্বে দেবনিয়োগক্রমে দেবশত্রু অসুরগণের আলয়ভূত যে ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিয়াছিলে, তথায় নানাবিধ জন্তুগণ বাস করে, তুমি তাহাদিগের মেদোমাংসভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইবে; অতএব শীঘ্র যাইয়া খাণ্ডববন দগ্ধ কর, তাহা হইলে অবশ্যই গ্লানিরূপ পাপ হইতে আশু মুক্ত হইতে পারিবে।”

হুতাশন ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া প্রচণ্ডবেগে খাণ্ডবারণ্যে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া ক্রোধভরে সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, বায়ু তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। খাণ্ডববন প্রদীপ্ত দেখিয়া তত্রত্য প্রাণিগণ দাহশান্তির নিমিত্ত একান্ত যত্নবান্ হইল। করিযূথ ক্রোধপরবশ হইয়া সত্বরে শুণ্ডদ্বারা জলানয়নপূর্ব্বক অনলোপরি সেক করিতে লাগিল, বহুশীর্ষ সর্পগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া মস্তক দ্বারা জলসেক করিতে আরম্ভ করিল এবং অন্যান্য

প্রাণিগণও নানাপ্রকার উপায় দ্বারা অনতিকালমধ্যে দাবদাহ শান্তি করিল, বহ্নি ক্রমে ক্রমে সাতবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, তাহারা সাতবারই নির্ব্বাণ করিল।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সর্ব্বদা গ্লানিযুক্ত ভগবান্ হুতাশন বারংবার হতাশ হইয়া তৎক্ষণাৎ কোপাকুলিতচিত্তে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা মনোমধ্যে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বহ্নিকে কহিলেন, "হে অনল! অদ্য দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে যে প্রকারে তুমি খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে পারিবে, আমি এইরূপ এক উপায় অবধারণ করিয়াছি, শ্রবণ কর। দেবকার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। লোকে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণার্জ্জুন বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তুমি কৃষ্ণার্জ্জুন-সমভিব্যাহারে খাণ্ডববনে গমন করিয়া দাবদাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ কর। তৎপরে দেবগণ রক্ষা করিলেও তুমি অবলীলাক্রমে সেই অরণ্য দগ্ধ করিতে পারিবে। কৃষ্ণার্জ্জুন সমবেত হইয়া সমস্ত বন্যজন্তুদিগকে এবং অধিক কি বলিব, দেবরাজ ইন্দ্রকেও যত্নপূর্ব্বক নিবারণ করিতে পারিবেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।" এই কথা শুনিয়া হুতাশন কৃষ্ণার্জ্জুন-সন্নিধানে উপনীত হইয়া সাহায্যদানার্থে প্রার্থনা করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্নি যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই আপনাকে অবগত করিয়াছি। তৎপরে অর্জ্জুন অগ্নিবাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, "হে অগ্নে! আমার বহুতর দিব্যাস্ত্র আছে, তদ্দ্বারা আমি শত শত বজ্রধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি; কিন্তু যৎকালে আমি সমরক্ষেত্রে বিক্রম প্রকাশ করিব, তখন আমার ভুজবেগ সহ্য করিতে পারে, এমন ধনু নাই। আমি অতি সত্বরে শরক্ষেপ করিতে পারি, আমার শরের আবশ্যকতা নাই। আমার রথ সদায় শস্ত্রপুঞ্জ বহন করিতে অসমর্থ, অতএব বায়ুবৎ বেগশালী পাণ্ডুবর্ণ দিব্য অশ্ব ও এই উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিতে হইবে। আর কৃষ্ণেরও বাহুবল তুল্য অস্ত্র নাই, যদ্দ্বারা তিনি নাগ ও পিশাচগণকে সংহার করিতে পারিবেন। হে ভগবন্! যদ্দ্বারা আমরা বজ্রধর ইন্দ্রকে নিবারণ করিতে পারি, তাহার উপায় অবধারণ করিয়া দিন। আমরা কেবল পৌরুষ প্রকাশ করিয়া কার্য্যসংসাধনে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু আপনাকে তদুপযোগী উপকরণ-সকল আহরণ করিতে হইবে।"

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ হুতাশন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উদকমধ্যবাসী জলেশ্বর বরুণদেবকে স্মরণ করিলেন। চতুর্থ লোকপাল বরুণ তাঁহার চিন্তা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ হুতাশন সমাগত বরুণকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, "হে জলেশ্বর! সোমরাজ তোমাকে যে ধনু, তূণীরদ্বয় ও কপিলক্ষণ রথ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমাকে শীঘ্র প্রদান কর। পার্থ গাণ্ডীব দ্বারা ও কৃষ্ণ চক্র দ্বারা কোন মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। বরুণরাজ অগ্নির প্রার্থনায় সম্মত হইয়া যশঃকীর্ত্তিবর্দ্ধন, সর্ব্বশস্ত্রপ্রমাথী সর্ব্বায়ুধ-সারভূত, সেই বিচিত্রবর্ণ পরমাদ্ভুত দিব্য শরাসন, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং রমণীয় রথ প্রদান করিলেন। ঐ রথ সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত রক্তবর্ণ মহাবেগশালী গান্ধর্ব্ব অশ্বগণে সংযোজিত ছিল, উহা সমস্ত যুদ্ধোপকরণসংযুক্ত, দেবদানবগণের অজেয়, সর্ব্বরত্নসুশোভিত, কিরণরাজবিরাজিত, গভীরগর্জ্জনাবাশিষ্ট এবং কপিকেতনে অলঙ্কৃত। ভুবনপ্রভু বিশ্বকর্ম্মা ঐ রথ নির্ম্মাণ করিয়া-

ছিলেন। মহারাজ সোম ঐ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সেই নবমেঘাকৃতি পরম-রমণীয় রথের নিকটবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রাদগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ রথের ধ্বজযষ্টি সুবর্ণময়, উহার উপরিভাগে শার্দ্দূলবৎ ভয়ঙ্কর এক প্রকাণ্ড-কলেবর বানর সন্নিবেশিত এবং ধ্বজে বিবিধ বৃহৎকায় জীবজন্তুর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে। রথের ধ্বনি শ্রবণ করিলে শত্রুসৈন্যগণ বিনষ্টচেতন হয়। যেমন সুকৃতী ব্যক্তি বিমানে আরোহণ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন কবচ পরিধান, খড়্গধারণ, গোধাঙ্গুলিত্র বন্ধন ও দেবগণকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সেই রথে আরোহণ করিলেন। পরে ব্রহ্মনির্ম্মিত গাণ্ডীবধনু গ্রহণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি হুতাশন-সমক্ষে বলপূর্ব্বক ধনুগ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন। জ্যারোপণকালে এরূপ ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল যে, উহা শ্রবণে সকলেরই মন ব্যথিত হইল, কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন রথ ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন।

তদনন্তর ভগবান্ হুতাশন কৃষ্ণকে সুদর্শনাস্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "হে মধুসূদন! তুমি এই চক্র দ্বারা যুদ্ধে দেবদানবদিগকেও অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিবে। কি মনুষ্য, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি দৈত্য, কি নাগ, তুমি যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকপ্রভাবসম্পন্ন এবং তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। হে মাধব! তুমি শত্রুর প্রতি যতবার এই চক্র নিক্ষেপ করিবে, ইহা ততবার শত্রু নিপাত করিয়া পুনর্ব্বার তোমার হস্তে আসিবে।" তৎপরে বরুণদেব দৈত্যান্তকারিণী কৌমোদকীনাম্নী গদা প্রদান করিলেন। ঐ গদার শব্দ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

তখন অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন রথারূঢ় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অগ্নিকে কহিলেন, "হে ভগবন্! এক্ষণে আমরা সমস্ত সুরাসুরগণের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারি, ইন্দ্র একাকী পন্নগের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া আমাদের কি করিবেন? এক চক্রপাণি যুদ্ধে ভ্রমণপূর্ব্বক চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে যাহা না করিতে পারেন, এমন কার্য্য ত্রিজগতে লক্ষ্য হয় না; বিশেষতঃ আমি আবার গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীর লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব হে পাবক! আপনি খাণ্ডববনের চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে উহা দগ্ধ করুন, আমরা আপনার সাহায্য করিতেছি।"

ভগবান্ হুতাশন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৈজস রূপ গ্রহণপূর্ব্বক সপ্তশিখা বিস্তার করত চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকাল যুগান্তকালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; ঘনঘটার গভীর নির্ঘোষের ন্যায় প্রজ্বলিত অনলের শব্দ-শ্রবণে সমস্ত জীবজন্তু কম্পান্বিত-কলেবর হইল। খাণ্ডবারণ্য হুতাশন কর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়া সূর্য্যকিরণে ব্যাপ্ত পর্ব্বতেন্দ্র মেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রথদ্বয়ে আরোহণপূর্ব্বক খাণ্ডব-বনের উভয় পার্শ্বে থাকিয়া নানাবিধ প্রাণিগণ দগ্ধ করাইতে আরম্ভ করিলেন। খাণ্ডবারণ্যবাসী জন্তুগণকে যে দিকে পলায়ন করিতে দেখিলেন, তাঁহারা সেই সেই দিকে বেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন। গমনকালে সেই বায়ুবেগগামী রথদ্বয়ের অন্তর্গত অবকাশ-সকল অলক্ষ্য হইল, কেবল অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ রথিদ্বয় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে খাণ্ডববন দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে শত শত প্রাণিগণ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। কোন কোন জন্তু তীব্রতাপে দগ্ধৈকদেশ, স্ফুটিতচক্ষু ও বিশীর্ণ হইয়া দৌড়িতে লাগিল। কেহ কেহ পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবশতঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারাতে তথায় প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ দশনে দশন নিষ্পীড়নপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল এবং বিঘূর্ণিতকলেবরে অগ্নিতে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ

করিল। পক্ষিগণ দগ্ধপক্ষ, দগ্ধচক্ষু ও দগ্ধচরণ হইয়া মহীতলে বিলুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। জলাশয় সকল তীব্রতাপে ক্বথ্যমান হওয়াতে তত্রস্থ কূর্ম্ম ও মৎস্যসমুদয় বিনষ্ট হইয়া গেল। কোন কোন জন্তুর সমস্ত কলেবর প্রজ্বলিত হওয়াতে মূর্ত্তিমান্ বহ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন পক্ষী তীব্রতাপে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উড্ডয়ন পূর্ব্বক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পার্থ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কতিপয় পক্ষী অর্জ্জুনের তীব্র শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া চীৎকার-রবে বেগে উড্ডীন ও পুনরায় খাণ্ডবাগ্নিমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। শত শত বনবাসী জন্তুগণ খর-শরে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া ভয়ানকস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের ঘোরতর নিনাদ মথ্যমান সমুদ্রের গভীর শব্দের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হুতাশনের শিখাসমুদয় নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া দেবগণের মহান্ উদ্বেগ জন্মাইল। তখন তীব্রতাপে সন্তপ্ত দেবগণ ঋষিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সুরপতি ইন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "হে অমরেশ্বর! বহ্নি কি নিমিত্ত অদ্য সমুদয় মর্ত্ত্যলোক দগ্ধ করিতেছেন? অদ্য কি লোকসংক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে?"

সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের মুখে সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুনিয়া এবং স্বয়ং দর্শন করিয়া খাণ্ডবনরক্ষার্থ গমন করিলেন। তিনি নানাবিধ রথসমূহ দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করত বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘগণ দেবরাজের আদেশানুসারে খাণ্ডবারণ্যমধ্যে মুষলধারে বারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু ঐ সমস্ত বারিধারা হুতাশনের তীব্রতাপবশতঃ অন্তরীক্ষেই শুষ্ক হইয়া গেল; অগ্নির উপর এক বিন্দুও পতিত হইল না। তখন সুররাজ পুরন্দর সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় মহামেঘ দ্বারা বেগে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন তৎকালে খাণ্ডবারণ্য বারিধারাপাতে সমাকীর্ণ ও অগ্নিশিখা দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়াতে বিদ্যুৎসমাকুল ঘনঘটার ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল।

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর অর্জ্জুন অসংখ্য শরবর্ষণ দ্বারা বারিবর্ষণ নিবারণ করিলেন। যেমন নীহারজালে চন্দ্রমা সমাচ্ছন্ন হয়েন, তদ্রূপ অর্জ্জুন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক সমস্ত খাণ্ডববন আচ্ছাদিত করিলেন। তদীয় শস্ত্রকলাপে অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত হইলে একটি প্রাণীও পলায়ন করিতে পারিল না। তৎকালে নাগরাজ তক্ষক কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র অশ্বসেন তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত অশেষপ্রকার যত্ন করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের শরজালে অবরুদ্ধ হওয়াতে কোনক্রমেই বহির্গত হইতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে তাঁহার মাতা স্নেহপরবশ হইয়া বিপন্ন পুত্রের রক্ষার্থে আসন্নমৃত্যুমুখে ধাবমানা হইলেন। ইতিপূর্ব্বে অশ্বসেনের মস্তক ও অঙ্গুলি দগ্ধ হইয়াছিল। নাগপত্নী অগ্নি হইতে পুত্রকে মুক্ত করিতে যাইয়া আপনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অর্জ্জুন তীক্ষ্ণধার শর দ্বারা নাগভার্য্যার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। দেবরাজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তক্ষকতনয়ের প্রাণরক্ষার্থ বাতবর্ষণ দ্বারা অর্জ্জুনকে অচেতন করিলেন। ইত্যবসরে অশ্বসেন পলায়ন করিল। অর্জ্জুন ইন্দ্রের মায়া ও সর্পের প্রবঞ্চনা পর্য্যালোচনা করত তত্রস্থ সমস্ত প্রাণীকে দ্বিধা ত্রিধা খণ্ড করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও পাবক সেই জিহ্মগামীকে 'নিরাশ্রয় হইবে' বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন।

অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট জিষ্ণু পূর্ব্বকৃত বঞ্চনা স্মরণ করিয়া আশুগ শর সমূহ দ্বারা বজ্রধরের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ অর্জ্জুনকে সমরে সংরুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত অস্ত্রনিক্ষেপে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। প্রবল বায়ুবেগে সমুদ্র-সকল সংক্ষোভিত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করিতে লাগিল। জলধারানিষিক্ত মেঘমালায় নভোমণ্ডল সমাকুল হইল, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ, অবিশ্রান্ত বজ্রাঘাত ও ঘন-ঘটার গভীর

গর্জ্জনে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন সেই ঘোরতর মেঘের নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যুক্তিবিশারদ ধনঞ্জয় প্রথমতঃ মন্ত্রপূত বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা অশনি ও মেঘের বলবীর্য্য তিরোহিত করিলেন। জলধারা শুষ্ক ও ক্ষণপ্রভা বিলীন হইয়া গেল। এইরূপে ক্ষণকালমধ্যে ব্যোমতল তমোমুক্ত ও প্রশান্তরজ হইল, সুশীতল গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারে বহিতে লাগিল, অর্কমণ্ডল প্রকৃতিস্থ হইল এবং হুতাশন প্রাণিগণের দেহনিঃসৃত বসা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অগ্নির শব্দে সমুদয় জগৎ পরিপূর্ণ হইল। সুপর্ণাদি পতত্রিবর্গ কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক খাণ্ডববন পরিরক্ষিত দেখিয়া গর্ব্বপ্রদর্শনপূর্ব্বক আকাশমার্গে উড্ডীন হইল। গরুড় বজ্রতুল্য স্বীয় নখ, তুণ্ড ও পক্ষদ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনকে প্রহার করিবার মানসে আকাশ হইতে নামিলেন। উরগসমূহ দগ্ধানন হইয়া পাণ্ডবসমীপে তীব্র বিষ উদ্গার করিতে করিতে নিপতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন শর দ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। তাহারা পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইয়া ভস্মসাৎ হইল। যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব ও অসুরগণ যুদ্ধার্থী হইয়া ঘোরতর নিনাদ করত উত্থিত হইল। অর্জ্জুন তীক্ষ্ণশর দ্বারা সেই ক্রোধমূর্চ্ছিত জিঘাংসুদিগের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। অরাতি-কুল-নিহন্তা কৃষ্ণ চক্র দ্বারা দৈত্যদানবগণের প্রাণ সংহার করিলেন। কেহ কেহ কৃষ্ণের চক্র দ্বারা চালিত ও বাণবিদ্ধ হওয়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র শ্বেতগজে অধিরূঢ় হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন এবং অতিবেগে অশনি গ্রহণপূর্ব্বক অপর কতকগুলি অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া সুরগণকে কহিলেন, "এইবারে কৃষ্ণার্জ্জুন নিহত হইয়াছে।" দেবরাজ অশনি উদ্যত করিয়াছেন দেখিয়া দেবতারা স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কৃতান্ত কালদণ্ড, ধনপতি গদা, বরুণ পাশ ও বজ্র, মহাবল স্কন্দ শক্তি গ্রহণ করিয়া সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। অশ্বিনীকুমারেরা দীপ্যমান ওষধি, বিধাতা ধনু, জয়ন্ত মুষল, বিশ্বকর্ম্মা পর্ব্বত, অংশ শক্তি, যম পরশু এবং সূর্য্য অতি ভয়ঙ্কর পরিঘাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। মিত্র চক্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; পূষা, ভগ এবং সবিতা ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন ও নিস্ত্রিংশ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। রুদ্র, বসু, মরুৎ, বিশ্বদেব এবং অন্যান্য অসংখ্য দেবগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের জিঘাংসায় বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। দেবতারা রণক্ষেত্রে অত্যদ্ভুত ব্যাপার-সকল নিরীক্ষণ করিলেন এবং কল্পান্ত-সময়ের ন্যায় ভূতগণের মোহ উপস্থিত দেখিলেন। দেবগণসমভিব্যাহারী ইন্দ্রকে ক্রোধান্বিত অবলোকন করিয়া যুদ্ধবিশারদ কৃষ্ণার্জ্জুন সজ্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা অমর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া বজ্রসদৃশ-শরসমূহ দ্বারা শক্রসমভিব্যাহারী সুরগণকে দূরীকৃত করিলেন। দেবতারা বারংবার ভগ্নমনোরথ হইয়া ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখিয়া নভোমণ্ডলস্থিত ঋষিগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; দেবরাজও পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগের বল, বীর্য্য ও অসামান্য রণনৈপুণ্য সন্দর্শনে পরম প্রীত হইলেন। পাকশাসন অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্যপরীক্ষার্থে অনবরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন অনায়াসে তাহা প্রতিহত করিলেন। তদ্দর্শনে শতক্রতু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে অশ্মবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের বাণে সকলই লয় প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর দেবরাজ জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া স্বীয় বাহুবলে তরুলতার সহিত মন্দরগিরির শিখর উৎপাটনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন অজিহ্মগ মহাবেগবান্ শরসমূহ দ্বারা সেই অদ্রিশৃঙ্গ শতধা বিচ্ছিন্ন করাতে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডল হইতে পতনোন্মুখ সূর্য্যমণ্ডল ও গ্রহগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। গিরিশিখর খাণ্ডববনে পতিত হইবামাত্র তত্রস্থ সমস্ত প্রাণী যুগপৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, খাণ্ডবারণ্যনিবাসী দানব, রাক্ষস, নাগ, তরক্ষু, ভল্লুক, মদস্রাবী হস্তী, শার্দ্দূল ও সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণ এবং অন্যান্য প্রাণি-সমুদয় শৈল-পতনে ভীত হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উদ্যতাস্ত্র হইয়া সেই বন রক্ষা করিতে লাগিলেন। পলায়মান জন্তু-গণের চীৎকাররবে এবং ঔৎপাতিক শব্দ সদৃশ শৈল-নিপাতশব্দে খাণ্ডববন সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। অরণ্য দগ্ধ হইতেছে এবং কৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া জন্তুগণ ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। জন্তুগণের ভয়ঙ্কর নিনাদ ও অগ্নির ভীষণ শব্দে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাসুদেব ঐ সমস্ত জন্তুগণকে বিনাশ করিবার মানসে তেজঃপ্রদীপ্ত তীক্ষ্ণ চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষুদ্রজাতীয় প্রাণী, দানব ও নিশাচরগণ চক্রাঘাতে জর্জ্জরিত-কলে-বর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণচক্রে বিদারিতাঙ্গ দৈত্যগণ বসারুধিরচর্চ্চিত হইয়া সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ভগবান্ চক্রপাণি সহস্র সহস্র পিশাচ, পক্ষী, নাগ ও পশুগণকে বিনাশ করত কালা-ন্তক যমের ন্যায় তথায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অমিত্রঘাতী কৃষ্ণ যতবার চক্র নিক্ষেপ করেন, চক্র ততবারই বহুসংখ্যক প্রাণী বিনাশ করিয়া তাঁহার হস্তে ফিরিয়া আইসে। এইরূপে বহুসংখ্যক পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসগণ বিনাশ করাতে, সর্ব্বভূতাত্মা বাসুদেবের রূপ অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ঐ সময় সমস্ত দেবগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করি-লেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। সুরগণ কৃষ্ণার্জ্জুন-হস্ত হইতে খাণ্ডবা-রণ্য রক্ষা করিতে না পারিয়া পরিশেষে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সুরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া এই দৈববাণী হইল, "দেবরাজ! তোমার সখা ভুজঙ্গেশ্বর তক্ষক বিনষ্ট হয়েন নাই। খাণ্ডবারণ্যদাহকালে তিনি কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। আমার বাক্য শ্রবণ কর; এই বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে তুমি কখনই পরাজয় করিতে পারিবে না; ইহাঁরা পূর্ব্বে নর ও নারায়ণ নামে সুরপুরে বিখ্যাত ছিলেন। তুমিও উহাঁদের বীর্য্য ও পরাক্রমের বিষয় সমুদয় অবগত আছ। এই দুরাধর্ষ, সর্ব্বলোক-বিশ্রুত, পুরাণ মহর্ষিদ্বয় যুদ্ধে পরাজিত হইবার নহেন। ইহাঁরা সমুদয় দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নর, কিন্নর ও পন্নগগণের পূজনীয়; অতএব হে বাসব! তুমি সুরগণ-সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান পূর্ব্বক এই খাণ্ডবদাহ নিরীক্ষণ কর।"

অমররাজ ইন্দ্র এই প্রকার অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া সত্য-বিবেচনায় ক্রোধদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য দেবগণ দেবরাজকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সুরপতি অমরবর্গ-সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বায়ু মেঘমালাকে দূরীভূত করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন সুরগণকে তথা হইতে নিঃসারিত করিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা খাণ্ডব-বনস্থ জন্তুগণকে ব্যস্ত-সমস্ত করি-লেন। অর্জ্জুনের শরাঘাতে ছিন্নকলেবর হওয়াতে কোন জন্তুই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিল না। মহাবল-পরাক্রান্ত জন্তুগণ অমোঘাস্ত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, তৎকালে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। শত শত পক্ষিগণ অর্জ্জুন-শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নিতে পতিত হইতে লাগিল। হস্তী, মৃগ, তরক্ষু ও অন্যান্য প্রাণিগণ কি তীরভূমি, কি বিষম প্রদেশ, কি পিতৃদেবনিবাস, কোথাও গিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে না পারিয়া কাতর-স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া গঙ্গামধ্যস্থ ও সমুদ্রগর্ভস্থ মীনগণ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল। তত্রত্য বিদ্যাধরগণ ও অন্যান্য জন্তুগণ

কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে কি, তাঁহাদের সম্মুখীন হইতেই পারিল না। পলায়মান জন্তুগণের মধ্যে যাহারা এক পর্য্যের অনাধিকবয়স্ক, কৃষ্ণ স্বীয় চক্র দ্বারা তাহাদিগকেও ছেদন করিতে লাগিলেন। মহাকায় জীবগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে ছিন্নশির ও ভিন্নমস্তক হইয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে ভগবান্ হব্যবাহন কৃষ্ণার্জ্জুনপ্রভাবে মাংস, রুধির ও বসা দ্বারা তর্পিত হইয়া মহাবেগে গগনস্পর্শপূর্ব্বক ধূমশূন্য হইলেন এবং দীপ্তাক্ষ, দীপ্তজিহ্ব, দীপ্তানন ও দীপ্তকেশ হইয়া প্রাণিগণের বসা পান করত পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

হুতাশন প্রচণ্ডবেগে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ মধুসূদন ময়-দানবকে তক্ষকের ভবন হইতে পলায়ন করিতে দেখিলেন। মূর্ত্তিমান্ অগ্নি কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া ময়াসুরকে দগ্ধ করিতে প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ অগ্নির প্রার্থনানুসারে অসুরকে ছেদন করিবার জন্য চক্র উত্তোলন করিলেন। ময় তদ্দর্শনে অতীব ভীত হইয়া "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলিয়া অর্জ্জুন-সমীপে গমন করিতে লাগিল। শরণাগতপ্রতিপালক ধনঞ্জয় তাহার সেই করুণস্বর-শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া 'ভয় নাই' বলিয়া আশ্বাস-প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে জীবিতপ্রায় করিলেন। অর্জ্জুন এইরূপে অভয় প্রদান করাতে ভগবান্ চক্রপাণি তাহাকে দগ্ধ করিলেন না।

হে পৌরববংশাবতংস জনমেজয়! এইরূপে কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভগবান্ হুতাশন পঞ্চদশ দিবসে সেই বন দগ্ধ করিলেন। এই পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তত্রস্থ সমস্ত জীবজন্তুই সেই প্রচণ্ডানলে দগ্ধ হইল; কেবল অশ্বসেন, ময় ও চারিটি শার্ঙ্গক রক্ষা পাইয়াছিল।

ঊনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই খাণ্ডবদাহকালে অশ্বসেন ও ময়দানব যেরূপে পরিত্রাণ পাইল, তাহা শুনিয়াছি; এক্ষণে শার্ঙ্গকদিগের অনাময়-কারণ শ্রবণ করিতে সাতিশয় ঔৎসুক্য হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে শত্রুনিপাতন! শার্ঙ্গকচতুষ্টয় যে নিমিত্ত সেই প্রবল খাণ্ডবদাবানল হইতে পরিত্রাণ পাইল, তদ্বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মন্দপাল নামে এক পরম-ধার্ম্মিক তপঃপরায়ণ, বেদপারগ মহর্ষি ছিলেন। ঐ তপঃস্বাধ্যায়-সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় তপোধন ঊর্দ্ধরেতাঃ ঋষিগণের আচরিত মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর তিনি তপস্যার পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ হইয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক পিতৃলোকে গমন করিলেন; কিন্তু তথায় তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলেন না। মহর্ষি বহুদিনানুষ্ঠিত তপস্যা নিষ্ফল হইল দেখিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপস্থ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুরগণ! আমি কি নিমিত্ত বহুদিবসার্জ্জিত তপস্যার ফলভোগে বঞ্চিত হইলাম, বলুন। আমি মর্ত্ত্যলোকে কোন্ কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই, যাহাতে তপস্যা নিষ্ফল হইল? আমি এক্ষণেই তাহা করিতেছি। হে দেবগণ! মদনুষ্ঠিত তপস্যার ফল কি, আজ্ঞা করুন।"

দেবগণ কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই ঋণত্রয়গ্রস্ত হয়। ঐ ঋণত্রয়ের মধ্যে যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, তপস্যা দ্বারা ঋষিগণ ও সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তুমি তপশ্চরণ ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, কিন্তু তোমার সন্তান নাই; এই নিমিত্ত তোমার সমুদয় কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়াছে। অতএব তুমি পরম যত্নসহকারে অপত্যোৎপাদন কর, তাহা হইলেই এই অমরলোকে পরমসুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করিতে পারিবে। হে দ্বিজোত্তম! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে, অতএব তুমি অবিলম্বে অপত্যোৎপাদনে যত্নবান্ হও।"

মহর্ষি মন্দপাল দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর কিরূপে অল্পকালমধ্যে বহু অপত্য উৎপাদন করিবেন, তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বহু-প্রসবশালী বিহঙ্গমমণ্ডলে গমন করত

শার্ঙ্গকমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জরিতা-নাম্নী এক শার্ঙ্গিকার গর্ভে চারিটি ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই পুরুষচতুষ্টয় অণ্ডমধ্যস্থ থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে জরিতার নিকট সমর্পণপূর্ব্বক লপিতার নিকট গমন করিলেন। জরিতা মহর্ষি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অণ্ডস্থ ঋষিগণকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রাণপণে তাহাদিগকে পোষণ করত খাণ্ডববনেই বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর ভগবান্ হুতাশন খাণ্ডববন দাহ করিবার মানসে আগমন করিলেন। ঐ সময়ে মহর্ষি মন্দপাল লপিতার সহিত সেই বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি অগ্নিকে দেখিবামাত্র তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এবং স্বীয় সন্তানগণের বাল্যাবস্থা স্মরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মহাতেজাঃ হুতাশনের স্তব করিতে লাগিলেন, "হে অগ্নে! তুমি সমস্ত লোকের মুখস্বরূপ; তুমি হব্যবাহন; তুমি গুপ্তভাবে সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে বিচরণ কর; কবিগণ তোমাকে অদ্বিতীয় ও ত্রিবিধ কহেন এবং তোমাকে অষ্টধা কল্পনা করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। হে হুতাশন! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্ষণকালমধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ স্ত্রী-পুত্র-সমভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্ম্মবিজিত ইষ্টগতি প্রাপ্ত হয়েন। হে অগ্নে! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশবিলগ্ন সবিদ্যুৎ জলধর বলিয়া থাকেন; তোমা হইতে অস্ত্র সমুদয় নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে। হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নির্ম্মাণ করিয়াছ; তুমিই সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ; তোমাতেই হব্য ও কাব্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে; হে দেব! তুমি দহন; তুমি ধাতা; তুমি বৃহস্পতি; তুমি অশ্বিনী-কুমার; তুমি মিত্র; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।"

ভগবান্ হুতাশন অমিততেজাঃ মহর্ষি মন্দপালের এই প্রকার স্তুতিবাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বল, তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ করিব?" তখন মহর্ষি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে হব্যবাহন! আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, যৎকালে আপনি খাণ্ডববন দহন করিবেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।" ভগবান্ হব্যবাহন "তথাস্তু" বলিয়া মহর্ষির প্রার্থনাপূরণে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর বেগে খাণ্ডববনমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ হুতাশন প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে সেই শার্ঙ্গক-চতুষ্টয় আপনাদিগকে অশরণ বোধ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইলেন। তাঁহাদের মাতা দীনা জরিতা স্বীয় শাবকগণকে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখ-শোকাকুলিতচিত্তে বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, "হায়! এখন কি করি? ঐ প্রজ্বলিত হুতাশন ভূমণ্ডল সমুদ্দীপিত করিয়া ভয়ঙ্কর বেগে অরণ্য দগ্ধ করিতে করিতে এই দিকেই আসিতেছেন; আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পরিত্রাণকারণ এই শাবকগুলিও আমার চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। আমি কি করিয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি? ইহারা সকলেই অজাতপক্ষ এবং ইহাদিগের চরণ অতিশয় দুর্ব্বল; সুতরাং স্বয়ং পলায়নে অসমর্থ। আমারও এমন সামর্থ্য নাই যে, ইহাদিগের চারি জনকে লইয়া প্রস্থান করি কিংবা ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই। এখন কি করি? কাহাকে পরিত্যাগ করি, কাহাকেই বা লইয়া যাই? হে পুত্রগণ! তোমরা বল, এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য? আমি বিস্তর চিন্তা করিয়াও তোমাদের মোচনোপায় স্থির করিতে পারিলাম না; অতএব আমি স্বীয় গাত্র দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া তোমাদের সহিত এককালে হুতাশনমুখে প্রাণ সমর্পণ করি। তোমাদের পিতা নিতান্ত নিষ্ঠুর। তিনি গমনকালে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, জরিতারি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, ইহা হইতেই কুলের প্রতিষ্ঠা হইবে, সারিসৃক্ক অপত্যোৎপাদন দ্বারা বংশবর্দ্ধন করিবে; স্তম্বমিত্র তপস্যা করিবে

এবং দ্রোণ বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য হইবে। তিনি এইমাত্র বলিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। এখন আমি কাহাকে অবলম্বন করিয়া এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার হই?" শার্ঙ্গিকা এইরূপে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া স্বীয় শাবকগণ-রক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, কেবল বিলাপ করিতে লাগিলেন।

শার্ঙ্গকগণ স্বীয় জননী শার্ঙ্গিকার এইরূপ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আমাদিগের স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিশূন্য স্থানে পলায়ন কর। দেখ, আমরা এ স্থানে বিনষ্ট হইলে তোমার অন্যান্য অনেক সন্তান হইতে পারিবে, কিন্তু তুমি প্রাণত্যাগ করিলে বংশরক্ষার উপায়ান্তর নাই। অতএব হে মাতঃ! এই উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে আমাদের কুলের শ্রেয়ঃ হয়, তাহা কর। আমাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদিক্ বিনষ্ট করিও না এবং ইহা করিলে আমাদের পিতার বাঞ্ছাও ব্যর্থ হইবে না।"

জরিতা কহিলেন, "হে পুত্রগণ! এই বৃক্ষের অতি সমীপবর্ত্তী ভূতলে এক মূষিকের গর্ত্ত আছে; তোমরা অতি ত্বরায় তন্মধ্যে প্রবেশ কর; তথায় অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা নাই। হে পুত্রগণ! তোমরা ঐ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আমি পাংশু দ্বারা আপাততঃ উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া দিব, তাহা হইলে তোমরা এক্ষণে অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে পর আমি পুনরায় আসিয়া পাংশুরাশি উৎক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ গর্ত্তের মুখ পরিষ্কার করিয়া দিলে পুনর্ব্বার উঠিবে! হে বৎসগণ! প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে মুক্ত হইবার এই একমাত্র উপায় আছে, ইহা অবলম্বন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর।"

শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, "হে মাতঃ! মূষিক স্বভাবতঃ মাংসলোলুপ; বিশেষতঃ আমরা অজাতপক্ষ মাংস-পিণ্ডভূত; গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইলেই সে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে, সন্দেহ নাই। এই ভয়ে গর্ত্তে প্রবেশ করিতে সাহস হইতেছে না।" পরে তাহারা কাতরস্বরে কহিতে লাগিল, "হায়! এখন কিরূপে আমরা প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে রক্ষা পাই? কিরূপেই বা মূষিকহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই? কি প্রকারে আমাদের পিতার অপত্যোৎপাদন নিষ্ফল না হয় এবং কি করিয়াই বা মাতা জীবিত থাকিবেন? গর্ত্তে প্রবেশ করিলে মূষিকে ভক্ষণ করে, অন্তরীক্ষে থাকিলে অগ্নিদাহে প্রাণ যায়। এই উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে গর্ত্তে গিয়া মূষিকমুখে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা অগ্নিতে ভস্ম হওয়া শ্রেয়ঃকল্প। যেহেতু, মূষিকমুখে মৃত্যু হইলে গর্হিত মরণ হইবে। কিন্তু হুতাশনে কলেবর পরিত্যাগ করিলে সদ্গতি-লাভ হইতে পারিবে।"

একত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দীনা জরিতা পুত্রগণের এই প্রকার কাতরোক্তি-শ্রবণানন্তর তাহাদিগকে কহিলেন, "হে বৎসগণ! একদা এই গর্ত্ত হইতে সেই মূষিক বহি-র্গত হইয়াছিল, সেই সময়ে একটা শ্যেনপক্ষী তাহাকে শীকার করিয়া লইয়া গিয়াছে। অতএব তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ কর।" শার্ঙ্গকগণ কহি-লেন, "মাতঃ! আমরা শ্যেনপক্ষীকে মূষিক লইয়া যাইতে দেখি নাই। আর যদিও সেই মূষিককে লইয়া গিয়া থাকে, তথাপি ঐ গর্ত্তমধ্যে অন্য মূষিক থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাও আমাদের ভয়াবহ! দেখ, বায়ুবেগ ক্রমে নিরস্ত হইয়া আসিতেছে, অতএব অগ্নি আমা-দিগের সমীপে পর্য্যন্ত আসিতে পারে না পারে সন্দেহ, কিন্তু আমরা গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলে মূষিক-হস্তে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব সন্দেহ নাই! এক পক্ষে মৃত্যু নিশ্চয়, পক্ষান্তরে সংশয়; অতএব সংশয়িত পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। হে মাতঃ! তুমি আমা-দের মায়া পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত স্থানে পলায়ন কর; আমরা বিনষ্ট হইলেও তোমার অন্যান্য পরমোৎ-কৃষ্ট পুত্র হইতে পারিবে।"

জরিতা কহিলেন, "হে পুত্রগণ! যৎকালে সেই মহা-বল-পরাক্রান্ত শ্যেনপক্ষী গর্ত্ত হইতে মূষিককে লইয়া যায়, আমি তৎকালে সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সত্বরে তাহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, 'হে শ্যেনরাজ! তুমি আমাদের শত্রু, কিন্তু এই মূষিককে হরণ করিয়া আমাদিগকে নিষ্কণ্টক করিলে; এই পুণ্যফলে তুমি পরলোকে স্বর্ণময় কলেবর প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে।' তৎপরে শ্যেনপক্ষী মূষিককে ভক্ষণ করিলে পর আমি তাহার অনুজ্ঞা লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। অতএব হে পুত্রগণ! তোমরা স্বচ্ছন্দে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ কর, কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না; আমার সমক্ষে শ্যেন মূষিককে ভক্ষণ করিয়াছে।"

শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, "মাতঃ! শ্যেন যে মূষিককে লইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার কিছুমাত্রই জানি না; অতএব কি প্রকারে গর্ত্তে প্রবেশ করি?"

জরিতা কহিলেন, "আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, শ্যেন মূষিককে ভক্ষণ করিয়াছে; তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই, আমার বচনানুসারে কার্য্য কর।" শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, "মাতঃ! তুমি কেন মিথ্যা প্রবোধবাক্য দ্বারা আমাদের ভয়ভঞ্জন করিবার চেষ্টা পাইতেছ? ঐ গর্ত্তমধ্যে যখন শত্রু থাকিবার সম্ভাবনা, তখন আমাদের কোনক্রমেই উহাতে প্রবেশ করা বিধেয় নহে। দেখ, আমরা তোমার কখন কোন উপকার করি নাই; অধিক কি, আমরা যে কে, তাহা তুমি বিশেষরূপে জান না, তবে কি নিমিত্ত তুমি এত কষ্ট সহ্য করিয়াও আমাদিগকে লালন-পালন করিতেছ? তুমি আমাদের কে? আর আমরাই বা তোমার কে? আরও দেখ, তুমি অল্পবয়স্কা এবং দর্শনীয়াও বটে; অতএব হে মাতঃ! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট গমন করত সুন্দর পুত্র প্রাপ্ত হও, আমরা এইখানে থাকিয়া হুতাশনে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্গতি লাভ করি। হে মাতঃ! যদি আমরা কোনক্রমে অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তাহা হইলে তুমি পুনরায় আমাদের নিকট আসিও।"

শার্ঙ্গী শাবকগণের এই প্রকার বাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া অগ্নিশূন্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন। শার্ঙ্গী প্রস্থান করিলে অগ্নি দ্রুতবেগে মন্দপাল মহর্ষির পুত্র শার্ঙ্গকগণের সমীপবর্ত্তী হইলেন।

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রজ্বলিত হুতাশন অরণ্যানী দগ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ মহর্ষি মন্দপালের পুত্র শার্ঙ্গকচতুষ্টয়ের সমীপবর্ত্তী হইলে তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জরিতারি পাবকসন্নিধানে ভ্রাতাদিগকে কহিতে লাগিলেন, "বিপৎকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্ব্বদা জাগরূক থাকেন; বিপৎকালে কদাচ ব্যথিত হয়েন না। যে মূঢ় ব্যক্তি বিপৎকাল উপস্থিত হইলে সতর্ক না থাকে, সে তৎক্ষণাৎ মৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করে এবং চরমে মোক্ষলাভ করিতে পারে না।"

তখন সারিসৃক্ক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন, "হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমাদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি ধ্যানবান্ ও উহাপোহকুশল; তুমি কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, যেহেতু, এক প্রাজ্ঞ অসংখ্য অপ্রাজ্ঞ লোক অপেক্ষা বলবান্।"

স্তম্বমিত্র কহিলেন, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য; তিনি কনিষ্ঠদিগকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করেন। যদি জ্যেষ্ঠ স্বীয় প্রজ্ঞাবলে বিপদ্ উদ্ধার না করেন, তবে কনিষ্ঠের কি সাধ্য যে, তাহার প্রতীকার করে?"

দ্রোণ কহিলেন, "ঐ দেখ, সপ্তাস্য সপ্তজিহ্ব ক্রূর হিরণ্যরেতাঃ শিখাবিস্তারপূর্ব্বক আমাদের গৃহে আগমন করিতেছেন।"

মহর্ষি মন্দপালের পুত্রগণ এইরূপে পরস্পর কথোপকথন করত পরিশেষে প্রয়ত হইয়া অগ্নির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

জরিতারি কহিলেন, "হে জ্বলন! তুমি বায়ুর আত্মা; লতাসমূহের শরীর; পৃথিবী ও জল তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। হে মহাবীর্য্য! তোমার শিখাসমুদয় সূর্য্যকিরণের ন্যায় ঊর্দ্ধদেশ, অধোদেশ, পূর্ব্বদেশ ও পার্শ্বদেশে বিস্তৃত হইতেছে।"

সারিসৃক্ক কহিলেন, "হে ধূমকেতো! মাতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। পিতা কোথায় আছেন, কিছুই জানি না; আমাদের অদ্যাবধি পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই; অতএব হে অগ্নে! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর; তুমি ভিন্ন এই বালকদিগের আর

শরণান্তর নাই। হে অগ্নে! আমরা নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি; তুমি আপন কল্যাণমূর্ত্তি ও সপ্তশিখা দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে জাতবেদঃ! এই ত্রিলোকমধ্যে তুমিই এক তপস্বী আছ; তোমার তুল্য তপোবলসম্পন্ন আর কেহই নাই। আমরা একে বালক, তাহাতে আবার ঋষি-কুমার; তুমি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা কর।"

স্তম্বমিত্র কহিলেন, "হে অগ্নে! তুমি এক হইয়াও অনেক, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অবলম্বন করিয়া আছে, তুমি সর্ব্বভূত ও ভুবন ধারণ করিতেছ; তুমি অগ্নি; তুমি হব্যবাহ এবং তুমিই পরমোৎকৃষ্ট হবিঃ; পণ্ডিত-গণ তোমাকে একরূপ এবং তোমাকেই বহুরূপ বলিয়া জানেন। হে হব্যবাহ! তুমি এই ত্রিলোকী সৃষ্টি কর এবং প্রলয়কালে তুমিই প্রজ্বলিত হইয়া ইহা ধ্বংস কর। হে অগ্নে! তুমি এই ভুবনত্রয়ের প্রসূতি এবং তুমিই ইহার আশ্রয়।"

দ্রোণ কহিলেন, "হে জগৎপতে! তুমি প্রাণিগণের অন্তর্গত থাকিয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক কর; তোমা-তেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। হে বহ্নে! তুমি সূর্য্যরূপে পার্থিব রস-সমুদয় আকর্ষণ কর এবং মেঘ-রূপে পরিণত সেই সমুদয় রস যথাকালে বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে সর্ব্বশস্যসম্পন্ন কর। হে প্রচণ্ড-কিরণ হুতাশন! এই সমুদয় হরিতচ্ছদসম্পন্ন লতা, যাবতীয় পুষ্করিণী এবং বরুণাধিকৃত মহোদধি তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। তুমি আমাদি-গকে রক্ষা কর, দগ্ধ করিও না।"

ভগবান্ অনল ব্রহ্মবাদী দ্রোণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, মহর্ষি মন্দপাল-সন্নিধানে কৃত স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুস্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "হে দ্রোণ! তুমি ঋষি বটে; তুমি আমাকে বেদবাক্যে স্তব করিলে; তোমার ভয় নাই। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। পূর্ব্বে মহর্ষি মন্দপালও তোমা-দের নিমিত্ত আমার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন যে, 'আপনি খাণ্ডবারণ্যদাহকালে আমার পুত্র-গণকে পরিত্যাগ করিবেন।' হে দ্রোণ! মহর্ষি মন্দপালের সেই বাক্য এবং তোমার এই বাক্য এই উভয়ই আমার পক্ষে গুরুতর; অতএব বল, এক্ষণে তোমার কি হিতসাধন করিতে হইবে? আমি তোমার স্তব শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

দ্রোণ কহিলেন, "হে হুতাশন! এই বিড়ালগণ আমাদিগকে সর্ব্বদা বিরক্ত করে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহাদিগকে সবংশে ভস্মীভূত করুন্।" ভগ-বান্ বহ্নি দ্রোণের বাক্যানুসারে বিড়ালগণকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া শাঙ্গকচতুষ্টয়কে পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক প্রবলবেগে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে মহর্ষি মন্দপাল স্বীয় পুত্রচতুষ্টয়ের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। তিনি পুত্রগণের পরিত্রাণার্থ অগ্নির নিকটে নিবেদন করিয়াও তৎকালে মনে মনে অসুখী হইতে লাগি-লেন। মহর্ষি মন্দপাল সন্তানদিগের নিমিত্ত নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া অতি কাতরস্বরে লপিতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "লপিতে! এক্ষণে আমার পুত্রগণ না জানি কিরূপ কাতর হইতেছে। তাহারা অজাত-পক্ষ এবং আত্মরক্ষায় অশক্ত। অগ্নি ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রজ্বলিত হইতেছেন এবং বায়ুও প্রবল-বেগে প্রবাহিত হইতেছেন। বোধ করি, তাহারা অগ্ন্যুৎপাত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। আহা! তাহাদের মাতা দীনা জরিতা স্বীয় পুত্রগণকে পরি-ত্রাণ করিতে না পারিয়া এবং তাহাদিগকে অশ-রণ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইবে সন্দেহ নাই। আমার পুত্রগণ অদ্যাপি উড্ডয়ন বা গমন করিতে সমর্থ হয় নাই, জরিতা কি প্রকারে তাহা-দিগকে লইয়া পলায়ন করিবে? হা পুত্র জরিতারে! হা বৎস সারিসৃক্ক! হা স্তম্বমিত্র! হা পুত্র দ্রোণ! হা প্রিয়ে জরিতে! না জানি, তোমরা এখন কত কষ্ট পাইতেছ!"

লপিতা মহর্ষি মন্দপালের এইরূপ বিলাপবাক্য-

শ্রবণে সাতিশয় অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখ, তোমার পুত্রদিগের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা নাই, তুমি স্বয়ং কহিয়াছ, তাহারা ঋষি। হে মহর্ষে! তাহারা বীর্য্যবান্ ও তেজস্বী; অগ্নি হইতে তাহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। বিশেষতঃ তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্নিকে অনুরোধ করিয়াছিলে। মহাত্মা হুতাশনও তোমার অনুরোধ-শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; তিনি কখনই আপনার প্রতিজ্ঞা বিফল করিবেন না। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি পুত্রগণের নিমিত্ত কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত নও; কেবল আমার অমিত্রা সেই জরিতাকে মনে হইতেছে বলিয়াই এত অনুতাপ করিতেছ; নিশ্চয় বুঝিলাম, আমার প্রতি তোমার আর পূর্ব্বের মত স্নেহ নাই। স্নেহবান্ ব্যক্তির পুত্র-কলত্রাদি সুহৃজ্জনের প্রতি উপেক্ষা করা নিতান্ত অবিধেয়; অতএব তুমি সেই জরিতার নিকটেই গমন কর, আর বৃথা অনুতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কুপুরুষাশ্রিতা নারীর ন্যায় একাকিনী জীবনযাপন করিব।"

মন্দপাল কহিলেন, "লপিতে! তুমি মনে করিয়াছ, আমি নিতান্ত কামান্ধ লোকের ন্যায় কেবল স্ত্রীসম্ভোগার্থে পৃথিবীমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অপত্যোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার সেই অপত্যগণ এক্ষণে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। যে মূঢ় ব্যক্তি ভূতার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎ অবলম্বন করে, সে সমস্ত লোকের অবমানাস্পদ হয়। ঐ দেখ, প্রজ্বলিত হুতাশন কাননস্থ সমস্ত বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া আমার মন সাতিশয় সন্তাপিত ও উত্তেজিত করিতেছে। আমি আর স্থির হইতে পারিতেছি না। পুত্রগণের নিকট চলিলাম। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর।"

এ দিকে অগ্নি মন্দপালের পুত্রচতুষ্টয়ের নিকট হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিলে পুত্রবৎসলা জরিতা শাবকগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহারা সকলেই অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে; কিন্তু সাতিশয় রোদন করিতেছে। জরিতা তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ স্নেহাশ্রু মোচন পূর্ব্বক অতি কাতরস্বরে একে একে তাহাদের সকলের নিকট গমন করিয়া স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন তদনন্তর মহর্ষি মন্দপাল সহসা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন না। তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে বারংবার পুত্রগণকে ও জরিতাকে সম্বোধন করত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই ভালমন্দ বলিলেন না। তখন মহর্ষি জরিতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "জরিতে! তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কে? তৎকনিষ্ঠ কে? তৃতীয় কে? এবং সর্ব্বকনিষ্ঠই বা কে? আমি দুঃখিত হইয়া বারংবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি প্রত্যুত্তর করিতেছ না। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি বটে; কিন্তু তোমাদের নিমিত্ত মন এক মুহূর্ত্তও সুস্থির নহে।"

জরিতা মহর্ষির ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহর্ষে! জ্যেষ্ঠ পুত্রে তোমার প্রয়োজন কি? তৎকনিষ্ঠেই বা প্রয়োজন কি এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্রেই বা তোমার আবশ্যকতা কি? তুমি এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাহার নিকট গমন করিয়াছিলে, সেই চারুহাসিনী তরুণী লপিতার নিকটেই পুনর্ব্বার গমন কর।"

মন্দপাল কহিলেন, "জরিতে! স্ত্রীলোকের পুরুষান্তর-সেবন ও সপত্নীর সহিত বিবাদ করা অপেক্ষা পারত্রিকবিনাশক, বৈরাগ্নিদীপক ও উদ্বেগজনক আর কিছুই নাই। সুব্রতা সর্ব্বভূতবিশ্রুতা অরুন্ধতী বিশুদ্ধভাব, প্রিয়কারী, হিতসাধনতৎপর, সপ্তর্ষিমধ্যস্থ, মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষির মহিলান্তরসংসর্গাশঙ্কা করিয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তিনি লক্ষ্যালক্ষ্য ও অনভিরূপা হইতেছেন। আমি অপত্যদর্শনাভিলাষে আগমন করিয়াছি, তুমিও আমাকে সেইরূপ অপমান করিতেছ। পুরুষের ভার্য্যার প্রতি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু, পতিপরায়ণা কামিনীও পুত্রবতী হইলে স্বামীর প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় অনুরক্তা থাকে না।"

মহর্ষি মন্দপালের বাক্যাবসানে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় তৎসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যথোচিত পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিল এবং মহর্ষিও সাতিশয় সমাদরপূর্ব্বক স্বীয় সন্তানগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি মন্দপাল পুত্রগণের সান্ত্বনার নিমিত্ত প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে পুত্রগণ! পূর্ব্বে আমি তোমাদের রক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ হুতাশনের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও আমার প্রার্থনাবাক্য স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি অগ্নির বাক্য, তোমাদের জননীর ধর্ম্মজ্ঞতা এবং তোমাদের বীর্য্যের উপর বিশ্বাস করিয়া তৎকালে তোমাদের নিকট আগমন করি নাই, অতএব হে বৎসগণ! তোমরা আমার নৃশংসাচরণ মনে করিয়া সন্তপ্ত হইও না। ভগবান্ হুতাশন তোমাদিগকে বেদবিৎ ঋষি বলিয়া জানেন।" মহর্ষি স্বীয় পুত্রগণকে এইরূপে সান্ত্বনা করত তাহাদিগকে এবং ভার্য্যা জরিতাকে লইয়া সে প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে ভগবান্ হুতাশন প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন-সাহায্যে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করত তত্রস্থ জীবজন্তুগণের অপরিমিত বসা ও মেদ পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

তদনন্তর ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ-সমভিব্যাহারে অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, "তোমরা যে মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা দেবতাদিগেরও দুষ্কর। আমি তোমাদের পরাক্রমদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" তখন অর্জ্জুন "আমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করুন," বলিয়া দেবরাজের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র সময়নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! যে সময়ে তুমি তপস্যা দ্বারা ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিবে, আমি তৎকালে তোমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিব। হে পাণ্ডব! তুমি সেই সময়ে আগ্নেয়, বায়ব্য ও মদীয় অস্ত্র-সমুদয় লাভ করিবে।" কৃষ্ণ কহিলেন, "সুররাজ! আমি এইমাত্র বর প্রার্থনা করি, যেন অর্জ্জুনের সহিত আমার কদাচ প্রণয়-বিচ্ছেদ না হয়।" ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন।

সুররাজ এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বর প্রদান করিয়া অগ্নির অনুজ্ঞাগ্রহণপুরঃসর দেবগণ-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার সুরপুরে গমন করিলেন। ভগবান্ হুতাশন পঞ্চদশ দিবস প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া মৃগপক্ষি সমাকুল খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করত তাহাদিগের মাংস ভোজন এবং মেদ ও রুধির-পান দ্বারা পরমপরিতুষ্ট হইয়া বিরত হইলেন! পরিশেষে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে মহাবীরদ্বয়! তোমরা আমাকে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছ; এক্ষণে অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর।" ভগবান্ হুতাশনের অনুজ্ঞালাভানন্তর কৃষ্ণার্জ্জুন ও ময়দানব তিন জনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে সেই পরম-রমণীয় যমুনা নদীর উপকূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

খাণ্ডবদহনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

আদিপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আদিপর্ব্বে সপ্তবিংশত্যধিক-দ্বিশত অধ্যায় রচনা করিবেন, কিন্তু ইহাতে চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশত অধ্যায় দৃষ্ট হইতেছে; বোধ হয়, পূর্ব্বতন লিপিকরদিগের প্রমাদ বশতঃ অধ্যায়গত সংখ্যার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। অধ্যায়-সংখ্যার বৈষম্য হওয়াতে সুতরাং শ্লোক-সংখ্যারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

আসিয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষগণ অনেকানেক পুস্তকের সহিত ঐক্য করিয়া যে মূল মহাভারত মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত

মহাভারত

দ্বিতীয় খণ্ড

সভাপর্ব্ব

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত

বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা,

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা ইলেকট্রিক্ মেসিন যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮

সূচীপত্র।

সভাপর্ব্ব

সভাপর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত।

মহাভারত

সভাপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

সভাক্রিয়াপর্ব্বাধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর, সরস্বতী দেবী এবং বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ময়দানব কৃতাঞ্জলি হইয়া বাসুদেবের সন্নিধানে অর্জ্জুনের বারংবার সৎকার ও পূজা করিয়া মধুর-বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে কৌন্তেয়! আপনি ক্রোধান্বিত কৃষ্ণ এবং দহনোন্মুখ হুতাশন হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন; অতএব আজ্ঞা করুন,আপনার কি প্রত্যুপকার করিব?" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে মহাসুর! তোমার সমস্ত প্রত্যুপকার করাই হইয়াছে; তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর। তুমি আমার প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকিও, আমিও তোমার প্রতি সম্যক্ প্রীত রহিলাম।" ময় কহিল, "হে বিভো! আপনি স্বীয় মহত্ত্বানুরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা যে, প্রীতিপূর্ব্বক আপনার কিঞ্চিৎ উপকার করি। আমি দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা; কেবল আপনার গুণগ্রামের নিতান্ত বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি।" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমা দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।" তখন ময় আদেশলিপ্সু হইয়া কৃষ্ণকে অনুরোধ করিল। কৃষ্ণ তাহার আগ্রহাতিশয়-সন্দর্শনে আদেষ্টব্য বিষয়ের নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে শিল্পকর্ম্মবিশারদ! যদি তুমি নিতান্তই আমার প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানে মানস করিয়াছ, তবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এরূপ এক সভা নির্ম্মাণ কর যে, মনুষ্যগণ তাহাতে উপবেশনপূর্ব্বক সম্যক্ নিরীক্ষণ করিয়াও যেন তাহার অনুকরণ করিতে না পারে। ঐ সভাতে যেন দিব্য, মানুষ ও আসুর অভিপ্রায়-সকল স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।"

ময়দানব কৃষ্ণের অনুজ্ঞালাভে পরমাহ্লাদিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিমানসদৃশ পরম-সুন্দর সভা নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিল। এ দিকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া ময়দানবকে লইয়া দেখাইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন; ময়ও তাঁহার সমুচিত সৎকার ও তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর পাণ্ডুনন্দনগণ-সমীপে দানবদিগের বিচিত্র চরিত্রসকল বর্ণন

করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়ানুসারে পুণ্যদিনে কৃতকৌতুকমঙ্গল হইয়া পায়স ও বহুবিধ ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া সর্ব্বঋতুগুণ-সম্পন্ন দিব্যরূপ মনোহর সভাস্থলার পরিসর পঞ্চ সহস্র হস্ত পরিমাণ করিয়া লইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব পরম-প্রীত পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া কিয়দ্দিন খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিলেন। পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃষসা কুন্তী দেবীর চরণবন্দন কারলেন। ভোজরাজ-দুহিতা তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন বাসুদেব সাক্ষাৎকরণমানসে স্বীয় ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া অর্থযুক্ত, যথার্থ, হিতকর, অল্পাক্ষর ও অখণ্ডনীয় বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন; ভদ্রভাষিণী সুভদ্রাও তাঁহাকে জননী প্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য-সমুদয় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন এবং দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে তথা হইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্ বাসুদেব পঞ্চ-পাণ্ডব কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণ-পরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মাল্য, জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেবদ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া স্বপুরগমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র, ফল, পুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্যবস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাঁহাদিগকে ধনদানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুৎকৃষ্ট তিথি-নক্ষত্রযুক্ত মুহূর্ত্তে গদা, চক্র, অসি, শার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে পরিবৃত, গরুড়কেতন, বায়ুবেগগামী, কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক দারুক সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণ-দণ্ডবিরাজিত শ্বেতচামর ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করত প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল এবং সহদেব ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। শত্রুবলান্তক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণানুগত গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধযোজন গমন করিয়া শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করত 'প্রতিনিবৃত্ত হউন' বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণে পতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করত অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতীপ্রস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণকে যতক্ষণ দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহারা নিমেষশূন্য-নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে

নিতান্ত নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃষ্ণও অনুগামী মহাবীর সাত্বত এবং দারুক সারথির সহিত বেগবান্ গরুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সুহৃজ্জনপরিবৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন এবং ভ্রাতা, পুত্র ও বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণও পরমাহ্লাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা, আহুক ও যশস্বিনী মাতাকে, পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, গদ, অনিরুদ্ধ ও ভানুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ময়দানব অর্জ্জুনকে কহিল, "হে মহাভাগ! আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া এক্ষণে বিদায় হইতেছি, পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিব। পূর্ব্বকালে কৈলাসের উত্তরভাগে মৈনাক-সন্নিধানে দানবগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করেন। ঐ দানবযজ্ঞে আমি বিন্দুসরোবরসন্নিধানে মণিময় রমণীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিয়াছিলাম। যে সমস্ত দ্রব্যজাত দানবরাজ বৃষপর্ব্বার সভামণ্ডপে অবস্থাপিত ছিল, যদি এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হইয়া না থাকে, তবে গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে আগমন করিব। পরে আপনার মনঃপ্রহ্লাদিনী, যশস্বিনী, অতি বিচিত্রা, সর্ব্বরত্ন-ভূষিতা সভাস্থলী নির্ম্মাণ করিয়া দিব। আর বিন্দুসরোবরে এক গদা নিহিত রহিয়াছে, বোধ করি, দানবরাজ বৃষপর্ব্বা সংগ্রামে শত্রু সংহার করিয়া সুবর্ণমণ্ডিতা, শত্রুনাশিনী, ভারসহা, সুদৃঢ়া ঐ গদা বিন্দুসরোবরে রাখিয়া দেন। যাদৃশ গাণ্ডীব আপনার উপযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ শতসহস্র-গদা-প্রভাবশালিনী উক্ত গদাও ভীমসেনের অনুরূপ হইবে। আর বরুণপরিগৃহীত দেবদত্ত সুস্বন মহাশঙ্খও তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমি এই সমস্ত বস্তু আনিয়া নিঃসন্দেহ আপনাকে প্রদান করিব।" এই বলিয়া অর্জ্জুনের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক ময়দানব পূর্ব্বোত্তর-দিগ্বিভাগে প্রস্থান করিল এবং কৈলাসের উত্তরাংশে মৈনাক-সন্নিধানে মণিমণ্ডিত হিরণ্ময় শৃঙ্গশালী সুমহান্ এক পর্ব্বত দেখিতে পাইল। সেই স্থানেই রমণীয় বিন্দুসরোবর নিখাত রহিয়াছে। রাজা ভগীরথ ভগবতী ভাগীরথীর দর্শনমানসে বহুকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। ভূতভাবন ভগবান্ প্রজাপতি সেই স্থানেই অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞশত অনুষ্ঠান করেন। মণিময় যূপ ও হিরণ্ময় চৈত্যসকল দৃষ্টান্তরূপে তথায় রক্ষিত হয় নাই, কেবল তৎপ্রদেশের শোভা-সম্পাদনার্থই নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সেই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি তথায় প্রজা সমস্ত সৃষ্টি করিয়া শত সহস্র ভূতগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়াছিলেন। নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, যম ও স্থাণু, যুগসহস্র অতিক্রান্ত হইলে তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বাসুদেব ধর্ম্মসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অবিচ্ছেদে বহু বৎসর তথায় যজ্ঞকার্য্য সমাধান করেন। কেশবের সুবর্ণমালালঙ্কৃত যূপ ও শতসহস্রসংখ্যক ভাস্বর চৈত্যে তথাকার রমণীয় শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। ময়দানব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দানবরাজ বৃষপর্ব্বার অধিকৃত স্ফটিকময় সভানির্ম্মাণোপযোগী সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী, মহতী গদা, দেবদত্ত শঙ্খ ও কিঙ্কর এবং রাক্ষসরক্ষিত ধন সমস্ত গ্রহণ করিল।

অনন্তর মহাসুর ময় সমস্ত বস্তু সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইয়া অলোকসামান্য, ত্রিলোকবিখ্যাত, মণিময়ী সভাস্থলী নির্ম্মাণ করিল; ভীমসেনকে গদা ও অর্জ্জুনকে দেবদত্ত মহাশঙ্খ সমর্পণ করিল। ঐ শঙ্খ ধ্বনিত হইলে লোকসকল কম্পিত হইত। বর্ণনির্ম্মিত তরুরাজি-বিরাজিত সভামণ্ডপ চতুর্দ্দিকে পঞ্চসহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। পাণ্ডবসভা হুতাশন, সূর্য্য ও চন্দ্রের

সভার ন্যায় সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। তদীয় প্রভাপ্রভাবে প্রভাকরের অতি ভাস্বর প্রভাও নিতান্ত প্রতিহত হইল, তৎকালে অলোকসামান্য সেই সভা স্বীয় তেজঃপুঞ্জ দ্বারা যেন জ্বলিত হইয়া উঠিল। নবীননীরদসঙ্কাশ,অতি বিশাল, বিপুল, রমণীয়, পাপনাশক, শ্রমাপহারক, রত্নপ্রাকারমণ্ডিত, বহু-চিত্রোপশোভিত, অত্যুত্তম দ্রব্যসম্ভারশালী, বহুল-ধনসম্পন্ন, গগনব্যাপী, বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত যাদবসভা, দেবসভা ও ব্রহ্মসভাও পাণ্ডবগণের সভার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। ময়দানবের আদেশানু-সারে গগনচর, মহাঘোর, মহাকায়, মহাবল, রক্তনেত্র, শুক্তিবর্ণ, আয়ুধধারী, অষ্ট সহস্র কিঙ্কর ও রাক্ষস ঐ রমণীয় সভার রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং আবশ্যকমতে বহন করিয়া উহাকে স্থানা-ন্তরেও লইয়া যাইত। ময়দানব ঐ সভাস্থলে এক অপূর্ব্ব সরোবর প্রস্তুত করিয়াছিল, ঐ সরোবরের সোপান-পরম্পরা স্ফটিকময়, পরিসরবেদিকাসকল মণিনির্ম্মিত, জল অতি স্বচ্ছ, পঙ্কশূন্য ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত মৎস্য-কূর্ম্ম-সার্থ-সঙ্কুল। মণিময় মৃণালে পরিশোভিত ও বৈদূর্য্যপত্রে সমলঙ্কৃত বিকসিত কনক-কমল-কহ্লারজালে উহার অদ্ভুত মনোহারিণী শোভা সম্পা-দন করিয়াছিল। হংস, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গমগণ তীরে ও নীরে বিহার করিয়া জনগণের নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিল। মুক্তা-ফল ও নানাবিধ রত্নে উহার চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া-ছিল। রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সরোবর-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াও সহসা উহাকে সরোবর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। প্রত্যুত তাঁহারা অজ্ঞানতাবশতঃ সরোবরের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই সভার উভয় পার্শ্বে ফল-পুষ্প-কিসলয়োপশোভিত, নীলবর্ণ, সুশীতলচ্ছায়াসম্পন্ন, মনোরম, বহুবিধ উন্নত পাদপাবলী সন্নিবেশিত ছিল। অতি সুরভি কানন ও হংস-কারণ্ডব-চক্রবাকোপ-শোভিত পুষ্করিণী সকল সভার চারিদিকে শোভা বিস্তার করিল। সমীরণ তত্রত্য জলজ ও স্থলজ পদ্মের গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সেবা করিতে লাগিল। ময়দানব চতুর্দ্দশ মাসে রমণীয় সভা-ভূমি নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমাপ্তি-সংবাদ প্রদান করিল

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঘৃতমধমিশ্রিত পায়স, ফল, মূল, হরিণাদি মৃগমাংস, বিবিধ চোষ্য, নানাবিধ পেয় ও মিষ্টান্ন দ্বারা নানাদিগ-দেশাগত অযুতসংখ্যক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করা-ইলেন। পরে অখণ্ড বস্ত্র ও মাল্য দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন ও একৈক ব্যক্তিকে সহস্র সহস্র গোদান পূর্ব্বক সভাপ্রবেশ করিলেন। সভামধ্যে গগনস্পর্শী পুণ্যাহধ্বনি হইতে লাগিল। তৎপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বিবিধ বাদ্যবাদন ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও স্থাপন করিলেন। সভাস্থলে মল্ল, ঝল্ল, নট, বৈতালিক ও সূতসকল উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির দেবপূজা-সম্পাদন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সেই রমণীয় সভায় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। মহর্ষিগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন করিলেন। ভূপালগণ নানাদেশ হইতে আগমনপূর্ব্বক তথায় উপবিষ্ট হইলেন; আর অসিত, দেবল, সত্য, সর্পমালী, মহাশিরাঃ, অর্ব্বাবসু, সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক, বলি, বক, দণ্ড, স্থূলশিরাঃ, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, শুক, সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, তৈত্তিরি, যাজ্ঞ-বল্ক্য, সপুত্র লোমহর্ষণ, অপ্সুহোম্য, ধৌম্য, অণী-মাণ্ডব্য, কৌশিক, দামোষ্ণীষ, ত্রৈবলি, পর্ণাদ, বর-জানুক, মৌঞ্জায়ন, বায়ুভক্ষ, পারাশর্য্য, সারিক, বলী-বাক, সিনীবাক, সত্যপাল, কৃতশ্রম, জাতুকর্ণ, শিখাবান্ আলম্ব, পারিজাতক, মহাভাগ পর্ব্বত, মহামুনি মার্ক-ণ্ডেয়, পবিত্রপাণি সাবর্ণ, ভালুকি, গালব, জঙ্ঘাবন্ধু, রৈভ্য, কোপবেগ, ভৃগু, হরিবভ্রু, কৌণ্ডিল্য, বভ্রুমালী, সনাতন, কাক্ষীবান্, ঔষিজ, নাচিকেতা, গৌতম, পৈঙ্গ, বরাহ, শুনক, মহাতপাঃ শাণ্ডিল্য, কুক্কুর, বেণুজঙ্ঘ, কালাপ, কঠ ও অন্যান্য বেদবেদাঙ্গপারগ ধর্ম্মজ্ঞ জিতে-

ন্দ্রিয় বিশুদ্ধস্বভাব মহর্ষিগণ এবং ব্যাসশিষ্য আমরা তথায় অতিপবিত্র কথা কীর্ত্তন করত মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতে লাগিলাম। শ্রীমান্ মহাত্মা ধর্ম্মশীল মুঞ্জকেতু, বিবর্দ্ধন, সংগ্রামজিৎ, দুর্ম্মুখ, বীর্য্যবান্ উগ্রসেন, ক্ষিতিপতি কক্ষসেন, অপরাজিত ক্ষেমক, কাম্বোজরাজ কমঠ, বজ্রধরসদৃশ প্রভাবশালী মহাবল কম্পন, জটাসুর, মদ্রকরাজ, কুন্তি, কিরাতরাজ পুলিন্দ, পুণ্ড্রক, অঙ্গ, বঙ্গ, [illegible], পাণ্ড্য, উড্ররাজ, সুমিত্র, শত্রুঘাতী শৈব্য, কিরাতরাজ সুমনা, যবনাধিপতি চাণূর, দেবরাত, ভীমরথ, ভোজ, শ্রুতায়ুধ, কালিঙ্গ, জয়সেন, মাগধ, সুকর্ম্মা, চেকিতান, শত্রুমর্দ্দন পুরু, কেতুমান্, বসুদান, বৈদেহ, কৃতক্ষণ, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, মহাবল শ্রুতায়ু, দুর্দ্ধর্ষ অনূপরাজ, সুদর্শন, ক্রমজিত, শিশুপাল, পুত্র করূষাধিপতি, বৃষ্ণিবংশীয় দেবরূপী কুমারগণ, আহুক, বিপৃথু, গদ, সারণ, অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, শিনীপুত্র সত্যক, ভীষ্মক, আকৃতি, বীর্য্যবান্ দ্যুমৎসেন, ধনুর্দ্ধর কেকেয়বর্গ, যজ্ঞসেন, সৌমকি, কেতুমান্, বসুমান্ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ সভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত রাজকুমার মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদিগের সতীর্থ রৌক্মিণেয়, সাম্ব, যুযুধান, সাত্যকি, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, শৈব্য প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ এবং ধনঞ্জয়ের সখা তুম্বুরু তথায় উপস্থিত হইলেন। গীতবাদ্যবিশারদ তানলয়কুশল অমাত্য-সমবেত চিত্রসেন এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও কিন্নরগণ তুম্বুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তানলয়-বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে সঙ্গীত করিয়া পাণ্ডুনন্দন ও মহর্ষিগণের প্রীতিসম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপাসনা করিতে লাগিলেন। যাদৃশ স্বর্গে দেবতারা ব্রহ্মাকে আরাধনা করেন, সেইরূপ সেই সত্যসন্ধ সভার সকলে সমাসীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

সভাক্রিয়াপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

লোকপাল-সভাখ্যানপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহানুভব পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় অধ্যাসীন হইলে, দেবর্ষি নারদ পারিজাত, রৈবত, সুমুখ, সৌম্য প্রভৃতি কতিপয় তেজঃপুঞ্জ ঋষি সমভিব্যাহারে ভুবনতলে বিচরণ করিতে করিতে সভায় উপনীত হইলেন। তিনি সমস্ত বেদ, উপনিষদ, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ-সমুদয় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তাঁহার মত রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি-পারদর্শী আর দৃষ্ট হইত না, তিনি প্রগল্‌ভ স্মৃতিমান্, প্রমাণনিষ্ঠ কবি ও পুরাকল্পবিশেষবিৎ ছিলেন; ষাড়্গুণ্য-প্রয়োগবিষয়ে তাঁহার তুল্য কেহই ছিলেন না। ফলতঃ তাদৃশ সন্ধিবিগ্রহ-কার্য্যকুশল ব্যক্তি সে সময়ে অতীব বিরল ছিল। তিনি অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন, মেধাবী এবং ন্যায়বান্ ছিলেন। শিষ্যমণ্ডলীকে কিরূপে জ্ঞানোপদেশ ও কার্য্যোপদেশ প্রদান করিতে হয়, তাহা তিনিই যথার্থ জানিতেন। তাঁহার ন্যায় সদস্য ও যুদ্ধগান্ধর্ব্বসেবী আর দৃষ্টিগোচর হইত না, তিনি বৃহস্পতি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারিতেন; তাঁহার নিকট বাক্যের গুণ-দোষ-বিবেচনা হইত। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গই যথাবিধি সেবা করিয়াছিলেন; যোগবলে ত্রিলোক সর্ব্বক্ষণ তাঁহার প্রত্যক্ষ হইত এবং অতীত ও অনাগত কাল বর্ত্তমানের ন্যায় দেখিতে পাইতেন।

দেবর্ষি সভাসীন পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা ধর্ম্মরাজের পূজা ও সৎকার করিলেন। নারদকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার অনুজগণ সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত-পুরঃসর বসিতে আসন প্রদান করিয়া গো, সুবর্ণ, মধুপর্ক, অর্ঘ এবং অন্যান্য অভিলষিত বস্তু দ্বারা তাঁহার যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। মহর্ষি রাজার সৎকারে সম্যক প্রসন্ন হইয়া ধর্ম্মকামার্থযুক্ত বাক্যে

তাহাকে জিজ্ঞাসাচ্ছলে উপদেশ করিতে লাগিলেন, "মহারাজ! অর্থচিন্তায় নিরত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ত বিস্মৃত হয়েন না? সুখাতুভবে অত্যন্ত ব্যাসক্ত হইয়া মনকে ত একেবারে দূষিত করেন না? ত্রিবর্গসেবায় ত ভবদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত রত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন? অর্থলুব্ধ হইয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনে ত বিরক্তি প্রকাশ করেন না? ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া অর্থচিন্তায় ত একান্ত নিরত হয়েন না? অবিশ্রান্ত কামরসাস্বাদ দ্বারা আপনার ধর্ম্মার্থের ত হানি হইতেছে না? উচিত সময়ে ত উহাদিগের যথাবিধি সেবা করিয়া থাকেন? সপ্ত উপায়, গুণষট্ক ও স্বপরপক্ষের বলাবল ত সম্যক্ পর্য্যালোচিত হইয়া থাকে? কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতুনির্ম্মাণ, আয়ব্যয়শ্রবণ, পৌরকার্য্যদর্শন ও জনপদপর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হয়? তোমার সপ্তপ্রকৃতি ত কুশলে রহিয়াছে? তাহারা ত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন? তাহাদিগের ত প্রভুভক্তির লঘুতা দৃষ্ট হয় না? তাহারা ত ব্যসনে লিপ্ত নহে? নিঃশঙ্কচিত্ত কপটদূতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যদিগের গূঢ়মন্ত্রণা-সকল ভেদ করিতে পারে না? মিত্র, উদাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি সমস্ত আপনি ত বুঝিয়া থাকেন? যথাকালে সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে ত প্রবৃত্ত হয়েন? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ, বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সৎকুলজাত, অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হয়? কারণ, মন্ত্রণা জয়লাভের অদ্বিতীয় হেতু; অতএব আপনি ত রাজ্যরক্ষার্থে সংবৃতমন্ত্র শাস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অমাত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন? বিপক্ষেরা ত আপনার রাজ্য আক্রমণ ও বিলুণ্ঠনে সমর্থ নহে? যথাকালে ত নিদ্রিত ও জাগরিত হন? অপর, রাত্রিতে ত অর্থচিন্তা করিয়া থাকেন? একাকী অথবা বহুজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না? মন্ত্রীর মত ত জনপদমধ্যে অপ্রচারিত থাকে? স্বল্পায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন? আলস্যপরতন্ত্র হইয়া তাদৃশ কার্য্যে কখন ত বিঘ্নোৎপাদন করেন না? কৃষীবলেরা ত আপনার পরোক্ষে প্রকৃতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে? কারণ, প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই। অনারব্ধ কার্য্যের পরীক্ষার্থে ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষকসকল ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন? যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ বীরপুরুষ দ্বারা কুমারদিগকে ত যুদ্ধশিক্ষা করাইতেছেন? সহস্র মূর্খবিনিময় দ্বারা একজন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন? কারণ, কোন প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন। দুর্গসকল ত ধন, ধান্য, উদক ও যন্ত্রে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন? তথায় শিল্পিগণ ও ধনুর্দ্ধর পুরুষ সকল সর্ব্বদা ত সতর্কতাপূর্ব্বক কালযাপন করে? একজন মেধাবী, শূর, দান্ত, বিচক্ষণ অমাত্য রাজা এবং রাজপুত্রকে রাজলক্ষ্মীর প্রণয়াস্পদ করিতে পারেন। মহারাজ! গূঢ় চরদ্বারা শত্রুপক্ষীয় চরস্থান ত বিশিষ্টরূপ অবধান হইয়া থাকেন? অপ্রমত্ত হইয়া বিপক্ষবর্গের অজ্ঞাতসারে ত তাহাদিগের কার্য্যসকল নিরীক্ষণ করেন? বিনয়সম্পন্ন, অসূয়াশূন্য, সৎকুলজাত বহুশ্রুত ব্যক্তিকে ত সৎকার করিয়া পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছেন এবং বিধিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, সরল ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকে ত হোমকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন? আপনার দৈবজ্ঞ ত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ, রাজ্যাঙ্গকুশল ও সর্ব্বপ্রকার উৎপাতগণনায় সক্ষম? আপনি কার্য্যের লাঘব-গৌরব বিবেচনা করিয়া ত লোকসকলকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন? প্রধান ভৃত্যের প্রতি প্রধান, মধ্যমের প্রতি মধ্যম এবং নিকৃষ্টের প্রতি ত নিকৃষ্ট কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়াছেন? পিতৃপিতামহাগত শুচিস্বভাব বৃদ্ধ সচিবেরাই ত শ্রেষ্ঠ কার্য্যসম্পাদনে নিযুক্ত আছে? প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না? যাজকেরা পতিত ব্যক্তিকে যেমন অবজ্ঞা করেন এবং প্রমদারা যেমন তীক্ষ্ণস্বভাব কামপরতন্ত্র পতিকে অনাদর করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনার রাজ্যশাসনকারী মন্ত্রিগণ ত আপনাকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে না? মহাকুলপ্রসূত, প্রগল্ভ, শৌর্য্যবীর্য্য-গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন, কার্য্যদক্ষ ও

প্রভুপরায়ণ ব্যক্তিকেই ত সেনানীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন? সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ, প্রবলপরাক্রান্ত, সচ্চরিত্র, সাহসী সৈনিক পুরুষদিগকে ত যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগের বেতনাদিপ্রদানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট-ঘটনা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে। সৎকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত আপনার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে? তাহারা ত আপনার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণপরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে? সমস্ত রণকার্য্যনির্ব্বাহার্থে একজন শাসনাতিগ যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে ত নিযুক্ত করেন না? যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পুরুষকার-দ্বারা প্রভুকার্য্য সুসম্পন্ন করে, তাহা হইলে সে ত আপনার নিকট সম্যক্ পুরস্কৃত ও সমধিক সম্মানিত হইয়া থাকে? জ্ঞানালোকসম্পন্ন, কৃতবিদ্য, অতি বিনীত গুণবান্ ব্যক্তিকে ত যথোচিত ধনদান করেন? মহারাজ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত ও মৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গকে ত ভরণ-পোষণ করিতেছেন? ক্ষীণ-বল বা যুদ্ধে পরাজিত শত্রু ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইলে তাহাকে ত পুত্রনির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন? শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র, কোষ ও ভৃত্য ত্রিবিধ বল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন? যেমন পিতা-মাতা সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তদ্রূপ আপনিও ত সমদৃষ্টিতে সমুদ্রমেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন? সৈন্যগণের ব্যবসায় ও জয়লাভ-সামর্থ্য বুঝিয়া তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদানপূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন? পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে ত যথাযোগ্য ধন দান করেন? স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মপরাজয় পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র প্রমত্ত বিপক্ষদিগকে ত পরাজয় করিতেছেন? যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ত যথাবিধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন? বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন অধিকার ত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন? অষ্টাঙ্গযুক্ত বলমুখ্য সুশিক্ষিত আপনার চতুরঙ্গিণী সেনা ত শত্রুপরাজয়ে সক্ষম হইয়াছে? পররাষ্ট্রের শস্যচ্ছেদন ও শস্য-সংগ্রহকাল উপেক্ষা করিয়া শত্রুহিংসায় ত প্রবৃত্ত হয়েন? অর্থ-চিন্তার নিমিত্ত আপনার অধিকৃত পুরুষেরা ত স্বরাজ্য ও পররাজ্যে নিযুক্ত হইয়া তৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে? তাহারা ত বিসংবাদী হইয়া পরস্পরের মন্ত্রণা প্রকাশিত করে না? ভৃত্যেরা ত ত্বদীয় বশবর্ত্তী হইয়া খাদ্যসামগ্রী, গাত্রমার্জ্জন-বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য সকল রক্ষা করিয়া থাকে? আপনাতে অনুরক্ত কর্ম্মচারিগণ ধান্যাগার, বাহন, দ্বার, আয়ুধ ও আয় ইত্যাদির ত সম্যক্ তত্ত্বাবধান করে? আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্যজনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয়লোক হইতে তাহাদিগকে এবং তাহাদের পরস্পর হইতে পরস্পরকে ত রক্ষা করিয়া থাকেন? আপনার আয়ের চতুর্থ ভাগ, অর্দ্ধ ভাগ বা ত্রিভাগ দ্বারা নিজ ব্যয় ত নির্ব্বাহ করেন? বৃদ্ধলোক, জ্ঞাতিবর্গ, গুরুজন, বণিক্, শিল্পী, আশ্রিত, দীন, দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে ধন-ধান্যপ্রদান দ্বারা ত অনুগ্রহ করিয়া থাকেন? আয়-ব্যয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয়ব্যয়সকল পূর্ব্বাহ্নে ত নিরূপণ করিতেছে? বিষয়কর্ম্মচতুর, হিতৈষী কর্ম্মচারিগণ অকৃতাপরাধে আপনার নিকট ত পদচ্যুত হইতেছে না? অধিকৃবর্গের তারতম্য পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ত তদনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন? লুব্ধ, চৌর, বৈরী বা অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি ত্বদীয় কার্য্যে ত নিয়োজিত হয় না? তস্কর, লুব্ধক, কুমারগণ বা স্ত্রীদিগের প্রবলতা অথবা স্বয়ং রাষ্ট্রপীড়া ত উৎপন্ন করেন না? রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে? রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবর-সকল ত নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টি-নিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন

হইয়াছে? কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অপ্রতুল নাই? আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে ত শতচতুর্থাংশ বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋণ প্রদান করিয়া থাকেন? সাধুলোক দ্বারা আপনার বার্ত্তাসকল ত সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইতেছে? কারণ, তদ্গুণে লোকে সুখী হইয়া থাকে। জনপদস্থ সমস্ত প্রাজ্ঞ বীরপুরুষেরা ত মহারাজের হিতচিন্তায় তৎপর রহিয়াছেন? নগররক্ষার নিমিত্ত পল্লীগ্রামসকল নগরের ন্যায় এবং ঘোষপল্লী পল্লীগ্রামের ন্যায় ত করিয়া রাখিয়াছেন? নগরাদি ত আপনার সম্যক বশংবদ রহিয়াছে? তস্করেরা ত ভবদীয় বিষয়ে সম বিষম স্থলে দলবদ্ধ হইয়া নগরের অনিষ্ট উৎপাদনে সমর্থ হইতেছে না? প্রমদাগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদিগকে ত সমুচিত সান্ত্বনা করিয়া থাকেন? বিশ্বাস করিয়া ত তাহাদিগের নিকটে কোন গুহ্যকথা ব্যক্ত করেন না? কোন অমঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া স্রক্চন্দনাদি প্রিয়বস্তুর উপভোগসুখে ত নিরত হয়েন না? রজনীর প্রথম দুই প্রহর নিদ্রায় অতিবাহন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পশ্চিম-নিশায় ত ধর্ম্মার্থ চিন্তা করিয়া থাকেন? হে মহারাজ! প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন? আপনার শরীররক্ষার্থে রক্তাম্বরধারী অলঙ্কৃত রক্ষকেরা ত খড়্গধারণপূর্ব্বক উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে? যমের ন্যায় আপনার নিকটে ত পূজার্হ ব্যক্তি সমুচিত পূজা ও দণ্ডার্হ ব্যক্তি সমুচিত দণ্ড লাভ করে? কে প্রিয়, কে অপ্রিয়, তাহা ত সম্যক্রূপে পরীক্ষা করিয়া চলেন? শারীরিক পীড়া হইলে নিয়ম ও ঔষধ-সেবন দ্বারা ত তাহার প্রতীকার-বিধান করিয়া থাকেন? মানসিক পীড়া হইলে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত সতত আলাপ করিয়া ত স্বাস্থ্য লাভ করেন? আপনার বৈদ্যগণ ত অষ্টাঙ্গ চিকিৎসাবিদ্যায় বিশারদ, সুহৃদ্ ও অনুরক্ত? আপনি ত লোভ, মোহ ও অভিমানরহিত হইয়া অর্থি-প্রত্যর্থিদিগের কার্য্য দর্শন করেন? লোভ, মোহ, বিশ্রম্ভ অথবা প্রণয়ের বশীভূত হইয়া ত আশ্রিত লোকদিগের গতিরোধ করেন না? পৌরবর্গ ও জনপদবাসী লোকেরা ত মিলিত হইয়া শত্রুর নিকট হইতে বিত্ত গ্রহণপূর্ব্বক আপনার সহিত বিরোধ উপস্থিত করিতেছে না? বলপ্রয়োগ ও মন্ত্র দ্বারা কাহার ত একেবারে সর্ব্বনাশ হইতেছে না? প্রধান প্রধান রাজগণ ত আপনার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত? তাঁহারা ত ভবদীয় সমাদরের বশীভূত হইয়া উপকারার্থে প্রাণপরিত্যাগ করিতেও সম্মত হয়েন? আপনি ত সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ে গুণ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের ও সজ্জনদিগের পূজা করিয়া থাকেন? কারণ, উহা আপনার মোক্ষহেতু ও মঙ্গলবিধায়িনী। মহারাজ! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষাচরিত ত্রয়ীমূলক ধর্ম্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছেন? সুস্বাদ অন্নপান দ্বারা গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে ত ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন? একাগ্রচিত্ত হইয়া ত বাজপেয় ও পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যত্নবান হয়েন? গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, দেবতা, তাপসগণ, চৈত্যবৃক্ষ ও শুভফলপ্রদ ব্রাহ্মণদিগকে ত নমস্কার করিয়া থাকেন? আপনি ত শোক ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হয়েন না? লোকসকল মাঙ্গল্যবস্তু হস্তে লইয়া ত আপনার পার্শ্বে অবস্থিতি করে? হে মহারাজ! আপনার বুদ্ধি ও ক্রিয়া ত মদীয় প্রশ্নের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছে? কারণ, এরূপ হইলে উভয়েই আয়ুষ্য, যশস্য ও ধর্ম্মকামার্থদর্শিনী হইবে। এতদনুসারে কার্য্য করিলে রাজ্যের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না, রাজাও পৃথিবী জয় করিয়া পরমসুখে কালযাপন করেন। লোভান্ধ অনভিজ্ঞ ত্বদীয় অধিকৃত লোক কর্ত্তৃক চৌরাপবাদগ্রস্ত আর্য্যচরিত বিশুদ্ধস্বভাব শুচি ব্যক্তি নিধনদণ্ডে ত দণ্ডিত হয়েন না? দুষ্ট, অহিতকারী, কদর্য্যস্বভাব, দণ্ডার্হ তস্কর লোপ্ত্রসহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে ত ক্ষমালাভে সমর্থ হয় না? নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকারত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থজ্ঞ

ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গলকার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ ত আপনি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছেন? উক্ত চতুর্দ্দশ রাজদোষ বদ্ধমূল ভূপালদিগকেও উন্মূলিত করে। আপনার বেদাধ্যয়ন ত সফল হইয়াছে? ধনোপার্জ্জনের ত সার্থকতা লাভ করিয়াছেন? দারপরিগ্রহের ত ফললাভ হইয়াছে এবং বিদ্যাশিক্ষাও ফলবতী বটে?'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে তপোধন! আপনি যে আমার বেদাধ্যয়নাদির সফলতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎসমস্ত কিরূপে সফল হয়?" নারদ কহিলেন, "মহারাজ! বেদাধ্যয়নের ফল অগ্নিহোত্র; ধনোপার্জ্জনের ফল দান ও ভোজন; দারপরিগ্রহের ফল রতিক্রীড়া ও অপত্যোৎপাদন; বিদ্যাশিক্ষার ফল সুশীলতা ও সদ্ব্যবহার।" মহাতপাঃ মুনিবর এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে রাজন্! লাভপ্রত্যাশায় দূরদেশ হইতে সমাগত বণিক্‌গণের নিকট আপনার শুল্কোপজীবী রাজপুরুষেরা ত যথোক্ত শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকে? সেই সকল বণিকেরা ত সর্ব্বত্র সম্মানিত হয় এবং ত্বদীয় লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া ত পণ্যদ্রব্য আনয়ন করে? আপনি ত অবহিত হইয়া ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধ পুরুষদিগের ধর্ম্মার্থযুক্ত উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া থাকেন? কৃষিতন্ত্র, গো, পুষ্প, ফল ও ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে ত ঘৃত-মধু-প্রদান দ্বারা আপ্যায়িত করেন? শিল্পকারদিগকে ত উপকরণসামগ্রীসকল নিয়ত প্রদান করিয়া থাকেন? হে মহারাজ! কৃতোপকার ত স্মরণ করিয়া রাখেন? সৎকর্ম্ম করিলে তাহাকে ত প্রশংসা ও সাধুগণমধ্যে সমাদরপূর্ব্বক সৎকার করিয়া থাকেন? হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতির লক্ষণসকল ত শিক্ষা করিয়াছেন? গৃহে বসিয়া ত ধনুর্ব্বেদের লক্ষণ ও নগরযন্ত্রসূত্র সম্যক্‌রূপ অভ্যাস করেন? মহারাজ! শত্রুনাশক সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র, ব্রহ্মদণ্ড ও বিষযোগ ত আপনার বিদিত রাখিয়াছেন? অগ্নি, ব্যাল, রোগ ও ক্ষোভ হইতে ত স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকেন? অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন ও প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন? নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মার্দ্দব ও দীর্ঘসূত্রতা এই ছয়টি অনর্থ ত একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন?" মহাত্মা কুরুসত্তম যুধিষ্ঠির, দেবর্ষির এবংপ্রকার উপদেশবাক্য শ্রবণানন্তর পরম-পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, "হে তপোধন! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধিবৃত্তি পুনর্ব্বার প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল।" রাজা দেবর্ষিসমক্ষে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলেন, তদনুরূপ কার্য্যও করিতে লাগিলেন এবং অচিরকালমধ্যে সাগরাম্বরা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইলেন। নারদ কহিলেন, "মহারাজ! যিনি এইরূপে চতুর্ব্বর্গরক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, তিনি ইহলোকে পরমসুখে বিহার করিয়া চরমে ইন্দ্রসালোক্য প্রাপ্ত হয়েন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "হে মহারাজ! ব্রহ্মর্ষি নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক তদীয় উত্তরস্বরূপ আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্! আপনি যে ধর্ম্মনিশ্চয় উপদেশ করিলেন, তাহা ন্যায়ানুগত বটে, আমি সাধ্যানুসারে এতদনুরূপ করিয়া থাকি। পূর্ব্বকালে ভূপালগণ ন্যায়তঃ সংগৃহীতার্থ যে সমস্ত অর্থবৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিতেন, আমিও সেইরূপ করিতেছি। আর তাঁহারা যে সকল সৎকর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাহা আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু অনিয়তাত্মতা প্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারি না।"

যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে বিশ্রান্ত দেখিয়া রাজগণমধ্যে সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক যথাযোগ্য সময়ে কহিলেন, "ভগবন্! আপনি অপ্রতিহতগতিপ্রভাবে ব্রহ্মনির্ম্মিত অনেকানেক লোক সন্দর্শন করত পর্য্যটন করিতেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন স্থানে আমা-

দিগের এই অপূর্ব্ব সভার তুল্য বা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না, অনুগ্রহপূর্ব্বক কহিয়া চরিতার্থ করুন।" মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে ও মধুর বচনে কহিলেন, "মহারাজ! তোমার এই মণিময়ী সভাসদৃশী দ্বিতীয় সভা মনুষ্যলোকে দর্শন বা শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে যদি তোমার শ্রবণবাসনা বলবতী হয়, তবে পিতৃরাজ যম, ধীমান্ বরুণ, দেবরাজ ইন্দ্র ও কৈলাসনিবাসী কুবেরের সভা কীর্ত্তন করিব। ভগবান্ ব্রহ্মার দিব্যাভিপ্রায়োপেত বিশ্বরূপিণী ক্লমাপহারিণী দিব্য এক সভা আছে, আমি সেই সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সভা দেবগণ, পিতৃলোক, সাধ্যসমূহ এবং শান্ত যতাত্মা যাজ্ঞিকবর্গ, শান্তশীল বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবন্! সেই সমস্ত সভা কিরূপ বিস্তীর্ণ ও আয়ত এবং তাহাতে কতই বা দ্রব্যজাত রহিয়াছে? পিতামহ ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত যম, বরুণ ও কুবের স্ব স্ব সভায় আসীন হইলে কে কে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিয়া থাকেন? আপনি এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত কুতূহল হইয়াছে।" মহর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি ক্রমশঃ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

সপ্তম অধ্যায়

নারদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্র বহু প্রযত্নসহকারে বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা আপন সভা নির্ম্মাণ করান। ঐ সভার প্রভা সূর্য্যের ন্যায়, উহা শত যোজন বিস্তীর্ণ, সার্দ্ধ শত যোজন দীর্ঘ ও পঞ্চ যোজন উন্নত। উহা শূন্যমার্গে স্থিত এবং যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে। উহাতে জরা, শোক, ক্লম, আতঙ্ক প্রভৃতি কিছুই নাই। মধ্যে মধ্যে উত্তমোত্তম গৃহ, আসন ও দিব্য পাদপ সমুদয় শোভা পাইতেছে। অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন শ্রীমান্ যশস্বী অমররাজ ইন্দ্র দিব্য কিরীট, দিব্যাম্বর, লোহিতাঙ্গদ ও বিচিত্র মাল্য ধারণপূর্ব্বক শচী-সমভিব্যাহারে ঐ সভায় মহার্হ আসনে উপবিষ্ট থাকেন।

গৃহবাসী যাবতীয় দেবগণ ও দিব্যরূপধারী দিব্যালঙ্কার-শোভিত সিদ্ধ ও সাধ্যগণ, হেমমাল্যধারী, তেজস্বী মরুদ্গণ, অন্যান্য দেবগণ এবং অমল, পাপরহিত, অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান, তেজস্বী ও শোকজ্বররহিত দেবর্ষিগণ অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে প্রত্যহ ঐ সভায় আগমন করিয়া মহেন্দ্রের উপাসনা করেন। মহর্ষি পরাশর, পর্ব্বত, সাবর্ণি, গালব, শঙ্খ, গৌরশিরাঃ, ক্রোধন দুর্ব্বাসা, শ্যেন, দীর্ঘতমা, পবিত্রপাণি যাজ্ঞবল্ক্য, ভালুকি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, তাণ্ড্য, ভাণ্ডায়নি, হবিষ্মান্, গরিষ্ঠ, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, হৃদ্য, উদরশাণ্ডিল্য, পারাশর্য্য, কৃষীবল, বাতস্কন্ধ, বিশাখ, বিধাতা, কাল, করালদন্ত, ত্বষ্টা, বিশ্বকর্ম্মা ও তুম্বুরু এবং অযোনিজ ও যোনিজগণ, বায়ুভক্ষসকল ও হুতাশী সমুদয় সর্ব্বলোকেশ্বর পুরন্দরের উপাসনা করেন। সহদেব, সুনীথ, মহাতপাঃ বাল্মীকি, সত্যবাক্ শমীক, সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রচেতাঃ, মেধাতিথি, বামদেব, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরুত্ত, মরীচি, মহাতপাঃ স্থাণু, কাক্ষীবান্, গৌতম, তার্ক্ষ্য, মহর্ষি বৈশ্বানর, কালকবৃক্ষীয়, অশ্রাব্য, হিরণ্ময়, সংবর্ত্ত, দেবহব্য, বীর্য্যবান্ বিশ্বক্সেন, দিব্য অপ্ সমুদয়, ওষধিসকল, শ্রদ্ধা, মেধা, সরস্বতী, অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, বিদ্যুৎ সমুদয়, জলপ্রবাহ, মেঘগণ, বায়ুগণ, স্তনয়িত্নুগণ, পূর্ব্বদিক্, যজ্ঞবাহ সপ্তবিংশতিসংখ্যক পাবকগণ, অগ্নিসমবেত সোম, ইন্দ্রসমবেত অগ্নি, মিত্র, সবিতা, অর্য্যমা, ভগ, বিশ্বদেবগণ, গুরু, সাধ্যগণ, শুক্র, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, সুমনাঃ, তরুণ, যজ্ঞসকল, দক্ষিণাসকল, গ্রহগণ, তারাসমুদয় ও যজ্ঞবাহ মন্ত্রগণ ঐ সভায় সমুপস্থিত থাকেন। অপসরোগণ ও মনোরম গন্ধর্ব্বসকল বিবিধ নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, মঙ্গলস্তুতিপাঠ ও বিক্রমপ্রকাশ দ্বারা বলবৃত্রনিসূদন ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেন। তেজস্বী ব্রহ্মর্ষিগণ, হুতাশনের ন্যায় জাজ্বল্যমান রাজর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণ দিব্যমাল্যাদি ধারণপূর্ব্বক চন্দ্র-

সদৃশ মনোরম বিমানে আরোহণ করত সর্ব্বদা ঐ সভায় যাতায়াত করেন। বৃহস্পতি ও শুক্র তথায় নিত্য সমুপস্থিত হয়েন। চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ও ব্রহ্মার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এই সমস্ত ব্যক্তি, অন্যান্য মহাত্মগণ, ভৃগু ও সপ্তর্ষিমণ্ডল তথায় আগমন করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমি এই নলিনরাজিবিরাজিত ইন্দ্রসভা পূর্ব্বে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক্ষণে যমের সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

অষ্টম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে মহারাজ! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বৈবস্বত যমের যে সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছি, অবহিত হউন। ঐ কামরূপিণী, সূর্য্যসদৃশ তেজঃসম্পন্ন, নাতিশীতোষ্ণা, মনোহারিণী সভা শত যোজন বিস্তীর্ণ। উহাতে শোক, জরা, ক্ষুধা, পিপাসা, দৈন্য, ক্লম প্রভৃতি কোন অপ্রিয়ই নাই। তথায় দিব্য, মর্ত্ত্য, কাম্য, যাবতীয় বস্তু, সরস সুস্বাদু মনোহর প্রচুর চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি ভক্ষ্য-দ্রব্য, সুগন্ধি মাল্য, কামফল পাদপাবলী এবং সুস্বাদ শীত ও উষ্ণ সলিল সমুদয় সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছে।

হে রাজন্! পরম পবিত্র রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণ ঐ সভায় আগমন করিয়া হৃষ্টচিত্তে যমের উপাসনা করেন। যযাতি, নহুষ, পূরু, মান্ধাতা, সোমক, নৃগ, রাজর্ষি ত্রসদস্যু, কৃতবীর্য্য, শ্রুতশ্রবাঃ, বেগ, অরিষ্টনেমি, সিদ্ধকৃতবেগ, কৃতি, নিমিষ, প্রতর্দ্দন, শিবি, মৎস্য, পৃথুলাক্ষ, বৃহদ্রথ, বার্ত্ত, মরুত্ত, কুশিক, সাঙ্কাশ্য, সাঙ্কৃতি, ধ্রুব, চতুরশ্ব, সদশ্বোর্ম্মি, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, সুরথ, ভরত, সুনীত, নিশঠ, নল, সুমনাঃ, দিবোদাস, অম্বরীষ, ভগীরথ, ব্যশ্ব, সদশ্ব, বধ্র্যশ্ব, বেগবান্ পৃথুশ্রবাঃ, বসুমনাঃ, মহাবল ক্ষুপ, বৃহদগু, বৃষসেন, মহারথ দিলীপ, মহাত্মা উশীনর, ঔশীনর, পুণ্ডরীক, শর্য্যাতি, শুদ্ধাত্মা শরভ, অঙ্গ, রিষ্ট, বেণ, দুষ্মন্ত, সৃঞ্জয়, জয়, ভাঙ্গাসুরি, সুনীথ, নিষদ, বহীনর, করন্ধম, বাহ্লীক, সুদ্যুম্ন, মহাবল মধু, ঐল, মরুত্ত, কপোতরোমা, তৃণক, সহদেব, অর্জ্জুন, সাশ্ব, কৃশাশ্ব, মহারাজ শশবিন্দু, দাশরথি রাম, লক্ষ্মণ, অলর্ক, কক্ষসেন, গয়, গৌরাশ্ব, জামদগ্ন্য রাম, নাভাগ, সগর, ভূরিদ্যুম্ন, মহাশ্ব, পৃথ্বশ্ব, জনক ভূপতি বৈণ্য, বারিষেণ, পুরুজিৎ, জনমেজয়, ব্রহ্মদত্ত, ত্রিগর্ত্ত, রাজা উপরিচর, ইন্দ্রদ্যুম্ন, গৌরপৃষ্ঠ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, নল, গয়, পদ্ম, মুচকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, পৃথুনাশ, প্রসেনজিৎ, অরিষ্টনেমি, সুদ্যুম্ন, অষ্টক, মৎস্যবংশীয় শত নরপতি, নীপবংশীয় শত ভূপাল, হয়বংশীয় শত রাজা, ধৃতরাষ্ট্র-বংশীয় শত জন, জনমেজয়বংশীয় অশীতি জন, ব্রহ্মদত্ত-বংশীয় শত জন, ঈরিবংশীয় শত জন, ভীষ্মবংশীয় দ্বিশতজন, ভীমবংশীয় শত জন, প্রতিবিন্ধ্যকবংশীয় শত জন, নাগবংশীয় শত জন, পলাশবংশীয় শতজন ও কুশকাশ প্রভৃতি শত জন এবং রাজেন্দ্র শান্তনু, তোমার পিতা পাণ্ডু, উশঙ্গব, শতরথ, দেবরাজ, জয়দ্রথ, মন্ত্রিসমবেত বুদ্ধিমান্ রাজর্ষি বৃষদত্ত ও অনেকানেক ভূরিদক্ষিণ মহৎ অশ্বমেধানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গগত শশবিন্দুবংশীয় সহস্র সহস্র জন ঐ সভায় গমন করিয়া ভগবান্ যমের উপাসনা করেন। হে রাজন্! এই সমস্ত রাজর্ষিগণ পরমপবিত্র, কান্তিমান্ ও বহুশ্রুত। অগস্ত্য, মতঙ্গ, কাল, মৃত্যু, যজ্ঞাসকল, সিদ্ধগণ, যোগশরীরী এবং মূর্ত্তিমান্ অগ্নিষ্বাত্তা, ফেনপ, উষ্মপ, স্বধাবান্, বর্হিষদ প্রভৃতি পিতৃগণ, কালচক্র, সাক্ষাৎ ভগবান্ বহ্নি, দুষ্কৃতকর্ম্মা মনুষ্যগণ, দক্ষিণায়ন, মৃত্যুগণ, কালনয়নে নিযুক্ত যমের পুরুষগণ, শিংশপ পালাশ সমুদয় ও কাশকুশাদি সকল ঐ সভায় ভগবান্ যমের উপাসনা করেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকে আসিয়া ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নামের ও কর্ম্মের সংখ্যা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে কুন্তিনন্দন! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বহুকাল তপস্যা করিয়া ঐ পরম রমণীয় সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভা যথেচ্ছা গমন করিতে পারে, উহাতে ভয়ের সম্পর্ক নাই এবং উহা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যেন সতত প্রজ্বলিত হইতেছে।

হে রাজন্! উগ্রতপাঃ, সুব্রত, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব, বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র ও শূন্যাসান সন্ন্যাসিগণ এবং ভাস্বরকলেবর, দিব্যাম্বর, বিচিত্রাঙ্গদ চিত্রমাল্য, উজ্জ্বল কুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে ভূষিত, পুণ্যশালী অপ্সরা

ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় গমন করিয়া থাকে। নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, পুণ্য, গন্ধ ও শব্দ এবং দিব্য মাল্যসমুদয় তথায় সতত সমুপস্থিত থাকে। সহস্র সহস্র দিব্যরূপ-ধারী মনস্বী ধার্ম্মিকগণ মহাত্মা যমের উপাসনা করেন। হে মহারাজ! মহাত্মা ধর্ম্মরাজের সভা এই প্রকার, এক্ষণে নলিনমালাশালিনী বরুণের সভা বর্ণন করিব।

নবম অধ্যায়।

দেবর্ষি নারদ কহিলেন, মহারাজ! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বরুণের অসীম প্রভাবসম্পন্ন, অত্যুন্নত ও শুক্ল প্রাকার-পরিবেষ্টিত যমসভার ন্যায় আয়ত এক অপূর্ব্ব সভা সলিলমধ্যে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভা ফলপুষ্পোপশোভিত রত্নময় রমণীয় বৃক্ষমালায় অলঙ্কৃত এবং নীল, সিত, লোহিত, কৃষ্ণ, শ্যামবর্ণ বিতানে ও মঞ্জরীজালধারী গুল্মসকলে সমাচ্ছন্ন। তথায় বিপুলকলেবর সুমধুর স্বরসংযোগশালী শত সহস্র অনির্দ্দেশ্য বিবিধ বিহগগণ ইতস্ততঃ বিহার করিতেছে। সেই সভাস্থলী নাতিশীতোষ্ণ ও সুখস্পর্শ-বিশিষ্ট, বেশ্মাবলী ও আসনসমূহ তাহার মনোহর শোভা সম্পন্ন করিয়াছে। বরুণদেব দিব্যাম্বরধারী ও দিব্যাভরণবিভূষিত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী বারুণীদেবী-সমভিব্যাহারে তথায় বিরাজ করেন। সেই স্থানে সুগন্ধি চন্দনচর্চ্চিত দিব্যমাল্যধারী আদিত্যগণ, বাসুকি, তক্ষক, নাগ, ঐরাবত, কৃষ্ণ, লোহিত, প্রভৃত-বলশালী পদ্মচিত্র, কম্বল, ধৃতরাষ্ট্র, অশ্বতর, বলাহক, মণিমান্, কুণ্ডধার, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, অণিমান্, প্রহ্লাদ, মূষিকাদ, জনমেজয় ও অন্যান্য পতাকী ফণাবান্ মণ্ডলবিশিষ্ট বহুতর সর্পগণ তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ বরুণদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন। আর বিরোচননন্দন বলী, মহারাজ নরক, সংহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, কালখঞ্জ দানবসকল, সুহনু, দুর্ম্মুখ, শঙ্খ, সুমনা, সুভূতি, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, মহাশিরাঃ, দশগ্রীব, বালী, মেঘবাসাঃ, দশাবার, টিটিভ, বিটভূত, ইন্দ্রতাপন, সংহ্রাদ, দিব্য-কুণ্ডলধারী লব্ধবর বীরাগ্রণী জিতমৃত্যু দৈত্যদানব-সকল সুপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান ও দিব্যমালা ধারণপূর্ব্বক বরুণদেবকে উপাসনা করিতেছেন। আর চারি সমুদ্র, ভাগীরথী, কালিন্দী, বিদিশা, বেণা, বেগবাহিনী নর্ম্মদা, বিপাশা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, ইরাবতী, বিতস্তা, দেবনদী, সিন্ধু, গোদাবরী, কৃষ্ণবেণ্বা, সরিদ্বরা কাবেরী, কিম্পুনা, বিশল্যা, বৈতরিণী, তৃতীয়া, জ্যেষ্ঠিলা, মহানদ শোণ, চর্ম্মণ্বতী, পর্ণাশা, মহানদী সরযু, বারবত্যা, লাঙ্গলী, করতোয়া, আত্রেয়ী, মহানদ লৌহিত্য, লঘন্তী, গোমতী, সন্ধ্যা, ত্রিস্রোতসী ও অন্যান্য প্রখ্যাত নদী, তীর্থ, সরোবর, কূপ, বিগ্রহশালী প্রস্রবণ, দেহবিশিষ্ট তড়াগ ও পল্বল সকল, দশদিক্, মহী, মহীধরসমুদয় ও জলচর জীবসকল মহাত্মা বরুণের উপাসনা করিতেছে। গীতবাদ্যানুরক্ত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। রত্নসম্পন্ন পর্ব্বত ও রসসকল সুমধুর কথা-প্রসঙ্গে তথায় অধ্যাসীন রহিয়াছে। বরুণ-মন্ত্রী সুনাভ, গোনামক পুষ্কর পুত্র-পৌত্রগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই সমস্ত মহাত্মারা বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক বরুণদেবকে উপাসনা করিয়া থাকেন। আমি পর্য্যটন-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বরুণসভা দর্শন করিয়াছিলাম, এক্ষণে কুবের-সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

দশম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! ধনাধিপতি কুবেরের সভা দৈর্ঘ্যে শত যোজন ও প্রস্থে সপ্ততি যোজন বিস্তীর্ণ। ঐ আবরণশালিনী সভা শশধর ও কৈলাসশিখরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। কুবের বহু দিবস তপস্যা করিয়া ঐ সভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুহ্যকগণ নিরন্তর উহা বহন করায় বোধ হয় যেন শূন্যমার্গেই অবস্থিতি করিতেছে। মহামূল্য বিবিধ রত্ন উহার বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়াছে; দিব্য গন্ধে সকলেরই নাসারন্ধ্র চরিতার্থ হইতেছে।

উন্নত হিরণ্ময় প্রাসাদে উহার এক অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদিত হইয়াছে। তাদৃশী মনোহারিণী সভা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা বিদ্যুন্মালার ন্যায় হেমময় অবয়ব দ্বারা বিচিত্র হইয়াছে। ঐ সভামধ্যে শ্রীমান্ মহারাজ কুবের বিচিত্র বসন-ভূষণ ধারণপূর্ব্বক সহস্র সহস্র স্ত্রীগণ পরিবৃত হইয়া সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল, পরম-পবিত্র, বিচিত্র আস্তরণে আবৃত ও দিব্য পাদপীঠসংযুক্ত মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট থাকেন। মনোহর শীতলসমীরণ উহার মন্দারবন পরিলোড়নপূর্ব্বক বহুবিধ সুরভি কমল, কহ্লার প্রভৃতির এবং অলকাপুরী ও নন্দনবনের গন্ধ বহন করত তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এ সভায় দেবগণ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া দিব্যতানে গান করিয়া থাকেন। মিশ্রকেশী,রম্ভা, শুচিস্মিতা চিত্রসেনা, চারুনেত্রা ঘৃতাচী, মেনকা, পুঞ্জিকস্থলা, বিশ্বাচী, সহজন্যা, প্রম্লোচা, উর্ব্বশী, ইরা, বর্গা, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্‌বুদা, লতা ও অন্যান্য সহস্র সহস্র নৃত্যগীতবিশারদ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোবর্গ কুবেরের উপাসনা করেন। সেই সভা দিব্য বাদ্যে, নৃত্যগীতে ও গন্ধর্ব্বাপ্সরসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া কমনীয় শোভায় শোভিত হইয়াছে। মণিভদ্র, ধনদ, শ্বেতভদ্র, গুহ্যক, কশেরক, গণ্ডকণ্ডু, মহাবল, প্রদ্যোত, কুস্তুম্বুরু, পিশাচ, গজকর্ণ, বিশালক, বরাহকর্ণ, তাম্রোষ্ঠ, ফলকক্ষ, ফলোদক, হংসচূড়, শিখাবর্ত্ত, হেমনেত্র, বিভীষণ, পুষ্পানন, পিঙ্গলক, শোণিতোদ, প্রবালক, বৃক্ষবাস্পানিকেত, চীরবাসাঃ ও অন্যান্য শত সহস্র যক্ষ সেই সভায় অধ্যাসীন হয়। ভগবতী কমলালয়া নিয়ত তথায় অবস্থিতি করেন; নলকুবরও তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া থাকে। আমার ও মদ্বিধ অনেক ব্যক্তির কত শত বার তথায় অধিষ্ঠান হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ, রাক্ষসসমূহ ও অন্যান্য মহাবল গন্ধর্ব্বসমূহ সভামধ্যে ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। শূলহস্ত ভগবান্ ভবানীপতি বিগতক্লমা ভগবতী কাত্যায়নীসমভিব্যাহারে বামন, বিকট, কুব্জ, লোহিতাক্ষ, মহাবর প্রভৃতি মেদমাংসাশন শত সহস্র ভূতগণে পরিবৃত হইয়া তথায় বিরাজমান হয়েন। বায়ুর ন্যায় মহাবেগশালী নানা প্রহরণে পরিবৃত হইয়া মহাবল পুরন্দর সর্ব্বদা সখা কুবেরের সহ আসীন থাকেন। বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, তুম্বুরু, পর্ব্বত, শৈলূষ, গীতজ্ঞ চিত্রসেন ও চিত্ররথ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বপতি এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। বিদ্যাধরাধিপতি চক্রবর্ম্মা অনুজগণের সহিত তাঁহার সন্নিহিত থাকিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। শত শত কিন্নর এবং ভগদত্ত প্রভৃতি রাজারাও তথায় ধনেশ্বরের উপাসনায় লিপ্ত হয়েন। কিম্পুরুষাধিপতি দ্রুম, রাক্ষসাধিপতি মহেন্দ্র, গন্ধমাদন, কুবেরের ভ্রাতা বিভীষণ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও বহুসংখ্য নিশাচর সমভিব্যাহারে তাঁহার উপাসনা করেন। হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য, কৈলাস, মন্দর, মলয়, দর্দ্দুর, মহেন্দ্র, গন্ধমাদন, ইন্দ্রকীল, সুনাভ, দিব্য গিরিদ্বয় এবং মেরু প্রভৃতি অন্যান্য অনেক পর্ব্বতগণ ধনাধিপতির উপাসনা করিয়া থাকেন। নন্দীশ্বর, ভগবান্ মহাকাল, শঙ্কুকর্ণ প্রভৃতি দিব্য সভ্যগণ, কাষ্ঠ, কুটীমুখ, দন্তী, তপোধিকা বিজয়া, শ্বেতবর্ণ মহাবল নিনাদকারী বৃষভ, অন্যান্য রাক্ষসগণ ও পিশাচবর্গ কুবেরের উপাসনা করেন। পুলস্ত্যনন্দন কুবের সর্ব্বদাই ভূতপরিবৃত ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রণিপাত করিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করেন; মহাদেবও কখন কখন তাঁহার প্রতি সখ্যভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন। নিধিপ্রধান শঙ্খ ও পদ্ম সমুদয় রত্ন গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন। হে মহারাজ! আমি মনোহারিণী অন্তরীক্ষগামিনী সেই সভা কতবার নিরীক্ষণ করিয়াছি। এক্ষণে ব্রহ্মার সভা বর্ণন করি, শ্রবণ করুন।

একাদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে পিতামহ ব্রহ্মার সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সভার তুলনা নাই। পূর্ব্বকালে সত্যযুগে ভগবান্ আদিত্য মর্ত্ত্যলোকদর্শনার্থী হইয়া পরমসুখে ভূলোকে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া অপরিশ্রান্তচিত্তে

ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে ব্রহ্মার মানসী সভা অবলোকন করেন। সভা দর্শন করিয়া তিনি আমাকে অকপটে কহিলেন, "হে নারদ! ব্রহ্মার মানসী সভা অনির্দ্দেশ্য, অপ্রমেয় ও সর্ব্বভূত-মনোরম।" আমি আদিত্যমুখে ব্রহ্মসভার শোভাবর্ণন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদ্দর্শনে একান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, "ভগবন্! এক্ষণে সর্ব্বপাপনাশিনী শুভা ব্রহ্মসভা সন্দর্শন করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে, অতএব আমি যেরূপ তপস্যা, ঔষধ, যোগ ও কর্ম্ম দ্বারা তাহা দেখিতে পাই, এমত বলিয়া দিউন।" দিবাকর এই কথা শুনিয়া বর্ষসহ সাধ্য ব্রতের কথা উত্থাপন করিয়া কহিলেন, "হে তপোধন! তুমি একান্তমনে ব্রহ্মব্রত অনুষ্ঠান কর।"

অনন্তর আমি তদীয় আদেশে হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে ঐ মহাব্রত সাধন করিলাম। তৎপরে তাঁহার সমভিব্যাহারে ব্রহ্মসভায় উপনীত হইয়া দেখিলাম, দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক ঐ অপূর্ব্ব সভা নির্দ্দেশ করা যায় না, ক্ষণে ক্ষণে উহা নানা রূপ ধারণ করে, পরিমাণ ও সংস্থানবিষয়ে উহার কেহই কিছুই অবধারণ করিতে পারেন না। ফলতঃ আমি ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু কদাচ প্রত্যক্ষ করি নাই। ঐ সভা অতিশয় সুখপ্রদ ও নাতিশীতোষ্ণ, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে লোকের ক্ষুৎপিপাসাজনিত ক্লেশ ও গ্লানিচ্ছেদ হয়, আপাততঃ দেখিলে প্রতীতি হয়, যেন সভা নানাবিধ অতিভাস্বর মণি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভ দ্বারা ঐ শাশ্বতী সভা অবলম্বিত নহে, তথাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতেছে না। তথায় নানাবিধ দিব্য ও অমিতপ্রভ ভাবসমুদয় আবির্ভূত রহিয়াছে। ব্রাহ্মী সভার প্রভাপুঞ্জ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎকে উপহাস করিয়া নভোমণ্ডলে শোভা বিস্তার করিতেছে। তন্মধ্যে অদ্বিতীয় ভগবান্ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবমায়া পরিগ্রহ করিয়া অধ্যাসীন হইয়া থাকেন। প্রজাপতিগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। আর দক্ষ, প্রচেতাঃ, পুলহ, মরীচি, কশ্যপ, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, পুলস্ত্য, ক্রতু, প্রহ্লাদ, কর্দ্দম, অথর্ব্ব, অঙ্গিরা, বালখিল্য, মরীচিপ, মন, অন্তরীক্ষ, বিদ্যা, বায়ু, তেজ, জল, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি, বিকৃতি ও পৃথিবীর অন্যান্য কারণসমুদয়, মহাতেজাঃ অগস্ত্য, বীর্য্যবান্ মার্কণ্ডেয়, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, সংবর্ত্ত, চ্যবন, মহাভাগ দুর্ব্বাসা, পরম-ধার্ম্মিক ঋষ্যশৃঙ্গ, ভগবান্ সনৎকুমার, মহাতপাঃ যোগাচার্য্য অসিত, দেবল, তত্ত্ববিৎ জৈগীষব্য, জিতশত্রু, ঋষভ, মহাবীর্য্য মণি, অষ্টাঙ্গসম্পন্ন বিগ্রহধারী আয়ুর্ব্বেদ, নক্ষত্রগণপরিবৃত চন্দ্র, সহস্রকর দিবাকর, বায়ু, ক্রতুগণ, সঙ্কল্প ও প্রাণ এই সমস্ত মহাব্রতপরায়ণ মূর্ত্তিমান্ মহাত্মা ও অন্যান্য বহুসংখ্যক ব্যক্তিবর্গ ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, হর্ষ, দ্বেষ, তপস্যা ও সপ্তবিংশতি অপ্সরোগণ তথায় আগমন করিয়া থাকে। লোকপালবর্গ, শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ, অঙ্গারক, শনৈশ্চর, রাহু প্রভৃতি গ্রহসমস্ত, মন্দ, রথন্তর, হরিমান্, বসুমান্, দ্বন্দ্বোদাহৃত, অধিরাজসহ আদিত্যগণ, মরুত সমুদয়, বিশ্বকর্ম্মা, বসুবর্গ, পিতৃগণ, সমস্ত হবিঃ, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, সর্ব্বশাস্ত্র, ইতিহাস, উপবেদ, বেদাঙ্গ সমুদয়, যজ্ঞ, সোম, দেবগণ, দুর্গতিতরণী, সাবিত্রী, সপ্তবিধ বাণী, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, যশ, ক্ষমা, সাম, স্তুতিশাস্ত্র, বিবিধ গাথা, দেহসম্পন্ন তর্কযুক্ত ভাষ্য, নানাপ্রকার নাটক, বিবিধ প্রকার কাব্য, বহুবিধ কথা, সমস্ত আখ্যায়িকা, সমুদয় কারিকা, এই সমস্ত পাবন ও অন্যান্য গুরুপূজকগণ তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ছয় ঋতু, সংবৎসর, পঞ্চযুগ, চতুর্ব্বিধ অহোরাত্র, দিব্য নিত্য অক্ষয় অব্যয় কালচক্র ও ধর্ম্মচক্র ইহাঁরাও প্রাতনিয়ত আসিয়া থাকেন। দিতি, অদিতি, দনু, সুরসা, বিনতা, ইরা, কালিকা, সুরভি, দেবী সরমা, গৌতমী, প্রভা, কদ্রু, দেবমাতৃগণ, রুদ্রাণী, শ্রী, ভদ্রা, ষষ্ঠী, মূর্ত্তিমতী দেবী পৃথিবী, হ্রী, স্বাহা, কীর্ত্তি, সুরা দেবী, শচী, পুষ্টি, অরুন্ধতী, সংবৃত্তি, আশা, নিয়তি, সৃষ্টি, দেবী রতি ও অন্যান্য দেবীগণ ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ ও অশ্বিনীকুমারযুগল, বিশ্বদেব সমূহ, সাধ্যসার্থ,

মনোজব পিতৃগণ সকলে সভাসীন ব্রহ্মার উপাসনা করেন। হে পুরুষর্ষভ! ঐ পিতৃলোকদিগের সপ্ত গণ, তন্মধ্যে চতুষ্টয় শরীরধারী ও ত্রয় অশরীরী। সকলেই বিরাট-প্রভব, লোকবিশ্রুত ও চতুর্ব্বর্গপূজিত; প্রথম গণের নাম অগ্নিষ্বাত্তা, দ্বিতীয়ের নাম গার্হপত্য, তৃতীয়ের নাম নাকর, চতুর্থের নাম সোমপ, পঞ্চমের নাম একশৃঙ্গ, ষষ্ঠের নাম চতুর্ব্বেদ, সপ্তমের নাম কল। ইহাঁরা প্রথমতঃ আপ্যায়িত হইলে সোম পরিতৃপ্ত হয়েন। রাক্ষসগণ, পিশাচবর্গ, দানবসমুদয়, গুহ্যকসকল, নাগসার্থ, সুপর্ণ সমূহ ও পশু সমুদয় পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনা করে। স্থাবর- জঙ্গমসকল, মহাভূত সমুদয়, দেবেন্দ্র পুরন্দর, বরুণ, কুবের, যম, উমাসহ মহাদেব তথায় সর্ব্বদা সমাগত হইয়া থাকেন। মহাসেন, দেব নারায়ণ, দেবর্ষিবর্গ, বালখিল্য ঋষিগণ, যোনিজ ও অযোনিজ ঋষি-সকল আর ত্রিভুবনে যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মার উপাসনা করেন। হে নরাধিপ! আমি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা ঋষি, প্রজাবান্ পঞ্চাশৎ ঋষি ও অন্যান্য দেবতা সকলে ব্রহ্মাকে মনোবাঞ্ছা পূরণপূর্ব্বক দর্শন ও প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া থাকেন।

সর্ব্বভূতদয়াবান্ ব্রহ্মা অভ্যাগত অতিথিগণ, দেব, দৈত্য, নাগ, দ্বিজ, যক্ষ, সুপর্ণ, কালেয়, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব সকলেরই সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। তিনি যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সান্ত্বনাবাদ, সম্মান ও অর্থদান দ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করেন। এই সমস্ত আগন্তুকদিগের সমাগমে ও দগড়বাদ্যে সেই সুখপ্রদা সভা আকুল হইয়া উঠে। সর্ব্বতেজোময়ী, দিব্য, ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা, শ্রমাপহারিণী, সেই সভা ব্রাহ্মী শ্রী দ্বারা দীপ্যমান হইয়া অদ্ভুত শোভা পাইয়া থাকে। হে রাজশার্দ্দূল! যাদৃশ তোমার এই সভা মনুষ্যলোকের দুর্লভ, তাদৃশ ত্রিলোকমধ্যে ব্রহ্মসভা দুষ্প্রাপ্য। হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ! আমি দেবলোকে এই সমস্ত সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে মনুষ্যলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম তোমার এই সভা দর্শন করিলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে তপোধন! আপনি কহিলেন যে, প্রায় সমুদয় রাজলোক যমসভার অন্তর্গত রহিয়াছেন। বরুণদেবের সভায় নাগগণ, দৈত্যেন্দ্র সকল ও অনেকানেক সরিৎ ও সাগর অবস্থিতি করিতেছেন। ধনপতি কুবেরের সভায় যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এবং ভগবান্ ভবানীপতি বিরাজিত রহিয়াছেন। ব্রহ্মার সভায় মহর্ষিগণ ও দেবসমূহ বাস করেন এবং তথায় সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রও বিদ্যমান রহিয়াছে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সভা কেবল দেবগণে অলঙ্কৃতা এবং তাহার কোন কোন প্রদেশ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত। সেই মহতী অমরাধিপতি-সভায় কেবল একমাত্র রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র পরম-সুখে বাস করিতেছেন। হে মুনিবর! রাজা হরিশ্চন্দ্র কি প্রকার তপস্যা বা পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন যে, তিনি দেবরাজের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন? আর পিতৃলোকগত মহাভাগ পিতা পাণ্ডুর সহিত আপনার কিরূপে সাক্ষাৎকার হইল এবং প্রত্যাগমনসময়ে সেই মহাপুরুষ আপনাকে কি কহিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন। আপনার নিকট সবিস্তর শ্রবণ করিতে আমি একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।"

তপোধন দেবর্ষি কহিলেন, "মহারাজ! যাঁহার বিষয় জানিবার নিমিত্ত এত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন, আমি আপনার নিকট সেই রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরার সম্রাট্ ছিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত মহীপাল তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। তিনি জয়শীল সুবর্ণালঙ্কৃত এক রথে আরোহণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রপ্রভাবে সপ্ত-দ্বীপ জয় করিয়া রাজসূয়-যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র রাজগণ ভূরি ভূরি ধন আনয়ন করিলেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পরিবেষ্টৃপদে নিযুক্ত হইলেন। সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত যাজকেরা যত অর্থ প্রার্থনা করিলেন,

রাজর্ষি প্রীতমনে তাঁহাদিগকে প্রার্থিত ধনের পঞ্চগুণ অধিক প্রদান করিলেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ সমাগত হয়েন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রত্যাগমন কালে বিবিধ রত্ন সমূহ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় করিতেন। বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও রত্ন সমূহে পরিতৃপ্ত দ্বিজগণ সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রাজা যজ্ঞফলে এবং ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে সমস্ত রাজলোক অপেক্ষা সর্ব্বাধিক তেজস্বী ও যশস্বী হইয়া উঠিলেন। সেই প্রবলপ্রতাপ রাজর্ষি মহাক্রতু-সমাপনান্তে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! যে সকল মহীপালেরা রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমাহ্লাদে ইন্দ্রের সহিত কালযাপন করিতে পারেন এবং যাঁহারা যুদ্ধে পলায়ন না করিয়া রণক্ষেত্রে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, অথবা অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাও ইন্দ্রলোকে গমন করত পরমসুখে কালযাপন করেন। তাঁহারা ইন্দ্রলোকে উত্তীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণপূর্ব্বক দীপ্তি পাইতে থাকেন। হে কৌন্তেয়! আপনার পিতা পাণ্ডু রাজা হরিশ্চন্দ্রের লোকাতিশায়িনী শোভা সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া আমাকে মনুষ্যলোকে আসিতে দেখিয়া প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, 'মহর্ষে! আপনি নরলোকে যাইতেছেন, যুধিষ্ঠিরকে কহিবেন, ভ্রাতৃগণ তাঁহার বশীভূত এবং তিনি সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ; অতএব ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয়-যজ্ঞের যেন অনুষ্ঠান করেন। তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে আমিও রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বহু দিবস অবিচ্ছিন্ন সুখ-সম্ভোগ করত ইন্দ্রের সহিত কালযাপন করিতে পারিব।' অনন্তর আমি আপনার পিতাকে কহিলাম, 'মহারাজ! যদি আমি ভূলোকে গমন করি, অবশ্যই তোমার পুত্রকে ত্বদীয় প্রার্থনা জানাইব।' হে ভরতর্ষভ! এক্ষণে আপনি প্রযত্নাতিশয় সহকারে পিতার সঙ্কল্পসিদ্ধিবিষয়ে তৎপর হউন। তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষগণসমভিব্যাহারে মহেন্দ্রলোকে গমন করিবেন, সন্দেহ নাই। মহারাজ! রাজসূয় প্রধান যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু ইহাতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যজ্ঞহন্তা ব্রহ্মরাক্ষসেরা সতত ইহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর থাকে, ইহাতে ক্ষাত্রিয়ান্তক ও পৃথিবীক্ষয়কারণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ফলতঃ কোন না কোন অনিষ্টপাত অবশ্যই ঘটিয়া থাকে; অতএব এই সমস্ত সম্যক্‌ পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে ক্ষেমলাভ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন। প্রতিদিন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবহিত হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং ধন দ্বারা যোগানুষ্ঠান, আমোদ-প্রমোদ ও দ্বিজাতিগণকে পরিতৃপ্ত করিবেন।

মহারাজ! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে বিদায় হই, অদ্য দাশার্হ নগরীতে গমন করিব।" নারদ পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিয়া সমভিব্যাহারী ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত রাজসূয়যজ্ঞের পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রাজসূয়ারম্ভ-পর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক জনমেজয়! মহারাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজসূয়-যজ্ঞের বিষয় চিন্তা করত যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন। তিনি মহাত্মা রাজর্ষিগণের মহিমা এবং পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যজ্বাদিগের উত্তমলোকপ্রাপ্তি, বিশেষতঃ রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের বিষয় সমালোচন করিয়া রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে মানস করিলেন। তখন সেই কুরুবংশাবতংস পাণ্ডুনন্দন সমস্ত সভাসদ্‌গণকে পূজা করিয়া ও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বারংবার চিন্তা করত রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তৎপরে সেই অদ্ভুততেজাঃ ধর্ম্মনন্দন প্রজাদিগের হিতসাধনে মন অভিনিবিষ্ট করিয়া অবিশেষে সর্ব্বলোকের

উপকার করিতে লাগিলেন। রাজা ক্রোধমদ-বিবর্জ্জিত হইয়া সকলের ঋণ পরিশোধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ফলতঃ তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেবল 'সাধু ধর্ম্ম, সাধু ধর্ম্ম' ভিন্ন আর কোন কথাই ছিল না। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুত্রের ন্যায় প্রজাগণকে প্রতিপালন করাতে কেহই আর তাঁহার দ্বেষ্টা রহিল না। এইরূপে তিনি অজাতশত্রু হইয়া উঠিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরিগ্রহ, ভীমসেনের প্রতিপালন, সব্যসাচী অর্জ্জুনের শত্রু-নিবারণ, ধীমান্ সহদেবের ধর্ম্মানুশাসন এবং নকুলের স্বাভাবিকী নম্রতা দ্বারা তাঁহাদের অধিকারস্থ সমস্ত জনপদে বিগ্রহ বা ভয়ের সম্পর্ক রহিল না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকিল, পর্জ্জন্য যথাকালে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল এবং সকল প্রজারাই ধনসম্পত্তিসম্পন্ন হইল। বৃদ্ধি, যজ্ঞসত্র, গোরক্ষণ, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য সমুদয়ের যথেষ্ট উন্নতি হইল। অনুকর্ষ, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, অগ্নিদাহ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি কিছুই রহিল না। দস্যু, বঞ্চক বা রাজবল্লভগণ রাজার কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ করিত না। ধার্ম্মিকবর মহারাজ যুধিষ্ঠির যে যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তথাকার নৃপগণ, বণিক্ সমুদয়, রজোগুণপ্রধান লোভী লোক এবং সামান্য জাতি সকলেই সর্ব্বদা রাজার প্রিয়কর্ম্ম, দেবোপাসনা এবং স্ব স্ব অদৃষ্টানুসারে ভোগবাসনা চরিতার্থ করিত। সেই সম্রাট্ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বংসহ, সর্ব্বব্যাপী ও অসীম কীর্ত্তিমান্ ছিলেন। কি দ্বিজাতি, কি গোপজাতি সমস্ত প্রজারাই সেই ভূপতির পিতৃকর্ত্তব্য নীতিশিক্ষা-প্রদানাদি ও মাতৃকর্ত্তব্য বাৎসল্যাদি গুণদ্বারা উপকৃত হইয়া তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় মন্ত্রিগণ ও অনুজগণকে আহ্বান করিয়া বারংবার রাজসূয়-যজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছুক মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের সেই মহার্থ বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে কুরুনন্দন! নৃপতি যদ্দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া বারুণ গুণ প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা তিনি সমস্ত সম্রাড়্‌গুণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আমরা আপনার সুহৃদ্, আমাদের মতে আপনার রাজসূয়-যজ্ঞ করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়বল থাকিলেই ঐ যজ্ঞ অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়। এই যজ্ঞে ব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সামবেদ দ্বারা ষট্‌প্রকার অগ্নি সংস্থাপন করেন। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সমুদয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। এই যজ্ঞের শেষে অভিষেক করিলে লোক সর্ব্বজয়ী হইয়া উঠে। হে মহারাজ! আপনি যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ; আমরা সকলেই আপনার বশীভূত। অতএব আপনি অচিরাৎ ঐ রাজসূয়-যজ্ঞের ফললাভ করিবেন। হে রাজন্! এক্ষণে কোন বিচার না করিয়া রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে সঙ্কল্প করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদের মুখে সেই স্বাভিলষিত ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মনে মনে আপনার ক্ষমতা বুঝিয়া রাজসূয়ানুষ্ঠানে নিশ্চয় করিলেন। তখন তিনি পুনরায় ভ্রাতৃগণ, ঋত্বিক্‌গণ মন্ত্রিগণ এবং ধৌম্য ও দ্বৈপায়ন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সহিত মন্ত্রণা করত কহিলেন, "হে মন্ত্রবিশারদগণ! আমি সার্ব্বভৌমোচিত রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, বলুন, কি প্রকারে আমার মনোবাঞ্ছা সফল হইবে?" ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ ও ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! তুমি রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই উৎসাহ প্রদান করিলাম।" তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণও মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির লোকগণের হিতবাসনায় পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি আপনার সামর্থ্য, সম্পত্তি, দেশ, কাল, আয় ও ব্যয় দেখিয়া এবং সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির কেবল আপনার মতে কর্ত্তব্য হইল বলিয়া যজ্ঞারম্ভ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া অপ্রমেয় মহাবাহু সর্ব্বলোকোত্তম কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন। ধর্ম্মরাজ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃষ্ণসমীপে

দূত প্রেরণ করিলেন। দূত শীঘ্রগামী রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সত্বরে দ্বারাবতী গমন করিয়া বাসুদেবের সমীপে সমুপস্থিত হইল। ভগবান্ চক্রপাণি দূতমুখে যুধিষ্ঠিরের দর্শনাকাঙ্ক্ষা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নানাদেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া পরম-সমাদরে পিতার ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিলেন। তৎপরে ভীম, অর্জ্জুন ও মাদ্রী-নন্দনদ্বয় গুরুর ন্যায় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বাসুদেব স্বীয় পিতৃষ্বসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্যান্য সুহৃদ্গণের সহিত আমোদ করিতে লাগিলেন

এইরূপে ভগবান্ কৃষ্ণ কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলে পর যুধিষ্ঠির আপনার প্রয়োজন জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! আমি রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। এ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয়, এমত নহে; যেরূপে উহা সম্পন্ন হয়,তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য এবং যিনি সমুদয় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। আমার অন্যান্য সুহৃদ্গণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্ঘোষণ করেন না, কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্! এই পৃথিবীমধ্যে উক্তপ্রকার লোকই অধিক,সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। তুমি উক্তদোষরহিত ও কামক্রোধ-বিবর্জ্জিত: অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে মহারাজ! তুমি সর্ব্বগুণে গুণবান্, অতএব রাজসূয়-যজ্ঞ করা তোমার পক্ষে অবিধেয় নহে। তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি তোমাকে কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। তৎপরে যাঁহারা ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা যথার্থ ক্ষত্রিয় নহেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচার-ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা একত্র হইয়া যে কুলনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাও তোমার বিদিত আছে। হে রাজন্! অনেকানেক ভূপতিগণ ও ক্ষত্রিয়গণ ঐলবংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশের বৃত্তান্ত কহিয়া থাকেন। যে সকল নরপতিগণ ঐলবংশে ও ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হইতে একশত কুল সমুৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ভোজবংশীয় ভূপতি যযাতির বংশ ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। হে রাজন্! যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ স্ব স্ব বংশলক্ষ্মী অধিকার করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে মহীপতি জরাসন্ধ স্বীয় বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন: হে মহারাজ! যে রাজা সকলের প্রভু এবং সমস্ত জগৎ যাঁহার হস্তগত, নিয়মানুসারে তিনিই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। প্রতাপশালী শিশুপাল মহীপতি জরাসন্ধের আশ্রয় লইয়া তাঁহার সেনাপতি হইয়াছেন। মায়াযোধী বীর্য্যবান্ করুষাধিপতি বক্র শিষ্যের ন্যায় তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। মহাবল-পরাক্রান্ত হংস ও ডিম্ভক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দন্তবক্র, করুষ, করভ ও মেঘবাহন তাঁহার বশীভূত হইয়াছেন। যিনি মস্তকে দিব্য মণি ধারণ করেন, যিনি মুরু ও নরকদেশ শাসন করেন, যিনি বরুণের ন্যায় পশ্চিমদেশে বদ্ধমূল হইয়াছেন, তোমার পিতৃবন্ধু মহাবল-পরাক্রান্ত যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত সতত তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকেন। যিনি তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহবান্, যিনি পিতার ন্যায় তোমাকে ভক্তি করেন, যিনি পশ্চিমভাগের

ও দাক্ষিণসীমার অধিপতি এবং যিনি স্নেহবশতঃ তোমার নিকট সতত সন্নত থাকেন, সেই পুরুজিৎ, কুন্তিবংশবর্দ্ধন, শত্রুনিসূদন, তোমার মাতুল সেই জরাসন্ধের অনুগত। যে দুরাত্মা চেদিদেশে সুবিখ্যাত, যে আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার করে, যে মোহবশতঃ সর্ব্বদা আমার চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে, যে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতদেশের অধিপতি এবং যে ভূমণ্ডলে বাসুদেব বলিয়া বিখ্যাত, সেই মহাবল-পরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক এক্ষণে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যিনি পৃথিবীর চতুর্থাংশ ভোগ করিতেছেন, ভোজ ও দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার সখা, যিনি পাণ্ড্য, ক্রথ ও কৈশিকদেশ জয় করিয়াছেন, পরশুরামতুল্য তেজস্বী অকৃতী যাঁহার ভ্রাতা, সেই বিদ্যাবলসম্পন্ন, শত্রুনিসূদন ভীষ্মক তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ভীষ্মক আমাদের আত্মীয়, আমরা সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করি এবং বিনীতভাবে অনুগত থাকি, কিন্তু তিনি তথাপি আমাদের বশীভূত হয়েন না। তিনি জরাসন্ধের কীর্ত্তিশ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া কি কুলাভিমান, কি বলাভিমান সমুদয়ে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। উত্তরদেশনিবাসী রাজগণ ও অষ্টাদশ ভোজকুল জরাসন্ধের ভয়ে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন। শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাল্ব, পটচ্চর, সুস্থল, সুকুট্ট, কুলিন্দ, কুন্তি, শালায়নবংশীয় নৃপতিগণ, দক্ষিণ-পাঞ্চালস্থ ভূপতিগণ এবং পূর্ব্বকোশলনিবাসী রাজগণ সোদর ও অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন। মৎস্য এবং সন্ন্যস্তপাদদেশীয় নরপতিগণও সাতিশয় ভীত হইয়া উত্তরদিক্ পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছেন। যাবতীয় পাঞ্চালদেশীয় মহীপতিগণ স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইল, দানবরাজ কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রূরকে আহুককন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থে বলভদ্র-সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংস-ভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কিছু দিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল-পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্র দ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্বী মহাবল পরাক্রান্ত হংস ও ডিম্ভক নামক দুই বীর তাহার অনুগত আছে; উহারা অস্ত্রাঘাতে কদাচ নিহত হইবে না, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ঐ দুই বীর এবং জরাসন্ধ একত্র হইলে ত্রিভুবন বিজয় করিতে পারে। হে ধর্ম্মরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদের অভিমত হইল, এমত নহে; অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিবেন।

হংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্ভক লোকমুখে হংস মরিয়াছে এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদৃশ্য প্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবনধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করত যমুনায় নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ দিকে তৎসহচর হংসও পরম প্রণয়াস্পদ ডিম্ভককে আপন মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যমুনাজলে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই দুই বীরপুরুষের নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও শূন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ বিমনা হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর আমরা পরমাহ্লাদে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দিনানন্তর পতিবিয়োগদুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী

স্বীয় পিতার সমীপে আগমন-পূর্ব্বক 'আমার পতি-হন্তাকে সংহার কর' বলিয়া বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করত কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির করিয়া স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিমদেশে রৈবতোপশোভিত পরমরমণীয় কুশস্থলানাম্নী পুরীতে বাস করিতেছি। তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্! এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক-পর্ব্বত দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রবভয়ে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছি। ঐ পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনেরও অধিক এবং একবিংশতি শৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণ-সকল আছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহাতে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। হে রাজন্! আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের একশত পুত্র। তাঁহারা সকলেই অমরতুল্য। চারুদেষ্ণ ও তাঁহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলভদ্র, যুদ্ধবিশারদ শাম্ব ও প্রদ্যুম্ন আমরা এই সাতজন রথী; কৃতবর্ম্মা, অনাবৃষ্টি, শমীক, সমিতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু ও কুন্তি এই সাতজন মহারথ এবং অন্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ়-কলেবর দশজন মহাবীর, ইহাঁরা সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যমদেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

হে ভরতসত্তম! তুমি সম্রাট্ তুল্য গুণশালী, অতএব তোমার সম্রাট্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে তুমি কখনই রাজসূয়ানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। সে বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া, সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দরমধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দুরাত্মা রাজসূয়-যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিল। পরে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিল। সে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূপালগণকে পরাজয় করত আপনার পুরে আনয়নপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারাবতী নগরীতে পলায়ন করিয়াছি। হে মহারাজ! যদি তোমার রাজসূয়যজ্ঞ করিবার মানস থাকে, তবে অগ্রে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বদ্ধ ভূপালগণের মোচন ও দুরাত্মা জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত যত্ন কর; নচেৎ তুমি কোন ক্রমেই রাজসূয় সুসম্পন্ন করিতে পারিবে না। হে কুরুনন্দন! আমার এই মত, এক্ষণে তুমি আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয়, বল।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ধীমন্! তুমি আমাকে যেরূপ পরামর্শ দিলে, অন্য কেহই এরূপ পারে না; তোমার ন্যায় সংশয়চ্ছেদক ভূতলে আর কেহই নাই। এই ভূমণ্ডলের মধ্যে অনেকানেক রাজা আছেন; তাঁহারা কেবল আপনাদের প্রিয়কার্য্যই করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই; সম্রাট্ শব্দ অতি কষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি পরের মর্য্যাদা জানে, সে কখন আত্মপ্রশংসা করে না। যেহেতু, অন্যে যাঁহার প্রশংসা করে, তিনিই যথার্থ পূজ্য। পৃথিবী অতি বিস্তৃত ও নানাবিধ মহারত্নে পরিপূর্ণ। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! লোকে অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কখনই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। আমার মতে সমতাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উহা অবলম্বন করিলেই মঙ্গললাভ হয়; যুদ্ধাদি দ্বারা কোন ক্রমেই

উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে পারে না। আমাদের কুলে সমুৎপন্ন এই সমস্ত মনস্বিগণেরও এই মত, বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে কেহই সর্ব্বজয়ী হইতে পারে না। হে মহাভাগ! জরাসন্ধের দৌরাত্ম্য-দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি। কারণ,আমি তোমারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া আছি, যখন তুমিই সেই জরাসন্ধকে ভয় কর, তখন আমি কি করিয়া আপনাকে বলবান্ জ্ঞান করিব? তুমি, বলভদ্র, ভীমসেন ও আমি এই চারি জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারেন কি না,আমি পুনঃ পুনঃ এই চিন্তাই করিতেছি; এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা, আমি তোমার মতানুসারেই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি।"

যুধিষ্ঠিরের বাক্য-শ্রবণানন্তর ভীমসেন কহিলেন, "যে রাজা যুদ্ধচেষ্টা-পরাঙ্মুখ এবং যে দুর্ব্বল ও উপায়-শূন্য হইয়া বলীর সহিত যুদ্ধ করিতে যায়, ইহারা উভয়েই অবসন্ন হয়। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, কিন্তু আলস্য-শূন্য, সে সম্যক্ যুদ্ধাদি-প্রয়োগ দ্বারা বলবান্ শত্রুকে জয় করিতে পারে এবং নীতি দ্বারা আপনার হিতকর অর্থ লাভ করে। দেখ, কৃষ্ণে নীতি, আমাতে বল এবং অর্জ্জুনে জয় নির্দ্ধারিত আছে, অতএব যেমন ত্রেতাগ্নি যজ্ঞসাধন করে, সেইরূপ আমরা তিন জনে একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধসাধন করিব।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,"হে যুধিষ্ঠির! অজ্ঞ ব্যক্তিরা পরিণাম বিবেচনা না করিয়া কার্য্যারম্ভ করে, এই নিমিত্ত লোকে স্বার্থসাধনতৎপর, অবিজ্ঞ শত্রুকে নিবারণ করে না। পূর্ব্বে মহারাজ যৌবনাশ্বি কর পরিত্যাগ, ভগীরথ প্রজাপালন, কার্ত্তবীর্য্য তপোবল, ভরত বাহুবল ও মরুৎ অর্থবল দ্বারা সম্রাট্ হইয়াছিলেন। দেখ, ইহাঁরা এক এক গুণ থাকাতে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক তোমাতে সেই সকল গুণ আছে। হে রাজন্! সত্যযুগে পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত ভূপতিগণ সুসাধ্য মন্ত্রের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ ও নীতির সহিত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বৃহদ্রথ-পুত্র জরাসন্ধ সম্রাট্ হইয়াছে; ভূপতিগণের একশত কুল তাহার কোন বিঘ্ন করিতে পারে না, এই নিমিত্ত সে বলপূর্ব্বক সাম্রাজ্য অধিকার করিতেছে। রত্নশালী ভূপতিগণ সতত তাহার উপাসনা করেন, কিন্তু সেই নীতিবিরুদ্ধাচারী অজ্ঞ নৃপাপসদ তাহাতে ও পরিতুষ্ট হয় নাই। মূর্দ্ধাভিষিক্ত ভূপতিগণকে বল পূর্ব্বক আয়ত্ত করিতেছে; তাঁহারাও স্বচ্ছন্দে তাহার বশীভূত হইতেছেন। হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া কি প্রকারে তাহার সহিত সংগ্রাম করিবে? কিন্তু হে ভরতকুল-প্রদীপ! বলিপ্রদানার্থে সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমৃষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিত্তই আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ দুরাত্মা ষড়শীতিজন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দ্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধম উহাঁদের সকলকে একবারে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের ঐ ক্রূরকর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! আমি সাম্রাজ্য লাভ করিবার আশয়ে কেবল সাহসমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক নিতান্ত স্বার্থপরায়ণের ন্যায় কি করিয়া তোমাদিগকে তথায় প্রেরণ করি? দেখ, ভীম ও অর্জ্জুন আমার দুই চক্ষুস্বরূপ এবং তুমি মনস্বরূপ,অতএব আমি তোমাদের তিন জনকে তথায় প্রেরণ করত মনোহীন ও চক্ষুহীন হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব? বিশেষতঃ জরাসন্ধের মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় সৈন্যগণকে সংগ্রামে যমও পরাজয় করিতে পারে না; তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাদের কি করিতে পারিবে? হে জনার্দ্দন! যখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অনর্থপাত হইবে, তখন আমার মতে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত। এক্ষণে আমি যাহা বিবেচনা করিয়াছি, শ্রবণ কর। রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ একবারে

পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ ; রাজসূয় সম্পন্ন করা নিতান্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয়, রথ ও ধ্বজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সভামধ্যে গমন করত যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, “হে রাজন্ ! ধনু, শস্ত্র, শর, বীর্য্য, স্বপক্ষ, কার্য্যনিশ্চয়, যশ ও বল এই সকল অতি দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু আমি এই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা প্রসিদ্ধবংশজাত লোকদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার মতে যে ব্যক্তি বলবান্ ও উৎসাহশীল, তিনিই যথার্থ প্রশংসাপাত্র। দেখ, বীর্য্যবান্‌দিগের কুলে সমুৎপন্ন দুর্ব্বল ব্যক্তি কিছুই করিতে পারে না ; কিন্তু নির্বীর্য্য-কুলোদ্ভব বীর্য্যবান্ ব্যক্তি সম্ভ্রমাস্পদ হয়। যে শত্রুজয় দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, সেই যথার্থ ক্ষত্রিয়। বীর্য্যবান্ ব্যক্তি অন্যান্য সমস্ত গুণ-বিবর্জ্জিত হইলেও শত্রু জয় করিতে পারেন। নির্বীর্য্য ব্যক্তি সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও তদ্দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। পরাক্রমশালী ব্যক্তিতে সমস্ত গুণ গুণীভূত হইয়া থাকে। অভিনিবেশ জয়ের হেতু, উহা কর্ম্ম ও দৈব এই উভয়ের আয়ত্ত। যে ব্যক্তি বলসংযুক্ত হইয়াও অনবধানতাবশতঃ কার্য্যকালে ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, সে সসৈন্যে শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, সন্দেহ নাই। বলবিহীন বিপক্ষপক্ষে দৈন্য অবলম্বন করা যেরূপ দোষাবহ, বলবান্ শত্রুর নিকট অনবহিত হওয়াও তদ্রূপ। অতএব যে রাজা জয়াভিলাষী, তাঁহাকে অবশ্যই উক্ত সাংঘাতিক হেতুদ্বয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেখুন, যদি আমরা যজ্ঞ করিবার উপলক্ষে জরাসন্ধকে বিনাশ ও অন্যান্য ভূপতিগণকে রক্ষা করি, তাহা হইলে তদপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম হইতে পারে ? যুদ্ধাদিচেষ্টারহিত ব্যক্তিকে লোকে নির্গুণ জ্ঞান করে, তবে আপনি কি নিমিত্ত গুণপক্ষ অবলম্বন না করিয়া নির্গুণ হইবার বাসনা করিতেছেন ? লোকে যাহাকে নির্গুণ বলিয়া বোধ করে, তাহার শম-গুণ অবলম্বন ও কাষায়-বসন পরিধানপূর্ব্বক বনে গমন করা শ্রেয়ঃ ; অতএব আমরা তাহা না করিয়া সাম্রাজ্যলাভের নিমিত্ত শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিব।”

ষোড়শ অধ্যায়।

কৃষ্ণ কহিলেন, “ভরতবংশে জাত ও কুন্তীর গর্ভে সম্ভূত ব্যক্তির যেরূপ বুদ্ধি হওয়া উচিত, মহানুভব অর্জ্জুনে তাহা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। যখন মৃত্যু দিবাভাগে কি রজনীযোগে হইবে, তাহার স্থির নাই এবং কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করাতে অমর হইয়াছে, ইহাও কখন শুনি নাই ; অতএব বিধানানুসারে নীতিপূর্ব্বক শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া পরিতোষ লাভ করাই পুরুষের কার্য্য। যে ব্যক্তি নয়শালী ও অপায়রহিত, শত্রুকে আক্রমণ করা তাহার কর্ত্তব্য ; যুদ্ধে একের উৎকর্ষ ও অন্যের অপকর্ষ অবশ্যই হয়, দুই জনের সাম্য কদাচ হয় না। আর যে ব্যক্তি নয়হীন ও উপায়-বিহীন, সংগ্রামে অবশ্যই তাহার ক্ষয় হয়। কিন্তু উভয় পক্ষ সমপরাক্রমশালী হইলে কাহারও জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব আমরা নীতিমার্গানুসারে স্বীয় রন্ধ্র আবরণপূর্ব্বক শত্রুকে রন্ধ্রে আক্রমণ করিলে কি নিমিত্ত জয়লাভে কৃতকার্য্য না হইব ? বুদ্ধিমান্ নীতিজ্ঞেরা কহেন যে, যে শত্রু বহু সৈন্যের অধীশ্বর এবং বলবান্, তাহার সহিত যুদ্ধ করা অনুচিত, ইহা আমার অভিপ্রেত। আমরা গোপনে শত্রুগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করত আপনাদের কার্য্য সাধন করিব। দুরাত্মা জরাসন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া একাকী রাজলক্ষ্মী ভোগ করিতেছে ; আমি তাহাকে নিধন করিতে লক্ষ্য করিয়াছি। যদিও আমরা সেই দুরাত্মাকে যুদ্ধে সংহার করিয়া তাহার অন্যান্য স্বপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিহত হই, তাহা হইলেও তৎকর্ত্তৃক কারাগারে অবরুদ্ধ জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণ নিবন্ধন স্বর্গলাভ করিতে পারিব ?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে কৃষ্ণ ! জরাসন্ধ কে ? তাহার বীর্য্য ও পরাক্রম কি প্রকার ? যে দুরাত্মা তোমার অনিষ্টাচরণ করিয়াও প্রজ্বলিত হুতাশনস্পর্শী পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয় নাই ?”

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “হে রাজন্ ! জরাসন্ধের যেরূপ বীর্য্য ও পরাক্রম এবং যে নিমিত্ত সে অনেকবার আমার বিপ্রিয়াচরণ করিলেও তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি,

তৎসমুদয় শ্রবণ কর। পূর্ব্বে তিন অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর, সমরদর্পিত, রূপবান্, ধনসম্পন্ন, অতুল-বলবিক্রমশালী, নিত্যদীক্ষিত, পুরন্দরসদৃশ, বৃহদ্রথনামা ভূপতি মগধ-দেশে আধিপত্য করিতেন। ঐ ভূপাল তেজে সূর্য্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে কালান্তক যমের ন্যায় ও ঐশ্বর্য্যে কুবেরের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার গুণগ্রাম সূর্য্যকিরণের ন্যায় মহীমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপতি কাশীরাজের দুই পরম রূপবতী যমজ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রাজা 'আমি তোমাদের উভয়ের প্রতি সমান অনুরক্ত থাকিব' বলিয়া, সেই পত্নীদ্বয়ের নিকট নিয়ম করিলেন। ভূপতি সেই আত্মানুরূপা প্রণয়িনীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া করেণুদ্বয়-মধ্যবর্ত্তী করিরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; তিনি বিষয়-রসে নিমগ্ন হইয়া যৌবনকাল অতিবাহিত করিলেন: কিন্তু বংশকর পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পারিলেন না; পুত্রকামনায় হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি বহুবিধ মঙ্গল-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্রলাভ হইল না।

তিনি একদা শ্রবণ করিলেন, মহাত্মা কাক্ষীবান্ গৌতমের পুত্র উদারস্বভাব ভগবান্ চণ্ডকৌশিক তপস্যায় পরিশ্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করত এক বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন রাজা পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বিবিধ রত্নপ্রদান দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। সত্যধৃতি, সত্যবাক্, ঋষিসত্তম চণ্ডকৌশিক ভক্তিভাবে বশীভূত হইয়া কহিলেন, 'হে রাজেন্দ্র! আমি তোমার আস্থা-দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।' তখন মহারাজ বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয়-সমভিব্যাহারে মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদ-বচনে কহিলেন, 'হে মহাত্মন্, আমি নিঃসন্তান, নিতান্ত হতভাগ্য, রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপোবনে আগমন করিয়াছি। এখন আর আমার বর লইবার আবশ্যকতা কি?'

মহর্ষি, রাজা বৃহদ্রথের সেইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে অনুকম্পাপরবশ হইয়া সেই আম্রতলে উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অক্ষত এক সরস আম্রফল বৃক্ষ হইতে তাঁহার ক্রোড়দেশে পতিত হইল। মহর্ষি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্তভূত সেই পরম আম্রফলটি গ্রহণপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি স্বভবনে গমন কর, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে; অচিরাৎ পুত্রমুখ অবলোকন করিবে।'

রাজা বৃহদ্রথ মহর্ষির বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহার পাদ-বন্দনপূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে স্বভবনে গমন করিলেন এবং শুভক্ষণে সেই আম্রফলটি দুই সহধর্ম্মিণীকে ভোজন করিতে দিলেন। তাঁহারা সেই ফলটি দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পরস্পর এক এক খণ্ড ভক্ষণ করিলেন। ফলভক্ষণানন্তর কার্য্যের অবশ্যম্ভাবিতা ও মহর্ষির সত্যবাদিতার প্রভাবে তাঁহারা উভয়েই গর্ভবতী হইলেন। নৃপতি তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর যথাকালে প্রসবসময় উপস্থিত হইলে মহিষীদ্বয় উভয়ে এক-চক্ষু, একবাহু, একচরণ, অর্দ্ধোদর, অর্দ্ধমুখ ও অর্দ্ধস্ফিক্‌বিশিষ্ট এক এক দেহার্দ্ধমাত্র প্রসব করিলেন। রাজপত্নীরা সেই সজীব অর্দ্ধকলেবরদ্বয় দর্শনে ভয়ে কম্পিতকলেবর ও যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করত ধাত্রাদিগকে উহা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। ধাত্রীরা তাঁহাদের নিদে-শানুসারে সেই সদ্যঃপ্রসূত অর্দ্ধ-কলেবরদ্বয় সুসংবৃত করত অন্তঃপুর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক এক চতুষ্পথে নিক্ষেপ করিয়া আসিল।

অনন্তর মাংসশোণিতলোলুপা জরা-নাম্নী এক রাক্ষসী সেই অর্দ্ধকলেবরদ্বয় গ্রহণ করিল। ভবিতব্য-তার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! রাক্ষসী ঐ দুই দেহার্দ্ধ সুবাহ্য করিবার নিমিত্ত যেমন সংযোজিত করিল, অমনি উহা একত্র হইয়া এক মহাবল-পরাক্রান্ত কুমার হইল। নিশাচরী তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন এবং সেই বজ্রতুল্য দৃঢ়-কলেবর শিশুকে বহন করিতে অসমর্থ হইল। বালক বদনে তাম্রবর্ণ মুষ্টি প্রদানপূর্ব্বক সজলজলধরের ন্যায় গম্ভীরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

অন্তঃপুরবাসিগণ সেই আকস্মিক গভীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যস্তে-ব্যস্তে রাজার সহিত বহির্গত হইল। দুগ্ধপূর্ণ-স্তনভরাবনতা পরিম্লানবদনা সেই দুই রাজমহিষীও পুত্রলাভে হতাশ হইয়া সহসা তথায় গমন করিলেন। রাক্ষসী রাজ্ঞীদ্বয়কে তদবস্থাপন্ন, রাজাকে পুত্রাভিলাষী ও বালককে সাতিশয় বলবান্ দেখিয়া চিন্তা করিল, আমি এই রাজার অধিকারে বাস করি; রাজা একান্ত সন্তানাভিলাষী, ইনি পরম-ধার্ম্মিক ও মহাত্মা, অতএব ইহাঁর এই শিশু সন্তানটি বিনষ্ট করা নিতান্ত অনুচিত। মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া মনুষ্য-কলেবর ধারণপূর্ব্বক সেই শিশুকে লইয়া রাজার সমীপে গমন করত কহিল, 'হে বৃহদ্রথ! এই বালকটি তোমার পুত্র; আমি ইহাকে তোমায় প্রদান করিলাম, গ্রহণ কর। এ ব্রাহ্মণের বরপ্রভাবে তোমার পত্নীদ্বয়ের গর্ভে জন্মিয়াছে। ধাত্রীরা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাকে রক্ষা করিয়াছি।' তখন রাজমহিষীদ্বয় আনন্দিতচিত্তে বালককে গ্রহণ করিয়া স্তনদুগ্ধ দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। রাজা পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মানুষী-বেশধারিণী রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসিলেন, 'হে শুভে! তুমি আমাকে পুত্র প্রদান করিলে, এক্ষণে পরিচয় প্রদান কর, তুমি কে? আমি তোমাকে দেবতার ন্যায় বোধ করিতেছি।"

সপ্তদশ অধ্যায়।

রাক্ষসী কহিলেন, "মহারাজ! তোমার মঙ্গল হউক; আমি কামরূপা রাক্ষসী। আমি প্রতিদিন লোকের গৃহে গৃহে বাস করি। ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে নির্ম্মাণ করিয়া গৃহদেবী নাম প্রদান করিয়াছেন। আমি দানবগণের বিনাশনিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছি। যে ব্যক্তি নবযৌবনসম্পন্না সপুত্রা মদীয় প্রতিমূর্ত্তি গৃহভিত্তিতে লিখিয়া রাখিবে, তাহার গৃহ সতত ধনধান্য ও পুত্রকলত্রাদিতে পরিপূর্ণ থাকিবে। তাহা না করিলে অবশ্যই তাহার অমঙ্গল ঘটিবে। তোমার গৃহে বহুপুত্রসমাবৃত মদীয় প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত আছে এবং আমি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকি। হে রাজন্! এইরূপে তোমার গৃহে বাস করত সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে পূজিত হই বলিয়া আমি নিরন্তর চিন্তা করি, কিরূপে তোমার প্রত্যুপকার করিব। অদ্য দৈববশাৎ তোমার পুত্রের দেহার্দ্ধদ্বয় দেখিতে পাইলাম। উহা গ্রহণপূর্ব্বক যেমন একত্র করিলাম, অমনি উহা এক নবকুমার হইল। হে নরনাথ! এই আশ্চর্য্য ঘটনা তোমারই ভাগ্যক্রমে হইয়াছে, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। হে রাজন্! আমি রাক্ষসী, সুমেরুও ভক্ষণ করিতে পারি; তোমার শিশু পুত্র ত অনায়াসেই ভক্ষণ করিতে পারিতাম, কেবল তোমার গৃহে সতত পূজিত হই বলিয়াই তোমাকে তোমার পুত্র প্রদান করিলাম।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "রাক্ষসী রাজাকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা বৃহদ্রথ পুত্র লইয়া পরমানন্দে গৃহে গমন করিয়া সেই বালকের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন, পরে মগধরাজ্যে জরা রাক্ষসীর উদ্দেশে মহোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন। তৎপরে সেই পিতামহসদৃশ রাজা বৃহদ্রথ স্বীয় পুত্র জরারাক্ষসী কর্ত্তৃক সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম জরাসন্ধ রাখিলেন। জরাসন্ধ স্বীয় পিতা বৃহদ্রথের নিকেতনে হুত-হুতাশনের ন্যায়, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত ও বল-সম্পন্ন হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তদীয় পিতা-মাতার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।"

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে রাজন্! কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ চণ্ডকৌশিক মগধদেশে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। মহারাজ বৃহদ্রথ তাঁহার আগমনে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া অমাত্য, ভৃত্যবর্গ, ভার্য্যাদ্বয় ও পুত্র সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং



পুত্র ও রাজ্য তৎসমীপে নিবেদন করিলেন। মহর্ষি মহারাজের পূজাগ্রহণানন্তর হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, 'রাজন্! আমি দিব্যচক্ষু দ্বারা এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার এই পুত্র যেরূপ সৌভাগ্যশালী হইবে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার এই কুমার রূপবান্, সত্ত্বশালী, বলবিক্রমসম্পন্ন ও অতুল ঐশ্বর্য্যাধিকারী হইবে, সন্দেহ নাই। যেমন অন্যান্য পক্ষিগণ উড্ডীন বিহঙ্গরাজ গরুড়ের অনুগমন করিতে পারে না, সেইরূপ কোন ভূপতিই এই কুমারের তুল্য বলশালী হইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি ইহার শত্রু হইবে, তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যেমন নদীতরঙ্গে পর্ব্বতের কিছুই অপকার হয় না, সেইরূপ দেবগণের অস্ত্রাঘাতেও ইহার কিছুমাত্র ব্যথা হইবে না। এ সমস্ত ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। যেমন সূর্য্য অন্যান্য জ্যোতিঃপদার্থগণের প্রভা হ্রাস করেন, সেইরূপ এই কুমার সকলের তেজ বিনষ্টপ্রায় করিবে। যেমন পতঙ্গ সকল অগ্নিতে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ধনবাহনসম্পন্ন সমৃদ্ধভূপতিগণ যুদ্ধে ইহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিবেন। যেমন বর্ষাকালে সমুদ্র অগাধজলসম্পন্না নদীসকলকে গ্রহণ করে, সেইরূপ এ সমুদয় ভূপতিগণের ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিবে। যেমন সর্ব্বশস্যধরা বসুন্ধরা কি মহৎ, কি নীচ, সকলকেই ধারণ করেন, সেইরূপ এ চারিবর্ণ পালন করিবে। প্রাণিগণ যেমন সমস্ত জগতের আত্মভূত বায়ুর বশীভূত, সেইরূপ ইহারও বশীভূত হইবে। এই কুমার ত্রিপুরান্তকারী দেবাদিদেব মহাদেবকে সাক্ষাৎ দেখিবে।' ভগবান্ চণ্ডকৌশিক মহারাজ বৃহদ্রথকে এই কথা বলিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মগধাধিপতি নগরে প্রবেশপূর্ব্বক জ্ঞাতিবান্ধবসমভিব্যাহারে জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে তপোবনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা তপোবনে গমন করিলে জরাসন্ধ স্বীয় ভুজবীর্য্যপ্রভাবে ভূপতিগণকে বশীভূত করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয়সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপোনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র জরাসন্ধও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদয় বর লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ বাসুদেব কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসানপাতননিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল। মহাবল-পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণীমধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশতবার ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুতকর্ম্মা বাসুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল। পৌরগণ কৃষ্ণসমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল। তদবধি সেই মথুরার সমীপবর্ত্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল। হংস ও ডিম্ভক নামে দুই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষ জরাসন্ধের সহায় ছিল। উহারা নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, মন্ত্রণাপ্রদানে সুনিপুণ, বুদ্ধিমান্ ও শস্ত্রাঘাতে অবধ্য ছিল। আমি ইতিপূর্ব্বেই কহিয়াছি, উহারা দুই জন এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারে। হে মহারাজ! এইরূপে কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ 'দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত স্পর্দ্ধা করিবে না' এই নীতিবাক্যের অনুসরণক্রমে মহাবীর জরাসন্ধকে তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! হংস ও ডিম্ভক নিহত হইয়াছে; কংসও সগণে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে জরাসন্ধবধের সময় সমুপস্থিত। সমস্ত সুরাসুর একত্র হইলেও যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজয় করিতে পারে না; অতএব আমার মতে উহাকে প্রাণযুদ্ধে জয় করা উচিত। দেখ, আমি নীতিজ্ঞ, ভীমসেন বলবান্ এবং অর্জ্জুন আমাদের রক্ষিতা, অতএব যেমন তিন অগ্নি একত্র হইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, সেই-

রূপ আমরা তিন জন একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধসাধন করিব। আমরা তিন জন নির্জ্জনে আক্রমণ করিলে জরাসন্ধ অবশ্যই এক জনের সহিত সংগ্রাম করিবে। সে অবমাননা, লোভ ও বাহুবীর্য্যে উত্তেজিত হইয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবে, সন্দেহ নাই। যম যেমন উদ্ধতলোকের বিনাশে সমর্থ, সেইরূপ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন বৃহদ্রথতনয়কে সংহার করিতে পারিবেন। অতএব যদি তুমি আমার হৃদয়জ্ঞ হও এবং যদি আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে শীঘ্র ভীম ও অর্জ্জুনকে ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে সমর্পণ কর।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর প্রফুল্লমুখে উপবিষ্ট ভীম ও অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে অরাতিনিসূদন মধুসূদন! তুমি আর ওরূপ কহিও না। তুমি পাণ্ডবগণের অধিপতি; আমরা তোমারই আশ্রিত। তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই যুক্তিসিদ্ধ বটে, লক্ষ্মী যাহাদের প্রতি প্রতিকূলা, তুমি কখনই তাহাদের নিকট থাক না। যখন আমি তোমার নিদেশানুবর্ত্তী রহিয়াছি, তখন আমার জরাসন্ধকে বধ করিবার, বদ্ধভূপতিদিগকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার এবং রাজসূয়যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিবার আর অপেক্ষা কি আছে? অতএব হে নরোত্তম! এক্ষণে যাহাতে এই সমুদয় কার্য্য ত্বরায় সম্পন্ন হয়, অপ্রমত্তচিত্তে তাহাই কর। আমি তোমাদের তিন জন ব্যতিরেকে ধর্ম্মার্থ-কামরহিত ও রোগার্ত্তের ন্যায় দুঃখিত হইয়া জীবন ধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ, অর্জ্জুন তোমা বিনা জীবনধারণ করিতে পারে না, তুমিও অর্জ্জুন ব্যতীত ক্ষণকাল থাকিতে পার না। এই ভূমণ্ডলে তোমাদের দুই জনের অজেয় কেহই নাই। আর এই মহাবীর্য্যসম্পন্ন শ্রীমান্ বৃকোদর তোমাদের দুই জনের সমভিব্যাহারে থাকিলে কি না সম্পন্ন করিতে পারে? সৈন্য সুশিক্ষিত হইলে উত্তমরূপে যুদ্ধকার্য্য সমাধা করে, অশিক্ষিত সৈন্যেরা অকর্ম্মণ্য হয়, তন্নিমিত্ত উহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য। যেমন ধীবরগণ যে স্থানে ছিদ্র থাকে, সেই স্থান দিয়া অভিলষিত স্থানে জল লইয়া যায়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপদ্রবশূন্য প্রদেশেই জড় সৈন্য লইয়া গমন করেন; মহাবীরের নিকট কদাচ লইয়া যান না। অতএব আমরা নীতিবিধানজ্ঞ লোকবিশ্রুত গোবিন্দকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে যত্ন করিতেছি। হে যদুবংশাবতংস! তুমি প্রজ্ঞা, নীতি, বল, ক্রিয়া ও উপায়-সম্পন্ন, অতএব ভীম ও অর্জ্জুন কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকেই অগ্রসর করিবে; এইরূপে আমাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অর্জ্জুন তোমার অনুগমন করুক এবং ভীম অর্জ্জুনের অনুগমন করুক; তাহা হইলেই বিক্রম, নীতি, জয় ও বল সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিপুলতেজাঃ বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমার্জ্জুনসমভিব্যাহারে তেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মগধদেশে যাত্রা করিলেন। সুহৃদ্গণ মনোহর বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রোধে অভিতপ্ত, জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনে একান্ত উৎসুক এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী সেই তিন জনের কলেবর তৎকালে অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অগ্রে ভীমসেন, তৎপশ্চাৎ সংগ্রামে বিজয়ী ধর্ম্মার্থকাম-প্রবর্ত্তয়িতা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, তদনন্তর অর্জ্জুন গমন করিতেছেন দেখিয়া সকলেই মনে করিল, এইবার জরাসন্ধ নিশ্চয় নিহত হইবে। তখন কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন কুরুদেশে উত্তীর্ণ হইয়া কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া রমণীয় পদ্মসরে গমন করিলেন। তৎপরে কালকূট অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, মহাশোণ, সদানীরা এবং একপর্ব্বতকে স্থিত নদী-সমুদয় ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইলেন। তদনন্তর রমণীয় সরযূ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব কোশলা দেখিতে পাইলেন। তথা হইতে মিথিলা ও মিথিলা হইতে মালায় গমনপূর্ব্বক চর্ম্মণ্বতী নদী পার হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করত তিন জনে পূর্ব্বমুখে মগধদেশে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পরে গোধনসমাকীর্ণ,

হ্রদতড়াগাদিযুক্ত, নানাবিধ বৃক্ষে আবৃত গোরথ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া মগধপুর দেখিতে পাইলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, "হে পার্থ! ঐ দেখ, বিবিধ পশুসমাকীর্ণ বাপীতড়াগাদিযুক্ত, সুরম্য হর্ম্ম্যে অলঙ্কৃত, উপদ্রবশূন্য মগধরাজ্য শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে পাঁচটি পর্ব্বত রহিয়াছে। এই শীতল-দ্রুমসুশোভিত, উন্নতশিখর পর্ব্বতসকল পরস্পর মিলিত হইয়া যেন গিরিব্রজ রক্ষা করিতেছে। সুপুষ্পিত শাখাসমুদয়ে সুশোভিত, সুগন্ধযুক্ত, কামিজনপ্রিয়, মনোহর লোধ্রবনরাজী উহাদিগকে যেন গোপন করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থানে শংসিতব্রত মহাত্মা গোতম ঋষি ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক কাক্ষীব প্রভৃতি পুত্রগণকে উৎপাদন করেন। হে অর্জ্জুন! এই নিমিত্ত পূর্ব্বে অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত মহীপতিগণ গোতমের আশ্রমে আসিয়া মহোৎসব করিতেন। ঐ দেখ, গোতমের আশ্রমসমীপে পরম-রমণীয় অশ্বত্থ ও লোধ্রবনরাজী জন্মিয়াছে। ঐ দেখ, অর্ব্বুদ পর্ব্বত, শক্রবাপী ও প্রকাণ্ড পন্নগদ্বয় রহিয়াছে। ঐ স্থানে স্বস্তিক ও মণিনাগের আলয়। মনু মগধরাজ্য মেঘের অপরিহার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং চণ্ডকৌশিক ও মণিমান্ জরাসন্ধকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ এইরূপে ঐ দুরাক্রম্য পুরের অধীশ্বর হইয়া আপনার কার্য্যসিদ্ধি-বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছে। আমরা অদ্য তাহার দর্প চূর্ণ করিব।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর বিপুলতেজাঃ কৃষ্ণ মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমার্জ্জুন-সমভিব্যাহারে মগধপুরে গমন করিলেন এবং হৃষ্টপুষ্টজন ও বর্ণচতুষ্টয়-সমাকীর্ণ, মহোৎসবময়, নিতান্ত দুরাক্রম্য গিরিব্রজে সমুপস্থিত হইলেন। তৎপরে দ্বারদেশে গমন করিয়া বৃহদ্রথবংশীয় জনসমুদয় ও অন্যান্য নগরবাসিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান মগধরাজ্যের শোভাসম্পাদক নগরচৈত্যের সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। মহারাজ বৃহদ্রথ মাংসাশী বৃষরূপধারী দৈত্যকে সংহার করিয়া তাহার চর্ম্ম দ্বারা তিনটি ভেরী প্রস্তুত করেন: ঐ ভেরীত্রয়ে একবার আঘাত করিলে একমাসব্যাপী গম্ভীর ধ্বনি হইত। মহারাজ বৃহদ্রথ আপনার পুরে ঐ তিনটি ভেরী রাখিয়াছিলেন। ভেরীসকল দিব্য-পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া ধ্বনিত হইত। কৃষ্ণসমবেত ভীম ও অর্জ্জুন ঐ ভেরীত্রয় ভগ্ন করিলেন এবং নানাপ্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়া দ্বারদেশ হইতে যেন জরাসন্ধের মস্তকে আঘাত করিতে করিতেই দ্রুতবেগে চৈত্যপ্রাকারের নিকট গমনপূর্ব্বক সুদৃঢ় বাহু দ্বারা সতত গন্ধমাল্যে অর্চ্চিত, সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন চৈত্যশৃঙ্গ ভগ্ন ও নিপাতিত করত হৃষ্টচিত্তে মগধপুরে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া জরাসন্ধকে জানাইলেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন। প্রতাপশালী রাজা জরাসন্ধ সেই দুর্নিমিত্তশান্তির নিমিত্ত দীক্ষিত ও নিয়মস্থ হইয়া উপবাস করিয়া রহিলেন। এ দিকে স্নাতকবেশধারী কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয় সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধ করিবার মানসে পুরপ্রবেশ করিলেন। তাঁহারা রাজমার্গে গমন করিতে করিতে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, মাল্য, আপণ ও অন্যান্য সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; মালাকারদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মাল্য গ্রহণ করিলেন। সেই দিব্য মাল্য ও দিব্য-কুণ্ডলধারী কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয়, যেমন সিংহ গোনিবাস নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন করে, তদ্রূপ জরাসন্ধের নিকেতন লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে চন্দনাগুরুচর্চ্চিত সেই বীরত্রয়ের বাহু শালস্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মগধপুরবাসী জনগণ উন্নত শালস্কন্ধের ন্যায় ও মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় সেই তিন জনকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বহুজনাকীর্ণ তিন কক্ষা অতিক্রম করিয়া অহঙ্কার প্রকাশপূর্ব্বক জরাসন্ধের

সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদ্য, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া স্বাগত-প্রশ্ন করিলেন। ভীম ও ধনঞ্জয় তৎকালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধীমান্ কৃষ্ণ কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! ইঁহারা নিয়মস্থ; এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব্বরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।" ভূপতি কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞাগারে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন এবং অর্দ্ধরাত্রসময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ জনমেজয়! মগধরাজ জরাসন্ধের এই লোকবিশ্রুত ব্রত ছিল যে, কোন স্নাতক ব্রাহ্মণ অর্দ্ধরাত্রসময়ে সমুপস্থিত হইলেও তিনি তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিতেন। তিনি তাঁহাদের তিন জনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পূজা করিলেন এবং তাঁহাদের অপূর্ব্ব বেশ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা রাজাকে দেখিবামাত্র "স্বস্ত্যস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করত কুশল-প্রশ্ন করিলেন। রাজা জরাসন্ধ সেই ব্রাহ্মণবেশধারী বীরত্রয়কে বসিতে কহিলেন। তাঁহারাও তদনুসারে যজ্ঞশালায় উপবেশন করিয়া অধ্বরস্থিত ত্রেতাগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সত্যসন্ধ মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহাদের বেশদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি জানি, স্নাতকব্রতাচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমনসময় ব্যতীত কখন মাল্য বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ, অঙ্গ পুষ্পমাল্য ও অনুলেপনে সুশোভিত, ভুজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; আকারদর্শনে ক্ষাত্র তেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন; অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া নির্ভয়ে চৈত্যক-পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিয়াছেন। আরও, আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন না? যাহা হউক, এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, বলুন।"

মহারাজ জরাসন্ধ এইরূপ কহিলে মহামতি কৃষ্ণ স্নিগ্ধ-গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ; কিন্তু হে নরাধিপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই স্নাতকব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয়জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়, পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয় বলিয়া আমরা পুষ্পধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, বাগ্‌বীর্য্যশালী নহেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের অপ্রগল্‌ভ বাক্যপ্রয়োগ করা নির্দ্ধারিত আছে। বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্যভাবে ও সুহৃদ্গৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমরা স্বকার্য্য-সাধনার্থে শত্রুগৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্য ব্রত।"

একবিংশতিতম অধ্যায়।

জরাসন্ধ কহিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি কোন্ সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ? দেখ, ধর্ম্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া বিনাপরাধে লোকের ধর্ম্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই। আর দেখ,

ত্রিলোকীমধ্যে সৎপথগামিগণের পক্ষে ক্ষাত্রধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিরা কেবল ক্ষাত্রধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমি স্বধর্ম্মে নিরত প্রজাগণের কোন অপকার করি নাই; তবে তোমরা কি নিমিত্ত আমাকে শত্রু বলিয়া স্থির করিয়াছ? বোধ হয়, তোমাদের প্রমাদ হইয়া থাকিবে।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে মহাবাহো! যে কুলপ্রদীপ একাকী কুলকার্য্যের ভার বহন করিতেছেন, আমরা তাঁহার নিয়োগক্রমে তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি। হে রাজন্! ক্ষত্রিয়গণকে পূজোপহারস্বরূপ করিবার মানস করাতে তুমি যৎপরোনাস্তি অপরাধী হইয়াছ, তবে কি বলিয়া আপনাকে নিরপরাধ বোধ কর? হে নৃপসত্তম! নিরপরাধ অন্যান্য ভূপতিগণের প্রতি হিংসাচরণ করা কি রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? তবে তুমি কি জন্য নৃপতিগণকে আনয়নপূর্ব্বক মহাদেবের নিকট উপহার প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ? হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু, আমরা ধর্ম্মাচারী ও ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ। আমরা কখন নরবলি দেখি নাই; তুমি কি বলিয়া নরবলি প্রদানপূর্ব্বক ভগবান্ পশুপতির পূজা করিতে বাসনা করিতেছ? রে বৃথামতি জরাসন্ধ! তোমা ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি সবর্ণের পশুসংজ্ঞা করিতে পারে? দেখ, যে ব্যক্তি যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্ম করে, সে সেই সেই অবস্থায় তাহার ফলভাগী হয়। আমরা দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া থাকি; তুমি জ্ঞাতিক্ষয়কারী, অতএব আমরা এক্ষণে জ্ঞাতিবৃদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে সংহার করিতে সমাগত হইয়াছি। তুমি মনে মনে স্থির করিয়াছ যে, এই ভূমণ্ডলমধ্যে ক্ষত্রিয়কুলে তোমার ন্যায় ক্ষমতাশালী পুরুষ আর কেহই নাই, সে কেবল তোমার বুদ্ধিভ্রমমাত্র। কোন্ স্বজাতীয় পক্ষপাতী ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত ভূপতি আত্মীয়জনরক্ষার্থে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অতুল স্বর্গভোগ করিতে বাসনা না করে? দেখ, ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গে থাকিয়াও রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া লোকদিগকে জয় করেন। হে রাজন্! বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশ, তপোনুষ্ঠান ও যুদ্ধে মৃত্যু, এই সমুদয়ই স্বর্গের হেতু বটে, কিন্তু নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নাদি না করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না; কিন্তু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ হইবে, উহাতে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। দেখ, সুরপতি ইন্দ্র স্বীয় গুণবান্ পুত্র জয়ন্তের প্রভাবে অসুরগণকে পরাজয় করিয়া জগৎপালন করিতেছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের সহিত শত্রুতা তোমার পক্ষে যেরূপ স্বর্গগমনের হেতু হইতেছে, সেরূপ আর কাহারও ঘটে না। তুমি বহুসংখ্যক মাগধ সৈন্যের বলে দর্পিত হইয়া অন্যান্য ব্যক্তিগণকে অপমান করিও না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরাক্রম আছে। এই ভূমণ্ডলে তোমার সমতেজাঃ ও তোমা অপেক্ষা অধিক তেজস্বী অনেক আছেন। হে রাজন্! এই বিষয় অজ্ঞাত থাকাতেই তোমার এতাদৃশ অহঙ্কার হইয়াছে। উহা আমাদের নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে তোমাকে জানাইয়া দিলাম। হে ভূপতে! তুমি সদৃশ ব্যক্তির উপর অভিমান ও দর্প পরিত্যাগ কর, নতুবা পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণসমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিতে হইবে। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, উত্তর ও বৃহদ্রথ অতিদর্পে আপন আপন মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সসৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছেন। হে রাজন্! তোমাকে কপটে সংহার করিবার মানসে এরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি, আমরা বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়। আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুতনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।"

জরাসন্ধ কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! আমি কোন রাজাকেও জয় না করিয়া আনয়ন করি নাই। যাহাকে আমি পরাজয় করি নাই এবং যে আমার সহিত বিরোধ করিতে সমর্থ, এই ভূমণ্ডলে এমত কোন্ ব্যক্তি আছে? হে বাসুদেব! বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক লোককে আপনার বশে আনিয়া তাহার প্রতি স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আমি ক্ষাত্রব্রতাবলম্বী; দেবপূজার নিমিত্ত রাজগণকে আনয়ন করিয়াছি; এখন কি নিমিত্ত ভয় পাইয়া তাঁহাদ-

গকে পরিত্যাগ করিব? আমি একাকী ব্যূহমধ্যস্থিত এক, দুই বা তিন মহারথের সহিত এককালে বা পৃথক্ পৃথক্ যুদ্ধ করিতে পারি।"

মহারাজ জরাসন্ধ এই কথা বলিয়া ঐ ভীমকর্ম্মা ব্যক্তিগণের সর্ব্বাভিব্যাহারে যুদ্ধ করিবার অভিলাষে স্বীয় পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেকে আজ্ঞা করিলেন এবং কৌশিক ও চিত্রসেন নামক দুই সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যসন্ধ হলধরানুজ মধুসূদন ঐ ভীমপরাক্রম শার্দ্দূলসমবিক্রান্ত বৃহদ্রথতনয় জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন যদুবংশাবতংস সুবক্তা বাসুদেব যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় মহারাজ জরাসন্ধকে কহিলেন, "হে রাজন্! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, বল? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে?" মহাদ্যুতি জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন।

ঐ সময়ে পুরোহিত রোচনা, মাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্যজাত এবং দুঃখমূর্চ্ছানিবারক অঙ্গদ ও ঔষধসমুদয় লইয়া সংগ্রামেচ্ছু জরাসন্ধের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ জরাসন্ধ যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে বর্ম্ম পরিধান ও কিরীট পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশবন্ধন করত বেগবান্ সমুদ্রের ন্যায় সমুত্থিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, "হে ভীম! আইস, তোমার সহিত যুদ্ধ করিব।" মহাতেজাঃ জরাসন্ধ ভীমকে এই কথা বলিয়া, বলাসুর যেমন ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, তদ্রূপ বৃকোদরকে আক্রমণ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনও কৃষ্ণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া যুদ্ধাভিলাষে জরাসন্ধের নিকট গমন করিলেন। এইরূপে সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া স্ব স্ব বাহুমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক উভয়ে মিলিত হইলেন। প্রথমে তাঁহারা করগ্রহণপূর্ব্বক পাদাভিবন্দন করিয়া কক্ষাস্ফোটন করিতে লাগিলেন এবং স্কন্ধে বারংবার করাঘাত ও অঙ্গে অঙ্গে সমাশ্লেষ করিয়া পুনরায় আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পরে চিত্রহস্তাদি বিবিধ বন্ধন করিয়া কক্ষাবন্ধ করিলেন এবং পরস্পর ললাটে ললাটে এরূপ আঘাত করিলেন যে, উভয়ের ললাট হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত ও ঘোরতর শব্দ হওয়াতে বোধ হইল, যেন বজ্রাঘাত হইতেছে। অনন্তর বাহুপাশাদি বন্ধন করিয়া পরস্পর মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক মত্তবারণের ন্যায় ও ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন এবং সুসংক্রুদ্ধ সিংহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর নিরীক্ষণ, করপ্রহার ও বারংবার আকর্ষণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; পরস্পর অঙ্গ ও বাহু দ্বারা অঙ্গ সমাপীড়ন ও বাহু দ্বারা উদর আবরণ করত পরস্পরকে স্ব স্ব পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্ব স্ব কণ্ঠ, কক্ষ ও উদরে হস্তাস্ফালন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পরস্পর পৃষ্ঠভঙ্গ ও বাহুদ্বয় দ্বারা সম্পূর্ণ মূর্চ্ছা এবং পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি করিলেন। তৎপরে তাঁহারা তৃণপীড়, পূর্ণযোগ ও সমুষ্টিক প্রভৃতি নানাবিধ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। মহাবীর জরাসন্ধ ও ভীমসেন পরস্পর নিগ্রহ ও প্রগ্রহ দ্বারা ভীষণ বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী, পরম প্রহৃষ্ট, মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষদ্বয় পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! বীরদ্বয়ের বৃত্রবাসবসদৃশ ভয়ানক তুমুল সংগ্রামে অন্যান্য লোক অপসারিত হইল। তাঁহারা প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অনুকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও জানু দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন; তদনন্তর কঠোরশব্দে ভর্ৎসনা করত প্রস্তরাঘাতসদৃশ মুষ্টিপ্রহারে অভিঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই বিস্তৃতবক্ষ, উভয়েই দীর্ঘবাহু, উভয়েই যুদ্ধকুশল; সুতরাং উভয়ে উভয়কে

লৌহার্গলসদৃশ বাহু দ্বারা সংসক্ত করিলেন। দুই মহাত্মার যুদ্ধ কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া অনাহারে অবিশ্রান্ত ত্রয়োদশ দিবস দিবারাত্রি সমভাবে চলিয়াছিল। চতুর্দ্দশ দিবসে রাত্রিতে মগধরাজ ক্লান্ত হইয়া নিরস্ত হইলেন। বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! ক্লান্তশত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে, অধিকতর পীড়্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে; অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ! ইঁহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর।" শত্রুনিসূদন ভীম কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্জ্জয় জরাসন্ধকে তদবস্থ জানিয়া তাহাকে জয় করিবার নিমিত্ত অধিক কোপাবিষ্ট হইলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর কৌশলাভিজ্ঞ ভীমসেন জরাসন্ধবধাভিলাষে বাসুদেবকে কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! এই পাপাত্মার কক্ষদেশ এরূপ বসনবদ্ধ আছে যে, ইহাকে প্রাণবিযুক্ত করা সহজ ব্যাপার নহে।" পুরুষব্যাঘ্র বাসুদেব জরাসন্ধবধাভিলাষে সত্বর হইয়া বৃকোদরকে কহিলেন, "হে ভীম! তোমার যে দৈববল ও বাহুবল আছে, আশু তাহা জরাসন্ধকে প্রদর্শন কর।" মহাবল ভীম এই প্রকার অভিহিত হইয়া, জরাসন্ধকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন; শতবার ঘূর্ণিত করিয়া জানু দ্বারা আকুঞ্চনপূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ ও নিষ্পেষণপূর্ব্বক সিংহনাদসহকারে তাঁহার চরণদ্বয় করকবলিত করিয়া দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। নিষ্পিষ্যমাণ জরাসন্ধের আর্ত্তরবে এবং ভীমসেনের গর্জ্জনে মগধবাসী সমস্ত লোক ত্রস্ত ও গর্ভিণীর গর্ভস্রাব হইয়া গেল। ভীমসেনের ভয়ঙ্কর নিনাদে মাগধেরা বোধ করিল যে, হয় হিমালয়, না হয় মহীতল বিদীর্ণ হইতেছে।

তদনন্তর অরিন্দম কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীম গতজীবিত ও প্রসুপ্তের ন্যায় পতিত জরাসন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কৃষ্ণ জরাসন্ধের পতাকাশালা রথ সংযোজিত এবং তাহাতে ভ্রাতৃদ্বয়কে আরোপিত করিয়া বান্ধবগণকে কারামুক্ত করিলেন। মহীপালগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক রত্ন দ্বারা তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন। অক্ষত, শস্ত্রসম্পন্ন, জিতারি বাসুদেব সেই দিব্যরথে আরোহণ করিয়া রাজগণের সহিত গিরিব্রজ হইতে প্রস্থান করিলেন। ভীমার্জ্জুন দুই যোদ্ধা তাহাতে আরূঢ় এবং কৃষ্ণ তাহার সারথি হওয়াতে সেই রথ সমধিক শোভিত হইয়াছিল। যে রথ তারকাজালের ন্যায় সমুজ্জ্বল, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু যাহাতে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম করিতেন, যদ্দ্বারা পুরন্দর নবনবতিবার দানবগণকে নিহত করিয়াছিলেন, তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় যাহার আভা, মেঘনির্ঘোষের ন্যায় যাহার শব্দ, সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত অপূর্ব্ব রথ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। মাগধেরা মহাবাহু কৃষ্ণকে ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত সেই রথে আরূঢ় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। বায়ুবেগশালী সেই রথ দিব্য ঘোটকে সংযুক্ত ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া অতীব শোভমান হইয়াছিল। সেই দেবনির্ম্মিত রথ শক্রধনুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র তিনি সমাগত হইলেন। বিস্তৃতানন, মহানাদ গরুত্মান্ সমারূঢ় হইলে সেই দিব্য রথ উন্নত চৈত্যবৃক্ষের উপমেয় হইয়া উঠিল। সহস্রকিরণাবৃত মধ্যাহ্নসহস্রাংশুর ন্যায় প্রাণিগণের দুর্নিরীক্ষ্য সেই রথ তেজোদ্বারা সমধিক দীপ্যমান হইল। তাহার দিব্য ধ্বজ বৃক্ষেও সংলগ্ন হইত না এবং বাণেও বিদ্ধ হইত না, এক্ষণে মানবের দৃশ্যমান হইতে লাগিল। যে রথ রাজা বসু বাসব হইতে, বৃহদ্রথ বসু হইতে, পরিশেষে জরাসন্ধ বৃহদ্রথ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুরুষব্যাঘ্র অচ্যুত ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত সেই মেঘনাদ রথে আরোহণ করিয়া প্রয়াণ করিলেন। তদনন্তর পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেব গিরিব্রজ হইতে নির্গত হইয়া বাহ্যপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন তথায় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নগরবাসীরা সৎকার ও বিধিবিহিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। বন্ধনবিমুক্ত রাজারাও স্তুতিপূর্ব্বক মধুসূদনের পূজা

করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহো! ভীমার্জ্জুনের সহিত আপনি যে ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন, অদ্য যে দুঃখরূপ পঙ্কে পঙ্কিল জরাসন্ধরূপ হ্রদে নিমগ্ন নৃপতিগণের উদ্ধারসাধন করিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হে বিষ্ণো! হে যদুনন্দন! আপনি দারুণ গিরিদুর্গে অবসন্ন দুর্ভাগ্যদিগের মোচনজনিত দীপ্ত যশোরাশি প্রাপ্ত হইলেন। আপনি নৃপতিগণের দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন, এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন।"

মনস্বী হৃষীকেশ তাঁহাদিগকে কহিলেন, "রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্যচিকীর্ষু, ধার্ম্মিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা।" নৃপতিগণ "তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকার করিলেন। জরাসন্ধনন্দন সহদেব অমাত্যের সহিত পুরোহিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অতি বিনীতভাবে প্রণিপাতসহকারে বহুরত্নপ্রদানপূর্ব্বক নরদেব বাসুদেবের উপাসনা করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ভয়ার্ত্ত সহদেবকে অভয় প্রদান করিয়া, তৎপ্রদত্ত মহামূল্য রত্নসমুদয় গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন একত্র হইয়া সানন্দে সৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবাহু সহদেব মহাত্মগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া রাজধানী প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে শ্রীমান্ পুরুষোত্তম ভূরি ভূরি রত্নজাত সংগ্রহ করিয়া ভীমার্জ্জুনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া আনন্দের সহিত কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! বৃকোদর বলবান্ জরাসন্ধকে নিপাতিত করিয়াছেন, কারারুদ্ধ ভূপতিগণও বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন। ভাগ্যক্রমে ভীমসেন এবং ধনঞ্জয় কৃতকার্য্য হইয়া অক্ষত-শরীরে স্বনগরে আগমন করিয়াছেন।" রাজা যুধিষ্ঠির শ্রবণমাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া বাসুদেবকে সমুচিত পূজা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন। ভীমার্জ্জুন জরাসন্ধকে নিহত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, ইহাতে সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠিরের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অনন্তর তাঁহারা বয়ঃ অনুসারে সৎকার ও পূজা করিয়া ভূপতিগণকে বিদায় করিলেন, ভূপতিগণ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে উচ্চাবচ যানে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব দেশে গমন করিলেন। বুদ্ধিমান্ শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ পাণ্ডবগণ দ্বারা চিরশত্রু জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া, ধর্ম্মরাজের অনুজ্ঞা লইয়া, কুন্তী, কৃষ্ণা, সুভদ্রা, ভীমসেন, ধনঞ্জয় এবং ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিয়া, ধর্ম্মরাজ-প্রদত্ত মনস্তুল্যগামী সেই দিব্য রথে দশদিক্ মুখরিত করিয়া, নিজনগরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনসময়ে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের বধসাধন ও গিরিদুর্গ হইতে বধার্থানীত নরপতিদিগের উদ্ধার করাতে তাঁহার যশোরাশি ক্রমে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া উঠিল। হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! এইরূপে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর প্রীতিবর্দ্ধন ও তৎকালোচিত ধর্ম্মকামার্থোপেতভাবে প্রজা পালন করত পরম-সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

জরাসন্ধবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়

দিগ্বিজয়পর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অর্জ্জুন উৎকৃষ্ট ধনু, অক্ষয় তূণীর, রথ, পতাকা ও সভা অধিকার করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "রাজন্! নিতান্ত অসুলভ অভিলষিত কোদণ্ড, সহায়, দুর্গ, যশ ও বল প্রভৃতি আমি সকলই লাভ করিয়াছি। এক্ষণে কোষবৃদ্ধি ও ভূপালগণ হইতে কর আহরণ করাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। এক্ষণে আপনি অনুমতি করিলে শুভ নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত ও তিথিবিশেষ লাভ করিয়া বিজয়ার্থ উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করি।"

অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির স্নিগ্ধ-গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "বৎস! তুমি পূজ্য ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুগণের নিরানন্দ ও সুহৃদ্গণের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা কর। নিশ্চয়ই

তোমার জয়লাভ ও অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে।” তখন অর্জ্জুন সুমহৎ সৈন্যমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া অগ্নিদত্ত দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ভীমসেন ও যমজ নকুল-সহদেব ইঁহারাও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তরদিক্, ভীম পশ্চিম, সহদেব দক্ষিণ ও নকুল পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থমধ্যস্থ সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়-বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। আমি পূর্ব্বপুরুষদিগের অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা এককালে পৃথিবী জয় করেন, অতএব প্রথমতঃ অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহারাজ! ধনঞ্জয় প্রথমতঃ অনতিভয়ঙ্কর কর্ম্ম দ্বারা কুলিন্দবিষয়স্থিত মহীপালগণকে স্ববশে স্থাপন করিলেন। অনন্তর কুলিন্দ, কালকূট ও আনর্ত্তদেশ বশীভূত করিয়া তিনি সসৈন্যে মহীপাল সুমণ্ডলকে পরাজয় করেন; তৎপরে সুমণ্ডল-সমভিব্যাহারে শাকলদ্বীপ ও বিন্ধ্য-ভূধরসন্নিহিত পার্থিবদিগকে জয় করিলেন। সপ্তদ্বীপমধ্যে শাকলদ্বীপে যে সকল ভূপাল বাস করিতেন, অর্জ্জুন-সৈন্যের সহিত তাহাদিগের তুমুল সংগ্রাম হইল। অনন্তর অর্জ্জুন ঐ সমস্ত রাজগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে প্রাগ্জ্যোতিষ-দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত কিরাত, চীন ও সাগরের উপকূলবাসী অন্যান্য বহুবিধ যোদ্ধৃবর্গের সহিত পরিবৃত ছিলেন। তিনি আট দিবস যুদ্ধ করিয়া সংগ্রাম-বিষয়ে বিগতক্লম অর্জ্জুনকে সহাস্যবদনে কহিলেন, “হে মহাবাহো! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের আত্মজ, তোমার এইরূপ বলবীর্য্য হইবে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে, আমি ইন্দ্রের প্রিয়সখা, আমিও রণক্ষেত্রে বলবিক্রম-প্রকাশে কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূন নহি; তথাচ তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি; অতএব এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ হয়, বল, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব। নিশ্চয়ই কহিতেছি, তুমি যে কথা কহিবে, তাহার অন্যথা হইবে না।” অর্জ্জুন কহিলেন, “আমি কুরুকুল-তিলক ধর্ম্মনন্দন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের পার্থিবত্ব-সংস্থাপনের অভিসন্ধি করিয়াছি। আপনি তাঁহাকে কর প্রদান করুন। আপনি মদীয় পিতা ইন্দ্রদেবের সখা, আর আমার সহিতও আপনার বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিল; সুতরাং এক্ষণে আর আপনাকে আদেশ করিতে পারি না; অতএব প্রীতিপূর্ব্বক কর প্রদান করুন।” তখন ভগদত্ত কহিলেন, “হে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন! যাদৃশ তুমি আমার প্রণয়ভাজন, রাজা যুধিষ্ঠিরও তদ্রূপ। অতএব আমি অবশ্যই এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব, বরং আর কি করিতে হইবে, বল।”

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগদত্ত কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, “মহাশয়! এই বিষয়ে অঙ্গীকৃত হইলে আমাদিগের সকলই অনুষ্ঠিত হয়।”

অনন্তর অর্জ্জুন ভগদত্তকে পরাজয় করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া অন্তর্গিরি, বহির্গিরি ও উপগিরি এই সমস্ত স্থান আপন হস্তগত করিলেন। তৎপরে পর্ব্বত, বন ও তত্রত্য অনেকানেক ভূপালগণকে আয়ত্ত ও অনুরক্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ধন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মৃদঙ্গনাদ, রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দ ও মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি দ্বারা পর্ব্বতকাননসমাকীর্ণা বসুন্ধরা

বিকম্পিত করিয়া ঐ সকল রাজলোকের সহিত উলূক-বাসী বৃহন্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃহন্ত অবিলম্বে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের সহিত পর্ব্বতরাজ বৃহন্তের অতিমহৎ সংঘর্ষ হইতে লাগিল; কিন্তু বৃহন্ত তাঁহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ স্থির করিয়া প্রভূত অর্থের সহিত তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর কুন্তীনন্দন বৃহন্তরাজ্য বৃহন্তকেই সমর্পণ করিয়া উলূক-সমভিব্যাহারে সেনাবিন্দুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। তৎপরে তিনি মোদাপুর, বামদেব, সুদামন, সুসঙ্কুল এবং উত্তর-উলূকদেশস্থ অনেকানেক ভূপালগণকে সমানয়ন করিলেন। তিনি তথায় অবস্থান করিয়াই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অপ্রতিহত শাসন-প্রভাবে সেনাসমূহ দ্বারা পঞ্চগণ ও বহুবিধ দেশ জয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে সেনাবিন্দুর রাজধানী হইতে নির্গত ও দেবপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া স্কন্ধাবার সংস্থাপন করিলেন। তথা হইতে সৈন্যগণ-পরিবৃত হইয়া পুরুষর্ষভ পৌরবরাজ বিশ্বগশ্বের নিকট উপনীত হইলেন। তথায় অনেকানেক পার্ব্বতীয় মহাবীরদিগকে সমরাঙ্গনে পরাজয় করিয়া সৈন্যগণ-সহকারে পৌরবপুরী অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে পৌরব ও পর্ব্বতনিবাসী দস্যুদিগকে এবং সপ্তবিধ উৎসবসঙ্কেতনামক ম্লেচ্ছজাতিদিগকে পরাজয় করিলেন।

অনন্তর তিনি কাশ্মীরদেশসম্ভূত ক্ষত্রিয়বীরদিগকে ও দশ রাজমণ্ডলের সহিত ভূপাল লোহিতকে পরাজয় করিলেন। তখন ত্রিগর্ত্ত, দারু ও কোকনদদেশীয় ক্ষত্রিয়েরা অর্জ্জুনসন্নিধানে সমাগত হইতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর অর্জ্জুন রমণীয় অভিসারী নগরী অধিকার করিলেন। তাঁহার বাহুবলে রণস্থলে উরগদেশবাসী মহারাজ রোচমান পরাজিত হইলেন। তদনন্তর রণস্থলে সৈন্যবিস্তারপূর্ব্বক বহুবিধ আয়ুধরক্ষিত রমণীয় সিংহপুরে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। তৎপরে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সুহ্ম ও সুমালানাম্নী নগরী মন্থন করিতে লাগিলেন। তৎপরে পরম বাহুবিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তিনি নিতান্ত দুর্লভ বাহ্লীক-দিগকে নিরতিশয় মর্দ্দন করিয়া পরিশেষে স্ববশে স্থাপন করিলেন। অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত সৈন্য-সমভিব্যাহারে লইয়া দরদ ও কাম্বোজ জয় করেন। পূর্ব্ব ও উত্তরদেশে যে সকল দস্যু বাস করিতেছিল আর যাহারা অরণ্যচারী, তাহারাও অর্জ্জুনের বশীভূত হইল। তৎপরে মহাবীর অর্জ্জুন লোহ, পরম, কাম্বোজ ও উত্তর-ঋষিক এই সকলকে এককালে পরাজয় করিলেন। ঋষিকদিগের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে সমরাঙ্গনে পরাজয় করিয়া শুকোদরশ্যাম আটটি অশ্ব আনয়ন করিলেন আর রাজকরস্বরূপ ময়ূরসদৃশ উদীচ্য ও পাশ্চাত্য অতিবেগগামী তুরঙ্গ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপরে নিষ্কুট-পর্ব্বত ও হিমাচলকে পরাজয় করিয়া ধবল-গিরি-পৃষ্ঠে সেনানিবেশ করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ধবলগিরি অতিক্রম করিয়া ক্ষত্রিয়ান্তক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দ্বারা দ্রুমপুত্ররক্ষিত কিম্পুরুষবর্ষ পরাজয় ও অধিকার করিলেন। তৎপরে সসৈন্যে গুহ্যকপালিত হাটক-দেশে উপস্থিত হইলেন, তথায় গুহ্যকদিগের নিকট জয় লাভ করিয়া তিনি মানস-সরোবর ও সমস্ত ঋষিকন্যা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎপরে মানস-সরোবরের নিকটস্থ হইয়া হাটকের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গন্ধর্ব্ব-রক্ষিত দেশ-সকল অধিকার করিলেন। সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বনগর হইতে তিনি তিত্তিরি, কল্মাষ ও মণ্ডূক নামে প্রচুর অশ্বরত্ন করস্বরূপ লাভ করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তরহরিবর্ষে সমুপস্থিত হইয়া জয়-লাভ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। এই অবসরে মহাবীর্য্য মহাকায় দ্বারপালসকল অর্জ্জুনসন্নিধানে উপ-নীত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিল, "হে কুন্তীনন্দন মহা-

ভাগ অর্জ্জুন! আপনি এই গন্ধর্ব্ব-নগরী অধিকারে কদাচ সমর্থ হইবেন না, অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। এই নগরী অপর্য্যাপ্ত সৈন্যসামন্ত-সম্পন্ন। যিনি এই নগরে প্রবেশ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ সামান্য মনুষ্য নহেন। এক্ষণে আমরা আপনার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। যখন আপনি এই নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আপনার জয়লাভই হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! এ স্থলে কোন বিষয়ই জেতব্য লক্ষিত হয় না। এই দেশের নাম উত্তর-কুরু। এ স্থানে যুদ্ধের প্রসঙ্গও নাই। আপনি নগরপ্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি স্থান-প্রভাবে কোন বস্তুই আপনার প্রত্যক্ষ হইতেছে না। এ স্থলে কোন বিষয়েই মনুষ্যমাত্রের সাক্ষাৎকারলাভের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনার যদি কোন কার্য্য সংসাধন করিবার অভিলাষ থাকে, বলুন, আজ্ঞা পাইলে আমরাই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব।" তখন অর্জ্জুন হাস্যমুখে প্রত্যুত্তর করিলেন,"আমি ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব যদি তোমাদিগের এই প্রদেশ-সকল নরলোকের সঞ্চারবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান কর।" তখন দ্বারপালেরা অর্জ্জুনকে দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ, দিব্য অজিন ও মহার্হ ক্ষৌমবস্ত্র এই সমস্ত বস্তু কর প্রদান করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তর-কুরু পরাজয় করিয়া পরিশেষে অন্যান্য অনেকানেক ক্ষত্রিয় দস্যুগণের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত ও হস্তগত করিয়া বহুবিধ ধন, রত্ন এবং ময়ূরসদৃশ, শুকশ্যাম, বেগশালী অশ্ব-সকল গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি চতুরঙ্গিণী সেনা-সমভিব্যাহারে পুনরায় রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বাহনের সহিত সমস্ত ধন প্রদান করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই অবসরে ভীমপরাক্রম ভীম যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে করি-তুরগসঙ্কুল বহুল বল-সমভিব্যাহারে পূর্ব্বদিগ্বিভাগে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে পাঞ্চালনগরে উপনীত হইয়া বিবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক পাঞ্চালদিগকে স্ববশে আনিলেন। অনন্তর তিনি বিদেহ ও গণ্ডকদিগকে পরাজয় করিয়া অত্যল্পকালবিলম্বেই দশার্ণদেশ অধিকার করিলেন। তথায় দশার্ণাধিপতি সুধর্ম্মা ভীমসেনের সহিত অতি ভয়ঙ্কর বাহুযুদ্ধ করিলেন। সেই মহাবল মহীপালের বাহুবল পরীক্ষা করিয়া ভীম তাঁহাকে পরাজিত ও সেনাপতিমধ্যে প্রধানভূত করিয়া রাখিলেন।

অনন্তর ভীমসেন বাহিনী সমভিব্যাহারে বলভরে বসুন্ধরাকে কম্পান্বিত করিয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন; তথায় সমরানল প্রজ্বালিত করিয়া বাহুবলে অনুচরবর্গের সহিত অশ্বমেধেশ্বর রোচমানকে পরাজয় করিলেন। ভীম মহারাজ রোচমানকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করিয়া পূর্ব্বদেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দক্ষিণদিগ্বিভাগস্থ পুলিন্দনগরে উপস্থিত হইয়া সুকুমার ও সুমিত্রনামা ভূপালদ্বয়কে বশীভূত করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে মহাবল শিশুপালসন্নিধানে উপনীত হইলেন। চেদিরাজ ভীমের অভিপ্রেত সম্যক্ অবগত ও রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাৎ হইবামাত্র উভয়ে আত্মকুলগত কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। তদনন্তর শিশুপাল স্বরাজ্যের অবস্থা নিবেদন করিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, "হে মহাবাহো! এক্ষণে কিরূপ কার্য্যসংসাধনে অধ্যবসায় করিয়াছ?" ভীমসেন প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দিগ্বিজয়ার্থ নির্গত হইয়া কর সংগ্রহ করিতেছি।" এই কথা শুনিবামাত্র চেদিরাজ তাঁহাকে কর প্রদান করিলেন। তৎপরে ভীমসেন তথায় ত্রিংশদ্দিবস বাস করিয়া শিশুপাল কর্ত্তৃক সমাদৃত

ও সৎকৃত হইয়া বলবাহন-সমভিব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীম কুমাররাজ্যে শ্রেণীমান্ ও কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া অনতিতীব্র কর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞ মহাবল দীর্ঘযজ্ঞকে জয় করিলেন। তদনন্তর গোপালকক্ষ, উত্তর-কোশলপ্রদেশ ও মল্লাধিপতিকে স্ববশে আনিলেন। তৎপরে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে বলপ্রকাশপূর্ব্বক অল্পকালমধ্যে সমুদয় জলোদ্ভবদেশ অধিকার করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অনেকানেক দেশ ভীমসেনের অধিকৃত হইল।

তৎপরে ভাগসেন ভল্লাট ও শুক্তিমান্ পর্ব্বত পরাজয় এবং নিজবাহুবলে কাশীরাজ-সহিত সুবাহুকে বশীভূত করিলেন। অনন্তর সুপার্শ্ব, যুদ্ধমান ও রাজপতি ক্রথকে বলপূর্ব্বক পরাজয় করিলেন। তৎপরে মৎস্য ও মহাবল মলদদিগকে এবং পশুভূমি-সকল জয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে তথা হইতে প্রতিগমন পূর্ব্বক মদধার, মহীধর ও সোমধেয়দিগকে জয় করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। উত্তরদেশে উপস্থিত হইয়া মহাবল ভীম বলপ্রকাশপূর্ব্বক বৎসভূমি অধিকার করিলেন। তৎপরে ভর্গের অধীশ্বর, নিষাদাধিপতি ও মণিমান্ প্রভৃতি মহীপালদিগকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনতিতীব্র কর্ম্ম দ্বারা দক্ষিণ-মল্ল ও ভোগবান্ পর্ব্বতকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে সান্ত্ববাদপ্রয়োগপূর্ব্বক শর্ম্মক ও বর্ম্মকদিগকে জয় করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজ বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে পরাজয় করিলেন এবং ছলপ্রকাশপূর্ব্বক শক ও বর্ব্বরদিগকে আত্মবশে আনিলেন। তৎপরে ইন্দ্রপর্ব্বত-সন্নিধানে বিদেহদেশে বাস করিয়াই তিনি সপ্ত প্রকার কিরাতাধিপতিদিগকে পরাজয় করিলেন। অনন্তর স্বপক্ষ হইলেও সুহ্ম ও প্রসুহ্মদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মগধদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অন্যান্য মহীপালদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে গিরিব্রজে যাত্রা করিলেন। গিরিব্রজে উপস্থিত হইয়া জরাসন্ধতনয়কে সান্ত্বনা ও হস্তগত করিয়া তাঁহাদের সহিত কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে চতুরঙ্গবল-সমভিব্যাহারে মেদিনীমণ্ডল চালিত করিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কর্ণকে যুদ্ধে পরাজিত ও আপনার বশীভূত করিয়া পর্ব্বতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন।

অনন্তর মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থলের রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজা রাজা, এই দুই মহাবলপরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে ও সুহ্মদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।

এইরূপে মহাবীর ভীম অনেকানেক দেশ অধিকার ও তথা হইতে কর সংগ্রহ করিয়া মহারাজ লৌহিত্যের নিকট উপনীত হইলেন। সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছ-রাজগণ ভীমকে বিবিধ রত্ন, বিক্রম প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিল। ভীম এই সমস্ত সামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ মথুরা নগরী জয় করিলেন। তৎপরে মৎস্যরাজ তদীয় বলবীর্য্যের বশীভূত হইলেন। অনন্তর অধিরাজাধিপতি মহাবল দন্তবক্রকে জয় ও তাঁহাকে করদ করিয়া স্বরাজ্যে স্থাপিত করিলেন। তৎপরে সুকুমার ও নরাধিপ সুমিত্রকে বশীভূত করিয়া পটচ্চর ও অপর মৎস্যদিগকে পরাজয় করিলেন;

তৎপরে নিষাদভূমি, গোশৃঙ্গ পর্ব্বত ও শ্রেণীমান্ পার্থিবকে বল প্রকাশ করিয়া বশীভূত করিলেন। তৎপরে নররাষ্ট্রকে জয় করিয়া কুন্তিভোজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কুন্তিভোজ প্রীতিপূর্ব্বক সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন। অনন্তর স্রোতস্বতী চর্ম্মণ্বতীর তীরদেশে পূর্ব্ববৈরী, বাসুদেব কর্ত্তৃক পরাজিত, জম্ভকাত্মজ মহারাজকে দেখিলেন। তিনি সহদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন। পরিশেষে সহদেব তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় সেক ও অপরসেক সহদেবের নিকট পরাজিত হইলেন। সহদেব তাঁহাদিগের নিকট কর গ্রহণ ও বিবিধ রত্ন আহরণ করিয়া তাঁহাদিগেরই সমভিব্যাহারে নর্ম্মদা নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় সুমহৎ সৈন্যসমূহপরিবৃত অবন্তিদেশসমুৎপন্ন মহাবীর বিন্দানুবিন্দদ্বয়কে যুদ্ধে জয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিবিধ রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক ভোজকটপুরে গমন করিলেন। সেই স্থানে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারাজ ভীষ্মকের সহিত দুই দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল, পরিশেষে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া কোশলাধিপতি, বেণানদীর তীরস্থ নৃপতি আরণ্যক ও অযোধ্যার পূর্ব্বাংশের অধীশ্বরদিগকে সমরে পরাজয় করিলেন। তৎপরে নাটকেয় ও হেরম্বকদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মারুধ ও মুঞ্জগ্রাম বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। তৎপরে নাটবিক, নর্ব্বুক ও সেই সমস্ত আরণ্যক নৃপতিদিগকে জয় করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বাতাধিপতিকে হস্তগত ও পুলিন্দদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সহদেব দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাণ্ড্যরাজের সহিত তাঁহার এক দিবস যুদ্ধ হইল। তিনি পাণ্ড্যরাজকে পরাজয় করিয়া দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলেন। ত্রিলোকবিখ্যাতা কিষ্কিন্ধ্যা নাম্নী বানরনগরীতে উপস্থিত হইয়া বানররাজ মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত সাত দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই পরিশ্রান্ত বা বিকার প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তাঁহারা সাতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া সহদেবকে প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পাণ্ডবশার্দ্দূল! তুমি আমাদিগের নিকট বিবিধ রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। তুমি যে কার্য্য সমাধা করিতে উদ্যত হইয়াছ,তদ্বিষয়ে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।" অনন্তর তিনি তথা হইতে রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় মহারাজ নীলের সহিত সহদেবের সৈন্যক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সকলের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত, ভগবান্ হুতাশন ঐ যুদ্ধে নীলরাজকে সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। সহদেবের সৈন্যমধ্যে অশ্ব, রথ, হস্তী, পুরুষ ও কবচ-সমুদয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এইবিস্ময়কর ব্যাপারসন্দর্শনে কুরুনন্দন সহদেব ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন, ভগবান্ বহ্নি কি নিমিত্ত রণক্ষেত্রে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে মাহিষ্মতীবাসী ভগবান্ পাবক পারদারিক বলিয়া গৃহীত হয়েন। নীলরাজার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী ছিল, সর্ব্বদা পিতার বোধন সাধনের নিমিত্ত সে অগ্নির উপাসনা করিত। অগ্নি ঐ রাজকুমারীর রমণীয় ওষ্ঠপুটবিনির্গত বায়ু ব্যতিরেকে ব্যজন দ্বারা উপবীজ্যমান হইলেও প্রজ্বলিত হইতেন না। অনন্তর বহ্নি ব্রাহ্মণরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা সুদর্শনা কন্যার সহিত স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতে লাগিলেন এবং রাজাকে অনাদর করিয়া সকলের গৃহেই গমনাগমন করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে শাসন করিলেন। তখন ভগবান্ অগ্নি ক্রোধে অধীর হইয়া প্রজ্বলিত হইলেন। রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপারদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বিপ্ররূপী বহ্নির শরণ গ্রহণপূর্ব্বক শুভ দিনে শুভ লগ্নে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অনল নীলরাজদুহিতাকে পরিগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "মহারাজ! বর প্রার্থনা কর।" রাজা এইরূপ অভিহিত হইয়া আপনার ও সৈন্যসামন্তের অভয় প্রার্থনা করিলেন। তদবধি

এই বৃত্তান্ত না জানিয়া যে কোন নরপতি মাহিষ্মতী-পুরী জয় করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া থাকেন। তদবধি এই নগরীতে কেহই স্ত্রীলোকদিগকে স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে পারেন না। অগ্নি মহিলাগণকে 'অাবরণীয় হও' এই বলিয়া বর দান করাতে, তদবধিই তাহারা স্বৈরিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া ও অগ্নিভয়ে ভীত হইয়া রাজগণ মাহিষ্মতী নগরী পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সহদেব সৈন্যদিগকে অগ্নিপরীত ও একান্ত ভীত দেখিয়া অচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শুচি হইয়া আচমনপূর্ব্বক পাবককে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদেই দিগ্বিজয় করিতেছি, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি দেবগণের মুখস্বরূপ ও আপনিই যজ্ঞ। জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, এই নিমিত্ত আপনার নাম পাবক। বহনায় দ্রব্যজাত বহন করিয়া থাকেন, এই কারণে হব্যবাহন হইয়াছেন। আপনা হইতে বেদ জন্মিয়াছে, এই জন্যই সকলে আপনাকে জাতবেদাঃ বলিয়া থাকে। হে বিভাবসো! আপনিই চিত্রভানু, সুরেশ ও অনল; আপনিই স্বর্গদ্বারস্পর্শী হুতাশন, জ্বলন ও শিখী; আপনিই বৈশ্বানব, পিঙ্গেশ, সর্ব্বতেজোনিধান ও কুমারসূ; আপনিই ভগবান্ রুদ্রগর্ভ ও হিরণ্যকৃৎ। হে অনল! আপনি আমাকে তেজঃপ্রদান করুন; বায়ু প্রাণদান ও পৃথিবী বলাধান করুন; জল মঙ্গলসাধন করুন। ভগবন্! আপনা হইতে বারি সম্ভূত হয়, আপনি সুরশ্রেষ্ঠ ও দেবগণের মুখস্বরূপ; আপনি এক্ষণে আমাকে পবিত্র করুন। ঋষি, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও অসুরগণ যে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আপনি তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্য দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। হে অগ্নে! আমি প্রীত ও শুচি হইয়া আপনাকে স্তব করিতেছি, এক্ষণে আপনি আমাকে তুষ্টি, পুষ্টি, শ্রুতি ও প্রীতি প্রদান করুন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যিনি এইরূপ আগ্নেয় মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হোম করিয়া থাকেন, তিনি সম্পত্তিশালী, দান্ত ও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন।

অগ্নির স্তুতিবাদ করিয়া সহদেব তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, "ভগবন্ হব্যবাহন! আপনি এই যজ্ঞে কোন বিঘ্ন সম্পাদন করিবেন না।" এইরূপ প্রার্থনানন্তর তিনি ভূতলে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক পাবকের অভিমুখে উপবেশন করিলেন। যেমন মহাসাগর তীরভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ অগ্নি ভীত ও উদ্বিগ্ন সৈন্যগণ এবং সম্মুখে আসীন নরদেব সহদেবকে অতিক্রম করিলেন না; অনন্তর অগ্নি অতিমন্দ-গমনে প্রণত সহদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, "হে কুরুনন্দন! উত্থিত হও। তোমার ও ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়াছি, তথাচ যে পর্য্যন্ত নীল-রাজার বংশে কোন বংশধর রাজা থাকিবেন, তদবধি আমি এই নগরী রক্ষা করিব; এক্ষণে তোমার যেরূপ মনোরথ, তাহা সফল হইবে।'

ইহা শ্রবণে মাদ্রীতনয় হৃষ্টান্তঃকরণে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া বহ্নির পূজা করিলেন। বহ্নি প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর মহারাজ নীল তদীয় আদেশানুসারে সহদেবসন্নিধানে উপনীত হইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। সহদেব পূজাগ্রহণপূর্ব্বক নীলরাজকে হস্তগত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নরদেব সহদেব প্রভূত পরাক্রমশালী ত্রৈপুররক্ষককে স্ববশে স্থাপন করিয়া পৌরবেশ্বরকে বলপূর্ব্বক আপনার বশীভূত করিয়া রাখিলেন। অনন্তর দৃঢ়তর যত্নসহকারে সুরাষ্ট্রাধিপতি কৌশিকাচার্য্য আকৃতিকে আপনার বশবর্ত্তী করিলেন; সুরাষ্ট্ররাজ্যে অবস্থান করিয়াই তিনি ভোজকটস্থ মহাপাত্র রুক্মি ও পরম ধার্ম্মিক দেবরাজ-সখা মহারাজ ভীষ্মকের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্র উভয়েই সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন। তৎপরে মাদ্রীসুত সহদেব প্রীতিপূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও

তাঁহার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সূর্পাকর, তালাটক ও দণ্ডকদিগকে বশীভূত করিলেন। তদনন্তর সগরদ্বীপবাসী ও কটম্লেচ্ছযোনিসম্ভূত ভূপতি, নিষাদ, রাক্ষস, কর্ণ, প্রাবরণ, নররাক্ষস-যোনিজ কালমুখ, কোলগিরি, সুরভিপট্টন, তাম্রাক্ষ দ্বীপ, রামক পর্ব্বত ও তিমিঙ্গিল বশীভূত করিয়া একপাদ পুরুষ, বনবাসী কেরক, সঞ্জয়ন্তী নগরী ও করহাটক, এই সকলকে কেবল দূতদ্বারা আপনার বশবর্ত্তী করিয়া কর আহরণ করিলেন। পরে পাণ্ড্য, দ্রবিড়, ওড্র, কেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, উষ্ট্র, কর্ণিক, রমণীয়া আটবী পুরী ও যবনপুর দূত দ্বারা নিজায়ত্ত করিয়া কর সংগ্রহ করিলেন। তৎপরে মাদ্রবতীতনয় সমুদ্রের কচ্ছদেশে অবস্থান করিয়াই পুলস্ত্যনন্দন মহাত্মা বিভীষণের নিকট দূত পাঠাইলেন। বিভীষণ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া বিবিধ রত্ন, অগুরু, চন্দনকাষ্ঠ, দিব্য আভরণ, মহার্হ বসন ও মহামূল্য মণি প্রেরণ করিলেন।" মহারাজ! এইরূপে ধীমান্ সহদেব বল, সান্ত্বাদপ্রয়োগ ও বিজয় দ্বারা পার্থিবদিগকে করদ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জয়লব্ধ সমস্ত দ্রব্যজাত সমর্পণপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ মহাবীর নকুল যেরূপে বাসুদেবজিত দিক্‌সকল জয় করিলেন, সেই বিজয়বৃত্তান্ত এক্ষণে বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন। নকুল খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে বিনির্গত হইয়া সেনাগণসমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানসময়ে বীরগণের সিংহনাদ ও রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি দ্বারা মেদিনীমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। নকুল গোকুলসঙ্কুল, প্রভূত-ধনধান্যপরিপূরিত, সমৃদ্ধিশালী, সুরম্য, কার্ত্তিকেয়প্রিয় রোহিতকদেশে প্রয়াণ করিলেন। তথায় মহাশূর মত্তময়ূরগণসমভিব্যাহারে তাঁহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরিশেষে তিনি মরুভূমি সৈরীষক ও বহুধান্যসম্পন্ন মহেত্থদেশ সম্পূর্ণ অধিকার করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বালিত করিয়া আক্রোশনামক রাজর্ষিকে বশীভূত করিলেন। তদনন্তর দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট, মধ্যমক, বাটধান ও দ্বিজগণকে পরাজয় করিয়া প্রস্থান করিলেন। পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবসঙ্কেত-নামক গণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদ্র-তীরস্থ ও জনপদবাসী শূদ্র আভীরগণ, যাহারা সরস্বতী নদী আশ্রয় করিয়া মৎস্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া পর্ব্বতবাসী সমস্ত পঞ্চনদ, অমর-পর্ব্বত, উত্তর-জ্যোতিষ, দিব্য কটপুর ও দ্বারপালকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিলেন। অনন্তর শাসন হেতু রামঠ, হারহূণ ও প্রতীচ্যভূপালদিগকে আপনার বশে আনিলেন। তৎপরে তথায় অবস্থান করিয়াই বাসুদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বাসুদেব ও যাদবগণ তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন, অবশেষে শাকলে উপস্থিত হইয়া মদ্রদিগের নগর অধিকার করিয়া মাতুল শল্যকে প্রীতিপূর্ব্বক বশীভূত করিলেন। মাদ্রীসুত নকুল শল্য কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া প্রভূত রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে সাগরগর্ভস্থ পরম-দারুণ ম্লেচ্ছ, পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে বশীভূত ও তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট অন্যান্য পার্থিবদিগকে জয় করিলেন।

এইরূপে নকুল দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। সহস্র করভ তাঁহার মহাধনকোষ অতিকষ্টে বহন করিতে লাগিল।

দিগ্বিজয়পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

রাজসূয়িক-পর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির প্রযত্নাতিশয়সহকারে প্রজামণ্ডলী রক্ষণাবেক্ষণ, সত্যপ্রতিপালন ও অরাতিকুল সমূলে উন্মূলন করিলে

প্রজাসকল স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইল। যথাশাস্ত্র কর গ্রহণ ও ধর্ম্মতঃ রাজ্যশাসন করাতে জলদমালা যথাকালে পর্য্যাপ্তপরিমাণে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল; জনপদ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল; রাজার পুণ্যবলে কৃষি, বাণিজ্য ও গো-রক্ষণ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল; কেহ কাহাকে প্রতারণা করিত না; দস্যু, তস্কর, ধূর্ত্ত ও রাজপুরুষদিগের মুখে মিথ্যাকথা শুনিতে পাওয়া যাইত না; তৎকালে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ব্যাধিভয় ও অগ্নিভয় প্রভৃতি কিছুমাত্র অমঙ্গল-ঘটনা ঘটিত না; সামন্ত-ভূপতিগণ জিগীষাশূন্য হইয়া কেবল উপহার প্রদান ও প্রিয়কার্য্য করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিতেন, তিনি কখন অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক ধনাগমের চেষ্টা পাইতেন না, তথাপি তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল যে, শত শত বৎসর অকাতরে ব্যয় করিলেও ক্ষয়প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। মহীপতি কৌন্তেয় স্বীয় বাসভবন ও কোষাগারের পরিমাণ সবিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে মানস করিলেন। তদীয় সুহৃদ্বর্গ একত্র ও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! আপনার যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অতএব অবিলম্বে আরম্ভ করুন।"

সকলে উক্ত প্রকার জল্পনা করিতেছেন, ইত্যবসরে চরাচর-শ্রেষ্ঠ ভূতভাবন ভগবান্ সনাতন বাসুদেব তথায় সমুপস্থিত হইলেন। যেমন প্রাচীর দ্বারা পুরী রক্ষিত হয়, তদ্রূপ তিনি যদুকুলের পরিরক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণ বসুদেবকে সৈন্যাধিকারে নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত অসংখ্য ধন ও অবিনশ্বর রত্নজাত গ্রহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী সেনা-সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশ করিলেন। তদীয় সৈন্যস্থ রথনির্ঘোষে রাজপুরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যেমন সূর্য্যোদয়ে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় এবং নির্ব্বাত স্থানে বায়ু সঞ্চারিত হইলে সকলে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করে, তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে ভারতকুল সুখহ্রদে ও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। তৎকালে জনপূর্ণ ভারতকুল সমধিক সঙ্কুল হইয়া উঠিল। তত্রত্য জনগণ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের যথাবিধি সৎকার করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়, পুরোহিত ধৌম্য ও মহর্ষি দ্বৈপায়নপ্রমুখ ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া অনাময়প্রশ্নপূর্ব্বক সুখাসীন কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, "হে বাসুদেব! কেবল তোমার অনুগ্রহে এই সসাগরা বসুন্ধরা আমার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে, তোমারই প্রসাদে আমি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছি। এক্ষণে উক্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি বিপ্রসাৎ করিতে বাসনা করি, কিন্তু আমার নিতান্ত অভিলাষ যে, তোমার ও অনুজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করি; অতএব কার্য্যারম্ভের অনুমতি করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর। হে গোবিন্দ! তোমাকে ঐ যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে, তুমি দীক্ষিত হইলেই আমি নিষ্পাপ হইব, সন্দেহ নাই। অথবা অনুজগণের সহিত আমাকেই দীক্ষিত হইতে আজ্ঞা কর। তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলেই আমি অনুত্তম যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলভাগী হইব, সন্দেহ নাই।"

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ভূরি ভূরি গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে মহারাজ! তুমিই মহাক্রতু রাজসূয় অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র; অতএব অবিলম্বে যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি যজ্ঞ সমাপন করিলে আমরা সকলেই কৃতকার্য্য হইব। আমি তোমার হিতানুষ্ঠানে তৎপর থাকিলাম, তুমি স্বাভিলষিত যজ্ঞ আরম্ভ কর। তুমি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! আমার ইচ্ছানুসারে যখন তুমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছ, তখন আমার সঙ্কল্প সফল হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অমাত্যগণ ও সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন, "ব্রাহ্মণেরা যে সমস্ত যজ্ঞাঙ্গদ্রব্য আয়োজনের অনুমতি করিয়াছেন, তাহা এবং অন্যান্য সমুদয় উপকরণসামগ্রী, মাঙ্গল্যদ্রব্য ও ধৌম্যোক্ত যজ্ঞসম্ভার-সকল সত্বর আনয়ন করাও। ইন্দ্রসেন, বিশোক এবং অর্জ্জুনসারথি পুরু, ইঁহারা আমার প্রিয়চিকীর্ষার্থ অন্নাদি আহরণে নিযুক্ত হউন। তুমি

ব্রাহ্মণগণের প্রিয়কার্য্যসাধনার্থ মনোহর, সুরস, সুগন্ধি সমুদয় কাম্যবস্তুর আয়োজন কর।" যুধিষ্ঠিরের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই সহদেব অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "প্রভো! আপনার আদেশের পূর্ব্বেই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।"

অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মূর্ত্তিমান্ বেদস্বরূপ কতিপয় ঋত্বিক্ আনয়ন করিলেন এবং তিনি স্বয়ং সেই যজ্ঞের ব্রহ্মকার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। ধনঞ্জয়-গোত্রশ্রেষ্ঠ সুসামা সাম গান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্যু, বসুপুত্র পৈল ও ধৌম্য হোতা এবং বেদবেদান্তপারগ তাঁহাদের শিষ্যবর্গ ও পুত্রগণ সদস্য হইলেন। তাঁহারা যজ্ঞবিষয়ে নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া সেই মহৎ যজ্ঞস্থানের শাস্ত্রোক্ত পূজা করিলেন। পরে শিল্পকারেরা অনুজ্ঞাত হইয়া তথায় দেবগৃহ সদৃশ উত্তমোত্তম গৃহসমূহ নির্ম্মাণ করিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন, "হে ভ্রাতঃ! নিমন্ত্রণার্থ দ্রুতগামী দূতসকল সর্ব্বত্র প্রেরণ কর।" সহদেব রাজবাক্য শ্রবণমাত্র চতুর্দ্দিকে দূতগণ প্রেরণ করিলেন, তাহাদিগকে কহিয়া দিলেন, "জনপদস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস এবং বৈশ্য ও সম্মানযোগ্য সদ্বিদ্বান্ শূদ্রদিগকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করিও।" দূতেরা আজ্ঞা পাইয়া সমুদয় ব্রাহ্মণ ও রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অপরাপর ব্যক্তিদিগের সহিত শীঘ্র প্রত্যাগমন করিল।

সেই সকল ব্রাহ্মণেরা যথাকালে যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয়-যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ্বর্গ, জ্ঞাতিকুল, সহচারিগণ, নানাদেশ হইতে সমাগত প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়-সকল ও অমাত্যবর্গে পরিবৃত মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞায়তনে গমন করিলেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে সর্ব্ববিদ্যাকুশল বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেরা তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। শিল্পকারেরা ধর্ম্মরাজের শাসনক্রমে তাঁহাদিগের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। সেই সকল আবসথ বহুবিধ অন্নপানে পরিপূর্ণ, বিচিত্র চন্দ্রাতপে বিভূষিত এবং সর্ব্বসুখপ্রদ দ্রব্যজাতে সমাকীর্ণ। ব্রাহ্মণেরা রাজা কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তথায় বাস করত নৃত্য-গীতাদি সন্দর্শনপূর্ব্বক নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপ্রদেশে ভোজনাসক্ত, আখ্যায়িকা-তৎপর ও আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন বিপ্রগণের কোলাহলশব্দ সর্ব্বদা শ্রুত হইতে লাগিল। ফলতঃ তথায় সর্ব্বদা কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" এইমাত্র শব্দ শ্রুতিগোচর হইত। ধর্ম্মরাজ সমস্ত নিমন্ত্রিত জনগণকে পৃথক্ পৃথক্ গো-সমূহ, শয্যা, অসংখ্য সুবর্ণ ও দিব্যাভরণভূষিতা রূপযৌবনবতী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রমণী প্রদান করিলেন। সুরলোকাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর মহাত্মা পাণ্ডবের যজ্ঞ এইরূপে উত্তরোত্তর সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃপাচার্য্য ও দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃবর্গের নিমন্ত্রণার্থ নকুলকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নকুল হস্তিনাপুরে যাইয়া বিনয়নম্রবচনে পরমসৎকারপূর্ব্বক ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও আচার্য্যপ্রমুখ বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা প্রীতমনে নিমন্ত্রণ স্বীকার করত যজ্ঞদর্শনার্থ গমন করিলেন। যজ্ঞের সমারোহ-শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নানা দিগন্তনিবাসী ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল শকুনি, অচল, বৃষক, কর্ণ, শল্য, বাহ্লীক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবাঃ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, সপুত্র যজ্ঞসেন, ভগদত্ত, মহাসাগরের উপকূলনিবাসী ম্লেচ্ছগণ, পার্ব্বতীয় ভূপালবৃন্দ, রাজা বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, বঙ্গ ও কলিঙ্গাধিপতি, আকর্ষ, কুন্তল, মালবদেশীয় ভূপাল সকল, অন্ধ্রকগণ, দ্রাবিড়রাজ্যাধিপতি, সিংহলেশ্বর, কাশ্মীরদেশীয় রাজা, কুন্তীভোজ, গৌরবাহন, বাহ্লীকদেশীয় অপরাপর রাজগণ, বিরাট-ভূপতি এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়,

সপুত্র শিশুপাল এবং অন্যান্য নানাজনপদেশ্বর ও রাজপুত্রেরা সকলে বিবিধ রত্নজাত গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যজ্ঞসন্দর্শনে আগমন করিলেন। বলরাম, অনিরুদ্ধ, গদ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, বীর্য্যবান্ চারুদেষ্ণ, উল্মুক, নিশঠ, মহাবীর অঙ্গবাহ প্রভৃতি নিখিল যাদব এবং মধ্যদেশীয় রাজগণ পরমানন্দে মহাসমৃদ্ধ রাজসূয়যজ্ঞে সমাগত হইলেন। ধর্ম্মরাজ সমাগত রাজগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। সকল গৃহই নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং রমণীয় দীর্ঘিকা ও পাদপসমূহে সুশোভিত ছিল। সেই প্রাসাদমালা কৈলাসশিখরের ন্যায় উন্নত, শুভ্র এবং মণিময় কুট্টিমে অলঙ্কৃত। তাহার চতুর্দ্দিক্ সুধা-ধবলিত অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহার গবাক্ষসকল সুবর্ণজালে জড়িত, দ্বার-সকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত, ভিত্তি অশেষপ্রকার ধাতুতে সুগঠিত এবং সোপানপংক্তি এমত সুসংগঠিত যে, আরোহণ ও অবরোহণ করিতে কিছুমাত্র কষ্টবোধ হইত না। তথায় মহার্হ আসন সকল বিস্তীর্ণ ছিল। সমুদয় গৃহ অতি মনোহর রাজোপকরণে সুসজ্জিত এবং কুসুমমালায় বিভূষিত হওয়াতে তাহার শোভার আর পরিসীমা ছিল না। সুরভি অগুরুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়াছিল। রাজগণ তথায় প্রবেশমাত্র গতক্লম হইয়া সভার পরমরমণীয় শোভা এবং সদস্যগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ ও রাজর্ষিসমূহে পারিবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর যুধিষ্ঠির পিতামহ ও গুরুকে অভিবাদন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, দ্রৌণায়নি, দুর্য্যোধন ও বিবিংশতিকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "আপনারা সকলে সর্ব্বতোভাবে এই যজ্ঞানুষ্ঠানবিষয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন। আমার সমস্ত ধনসম্পত্তিতে আপনাদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন।" ব্রতদীক্ষিত পাণ্ডবাগ্রজ সকলকে এই কথা বলিয়া যোগ্যতানুসারে তাঁহাদিগকে এক এক কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। দুঃশাসনের প্রতি নিখিল ভোজ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধারণের ভারার্পণ করিলন, অশ্বত্থামাকে বিপ্রসেবায় নিযুক্ত করিলেন, সঞ্জয় রাজপরিচর্য্যায় তৎপর হইলেন এবং মহানুভব ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। রজত, সুবর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ রত্নসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে ও দক্ষিণা-প্রদানে কৃপাচার্য্যকে আদেশ করিলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে অপরাপর কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত এবং জয়দ্রথ ইহাঁরা গৃহপতির ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। দুর্য্যোধন উপায়ন-প্রতিগ্রহে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। সমাগত জনগণ সভার শোভা ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নয়নগোচর করিয়া অনুত্তম ফললাভের প্রত্যাশায় তথায় গমন করিলেন। কেহই সহস্রের ন্যূন উপায়ন প্রদান করেন নাই, সকলেই প্রচুর রত্নোপহার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। 'কৌরবনন্দন মৎ-প্রদত্ত ধন দ্বারাই প্রারব্ধ যজ্ঞ সমাপন করুন', মনে মনে এইরূপ স্পর্দ্ধা করত সকল রাজারাই বিপুল ধন দান করিয়াছিলেন। সেনাপরিবৃত, বিমানপ্রতিম, বিচিত্র রত্ন ও অশেষপ্রকার সমৃদ্ধিসম্পন্ন, পরমরমণীয় প্রাসাদমালা, লোকপালদিগের বিমান, ব্রাহ্মণগণের গৃহ-সমূহ ও সমাগত রাজলোক দ্বারা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অতীব শোভা হইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্য্যে বরুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যজ্ঞসমাপনকালে অকাতরে দক্ষিণা প্রদান করাতে ব্রাহ্মণেরা যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন এবং অকপটে মুক্তকণ্ঠে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে দেবতারা পরিতৃপ্ত হইলেন। তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির সমাগত সকল ব্যক্তিকেই অভিলষিত বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন

রাজসূয়িক-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অর্ঘ্যাভিহরণ-পর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর অভিষেক-দিবসে সৎকারার্হ মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ রাজগণ-সমভিব্যাহারে অন্তর্ব্বেদীতে প্রবেশ করিলেন। নারদপ্রমুখ মহাত্মারা রাজগণের সহিত তথায় অধ্যাসীন হওয়াতে সেই প্রদেশ কি অনির্ব্বচনীয় শোভিত হইয়াছিল! অমিত-তেজাঃ দেবতা ও দেবর্ষিগণ ব্রহ্মভবনে সমবেত হইয়া বিরামকাল প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার জল্পনা করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন, 'ইহা এইরূপ হইবে,' কেহ কহিলেন, 'এ প্রকার নহে'; এইরূপ ঘোরতর বিসংবাদিতা প্রযুক্ত অত্যন্ত বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ কেহ শাস্ত্রপ্রতিপন্ন যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা সামান্য অর্থের গৌরব ও গুর্ব্বর্থের লাঘব করিতে লাগিলেন। মেধাবী ব্যক্তি অন্য কর্ত্তৃক উদাহৃত অর্থ অগ্রাহ্য করিলেন। ধর্ম্মার্থকুশল, মহাব্রত, ভাষ্যার্থকোবিদ পণ্ডিতবর্গ কত প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন। বেদী বেদজ্ঞ দেব, দ্বিজ ও মহর্ষিগণে সমাকীর্ণ হইয়া নক্ষত্রমালাবিভূষিত অতি বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই বেদীসন্নিধানে শূদ্র বা কোন ব্রতবিহীন অশুচি ব্যক্তির বাসাধিকার ছিল না।

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজের যজ্ঞবিধানজা লক্ষ্মী নিরীক্ষণ করত সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে অবলোকন করিয়া চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মভবনে ভগবানের অংশাবতরণ-বিষয়ে যে পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইল। তখন সেই ক্ষত্রসমাগম দেবসঙ্গম জানিয়া তিনি মনে মনে পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। সুরারিনিসূদন নারায়ণ প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনার্থ স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুলে অবতীর্ণ হইলেন এবং দেবতাদিগকে আদেশ করিলেন, 'তোমরা পরস্পর হিংসা করত পুনর্ব্বার স্ব স্ব লোক প্রাপ্ত হইবে।' ভগবান্ নারায়ণ দেবতাদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং যদুবংশে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। নক্ষত্রমধ্যগত চন্দ্রমা যেমন শোভা পান, তদ্রূপ ভগবান্ অন্ধকবৃষ্ণিবংশমধ্যে বিরাজিত হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি সুরগণ যাঁহার বাহুবলের উপাসনা করেন, সেই অরিবিমর্দ্দন হরি এক্ষণে মনুষ্যভাব অবলম্বন করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ভগবান্ স্বয়ম্ভু, পুনর্ব্বার এই ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিবেন। যাঁহার উদ্দেশে লোক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সেই যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং আসিয়া বহুমান প্রদর্শনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের মহাধ্বরে অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ নারদ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া এই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে ভারত! রাজাদিগের যথার্হ সৎকার-বিধান কর। আচার্য্য, ঋত্বিক্, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি এবং প্রিয়ব্যক্তি এই ছয় জন অর্ঘ্যার্হ; ইহাঁরা অর্ঘ্য পাইবার মানসে বহুদিবসাবধি আমাদিগের অনুগত হইয়া রহিয়াছেন; অতএব ইহাঁদের সকলের নিমিত্ত এক একটি অর্ঘ্য আনয়ন কর, পরে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমর্থ হইবেন, তাঁহাকেই অর্ঘ্য প্রদান করিবে।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পিতামহ! আপনি কাহাকে অর্ঘ্যদানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াছেন, বলুন।" ভীষ্ম স্বীয় বিবেকশক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে অর্ঘ্যার্হ নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, "যেমন জ্যোতিষ্ক সমুদয়ের মধ্যে ভাস্করের প্রভা সর্ব্বাতিশায়িনী, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রম-বিষয়ে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ; যেমন তিমিরাবৃত প্রদেশে সূর্য্যরশ্মি-সমাগমে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, যেমন নির্ব্বাত স্থানে বিশুদ্ধবায়ু সঞ্চালিত হইলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের সভা উদ্ভাসিত ও আহ্লাদিত হইয়াছে; অতএব তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করাই কর্ত্তব্য।" অনন্তর সহদেব ভীষ্ম কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিপূর্ব্বক সেই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত শিশুপাল কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারিয়া সভামধ্যে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

শিশুপাল কহিলেন, "হে পাণ্ডব! এই সমস্ত রাজগণ উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণ কোনক্রমেই পূজার্হ হইতে পারে না। তুমি কামতঃ কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছ, এরূপ ব্যবহার তোমাদিগের উপযুক্ত হয় নাই। তোমরা বালক, সুতরাং ধর্ম্মের কিছুই জান না: ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, আর এই ভীষ্ম অদূরদর্শী এবং স্মৃতিশক্তিবিহীন। ভীষ্ম! তোমার ন্যায় প্রিয়চিকীর্ষু ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাধুসমাজে অত্যন্ত অবমানিত হয়। যে কৃষ্ণ কখন রাজা নয়, তাহাকে তোমরা কি বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিলে এবং সেই বা কিরূপে সকল মহীপালের মধ্যে পূজা প্রতিগ্রহ করিল? অথবা কৃষ্ণকে স্থবির মনে করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, বৃদ্ধতম বসুদেব থাকিতে তাঁহার পুত্র কেন পূজার্হ হইল? হে কুরুনন্দন! কৃষ্ণ সর্ব্বদাই তোমার অনুরত্তি করে এবং তোমার প্রিয়ার্থী যথার্থ বটে, কিন্তু দ্রুপদ থাকিতে কৃষ্ণের পূজা করা তোমার উচিত হয় নাই। যদি কৃষ্ণকে আচার্য্য মনে করিয়া থাক, তথাপি দ্রোণ থাকিতে কৃষ্ণ কেন অর্চ্চিত হইল? যদি কৃষ্ণকে ঋত্বিক্ মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে বৃদ্ধ দ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণকে পূজা করা তোমার উচিত হয় নাই। হে রাজন্! স্বেচ্ছামরণ পুরুষোত্তম শান্তনব ভীষ্ম, মহাবীর সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অশ্বত্থামা, রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন, ভারতাচার্য্য কৃপ, কিংপুরুষাচার্য্য দ্রুম, রুক্মী এবং মদ্রাধিপ শল্য, এই সমস্ত মহাত্মারা থাকিতে কৃষ্ণকে কেন অর্ঘ্য প্রদান করিলে? হে রাজন্! যিনি জামদগ্ন্যের প্রিয় শিষ্য, যিনি আত্মবল আশ্রয় করিয়া রণক্ষেত্রে সমুদয় রাজলোক পরাভব করিয়াছিলেন, সেই মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে কৃষ্ণের পূজা করিলে? বাসুদেব ঋত্বিক্ নয়, আচার্য্য নয় এবং রাজাও নয়: হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কেবল প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তুমি কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছ। অথবা যদি কৃষ্ণকেই অর্ঘ্য প্রদান করিবে, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলে, তবে কি নিমিত্ত এই সকল রাজগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের অপমান করিলে? আমরাও মহাত্মা কৌন্তেয়ের ভয়, সান্ত্বনা অথবা লোভবশতঃ তাঁহাকে কর প্রদান করি নাই, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত এবং সাম্রাজ্যে দীক্ষিত, এই বলিয়াই কর প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগের সম্মান রক্ষা করিলেন না; এই রাজসভায় অপ্রাপ্তলক্ষণ কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন, ইহার পর আর আমাদিগের অপমানের বিষয় কি আছে? 'ধর্ম্মপুত্রের ধর্ম্মাত্মতা' এই যশ নিতান্ত অকারণ, সন্দেহ নাই। কোন্ ধার্ম্মিক পুরুষ ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সজ্জনোচিত পূজা করিয়া থাকে? যে বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং পূর্ব্বে অন্যায়াচরণ দ্বারা মহাত্মা জরাসন্ধের প্রাণ সংহার করিয়াছে, সেই দুরাত্মা কৃষ্ণকে অর্ঘ্য নিবেদন করাতে অদ্য যুধিষ্ঠিরের নীচত্ব প্রদর্শিত ও ধার্ম্মিকতা বিনষ্ট হইল। কুন্তী-তনয়েরা ভীত, নীচস্বভাব ও তপস্বী, কিন্তু ওহে কৃষ্ণ! তোমার সবিশেষ পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য; তাহারাই যেন নীচতাপ্রযুক্ত তোমাকে পূজা প্রদান করিল, তুমি স্বয়ং অযোগ্য হইয়া কিরূপে তাহা স্বীকার করিলে? যেমন গোপনে ঘৃতের কণামাত্র ভক্ষণ করিয়া কুক্কুর আত্মশ্লাঘা করে, তাহার ন্যায় তুমি আপনার অনুপযুক্ত পূজার বহু মান করিতেছ। ওহে কৃষ্ণ! ইহাতে রাজেন্দ্রগণের অবমাননা হয় নাই; স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, পাণ্ডবেরা তোমাকেই বিদ্রূপ করিয়াছে। যেমন ক্লীবের দারপরিগ্রহ ও অন্ধের রূপদর্শন নিরর্থক, সেইরূপ রাজ্যবিহীনেরও রাজসম্মান অতীব লজ্জাকর। রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি এবং কৃষ্ণ যাদৃশ, তাহাও দৃষ্ট হইল।" শিশুপাল তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজগণসমভিব্যাহারে সভা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সত্বরে শিশুপালের নিকট গমন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে মহীপাল!

তুমি যাহা কহিলে, তাহা তোমার উপযুক্ত বাক্য হয় নাই, উহা নিতান্ত অধর্ম্মযুক্ত, পরুষ এবং নিরর্থক নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তুমি নিজেই তাহা জান না; ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে ভীষ্মের অপমান করিতে না। দেখ, যে সকল রাজারা তোমা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, কৃষ্ণের পূজা তাঁহাদিগের অভিলষণীয়, অতএব এ বিষয়ে তোমার ক্ষান্ত হওয়াই উচিত। হে চেদিপতে! কৃষ্ণ এবং ভীষ্মকে যথার্থরূপ পরিজ্ঞাত হও, কৌরবকুল ইহাঁকে যেমন চিনিতে পারিয়াছেন, তুমি সেরূপ জানিতে পার নাই।" ভীষ্ম কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! লোকবৃদ্ধ কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত। যিনি ক্ষত্রিয়-সমরে ক্ষত্রিয়ান্তরকে পরাজয় ও আপনার বশীভূত করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই নির্জ্জিত ক্ষত্রিয়ের গুরু হয়েন। এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয়েন না, যাঁহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাভব করেন নাই, অচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চ্চনীয়, এমন নহেন, সেই মহাভুজ ত্রিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই নিমিত্ত অন্যান্য বর্দ্ধিষ্ঠ ব্যক্তি থাকিতেও আমরা কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছি, তাহাতে তোমার এরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করা নিতান্ত অযোগ্য। অতঃপর আর যেন তোমার বুদ্ধির এরূপ ব্যতিক্রম না ঘটে। আমি অনেকানেক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু পুরুষদিগের সহবাস করিয়াছি এবং তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বগুণাধার কৃষ্ণের অশেষ প্রকার গুণরাশি শ্রবণ করিয়াছি। কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসন্নিধানে পুনঃ পুনঃ তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই ভূতসুখাবহ জগদর্চ্চিত অচ্যুতের পূজাবিধান করিয়াছি, নতুবা কোন প্রকার সম্বন্ধের অনুরোধ অথবা উপকারপ্রত্যাশায় তদীয় সৎকার করি নাই। গুণবাহুল্যপ্রযুক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করিয়াও কৃষ্ণের অর্চ্চনা করা বিধেয়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, তিনিই অর্চ্চনীয়, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অধিক বলশালী ব্যক্তি পূজনীয়, বৈশ্যকুলে ধনধান্যসম্পন্ন ব্যক্তি সম্মানভাজন এবং শূদ্রবংশজাত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সৎকারার্হ হয়েন। কিন্তু কৃষ্ণের পূজ্যতাবিষয়ে দুইটি হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ও সমধিকবলশালী। ফলতঃ মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্ এবং বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া সুকঠিন। দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌচ, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদয় গুণাবলী কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন, আচার্য্য, পিতা ও গুরুস্বরূপ, পূজার্হ কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা তোমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি ঋত্বিক্, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয় পাত্র, এই নিমিত্ত অচ্যুত অর্চ্চিত হইয়াছেন। কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কর্ত্তা এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর; সুতরাং পরম-পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্তত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত, সমুদয়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্, বিদিক্ সমুদয়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। যাদৃশ বেদচতুষ্টয়ের অগ্নিহোত্র, ছন্দের গায়ত্রী, মনুষ্যের রাজা, নদীর সাগর, নক্ষত্রগণের চন্দ্র, তেজঃপদার্থের আদিত্য, সমস্ত পর্ব্বতের সুমেরু এবং বিহঙ্গজাতির গরুড় মুখস্বরূপ হইয়াছেন, সেইরূপ ত্রিলোকমধ্যে ঊর্দ্ধ, তির্য্যক্ ও অধঃপ্রদেশে জগতের যাবতী গতি নিরূপিত রহিয়াছে, ভগবান্ কেশবই তাঁহার মুখস্বরূপ হয়েন। এই বালক শিশুপাল সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে কৃষ্ণকে বুঝিতে পারেন না, এই কারণে ইনি এইরূপ কহিতেছেন। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি যেমন ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, চেদিরাজ শিশুপাল তদ্বিষয়ে কদাচ সমর্থ হইবেন না; বালক, বৃদ্ধ ও ভূপালগণমধ্যে কোন্ ব্যক্তি অচ্যুতকে

অর্চ্চনীয় বলিয়া বোধ না করেন ? কোন্ ব্যক্তিই বা কৃষ্ণের সৎকার-বিষয়ে অনাদর করিয়া থাকেন ? যদ্যপি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।"

আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" রাজারা নির্ব্বেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।

অর্ঘ্যাভিহরণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল ভীষ্ম এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে পর সহদেব কহিতে লাগিলেন, "কেশি-নিহন্তা কেশব অমিত পরাক্রমশালী। তিনি আমাদি-গের পরম পূজনীয়, যে সকল নৃপাধমেরা কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারে,আমি তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করি। যদি তাহাদিগের ক্ষমতা থাকে, সমুচিত উত্তর-প্রদানে সাহসী হউক। যাহারা বুদ্ধিমান্,সদসদ্বিবেচনা করিতে সমর্থ, সেই নৃপোত্তমেরা অবশ্যই কৃষ্ণপূজা করিতে অনুজ্ঞা করিবেন।" সহদেব উক্ত প্রকার গর্ব্ব-প্রদর্শন পূর্ব্বক পাদোত্তোলন করিলে সেই সকল অভি-মানপূর্ণ মহাবল রাজগণের মধ্যে কেহই বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। অনন্তর সহদেবের মস্তকে পুষ্প-বৃষ্টি পতিত হইল এবং আকাশবাণী তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী নারদ সর্ব্ব-সমক্ষে কহিলেন,"যাহারা পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণের আরা-ধনায় পরাঙ্মুখ, সেই নরাধমেরা জীবন্মৃত, তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই।"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশেষজ্ঞ সহদেব পূজার্হ জনগণের পূজা করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করি-লেন। কৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেন দেখিয়া সুনীথনামা এক মহাবল-পরাক্রান্ত বীর-পুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলাম,সম্প্রতি যাদব ও পাণ্ডুকুলের সমূলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অবশ্যই সমরসাগরে অবগাহন করিব।" চেদিরাজ শিশুপাল মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ-সন্দর্শনে প্রোৎসা-হিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহা-দিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ; "যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

শিশুপালবধপর্ব্বাধ্যায়।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষ-প্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ ! এই মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়,অনুমতি করুন। যাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন ও প্রজাগণের অহিত না হয়,তাহার উপায়বিধান করুন।" কুরুপিতামহ ভীষ্ম কহিলেন, "যুধিষ্ঠির ! ভীত হইও না. কুক্কুর কখনও সিংহকে হনন করিতে পারে না, আমি পূর্ব্বেই ইহার কল্যাণকর উপায় স্থির করিয়াছি। যেমন সিংহ প্রসুপ্ত হইলে কুক্কুরগণ সমাগত ও মিলিত হইয়া চীৎকার করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রসুপ্ত বৃষ্ণিসিংহ বাসুদেবের সম্মুখে এই কুপিত রাজ-মণ্ডল চীৎকার করিতেছে। সিংহস্বরূপ অচ্যুত যাবৎ জাগরিত না হইতেছেন, ততক্ষণ নৃসিংহ চেদিরাজ এই সকল মহী-পালকে সিংহ করিয়া তুলিতেছে। পার্থিবশ্রেষ্ঠ শিশুপাল অচেতন হইয়া পার্থিবদিগকে যমালয়ে লইয়া যাইবার কামনা করিতেছে। কিন্তু নারায়ণ শিশুপালের তেজ অবিলম্বেই প্রত্যাহরণ করিবেন। হে প্রাজ্ঞতম ! চেদিরাজের এবং সমস্ত মহীপতির মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। এই নরোত্তম নারায়ণ যখন যে যে ব্যক্তিকে পৃথিবী হইতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন চেদিরাজের ন্যায় তাহাদিগের বুদ্ধি এই প্রকার বিপ্লাবিত হইয়া থাকে। ত্রিলোকীমধ্যে রমাপতি চতুর্ব্বিধ জীবের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা।" ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শিশুপাল তাঁহার প্রতি অতি কঠোর বাক্য-প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

শিশুপাল কহিতে লাগিলেন, "হে ভীষ্ম! পার্থিবগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন করত লজ্জিত হইতেছ না কেন? বৃদ্ধ হইয়া কি কুলদূষক হইয়াছ? এক্ষণে স্থবিরাবস্থা উপস্থিত এবং সমস্ত কৌরবের প্রধান হইয়াছ; অতএব ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করাই তোমার উচিত। যেমন কোন বৃহৎ তরণীর পশ্চাদ্‌ভাগে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বদ্ধ থাকে, যেমন একজন অন্ধ অন্য অন্ধের অনুসরণ করে, হে ভীষ্ম! তুমি যাহাদের অগ্রণী, সেই কৌরবেরাও সেইরূপ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই বাসুদেবের পূতনাঘাত প্রভৃতি ক্রিয়াসকল কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে সমধিক বেদনা প্রদান করিলে। হে ভীষ্ম! তুমি অহঙ্কৃত ও বিচেতন হইয়া দুরাত্মা কেশবের স্তুতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। এক্ষণে তোমার জিহ্বা কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না? যাহাকে বালকেরাও ঘৃণা প্রদর্শন করে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া সেই গোপালের প্রশংসা করিতেছ। কৃষ্ণ বাল্যকালে শকুনি এবং যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ নষ্ট করিয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য কি? চেতনাশূন্য কাষ্ঠময় শকট পাদদ্বারা পাতিত করিয়াছিল, তাহাই বা এত কি অদ্ভুত কর্ম্ম? বল্মীকপিণ্ডমাত্র গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে যে সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাই বা কি বিস্ময়কর? এই ঔদরিক বাসুদেব পর্ব্বতোপরি ক্রীড়া করিতে করিতে যে রাশীকৃত অন্নভোজন করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়াই সেই মুগ্ধস্বভাব গোপবালকেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। এই দুরাত্মা বলবান্ কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহাকেই সংহার করিয়াছে, এই কার্য্যেই বা কি বিস্ময়ের বিষয় আছে? হে কুরুকুলাধম ভীষ্ম! তুমি অধার্ম্মিক, এই নিমিত্ত তোমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। সাধু-ব্যক্তিরা সুশীলদিগকে এই প্রকারে অনুশাসন করিয়া থাকেন যে, স্ত্রী, গো, ব্রাহ্মণ, অন্নদাতা ও আশ্রয়দাতা ব্যক্তির উপর শস্ত্রপাত করিবে না। তোমাতে তৎসমুদয়েরই অন্যথা দৃষ্ট হইতেছে। হে কৌরবাধম! আমি যেন কিছুই জানি না, তুমি যেন বয়োবৃদ্ধ হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াছ, এই মনে করিয়া বহুতর প্রশংসা করত কেশবের মহিমার উল্লেখ করিতেছ। হে ভীষ্ম! তোমার বাক্যে বাক্যঘাতী ও স্ত্রীহত্যাকারীকে কি পূজা করিতে হইবে, না এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে প্রশংসাভাজন হইতে পারে? হে ভীষ্ম! তোমার কথাতেও কৃষ্ণকে প্রাজ্ঞেশ্বর ও জগদীশ্বর বলিয়া লোকের প্রতীতি হইতেছে, তোমার বাক্যসমুদয় মিথ্যা হইলেও তোমাকে কিছু কহিতে চাহি না। স্তাবকের স্তব অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইলেও তাহার চাটুকারিতার নিমিত্ত কেহই শাসন করে না, কারণ, যাহার যে প্রকার স্বভাব, ভূলিঙ্গনামক শকুনির ন্যায় কে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলে? তুমি জঘন্যপ্রকৃতি, অধার্ম্মিক ও সৎপথচ্যুত, অতএব তুমি যাহাদিগের মন্ত্রী, কৃষ্ণ যাহাদিগের পূজনীয়, সেই পাণ্ডবদিগের স্বভাব যে দূষিত হইবে, তাহার সন্দেহ কি? হে ভীষ্ম! ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তুমি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছ, কোন্ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আপনাকে ধার্ম্মিক জানিয়া সে প্রকার করিয়া থাকে? ধর্ম্মজ্ঞ কাশিরাজের কন্যা অন্যের প্রতি কামনা করিয়াছিল, তুমি প্রজ্ঞামানী হইয়া কোন্ ধর্ম্মানুসারে তাহাকে অপহরণ করিলে? তোমার ভ্রাতা সৎপথানুবর্ত্তী ছিলেন, সুতরাং তোমার অপহৃত কন্যাদিগের প্রতি অভিলাষ করিলেন না। তুমি এমনই ধার্ম্মিক যে, তোমার সম্মুখেই তাহাদের গর্ভে অন্য দ্বারা পুত্র উৎপাদিত হইল। হে ভীষ্ম! তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ বলিয়া সেরূপ ঘটিয়াছিল, এমন মনেও করিও না, তোমার ধর্ম্ম কি? তুমি যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ, তাহা মোহপ্রযুক্ত বা ক্লীবত্বপ্রযুক্ত, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি কুত্রাপি তোমার উন্নতি দেখিতেছি না, কারণ, তুমি যে ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছ, কোন বিজ্ঞব্যক্তিই তদনুসারে চলে না। ইষ্ট, দান, অধ্যয়ন ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞ, এ সমুদয়ে অপত্যফলের ষোড়শাংশও নাই; অপুত্রব্যক্তির ব্রতোপবাসাদি সমুদয় বিফল হয়, তাহার সন্দেহ নাই। তুমিও তাদৃশ অপত্যধনে বঞ্চিত, বৃদ্ধ এবং কপট ধার্ম্মিক। তুমি জ্ঞাতিগণের নিকট হংসের ন্যায় সংহার প্রাপ্ত হইবে।

হে ভীষ্ম! পুরাণবেত্তারা 'হে পত্ররথ! কামক্রোধাদি দ্বারা অন্তরাত্মা অভিহত হইলে পর রোদন করিতেছ,' ইত্যাদিরূপে যে গাথা গান করেন, এক্ষণে সেই হংসের উপাখ্যান শ্রবণ কর। প্রাজ্ঞ মনুষ্যেরাও এই প্রকার কহিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে সমুদ্রপ্রান্তে ধর্ম্ম-ভাষী অধর্ম্মাচারী এক বৃদ্ধ হংস ছিল। সে পক্ষীদিগকে 'ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, অধর্ম্মাচরণ করিও না,' এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিত, অন্যান্য সমুদ্রচারী পক্ষি-গণ তাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করিয়া তাহার বাক্য শ্রবণ করিত এবং 'ইহাঁর নিকট ধর্ম্মার্থের উপদেশ পাইয়াছি,' এই ভাবিয়া তাহার আহার আহরণ করিত। তাহারা তাহার নিকটে আপনাপন অণ্ডসকল গচ্ছিত রাখিয়া চরিতে চরিতে সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইত। পক্ষীরা তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অনবহিত হইয়াছিল, কিন্তু দুরাত্মা হংস আপনার কার্য্যে বিলক্ষণ মনোযোগী থাকিত। সে তদবসরে তাহাদের অণ্ডগুলি ভক্ষণ করিত, সেই সমুদয় ডিম্ব বিনষ্ট হইলে কোন প্রজ্ঞাবান্ পক্ষী সন্দিহান হইয়া সেই দুরাচারের পাপাচার দৃষ্টি-গোচর করত সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে অন্যান্য পক্ষী-দিগকে বিজ্ঞাপন করিল। তাহারা সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রত্যক্ষদর্শন করিয়া সেই কপটাচারী মরালের প্রাণ-সংহার করিল। হে ভীষ্ম! তুমি সেই হংসের সমান-ধর্ম্মী, নৃপতিগণ পক্ষিগণস্বরূপ, অতএব তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকেও সেই প্রকার নিহত করিবে। এই অণ্ডভক্ষণরূপ অশুচি কর্ম্ম তোমারই বাক্যকে অতি-ক্রম করিতেছে।"

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

শিশুপাল কহিলেন, "মহাবল জরাসন্ধ আমার অভিমত রাজা ছিলেন। তিনি দাস বলিয়া এই বাসু-দেবের সহিত সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই কেশব তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ভীমসেন এবং ধনঞ্জয় দ্বারা যাহা করিয়াছিল, কোন্ ব্যক্তি তাহা ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? এই দুরাত্মা ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক অদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া জরাসন্ধ ভূপতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা জরাসন্ধ এই দুরাত্মাকে পাদ্য প্রদান করিতে উদ্যোগ করিলে আপনাকে অব্রাহ্মণ জানিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে নাই। তিনি কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনকে ভোজন করিতে কহিলে কৃষ্ণ এক অনৈসর্গিক কাণ্ড করিয়া তুলিল। হে মূর্খ! তুমি ইহাঁকে যে প্রকার মনে করিতেছ, ইনি যথার্থই যদি সেই প্রকার জগতের কর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে ইনি আপনি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেছেন না কেন? কিন্তু আমার এই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, তুমি পাণ্ডবদিগকে সাধু-গণের পথ হইতে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছ এবং ইহারা সেই ব্যবহারকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতেছে। অথবা তুমি পৌরুষহীন বৃদ্ধ, তুমি যাহাদের সর্ব্বার্থ-প্রদর্শক হইয়াছ,তাহাদের বিষয় বিস্ময়কর নহে।" মহা-বল-পরাক্রান্ত ভীমসেন শিশুপালের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইলেন। তাঁহার সরোজ সদৃশ স্বভাব-বিস্ফারিত ও লোহিত নেত্রদ্বয় ক্রোধভরে অধিক-তর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পার্থিবগণ তাঁহার ললাটস্থ ত্রিশিখ ভ্রূকুটি ত্রিকূটস্থ ত্রিপথগামিনী গঙ্গার ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন। ভীম দশনে দশন পীড়ন করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিয়া বোধ হইল, যেন যুগান্তকালে কালান্তক সমস্ত সংসার গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। তিনি ক্রোধবেগে উত্থিত হইতেছেন, এমন সময়ে মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাকে ধারণ করিলেন, বোধ হইল যেন, শশিশেখর ষড়াননকে গ্রহণ করিতেছেন। ভীষ্ম বিবিধ গৌরবান্বিত বাক্যে তাঁহাকে নিবারিত করিলে তাঁহার কোপশান্তি হইল। যেমন সমুদ্বেল মহা-সমুদ্র ঘনকাল অতীত হইলে বেলাকে অতিক্রম করে না, তদ্রূপ আরন্দম ভীম ভীষ্মের বাক্য উল্লঙ্ঘন করি-লেন না। ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইলেও শিশুপাল নিজ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। কুপিত সিংহ যেমন মৃগের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকে,প্রতাপ-বান্ শিশুপাল সেইরূপ ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে রোষপরবশ দেখিয়া তাঁহার প্রতি উপেক্ষা করত হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "হে ভীষ্ম! ইহাঁকে পরিত্যাগ কর, আমার প্রতাপানলে ভীম-পতঙ্গ দগ্ধ হইবে, নরপতিরা

নয়নগোচর করুন।” তদনন্তর কুরুশ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞতম ভীষ্ম চেদিরাজ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, “এই শিশুপাল চেদিরাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় ইনি ত্র্যম্বক ও চতুর্ভুজ ছিলেন এবং জাতমাত্র রাসভসদৃশ চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইহাঁর পিতা ও বন্ধুবান্ধব এই অনৈসর্গিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভীত হইয়া ইহাঁকে পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। চেদিরাজ, তাঁহার ভার্য্যা, অমাত্য ও পুরোহিত আকুলহৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল, ‘হে নৃপতে! তোমার শ্রীমান্ বলবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, অতএব ইহা হইতে ভীত হইও না, অনাকুল হইয়া প্রতিপালন কর। হে নরাধিপ! যম ইহার অন্তক নহে। ইহার প্রাণ কেবল অস্ত্র দ্বারা নিহত হইবে, যিনি ইহার জীবনহন্তা, তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন।’ এই কহিয়া দৈববাণী নিস্তব্ধ হইলে ইহাঁর জননী অপত্যস্নেহে অভিভূত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ‘যিনি আমার এই পুত্রের প্রতি এই আকাশবাক্য প্রয়োগ করিলেন, তিনি দেবতাই হউন বা অন্য কেহই হউন, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি, তিনি যথার্থতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন, কোন্ ব্যক্তি আমার সন্তানের কালান্তক হইবে, আমি তাহার নাম শুনিতে ইচ্ছা করি।’ তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, ‘হে দেবি! তোমার পুত্র যাঁহার অঙ্কদেশে আরোহিত হইলে ইহার পঞ্চশীর্ষ-ভুজঙ্গপ্রতিম অধিক ভুজদ্বয় ক্ষিতিতলে বিগলিত হইবে এবং যাঁহাকে নেত্রগোচর করিয়া ললাটনিহিত তৃতীয় লোচন তিরোহিত হইবে, তিনিই তোমার প্রাণাধিকের প্রাণসম্পত্তি অপহরণ করিবেন।’

অন্যান্য পার্থিবগণ তাহাকে ত্রিনেত্র ও চতুর্ভুজ এবং তাহার প্রতি সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া দর্শনমানসে তথায় আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন চেদিরাজ সমাগত ভূপতিগণকে সৎকার করিয়া একৈকক্রমে সকলের উৎসঙ্গে পুত্রকে আরোপিত করিলেন। শিশু এই প্রকার যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্রূপে রাজসহস্রের অঙ্কারূঢ় হইলেন; কিন্তু দৈববাণীর নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেন না। মহাবল বলরাম ও বাসুদেব দ্বারবতী নগরীতে ছিলেন, ইহাঁরা এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পিতৃস্বসাকে দেখিবার নিমিত্ত চেদিপুরী আগমন করিলেন, তাঁহারা জ্যেষ্ঠানুক্রমে ভূপতিকে ও পিতৃষ্বসাকে অভিবাদন ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া উপবিষ্ট হইলে দেবী যাদবী আহ্লাদ করিয়া শিশুপালকে দামোদরের ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। তাঁহার অঙ্কে অর্পিত হইবামাত্র ভুজদ্বয় স্খলিত ও ললাটস্থ ত্রিলোচন তিরোহিত হইল, তখন শিশুপালজননী ত্রাসিত ও ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, ‘হে মহাভুজ! এই ভয়কাতরকে বরপ্রদান কর, তুমি আর্ত্ত ব্যক্তির আশ্বাসন ও ভীত ব্যক্তির অভয়প্রদ।’ শিশুপালজননীর এবম্প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, ‘হে দেবি! ভীত হইবেন না, আমা হইতে আপনার ভয় নাই, হে পিতৃষ্বসঃ! আমি আপনাকে কি বর দিব, আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন, আমার আয়ত্ত বা ক্ষমতার অতীত হইলেও আমি অবশ্য সম্পাদন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।’ রাজমহিষী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া কহিলেন, ‘হে মহাবল যদুপ্রধান! শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, এই আমার প্রার্থনা।’ তখন বাসুদেব কহিলেন, পিতৃষ্বসঃ! আপনি শোক করিবেন না। আমি আপনার এই পুত্রের বধোচিত শত অপরাধ ক্ষমা করিব’।”

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে বীর! মন্দবুদ্ধি পাপাত্মা শিশুপাল গোবিন্দের এইরূপ বরপ্রদানে দর্পিত হইয়া তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে।”

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, “শিশুপাল যে বুদ্ধিতে বাসুদেবকে আহ্বান করিতেছে, ইহা উহার নিজের বুদ্ধি নহে,

বাসুদেবেরই এইরূপ অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। হে কৌন্তেয়! এই কুলকলঙ্ক অদ্য আমার যত প্রকার অবমাননা করিল, পৃথিবীমধ্যে কোন্ পার্থিব তেমন করিতে পারে? শিশুপালে নারায়ণের যে তেজোভাগ আছে, যাহার প্রভাবে সে দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া আমাদিগকে গণনা না করিয়া শার্দ্দূলের ন্যায় তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে, মহাবাহু বাসুদেব অচিরকালমধ্যে সেই নিজতেজ পুনরাদান করিবেন।"

শিশুপাল ভীষ্মবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে ভীষ্ম! তুমি বন্দীর ন্যায় উত্থিত হইয়া নিরন্তর যাহার স্তুতিবাদ করিতেছ, আমার প্রভাব সেই কেশবেরই বটে, কিন্তু তোমার মন যদি কেবল পরের তোষামোদ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে কেশবকে পরিত্যাগ করিয়া এই সকল ভূপালগণের স্তুতিবাদ কর। এই পার্থিবপ্রধান বাহ্লীকরাজ দরদের স্তুতিপাঠ কর, যিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। হে ভীষ্ম! মহাবীর কর্ণের প্রশংসা কর, যিনি অঙ্গ ও বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ এবং সহস্রাক্ষসদৃশ বলশালী; যে মহাবাহুর চাপবিকর্ষণ অতি ভয়ানক, কুণ্ডলদ্বয় সহজাত, দিব্য ও দেবনির্ম্মিত এবং কবচ বালার্কসদৃশ; যিনি বাসবের ন্যায় দুর্জ্জয় জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে পরাজিত ও তাঁহার শরীর ভেদ করিয়াছিলেন। এই মহারথ দ্রোণের ও তৎপরে অশ্বত্থামার স্তব কর, যাঁহাদের একজন জাতক্রোধ হইলে চরাচর বিশ্ব নিঃশেষিত করিতে পারেন। ফলতঃ ইহাঁদিগের সমান যোদ্ধা দৃষ্টিগোচর হয় না। কি আশ্চর্য্য! এই অনন্যসাধারণ বীরযুগলের প্রশংসা করিতে তোমার ইচ্ছা হয় না? হে ভীষ্ম! সাগরাম্বরা পৃথিবীতে যিনি অদ্বিতীয়, সেই রাজেন্দ্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের স্তুতিবাদ করা কি ন্যায়ানুগত, না বুদ্ধিমানের কার্য্য? কৃতাস্ত্র দৃঢ়বিক্রম রাজা জয়দ্রথ, প্রথিতবিক্রম কিন্নরাচার্য্য দ্রুম, ভরতকুলের শিক্ষক বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য, মহাধনুর্দ্ধর রুক্মিরাজ, ভগদত্ত, যূপকেতু, জয়ৎসেন, মগধেশ্বর, বিরাট, দ্রুপদ, বৃহদ্বল, শকুনি, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, পাণ্ড্য, শ্বেত, উত্তম, মহাভাগ শঙ্খ, বৃষসেন, বিক্রমশালী একলব্য ও মহারথ কলিঙ্গ, এই সমস্ত বীরপুরুষদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক কেশবের প্রশংসা করিতেছ কেন? হে ভীষ্ম! যদি তোমার নিতান্ত স্তব করিতে বাসনা থাকে, তবে কেন শল্য প্রভৃতি ভূপালগণের স্তব কর না? তুমি প্রাচীন ধর্ম্মবাদীদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ কর নাই; অতএব আমি কি করিব? পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, আত্মনিন্দা ও আত্মপূজা এবং পরনিন্দা ও পরস্তব সাধুদিগের অকর্ত্তব্য। তুমি মোহবশতঃ ভক্তিসহকারে অস্তবনীয় কেশবের স্তব করিতেছ, কিন্তু ইহা কাহারও অনুমোদিত নহে: তুমি মুক্তিকামনায় সমস্ত জগৎ দুরাত্মা পুরুষে সমাবেশিত করিতেছ, যাহা হউক, তোমার এই বুদ্ধি প্রকৃতির অনুগত নহে; আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, ভূলিঙ্গনামক শকুনি তোমার উপমার স্থান।" শিশুপাল এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে ভীষ্ম! শ্রবণ কর। হিমালয়ের অপর-পার্শ্বে ভূলিঙ্গ-নামক এক শকুনি বাস করে। তাহার বাক্য অর্থ-বিগর্হিত ও নিন্দনীয়। সে অন্যকে সাহস করিতে নিষেধ করে, কিন্তু আপনিই যে অতীব সাহসিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারে না। সেই নির্ব্বোধ শকুনি সিংহের বদন হইতে দশনবিলগ্ন মাংসখণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু সিংহ মনে করিলেই তাহার জীবন বিনাশ করিতে পারে। সে কেবল সিংহের অনুগ্রহে জীবিত আছে, সন্দেহ নাই। হে অধার্ম্মিক ভীষ্ম! তোমার বাক্যও সেই প্রকার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং তোমার জীবনও সেই প্রকার ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইহাঁরা মনে করিলেই তোমার প্রাণ সংহার করিতে পারেন, তোমার তুল্য নিন্দিতকর্ম্মা আর কেহই নাই।"

ভীষ্ম শিশুপালের এই প্রকার কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে চেদিরাজ! তুমি কহিতেছ, 'আমার জীবন এই মহীপালগণের ইচ্ছার অধীন,' কিন্তু আমি ইহাঁদিগকে তৃণতুল্যও বোধ করি না।" ভীষ্ম এই প্রকার কহিলে ভূপতিগণ রোষাবিষ্ট হইয়া কেহ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কেহ বা তাঁহার কুৎসা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ধনুর্দ্ধর ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "এই পাপগর্ব্বিত দুর্ম্মতি ভীষ্ম ক্ষমাযোগ্য

নহে, অতএব ইহাকে পশুর ন্যায় বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।”

কুরুপিতামহ মতিমান্ ভীষ্ম তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে নৃপতিগণ! তোমাদের কথোপকথন শেষ হইবার নহে, আমি এই অবসরে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা আমাকে পশুর ন্যায় বধ কর বা কটাগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি তোমাদের মস্তকে এই পদার্পণ করিলাম। আমরা গোবিন্দকে পূজা করিতেছি, তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহার নিতান্ত মরণকণ্ডূতি হইয়া থাকে, তিনি গদাচক্রধারী বাসুদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করুন্; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আহ্বানকারী ব্যক্তিকে রণশায়ী হইয়া অবশ্যই যাদবদেব শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হইতে হইবে।”

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রভূত-বিক্রমশালী চেদিরাজ, ভীষ্মের বাক্য শ্রবণমাত্রেই বাসুদেবের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, “হে জনার্দ্দন! আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমার সহিত সংগ্রাম কর। আইস, অদ্য তোমাকে পাণ্ডবগণসমভিব্যাহারে যমালয়ে প্রেরণ করি। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজা নহ; তুমি দাস, দুর্ম্মতি ও পূজার অযোগ্যপাত্র; পাণ্ডবগণ বালত্বপ্রযুক্ত ভূপালদিগকে অতিক্রম করিয়া তোমাকে পূজ্যবৎ পূজা করিয়াছে, অতএব আমার মতে অনভিজ্ঞ পাণ্ডবগণকে বধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।” শিশুপাল এই বলিয়া ক্রোধভরে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ শিশুপালের বাক্যাবসানে পাণ্ডবগণসমক্ষে মৃদুস্বরে সমস্ত ভূপতিবর্গকে কহিতে লাগিলেন, “হে ভূপতিগণ! এই সাত্বতীনন্দন আমাদিগের পরম শত্রু; এই দুরাত্মা সর্ব্বদা অনপকারী সাত্বতগণের অপকারচেষ্টা করিয়া থাকে। এই দুরাচার আমার পিতৃস্বস্রীয় হইয়াও আমরা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিয়াছি জানিতে পারিয়া দ্বারকাপুর দগ্ধ করিয়াছিল। ভোজরাজ বিহারার্থ রৈবতক-পর্ব্বতে গমন করিলে এই পাপিষ্ঠ তদীয় সহচরগণের মধ্যে অনেককে বিনাশ ও অনেককে বন্ধ করিয়া স্বপুরে গমন করিয়াছিল। আমার পিতার অশ্বমেধানুষ্ঠানসময়ে বিঘ্নোৎপাদন করিবার মানসে উৎকৃষ্ট রক্ষকগণপরিবৃত, পবিত্র যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করিয়াছিল। এই দুরাত্মা নিতান্ত অননুরক্তা সৌবীরদেশগামিনী বভ্রুপত্নীকে এবং করূষের নিমিত্ত মায়াপূর্ব্বক স্বীয় মাতুল বিশালাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছিল। আমি কেবল পিতৃষ্বসার অনুরোধেই এই পাপাত্মার দুষ্কর্ম্ম সকল এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছি। দুরাত্মা শিশুপাল অদ্য ভাগ্যক্রমে সমুদয় ভূপতিগণসন্নিধানে সমুপস্থিত আছে। এই পাপাশয় অদ্য আমার প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিল, তাহা সমস্ত ভূপালগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পরোক্ষে যাহা যাহা করিয়াছিল, তাহাও শ্রবণ করিলেন। এই দুরাত্মা অদ্য সমস্ত রাজমণ্ডলসমীপে আমাকে অপমান করিয়াছে, অতএব কোনক্রমেই ইহার অপরাধ সহ্য করিব না। মূঢ়মতি শিশুপাল যমালয়ে যাইবার নিমিত্ত রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু অপাত্রের বেদশ্রবণপ্রার্থনার ন্যায় উহার ঐ প্রার্থনা বিফল হইয়াছিল।”

তখন সভাস্থ সমস্ত ভূপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর শিশুপালকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিলেন। চেদিরাজ, বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করত তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, “হে কৃষ্ণ! তুমি এই সভামধ্যে, বিশেষতঃ পার্থিবগণ-সমক্ষে রুক্মিণীকে মৎপূর্ব্বা বলিয়া কি কিছুমাত্র লজ্জিত হইলে না? হে মধুসূদন! তুমি ব্যতিরেকে অন্য কোন্ পুরুষাভিমানী ব্যক্তি স্বীয় পত্নীকে অন্যপূর্ব্বা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে? হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা হয় কর, না হয় করিও না; ফলতঃ তুমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার কোন ক্ষতি নাই এবং প্রসন্ন হইলেও কোন লাভ নাই।”

ভগবান্ মধুসূদন দুরাত্মা শিশুপালের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে দৈত্যগর্ব্ববিনাশক স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। চক্র স্মরণমাত্রেই তাঁহার হস্তে উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ চক্রপাণি ভূপতিগণকে

সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহীপালগণ! তোমরা শ্রবণ কর, দুরাত্মা শিশুপালের মাতা পূর্ব্বে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তোমাকে আমার পুত্রের শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে; আমিও তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলাম; তন্নিমিত্তই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত উহাকে ক্ষমা করিয়াছি। এক্ষণে উহার একশত অপরাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে; অতএব অদ্য উহাকে তোমাদিগের সমক্ষেই সংহার করিব।"

অরাতিনিসূদন মধুসূদন এই বলিয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ চক্রদ্বারা চেদিরাজের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। চেদিপতি বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। তাঁহার কলেবর হইতে গগনচ্যুত সূর্য্যের ন্যায় সুমহৎ তেজঃপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া সর্ব্বলোক-নমস্কৃত কমললোচন কৃষ্ণকে অভিবাদনপূর্ব্বক তদীয় শরীরে লীন হইল। ভূপতিগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এইরূপে ভগবান্ বাসুদেবকর্ত্তৃক শিশুপাল নিহত হইলে জগতে বিনা মেঘে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, স্থানে স্থানে প্রজ্বলিত বজ্রপাত হইতে লাগিল ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল। তৎকালে অনেকানেক ভূপতিগণ জনার্দ্দনের অলৌকিক কর্ম্মদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ ক্রোধভরে করে করে পেষণ, কেহ বা ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিলেন; কোন কোন মহীপতি নিভৃতে কৃষ্ণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, অনেকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন; কেহ বা তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। মহর্ষিগণ, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং কতিপয় ভূপতিগণ বাসুদেবের বিক্রম দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবীর দমঘোষনন্দনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার নিমিত্ত স্বীয় অনুজগণকে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিদেশ প্রতিপালন করিলেন। পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির মহীপাল শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

তদনন্তর বিপুলতেজাঃ পাণ্ডুনন্দন সেই সর্ব্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন, পরমপ্রীতিকর, প্রভূত ধনধান্যসংযুক্ত, মহাক্রতু রাজসূয় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিলেন। মহাবাহু বাসুদেব শার্ঙ্গ, চক্র ও গদা ধারণপূর্ব্বক আরম্ভ অবধি সমাপন পর্য্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে যজ্ঞসমাপনানন্তর অবভৃথস্নান করিলে পর সমাগত সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই; আপনি নির্ব্বিঘ্নে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং আজমীঢ়বংশীয় নৃপতিগণের যশোবর্দ্ধন করিলেন। আমরা আপনার মহাযজ্ঞে আসিয়া সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু উপভোগ করিলাম; এক্ষণে অনুমতি করুন, স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করি।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভূপতিগণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! এই সমস্ত মহীপতিগণ প্রীতিপূর্ব্বক আমাদের নিকেতনে আগমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিতেছেন, তোমরা আমাদের রাজ্যসীমা পর্য্যন্ত ইহাঁদের অনুগমন কর।" ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশানুসারে স্ব স্ব নগরাভিমুখে ভূপতিগণের সহিত এক এক জন গমন করিলেন। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটের, অর্জ্জুন মহাত্মা মহারথ দ্রুপদের, মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ সহদেব মহাবীর সপুত্র দ্রোণের, নকুল পুত্র-সহিত সুবলের, দ্রৌপদীনন্দনগণ ও সুভদ্রাতনয় পার্ব্বতীয় ভূপালগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের অনুগমন করিলেন। তৎপরে সমুদয় ব্রাহ্মণগণও বিধানানুসারে পূজিত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে সমস্ত ভূপতিবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে ভগবান্ বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে কুরুবংশাবতংস! মহাক্রতু রাজসূয় সুসম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে অনুমতি কর, আমি দ্বারকায় গমন করি।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে গোবিন্দ! কেবল তোমার প্রসাদেই আমার রাজসূয় সম্পন্ন

হইল; তোমার প্রভাবেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ আমার বশীভূত হইলেন ও সর্ব্বোত্তম উপহার লইয়া আমার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন হে মহাত্মন্! এখন কি করিয়া তোমাকে বিদায় দিব? আমি তোমা ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও প্রসন্নমনে থাকিতে পারি না। কিন্তু কি করি, তোমাকেও অবশ্য দ্বারকাপুরে গমন করিতে হইবে।" যুধিষ্ঠিরের বচনাবসানে বাসুদেব তাঁহার সমভিব্যাহারে কুন্তীর সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পিতৃস্বসঃ! আপনার পুত্রগণ সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এক্ষণে অনুমতি করুন, দ্বারকায় গমন করি।" কৃষ্ণ এইরূপে কুন্তীর অনুজ্ঞাগ্রহণ করিয়া সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া স্নান, জপ ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন করিলেন।

তদনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ-সারথি দারুক মেঘবপু-নামক মনোহর রথ যোজনা করিয়া কৃষ্ণসমীপে আনয়ন করিল। মহামতি বাসুদেব সেই গরুড়কেতন রথ সমুপস্থিত দেখিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া দ্বারাবতী প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন কমললোচন কৃষ্ণ ক্ষণকাল রথবেগ সংবরণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে রাজন্! পর্জ্জন্য যেমন সমস্ত প্রাণিগণকে রক্ষা করেন, মহাদ্রুম যেমন পক্ষিগণকে আশ্রয় প্রদান করে, তদ্রূপ তুমি অপ্রমত্তচিত্তে নিত্য প্রজাদিগকে পালন কর। অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করেন, তদ্রূপ তোমার বন্ধুবর্গ তোমাকে আশ্রয় করুন।" এইরূপে বিবিধ কথাবসানে তাঁহারা পরস্পর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। যাদবপ্রবর কৃষ্ণ দ্বারাবতী গমন করিলে কেবল রাজা দুর্য্যোধন ও সুবলনন্দন শকুনি সেই দিব্য সভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন

শিশুপালবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

দ্যূতপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাযজ্ঞ রাজসূয় পরিসমাপ্ত হইলে ব্যাসদেব শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণ-সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে আশু আসন হইতে উত্থিত হইয়া পাদ্য এবং আসন প্রদানপূর্ব্বক পিতামহ ব্যাসের পূজা করিলেন। ভগবান্ দ্বৈপায়ন কাঞ্চনময় আসনে আসীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে উপবেশন করিতে কহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট হইলে বাগ্মিন্যাসবিশারদ ভগবান্ ব্যাস তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "হে কুরুবংশধর কৌন্তেয়! তুমি অসুলভ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কুরুদেশের উন্নতি-সাধন করিলে। তোমা হইতে কুরুবংশ উজ্জ্বল হইল। হে ক্ষত্রিয়প্রধান! আমি পূজিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আমি প্রস্থান করিব।" রাজা যুধিষ্ঠির পিতামহের পাদগ্রহণ করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, দিব্য, আন্তরীক্ষ ও পার্থিব এই ত্রিবিধ উৎপাত উপস্থিত হইবে, শিশুপালের পতন হওয়াতে কি সেই উৎপাত বিলুপ্ত হইয়া গেল? হে পিতামহ! এই বিষয়ে আমার অতি দুরূহ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ব্যতীত ইহার মীমাংসা করে, এমন কেহই নাই।" তাহা শুনিয়া ব্যাস কহিলেন, "হে রাজন্! এই ত্রিবিধ উৎপাত ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপিয়া হইবে। তাহাতে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইবে। দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বলে তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়-ভূপতিগণ কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে রাজেন্দ্র! নিশাবসানে তুমি স্বপ্নে দেখিবে, ত্রিপুরান্তক মহাদেব বৃষভারূঢ় হইয়া শূল ও পিনাক ধারণ করিয়া শমনাধিষ্ঠিত দক্ষিণ-দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে বিশাম্পতে! এই স্বপ্ন দর্শনে তুমি চিন্তিত হইও না, কারণ, কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি অপ্রমত্ত, স্থিতিমান্ এবং দমপরায়ণ হইয়া পৃথিবী পরিপালন কর। এক্ষণে আমি কৈলাস-

পর্ব্বতে গমন করি।” এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাস সমস্ত শিষ্য-সমভিব্যাহারে কৈলাসপর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

পিতামহ প্রস্থান করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুল হইয়া উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বারংবার সেই বিষয়েরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, ‘পৌরুষ দ্বারা দৈব-শক্তি অতিক্রম করা অতীব দুরূহ কর্ম্ম। মহর্ষি যাহা কহিয়াছেন, তাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।’ মহাতেজাঃ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! দ্বৈপায়ন যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে; আমি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণ-পরিত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি। যদ্যপি কালক্রমে আমিই সমস্ত ক্ষত্রিয়বিনাশের হেতু হইলাম, তবে আমার জীবনধারণে প্রয়োজন কি?” ইহা শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় কহিলেন, “হে রাজন্! বুদ্ধিভ্রংশকর ভয়ানক মোহে আবিষ্ট হইবেন না। যাহা কল্যাণকর হয়, বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করুন।” সত্যব্রত যুধিষ্ঠির মধ্যে মধ্যে ব্যাসদেবের কথাই চিন্তা করত ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, “হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। আমি অদ্যাবধি ভ্রাতৃগণের বা অন্যান্য ভূপতিবর্গের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিব না; জ্ঞাতিগণের নিদেশবর্ত্তী হইয়া যোগসাধন করিব; কি পুত্র, কি ইতর ব্যক্তি, সকলের প্রতিই একরূপ ব্যবহার করিব; তাহা হইলে আমার আর ভেদের আশঙ্কা থাকিবে না। সুহৃদ্ভেদ হইতেই সংগ্রাম-ঘটনা হয়; আমি বিগ্রহকে সুদূরপরাহত করিয়া কেবল সকলের প্রিয়কার্য্যই অনুষ্ঠান করিব; তাহা হইলে লোকমধ্যে নিন্দাস্পদ হইব না। যদি এই ত্রয়োদশ বৎসর জীবিত থাকিতে হয়, ইহা ভিন্ন আর কোন কার্য্য করিব না।” যুধিষ্ঠিরের হিতাভিলাষী ভীমাদি ভ্রাতৃগণও জ্যেষ্ঠের বাক্যে অনুমোদন করিতেন। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত সভামধ্যে সমারূঢ় হইয়া সমস্ত নৃপগণের প্রস্থানানন্তর পিতৃগণ এবং দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। সহামাত্য যুধিষ্ঠির কৃতমঙ্গল ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। দুর্য্যোধন এবং সৌবল শকুনি সেই রমণীয় সভাতেই সমাসীন রহিলেন।

ষট্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

রাজা দুর্য্যোধন শকুনির সহিত উপবেশন করত ক্রমে ক্রমে সেই সভা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে যে সকল অ-দৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য চিত্রাদিগত বস্তু দেখিলেন, তাহা কখন হস্তিনানগরে দৃষ্টিগোচর করেন নাই। দুর্য্যোধন কোন সময়ে সভামধ্যে এক স্ফটিকময় স্থলে উপস্থিত হইয়া জলভ্রমে আপনার বসন উৎকর্ষণ করিয়া দুর্ম্মনায়মান ও প্রবেশ-বিমুখ হইয়া সেই সভায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর জলভ্রমে সেই স্ফটিকময় স্থলে নিপতিত হইয়া লজ্জিত হইলেন। পরে তথা হইতে বিমুখ হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্নমনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর স্থলভ্রমে স্ফটিকবৎ নির্ম্মল জলে ও পদ্মে সুশোভিত দীর্ঘিকাজলে সবস্ত্র পতিত হইলেন। মহাবল ভীমসেন এবং তদীয় কিঙ্করগণ দুর্য্যোধনকে তদবস্থ দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভৃত্যেরা তাঁহাকে উত্তমোত্তম বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল। তিনি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় স্থলভাগে জলের আশঙ্কা ও জলভাগে স্থলের আশঙ্কা করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সকলে উপহাস করিতে লাগিলেন। কোপনস্বভাব দুর্য্যোধন তাঁহাদের উপহাস সহ্য করিতে পারিলেন না; কিন্তু তৎকালে আপনার মনের ভাব গোপনেই রাখিলেন; তাঁহাদের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিলেন না। তিনি পুনরায় এরূপ ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, পরিচ্ছদ উৎক্ষিপ্ত করিয়া উত্তরণবাসনায় স্থলভাগেই পদবিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া পুনরায় সকল লোক হাস্য করিয়া উঠিল। তিনি যে কেবল স্ফটিকময় সভাকুট্টিমেই প্রতারিত হইয়াছিলেন, এমন নহে, স্ফাটিকভিত্তিতে দ্বার বিবেচনা করিয়া যেমন প্রবেশ করিতে

উদ্যত হইলেন, অমনি আহতমস্তক হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। সেইরূপ অন্য স্থানে স্ফাটিক-কবাটপুটিত দ্বার হস্ত দ্বারা বিঘট্টিত করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পতিত হইলেন।

পরে বিততাকার অপর এক দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিপ্রলম্ভবিবেচনায় তথা হইতে বিরত হইলেন। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বিবিধ প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া এবং রাজসূয় মহাযজ্ঞে সেই অদ্ভুত সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের শোভা-সমৃদ্ধি অবলোকনে পরিতাপিত হইয়া চিন্তাকুলিত-চিত্তে গমন করিতে করিতে তাঁহার দুর্ম্মতি উপস্থিত হইল। তিনি মহাত্মা কৌন্তেয়গণের মহান্ মহিমা, মহানুভাবতা, পার্থিবগণের বশবর্ত্তিতা এবং আবালবৃদ্ধ-বনিতাগণের হিতকারিতা দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্রনন্দন গমনকালে সেই অনুপম সভার শোভা-চিন্তায় এমত নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতুল তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সম্ভাষণ করিলেও তিনি তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন না। সুবলাত্মজ তাঁহাকে চঞ্চল দেখিয়া কহিলেন, "দুর্য্যোধন! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ বিষণ্নমনে গমন করিতেছ?" দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে মাতুল! মহাত্মা ধনঞ্জয়ের শস্ত্রপ্রতাপলব্ধ এই সসাগরা বসুন্ধরাকে যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত বশংবদ এবং ইন্দ্রযজ্ঞ-সদৃশ সেই মহাযজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া অমর্ষভরে দহ্যমান মদীয় শরীর গ্রীষ্মকালীন স্বল্পজল জলাশয়ের ন্যায় পরিশুষ্ক হইতেছে। দেখ, যখন বাসুদেব শিশুপালকে বিনষ্ট করিলেন, তখন সেই রাজসভায় এমত কোন্ ভূপতি ছিলেন, যিনি তাঁহার চরণানুগত না হইয়াছিলেন? তৎকালে রাজগণ কৌন্তেয়কৃত পরিভবানলে দহ্যমান হইয়াও অপরাধ ক্ষমা করিলেন, কিন্তু সে অপরাধ কে ক্ষমা করিতে পারে? পাণ্ডবগণের প্রতাপে কেশবকৃত সেই অযুক্তকর্ম্ম সম্পন্ন হইল এবং নৃপতিগণ বিবিধ রত্নজাত লইয়া করপ্রদ বৈশ্যের ন্যায় ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের প্রতাপলব্ধ রাজলক্ষ্মীকে সেইরূপ প্রদীপ্যমান দেখিয়া আমি অমর্ষভরে নিতান্ত দহ্যমান হইতেছি। হে মাতুল! অধিক কি বলিব, আমার এরূপ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমি আর জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। হয় প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিব, না হয় হলাহল ভক্ষণ করিয়া জীবন শেষ করিব অথবা জলপ্রবেশ করিয়া এই বিষম জ্বালার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। কোন্ সত্ত্ববান্ পুরুষ শত্রুর উন্নতি এবং আপনার অবনতি অবলোকন করিয়া সহ্য করিতে পারে? আমি যখন তাদৃশী রাজশ্রী দেখিয়া পরিতপ্ত হইয়াও অদ্যাপি সহ্য করিয়া রহিয়াছি, তখন আমি না স্ত্রী, না পুরুষ, কিছুই নহি; কারণ, স্ত্রীলোক হইলে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না; পুরুষ হইলে প্রতীকার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। তাদৃশ রাজত্ব, তাদৃশী ধনসম্পত্তি এবং তাদৃক্ যজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি না সন্তাপিত হয়? বিশেষতঃ তাহাদিগের সেই রাজলক্ষ্মী অপহরণ করিতে আমার সামর্থ্য নাই এবং কেহই সহকারী নাই, এই নিমিত্তই আমি মৃত্যুচিন্তা করিতেছি। যুধিষ্ঠিরের সেই মহাজনোচিত পবিত্র রাজলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম, দৈবই প্রধান, পৌরুষ নিরর্থক; কারণ, আমি যাহাকে বিনাশ করিবার যত্ন করিলাম, সে দৈবের অনুকূলতা প্রযুক্ত সমুদয় অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার উন্নতির পথে আরোহণ করিল। পৌরুষাবলম্বী ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা দিন দিন হীন হইতে লাগিল। সেই শ্রী ও তাদৃশী সভা নিরীক্ষণে এবং রক্ষিগণের সেই পরিহাস শ্রবণে আমি সাতিশয় পরিতাপিত ও অসহিষ্ণু হইতেছি, অতএব হে মাতুল! আমাকে প্রাণ-পরিত্যাগে অনুজ্ঞা করিয়া পিতাকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে।"

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

শকুনি দুর্য্যোধনের পরিতাপবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দুর্য্যোধন! পাণ্ডবেরা আপন অংশ ভোগ করিতেছে, তদ্দর্শনে তোমার যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরূপ

ক্রোধাবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। বিশেষতঃ তাহারাও আবদ্ধ বিধানজ্ঞ। হে অরিন্দম! পূর্ব্বেও তুমি তাহাদিগের প্রতি অনেকবিধ উপায়প্রয়োগ করিয়াছিলে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। পরিশেষে তাহাদিগকে অংশপ্রদানে পরিতুষ্ট করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহারা দ্রৌপদীকে ভার্য্যা, সপুত্র দ্রুপদকে ও তেজস্বী কেশবকে পৃথিবীলাভের সহায় পাইয়াছে এবং পৈতৃক অংশ লাভ করিয়া আত্মপ্রতাপে সেই অংশ বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাতে তোমার পরিবেদনার বিষয় কি? ধনঞ্জয় হুতাশনকে পরিতুষ্ট করিয়া গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও দিব্য অস্ত্রসমুদয় লাভ করিয়াছে এবং সেই কার্ম্মুকের সাহায্যে ও আপনার বাহুবীর্য্যে সমস্ত মহীপালকে বশংবদ রাখিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিবেদনার বিষয় কি? খাণ্ডবদাহকালে ময়দানবকে অগ্নিদাহ হইতে পরিত্রাণ করিয়া তাহার দ্বারা সেই সভা নির্ম্মাণ করাইয়াছে, ময়দানবের আজ্ঞানুবর্ত্তী কিঙ্করনামক রাক্ষসেরা তাহা বহন করিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিবেদনার বিষয় কি? তুমি যে কহিলে, 'আমার সহায় নাই', সে কেবল তোমার ভ্রান্তি মাত্র, কারণ, ভ্রাতৃগণ তোমার অনুগত এবং মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ, তাঁহার পুত্র, রাধেয়, মহারথ গৌতম, আমি, আমার সহোদরগণ ও রাজা সৌমদত্তি, আমরা সকলেই তোমার সহায়; তুমিও এই সকল সহায়সম্পন্ন হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় কর।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে রাজন্! আপনি অনুমতি করুন, আমি আপনাকে ও পূর্ব্বোক্ত মহারথদিগকে সহায় করিয়া অদ্যই সেই পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব। তাহারা পরাজিত হইলেই অখণ্ড ভূমণ্ডল, সমস্ত মহীপাল ও সেই মহাধন সভা আমার অধিকৃত হইবে।" শকুনি কহিলেন, "হে রাজন্! ধনঞ্জয়, বাসুদেব, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও সপুত্র দ্রুপদকে পরাজয় করা দেবগণেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইঁহারা সকলেই মহারথ, মহাধনুর্দ্ধর, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধদুর্ম্মদ। হে রাজন্! যে উপায় দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারিবে, আমি তাহা বিশেষরূপে জানি, এক্ষণে শ্রবণ করিয়া সেই উপায় অবলম্বন কর।" দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতুল! যে উপায় দ্বারা সুহৃদ্‌গণের ও অন্যান্য মহাত্মাদিগের মনোযোগে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব, বলুন, সে উপায় কি প্রকার?" শকুনি কহিলেন, "রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নৈপুণ্য নাই, অতএব পাশক্রীড়ার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান কর। তিনি আহূত হইলে নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না। আমি অক্ষক্রীড়ায় সাতিশয় দক্ষ, এই ত্রিভুবনে আমার তুল্য ক্রীড়াশীল আর কেহই নাই। অতএব তুমি তাঁহাকে দ্যূতে আহ্বান কর, আমি তোমার নিমিত্ত অক্ষকৌশলে তাঁহার সেই প্রদীপ্ত রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করিব; কিন্তু এই বিষয় তোমার পিতাকে অবগত করাও, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই।" দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে মাতুল! আপনিই পিতাকে রীতিমত নিবেদন করুন, আমি সেই দুর্দ্ধর্ষ ভূমিপালকে জানাইতে পারিব না।"

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুবলনন্দন শকুনি দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রথমেই প্রজ্ঞাচক্ষু, মহাপ্রাজ্ঞ, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! দুর্য্যোধন বিবর্ণ, পাণ্ডুর, কৃশ, দীন ও চিন্তাপরবশ হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের শক্রজনিত অসহ্য হৃদয়শোক কেন অনুসন্ধান করিতেছেন না?" ধৃতরাষ্ট্র শকুনিপ্রমুখাৎ অবগত হইয়া দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস দুর্য্যোধন! কি নিমিত্ত তুমি এত কাতর হইয়াছ, যদ্যপি আমার শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে প্রকাশ করিয়া বল। তোমার মাতুল কহিতেছেন যে, তুমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও কৃশ হইয়াছ; কিন্তু চিন্তা করিয়াও তোমার শোকের কারণ দেখিতেছি না। বৎস! প্রচুর ঐশ্বর্য্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তোমার ভ্রাতৃগণ ও সুহৃদ্‌গণ অপ্রিয়াচরণ করেন না, রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিধান ও পিশিতান্ন ভোজন করিতেছ, উত্তমোত্তম তুরঙ্গম তোমাকে

বহন করিয়া থাকে, তবে তুমি কি দুঃখে বিবর্ণ ও কৃশ হইতেছ? মহামূল্য শয্যা, মনোহারিণী রমণী, শোভাসম্পন্ন গৃহ ও স্বচ্ছন্দবিহার এই সমস্ত বস্তু দেবতাদিগের ন্যায় তোমার ইচ্ছামাত্রসুলভ, তবে তুমি কি নিমিত্ত দানের ন্যায় শোক করিতেছ?"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে তাত! কেবল কালযাপন করিবার নিমিত্ত কাপুরুষের ন্যায় ভোজন, পরিধান ও উগ্রতর ক্রোধধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছি, কিন্তু যে ব্যক্তি জাতক্রোধ হইয়া আপনার প্রজাগণকে বশীভূত রাখিতে পারে এবং অরি-পরিভব হইতে মুক্তি ইচ্ছা করে, সেই যথার্থ পুরুষ। মহারাজ! সন্তোষ, শ্রী ও অভিমানকে নষ্ট করে, আর যিনি কেবল অনুগ্রহ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া চলেন, তিনি কখনও মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন না। যে দিন যুধিষ্ঠিরের দাপ্যমান রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তদবধি আমার ভোগ্যবিষয় আর আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। আমি সপত্নগণকে উন্নত ও আপনাকে হীন দেখিতেছি এবং যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী অদৃশ্য হইলেও আমার নয়নপথে স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইতেছে, এই নিমিত্তই আমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও কৃশ হইয়াছি। যুধিষ্ঠির প্রতিদিন অষ্টাশীতি সহস্র স্নাতক ও গৃহমেধীকে তাহাদিগের এবং প্রত্যেকের ত্রিংশৎ দাসীকে ভরণপোষণ করেন। তাঁহার আলয়ে অন্যান্য দশ সহস্র ব্যক্তি স্বর্ণপাত্রে উত্তমান্ন ভোজন করিয়া থাকে, কাম্বোজেরা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট কম্বল, শত সহস্র হস্তী ও ধেনু, শত সহস্র অশ্ব, ত্রিশত উষ্ট্র ও বামা প্রদান করিয়াছে। সমস্ত রাজমণ্ডলী পূজোপকরণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগত হইয়া সেই পৃথক্ পৃথক্ রত্নজাত রাজসূয়-যজ্ঞে কৌন্তেয়কে উপহার দিয়াছে। অধিক কি বলিব, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যাদৃশ ধনাগম হইয়াছে, আমি পূর্ব্বে কোন স্থানে সেরূপ নয়নগোচর বা শ্রবণগোচর করি নাই। সেই অসীম ধনরাশি সপত্নের হস্তগত দর্শন করিয়া চিন্তান্বিত হওয়াতে আমি সুখী হইতে পারিতেছি না। স্বর্ণময় কমণ্ডলুধারী শত শত পথিক ব্রাহ্মণ গোসমূহ-সমভিব্যাহারে প্রভূত বলি গ্রহণ করিয়া প্রবেশিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অমরাঙ্গনারা যেমন অমররাজের নিমিত্ত মধুধারণ করিয়া থাকে, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তও সেইরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। বাসুদেব বহুরত্নবিভূষিত মহামূল্য শৈক্য ও প্রধান শঙ্খ গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন। শৈক্য লইয়া কেহ কেহ পূর্ব্বসাগরে, কেহ কেহ দক্ষিণ-সাগরে, কেহ কেহ বা পশ্চিম-সাগরে গমন করিল। উত্তরসাগরে পক্ষী ব্যতীত কাহারও গতিবিধি নাই, কিন্তু হে পিতঃ! কেমন আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রবণ করুন, অর্জ্জুন সেখানেও গমন করিয়া অপরিমিত ধন আহরণ করিয়াছে। লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হইলে এক একবার শঙ্খনাদ হয়; এইরূপ শঙ্খধ্বনি প্রতিনিয়তই হইয়াছিল, আমি মুহুর্মুহুঃ শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়াছিলাম। সভাস্থান দর্শনাভিলাষী পার্থিবগণে সমাকীর্ণ হইয়া, তারকাসঙ্কুল বিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছিল। পার্থিবগণ বৈশ্যের ন্যায় রত্নজাত লইয়া ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে দ্বিজাতিগণের পরিবেশক হইয়াছিলেন। মহারাজ! বলিতে কি, যুধিষ্ঠিরের যেরূপ রাজলক্ষ্মী, তাহা দেবরাজেরও নাই, যমরাজেরও নাই, বরুণেরও নাই এবং গুহ্যকাধিপতিরও নাই। সেই শ্রী দেখিয়া অবধি আমার মন এরূপ পরিতপ্ত হইয়াছে যে, আমি আর শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।"

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে শকুনি দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সত্যপরাক্রম! পাণ্ডবে যে অনুপম রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, তৎপ্রাপ্তির উপায় শ্রবণ কর। আমি অক্ষবিষয়ে অভিজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ, পণজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ: যুধিষ্ঠিরও দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা নাই। ক্ষত্রিয়-রীত্যনুসারে দ্যূতের বা রণের নিমিত্ত আহূত হইলে অবশ্য তাহাকে আসিতে হইবে, অতএব তাহাকে আহ্বান কর। আমি কপট ক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া তাহার সেই দিব্য সমৃদ্ধি আনয়ন করিব সন্দেহ নাই।" দুর্য্যোধন শকুনির বচনাবসান হইবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "হে রাজন্! অক্ষবিৎ গান্ধাররাজ দ্যূত দ্বারা পাণ্ডুপুত্রের রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত

হইয়াছেন, আপনি অনুমতি করুন।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমাদের মন্ত্রী; আমি তাঁহার শাসনানুবর্ত্তী; অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যতার অবধারণ করিব। তিনি দূরদর্শিতাপ্রভাবে উভয় পক্ষের হিতকর ও ধর্ম্মানুগত মন্ত্রণা দিবেন।" দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! যদি বিদুর আগমন করেন, তাহা হইলে আপনাকে নিবারণ করিবেন; আপনি নিরস্ত হইলে আমি নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিব।" ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের বিনয়গর্ভ কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া তন্মতস্থ হইয়া অনুচরবর্গকে কহিলেন, "শিল্পিগণকে আনাইয়া স্বর্ণাসহস্রশোভিত শতদ্বারবিশিষ্ট লোচনলোভনীয় এক সভা নির্ম্মাণ করাও, পরে তাহা রত্নাস্তরণমণ্ডিত ও সুপ্রবেশ্য করিয়া আমাকে নিবেদন করিবে।" ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের পরিতাপশান্তির নিমিত্ত কেবল অপত্যস্নেহের অনুরোধে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অক্ষক্রীড়া বহু দোষাকর জানিয়া এবং বিদুরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই নিশ্চয় করা হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া বিদুরের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। ধীমান্ বিদুর কলহের দ্বারস্বরূপ ও বিনাশের মুখস্বরূপ পাশক্রীড়ার সংবাদ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাজন্! আপনার এই ব্যবসায়ে অনুমোদন করিতে পারি না; যাহাতে দ্যূতের নিমিত্ত পুত্রগণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত না হয়, তাহা করুন।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! যদি দেবগণ অপ্রসন্ন হন, তথাপি আমার পুত্রগণের মধ্যে কলহ হইবে না। আমি, তুমি, দ্রোণ ও ভীষ্ম সন্নিহিত থাকিতে কোন প্রকারে দ্যূতজনিত অবিনয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি অদ্যই তূর্ণগামি-তুরঙ্গযোজিত রথে আরোহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। হে বিদুর! আমার এ ব্যবসায় বলিও না, দৈবই প্রধান, দৈব হইতেই এই ঘটনা হইতেছে।" ধীমান্ বিদুর এই প্রকার অভিহিত হইয়া চিন্তা করত দুঃখিত-চিত্তে মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মের নিকটে গমন করিলেন।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মবিত্তম! যাহাতে আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ ব্যসনাপন্ন হইয়াছিলেন, সেই মহান্ অনর্থকর দ্যূতক্রীড়া কিরূপে হইয়াছিল, তথায় কোন্ কোন্ ব্যক্তি সভ্য ছিলেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা অনুমোদন এবং কে কে বা প্রতিষেধ করিয়াছিলেন? পৃথিবীবিনাশের মূলস্বরূপ এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! যদি পুনরায় সবিস্তরে শ্রবণের নিমিত্ত অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, শ্রবণ কর। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে পুনর্ব্বার দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, "হে বৎস! মহাবুদ্ধি বিদুর কখনই আমাদের অহিতকর উপদেশ দিবেন না, বিশেষতঃ উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে যে সকল শাস্ত্রোপদেশ দিয়াছেন, তিনি তাহার মর্ম্ম পর্য্যন্ত অবগত আছেন এবং উদ্ধব যেমন বৃষ্ণিবংশের, উনিও সেইরূপ কুরুবংশের প্রধান; অতএব বিদুর যখন অক্ষদেবনে অনুমোদন করেন নাই, তখন উহাতে আর প্রয়োজন নাই। হে পুত্র! বিদুর যাহা কহিতেছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ও তোমার হিতকর, তাহার অন্যথা করিও না। দ্যূত হইতে সুহৃদ্ভেদ এবং সুহৃদ্ভেদ হইতে রাজ্যনাশ হয়; অতএব পাশক্রীড়ার অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত হও। হে কৃতপ্রজ্ঞ! পুত্রের প্রতি পিতা-মাতার যাহা কর্ত্তব্য করা হইয়াছে। প্রতিপালিত, জ্ঞানবান্, কৃতবিদ্য এবং সকলের জ্যেষ্ঠ বলিয়াই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অনন্যসুলভ ভোজনাচ্ছাদন ভোগ করিতেছ, পৈতৃক রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়াছ ও প্রতিনিয়ত আজ্ঞা প্রচার করত দেবেশ্বরের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ, তবে তোমার দুঃখের বিষয় কি, বল?"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে রাজন্! কাপুরুষেরাই অশন-বসনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে এবং অধম পুরুষেরাই অমর্ষশূন্য হয়। হে রাজেন্দ্র! এই সামান্য রাজলক্ষ্মী আমাকে প্রীত করিতে পারিতেছে না, আমি যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী এবং সমস্ত পৃথিবী তাঁহার

বশবর্ত্তিনী দৃষ্টিগোচর করিয়া ব্যথিত হইয়াছি। আমি অত্যন্ত পাষাণহৃদয়, এই নিমিত্ত এরূপ দুঃখেও জীবিত রহিয়াছি। যুধিষ্ঠিরনিকেতনে কদম্ব, চিত্রক, কৌকুর, কারস্কর ও লোহজঙ্ঘ প্রভৃতি বৃক্ষসকল ফলভরে আবর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে; মহাগিরি হিমালয়, সাগর এবং অন্য কতিপয় জলপ্রায়-ভূমি, ইহারা সকলেই রত্নাকর; এই সমস্ত রত্নাকর যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধ গৃহে পরিভূত হইয়াছে। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির আমাকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ জানিয়া সৎকারপূর্ব্বক রত্নপরিগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছিল। তথায় এত মহামূল্য রত্নজাত সঙ্কলিত হইয়াছিল যে, আমি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। আমার হস্ত সমুদয় রত্নগ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। আমি পরিশ্রান্ত হইলে ভূপালগণ সেই সমস্ত রত্নজাত হস্তে লইয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। ময়দানব বিন্দুসরোবরের রত্নরাশি দ্বারা এরূপ স্ফাটিকদলশালিনী প্রফুল্ল-নলিনী নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, আমি তদ্দর্শনে জলস্থ প্রফুল্ল কমল বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম এবং সলিলভ্রমে সভাকুট্টিমেই আপনার পরিচ্ছদ উৎক্ষিপ্ত করিলে বৃকোদর আমাকে শত্রুসম্পত্ত দর্শনে বিভ্রান্ত ও রত্নানভিজ্ঞ মনে করিয়া উপহাস করিয়াছিল। আমি সমর্থ হইলে সেইখানেই তাহাকে নিপাতিত করিতাম: কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করিলে আমাদিগকেও শিশুপালের অনুগমন করিতে হইত, সন্দেহ নাই। হে ভরতবংশাবতংস! সেই শত্রুর উপহাস আমাকে দগ্ধ করিতেছে। হে মহারাজ! আমি পুনরায় সেইরূপ জলজশালিনী দীর্ঘিকাকে সভাস্থল মনে করিয়া তাহাতে পতিত হইয়াছিলাম। আমাকে পতিত দেখিয়া কৃষ্ণ, পার্থ, দ্রৌপদী ও অন্যান্য স্ত্রীগণ মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রদান করত হাস্য করিতে লাগিল। সমধিক দুঃখের বিষয় এই যে, কিঙ্করগণ আমাকে আর্দ্র বস্ত্র দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাহার বস্ত্রাগার হইতে অন্যান্য বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল। পিতঃ! আর এক প্রতারণার বিষয় শ্রবণ করুন, দ্বারবৎ প্রতীয়মান অদ্বার দ্বারা নির্গত হইতে গিয়া ভিত্তিশিলায় আহত হইয়া ক্ষতললাট হইলাম, নকুল এবং সহদেব দূর হইতে আমাকে আহত দেখিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বাহুদ্বারা গ্রহণ করিল। সহদেব আমাকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, 'হে রাজন্! এই দ্বার, এই দিকে আগমন করুন।' ভীমসেন হাসিতে হাসিতে আমাকে সম্বোধিয়া কহিল, 'হে ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ! এ দিকে দ্বার।' এই সকল কারণে আমি অত্যন্ত পরিতাপিত হইয়াছি।"

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, "মহারাজ! নানা দিগ্দেশাগত ভূপালেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে সকল অমূল্য বস্তু উপহার দিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমি সেই সভায় যে সকল রত্নজাত দেখিয়াছি, পূর্ব্বে সে সকলের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করি নাই। কাম্বোজরাজ ঊর্ণানির্ম্মিত, সামুদ্রিক বিড়ালরোমরচিত, কাঞ্চনসদৃশ, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন। শতসহস্র গোসেবী ব্রাহ্মণ ও দাসবর্গ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রীতির নিমিত্ত বিচিত্রবর্ণ ত্রিশত উষ্ট্র, বড়বা, রাশীকৃত বলি ও স্বর্ণময় কমণ্ডলু এবং কার্পাসিকদেশনিবাসিনী লক্ষ দাসী সমভিব্যাহারে প্রবেশিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। শ্যামা, কৃশাঙ্গী, দীর্ঘকেশী, হেমাভরণভূষিতা শূদ্রারা ব্রাহ্মণোচিত রঙ্কুমৃগের অজিন এবং মরুকচ্ছনিবাসী জনগণ সর্ব্বপ্রকার পূজোপকরণ ও গান্ধারদেশজাত তুরঙ্গম লইয়া উপনীত ছিল। যে সকল মনুষ্য সিন্ধুপারে ও সমুদ্র-সন্নিহিত উপবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা ইন্দ্রকৃষ্ট ও নদীকৃষ্ট ধান্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই সকল বৈরাম, পারদ, আভীর ও কিতবগণ বিবিধ বলি, বহুবিধ রত্ন, অজাদুগ্ধ, গো, হিরণ্য, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ফলজ মধু ও নানাবিধ কম্বল গ্রহণ করিয়া দ্বারদেশে অবস্থিত করিয়াছিল। ম্লেচ্ছাধিপতি শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন মহারথ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত যবনগণ-সমভিব্যাহারে প্রসিদ্ধ তুরঙ্গকুলসম্ভূত বেগশালী অশ্বসমূহ ও সর্ব্ববিধ বলি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল: তাহারা প্রবেশ করিতে না পারিয়া লৌহনির্ম্মিত অশ্বভূষণ ও নির্ম্মল গজদন্ত-নির্ম্মিত-ৎসরুশোভিত অসি-সমুদয় প্রদান

করিয়া প্রস্থান করিল। কতিপয় লোক নানা দিগ্-দেশ হইতে সমাগত হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্বিনেত্র, কতকগুলি ত্রিনেত্র, কতকগুলির নেত্র ললাটদেশে, কতকগুলি উষ্ণীষধারী এবং কতকগুলি দিগম্বর দৃষ্টিগোচর করিলাম। তৎপরে রোমক, নরমাংসভোজী, একপাদ এবং অনেকগুলি নানাবর্ণ রাজগণ দৃষ্ট হইল। তাঁহারা কৃষ্ণ-গ্রীব, মহাকায়, দূরগামী, সুশিক্ষিত দশ সহস্র রাসভ আহরণ করিয়াছিলেন। বঙ্ক্ষুতীরসমুদ্ভব লোকেরা পূজার নিমিত্ত বহুতর হিরণ্য ও কাঞ্চন যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিল। একপাদেরা ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, ইন্দ্রায়ুধবর্ণ, সন্ধ্যা-কালীন জলদবর্ণ এবং নানাবর্ণ কতকগুলি মহাজব আরণ্য অশ্ব এবং অমূল্য স্বর্ণরাশি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরনিবেশনে প্রবেশ করিয়াছিল। তদনন্তর চীন, শক ও ওড্রদেশবাসী এবং বনবাসী বর্ব্বরজাতি, বৃষ্ণি-বংশীয়, হূণদেশীয়, হিমালয় এবং নীপ ও অনূপগণ দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। বঙ্ক্ষুতীরনিবাসীরা কৃষ্ণ গ্রীব, মহাকায়, শতক্রোশগামী, সুশিক্ষিত, প্রসিদ্ধ দশ সহস্র রাসভ প্রদান করিয়াছিল। শক, তুখার, কঙ্ক, রোমক ও শৃঙ্গযুক্ত মনুষ্য ঊর্ণাজ, রাঙ্কব, কীটজ, পট্টজ, কুটীকৃত, কমলসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ও কার্পাস-নির্ম্মিত শ্লক্ষ্ণ বস্ত্র, মেষচর্ম্ম, কোমল অজিন, নিশিত ও আয়ত খড়্গ, ঋষ্টি, শক্তি ও নানাবিধ পরশু, বিবিধ রস, গন্ধ ও সহস্র সহস্র রত্ন এই সমুদয় গ্রহণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল। কতকগুলি লোক দূরগামী অর্ব্বুদ মহাগজ, শত শত তুরঙ্গ, পদ্মসংখ্যক সুবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার পূজোপকরণ গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। পূর্ব্বদেশাধিপতি ভূপতিগণ মহামূল্য আসন, যান, শয্যা, মণিকাঞ্চনখচিত গজদন্তবিনির্ম্মিত বিচিত্র কবচ, বিবিধ শস্ত্র, সুশিক্ষিত হয়সম্পন্ন সুবর্ণালঙ্কৃত বহুবিধ রথ, বিবিধ রত্ন, নারাচ, অর্দ্ধনারাচ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র প্রদান করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণের যজ্ঞ-সদনে প্রবেশ করিল।”

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে অনঘ! রাজারা যজ্ঞার্থ মহাত্মা পাণ্ডবকে বিপুল ধন প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা মেরু ও মন্দরগিরির মধ্যবর্ত্তিনী শৈলোদা নদীর উভয়কূলস্থিত কীচক ও বেণুর রমণীয় ছায়া সেবা করিয়া থাকেন, সেই সকল মহীপালেরা দ্রোণ-পরিমিত অত্যুৎকৃষ্ট হীরকরাশি প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ চমর, হিমগিরিসম্ভূত পুষ্পজ সুস্বাদু মধু, উত্তর-কুরুদেশ হইতে আনীত অপূর্ব্ব মাল্য, উত্তর-কৈলাস হইতে আহৃত বলবিধায়িনী ওষধি এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য উপহারসকল লইয়া কত শত ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। উদয়াচলবাসী রাজগণ, কারূষদেশীয় ভূপাল, সমুদ্রান্তনিবাসী ভূপতিবর্গ, ব্রহ্ম-পুত্রের উভয়কূলস্থিত রাজসমূহ এবং ক্রূরকর্ম্মা, ক্রূর-শস্ত্র, চর্ম্মবসন ও ফলমূলোপজীবী কিরাতবৃন্দকে দেখি-লাম, তাঁহারা চন্দন ও অগুরুকাষ্ঠের ভার, চর্ম্ম, রত্ন, সুবর্ণ এবং নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য, অযুত কিরাতদাসী, দূরদেশীয় বিবিধ মৃগ, পক্ষী ও পর্ব্বতীয় হিরণ্য প্রভৃতি নানাবিধ উপহার লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। কৈরাত, দরদ, দর্ব্ব, যমক, ঔদুম্বর, পারদ, বাহ্লীক, কাশ্মীর, হংসকায়ন, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, যৌধেয়, ভদ্র, কেকয়, অম্বষ্ঠ, কৌকুর, তার্ক্ষ্য, পহ্লব, বশাতি, মৌলেয়, ক্ষুদ্রক, মালব, শৌণ্ডিক, শক, অঙ্গ, বঙ্গ, ও গয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বর্গ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বহুবিধ বিত্ত আনয়ন করিতে লাগিলেন। বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সুপুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ, কর্ণ ও প্রাবরণ প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়-মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাঁহাদিগকে কহিল, ‘সময় উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন।’ তাঁহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্ব্বতপ্রতিম, কবচাবৃত, সহস্র কুঞ্জর প্রদান পূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন। এতদ্ভিন্ন চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত অন্যান্য জনগণ নানাজাতীয় রত্নোপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বাসবানুচর গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্ররথ বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী চারিশত ঘোটক

এবং তুম্বুরু নামে অপর একজন গন্ধর্ব্ব তাম্রবর্ণ সুবর্ণালঙ্কৃত একশত অশ্ব প্রদান করিলেন। কৃতী শূকররাজ এক শত গজরত্ন প্রদান করিলেন। বিরাটরাজ মৎস্য দুই সহস্র মত্ত মাতঙ্গ উপহার দিলেন। রাজা বসুদান ষড়্‌বিংশতি গজ ও মহাজব মহাসত্ত্ব বয়ঃস্থ দুই সহস্র অশ্ব এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপহার সম্প্রদান করিলেন। রাজা যজ্ঞসেন চতুর্দ্দশ সহস্র দাসী, সদার অযুত দাস, বহুশত গজরত্ন, গজযুক্ত ষড়্‌বিংশতি রথ এবং যজ্ঞার্থ কতকগুলি রাজ্য পাণ্ডুনন্দনগকে প্রদান করিলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনের বহুমান করত তাঁহাকে চতুর্দ্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট হস্তী প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের আত্মা এবং অর্জ্জুন কৃষ্ণের আত্মা। ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে যে কার্য্য করিতে বলেন, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করেন, তিনি ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত সুরলোকও পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং পার্থও সেইরূপ কৃষ্ণের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। হেমকুম্ভামাস্থিত সুরভি চন্দনরস, মলয় এবং দর্দ্দুরাচলসম্ভূত চন্দন ও অগুরুরাশি, দীপ্তিমান্ মণিরত্ন ও সূক্ষ্ম কাঞ্চনবস্ত্র লইয়া চোল এবং পাণ্ড্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দ্বার প্রাপ্ত হইলেন না। সিংহলদ্বীপের লোকেরা সমুদ্রের সারভূত বৈদূর্য্যমণি, মুক্তাকলাপ ও বিচিত্র আভরণ উপহার প্রদান করিয়াছে। রাজার প্রিয়কার্য্য করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, নির্জ্জিত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুশ্রূষাপর শূদ্রেরা প্রীতি ও বহুমানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার ম্লেচ্ছজাতি এবং নানাদেশীয় উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট ও মধ্যম লোক একত্র সমবেত হওয়াতে বোধ হইল, যেন পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন্! রাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত নানাপ্রকার উপহার ও শত্রুদিগের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করত দুঃখে আমার মুমূর্ষা উপস্থিত হইল। মহারাজ! এক্ষণে পাণ্ডবদিগের ভৃত্যবর্গের বিষয় আপনাকে নিবেদন করিতেছি। রাজা যুধিষ্ঠির সকল ভৃত্যের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার এক অযুত তিন পদ্ম গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য, অর্ব্বুদ রথ এবং অসংখ্য পদাতি। কোন স্থানে দ্রব্য-সামগ্রীর পরিমাণ হইতেছে; কোন স্থানে পাচকেরা অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে; কোন স্থানে দান করিতেছে এবং কোথাও স্বস্ত্যয়ননিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের পুণ্যাহ-ধ্বনি হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের গৃহে অভুক্ত, তৃষ্ণাতুর, অনলঙ্কৃত ও অসৎকৃত ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তথায় অষ্টাশীতিসহস্র গৃহমেধী স্নাতক রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্ত প্রত্যেকের নিকট ত্রিশজন করিয়া দাসী নিযুক্ত আছে। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের সকলেরই ভরণপোষণ করেন এবং তাঁহারাও প্রীত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে যুধিষ্ঠিরের শত্রুক্ষয় কামনা করিতেছেন। যুধিষ্ঠিরালয়ে পরিবেশকেরা প্রত্যহ সুবর্ণপাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া দশ সহস্র যতিকে ভোজন করাইতেছেন। মহারাজ! যাজ্ঞসেনী প্রতিদিন আপনি ভোজন না করিয়া অগ্রে কুব্জ, বামন প্রভৃতির মধ্যে কাহারও ভোজন হইল কি না, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত দেখিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। পাঞ্চালদিগের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং অন্ধক-বৃষ্ণিবংশীয়েরা যুদ্ধে আনুকূল্য করেন, এই নিমিত্ত কেবল তাঁহারাই কুন্তীপুত্রকে কর প্রদান করেন না. নতুবা আর সকল রাজারাই করদ।”

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, “মহারাজ! তথায় আরও দেখিলাম, মহাব্রত, বিনয়সম্পন্ন, মহামান্য, ধর্ম্মাত্মা রাজারা যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতেছেন। দক্ষিণাদানার্থ কোন কোন রাজা বহু সহস্রসংখ্যক আরণ্যক ধেনু আনয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ অভিষেকার্থ মঙ্গলকলস স্বয়ংই বহন ও আনয়ন করিতেছেন। বাহ্লীক সুবর্ণালঙ্কৃত রথ এবং সুদক্ষিণ শ্বেতকায় কাম্বোজদেশীয় অশ্ব আহরণ করিয়াছেন। মহাবল সুনীথ প্রীতিপূর্ব্বক রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ ও চেদিরাজ শিশুপাল স্বয়ংই ধ্বজ উদ্যত করিয়া আনয়ন করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য বর্ম্ম, মাগধ মালা ও উষ্ণীষ, বসুদান ষষ্টিবর্ষবয়স্ক মাতঙ্গ, মৎস্য সুবর্ণনির্ম্মিত অক্ষ, একলব্য উপানহযুগল এবং আবন্ত্য অভিষেকার্থ বহুবিধ জল আনয়ন করিয়াছেন।

চেকিতান তূণীর, কাশ্য ধনু ও দৃঢ়মুষ্টি অসি এবং শল্য কাঞ্চনভূষিত শৈক্য প্রদান করিয়াছেন।

অনন্তর মহামুনি ধৌম্য ও ব্যাস ইহাঁরা নারদ,অসিত ও দেবলের সহিত যুধিষ্ঠিরের অভিষেক সম্পাদন করিলেন। তৎপরে অন্যান্য মহর্ষিগণ জামদগ্ন্য, পরশুরাম এবং অপরাপর বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। যেরূপ স্বর্গে সপ্তর্ষিগণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাত্মা ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণ সেই যজ্ঞে আসিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ছত্র ধারণ, ধনঞ্জয় ও ভীমসেন ব্যজন, নকুল ও সহদেব চামর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্যযুগে প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে যে শঙ্খ প্রদান করেন,কলসোদধি সেই বারুণ শঙ্খ যুধিষ্ঠিরকে দান করিলেন। কৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত মহামূল্য শৈক্য দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন, তাহা দেখিয়া আমার অতিশয় অপ্রীতি জন্মিয়াছে; লোকে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে, বিহঙ্গগণ ব্যতিরেকে উত্তরে কেহই যাইতে পারে না; তথা হইতেও শঙ্খ আনয়ন করিয়াছিল, ঐ মাঙ্গল্য শঙ্খ বারংবার ধ্বনিত হইতে লাগিল, ঐ শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া আমার গাত্র কণ্টকিত হইল; তখন তেজোহীন প্রিয়দর্শন পার্থিবগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ও কেশব ইহাঁরা তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা তত্রস্থ ভূপালগণকে ও আমাকে বিসংজ্ঞ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রাহ্মণগণকে বিষাণবিশিষ্ট পঞ্চশত বৃষ প্রদান করিল। রন্তিদেব, নাভাগ, যৌবনাশ্ব, মনু, পৃথু, বৈণ্য, ভগীরথ, যযাতি ও নহুষ ইহাঁদিগের অপেক্ষা কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির রাজশ্রীসম্পন্ন হইয়া শোভা পাইলেন। রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এরূপে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় তদীয় প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসম্পত্তি দেখিয়া আমার প্রাণ-ধারণে সুখ কি? জ্যেষ্ঠের হীনদশা ও কনিষ্ঠের অভ্যুদয়লাভ হইতেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়া আর আমার অন্তঃকরণে সুখ নাই। এই কারণেই আমি দিন দিন দুর্ব্বল, বিবর্ণ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইতেছি।”

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অতএব পাণ্ডবদিগের প্রতি কদাচ বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিও না। দ্বেষ্টা হইলে অসুখী ও নিধন প্রাপ্ত হইতে হয়। তোমার তুল্য মনুষ্য অব্যুৎপন্ন, তুল্যার্থ, তুল্যমিত্র ও অদ্বেষ্টা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কখনই দ্বেষ করেন না, তুল্যাভিজনবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া কেনই বা তুমি ভ্রাতার রাজ্যসম্পত্তিলাভে স্পৃহা করিতেছ? ভ্রান্তিক্রমেও যেন তোমার এরূপ বুদ্ধি না জন্মে। হে বৎস! এক্ষণে আর শোক করিও না। যদি তুমি ঐরূপ যজ্ঞসম্পত্তি-প্রাপ্তির ইচ্ছা কর, তবে যাজ্ঞিকেরা সপ্ততন্তুনামক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করুন। তাহা হইলেই ভূপালগণ তোমার প্রীতি-সম্পাদন ও বহুমানের নিমিত্ত বিপুল বিত্ত আহরণ করিবেন। পরধনগ্রহণেচ্ছা নিতান্ত অসতেরই হইয়া থাকে, ফলতঃ যিনি নিরবচ্ছিন্ন স্বধনে সন্তুষ্ট ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়েন, তিনিই প্রকৃত সুখী। পরস্বগ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মকর্ম্মে উৎসাহ ও স্বোপার্জ্জিত ধনের রক্ষণাবেক্ষণ পণ্ডিতেরা ইহাকেই বিভবলক্ষণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যিনি বিপৎকালে নিরাকুল হইয়া থাকেন, যিনি সকল বিষয়ে সুনিপুণ ও নিত্য উত্থানশীল, এইরূপ অপ্রমত্ত ও বিনীত লোক ইহকালে শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। হে বৎস! স্ববাহুতুল্য পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করিও না, পাণ্ডবেরা তোমার ভ্রাতৃসদৃশ, অতএব ধনের নিমিত্ত মিত্রদ্রোহ করা নিতান্ত অন্যায়। এক্ষণে পাণ্ডবদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন ও সমগ্র ভ্রাতৃধন-গ্রহণে ইচ্ছা করিও না। মিত্রদ্রোহে অতিশয় অধর্ম্ম আছে, তোমার ও পাণ্ডবদিগের একই পিতামহ। অতএব এক্ষণে অন্তর্ব্বেদিমধ্যে বিত্তদান, বিবিধ কাম্যবস্তুর উপভোগ এবং নিঃশঙ্কচিত্তে মহিলাগণের সহিত বিহারকরিয়া ক্ষান্ত হও।”

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, "মহারাজ! যাদৃশ দর্ব্বী সূপরস আস্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার বুদ্ধিবৃত্তি নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞান আছে, সে শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মার্থ কদাচ অনুধাবন করিতে সমর্থ নহে। বৃহন্নৌকাসংযত ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় আপনি সবিশেষ জানিয়াও কেন আমাকে বিমোহিত করিতেছেন? স্বার্থসাধনে আপনার কেন অনবধানতা দেখিতেছি? আর এই বিষয়ে কেনই বা আমাকে বিদ্বেষ করিতেছেন? আপনি যখন শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, তখন আর আমাদিগের জীবনধারণের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ভাবী অর্থের সূচনা ব্যতীত আপনার আর কোন বিষয়ে উৎসাহ দেখিতেছি না। যাহার পথপ্রদর্শক স্বয়ংই অনভিজ্ঞ, সে প্রতিপদেই পথভ্রষ্ট হয়, কিন্তু যাহারা স্বয়ংই গমন করিতে পারে, তাহারা কেনই বা ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করিবে?

মহারাজ! আপনি পরিণতপ্রজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পুত্রগণের স্বকার্য্যসাধনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন। বৃহস্পতি লোকব্যাপার ও রাজব্যাপার এই উভয়বিধ ব্যাপারকেই পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব রাজারা সর্ব্বদা অপ্রমত্তচিত্তে স্বার্থচিন্তা করিবে। ক্ষত্রিয়দিগের জয়ই প্রধান বৃত্তি, অতএব ইহা ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক, আত্মব্যাপারে দোষাদোষ আশঙ্কা কি? যেমন সারথি কশাঘাত দ্বারা সকলদিকেই অশ্ব চালনা করে, তদ্রূপ জিগীষু ব্যক্তি পরসম্পত্তি-গ্রহণাভিলাষে সর্ব্বদিকে ধাবমান হয়। যে গূঢ় কিংবা বাহ্য উপায় দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার করা যায়, সেই উপায়ই শস্ত্রধারীদিগের শস্ত্রস্বরূপ। কে শত্রু, কে মিত্র, ইহাতে কোন লেখ্য প্রমাণ নাই; যে যাহাকে সন্তাপ দেয়, সেই তাহার শত্রু। সমৃদ্ধিবৃদ্ধি-বিষয়ে অসন্তোষই মূল কারণ, অতএব অসন্তোষবৃদ্ধিবিষয়ে যত্ন করাই যথার্থ নীতি। ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ মমতা করিবে না, কারণ, পূর্ব্বসঞ্চিত ধন অন্যে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে পারে, বলপূর্ব্বক হরণ করাই রাজাদিগের ধর্ম্ম। দেবরাজ ইন্দ্র 'কাহারও অপকার করিব না' এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াও নমুচির শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ অরাতির প্রতি সেইরূপ সনাতনী বৃত্তিই তাঁহার অভিমত। যেমন সর্প গর্ত্তস্থ জন্তুদিগকে সংহার করে, সেইরূপ ভূমিসম্পত্তি অবিরোধী রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকে। জাতি অনুসারে কেহ কাহারও শত্রু হইতে পারে না, সমব্যবসায়ী হইলেই শত্রু হইতে পারে। যে ব্যক্তি মোহপরবশ হইয়া অভ্যুদয়কালে শত্রুকে উপেক্ষা করে, পরিবর্দ্ধিত ব্যাধির ন্যায় সেই শত্রু তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। বৃক্ষমূলজ বল্মীক যেরূপ আশ্রয়বৃক্ষকে নিপাতিত করে, সেই প্রকার শত্রু সামান্য হইলেও বলবীর্য্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংহার করিতে পারে।

হে আজমীঢ়বংশাবতংস মহারাজ! বিপক্ষলক্ষ্মী যেন তোমার প্রীতিকর না হয়। আমি যেরূপ কহিলাম, বীর্য্যবান্ লোকেরা এইরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন; সর্ব্বত্র নীতির অনুসরণ করিলে কোন বিশিষ্ট ফল-লাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অর্থবৃদ্ধির অভিলাষ করে, সে নিঃসন্দেহ জ্ঞাতিমধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কারণ, বিক্রম সদ্যই বৃদ্ধি-সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে হয় পাণ্ডবরাজলক্ষ্মী লাভ করিব, নতুবা যুদ্ধে শরীরপাত করিব। হে মহারাজ! আর আমার প্রাণধারণের আবশ্যকতা নাই, পাণ্ডবেরা প্রতিনিয়তই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, আমাদিগের কিছুমাত্র উন্নতি নাই।"

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শকুনি কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশী সম্পত্তি দেখিয়া যদি তুমি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া থাক, তবে বল, দ্যূতক্রীড়া দ্বারা তদীয় সমস্ত আত্মসাৎ করি। এক্ষণে তাঁহাকে দ্যূতে আহ্বান কর, আমি অক্ষনিক্ষেপ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিব। আমি অক্ষবিদ্যায় সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছি। যুধিষ্ঠির তদ্বিষয়ে অতিমাত্র অনভিজ্ঞ। পণ আমার ধনু, অক্ষ শর, অক্ষ-হৃদয় জ্যা ও হৃদয়স্ফূর্ত্তি মদীয় রথস্বরূপ।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "মহারাজ! অক্ষবিশারদ মাতুল দ্যূত দ্বারা পাণ্ডুপুত্র হইতে রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন; আপনি অনুমতি করুন।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "আমি মহাত্মা বিদুরের শাসনানুবর্ত্তী; অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করিব।" দুর্য্যোধন কহিলেন, "মহাশয়! বিদুর যেরূপ পাণ্ডবগণের হিতৈষী, সেরূপ আমার হিতাভিলাষী নহেন, অতএব তিনি আপনার বুদ্ধির অন্যথা করিবেন, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পৌরুষশালী ব্যক্তি পরমার্থের সাপেক্ষ হইয়া স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন না। কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-বিষয়ে দুই জনের বুদ্ধি সমান হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। মূঢ় ব্যক্তি নির্ভয় হইয়া আত্মরক্ষা করত বর্ষাকালীন আর্দ্র তৃণের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়। কি ব্যাধি, কি মৃত্যু, কেহই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রতীক্ষা করে না; অতএব ভবিষ্যৎকালের অপেক্ষা না করিয়াই শ্রেয়স্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে পুত্র! বলবান্ ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করা কোনরূপেই আমার অভিপ্রেত নহে, কারণ, বৈরভাব হইতে বিকার জন্মে; সেই বিকার অলৌহ-নির্ম্মিত শস্ত্রস্বরূপ। বৎস! তুমি যে এই অনর্থকর সংগ্রামঘটনাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছ, এই অনবধানতা হইতেই শাণিত সায়ক ও অসি নিষ্কাশিত হইবে।" দুর্য্যোধন কহিলেন, "পূর্ব্বতন ব্যক্তিরা দ্যূতব্যবহার করিতেন, তাহাতে কোন বিকৃতি বা সংগ্রামঘটনার সম্ভাবনা ছিল না; অতএব মাতুল-বচনে অনুমোদন করিয়া অদ্য সভানির্ম্মাণের অনুমতি করুন। দুরোদরক্রীড়া ক্রীড়মান ও তদনুবর্ত্তীদিগের স্বর্গের দ্বারস্বরূপ; অতএব পাণ্ডবগণের সহিত অক্ষক্রীড়া করা অবৈধ নহে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "নরেন্দ্র! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা আমার শ্রেয়োবোধ হইতেছে না। তোমার অভিরুচি হয়, কর, কিন্তু যেন ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে না হয়। মেধাবী বিদুর বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি বশংবদ নহে, ক্ষত্রিয়ান্তক মহৎ ভয় তাহার সমীপবর্ত্তী

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুরবগাহ দৈবের প্রতিকূলতাপ্রযুক্ত দুর্য্যোধনের মতানুসারে ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন, "তোমরা সহস্রস্তম্ভশোভিত, হেমবৈদূর্য্যখচিত, শতদ্বারবিশিষ্ট, ক্রোশায়ত, তোরণস্ফাটিকা নামে এক মহতী সভা শীঘ্র নির্ম্মাণ কর।" সুনিপুণ শিল্পিগণ অনুমতি পাইয়া অতি শীঘ্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া সমুচিত দ্রব্যসামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! স্বল্পকালের মধ্যেই সভা সুসম্পন্ন, বহুরত্নে খচিত ও বিচিত্র হেমাসনে শোভিত হইয়াছে।" তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিপ্রধান বিদুরকে কহিলেন, "তুমি শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই সভায় সমাগত হইয়া সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হউন।"

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার এই প্রেরণাতে অভিনন্দন করিতে পারি না, আপনি এরূপ অনুমতি করিবেন না; ইহাতে কুলক্ষয় ও সুহৃদ্ভেদ উভয়েরই সম্ভাবনা।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! যদি দৈব প্রতিকূল না হয়, তবে কলহ আমাকে পরিতাপিত করিতে পারিবে না। এই জগৎ স্বতন্ত্র নহে, কেবল দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে; অদ্য শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া দুর্দ্ধর্ষ কুন্তীপুত্রকে আনয়ন কর।"

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া অগত্যা সুশিক্ষিত মহাজব অশ্ব দ্বারা পণ্ডিত পাণ্ডবগণের সকাশে যাত্রা করিলেন। মহাবুদ্ধি বিদুর সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থনগরে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর কুবেরভবনোপম রাজপ্রাসাদে প্রবেশিয়া ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপুত্রের সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহাত্মা অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির তাঁহার যথাবৎ পূজাপূর্ব্বক সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,

"হে ক্ষত্তঃ! আপনার মানসিক প্রহর্ষ প্রকাশ পাইতেছে। আপনি ত কুশলে আগমন করিয়াছেন? দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুগত এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ত তাঁহার বশবর্ত্তী আছে?"

বিদুর কহিলেন, "ইন্দ্রকল্প মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার পুত্রগণ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া কুশলে আছেন। তিনি পুত্রগণের গুণে প্রীত ও বিগতশোক হইয়াছেন। সম্প্রতি অক্ষয় কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বক তোমাকে এই কহিয়াছেন যে, 'হে পার্থ! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করিয়া তোমার সভানুরূপ এই সভা অবলোকন কর এবং দুর্য্যোধনাদির সহিত সুহৃদ্দ্যুতে প্রবৃত্ত হও তোমার সহিত সমাগত হইলে আমার ও কুরুকুলের প্রীতির পরিসীমা থাকে না।' হে রাজন্! মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র দুরোদরবিধান করিয়াছেন, তুমি সেই অক্ষকিতবদিগকে দেখিবে, এই নিমিত্ত আমি আসিয়াছি; যাহা উচিত হয়, কর।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহাশয়! দুরোদর কলহের আকর; অতএব কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতে অভিলাষবন্ধন করে? আপনি কি অক্ষদেবন উচিত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন? বলুন, আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলি।"

বিদুর কহিলেন, "দ্যূত যে অনর্থের মূল, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। আমি তাঁহাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে যত্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহা কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহাশয়! আমি জিজ্ঞাসা করি, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র ব্যতীত কোন্ কোন্ অক্ষবেদী তথায় বিদ্যমান আছেন? বলুন, আমি তাঁহাদিগকে শতবার পরাজয় করিব।" বিদুর কহিলেন, "অক্ষনিপুণ কৃতহস্ত রাজা শকুনি, বিবিংশতি, চিত্রসেন, রাজা সত্যব্রত, পুরুমিত্র এবং জয় তথায় উপস্থিত আছেন।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভয়ঙ্কর মায়াধারী অক্ষবেদিগণ সেখানে রহিয়াছে, বুঝিলাম, সমস্ত জগৎ বিধাতার আদেশবর্ত্তী হইয়াই চলিতেছে, কদাপি স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। হে বিদুর! পুত্র-পক্ষপাতী ধৃতরাষ্ট্রের শাসনক্রমে দুরোদরদেবনে ইচ্ছা করিতেছি না; আপনি বলিতেছেন বলিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হইব। যদি আমাকে সভামধ্যে আহ্বান না করিত, তাহা হইলে শকুনির সহিত ক্রীড়া করিতাম না; যখন আহূত হইয়াছি, তখন নিবৃত্ত হইব না; ইহাই আমার সনাতন ব্রত।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ, ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে বিশেষ বিবেচনা করিয়া অনুযাত্রিকবর্গকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তিনি পরদিন দ্রৌপদী প্রভৃতি স্ত্রীগণ, ভ্রাতৃগণ, বিদুর, অনুচর ও সহচরবর্গ-সমভিব্যাহারে বাহ্লীকযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠির গমনকালে কহিলেন, "তেজ যেমন চক্ষুকে বিনষ্ট করে, দৈব সেইরূপ প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে; সমস্ত মনুষ্যই পাশবদ্ধের ন্যায় বিধাতার বশবর্ত্তী হইয়া আছে।" মহাত্মা যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, দুর্য্যোধন, শল্য, সৌবল, দুঃশাসন প্রভৃতি অন্যান্য যে কেহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবগণ তারাগণ-পরিবৃত রোহিণীর ন্যায় স্নুষাগণবেষ্টিত গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন। কৌরবগণ প্রিয়দর্শন পাণ্ডবগণের দর্শন পাইয়া আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণ অপ্রশস্ত-মনে দ্রৌপদীর পরমোৎকৃষ্ট সম্পত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ প্রথমতঃ ব্যায়াম করিয়া অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর দিব্য চন্দনভূষিত ও কৃতাহ্নিক হইয়া বিশুদ্ধমনে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া সমুচিত ভোজনানন্তর রমণীগণের সহিত শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। পরপুরঞ্জয় পাণ্ডবগণ সুখে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে বন্দিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রাতঃকালে সকলে কৃতাহ্নিক হইয়া কিতবাভিনন্দিত রমণীয় সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেই সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়াই পূজার্হ পার্থিবগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া যথাক্রমে আসনে উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য নৃপতিবর্গ অতি পবিত্র বিচিত্র আস্তরণসংযুক্ত আসনে উপবেশন করিলে শকুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে পার্থ! এই সভামধ্যে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, এক্ষণে অক্ষক্ষেপ করিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করা আবশ্যক।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেখ, কপট পাশক্রীড়া অতি পাপজনক, ইহাতে অণুমাত্রও ক্ষাত্র পরাক্রম নাই; বিবেচনা করিলে ইহাকে রাজনীতি বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না; তুমি কি কারণে দ্যূতের প্রশংসা করিতেছ? ধূর্ত্তের কপটাচারকে কেহ প্রশংসা করে না; অতএব দেখিও, হে শকুনে! তুমি যেন নৃশংসের ন্যায় অসৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজয় করিও না।"

শকুনি কহিলেন, "মহারাজ! যিনি গণনায় সুনিপুণ, ধূর্ত্ততার রীতিপদ্ধতি সমুদয় সবিশেষ জানেন, তদ্বিষয়ক বহুবিধ ইতিকর্ত্তব্যতায় আলস্যশূন্য, অক্ষক্ষেপবিষয়ে সুচতুর ও দ্যূতবিদ্যায় পারদর্শী, তিনি কোন প্রকারেই পরাজিত হয়েন না। পণই পরাভবের কারণ, পরাভবে কোনরূপ দোষ আশঙ্কা নাই, অতএব আইস, আমরা ক্রীড়া আরম্ভ করি, শঙ্কা পরিত্যাগ কর, বিলম্ব করিও না।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "সমস্ত জনসমাজদর্শী মুনিসত্তম অসিত ও দেবল কহেন যে, ধূর্ত্তের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া করা নিতান্ত পাপজনক কর্ম্ম, ধর্ম্মতঃ যুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা দ্যূতক্রীড়া কদাচ প্রশংসনীয় নহে। আর্য্যলোকেরা মুখে ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার ও কপটাচার প্রদর্শন করেন না। অকপট যুদ্ধই সৎপুরুষের লক্ষণ। শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণের উপকার-সাধনার্থ যত্ন করাই আমাদিগের ধর্ম্ম। অতএব দ্যূতক্রীড়া হইতে বিরত হও। হে শকুনে! আমি শঠতা করিয়া সুখ ও ধন-প্রাপ্তির ইচ্ছা করি না। ধূর্ত্ত ব্যক্তি প্রকাশ্যে সদাচার-পরতন্ত্র হইলেও তাহার চরিত্র কদাচ পূজিত ও প্রশংসিত হয় না।" শকুনি কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! ধূর্ত্ততাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের নিকট গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ স্থলে শঠতা দোষাবহ নহে। বলবীর্য্যসম্পন্ন অস্ত্রধারী, দুর্ব্বল নিরস্ত্র ব্যক্তিকে ধূর্ত্ততা দ্বারা প্রহার করিয়া থাকে, সুতরাং এ স্থলে ঐরূপ ধূর্ত্ততা ধূর্ত্ততাই নহে। পার্থ! যদি তুমি আমাকে নিতান্তই ধূর্ত্ত বলিয়া স্থির করিয়াছ, যদি দ্যূতক্রীড়ায় একান্তই ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে দ্যূত হইতে বিরত হও।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দ্যূতে আহূত হইলে নিরস্ত হইব না, এই আমার নিত্যব্রত, দ্যূতক্রীড়ায় অদৃষ্টই বলবান্, আমিও সেই অদৃষ্টের বশীভূত, অতএব বল, এই লোকসমবায়মধ্যে কাহার সহিত ক্রীড়া করিব? আর এ স্থলে অন্য সভিক কে আছে? যদি থাকে, তবে ক্রীড়া আরম্ভ কর।" এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে বিশাম্পতে! আমি সমুদয় ধন ও রত্ন প্রদান করিব, আমার মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হইয়া ক্রীড়া করিবেন।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে বিদ্বন্! এক জনের প্রতিনিধি হইয়া অন্যের ক্রিয়া আমার মতে নিতান্ত অসঙ্গত; যাহা হউক, ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে সমস্ত রাজগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া সভা-প্রবেশ করিলেন। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর অনতিপ্রসন্নমনে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। সিংহগ্রীব, মহাতেজাঃ, বেদবেত্তা, শূর, ভাস্বরমূর্ত্তি ভূপতিগণের মধ্যে কতকগুলি যুগলরূপে আর কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সেই সভা অমরাধিষ্ঠিত অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সুহৃদ্দ্যূত আরম্ভ হইল

যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজন্! আমি মহামূল্য সাগরাবর্ত্ত-সম্ভূত কাঞ্চনখচিত এই মণিময় হার পণ করিলাম; তুমি যাহা দ্বারা ক্রীড়া করিবে, সে প্রতিপণের বস্তু কৈ?"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "আমার বহুতর মণি ও অন্যান্য ধন আছে, কিন্তু তন্নিমিত্ত অহঙ্কার করি না। সে যাহা হউক, এক্ষণে দ্যূতে জয়লাভ কর।" তদনন্তর অক্ষতত্ত্ববিৎ শকুনি অক্ষ গ্রহণ করিয়া, 'আমি ত এই জিতিলাম' বলিয়া অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে শকুনে! তুমি কেবল ক্রীড়া দ্বারা আমার নিকট জয় প্রাপ্ত হইলে। পরস্পর পণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছি; আইস, আমার এক লক্ষ অষ্ট সহস্র সুবর্ণপূরিত কুণ্ডী, অক্ষয় কোষ ও রাশীকৃত হিরণ্য আছে, তাহাই আমার পণ রহিল।"

শকুনি 'আমি ত এই জিতিলাম' বলিয়া অক্ষবিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যে রথ ইহাঁদিগকে বহন করিয়াছে এবং কুমুদের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট রাষ্ট্রসম্মত অষ্ট অশ্ব যাহা বহন করে,সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, সুচক্রশোভিত, কিঙ্কিণীজালজড়িত, মেঘসাগরনিঃস্বন, জয়শীল, সহস্র রাজরথ আমার পণ রহিল।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমার শত সহস্র তরুণী দাসী আছে, তাহারা নানাপ্রকার সুবর্ণালঙ্কারে ও অপূর্ব্ব মাল্যদামে বিভূষিত, নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলায় সুশিক্ষিত, সেবাকুশল ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী; হে রাজন্! আমি এইবার সেই সকল দাসীরূপ ধন পণ করিলাম

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমার সহস্র দাস আছে, তাহারা প্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত, যুবা এবং দিবারাত্রি অতিথিভোজন করাইতে সমর্থ; হে রাজন্! এইবার আমার সেই দাসরূপ ধন পণ হইল।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র সৌবলেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সৌবল! আমার সহস্র মত্ত মাতঙ্গ আছে, তাহারা অতীব দান্ত, দীর্ঘকায়, রাজবহনোচিত, রণপরিচিত ও সুবর্ণালঙ্কৃত, তাহাদিগের মস্তক কুসুমমালায় সুশোভিত, দন্ত সুদীর্ঘ, বর্ণ নবীন-মেঘের সদৃশ এবং সকলেই পুরভেদ করিতে পারগ। হে রাজন্! আমি এইবার সেই সকল গজরূপ ধন পণ করিলাম।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমার যে সমস্ত হেমদণ্ড,পতাকা-শোভিত, বিনীত-অশ্বযোজিত, যোধোপবিষ্ট, বিচিত্র রথ ও রথী আছে, সেই সকল রথীরা যুদ্ধ করুক বা নাই করুক, প্রত্যেকে মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, হে রাজন্! এইবার আমার সেই ধন পণ রহিল।"

যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে কৃতবৈর দুরাত্মা শকুনি 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র সুবলনন্দনেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে যে সকল উৎকৃষ্ট ঘোটক প্রদান করিয়াছিলেন, এইবার সেই সকল আমার পণস্বরূপ।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,"আমার নানাপ্রকার বাহনসংযুক্ত অযুত শকট ও রথ রহিয়াছে এবং মহাবল পরাক্রান্ত বিপুলবক্ষাঃ ষষ্টিসহস্র বীরপুরুষ রহিয়াছে, হে রাজন্! আমি তৎসমুদয় পণ রাখিলাম।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সৌবল! তাম্রপাত্র ও লৌহপাত্রপরিবৃত চারি শত নিধি এবং পঞ্চদ্রৌণিক সুবর্ণ আছে, এবার তাহাই আমার পণ হইল।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র শকুনিরই জয় হইল।

— —

ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সর্ব্বস্বাপহারিণী দ্যূতক্রীড়া এইরূপ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইলে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ-সেবনে মহতী অপ্রবৃত্তি জন্মে, তদ্রূপ মদীয় উপদেশবাক্যে আপনার অভিরুচি হইবে না; তথাপি যাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।"

পূর্ব্বে যে পাপাত্মা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গোমায়ুর ন্যায় বিকৃত-স্বরে রোদন করিয়াছিল, সেই ভরত-কুলান্তক দুর্য্যোধন তোমাদের বিনাশের নিদানভূত সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধনরূপী গোমায়ু গৃহে বাস করিতেছে,তুমি মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। হে মহারাজ! সুরাপ ব্যক্তি সুরাপান করিয়া যে পতিত হয়, সে কি তাহা জানিতে পারে? যেমন আকণ্ঠ মদ্য পান করিলে মত্ততাপ্রযুক্ত হয় ত জলে মগ্ন হয়, নতুবা কোন স্থানে নিপাতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্যূতমদে মত্ত হইয়াছে, মহারথ পাণ্ডবদিগের সহিত শক্রতা করিয়া অচিরাৎ তাহার যে পতন হইবে, সে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। হে প্রাজ্ঞ! আমার বিদিত আছে, ভোজবংশীয় একজন রাজা পুরবাসিগণের হিতার্থে স্বীয় দুর্জ্জাত পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্ধক, যাদব ও ভোজ ইঁহারা মিলিত হইয়া কংসকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদিগের নিয়োগক্রমে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে সেই সকল জ্ঞাতিবর্গ পরমাহ্লাদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তুমিও অর্জ্জুনকে নিয়োগ কর, তিনি পাপাত্মা দুর্য্যোধনের নিগ্রহ করিলে কৌরবেরা পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। কাকশৃগালতুল্য দুর্য্যোধনের পরিবর্ত্তে ময়ূরশার্দ্দূল সদৃশ পাণ্ডবদিগকে ক্রয় করুন। মহারাজ! আপনি শোকার্ণবে নিমগ্ন হইবেন না। শাস্ত্রে কথিত আছে, কুলরক্ষার্থে এক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার্থে কুল পরিত্যাগ করিবে, জনপদ-রক্ষার্থে গ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং আত্মরক্ষার্থে পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্রভয়ঙ্কর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য জম্ভনামক দৈত্যের পরিত্যাগকালে অসুরদিগকে কহিয়াছিলেন, কোন অরণ্যে কতকগুলি পক্ষী বাস করিত, তাহারা হিরণ্যনিষ্ঠীবন করিত। একদা সেই সমস্ত পক্ষিগণ নিজ নিজ নীড়ে বাস করিতেছে, ইত্যবসরে এক রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার-সন্দর্শনে লোভাকৃষ্ট হইয়া এককালে হিরণ্যরাশি পাইবার মানসে নিরপরাধী পক্ষিগণের প্রাণ সংহার করিলেন। এইরূপ দুরাশাগ্রস্ত হওয়াতে কেবল তৎকালে হতাশ্বাস হইলেন, এমত নহে, ভবিষ্যৎলাভেরও সম্ভাবনা থাকিল না; অতএব তুমি বলবতী অর্থস্পৃহানিবন্ধন পাণ্ডবদিগের অনিষ্টচেষ্টা করিও না, তাহা হইলে সেই মোহান্ধ পক্ষিহন্তার ন্যায় তোমাকেও অনুতাপ করিতে হইবে। হে ভারত! মালাকর যেমন উদ্যানস্থিত পুষ্পবৃক্ষে বারিসেচনপূর্ব্বক কুসুম চয়ন করে, তদ্রূপ তুমিও পাণ্ডবপাদপে স্নেহসলিল সেচন করিলে সুজাত পুষ্প পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিবে, অতএব অঙ্গারকারীর বৃক্ষদাহের ন্যায় সমূলে দগ্ধ করিও না। পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিলে ভৃত্য, অমাত্য ও পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে শমনসদনে গমন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; কারণ, পাণ্ডবেরা একত্র সমবেত হইলে দেবতাপরিবৃত সাক্ষাৎ ত্রিদশাধিপতিও তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন না।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, "দ্যূতক্রীড়া কলহের মূল; দ্যূত হইতে পরস্পরের প্রণয়চ্ছেদ হয়; দ্যূতই মহদ্ভয়ের হেতু। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন ভয়ঙ্কর শত্রুতা উৎপাদন করিতেছে। দুর্য্যোধনের অপরাধে প্রাতিপেয়, শান্তনব, ভীমসেন ও বাহ্লীক ইহাঁরা সকলেই ক্লেশ প্রাপ্ত হইবেন। যেমন বৃষভ মত্ত হইয়া আপনার বিষাণ-ভঙ্গ দ্বারা আপনাকে রুগ্ন করে, সেইরূপ দুর্য্যোধন মত্ততা প্রযুক্ত রাষ্ট্র হইতে আপনার কল্যাণ সুদূরপরাহত করিতেছে। যেমন বালনাবিক-চালিত নৌকা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি পরের চিত্তানুবর্ত্তী হইয়া চলে, সে অচিরকালমধ্যে ব্যসনাপন্ন হয়। পণপূর্ব্বক ক্রীড়ায় দুর্য্যোধনের জয়লাভ হইতেছে বলিয়া আপনি প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু অতিপরিহাসেই সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। আপনি কেবল কথাতেই প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন, কিন্তু মন্ত্রণামূলক সমাধি আপনার অন্তঃকরণে নিহিত রহিয়াছে। ফলতঃ পরম-বন্ধু যুধিষ্ঠিরের সহিত কলহ করা আপনার অভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই। হে প্রাতিপেয়! হে শান্তনব! তোমরা কৌরবগণের পরিহাসবাক্য শ্রবণ কর, কিন্তু মোহবশতঃ প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইও না। যখন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির অক্ষমদাভিভূত হইয়া ক্রোধ পরিহার করিতেছেন না, তখন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আপনাদের এই তুমুল ব্যাপারে মধ্যস্থ হইবেন? হে মহারাজ! আপনি বহুধনের অধীশ্বর হইয়াও মনে মনে দুরোদর বাসনা করিয়াছেন। যদ্যপি বহুধনসম্পন্ন পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলেই বা তাঁহাদের ধন লইয়া আপনাদের কি হইবে, বরং এক্ষণে পাণ্ডবগণকে লাভ করুন। সৌবলের অক্ষক্রীড়া অবগত আছি; সৌবল দ্যূতক্রীড়ায় বিলক্ষণ কপটতা জানেন; অতএব উনি এক্ষণে স্বস্থানে গমন করুন; মহাবীর পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধঘটনা করিবেন না।"

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে ক্ষত্তঃ! তুমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের নিন্দা ও তদীয় শত্রুগণের গুণকীর্ত্তন করিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক। তুমি যাহাদের প্রতি অনুরক্ত, তাহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। তুমি আমাদিগকে বালকের ন্যায় সর্ব্বদা অবমাননা করিয়া থাক। লোকের নিন্দা ও প্রশংসার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহার মনোগত বিরুদ্ধ অভিপ্রায় অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তোমার জিহ্বাই তোমার মনের প্রতিকূল ভাব প্রকাশ করিতেছে। তুমি আমাদের পক্ষে ক্রোড়স্থিত ব্যালের ন্যায় হইয়াছ ও মার্জ্জারের ন্যায় প্রতিপালকের অহিতচিন্তা করিতেছ। লোকে কি ভর্ত্তৃহন্তা ব্যক্তিকে পাপী বলে না? হে বিদুর! তবে তুমি কি নিমিত্ত সেই পাপে ভয় করিতেছ না? আমরা শত্রুগণকে জয় করিয়া মহৎফললাভ করিয়াছি। তুমি আমাদিগকে পরুষবাক্য কহিও না। তুমি সতত আমাদের শত্রুগণের সহিত আত্মীয়তা করিতে বাসনা কর এবং মোহবশতঃ আমাদিগের নিন্দা করিয়া থাক। লোকে অযোগ্য বাক্যপ্রয়োগ দ্বারাই অন্যের শত্রু হইয়া উঠে। দেখ, শত্রুর নিকটে নিগূঢ় বিষয় গোপন করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য; অতএব হে নির্লজ্জ! তুমি আমাদের আশ্রিত হইয়াও কি কারণে উক্ত বিষয়ের বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি ইচ্ছানুসারে তিরস্কার কর, কিন্তু আর তুমি আমাদিগকে অবমাননা করিও না; আমরা তোমার মন বুঝিয়াছি, তুমি বৃদ্ধগণের সমীপে বুদ্ধিগ্রহণ কর; যশোরক্ষা কর এবং শত্রুকার্য্যে আর ব্যাপৃত থাকিও না। হে বিদুর! তুমি 'আমি কর্ত্তা' এই মনে করিয়া আমাদের অবমাননা করিও না। আমি তোমার নিকট আপনার হিত জিজ্ঞাসা করি না। হে ক্ষত্তঃ! তুমি ক্ষমাশীলগণকে হিংসা করিও না। একজনই এই জগতের শাস্তা, দ্বিতীয় ব্যক্তি শাস্তা নাই। সেই শাস্তা মাতৃগর্ভে শয়ান শিশুকেও শাসন করেন। জল যেমন নিম্নপ্রদেশে ধাবমান হয়, তদ্রূপ আমি সেই শাস্তার শাসনানুসারে

করেন, যিনি সর্পকে ভোজন করান, তাঁহার বুদ্ধিই কার্য্যানুশাসন করে। আর যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অন্যকে অনুশাসন করে, সে অমিত্র। পণ্ডিত ব্যক্তি মিত্রতা-বিরুদ্ধাচারীকে উপেক্ষা করেন। যে ব্যক্তি প্রদীপ্ত হুতাশন উত্তেজিত করিয়াও পলায়ন না করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়। হে ক্ষত্তঃ! শক্রপক্ষীয় ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ অহিতকারী মনুষ্যকে স্বীয় আবাসে রাখিবে না। অতএব হে বিদুর! তোমার যথা ইচ্ছা হয়, গমন কর, দেখ, অসতী স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করে।”

বিদুর কহিলেন, “হে রাজন্! এই প্রকার অত্যল্পমাত্র কারণ বশতঃ যে ব্যক্তি মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে, তাহার সখ্য কখন চিরস্থায়ী হয় না। রাজাদিগের চিত্ত অতি অল্পেই বিকৃত হইয়া যায়; ইহারা অগ্রে সান্ত্বনা করিয়া পশ্চাৎ মুষল দ্বারা প্রহার করে। হে মন্দমতি রাজপুত্র! তুমি আপনাকে বিজ্ঞ ও আমাকে অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি অগ্রে একজনের সহিত বন্ধুতা করিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতি দোষারোপ করে, সেই নিতান্ত অবিজ্ঞ। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি শ্রোত্রিয়গৃহে স্থিত ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ন্যায় কখনই মঙ্গলকর হয় না। যেমন কুমারী স্ত্রী ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধপতিকে তাচ্ছল্য করে, তদ্রূপ তুমি আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিতেছ। হে রাজন্! যদি তুমি সমুদয় হিতাহিতকার্য্যে প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা কর, তবে স্ত্রী, জড় ও পঙ্গু প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর। এই ভূমণ্ডলে প্রিয়ভাষী পাপাত্মা মনুষ্য অনেক আছে; কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা নিতান্ত দুর্ল্লভ। যে ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া হিতকর অপ্রিয় বাক্য কহে, সেই যথার্থ সহায়। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি অব্যাধিজ, কটুজ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, যশোনাশক, পরুষ, সাধুগণের অশ্রাব্য ও অসাধুগণের শ্রবণসুখজনক বাক্য শ্রবণ কর; আর ক্রোধ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবল ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের ধন ও যশোবৃদ্ধি করিবার বাঞ্ছায় তোমাকে সদুপদেশ দিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর; তোমাকে নমস্কার, ব্রাহ্মণগণ আমার মঙ্গল করুন। হে কুরুনন্দন! পণ্ডিত ব্যক্তি নেত্রবিষ বিষধরকে ক্রোধান্বিত করেন না, আমি সেই অভিপ্রায়েই তোমাকে উপদেশ দিতেছিলাম।”

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

শকুনি কহিল, “হে যুধিষ্ঠির! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণের অনেক ধন নষ্ট করিলে, এক্ষণে যদি আর কিছু অপরাজিত ধন থাকে, তবে বল।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সুবলনন্দন! আমি জানি, আমার অসংখ্য ধন আছে, তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ধনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি অযুত, প্রযুত, পদ্ম, খর্ব্ব, অর্ব্বুদ, শঙ্খ, মহাপদ্ম, নিখর্ব্ব, কোটি, মধ্য ও পরার্দ্ধসংখ্যক ধন দ্বারা এই সমস্ত জনসমক্ষে তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সুবলনন্দন! বহুসংখ্যক গো, অশ্ব, ধেনু, ছাগ, মেষ এবং সিন্ধুনদীর পূর্ব্বে আমার যে সমুদয় ধন আছে, এবার আমার সেই সমস্ত পণ রহিল।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিলে সুবলাত্মজেরই জয়লাভ হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে শকুনে! পুর, জানপদ, ভূমি, ব্রাহ্মণধন ব্যতীত অন্যান্য ধনসমুদয় ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষগণ, এই সমস্ত আমার অবশিষ্ট আছে; এবার আমি সেই সমস্ত পণ রাখিলাম।”

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর ‘এই জিতিলাম’ বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সৌবল! এই রাজপুত্রগণ যে সমস্ত কুণ্ডল, নিষ্ক প্রভৃতি রাজভূষণে বিভূষিত হইয়া

অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন, এবার আমার সেই সমুদয় অলঙ্কার পণস্বরূপ।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া অক্ষ-বিক্ষেপ করিলে শকুনিরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে "সুবলাত্মজ! এই শ্যামকলেবর, যুবা, লোহিত-নেত্র, সিংহস্কন্ধ, মহাভুজ নকুলকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।"

শকুনি কহিল, "হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই তোমার প্রিয় রাজপুত্র নকুল আমাদের বশীভূত হইল, এক্ষণে আর কি পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিবে?" এই বলিয়া শকুনি অক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র সৌবলেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে শকুনে! এই সহদেব ধর্ম্মানুশাসন করেন; ইনি লোকে পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত; ইনি আমার নিতান্ত প্রিয় ও পণের অযোগ্য হইলেও ইঁহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিল এবং কহিল, "এই তোমার পরমপ্রিয় মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে জিতিলাম; বোধ হয়, ভীম ও ধনঞ্জয় মাদ্রীনন্দনদ্বয় অপেক্ষাও প্রিয়তর, উহাদিগকে কখনই পণ রাখিতে পারিবে না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "রে নয়ানভিজ্ঞ মূঢ়! আমরা সাতিশয় সরলস্বভাব-সম্পন্ন; তুমি আমাদিগের পরস্পর ভেদ করিয়া দিবার অভিলাষ করিয়া নিতান্ত অধর্ম্মাচরণ করিতেছ।"

শকুনি কহিল, "হে রাজন্! প্রমত্ত ব্যক্তি গর্ত্তমধ্যে বা স্থাণুর উপরে নিপতিত হয়। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি পাণ্ডবগণের জ্যেষ্ঠ এবং বরিষ্ঠ; তোমাকে নমস্কার। হে মহারাজ! দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিগণ ক্রীড়া করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় যে সকল প্রলাপ করে, তৎসমুদয় জাগরণাবস্থায় দূরে থাকুক, উহারা স্বপ্নেও কখন দেখে নাই।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে শকুনে! যিনি নৌকার ন্যায় আমাদিগকে সমর-সাগরে পার করেন, সেই অরাতিনিপাতন ভুবনৈকবীর রাজপুত্র ধনঞ্জয় পণের অযোগ্য হইলেও তাঁহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিল এবং কহিল, "হে রাজন্! এই আমি পাণ্ডবগণের মধ্যে প্রধান ধনুর্দ্ধর সব্যসাচী অর্জ্জুনকে জয় করিলাম। এক্ষণে তোমার পরমপ্রেমাস্পদ ভীমসেন অবশিষ্ট আছে, তাহাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সুবলনন্দন! যিনি দানবারি পুরন্দরের ন্যায় সংগ্রামে আমাদিগের নেতা, যাঁহার তুল্য বলবান্ এই ভূমণ্ডলে নাই, সেই গদাযুদ্ধ-বিশারদ রাজপুত্র মহাত্মা ভীমসেন পণের অযোগ্য হইলেও তাঁহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিল এবং কহিল, "হে কৌন্তেয়! তুমি বহুবিধ ধন, হস্তী ও অশ্বসমুদয় এবং অনুজগণকে দুরোদর-মুখে সমর্পণ করিয়াছ, এক্ষণে যদি অন্য কিছু ধন থাকে, তবে বল।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে শকুনে! আমি ভ্রাতৃগণের শ্রেষ্ঠ ও দয়িত; আমি আপনাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।"

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিল এবং কহিল, "তুমি স্বয়ং জিত হইয়া যৎপরোনাস্তি পাপাচরণ করিলে, অন্যান্য ধন অবশিষ্ট থাকিতে আত্মাকে পণিত করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম।" দুরাত্মা শকুনি এইরূপে কপট পাশক্রীড়ায় মহাবীর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গকে পরাজয় করিল। ঐ দুরাত্মা উহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে কহিল, "হে রাজন্! তোমার প্রণয়িনী দ্রৌপদী ত এখনও পরাজিত হয়েন নাই, অতএব তুমি তাঁহাকে পণ রাখিয়া আপনাকে মুক্ত কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সুবলনন্দন! যিনি নাতি-হ্রস্বা, নাতিদীর্ঘা, নাতিকৃশা ও নাতিস্থূলা; যাঁহার রূপ

লক্ষ্মীর ন্যায়; কেশকলাপ দীর্ঘ, নীল ও আকুঞ্চিত; নেত্রযুগল শরৎকালীন পদ্মপত্রের ন্যায়; গাত্রে পদ্মগন্ধ; হস্তে সর্ব্বদা শারদপদ্ম শোভা পায়; যিনি অনৃশংসতা, সুরূপতা, সুশীলতা, অনুকূলতা, প্রিয়বাদিতা ও ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধির হেতুভূতা প্রভৃতি ভর্ত্তার অভিলষিত গুণসমুদয়ে বিভূষিতা; যিনি গোপাল ও মেষপালগণের নিয়মানুসারে শেষে নিদ্রিত ও অগ্রে জাগরিত হয়েন; যাহার সস্বেদ মুখপঙ্কজ মল্লিকার ন্যায়; মধ্যদেশ বেদীর ন্যায়; সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সভাসদ্ বৃদ্ধগণ তাঁহাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। সভা একেবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভূপতিগণ শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের কলেবর হইতে ঘর্ম্মবারি নির্গত হইতে লাগিল। বিদুর মস্তক ধারণপূর্ব্বক পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত গতসত্ত্বের ন্যায় অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া 'জয় হইল কি, জয় হইল কি?' এই কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ও দুঃশাসনাদির হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না। অন্যান্য সভ্যগণ অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা শকুনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে ক্ষত্তঃ! তুমি শীঘ্র গিয়া পাণ্ডবগণের প্রাণপ্রিয়-প্রণয়িনী দ্রৌপদীকে আনয়ন কর। অপুণ্যশীলা কৃষ্ণা এখানে আসিয়া দাসীগণ-সমভিব্যাহারে আমাদিগের গৃহ মার্জ্জন করুক।"

বিদুর কহিলেন, "রে মূঢ়! তুমি আপনাকে পাশবদ্ধ ও পতনোন্মুখ না জানিয়াই এইরূপ দুর্ব্বাক্য কহিতেছ। তুমি মৃগ হইয়া অনুক্ষণ ব্যাঘ্রগণকে কুপিত করিতেছ। রে মন্দাত্মন্! ক্রুদ্ধ কালভুজঙ্গগণ তোমার মস্তকোপরি রহিয়াছে, তুমি উহাদিগকে পুনরায় কুপিত করিয়া যমালয়ে গমনের কার্য্য করিও না। দেখ, কৃষ্ণা কখনই দাসী হইবার উপযুক্তা নহেন, আমার মতে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অনধিকারী হইয়া তাঁহাকে পণে ন্যস্ত করিয়াছেন। বংশ যেমন আত্ম-বিনাশের নিমিত্ত ফল ধারণ করে, তদ্রূপ এই মদমত্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় সমূলে নির্ম্মূল হইবার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়া করিয়া মহৎ বৈর ও মহাভয় উৎপাদন করিতেছে। অন্যের মর্ম্মপীড়া দিবে না; কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য কহিবে না; সমাগত ব্যক্তির সহিত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে না এবং যে কথা কহিলে অন্যে বিরক্ত হয়, এবম্ভূত বাক্য প্রয়োগ করিবে না। দুর্ব্বাক্য লোকের মুখ হইতে বিনির্গত হয়, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ বাক্য উচ্চারিত হয়, উহা তাহার মর্ম্মস্পৃক্ হইয়া অহোরাত্র তাহাকে যন্ত্রণা দেয়; পণ্ডিতগণ অন্যকে লক্ষ্য করিয়া কদাপি সেরূপ বাক্য উচ্চারণ করেন না। হে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন! কাপুরুষেরাই শত্রুর অস্ত্রাঘাত সহ্য করে, অতএব তোমরা এই নীতিবাক্যের অনুসরণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিও না; তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে শমনসদনে গমন করিতে হইবে। হে দুর্য্যোধন! তুমি যেরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, পাণ্ডবগণ কি বনচর, কি গৃহবাসী, কি কৃতবিদ্য, কি তপস্বী, কাহাকেও ঐরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করেন না। অতি নীচ লোকেরাই ঐ প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্রতনয় ঘোরতর নরকের দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। দুঃশাসন প্রভৃতি কুরুবংশীয়গণ দ্যূত-ক্রীড়ায় দুর্য্যোধনের অনুগামী হইয়াছে। বরং অলাবু জলে মগ্ন হইতে পারে, প্রস্তর ভাসমান হইতে পারে এবং নৌকা নিমগ্ন হইতে পারে, কিন্তু মন্দবুদ্ধি ধৃত-রাষ্ট্রাত্মজ কদাচ আমার সদুপদেশে কর্ণপাত করিবে না। দুর্য্যোধন লোভপরতন্ত্র হইয়া সুহৃজ্জনের সদুপদেশ শ্রবণ করিতেছে না, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কুরুবংশীয়গণ অচিরাৎ সমূলে উন্মূলিত হইবে।"

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মদমত্ত দুর্য্যোধন বিদুরকে 'ধিক্' এই কথা বলিয়া সভাস্থ প্রতিকামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "প্রতিকামিন্! তুমি শীঘ্র যাইয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, পাণ্ডবগণ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। বিদুর ভীত হইয়াই আমাকে ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ কথা কহিলেন, বিশেষতঃ উনি আমাদের উন্নতি অভিলাষ করেন না।"

প্রতিকামী সূত দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে শীঘ্র গমন করত কুক্কুর যেমন সিংহযূথে প্রবেশ করে, তদ্রূপ পাণ্ডবগণের ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, "হে দ্রুপদনন্দিনি! যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইয়া তোমাকে পণ রাখিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তোমাকে জয় করিয়াছেন; অতএব হে যাজ্ঞসেনি! তোমাকে ধৃতরাষ্ট্রভবনে গমন করিয়া কর্ম্মকরীর ন্যায় কর্ম্ম করিতে হইবে; আমি তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।" দ্রৌপদী কহিলেন, "হে প্রতিকামিন্! তুমি কেন এরূপ প্রলাপবাক্য কহিতেছ? কোন্ রাজপুত্র পত্নী পণ করিয়া ক্রীড়া করে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, রাজা দ্যূত-মদে মত্ত হইয়াছেন, তাঁহার কি অন্য কোন পণ রাখিবার দ্রব্য ছিল না?" প্রতিকামী কহিল, "হে দ্রৌপদি! মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত ধন পরাজিত হইয়া অগ্রে ভ্রাতৃগণকে, তৎপরে আপনাকে এবং তৎপশ্চাতে তোমাকে দুরোদর-মুখে সমর্পণ করিয়াছেন।" দ্রৌপদী কহিলেন, "হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন? হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এ স্থানে আগমনপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও, ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।"

প্রতিকামী কৃষ্ণার বচনানুসারে সভায় গমনপূর্ব্বক ভূপতিমণ্ডলমধ্যে সমুপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর বাক্য কহিতে লাগিল, "হে ধর্ম্মরাজ! দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনি কাহার অধীশ্বর হইয়া তাঁহাকে দ্যূতে সমর্পণ করিয়াছেন, আর অগ্রে আপনাকে, কি তাঁহাকে দুরোদর-মুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন?" ধর্ম্মনন্দন প্রতিকামীর মুখে দ্রৌপদীর এই বাক্য শ্রবণানন্তর অস্পন্দের ন্যায় ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে প্রতিকামিন্! পাঞ্চালী এই স্থানে আসিয়া তাহার যাহা প্রশ্ন থাকে করুক, সভাস্থ সমুদয় জনগণ তাহার ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করুন।"

প্রতিকামী সূত দুর্য্যোধনের বচনানুসারে পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের ভবনে গমনপূর্ব্বক দুঃখার্ত্তের ন্যায় দ্রৌপদীকে কহিল, "হে রাজপুত্রি! সভ্যগণ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, বোধ হয়, এইবার কুরুকুল সমূলে উন্মূলিত হইল। পাপাত্মা দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তোমাকে তথায় লইয়া যাইবার মানস করিয়াছে।" দ্রৌপদী কহিলেন, "হে সূতনন্দন! বিধাতাই এরূপ বিধান করিয়াছেন। পৃথ্বীতলে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিব। বক্ষ্যমাণ ধর্ম্ম অবশ্যই আমাদিগের শান্তিবিধান করিবেন। আমি প্রার্থনা করি, ধর্ম্ম যেন কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হয়েন। হে সূতনন্দন! তুমি সভ্যগণ-সমীপে যাইয়া ধর্ম্মতঃ আমার কি করা কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা কর; সেই নয়শালী বরিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মগণ যাহা কহিবেন, আমি নিশ্চয় তাহাই করিব।"

প্রতিকামী যাজ্ঞসেনীর সেই বচন শ্রবণানন্তর সভায় গমন করিয়া সভ্যগণ-সমীপে তাঁহার বাক্য কহিল। সভ্যগণ শ্রবণ করিয়া অধোমুখে রহিলেন, দুর্য্যোধনের আগ্রহাতিশয় বুঝিয়া কেহই কিছু কহিলেন না। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিয়া দ্রৌপদীর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন এবং কহিয়া দিলেন যে, 'একবস্ত্রা, অধোনীবী, রজস্বলা পাঞ্চালী রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের সমীপে সমুপস্থিত হউন।' দূত ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে সত্বরে কৃষ্ণার ভবনে গমন করত যুধিষ্ঠিরের বাক্য নিবেদন করিল। মহাত্মা পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিকামীকে কহিল, "হে প্রতিকামিন্! তুমি এই স্থানে দ্রৌপদীকে

আনয়ন কর, কৌরবগণ তাহার সমক্ষে তাহার প্রশ্নের উত্তর করুন।" প্রতিকামী দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী; কিন্তু দ্রৌপদীর ভয়ে ভীত হইয়া মান পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কৃষ্ণাকে কি বলিব?" তখন দুর্য্যোধন প্রতিকামীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে দুঃশাসন! এই প্রতিকামী সূতপুত্র নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতাঃ, এ বৃকোদরকে ভয় করে, তুমি স্বয়ং গিয়া যাজ্ঞসেনাকে আনয়ন কর, অবশ শত্রুগণ তোমার কি করিতে পারিবে?"

দুরাত্মা দুঃশাসন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণমাত্র আরক্ত-নয়নে ত্বরায় গমন করিয়া মহারথ পাণ্ডবগণের নিকেতনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদাকে কহিল, "হে পাঞ্চালি! তুমি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ; আমার সহিত আগমন করিয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে অবলোকন কর। হে কমলনয়নে! তুমি কুরুদিগকে ভজনা কর। আমরা তোমাকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছি; সভায় আগমন কর।" দ্রৌপদী দুরাত্মা দুঃশাসনের বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত ও ভীত হইয়া বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীগণের সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন ক্রোধভরে তর্জ্জন-গর্জ্জন করত বেগে তাঁহার সমীপে গমন করিয়া বলপূর্ব্বক কেশগ্রহণ করিল। আহা! যে কুন্তলকলাপ ইতিপূর্ব্বে রাজসূয়যজ্ঞের অবভৃথস্নানসময়ে মন্ত্রপূত জলদ্বারা সিক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় পাণ্ডবগণকে পরাভব করত সেই চিকুরচয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। দুর্ম্মতি দুঃশাসন সনাথা কৃষ্ণাকে অনাথার ন্যায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভা-সমীপে আনয়ন করিল। দীর্ঘকেশী দ্রৌপদী বাতবেগান্দোলিত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে অতি বিনীতবচনে কহিলেন, "হে দুঃশাসন! রজস্বলা হইয়াছি; একমাত্র বসন ধারণ করিয়াছি: এ অবস্থায় আমাকে সভায় লইয়া যাওয়া উচিত নহে।" দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া দৃঢ়রূপে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক কহিল, "হে যাজ্ঞসেনি! তুমি রজস্বলাই হও, একাম্বরাই হও বা বিবস্ত্রাই হও, দ্যূতে নির্জ্জিত হইয়া আমাদের দাসী হইয়াছ, এক্ষণে অপরস্ত্রীর ন্যায় দাসীগণমধ্যে বাস করিতেই হইবে।" দ্রৌপদী এইরূপ কটুবাক্যে অতীব পীড়িতা হইয়া আত্মত্রাণের নিমিত্ত 'হা কৃষ্ণ! হা অর্জ্জুন! হা হরে! হা নর!' বলিয়া চীৎকার করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তখন দুঃশাসনের দারুণ আকর্ষণে প্রকীর্ণকেশা ও পতিতার্দ্ধবসনা দ্রুপদনন্দিনী এককালে লজ্জায় ও ক্রোধে অভিভূতা হইয়া কহিতে লাগিলেন, "রে দুরাত্মন্! এই সভামধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াবান্ ইন্দ্রতুল্য আমার গুরুজনগণ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আমার এরূপ অবস্থায় থাকা নিতান্ত অনুচিত। রে নৃশংসকারিন্! তুই আমাকে বিবস্ত্রা করিস্ না। যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হয়েন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন সজ্জননিষেবিত ধর্ম্মপথই অবলম্বন করিয়াছেন; আমি স্বামীর বাক্যে গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কদাচ দোষারোপ করিতে বাঞ্ছা করি না। হে দুরাত্মন্! আমি রজস্বলা; তুই কুরুবংশীয় বীরপুরুষগণসমক্ষে আমাকে কর্ষণ করিতেছিস্; ইঁহারা কেহই তোর নিন্দা করিতেছেন না, বোধ হয়, উহাঁদিগেরও ইহাতে অনুমোদন আছে। হায়! ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষাত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যেহেতু, সভাস্থ সমস্ত কুরুগণ স্বচক্ষে কুরুধর্ম্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিতেছেন। বুঝিলাম, দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র সত্ত্ব নাই; প্রধান প্রধান কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণও দুর্য্যোধনের এই অধর্ম্মানুষ্ঠান অনায়াসে উপেক্ষা করিতেছেন।"

দ্রৌপদী করুণস্বরে এইরূপ কহিতে কহিতে ক্রোধকম্পিতকলেবর ভর্ত্তৃগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদিগের কোপানল উদ্দীপন করিতে লাগিলেন পাণ্ডবগণ লজ্জা ও ক্রোধে সঞ্চালিত কৃষ্ণার কটাক্ষপাতে যাদৃশ দুঃখিত হইলেন, সমুদয় রাজ্য, ধন, বিবিধ বহুমূল্য রত্নজাত বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের তাদৃশ ক্ষোভ হয় নাই। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে দীনভাবাপন্ন স্বীয় পতিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া বেগে আকর্ষণপূর্ব্বক বিসংজ্ঞপ্রায় করিল

এবং 'দাসী দাসী' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। কর্ণ সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাহার বাক্যে অনুমোদন করিতে লাগিলেন; গান্ধাররাজ শকুনি তাহাতে প্রশংসা করিতে লাগিল; কেবল অন্যান্য সভ্যগণ সভামধ্যে কৃষ্ণাকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

তখন ভীষ্ম দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সুভগে! এ দিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে না, ও দিকে স্ত্রী স্বামীর অধীন, উভয় পক্ষই তুল্যবল বোধ হওয়াতে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তরবিবেচনায় অসমর্থ হইতেছি। দেখ, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমুদয় পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম হইতে একপদও বিচলিত হইতে পারেন না। বিশেষতঃ তিনি আপনার মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, 'আমি পরাজিত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রশ্নের যাথার্থ্য বিবেচনা করিতে পারিতেছি না।' শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে অভিলাষী; বিশেষতঃ তিনি আপনি তোমার এই অবমাননা উপেক্ষা করিতেছেন; তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি না।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "দুরাত্মা দ্যূতপ্রিয় অনার্য্যগণ মহারাজ ধর্ম্মনন্দনকে আহ্বান করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় অনুরোধ করিয়াছিল, তবে তিনি কিরূপে স্বয়ং দ্যূতাভিলাষী হইলেন? কুরুপাণ্ডবাগ্রগণ্য মহারাজ যুধিষ্ঠির দুরাত্মাদিগের কপটতা বুঝিতে না পারিয়াই তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন। মূঢ়গণ সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছে; উনি পশ্চাৎ উহাদের কপটতা বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, এই সভামধ্যে অনেক কুরুবংশীয়গণ রহিয়াছেন, তাঁহারা পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণের প্রভু, এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।"

পাঞ্চালরাজতনয়া এইরূপ কহিতে কহিতে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহাকে নিতান্ত অপ্রিয় পরুষবাক্য কহিতে লাগিল। বৃকোদর রজস্বলা পতিতোত্তরীয়া আকৃষ্যমাণা দ্রুপদতনয়ার সেইরূপ অনুচিত অপমান দর্শন করিয়া ক্রমে যুধিষ্ঠিরের প্রতি সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিরা স্বগৃহস্থিত বেশ্যাগণকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে না; তাহারা তাহাদের প্রতিও কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। দেখ, কাশীশ্বর ও অন্যান্য ভূপালগণ যে সমুদয় ধন, উত্তমোত্তম দ্রব্যজাত ও রত্নসমূহ উপহার দিয়াছিলেন, তৎসমুদয়, রাজ্য, বাহন, কবচ ও আয়ুধ-সকল এবং তোমাকে ও আমাদিগকে শত্রুগণ দ্যূতে পরাজয় করিয়াছে; কিন্তু তুমি আমাদের সকলের অধীশ্বর বলিয়া আমি তাহাতেও ক্রোধ করি নাই। এক্ষণে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করা আমার মতে তোমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। দেখ, দুরাত্মা ক্ষুদ্রাশয় কৌরবগণ কেবল তোমার দোষেই পাণ্ডবপ্রণয়িনী বালা দ্রৌপদীকে ক্লেশ দিতেছে। আমি এই নিমিত্ত তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছি; অদ্য তোমার বাহুদ্বয় ভস্মসাৎ করিব। সহদেব! ত্বরায় অগ্নি আনয়ন কর।"

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভীমসেন! তুমি পূর্ব্বে কদাচ ঈদৃশ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ কর নাই। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, শত্রুগণ তোমার ধর্ম্ম-গৌরব বিনষ্ট করিয়াছে। হে বৃকোদর! শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও না; ধর্ম্মাচরণ কর। ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করিও না। দেখ, মহারাজ শত্রুগণ কর্ত্তৃক দ্যূতে আহূত হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে তাহাদের অভিলাষানুরূপ ক্রীড়া করিয়াছেন; ইহা আমাদের মহান্ যশস্কর।" ভীমসেন কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই এতাবৎকাল উহাঁর বাহুদ্বয় ভস্ম করি নাই।"

ধৃতরাষ্ট্রনন্দন বিকর্ণ পাণ্ডবগণকে দুঃখিত এবং দ্রুপদনন্দিনীকে কাতরা দেখিয়া সভাসীন ভূপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পার্থিবগণ! যাজ্ঞসেনী যাহা কহিয়াছেন, তোমরা সকলে তাহার বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া বল, যথার্থ বিচার

না করিলে আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও মহামতি বিদুর, ইহাঁরা আসিয়া এ বিষয়ে কিছু বলুন। সকলের আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপ ইহাঁরা কোন কথা কহিতেছেন না কেন? আর যে সকল ভূপাল চতুর্দ্দিকে বসিয়াছেন, তাঁহারাও কাম-ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক যথামতি বলুন; দ্রৌপদী পুনঃ পুনঃ যাহা কহিয়াছেন, তাহার কোন্ পক্ষ কাহার অভিপ্রেত, বিবেচনা করিয়া বলুন।" এইরূপে মহাত্মা বিকর্ণ যখন দেখিলেন যে, তিনি সভাসদ্‌বর্গকে যাহার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিলেন, তাহাতে কোন ব্যক্তিই সাধু কি অসাধু কিছুই কহিলেন না, তখন তিনি হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "এক্ষণে মহীপালেরা বলুন আর নাই বলুন, আমি যাহা ন্যায় বলিয়া জানি, তাহা অবশ্যই কহিব। মহাপুরুষেরা কহিয়া থাকেন যে, রাজাদিগের ব্যসন চতুর্ব্বিধ; প্রথম মৃগয়া, দ্বিতীয় সুরাপান, তৃতীয় দুরোদর, চতুর্থ অভব্য বিষয়ে অত্যনুরাগ। মনুষ্যেরা এই সকল বিষয়ে অনুরক্ত হইলে ধর্ম্ম হইতে দূরীভূত হয়েন; লোকে তাদৃশ ব্যসনাসক্ত পুরুষের কার্য্য অপ্রামাণিক বলিয়া জানেন কিতবাহূত যুধিষ্ঠির ব্যসনাসক্ত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন, বিশেষতঃ এই অনিন্দিতা রমণী পাণ্ডবগণের সাধারণী ভার্য্যা, অধিকন্তু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার পূর্ব্বে স্বয়ং পরাজিত হইয়া উহাতে স্বত্ববর্জ্জিত হইয়াছেন; এ দিকে শকুনি পণার্থী হইয়া কৃষ্ণার নামোল্লেখ করিতেছেন; এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।" সভ্যগণ এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সঙ্কুল-রবে বিকর্ণের প্রশংসা ও শকুনির নিন্দা করিতে লাগিল।

সেই তুমুল নিনাদ কিছু পরে নিস্তব্ধ হইলে রাধেয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বিকর্ণের বাহু গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে বিকর্ণ! এই সভায় বহুবিধ বিকৃতি দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ সকল যাহা হইতে জন্মিতেছে, তাহাকেই বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই সকল ভূপালেরা দ্রৌপদীর প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়াও যে কিছু কহিতেছেন না, তাহার কারণ এই যে, ইহাঁরা পাঞ্চালীকে ধর্ম্মতঃ জয়লব্ধ বলিয়াই জানেন। তুমিই কেবল বালস্বভাবসুলভ অসহিষ্ণুতায় অধৈর্য্য হইয়া সভামধ্যে স্থবিরোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তুমি দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ, ধর্ম্মবিষয়ে যথাবৎ অভিজ্ঞও হও নাই, তজ্জন্যই জয়লব্ধ দ্রৌপদীকে অজিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ। যখন যুধিষ্ঠির সভামধ্যে সর্ব্বস্ব পণ করিলেন আর দ্রৌপদী সেই সর্ব্বস্বের অন্তর্গত, তখন তুমি এই কৃষ্ণা জয়লব্ধ নহে, কি প্রকারে জানিলে? পাণ্ডবদিগের অনুজ্ঞাক্রমেই দ্রৌপদীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে, কি নিমিত্ত দ্রৌপদী তোমার মতে অজয়লব্ধা হইতেছে? অথবা একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করা হইয়াছে, ইহাই কি অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ? এক্ষণে তাহার কারণও শ্রবণ কর। দেবতারা স্ত্রীলোকদিগের একমাত্র ভর্ত্তাই বিধান করিয়াছেন, দ্রৌপদী সেই বিধি অতিক্রম করিয়া অনেক ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী হইয়াছেন, তখন ইনি বারস্ত্রী, তাহার সন্দেহ নাই; সুতরাং বেশ্যাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবসনা করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের যাহা কিছু আছে, শকুনি সে সমুদয়ই ধর্ম্মতঃ জয় করিয়াছেন; অতএব হে দুঃশাসন! বিকর্ণ অতি বালক, তুমিই পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর সমুদয় গ্রহণ কর।" কর্ণের কথা শ্রবণমাত্র পাণ্ডবগণ আপনাদিগের উত্তরীয়বস্ত্রগুলি প্রদান করিয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

তদনন্তর দুঃশাসন সভামধ্যে বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধেয়-বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে দ্রৌপদী এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হে গোবিন্দ! হে দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ! হে গোপীজনবল্লভ! কৌরবগণ আমাকে অবমানিত করিতেছে, তুমি কি তাহার কিছুই জানিতেছ না? হা নাথ! হে রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশন! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। হা জনার্দ্দন! হা কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! বিশ্বাত্মন্! বিশ্বভাবন! আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইতেছি; হে গোবিন্দ! এই বিপন্ন জনকে পরিত্রাণ কর।" সেই

দুঃখিনী ভামিনী এইরূপে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া অবনতমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। করুণাময় কেশব যাজ্ঞসেনীর করুণবাক্য-শ্রবণে শয্যাসন এবং প্রাণপ্রিয়তমা কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবসনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার বস্ত্র যত আকর্ষণ করে, ততই অনেক প্রকার বস্ত্র প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ধর্ম্মপ্রভাবে নানা-রাগরঞ্জিত বসনসকল ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হইল। মহীপালগণ দুঃশাসনকে ভর্ৎসনা করত দ্রুপদনন্দিনীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ভীমসেন রাজগণমধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় ক্রোধভরে বিস্ফুরিত হইতে লাগিল; তিনি করে কর নিষ্পেষণ পূর্ব্বক শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, "হে লোকবাসী ক্ষত্রিয়গণ! আমার কথা শ্রবণ কর। কেহ কখন এরূপ কহে নাই এবং কহিতেও পারিবে না। যদ্যপি আমি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক এই ভারতাধম পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুধির পান না করি, তাহা হইলে আমি যেন পূর্ব্বপুরুষগণের গতি প্রাপ্ত না হই।" সেই সকল রাজারা ভীমসেনের এবম্প্রকার ভীমবাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃশাসনের কুৎসা করত ভীমের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যখন দুঃশাসন বসনরাশি আকর্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিল না, তখন লজ্জিত হইয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইল। সভ্যগণ ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ কৌন্তেয়দিগকে অবলোকন করিয়া কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। সজ্জনগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করত পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর উৎক্ষিপ্ত বাহু দ্বারা সভাসদ্‌গণকে নিবারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে সভ্যগণ! দ্রুপদনন্দিনী যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া অনাথার ন্যায় পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছেন, আপনারা তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন না, ইহাতে ধর্ম্মকে পীড়ন করা হইতেছে। আর্ত্ত ব্যক্তি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সভাতে আগমন করে, সভ্যগণের উচিত যে, সত্য এবং ধর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রশমিত করেন। আর্য্যব্যক্তি সত্য দ্বারা ধর্ম্মপ্রশ্নের মীমাংসা করেন; অতএব কামক্রোধাবেগ-বিবর্জ্জিত হইয়া দ্রৌপদীকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। বিকর্ণ আপন প্রজ্ঞানুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদিগের এই প্রশ্নের যথাবিহিত মীমাংসা করা উচিত। বিচার-সমাজে উপস্থিত থাকিয়া যে ধর্ম্মদর্শী সভ্য বিচার্য্য বিষয়ে কিছুই না কহেন, তিনি মিথ্যা-কথনের অর্দ্ধেক ফল প্রাপ্ত হয়েন। আর যিনি মিথ্যা সিদ্ধান্ত কহেন, তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যার ফল ভোগ করেন সন্দেহ নাই। এই স্থলে পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা প্রহ্লাদ এবং আঙ্গিরসমুনির সংবাদাত্মক পুরাতন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপ উপনীত করিয়া থাকেন, এক্ষণে আপনারা সেই ইতিহাস শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে দৈত্যাধিরাজ প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন একটি কন্যার নিমিত্ত অঙ্গিরামুনির পুত্র সুধন্বার প্রতি উপদ্রব করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর 'আমি জ্যেষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠ' বলিয়া কন্যালাভস্পৃহায় প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া মহারাজ প্রহ্লাদের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দৈত্যেন্দ্র! আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, আপনি এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিন, মিথ্যা কহিবেন না।' প্রহ্লাদ সেই বিবাদে ভীত হইয়া সুধন্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সুধন্বা রোষবশে প্রজ্বলিত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় হইয়া কহিতে আরম্ভ কারলেন, 'রে প্রহ্লাদ! যদি তুই মিথ্যা বলিস্, অথবা প্রকৃতবিষয় গোপন রাখিস্, তাহা হইলে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তোর মস্তক শতধা বিদীর্ণ করিবেন।' সুধন্বাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রহ্লাদ ব্যথিতমনে কশ্যপসন্নিধানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহাভাগ! আপনি দৈব ও আসুর ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ সকলই অবগত আছেন; এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। যিনি প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান না করেন, অথবা জানিয়াও মিথ্যা বলেন, পরজন্মে কোন্ কোন্ লোক তাঁহার ভোগ্য হইয়া থাকে, বলুন; এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ

সংশয় জন্মিয়াছে।' কশ্যপ কহিলেন, 'হে প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও কাম-ক্রোধ ও ভয়প্রযুক্ত প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর না দেয় এবং যে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহারা সহস্রসংখ্যক বারুণ-পাশ দ্বারা সংযত হয়। প্রতিসংবৎসরে তাহাদিগের একটি-মাত্র পাশ বিমুক্ত হইয়া থাকে, অতএব হে প্রহ্লাদ! সত্য জানিয়া সত্যই বলিবে।

ধর্ম্ম অধর্ম্ম দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে ধর্ম্মের কোন হানি হয় না, কিন্তু যে সমস্ত সভ্য তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগকেই অধর্ম্ম স্পর্শে। যাঁহারা নিন্দিত ব্যক্তিকে নিন্দা না করেন, সেই অনিন্দ্যবাদিমধ্যে যিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে অধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ, কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে চতুর্থাংশ এবং সদস্যদিগকে চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া থাকে। যথায় নিন্দার্হ ব্যক্তির নিন্দাবাদ হইয়া থাকে, সেই স্থানে শ্রেষ্ঠ ও সদস্যগণ পাপশূন্য হয়েন, কিন্তু যিনি কর্ত্তা, তাঁহারই পাপ স্পর্শ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে যাঁহারা মিথ্যা ধর্ম্ম কহেন, তাঁহাদিগের পর ও অবর একোনপঞ্চাশত্তম ইষ্ট ও পূর্ত্তনামক কর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে। হৃতসর্ব্বস্ব ও হতপুত্রের যে দুঃখ, স্বার্থভ্রষ্ট ও ঋণীর যে দুঃখ, অপুত্র ও ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আহত ব্যক্তির যে দুঃখ, সপত্নীসত্ত্বে স্ত্রীলোকের এবং কপট সাক্ষী-কর্ত্তৃক ছলিত ব্যক্তির যে দুঃখ, ত্রিদশাধিপতিরা এই সকল দুঃখকে সমান বলিয়া পরিগণিত করেন। হে প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহারও ঐ সমস্ত দুঃখ ঘটিয়া থাকে। সমক্ষে দর্শন, শ্রবণ ও ধারণা দ্বারা লোক সাক্ষী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; অতএব সত্য কহিলে সাক্ষী ধর্ম্মার্থবিহীন হয় না।'

প্রহ্লাদ কশ্যপের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরোচনকে কহিলেন, 'বৎস! সুধন্বা তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ, অঙ্গিরা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ, সুধন্বার মাতা তোমার মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব এই সুধন্বাই তোমার প্রাণের অধীশ্বর হইবেন।' সুধন্বা কহিলেন, 'হে প্রহ্লাদ! পুত্র-স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন ধর্ম্মস্থাপনে যত্ন করিতেছ, অতএব আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পুত্র একশত বৎসর জীবিত থাকিবে'।"

এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া বিদুর কহিলেন, 'এক্ষণে সভ্যেরা এই পরম ধর্ম্মোপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃষ্ণা যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার কিরূপ সদুত্তর প্রদান করিবেন, বিবেচনা করুন।' বিদুরের বাক্য কর্ণগোচর করিয়া সভাস্থ পার্থিবেরা কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না, এই অবসরে কর্ণ দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে দুঃশাসন! এক্ষণে দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাও।" কর্ণের আদেশ-প্রাপ্তিমাত্র দুঃশাসন বেপমানা সলজ্জা অনাথা দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, "রে দুষ্প্রাজ্ঞ দুষ্ট দুঃশাসন! তুই ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, আমি যে প্রশ্ন করিয়াছি, সর্ব্বাগ্রেই তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু এখনও তাহার যথার্থ উত্তর পাইলাম না। এই মহাবল বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করায় একান্ত বিহ্বল হই-য়াছি এবং কৌরবসভায় কুরুদিগকে নানাপ্রকারে অপ্রিয় কহিতেছি। পূর্ব্বে এই সকল অপ্রিয় বাক্য এক-বারও মুখে আনি নাই, কিন্তু এক্ষণে আর আমার অপ-রাধ কি?" তখন দুঃখে নিতান্ত কাতরা দ্রৌপদী সভা-মধ্যে নিপতিতা হইয়া এই প্রকারে আর্ত্তস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। "হায়! আমি স্বয়ংবর-কালে রঙ্গমধ্যে সমাগত ভূপালগণের নেত্রপথে একবার নিপতিত হইয়াছিলাম, ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা আর আমাকে দেখেন নাই, এক্ষণে আমি তাঁহাদেরই সম্মুখে সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। যাহাকে পূর্ব্বে গৃহমধ্যে বায়ু ও আদিত্য পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই, তাহাকে সভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল। যে পাণ্ডবেরা পূর্ব্বে গৃহমধ্যে আমাকে বায়ু স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারিত না, অদ্য সেই পাণ্ডবেরাই দুরাত্মা দুঃশাসন আমাকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা অনায়াসেই সহ্য করিয়া আছেন সেই কৌরববর্গই স্নুষাকে ক্লেশে ক্লিশ্যমানা দেখিয়া অনায়াসে সহ্য করিতেছেন, সুতরাং এক্ষণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কালক্রমে সকলই ঘটিয়া থাকে। আমি স্ত্রীলোক ও সতী, আমার ইহা অপেক্ষা আর কি কষ্ট

আছে? শুনিয়াছি, ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোককে সভামধ্যে আনয়ন করিতে নাই, কিন্তু এই অভাগিনী সভাপ্রবেশ করিয়াছে; এক্ষণে ক্ষিতিপালদিগের সেই সনাতন ধর্ম্ম কোথায় রহিল? যখন পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী, পার্ষতের ভগিনী, কৃষ্ণের প্রিয়সখী দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়াছে, তখন কৌরবদিগের পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত নিত্যধর্ম্ম নষ্ট হইল। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সবর্ণা ভার্য্যা, আমাকে দাসীই বল বা নাই বল, উভয়পক্ষেই সম্মত আছি। এই ক্ষুদ্রাশয় কৌরবদিগের কুলকলঙ্ক দূত দুঃশাসন বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করিয়া ক্লেশ দিতেছে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না। হে ভূপালগণ! আমাকে জিত বা অজিতাই বোধ করুন, আমি যে প্রশ্ন করিয়াছি, তাহার প্রত্যুত্তর দেন, তৎপরে যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।”

ভীষ্ম কহিলেন, “হে কল্যাণি! ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, বিজ্ঞেরাও তাহা সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন না। বলবান্ লোক ধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ধর্ম্ম অভিভূত হইয়া অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতেছে। কার্য্যের সূক্ষ্মত্ব, গহনত্ব ও গৌরবত্বপ্রযুক্ত এক্ষণে তোমার এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তপক্ষে কিছুই নির্ণয় হইতেছে না, কৌরবেরাও লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়াছে, অতএব বোধ হয়, অচিরাৎ ইহাদিগের বংশলোপ হইবে। তুমি যে কুলের পরিগ্রহ, কুলজাত লোকেরা অত্যন্ত দুঃখাভিহত হইলেও কদাপি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়েন না; অতএব হে পাঞ্চালি! তুমি এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াও যে ধর্ম্মপথ নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা তোমার সমুচিতই হইয়াছে। এই সমস্ত ধর্ম্মবেত্তা বৃদ্ধ দ্রোণাদি গতাসুর ন্যায় আহত হইয়া শূন্যশরীরে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের যেরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই প্রমাণ হইবে, তুমি জিতা বা অজিতা হইয়াছ, ইনি তাহার সম্যক্ নিরূপণ করুন।”

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভাস্থ সমস্ত রাজগণ ব্যাধভয়ভীত কুরঙ্গিণীর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনা দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ে ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহারা মৌনভাবে রহিয়াছেন দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে কহিলেন, “যাজ্ঞসেনি! এক্ষণে তুমি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর, ইহাঁরা তোমার প্রশ্নের উত্তর করিবেন। তাঁহারা তোমার নিমিত্ত এই লোকমধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করুন এবং সেই ধর্ম্মরাজকে মিথ্যাবাদী করিয়া তোমাকে দাসীত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন। এই সমস্ত কৌরবেরা তোমার দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ তোমার স্বামীদিগের দুর্ভাগ্য দর্শন করিয়া ইহাঁরা কখনই যথার্থ কথা বলিতে পারিবেন না। সত্যসন্ধ মহাত্মা যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক, তিনি যাহা কহিবেন, অবিলম্বে তাহা প্রতিপালন করিবেন।” সভ্যেরা কুরুরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এ দিকে হাহাকারশব্দ হইতে লাগিল। কৌরবেরা ও কুরুপক্ষীয় অন্যান্য রাজগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, “দেখ, ধর্ম্মজ্ঞ কি বলেন এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁদিগেরই বা মত কি?”

আর্ত্তনাদ নিরস্ত হইলে ভীমসেন ভুজোত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন, “যদি এই উদারস্বভাব কুলপতি ধর্ম্মরাজ প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই ক্ষমা করিতাম না। যিনি আমাদিগের পুণ্য ও তপস্যার প্রভু এবং জীবনেরও ঈশ্বর, যদ্যপি তিনি আত্মাকে পরাজিত মনে করেন, তাহা হইলে আমরাও পরাজিত হইয়াছি সন্দেহ কি? আমার প্রভুত্ব থাকিলে কি অদ্য পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া দুরাত্মা জীবিত থাকিতে পারে? কি করি, ধর্ম্মপাশে বদ্ধ রহিয়াছি, এই নিমিত্তই আমার ভুজবল সকলের প্রত্যক্ষ হইল না; নতুবা আমার ভুজান্তরে নিপতিত হইলে

ইন্দ্রও মুক্ত হইতে পারেন না। যদ্যপি ধর্ম্মরাজ কটাক্ষে অনুমতি করেন, তাহা হইলে মৃগেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ আমি অবলীলাক্রমে মুহূর্ত্তমধ্যে পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিতে পারি। ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভীম! ক্ষান্ত হও, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তোমাতে সকলই সম্ভবে।"

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, "হে ভদ্রে! এই সভামধ্যে ভীষ্ম, বিদুর ও দ্রোণাচার্য্য এই তিন জন সবল আছেন, ইহাঁরা স্বীয় প্রভুকে দুষ্ট বলিয়া থাকেন; স্ব স্ব ধন বৃদ্ধি করিতে বাঞ্ছা করেন, কিন্তু ব্যয় করেন না। আর দাস, পুত্র ও অস্বতন্ত্র নারী এই তিন জন অধম. দাসের পত্নী ও তাহার সমুদয় ধন প্রভুর অধীন। এক্ষণে আমার অনুমতিক্রমে তুমি রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপরিবারের অনুগত হও। হে রাজপুত্রি! এখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণই তোমার প্রভু, পাণ্ডুনন্দনেরা নহেন। এক্ষণে যে ব্যক্তি তোমাকে দ্যূতে পরাজিত হইয়া দাসীত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ না করে, তুমি এমন একজনকে পতিত্বে বরণ কর। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন, তুমি দাসী হইয়াছ, আর ঐ পঞ্চভ্রাতা এক্ষণে তোমার পতি নহেন। যুধিষ্ঠির আপনার জন্মের আবশ্যকতা, পরাক্রম ও পৌরুষের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না, তিনি এই সভামধ্যে দ্রুপদাত্মজাকে দ্যূতমুখে সমর্পণ করিয়াছেন

ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন কর্ণের বাক্য শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া রোষকষায়িতলোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! আমি সূতপুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হই নাই; যথার্থ আমরা দাসভাবাপন্ন হইয়াছি! কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি আপনি পাঞ্চালীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া না করিতেন, তাহা হইলে কি শত্রুগণ এরূপ পরুষোক্তি করিতে পারিত?"

ভীমসেনের এই বাক্য শ্রবণানন্তর রাজা দুর্য্যোধন তূষ্ণীম্ভূত অচেতনপ্রায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে নৃপতে! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার বশীভূত, এক্ষণে বল, দ্রৌপদী পরাজিত হইয়াছে কি না?" ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজকে এইরূপ কহিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত বসন উত্তোলনপূর্ব্বক সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, বজ্রতুল্য দৃঢ়, কদলীদণ্ড ও করিশুণ্ডের ন্যায় স্বীয় মধ্য উরু তাঁহাকে দেখাইলেন। কর্ণ হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাক্রোধন ভীমসেন তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া লোহিতবর্ণ লোচনদ্বয় উৎফালনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া রাজগণসমক্ষে কহিতে লাগিলেন, "হে ভূপতিগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যদি আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে এই উরু ভগ্ন না করি, তাহা হইলে অন্তে আমার পিতৃলোকের সমান গতি হইবে না।" অমর্ষী ভীমসেন এই কথা কহিতে কহিতে আরও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। দহ্যমান বৃক্ষকোটরের ন্যায় তাঁহার রোমকূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল।

তখন বিদুর কহিলেন, "হে পার্থিবগণ! এই দেখ, ভীমসেন ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিলেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দৈবই ভরতবংশে এই মহতী অনীতি উৎপাদন করিয়াছেন। হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ! তোমরা অন্যায় দ্যূতক্রীড়া করিয়াছ, যেহেতু, সভামধ্যে স্ত্রী লইয়া বিবাদ করিতেছ। তোমাদের যোগক্ষেম সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল, তোমরা সকলেই কুমন্ত্রণা-পরতন্ত্র হইয়াছ। হে কৌরবগণ! সভামধ্যে অধর্ম্মানুষ্ঠান হইলে সমুদয় সভা দূষিত হয়, এক্ষণে আমার ধর্ম্মবাক্য শ্রবণ কর। দেখ, যদ্যপি যুধিষ্ঠির আত্মপরাজয়ের পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলে উনি তাঁহার যথার্থ ঈশ্বর হইতেন, কিন্তু অনীশ্বরের নিকট বিজিত ধন আমার মতে স্বপ্ননির্জ্জিত ধনের ন্যায়, অতএব হে কৌরবগণ! তোমরা

গান্ধাররাজের বাক্য শ্রবণে বিমূঢ় হইয়া ধর্ম্মচ্যুত হইও না।"

দুর্য্যোধন বিদুরের বাক্যাবসানে দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে যাজ্ঞসেনি! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের মতেই আমার মত, যদি তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর কহেন, তাহা হইলে তোমার দাসীত্ব মোচন হইবে।" তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বে আমাদের সকলের ঈশ্বর ছিলেন; এক্ষণে তিনি আমাদের প্রভু হইয়া কাহার নিকট আপনি পরাজিত হইয়াছেন, তাহা কুরুগণ জানেন।"

তাঁহাদের এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে, এমত সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্র-গৃহে গোমায়ু ও গর্দ্দভগণ চীৎকার করিতে লাগিল এবং পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে ভয়ানক শব্দ করিয়া উঠিল। তত্ত্ববিৎ বিদুর ও সুবলনন্দিনী গান্ধারী সেই শব্দ শ্রবণ করিলেন। বিদ্বান্ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য উহা শ্রবণ করিয়া স্বস্তি স্বস্তি কহিতে লাগিলেন। তত্ত্ববেত্তা বিদুর ও গান্ধারী ঘোরতর উৎপাত-দর্শনে সাতিশয় ভীত ও কাতর হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "অরে দুর্ব্বিনীত দুর্য্যোধন! তুই একেবারে উৎসন্ন হইলি; যেহেতু, কুরুকুলকামিনা, বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সম্ভাষণ করিতেছিস্।" পরম প্রাজ্ঞ বান্ধবগণহিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, "হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদয় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভরতকুল-প্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়। কেন না, প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্ত্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম,ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব-মোচন হউক।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বরদান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই। তুমি ধর্ম্মচারিণী, তুমি আমার সমুদয় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু; অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু, বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শতবর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উঁহারা পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।"

সপ্ততিতম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, "আমরা যে সকল অসামান্যরূপবতী কামিনীগণের কথা শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের এতাদৃশ কর্ম্ম শ্রুতিগোচর হয় নাই। পাণ্ডব ও কৌরবগণ সকলেই সমধিক ক্রোধপরতন্ত্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে দ্রৌপদী কুন্তীপুত্রগণের শান্তিস্বরূপ হইলেন। পাণ্ডবগণ দুস্তর জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইতেছিলেন, পাঞ্চালী তরণী হইয়া তাঁহাদিগকে পার প্রাপ্ত করিলেন।"

অসহিষ্ণু ভীমসেন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুর্ম্মনায়মান হইয়া "হা! স্ত্রী পাণ্ডবগণের গতি হইল!" এই কহিয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ধনঞ্জয়! দেবল কহিয়াছেন যে, পুরুষ

গতপ্রাণ, অপবিত্র এবং জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে অপত্য, কর্ম্ম ও বিদ্যা এই ত্রিতয় জ্যোতিঃ তাঁহার সাহায্য করে। এক্ষণে আমাদের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্ত্তৃক অভিমৃষ্ট হওয়াতে এই অভিমৃষ্টজ সন্তান কি প্রকারে জ্যোতিস্থানীয় হইবে, অতএব আমাদের প্রথম জ্যোতিঃ বিনষ্ট হইল।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হীন ব্যক্তি পরুষবাক্য বলুক আর নাই বলুক, উত্তম পুরুষেরা তাহা লইয়া জল্পনা করেন না। তাঁহারা কেবল সৎকার্য্যেরই স্মরণ করেন; কেহ বৈরাচরণ করিলেও তাঁহারা তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইতে দেন না।"

ভীম অর্জ্জুনের বাক্যাবসানে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের যে সকল শত্রু এখানে সমাগত হইয়াছে, তাহাদিগকে এই সভাতেই কিংবা এ স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমূলে উন্মূলিত করিব অথবা বিবাদ বা বাগ্‌বিতণ্ডায় আর প্রয়োজন কি? অদ্য এই সভাতেই সমুদয় শত্রুকে শমনের হস্তে সমর্পণ করি, আপনি এই পৃথিবী প্রশাসন করুন।" ভীমসেন এই কথা কহিয়া কনিষ্ঠভ্রাতৃগণের সহিত মৃগসমাজবিরাজিত মৃগরাজের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ ঊর্দ্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা পার্থ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সান্ত্বনা করিলে, তিনি অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইয়া উঠিলেন, রোষবশে তাঁহার শ্রোত্রাদি দেহরন্ধ্র হইতে সধূমস্ফুলিঙ্গ ও শিখাসহিত হুতাশন বিনির্গত হইতে লাগিল, তাঁহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিভয়ঙ্কর হইয়া যুগান্তকালীন কৃতান্তের ন্যায় রূপ ধারণ করিল

যুধিষ্ঠির ভীমবাহু ভীমসেনকে 'নিরস্ত হও' বলিয়া নিবারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে লাগিলেন

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে রাজন্! আমরা কি করিব, অনুমতি করুন। আপনি আমাদের ঈশ্বর; আমরা চিরদিন আপনার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "অজাতশত্রো! তোমার কল্যাণ হউক, তোমরা গমন কর, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, সমস্ত ধন লইয়া গমনপূর্ব্বক আপনার রাজ্য অনুশাসন কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি বুঝিয়াছ, বিনীত হইয়াছ এবং বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাক; আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি; অতএব আমার শাসন যেন তোমার হৃদয়ঙ্গম হয়; আমার বাক্য তোমার কল্যাণকর হইবে সন্দেহ নাই। যেখানে বুদ্ধি, সেইখানেই ক্ষমা, অতএব তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর। সুদৃঢ় দারুতেই শস্ত্রপাত হইয়া থাকে, অন্যস্থান শস্ত্রপাতের লক্ষ্য নহে। যাঁহারা বৈরাচরণ জানেন না, দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণই দর্শন করেন এবং বিরোধে লিপ্ত নহেন, তাঁহারাই উত্তম পুরুষ। সাধুগণ বৈরাচরণ বিস্মরণপূর্ব্বক কেবল সৎকার্য্যেরই স্মরণ করিয়া পরোপকারানুরোধে প্রতীকার-পরাঙ্মুখ থাকেন। অধম পুরুষেরা বিবাদস্থলে পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। কেহ পরুষবাক্য কহিলে মধ্যম পুরুষেরা কঠোর-বাক্যে তাহার উত্তর প্রদান করে। ধৈর্য্যশালী উত্তম পুরুষেরা কথিত বা অকথিত সর্ব্বপ্রকার অহিত পরুষবাক্যই পরিত্যাগ করেন। সজ্জনগণ শত্রুকৃত সৎকার্য্যেরই স্মরণ করেন, বৈরাচরণ তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সদাশয় লোকেরা সকলের প্রিয়দর্শন হয়েন এবং কাহারও অর্থ ও মর্য্যাদা অতিক্রম করেন না। তুমিও আর্য্যতাবশতঃ সেই প্রকার আচরণ করিয়াছ। হে তাত! দুর্য্যোধনের নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে করিও না, তুমি গুণগ্রাহিতাগুণে তোমার জননী গান্ধারী এবং আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই দ্যূতক্রীড়া আমার উপেক্ষিত ছিল, কেবল মিত্রগণকে পরীক্ষা এবং পুত্রগণের বলাবল বুঝিবার নিমিত্ত ইহাতে অনুমোদন করিয়াছিলাম। হে রাজন্! তুমি যাহাদিগের শাসনকর্ত্তা এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধীমান্ বিদুর যাহাদিগের মন্ত্রী, সেই কুরুগণ তোমার শোচনীয় নহে। তোমাতে ধর্ম্ম, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য্য, বৃকোদরে পরাক্রম, নকুলে শুদ্ধতা এবং সহদেবে গুরুশুশ্রূষা বিলক্ষণ

লক্ষিত হইতেছে, অতএব হে বৎস! তোমার কল্যাণ হইবে, তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর। ভ্রাতৃগণের সহিত সৌভ্রাত্র এবং তোমার মন ধর্ম্মে অনুরক্ত হউক।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনমেজয়! ভারতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার অভিহিত হইয়া শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত মেঘসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

দ্যূতপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনুদ্যূত-পর্ব্বাধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ধনরত্ন-সমন্বিত পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া তৎপুত্র দুর্য্যোধনাদির মন কিরূপ হইল? বৈশম্পায়ন প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! দুঃশাসন ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবেরা অনুজ্ঞাত হইয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে নিজ সহোদর সমন্ত্রী দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া দুঃখিতমনে কহিলেন, “হে মহারথ! আমরা অতীব ক্লেশে যে সমস্ত দ্রব্য সঞ্চয় করিয়াছি, বৃদ্ধ রাজা তৎসমুদয় নষ্ট করিতেছেন, অধিকাংশ শত্রুদিগেরও হস্তগত হইয়াছে, এক্ষণে ভাল মন্দ যাহা হয়, তোমরা বিবেচনা কর।”

এই কথা কর্ণগোচর করিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি পাণ্ডবদিগের উপর একান্ত অভিমানপরতন্ত্র হইয়া দ্রুতগমনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং বিনীতবাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! দেবপুরোহিত বৃহস্পতি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে হিতোপদেশপ্রদানকালে যে কথা কহিয়াছিলেন, বোধ হয়, আপনি তাহা অবগত নহেন। হে শত্রুনিসূদন! সমস্ত উপায় দ্বারা শত্রু সংহার করা অতীব কর্ত্তব্য। তাহারা যুদ্ধ ও বলপ্রয়োগপূর্ব্বক আপনার অনিষ্ট-চেষ্টা করিতেছে, অতএব যদি এক্ষণে আমরা পাণ্ডবলব্ধ ধন দ্বারা প্রীতিসম্পাদন করিয়া মহীপালগণকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করি, তাহা হইলে আমাদিগের হানি কি? দেখুন, প্রাণসংহারোদ্যত ক্রোধান্বিত ভুজঙ্গদিগকে কণ্ঠ ও পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া কে পরিত্রাণ পাইতে পারে? পাণ্ডবেরা অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ ও রথারোহণপূর্ব্বক ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় আপনার বংশনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। শুনিলাম, অর্জ্জুন তূণীর ও বর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক রণস্থলে গমন করিতেছে এবং গাণ্ডীব ধারণ করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ভীম অবিলম্বে রথ-যোজনা করিয়া গুর্ব্বী গদা উদ্যত করত যুদ্ধার্থ দ্রুতপদে নির্গত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব ইহারা খড়্গ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। ইহারা সকলেই অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া হস্ত্যশ্ব সংহারপূর্ব্বক সৈন্য আক্রমণের নিমিত্ত নির্গত হইয়াছে। আমরা তাহাদিগের একবার অপকার করিয়াছি, আর তাহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবে না। দ্রৌপদীর পরাভব-রূপ ক্লেশ কে সহ্য করিয়া থাকিবে? হে মহারাজ! আমরা বনবাস পণ করিয়া পুনরায় পাণ্ডবদিগের সহিত পাশক্রীড়া করিব। আপনার মঙ্গল হউক, এইবারেই আমরা পাণ্ডবদিগকে নিরুত্তর করিয়া রাখিব। তাহারা বা আমরাই হই, দ্যূতনির্জ্জিত হইলে বল্কলাজিন পরিধানপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত বনপ্রবেশ করিব। এক বৎসর অজ্ঞাত ও দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত এই ত্রয়োদশ বৎসর তাহারা বা আমরাই হই, পরিজনগণ-সমভিব্যাহারে অরণ্যে বাস করিব; অতএব আপনি দ্যূতে অনুমতি প্রদান করুন। পাণ্ডবদিগকে অক্ষনিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করিতে হইবে। ফলতঃ এক্ষণে দ্যূতক্রীড়াই আমাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য শকুনি অক্ষবিদ্যায় বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, হে মহারাজ! আমরা মিত্র সংগ্রহ করিয়া পরম-দুর্ল্লভ মহাবল বাহিনীগণকে সৎকার করত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ বৎসর ব্রতসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে

আমরা আপনার ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "বৎস! তুমি অবিলম্বে পাণ্ডবদিগকে আনয়ন কর, তাহারা আসিয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হউক।" এই কথা কহিবামাত্র দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, বিদুর, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু, ভূরিশ্রবাঃ, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও বিকর্ণ প্রভৃতি সভাস্থগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! সর্ব্বত্র শান্তিসঞ্চার হউক।" তখন পুত্রবৎসল মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অর্থদর্শী সুহৃদ্‌বর্গকেও অনাদর করিয়া পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিতে অভিলাষ করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শোকনিমগ্ন ধর্ম্মপরায়ণা গান্ধারী পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করিলে মহামতি বিদুর কহিয়াছিলেন, 'এই কুলপাংশুল শিশুকে অবিলম্বে সংহার কর, মঙ্গল হইবে।' আর দুর্য্যোধন জাতমাত্র গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করিয়াছিল। দুর্য্যোধন আমাদিগের কুলান্তক। ফলতঃ এক্ষণে আপনি আত্মদোষে বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইবেন না, দুর্বিনীত বালকের কথায় কদাচ অনুমোদন করিবেন না। এই ঘোরতর কুলক্ষয়কর বিষয়ে কেন হস্তার্পণ করিতেছেন? সেতু নিবদ্ধ হইলে স্বেচ্ছাক্রমে কে ভেদ করিয়া থাকে? নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নিও প্রজ্বলিত হইতে পারে। এক্ষণে অবিরোধী শান্তস্বভাব পাণ্ডবদিগকে কে কুপিত করিবে? হে মহারাজ। আপনার অবিদিত কিছুই নাই, তথাচ আমি আপনাকে কিছু উপদেশ দিব। জ্ঞানশাস্ত্র নিতান্ত নির্ব্বোধের অন্তঃকরণে কদাচ শুভাশুভ ফল অঙ্কিত করিতে পারে না। বালস্বভাবে বৃদ্ধভাব অবলম্বন করা একান্ত অসঙ্গত। এক্ষণে আপনার সন্তানেরা আপনারই আজ্ঞা পালন করিবে, ভগ্নমনাঃ হইয়া যেন তাহারা আপনাকে পরিত্যাগ না করে। এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে আপনি ঐ কুলপাংশুল দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন। হে নরনাথ! আপনি পুত্রবৎসলতাবশতঃ তৎকালে বিদুরবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই কুলান্তক ফল উপস্থিত হইয়াছে। শান্তি, ধর্ম্ম ও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে আপনার যেরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহা যেন অবিকৃতভাবেই থাকে; অসমীক্ষ্যকারিতা আপনার নিতান্ত দোষাবহ। দেখুন, ক্রূর-হস্তে নিপতিতা হইলে রাজলক্ষ্মী ক্ষণধ্বংসিনী হয়; কিন্তু সরলের রাজশ্রী পুরুষপরম্পরাক্রমে পুত্রপৌত্রগামিনী হইয়া থাকে।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মার্থদর্শিনী সহধর্ম্মিণী গান্ধারীর উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! যদি বংশনাশ হয়, তাহা নিবারণ করিতে পারিব না; কিন্তু পুত্রেরা যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, তাহার অন্যথা না হউক; পাণ্ডবদিগের সহিত পুনরায় তাহাদিগকে দ্যূতারম্ভ করিতে হইবে।"

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দুর্য্যোধন ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে পার্থ! এই সভামধ্যে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, এক্ষণে পিতা আদেশ করিতেছেন, আইস অক্ষনিক্ষেপপূর্ব্বক দ্যূতারম্ভ করি।" তখন যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, "লোকে দৈব-বলে শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে, অতএব যদি পুনর্ব্বার ক্রীড়াই করিতে হয়, ভাল, ভাগ্যে যাহা আছে, কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। আমি বৃদ্ধ রাজার নিদেশানুসারে দ্যূতে আহূত হইয়াছি; সুতরাং অক্ষদ্যূত ক্ষয়কর জানিয়াও এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে পারি না।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জীবের হেমময় কলেবর হওয়া নিতান্ত সম্ভব, ইহা জানিয়াও রঘুকুলতিলক রাজা রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগলুব্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং লোকের বিপৎকাল আসন্ন হইলে প্রায়ই বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

অনন্তর যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত

মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং সৌবলের মায়াবল বিলক্ষণ জানিয়াও পুনর্ব্বার দ্যূতে আসক্ত হইলেন। তাঁহারা পুনরায় দ্যূতসভায় প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগের সুহৃদ্‌বর্গ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ইহাঁরা বহুবিধ সুখসম্ভোগে কালাতিপাত করিতেছিলেন, কিন্তু দুর্দ্দৈব সর্ব্বলোক-সংহারার্থ ইহাঁদিগকে পীড়ন করিয়া দ্যূতে প্রবৃত্ত করিলেন।" শকুনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! বৃদ্ধরাজা আপনাদিগকে যে অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে এক মহাধন অবধারিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। আমরা আপনাদিগের নিকট দ্যূতে পরাজিত হইলে রুরুচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ও দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করিব। আর আমরা জয়ী হইলে আপনাদিগকেও আজিন পরিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণার সহিত এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে। হে মহারাজ! এই প্রকারে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে উভয়পক্ষের একতর পক্ষ পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অতএব আসুন, এক্ষণে এইরূপ পণ রাখিয়া অক্ষনিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতারম্ভ করি।"

অনন্তর সভাস্থ সমস্ত সভ্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শশব্যস্ত-চিত্তে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বান্ধবগণ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাইতেছ; কিন্তু পরিণামে কি হইবে, বোধ হয়, ইনি বুঝিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ বহুতর লোকপ্রবাদ শ্রবণ করিয়াও লজ্জা ও ধর্ম্মভয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুবংশীয়দিগের বিনাশকাল আসন্ন হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন যুধিষ্ঠির শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে শকুনে! মদ্বিধ ধর্ম্মপরায়ণ কোন্ রাজা দ্যূতে আহূত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে? আইস, এক্ষণে দ্যূতারম্ভ করি।" শকুনি কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! হিরণ্য, গো, অশ্ব, ধেনু, অসীম মেষ, অজ, গজ, সমস্ত দাস-দাসী ও কোষ, আমরা বনবাসার্থে এই সকল একত্র পণ রাখিব। পরাজিত হইলে আপনাদিগকে বা আমাদিগকেই হউক, অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইবে। আসুন, এক্ষণে দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ স্থানে অবস্থান ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পণ রাখিয়া ক্রীড়ারম্ভ করি।" তখন যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। শকুনি অক্ষনিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার জয়লাভ হইল।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্যূতে পরাজিত হইয়া বনবাসে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং যথাক্রমে অজিন উত্তরীয় গ্রহণ করিলেন। এই অবসরে দুঃশাসন তাঁহাদিগকে অজিনসংবৃত, বনবাসার্থ দীক্ষিত ও রাজ্যভ্রষ্ট দেখিয়া কহিলেন, "এক্ষণে একমাত্র দুর্য্যোধনেরই রাজ্য হইল, পাণ্ডবেরা পরাজিত হইয়া একান্ত দুরবস্থাপন্ন হইল। অদ্য পাণ্ডবেরা দীর্ঘকাল অনন্ত নরকে পাতিত, সুখচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইল। যে পাণ্ডবেরা ধনমদে মত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে উপহাস করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই নির্জ্জিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বনপ্রবেশ করিতেছে। ইহাদিগের বিচিত্র বর্ম্ম ও অতিভাস্বর দিব্যাম্বর বলপূর্ব্বক উন্মোচিত কর এবং পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে রুরুচর্ম্ম পরিধান করাইয়া দেও। যাহারা ত্রিলোকমধ্যে সদৃশ ব্যক্তি নাই বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল, অদ্য তাহারাই বৈপরীত্যে আপনাদিগকে জ্ঞান করিতেছে। মহাপ্রাজ্ঞ যজ্ঞসেন পাণ্ডবদিগকে কন্যা দান করিয়া কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, কারণ, তাহারা ক্লীব। হে দ্রৌপদি! তুমি নির্দ্ধন অমর্য্যাদাভাজন অজিনোত্তরীয়সম্পন্ন পাণ্ডবদিগকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া কি প্রীতি লাভ করিবে? এক্ষণে যাহাকে ইচ্ছা হয়, পতিত্বে বরণ কর। এই সমস্ত ধনধান্যসম্পন্ন ক্ষান্ত দান্ত কৌরব সভামধ্যে সমবেত আছেন, তুমি ইহাঁদিগের একজনকে পতিত্বে বরণ কর, তাহা হইলে তোমাকে আর এইরূপ দুরদৃষ্টভাগিনী হইতে

হইবে না। যাদৃশ ষণ্ডতিল ও চর্ম্মময় মৃগ নিষ্প্রয়োজন, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ হইয়াছে। ষণ্ডতিলের উপাসনার ন্যায় এক্ষণে পতিত পাণ্ডবদিগের উপাসনা করিলে তোমার সকল শ্রমই বিফল হইবে।"

মহারাজ! এইরূপে সেই নৃশংস দুঃশাসন অশেষ পরুষবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে ভর্ৎসনা করিল। ভীমসেন তাহার নিতান্ত দুঃসহ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "রে ক্রূর! পাপাচারপরায়ণ লোকে যে সকল কথা উচ্চারণ করিয়া থাকে, তুই সেই সমস্ত কথা প্রয়োগ করিতেছিস্; তুই রাজগণমধ্যে গান্ধারবিদ্যাপ্রভাবে আত্মশ্লাঘা করিলি, এক্ষণে তুই যাদৃশ বাক্যরূপ ছুরিকা দ্বারা আমাদিগের মর্ম্ম ভেদ করিতেছিস্, রণস্থলে আমিও এইরূপে তোর চর্ম্মচ্ছেদ করিব। যাহারা ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তোর অনুবৃত্তি করিতেছে, তাহাদিগকেও সত্বর যমালয়ে গমন করিতে হইবে।"

নির্লজ্জ দুঃশাসন অজিনধারী বিবাসিত ভীমসেনকে গরু গরু বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

ভীমসেন কহিলেন, "রে নৃশংস দুঃশাসন! শঠতাপূর্ব্বক ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া পরুষবাক্যপ্রয়োগ বা আত্মশ্লাঘা করা কি উচিত? যদি সংগ্রামে তোর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া শোণিত পান না করি, তবে কুন্তীপুত্র বৃকোদর যেন পুণ্যলোকে গমন না করে। আমি তোর সাক্ষাতে এই সত্য করিতেছি যে, অচিরকালমধ্যে সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্র এবং কপটাচারী সমস্ত ধনুর্দ্ধরকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া শান্তি লাভ করিব।"

পাণ্ডবগণ সভা হইতে বহির্গত হইতেছেন, পশ্চাদ্ভাগে নরাধম দুর্য্যোধন ভঙ্গী করিয়া সিংহগতি ভীমসেন ও অন্যান্য কৌন্তেয়গণের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। অভিমানী ভীমসেন আপনাকে অবমানত দেখিয়াও ক্রোধাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইতে হইতে অর্দ্ধকায়া পরিবর্ত্তিত করিয়াও দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "রে মূঢ়! আমি তোমাদিগকে নিহত করিয়াছি মনে করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দিতেছি, তুমি এ সকল কার্য্য দ্বারা আমাদিগের কিছুমাত্র করিতে পারিবে না। আমি এই সভামধ্যে পুনরায় মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, যদি আমাদের যুদ্ধঘটনা হয়, তাহা হইলে দেবতারা ইহা অবশ্যই সফল করিবেন। আমি দুর্য্যোধনকে নিহত করিব এবং ধনঞ্জয় কর্ণকে ও সহদেব অক্ষশঠ শকুনিকে বিনষ্ট করিবে, আর আমিই গদাযুদ্ধে এই পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে সংহার করিব, ইহার আপাদ-মস্তক ভূমিতলে অধিশায়িত করিব এবং সিংহের ন্যায় আমি এই উপহাসরসিক নিষ্ঠুর দুরাত্মা দুঃশাসনের রক্ত পান করিব।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভীম! সাধু লোকের অধ্যবসায় বাক্য দ্বারা সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না, ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে যাহা হইবে, উহারা তাহা দেখিতে পাইবে।" ভীমসেন কহিলেন, "পৃথিবী দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি এই দুষ্ট-চতুষ্টয়ের শোণিত পান করিবেন।" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভীমসেন! তোমার নিয়োগানুসারে আমি হিংসাদ্বেষ-পরবশ, বক্তা ও আত্মশ্লাঘাপরায়ণ কর্ণকে রণস্থলে সংহার করিব। এক্ষণে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভীমসেনের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আমি শরদ্বারা কর্ণ ও কর্ণের অনুগত লোকদিগকে রণস্থলে সংহার করিব। যে সকল রাজা বুদ্ধিমোহবশতঃ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, আমি বাণদ্বারা তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। যদি হিমাচল বিচলিত হয়, সূর্য্য নিষ্প্রভ হয়, চন্দ্রের শৈত্যগুণ অপগত হয়, তথাচ আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবার নহে। ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে দুর্য্যোধন আমাদিগকে সৎকার করিয়া যদি রাজ্য প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে সত্যই এই সমস্ত ঘটিবে।"

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে মাদ্রীতনয় সহদেব সৌবলের বধসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া ক্রোধভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "রে সৌবল! তুই এই সকলকে অক্ষ বলিয়া বিবেচনা করিতেছিস্, ফলত ইহা অক্ষ নহে, নিশিত বাণ, রণস্থলে তুই এই সমস্তকে

বরণ করিয়াছিস্। ভীম তোকে ও তোর বন্ধুবান্ধবদিগকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কহিলেন, আমি সেই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। রে ক্রূর! যদি তুই ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে থাকিস্, তাহা হইলে আমি তোকে ও তোর বন্ধুবান্ধবদিগকে বলপূর্ব্বক হনন করিব।”

অনন্তর সহদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া নকুল কহিলেন, “যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়াপ্রসঙ্গে দ্রৌপদীর প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, মুমূর্ষু কালপ্রেরিত ঐ সকল দুর্ব্বৃত্তদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অচিরকালমধ্যে পৃথিবীকে ধার্ত্তরাষ্ট্রশূন্য করিব।”

এইরূপে পাণ্ডবেরা বহুতর প্রতিজ্ঞা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে গমন করিলেন

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “এক্ষণে আমি সকল ভারত, বৃদ্ধ পিতামহ, রাজা সোমদত্ত, বাহ্লীক, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, সকল ধার্ত্তরাষ্ট্র, সঞ্জয় এবং অন্যান্য সভাসদ্‌গণের নিকট বিদায় লইয়া চলিলাম, পুনর্ব্বার আসিয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব।” তাঁহারা লজ্জাক্রমে ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে কিছুই বলিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে তাঁহার শুভানুধ্যান করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, “আর্য্যা পৃথা রাজপুত্রী, তাঁহার বনগমন করা কোন ক্রমেই উচিত হয় না; বিশেষতঃ তিনি বৃদ্ধা, সুকুমারী এবং চিরকাল সুখে অতিবাহন করিয়াছেন; অতএব তিনি সৎকৃত হইয়া আমার আবাসে বাস করুন। হে পাণ্ডবগণ! তোমাদিগের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক।” পাণ্ডবেরা ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া নিবেদন করিলেন, “মহাশয়! আপনি পিতৃতুল্য পিতৃব্য, আমরাও আপনার একান্ত বশংবদ, আপনি যে বিষয়ের অনুমতি করিতেছেন, তাহা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু, আপনি পরম গুরু। হে প্রাজ্ঞপ্রবীর! যদ্যপি আর কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তাহাও আদেশ করুন।” বিদুর কহিলেন, “বৎস যুধিষ্ঠির! নিশ্চয় জানিবে, অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক কেহ জয়লাভ করিতে পারে না, প্রত্যুত পরাজয় হইলে যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ উপস্থিত হয়। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, ধনঞ্জয় যুদ্ধে জেতা, ভীমসেন অরিহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রাহী, সহদেব সংযমী, ধৌম্য ব্রহ্মবিৎ, ধর্ম্মার্থদর্শিনী দ্রৌপদী ধর্ম্মচারিণী। তোমরা সকলেই পরস্পরের প্রিয়দর্শন, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত; শত্রুবর্গ তোমাদিগের সৌহার্দ্দ-বিচ্ছেদ করিতে পারে না। তোমরা সকলেরই স্পৃহণীয়। হে ভারত! তোমার সমাধি অশেষ-ক্ষেমাস্পদীভূত, শক্রসদৃশ শত্রুও ইহাকে উপহাস করিতে পারে না। তুমি পূর্ব্বে হিমাচলে মেরুসাবর্ণি কর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়াছ, বারণাবতনগরে মহর্ষি দ্বৈপায়নের নিকট শিক্ষিত হইয়াছ, ভৃগুতুঙ্গে রামের নিকট উপদিষ্ট হইয়াছ, দৃষদ্বতীতে মহাদেবের নিকট জ্ঞান লাভ করিয়াছ এবং কল্মাষী-নদীতীরস্থিত মহর্ষি ভৃগুর শিষ্য হইয়াছ। দেবর্ষি নারদ তোমার সর্ব্ববিষয়ে পরিপ্রেক্ষক এবং ধৌম্য তোমার পুরোহিত। হে পাণ্ডব! যুদ্ধকালীন ঋষিপ্রশংসিত স্বীয় অসামান্য বুদ্ধিবৃত্তি পরিত্যাগ করিও না; তুমি বুদ্ধিতে পুরূরবাকে পরাজয় করিয়াছ, শক্তিতে রাজলোকদিগকে পরাভব করিয়াছ, ধর্ম্মাচরণে ঋষিগণকে অতিক্রম করিয়াছ, সন্তোষে ইন্দ্রকে জিতিয়াছ, ক্রোধ-সংবরণে যমকে জয় করিয়াছ, ক্ষমাগুণে পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছ, তেজে সূর্য্যদেবকে জয় করিয়াছ এবং বলে পবনকে পরাস্ত করিয়াছ। তোমাদিগের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক। নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হও, পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে। হে কৌন্তেয়! তুমি সমুদয় কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদিষ্ট হইয়াছ, অতএব যখন যাহা উপস্থিত হইবে, অবিকল সম্পাদন করিও।”

সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির বিদুর কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির প্রস্থান করিলে পর দ্রৌপদী বিষণ্ণ-মনে পৃথাসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে এবং তত্রত্য অন্যান্য প্রমদাদিগকে যথার্হ

বন্দনা ও আলিঙ্গন করত স্বামীর অনুগমনের প্রার্থনা করাতে পাণ্ডবান্তঃপুরে মহান্ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। কুন্তী দ্রৌপদীকে গমনোদ্যত দেখিয়া শোকে বিহ্বলা ও সাতিশয় কাতরা হইয়া গদ্গদস্বরে অতিকষ্টে কহিলেন, "বৎসে! দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না, তুমি স্ত্রীধর্ম্মাভিজ্ঞ, সুশীলা, সাধ্বী ও সদাচারব্রতী, তোমার গুণে উভয় কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে, অতএব স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তোমাকে উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই। হে অনঘে! কৌরবেরা পরম-ভাগ্যবান্,যেহেতু, তোমার কোপানলে তাহারা দগ্ধ হয় নাই। বৎসে! আমি সর্ব্বদাই তোমার শুভানুধ্যান করিতেছি; তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর; পথে কিছুমাত্র অমঙ্গল হইবে না। ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয় জানিয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীর চিত্ত কখনই বিকৃত হয় না; তুমি গুরুজন ও ধর্ম্ম কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া অচিরকালমধ্যে শ্রেয়োলাভ করিবে সন্দেহ নাই। বনে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক সহদেবের রক্ষণাবেক্ষণ করিও, তিনি যেন এই দুঃসহ দুঃখ পাইয়া বিষণ্ণ না হয়েন।" মুক্তবেণী দ্রৌপদী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শোণিতাক্ত একমাত্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অবিরলবিগলিত-জলধারাকুল-লোচনে অনাথার ন্যায় প্রস্থান করিলেন। তিনি অশ্রুমুখী হইয়া দীনহীনের ন্যায় গমন করিতেছেন দেখিয়া পৃথা দুঃখে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে,তাঁহার পুত্রেরা বস্ত্রাভরণবিহীন; মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া লজ্জানম্রমুখে গমন করিতেছেন; শত্রুবর্গ হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং বন্ধুবান্ধবগণ শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পুত্রদিগকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সমীপস্থ হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, "হায়, কি বিধিবিপর্য্যয়! যাহারা ভ্রমেও অধর্ম্মপথে পদার্পণ করে নাই,সর্ব্বদা যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর, অকপট ভক্তিসহকারে দেবার্চ্চনা করে, উদারস্বভাব ও সচ্চরিত্রের অগ্রগণ্য, তাহাদিগের এই বিষম ব্যসন উপস্থিত হইল; এক্ষণে কাহাকে অপরাধী করিব, আমারই ভাগ্যদোষ বলিতে হইবে। আমি অতি হতভাগিনী, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত অশেষগুণালঙ্কৃত হইলেও তোমাদিগকে এই দুঃসহ দুঃখ ও অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতে হইল। তোমরা অসাধারণ বল, বীর্য্য, তেজ ও উৎসাহসম্পন্ন হইয়া দীনহীনের ন্যায় কিরূপে দুর্গম বনস্থলীতে বাস করিবে? যদ্যপি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম যে, তোমাদিগকে বনবাস করিতে হইবে, তাহা হইলে পাণ্ডুর মরণানন্তর আর আমরা বারণাবতে প্রত্যাগমন করিতাম না। তোমাদিগের পিতাই ধন্য, তাঁহাকে এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না; তিনি পরমসুখে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন এবং সেই অতীন্দ্রিয়জ্ঞান-সম্পন্ন মাদ্রীও পরম ধন্যা, যেহেতু, তাঁহাকেও পুত্রদিগের দুরবস্থা সন্দর্শন করিতে হইল না। আমি অতি পাপীয়সী, মাদৃশী হতভাগিনী রমণী ধরণীতলে আর কেহই নাই; আমার জীবিততৃষ্ণায় ধিক্, অদৃষ্টে যে কত ক্লেশ আছে, কিছুই বলিতে পারি না। হে পুত্রগণ! আমি বহুকষ্টে তোমাদিগকে লাভ করিয়াছি, তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, আমি তোমাদিগের সহিত বনে গমন করিব, তথাপি এমন সৎপুত্রদিগকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হা বৎসে দ্রৌপদি! তুমিও কি আমাকে পরিত্যাগ করিবে? বুঝি, বিধাতা জীবগণের অন্ত-বিধানে আমার অন্ত-বিধান করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, নতুবা এখনও কেন জীবিত রহিয়াছি? হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায় রহিলে? শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ কর, তুমি সকলের ত্রাণকর্ত্তা, এই নিমিত্ত লোকে বিপদে পতিত হইলে ভক্তিভাবে তোমাকে স্মরণ করে, অতএব দেখিও, যেন তোমার বিপদ্ভঞ্জন নামে কলঙ্ক হয় না। পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক, ইহারা দুঃখ-ভোগ করিবার উপযুক্ত নহে, উঁহাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ কর। ভীষ্ম,দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি নীতিবিশারদ ব্যক্তিসকল থাকিতে কেন এমন বিপদ্ উপস্থিত হইল? হা মহারাজ পাণ্ডো! তুমি কোথায় রহিয়াছ? বিপক্ষেরা তোমার নিরপরাধী পুত্রদিগকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাসিত করে। নাথ! এমন

সময়ে কি উপেক্ষা করা উচিত? বৎস সহদেব! তুমি নিবৃত্ত হও, কুপুত্রের ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ করিও না, তোমাকে না দেখিলে আমি ক্ষণকালও জীবন-ধারণ করিতে পারিব না। যদি তোমার ভ্রাতারা সত্য-কেই পরমধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা গমন করুন, তুমি নিকটে থাকিয়া আমার পরিত্রাণ কর, তাহা হইলে এই স্থানেই অনুত্তম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে।”

পুত্রবৎসলা কুন্তী এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগের শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া শোক-বিহ্বলা কুন্তীকে নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক ধীরে ধীরে তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পত্নীগণ কৃষ্ণার বনপ্রয়াণ ও দ্যূতমণ্ডলে তাঁহার কেশাকর্ষণ-বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া কৌরবদিগকে নিন্দা করত মুক্ত-কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন এবং কপালে করার্পণ করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের অন্যায়াচরণ সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি শোকাকুল ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া শীঘ্র বিদুরসন্নিধানে দূত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিদুর ধৃতরাষ্ট্র-সদনে উপনীত হইলে রাজা উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র দীর্ঘদর্শী বিদুরকে সমাগত জানিয়া ভীতচিত্তের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ক্ষত্তঃ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সব্যসাচী, নকুল, সহদেব, ধৌম্য এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী কি প্রকারে গমন করিতেছেন, বল; আমি তাঁহাদিগের বিচেষ্টিত সকল শুনিতে ইচ্ছা করি।”

বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! যুধিষ্ঠির বসন দ্বারা আপনার মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া এবং ভীমসেন বিশাল বাহুদ্বয় অবলোকন করত গমন করিতেছেন; সব্যসাচী বালুকাবপন করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন; সহদেব আবৃত-মুখে ও পরমসুন্দর নকুল আকুলহৃদয়ে ও ধূলিধূসরিত-কলেবরে জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইয়াছেন। আয়তলোচনা সুকুমারী দ্রুপদকুমারী আলুলায়িত-কেশপাশে মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠিত করিয়া রোদন করিতে করিতে রাজার অনুগমন করিতেছেন। পুরোহিত ধৌম্য যাম্য, সাম ও রৌদ্র মন্ত্রসকল গান করত পথে তাঁহা-দিগের সমভিব্যাহারী হইলেন।”

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে বিদুর! পাণ্ডবগণ বিবিধ রূপধারণ করিয়া গমন করিতেছেন, ইহার কারণ কি?”

বিদুর কহিলেন, “হে রাজন্! ধীমান্ যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক শঠতাপূর্ব্বক হৃতরাজ্য ও হৃত-সর্ব্বস্ব হইলেও তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই। তিনি দুর্য্যোধনাদির প্রতি নিয়ত করুণা প্রকাশ করিতেন, তথাপি তাহারা তাঁহাকে ছলপূর্ব্বক রাজ্যভ্রষ্ট করিল, এই ক্রোধে তিনি নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছেন; এই দারুণ দৃষ্টিপাতে কাহাকেও দগ্ধ হইতে না হয়, এই ভাবিয়া তিনি মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া গমন করিতেছেন। বাহুধনদর্পিত ভীমসেন বাহুবলে আমার সমান কেহই নাই, এই মনে করিয়া শত্রুগণের প্রতি বাহুবলের অনুরূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করত বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া যাইতেছেন। ধনঞ্জয় শরবর্ষণ উদ্দেশে বালুকা বর্ষণ করিতেছেন. তিনি দুঃসহ বালুকাবর্ষণের ন্যায় অরাতিগণের প্রতি শরবর্ষণ করিবেন। কেহ চিনিতে না পারে, এই জন্য সহদেব আবৃতমুখ হইয়াছেন। নকুল স্ত্রীগণের মনোমোহিনী মূর্ত্তি গোপন করিবার আশয়ে সর্ব্বাঙ্গ পাংশুলিপ্ত করিয়াছেন। রজস্বলা শোণিতার্দ্র-বসনা মুক্তকেশী দ্রৌপদী রোদন করিতে করিতে কহিতেছেন, ‘আমি যাহাদের নিমিত্ত এই দারুণ দশান্তর প্রাপ্ত হইলাম, চতুর্দ্দশ বর্ষে তাহাদের রজস্বলা ভার্য্যারা পতি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধব নষ্ট হইলে শোণিতদিগ্ধাঙ্গী, মুক্তকেশী ও কৃততর্পণা হইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিবে।’ কুশহস্ত ধৌম্য পুরোহিত ‘ভরতকুল নিহত হইলে কুরুকুলের গুরুগণ এইরূপ সাম

গান করিবে, এই কথা কহিয়া সাম ও যাম্য গান করত অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। পৌরগণ সাতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতেছেন যে, 'হা! দেখ, আমাদের রক্ষাকর্ত্তারা গমন করিতেছেন! কুরুবৃদ্ধগণের চেষ্টা নিতান্ত বালকের ন্যায়; অতএব তাঁহাদের আচরণে ধিক্; তাঁহারা লোভপরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডুর উত্তরাধিকারিগণকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। আমরা পাণ্ডবহীন হইয়া অনাথ হইলাম, দুর্ব্বিনীত লুব্ধপ্রকৃতি কৌরবগণের প্রতি আমাদের প্রীতি কোথায়?' পুরবাসিগণ এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে; পাণ্ডবেরাও আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে করিতে বনগমন করিলেন। সেই মহাপুরুষেরা হস্তিনা হইতে প্রস্থান করিলে পর বিনা মেঘে বিদ্যুৎপ্রকাশ, ভূমিকম্প ও নগরমধ্যে উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং রাহুগ্রহ বিনা পর্ব্বে দিবাকরকে গ্রাস করিল: মাংসভোজী গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ দেবালয়, অশ্বত্থাদি বৃক্ষ, প্রাচীর ও অট্টালিকাতে নিনাদ করিতেছে। মহারাজ! আপনার দুর্ম্মন্ত্রণায় ভরতকুল-বিনাশের নিমিত্ত এই সকল অশিবসূচক লক্ষণ আবির্ভূত হইতেছে।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধীমান্ বিদুর এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষিপরিবৃত দেবর্ষিসত্তম নারদ সভামধ্যে কুরুগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্করবাক্যে কহিলেন, "অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বলে কুরুকুল নির্ম্মূলিত হইবে।" তিনি এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মশোভা ধারণপূর্ব্বক শীঘ্র আকাশরথ অবলম্বন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং সুবলনন্দন শকুনি দ্রোণাচার্য্যকে প্রধান অবলম্বন বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবদিগের রাজ্য তাঁহাকেই প্রদান করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য অসহিষ্ণু দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, "দ্বিজাতিগণ দেবপুত্র পাণ্ডবদিগকে অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি শরণাগত, সর্ব্বপ্রযত্নে অনুরক্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। যাহা হউক, অতঃপর দৈবই মূলাধার। পাণ্ডবগণ ধর্ম্মতঃ পরাজিত হইয়া বনে গমন করিতেছেন, তাঁহারা অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া পরে দুঃখজন্য রোষ ও অমর্ষপরবশ হইয়া বৈরনির্য্যাতন করিবেন। আমিও সখিবিদ্রোহে দ্রুপদ রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলে, তিনি আমার প্রাণসংহারের নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইরূপ যাগ, উপযাগ ও তপস্যা দ্বারা ধনু, কবচ ও শরধারী অগ্নিবর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুত্র ও ক্ষীণমধ্যা অনিন্দিতা দ্রৌপদী-কন্যা লাভ করিলেন; সেই দেবদত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের শ্যালক; তিনি তাঁহাদিগের প্রিয়তর হইয়াছেন; এই নিমিত্ত আমি মর্ত্ত্যধর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়াছি। 'ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের মৃত্যুস্বরূপ', এই কথা বিশেষরূপে প্রথিত আছে, দ্রুপদনন্দন আমার বধের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছে; এক্ষণে তাহার বৈরনির্য্যাতনের উত্তম অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অতএব শীঘ্র সাবধান হও। বিশেষতঃ শত্রুঘাতী দ্রুপদ তাঁহাদের পক্ষ হইয়াছেন। হে কৌরবগণ! যে অর্জ্জুন রথী এবং মহারথ-গণনা-সময়ে অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন, যিনি আমার নিতান্ত প্রীতিপাত্র, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা অপেক্ষা পৃথিবীমধ্যে অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যাহা হউক, তোমার এই সুখ হেমন্তকালীন তালচ্ছায়ার ন্যায় মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী; অতএব প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, ভোগ কর এবং দান কর; ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলেই তোমাকে বিপন্ন হইতে হইবে।"

ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ক্ষত্তঃ! আচার্য্য মহাশয় যথার্থ কহিতেছেন, অতএব তুমি পাণ্ডবগণকে প্রত্যাবৃত্ত কর। যদি তাহারা প্রত্যাবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে শস্ত্র, রথ, পদাতি ও ভোগ দ্বারা সৎকৃত করিয়া বিদায় কর।"

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনে গমন করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতেতেছেন, ইত্যবসরে সঞ্জয় আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি পাণ্ডবদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইয়াছেন, অতএব বিষাদের কারণ কি?" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "মহারথ মহাবীর যুদ্ধবিশারদ পাণ্ডবগণের সহিত যাহাদের শক্রতা, তাহাদের নির্ব্বিবাদ স্বপ্নের অগোচর।" তখন সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তোমারই অদৃষ্টক্রমে এই মহতী শক্রতা সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনবরত লোক বিনাশ হইবে। যৎকালে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবসহধর্ম্মিণী ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিবার পরামর্শ করে, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাহাকে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন। দুরাত্মা তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া পাঞ্চালীকে আনয়ন করিতে আদেশ দিয়া প্রতিকামী সূতপুত্রকে প্রেরণ করিল। দেবগণ যাহাকে পরাভব করিতে বাঞ্ছা করেন, ক্রমে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হয়, সে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া যায়। বুদ্ধি কলুষিত ও বিনাশ সমুপস্থিত হইলে পর অন্যায় ন্যায়ের ন্যায়, অনর্থ অর্থের ন্যায় ও অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইতে থাকে। কাল স্বয়ং দণ্ড উদ্যত করিয়া কাহারও মস্তক চূর্ণ করেন না; তাঁহার প্রভাবেই লোকে বিপরীত-বুদ্ধি হইয়া উৎসন্ন হয়। দুরাত্মা সভামধ্যে পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া এই অতি ভয়ানক তুমুলকাণ্ড সমুপস্থিত করিয়াছে। অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞা, যশস্বিনী, অযোনিজা, সূর্য্যবংশসম্ভূতা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিতে দুরাত্মা দ্যূতাসক্ত প্রবঞ্চক ব্যতীত আর কাহার সাহস হয়? রজস্বলা শোণিতপরিপ্লুতা দ্রুপদনন্দিনী সেই সময় পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকালে হৃতরাজ্য, হৃতবস্ত্র, হৃতশ্রীক, সর্ব্বকামবিহীন ও দাসভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; কি করেন, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াও ধর্ম্মরক্ষানুরোধে অগত্যা বলবিক্রমপ্রকাশে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও কর্ণ সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদতনয়াকে কটূক্তি করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই সমুদয় নিতান্ত অনর্থের মূল বোধ হইতেছে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পতিব্রতা দ্রুপদনন্দিনী দুঃখিতান্তঃকরণে দীননয়নে নিরীক্ষণ করিলে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল দগ্ধ হইয়া যায়; বোধ হয়, অদ্য আমার পুত্রগণ একেবারে বিধ্বস্ত হইল। ধর্ম্মচারিণী, রূপযৌবনশালিনী, পাণ্ডবপ্রণয়িনী পাঞ্চালরাজনন্দিনীকে সভায় সমাগত দেখিয়া গান্ধারী প্রভৃতি ভরতবংশীয় মহিলাগণ ও সমুদয় প্রজাগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিল। তাহারা প্রত্যহই দ্রৌপদীর নিমিত্ত অনুশোচন করে। জনপদনিবাসী ব্রাহ্মণগণ পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সায়াহ্নে অগ্নিহোত্রে হোম করেন নাই। তৎকালে মহাঘোর নির্ঘাতশব্দ, উল্কাপাত, সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইতে লাগিল; প্রজাগণের অন্তঃকরণে অকারণে মহাভয় উপস্থিত হইল; হঠাৎ রথশালা দগ্ধ হইতে লাগিল; কুরুকুলক্ষয়ের নিমিত্ত ধ্বজ-সমুদয় ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইল; শৃগাল-সকল দুর্য্যোধনের অগ্নিহোত্র-গৃহমধ্যে ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং গর্দ্দভগণ চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতে লাগিল। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও বাহ্লীক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি বিদুরের পরামর্শানুসারে দ্রৌপদীকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে কহিলাম; পাঞ্চালীও আমার নিকট সরথ সশরাসন পাণ্ডবগণের অদাসত্বরূপ বর লইলেন।

হে সঞ্জয়! তদনন্তর সর্ব্বধর্ম্মবিৎ বিদুর আমাকে কহিলেন যে, 'পাঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ইনি যখন সভামধ্যে আনীতা হইয়াছেন, তখন আর নিস্তার নাই: কুরুবংশের এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। ঐ দেখ, পাঞ্চালী পাণ্ডবগণের সহিত গমন করিতেছেন; উহাঁর এতাদৃশ ক্লেশ দর্শন করিয়া পাণ্ডবেরা কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। বৃষ্ণি ও

মহারথ পাঞ্চালগণ। সত্যসন্ধ বাসুদেব কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। অর্জ্জুন পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া আসিবেন এবং মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাদিগের মধ্যে যমদণ্ডের ন্যায় গদা ঘূর্ণন করিতে করিতে আগমন করিবেন। তখন ভূপতিগণ কখনই অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-নির্ঘোষ ও ভীমের ভীম গদাবেগ সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব আমার মতে পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহ অপেক্ষা সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ। পাণ্ডবগণ কৌরবগণ অপেক্ষা অধিকতর বলবান্, একাকী ভীমসেন মহাবল-পরাক্রান্ত মহারাজ জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে সংহার করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর; নিঃশঙ্কচিত্তে উভয় পক্ষ যোগ করিয়া দেও; ইহা করিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।' হে সঞ্জয়! বিদুর আমাকে এই ধর্ম্মার্থসংযুক্ত উপদেশ-বাক্য কহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি পুত্রগণের হিতচিকীর্ষায় তখন তাঁহার সেই উপদেশ গ্রহণ করিলাম না।"

অনুদ্যূতপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

সভাসর্ব্ব সম্পূর্ণ।

এই সভাপর্ব্বেও পূর্ব্বতন লিপিকরগণের প্রমাদবশতঃ অধ্যায়াধিক্য ও শ্লোকাধিক্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঐ আধিক্য যে কোথায় হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় হয় না।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত

মহাভারত

তৃতীয় খণ্ড

বনপর্ব্ব

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত

বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা,

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক্ মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯

বনপর্ব্বের সূচীপত্র।

মহাভারত

বনপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

আরণ্যকপর্ব্বাধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজরাজ! দুরাত্মারা অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে আমার পূর্ব্বপিতামহ পাণ্ডবগণকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া নানাবিধ পরুষবাক্য-প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাদের সহিত বৈরভাব উদ্ভাবিত করিলে পর তাঁহারা রোষাবেশে কি করিয়াছিলেন? সেই ইন্দ্রসদৃশ প্রতাপশালী পাণ্ডুনন্দনগণ সহসা ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া কি প্রকারে অরণ্যমধ্যে কালযাপন করিলেন? তৎকালে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন? সেই শৌর্য্যশালী মহাত্মারা কোন্ বনে কোন্ স্থানে কিরূপ আচরণে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন? কি প্রকারেই বা সকল রমণীর শিরোমণি, রাজপুত্রী, পতিপরায়ণা, মহাভাগা দ্রৌপদী নিতান্ত সুখোচিতা হইয়াও নিদারুণ বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন? হে তপোধন! এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। আপনার নিকট সেই অমিততেজাঃ বীরপুরুষগণের চরিত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা কপটদ্যূতে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিলে পর তাঁহারা জাতক্রোধ হইয়া শস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমান পুরদ্বার দিয়া হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভৃত্য স্ত্রীগণ-সমভিব্যাহারে সত্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদের অনুগামী হইল। পুরবাসিগণ তাঁহাদের বনগমনবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া নির্ভয়চিত্তে ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে বারংবার নিন্দা করত কহিতে লাগিলেন, "যেখানে শকুনির নিকটে শিক্ষিত দুরাত্মা দুর্য্যোধন কর্ণ ও দুঃশাসনের সাহায্যে রাজ্য করিতে অভিলাষী, সেখানে আমাদের কুল ও গৃহ প্রভৃতি সমুদয়ই নষ্ট হইয়াছে। পাপসহায় পাপাত্মা দুর্য্যোধন যেখানে রাজ্য করেন, সেখানে সুখের কথা দূরে থাকুক, কুল, আচার, ধর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতি কিছুই থাকে না। ঐ পাপাত্মা গুরুজনদ্বেষী,আচারভ্রষ্ট, সৌহার্দ্দশূন্য, অর্থলুব্ধ, অহঙ্কৃত, নীচপ্রকৃতি ও নিষ্ঠুর ঐ দুরাত্মার শাসনে সমুদয় মেদিনীমণ্ডল একেবারে উৎসন্ন হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব করুণার্দ্র-হৃদয়, জিতেন্দ্রিয়, কীর্ত্তিমান্, ধর্ম্মাচারপরায়ণ, মহাত্মা পাণ্ডবগণ যেখানে গমন করিতেছেন, আমরাও সকলে সেইখানে গমন করি।" পৌরগণ এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের সমীপে গমনপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "হে ক্ষেমাস্পদ মহাত্মগণ! আপনারা এই দুঃখভাগীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন?

আমরাও আপনাদের অনুগামী হইব। নির্দ্দয় শত্রুগণ অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক আপনাদিগকে পরাভব করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া আমরা সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি। আমরা অপনাদিগের ভক্ত, অনুরক্ত, সুহৃদ্, প্রিয়কারী এবং সতত শুভানুধ্যায়ী; আপনারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমরা সেই ন্যায়পরাঙ্মুখ কুরুরাজের অধিকারে বাস করিলে নিশ্চয়ই সমূলে বিনষ্ট হইব। হে পাণ্ডবগণ! গুণ ও দোষ, সৎ ও অসৎ সংসর্গ হইতে যেরূপ সংক্রামিত হয়, শ্রবণ করুন। যেমন বস্ত্র, জল, তিল ও ভূমি কুসুমসংসর্গে সুরভিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান্ করিতে পারে। মূঢ়সমাগম কেবল মোহজালের আকর আর নিত্য সাধুসমাগম কেবল ধর্ম্মের আবহ; অতএব প্রজ্ঞাশীল, বৃদ্ধ, সুশীল ও শমপরায়ণ সাধুগণের সহবাসই কর্ত্তব্য। যাহাদিগের কুল, কর্ম্ম ও বিদ্যা এই তিনই পরিশুদ্ধ, তাহাদিগেরই সেবা করা উচিত; তাহাদিগের সহবাস শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষাও গরীয়ান্। আপনারা পুণ্যশীল, আমরা সৎকর্ম্মপরিবর্জ্জিত হইলেও পুণ্যশীলগণের সহবাসে পুণ্য লাভ করিতে পারিব, কিন্তু পাপসেবায় নিরত থাকিলে আরও পাপপঙ্কে পতিত হইতে হইবে। অসাধু ব্যক্তিকে দর্শন, স্পর্শ এবং তাহার সহিত আলাপ ও সহবাস করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। পুরুষগণের বুদ্ধি অধমসমাগমে অধম, মধ্যমসমাগমে মধ্যম ও উত্তমসমাগমে উত্তম হইয়া উঠে। মহাত্মগণ যে সকল গুণ ধর্ম্মকামার্থসম্ভূত, লোকাচারনিয়ন্ত্রিত, বেদোক্ত এবং শিষ্টসম্মত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, আপনারা সেই সমস্ত গুণে গুণবান্; আমরা শ্রেয়োভিলাষী, সুতরাং আপনাদের সহিত বাস করিতে বাসনা করি।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমরাই ধন্য, কেন না, আমাদের যে সকল গুণ বাস্তবিক নাই, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রজাগণ স্নেহ ও কারুণ্যরসপরবশ হইয়া তাহাও কীর্ত্তন করিতেছেন; অতএব আমি ভ্রাতৃগণের সহিত সকলকে যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনারা আমার প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পা করিয়া তাহার অন্যথা করিবেন না। পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, জননী কুন্তী এবং অনেকানেক বন্ধু-বান্ধবগণ হস্তিনানগরে রহিলেন। তাঁহারা শোকসন্তাপে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আপনারা সকলে মিলিত হইয়া অন্ততঃ আমাদের হিতকামনায় তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। আমি বন্ধুবান্ধবগণকে আপনাদের সমীপে সমর্পণ করিলাম, আপনারা তাঁহাদের প্রতি স্নেহান্বিত হইয়া আমাদের সহ-গমনে নিবৃত্ত হউন; তাহা হইলেই আমার তুষ্টিসাধন ও সৎকার করা হয়।"

ধর্ম্মরাজ প্রজাগণকে এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া বিদায় করিলে তাহারা একত্র হইয়া "হা রাজন্!" বলিয়া আর্ত করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং কৌন্তেয়গণের গুণরাশি স্মরণপূর্ব্বক অতি কাতরচিত্তে অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইল। পৌরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে পাণ্ডবেরা রথারোহণপূর্ব্বক জাহ্নবীতীরে প্রমাণ-নামক মহাবট লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দিবাবসানে তথায় উপস্থিত হইয়া পবিত্র জল স্পর্শ করিলেন এবং কেবল ঐ জলমাত্র পান করিয়া অতি কষ্টে সেই রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। কতকগুলি সাগ্নিক ও অনগ্নিক ব্রাহ্মণ স্নেহবশতঃ বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছিলেন; রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল ব্রহ্মবাদিগণে পরিবৃত হইয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ হোমাগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক ব্রহ্মবাদসহকৃত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আশ্বাসনবাক্যে কুরুকুলচূড়ামণি ধর্ম্মরাজের চিত্ত-বিনোদন করত রজনী অতিবাহিত করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রজনী প্রভাত হইলে ভিক্ষাভোগী ব্রাহ্মণগণ বনগমনোন্মুখ পাণ্ডবগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আমরা গতসর্ব্বস্ব, হৃতরাজ্য ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে ফলমূলামিষাহারী হইয়া অরণ্যে গমন করিতেছি, অরণ্য হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ অতি ভয়ঙ্কর স্থান; তথায় গমন করিলে আপনাদের ক্লেশের

পরিসীমা থাকিবে না; ব্রাহ্মণগণের ক্লেশে আমার কথা দূরে থাকুক, দেবতাগণকেও অবসন্ন হইতে হয়; অতএব আপনারা এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন।”

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, “রাজন্! আপনাদের যে গতি, আমরাও সেই গতি প্রাপ্ত হইতে উদ্যত হইয়াছি। আমরা ধর্ম্মদর্শী ও আপনাতে নিতান্ত অনুরক্ত, আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিত নহে। দেবতারাও অনুরক্তগণ, বিশেষতঃ ধর্ম্মচারী ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে দ্বিজগণ! আমি ব্রাহ্মণগণের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকি, কিন্তু এই নিরবলম্ব অবস্থা আমাকে অবসাদিত করিতেছে। যাঁহারা ফল, মূল ও মৃগ আহরণ করিয়া আপনাদিগকে প্রতিপালন করিবেন, সেই ভ্রাতৃগণ দ্রৌপদীর নিগ্রহ ও রাজ্যাপহরণ-জনিত শোক-দুঃখে বিমোহিত আছেন, আমি তাঁহাদিগকে ক্লেশকর কর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারিব না।”

ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, “মহারাজ! আমাদের ভরণ-পোষণ জন্য চিন্তা করিবেন না, আমরা স্বয়ং অন্নাহরণপূর্ব্বক জীবন-ধারণ করিয়া জপ ও ধ্যান দ্বারা আপনাদের মঙ্গল-বিধান এবং মনোহর উপাখ্যান কথন দ্বারা চিত্ত-বিনোদন করিব।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “দ্বিজগণ হইতে আমার সকল শোক-সন্তাপ দূরীভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আমি আপনার অসমর্থতাবশতঃ তদ্বিষয়ে হতাশ হইতেছি। হে বিপ্রগণ! আপনারা কেবল আমার প্রতি অনুরাগ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ-ভোগ ও স্বয়ং আহরণ করিয়া ভোজন করিবেন, ইহা আমি কি প্রকারে দর্শন করিব? আঃ পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ! তোমাদিগকে ধিক্!” এই বলিয়া যুধিষ্ঠির শোকাভিভূত হইয়া ভূমিতলে উপবিষ্ট হইলেন।

তখন অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ সাংখ্যযোগাভিজ্ঞ শৌনক-নামা দ্বিজ যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “মহারাজ! শোকস্থান সহস্র সহস্র এবং ভয়স্থান শত শত আছে। শোক ও ভয় মূঢ় ব্যক্তিকেই প্রতিদিন আক্রমণ করে, পণ্ডিতের কিছুই করিতে পারে না। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জ্ঞান-বিরুদ্ধ, বহু-দোষাকর, অশ্রেয়স্কর কর্ম্মে কদাচ আসক্ত হয়েন না। হে রাজন্! আপনার বুদ্ধি অষ্টাঙ্গসম্পন্ন, অশিবনাশিনী ও শ্রুতি-স্মৃতির অনুগামিনী, অতএব ভবাদৃশ ব্যক্তিরা কি অর্থকৃচ্ছ্র, কি দুর্গতি, কি আত্মীয়-জনের বিপদ্, কি শারীরিক ও মানসিক দুঃখ কিছুতেই অবসন্ন হয়েন না। পূর্ব্বকালে মহাত্মা জনক যে সকল আত্মব্যবস্থাপক শ্লোক গান করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। বিশ্বসংসার শারীরিক ও মানসিক এই দ্বিবিধ দুঃখে পীড়িত হইয়া আছে, যে উপায় দ্বারা তাহার প্রত্যেক বা সমুদয়ের উপশম করা যায়, তাহা কহিতেছি। ব্যাধি, অনিষ্টাপাত, পরিশ্রম ও ইষ্টবিনাশ এই চতুর্ব্বিধ কারণ শারীরিক দুঃখের প্রবর্ত্তক। প্রতীকার দ্বারা ব্যাধির ও অননুধ্যান দ্বারা আধির শান্তি হয়। এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ বৈদ্যেরা প্রথমেই প্রিয়কথন ও ভোগ্যবিষয় প্রদান করিয়া মানবের মানসিক দুঃখ প্রশমিত করেন। যেমন অয়ঃপিণ্ড পরিতপ্ত হইলে তদ্দ্বারা কুম্ভস্থিত জলও উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে শরীরও পরিতাপিত হয়। যেমন জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবে। মনোব্যথা প্রশমিত হইলে শারীরিক দুঃখও বিনষ্ট হইয়া যায়। স্নেহ মানসিক দুঃখের মূল: জীবগণ স্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়। স্নেহ কেবল দুঃখের মূল, এমত নহে, উহা ভয়, শোক, হর্ষ এবং আয়াসেরও প্রবর্ত্তক; স্নেহ হইতে মনের বিকৃতি ও বিষয়াসক্তি উৎপন্ন হয়। এই দুই দোষের মধ্যে প্রথমটি অতিশয় গুরুতর। কোটরস্থিত অগ্নি যেমন বৃক্ষের সমুদয় অংশ ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ বিষয়াসক্তি অত্যল্প হইলেও সমুদয় ধর্ম্মার্থ ধ্বংস করিয়া থাকে। বিষয় হইতে বিমুক্ত হইলেই বিষয়ত্যাগী হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয়-সমাগম-সময়েও দোষদর্শী, নির্ব্বিরোধ ও নিরবগ্রহ হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ বৈরাগ্য লাভ

করে। অতএব অর্থসঞ্চয় দ্বারা মিত্রগণ হইতে স্নেহ লাভ কারবার অভিলাষ করিবে না এবং জ্ঞান দ্বারা স্বীয় স্নেহকে বিনিবর্ত্তিত করিবে। জল যেমন পদ্মপত্রে সংযুক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ স্নেহও জ্ঞানবান্, কৃতাত্মা, শাস্ত্রজ্ঞ যোগীতে আসক্ত হইতে পারে না।

বিষয়ানুরাগ হইতে কামনা উৎপন্ন হয়, কামনা হইতে ইচ্ছা জন্মে, ইচ্ছা হইতে তৃষ্ণা সংবর্দ্ধিত হয়। এই সর্ব্বপাপময়ী তৃষ্ণা নিয়ত উদ্বেগকরী, অধর্ম্মবহুলা এবং পাপপ্রসবিনী। দুর্ম্মতিগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, পুরুষ জীর্ণ হইলেও যে জীর্ণ হয় না, সেই প্রাণান্তকারী রোগস্বরূপ তৃষ্ণাকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই-ই যথার্থ সুখী। এই তৃষ্ণা নরগণের পারমিত দেহের অন্তর্গত বটে, কিন্তু ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই; ইহা অযোনিজ অনলের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে বিনষ্ট করে কাষ্ঠ যেমন স্বসমুত্থিত হুতাশনে দগ্ধ হয়, সেইরূপ অকৃতাত্মা ব্যক্তি সহজাত লোভ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাণিগণ যেরূপ মৃত্যুকে ভয় করে, সেইরূপ অর্থবান্ ব্যক্তি রাজা, সলিল, অগ্নি, চৌর ও স্বজন হইতে প্রতিনিয়ত ভয় প্রাপ্ত হয়। যেমন আমিষ আকাশে থাকিলে পক্ষিগণ, ভূতলে শ্বাপদগণ ও সলিলে থাকিলে মৎস্যগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনবান্ ব্যক্তি যেখানে থাকুক, সর্ব্বত্রই আক্রান্ত হয়। কোন কোন ব্যক্তির অর্থ কেবল অনর্থের মূল হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি অর্থে একান্ত আসক্ত, সে অন্য কোন প্রকার শ্রেয়ই লাভ করিতে পারে না। এই জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্ব্বপ্রকার অর্থাগমকে লোভ, মোহ, ভয় ও উদ্বেগের মূলীভূত বলিয়া জানেন। লোকে অর্থের উপার্জ্জন, রক্ষণ ও ব্যয় এই তিন বিষয়েই যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করয়িা থাকে; অনেকে অর্থের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত অতিকষ্টে অর্থরূপ শত্রুকে লাভ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু উহা যে প্রাণনাশের কারণ হইয়া উঠে, তাহা একবারও চিন্তা করে না।

মূঢ় ব্যক্তিরাই অসন্তোষপরায়ণ হয়, পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন; পিপাসার অন্ত নাই; সন্তোষই পরম সুখ; এই জন্য পণ্ডিতগণ এই সংসারে সন্তোষকে প্রধান বলিয়া জানেন।

রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য্য এবং প্রিয় নিবাস সকলই অনিত্য, পণ্ডিতগণ এই সমস্ত অচিরস্থায়ী বিষয়ে কদাচ লোভ করেন না। ধনসঞ্চয় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। কোন সঞ্চয়ী ব্যক্তিকেই নিরুপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায় না; এই নিমিত্ত ধার্ম্মিক পুরুষেরা অর্থোপার্জ্জনপরাঙ্মুখ ব্যক্তিকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। যিনি ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিবার নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ। পঙ্কলিপ্ত হইয়া পুনরায় তাহা প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ না করাই উচিত। অতএব হে যুধিষ্ঠির! তুমি সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হও; যদি ধর্ম্মোপার্জ্জনে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অর্থাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে ব্রহ্মন্! স্বয়ং উপভোগ করিবার নিমিত্ত আমি অর্থলাভের ইচ্ছা করিতেছি না। আমার অর্থাকাঙ্ক্ষা কেবল বিপ্রগণের ভরণ-পোষণ করিবার নিমিত্ত, লোভপ্রযুক্ত নহে। মাদৃশ গৃহস্থেরা অনুগত জনের ভরণ-পোষণ না করিয়া কিরূপে ক্ষান্ত থাকিতে পারে? দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল প্রাণীই বিভাগ করিয়া ভোজন করে এবং যাঁহারা স্বয়ং পাক করেন না, গৃহস্থগণ তাঁহাদিগকে অন্নদান করিয়া থাকেন। সাধুগণের গৃহে তৃণ, ভূমি, জল ও সুনৃতবাক্য এই চারি দ্রব্যের কোন কালেই অপ্রতুল থাকে না। গৃহস্থ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্ত ব্যক্তিকে আসন, তৃষিত ব্যক্তিকে পানীয়, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভোজন ও অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি নয়ন, মন ও প্রিয়বচন প্রয়োগ এবং উত্থানপূর্ব্বক আসন প্রদান করিবেন, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক সকলের সমীপে গমন ও ন্যায়তঃ সকলের অর্চ্চনা করা উচিত। অগ্নিহোত্র, বৃষভ, জ্ঞাতি, অতিথি, বান্ধব, পুত্র, কলত্র ও ভৃত্যগণ ইহারা সৎকার প্রাপ্ত না

হইলে গৃহস্থকে দগ্ধ করে। আপনার নিমিত্ত অন্ন পাক করিবে না, বৃথা পশুহিংসা করিবে না এবং যাহা বিধিপূর্ব্বক বপন করা হয় নাই, স্বয়ং তাহা উপযোগ করিবে না। সায়ং ও প্রাতঃকালে কুক্কুর, চণ্ডাল এবং পক্ষিগণের উদ্দেশে ভূমিতে অন্নবপনরূপ বৈশ্বদেবনামক বলিপ্রদান করিবে। ভুক্তশেষ বিঘস ও যজ্ঞশেষ অমৃতস্বরূপ হয়; অতএব লোকে প্রতিদিন বিঘসাশী ও অমৃতভোজী হইবে। গৃহস্থ সকল কর্ম্মে চক্ষু ও মন প্রদান করিবে, সতত সুনৃতবাদী হইবে এবং সযজ্ঞ ও পঞ্চদক্ষিণ হইয়া অনুগমন ও উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রান্ত পথিককে অবিশ্রান্ত অন্নদান করেন, তিনিই মহৎ পুণ্যফল লাভ করেন। হে বিপ্র! যিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া এই প্রকার ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহার ধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাশয়! আপনি কি বোধ করেন ?”

শৌনক কহিলেন, “হা! কি কষ্টের বিষয়! এ জগতে কিছুরই সামঞ্জস্য নাই; সাধু ব্যক্তি যে কর্ম্মে লজ্জিত হন, অসজ্জনেরা তাহাতে পরিতুষ্ট থাকে। মোহ, রাগ ও বিষয়ের বশবর্ত্তী মূঢ় লোক শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া জীবন ধারণ করে। যেমন দুষ্ট অশ্ব সারথিকে কুপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্তচেতাঃ মনুষ্যকে কুপথগামী করে। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত হইলেই তাহাদের নিকট পূর্ব্বসংকল্পজনিত মনের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। মূঢ় ব্যক্তির মন যখন ইন্দ্রিয়-বিষয়ভোগে ধাবিত হয়, তৎকালে তাহার ঔৎসুক্য ও প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়, তদনন্তর ঐ মূঢ় সংকল্পের বীজভূত কামনা কর্ত্তৃক বিষয়শরে বিদ্ধ হইয়া জ্যোতিলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায় লোভাগ্নিতে পতিত হয় এবং পরে যথেচ্ছ আহার-বিহারে মুগ্ধ হইয়া ভোগসুখে এরূপ নিমগ্ন থাকে যে, আপনাকেও বুঝিতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই প্রকারে ইহ-সংসারে অবিদ্যা, কর্ম্ম ও তৃষ্ণা দ্বারা চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ হইয়া নানা রূপধারণপূর্ব্বক কখন জলে, কখন ভূতলে, কখন বা আকাশে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করত ব্রহ্মা অবধি তৃণপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। হে যুধিষ্ঠির! মূঢ়গণের গতি এই প্রকার; এক্ষণে পণ্ডিতগণের বিষয় শ্রবণ কর। প্রাজ্ঞব্যক্তিরা মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায় সতত সাবধান হইয়া কল্যাণকর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। অতএব হে রাজন্! আপনি কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক এই বেদবাক্যের অনুবর্ত্তী হউন। অভিমানসহকারে ধর্ম্মাচরণ করিবে না। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপ, সত্য, ক্ষমা, দম এবং অলোভ, এই অষ্ট প্রকার ধর্ম্মের পথ। ইহার মধ্যে পূর্ব্বচতুষ্টয় পিতৃলোকগমনের উপায়, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্য-বোধে তাহারই অনুষ্ঠান করা উচিত; আর উত্তরচতুষ্টয় দেবলোক-গমনের উপায়; সাধুগণ সতত এই উপায়চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব বিশুদ্ধাত্মা হইয়া এই অষ্টবিধ উপায়ের অনুষ্ঠান করিবে। যাঁহারা সংসারজয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সম্যক্‌রূপে সংকল্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ব্রতবিশেষানুষ্ঠান, গুরুসেবা, নিয়মিত আহার, অধ্যয়ন, কর্ম্মপরিত্যাগ ও চিত্তনিরোধন করিয়া থাকেন। দেবতারা রাগদ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছেন। সাধ্যগণ, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইঁহারা যোগসম্পত্তি দ্বারাই এই সকল প্রজাপালন করিতেছেন। অতএব হে কৌন্তেয়! আপনিও সেই প্রকার শম অবলম্বন করিয়া তপঃসিদ্ধি ও যোগসিদ্ধির চেষ্টা করুন। আপনি পিতৃময়ী, মাতৃময়ী ও কর্ম্মময়ী সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে দ্বিজগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত তপঃসিদ্ধির অন্বেষণ করুন। সিদ্ধব্যক্তিরা যাহা ইচ্ছা করেন, তপঃপ্রভাবে তাহাই করিতে পারেন, অতএব তপস্যা অবলম্বন করিয়া আত্মমনোরথ সফল করুন

তৃতীয় অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শৌনক এই প্রকার কহিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমক্ষে পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভগবন্!

বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ আমার অনুগমন করিতেছেন। আমি অতি দুঃখী ও দানশক্তি-রহিত, ইহাঁদিগকে পালন করিতে নিতান্ত অসমর্থ; কিন্তু পরিত্যাগ করিতেও পারি না, এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য?”

ধার্ম্মিকপ্রবর ধৌম্য মুহূর্ত্তকাল ধর্ম্মানুগত উপায় চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “প্রথমে ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া ক্ষুধায় সাতিশয় কাতর হইতে লাগিল। তখন ভূতপ্রসবিতা সূর্য্য করুণাপরতন্ত্র হইয়া উত্তরায়ণে গমনপূর্ব্বক রশ্মিদ্বারা তেজ ও রস উদ্ধৃত করত দক্ষিণায়নে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইলেন। রবি ক্ষেত্রভূত হইলে চন্দ্রমা আকাশ হইতে তেজ উদ্ধৃত করিয়া সলিলদ্বারা ওষধি উৎপাদন করিলেন। তদনন্তর বীজসকল নির্গত হইল। সূর্য্য পরিশেষে চন্দ্রমার তেজোদ্বারা নিষিক্ত ও পবিত্র-মধুরাদি-রসসম্পন্ন ওষধিরূপে পরিণত হইয়া পার্থিব প্রাণিগণের অন্নস্বরূপ হয়েন। এই সূর্য্যাত্মক অন্ন প্রাণিগণের প্রাণধারণের উপায়। অতএব হে রাজন্! সূর্য্যই সর্ব্বপ্রাণীর পিতা। তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও। বিশুদ্ধবংশজাত বিশুদ্ধকর্ম্মা মহাত্মা ভূপতিগণ সমুচিত তপশ্চর্য্যা দ্বারা প্রজাগণকে পরিত্রাণ করেন। ভীম, কার্ত্তবীর্য্য, বৈণ্য ও নহুষ, ইহাঁরা তপস্যা, যোগ এবং সমাধি দ্বারা প্রজাগণকে আপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনিও তাঁহাদিগের ন্যায় সৎকর্ম্মানুশীলন দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়াছেন; এক্ষণে তপোনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মতঃ দ্বিজাতিগণের ভরণপোষণ করুন।”

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! কুরুচূড়ামণি রাজা যুধিষ্ঠির বিপ্রগণের নিমিত্ত কিরূপে বিচিত্রদর্শন সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা ধৌম্য কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সূর্য্যদেবের যে একশত অষ্টনাম কহিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করি, আপনি অবহিত, সমাহিত ও শুচি হইয়া শ্রবণ করুন।

ধৌম্য কহিলেন, “ওঁ সূর্য্য, অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান্, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, শৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি, জাঠরাগ্নি, ঐন্ধনাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সংবৎসরকর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যক্তাব্যক্ত পুরুষ, শাশ্বতযোগী, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, স্রষ্টা, সংবর্ত্তক, বহ্নি, সর্ব্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, শয়, বিশাল, বরদ, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিসুত, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা ও মৈত্রেয়। স্বয়ম্ভু অমিততেজাঃ সূর্য্যের এই অষ্টোত্তরশত নাম কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আমি হিতের নিমিত্ত সুরগণ, পিতৃগণ ও যক্ষগণ কর্ত্তৃক সেবিত, অসুর, নিশাচর ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক বন্দিত এবং কনক ও হুতাশনের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ভাস্করকে প্রণিপাত করি। যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়সময়ে সুসমাহিত হইয়া সূর্য্যদেবের এই অষ্টোত্তরশত নাম পাঠ করে, তাহার পুত্র, কলত্র, ধন, রত্ন, ধৃতি, মেধা ও জাতিস্মরত্ব লাভ হয়। পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইয়া দেবেশ্বর দিবাকরের এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিলে শোক, বন, অগ্নি ও সাগর হইতে পরিত্রাণ এবং অভীষ্টসিদ্ধি হয়।”

রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্যের তৎকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সংযতচিত্তে পুষ্পোপহার ও বলিদ্বারা দিবাকরের অর্চ্চনা করত তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জলে অবগাহনপূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখ হইয়া প্রাণায়ামসহকারে একাগ্রচিত্তে পবিত্র-বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। “হে ভানো! তুমি জগতের চক্ষু, তুমি সকল দেহীর আত্মা, তুমি সকল জীবের জনক এবং ক্রিয়াবানের ক্রিয়া; তুমি সাংখ্যদিগের গতি ও

যোগিগণের প্রধান আশ্রয়; তোমার পথ অনাবৃত ও অনর্গল; তুমিই মুমুক্ষুদিগের গতি, তুমি লোক-সকল ধারণ, প্রকাশ, পবিত্র ও অকপটে প্রতিপালন করিতেছ; বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ আপন আপন শাখা-বিহিত মন্ত্র দ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করেন ও বাঞ্ছিত ফল-প্রার্থনায় তোমার অপ্রতিহতগতি দিব্য রথের অনুগমন করিয়া থাকেন; সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, গুহ্যক ও পন্নগগণ, নারায়ণ, ইন্দ্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা ও বৈমানিকগণ তোমাকে কামনা করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; প্রধান প্রধান বিদ্যাধরগণ দিব্য মন্দারমালা দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিয়া আপনাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন; গুহ্যক, দিব্য ও মানুষ সপ্তপিতৃগণ, বসু, মরুৎ, রুদ্র, সাধ্য এবং মরীচিপায়ী বালখিল্য প্রভৃতি সিদ্ধগণ তোমার পূজা করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন; যাহা তোমাতে নাই, তাহা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সপ্তলোকে নাই। অন্যান্য অনেক তেজস্বী ও মহৎ মহৎ জীব আছে, কিন্তু তোমার যে প্রকার দীপ্তি ও প্রভাব, তাহা আর কাহারও নাই; তোমাতেই সত্য, সত্ত্ব, সকল জ্যোতিঃ ও সমুদয় সাত্ত্বিকভাব বিদ্যমান; তুমিই সকল জ্যোতির অধীশ্বর; নারায়ণ যদ্দ্বারা দানবগণের দর্পহারী হইয়াছেন, বিশ্বকর্ম্মা তোমারই তেজোদ্বারা সেই সুনাভ চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তুমি নিদাঘসময়ে রশ্মি দ্বারা তেজ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার বর্ষাকালে সমুদয় প্রাণী ও ওষধিগণকে সেই তেজ বিতরণ কর; তোমার কিরণজালের মধ্যে কতকগুলি ঘনীভূত হইয়া বর্ষাকালে গর্জ্জন, বিদ্যোতন ও বারি-বর্ষণ করে; শীত-বাতার্দ্দিত ব্যক্তিরা তোমার করনিকর দ্বারা যেরূপ সুখানুভব করে, কি অগ্নি, কি প্রাবরণ, কি কম্বল, কেহই সেরূপ সুখ প্রদান করিতে পারে না। তুমি ত্রয়োদশদ্বীপা পৃথিবীকে কিরণ দ্বারা উদ্ভাসিত কর; তুমি ভুবন-ত্রয়ের একমাত্র শুভদাতা; যদ্যপি তোমার উদয় না হয়, তাহা হইলে এই জগৎ অন্ধতমসে আবৃত হইয়া থাকে ও পণ্ডিতগণ ধর্ম্মার্থকামেও প্রবৃত্ত হইতে পারেন না; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তোমার প্রসাদে আধান, পশুবন্ধ, ইষ্টি, মন্ত্র, যজ্ঞ, প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করেন। কালজ্ঞ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, তুমিই সহস্র-যুগপরিমিত ব্রাহ্ম দিবসের আদি ও অন্ত, তুমি সমুদয় মনু, মনুপুত্র, মানব, মন্বন্তর ও সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর; তোমার ক্রোধ-বিনিঃসৃত সংবর্ত্তক-নামা অগ্নি সংহার-সময়ে সমুদয় সংসার ভস্মসাৎ করে, তোমার দীধিতি-সমুৎপন্ন নানাবর্ণ মেঘ ঐরাবত ও অশনি সমভিব্যাহারে আবির্ভূত হইয়া ভূতসমুদয়ের উপপ্লব প্রদর্শন করে এবং তুমি আপনাকে দ্বাদশধা করিয়া দ্বাদশ-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক স্বীয় রশ্মি দ্বারা সমুদয় সাগর শোষণ করিয়া থাক; তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র, তুমি প্রজাপতি, তুমি অগ্নি, তুমি সূক্ষ্মমন, তুমি প্রভু, তুমি সনাতন ব্রহ্ম; তুমি হংস, সবিতা, ভানু, অংশুমালী, বৃষাকপি; তুমি বিবস্বান্, মিহির, পূষা, মিত্র এবং ধর্ম্ম; তুমি সহস্ররশ্মি আদিত্য, তপন ও কিরণাধিরাজ; তুমি মার্ত্তণ্ড, অর্ক, রবি, সূর্য্য, শরণ্য ও দিনকৃৎ; তুমি দিবাকর, সপ্তসপ্তি, ধামকেশী ও বিরোচন; তুমি আশুগামী, তমোহন্তা ও হরিতাশ্ব; যে ব্যক্তি অনির্ব্বিণ্ণ ও অনহঙ্কারী হইয়া ষষ্ঠী বা সপ্তমীতে ভক্তিপূর্ব্বক তোমার পূজা করে, সে লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি অনন্যমনাঃ হইয়া তোমার বন্দনা করে, তাহার আধি-ব্যাধি ও আপদ্ দূরীভূত হয়, তোমার ভক্ত সকল রোগ ও পাপবিবর্জ্জিত এবং চিরজীবী হইয়া সুখে কালযাপন করে; আমি শ্রদ্ধাসহকারে আতিথ্য করি-বার নিমিত্ত অন্ন কামনা করিতেছি। হে অন্নপতে! আমাকে অন্ন প্রদান কর; তোমার চরণাশ্রিত অনুচর-গণকে ও মাঠর, অরুণ, দণ্ড প্রভৃতিকে নমস্কার করি; ক্ষুভা ও মৈত্রী প্রভৃতি ভূতমাতৃগণকে প্রণাম করি; আমি তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলাম, তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন।”

দিবাকর যুধিষ্ঠিরের স্তবে প্রীত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্যমান-শরীরে তাঁহার সমীপে আবির্ভূত হইলেন ও কহিলেন, “তোমার সমুদয় অভিলাষ সফল হইবে। আমি দ্বাদশ বৎসর অন্ন

প্রদান করিব। হে নরাধিপ! আমার প্রদত্ত তাম্রনির্ম্মিত এই স্থালী গ্রহণ কর; পাঞ্চালী অনাহারী হইয়া যাবৎ এই পাত্র রক্ষা করিবে, তাবৎ পাকশালায় পক্ক ফল, মূল, শাক, আমিষ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ অন্ন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইলে পুনরায় তুমি রাজ্য প্রাপ্ত হইবে।” ভগবান্ মরীচিমালী ইহা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন

যে কোন ব্যক্তি বাঞ্ছিত-ফলপ্রার্থনায় পবিত্র মনে এই স্তোত্র পাঠ করেন, ভগবান্ সহস্রদীধিতি তাঁহাকে তাহাই প্রদান করেন এবং তাঁহার মনোরথ অসুলভ হইলেও পরিপূর্ণ করেন। প্রতিদিন ইহা ধারণ বা শ্রবণ করিলে পুত্রার্থী পুত্র, ধনার্থী ধন এবং বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করেন। যদি স্ত্রী কিংবা পুরুষ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ইহা পাঠ করেন, তাহা হইলে আপদ্ ও বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। প্রথমে ব্রহ্মা এই স্তব মহাত্মা ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন, অনন্তর নারদ ইন্দ্র হইতে এবং ধৌম্য নারদ হইতে প্রাপ্ত হয়েন। রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্যের নিকটে এই স্তোত্র প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইলেন। যিনি ইহা পাঠ করেন, তিনি সংগ্রামে জয় প্রাপ্ত হয়েন, বিপুল ধনলাভ করেন এবং সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা কৌন্তেয় বরলাভানন্তর জল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধৌম্যের পাদবন্দনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রৌপদীর সমীপে গমন করিলেন। পাঞ্চালী তাঁহার বন্দনা করিলে তিনি পাকশালায় গমন করিয়া পাকক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। সেই চতুর্ব্বিধ অন্ন অত্যল্পপরিমাণ প্রস্তুত হইলেও অক্ষয়রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। তিনি সেই অন্ন দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইতেন। তাঁহারা ভোজন করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ বিঘসনামক ভুক্তশেষ স্বয়ং ভোজন করিতেন। তদনন্তর দ্রৌপদী ভোজন করিলে সেই অন্ন নিঃশেষ হইয়া যাইত। দিবাকরসমপ্রভ যুধিষ্ঠির দিবাকর হইতে এইরূপে পূর্ণকাম হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন প্রদানপূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। পাণ্ডবগণ তিথিনক্ষত্রবিশেষ ও পর্ব্বাহে পুরোহিতের অনুবর্ত্তী হইয়া বিধি, মন্ত্র ও প্রমাণানুসারে যজ্ঞার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর স্বস্ত্যয়নপূর্ব্বক ধৌম্যসমভিব্যাহারে দ্বিজগণে পরিবৃত হইয়া কাম্যকবনে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে পর প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মাত্মা অগাধবুদ্ধি বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে বিদুর! তোমার বুদ্ধি শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধির ন্যায় পরিশুদ্ধ; তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা বিলক্ষণ অবগত আছ ও সমুদয় কুরুবংশীয়দিগের প্রতি তোমার সমান ভাব দৃষ্ট হইতেছে; অতএব যাহাতে উভয়কুলের হিত সম্ভবিতে পারে, ঈদৃশ পরামর্শ প্রদান কর। দেখ, যাহা হইবার হইয়াছে; এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? পৌরগণ কিরূপে আমাদিগের বশবর্ত্তী হইবে? হে ক্ষত্তঃ! যাহাতে আমাদিগের সমূলে উন্মূলন না হয়, এমত উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমাকে সৎপরামর্শ প্রদান কর।”

বিদুর কহিলেন, “হে নরেন্দ্র! ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ ত্রিবর্গ ও রাজ্যকে ধর্ম্মমূল কহিয়া থাকেন, অতএব তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বশক্তিপ্রভাবে স্বীয় পুত্রগণ ও পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন কর। দেখ, শকুনি-প্রমুখ পাপাত্মগণ সভামধ্যে অধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তোমার পুত্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া কপটদ্যূতে পরাজয় করিয়াছে। হে মহারাজ! আমি তোমাদিগের এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত এক উপায় স্থির করিয়াছি, উহা অবলম্বন করিলে তোমার পুত্র স্বকৃত পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত ও জনসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে। হে রাজন্! তুমি পাণ্ডবগণকে যাহা প্রদান করিয়াছিলে, তাঁহারা তৎসমুদয় পুনঃপ্রাপ্ত হউন। হে ভূপতে! স্বধনে পরিতৃপ্ত হওয়া

ও পরধনে লোভ না করাই রাজাদিগের পরম ধর্ম্ম। পাণ্ডবগণের তুষ্টি-সম্পাদন ও শকুনির অবমাননা করা তোমার প্রধান কর্ম্ম, ইহা হইলে তোমার যশের হানি, জ্ঞাতিভেদ বা ধর্ম্মলোপ হইবে না। হে মহীপাল! যদি তুমি স্বীয় পুত্রগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হও, তবে সত্বর আমার বাক্যানুসারে কর্ম্ম কর, নতুবা নিশ্চয়ই কুরুকুলের বিনাশ হইবে। ভীমসেন ও অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে কখনই শত্রুগণের শেষ রাখিবেন না। শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব যাঁহাদের ধনু এবং অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ধনঞ্জয় ও বাহুবলশালী বৃকোদর যাঁহাদের যোদ্ধা, এই ভূমণ্ডলে তাঁহাদের অসাধ্য কি আছে? আমি দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্র তোমার হিতসাধনার্থ কহিয়াছিলাম, 'উহাকে পরিত্যাগ কর,' তুমি তখন আমার সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ কর নাই। এক্ষণে তোমাকে পুনরায় অন্য এক হিতবাক্য কহিলাম, যদি এতদনুসারে কার্য্য না কর, পশ্চাৎ পরিতাপ করিতে হইবে। যদি তোমার পুত্র সন্তুষ্টচিত্তে পাণ্ডবগণের সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তোমার আর সন্তাপের বিষয় থাকিবে না। নচেৎ দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে নিগ্রহ করত ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের হস্তে আধিপত্য সমর্পণ কর। অজাতশত্রু পাণ্ডুতনয় রাগদ্বেষশূন্য হইয়া ধর্ম্মতঃ পৃথিবী শাসন করুন; তাহা হইলে সমস্ত ভূপালগণ বৈশ্যগণের ন্যায় আমাদের উপাসনা করিবেন; দুর্য্যোধন, শকুনি ও সূতপুত্র কর্ণ প্রীতিপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের শরণাগত হউক এবং দুঃশাসন সভামধ্যে ভীমসেন ও দ্রৌপদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক। হে রাজন্! তুমি যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা করিয়া রাজ্যে অভিষেক কর। হে মহারাজ! তুমি আমাকে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে; আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বলিলাম; এক্ষণে তদনুসারে কার্য্য করিলেই কৃতকার্য্য হইবে, সন্দেহ নাই।"

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! তুমি যৎকালে সভামধ্যে আমার ও পাণ্ডবগণের সমক্ষে এই সমস্ত কথা কহিয়াছিলে, তৎকালে এ সকল পাণ্ডবগণের হিতকর ও আমাদের অহিতকর বলিয়া বোধ হয় নাই; কিন্তু অদ্য স্পষ্টই বোধ হইল, তুমি পাণ্ডবগণের হিতার্থেই এই সকল কথা কহিতেছ; আমাদের হিতসাধনে তোমার অণুমাত্রও যত্ন নাই। আমি কিরূপে পাণ্ডবগণের নিমিত্ত স্বীয় পুত্র পরিত্যাগ করিব? পাণ্ডবেরাও আমার পুত্র বটে, কিন্তু দুর্য্যোধন আমার দেহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে বিদুর! কোন্ সমদর্শী ব্যক্তি পরের নিমিত্ত আপন দেহ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করেন? হে ক্ষত্তঃ! কিন্তু আমি তোমার যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকি, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি আমাকে অহিতকর উপদেশ দিতেছ; অতএব তুমি এই স্থানে থাক বা অন্য কোন স্থানেই গমন কর, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই; বুঝিলাম, কুলটা স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা বিদুরও "এ কার্য্য হইবার নহে", এই কথা বলিতে বলিতে পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিলেন

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে পাণ্ডবেরা কাম্যকবনবাসোদ্দেশে অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে জাহ্নবীকূল হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। তাঁহারা ক্রমে সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনায় স্নান করিয়া ক্রমাগত পশ্চিমমুখে এক বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সরস্বতীতীরস্থিত মরুস্থলসমীপে মুনিজনপ্রিয় কাম্যকবন নিরীক্ষণ করিলেন। মহাপ্রবীর পাণ্ডবগণ মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ সেই কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন; মুনিগণ তাঁহাদের সমভিব্যাহারে বাস করত তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সতত পাণ্ডবগণ-দর্শনে লালস মহামতি বিদুর শীঘ্রগামী অশ্বগণযুক্ত স্যন্দনে আরোহণ করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী কাম্যকবনে গমন করিলেন।

তথায় গিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন নির্জ্জনে দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট আছেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির দূর হইতে বিদুরকে শীঘ্র আগমন করিতে দেখিয়া ভ্রাতা ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, "হে বৃকোদর! ক্ষত্তা এখানে আগমন করিয়া না জানি আমাদিগকে কি বলিবেন। উনি কি শকুনির বচনানুসারে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন? হীনমতি শকুনি কি দ্যূতে আমাদের অস্ত্র-শস্ত্রও জয় করিবে? হে ভীম! কেহ আমাকে আহ্বান করিলে আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না, কিন্তু গাণ্ডীব পরহস্তগত হইলে আমাদের রাজ্যলাভ করা নিতান্ত দুষ্কর হইবে।"

অনন্তর পাণ্ডবগণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রত্যুদ্গমন করিয়া বিদুরকে আনয়ন করিলেন। বিদুর পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরমসুখে তাঁহাদের সহিত একত্র আসীন হইলেন। মহামতি ক্ষত্তা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে পর পাণ্ডবগণ তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি আদ্যোপান্ত ধৃত-রাষ্ট্রের সমুদয় বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

বিদুর কহিলেন, "হে অজাতশত্রো! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'হে বিদুর! যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে উভয়কুলের হিত হয়, এমত উপদেশ প্রদান কর।' আমি তাঁহার বচনানুসারে তাঁহাকে কুরুবংশীয়দিগের, বিশেষতঃ তাঁহার যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, এরূপ উপদেশ দিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি তাহা শ্রবণ করিলেন না, কি করি, তদ্ব্যতীত অন্য কোন পরামর্শ আমার মতে শ্রেয়স্কর বোধ হইল না। হে পাণ্ডবগণ! ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ, আমি তাঁহাকে সেইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলাম; যেমন পীড়িত ব্যক্তির উত্তম আহারদ্রব্যে রুচি হয় না, সেইরূপ অম্বিকানন্দনেরও আমার হিতকর বাক্যে প্রবৃত্তি হইল না। হে অজাতশত্রো! যেরূপ শ্রোত্রিয়-গৃহবাসিনী ব্যভিচারিণী কামিনী কুলের অমঙ্গলজনক হয়, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র আপন কুলবিনাশের কারণ হইলেন। যেমন কুমারীর ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি প্রীতি জন্মে না, সেইরূপ আমার বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের শ্রদ্ধা জন্মিল না। হে ভূপ! নিশ্চয়ই কুরুকুলের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র শ্রেয়স্কর পথ অবলম্বন করিলেন না; আমার হিতকর উপদেশ-বাক্য পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণে অস্থায়ী হইল। মহারাজ অম্বিকানন্দন আমার বাক্যশ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 'বিদুর! তোমার যথা ইচ্ছা হয়, গমন কর; আমি এই পৃথিবী কিংবা নগর পালন করিবার নিমিত্ত আর তোমার সাহায্যপ্রার্থনা করিব না।' হে যুধিষ্ঠির! ধৃতরাষ্ট্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে তোমাকে সদুপদেশ দিতে আসিয়াছি; সভামধ্যে যাহা কহিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার কহিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর ও যত্ন সহকারে মনে রাখিও। যে পাণ্ডুনন্দন! যে ব্যক্তি সপত্নসমুত্থিত অশেষবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াও ক্ষমা অবলম্বনপূর্ব্বক কাল প্রতীক্ষা করে, সে ভবিষ্যতে একাকী সমুদয় পৃথিবী ভোগ করে। যে ব্যক্তি সহায়দিগের সহিত সমভাবে বিষয় ভোগ করে, সহায়গণ তাহার দুঃখের অংশভাগী হয়। হে ধর্ম্মনন্দন! সহায়-সংগ্রহের এই একমাত্র উপায়; সহায়প্রাপ্তি পৃথিবী-লাভের সদৃশ বোধ করিবে। হে যুধিষ্ঠির! সহায়-গণের সহিত তুল্যরূপে বিষয় ভোগ করা শ্রেয়স্কর; তদ্বিপরীতাচরণ বিপদের হেতু। উহাদের সমীপে কদাচ আত্মশ্লাঘা করিবে না। ভূমিপাল এইরূপ ব্যবহার করিলে অবশ্যই বৃদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ক্ষত্তঃ! আপনি যেরূপ উপদেশ দিলেন, আমি সাবধান হইয়া স্বীয় বুদ্ধি-সাধ্যে তাহাই করিব; আর যে কিছু দেশকালোপ-যুক্ত পরামর্শ আছে, তাহাও বলুন, আমি যত্নপূর্ব্বক সে সকল পালন করিব।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীমান্ বিদুর পাণ্ডবগণের আশ্রমে গমন করিলে পর মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র বিদু-

রের সন্ধি-বিগ্রহবিষয়ক বিশেষ প্রভাব ও তন্নিবন্ধন পাণ্ডবগণের সাতিশয় বৃদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে সমধিক পরিতপ্ত হইতে লাগিলেন। তিনি সভাদ্বারে আগমনপূর্ব্বক বিদুর-বিরহে বিমোহিত ও ভূপতিগণ-সমক্ষে নিপতিত হইয়া বিচেতন হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সমীপস্থিত সঞ্জয়কে কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পরম-ধার্ম্মিক বিদুর আমার ভ্রাতা ও প্রণয়পবিত্র মিত্র: অদ্য তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছে; তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর।" মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ইহা বলিয়া করুণস্বরে বিলাপ ও অনুতাপ করত ভ্রাতৃবিরহে সাতিশয় কাতর হইয়া স্নেহবশতঃ পুনরায় সঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি শীঘ্র গিয়া জান যে, আমার সেই ভ্রাতা জীবিত আছেন কি না? আমি নিতান্ত পাপাত্মা, রোষভরে সেই প্রিয়তম ভ্রাতাকে অপসারিত করিয়াছি। সেই অমিতবুদ্ধি পরম-প্রাজ্ঞ বিদুর কখন আমার নিকট অণুমাত্রও অপরাধ করেন নাই, আমি বিনাপরাধে তাঁহার অপমান করিয়াছি। হে সঞ্জয়! তুমি শীঘ্র গিয়া তাঁহাকে আনয়ন কর, নচেৎ আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।"

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সত্বরে পাণ্ডবগণাধিষ্ঠিত কাম্যকবনে প্রস্থান করিলেন; গিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রৌরবচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক মহাত্মা বিদুর, ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া দেবগণ-পরিবেষ্টিত পুরন্দরের ন্যায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তিনি সত্বরে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অগ্রে যুধিষ্ঠির, পরে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে বন্দনা করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে সঞ্জয় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক বিদুরকে আপনার আগমন-কারণ কহিতে লাগিলেন, "হে ক্ষত্তঃ! অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে স্মরণ করিতেছেন, অতএব হে কুরুনন্দন! মহারাজের নিয়োগানুসারে নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ত্বরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা কর।"

স্বজনবৎসল ধীমান্ বিদুর সঞ্জয়বাক্য শ্রবণানন্তর যুধিষ্ঠিরের অনুমতিগ্রহণ করিয়া পুনরায় হস্তিনানগরে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রতাপশালী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "হে ভ্রাতঃ! আমার পরম ভাগ্য যে, তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া পুনরায় আমার নিকট আসিয়াছ। আমি অদ্য তোমার নিমিত্ত দিবারাত্র জাগরিত থাকিয়া মনে মনে আপনার বিচিত্র দেহ দেখিতেছি।" মহাতেজাঃ অম্বিকানন্দন এই বলিয়া বিদুরকে ক্রোড়ে আনয়নপূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং 'হে ভ্রাতঃ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর' বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, "হে রাজন্! আমি ক্ষমা করিয়াছি, আপনি আমার পরম গুরু; আমি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ত্বরায় এখানে আসিয়াছি। হে ভরতকুলতিলক! পাণ্ডবগণ ও আপনার পুত্রগণ উভয়েই আমার পক্ষে সমান, কিন্তু অদ্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে দীন বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, অতএব তাঁহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করা পরম পবিত্র কর্ম্ম। দেখুন, ধর্ম্মপরায়ণ মানবেরা সততই দীনগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।" মহাত্মা বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিয়া সমুচ্ছলিত আনন্দসন্দোহে নিমগ্ন হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পুনরায় বিদুর আসিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছেন শুনিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইল। মহামোহে অভিভূত দুরাত্মা দুর্য্যোধন শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনকে আনয়ন করিয়া কহিতে লাগিল, "ঐ দেখ, ধৃতরাষ্ট্র-মন্ত্রী বিদ্বান্ বিদুর আসিয়াছে। উনি পাণ্ডুপুত্রগণের পরম সুহৃৎ ও একান্ত হিতৈষী,

উনি যে পর্য্যন্ত পিতাকে পাণ্ডবানয়নে কৃতনিশ্চয় না করেন, তাবৎ আমার হিতমন্ত্রণা কর। হে সুহৃদ্‌গণ! যদি আমি পাণ্ডবগণকে পুনরায় এখানে আগত দেখি, তাহা হইলে নিতান্ত সন্তপ্ত ও মূর্চ্ছিত হইব সন্দেহ নাই। অধিক কি বলিব, বরং উদ্বন্ধন, বিষ, শস্ত্র বা অগ্নি দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি তাহাদিগকে সম্পত্তিশালী দেখিতে পারিব না।"

তখন শকুনি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি কি নিমিত্ত নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় এইরূপ অনিষ্ট-চিন্তা করিতেছ? পাণ্ডবগণ সকলেই সত্যপরায়ণ, তাহারা যখন প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছে, তখন কদাচ তোমার পিতার অনুরোধে এখানে আসিবে না। তবে যদিই তাহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বচনানুরোধে স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এখানে আইসে, তাহা হইলে আমরা সকলে একমত হইয়া মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে গোপনে কেবল পাণ্ডবগণের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইব।"

তখন দুঃশাসন শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে মহাপ্রাজ্ঞ মাতুল! আপনি যাহা যখন কহেন, তাহা আমার নিতান্ত উপযুক্ত ও বুদ্ধিবৃত্তির একমাত্র কার্য্য বলিয়া বোধ হয়।"

কর্ণ কহিলেন, "হে রাজন্! আমরা সকলেই ঐক্যমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক তোমার অভীষ্ট চিন্তা করিতেছি। তাহারা আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিয়া কদাচ আসিবে না, যদিও মোহপ্রযুক্ত আইসে, তাহা হইলে পুনরায় তাহাদিগকে কপটদ্যূতে পরাজয় করা যাইবে।"

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনতি-প্রহৃষ্টমনে পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন কর্ণ দুর্য্যোধনের অভিপ্রেত বুঝিতে পারিয়া ক্রোধবিস্ফারিত-লোচনে দুঃশাসন, শকুনি ও দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে ভূপতিগণ! তোমরা আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যে অসম্মত হইয়াছ, এক্ষণে আমার আর এক মত শ্রবণ কর। আমরা কিঙ্করের ন্যায় মহারাজের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব, উহাঁর অধীন না হইলে কখনই প্রিয় হইতে পারিব না। এক্ষণে চল, সকলে একত্র হইয়া বর্ম্মধারণ ও অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া কাননস্থ পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে গমন করি। পাণ্ডবগণ শমনভবনে গমন করিলে উভয় কুলের মধ্যে আর কোন বিবাদ থাকিবে না। যে পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ ব্যথিত, শোকযুক্ত ও মিত্রবিহীন থাকে, তাবৎ আমার এই মতানুসারে কর্ম্ম করিতে পারিবে।" দুর্য্যোধন, শকুনি ও দুঃশাসন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্টচিত্তে বারংবার ঐ বাক্যের প্রশংসা করিয়া তাহাতে অনুমোদন করিল এবং ক্রোধভরে পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল।

তাহারা প্রস্থান করিলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিব্য-চক্ষু দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাদিগের নিকট আগমনপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। পরিশেষে প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

"হে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! আমি সমস্ত কৌরবগণের হিতার্থে যাহা কহিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। হে মহাবাহো! পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া বনে গমন করাতে আমার নিতান্ত অপ্রীতি জন্মিয়াছে। ত্রয়োদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইলে তাহারা অশেষবিধ স্বীয় দুঃখ-স্মরণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অবশ্যই বৈরনির্যাতন করিবে। হে রাজন্! তোমার পুত্র দুর্য্যোধন নিতান্ত মন্দবুদ্ধি; ঐ পাপাত্মা কি নিমিত্ত রাজ্যলোভে প্রতিদিন পাণ্ডবগণের হিংসা করে? তুমি ঐ দুরাত্মাকে নিবারণ করিয়া ক্ষান্ত কর; নচেৎ ও বনবাসী পাণ্ডবগণকে বধ করিতে গিয়া আপনিই কালগ্রাসে পতিত হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! তুমিও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও আমাদের ন্যায় সাধু। হে প্রাজ্ঞবর! স্বজনের সহিত বিবাদ নিতান্ত নিন্দনীয়; তুমি সেই অধর্ম্ম ও কীর্ত্তি-লোপকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। হে রাজন্! লোকে পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ অনুরাগ করে, তুমি

তাহার বিপরীত করিলে নিতান্ত অন্যায়াচরণ করা হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব তোমার এই দুষ্ট পুত্র দুর্য্যোধন একাকী পাণ্ডবগণের সহিত বনে গমন করুক। যদি উহার হৃদয়ে পাণ্ডবগণের সহিত একমাত্র বাসনিবন্ধন স্নেহের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তুমি কৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না, ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যাহার জন্মাবধি যেরূপ স্বভাব হইয়া থাকে, সে না মরিলে তাহা কদাচ যায় না। যাহা হউক, এক্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও তুমি এ বিষয়ে কি বিবেচনা করিতেছ? যাহাতে উত্তরকালে তোমাদের মঙ্গল হয়, এমন উপায় স্থির কর

নবম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন্ দেবর্ষে! দ্যূতে আমার তাদৃশী ইচ্ছা ছিল না, বোধ হয়,বিধাতা আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া দেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও গান্ধারী ইহাঁদিগেরও এ বিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। তৎকালে সকলের বুদ্ধিভ্রংশপ্রযুক্তই দ্যূতারম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে আমি সবিশেষ জানিয়াও স্নেহবশতঃ নিতান্ত দুর্ব্বোধ দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ।" ব্যাসদেব প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ! তুমি যাহা কহিলে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পুত্রই শ্রেষ্ঠ পদার্থ, ইহলোকে পুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। অধিক কি, গোমাতা সুরভি অজস্র অশ্রুপাত দ্বারা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রেরও এই বিষয়ে সম্যক্ বোধ জন্মাইয়া দেন। তদবধি ইন্দ্রদেব পুত্র অপেক্ষা অন্যবিধ সমৃদ্ধ পদার্থ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন না। এক্ষণে ইন্দ্র-সুরভিসংবাদ-নামক অত্যুত্তম এক উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে একদা দেবলোকে সুরভি রোদন করিতেছিলেন। দেবরাজ তদ্দর্শনে কারুণ্যরসপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'শুভে! তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? দেবতা, মনুষ্য ও নাগগণের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই?' সুরভি কহিলেন, 'ত্রিদশনাথ! ত্রিলোকমধ্যে কুত্রাপি অশুভঘটনা দৃষ্ট হইতেছে না। আমি কেবল পুত্রদুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছি। ঐ দেখুন, নির্দ্দয় লোকেরা লাঙ্গলে নিযুক্ত করিয়া কশাঘাত দ্বারা আমার দুর্ব্বল পুত্রদিগকে প্রহার ও সমধিক যন্ত্রণা দিতেছে, দেখিয়া আমি সাতিশয় করুণাবিষ্ট হইয়াছি, আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে। উহাদিগের মধ্যে একটি মহাবল; এই নিমিত্ত সমধিক ভার বহন করিতে সমর্থ; দ্বিতীয়টি নিতান্ত দুর্ব্বল, কৃশ ও শিরাব্যাপ্তশরীর; সুতরাং অতি কষ্টে অল্পভার বহন করিতেছে। দেবরাজ! দেখুন, কশাদ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও ভারবহন করিতে সমর্থ হইতেছে না; এই নিমিত্ত আমি শোকে অভিভূত ও দুঃখে পীড়িত হইয়া অবিরল-বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতেছি।' ইন্দ্র কহিলেন, 'হে শোভনে! তোমার আহত সহস্র পুত্রের মধ্যে যদি একটি বিনষ্ট হয়, তাহাতে ক্ষোভ বা পরিতাপের বিষয় কি?' সুরভি প্রত্যুত্তর করিলেন, 'হে শক্র! যদিও আমার পুত্র সহস্রসংখ্যক, তথাচ তাহাদিগের উপর আমার আন্তরিক ভাব একরূপই আছে, কিন্তু তন্মধ্যে যে দীন ও সাধু, আমি তাহাকে সমধিক কৃপা করিয়া থাকি'।"

ব্যাসদেব এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র সুরভির বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তদবধি তিনি পুত্রকে প্রাণাধিক বলিয়া স্বীকার করিলেন। তৎপরে কৃষীবলের বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত অজস্র মুষলধারে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

হে নরনাথ! সুরভি যেরূপ কহিয়াছিলেন, সেইরূপ তোমারও যেন পুত্রগণের প্রতি আন্তরিক ভাব সমান থাকে। বিশেষতঃ সহায়হীন দীনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করা কর্ত্তব্য; দেখ, আমি তোমাকে ও মহামতি বিদুরকে পুত্রসদৃশ জ্ঞান করি, কখন ভিন্ন বোধ করি না; অতএব স্নেহবশতঃ যাহা বলি, তাহা প্রতিপালন কর। তোমার একশত এক পুত্র; কিন্তু পাণ্ডুরাজার কেবল পাঁচ পুত্র; তাহারাও [illegible] দুঃখভারে

আক্রান্ত ও হীনবল হইয়া আছে। ঐ নিরাশ্রয় পুত্র-পঞ্চক কি প্রকারে জীবিত থাকিবে ও কিরূপেই বা অভ্যুদয়লাভ করিবে, এই চিন্তায় আমার মন সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। হে মহারাজ! যদি তুমি কৌরবদিগের প্রাণরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার পুত্র দুর্য্যোধনকে শান্ত ও ক্ষান্ত হইতে আদেশ কর।”

দশম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি ও এই সকল মহীপালেরাও তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন। কৌরবহিতার্থে আপনি যেরূপ সদ্বিবেচনা করিয়াছেন, মহামতি বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য আমাকে তাহাই কহিয়াছেন। অতএব যদি আমি আপনার অনুগ্রহভাজন হই ও কুরুগণের প্রতি আপনার অকৃত্রিম স্নেহ থাকে, তাহা হইলে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বিশেষরূপে অনুশাসন করুন।”

ব্যাসদেব কহিলেন, “হে রাজন্! ভগবান্ মৈত্রেয় পাণ্ডবগণের অন্বেষণ করিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এখানে আসিতেছেন; তিনি কুলের হিতার্থে তোমার পুত্র দুর্য্যোধনকে ন্যায়ানুরূপ অনুশাসন করিবেন। মহারাজ! তিনি যে কার্য্যের আদেশ করিবেন, তাহা অবিশঙ্কিতচিত্তে নির্ব্বাহ করিতে হইবে; তদীয় আজ্ঞা-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে তিনি ক্রোধভরে তোমার পুত্রকে অভিসম্পাত করিবেন, সন্দেহ নাই।” মহামুনি ব্যাসদেব এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, মহর্ষি মৈত্রেয় আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক মহর্ষির সৎকার করিলেন। তিনি যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিগতক্লম হইলে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “ভগবন্! কুরুজাঙ্গল হইতে আসিবার সময় পথিমধ্যে ত কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই? পাণ্ডবেরা ত কুশলে আছেন? তাঁহারা কি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন? কৌরবদিগের সৌভ্রাত্র ত উচ্ছিন্ন হইবে না?”

মৈত্রেয় কহিলেন, “মহারাজ! তীর্থ-পর্য্যটন করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে একদা কুরুজাঙ্গলে উপনীত হইয়া দেখিলাম, ধর্ম্মরাজ কাম্যকবনে বাস করিতেছেন। সেই জটাজিনধারী তপোবননিবাসী মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কতিপয় তাপস সমাগত হইলেন। তথায় তোমার পুত্রগণের গর্হিতাচরণের বিষয় শ্রবণ করিয়া সেই কপটদ্যূতরূপ অন্যায়াচরণনিবন্ধন মহদ্‌ভয় উপস্থিত হইল। অনন্তর কুরুকুলের কুশলার্থে আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। হে মহারাজ! তোমার প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি ও স্নেহ আছে, এই নিমিত্ত বলিতেছি, তুমি ও ভীষ্ম জীবিত থাকিতে তোমার পুত্রেরা পরস্পর এরূপ বিরোধ করে, ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি স্বয়ং সন্ধিবিগ্রহকার্য্যে অদ্বিতীয় হইয়া উপস্থিত এই ঘোরতর অনয়ের প্রতি কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছ? হে কুরুনন্দন! সভামধ্যে যে সকল দুষ্টলোকাচরিত বিগর্হিত কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে, অনুক্ষণ তপস্বিসংসর্গ করিলেও তোমার সেই দোষধ্বান্ত অপসৃত হইবে না।”

অনন্তর ভগবান্ মৈত্রেয় প্রত্যারত্ত হইয়া মধুরবাক্যে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, “হে মহাবাহো দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি পাণ্ডবদিগের অনিষ্টচেষ্টা করিও না। কুরুকুল, পাণ্ডবকুল ও পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের প্রিয়কার্য্য-সাধনে তৎপর হও। সেই নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা মহাবল-পরাক্রান্ত, অনুপম যোদ্ধা, সত্যসন্ধ, দৃঢ়কায়, বজ্রসারপ্রাণ ও পুরুষকারসম্পন্ন। তাঁহারা দেবদ্বেষী হিড়িম্ব, বক, কির্ম্মীর প্রভৃতি কামরূপী রাক্ষস-সকল নিহত করিয়াছেন। একদা সেই মহাত্মারা রজনীযোগে বারণাবতনগর হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, পথিমধ্যে দুরাত্মা কির্ম্মীর নিশাচর তাঁহাদিগের মার্গাবরোধ করিয়া পর্ব্বতের

ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। ব্যাঘ্র যেমন অবলীলাক্রমে ক্ষুদ্রপ্রাণ মৃগকুল নির্ম্মূল করে, তদ্রূপ সাহসপ্রিয় রণবিশারদ ভীমসেন সেই দুর্ব্বৃত্ত নিশাচরের প্রাণ-সংহার করিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া অমিত-বলশালী জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? বাসুদেব তাঁহার পরম আত্মীয় ও দ্রৌপদেরা তাঁহার শ্যালক। অতএব জরামরণশালী মনুষ্যের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে, ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়? হে রাজন্! আমি বলিতেছি, অবিলম্বে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইও না।”

দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন মৈত্রেয়ের বচন শ্রবণ করিয়া করিকরাকার স্বীয় উরুদেশে করাঘাত করিল ও হাসিতে হাসিতে চরণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি বিলিখন করত অবাঙ্মুখে রহিল, কিছুমাত্র উত্তর করিল না। মহামুনি মৈত্রেয় দুর্য্যোধনের এইরূপ উপেক্ষা-সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও বিধি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন, “হে অভিমানিন্ ধার্ত্তরাষ্ট্র! তুমি আমাকে অনাদর করিয়া যেমন আমার বাক্যে উপেক্ষা করিলে, অচিরাৎ সেই অভিমানের সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে। অনতিকাল-মধ্যে ত্বদীয় বিদ্রোহমূলক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, সেই যুদ্ধে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন গদাঘাতে তোমার উরু ভগ্ন করিবেন।” মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র মুনির শাপ-শ্রবণে ভীত হইয়া বহুবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন ও শাপ-বিমোচনের নিমিত্ত অশেষ প্রকার অনুনয় করিতে লাগিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন, “রাজন্! যদি তোমার পুত্র পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করে, তাহা হইলে শাপ-বিমোচন হইবে, নতুবা কখন আমার এ শাপ নিষ্ফল হইবে না।” তখন ধৃতরাষ্ট্র মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভো! ভীমসেন কিরূপে কিম্মীর-নামক নিশাচরকে নিপাতিত করিয়াছিলেন?” মুনি কহিলেন, “তোমার পুত্র আমার বাক্যে আস্থা করে নাই, অতএব আমি আর কিছুই বলিব না। আমি প্রস্থান করিলে তুমি বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিবেন।” এই কথা বলিয়া মৈত্রেয় স্বস্থানে প্রস্থান করিলে দুর্য্যোধন সাতিশয় উৎকলিকাকুল হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

আরণ্যকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

কিম্মীরবধপর্ব্বাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে ক্ষত্তঃ! কিরূপে ভীমের সহিত কিম্মীর নিশাচরের যুদ্ধ-ঘটনা হয় ও রাক্ষসই বা কিরূপে নিধন প্রাপ্ত হয়, আমি তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, তুমি সবিস্তর বর্ণন কর।” বিদুর কহিলেন, “মহারাজ! ভীমের কার্য্যসকল অলৌকিক, তাহা শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়, প্রায়ই কথা-প্রসঙ্গে ঐ সকল বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে।

হে রাজচন্দ্র! দ্যূতপরাজিত পাণ্ডবেরা এ স্থান হইতে নির্ব্বাসিত হইলে তিন দিবস অহোরাত্র গমন করিয়া অতিভীষণ নিশীথসময়ে নরমাংসলোলুপ ভয়ঙ্কর নিশাচরগণসমাকীর্ণ কাম্যকবনে উত্তীর্ণ হইলেন। তাপসগণ ও বনচারী গোপ-সকল নিশাচরভয়ে সেই বন পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরতর প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছে। পাণ্ডবেরা তথায় প্রবেশ করিবামাত্র উল্মুকধারী প্রচণ্ডাকৃতি প্রদীপ্তনয়ন এক রাক্ষসকে সম্মুখীন দেখিলেন। তাহার আরক্ত চক্ষুর্দ্বয় অগ্নি-শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত, শিরোরুহ সকল সুদীর্ঘ ও উজ্জ্বল এবং দশনরাজি সাতিশয় ধবলবর্ণ; দেখিবা-মাত্র বোধ হয়, যেন নিবিড় জলদাবলিতে সূর্য্য-কিরণ, তড়িন্মালা ও বলাকাপংক্তি সম্পৃক্ত হইয়াছে। সে সুদীর্ঘ বাহুযুগল বিস্তার ও ভয়ানক মুখমণ্ডল ব্যাদানপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে পথাবরোধ করত দণ্ডায়-মান হইয়া নানাপ্রকার রাক্ষসী মায়া বিস্তার ও ঘোরতর ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার নিনাদে তত্রত্য সমস্ত জলচর, স্থল-

চর ও বিহঙ্গমগণ সন্ত্রস্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে পলায়ন করিতে লাগিল। মৃগ, মহিষ, শার্দ্দূল, বরাহ, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তুসকল শশব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়াতে বনস্থল সমাকুল ও অত্যন্ত উপদ্রুতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বিপ্রকৃষ্ট লতা-সকল তাহার উরুবাতাভিহত হইয়া তাম্রবর্ণ পল্লবরূপ বাহুদ্বারা পাদপদিগকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই মহাবেগবান্ বায়ুদ্বারা রাশি রাশি ধূলি সমুত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। ঘোরতর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আবৃত হইল। সেই দুর্ব্বৃত্ত পাণ্ডবারি পাণ্ডবদিগের বনবাসের বিলক্ষণ বিঘ্নস্বরূপ হইয়া উঠিল। পাণ্ডবেরা তাহাকে জানিতে পারেন নাই, কিন্তু সে দূর হইতে কৃষ্ণাজিনধারী পাণ্ডবদিগকে লক্ষ্য করিয়া মৈনাক-পর্ব্বতের ন্যায় সেই বনের দ্বার অবরোধ করিয়া রহিল। কমললোচনা দ্রৌপদী সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণমূর্ত্তিসন্দর্শনে ত্রস্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া নয়নযুগল নিমীলন করিবামাত্র পাণ্ডবেরা ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিলেন। একে দুঃশাসনের আকর্ষণে তদীয় কেশপাশ বিকীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে আবার তিনি নিশাচর-দর্শনে ভীত হইয়া পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যস্থিত হইয়া রহিলেন। ইহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, পর্ব্বতমধ্যগত স্রোতস্বতী সমধিক সমাকুল হইয়া রহিয়াছে।

অনন্তর ধৌম্য মহাশয় নিশাচরনাশক বিবিধ মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডবদিগের সমক্ষে সেই ঘোরতর রাক্ষসী মায়ার নিরাকরণ করিলেন। মায়া বিনষ্ট হইলে সেই কামরূপী মহাবল-পরাক্রান্ত লোহিত-লোচন নিশাচরকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে? তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে বল?' রাক্ষস কহিল, 'আমি বকের ভ্রাতা, আমার নাম কির্ম্মীর; এই জনশূন্য কাম্যকবন আমার আবাসস্থান। প্রতিদিন যুদ্ধনির্জ্জিত নরমাংস দ্বারা আমি জীবিকা নির্ব্বাহ করি। তোমরা কে? তোমরা আমার ভক্ষ্যভূত হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছ; অতএব তোমাদের সকলকেই যুদ্ধে পরাভব করিয়া সুস্থশরীরে ভক্ষণ করিব।' যুধিষ্ঠির সেই দুরাত্মার নিষ্ঠুর বচন শ্রবণ করিয়া স্বীয় নাম-গোত্র প্রভৃতি সমস্ত পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। কহিলেন,'আমি পাণ্ডুর তনয়, আমার নাম ধর্ম্মরাজ, বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। আমি হৃতরাজ্য হইয়া বনবাসবাসনায় ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তোমার অধিকারে আসিয়াছি।' কির্ম্মীর কহিল, 'কি সৌভাগ্যের বিষয়, দেবানুগ্রহে আমার চিরাভীষ্ট বস্তু অদ্য গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, ভীমের বধার্থে উদ্যতায়ুধ হইয়া আমি সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছি, কুত্রাপি তাহাকে দেখিতে পাই নাই, অদ্য ভাগ্যক্রমে বহুকালের পর মদীয় ভ্রাতৃনিহন্তা সেই দুরাচারকে প্রাপ্ত হইয়াছি। যে দুরাত্মা ভীম বেত্রকীয়-বনে কপট ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আমার ভ্রাতা বকের প্রাণ সংহার করিয়াছে, স্বীয় বল নাই, কেবল বিদ্যাবল অবলম্বনপূর্ব্বক যে আমার প্রিয়সখা হিড়িম্বকে নিহত করিয়া তাঁহার ভগিনীকে হরণ করিয়াছে, সেই পাষণ্ড অস্মৎপ্রচারকাল অর্দ্ধরাত্রে মদ্‌ভুজরক্ষিত এই বনে স্বয়ং সমাগত হইয়াছে; অতএব অদ্য চিরসম্ভৃত বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। অদ্য ইহার অপরিমিত শোণিত-সলিলে ভ্রাতা ও বন্ধুর তর্পণ করিয়া আমি তাঁহাদিগের নিকট অঋণী হইব। আজি বদ্ধমূলরাক্ষসকুলকণ্টক ভীমসেনকে কালভবনে প্রেরণ করিয়া শান্তি লাভ করিব। হে যুধিষ্ঠির! যদিও ভীমসেন আমার ভ্রাতার নিকট পরিত্রাণ পাইয়াছে, কিন্তু যেমন অগস্ত্য মহাসুর বাতাপিকে জীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি তোমার সমক্ষে বৃকোদরকে ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিব।' ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাক্ষস কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া ক্রোধভরে তাহাকে ভৎসনা করত কহিলেন, 'তোমার এই দুষ্টাভিসন্ধি কখনই সিদ্ধ হইবে না।'

অনন্তর মহাবাহু ভীম এক প্রকাণ্ড দশব্যামপরিমিত মহীরুহ উৎপাটন পূর্ব্বক নিষ্পত্র করিলেন; বিজয়ী অর্জ্জুনও নিমেষমধ্যে বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় গাণ্ডীব-শরাসনে জ্যারোপণ করিলেন। ভীম অর্জ্জুনকে নিবারণ করিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে রাক্ষসসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' এই কথা কহিলেন। পরে



ক্রোধভরে বাহ্বাস্ফোটন, করতলে কর-বিমর্দ্দন ও দশনে ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক পাদপায়ুধসহায় হইয়া বেগে রাক্ষসের নিকট গমন করিলেন। ইন্দ্র যেমন প্রচণ্ড-বেগে বজ্রাঘাত করেন, তদ্রূপ ভীমসেন কালদণ্ড সদৃশ সেই মহীরুহ দ্বারা রাক্ষসের মস্তকে আঘাত করিলেন। সে অব্যাকুলিতচিত্তে ভীমকৃত প্রহারের নিরাকরণপূর্ব্বক জ্বলিত কুলিশের ন্যায় প্রদীপ্ত উল্-মুকাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। ভীম বামপাদ দ্বারা তাহা দূরীকৃত করিয়া পুনর্ব্বার রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইলেন। ক্রোধপূর্ণ কির্ম্মীর এক বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ যমের ন্যায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। পূর্ব্বে স্ত্রীর নিমিত্ত বালী ও সুগ্রীবের যেমন ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ ভীম ও কির্ম্মীরের তুমুল বৃক্ষযুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই যুদ্ধে অগণ্য বন্যপাদপ বিনষ্ট হইল। যেমন মত্ত মাতঙ্গযূথের বিলোড়নে কমলিনী-দল বিদলিত হইয়া যায়, সেইরূপ উক্ত বীরযুগলের মস্তকাঘাতে মহীরুহ-সকল শতধা বিদীর্ণ ও উন্মূলিত হইতে লাগিল। অনেকানেক পাদপ মৌঞ্জীতৃণের ন্যায় জর্জ্জরীভূত হইয়া চীরসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে মুহূর্ত্তকাল উভয়ের বৃক্ষযুদ্ধ হইল। অনন্তর নিশাচর রোষপরবশ হইয়া এক শিলা উত্তোলন-পূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবল ভীম তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না দেখিয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত অধিকতর কোপাবিষ্ট হইল। রাহু যেমন বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক সূর্য্যকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত ধাবমান হয়, তদ্রূপ সে ভীমাভিমুখে বেগে ধাবমান হইল। তখন তাঁহারা বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও আকর্ষণ করাতে প্রবৃদ্ধ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। নখদংষ্ট্রায়ুধ ভীষণাকার ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহাদিগের যুদ্ধ অতীব ভয়ঙ্কর ও তুমুল হইয়া উঠিল। অসাধারণবল-দর্পিত বৃকোদর সভামধ্যে দ্রৌপদীর আনয়ন ও দুর্য্যোধনকৃত নানাপ্রকার অবমাননাবশতঃ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং একণে যেমন এক মত্ত মাতঙ্গ বিদীর্ণগণ্ড অপর মত্ত মাতঙ্গকে কর দ্বারা আক্রমণ করে, তদ্রূপ ভীমসেন রাক্ষসকে ও রাক্ষস ভীমসেনকে বাহু দ্বারা আক্রমণ করিতে লাগিল। রাক্ষস তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি বাহুবলে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পরাক্রান্ত বীরযুগলের ভুজনিষ্পেষহেতু ঘোরতর চটপট ধ্বনি হইতে লাগিল। যেমন প্রচণ্ড বায়ু বৃক্ষকে ঘূর্ণিত করে, তদ্রূপ মহাবল ভীম রাক্ষসের মধ্যদেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাকে চালিত করিতে লাগিলেন। নিশাচর ভীমের ঘর্ষণে নিতান্ত দুর্ব্বল ও কম্পিত হইয়াও প্রাণপণে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বৃকো-দর রাক্ষসকে একান্ত ক্লান্ত দেখিয়া পশুবন্ধনের ন্যায় ভুজপাশে বন্ধন করিলে সে তখন তুমুল ভেরী-নির্ঘোষের ন্যায় চীৎকারস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ভীম পুনর্ব্বার তাহাকে ঘূর্ণিত করাতে সে কম্পিত ও বিচেতন হইয়া পড়িল। বৃকোদর এই-রূপে তাহাকে জ্ঞানশূন্য ও অবসন্ন জানিয়া তদীয় কটিদেশে জানুপ্রদানপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা গলদেশ নিপীড়িত করিয়া পশুর ন্যায় বধ করিলেন। পরি-শেষে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত ও নয়নযুগল বিদ্ধ করিয়া ভূতলে ঘর্ষণ করিতে করিতে এই কথা কহি-লেন, 'অরে পাপাত্মা রাক্ষসাধম! তুই যমসদনে গমন করিলেও হিড়িম্ব ও বক কখন অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে না।' তদনন্তর অমর্ষপূর্ণ বৃকোদর বস্ত্রাভরণ-বিহীন, বিকম্পিতকলেবর ও গতাসু সেই রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই কৃষ্ণকায় নিশাচর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে নরেন্দ্রপুত্রেরা দ্রৌপদীকে অগ্রে করিয়া ভীমের ভূরি ভূরি প্রশংসা করত দ্বৈতবনে চলিলেন।

হে মনুজাধিপ! ভীম জ্যেষ্ঠের আদেশানুসারে যুদ্ধে কির্ম্মীরকে নিহত ও কাম্যকবন নিষ্কণ্টক করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে দ্বৈত-বনে বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নানাপ্রকার আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বৃকোদরের প্রশংসা করত নির্ব্বিঘ্নে নিষ্কণ্টক অর-ণ্যানী প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ! গমনকালে আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই ভীষণমূর্ত্তি দুরাত্মা কির্ম্মীর ভীমকর্ত্তৃক নিহত হইয়া মহাবনে

পতিত রহিয়াছে ও যে সকল ব্রাহ্মণেরা তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট ভীমের উক্ত লোকাতীত কার্য্য শ্রুত হইয়াছি।” রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট সমস্ত কির্ম্মীর-বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন।

কির্ম্মীরবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—-*—

অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা দুঃখ-সন্তপ্ত পাণ্ডবগণ প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া দর্শনার্থ মহাবনে যাত্রা করিলেন। পাঞ্চালের জ্ঞাতিবর্গ, চেদিদেশাধিপতি ধৃষ্টকেতু ও ত্রিলোকবিশ্রুত মহাবীর্য্য কৈকেয় ইহাঁরা রোষকষায়িত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিন্দা করিতে করিতে পাণ্ডবসন্নিধানে গমন করিলেন ও ইতিকর্ত্তব্যতার আন্দোলন করত অনতিকালমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে পুরস্কৃত ও যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। সকলে উপবেশন করিলে কৃষ্ণ কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া অতি দীনমনে কহিতে লাগিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী অবশ্যই দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই দুষ্টচতুষ্টয়ের শোণিত পান করিবে। আমরা ইহাদিগকে রণশায়ী করিয়া ইহাদিগের অনুগত লোক ও অন্যান্য নৃপতিবর্গকে পরাজয়পূর্ব্বক আপনাকে রাজ্যে অভিষেক করিব। মহারাজ! যে ব্যক্তি ঘৃণিতলোকের অনুগামী হয়, সেও বধ্য, এই সনাতন ধর্ম্ম।”

এই সমস্ত কথা কহিতে কহিতে কৃষ্ণের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তৎকালে বোধ হইল, যেন তিনি লোকসকল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অর্জ্জুন সেই অমিততেজাঃ, প্রজাপতি, ত্রিলোকনাথ কৃষ্ণকে রোষাবিষ্ট দেখিয়া তদীয় পূর্ব্বদেহের কর্ম্মসমুদয় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, “হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে তুমি যত্রসায়ংগৃহ মুনি হইয়া দশ সহস্র বৎসর গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিচরণ করিয়াছিলে। তুমি পুষ্কর তীর্থে কেবল জলমাত্রপান করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলে। তুমি অতি বিস্তীর্ণ বদরিকাশ্রমে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক শত বৎসর একপদে দণ্ডায়মান ছিলে। তুমি সরস্বতীতীরে উত্তরীয়-বস্ত্রবর্জ্জিত, শীর্ণ ও শিরাব্যাপ্তশরীর হইয়া দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞকালে অবস্থান করিয়াছিলে। তুমি সাধুজনসেব্য প্রভাসতীর্থে যজ্ঞারম্ভ করিয়া দেবপরিমিত সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান ছিলে। হে কৃষ্ণ! ব্যাস আমাকে কহিয়াছেন যে, লোকপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত করাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য। হে কেশব! তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বভূতের আদি ও অন্ত, তুমি তপোনিধান ও নিত্য যজ্ঞস্বরূপ। তুমি ভৌম নরককে উন্মূলিত করিয়া মণিময় কুণ্ডল আহরণপূর্ব্বক অতি পবিত্র প্রাথমিক অশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ। হে নরোত্তম! তুমি এই সকল কর্ম্ম করিয়া দুর্দ্দান্ত দৈত্যদানবদল সংহারপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রদান করিয়াছ; তুমি নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যলোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। হে পুরুষোত্তম! তুমিই নারায়ণ, হরি, ব্রহ্মা, সোম, সূর্য্য, ধর্ম্ম, বিধাতা, যম, অনল, অনিল, বৈশ্রবণ, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী, দশদিক্, অজ, চরাচরগুরু ও স্রষ্টা। তুমি পরম পবিত্র চৈত্ররথ-কাননে বহুবিধ উৎকৃষ্ট যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিয়াছ। তুমি প্রতিযজ্ঞে যথাযোগ্য ভাগানুসারে শত সহস্র সুবর্ণ দান করিয়াছ। হে যাদবনন্দন! তুমি দেবমাতা অদিতির গর্ভে পুত্ররূপে উদ্ভূত হইয়া ইন্দ্রকনিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি অল্পবয়স্ক বালক হইয়া তিন পদে পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গকে আক্রমণ করিয়াছ। তুমি স্বর্গ, আকাশ ও সূর্য্যলোকে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্বকীয় তেজ দ্বারা দিবাকরকে প্রদীপ্ত করিয়াছ। তুমি সহস্র সহস্রবার প্রাদুর্ভূত হইয়া অধর্ম্মপরায়ণ অসুরগণকে সংহার করিয়াছ। তুমি মৌরব, পাশ,

নিসুন্দ ও নরক-নামক অসুরদিগকে নিহত করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষ দেশের গমনমার্গ নিষ্কণ্টক করিয়াছ। তুমি জারূথী-দেশে আহুতি,ক্রাথ, সপক্ষ শিশুপাল,জরাসন্ধ, শৈব্য ও শতধন্বাকে পরাজয় করিয়াছ। তুমি জলধরবৎ গভীর-রবসম্পন্ন, সূর্য্যসঙ্কাশ রথে আরোহণপূর্ব্বক রুক্মিরাজকে পরাজয় করিয়া তদীয় ভগিনী রুক্মিণীকে সহধর্ম্মিণী করিয়াছ। তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন, কসেরুমান্, যবন, সৌভপতি শাল্ব ও সৌভনগর সংহার করিয়াছ। তুমি ইরাবতীতে কার্ত্তবীর্য্যসম বীর্য্যবান্ ভোজরাজ, গোপতি ও তালকেতুকে বিনাশ করিয়াছ। তুমি পবিত্রা ভগবতী ঋষিকা ও দ্বারকা নগরীকে আত্মসাৎ করিয়া মহাসাগরের অন্তর্গত করিবে। হে মধুসূদন! তুমি নৃশংসাচার, কপটব্যবহার, ক্রোধ ও মাৎসর্য্যের বিষয়ীভূত নহ এবং মিথ্যাকথা কদাচ মুখে উচ্চারণ কর না। মহর্ষিগণ যজ্ঞায়তনস্থিত, প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত তোমার সম্মুখীন হইয়া অভয়প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হে ভূতভাবন! প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তুমি ভূতজাত সঙ্কুচিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করিয়াছিলে। সর্ব্বজগতের স্রষ্টা,চরাচরগুরু ব্রহ্মা যুগপ্রারম্ভে তোমার নাভিসরোরুহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। অতি দুর্দ্দান্ত মধু ও কৈটভ-নামক দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তদ্দর্শনে তুমি ক্রোধ-জ্বলিত হইয়া ভগবান্ শূলপাণি ত্রিলোচনকে স্বীয় ললাটদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলে। আমি নারদমুখে শুনিয়াছি, ব্রহ্মা ও শম্ভু এইরূপে তোমারই দেহ হইতে সম্ভূত হইয়া তোমারই আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। হে নারায়ণ! তুমি পূর্ব্বে চৈত্ররথ-কাননে ভূরিদক্ষিণ মহাসত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। তুমি বাল্যকালে বলদেবের সহায়তা লাভ করিয়া যে সমস্ত অলোকসামান্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিলে, তাহা কোন কালেই হয় নাই ও হইবে,ইহাও সম্ভবপর নহে। তুমি বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে কৈলাসপর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়াছিলে।"

অর্জ্জুন এইরূপে কৃষ্ণের স্তুতিবাদ করিয়া তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে পার্থ! তুমি আমার, আমি তোমার; আমার অধিকৃত সমস্ত দ্রব্যে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তোমাকে দ্বেষ করিলে আমাকেও দ্বেষ করা হয়। তুমি নর, আমি নারায়ণ; আমরা কালক্রমে নর-নারায়ণরূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমাদের অন্তর অবগত হওয়া নিতান্ত দুরূহ। ফলতঃ তোমাতে ও আমাতে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই।"

নারায়ণের বাক্যাবসানে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা শরণার্থিনী দ্রৌপদী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই বীরসমবায়ে ভ্রাতৃবর্গের সহিত সুখাসীন পুণ্ডরীকাক্ষকে কহিলেন, "হে মধুসূদন! অসিত ও দেবল তোমাকে প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। জামদগ্ন্য তোমাকে বিষ্ণু, যজ্ঞ, যাগকর্ত্তা ও যজনীয় কহিয়াছেন। মহর্ষিগণ তোমাকে ক্ষমা ও সত্যস্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কশ্যপ কহিয়াছেন, তুমি সত্য হইতে যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে ভূতভাবন ভগবন্! নারদ তোমাকে সাধ্যদেব ও প্রমথগণের ঈশ্বরের ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাদৃশ বালকেরা ক্রীড়নক দ্বারা ক্রীড়া করে, হে পুরুষপ্রধান! তুমিও সেইরূপ ব্রহ্মা, শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি দেববৃন্দকে লইয়া বারংবার ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি সনাতন পুরুষ; তোমার মস্তক দ্বারা সুরলোক ও পাদদ্বয় দ্বারা ভূলোক ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক তোমার জঠরদেশে অবস্থিতি করিতেছে। তুমিই তপঃক্লেশাভিতপ্ত ও আত্মদর্শন-পরিতৃপ্ত তাপসগণের একমাত্র গতি। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব্বধর্ম্মোপপন্ন পুণ্যশালী সমরশূর রাজর্ষিদিগের অদ্বিতীয় আশ্রয়। তুমি প্রভু, বিভু ও ভূতাত্মা; তুমিই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছ। লোকপাল, লোক-সমুদয়, নক্ষত্রগণ, দশদিক্, আকাশ, চন্দ্র ও সূর্য্য এই সমুদয় তোমাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ভূতনিবহের মর্ত্ত্যতা ও নির্জ্জরগণের অমরত্ব প্রভৃতি অলোকসামান্য কার্য্য-সকল তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। হে মধুসূদন! তুমি কি দিব্য,কি মানুষ,সকল ভূতেরই ঈশ্বর; অতএব আমি এক্ষণে প্রণয়প্রযুক্ত তোমার সমক্ষে দুঃখ প্রকাশ করি। হে কৃষ্ণ! আমি

পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং তোমার প্রিয়সখী হইয়া কি সভামধ্যে দুষ্ট দুঃশাসন কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে পারি? তৎকালে আমি স্ত্রীধর্ম্মসম্পন্না, শোণিতোক্ষিতা ও একবস্ত্রা ছিলাম। পাপপরায়ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রাজসভামধ্যে আমাকে কম্পমানা ও রজস্বলা দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল। হায়! কি দুর্ভাগ্য! পাণ্ডব,পাঞ্চাল ও যাদবেরা জীবিত থাকিতেও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আমাকে দাসীভাবে উপভোগ করিতে অভিলাষী হইল! হে জনার্দ্দন! আমি ধর্ম্মতঃ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূ হই, তথাচ তাহারা আমাকে বলপূর্ব্বক দাসী করিতে চাহিল। আমি মহাবল পাণ্ডুনন্দনদিগকে যথোচিত নিন্দা করি, কারণ,তাঁহারা স্বীয় যশস্বিনী সহধর্ম্মিণীকে দুঃসহ দুঃখভারাক্রান্ত দেখিয়াও অনায়াসে তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। হা! মহাবীর ভীমসেনের বাহুবলে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে ধিক্! কারণ, তাঁহারা আমাকে তুচ্ছজনকর্ত্তৃক অপমানিত ও অভিভূত দেখিয়াও অক্লেশে উপেক্ষা করিলেন। এই সাধুজনাচরিত সনাতনধর্ম্ম পূর্ব্বাপর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, ক্ষীণবল হইলেও ভার্য্যাকে রক্ষা করিবে। ভার্য্যা রক্ষিতা হইলে প্রজারক্ষা হয়, প্রজা-রক্ষা হইলে আত্মা রক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মা ভার্য্যার উদরে জন্ম পরিগ্রহ করে বলিয়া ভার্য্যা জায়া শব্দে অভিহিত হয়, কিন্তু ভার্য্যা কর্ত্তৃক ভর্ত্তার রক্ষা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? হে মধুসূদন! পাণ্ডবেরা শরণাগত ব্যক্তিকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু আমি শরণার্থিনী হইলেও ইহাঁরা তৎকালে আমাকে আশ্রয় দেন নাই। যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক ও কনিষ্ঠ সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মা, এই পঞ্চ পুত্র পঞ্চ পতির ঔরসে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমাকে রক্ষা করা বিধেয়। হে কৃষ্ণ! প্রদ্যুম্নের ন্যায় আমার পুত্রগণও তোমার স্নেহভাজন। ইহারা ধনুর্ব্বেদবিশারদ ও সংগ্রামে শত্রুগণের অজেয়,অতএব কি নিমিত্ত দুর্ব্বল দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অত্যাচার সহ্য করিব? দুরাচার পামরেরা অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক সমস্ত রাজ্যাপহরণ এবং পাণ্ডবদিগকে দাসস্থানে পরিগণিত করিয়াছে: আমি একবস্ত্রা ও রজস্বলা ছিলাম, দুরাত্মা দুঃশাসন কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আমাকেও সভামধ্যে আনিয়াছিল। হা! মহাবলপরাক্রান্ত অরাতিকুলকাল বৃকোদর ও অর্জ্জুন বর্ত্তমান থাকিতে ক্ষীণমতি হীনবল দুর্য্যোধন এখনও জীবিত রহিয়াছে! অতএব ভীমসেনের সেই অমিত বাহুবলে ও অর্জ্জুনের অসামান্য পুরুষকারে ধিক্! পূর্ব্বে ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধন অধ্যয়নে বর্ত্তমান, ধৃতব্রত, অপোগণ্ড পাণ্ডবগণকে মাতৃসমভিব্যাহারে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছিল। ঐ পাপাত্মা, ভীমসেনের অন্নে বহুপরিমাণে যে নবীন তীক্ষ্ণ কালকূট প্রদান করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে! কিন্তু ভীমসেনের আয়ুঃশেষ আছে বলিয়া তাহা অক্লেশে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃকোদর সাতিশয় বিশ্বস্তচিত্তে গঙ্গাতটে নিদ্রিত হইয়াছিলেন, ইত্যবসরে দুর্য্যোধন আসিয়া ইহাঁর কর-চরণ বন্ধনপূর্ব্বক স্রোতে নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রত্যাগমন করিল: পরে ভীম সংজ্ঞালাভ করিয়া বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছিলেন। একদা মহাবিষ কালভুজঙ্গ দ্বারা প্রসুপ্ত ভীমের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও শত্রুনাশন বৃকোদরের মৃত্যু হয় নাই; পরে জাগরিত হইয়া, সর্পগণকে বিনষ্ট ও দুর্য্যোধনের দয়িত সারথিকে বাম-হস্ত দ্বারা সংহার করিলেন। ঐ নরাধম দুর্য্যোধন বারণাবত-নগরে জতুগৃহে জননী-সমভিব্যাহারে সুখপ্রসুপ্ত পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিবার অভিলাষে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল। হে কৃষ্ণ! কোন্ ব্যক্তি এইরূপ কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে? হুতাশন প্রজ্বলিত হইলে অতি দীনা, উপায়বিহীনা, আর্য্যা কুন্তী সাতিশয় ভীতা হইয়া রোদন করিতে করিতে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলেন, 'হা হতাস্মি! হায় কি হইল! অদ্য এই প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইব? আমি অনাথা ও অশরণা, বুঝি, আজি সন্তানগণের সহিত ভস্মসাৎ হইতে হইল!' তখন ভীমপরাক্রম ভীম ভ্রাতৃগণ ও জননীকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'হে মাতঃ! আপনাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, আমি পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় উৎপতিত

হইতেছি।' এই বলিয়া জননীকে বাম কক্ষে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দক্ষিণ-কক্ষে, নকুল ও সহদেবকে দুই স্কন্ধে এবং অর্জ্জুনকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া প্রদীপ্ত পাবক হইতে মহাবেগে বহির্গত হইয়াছিলেন। অনন্তর ইঁহারা সেই যামিনী-যোগে জননী-সমভিব্যাহারে নিকটবর্ত্তী হিড়িম্ববন-নামক মহারণ্যে প্রবেশ করত পরিশ্রমসুলভ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। ইতিমধ্যে হিড়িম্বানাম্নী এক রাক্ষসী তথায় আগমনপূর্ব্বক ইঁহাদিগকে মাতার সহিত ক্ষিতিতলে অধিশয়ান দেখিয়া মদনবাণে আহত ও নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল; সে ভীমসেনকে বরণ করিবার মানসে কোমল করপল্লব দ্বারা ইঁহার চরণদ্বয় উৎসঙ্গে লইয়া অতি প্রহৃষ্টমনে সংবাহন করিতে লাগিল। সুপ্তোত্থিত ভীমসেন তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া 'হে সুন্দরি! তুমি আমার নিকট কি অভিলাষ করিতেছ?' ইহা জিজ্ঞাসিলে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামরূপিণী রাক্ষসী কহিল, 'হে মহাভাগ! আমার মহাবল-পরাক্রান্ত ভ্রাতা হিড়িম্ব এখনই তোমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিবেন; অতএব অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।' তখন ভীমসেন সাতিশয় গর্ব্বপূর্ব্বক রাক্ষসীকে কহিলেন, 'হে সুন্দরি! আমি তন্নিমিত্ত উদ্বিগ্ন বা শঙ্কিত হইব না; তোমার ভ্রাতা আসিলে আমি অবশ্যই তাহাকে সংহার করিব।'

তখন ভীমদর্শন রাক্ষসাধম হিড়িম্ব উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া মহানাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় আগমন করিল এবং নিজ ভগিনী হিড়িম্বাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'হিড়িম্বে, তুমি কাহার সহিত কথোপকথন করিতেছ, তাহাকে অবিলম্বে আনয়ন কর, ভক্ষণ করিব।' দয়ার্দ্র হৃদয়া হিড়িম্বা অনুকম্পাপরবশ হইয়া তাহার কথায় কিছুই প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। তখন হিড়িম্ব নিশাচর ক্রোধভরে ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে ভীমের অভিমুখে আগমন করিয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহার করগ্রহণ ও অশনিসম সুদৃঢ় অপর কর দ্বারা ইঁহাকে অতি কঠিন আঘাত করিল। ভীমসেন প্রথমতঃ, রাক্ষস আসিয়া করগ্রহণ করিয়াছে, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া, রোষভরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। যেমন বৃত্র ও বাসবের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভীমও হিড়িম্বের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে সেই বলশূন্য পুণ্যজনের প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর ভীম ঘটোৎকচজননী হিড়িম্বাকে লইয়া মাতা, ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণসমূহ-সমভিব্যাহারে একচক্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে হিতানুধ্যানপরায়ণ ভগবান্ বাদরায়ণি মন্ত্রী হইয়া ইঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। অনন্তর ঐ নগরীতে হিড়িম্বতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত ভীষণাকার বক-নামক রাক্ষস পাণ্ডবদিগের সম্মুখীন হইলে ভীমসেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া ভ্রাতৃবর্গের সহিত দ্রুপদপুরে প্রবেশ করিলেন। হে জনার্দ্দন! যেরূপে তুমি ভীষ্মকাত্মজা রুক্মিণীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে, সেইরূপ সব্যসাচী অর্জ্জুনও বারণাবত-নগরে বাস করত স্বয়ংবর-সময়ে নিতান্ত দুষ্কর কর্ম্মসকল সম্পাদন ও অভ্যাগত ভূপাল- বর্গের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া আমাকে লাভ করিয়াছেন। হে মধুসূদন! আমি এইরূপ বহুতর ক্লেশ-পরম্পরা দ্বারা ক্লিশ্যমানা ও অতি দুঃখিতা হইয়া কুন্তীদেবীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এক্ষণে পুরোহিত ধৌম্য মহাশয়ের সহিত কালাতিপাত করিতেছি। আমি হীনজন কর্ত্তৃক অবমানিত ও বহুবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাচ সিংহবদ্বলবিক্রমশালী মহাবীর পাণ্ডবেরা আমাকে কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছেন, বলিতে পারি না। হে কৃষ্ণ! আমি এই সমস্ত দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিয়া দুর্ব্বল পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের প্রতি অতি দীর্ঘকাল রোষাবিষ্ট হইয়াছি। দেখ, প্রখ্যাত মহদ্বংশে আমার জন্ম। আমি দিব্য বিধানানুসারে পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী ও মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ হইয়াছি, তথাচ পঞ্চ পাণ্ডবদিগের সমক্ষে দুষ্ট দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করিল

মৃদুমধুরভাষিণী দ্রৌপদী এইরূপ অনুতাপসূচক বাক্যপ্রয়োগ করিয়া কমলকোষতুল্য কোমল করতল দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নবিগলিত অজস্র অশ্রুবিন্দু দ্বারা সুজাত পীন স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। অনন্তর

নয়নজল উন্মোচন করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধভরে বাষ্পপূর্ণ-কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "হে কৃপাময়! এক্ষণে বোধ হইতেছে, আমি পতিপুত্র-বিহীনা; আমার বন্ধু নাই, ভ্রাতা নাই, পিতা নাই ও তুমিও আমার পক্ষে নাই তোমরা সকলে তৎকালে আমাকে পরাভূতা দেখিয়াও যে বিশোকের ন্যায় অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলে ও কর্ণ যে আমাকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই সকল দুঃখ আমার হৃদয়মন্দিরে অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! তুমিই কেবল সম্বন্ধ, গৌরব, সখ্যভাব ও প্রভুত্ব এই কারণচতুষ্টয় দ্বারা প্রতিদিন আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছ।"

তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই বীরসমবায়মধ্যে কৃষ্ণাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভাবিনি! তুমি যাহাদিগের উপর রোষপরবশ হইয়াছ, তাহাদিগের পত্নীগণ স্ব স্ব বল্লভদিগকে অর্জ্জুনশরসংবিদ্ধ, শোণিতপরিপ্লুত ও ধরাতলে পতিত দেখিয়া এইরূপ নিরন্তর নয়নজল বিসর্জ্জন করিবে। আমি ক্ষমতানুসারে পাণ্ডবদিগের উদ্দেশ্যসংসাধন করিতে কদাচ ত্রুটি করিব না; এক্ষণে আর শোক করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, তুমি রাজমহিষী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে কৃষ্ণে! আকাশ পতিত, হিমাচল বিশীর্ণ, সমুদ্র শুষ্ক ও ভূমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইলেও আমার এই বাক্য কদাচ ব্যর্থ হইবে না।"

পাঞ্চালী কৃষ্ণের এইরূপ প্রত্যুত্তর কর্ণগোচর করিয়া সাচীকৃত-মুখে অর্জ্জুনের প্রতি কটাক্ষ-বিক্ষেপ করিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! এক্ষণে আর রোদন করিও না। কৃষ্ণ যাহা কহিলেন, ইহার কদাচ অন্যথা হইবে না।

অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, "হে ভগিনি! আমি দ্রোণকে বিনাশ করিব; শিখণ্ডী ভীষ্মকে, ভীমসেন দুর্য্যোধনকে ও ধনঞ্জয় কর্ণকে সংহার করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কথা দূরে থাকুক, আমরা রামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান হইলে দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয় করিবার সম্ভাবনা থাকে না।" ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা কহিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে অন্যান্য বীরগণ কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাসুদেব কহিলেন, "হে বসুধাধিপ! যদ্যপি আমি সে সময়ে দ্বারকায় উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে আপনাকে এ ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন অথবা অন্যান্য কৌরবগণ আমাকে আহ্বান না করিলেও আমি দ্যূতস্থানে আগমন করিতাম এবং আপনার নিমিত্ত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আনয়ন করিয়া বহুদোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক 'দ্যূতে প্রয়োজন নাই' বলিয়া পুত্রগণের পরস্পর দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করাইতাম। অধিক কি কহিব, যে সকল দোষ স্পর্শ করিয়া মহারাজ আপনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছেন, যে সকল দোষ স্পর্শ করিয়া বীরসেনসুত রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল, যে সকল দোষ স্পর্শ করিলে লোকের অতর্কিত বিনাশ ঘটিয়া থাকে, সেই সকল দোষোদ্ভাবন করিলে কদাচ তাহারা দ্যূতে প্রবৃত্ত হইত না। স্ত্রী, দ্যূত, মৃগয়া ও সুরাপান, এই কামসমুত্থিত ব্যসনচতুষ্টয় দ্বারা লোকসকল শ্রীভ্রষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যসনই বহু দুঃখকর ও দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ দ্যূতজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃকই দ্যূতক্রীড়ার সবিশেষ দোষ সমুদ্ভূত হইয়াছে। দ্যূতক্রীড়ায় এক দিবসেই দ্রব্যনাশ, বিপদ্, অভুক্ত অর্থের বিনাশ, বাক্‌পারুষ্য ও অন্যান্য বহুবিধ আনুষঙ্গিক দোষ ঘটিয়া থাকে। অম্বিকাতনয়ের নিকট এই সকল দোষ ব্যক্ত করিলে তিনি কখনও দ্যূতে রত হইতেন না। হে রাজেন্দ্র! সেই সময়ে যদ্যপি রাজা ধৃতরাষ্ট্র মধুর ও হিতকর মদীয় বাক্য গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কুরুকুলের কুশল ও ধর্ম্মবর্দ্ধন হইত; নতুবা আমি বলপূর্ব্বক তাঁহার নিগ্রহ করিতাম। ইহাতে তত্রস্থ সমস্ত দ্যূতপরায়ণ মিত্রাভিমানী অমিত্রগণ তাঁহার সহায়তা করিলে, তাহাদিগকেও শমনসদনের আতিথ্যগ্রহণ

করাইতাম। কি কহিব, আমি তৎকালে আনর্ত্তদেশে অনুপস্থিত ছিলাম; এই নিমিত্তই আপনারা দুরোদরজনিত বিপদে নিপতিত হইয়াছেন। আমি দ্বারকায় আসিয়া যুযুধানের সকাশে শ্রবণ করিলাম, আপনি দুস্তর বিপদ্‌সাগরে মগ্ন হইয়াছেন। অতএব আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত অতিমাত্র আকুলহৃদয়ে সত্বরে আসিতেছি। আহা! আপনারা সকলে কি ক্লেশই ভোগ করিতেছেন! হায়! আপনাদিগকে বিপন্ন দেখিতে হইল!"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে যদুবংশাবতংস! তুমি কি নিমিত্ত আনর্ত্তদেশে অনুপস্থিত ছিলে ও কোন্ স্থানেই বা প্রবাস করিয়া কি কি কার্য্য সাধন করিলে?" কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শাল্বের সৌভ-নগর বিনাশ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম, সেই কামচারী নগর উৎসন্ন করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আপনি রাজসূয়-যজ্ঞে আমাকে অর্ঘ্যদান করিলে, অতি-তেজস্বী দমঘোষনন্দন শিশুপাল রোষপরবশ হইয়া তাহা সহ্য করিতে না পারাতে আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিয়াছিলাম। আমি খাণ্ডবপ্রস্থে থাকিতে থাকিতেই সৌভরাজ শাল্ব শিশুপালবধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় রোষাবেশে অধীশ্বরশূন্য দ্বারকানগরী আক্রমণ করিলে বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু নৃশংস শাল্ব সেই সকল তরুণবয়স্ক বৃষ্ণিবীরগণের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক নগরীস্থ সমস্ত উপবন ছিন্নভিন্ন করিয়া কহিয়াছিল, 'হে আনর্ত্তবাসিগণ! তোমরা সত্য করিয়া বল, সেই বৃষ্ণিকুলাধম মূঢ়াত্মা বাসুদেব কোথায়? সে যেখানে আছে, আমি সেইখানে গমন করিয়া যুদ্ধে সেই যুদ্ধার্থীর দর্প চূর্ণ করিব। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আয়ুধ গ্রহণ করিয়া কহিতেছি, আজি সেই কংসকেশীনিসূদন দুষ্ট মধুসূদনকে বিনষ্ট না করিয়া বিনিবৃত্ত হইব না। শিশুপাল-বধ হইয়াছে শুনিয়া আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; অতএব আমি সেই পাপকর্ম্মা বিশ্বাসঘাতী বাসুদেবকে অদ্যই প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিব। সে সংগ্রাম না করিয়া, অনভিজ্ঞ, বালক, ভ্রাতা শিশুপাল মহীপালকে বধ করিয়াছে, আমি তাহাকে নষ্ট করিয়া অবশ্যই বৈরনির্যাতন করিব।' এইরূপ বহুবিধ কটূক্তিসহকারে পুনরায় 'সে কোথায়? সে কোথায়?' বলিয়া আমার সহিত রণবাসনায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল; অনন্তর আমাকে ভৎর্সনা করত কামচারী সৌভ-নগরের সহিত আকাশে আরোহণ করিল। আমি আগমন করিয়া সেই দুরাত্মার যথাবৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। আনর্ত্তদেশের প্রতি উপদ্রব, আমার ভৎর্সনা ও সেই পাপাত্মার অসহ্য অহঙ্কারের বিষয় অবগত হইয়া আমি রোষাকুলিতচিত্তে তাহার প্রাণসংহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সাগরাবর্ত্তে দৃষ্টিগোচর করিয়া পাঞ্চজন্যশঙ্খনাদ দ্বারা সমরে আহ্বান করিলাম। তথায় দুরন্ত দানবগণের সহিত মুহূর্ত্তমাত্র আমার যুদ্ধ হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ পরাভূত ও নিপাতিত হইল। হে আর্য্য! আমি এই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে তৎকালে উপস্থিত হইতে পারি নাই, অনন্তর আবনয়জনিত দ্যূতক্রীড়ার বিষয় অবগত হইয়া আপনাদের দর্শনমানসে সত্বরে হস্তিনানগরে আগমন করিয়াছি

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে মহাবাহো! সৌভবধের সংক্ষেপ-বৃত্তান্ত শ্রবণে আমার মন একান্ত অপরিতৃপ্ত হইয়াছে, অতএব সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে ভরতবংশাবতংস! দুরাত্মা শাল্ব, আমি শ্রুতশ্রবানন্দনকে বিনাশ করিয়াছি শ্রবণ করিয়া দ্বারাবতী-নগরে আগমন করিল। দুরাত্মা দানব সেই আকাশগামী সৌভপুরীতে ব্যূহ-

সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং তন্মধ্যে থাকিয়া দ্বারকার চতুর্দ্দিক অবরোধ করত বলপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। আমাদের দ্বারকাপুরী চতুর্দ্দিকে পতাকা, তোরণ, উপশল্য, রথ্যা, অট্টালিকা ও গোপুর প্রভৃতি নগর-শোভাসম্পাদক মনোহর দ্রব্যজাতে সুশোভিত, চক্র, লগুড়, তোমর, অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লাঙ্গল, ভুষুণ্ডী, অশ্মগুড়ক, খড়্গ, চর্ম্ম ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং ভেরী, পণব, ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে সমাকীর্ণ ও শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হইল। গদ, শাম্ব, উদ্ধব প্রভৃতি অরিনিবারণসমর্থ, বিখ্যাত-কুলপ্রসূত ও প্রদর্শিতবিক্রম বীরপুরুষগণ বহুবিধ রথ, পতাকা, অশ্ব ও সৈন্য লইয়া সর্ব্বদা ঐ পুরী রক্ষা করিতে লাগিলেন। কামচারী সৌভপুরের সমাগম হওয়াতে, প্রমত্ত থাকিলে নরাধিপ শাল্ব নিশ্চয়ই পরাভব করিবে, ইহা বিবেচনা করিয়া উগ্রসেন, উদ্ধব প্রভৃতি বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় সমস্ত প্রাসাদরক্ষক বীরপুরুষগণ সুরাপান নিষেধ করিয়া দিলেন এবং অহোরাত্র অপ্রমত্ত ও সর্ব্বদা সাবধান হইয়া রহিলেন। দ্বারকাস্থ সমস্ত নট এবং নর্ত্তক ও গায়কগণকে তাহাদের চিরসঞ্চিত ধনের সহিত অতি যত্নপূর্ব্বক নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া সমুদয় সংক্রম ভগ্ন, নৌকায় গমনাগমন প্রতিষিদ্ধ ও সমুদয় পরিখা উত্তমরূপে বজ্রসম কীলায়িত হইল। চতুর্দ্দিকে অতি গভীর কূপ ও ক্রোশব্যাপী নানাবিধ নিবিড় মহীরুহ দ্বারা সেই স্থান দুরধিগম্য ও অনাক্রমণীয় হইয়া উঠিল। আমাদের দুর্গ সহজেই দুর্গম, সুরক্ষিত ও অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার তৎকালে বিশেষরূপে সজ্জিত ও বীরগণকর্ত্তৃক সংরক্ষিত হওয়াতে ইন্দ্রভবনের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। তৎকালে কেহই সঙ্কেত-মুদ্রা প্রদর্শন না করিয়া নগরে প্রবিষ্ট বা তথা হইতে বহির্গত হইতে পারিত না। সমুদয় রথ্যা, অনুরথ্যা ও চত্বরে প্রভৃত হস্ত্যশ্বসম্পন্ন দৃষ্টপরাক্রম সৈন্যসমূহ সমবহিত হইয়া সমুপাস্থিত রহিল। সৈন্যগণকে যথানিয়মে বেতন, অস্ত্র-শস্ত্র ও পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া অতি প্রণয়সহকারে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সুবর্ণ বা রৌপ্য ভিন্ন কাহারও বেতন ছিল না অনুগ্রহ করিয়া বা বেতন না লইয়া কেহ কর্ম্ম করিত না ও সকলেরই পরাক্রম দর্শন করিয়া নিযুক্ত করা গিয়াছিল। হে মহারাজ! নরপতি আহুক এইরূপে সুবিখ্যাত সমৃদ্ধিশালী দ্বারকানগর তৎকালে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "রাজেন্দ্র! সৌভপতি শাল্ব প্রভুত হস্ত্যশ্বযুক্ত সৈন্য লইয়া দ্বারকাপুরী আক্রমণ করিতে আগমন করিয়া চতুরঙ্গ-বলশালিনী সেনাকে শ্মশান, দেবতাস্থান, বল্মীক ও চৈত্যবৃক্ষতল ব্যতীত প্রভুতজলাশয়সম্পন্ন সমস্থানে সন্নিবেশিত করিল। সমুদয় নগরমার্গ সৈন্য-বিভাগ দ্বারা ব্যাপ্ত হইল ও শাল্বশিবিরে যাতায়াতের পথ-সকল একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া গেল। এইরূপে শাল্ব নরপতি সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বিচিত্র রথ, নাগ, অশ্ব, পদাতি, ধ্বজ, বর্ম্ম ও কার্ম্মুকে অভিব্যাপ্ত বীরলক্ষণে লক্ষিত, মহাবল-পরাক্রান্ত সৈন্যসমূহ সমভিব্যাহারে পতগেন্দ্র গরুড়ের ন্যায় বেগে আগমন করিয়া দ্বারকানগর আক্রমণ করিল।

তখন বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ শাল্বরাজের সমূহ-সৈন্যসমাগম-সমাচারশ্রবণে বহির্গমনপূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মহারথ চারুদেষ্ণ, শাম্ব ও প্রদ্যুম্ন শাল্বরাজের আক্রমণ সহিতে না পারিয়া বিচিত্র ভূষণ ধারণ, বর্ম্ম পরিধান ও রথারোহণপূর্ব্বক বহুসংখ্যক বিপক্ষ সৈনিক পুরুষের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তখন জাম্ববতীনন্দন শাম্ব কার্ম্মুক-গ্রহণপূর্ব্বক শাল্বরাজের সচিব চমূপতি ক্ষেমবৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া বৃষ্টিধারার ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। সেনাপতি ক্ষেমবৃদ্ধি পর্ব্বতরাজ হিমাচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া সেই বাণবর্ষণ অনায়াসে সহ্য করত শাম্বের উপর দুর্ভেদ্য মায়াময় শরজাল নিক্ষেপ করিলে শাম্বও স্বীয় মায়াপ্রভাবে সেনাপতির সেই

মায়াশরজাল নিবারণ করিয়া তদীয় রথোপরি এককালে সহস্র সহস্র শর বিমোচন করিল। চমূপতি ক্ষেমরদ্ধি শাম্বশরে বিদ্ধ ও একান্ত ব্যথিত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়নপরায়ণ হইল।

শাম্বরাজের সেনাপতি পলায়ন করিলে বেগবান্ নামে অসুর আমার পুত্র শাম্বকে আক্রমণ করিতে বেগে ধাবমান হইল। বৃষ্ণিবংশাবতংস প্রভূত-বলশালী শাম্ব অনায়াসে সেই বেগবানের বেগ সহ্য করত সত্বরে তাহার উপর এক গদা নিক্ষেপ করিল। মহাবীর বেগবান্ শাম্বের গদাঘাতে একান্ত আহত, নিতান্ত অভিভূত ও বাতাহত জীর্ণমূল তরুর ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে শাম্ব সেই সুমহান্ সৈন্যসমূহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ বিবিন্ধ্যনামা দানব চারুদেষ্ণের সহিত বৃত্রবাসবের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পর সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত পরস্পরের প্রতি শরাঘাত করিতে লাগিল। তখন রুক্মিণীনন্দন চারুদেষ্ণ সূর্য্যাগ্নিসম তেজস্বী এক আশুগ মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে সংযোগ করত ক্রোধভরে বিবিন্ধ্যের উপর নিক্ষেপ করিল। সে বাণাঘাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল।

তখন মহারাজ শাম্ব, বিবিন্ধ্য নিহত ও সেনাসমুদয় বিক্ষোভিত হইয়াছে দেখিয়া কামচারী সৌভপুরে আরোহণপূর্ব্বক দ্বারকায় আগমন করিল। দ্বারকাবাসী সমস্ত সৈন্যদল শাম্বরাজকে সৌভস্থ দেখিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইলে মহাবাহু প্রদ্যুম্ন নগর হইতে বহির্গত হইয়া সেনাগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, 'হে যাদবগণ! আমি সংগ্রামে সৌভনগরস্থ শাম্বরাজকে নিবারণ করিতেছি; তোমরা স্থির হইয়া অবলোকন কর। আজি আমি দুরাত্মা শাম্বকে ভীষণ ভুজঙ্গাকার শর দ্বারা সৌভনগরের সংগ্রামে বিনষ্ট ও তদীয় সৈন্য-সমুদয় সংহার করিব। তোমরা সকলে সাতিশয় উৎকলিকাকুল ও ভয়াভিভূত হইও না।' হে পাণ্ডুনন্দন! মহাবীর প্রদ্যুম্ন হৃষ্টচিত্তে এই কথা কহিলে দ্বারকাবাসী সমুদয় সৈন্যদল সুস্থির হইয়া সাতিশয় সাহসসহকারে নিরুদ্বেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল।"

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন বর্ম্মিত অশ্বগণযুক্ত কাঞ্চনরথে আরোহণপূর্ব্বক ব্যাদিতাননন শমনের ন্যায় মকরধ্বজ উত্তোলন করিয়া শত্রুসমক্ষে গমন করিল। খড়্গতূণধারী, বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্র, মহাবীর প্রদ্যুম্ন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন চাপ আস্ফালন ও তাহাতে টঙ্কার প্রদান করত সৌভবাসী সমস্ত দৈত্যদলকে মোহিত করিল। প্রদ্যুম্ন তখন এরূপ চতুরতাসহকারে শত্রুগণের প্রতি বাণবর্ষণ ও শরাসনে শরসন্ধান করিতে লাগিল যে, কেহই তাহার ভেদ বোধ করিতে পারিল না। তৎকালে তাহার মুখবর্ণ-ব্যত্যয় বা গাত্রচালনা কিছুই লক্ষিত হয় নাই; কেবল তাহার সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জনশ্রবণে অদ্ভুত বীর্য্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। কাঞ্চনময় ধ্বজযষ্টির অগ্রভাগে বিরাজমান,ব্যাদিতানন, সমস্ত জলজন্তু অপেক্ষা ভয়ানকাকার, কৃত্রিম মকরসন্দর্শনে শাম্বরাজের সৈন্য-সকল সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইল।

তখন আরাতিনিপাতন প্রদ্যুম্ন যুদ্ধাভিলাষে শাম্বের সমীপে সত্বরে সমুপস্থিত হইল। মদমত্ত শাম্ব প্রদ্যুম্নের আগমনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধভরে কামচারী সৌভপুর হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে বলির সহিত ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর শাম্ব ও প্রদ্যুম্নের তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবল-পরাক্রান্ত শাম্ব মায়ানির্ম্মিত, সুবর্ণময়-ধ্বজপতাকাশালী রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের উপর শরনিক্ষেপ করিলে প্রদ্যুম্নও তাহাকে পরাভব করিবার বাসনায় বেগে বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। সৌভরাজ সেই সকল শর অনায়াসে সহ্য করিয়া আমার পুত্র প্রদ্যুম্নের উপর

অগ্নিসদৃশ প্রদীপ্ত বাণ-সমুদয় নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্ন অনায়াসে সেই সমস্ত শর ছেদন করিলে শাল্ব পুনরায় বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন শাল্বরাজের শরে সমুদ্বেজিত হইয়া সত্বরে তাহার উপর এক মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করিল অনন্তর মর্ম্মভেদী শর সত্বরে বর্ম্মভেদ করিয়া শাল্বরাজের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র সে মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইল। শাল্বরাজ বিচেতন হইয়া নিপতিত হইলে অন্যান্য দানবেন্দ্রগণ পদাঘাতে বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করিয়া বেগে রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। মহাবল-পরাক্রান্ত শাল্ব কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের জত্রুদেশে তীক্ষ্ণ শর-সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবাহু প্রদ্যুম্ন শাল্বের বাণে জর্জ্জরিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। সৌভাধিপতি তাহার অবস্থা সন্দর্শনে সাতিশয় প্রফুল্ল হইয়া দিগন্তব্যাপী ঘোরতর সিংহনাদ করত পুনরায় সত্বরে তাহার উপর তীক্ষ্ণ বাণসকল নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্ন সমরাঙ্গণে শাল্বের শরে অনবরত আহত হইয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট ও মোহিত হইয়া পড়িল।”

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এইরূপে বীরবরাগ্রগণ্য প্রদ্যুম্ন শাল্ববাণে মূর্চ্ছিত হইলে বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ ও একান্ত ব্যথিত হইল। বৃষ্ণি ও অন্ধক-পক্ষীয় সমুদয় সৈন্য হাহাকার করিতে লাগিল ও শত্রু-পক্ষীয় সমস্ত লোক সাতিশয় প্রীতিলাভ করিল। প্রদ্যুম্নকে মোহিত দেখিয়া তাহার সারথি সুশিক্ষিত দারুকনন্দন সত্বরে তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া রণভূমি হইতে নিঃসারিত করিল। সারথি রথ লইয়া রণস্থল হইতে অনতিদূরে গমন করিলে প্রদ্যুম্ন চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে কহিতে লাগিল, ‘হে সূতপুত্র! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে লইয়া সমরভূমি হইতে প্রস্থান করিলে? এ কদাচ বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের ধর্ম্ম নহে। তুমি রণস্থলে শাল্বকে দেখিয়া কি মুগ্ধ হইয়াছ? অথবা তুমুল সংগ্রাম সন্দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া এরূপ অন্যায় আচরণ করিয়াছ? সত্য করিয়া বল।’

তখন সারথি কহিল, ‘হে কেশবনন্দন! আমার মোহ বা ভয় কিছুই হয় নাই; কেবল পাপাত্মা শাল্ব সাতিশয় বলবান্ ও আপনিও শরাঘাতে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমি আপনাকে লইয়া শনৈঃ শনৈঃ পলায়ন করিতেছি। হে মহাত্মন্! রথী মূর্চ্ছিত হইলে তাঁহাকে রক্ষা করা সারথির কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে আয়ুষ্মন্! আমি আপনার যেরূপ রক্ষণীয়, আপনিও আমার তদ্রূপ, এই নিমিত্তই আমি আপনাকে লইয়া অপসৃত হইয়াছি। হে মহাবাহো! আপনি একাকী ও দানবেরা বহুসংখ্যক, এই বিষম সংখ্যা দেখিয়া আমি আপনাকে রথে লইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়াছি।’

প্রদ্যুম্ন দারুকাত্মজের বাক্য-শ্রবণানন্তর তাহাকে পুনরায় রণস্থলে রথ লইয়া গমন করিতে আদেশ করিল এবং কহিল, ‘হে সূতনন্দন! তুমি আর কখন এমন কর্ম্ম করিও না; আমি জীবিত থাকিতে কদাচ রথ লইয়া পলায়নপরায়ণ হইও না। যে ব্যক্তি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে এবং যে ব্যক্তি নিপতিত, শরণাপন্ন, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক ও রথশূন্য বা ভগ্নায়ুধ যোদ্ধাকে বিনষ্ট করে, সে দুরাত্মা কখনই বৃষ্ণিবংশসম্ভূত নহে। হে দারুকতনয়! তুমি সূতকুলে সমুৎপন্ন ও সারথ্য-কর্ম্মে সুশিক্ষিত; বিশেষতঃ বৃষ্ণিবংশীয়গণের যুদ্ধব্যবহার বিলক্ষণ জ্ঞাত আছ, অতএব আর কখন সমরস্থল হইতে রথীকে লইয়া এরূপে প্রতিনিবৃত্ত হইও না। দেখ, আমি রণ পরিত্যাগ করত পলায়ন করিয়াছি, শত্রু আমার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতেছে, এই কথা শুনিয়া দুরাধর্ষ গদাগ্রজ মাধব, কেশবাগ্রজ মহাবাহু বলদেব, শিনির নপ্তা মহাধনুর্দ্ধর নরসিংহ মহাবীর শাম্ব, চারুদেষ্ণ, গদ, সারণ ও মহাবাহু অক্রূর আমাকে কি বলিবেন? বৃষ্ণিবংশীয় বীরপুরুষগণের স্ত্রীগণ আমাকে মহাবল-পরাক্রান্ত পুরুষাভিমানী মহাবীর বলিয়া জানেন; তাঁহারাই বা আমাকে কি বলিবেন? তাঁহারা কখনই আমাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন না; প্রত্যুত নিশ্চয়ই তাঁহারা কহিবেন, ‘ঐ প্রদ্যুম্ন ভীত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন

করিতেছে, ইহাকে ধিক্!’ হে সূততনয়! ধিগ্বাক্যে পরিহাস করা আমার বা মদ্বিধ ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও গুরুতর; অতএব তুমি আর কখন রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিও না। বিশেষতঃ মধুসূদন আমার প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া ভরতকুলাগ্রগণ্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে গমন করিয়াছেন; অতএব রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। মহাবীর হৃদিকানন্দন কৃতবর্ম্মা শাল্বের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছিলেন; আমি তাঁহাকে ‘আপনি থাকুন, আমি গিয়া সত্বরে পরাজয় করিতেছি’, বলিয়া নিবারণ করিলাম। তিনি তখন আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; এখন আমি কি বলিয়া তাঁহার নিকট মুখ দেখাইব? শঙ্খচক্রগদাধারী দুর্দ্ধর্ষ কৃষ্ণ প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে কি কহিব এবং সাত্যকি, বলদেব ও অন্যান্য বৃষ্ণ্যন্ধকবংশীয় বীরপুরুষগণ সতত আমার বলবীর্য্যে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই বা কি বলিব? হে সূতনন্দন! যদি অরি কর্ত্তৃক পৃষ্ঠদেশে আহত আমাকে তুমি রণস্থল হইতে অপসৃত করিয়া লইয়া যাও, তবে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। অতএব তুমি রথ লইয়া পুনরায় রণস্থলে গমন কর। নিতান্ত আপৎকালেও রণ হইতে এরূপ পলায়ন করা অকর্ত্তব্য। আমি রণ হইতে পলায়িত ও শত্রুকর্ত্তৃক পৃষ্ঠদেশে অভ্যাহত হইয়া জীবনরক্ষা করা লাভ জ্ঞান করি না। হে সূতপুত্র! তুমি কি কদাচ আমাকে ভীত হইয়া রণপরিত্যাগপূর্ব্বক কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিতে দেখিয়াছ? হে দারুকনন্দন! যখন নিতান্ত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছি, তখন আমাকে লইয়া তোমার সংগ্রাম পরিত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য, অতএব তুমি শীঘ্র রণস্থলে গমন কর।”

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “হে যুধিষ্ঠির! দারুকনন্দন, প্রদ্যুম্নের বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুমধুরস্বরে কহিতে লাগিল, ‘হে রুক্মিণীনন্দন! আমি সংগ্রমে অশ্বচালনা করিতে কিছুমাত্র ভয় করি না ও রষ্ণিবংশীয়দিগের যুদ্ধব্যবহার বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি, কিন্তু যৎকালে আপনি শাল্বের তীক্ষ্ণশরে আহত ও একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, তখন সারথি সর্ব্বতোভাবে রথীকে রক্ষা করিবে, ইহা সারথিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, এই উপদেশ মদীয় স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে আমি রথ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি লব্ধসংজ্ঞ হইয়াছেন; স্বেচ্ছানুসারে আমার অশ্বচালন বিষয়ে নৈপুণ্য অবলোকন করুন। আমি দারুক হইতে জন্মগ্রহণ ও শিক্ষালাভ করিয়াছি; নির্ভয়চিত্তে শাল্বরাজের প্রভূততর সৈন্যসমূহমধ্যে প্রবেশ করিতেছি, দেখুন।’

দারুকনন্দন এই বলিয়া রশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক অশ্বচালন করত যমক, যমকেতর, সব্য ও দক্ষিণ প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র মণ্ডলগতি প্রদর্শন করিল। অশ্বগণ রশ্মিসঞ্চালন ও কশাঘাত দ্বারা সারথির হস্তলাঘব বুঝিতে পারিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা ক্ষুর দ্বারা ভূতল স্পর্শ না করিয়া রোষভরে আকাশমার্গেই গমন করিতেছে। দারুকনন্দন সত্বরে শাল্বরাজের সৈন্যগণকে অপসব্যস্থ করিল; তদ্দর্শনে সকলে অতিমাত্র বিস্ময়ান্বিত হইল। তখন মহারাজ শাল্ব প্রদ্যুম্নের এইরূপ বিস্ময়কর কার্য্য দেখিয়া তাহার সারথির প্রতি তিনটি তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিল। দারুকনন্দন শাল্বের বাণাঘাত গণ্য না করিয়া তৎক্ষণাৎ অবসব্য হইতে অপসৃত হইল। সৌভরাজ পুনরায় আমার পুত্রের উপর বহুবিধ শরবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে অর্দ্ধপথেই সেই সমুদয় শরচ্ছেদন করিল। শাল্বনৃপতি আপনার বাণ সমুদয় ব্যর্থ দেখিয়া আসুরী মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরায় শরাসনে শরসন্ধান করিলে প্রদ্যুম্ন দৈত্যের অস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্ম-অস্ত্র দ্বারা তাহা অর্দ্ধপথে ছেদন পূর্ব্বক শাল্বের উপর অন্যান্য তীক্ষ্ণ অস্ত্র সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই সমস্ত রুধিরপায়ী বাণ মস্তক, বক্ষ ও বক্তে নিপতিত হইয়া ভূপতি শাল্বকে মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে

নিপাতিত করিল। নৃশংস শাল্ব নিপতিত হইয়াছে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন আর এক অরাতিনিপাতন শর সন্ধান করিল।

সমুদয় যাদব কর্ত্তৃক পূজিত ও আশীবিষাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত সেই শর শরাসনে আরোপিত হইবামাত্র অন্তরীক্ষে হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ একত্র হইয়া নারদ ও বায়ুকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্নের নিকট আগমন করিয়া তাহাকে দেবগণোপদিষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'হে মহাবীর! যদিও জগতীতলে এই বাণের অবধ্য কেহই নাই, তথাপি শাল্বরাজ কদাচ তোমার বধ্য নহে। ধাতা রণস্থলে কৃষ্ণের হস্তেই ইহার মৃত্যু নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন; কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। অতএব তুমি এই অমোঘবাণের প্রতিসংহার কর।' প্রদ্যুম্ন তাঁহাদের বচনানুসারে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শরের প্রতিসংহার করত তূণমধ্যে সংস্থাপন করিল। তখন প্রদ্যুম্নশর-পীড়িত দুরাত্মা শাল্ব চেতনা লাভ করিয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সৌভপুরে আরোহণ করত দ্বারকাপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশমার্গে গমন করিল।"

বিংশতিতম অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, "হে রাজন্! শাল্বের প্রস্থানানন্তর আপনার রাজসূয়-যজ্ঞাবসানে আমি দ্বারকাবতী প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম, দ্বারকার সে শোভা নাই; বেদপাঠধ্বনি ও বষট্কার আর শ্রুতিগোচর হয় না, বরবর্ণিনী কামিনীগণের বেশভূষা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং তত্রত্য উপবন-সকল অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন যৎপরোনাস্তি সন্দিহান হইয়া হৃদিকানন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হে নরশার্দ্দূল! বৃষ্ণিবংশীয় নরনারীদিগকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখিতেছি, ইহার কারণ কি, বল?' হার্দ্দিক্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শাল্বরাজকর্ত্তৃক দ্বারকার অবরোধ ও বিমোচন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিলেন। তদনন্তর আমি রাজা আহুক, আনকদুন্দুভি, সকল বৃষ্ণিপ্রবীর ও পুরবাসী লোকদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলাম, 'হে যাদবগণ! তোমরা অপ্রমত্ত-চিত্তে নগরে কালযাপন করিও, আমি শাল্বের বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া চলিলাম, তাহাকে নিহত না করিয়া কখন দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিব না। আমি শাল্বসহ সৌভনগর সমভূমি করিয়া তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব; তোমরা এক্ষণে এই শত্রুভীষণ মহানিনাদ দুন্দুভিধ্বনি আরম্ভ কর।' হে ভরতর্ষভ! তাঁহারা সকলে আমার বাক্যে আশ্বাসিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া আশীর্ব্বাদ করত আমাকে কহিলেন, 'তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; অচিরাৎ শত্রু বিনষ্ট করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।' আমি সেই পরমাহ্লাদিত বীরপুরুষদিগের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া দ্বিজবরগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণাম করিয়া ধ্বজপতাকাপরিশোভিত সুগ্রীবসংযুক্ত রথে অধিরূঢ় হইলাম। তাহার নির্ঘোষে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং আমিও পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত করিতে লাগিলাম। অনন্তর নিখিল চতুরঙ্গিণীসেনা-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া ক্রমে ক্রমে নানা দেশ, তরুরাজিবিরাজিত ভূধরশ্রেণীসুশোভিত সরোবর ও নদীসকল উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে মার্ত্তিকাবত-নগরে উপস্থিত হইলাম। তথায় শ্রবণ করিলাম যে, শাল্বরাজ সৌভনগরে আরূঢ় হইয়া সাগরাভিকে গমন করিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সে প্রথমতঃ মহোদধির কুক্ষিতে যাইয়া পরে সৌভ আশ্রয় করত সমুদ্রনাভিতে উপস্থিত হইল। সেই দুরাত্মা দূর হইতে আমাকে অবলোকন করিয়া হাসিতে হাসিতে বারংবার যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিল। আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া শার্ঙ্গে জ্যারোপণপূর্ব্বক মর্ম্মভেদী বাণ-সকল পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু তাহার একটিও পুরপ্রাপ্ত হইল না, তদ্দর্শনে আমার রোষাবেশ পরিবর্দ্ধিত হইল। তখন সেই দৈত্যাপসদও রোষপরবশ হইয়া আমার উপর অনবরত শরধারা বর্ষণ করত মদীয় সৈনিক পুরুষ, সারথি ও অশ্ব-সকল শরজালে

আকীর্ণ করিল। তথাপি আমরা কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তিত না হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। পরে শাল্বের পদানুগ পুরুষেরা আনতপর্ব্ব শতসহস্র শর যুগপৎ আমার উপর নিক্ষেপ করিল। তাহাদিগের মর্ম্মভেদী শরজালে আমার অশ্ব, রথ এবং দারুক প্রভৃতি সমুদয়ই আচ্ছাদিত ও এককালে অদৃশ্য হইল; ফলতঃ অশ্ব, রথ, সারথি ও সৈনিকেরা যে কে কোথায় রহিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না এবং আমিও দৃষ্টির বহির্ভূত হইলাম। অনন্তর দিব্য শরাসনে মন্ত্রপূত অযুত শর সন্ধানপূর্ব্বক যথাবিধি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। হে ভারত! সৌভনগর প্রায় একক্রোশ ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিল, সুতরাং তথায় আমার সৈন্যদিগের গমন কিরূপে সম্ভবিতে পারে? রঙ্গভূমির সম্মুখস্থ লোকেরা সিংহনাদসদৃশ গম্ভীর-স্বরে আমাকে আহ্লাদিত করিতে লাগিল। আমার করাগ্র-বিনির্ম্মুক্ত শরসমূহ দানবদলের অঙ্গে শলভের ন্যায় প্রবিষ্ট হইল। তীক্ষ্ণধারবিশিখবিদ্ধ দানবসৈন্যের হলহলা শব্দে সৌভনগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং ছিন্ন-ভুজস্কন্ধ কবন্ধাকৃতি দানবেরা ভয়ঙ্কর শব্দ করত সমুদ্রে নিপতিত হইবামাত্র জলচর জন্তুগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর আমি কুন্দেন্দুসমপ্রভ পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিলাম। সৌভপতি স্বীয় সৈনিক পুরুষদিগকে নিপতিত দেখিয়া মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই যুদ্ধে অনবরত গদা, হল, প্রাস, শূল, শক্তি, পরশু, অসি, কুলিশ, পাশ, পট্টিশ ও ভুষুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র নিপতিত হইতে লাগিল। আমি মায়াবলে শীঘ্র সেই দানবী মায়ার নিরাকরণ করিলে, সে গিরিশৃঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর সে কখন সমুদয় জগৎ গাঢ় তিমিরে আবৃত, কখন বা উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত, কখন দুর্দ্দিন, কখন বা সুদিন, কখন শীতল, কখন বা উষ্ণ, কখন অঙ্গার, কখন বা পাংশু ও শস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপ মায়াবল আশ্রয় করিয়া সে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। আমি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া মায়াবলেই তৎসমুদয় নিরাকৃত করিলাম এবং সময়ানুসারে ঘোরতর বাণযুদ্ধ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলাম। হে মহারাজ! অনন্তর আকাশমণ্ডলে শত সূর্য্য সমুদিত হইল ও সহস্র অযুত তারকাপরিবৃত শত-নিশাকর দীপ্তি পাইতে লাগিল. দিবারাত্র বা দিক্ সকল নির্ণীত হইল না। ইহাতে আমি মোহিত হইয়া শরাসনে প্রজ্ঞাস্ত্র যোজনা করিলাম। হে কৌন্তেয়! অনিলপ্রভাবে যেমন কার্পাস উড্‌ডীন হয়, তদ্রূপ সেই অস্ত্রজাত মহাবেগে সঞ্চারিত হইলে যুদ্ধ তুমুল ও লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। হে রাজেন্দ্র! আলোক পাইয়া পুনর্ব্বার আমি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম।”

একবিংশতিতম অধ্যায়

বাসুদেব কহিলেন, “হে রাজন্! মহারিপু শাল্বরাজ আমার সহিত এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে আকাশমার্গে প্রস্থান করিল। সেই জিগীষু মন্দবুদ্ধি রোষপরবশ হইয়া গদা, শূল, অসি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সকল আমার প্রতি নিক্ষেপ করিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ সমুদয় আকাশগামী অস্ত্রের নিরাকরণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষেই খণ্ড খণ্ড করিলাম, তাহাতে নভোমণ্ডল মহানিনাদে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর সৌভেশ্বর নতপর্ব্ব শতসহস্র শর দ্বারা আমার অশ্ব, রথ ও সারথিকে আকীর্ণ করাতে দারুক ভয়বিহ্বল হইয়া আমাকে কহিল,‘হে বীর! শাল্বের বাণে যৎপরোনাস্তি নিপীড়িত হইয়াছি,আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে. আর অবস্থিতি করিতে পারি না, তবে কেবল রণত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে নাই বলিয়াই রহিয়াছি।’ সারথির এবংবিধ কাতরোক্তি শ্রবণে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, দারুকের আপাদমস্তক সমস্ত শরীর বাণে বিদ্ধ রহিয়াছে। সে দুর্ব্বিষহ বাণপীড়ায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া রশ্মি ধারণপূর্ব্বক অনবরত রক্ত বমন করিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতসিক্ত হওয়াতে যেন বৃষ্টিধারা-বিগলিত-গৈরিক-ধাতুনিঃস্রবসংযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায়

শোভা পাইতেছে। হে মহারাজ! সারথিকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া আমি অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম।

অনন্তর দ্বারকানিবাসী একজন আহুক-পরিচারক রথারোহণপূর্ব্বক বিষণ্নভাবে সত্বরে আসিয়া সুহৃদের ন্যায় গদ্গদস্বরে আমাকে কহিতে লাগিল,'হে মহাবীর কেশব! পিতৃসখা দ্বারকাধিপতি আহুক আপনাকে যাহা কহিয়াছেন, শ্রবণ করুন। হে বৃষ্ণিনন্দন! অদ্য আপনার অনুপস্থিতিরূপ অবকাশে শাম্বরাজ দ্বারকায় উপনীত হইয়া বলপূর্ব্বক শূর-সুতকে নিহত করিয়াছে; অতএব যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই, আপনি ক্ষান্ত হউন, এক্ষণে দ্বারকা রক্ষা করাই আপনার প্রধান কার্য্য।'

আমি আগন্তুকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় দুর্ম্মনাঃ হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। সেই মহদপ্রিয় বাক্য শুনিয়া সাত্যকি, বলদেব ও মহারথ প্রদ্যুম্নকে মনে মনে কতই নিন্দা করিতে লাগিলাম; যেহেতু, আমি তাহাদিগের প্রতি দ্বারকা ও পিতার রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া সৌভনিপাতনে নির্গত হইয়াছিলাম। এক্ষণে মহাবল বলদেব, সাত্যকি, রৌক্মিণেয়, চারুদেষ্ণ ও শাম্ব প্রভৃতি বীরপুরুষেরা জীবিত আছেন কি না, এই ভাবনায় আমার অন্তঃকরণ একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইল। তাঁহারা সকলে জীবিত থাকিতে স্বয়ং বজ্রধারীও শূরসুতকে নিহত করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব এখন নিশ্চয় বুঝিলাম যে, শূরসুত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বলদেব-প্রমুখ সকলেই সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজ! অনুক্ষণ সেই অতর্কিতচর সর্ব্বনাশ চিন্তা করত আমি নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পুনরায় শাম্বসহ সমরসাগরে অবগাহন করিতেছি, ইত্যবসরে দেখিলাম, ক্ষীণপুণ্য যযাতি যেমন স্বর্গচ্যুত হইয়া মহীতলে পতিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সৌভ হইতে শূরসুত নিপতিত হইতেছেন। তাঁহার উষ্ণীষ মলীমস, পরিধেয় বস্ত্র শিথিল ও মূর্দ্ধজসকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়াছে। পতনকালে তদীয় বাহুযুগল ও পাদদ্বয় প্রসারিত হওয়াতে তাঁহার রূপ শকুনির রূপের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে আমার করতল হইতে শার্ঙ্গ স্খলিত হইল ও আমি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে উপবেশন করিলাম। আমাকে মৃতকল্প দেখিয়া সৈন্যেরা হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহাবাহো! শূলপট্টিশধারী শত্রুপক্ষীয় লোকেরা পিতাকে অত্যন্ত আঘাত করাতে আমার চৈতন্যলোপ হইয়া গেল।

ক্রমে মূর্চ্ছার অপনয় হইলে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিলাম, কিন্তু কোথায় বা সৌভনগর, কোথায় বা সেই দুর্জ্জয় শত্রু শাম্ব ও কোথায় বা বৃদ্ধ পিতা শূরসুত, সকলই স্বপ্নের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল। তখন নিশ্চয় জানিলাম যে, ইহা কেবল মায়ামাত্র। এইরূপে লব্ধসংজ্ঞ হইয়া পুনরায় বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম।”

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

“হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অদনন্তর আমি রুচির কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক সুরারি অসুরদিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়া সৌভ হইতে পাতিত এবং শাম্বরাজের বিনাশার্থ আশীবিষাকার ঊর্দ্ধগামী সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ নিক্ষেপ করিলাম; কিন্তু মায়াবলে সৌভনগর যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, কিছুই জানিতে না পারিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তৎপরে অতি ভীষণাকার দানবেরা আসিয়া আমার সমক্ষে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদিগের বধার্থ সত্বরে শব্দসাহ অস্ত্র যোজনা করিবামাত্র নিরস্ত ও শব্দকারী দানবেরাও নিহত হইল সে শব্দ নিরস্ত হইলে অন্যত্র অপর শব্দ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। এইরূপে অম্বরতল, ভূমণ্ডল, তির্য্যক্‌প্রদেশ ও দশদিক্, সর্ব্বত্র দানবনাদে নিনাদিত হইল; আমিও শরাঘাতে দুর্ব্বৃত্ত দানবদল নিহত করিলাম।

অনন্তর পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া পুনরায় দৃষ্টিমোহয়িতা কামচারী সৌভনগর দর্শন করিলাম। তথায় সেই দারুণাকৃতি দানবদল শিলাবর্ষণ দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন করিলে, আমি বল্মীকের ন্যায় শিলাপরিবৃত হইয়া পর্ব্বততুল্য উপচীয়মান হইলাম ও আমার অশ্ব, রথ, সারথি সকলেই শিলাখণ্ডে আচ্ছাদিত হইল। আমাকে শিলাবগুণ্ঠিত দেখিয়া বৃষ্ণিপ্রবীর মদীয়

সৈনিকেরা সহসা ভয় পাইয়া দিকে দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! আমি দৃষ্টির অগোচর হইবামাত্র ত্রিদশালয়, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল হাহাকার শব্দে পরিপূর্ণ হইল। বান্ধবগণ আমার অদর্শনজনিত শোকে বিষণ্ণ হইয়া সাশ্রুমুখে মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা হর্ষসাগরে ও আত্মীয়গণ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। আমি পশ্চাৎ শ্রবণ করিলাম, শাল্বরাজ এইরূপে জয়লাভ করিয়াছিল।

অনন্তর আমি ইন্দ্রদয়িত পাষাণবিদারক বজ্র উত্তোলনপূর্ব্বক শিলাসকল খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার ক্ষুদ্রপ্রাণ অশ্বসকল দুর্ভর ভূধরভারে নিতান্ত আর্ত্ত ও একান্ত কম্পিতকলেবর হইয়াছিল। যেমন মেঘাবরণ বিদারণপূর্ব্বক সমুদিত কমলিনীনায়ক নিরীক্ষণ করিয়া লোকের অন্তঃকরণ প্রীতিপ্রফুল্ল হয়, তদ্রূপ আমাকে পর্ব্বতনির্ম্মুক্ত দেখিয়া বান্ধবগণ হর্ষে পুলকিত হইলেন। সারথি পর্ব্বতনিপীড়িত অশ্বগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তৎকালোচিত বাক্যে আমাকে কহিল, 'হে বৃষ্ণিপ্রবীর! ঐ দেখ, সৌভপতি শাল্ব স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেছে, অতএব উপেক্ষার আর প্রয়োজন নাই; সরলভাব ও বন্ধুতা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয়সহকারে শাল্বের প্রাণসংহার কর, উহাকে জীবিত রাখা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে না। হে বীর! শত্রু সর্ব্বতোভাবে বধার্হ, সে দুর্ব্বল হইলেও বলবানের অনুপেক্ষণীয়। যে ব্যক্তি ত্বদীয় পাদপীঠে নতশিরাঃ হইয়া থাকিত, সেই এক্ষণে রণস্থলে উপস্থিত হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, অতঃপর আর কালাতিক্রম করা বিধেয় হয় না; তুমি শীঘ্র উহার বধসাধনে যত্নবান্ হও। হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ! যে তোমার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছে ও যৎকর্ত্তৃক দ্বারকা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে, তাহাকে সখা বিবেচনা করিও না, সেই দুরাত্মা কখনই ঋজুতায় বশীভূত হইবে না।'

হে কৌন্তেয়! আমি সারথির এবংবিধ বাক্য-শ্রবণে সমুদয় উপদেশ যথার্থ বিবেচনা করত সৌভনিপাতনে ও শাল্ববধে কৃতনিশ্চয় হইয়া দারুককে কহিলাম, 'সারথে। তুমি মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি কর, আমি সকল দানবই নিপাত করিতেছি।' অনন্তর দানবান্তকারী, অপ্রতিহতগতি, দিব্য অগ্নেয়াস্ত্র শরাসনে যোজনা করিলাম এবং যক্ষ, রাক্ষস, দানব ও বিপক্ষরাজগণের ভস্মান্তকারী, অরাতিকুলবিমর্দ্দন, সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ, ক্ষুরধার চক্রকে অনুমন্ত্রণপূর্ব্বক, 'তুমি স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে সৌভনগর ও তত্রস্থ সমস্ত রিপুগণ নিহত কর,' এই কথা বলিয়া বাহুবলে সুদর্শনকে সৌভের প্রতি প্রেরণ করিলাম। সুদর্শন ব্যোমতলে উপনীত হইয়া যুগান্তকালোদিত দ্বিতীয় আদিত্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। করপত্র যেমন বিশাল দারু বিদারণ করে, তদ্রূপ সুদর্শন সৌভনগরের মধ্যস্থল বিদীর্ণ করিয়া দ্বিখণ্ড করিল। ত্রিপুর যেমন মহাদেবের শরাঘাতে নিপাতিত হইয়াছিল, সেইরূপ সুদর্শন দ্বারা দ্বিধাকৃত সৌভনগরও ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর চক্র আমার নিকট প্রত্যাগমন করিলে, আমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া শাল্বোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলাম। চক্র শাল্বকে দ্বিধাকৃত ও সমরশায়ী করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, দেখিয়া ভগ্নমনোরথ উৎকলিকাকুল দানবেরা মদীয় শরনিপীড়িত হইয়া হাহাকার করত ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর আমি সৌভসমীপে রথ সংস্থাপনপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিয়া বান্ধবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিলাম। তত্রত্য স্ত্রীগণ মেরুশিখরাকার ভগ্ন অট্টালিকার গোপুর-সকল দহ্যমান হইতেছে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। এইরূপে সৌভ নিপতিত ও শাল্ব নরাধিপ নিহত হইলে, আমি দ্বারকায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সুহৃদ্বর্গের প্রীতিবর্দ্ধন করিলাম। হে রাজন্! এই সমস্ত কারণ বশতঃ আমি বারণাবতে আগমন করিতে পারি নাই। যদি তৎকালে উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে দুরাত্মা দুর্য্যোধন জীবিত থাকিত না; অথবা যুষ্মদবিনাশবিধায়িনী দ্যূতক্রীড়া কদাচ ঘটিত না। এক্ষণে কি করিব, সেতু ভিন্ন হইলে জলবেগ নিবারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।"

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন ও অন্যান্য পাণ্ডবদিগকে যথাবিধি আমন্ত্রণ-

পূর্ব্বক বিদায় হইলেন। ধর্ম্মরাজ ও ভীমসেন তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ, অর্জ্জুন আলিঙ্গন, নকুল ও সহদেব অভিবাদন, ধৌম্য তাঁহার যথোচিত সম্মান এবং দ্রৌপদী প্রণয়সুশীতল অশ্রুবিমোচন দ্বারা কৃষ্ণের সৎকার করিলেন। পুরুষোত্তম মধুসূদন পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক এইরূপ পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করত সুভদ্রা ও অভিমন্যুসমভিব্যাহারে সুগ্রীবসংযুক্ত মনোহর কাঞ্চনরথে আরোহণপূর্ব্বক দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণ প্রস্থান করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন আত্মীয়-স্বজনসমভিব্যাহারে স্বপুরে ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় ভগিনী নকুলভার্য্যা করেণুমতীকে লইয়া রমণীয় শক্তিমতীনগরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কেকয়েরা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও জনপদবাসীদিগকে পুনঃ পুনঃ বিদায় করিলেও তাঁহারা কোনক্রমে পাণ্ডবসহবাস পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া একত্র কাম্যকারণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। মহানুভব যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করিয়া ভৃত্যবর্গের প্রতি রথসজ্জা করিবার আদেশ দিলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেব প্রস্থান করিলে ভূতপতিসঙ্কাশ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্য বেদবেদাঙ্গাদিবেত্তা ব্রাহ্মণগণকে অষ্টাধিকশত সুবর্ণ, বসন ও গোসমূহ প্রদান করিয়া মনোজ্ঞ তুরঙ্গযোজিত মহামূল্য রথে আরোহণপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। বিংশতিজন অনুচর, ধনু, শর, মৌর্ব্বী, শস্ত্র ও যন্ত্রসকল গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইল এবং ইন্দ্রসেন ত্বরা পূর্ব্বক রাজপুত্রীর বস্ত্র-নিচয়,ধাত্রী,দাসী ও ভূষণ লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। মহাত্মা পৌরগণ যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলে কুরুজাঙ্গলের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমুচিত সম্মান রক্ষা করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগের সৎকার সমাধানপূর্ব্বক কুরুজাঙ্গলবাসীদিগকে নয়নগোচর করিয়া গমনে বিরত হইলেন। পুত্রকে নয়নগোচর করিলে পিতার যেরূপ ভাবোদয় হয়, কুরুজাঙ্গলবাসী প্রজাগণকে অবলোকন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ ভাব প্রকটিত হইতে লাগিল ; প্রজাগণও পুত্রের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের চতুর্দ্দিকে লজ্জিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া গলদশ্রুমুখে কহিতে লাগিল, "হা নাথ ! হা ধর্ম্ম ! আপনি পুত্রসদৃশ প্রজাগণ, পৌরজন ও জনপদবাসী লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছেন ? নৃশংসবুদ্ধি দুর্য্যোধন, শকুনি ও পাপমতি কর্ণকে ধিক্ ! সেই পাপাত্মারা এই ধর্ম্মাত্মার ঈদৃশ অনর্থ চিন্তা করিতেছে। সৎকর্ম্মশালী মহাত্মা ধর্ম্মরাজ কৈলাসসদৃশ অনুপম ইন্দ্রপ্রস্থ নগর ও দেবরক্ষিত ময়দানবনির্ম্মিত অপ্রমিত সুরসভাসদৃশ সভা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানে গমন করিতেছেন ?'

তাঁহাদের বাক্যাবসানে মহাতেজাঃ অর্জ্জুন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে দ্বিজাতিগণ ! হে ধর্ম্মার্থবিৎ তপস্বিগণ ! রাজা যুধিষ্ঠির অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া বলপূর্ব্বক অরাতিগণের যশোরাশি গ্রহণ করিবেন। যাহাতে আমাদিগের এই উৎকৃষ্ট মনোরথ সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, আপনারা সকলে প্রসন্ন হইয়া একবাক্যে তাহাই বলুন।"

অর্জ্জুনের বাক্যাবসানে ব্রাহ্মণেরা সকলেই বিষণ্ণভাবে অভিনন্দনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে প্রদক্ষিণ করিলে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে অনুমতি দিলেন। অনন্তর তাঁহারা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুজাঙ্গলনিবাসীরা প্রস্থান করিলে সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে কহিতে লাগিলেন, "আমাদিগকে দ্বাদশ বৎসর বিপিনে বাস করিতে

হইবে, অতএব নানাবিধ মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ, বহুপুষ্পফলোপেত, সজ্জনগণাশ্রিত, কল্যাণকর এক স্থান অন্বেষণ কর; যে স্থানে আমরা সুখস্বচ্ছন্দে এই কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিতে পারি।"

ধনঞ্জয় মনস্বী মানবগুরু ধর্ম্মরাজকে গুরুজনোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন, "হে রাজন্! আপনি প্রতিনিয়ত দ্বৈপায়ন প্রভৃতি বৃদ্ধ মহর্ষিগণ ও ব্রাহ্মণনিবহের সহবাস লাভ করিয়া থাকেন; মনুষ্যলোকে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। বিশেষতঃ যিনি প্রতিদিন ব্রহ্মলোক, দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, অপ্সরালোক প্রভৃতি সকল ভুবনের সর্ব্বস্থানে পর্য্যটন করেন, সেই মহাতপাঃ নারদ আপনার উপাসিত; আপনি ব্রাহ্মণগণের অনুভাব ও প্রভাব বিশেষরূপে অবগত আছেন; কোন্ স্থানে গমন করিলে সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ হইতে পারিবে, তাহা আপনিই জানেন; অতএব আপনি যে স্থানে বাস করিতে বাসনা করেন, আমরাও তথায় বাস করিব। কিন্তু অনতিদূরবর্ত্তী, সাধুজনাকীর্ণ, জলাশয়শালী, ফলকুসুমশোভিত ও দ্বিজগণনিসেবিত দ্বৈতবন অতি পবিত্র স্থান; যদ্যপি আপনি অনুমতি করেন, তবে ঐ স্থানে বাস করিলে অনায়াসে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই।" ইহা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পার্থ! তুমি যাহা বলিলে, তাহাতে আমি সম্মত আছি, অতএব চল, এক্ষণে আমরা দ্বৈতবনে গমন করি।"

অনন্তর ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণ পবিত্র সরোমণ্ডিত সুরম্য দ্বৈতবনে বাস করিবার অভিলাষে সাগ্নিক, নিরগ্নিক, স্বাধ্যায়ী, ভিক্ষু এবং অন্যান্য শংসিতব্রত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে দ্বৈতবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বর্ষাপ্রারম্ভে তমাল, তাল, আম্র, মধুক, নীপ, কদম্ব, সর্জ্জ, অর্জ্জুন, কর্ণিকার প্রভৃতি মহীরুহ-সকল প্রফুল্ল কুসুমসমূহে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে; ময়ূর, দাত্যূহ, চকোর, কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ উত্তুঙ্গ পাদপশিখরে উপবেশন করিয়া মধুরস্বরে গান করিতেছে; গিরিবরাকার মদমত্ত মাতঙ্গগণ করেণুযূথের সহিত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। মনোহর ভোগবতীতীরে চীরজটাধারী পুণ্যাত্মা ধার্ম্মিকদিগের আশ্রমে কত শত সিদ্ধর্ষিগণ অবস্থিতি করিতেছেন।

অনন্তর মহাত্মা অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভ্রাতা ও অন্যান্য সমভিব্যাহারীদিগের সহিত রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক সেই কাননমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বোধ হইল যেন, অমরনাথ অমরাবতী পুরী প্রবেশ করিলেন। সিদ্ধচারণগণ মনস্বী যুধিষ্ঠিরের দর্শনমানসে আগমন করিলেন ও বনবাসীরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদনপূর্ব্বক সকলের সহিত কাননমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও অনুচরগণ একান্ত ক্লান্ত হইয়া ফলকুসুমসুশোভিত মহীরুহতলে উপবেশন করিলে ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বিগণ আসিয়া যথাযোগ্য সম্মানপুরঃসর স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাগিরি যেমন করিবরসমূহে বেষ্টিত হইয়া শোভমান হয়, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ-পরিবেষ্টিত সেই লতাবনত মহাবৃক্ষও সুশোভিত হইয়াছিল।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুখাসীন ইন্দ্রসম নরেন্দ্রপুত্র পাণ্ডবগণ স্বাস্থ্যদায়ক সরস্বতীতীরস্থ শালবনে অবস্থিতি করিয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মহানুভব যুধিষ্ঠির সেই কাননমধ্যে যতি, মুনি ও বরিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে প্রভূততর ফলমূল দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন ও সমৃদ্ধতেজাঃ ধৌম্যমহাশয় মহারণ্যবাসী পাণ্ডবগণের ইষ্টি, পৈত্র ও দৈবক্রিয়াসকল নির্ব্বাহ করাইতেন।

একদা অলোকসামান্য জ্বলিতহুতাশনসদৃশ প্রভাসম্পন্ন পুরাণ-ঋষি মহাত্মা মার্কেণ্ডেয় পাণ্ডবসকাশে আগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সুরঋষি-মানবপূজিত মহামুনিকে পূজা করিলে তিনি তপস্বিসমাজমধ্যগত পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিয়া রামচন্দ্রকে স্মরণ করত হাস্য করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বিমনাঃ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আপনি কি জন্য তপস্বিগণ-সমক্ষে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিলেন?'

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "বৎস! আমি আহ্লাদিত হই নাই হাস্যও করি নাই এবং হর্ষজনিত দর্পও আমাকে অভিভূত করে নাই, অদ্য তোমার এই আপদ অবলোকন করাতে সত্যব্রত দাশরথি আজি আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলেন। তিনি ধনুর্দ্ধর, ইন্দ্রের সমান, শমনের নেতা, নমুচির হন্তা, মহাত্মা ও নিষ্পাপ; পুরাকালে তাঁহাকেও পিতার আদেশক্রমে লক্ষ্মণসমভিব্যাহারে ঋষ্যমূক-পর্ব্বতের কাননমধ্যে পর্য্যটন করিতে দেখিয়াছি। সেই মহানুভব রামচন্দ্র সমরে দুর্জ্জয় হইয়াও নানাবিধ ভোগসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনচারী হইয়াছিলেন। নাভাগ, ভগীরথ প্রভৃতি মহাত্মারা সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতি হইয়াও সত্য অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত লোক জয় করিয়াছিলেন। সকলে যাহাকে অলর্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, সেই কাশিকরূষরাজ সমস্ত রাজ্য ও ধন পরিত্যাগ করিয়া সত্যব্রত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বিধাতা যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া আকাশেই প্রকাশমান হইতেছেন। মহাবল-পরাক্রান্ত পর্ব্বততুল্যকায় নাগ-সকল বিধাতার অনুশাসনেই চলিতেছে; সমস্ত ভূতগণ বিধিকৃত বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়াই স্বকুলোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। ইহাঁরা কেহ কখন অধর্ম্ম আচরণ করেন নাই; অতএব সমর্থ হইয়াছি বলিয়া কদাচ অধর্ম্মাচরণ করিবে না। হে কৌন্তেয়! তুমি সত্য, ধর্ম্ম, সদ্ব্যবহার ও লজ্জা দ্বারা সকল লোককে অতিক্রম করিয়াছ; তোমার তেজ ও যশ প্রচণ্ড দিনপতির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে কষ্টেসৃষ্টে ক্লেশকর বনবাস হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় পুরুষকারসহকারে কৌরবগণের দেদীপ্যমান রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তপস্বিগণ-সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সকলকে সম্ভাষণ করিয়া উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে বাস করিলে সেই মহারণ্য ব্রাহ্মণগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের উচ্চারিত ব্রহ্মসঙ্গীতে ঐ কানন ব্রহ্মলোকের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিল। একদিকে শ্রুতিসুখাবহ মনোহর ব্রাহ্মণগণোচ্চারিত ঋক্-যজুঃ-সামধ্বনি, অন্যদিকে নরেন্দ্রনন্দনগণের শরাসনবিনিঃসৃত অতি ভীষণ জ্যানির্ঘোষ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ফলতঃ ক্ষাত্রতেজ ব্রহ্মতেজের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিল।

একদা রাজা যুধিষ্ঠির ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া সায়ন্তনবিধির অনুষ্ঠান করিতেছেন, এমত সময়ে দাল্‌ভ্যবংশীয় বক-নামক মুনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে কৌন্তেয়! দ্বৈতবনবাসী তপস্বীদিগের হোমবেলা সমুপস্থিত; দেখুন, হোমহুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে; আপনার রক্ষিত ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য ও ক্ষত্রিয়বংশীয় ব্রতধারী তপস্বিগণ এবং ব্রাহ্মণপুঙ্গবেরা আপনার সহিত মিলিত হইয়া এই পরম-পবিত্র দ্বৈতবনে ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। এই অবসরে আমি আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ প্রদান করি, শ্রবণ করুন। যেমন হুতাশন সমীরণসহকৃত হইয়া অরণ্যানী দগ্ধ করে, সেইরূপ ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রতেজ পরস্পর মিলিত হইলে উগ্রতর হইয়া অরাতিগণকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। কেহই ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া এই লোক বা পরলোক জয় করিতে পারে না; যিনি ধর্ম্মার্থবিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া মোহজাল ছেদন করিয়াছেন, রাজারা সেই দ্বিজকে লাভ করিয়াই সপত্নগণের সংহারসাধন করেন। বলি রাজা প্রজাপালননিবন্ধন মোক্ষধর্ম্ম আচরণ করিবার

জন্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য তীর্থের সেবা করেন নাই। তাঁহার কামনা পরিপূর্ণ ও রাজলক্ষ্মী অক্ষয় হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণ-প্রসাদে সসাগরা ধরার একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি সদোষব্যবহার করিয়াই একবারে বিনষ্ট হইয়া গেলেন। ঐশ্বর্য্যশালিনী পৃথিবী দ্বিজসেবা-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে ভজনা করে না; ব্রাহ্মণ যাঁহাকে নীতিশিক্ষায় সুশিক্ষিত করেন, সসাগরা ধরা তাঁহারই নিকটে নত হইয়া থাকে। অঙ্কুশাহত কুঞ্জর যেমন হীনবল হয়, সেইরূপ সংগ্রামসময়ে ব্রাহ্মণবিহীন ক্ষত্রিয়েরা ক্ষীণ-বল হইয়া থাকে। অনুপম ব্রাহ্মণের রূপাবলোকন ও অপ্রতিম ক্ষাত্রবল একত্র মিলিত হইলে সংসারে সুখ-স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয়। যেমন অনলরাশি অনিল-সাহায্যে দাহ্য বস্তু দগ্ধ করে, সেইরূপ রাজ-মণ্ডল ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইলে অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। মেধাবী ব্যক্তি অলব্ধ বিষয়ের লাভ ও লব্ধ বিষয়ের পরিবর্দ্ধনজন্য ব্রাহ্মণগণের নিকট যথার্থ হিত-কর ও জ্ঞানজনক উপদেশ গ্রহণ করিবে। অতএব আপনিও অপ্রাপ্তবিষয়ের প্রাপ্তি, প্রাপ্তবিষয়ের উন্নতি ও যথাযোগ্য-পাত্রে দানের নিমিত্ত যশস্বী, বেদবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণে ভক্তি-শ্রদ্ধা করুন। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আপনি সতত ব্রাহ্মণগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, এই জন্য আপনার যশোরাশি সর্ব্বলোকে প্রথিত ও দীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে।"

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ দাল্‌ভ্যবংশীয় বকমুনিকে পূজা করিলেন এবং তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্তব করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সকলে অধিকতর প্রীতমনাঃ হইলেন। যেমন ঋষিগণ পুরন্দরের অর্চ্চনা করেন, সেইরূপ দ্বৈপায়ন, নারদ, জামদগ্ন্য, পৃথুশ্রবাঃ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভালুকি, কৃতচেতাঃ, সহস্রপাদ, কর্ণশ্রবাঃ, মুঞ্জ, লবণাশ্ব, কাশ্যপ, হারীত, স্থূলকর্ণ, অগ্নিবেশ্য, শৌনক, কৃতবাক্, সুবাক্, বৃহদশ্ব, বিভাবসু, ঊর্দ্ধরেতাঃ, বৃষামিত্র, সুহোত্র, হোত্রবাহন প্রভৃতি মুনিগণ ও অনেকানেক ব্রতধারী ব্রাহ্মণগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যথাযোগ্য সৎকার করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শোকাকুল পাণ্ডবগণ সায়ং-সময়ে কৃষ্ণার সহিত [illegible] পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। [illegible] মনোরমা বিদ্যাবতী পতিব্রতা পাঞ্চালী মহারাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে নাথ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন কি নৃশংস! আমাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট, অজিনধারী ও বনচারী করিয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত বা অন্তস্তাপিত হয় নাই। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তথাপি যে দুর্ম্মতি যখন তোমার প্রতি অতি কঠোরবাক্য-প্রয়োগ করিল, তখন তাহার হৃদয় লৌহনির্ম্মিত সন্দেহ নাই। হা নাথ! তুমি কখন দুঃখের মুখাবলোকন কর নাই, কিন্তু এক্ষণে সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধন স্বজনগণের সহিত একত্র আসীন হইয়া তোমাকে দুর্ভেদ্য দুঃখ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করত সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছে। তুমি যখন বনগমনের নিমিত্ত মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া নির্গত হইলে, তখন কেবল দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই চারি জন কঠোরহৃদয় পাপাত্মার অশ্রুপাত হয় নাই; কিন্তু আর সমুদয় কৌরবেরই নয়ন হইতে অবিরলধারে শোকসলিল বিগলিত হইয়াছিল। হে মহাভাগ! তোমার এই নূতনশয্যা ও কুশময় আসন অবলোকন করিয়া সেই পুরাতন শয্যা ও নানাবিধ রত্নমণ্ডিত সিংহাসন আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হই-তেছে। আমি আর শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারি না। হা নাথ! পূর্ব্বে তোমাকে সভামধ্যে রাজমণ্ড-লীতে পরিবৃত দেখিতাম, এক্ষণে আমি তোমার ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া কিরূপে শান্তিলাভ করিতে পারি? পূর্ব্বে তোমাকে চন্দনচর্চ্চিত, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও শুভ্র কৌষেয়-বসনে সুসজ্জিত দেখিতাম, এক্ষণে ধূলিধূসর-কলেবর ও চীরধারী দেখিতে হইল। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে তোমার গৃহে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, যতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থেরা সুবর্ণপাত্রে অভি-লাষানুরূপ সুস্বাদু দোষহীন অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেন এবং যথাযোগ্য সহস্র প্রকার সৎকার প্রাপ্ত হইতেন, এক্ষণে সে সকল লুপ্ত হইয়াছে দেখিয়া কি

আমার অন্তঃকরণে শান্তির উদয় হইতে পারে? কুণ্ডলধারী যুবা সূপকারসকল তোমার যে ভ্রাতৃগণকে সমীচীনরূপে প্রস্তুত নানাবিধ অন্ন ভোজন করাইত, সেই দুঃখানভিজ্ঞ চিরসুখী ভ্রাতৃগণ এক্ষণে বন্যফলমূলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমার শোকসাগর একেবারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। যে ভীমসেন বিবিধ যান ও উচ্চাবচ বসন দ্বারা সৎকার প্রাপ্ত হইতেন ও যিনি সমরে সমস্ত কুরুকুলকে উন্মূলিত করিতে পারেন, তিনি এক্ষণে বনবাসী হইয়া স্বয়ং দাসোচিত কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়াও কেন তোমার রোষানল প্রজ্বলিত হইতেছে না? তিনি কেবল তোমার প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হইয়া ঈদৃশ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন। যে অর্জ্জুন দ্বিবাহু হইয়াও বহুবাহু অর্জ্জুনের সমকক্ষ; যিনি শরসন্ধানে লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত সমরে কালান্তক যমোপম; যাঁহার শস্ত্রপ্রতাপে সমস্ত পার্থিব অবনত হইয়া তোমার যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিয়াছিল; যিনি এক রথে দেবতা, মনুষ্য ও সর্পগণকে পরাজয় করিয়া দেবদানব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন; যিনি অদ্ভুতাকার-রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গে পরিবৃত হইয়া সমরে বিচরণ করিতেন; যিনি ভূপতিগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ধনগ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি এককালে পঞ্চশত শর নিক্ষেপ করিতে পারেন; হা নাথ! তিনি তপস্বিবেশে বনবাসী হইয়াছেন দেখিয়াও কেন তোমার ক্রোধপাবক প্রদীপ্ত হইতেছে না? শ্যামকলেবর তরুণবয়স্ক নকুল ও প্রিয়দর্শন শৌর্য্যশালী সহদেব এই সুকুমার মাদ্রীকুমারদ্বয় চিরসুখী হইয়াও বনবাসক্লেশে অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইতেছেন, ইহা দেখিয়া কি নিমিত্ত ক্ষমাবলম্বন করিয়া রহিয়াছ, বলিতে পার না। আমি দ্রুপদরাজদুহিতা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, বীরপত্নী ও ব্রতশালিনী হইয়া বনচারিণী হইলাম; ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে পাণ্ডবনাথ! যখন আমাকে ও ভ্রাতৃগণকে এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিয়াও তোমার মন ব্যথিত হইতেছে না, তখন বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ক্রোধশূন্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকে প্রসিদ্ধই আছে, ক্রোধশূন্য ক্ষত্রিয় নাই, কিন্তু তোমাতে তাহার বৈপরীত্য দেখিতেছি। যে ক্ষত্রিয় সমুচিতসময়ে তেজঃপ্রদর্শন না করে, সে সমুদয় লোকের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হয়; অতএব শত্রুগণের প্রতি ক্ষমা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, এক্ষণে তেজঃপ্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করাই উচিত কর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সময়বিশেষে ক্ষমাও অবলম্বন করিতে হইবে, কেন না, যে ক্ষত্রিয় ক্ষমাকালে ক্ষমাবলম্বন না করেন, তিনি সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হইয়া ইহকালে ও পরকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন।”

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, “এই স্থলে পৌরাণিকেরা বলি-প্রহ্লাদ-সংবাদনামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ করুন। একদা দানবরাজ বলি ধর্ম্মজ্ঞ স্বীয় পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসিলেন, ‘হে তাত! ক্ষমা ও তেজ এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়স্কর? এ বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে, আপনি অনুকম্পা-প্রদর্শনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করুন। আপনি এ বিষয়ে যাহা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া আদেশ করিবেন, আমি মহাশয়ের নিদেশানুসারে অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহারই সম্যক্ অনুষ্ঠান করিব।’ সর্ব্বজ্ঞ পিতামহ প্রহ্লাদ বলি-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, ‘হে বৎস! নিরবচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় করিলে কদাচ শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না এবং একমাত্র ক্ষমা অবলম্বনেও শুভলাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত কেবল ক্ষমা আশ্রয় করিয়া কালযাপন করে, সে বহুবিধ দোষের আকর হইয়া উঠে; ভৃত্য, উদাসীন ও শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসেই পরাভব করিয়া থাকে; কোন ব্যক্তিই তাহার বশীভূত হয় না; সেই নিমিত্ত সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরন্তর ক্ষমা অবলম্বন

করা অতি বিগর্হিত কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভৃত্যেরা ক্ষমাশীল প্রভুকে অনাদর করিয়া বহুবিধ দোষজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রাশয় লোকেরা সতত তাঁহার অর্থ অপহরণ করিবার অভিলাষ করে। হীনমতি অধিকৃত পুরুষেরা ক্ষমাপর প্রভুর যান, বস্ত্র, অলঙ্কার,শয়ন,আসন,ভোজন,পান ও অন্যান্য উপকরণ-দ্রব্য-সকল স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করে। তাহারা স্বামীর আদেশলাভ করিয়াও আদিষ্ট দেয়দ্রব্যজাত অন্যকে প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয়। তাহারা তাঁহাকে সমুচিত উপচার দ্বারা কদাচ অর্চ্চনা করে না। হে বৎস! লোকে যে অবজ্ঞাকে মরণ অপেক্ষাও গর্হিত বিবেচনা করিয়া থাকে, ক্ষমাপর প্রভুকে সেই অবজ্ঞার ভাজন হইতে হয়। প্রেষ্য, পুত্র, ভৃত্য ও উদাসীন সকলেই ঈদৃশ ক্ষমাশীল স্বামীকে কটূবাক্য প্রয়োগ করে। তাঁহাকে পরাভব করিয়া সকলেই তদীয় ভার্য্যাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে ও তাঁহার ভার্য্যাও স্বেচ্ছাচারিণী হয়। যদি ক্ষমাপর প্রভু দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে অল্প দণ্ডও না করেন, তাহা হইলে সে ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া বহুবিধ দোষ প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহারই অপকার করিতে চেষ্টা করে। অতএব হে বৈরোচনে! ক্ষমাশীল ব্যক্তির এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ দোষ দৃষ্ট হইতেছে।

এক্ষণে ক্ষমাহীন ব্যক্তিদিগের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রজোগুণ-পরিবৃত ক্রোধী যদি নিরবচ্ছিন্ন স্বীয় তেজ দ্বারা দণ্ডার্হ বা দণ্ডানর্হ উভয়বিধ ব্যক্তির প্রতি নানাপ্রকার দণ্ডবিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বান্ধববর্গের সহিত বিরোধ হইয়া উঠে তিনি ক্রমশঃ আত্মীয় ও অন্যান্য লোক হইতে বিরাগ সংগ্রহ করিতে থাকেন ও অনেকেরই অবমাননা করেন, সুতরাং তাঁহাকে অর্থহীন এবং তিরস্কার, অনাদর, সন্তাপ,দ্বেষ ও মোহের বিষয়ীভূত হইতে হয়; অধিকন্তু অনেকেই তাঁহার শত্রুশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া উঠে। যিনি ক্রোধভরে অন্যায়পূর্ব্বক মনুষ্যকে বহুবিধ দণ্ড প্রদান করেন, তিনি অচিরাৎ স্বজন, ধন ও প্রাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, সন্দেহ নাই। যিনি উপকর্ত্তা ও হন্তা উভয়ের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন তেজই প্রকাশ করিয়া থাকেন, গৃহান্তর্গত ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়। যাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সকলেরই শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাঁহার কোনক্রমে আর ঐশ্বর্য্য-লাভের প্রত্যাশা করা কিরূপে সম্ভবে? সুযোগ পাইলেই লোকে তাঁহার অপকার করিতে ক্রটি করে না। অতএব একবারে তেজঃপ্রদর্শন করা অথবা একবারে মৃদুস্বভাব অবলম্বন করা উভয়ই একান্ত বিরুদ্ধ! হে বৎস! সময়ানুসারে তেজস্বিতা বা মৃদুভাব আশ্রয় করিবে। যিনি যথাযোগ্য কালে মৃদুভাবাবলম্বী বা রোষপরবশ হয়েন, তিনিই ইহকাল ও পরকালে অশেষ সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন।

পণ্ডিতেরা যাহা অপরিত্যাজ্য ও অনুল্লঙ্ঘনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই সমস্ত ক্ষমার অবসর কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বৎস! পূর্ব্বে যে ব্যক্তি তোমার বহুবিধ উপকার-সাধন করিয়া পরে কোন গুরুতর অপরাধে পতিত হয়, তাহার উপকার করিয়া সেই অপরাধ মার্জ্জনা করা উচিত। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ অন্যের নিকটে অপরাধী হয়, তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়; কারণ,সকলে শ্রেয়স্করী বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক অপরাধ করিয়া তাহার অপলাপে প্রবৃত্ত হয়, অপকার অল্প হইলেও সেই সকল পাপাত্মা কুটিল লোকদিগকে সংহার করিবে। প্রথমাপরাধে সকল প্রাণীকেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু দ্বিতীয়াপরাধ অণুমাত্র হইলেও অপরাধীকে বধ্য বলিয়া স্থির করিবে; যদি কেহ অজ্ঞানবশতঃ কোন প্রকার অপরাধ করে, তাহা উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়। সামরূপ উপায় দ্বারা কি উগ্রস্বভাব,কি মৃদুস্বভাব-সম্পন্ন সকলকেই সংহার করা যায়। জগতীতলে সামের অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব সামই বলীয়ান্ উপায়। তথাপি দেশ,কাল ও স্বীয় বলাবল বিবেচনা করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, কারণ, দেশকাল ভিন্ন অন্য পদার্থে এ বিষয়ের ফলোপযোগিতা কিছুমাত্র নাই, অতএব দেশ-কালের প্রতীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এইরূপ লোকভয়েরও অপেক্ষা করিয়া অপরাধীকে ক্ষমা করিবে। হে বৎস! ক্ষমার এই অবসর নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে;

ইহার বিপরীত হইলেই তেজঃপ্রকাশের অবসর বিবেচনা করিবে'।”

দ্রৌপদী এইরূপে উল্লিখিত উপাখ্যান সমাপন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “হে মহারাজ! আমার বোধ হয়, আপনার তেজঃপ্রকাশেরই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা নিয়তই অর্থগৃধ্নু হইয়া তোমাদিগের নানাপ্রকার অপকার করিয়া আসিতেছে; সুতরাং তাহাদিগকে ক্ষমা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। এক্ষণে তেজের সময় উপস্থিত, তেজঃপ্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। মৃদু হইলে লোকে অবজ্ঞা করে ও উগ্রস্বভাবসম্পন্ন হইলে তাহাকে দেখিয়া সকলেই শঙ্কিত হয়, অতএব সময়ানুসারে যিনি মৃদুতা বা উগ্রতা প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ প্রকৃতিরঞ্জন মহীপতি, তাহার সন্দেহ নাই।”

— —

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “প্রিয়ে! ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে ও ক্রোধই মঙ্গলের কারণ হয়, সুতরাং সমস্ত শুভাশুভঘটনা ক্রোধ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই মঙ্গল; কিন্তু যাহার ক্রোধাবেগ বারণ করিবার সামর্থ্য নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয়। ক্রোধই প্রজাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করে; অতএব হে শোভনে! মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে লোকবিনাশন ক্রোধহুতাশন অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিবে? মানবগণ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও গুরুজনদিগের প্রাণবিনাশ করিতে পারে; অতি কঠোরবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠলোকেরও অবমাননা করিয়া থাকে। রোষ-পরবশ ব্যক্তির কদাচ বাচ্যাবাচ্য-জ্ঞান ও অকার্য্যের বিচারণা থাকে না। সে ক্রোধপূর্ব্বক অবধ্যের বধ ও বধ্যের সৎকার করিয়া থাকে। অধিক কি, ক্রোধানল উত্তেজিত হইলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অনায়াসে আপনাকেও শমন-সদনে প্রেরণ করে। এই সমস্ত দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক অশেষজ্ঞানশালা পাণ্ডতেরা ক্রোধকে পরাজয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে অশেষ সুখসম্ভোগ করিতেছেন, অতএব এই সকল দোষ দেখিয়া আমি কিরূপে সাধুজন বিগর্হিত ক্রোধ অবলম্বন করি? হে দ্রৌপদি! এই সমস্ত বিষয় পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ক্রোধানল শীতল করিয়াছি। যে ব্যক্তি ক্রোধীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে, সে আত্মপর উভয়কেই মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করে; সুতরাং সে ব্যক্তি আত্ম পর উভয়েরই উপকারক হইয়া উঠে। যদি রোষ-পরবশ দুর্ব্বল মূঢ় ব্যক্তি বলবান্ লোকের নিকট পরাভূত হইয়া ক্লেশ ভোগ করে, তাহা হইলে সে স্বতই আত্মহত্যা করিয়া থাকে। সেই অসংযতচিত্ত আত্মঘাতীর পরলোক নষ্ট হয়; অতএব হে দ্রৌপদি! দুর্ব্বলের ক্রোধ সংবরণ করাই বিধেয়। বলশালী বিদ্বান্ ব্যক্তি অশেষক্লেশ ভোগ করিয়াও যদি ক্রোধপরবশ ও ক্লেশদাতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত না হয়েন, তাহা হইলে তিনি পরলোকে আনন্দ-সন্দোহলাভ করিয়া সুখে কালযাপন করেন। অতএব আপৎকাল উপস্থিত হইলে বলবান্ ও দুর্ব্বল উভয়েই পীড়য়িতাকে ক্ষমা করিবে। সাধুলোকেরা জিতক্রোধ ব্যক্তিকে সাতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। ক্ষমাপর সজ্জন ব্যক্তির নিশ্চয়ই জয়লাভ হইয়া থাকে। মিথ্যা অপেক্ষা সত্যই শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও নৃশংসাচার অপেক্ষা অনৃশংসতাই নিতান্ত শ্রেয়ঃ। হে দ্রৌপদি! মাদৃশ ব্যক্তিরা দুর্য্যোধন হইতে নিধনপ্রাপ্ত হইলেও বহুদোষাকর সাধুবিগর্হিত ক্রোধকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? যিনি বুদ্ধিবলে প্রবলক্রোধ বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন, যাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের সঞ্চার থাকে না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হে সুন্দরি! ক্রুদ্ধ ব্যক্তি প্রণালীক্রমে কদাচ কার্য্যপর্য্যালোচনা করিতে পারে না, মর্য্যাদারও অপেক্ষা রাখে না এবং অবধ্যের বধ ও গুরুজনের পীড়াপ্রদানে রত থাকে; অতএব তেজস্বী পুরুষ অবশ্যই ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। দেখ, ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি দক্ষতা, অমর্ষ, শৌর্য্য ও আশুকারিতা এই কয়েকটি তেজোগুণ কোনক্রমেই লাভ করিতে পারে না। ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে লোকে তেজ

প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রোষপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে যথাকালোপপন্ন সেই তেজ একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে। মূর্খেরাই ক্রোধকে তেজ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে। বিধাতা লোক-সংহারার্থ মানবগণের মনোমধ্যে রজোগুণপরিণাম ক্রোধ বিধান করিয়া দিয়াছেন; অতএব সুশীল ব্যক্তি এককালে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। যদি স্বধর্ম্মপরিত্যাগ হয়, তাহাও করিবে, তথাপি কোনক্রমে ক্রোধাবিষ্ট হইবে না। হে পাঞ্চালি! হীনমতি মূঢ় ব্যক্তিই ক্ষমার্জ্জবাদি গুণ সকল লঙ্ঘন করিয়া থাকে; কিন্তু মাদৃশ ধীমান্ লোকের ঐরূপ গুণগ্রাম অতিক্রম করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যদি মনুষ্যমধ্যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বংসহা পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল না হইত, তাহা হইলে সন্ধিস্থাপনের কথা দূরে থাকুক, কেবল ক্রোধমুলক যুদ্ধই উপস্থিত হইত। তাপিত হইলেই তাপপ্রদান করিবে ও গুরুকর্ত্তৃক আহত হইলেই তাঁহাকে আঘাত করিবে। কেহ আক্রোশ করিলে তাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিবে, হিংসা করিলেই হিংসা করিবে, এইরূপ রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করিলে সমুদয় জগৎ বিনষ্ট ও অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইত। হে পাঞ্চালি! এইরূপে লোকসকল কোপাবিষ্ট হইলে পিতা পুত্রদিগকে ও পুত্র পিতাকে, ভর্ত্তা ভার্য্যাকে ও ভার্য্যা ভর্ত্তাকে বিনষ্ট করিত, তাহা হইলে একেবারে সৃষ্টির লোপ হইয়া যাইত, আর কাহারও উৎপত্তি হইত না। হে শোভনে! প্রজাদিগের জন্মের কারণ সন্ধি: তাহার অন্যথা হইলে তাহাদিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত সংসার ভস্মসাৎ করিত ও অভ্যুদয়ের আর সম্ভাবনা থাকিত না। হে দ্রুপদরাজতনয়ে! এই জগতীতলে পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল লোকসমুদয় বিদ্যমান থাকাতেই প্রজাগণের জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। সর্ব্বপ্রকার আপদেই ক্ষমা করা বিধেয়। কারণ, ক্ষমাশীল ব্যক্তিই ভুতসৃষ্টির প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি আক্রুষ্ট, তাড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়াও বলিষ্ঠের প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রভাসম্পন্ন হইয়া ক্রোধকে জয় করত ক্ষমাশালী হয়, সেই ব্যক্তিই বিদ্বান্ ও শ্রেষ্ঠ; তাহারই সনাতন লোকলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু অল্পবিজ্ঞানসম্পন্ন রোষপর ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হয়। মহাত্মা কাশ্যপ ক্ষমাশীল ব্যক্তির এক গাথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ ও ক্ষমাই শাস্ত্র, যিনি ইহা সম্যক্ অবগত আছেন, তিনি সকলকে ক্ষমা করিতে পারেন। ক্ষমা ব্রহ্ম ও সত্য, ক্ষমা ভুত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তপ ও শৌচ এবং ক্ষমাই এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ক্ষমাশীল ব্যক্তি যজ্ঞবেত্তা, বেদবেত্তা ও তপস্বীদিগের লোক অপেক্ষা উপরিতন লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্মকারী ও অন্যান্য কর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের লোক সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের লোক ব্রহ্মলোকেই প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়া রহিয়াছে। ক্ষমা তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ ও তপস্বিগণের ব্রহ্মস্বরূপ। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ ও ক্ষমাই শান্তি। অতএব মদ্বিধ লোক এক্ষণে কিরূপে ক্ষমা পরিত্যাগ করিতে পারে? হে কৃষ্ণে! ক্ষমাতেই সত্য, ব্রহ্ম, যজ্ঞ ও লোক-সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে। জ্ঞানসম্পন্ন সৎপুরুষেরা সতত ক্ষমাপ্রদর্শন করেন বলিয়া তাঁহাদের শাশ্বত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের উভয় লোকই হস্তগত; তাঁহারা ইহকালে সন্মান ও পরকালে শ্রেয়সী গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের ক্রোধ ক্ষমাপ্রভাবে পরাহত হয়, তাঁহাদিগের পরম-পবিত্র লোকলাভ হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। হে দ্রৌপদি! মহর্ষি কাশ্যপ ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে সতত এই গাথা গান করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি ক্ষমাবিষয়ক গাথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধসংবরণপূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন কর। পিতামহ ভীষ্ম ও দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ইহাঁরা শান্তিকে পূজ্য বলিয়া স্বীকার করেন। আচার্য্য কৃপ, বিদুর, সঞ্জয়, সোমদত্ত, যুযুৎসু, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, আমাদিগের পিতামহ ব্যাস, ইহাঁরাও প্রতিনিয়ত শান্তির কথা উত্থাপন করিয়া প্রশংসা করেন। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে,

এই সকল ব্যক্তি দ্বারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বা তাঁহার পুত্র শান্তিপথে প্রেরিত হইলে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু লোভ-পরতন্ত্র হইলে অবশ্যই বিনাশ ঘটিবে,সন্দেহ নাই। হে দ্রৌপদি! ভরতবংশীয়-দিগের বিনাশের নিমিত্ত এই নিদারুণ কাল উপস্থিত হইয়াছে; বলিতে কি, আমি পূর্ব্বেই ইহা অবধারিত করিয়া রাখিয়াছি। সুযোধন রাজকার্য্যে নিতান্ত অযোগ্য, এই নিমিত্ত সে কদাচ ক্ষমাবলম্বন করিবে না, কিন্তু আমি তাহাদিগের মধ্যে যোগ্যপাত্র, এই জন্য ক্ষমা আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে। ক্ষমা ও অনৃশংসতা মহাত্মাদিগের চরিত্রস্বরূপ ও সনাতন ধর্ম্ম; অতএব আমি এক্ষণে প্রকৃতরূপে ক্ষমা অবলম্বন করিব, তাহার সন্দেহ নাই।”

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে নাথ! যাহারা মোহ উৎপাদন করিয়া বলপূর্ব্বক রাজ্যাক্রমণস্বরূপ পিতৃপরম্পরা-গত কর্ত্তব্যকর্ম্মে তোমার বুদ্ধিভ্রম জন্মাইতেছেন, সেই ধাতা ও বিধাতা উভয়কেই আমার নমস্কার। কর্ম্মই উত্তম,মধ্যম প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ লোকপ্রাপ্তির সাধন ও কর্ম্মের ফল অপরিহার্য্য। লোক মোহবশতঃ মোক্ষ-লাভের অভিলাষ করিয়া থাকে। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম, দয়া, ক্ষমা, সরলতা ও লোকাপবাদভীরুতা অবলম্বনপূর্ব্বক কেহ কখনই ইহলোকে উন্নতিলাভ করিতে পারে না। হে মহারাজ! তুমি ও তোমার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত সুখোচিত হইয়াও ঈদৃশ দুঃসহ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছ, ইহাই তাহার প্রমাণ। কি রাজ্য-শাসনকালে, কি বিবাসনসময়ে, কখনই তোমরা ধর্ম্ম অপেক্ষা আর কিছুই প্রিয়তর বলিয়া জানিতে না, বরং জীবন অপেক্ষাও ধর্ম্মকে সমধিক প্রিয়তর বোধ করিয়া থাক। তোমার রাজ্য ও জীবন কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত, ইহা ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবতারা জানেন। আমি বিলক্ষণ জানি, তুমি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও আমাকে পরিত্যাগ করিবে, তথাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। আমি আর্য্যগণের সমীপে শ্রবণ করিয়াছি, যে রাজা ধর্ম্ম রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু দেখিতেছি, ধর্ম্ম আপনাকে রক্ষা করিতেছেন না। যেমন স্বকীয় ছায়া মানবের অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ তোমার অসাধারণ বুদ্ধি নিয়তই ধর্ম্মেরই অনুবর্ত্তিনী হইতেছে! হে নাথ! তুমি সসাগরা ধরার একাধিপত্য লাভ করিয়াও কি সমকক্ষ, কি কনিষ্ঠ, কি শ্রেষ্ঠ কাহারও অবমাননা কর নাই ও কখন তোমার অভিমান বা দর্পও দৃষ্ট হয় নাই,তুমি সর্ব্বদা স্বাহাকার, স্বধাবাচন ও পূজা দ্বারা দ্বিজ,দেবতা এবং পিতৃগণের সেবা করিয়া থাক। সর্ব্বপ্রকার উপভোগ দ্বারা ব্রাহ্মণ,যতি,সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ-দিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বর্ণময় পাত্রে ভোজন প্রদান করিতে; আমি তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতাম। তুমি বানপ্রস্থদিগকে স্বর্ণাদিধাতুনির্ম্মিত পাত্রসকল প্রদান করিতে। ব্রাহ্মণগণকে তোমার অদেয় কিছুই নাই। তুমি শান্তির নিমিত্ত অতিথি ও অন্যান্য প্রাণিগণের তৃপ্ত্যুদ্দেশে বৈশ্বদেববলি প্রদান করিয়া শিষ্টাচারসহ-কারে সময়াতিপাত করিতে। এই দস্যুসমাকীর্ণ জনশূন্য মহারণ্যেও তোমার যাগ, পশুবন্ধন, কাম্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া, পাকযজ্ঞ ও যজ্ঞকর্ম্মসকল নিরন্তর বর্ত্তমান রহি-য়াছে। রাজ্য হইতে বিবাসিত হইয়াও তোমার কর্ম্ম অবসন্ন হয় নাই। তুমি অশ্বমেধ,গোমেধ, রাজসূয়, পুণ্ড-রীক প্রভৃতি ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞসকল অনুষ্ঠান করিয়া নির-ন্তর ইষ্ট-সাধন করিতে, তথাপি বিষম অক্ষপরাজয়ে এরূপ বিপরীত-বুদ্ধি হইয়াছিল যে,বিপক্ষগণ পণে পরা-জয় করিয়া রাজ্য, ধন,আয়ুধ,ভ্রাতৃগণ ও আমাকে অনা-য়াসে গ্রহণ করিল। হে রাজন্! তুমি ঋজুতা,মৃদুতা,বদা-ন্যতা, লজ্জাশীলতা ও সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ, তথাপি দ্যূতব্যসন-জনিত বিপরীত-বুদ্ধি কি প্রকারে উপস্থিত হইল, আমি কিছুই বুঝিতে পারি-লাম না। এক্ষণে তোমার ঈদৃশ দুঃখ ও অপ্রতীকার্য্য আপদ্ অবলোকন করিয়া নিতান্ত মোহপাশে বদ্ধ হই-তেছি; আর শোকবেগ সংবরণ করিতে পারি না হে ধর্ম্মরাজ! এ স্থলে সকলে এই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপে কহিয়া থাকেন যে, সমুদয় লোক ঈশ্ব-রের বশীভূত হইয়া চলে, তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রিয়াপ্রিয়

ও সুখ-দুঃখের বিধাতা; তিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে সমুদয় বিধান করেন। যেমন সূত্রধর দারুময়ী নারী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল যোজনা করে,সেইরূপ বিধাতা এই সমুদয় জীবের অবয়ব সৃষ্টি করেন। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত হইয়া ইহসংসারে শুভাশুভ বিধান করিতেছেন। সকলই তন্তুবদ্ধ শকুনির ন্যায় পরাধীন; কেহই আপনার বা অন্যের প্রতি প্রভুত্ব করিতে পারে না। লোকসকল সূত্রগ্রথিত মণির ন্যায় ও নস্যাসংযত বৃষের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া ঈশ্বরের শাসনেই চলিতেছে, কারণ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তন্ময়। যেমন বৃক্ষ কূল হইতে প্রবাহে পতিত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির হয় না, তদ্রূপ মনুষ্যবর্গ স্বতন্ত্র হইয়া ক্ষণমাত্রও অতিবাহিত করিতে পারে না। অজ্ঞানতিমিরাবৃত জন্তুগণ স্বীয় সুখদুঃখের ঈশ্বর হইতে পারে না; তাহারা ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া স্বর্গ ও নরকে গমন করে। হে পাণ্ডবরাজ! যেমন তৃণের অগ্রভাগ প্রবল বায়ুর বশবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ সমস্ত চরাচর ধাতার বশীভূত হইয়া চলিতেছে ঈশ্বর মানবগণকে পুণ্যকর্ম্মে অথবা পাপাচারে অনুরক্ত করিয়া সমুদয় চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু 'এই পরমেশ্বর' ইহা বলিয়া কেহই লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না। মহাভূত ও অহঙ্কারাদিরূপ তদীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহই চিদাত্মার আভাসস্বরূপ বীজনিবাপস্থানসংজ্ঞিত হইয়া কর্ত্তা হইতেছে,তিনি তদ্দ্বারাই শুভাশুভ ফলোৎপাদক কর্ম্ম করাইতেছেন। দেখ, ঈশ্বর কি আশ্চর্য্য মায়া-প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। তিনি আত্মমায়ায় মোহিত করিয়া ভূত দ্বারা ভূতগণকে বিনষ্ট করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ এই ভূত-সৃষ্টি সকল স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের ন্যায় দর্শন করেন, কিন্তু বায়ুবেগের ন্যায় ভিন্নপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। মানবগণ ভূতজাতকে নিত্য শুচি ও সুখস্বরূপ বিবেচনা করেন, কিন্তু ঈশ্বর সেই সকলকে অহঙ্কারাদি দ্বারা উৎপন্ন ও জরাজীর্ণত্বাদি দ্বারা বিকৃত করিতে থাকেন। যেমন কাষ্ঠ দ্বারা কাষ্ঠ, পাষাণ দ্বারা পাষাণ ও লৌহ দ্বারা লৌহ ছিন্ন হয়, সেই প্রকার ভগবান্ স্বয়ম্ভূ মায়াসহকারে ভূত দ্বারা ভূতগণকে বিনষ্ট করেন। যেমন বালক ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ স্বতন্ত্রেচ্ছু ভগবান্ প্রভু কখন সংযোগ, কখন বা বিয়োগ করিয়া ভূতগণ দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। হে রাজন্! ধাতা ভূতগণের প্রতি পিতামাতার ন্যায় স্নেহপর নহেন। তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া ইতরজনের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুশীল, লজ্জাশালী আর্য্যগণ কষ্টেসৃষ্টে জীবনযাপন করেন, আর পাপাত্মারা বিষয়বাসনায় বিহ্বল হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে; ইহাই কি পরমেশ্বরের অপক্ষপাতিতা! হে মহারাজ! আপনার বিপদ্ এবং দুর্য্যোধনের সম্পদ্ অবলোকন করিয়া সেই বিষমদর্শী বিধাতাকে তিরস্কার করি। তিনি আর্য্যশাস্ত্রলঙ্ঘী, ক্রূর, লোভপরবশ, অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনকে রাজ্যধন প্রদান করিয়া কি ফলভোগ করিতেছেন? যদি অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল কেবল কর্ত্তাকেই ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে নিয়োগকর্ত্তা ঈশ্বরও তজ্জন্য পাপে লিপ্ত হয়েন, সন্দেহ নাই। যদ্যপি ঈশ্বর প্রয়োজনকর্ত্তা হইয়াও কর্ম্মজনিত পাপভোগ না করেন, বলই তাহার কারণ বলিতে হইবে; অতএব হে মহারাজ! দুর্ব্বল জনেরাই একান্ত অধীন ও নিতান্ত শোচনীয়।"

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে যাজ্ঞসেনি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সুকুমার ও সুবিন্যস্ত বটে, কিন্তু নাস্তিকমতানুমত। আমি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করি না; কিন্তু দাতব্য বলিয়া দান করি, যষ্টব্য বলিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকি। ফল থাকুক আর নাই থাকুক, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যে সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, আমি তাহা যথাশক্তি অনুষ্ঠান করি। হে চারুনিতম্বিনি! আমি সাধুজনাচরিত ব্যবহার দৃষ্টে ও শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মাচরণ করি; কোন প্রকার ফল প্রত্যাশা করি না; আমার মন স্বভাবতই কেবল ধর্ম্মানুরাগী। হে কৃষ্ণে! যে ব্যক্তি স্বর্গাদি ফললাভলোভে ধর্ম্মাচরণ করে, সে ব্যক্তি ধর্ম্মবাণক্, সুতরাং সে মুখ্যফলে অনধিকারী ও

ধাৰ্ম্মিকসমাজে জঘন্যরূপে পরিগণিত; সে কদাচ প্রকৃত ধর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। যে পাপমতি নাস্তিকতাপ্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রতি সন্দিহান হয়, তাহারও ধর্ম্মজনিত ফললাভের প্রত্যাশা থাকে না। আমি বেদনির্দ্দিষ্ট প্রমাণানুসারে কহিতেছি, কদাচ ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ করিবে না, যেহেতু, ধর্ম্মাভিশঙ্কী ব্যক্তি তির্য্যগ্‌গতি প্রাপ্ত হয় এবং যে বিবেকহীনমতি ধর্ম্মে অবিশ্বাস বা আর্যমতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি বেদবহিষ্কৃত শূদ্রের ন্যায় অজর ও অমরলোক হইতে অপসারিত হয়। হে পাঞ্চালি! যে ব্যক্তি ভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ও বেদাধ্যায়ী হয়, ধর্ম্মচারীরা সেই রাজর্ষিকে স্থবিরমধ্যে পরিগণিত করেন। যে মূঢ় শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করে, সে ব্যক্তি শূদ্র ও তস্কর হইতেও পাপীয়ান্। হে কল্যাণি! তুমি ত প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ, মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় ধর্ম্মপ্রভাবে চিরজীবিতা লাভ করিয়াছেন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, মৈত্রেয়, নারদ, লোমশ, শুক ও অন্যান্য বিশুদ্ধচেতাঃ ঋষিগণ ধর্ম্মপ্রভাবে দিব্যযোগসম্পন্ন হইয়া শাপ-প্রদানে ও অনুগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন এবং দেবতা অপেক্ষাও অধিকতর গৌরব লাভ করিয়াছেন। এই সকল অমরবদ্‌বিখ্যাত বেদার্থবেত্তা ঋষিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া থাকেন। অতএব হে রাজ্ঞি! ভ্রান্তচিত্তে ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ধাতাকে তিরস্কার করা উচিত নহে। বালকেরা তত্ত্বজ্ঞানীদিগকে উন্মত্ত জ্ঞান করে, তাহারা ধর্ম্মাচরণে সন্দিহান হইয়া অন্যের নিকট প্রমাণ অন্বেষণ করে না; কেবল আত্মবিনিশ্চিত প্রমাণে সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়া ধর্ম্মের অবমাননা করে ও কেবল ইন্দ্রিয়সুখসংবদ্ধ লৌকিক বিষয়ই অঙ্গীকার করিয়া থাকে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি সংশয়মান হয়, সে পাপাত্মার প্রায়শ্চিত্ত নাই; সে কেবল অর্থচিন্তায় মগ্ন হইয়া কালযাপন করে; কদাচ পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয় না; যে মূঢ় প্রমাণপরাঙ্মুখ হইয়া বেদার্থের নিন্দা করে এবং কাম ও লোভের একান্ত বশংবদ হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হয়। হে কল্যাণি! যে প্রশস্তমতি ব্যক্তি নিরন্তর অসন্দিগ্ধচিত্তে ধর্ম্মেরই সেবা করে, সে পরকালে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া অনন্ত সুখসম্ভোগ করে। যে ব্যক্তি আর্ষপ্রমাণ ও সমুদয় শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়, সে মূঢ় জন্মজন্মান্তরেও শুভ লাভ করিতে পারে না। হে ভাবিনি! যে ব্যক্তি আর্ষপ্রমাণ বা শিষ্টাচারপরম্পরার বশবর্ত্তী না হয়, তাহার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়, অতএব হে পাঞ্চালি! সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ঋষিগণকর্ত্তৃক আচরিত পুরাতন ধর্ম্মে কদাচ অবিশ্বাস করিও না। সাগরপারলিপ্সু বণিক্‌দিগের তরণীর ন্যায় সুরলোকগমনোন্মুখ মানবগণের ধর্ম্মই একমাত্র ভেলা। হে অনিন্দিতে! যদি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাচরণ বিফল হয়, তাহা হইলে এই জগৎ অসীম তমঃস্তোমে নিমগ্ন হইয়া যায়; কোন ব্যক্তিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না কেবল পশুর ন্যায় জীবন ধারণ করে, বিদ্যাশূন্য হয় ও কোন ফলই লাভ করিতে পারে না। যদি তপ, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান ও ঋজুতা প্রভৃতি ধর্ম্মসকল বিফল হয় ও ফলপ্রসবিনী ক্রিয়া প্রতারণায় পর্য্যবসান হয়, তাহা হইলে লোকপরম্পরা কদাচ ধর্ম্মপ্রতিপালন করিত না এবং ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসগণ প্রভুত্বশালী হইয়াও কি নিমিত্ত আদরপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন? তাঁহারা 'বিধাতা ধর্ম্মের ফল প্রদান করেন' জানিয়া ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মই সনাতন সুখ। ধর্ম্ম কখন বিফল হয় না ও অধর্ম্মও ফলবান্ হয় না। তপস্যাও এই প্রকার। হে স্মেরমুখি! তুমি আপনার ও প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মবৃত্তান্ত অবগত আছ, ধর্ম্মাচরণ করিলে তাহার ফললাভ হয় কি না, তোমরাই তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। ধীরব্যক্তি কর্ম্মের অত্যল্পমাত্র ফলপ্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট থাকেন; সমধিক ফললাভ করিলেও মূর্খদিগের সন্তোষলাভ হয় না; সুতরাং তাহারা মরণোত্তর জন্মপরিগ্রহ করিয়া কিছুমাত্র ধর্ম্মজনিত সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না। হে ভাবিনি! দেবতারাও পুণ্য ও পাপকর্ম্মের ফলোদয়, জন্ম ও মৃত্যু বিশেষরূপে অবগত নহেন। যে ব্যক্তি এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও অন্য ব্যক্তিদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, সে ব্যক্তি কল্পসহস্রেও শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত

হয় না। গূঢ়মায় দেবসমূহ ঐ সকল ধর্ম্ম-কর্ম্ম রক্ষা করেন; শান্ত ও দান্ত দ্বিজগণ তপঃপ্রভাবে বিগতপাপ ও ধ্যানফলসম্পন্ন হইয়া তাহা দর্শন করেন। ফল-দর্শন না হইলেও ধর্ম্ম বা দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে। অসূয়াবর্জ্জিত হইয়া প্রযত্ন-সহকারে যাগ ও দান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও কর্ম্মের ফল ইহলোকেও দৃষ্ট হইতেছে। হে কৃষ্ণে! ব্রহ্মা পুত্র-দিগকে যাহা কহিয়াছেন ও মহর্ষি কশ্যপ যাহা অবগত আছেন, তদ্দ্বারা তোমার সংশয় শিশিরের ন্যায় বিনষ্ট হউক। সকল বিষয়ই রীতিমত শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; তুমি নাস্তিক্যভাব পরিত্যাগ কর; সকল ভূতের ঈশ্বর ধাতাকে তিরস্কার করিও না। তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে অভিলাষ কর ও নমস্কার কর, তোমার ঈদৃশী বুদ্ধি যেন আর না হয়। ভক্ত ব্যক্তি মরণশীল হইয়াও যাঁহার প্রসাদে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই পরম দেবতাকে কোন প্রকারে অবমাননা করিও না।"

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে পার্থ! আমি ধর্ম্মের অব-মাননা বা নিন্দা করি না এবং সর্ব্বভূতেশ্বর প্রজা-পতিরও অপমান করিতে পারি না, কেবল দুঃখার্ত্ত হই-য়াছি বলিয়া এরূপ বিলাপ করিতেছি; পুনরায় আরও বিলাপ করিব, সুস্থির-মনে শ্রবণ কর। হে অরাতি-নিসূদন! এই জন্মমরণশালী সংসারে জ্ঞানবান্‌দিগের কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য; যেহেতু, কি স্থাবর, কি ইতরজন, সকলই কর্ম্মবিহীন হইয়া কালযাপন করিতে পারে না। পশুগণ মাতৃ-স্তনপান অবধি ছায়োপসেবন প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। বিশেষতঃ জঙ্গমদিগের মধ্যে মনুষ্যগণ কর্ম্ম দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে আপনার জীবিকালাভ করিবার বাসনা করে। হে ভরতকুলাগ্রগণ্য! সমস্ত প্রাণীরাই প্রাক্তন-কর্ম্মজনিত সংস্কার অবলম্বনপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়া থাকে। যেমন বক জলে থাকিয়া পূর্ব্বসংস্কারানুসারে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ কি ধাতা, কি বিধাতা, সকলেই স্বকীয় পূর্ব্বসঙ্কল্পবশতঃ কর্ম্ম করেন ও অন্যান্য প্রাণী সকলেও আপন আপন প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কারপ্রভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কর্ম্মপরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে না; তন্নিমি সকলেরই কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। দৈবপর হইয়া কর্ম্ম করিতে বিমুখ হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে; অতএব হে ধর্ম্মরাজ! তুমি সতত কর্ম্মানু-ষ্ঠানে নিযুক্ত হও, কদাচ গ্লানিযুক্ত হইও না। নিরন্তর কর্ম্ম-সকল সমাধান করিয়া কৃতকার্য্য হও। কর্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞ ব্যক্তি সহস্রের মধ্যে একজন আছে কি না সন্দেহ। অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধিকরণেও কর্ম্মের আবশ্যকতা আছে। কেন না, দৈবপর হইয়া উপার্জ্জন না করিলে অর্থ অক্ষয় হয় না, দেখ, কেবল ব্যয় করিলে হিমাচলও ক্ষয় হইয়া যায়, প্রজাগণ যদি ভূমণ্ডলে আসিয়া কর্ম্ম না করিত, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং কর্ম্ম নিষ্ফল হইলে তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত না। আমরা এমত অনেক লোক দেখিতে পাই, যাহারা অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু কর্ম্ম না করিলে লোকে কোন প্রকারেই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে না। অদৃষ্টপর ও চার্ব্বাকমতাবলম্বী এই উভয়প্রকার লোকই শঠ; কেবল কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাই প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কেবল দৈবের উপর নির্ভর করত নিশ্চেষ্ট হইয়া শয়ান থাকে, সে দুর্ব্বুদ্ধি জলমধ্যস্থ আমঘটের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়। ঐরূপ হঠবাদী ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইয়াও যদি আলস্যে তাহা পরিত্যাগ করে, তবে অনাথ দুর্ব্বলের ন্যায় অচিরকালমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! মনুষ্য অকস্মাৎ যে অর্থ লাভ করে, তাহাকে হঠ-প্রাপ্ত বলা যায়; উহা কাহারও যত্নে উপা-র্জ্জিত নহে। পুরুষ দৈববশে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাই দিষ্টলব্ধ বলিয়া নিশ্চিত হয়; স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া যে ফললাভ করে, তাহাকে প্রত্যক্ষ ও পৌরুষলব্ধ কহে এবং স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণবশতঃ

যাহা লাভ করে, তাহাকে স্বভাবজ ফল কহিয়া থাকে। হে পুরুষসত্তম! লোকে এইরূপে হঠাৎ, দৈবাৎ, স্বভাবতঃ ও কর্ম্ম দ্বারা যাহা লাভ করে, তাহা তাহার জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফল। সর্ব্বভূতেশ্বর বিধাতাও কর্ম্মাধীন হইয়া মনুষ্যগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। মনুষ্য যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম করে, উহা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল, কিন্তু বিধাতৃ-বিহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। শরীরিগণের দেহ বিধাতার কর্ম্মসাধনের কারণস্বরূপ। দেহ স্বয়ং অবশ; বিধাতা উহাকে যে কার্য্যে প্রেরণ করেন, সে তাহাই করিয়া থাকে। হে নাথ, সর্ব্বভূতেশ্বর বিধাতা স্বয়ং সর্ব্বকর্ম্মের নিযোক্তা হইয়া অনাত্মবশ জীবগণকে সেই সকল কর্ম্মে প্রেরণ করেন। তিনিই স্বয়ং মনে মনে অর্থনিশ্চয় করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করত তাহা লাভ করেন; মনুষ্য কেবল তাহার কারণমাত্র। যে সকল আগার ও নগর প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারও কারণ কর্ম্ম; অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! কর্ম্ম যে কত প্রকার, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা তিলে তৈল, গাভীতে দুগ্ধ ও কাষ্ঠে পাবক সমুৎপন্ন হয় বুঝিতে পারিয়া ঐ সমুদয় প্রস্তুত করিবার উপায়ও স্থির করেন, পরে স্থিরীকৃত উপায়সহকারে কার্য্যসিদ্ধি-বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন। হে রাজন্! এইরূপে প্রাণিগণ কর্ম্মসিদ্ধি করিয়া আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কর্ত্তা কার্য্যকুশল হইলে কর্ম্ম সুসম্পন্ন ও সাধুফলপ্রদ হয়, কিন্তু কর্ত্তা কার্য্যাক্ষম হইলে বিস্তর ফলভেদ হইয়া থাকে। যদি পুরুষকার কর্ম্মসাধ্যবিষয়ে ব্যর্থ হইত, তাহা হইলে যাগ ও তড়াগ-খননাদি কর্ম্মের ফললাভে কেহ প্রবৃত্ত হইত না। পুরুষ কর্ম্মকর্ত্তা; এই নিমিত্তই কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে পুরুষের প্রশংসা হয়; অসিদ্ধ হইলে 'এ বিষয়ে কি কেহ কর্ত্তা ছিল না' বলিয়া নিন্দা করে। কেহ কেহ কহেন, সকল কর্ম্মই হঠবশতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ কহেন, সকলই দৈবপ্রভাবে হয়; কেহ বা কহেন, মনুষ্যের প্রযত্নেই কার্য্য-সকল সিদ্ধ হয়; কেহ কেহ এই ত্রিবিধ কারণ দ্বারা কার্য্য সুসম্পন্ন হয় বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু দৈব ও হঠাদি সকলই প্রাক্তন কর্ম্মের অন্তর্ভূত হয় উহা ভিন্ন আর কিছুই কারণ হইতে পারে না। যাঁহারা হঠ ও দিষ্টকে অর্থসিদ্ধির কারণ বলেন ও যে তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিরা জানেন যে, মনুষ্য দৈব, হঠ ও স্বভাব এই তিন প্রকার কারণেই ফলপ্রাপ্ত হয়, প্রাক্তন কর্ম্ম কারণ নহে, তাহারা কিন্তু বিলক্ষণ তত্ত্ববিৎ পাণ্ডিত। দেখ, যদি বিধাতা সমস্ত প্রাণিগণকে তাহাদিগের জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে মনুষ্য যেরূপ বিষয়াভিলাষে কর্ম্ম করিত, তাহাই প্রাপ্ত হইত। অর্থসিদ্ধি ও অর্থের অসিদ্ধি ঐ তিনটি দ্বারাই হইয়া থাকে, কিন্তু উহার মুখ্য কারণ প্রাক্তন-কর্ম্ম, ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা দেহ-তুল্য জড় পদার্থ। ভগবান্ মনুও কর্ম্ম অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। হে মহারাজ! পুরুষ দৈবপর হইয়া একান্ত নিশ্চেষ্ট হইলে অবশ্যই পরাভূত ও দুঃস্থ হয়, কর্ম্ম করিলে প্রায়ই ফল-সিদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু অসম্যক্‌কারী ব্যক্তি কখনই অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে না। অঙ্গভঙ্গ প্রযুক্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় বলিয়া কদাচ কর্ম্মের বৈয়র্থ্য স্বীকার করা যায় না, যেহেতু, প্রায়শ্চিত্ত করিলে অবশ্যই ফললাভ হয়, অতএব কর্ম্ম কদাচ ফলশূন্য নহে। কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে যদি ফল প্রাপ্ত না হয়, তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি আলস্যপরায়ণ হইয়া কেবল শয়ান থাকে, তাহাতে অলক্ষ্মীর আবেশ হয়, আর যে পুরুষ কার্য্যদক্ষ, সে নিশ্চয়ই আপন কর্ম্মের ফললাভ করত অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে। সংশয়ই অনর্থের মূল; অসংশয়-চিত্তে কর্ম্ম করিলে অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হয়, কিন্তু নিতান্ত সংশয়বিহীন ধীরব্যক্তি সংসারে অতি দুর্ল্লভ। হে মহারাজ! সম্প্রতি আমাদের এই মহান্ অনর্থ সমুপস্থিত হইয়াছে; যদি তুমি পুরুষকার অবলম্বন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই অনর্থ-নাশ হইবে। পাছে কর্ম্ম সফল না হয়, এই ভাবিয়া যদি তুমি, বৃকোদর, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব নিশ্চেষ্ট থাক, তাহা হইলে রাজ্যপ্রাপ্তির আশা একেবারে দূর হইয়া যায়; কিন্তু ইহা তোমাদের পক্ষে অতি অন্যায়। যখন অন্যের কর্ম্ম সফল হইতেছে, তখন আমাদের

চেষ্টা কেনই বা নিরর্থক হইবে? কর্ম্ম করিলে শীঘ্রই হউক কিংবা বিলম্বেই হউক, অবশ্যই তাহার ফললাভ হয়। দেখ, কৃষক লাঙ্গল দ্বারা পৃথিবীকর্ষণ করত শস্যবপনপূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল বৃষ্টির অপেক্ষা করে। যদিও বৃষ্টি না হয়, তাহাতে কৃষকের তত ক্ষোভ হয় না। সে মনে করে যে, পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিয়াছি, সফল হইল না, ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই। পণ্ডিত ব্যক্তি 'পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা যথসাধ্য করিয়াছি, এক্ষণে সফল হইল না, ইহাতে আমি কোনক্রমে অপরাধী নহি' এই বিবেচনা করিয়া আত্মনিন্দা করেন না। 'আমি কর্ম্ম করিলে অর্থসিদ্ধি হয় না,' এই বলিয়া কর্ম্মে বৈরাগ্য প্রকাশ করিবে না। ফলসিদ্ধিবিষয়ে পুরুষকার ও অবৈরাগ্য এই দুইটি কারণ আছে। কর্ম্মসিদ্ধি হউক বা না হউক, কর্ম্ম করিতে উপেক্ষা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সমুদয় কারণ একত্র হইলে অবশ্যই কর্ম্মসিদ্ধি হয়। প্রধান অঙ্গের অভাব থাকিলে কর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল হয় না, হয় ত একেবারেই কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায়; কর্ম্ম আরম্ভ না করিলে ফল বা শৌর্য্যাদিগুণ কিছুই দৃষ্ট হয় না। মনুষ্য আপনার কল্যাণলাভের নিমিত্ত স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যে দেশ, কাল, উপায় ও মঙ্গল প্রয়োগ করিবে। পরাক্রমই কার্য্যসাধনের মুখ্য উপায় সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে; অতএব পরাক্রম অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে। বুদ্ধিমান্ লোক যে ব্যক্তিতে বহুগুণ-সংযুক্ত মঙ্গললাভের চিহ্ন দেখেন, তাহা হইতে সাম, দান ও ভেদ এই তিন উপায় দ্বারা অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, যদি সমুদ্র বা পর্ব্বতও অপকারক হয়, তাহাদিগের ব্যসন বা বিবাসনের চেষ্টা করিবে। যে ব্যক্তি সতত শত্রুগণের ছিদ্রান্বেষণে সমুত্থিত হইয়া থাকে, সে আপনার ও অমাত্যগণের নিকট ঋণ হইতে মুক্ত হয়। পুরুষ কদাপি অশক্ত বলিয়া আত্মার অবমানন। করিবে না; আত্মাবমানী ব্যক্তি কখন উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে না। হে রাজন্! লোকের স্বাভাবিকী ফলসিদ্ধি এই প্রকার হইয়া থাকে; কিন্তু কাল ও অবস্থার বিভাগানুসারে ঐ সিদ্ধি ভিন্ন ভিন্নরূপে পরিণত হয়, সন্দেহ নাই।

হে ভরতবংশাবতংস! পূর্ব্বে পিতা একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে আপনার ভবনে বাস করাইয়াছিলেন; এই বৃহস্পতিপ্রোক্ত নীতি তাঁহার নিকট কহিয়াছিলেন ও ভ্রাতৃগণকে অভ্যাস করাইয়াছিলেন, আমিও তৎকালে তাঁহাদের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আমি যখন ঐ সমস্ত বিষয় শুনিবার মানসে কোন কার্য্যোদ্দেশে পিতার ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তখন সেই ব্রাহ্মণ আমাকে সান্ত্বনা করিয়া এই সকল নীতি কহিতেন।"

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন যাজ্ঞসেনীর বাক্যশ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! ধর্ম্মানপেত সৎপুরুষোচিত রাজ্যলাভপদবী অবলম্বন করুন। দেখুন, ধর্ম্মার্থকামবিহীন হইয়া আমাদের তপোবনে বাস করিবার আবশ্যকতা কি? দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্ম, আর্জ্জব বা তেজঃপ্রভাবে আমাদের রাজ্য গ্রহণ করে নাই; কেবল কপট দ্যূতক্রীড়া করিয়া উহা অপহরণ করিয়াছে। গোমায়ু যেমন সিংহের আমিষ গ্রহণ করে ও দুর্ব্বল কুক্কুর যেমন বলবান্দিগের আমিষ অপহরণ করে, তদ্রূপ আমাদের রাজ্য সেই দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। হে মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত অল্পমাত্র ধর্ম্মরক্ষানুরোধে ধর্ম্ম-কামের উৎপাদক রাজ্যরূপ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া দারুণ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছেন? গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন আমাদের রাজ্য রক্ষা করিত, ইন্দ্রও বলপূর্ব্বক উহা অপহরণ করিতে পারেন নাই; কেবল অনবধানতা প্রযুক্তই উহা আমাদের সমক্ষে বিপক্ষকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। যেমন কুণি ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বিল্ব ও পঙ্গুদিগের নিকট হইতে ধেনু সকল অপহৃত হয়, তদ্রূপ আপনার নিমিত্তই আমা-

রাজ্য অপহৃত হইয়াছে। হে মহারাজ! আপনি ধর্ম্মাভিলাষী, আপনার প্রিয়সাধনের নিমিত্তই আমরা ঈদৃশ ব্যসনাপন্ন হইয়াছি। আমরা আপনার সমপথানুগত বচনানুসারে আত্মসংযম করিয়া কেবল মিত্রগণের দুঃখ ও শত্রুদিগের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছি। হে রাজন্! আমরা আপনার সমপথাবলম্বী বচনানুসারে তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে বিনাশ করি নাই, সেই মর্ম্মচ্ছেদী কর্ম্ম স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপিত হইতেছি। হে মহারাজ! এক্ষণে এই দুর্ব্বলজনাচরিত বলবান্‌দিগের নিতান্ত অপ্রিয় মৃগচর্য্যারূপ বনবাসে অশেষ ক্লেশ অনুভব করুন। কি কৃষ্ণ, কি অ কি অভিমন্যু, কি সৃঞ্জয়গণ, কি আমি, কি মাদ্রীসুতদ্বয়, কেহই আপনার এই অবস্থায় অভিনন্দন করিবে না। আপনি কি ধর্ম্মরক্ষানুসারে সতত ব্রতকর্শিত হইয়া বৈরাগ্যপথাবলম্বন পূর্ব্বক নিতান্ত পৌরুষশূন্য মনুষ্যের ন্যায় কালযাপন করিবেন? হে পাণ্ডবরাজ! যে সকল কাপুরুষ আপনাদিগের বংশলক্ষ্মীর প্রত্যুদ্ধরণে অসমর্থ,তাহারাই নিতান্ত নিষ্ফল ও স্বার্থঘাতক বৈরাগ্যকে প্রিয় জ্ঞান করে; কিন্তু আপনি জ্ঞানবান্, কার্য্যসাধনে সমর্থ ও আমাদিগের পুরুষকারাভিজ্ঞ হইয়াও কেবল অনৃশংসতানুরোধে এই অনর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। দেখুন, আমরা বৈরনির্যাতনে সমর্থ হইয়াও ক্ষমাপথ অবলম্বন করাতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাদিগকে নিতান্ত অশক্ত জ্ঞান করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করাও দুঃখাবহ নহে। যদি ধর্ম্মযুদ্ধে আমরা সকলেই নিহত হই, তাহাও শ্রেয়ঃ, কারণ, তাহা হইলে পরকালে সম্পত্তিলাভ হইবে কিংবা আমরা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিতে পারি, তাহাও আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, বিপুলকীর্ত্তিলাভ ও বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত আমাদের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা কর্ত্তব্যবিষয় বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যদি শত্রুগণ আমাদিগকে পরাজয় করিয়া রাজ্যলাভ করে, তাহাও আমাদের প্রশংসার বিষয়; উহাতে কিছুমাত্র নিন্দা নাই। যে ধর্ম্ম দ্বারা মিত্রগণের বা আপনার কষ্ট হয়, তাহাকে ব্যসন কহে। উহাই কুধর্ম্ম, কখনই ধর্ম্ম নহে। যেমন সুখ ও দুঃখ মৃতব্যক্তিকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ সতত ধর্ম্মচিন্তানিরত পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্মোপার্জ্জন করে, সে অশেষক্লেশভাগী হয়; যেমন অন্ধ ব্যক্তি সূর্য্যের প্রভা জানিতে পারে না, তদ্রূপ সেই অপণ্ডিত ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জনের প্রয়োজন বুঝিতে অসমর্থ হয়। যে ব্যক্তির অর্থ কেবল আত্মভোগেই পর্য্যবসিত হয়, সে অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা জানিতে পারে না। যেমন রক্ষকগণ অরণ্যে গোরক্ষণ করে, তদ্রূপ ঐ পামর কেবল অর্থ রক্ষা করিয়াই জীবনযাপন করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও কাম পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনে নিরন্তর রত থাকে, সেই দুরাত্মা ব্রহ্মহার ন্যায় সর্ব্বভূতের বধ্য। আর যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কামার্থী হইয়া কালযাপন করে, তাহার মিত্রনাশ ও সে ধর্ম্মার্থবিহীন হইয়া থাকে।

যেমন মৎস্যকুল বারি শুষ্ক হইলে কালগ্রাসে পতিত হয়, তদ্রূপ সেই ধর্ম্মার্থবিহীন দুরাত্মা স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া পরিশেষে কামাবসানে নিধন প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ধর্ম্মার্থসংগ্রহে কখনই প্রমত্ত হয়েন না। যেমন অরণি পাবকোৎপাদনের হেতু, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ কামের প্রসূতি। ধর্ম্ম অর্থের মূল, অর্থও ধর্ম্মোৎপাদনের হেতু; যেমন মেঘ ও সমুদ্র পরস্পর পরস্পরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে,তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ পরস্পর পরস্পরের পোষকতা করে। স্রক্‌চন্দনাদি-রূপ দ্রব্যস্পর্শ বা স্বর্ণাদিরূপ অর্থলাভ হইলে মনুষ্যের যে প্রীতি জন্মে, তাহারই নাম কাম। কাম মনুষ্যের চিত্তে সমুদিত হয়, উহার শরীর নাই। বিপুল ধর্ম্মোপার্জ্জনের দ্বারা অর্থার্থী ব্যক্তির অর্থলাভ হয়; অর্থ হইতে কামার্থীর কামলাভ হয়, কিন্তু কাম হইতে অন্য কোন ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যেমন কাষ্ঠসমুৎপন্ন ভস্ম হইতে ভস্মান্তরলাভের সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ কাম হইতে কামান্তরলাভ হয় না; কামই

প্রীতিসমুৎপাদক ফল। যেমন বৈতংসিক বিহঙ্গমগণের প্রাণসংহার করে,তদ্রূপ অধর্ম্ম সর্ব্বভূতের হিংসা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাম ও লোভের পরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মের স্বরূপপরিজ্ঞানে পরাঙ্মুখ হয়, সেই দুরাত্মা ইহকালে ও পরকালে সর্ব্বভূতের বধ্য হয়।

হে রাজন্! স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, স্ত্রী, ধন, গো, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি দ্রব্যজাত হইতেই কাম সমুৎপন্ন হয়, আপনি ইহা সবিশেষ অবগত আছেন এবং দ্রব্যের প্রকৃতি ও ভূয়সা বিকৃতিও উত্তমরূপ জানেন। জরা বা মরণ দ্বারা ঐ সমুদয় দ্রব্যের অদর্শন বা বিয়োগকে অনর্থ বলা যায়; সেই মহান্ অনর্থ এক্ষণে আমাদিগের সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব অনর্থ নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হে মহারাজ! পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ করে, তাহারই নাম কাম; উহাই কর্ম্মের এক উৎকৃষ্ট ফল। মনুষ্য এইরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের উপর পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মপর বা কেবল কামপর হইবে না; সতত সমভাবে এই ত্রিবর্গের অনুশীলন করিবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান, মধ্যাহ্নে অর্থচিন্তা ও অপরাহ্নে কামানুশীলন করিবে। অতএব হে রাজন্! উক্তরূপে কালবিভাগ করিয়া যথাসময়ে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেরই সেবা করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মহোদয়জনিত সুখ-সম্ভোগ করিয়া মোক্ষোপায়-জ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক সুখাভিলাষী হয়, তাহার পক্ষে মোক্ষই শ্রেয়ঃ। আপনি মোক্ষোপার্জ্জন বা মহোদয়লাভের জন্য সাতিশয় যত্ন করুন; কিন্তু সেই শ্রেয়স্কর মোক্ষ গৃহস্থাশ্রমবাসীর পক্ষে আতুর ব্যক্তির জীবনের ন্যায় নিরন্তর দুঃখদায়ক হইয়া উঠে। আপনি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছেন এবং সতত ধর্ম্মানুষ্ঠানও করিয়া থাকেন,ইহা জানিয়া আপনার সুহৃদগণ আপনাকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি প্রদান করিতেছেন। দান,যজ্ঞ,সাধুগণের পূজা, বেদাধ্যয়ন ও আর্জ্জব এই কয়েকটি প্রধান ধর্ম্ম; ইহা ইহকাল ও পরকালে বলবান্ থাকে। কিন্তু অর্থবিহীন ব্যক্তি অন্যান্য সমুদয় গুণে গুণবান্ হইলেও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। ধর্ম্মই এই জগতের মূল; ধর্ম্মাপেক্ষা কিছুই উৎকৃষ্ট নহে। বিপুল অর্থ থাকিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারা যায়; কিন্তু সেই অর্থ ভৈক্ষচর্য্যা বা কাতরতা অবলম্বন দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না; উহা কেবল ধর্ম্মাচরণ করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে পুরুষপ্রধান! যাচ্ঞা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ; ভিক্ষাবৃত্তি কেবল ব্রাহ্মণেরই নির্দ্ধারিত আছে; অতএব আপনি তেজোদ্বারা অর্থলাভ করিতে চেষ্টা করুন। ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষচর্য্যা বা বৈশ্য ও শূদ্রের ন্যায় কোন প্রকার জীবিকা নির্দ্ধারিত নাই; কেবল স্বকীয় বলই তাঁহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব হে মহারাজ! আপনি স্বধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সমাগত শত্রুগণকে সংহার করিয়া আমার ও অর্জ্জুনের সহায়তায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সৈন্যসকল নাশ করুন।

বিদ্বানেরা প্রভুত্বকেই ধর্ম্ম কহেন; অতএব আপনি প্রভুত্ব-লাভে যত্ন করুন; অনীশ্বর হইয়া থাকা উচিত নহে। হে রাজেন্দ্র! যে হিংসা দ্বারা লোকসকল ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়, আপনি সেই হিংসাপ্রধান ক্ষত্রিয়কুলে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব সাবধান হইয়া কুলোচিত সনাতনধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। প্রজাপালন দ্বারা নানাবিধ ফল লাভ করা আপনার পক্ষে নিন্দনীয় নহে; কারণ, উহা ক্ষত্রিয়ের কুলক্রমাগত নিত্য ধর্ম্ম। যদি আপনি প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন, যেহেতু, মনুষ্য স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে কখনই প্রশংসাভাজন হইতে পারে না; তন্নিমিত্ত আপনি মনের শৈথিল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রতেজ অবলম্বনপূর্ব্বক ধুরন্ধরের ন্যায় ভূভার বহন করুন। কোন রাজা কোন কালেই কেবল ধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক পৃথিবী বা অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন নাই। যেমন ব্যাধ ভক্ষ্যরূপ প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক মৃগগণের প্রাণ সংহার করিয়া আপনার আহার লাভ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শত্রুপক্ষীয় লুব্ধচেতাঃ ক্ষুদ্রাশয় জনগণকে উৎকোচ প্রদানপূর্ব্বক ভেদোৎপাদন করিয়া অনায়াসেই রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। অসুরগণ

দেবতাদিগের অগ্রজভ্রাতা ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন: তথাপি দেবগণ কৌশল করিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। হে মহাবাহো! এইরূপে বলবান্ ব্যক্তির নিকট সকলই সুসাধ্য,ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি কৌশলে শত্রুগণের প্রাণ সংহার করুন। এই ভূমণ্ডলে অর্জ্জুনের সমান ধনুর্দ্ধর ও আমার তুল্য গদাযুদ্ধবিশারদ কেহই নাই। বলবান্ ব্যক্তি পুরুষসঙ্ঘ বা শত্রুপক্ষীয়দের কোন প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা যুদ্ধ করে না, কেবল বলপূর্ব্বকই সংগ্রাম করিয়া থাকে; অতএব হে মহারাজ! আপনি বল প্রকাশ করুন। বলই অর্থের মূল; বল ভিন্ন আর সমুদয়ই হেমন্তকালীন বৃক্ষচ্ছায়ার ন্যায় কোন প্রকার উপকারজনক হয় না। যেমন কৃষক অধিক শস্যলাভাকাঙ্ক্ষায় অল্প বীজ বপন করে, তদ্রূপ অর্থাভিলাষী ব্যক্তির সমধিক অর্থলাভের নিমিত্ত অল্প অর্থ পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে অর্থত্যাগ করিলে তাহার সমান বা তদপেক্ষা অধিকতর লাভের সম্ভাবনা নাই, সে স্থানে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অর্থ পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে; যেহেতু, উহা কেবল খরকণ্ডূয়নের ন্যায় পরিণামে দুঃখজনক হইয়া উঠে।

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই প্রকার যদি অল্পধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অধিকতর ধর্ম্মলাভ হয়, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্যক্তিরা মিত্রবলসম্পন্ন অমিত্রের মিত্র-ভেদ করিয়া থাকেন, কারণ, মিত্রগণ ভিন্ন হইয়া পরিত্যাগ করিলে যুবা ব্যক্তিও অবশ হয়। হে রাজন্! বলবান্ ব্যক্তি বলপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াই প্রজাগণকে বশীভূত করে; সে কখন উহাদিগকে নিগ্রহ বা প্রিয়সম্ভাষণ দ্বারা বশীভূত করে না। যেমন বহুসংখ্যক মধুমক্ষিকা একত্র হইয়া মধুগ্রাহীর প্রাণসংহার করে,তদ্রূপ অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি সমবেত হইলে বলবান্ শত্রুকে শমনসদনে গমন করিতে হয়। যেমন সূর্য্য স্বীয় কিরণ দ্বারা পৃথিবীর রস শোষণ করিয়া প্রজাগণকে পালন করেন,তদ্রূপ আপনি যুদ্ধে শত্রুগণকে বশীভূত করিয়া প্রতিপালন করুন। হে মহারাজ! আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় যথানিয়মে প্রজাপালন করিলে অনাদি স্বকীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া বা তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়া যেমন সদ্গতি লাভ করে, তপোনুষ্ঠান দ্বারা কদাচ তাদৃশ গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। লোকে আপনার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া নিশ্চয় করিয়াছে যে,সূর্য্য হইতে প্রভা ও চন্দ্রমা হইতে শোভাও অপগত হইল, আর থাকে না। হে মহারাজ! এক্ষণে যাবতীয় সভামধ্যে কেবল আপনার প্রশংসা ও বিপক্ষগণের নিন্দারই আলোচনা হইতেছে। আপনি মোহ, কার্পণ্য, লোভ,ভয়,কাম বা অর্থের জন্য কদাচ মিথ্যাকথা প্রয়োগ করেন নাই. এই নিমিত্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ ও কুরুগণ একত্র হইয়া হৃষ্টচিত্তে সতত আপনারই সত্যপরায়ণতার আন্দোলন করিয়া থাকেন। রাজ্যলাভ করিবার নিমিত্ত রাজার যে অণুমাত্র পাপ সমুৎপন্ন হয়, তিনি পশ্চাৎ বিপুলদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাহার অপনোদন করেন। লোকে ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্যক গ্রাম ও সহস্র সহস্র গো দান করিয়া রাহুবিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে কুরুনন্দন! সমস্ত পৌর এবং জনপদবাসী লোকেরা বৃদ্ধ ও বালকগণ-সমভিব্যাহারে আপনারই প্রশংসা করিতেছেন। কুক্কুরচর্ম্মে ক্ষীর, শূদ্রমুখে বেদ, চৌরে সত্য ও নারীতে বল সংযুক্ত হইলে যেরূপ ঘৃণাকর ও দুঃখদায়ক হয়, দুরাত্মা দুর্য্যোধনে রাজ্যভার অর্পিত হইয়া তদ্রূপ হইয়াছে। হে মহারাজ! আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সতত এই কথার আন্দোলন করিতেছে। হায়! আপনি আপন বুদ্ধিতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আমাদের সহিত এই দুরবস্থাগ্রস্ত হওয়াতে আমরা সকলেই এককালে বিনষ্ট হইলাম। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের আশীগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ধনপ্রদান করিবার নিমিত্ত সত্বরে সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন শীঘ্রগামী স্যন্দনে আরোহণ করুন ও অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল-পরাক্রম ভ্রাতৃবর্গে পরিবৃত হইয়া অদ্যই হস্তিনানগরে গমন করিতে প্রবৃত্ত হউন। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র সুরগণসমভিব্যাহারে অসুরগণকে সংহার করিয়া স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অরাতিকুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধন হইতে রাজ্যগ্রহণ করুন। হে রাজন্! এই ভূমণ্ডলে কোন ব্যক্তিই গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত আশীবিষসদৃশ বিচিত্রপুঙ্খ

অর্জ্জুনের শরসমূহ সহ্য করিতে পারে না। আমি যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া গদা ঘূর্ণন করিলে তাহার বেগ সহ্য করিতে পারে, এমন কোন বীর, কি মাতঙ্গ বা অশ্ব এই জগতীতলে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। হে মহারাজ! আমরা সৃঞ্জয়গণ, কেকয়বংশীয়গণ ও বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া ও বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে দৃঢ়তর যত্নসহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কি নিমিত্ত শত্রুহস্তগত রাজ্যের প্রত্যুদ্ধরণে অক্ষম হইব?"

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহানুভাব সত্যব্রত যুধিষ্ঠির ভীমসেনের বাক্য শ্রবণানন্তর ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ভ্রাতঃ! আমি তোমার বাক্যরূপ শল্য দ্বারা ব্যথিত হইয়াও তোমাকে অভিযোগ করিতে পারি না; আমার অন্যায়াচরণেই তোমরা এরূপ বিষাদসাগরে পতিত হইয়াছ, তাহার সন্দেহ নাই। আমি দুর্য্যোধনের রাজ্যজিহীর্ষু হইয়া অক্ষগ্রহণ করিয়াছিলাম, ইহা জানিতে পারিয়া ধূর্ত্ত শকুনি দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি হইয়া আমার সহিত অক্ষক্রীড়া করিতে লাগিল। আমি শঠতা করিতে অক্ষম, কিন্তু শঠশিরোমণি সৌবল সভামধ্যে শঠতাসহকারে অক্ষসমূহ বিক্ষেপ করত জয়লাভ করিল। আমি যখন তাহার কুটিলতা বুঝিতে পারিয়া অক্ষগুলিকে তদীয় অভিলাষানুরূপ অযুগ ও যুগবদ্ধ হইতে দেখিলাম, তখন আমার নিরস্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ক্রোধোদয় হইয়া আমার ধৈর্য্য বিনষ্ট করায় আমি নিরস্ত হইতে অসমর্থ হইয়াছিলাম। আত্মার ধৈর্য্যলোপ হইলে কি পৌরুষ, কি অভিমান, কি বীরত্ব কিছুতেই তাহাকে সংযত করিতে পারে না। বোধ হয়, এই প্রকার ভবিতব্যতাই ছিল, তন্নিমিত্তই তোমার কথাতে দোষারোপ করিতে পারি না। যখন দুর্য্যোধন রাজ্যহরণাভিলাষে আমাদিগকে ব্যসনে নিমগ্ন করিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছিল, তখন দ্রৌপদী হইতেই আমরা পরিত্রাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমরা পুনর্ব্বার দ্যূতের নিমিত্ত সভামধ্যে সমাগত হইলে, ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন ভরতগণের সমক্ষে কহিল যে, হে অজাতশত্রো! দ্যূতে পরাজিত হইলে তোমাকে ও তোমার ভ্রাতৃগণকে দ্বাদশবৎসর বনবাসে এবং একবৎসর অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিতে হইবে; যদ্যপি ভরতচরেরা তোমার অজ্ঞাতবাস জানিতে পারে, তাহা হইলে পুনরায় দ্বাদশবর্ষ অরণ্যে ও একবর্ষ অজ্ঞাতচারে বাস করিতে হইবে; আর যদ্যপি তোমরা আমাদিগের চরগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের অজ্ঞাতে ঐ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিতে পার, তাহা হইলে পঞ্চনদদেশ নিশ্চয়ই তোমাদের হইবে। যদি আমাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমরাও এইরূপ আচরণ করিব। এইমাত্র পণ স্থির করিলাম।' ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি ও ধনঞ্জয় কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করায় আমিও সেই পণে অনুমোদন করিলাম।

তখন দুর্য্যোধনও শান্তির নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা না করিয়া সাতিশয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া উঠিল ও আপনার বশতাপন্ন কৌরবগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল। পরিশেষে আমাদিগের দ্যূতক্রীড়া অতি জঘন্য হইলে আমরাই পরাজিত হইয়া বিবাসিত হইলাম। এইরূপে নিষ্কাশিত হইয়া বহুক্লেশে জঘন্যবেশে দেশে দেশে ও বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। কোন্ ব্যক্তি সাধুগণের সমক্ষে ঈদৃশী প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনরায় রাজ্যলাভের নিমিত্ত উহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে? আর্য্যব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিয়া রাজ্যলাভ করা মরণ অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশকর হইয়া উঠে। হে ভীম! তুমি যখন দ্যূতস্থলে পরিঘাস্ত্র পরিমার্জ্জিত করিয়া আমার বাহুদ্বয় ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তখন কেবল ধনঞ্জয় তোমাকে নিবারণ করিয়াছিল; কিন্তু যদি তুমি তখন বীরত্ব প্রকাশ করিতে, তাহা হইলে কোন প্রকার অনিষ্টঘটনা হইতে পারিত না। তুমি সকলের পৌরুষজ্ঞ হইয়া কি নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে এরূপ বাক্য বলিতে বিরত ছিলে? এক্ষণে কালকল্প বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়া আমার প্রতি ঈদৃশ বাক্যবাণ প্রয়োগ করিলে

কি হইবে? হে ভীম! আমরা যে যাজ্ঞসেনীর তাদৃশ দুরবস্থা দর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলাম, সেই দুঃখই এক্ষণে বিষরসের ন্যায় আমার হৃদয় জীর্ণ ও কায় শীর্ণ করিতেছে। হে ভারতপ্রবীর! যেমন কৃষীবলেরা বীজ বপন করিয়া ফলরাশির প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি সুখোদয়ের সময় প্রতীক্ষা কর। কৌরব বীরমধ্যে যে সকল কথা কহিয়াছ, আজি তদনুযায়ী কর্ম্ম করা কোনক্রমে উচিত নহে। যদি প্রতারিত ব্যক্তি অরিকুলকে বলসম্পন্ন জানিয়া তৎক্ষণাৎ ছেদ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পুরুষকার নানাগুণে মণ্ডিত ও জীবলোকে জীবনধারণ সফল হইয়া উঠে; সেই ব্যক্তিই সমগ্র রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইতে পারে, শত্রুগণও তাহার নিকট অবনত হইয়া থাকে। যেমন অমরবর্গ ইন্দ্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মিত্রগণ শীঘ্র তাহার বশবর্ত্তী হইয়া জীবনকাল অতিবাহিত করে। হে বীর! নিশ্চয় বোধ করিবে যে, আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ মিথ্যা হইবে না। আমি দেবত্ব ও জীবন অপেক্ষাও ধর্ম্মকে প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া থাকি। রাজ্য, ধন, পুত্র ও যশ এই সমস্ত বস্তু সত্যের এক কণারও সদৃশ হইতে পারে না।”

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ভীম কহিলেন, “হে মহারাজ! ফেনের ন্যায় অসার ও ফলের ন্যায় পতনশীল মানবগণ কালের বশীভূত হইয়া কালকে প্রত্যক্ষ বোধ করে, কিন্তু সে কাল শরের ন্যায় শীঘ্রগামী, স্রোতের ন্যায় নিত্যবাহী, অনন্ত, অপ্রমেয় ও সর্ব্বান্তকারী; অতএব ঈদৃশ কালে সন্ধি করা নিতান্ত নিষ্ফল। হে রাজন্! যেমন অঞ্জনচূর্ণ সূচি দ্বারা ক্রমে ক্রমে অপহৃত হইলে তাহার শেষ হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ ক্ষণবিনশ্বর মানবগণের এই অনন্তকাল প্রতীক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে ব্যক্তির পরমায়ু অপরিমিত অথবা যে ব্যক্তি পরমায়ুর পরিমাণ অবগত হইয়াছে ও সমুদয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহারই সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকা উচিত। হে মহারাজ! হয়ত এই ত্রয়োদশবর্ষ প্রতীক্ষা করিতেই সমস্ত আয়ু পর্য্যবসান হইয়া আমাদিগকেও কালের করাল বদনে প্রবেশ করিতে হইবে। মৃত্যু শরীরিগণের শরীরে নিয়তই আশ্রয় করিয়া আছে; অতএব আমাদের মরণের অব্যবহিতপূর্ব্বেই রাজ্যলাভ-ঘটনা হইতে পারে। যে ব্যক্তি শৌর্য্যাদি গুণবিরহের জন্য লোকের নিকট অবিদিত ও বৈরনির্যাতন করিতে অসমর্থ হইয়া পরমোৎকৃষ্ট কীর্ত্তি লাভ করিতে পারে না, সে কেবল ভূমির ভারস্বরূপ হইয়া পরিশেষে বলীবর্দ্দের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে পুরুষ ক্ষীণবল, নিরুদ্যোগী ও বৈরনির্যাতনে পরাঙ্মুখ হয়, সেই দুর্জ্জাত পুরুষের জন্ম কোন কর্ম্মেরই নহে।

হে মহারাজ! আপনার বাহুদ্বয় সুবর্ণের অদ্বিতীয় অধিকারী ও কান্তি রাজকুলোচিত; অতএব আপনি সংগ্রামে শত্রুনাশ করিয়া নিজভুজার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য উপভোগ করুন। যে পুরুষ প্রতারকের প্রাণসংহার করিয়া সদ্যই নরকে গমন করে, তাহার সেই নরকও স্বর্গের সমান বোধ হইতে থাকে। হে মহারাজ! অমর্ষজনিত সন্তাপ হুতাশন অপেক্ষাও সমধিক দীপ্তিমান, আমি দিবানিশি সেই সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া শয়ন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়াছি। ধনুর্গুণ-বিকর্ষণে বরিষ্ঠ ও সিংহসম বিক্রমশালী এই ধনঞ্জয় একাকী সমস্ত ধনুর্দ্ধরকে সংহার করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে যৎপরোনাস্তি সন্তপ্ত ও মত্ত হস্তীর ন্যায় মনস্তাপে পরিতাপিত হইতেছে। নকুল, সহদেব ও বীরপ্রসবিনী বৃদ্ধমাতা আপনার প্রিয়কামনায় জড় ও মূকের ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন। সৃঞ্জয়গণ প্রভৃতি বান্ধবেরা এক্ষণে আপনার হিতচিন্তায় রত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন, আমি ও প্রতিবিন্ধ্য-জননী দ্রৌপদী নিতান্ত সন্তাপিত হইয়া বনবাসক্লেশ সহ্য করিতেছি। হে মহারাজ! এই বীরেরা সকলেই সংগ্রামপ্রিয়, কিন্তু সম্প্রতি বিপন্ন হইয়া হীনবলের ন্যায় অবাস্থত করিতেছেন, অতএব এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তাহা সকলেরই অভিপ্রেত হইবে, সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! দুর্ব্বল নীচ জনেরা আমাদের রাজ্য অপহরণ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে ভোগ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা ঘোরতর বিপদ্ আর কি হইবে? হে অসত্য-ভীরু! আপনি স্বীয় স্বভাবদোষে দয়ালুতানিবন্ধন অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন, কিন্তু অন্য কেহ এ বিষয়ে আপনাকে প্রশংসা করিতেছেন না। আপনার বুদ্ধি অর্থজ্ঞানশূন্য, বেদাক্ষরমাত্রাভ্যাসী, অত্যন্ত কুৎসিত শ্রোত্রিয়ের ন্যায় কেবল গুরূপদিষ্ট মনুবচন বহন করিতেছে, কিন্তু তত্ত্বার্থ পরিদর্শন করিতে সমর্থ নহে। আপনি ব্রাহ্মণের ন্যায় দয়াময় হইয়া কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন? ক্ষত্রকুলে প্রায়ই ক্রূরবুদ্ধি পুরুষেরা জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। আপনি ভগবান্ মনুপ্রণীত রাজধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছেন, তথাপি ক্রূর, প্রতারক, অশান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে কি নিমিত্ত ক্ষমা করি-তেছেন? হে পুরুষব্যাঘ্র! কর্ত্তব্যবিষয়ে কি অজগর সর্পের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন? আপনি আমা-দিগকে সংগোপন রাখিবার অভিলাষী হইয়া এক মুষ্টি তৃণ দ্বারা হিমালয়কে আবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যেমন দিনকর গগনমণ্ডলে কদাচ আচ্ছন্ন হইতে পারে না, তদ্রূপ আপনি বুদ্ধি, বল, শাস্ত্র ও আভিজাত্যসম্পন্ন এবং বিখ্যাত হইয়া এই পৃথিবীতে ছদ্মবেশে কখন অজ্ঞাতচর্য্যা আচরণ করিতে পারিবেন না। অনূপজাত শাখাপুষ্পপলাশশালী শাল সদৃশ ও ঐরাবতের ন্যায় বিশ্রুতকীর্ত্তি অর্জ্জুন কি প্রকারে অজ্ঞাতচারী হইবে? পুণ্যকীর্ত্তি বীরপ্রসবিনী দ্রৌপদীই বা কি প্রকারে আত্মগোপন করিবেন? আমি কৌমারাবস্থা অবধি নিখিল প্রজামণ্ডলীর মধ্যে বিখ্যাত ও সর্ব্ব-সমক্ষে পরিচিত হইয়া আসিয়াছি; এক্ষণে তৃণ দ্বারা সুমেরু-গোপনের ন্যায় আমার অজ্ঞাতচর্য্যা অতি অসম্ভব। আমরা অনেকানেক রাজা ও রাজ-পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছি; তাহারা এক্ষণে ধৃত-রাষ্ট্রের অনুগত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে তাহারা আমাদের নিকট পরাভূত ও বিবাসিত হইয়া-ছিল, এক্ষণে তাহারা ধৃতরাষ্ট্রের হিতৈষী হইয়া আমা-দিগের পরাভব চেষ্টা না করিয়া কদাচ ক্ষান্ত হইবে না। তাহারা অবশ্যই আমাদের অন্বেষণের নিমিত্ত ছদ্মচারী চরগণ প্রেরণ করিবে। তাহারা আমাদিগকে জানিতে পারিয়া বিপক্ষদের নিকট প্রকাশ করিলে অবশ্যই মহদ্ভয় সমুপস্থিত হইবে। মহারাজ! পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যেমন পূতিকরঞ্জ-লতা সোমলতার প্রতি-নিধি হয়, সেইরূপ এক এক মাস এক এক বৎসরের প্রতিনিধি হইতে পারে; এমতে আমরা ত্রয়োদশ মাস সম্যক্‌রূপে বনে বাস করিয়াছি, অতএব এই ত্রয়ো-দশ মাস ত্রয়োদশ বর্ষ বলিয়া গণনা করুন। অথবা আপনি শত্রুনাশে কৃতসঙ্কল্প হউন, কেন না, উত্তমভার-বাহী বৃষভকে পর্য্যাপ্তরূপে তৃপ্তিজনক ভোজন প্রদান করিলে মিথ্যাবচনজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। সংগ্রাম ভিন্ন ক্ষত্রিয়গণের আর ধর্ম্ম নাই।"

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির ভীমবাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, "আমি রাজধর্ম্ম ও বর্ণনিশ্চয়ে শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি উত্তর ও বর্ত্তমান কাল সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী। আমি ধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম দুর্ব্বিগাহ গতি জানিয়া বল-পূর্ব্বক কিরূপে তদ্বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইব?" তিনি মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় করত ভীমকে কহিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু আমি আর একটি কথা বলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে ভারত! যে সকল কার্য্য কেবল সাহসপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সমু-দয়ই মহাপাপে পরিপূর্ণ; সুতরাং তদ্দ্বারা অন্তরাত্মা যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হয়েন। আর উত্তম মন্ত্রণাপূর্ব্বক পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অনায়াসেই অর্থ-সিদ্ধি হয় এবং দৈবও তদ্বি-ষয়ে আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। তুমি বলদর্পিত হইয়া চপলতা প্রযুক্ত যে অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার মানস করিতেছ, তাহাতে আমার যে কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর।

ভূরিশ্রবাঃ, শল্য, জলসন্ধ, ভীম, দ্রোণ, কর্ণ, মহাবল দ্রোণাত্মজ এবং দুর্য্যোধনপ্রমুখ অতি দুরাধর্ষ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সকলেই অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ এবং সতত আততায়ী। যে সকল রাজগণকে আমরা উৎপীড়িত করিয়াছি, এক্ষণে তাহারা জাতস্নেহ হইয়া কৌরবপক্ষ আশ্রয় করিয়াছে ও দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পূর্ণকোষ ও সৈন্যসমেত হইয়া নিরন্তর তদীয় হিতসাধনে তৎপর রহিয়াছে, অতএব তাহারা রণস্থলে কোনক্রমেই আমাদিগের সহায়তা করিবে না। কৌরবেরা আপন সৈনিকদিগের পুত্র ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকেই উত্তমরূপ পরিচ্ছদ এবং ভোগসুখে সন্তুষ্ট রাখিয়াছে। দুর্য্যোধন বীরপুরুষদিগের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করে, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তাঁহারা কৌরবহিতার্থে সংগ্রামস্থলে দুস্ত্যাজ্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের স্নেহ উভয় পক্ষে সমান হইলেও রাজপ্রদত্ত গ্রাসাচ্ছাদনরূপ ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, সন্দেহ নাই। তাঁহারা সকলেই ধৈর্য্যপরায়ণ, দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও সবাসব দেবগণের অজেয়। অস্ত্রবিশারদ মহারথ কর্ণ সর্ব্বদাই অমর্ষ-প্রদীপ্ত ও অভেদ্য কবচে তদীয় শরীর আবৃত হইয়া রহিয়াছে; তাঁহার সম্মুখীন হওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। তুমি সহায়বিহীন ও বলহীন হইয়া এই সকল মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষদিগকে সমরে পরাভব করত দুর্য্যোধন-নিধনে কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। হে বৃকোদর! অধিক কি বলিব, সকল ধনুর্দ্ধরাগ্রণী কর্ণের অলোকসামান্য রণনৈপুণ্য চিন্তা করত এককালে আমার নিদ্রা উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।”

ক্রোধপরীতচেতাঃ ভীমসেন জ্যেষ্ঠের ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া ত্রস্ত ও বিমনাঃ হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। পাণ্ডবদ্বয় এই সকল কথাপ্রসঙ্গে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, ইত্যবসরে মহাযোগী ব্যাসদেব তথায় উপনীত হইলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক যথাযোগ্য পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন পূর্ব্বক কহিলেন, “হে নরর্ষভ! আমি স্বীয় মনীষা-প্রভাবে তোমার অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারিয়া শীঘ্র সমাগত হইয়াছি। তুমি যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দ্রোণপুত্র, দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন হইতে ভয়াশঙ্কা করিয়াছ, আমি বিধিবোধিত কর্ম্ম দ্বারা তাহার নিরাকরণ করিব। হে রাজেন্দ্র! যদ্দ্বারা উক্ত ভয় বিনাশিত হইতে পারে, তাহা শ্রবণ করিয়া সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, আর চিন্তার প্রয়োজন নাই।”

অনন্তর বাক্যবিশারদ ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে একান্তে লইয়া যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “হে ভরতসত্তম! আমি তোমাকে মূর্ত্তিমতী সিদ্ধিস্বরূপ প্রতিস্মৃতিনাম্নী বিদ্যা প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর। পরে মহাবাহু অর্জ্জুন এই বিদ্যা পাইয়া অস্ত্রহেতু সাধনা করিলে মহাদেব ও মহেন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে। অর্জ্জুন তপস্যা ও বিক্রম-প্রভাবে বরুণ, কুবের ও ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি সুরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবে। সে সামান্য মনুষ্য নহে, চিরন্তন মহাতেজাঃ ঋষি; ভগবান্ নারায়ণ ইহার সহায়, ইহাকে কেহই জয় করিতে পারিবে না। এই অর্জ্জুন ইন্দ্র, রুদ্র ও লোকপালগণের নিকট হইতে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া মহৎকার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে। হে কৌন্তেয়! এক্ষণে তুমি আপনাদিগের বাসোপযোগী অন্য এক বন অন্বেষণ কর। কারণ, একস্থানে চিরবাস প্রীতিকর হয় না। তুমি বেদবেদাঙ্গপারগ অনেকানেক ব্রাহ্মণগণের ভরণ-পোষণ করিতেছ। তাহাতে তপস্বীদিগের উদ্বেগ জন্মে, লতা ও ওষধি-সকল বিনষ্ট হইতে থাকে এবং অনন্যগতি মৃগগণের জীবিকা-নির্ব্বাহ সুকঠিন হইয়া উঠে।”

লোকতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ ব্যাস প্রসন্নহৃদয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে অনুত্তম বিদ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। মেধাবী যুধিষ্ঠিরও সংযতচিত্তে ঋষিদত্ত সেই মন্ত্র ধারণ করিলেন এবং নিবিষ্টমনাঃ হইয়া সময়ে সময়ে সেই বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যাসবাক্যে মুদিত হইয়া দ্বৈতবন হইতে সরস্বতী নদীর উপকূল-সন্নিহিত কাম্যক-বনে যাত্রা করিলেন। বেদবেদাঙ্গবিশারদ তাপস ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবেরা

কাম্যকবনে উত্তীর্ণ হইয়া অমাত্য ও ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাস করিতে লাগিলেন। ধনুর্ব্বেদপারগ বীরপুরুষেরা প্রতিদিন বেদশ্রবণ,মৃগার্থী হইয়া বিশুদ্ধ শর-শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক মৃগয়া-বিচরণ এবং পিতৃলোক ও দেবলোকদিগের যথাবিধি তর্পণ করত সেই কাম্যকবনে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন।

—

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসবাক্য স্মরণ ও মুহূর্ত্তকাল বনবাসের বিষয় চিন্তা করিয়া নির্জ্জনে সহাস্যবদনে সান্ত্বাদ প্রয়োগ এবং হস্তদ্বারা গাত্র স্পর্শপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও অশ্বত্থামা ইহাঁরা পূর্ণচতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদে সম্যক্ অধিকারলাভ করিয়াছেন। ইহাঁরাই ব্রাহ্ম, দৈব ও মানুষ প্রভৃতি অস্ত্র সমূহের ধারণ-প্রহরণরূপ প্রয়োগ ও পরপ্রযুক্ত অস্ত্রের প্রতীকার এই সমস্ত বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন। দুর্য্যোধন ইহাঁদিগকে সান্ত্বনা, প্রচুর অর্থদান ও সন্তুষ্ট করিয়া গুরুর ন্যায় সম্মান করিয়া থাকে এবং যোদ্ধৃবর্গের প্রতি সর্ব্বদা প্রীত আছে। আচার্য্যেরাও সম্মানিত ও সন্তুষ্ট হইয়া শান্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে প্রতিপূজিত হইয়া আপনাদিগের বলবীর্য্য প্রকাশ করিবেন। এক্ষণে গ্রামনগরসংযুক্ত, সাগর বন ও আকরপরিবৃত এই অখণ্ড মহীমণ্ডল দুর্য্যোধনের অধিকৃত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! তুমিই আমাদিগের প্রিয়পাত্র এবং তোমাতেই সমগ্র ভার সমর্পিত হইয়াছে, এক্ষণে সময়োচিত কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি মহর্ষি বেদব্যাস হইতে রহস্যবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছি, ঐ বিদ্যা প্রয়োগ করিলে সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তুমি ঐ বিদ্যা-সংযুক্ত ও সুসমাহিত হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশপূর্ব্বক যথাকালে দেবতাদিগের প্রসাদলাভের অপেক্ষা করিবে; অতএব এক্ষণে ধনু, কবচ ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সাধুব্রতধারী মুনি হইয়া উত্তরদিকে প্রস্থান কর, কিন্তু কাহাকেও পথ প্রদান করিও না। পূর্ব্বে দেবগণ বৃত্রাসুর হইতে ভীত হইয়া ইন্দ্রকে সমস্ত দিব্যাস্ত্র সমর্পণ করিয়াছিলেন। তুমি একস্থানস্থ সেই সমস্ত অস্ত্র দেবরাজ হইতেই প্রাপ্ত হইবে, অতএব তাঁহার নিকটে গমন কর। তিনিই তোমাকে সমুদয় অস্ত্র প্রদান করিবেন। তুমি অদ্যই দীক্ষিত হইয়া পুরন্দরকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা কর।"

এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ, অর্জ্জুনকে রহস্য-বিদ্যা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর অর্জ্জুনকে যথাবিহিত নিয়মানুসারে দীক্ষিত ও কায়মনোবাক্যে সংযত করিয়া প্রস্থানের আদেশ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন ঐরূপ আদিষ্ট হইয়া পুরন্দর সন্দর্শনার্থ গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয়তূণীর, কবচ, বর্ম্ম ও গোধাঙ্গুলিত্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর নিষ্কদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্র-বধ-সাধনার্থ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও ঊর্দ্ধদৃষ্টিনিক্ষেপ করত প্রস্থান করিলেন। এই অবসরে সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ও অন্তর্হিত ভূতেরা গৃহীতশরাসন অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, "হে মহাবীর! অনতিকালমধ্যেই তোমার সংকল্প সিদ্ধ হইবে।" অনন্তর ব্রাহ্মণেরা "তুমি প্রস্থান কর, নিশ্চয় তোমার জয়লাভ হইবে" এই বলিয়া অর্জ্জুনের প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। দ্রৌপদী মহাকায় অর্জ্জুনকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া কারুণ্যরসে সকলের মন অভিষিক্ত করত কহিতে লাগিলেন, 'হে মহাবাহো! তুমি জন্মগ্রহণ করিলে আর্য্যা কুন্তী যাহা অভিলাষ করিয়াছিলেন ও তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তৎসমুদয় সফল হউক। এক্ষণে প্রার্থনা করি, যেন ক্ষত্রিয়কুলে আর কাহারও জন্ম না হয়। যাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, সেই ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত নমস্কার করি। পাপাত্মা দুর্য্যোধন রাজসভায় বহুবিধ অযুক্ত বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক আমাকে 'গরু গরু' বলিয়া যে উপহাস করিয়াছে, সেই দুর্ব্বচনের দুঃখ অপেক্ষা এক্ষণে তোমার বিরহজনিত দুঃখ গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তোমার ভ্রাতৃগণ

বারংবার তোমারই বীরকার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দিত হইবেন। হে নাথ! তুমি দীর্ঘপ্রবাস-জনিত প্রয়াস স্বীকার করিলে আমাদিগের ভোগ, ধন বা জীবনে কদাচ সন্তোষ জন্মিবে না। আমাদিগের সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য এই সমস্ত একমাত্র তোমাতেই সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, তুমি মঙ্গল প্রাপ্ত হও। তুমি যে কার্য্যসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছ, উহা বলবানেরই কার্য্য। অতএব তুমি জয়লাভের নিমিত্ত নির্ব্বিঘ্নে শীঘ্র প্রস্থান কর। ধাতা ও বিধাতাকে নমস্কার করি, তুমি প্রবাসে যাত্রা কর; মঙ্গল হইবে। হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, দ্যুতি, উত্তমা পুষ্টি, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইহাঁরা গমনকালে পথিমধ্যে তোমাকে রক্ষা করিবেন। তুমি জ্যেষ্ঠের অর্চ্চনা ও আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাক, অতএব আমি তোমার শান্তিলাভার্থ বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুদ্গণ, বিশ্বেদেব ও সাধ্যগণকে আরাধনা করিব। অন্তরীক্ষচর, পার্থিব, দিব্য এবং অন্যান্য বিঘ্নকর ভূতগণ তোমার মঙ্গলবিধান করুন।"

যশস্বিনী দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া বিরত হইলে মহাবীর পার্থ ভ্রাতৃগণ ও পুরোহিত ধৌম্য মহাশয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া রুচির শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। ভূতগণ ইন্দ্রযোগ-যুক্ত প্রবল-পরাক্রান্ত তেজঃপুঞ্জকলেবর অর্জ্জুনকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তদীয় গমনমার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন তিনি তপস্বিগণ-নিষেবিত বহু-সংখ্যক অচল অতিক্রম করিয়া একদিবসমধ্যে অতি পবিত্র দেবগণ-পরিবৃত দিব্য হিমাচলে উপনীত হইলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় বেগে হিমালয় ও গন্ধমাদন পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অহোরাত্র অতন্দ্রিত হইয়া দুর্গম স্থান সকল অতিক্রম করত পরিশেষে ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় অন্তরীক্ষ হইতে 'তিষ্ঠ' এই বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন তখন তরুতলে ব্রাহ্ম-শ্রীসম্পন্ন, পিঙ্গলবর্ণ, সুদীর্ঘজটাভারধারী, কৃশকায় এক তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন। তপস্বী অর্জ্জুনকে তথায় দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তাত! ক্ষত্রিয়-ব্রতধারী হইয়া ধনু, বর্ম্ম ও শর গ্রহণ-পূর্ব্বক পরিকরে অসিকোষ বন্ধন করত এ স্থানে আগমন করিলে, তুমি কে? ইহা শান্তপ্রকৃতি বিনীতক্রোধ তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের আশ্রম; এখানে সংগ্রাম-প্রসঙ্গ সুদূরপরাহত, অতএব শস্ত্রের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে শরাসন দূরে নিক্ষেপ কর, তুমি পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ।"

অসামান্য ওজঃ ও তেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সহাস্য আস্যে এইরূপ কহিলেও দৃঢ়ব্রত অর্জ্জুনকে কোনক্রমেই ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারিলেন না। অনন্তর প্রীত ও প্রসন্নমনে কহিলেন, 'হে বৎস! তুমি অভীষ্ট হিতকর বর প্রার্থনা কর। আমি দেবরাজ ইন্দ্র।' তখন কুরুকুলতিলক মহাবীর অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণতি-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার নিকট সমগ্র অস্ত্র শিক্ষা করিবার অভিলাষে আসিয়াছি, আপনি অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে এই বর দান করুন।"

তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রীতমনে সহাস্যবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, "বৎস! তুমি এই স্থলে আগমন করিয়াছ, তোমার অস্ত্র-শস্ত্রে আর কি প্রয়োজন? এক্ষণে অভীষ্ট-লোকলাভে যত্ন কর, তুমি পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছ।" ধনঞ্জয় কহিলেন, "ভগবন্! আমি লোভ, কাম, দেবত্ব ও সুখপ্রাপ্তির প্রত্যাশা করি না; দেবতাদিগের ঐশ্বর্য্য-কেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করি। আমি ভ্রাতৃ-বর্গকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত আসিয়াছি, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ত্রিলোক-মধ্যে চিরকাল আমার এই অপযশ বর্ত্তমান থাকিবে।" সর্ব্বলোকপূজিত দেবরাজ এইরূপ অভিহিত হইয়া অর্জ্জুনকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, "হে তাত! তুমি যৎকালে ত্রিশূলধারী ভূতনাথ শঙ্করের সন্দর্শন পাইবে, আমি সেই অবসরে তোমাকে সমস্ত দিব্য অস্ত্র প্রদান করিব। অতএব তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্ন কর; তাঁহার সন্দর্শনে তোমার সমুদয় অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।" দেবরাজ ইন্দ্র ধনঞ্জয়কে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া তিরোহিত

হইলে তিনি যোগসাধনে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

কৈরাত-পর্ব্বাধ্যায়।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! অক্লিষ্টকর্ম্মা দীর্ঘবাহু অর্জ্জুন কিরূপে অস্ত্র-সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? কিরূপে মনুষ্যশূন্য বনে নির্ভীকের ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন? তথায় থাকিয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন আর কিরূপেই বা ভগবান্ ভবানীপতি ও সুররাজ ইন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি সমুদয় দিব্য ও মানুষ বৃত্তান্ত অবগত আছেন, আমি সেই সমুদয় বৃত্তান্ত আপনার নিকট শ্রবণ করিতে বাসনা করি আর অস্ত্রবিদগ্র-গণ্য সংগ্রামে অপরাজিত, মহাবীর ধনঞ্জয় মহাদেবের সহিত যে অত্যাশ্চর্য্য লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম করিয়া-ছিলেন, যাহা শ্রবণ করিবামাত্র মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডব-গণের যুগপৎ দৈন্য, হর্ষ ও বিস্ময়বশতঃ হৃৎকম্প হইয়া-ছিল, আপনি ঐ বৃত্তান্ত ও অর্জ্জুনের অন্যান্য সমুদয় কার্য্য বর্ণন করুন। হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা ধনঞ্জয়ের অণু-মাত্রও নিন্দার কার্য্য নাই, অতএব আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তাঁহার সমুদয় চরিত্রও সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! আমি দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত মহাত্মা অর্জ্জুনের সমাগম ও গাত্র-সংস্পর্শ প্রভৃতি সমুদয় দিব্য অদ্ভুত কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। অমিততেজাঃ মহারথ অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে দিব্য গাণ্ডীব ধনু ও কনকমুষ্টিযুক্ত খড়্গধারণ পূর্ব্বক ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি এবং সুররাজ পুরন্দরের সন্দর্শন জন্য স্বকার্য্যসাধনের নিমিত্ত স্থিরসঙ্কল্প হইয়া একাকী সত্বরে হিমাচলের উদ্দেশে উত্তরমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে কণ্টকাকীর্ণ নানাবিধ-ফলপুষ্পমৃগপক্ষিসমাকীর্ণ, সিদ্ধচারণগণনিষেবিত অরণ্যানী অতিক্রম করত সেই নির্জ্জন কাননে প্রবেশ করিবামাত্র আকাশে শঙ্খনাদ ও পটহধ্বনি হইল, ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল ও মেঘজাল চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিল।

তখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সেই মহাগিরি হিমা-চলের সমীপবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যানী সমুদয় অতিক্রম করত গিরিপৃষ্ঠে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ পর্ব্বতে পুষ্প-ভারাবনত বৃক্ষ-সমুদয়ের উপরিভাগে নানাজাতীয় বিহঙ্গমগণ নিরন্তর সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। বিপুল আবর্ত্তবতী স্রোতস্বতী-সকল চতুর্দ্দিকে শোভমান হইতেছে। ঐ নিম্নগা-সমুদয়ের জল অতি পবিত্র, সুশীতল ও বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নির্ম্মলপ্রভ; উভয়পার্শ্বে মনোহর বনরাজি বিরাজিত রহিয়াছে এবং হংস, কারণ্ডব, সারস, ক্রৌঞ্চ, পুংস্কোকিল, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে কলকণ্ঠে সতত সুমধুর ধ্বনি করি-তেছে। মহামনাঃ অর্জ্জুন তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন।

তখন তিনি সেই পর্ব্বতের উপরিভাগস্থ পরম-রমণীয় বনোদ্দেশে দর্ভময় বাস পরিধানপূর্ব্বক দণ্ড ও অজিনে মণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত স্বয়ং বিশীর্ণ পত্রমাত্র উপ-যোগ করত ঘোরতর তপোনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথম মাসে ত্রিরাত্রান্তর, দ্বিতীয় মাসে ষড়্রাত্রা-ন্তর এবং তৃতীয় মাসে পক্ষান্তরে ফল ভক্ষণ করিয়া তপশ্চরণ করিলেন; চতুর্থমাস সমুপস্থিত হইলে কেবল বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধহস্তে পদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগমাত্রে পৃথিবী স্পর্শ করত দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। সতত অবগাহন করাতে তাঁহার মস্তকস্থিত জটাকলাপ বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন সমুদয় মহর্ষিগণ একত্র মিলিত হইয়া মহাত্মা অর্জ্জুনের কঠোর তপস্যার বিষয় জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেবের নিকটে গমন করিলেন ও প্রণতিপুরঃসর কহিতে লাগিলেন, "হে দেবেশ্বর! মহাতেজাঃ অর্জ্জুন হিমাচলে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিক্ ধূমায়িতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তাঁহার কি অভিপ্রায়, কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তপঃপ্রভাবে সাতিশয়

সন্তপ্ত হইয়াছি; অতএব আপনি উঁহাকে নিবৃত্ত করুন।"

সর্ব্বভূতপতি বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে তপোধনগণ! তোমরা অর্জ্জুনের নিমিত্ত বিষণ্ণ হইও না, সত্বরে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর। আমি মহাত্মা ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়াছি, স্বর্গ, আয়ুঃ বা ঐশ্বর্য্যলাভে তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি অদ্যই তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিব।"

তখন সত্যবাদী মহর্ষিগণ মহাদেবের বাক্য-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব নিকেতনে প্রতিগমন করিলেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা মহর্ষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে সর্ব্বপাপান্তক ভগবান্ পশুপতি কিরাতবেশ ধারণপূর্ব্বক কাঞ্চনদ্রুমের ন্যায় দ্বিতীয় সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি পিনাক শরাসন ও আশীবিষসদৃশ শরসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক স্বসমবেশধারিণী উমাদেবী সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র অঙ্গনাগণে পরিবৃত হইয়া দেহবান্ দহনের ন্যায় মহাবেগে অর্জ্জুনের তপোবনে গমন করিলেন। ভূতগণ নানা বেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কিরাতবেশধারী ভগবান্ ভূতপতির সমাগমে সেই প্রদেশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ কবিল। ক্ষণকালমধ্যেই সমুদয় বন নিস্তব্ধ হইল: প্রস্রবণের শব্দ, বিহঙ্গমগণের নিনাদ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

কিরাতরূপী ভগবান্ ভবানীপতি ক্রমে ক্রমে পার্থের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, অদ্ভুতদর্শন মূকনামে এক দানব বরাহরূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে সংহারকরণার্থ লক্ষ্য করিতেছে। অর্জ্জুন তদ্দর্শনে গাণ্ডীব ধনু ও আশীবিষসদৃশ শর সমুদয় গ্রহণ করিয়া শরাসনে জ্যা আরোপণ ও টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক সেই কপট বরাহকে কহিলেন, "অরে দুরাত্মন্! আমি তোর কোন অপকার করি নাই, তথাপি তুই আমাকে সংহার করিতে বাসনা করিতেছিস্; অতএব আমি অগ্রেই তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।"

তখন কিরাতবেশধারী শঙ্কর দৃঢ়ধন্বা অর্জ্জুনকে বরাহের উপর শরনিক্ষেপ করিতে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করত কহিলেন, "হে তাপস! আমি অগ্রে এই ইন্দ্রকীলসদৃশ প্রভাসম্পন্ন বরাহকে লক্ষ্য করিয়াছি" অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যে অনাদর করিয়া বরাহের উপর শরনিক্ষেপ করিলেন; কিরাতও সেই বরাহের উপর তৎক্ষণাৎ বজ্রের ন্যায় ও অগ্নিশিখার ন্যায় এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই উভয়নিক্ষিপ্ত শরদ্বয় শৈলসদৃশ সুবিস্তৃত মূক দানবের গাত্রে এককালে নিপতিত হইল। পর্ব্বতে বজ্রনিপাত হইলে যেরূপ নির্ঘোষ হয়, মূকের গাত্রে সেই শরদ্বয় পতিত হওয়াতে তদ্রূপ ঘোরতর শব্দ হইয়া উঠিল। পরে সেই বরাহরূপী দানব অন্যান্য বহুবিধ পন্নগসদৃশ দীপ্তাস্য শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষসরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন স্ত্রীগণপরিবৃত কিরাতবেশধারী মহাদেবকে দেখিতে পাইয়া প্রীতমনে ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, "হে কনকপ্রভ পুরুষ! তুমি কে, এই ঘোরতর নির্জ্জন কাননে স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছ? তোমার কি কিছুমাত্র ভয় হইতেছে না? তুমি কি নিমিত্ত আমার লক্ষিতপূর্ব্ব মৃগের উপর শর নিক্ষেপ করিলে? ঐ বরাহরূপী রাক্ষস যদৃচ্ছাক্রমেই হউক আর আমাকে পরাভব করিবার মানসেই হউক, এখানে আসিতেছিল, এই অবকাশে আমি উহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম; তাহাতে তুমি আজ আমার সহিত মৃগয়াধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছ; অতএব আমি তোমার প্রাণ সংহার করিব।"

কিরাত সব্যসাচী ধনঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে মিষ্টবাক্যে কহিলেন, "হে বীর! আমার নিমিত্ত তোমাকে ভীত হইতে হইবে না। এই বনসমীপস্থ ভূমি আমাদের অবাসস্থান; আমরা সতত এই বহুসত্ত্বযুক্ত বনে বাস করিয়া থাকি। তুমি

অগ্নিতুল্য তেজস্বী, সুকুমার ও সুখোচিত হইয়া কি নিমিত্ত দুষ্কর অরণ্যবাস স্বীকার করত এই জনশূন্য বনে একাকী বিচরণ করিতেছ ?”

অর্জ্জুন কহিলেন, “আমি গাণ্ডীব ধনু ও অগ্নিতুল্য অস্ত্র-সমুদয় অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় এই মহারণ্যে বাস করিতেছি ; এই মহাজন্তু রাক্ষস মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক আমাকে সংহার করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিল, এক্ষণে আমি উহার প্রাণ সংহার করিলাম।” কিরাত কহিলেন, “হে তাপস ! আমি অগ্রে শরাসননির্ম্মুক্ত শর-সমূহ দ্বারা উহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছি। ঐ মৃগকে আমিই পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ও আমারই শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। হে মন্দাত্মন্! আপনার বলে অবলিপ্ত হইয়া স্বীয় দোষ অন্যের উপর আরোপ করা কোন মতেই উচিত নহে ; তুমি নিতান্ত গর্ব্বিত ; অতএব আমি তোমাকে অদ্যই যমভবনে প্রেরণ করিব। স্থির হও, আমি তোমার উপর বাণ-নিক্ষেপ করিতেছি ; তুমিও স্বসাধ্যানুসারে আমার প্রতি শরসন্ধান করিতে ত্রুটি করিও না।”

অর্জ্জুন কিরাতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষভরে তাঁহার উপর শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিরাত প্রসন্নমনে অনায়াসেই সেই শর-সমুদয় সহ্য করিয়া কহিলেন, “অরে মন্দমতে! আরও বাণ নিক্ষেপ কর, আরও বাণ নিক্ষেপ কর ; তোর নিকট নারাচ প্রভৃতি যে সমুদয় মর্ম্মবিদারক অস্ত্র-শস্ত্র আছে, সমুদয়ই আমার উপর নিক্ষেপ কর।” মহাবীর অর্জ্জুন কিরাতের এই বাক্য-শ্রবণে সহসা বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন রোষপরবশ সেই বীরপুরুষদ্বয় আশীবিষসদৃশ শর-সমূহ দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন যত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিরাতরূপী শঙ্কর অনায়াসেই তৎ-সমুদয় সহ্য করিলেন। ভগবান্ পিনাকপাণি অনায়াসেই অর্জ্জুনের শরনিকর সহ্য করত পর্ব্বতের ন্যায় স্থির হইয়া অক্ষতকলেবরে দণ্ডায়মান রহিলেন। অর্জ্জুন আপনার বাণবর্ষণ ব্যর্থ হইল দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়া-বিষ্টচিত্তে ‘সাধু সাধু’ বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, ‘ইনি কে ? কি দেবাদিদেব রুদ্র বা অন্য কোন দেবতা কি যক্ষ অথবা কোন অসুর হইবেন ? শুনিয়াছি, গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে দেবগণের সমাগম আছে। ভূতনাথ পিনাকপাণি ব্যতীত আমার সহস্র শরনিকর সহ্য করিতে আর কাহা-রও ক্ষমতা নাই। যদি ইনি মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন দেবতা কিংবা যক্ষ হয়েন, আমি অবশ্য ইঁহাকে তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে শমনসদনে প্রেরণ করিব।’ মহাবীর অর্জ্জুন এই স্থির করিয়া পরম-হৃষ্টমনে সূর্য্যকিরণের ন্যায় মর্ম্মভেদী শত শত নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত যেমন শিলাবর্ষণ সহ্য করে, তদ্রূপ ভগবান্ শূলপাণি অনায়াসে সেই অর্জ্জুন-নির্ম্মুক্ত নারাচনিকর সহ্য করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যেই অর্জ্জুনের সমুদয় বাণ নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন অর্জ্জুন শরক্ষয়-সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইলেন এবং যিনি খাণ্ডবদাহ সময়ে উঁহাকে অক্ষয় তূণীরদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেই হুতাশনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, ‘আমার সমুদয় বাণ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে ; এখন কি নিক্ষেপ করিব ? আর এই পুরুষই বা কে ? আমার সমুদয় বাণ গ্রাস করিল। যেমন শূলাগ্র দ্বারা কুঞ্জরকে সংহার করে, তদ্রূপ শরাসনকোটি দ্বারা ইহাকে যমালয়ে প্রেরণ করি।’ অর্জ্জুন ইহা স্থির করিয়া কিরাতকে শরাসন-কোটি দ্বারা গ্রহণ ও জ্যাপাশ দ্বারা আকর্ষণ করত তাঁহার উপর বজ্রপাতসদৃশ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। কিরাতরূপী মহাদেব তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনের সেই শরাসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন ; কার্ম্মুক পরহস্তগত হইল দেখিয়া ধনঞ্জয় খড়্গধারণপূর্ব্বক মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলেন এবং তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক কিরাতের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। অসিবর মহাদেবের মস্তকস্পর্শ-মাত্র ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বৃক্ষ ও শিলাসকল লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিরাতরূপী ভগবান্ ভূতনাথ অনায়া-সেই সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও শিলা-সকল সহ্য করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত পার্থ দুর্দ্ধর্ষ

কিরাতের গাত্রে বজ্রসদৃশ মুষ্টিপ্রহার করিলে. কিরাতরূপী শঙ্করও পার্থের উপর দারুণ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। যুধ্যমান মহাবীর পার্থ ও কিরাতের পরস্পর মুষ্টিপ্রহারে রণক্ষেত্রে ঘোরতর চট্‌চটা শব্দ সমুত্থিত হইল। পূর্ব্বে বৃত্রাসুর ও বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, কিরাত ও অর্জ্জুনের সেইরূপ লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইল। প্রভূতপরাক্রমশালী অর্জ্জুন কিরাতের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলে কিরাতও তাঁহার উরঃস্থলে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন। সেই মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষদ্বয়ের পরস্পর ভুজনিষ্পেষ ও বক্ষঃ-সংঘর্ষণে উভয়েরই গাত্র হইতে সধূম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। তখন মহাদেব বলপূর্ব্বক অর্জ্জুনের গাত্র নিষ্পীড়ন করাতে তাঁহার চিত্ত বিমোহিত হইল। মহাদেবের নিদারুণ নিপীড়নে গাত্রসংরোধ হওয়াতে অর্জ্জুন নিরুচ্ছ্বাস হইয়া পিণ্ডীকৃত ও গতসত্বের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল পরে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রুধিরাক্ত-কলেবরে দুঃখিতচিত্তে মৃণ্ময় স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া মাল্য দ্বারা শরণ্য ভগবান্ পিনাকীকে অর্চ্চনা করিলেন। পূজাবসানে স্বদত্ত মাল্য কিরাতের শিরোভাগে শোভমান হইতেছে দেখিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইল। তখন তিনি সেই কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবের চরণতলে নিপতিত হইলেন।

দেবাদিদেব মহাদেব প্রসন্ন হইয়া সেই তপঃক্ষীণাঙ্গ অর্জ্জুনকে বিস্ময়ান্বিত অবলোকন করত মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গভীর-স্বরে কহিতে লাগিলেন, 'হে ফাল্‌গুনে। আমি তোমার এই অলোকসামান্য কর্ম্মসন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার ন্যায় শৌর্য্যশালী ও মান্ ক্ষত্রিয় আর কেহই নাই। অদ্য তোমার ও আমার তেজ এবং বীর্য্য সমান বোধ হইল। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। হে বিশালাক্ষ! আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি আমাকে অবলোকন কর। তুমি পুরাতন ঋষি। দেবগণ তোমার শত্রু হইলেও তুমি অনায়াসে তাঁহাদিগকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারিবে। আমি প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে তোমাকে অনিবারিত অস্ত্র প্রদান করিব; কেবল তুমিই সেই অস্ত্রধারণে সমর্থ হইবে '

তখন পরপুরঞ্জয় পার্থ উমাদেবী সমভিব্যাহারী শূলপাণি মহাদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়া জানু দ্বারা ভূতলে দর্শন পুরঃসর প্রণাম করত তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার অভিলাষে স্তব করিতে লাগিলেন, "হে কপর্দ্দিন্! হে সর্ব্বদেবেশ! হে ভগনেত্র-নিপাতন! হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে নীলকণ্ঠ! হে জটাধর! হে ত্র্যম্বক! তুমি সমুদয় কারণের শ্রেষ্ঠ; তুমি দেবগণের গতি: সমুদয় জগৎ তোমা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে: এই ত্রিলোকীমধ্যে কি দেব, কি অসুর, কি মানব তোমার জেতা কেহই নাই। হে বিষ্ণুরূপ শিব! হে শিবরূপ বিষ্ণো! হে দক্ষযজ্ঞবিনাশন! হে হরিরুদ্র! তোমাকে নমস্কার। হে ললাটাক্ষ! হে সর্ব্ব! হে বর্ষক! হে শূলপাণে! হে পিনাকধারিন্! হে সূর্য্য! হে মার্জ্জালীয়! হে বেধঃ! হে ভগবন্! হে সর্ব্বভূতমহেশ্বর! আমি তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি; হে হর! তুমি গণেশ, জগতের শম্ভু, লোককারণের কারণ, প্রধান পুরুষের শ্রেষ্ঠ, পরম শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্মতর। হে শঙ্কর! তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। হে দেবেশ! আমি তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়াই দয়িত তাপসদিগের উত্তম আলয় এই মহাপর্ব্বতে আগমন করিয়াছি, হে ভগবন্! তুমি সর্ব্বদেবনমস্কৃত, আমি তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি; হে মহাদেব! আমি অসমসাহসিক কর্ম্ম করিয়া তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি; আমাকে ক্ষমা কর। হে উমাবল্লভ! আমি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন, আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

তখন মহাতেজাঃ ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি হাস্যবদনে অর্জ্জুনের বাহু ধারণপূর্ব্বক 'ক্ষমা করিলাম' বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রীতিপ্রসন্নমনে সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

"হে ধনঞ্জয়! তুমি পূর্ব্বজন্মে নর-নামা মহাপুরুষ ছিলে এবং নারায়ণসমভিব্যাহারে অনেক অযুতবৎসর তপস্যা করিয়াছিলে। তুমি ও পুরুষোত্তম বিষ্ণু এই উভয় ব্যক্তিতেই পরম তেজ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তোমরাই তেজঃপ্রভাবে এই জগতের ভার বহন করিতেছ। হে প্রভো! তুমি শক্রাভিষেকসময়ে জলদের ন্যায় গম্ভীরগর্জ্জনশালী মহাশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নারায়ণ-সমভিব্যাহারে দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলে। এই তোমার করোচিত সেই গাণ্ডীব ধনু, যাহা আমি মায়াপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম। হে কুরুনন্দন! তোমার তূণীরদ্বয় পুনরায় অক্ষয় ও শরীর রোগশূন্য হইবে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি যথার্থ পরাক্রমশালী, তাহার সন্দেহ নাই; এক্ষণে স্বাভিলষিত বর গ্রহণ কর। হে অরাতিনিসূদন! এই মর্ত্ত্যলোকে তোমার সদৃশ পুরুষ আর কেহই নাই; স্বর্গেও তোমা অপেক্ষা প্রধান ক্ষত্রিয় নয়নগোচর হয় না।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভগবন্! যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, প্রসন্ন হইয়া সেই ব্রাহ্মশিরোনামক ঘোরদর্শন পাশুপত অস্ত্র প্রদান করুন, যে ভীমপরাক্রম অস্ত্র যুগান্তসময়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এককালে সংহার করিয়া থাকে; আমি ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার প্রসাদে যে অস্ত্রদ্বারা কর্ণ, ভীষ্ম, কৃপ ও দ্রোণকে পরাজয় করিব; আমি যে অস্ত্রদ্বারা দানব, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণকে সংগ্রামে দগ্ধ করিব; যে অস্ত্র মন্ত্রপূত করিলে সহস্র সহস্র শূল, উগ্রদর্শন গদা ও আশীবিষসদৃশ রাশি রাশি শর সমুৎপন্ন হয়; আমি যে অস্ত্র লইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কটুভাষী সূতপুত্র কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিব। হে ভগনেত্রহন্ ভগবন্! আমার এই প্রথম অভিলাষ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই বিষয়ে কৃতকৃত্য ও সমর্থ করুন।"

মহাদেব কহিলেন, "হে পার্থ! আমি তোমাকে সেই পরম-দয়িত পাশুপতাস্ত্র প্রদান করিতেছি। তুমি উহা ধারণ, মোক্ষণ ও প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইবে। মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও পবন ইঁহারাও এই অস্ত্রাভিজ্ঞ নহেন। তুমি এই অস্ত্র কদাপি সহসা কোন পুরুষের উপর নিক্ষেপ করিও না, ইহা অল্প-তেজস্ক ব্যক্তির উপর নিপাতিত হইলে সমস্ত জগৎ বিনাশ করিবে। চরাচরমধ্যে এই অস্ত্রের অবধ্য কেহই নাই। মন, চক্ষু, বাক্য বা শরাসন দ্বারা এই বাণ প্রয়োগ করিলে অবশ্যই শত্রুকুল নির্ম্মূল হইয়া যায়।"

ধনঞ্জয় মহাদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর শুচি হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করত কহিলেন, "হে বিশ্বেশ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উক্ত অস্ত্রবিষয়িণী শিক্ষা প্রদান করুন।" তখন দেবাদিদেব মহাদেব ত্যাগ ও সংহারের মন্ত্রসমভিব্যাহারে সেই মূর্ত্তিমান্ শমনসোদর অস্ত্র অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। তখন সেই অদ্ভুত অস্ত্র ত্র্যম্বক উমাপতির ন্যায় অর্জ্জুনকেও ভজনা করিল; অর্জ্জুনও প্রীতিপ্রসন্ন-মনে উহা গ্রহণ করিলেন। এইরূপে অর্জ্জুন অস্ত্র প্রাপ্ত হইবামাত্র পর্ব্বত, কানন, আকর, সাগর, নগর ও গ্রামসমন্বিত সমুদয় মেদিনীমণ্ডল কম্পান্বিত হইতে লাগিল; সহস্র সহস্র শঙ্খ, দুন্দুভি ও ভেরীনিনাদ সমুত্থিত হইয়া উঠিল এবং বারংবার নির্ঘাত-শব্দ হইতে লাগিল। দেব দানবগণ সেই জাজ্বল্যমান মূর্ত্তিমান্ ঘোর অস্ত্র অর্জ্জুনের পার্শ্বস্থ হইয়াছে, দেখিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব অমিততেজাঃ অর্জ্জুনের গাত্রস্পর্শ করিবামাত্র তদীয় শরীরস্থ সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন ভগবান্ শূলপাণি অর্জ্জুনকে স্বর্গে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন; পাণ্ডুনন্দনও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে অনিমিষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাদ্যুতি সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য ভগবান্ ভবানীপতি এইরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে দানব ও পিশাচগণের অন্তকারী মহাধনু গাণ্ডীব প্রদান করিয়া, তাঁহার সমক্ষেই উমাদেবী-সমভিব্যাহারে সেই পতগমহর্ষিগণোপসেবিত গিরিবরাগ্রগণ্য হিমাচল পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,এইরূপে পিনাকপাণি পশুপতি অস্তাচলগমনোন্মুখ ভাস্করের ন্যায় দেখিতে দেখিতেই অর্জ্জুনের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন তিনি, "আমি সাক্ষাৎ শঙ্করকে নিরীক্ষণ করিলাম" বলিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ান্বিত হইলেন ও মনে করিলেন, আমি ধন্য ও অনুগৃহীত; যেহেতু, অদ্য সর্ব্বভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতিকে সাক্ষাৎ ও করদ্বারা স্পর্শ করিলাম। এত দিনের পর আপনি কৃতার্থ হইলাম, সংগ্রামে শত্রুগণ পরাজিত হইল এবং প্রয়োজনও সিদ্ধ হইল।

অমিততেজাঃ অর্জ্জুন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে জলাধিপতি বরুণদেব বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ অঙ্গলাবণ্য দ্বারা চতুর্দ্দিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া নানাবিধ জলজন্তু, নদ, নদী, দৈত্য, সাধ্য ও দেবতগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর অদ্ভুতদর্শন শ্রীমান্ ধনেশ্বর কুবের জাম্বুনদসদৃশ অঙ্গপ্রভা দ্বারা আকাশমার্গ সমুদ্দ্যোতিত করিয়া উজ্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্ব্বক যক্ষগণ-সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। পরে সর্ব্বভূত-বিনাশকারী, অচিন্ত্যাত্মা, দণ্ডপাণি, শ্রীমান্ ধর্ম্মরাজ যম নরমূর্ত্তিধর লোকভাবন পিতৃগণসমভিব্যাহারে বিমানালোকে গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ প্রভৃতি সমুদয় লোক আলোকময় করিয়া যুগান্তকালীন দ্বিতীয় মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অর্জ্জুন-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই দীপ্তিশালী বিচিত্র মহাগিরিশিখরে আসীন হইয়া তপোবলসম্পন্ন [অর্জ্জু]নকে দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ভগবান্ সুররাজ ইন্দ্র মহেন্দ্রাণী-সমভিব্যাহারে অমরগণে পরিবৃত হইয়া ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মস্তকে পাণ্ডুবর্ণ ছত্র ধ্রিয়মাণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তারকারাজ চন্দ্রমা শ্বেতবর্ণ মেঘে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি হিমাচলের শৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইয়া অবস্থিতি করিলেন।

তখন দক্ষিণাদিকস্থ পরম ধর্ম্মজ্ঞ ধীমান্ যম মেঘ-গম্ভীরস্বরে অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন, 'হে পার্থ! দেখ, আমরা সমস্ত লোকপাল এখানে আসিয়াছি, তুমি দিব্য-জ্ঞানার্হ, আমরা তোমাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিতেছি,শ্রবণ কর। হে পার্থ! তুমি পূর্ব্বজন্মে বহাবল-পরাক্রান্ত অমিতাত্মা নর নামে মহর্ষি ছিলে; কেবল ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে মর্ত্ত্যকলেবর পরিগ্রহ করিয়াছ। তুমি বসুসম্ভূত মহাবীর্য্যসম্পন্ন পরমধর্ম্মাত্মা পিতামহ ভীষ্মকে সংগ্রামে পরাজয় করিবে,দ্রোণরক্ষিত ক্ষত্রিয়-গণ তোমার শরানলে দগ্ধ হইবে। যে সমস্ত মহাবীর্য্য-সম্পন্ন দানবদল মনুষ্যলোকে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, তাহারা ও নিবাত-কবচ প্রভৃতি অন্যান্য দানবগণ তোমার হস্তেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বলোক-পতনশীল আমার পিতা সূর্য্যদেবের অংশসম্ভূত মহা-বলপরাক্রান্ত কর্ণ তোমারই বধ্য। যাঁহারা দেব, দানব ও রাক্ষসগণের অংশে মানববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সংগ্রামে তোমা কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মফল-বিনির্জ্জিত গতি প্রাপ্ত হইবেন। তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া চিরকাল ভূমণ্ডলে বিরাজমান থাকিবে। তুমি সাক্ষাৎ মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছ; তুমি বিষ্ণু-সমভিব্যাহারে ভূভার হরণ করিবে। হে মহাবাহো! তুমি আমার এই অপ্রতিবারণীয় দণ্ড গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা তুমি সুমহৎ কর্ম্মসকল সম্পন্ন করিবে।' তখন অর্জ্জুন পরম প্রীতমনে ত্যাগ ও প্রতিসংহারের মন্ত্রসহ সেই যমদণ্ড বিধিবৎ গ্রহণ করিলেন।

তখন পশ্চিমদিকস্থিত জলধরের ন্যায় শ্যামকলেবর জলেশ্বর বরুণদেব কহিতে লাগিলেন, 'হে পার্থ! তুমি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ও ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী। আমি জলাধিপতি বরুণ তোমার নিকট আসিয়াছি। হে পৃথুতাম্রাক্ষ! আমি তোমাকে ত্যাগ ও প্রতিসংহারের মন্ত্র-সমভিব্যাহারে অনিবার্য্য বারুণপাশ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। আমি তারকাসুরসংগ্রামে এই পাশ দ্বারা সহস্র সহস্র মহাবল-পরাক্রান্ত দানবগণকে বদ্ধ করিয়াছিলাম। হে মহাসত্ত্ব! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই পাশ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই পাশ দ্বারা যমকে বদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলে তিনিও পরিত্রাণ

পাইতে পারিবেন না। তুমি এই অস্ত্র লইয়া সংগ্রামে বিচরণ করিলে পৃথ্বী নিঃক্ষত্রিয়া হইবে সন্দেহ নাই।'

এইরূপে যম ও বরুণ অর্জ্জুনকে দিব্যাস্ত্র প্রদান করিলে কৈলাসাচলনিবাসী ধনাধ্যক্ষ কুবের কহিতে লাগিলেন,"হে মহাবল-পরাক্রান্ত মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডুতনয়! আমি কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া যেরূপ প্রীতি লাভ করিয়া থাকি, অদ্য তোমার সহিত সন্দর্শন হওয়াতে তদ্রূপ প্রীত হইলাম। হে সব্যসাচিন্ মহাবাহো! হে পূর্ব্বদেব সনাতন! তুমি পুরাকল্পে প্রত্যহ আমাদের সহিত তপস্যা করিয়াছিলে। এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎকারলাভ হইয়াছে; এই দিব্য অস্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই অস্ত্র দ্বারা মনুষ্য ভিন্ন অন্যান্য দুর্জ্জয় যোদ্ধাকেও পরাজয় করিতে পারিবে এবং ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় সৈন্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে। অতএব তুমি এই অরাতিকুল-নাশক, অন্তর্দ্ধানকারী, ওজঃ, তেজ ও দ্যুতিকর মদীয় প্রিয়তম প্রস্বাপন অস্ত্র গ্রহণ কর। মহাত্মা শঙ্করের ত্রিপুরবিনাশকালে আমি এই অস্ত্র-নিক্ষেপ করিয়া মহাসুরগণকে দগ্ধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই অস্ত্র তোমার নিমিত্ত আনীত হইয়াছে। হে সত্যপরাক্রম! তুমিই এই অস্ত্র-ধারণে সমর্থ।" মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জ্জুন কুবেরের বাক্যাবসানে যথানিয়মে তদীয় দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র অক্লিষ্টকর্ম্মা পার্থকে মেঘদুন্দুভিগভীরস্বরে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহো কৌন্তেয়! তুমি পুরাতন মহর্ষি, এক্ষণে উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভপূর্ব্বক দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। হে অরাতিনিপাতন! তোমাকে দেবকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিতে হইবে; অতএব সজ্জীভূত হও। মাতলি তোমার নিমিত্ত রথ লইয়া ভূতলে আগমন করিবে। তুমি সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলে তথায় আমি তোমাকে দিব্যাস্ত্র-সমুদয় প্রদান করিব।"

ধীমান্ কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই সমুদয় লোকপালকে গিরিশিখরে সমবেত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং কায়মনোবাক্যে জল ও ফল দ্বারা তাঁহাদিগকে বিধিবৎ পূজা করিলেন। অনন্তর সুরগণ মহাবীর ধনঞ্জয়কে সম্ভাষণপূর্ব্বক ক্রতপদসঞ্চারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনও দেবগণ হইতে দিব্য অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ ও পূর্ণাভিলাষ বোধ করিলেন।

কৈরাতপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! লোকপালেরা প্রস্থান করিলে শত্রুবিনাশন অর্জ্জুন দেবরাজ-রথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, ইত্যবসরে মাতলি রথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বায়ুবেগগতি দশসহস্র তুরঙ্গম সেই দৃষ্টিবিলোভন মায়াময় রথ বহন করিতেছে। তাহার প্রচণ্ডবেগে জলদমালা ছিন্ন-ভিন্ন হওয়াতে নভোমণ্ডল নির্ম্মল হইল এবং ঘনঘটার গভীরগর্জ্জন সদৃশ নির্ঘোষে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, বিদ্যুৎ ও বজ্র প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র-সকল এবং মহাকায় জ্বলিতানন অতি ভীষণকায় নাগগণ ও ধবলোপল-সমূহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে দেখিলেন। অনন্তর পার্থ কনকভূষণভূষিত ইন্দীবরশ্যাম বৈজয়ন্তী-পতাকা-বিরাজিত রথে উজ্জ্বল সুবর্ণালঙ্কৃত সারথিকে নয়ন-গোচর করিয়া মনে মনে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মাতলি বিনীতভাবে অর্জ্জুনসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে রূপনিধান শত্রাত্মজ! দেবরাজ তোমাকে দেখিতে অভিলাষ করিয়াছেন, অতএব তুমি শীঘ্র তদীয় রথে আরোহণ কর। তোমার পিতা অমররাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, 'কুন্তীতনয়কে এখানে আনয়ন কর; দেবতারা সকলে তাঁহাকে অবলোকন করিবেন।' সম্প্রতি ত্রিদশাধিপতি দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া তোমার দিদৃক্ষায় কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তাঁহার আদেশক্রমে অচিরাৎ ভূলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সমভিব্যাহারে দেবলোকে প্রস্থান কর, তথায় লব্ধাস্ত্র হইয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিবে।" অর্জ্জুন কহিলেন, "মাতলে! তুমি রথারোহণপূর্ব্বক ঘোটকসকল

সুস্থির করিলে, পশ্চাৎ সুকৃতী ব্যক্তি যেমন সৎপথে আরোহণ করে, তদ্রূপ আমি দেবরথে আরূঢ় হইব। এই অনুত্তম রথ শত শত অশ্বমেধ ও রাজসূয়যজ্ঞেরও দুর্লভ; মহাভাগ যাগশীল রাজগণ এবং দেবদানবেরাও ইহাতে আরোহণ করিতে পারেন না। ইহাতে তপোবিবর্জ্জিত জনগণের আরোহণ-প্রত্যাশা দূরে থাকুক, তাহারা এই দিব্য মহারথ দর্শন বা স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না।”

ইন্দ্রসারথি মাতলি অর্জ্জুনের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক রশ্মিদ্বারা সংযত করিলেন। অর্জ্জুন হৃষ্টমনে গঙ্গাস্নান করত পবিত্র হইয়া নিয়মিত জপ সমাপন করিলেন এবং যথাবিধি পিতৃতর্পণ করিয়া শৈলরাজ মন্দরের স্তুতিবাদপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে গিরীন্দ্র! তুমি স্বর্গাভিলাষী পুণ্যশীল সাধুলোকদিগের আশ্রয়; তোমার প্রসাদে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়-সকল সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া অমরগণ-সমভিব্যাহারে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছেন। তোমাতে নানা তীর্থ বিরাজিত রহিয়াছে। অদ্রিরাজ! আমি তোমার নিকট পরমসুখে বাস করিয়াছিলাম, অধুনা তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়া গমন করিতেছি; আমি তোমার সানু, কুঞ্জ, নদী, প্রস্রবণ ও অনেকানেক পুণ্যতীর্থ সন্দর্শন করিয়াছি; ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত নানাপ্রকার সুগন্ধি সুমধুর ফল ভক্ষণ করিয়াছি; সুধাসোদর তদীয় শরীরবিনিঃসৃত সুগন্ধ প্রস্রবণোদকে পিপাসা শান্তি করিয়াছি; যেমন শিশু-সন্তান পিতার ক্রোড়ে সুখে কালযাপন করে, তদ্রূপ আমি তোমার অঙ্কে নিঃশঙ্কে অবস্থিতি করিয়াছি। আমি এতদিন বেদধ্বনিনিনাদিত অপ্সরোগণসমাকীর্ণ পরম-রমণীয় ত্বদীয় সানুদেশে সুখে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে বিদায় হই।”

অর্জ্জুন শৈলাধিপের নিকট এইরূপে বিদায় লইয়া ভাস্করের ন্যায় মহারথ উদ্ভাসিত করত তদুপরি অধিরূঢ় হইলেন। ধীমান্ কুরুনন্দন সেই সূর্য্যসঙ্কাশ দিব্য রথে নীত হইয়া আকাশপথে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে মর্ত্ত্যলোকদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া অদ্ভুতরূপ সহস্র সহস্র বিমান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তথায় সূর্য্য, চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই; লোকসকল কেবল স্ব স্ব পুণ্যার্জ্জিত প্রভা দ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন। যে সকল তারকামণ্ডল বাস্তবিক বৃহৎ হইলেও বিপ্রকৃষ্টত্বপ্রযুক্ত দীপের ন্যায় অতীব ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তথায় তাহারা স্ব স্ব কক্ষে বিলক্ষণ উজ্জ্বল ও বৃহদাকারসম্পন্ন। যে সমস্ত মহাবীর সিদ্ধ রাজর্ষিগণ রণস্থলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্জ্জুন দেখিলেন যে, তাঁহারা সকলে নিজ নিজ স্থানে স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব তপোবলে স্বর্গজয় করিয়া তথায় উপনীত হইয়াছেন। অর্জ্জুন ঐ সকল গুহ্যক, ঋষি, অপ্সরোগণ ও আত্মপ্রভ লোকসমূহ-সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করাতে মাতলি কহিলেন, “হে পার্থ! তুমি ভূমণ্ডল হইতে যে সমস্ত তারকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ, সেই সকল পুণ্যশীলেরা সুকৃতফলে এই তারকারূপে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।”

অনন্তর কুরুপাণ্ডবসত্তম অর্জ্জুন দ্বারদেশস্থিত কৈলাসপ্রতিম চতুর্দ্দন্ত ঐরাবত গজ অবলোকন করিলেন। তিনি সিদ্ধমার্গে উপনীত হইয়া পার্থিবোত্তম মান্ধাতার ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। মহাযশাঃ অর্জ্জুন এইরূপে সকল রাজলোক অতিক্রম করত সুরলোকে উত্তীর্ণ হইয়া পরম-রমণীয় ইন্দ্রপুরী অমরাবতী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাযশাঃ অর্জ্জুন সিদ্ধচারণগণ-পরিসেবিত, সকল-ঋতুজাত-কুসুমোপশোভিত, পবিত্র-তরুরাজিবিরাজিত, সুরম্য অমরাবতী অবলোকন করিলেন। তথায় সুগন্ধি কুসুমসম্পৃক্ত অতি পবিত্র সুগন্ধ গন্ধবহ সর্ব্বদাই মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে; তিনি পরম-প্রীতিকর নন্দনবনে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, অপ্সরোগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ও ধীরসমীরণসঞ্চালিত কুসুমিত পাদপগণ যেন হস্তদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তথায় কেবল পুণ্যশীলেরাই গমন করিতে পারেন, নতুবা

যাঁহারা তপোবিহীন, হুতাশনে কদাচ আহুতি প্রদান করেন নাই ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, মহেন্দ্রলোক তাঁহাদিগের দুরধিগম্য। যাগ, যজ্ঞ ও ব্রতবিহীন, বেদশ্রুতিবিবর্জ্জিত, তীর্থে অনাপ্লুত, অদাতা, যজ্ঞহন্তা, সুরাপায়ী এবং গুরুতল্পসেবা এই সকল দুরাত্মারা কখনই ইন্দ্রলোক সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। মহাবাহু অর্জ্জুন দিব্য-গীতনিনাদিত মনোহর নন্দনোদ্যান বিলোকনানন্তর অমরাবতী পুরী প্রবেশ করিয়া সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাচারী দেববিমান নয়নগোচর করিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি অবস্থিত, কতকগুলি কৃতগতি ও কতকগুলি আগত হইতেছে।

অর্জ্জুন অমরাবতী প্রবেশ করিলে অন্যান্য গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগল; কুসুমসৌরভবাহী পবিত্র বায়ু তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার পূজা করিলেন এবং সকলে আশীর্ব্বাদপ্রয়োগপূর্ব্বক তদীয় স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ দিব্যবাদ্যধ্বনি ও শঙ্খদুন্দুভিনিনাদ আরম্ভ হইল। এইরূপে অর্জ্জুন চতুর্দ্দিক্ হইতে স্তূয়মান হইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে অতি বিস্তীর্ণ নক্ষত্রপথে গমন করিলেন। তথায় সাধ্য, বিশ্ব, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, আদিত্য, বসুগণ, রুদ্র, ব্রহ্মর্ষি, দিলীপ-প্রমুখ রাজর্ষিগণ, তুম্বুরু, নারদ ও হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমাগত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ এবং ঋগ্‌যজুঃসামবেদবেত্তা দ্বিজবরেরা তাঁহার পিতা পাকশাসনের স্তব করিতেছেন, মস্তকোপরি হেমদণ্ড ও পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্র শোভিত হইতেছে এবং পার্শ্বে দিব্যগন্ধাধিবাসিত সুচারু চামর বীজন করিতেছে। তখন পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন বিনীতভাবে সুররাজসমীপে আগমনপূর্ব্বক নতমস্তক হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। দেবরাজও সেই প্রশ্রয়াবনত আত্মজকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করত অঙ্কে লইয়া তদীয় করগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় দেবর্ষিসেবিত পবিত্র আসনে উপবেশন করাইলেন।

অর্জ্জুন সুররাজের নিয়োগানুসারে তদীয় আসনে সমধিরূঢ় হইয়া দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্নেহবশতঃ বজ্রাকণাঙ্কিত কর দ্বারা অর্জ্জুনের শুভানন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং শরনিক্ষেপ ও জ্যাকর্ষণ-কঠিন হিরণ্ময়-স্তম্ভপ্রতিম সুদীর্ঘ তদীয় বাহুযুগল বিমর্দ্দন করত বাহ্বাস্ফোটন করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে সহাস্যবদনে অর্জ্জুনকে বারংবার নয়নগোচর করিয়াও তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন না। যেমন চতুর্দ্দশীতে সূর্য্যশশধরের একত্র সমুদয় হইলে নভোমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করে, তদ্রূপ পিতাপুত্রে একাসনোপবিষ্ট হইয়া সভামণ্ডল উদ্ভাসিত করিলেন। তথায় সামগানকুশল তুম্বুরুপ্রমুখ গন্ধর্ব্বসকল মধুরস্বরে সামগান করিতে লাগিল এবং ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, পূর্ব্বচিত্তি, স্বয়ম্প্রভা, উর্ব্বশী, মিশ্রকেশী, দণ্ডগৌরী, বরূথিনী, গোপালী, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা ও সহা প্রভৃতি কমললোচনা কলকণ্ঠী নর্ত্তকীগণ সিদ্ধপুরুষদিগের চিত্তানুরঞ্জন করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে নৃত্য করিতে লাগিলেন তাঁহাদিগের সুললিত নিতম্বাভিনয়, কম্পমান পয়োধর ও মনোহর হাবভাব-বিলাস এবং কটাক্ষ-বিক্ষেপে সকলের চিত্ত চঞ্চল ও মন মোহিত হইল।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবতারা ইন্দ্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া উত্তম অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের অর্চনা করিলেন এবং পাদ্য ও আচমনীয় প্রদান করিয়া পুরন্দরগৃহে প্রবেশ করাইলেন। বীরবর পার্থ এইরূপ সম্পূজিত হইয়া মহাস্ত্রসমূহের প্রয়োগ ও সংহার শিক্ষা করত পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ইন্দ্রের নিকট বজ্র ও অশনি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র-সকল প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃবর্গকে স্মরণ করত ইন্দ্রের নিয়োগানুসারে সুখে তথায় পঞ্চবর্ষ অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনকে কৃতাস্ত্র জানিয়া একদা তাঁহাকে কহিলেন

'হে কৌন্তেয়! তুমি চিত্রসেনের নিকট নিখিল নৃত্য, গীত ও নরলোকপ্রসিদ্ধ বাদ্য-সকল শিক্ষা কর; অবশ্যই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।' দেবরাজ এই কথা বলিয়া চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত পার্থের সখ্য-বিধান করিয়া দিলে,তিনি তখন অভিনব সখা চিত্রসেন-সমভিব্যাহারে নিরাময়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য-শিক্ষায় আদেশ করিতেন, তথাপি তিনি ক্ষণকালের নিমিত্তও সুখলাভ করিতে পারিতেন না। কারণ, দ্যূতকারিতাজনিত দুঃসহ দুঃখযন্ত্রণা তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরূক ছিল। তিনি সর্ব্বদাই কেবল দুঃশাসন ও শকুনির বধ-চিন্তা করত ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইতেন; কখন কখন প্রীত হইয়া অনুপম গান্ধর্ব্ব নৃত্য ও বাদ্য শিক্ষা করিতেন। অর্জ্জুন সঙ্গীতবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং নৃত্য-গীতের যথার্থ গুণজ্ঞ হইয়াও মাতা কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অনুক্ষণ স্মরণ করত সুখলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুনের মন উর্ব্বশীতে আসক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র প্রথমতঃ চিত্রসেনকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্বরাজ! অদ্য তুমি অপ্সরোবরা উর্ব্বশীর নিকট গমন কর এবং সে এখানে আসিয়া যেন ফাল্গুনির মনোরথ সফল করে, ইহাও আদেশ করিবে। তুমি যেমন আমার নিয়োগতন্ত্র হইয়া সৎকারপূর্ব্বক পার্থকে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়াছ, তদ্রূপ তাহাকে রমণীজনের হাবভাবাদি-পরিচয়ে সুনিপুণ করিয়া দাও।" গন্ধর্ব্বরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞা পাইবামাত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া উর্ব্বশীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে নেত্রগোচর করিয়া পরমপ্রীত হইলেন এবং স্বাগতপ্রশ্নপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক পূজিত ও সুখাসীন হইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে নিবিড়নিতম্বিনি! ত্রিদশাধিপতি যে নিমিত্ত আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, বোধ হয়, তুমি তাহা বুঝিয়া থাকিবে। যিনি নৈসর্গিক গুণসমূহ দ্বারা দেবলোক ও মনুষ্যলোকে মহতী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যিনি অনুপম রূপলাবণ্য, মহাযশা সুশীলতা, অবিচলিত ব্রতানুষ্ঠান, অসাধারণ ইন্দ্রিয়সংযম, অলোকসামান্য বলবীর্য্য, মহতী তেজস্বিতা, বাৎসল্য, অমৎসরতা ও ক্ষমাগুণে সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইয়াছেন; যিনি বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন; যিনি অকৃত্রিম ভক্তিসহকারে গুরুজনের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন; যাঁহার অষ্টগুণাত্মিকা মেধা স্বাভাবিকী; যিনি ব্রহ্মচর্য্য, অনালস্য, পিতৃ-মাতৃকুল-তর্পণ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ত্রিদিবরক্ষক ইন্দ্রের ন্যায় সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন; যিনি কদাপি আত্মশ্লাঘা করেন না; যিনি লোকের সম্মান-রক্ষায় অগ্রগণ্য; অতিসূক্ষ্ম অর্থ-সকল স্থূলার্থের ন্যায় যিনি অনায়াসে বুঝিতে পারেন এবং বিবিধ অন্নপান দ্বারা সুহৃদ্বর্গের ভরণ-পোষণ করিয়া থাকেন; যিনি সত্যবাদী, সদ্বক্তা, স্থির-প্রতিজ্ঞ, সকলের পূজিত, শরণাগতপ্রতিপালক, প্রিয়দর্শন এবং অভিলষণীয় গুণসমূহে মহেন্দ্র ও রুদ্রের সদৃশ, সেই মহাবীর অর্জ্জুন যেন আজি স্বর্গফললাভে বঞ্চিত না হয়েন। হে কল্যাণি! অদ্য ধনঞ্জয় ইন্দ্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যাহাতে তোমার চরণলাভ করিতে পারেন, তাহার উপায়বিধান করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ফলতঃ অর্জ্জুন তোমার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছেন।"

সর্ব্বলোকললামভূতা উর্ব্বশী গন্ধর্ব্বরাজকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন ও তদ্বাক্যের বহুমাননা করত প্রীতিপ্রফুল্লমনে সহাস্যবদনে কহিতে লাগিল, "মহাশয়! আপনি অর্জ্জুনের যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদয়ই সত্য; আমি লোকমুখে অর্জ্জুনের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া বিষম কামশরে ব্যথিত হইয়াছি; অতএব বরণ করিব কি, আমি গুণশ্রবণমাত্রে অগ্রেই মনে মনে তাঁহাকে বরণ করিয়াছি। অধুনা সুরনাথের আদেশে, আপনার প্রার্থনায় এবং ফাল্গুনির গুণদামে আকৃষ্ট হইয়া সাতিশয় অধৈর্য্য হইয়াছি; আপনি এক্ষণে স্বেচ্ছাক্রমে স্বস্থানে

প্রস্থান করুন, আমি অর্জ্জুনের নিকট গমন করিব, সন্দেহ নাই।”

ষট চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উর্ব্বশী গন্ধর্ব্বরাজকে বিদায় করত পার্থসমাগম-লালসার বশীভূত হইয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিল। অনন্তর গন্ধ, মাল্য ও রমণীয় বেশভূষা সমাধান করিলে ধনঞ্জয়ের সেই মোহিনামূর্ত্তি তাহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে রতিরমণের বাণগোচর করিল। তখন উর্ব্বশী মন্মথশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দিব্যাস্তরণসংস্তীর্ণ বিস্তীর্ণ শয্যাতলে শয়ন করত অনন্য-মনে হৃদয়-সঙ্কল্পিত প্রাণবল্লভের প্রতিমূর্ত্তি-সম্ভোগ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ় প্রদোষকাল উপস্থিত; চন্দ্রমা সমুদিত হইল। তখন সেই পৃথুনিতম্বিনী স্বীয় নিবাস হইতে বহির্গত হইয়া পার্থ-ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই লাবণ্যবতী ললনার সুকোমল কুঞ্চিত, কুসুমগুচ্ছসুশোভিত, সুদীর্ঘ কেশপাশ, ভ্রূবিক্ষেপ, আলাপমাধুর্য্য ও সৌম্যাকৃতি অনির্ব্বচনীয় সুষমা সম্পাদন করিয়াছিল। সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী দিব্য-চন্দনচর্চ্চিত, বিলোল-হারাবলিললিত, পীনোন্নত পয়োধরযুগল বিকম্পিত হওয়াতে পদে পদে নমিতাঙ্গী হইয়া গমন করিতে লাগিল। তাহার ত্রিবলী-দামমনোহর কটিদেশের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা; তাহার গিরিবরবিস্তীর্ণ রজতরশনারঞ্জিত নিতম্ব যেন মন্মথের আবাসস্থান; সূক্ষ্ম বসনাবৃত অনিন্দনীয় তদীয় জঘন নিরীক্ষণে ঋষিগণেরও চিত্তবিকার জন্মে; কিঙ্কিণীকিণলাঞ্ছিত পাদদ্বয় কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত; গূঢ়গ্রন্থি অঙ্গুলি-সকল তাম্রবর্ণ ও আয়তত্তল। একে ত সেই সুরসুন্দরী সহজেই মদনোন্মত্ত, তাহাতে আবার পরিমিত সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বিবিধ বিলাস-বিভ্রমসহকারে বাক্‌পথাতীত প্রিয়দর্শনা হইয়া উঠিল। সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্বগণসমভিব্যাহারিণী অর্জ্জুন-ভবনাভিসারিণী সেই বিলাসিনী বহুবিধ আশ্চর্য্য ও মনোহর দ্রব্যপূর্ণ সুরলোকেও সকলের পরম দর্শনীয় হইল। সেই সুরকামিনী মেঘবর্ণ অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয়-বসন ধারণ করাতে যেন অভ্রাবৃত কৃশচন্দ্রলেখার ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল।

অনন্তর শুচিস্মিতা উর্ব্বশী দ্রুতপদসঞ্চারে ক্ষণকাল-মধ্যে অর্জ্জুন-নিকেতনে উপনীত হইবামাত্র দ্বারপালেরা সসম্ভ্রমে পার্থসন্নিধানে গিয়া তাহার বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। অর্জ্জুন তাহাকে গৃহপ্রবেশ করাইতে অনুমতি প্রদান করিয়া স্বয়ং শঙ্কিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পার্থ উর্ব্বশীকে নয়নগোচর করিবামাত্র লজ্জাবনতবদনে তাহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক গুরুর ন্যায় সৎকার করিয়া কহিলেন, “হে অপ্সরঃ-প্রবরে! প্রণাম; আপনার ভৃত্য উপস্থিত: কি নিমিত্ত শুভাগমন হইয়াছে, আজ্ঞা করুন।” উর্ব্বশী অর্জ্জুন-বাক্য-শ্রবণে হতজ্ঞান হইয়া তাঁহাকে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের বাক্য আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করাইল।

“হে মনুজশ্রেষ্ঠ! গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন আমাকে যে কথা কহিয়াছেন ও যে নিমিত্ত আমি এখানে আগমন করিয়াছি, তৎসমুদয় আপনাকে নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার আগমনাবধি মহেন্দ্রের উপস্থান-সূচক পরম মনোরম বর্ত্তমান মহোৎসবে সুরলোক উৎসবময় হইলে চতুর্দ্দিক্‌ হইতে রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনী-কুমার ও বসুগণ সমাগত হইলেন। সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, মহোরগ, মহর্ষি, রাজর্ষিগণ, উজ্জ্বলকায় কৃশানু, ভানু ও শশধর সেই উৎসব সন্দর্শনে সমুপস্থিত হইয়া স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে আসন পরিগ্রহ করিলে গন্ধর্ব্বেরা বীণা-বাদনপূর্ব্বক তানলয়বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিল ও প্রধান প্রধান অপ্সরা-সকল নৃত্য করিতে লাগিল। তখন আপনি অনিমেষলোচনে কেবল আমার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। উৎসবদর্শনার্থ সমাগত দেবতা, অপ্সরা ও অন্যান্য জনগণ আপনার পিতাকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবরাজ এইরূপে সকলকেই বিদায় করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন তদীয় পিতার আদেশক্রমে মদন্তিকে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘হে বরবর্ণিনি! আমি দেবরাজকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি মহাবল-

গরাক্রান্ত উদারস্বভাব পার্থকে পতিত্বে বরণ কর; তাহা হইলে সুরপতি ও আমার সাতিশয় প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা হইবে এবং ত্বদীয় আত্মাও পরিতৃপ্ত হইয়া সুখভোগ করিবে।' হে কমললোচন! আমি দেবরাজ ও গন্ধর্ব্বরাজের আজ্ঞা শ্রবণানন্তর আপনার শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি এবং আপনার গুণদামে আকৃষ্ট হইয়া বিষমশর অনঙ্গের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। হে অরিন্দম! আপনি আমার পতি হইবেন, ইহা আমার চিরাভিলষিত মনোরথ।"

অর্জ্জুন উর্ব্বশীর এইরূপ বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় লজ্জিত হইয়া কর্ণে করার্পণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভাগিনি! আপনি যে বিষয়ের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন, উহা আমার নিতান্ত অশ্রাব্য; আপনি আমার গুরুপত্নীতুল্য। যেমন মহাভাগা কুন্তী ও ইন্দ্রাণী আমার পূজনীয়, আপনিও আমার পক্ষে সেইরূপ, সন্দেহ নাই। হে শুভে! যে নিমিত্ত আমি অনিমেষনয়নে আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আপনাকে পৌরববংশের জননী মনে করিয়া উৎফুল্ললোচনে আমি আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম; তাহাতে আমার অসদভিসন্ধি বিবেচনা করা কোনক্রমেই আপনার উচিত নহে। হে কল্যাণি! আপনা হইতেই পৌরববংশের উদ্ভব, অতএব আপনি আমার পরম গুরু।"

উর্ব্বশী কহিলেন, "হে দেবরাজনন্দন! আমরা সামান্য নারী; আমাকে গুরু সম্বোধন করা আপনার অনুচিত। পুরুবংশীয় পুত্র-পৌত্রেরা তপোবলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে কালযাপন করেন; তদ্ব্যতিক্রমাচরণে কদাচ তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না; অতএব আপনি প্রসন্ন হউন; আমাকে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিত হয় না। আমি মদনবাণে আহত হইয়া আপনার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছি; এক্ষণে আপনি আমাকে ভজনা করিয়া আমার মন ও প্রাণ রক্ষা করুন।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে বরারোহে! আমি সত্য কহিতেছি, শ্রবণ করুন এবং দিগ্‌বিদিক্ ও দিক্‌পালেরাও শ্রবণ করুন্। কুন্তী, মাদ্রী ও শচীর ন্যায় আপনিও আমার পরম গুরু। হে অনঘে! আমি নতশিরাঃ হইয়া আপনার চরণে প্রণিপাত করিতেছি; আপনি আমার মাতৃবৎ পূজনীয় ও আমিও আপনার পুত্রবৎ রক্ষণীয়; অতএব এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করুন।"

উর্ব্বশী ধনঞ্জয়ের উক্তপ্রকার বাক্য-শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট, ভ্রূকুটিকুটিলানন ও বেপমান হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করিল, "হে পার্থ! আমি অনঙ্গবাণে পীড়িত হইয়া তোমার পিতার আজ্ঞাক্রমে অভিসারিকাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বয়ং গৃহাগত হইয়াছি, তথাপি তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, অতএব তোমাকে মানহীন ও ক্লীব নামে বিখ্যাত হইয়া স্ত্রীগণমধ্যে নৃত্য করত ষণ্ডের ন্যায় কালযাপন করিতে হইবে।" উর্ব্বশী অর্জ্জুনকে উক্তপ্রকার অভিসম্পাত করত রোষে স্ফুরিতাধর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

অনন্তর অর্জ্জুন সত্বরে চিত্রসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া উর্ব্বশীসংক্রান্ত আদ্যোপান্ত রজনীবৃত্তান্ত সকল অবিকল নিবেদন করিলেন এবং তিনি যে অভিশপ্ত হইয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। চিত্রসেন তৎসমুদয় বৃত্তান্ত ইন্দ্রের নিকট কীর্ত্তন করিলে দেবরাজ নির্জ্জন প্রদেশে তনয়কে আনয়ন করাইয়া সহাস্যবদনে মধুরবাক্য দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, "হে তাত! তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া অদ্য পৃথা সৎপুত্রা হইলেন। তুমি ধৈর্য্যগুণে ঋষিগণকেও পরাভব করিয়াছ। উর্ব্বশীপ্রদত্ত শাপও তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ও অর্থসাধক হইবে, সন্দেহ নাই। হে অনঘ! ত্রয়োদশবর্ষে যখন তোমরা ভূমণ্ডলে অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিবে, তখন তুমি ক্লীবরূপে নর্ত্তকবেশে বিহার করত সেই অবশিষ্ট একবৎসর অনায়াসে যাপন করিয়া পরিশেষে আপন পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবে।" অর্জ্জুন দেবরাজের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া শাপচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্রসেনের সহিত স্বর্গভবনে পরমপরিতুষ্টমনে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! যাঁহারা অবহিত হইয়া প্রতিদিন এই আশ্চর্য্য পরমপবিত্র ফাল্গুনিচরিত্র শ্রবণ করেন,

তাঁহাদিগের মন কদাপি পাপকার্য্যে লিপ্ত হয় না এবং সেই পুণ্যশীল মানবেরা মদ, দম্ভ, রাগ ও দোষ-শূন্য হইয়া চরমে পরমফল স্বর্গ লাভ করত সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কোন সময়ে মহর্ষি লোমশ ভ্রমণ করিতে করিতে ইন্দ্রদর্শনাভিলাষে তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন। মহামুনি তথায় আগমন ও দেবরাজকে নমস্কার করিয়া দেখিলেন, পাণ্ডু-নন্দন ধনঞ্জয় বাসবের অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর মহর্ষিগণ-পূজিত দ্বিজরাজ লোমশ দেবরাজের অনুমতিক্রমে বিষ্টরাসনে আসীন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কৌন্তেয় ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন? এমন কি পুণ্যকর্ম্ম বা এমন কোন্ লোক জয় করিয়াছেন যে, তন্নিমিত্ত দেবপূজিত স্থান প্রাপ্ত হইলেন ?

শচীনাথ লোমশ মুনির মনোগত ভাব অবগত হইয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, "ব্রহ্মর্ষে! আপনি যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। এই কৌন্তেয় কেবল মানব নহে, উহাঁতে দেবত্বও আছে; আমর ঔরসে কুন্তীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হইয়াছে। এখানে কোন কারণবশতঃ অস্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত আসিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য, আপনি এই পুরাতন ঋষিকে জানেন না? হৃষীকেশ ও ধনঞ্জয় এই দুই পুরাতন ঋষি ত্রিলোকে নর-নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত; ইহাঁরা কার্য্যবশতঃ পুণ্যস্থান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মহাত্মা দেব ও ঋষিগণ যাহা দর্শন করিতে অসমর্থ ও সিদ্ধচারণসেবিত গঙ্গা যে স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেই বিখ্যাত বদরী-নামক আশ্রমপদ বিষ্ণু ও এই জিষ্ণুর নিবাসস্থান। এই দুই মহাবীর্য্য আমার নিয়োগানুসারে পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন; ইহাঁরা ভূমির ভারাবতরণ করিবেন। নিবাতকবচ নামে কতকগুলি মহাবলপরাক্রান্ত পাতালপুরবাসী দানবেরা বরলাভে প্রদীপ্ত ও বিমোহিত হইয়া আমাদের অপ্রিয়াচরণে প্রবৃত্ত ও প্রাণসংহারের নিমিত্তও উদ্যত হইয়াছে; আমাদিগকে কোন ক্রমেই গণনা করে না। দেবগণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব যিনি পৃথিবীতে কপিল নামে অবতীর্ণ হইয়া রসাতল-খননে প্রবৃত্ত সগরসন্তানগণকে দর্শনমাত্রে ধ্বংস করিয়াছেন, সেই মধুসূদন মহাযুদ্ধে অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন সন্দেহ নাই। তিনি যেমন পূর্ব্বে মহাহ্রদে পন্নগগণের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দৃষ্টিপাতমাত্রেই নিবাতকবচ ও তাহাদিগের অনুচরগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন; কিন্তু অতি সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে; কেন না, সেই তেজোরাশি প্রবুদ্ধ হইলে এই জগৎ ভস্মীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব দনুজদলদলনক্ষম ধনঞ্জয়ই তাহাদিগকে নিহত করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে গমন করিবেন।

আপনি আমার অনুরোধে একবার গমন করুন; রাজা যুধিষ্ঠির কাম্যকবনে অবস্থিতি করিতেছেন; আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিবেন যে, তিনি যেন অর্জ্জুনের নিমিত্ত কোনক্রমেই উৎকণ্ঠাকুল না হয়েন; অর্জ্জুন অস্ত্রসংগ্রহবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া শীঘ্রই এখানে আসিবেন; কেন না, বাহুবীর্য্যের সংশোধন ও অস্ত্রসংগ্রহ ব্যতিরেকে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে সংগ্রামে পরাজয় করা অতি দুরূহ ব্যাপার। মহাবাহু ধনঞ্জয় সংগৃহীতাস্ত্র এবং দিব্য নৃত্য, বাদ্য ও সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। তিনি ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পবিত্র তীর্থ সকল দর্শন ও তথায় অবগাহন করত বিগতপাপ ও গতসন্তাপ হইয়া সুখে রাজ্যভোগ করুন। হে দ্বিজরাজ! আপনি তীর্থপর্য্যটনকালে তপোবলে গিরিদুর্গ ও বিষম প্রদেশবাসী ভীষণ রাক্ষসগণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।"

পবিত্রাত্মা অর্জ্জুনও মহেন্দ্রের বাক্যাবসানে লোমশ মুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহামুনে! আপনি

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবেন এবং যাহাতে উঁহার তীর্থপর্য্যটন ও দানাদি ধর্ম্মক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়েও যত্নবান্ হইবেন।”

মহাতপাঃ লোমশ তাঁহাদিগের বাক্য অঙ্গীকার করিয়া কাম্যককাননোদ্দেশে মহীতলে গমন করিয়া দেখিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির তাপসগণ ও তদীয় ভ্রাতৃবৃন্দকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় বাস করিতেছেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্র! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজাঃ অর্জ্জুনের এই অত্যদ্ভুত কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কি কহিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি দ্বৈপায়নের সমীপে অর্জ্জুনের ইন্দ্রলোক-গমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে সূত! আমি ধীমান্ পার্থের সমুদয় কার্য্য শ্রবণ করিয়াছি, বোধ হয়, তুমিও তাহা আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়াছ। হে সারথে! আমার পুত্র দুশ্চরিত্র পাপমতি দুর্য্যোধন সর্ব্বদা গ্রাম্য-ধর্ম্মে প্রমত্ত; অতএব সে অতি শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত হইবে। যে মহাত্মা স্বভাবতঃ সকল বিষয়েই সত্য কহিয়া থাকেন ও ধনঞ্জয় যাঁহার যোদ্ধা, তিনিই ত্রৈলোক্যের অধিকারী হইবেন, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন নিশিত কর্ণী ও তীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলে কাহার সাধ্য তাঁহার সম্মুখীন হয়? জরাবিবর্জ্জিত যমও তাহা সহ্য করিতে পারেন না।

দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ-ঘটনা হইলে আমার দুরাত্মা পুত্রগণই করাল কাল-কবলে কবলিত হইবে। আমি নিরন্তর অনুসন্ধান করিয়াও এমন কোন রথী দেখিতে পাই না যে, গাণ্ডীবধন্বার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারে। যদ্যপি সমরে দ্রোণ, কর্ণ বা ভীষ্ম গমন করেন, তাহা হইলেও জয়লাভের সম্ভাবনা নাই; কারণ, কর্ণ দয়ালু ও প্রমাদী এবং আচার্য্য গুরু ও স্থবির; কিন্তু ধনঞ্জয় অমর্ষী, বলবান্ ও দৃঢ়বিক্রম। উঁহারা সকলেই অস্ত্র-প্রয়োগদক্ষ, সকলেই শৌর্য্যশালী এবং সকলেই সমর-বিখ্যাত; উঁহাদিগকে সমরে পরাজয় করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। উঁহারা সকলেই জয় লাভ করিয়া প্রাধান্যপ্রাপ্তির অভিলাষ করে। উঁহাদিগের অথবা অর্জ্জুনের বিনাশ বা তাহাকে জয় করিতে পারে, এমন ব্যক্তি এই জগতীতলে কেহই নাই। আমার প্রতি অর্জ্জুনের ক্রোধ জন্মিয়াছে, তাহা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। সেই ইন্দ্রসম মহাবীর খাণ্ডববনে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত এবং রাজসূয় মহাযজ্ঞে সমুদয় ভূপতিকে পরাজিত করিয়াছিল।

হে সঞ্জয়! বজ্র যেমন পর্ব্বতোপরি নিপতিত হইয়া তাহাকে সমূলে নির্ম্মূল করে, তদ্রূপ কিরীটীর শরজাল বিক্ষিপ্ত হইলে একেবারেই জগৎ নিঃশেষিত করিবে। দিনকর যেমন করনিকর দ্বারা চরাচর উত্তাপিত করেন, ধনঞ্জয়ের বাহু-নিঃসৃত শরজালও সেইরূপ আমার পুত্রগণকে পরিতাপিত করিবে এবং ভারতীসেনা সব্যসাচীর রথনির্ঘোষে ভয়বিহ্বল হইয়া ইতস্ততঃ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িবে। অর্জ্জুন শস্ত্রপাণি হইয়া শরসমূহ বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে সর্ব্বান্তকারী অন্তকের ন্যায় নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, “হে রাজন্! আপনি দুর্য্যোধনের যে সকল চরিত্র বর্ণন করিলেন, তাহার কিছুই অযথাভূত নহে, সকলই যথার্থ। মহাতেজাঃ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিতে দেখিয়া অবধি রোষাবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা দুঃশাসন ও কর্ণের নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় রোষ-পরবশ হইয়া সতত ভৎর্সনা করিতেছেন। হে মহারাজ! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, একাদশতনু ভগবান্ ভবানীপতি ধনঞ্জয়কে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং কৈরাতবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; ধনঞ্জয় কার্ম্মুক দ্বারা যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছেন। অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের নিমিত্ত তপঃপ্রভাবে এরূপ পরাক্রান্ত হইয়া-

ছেন যে, লোকপালগণ তথায় আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন। পৃথিবীতে অর্জ্জুন ভিন্ন কেহই এই ঈশ্বরগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ নহে। অষ্টমূর্ত্তি মহেশ্বর যাঁহাকে ক্ষানিবল করিতে অক্ষম হইয়াছেন, কোন্ বীরপুরুষ সংগ্রামসাগরে তাঁহার বলক্ষয় করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবে? দ্রুপদনন্দিনীর কেশাকর্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণের রোষানল প্রজ্বালিত করাতেই এই লোমহর্ষণ তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে উরুদ্বয় প্রদর্শন করিলেন দেখিয়া ভীম সেন স্ফুরিতাধর হইয়া কহিয়াছিলেন, 'অরে পাপাত্মা কপটদ্যূতকারিন্! ত্রয়োদশ বর্ষাবসানে আমি গদাঘাতে তোর উরুদ্বয় ভঙ্গ করিব।' হে রাজন্! পাণ্ডবগণের সকলেই যোদ্ধৃপ্রধান, অমিততেজাঃ এবং দেবগণেরও দুর্জ্জয়। তাঁহারা প্রণয়িনীর ক্রোধে উত্তেজিত ও রোষানলসন্তপ্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের জীবনান্ত করিবেন, সন্দেহ নাই।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,"সূত! দ্রুপদনন্দিনীকে সভামধ্যে আনয়ন করাতেই এই অনর্থকর শত্রুতা জন্মিয়াছে। কর্ণের পরুষবাক্যপ্রয়োগ করাতে কি এমন হইতে পারে? যাহাদের উপদেষ্টা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়শূন্য; সেই মূঢ়মতি পুত্রেরা অদ্যাপি কি নিমিত্ত জীবিত রহিয়াছে, বলিতে পারি না। আমাকে নয়নধনে বঞ্চিত ও চেষ্টারহিত দেখিয়া দুরাচার পুত্র কোনমতেই আমার উপদেশবাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে না। মন্দমতি বিচেতন কর্ণ ও সৌবল প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গেরা কেবল দুর্য্যোধনের দোষেরই উন্নতি করিতেছেন। ক্রোধসহকারে শরজাল বর্ষণ করা দূরে থাকুক,অমিততেজাঃ ধনঞ্জয় যদৃচ্ছাক্রমে একবার শরাবক্ষেপ করিলেই আমার পুত্রগণ দগ্ধ হইয়া যাইবে। কেন না, সেই বাণ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক দিব্য মন্ত্রে শোধিত হইয়া মহাধনু হইতে বাহুবল সহকারে বিক্ষিপ্ত হইলে অমরগণকেও অবসন্ন করে। ত্রৈলোক্যনাথ বাসুদেব যাহার মন্ত্রী, রক্ষক ও সুহৃদ্, এই জগতীতলে তাহার অজেয় কি আছে? হে সঞ্জয়! ইহা অতি আশ্চর্য্য যে, ধনঞ্জয় মহাদেবের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়াছে এবং পূর্ব্বে দামোদর ও ফাল্গুন বহ্নিকে সহায় করিবার নিমিত্ত খাণ্ডবারণ্যে যাহা করিয়াছিল, তাহাও সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব ভীম, ধনঞ্জয় বা বাসুদেব রণে রোষাবিষ্ট হইলে আমার পুত্রগণ অমাত্যবর্গ ও শকুনির সহিত একত্র মিলিত হইয়াও জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে! রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বিবাসিত করিয়া নিরর্থক অনুশোচনা করিয়াছিলেন। যৎকালে অল্পচেতাঃ দুর্য্যোধন মহারথ পাণ্ডবগণের কোপানল প্রজ্বালিত করিতেছিল, তখন তিনি কি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন? আর বনমধ্যে বন্যজন্তু কি কৃষিজাত দ্রব্য দ্বারা পাণ্ডবগণ জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, তাহাই বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ বিশুদ্ধ শরনিপাতিত মৃগমাংস ও বন্যজন্তু আহরণ করত অগ্রে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ আপনারা ভোজন করিতেন। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবগণ যৎকালে বনমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন, তখন কতকগুলি সাগ্নিক ও নিরগ্নিক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহবাসী হইয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নানাবিধ বাণ দ্বারা রুরু ও কৃষ্ণসার মৃগ এবং অন্যান্য পরিশুদ্ধ বন্যজন্তু নিহত করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, মহাত্মা স্নাতকগণ ও দশজন মোক্ষবেত্তাকে ভরণপোষণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন প্রদান করিতেন। তথায় কাহাকেও বিবর্ণ, ব্যাধিত, কৃশ, দুর্ব্বল, দীন বা ভীত বোধ হইত না। যশস্বিনী দ্রৌপদী পতি ও দ্বিজাতিগণকে মাতৃবৎ ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ আপনি আহার করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বদিকে, ভীমসেন দক্ষিণদিকে, নকুল পশ্চিমদিকে ও সহদেব উত্তরদিকে গমন করিয়া প্রত্যহ মৃগয়া করিতেন। এইরূপে কাম্যকবাসী পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনবিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়া তদীয় আগমন-প্রতীক্ষায় অধ্যয়ন, জপ ও হোম করত পঞ্চ বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা অম্বিকানন্দন, পাণ্ডবগণের লোকাতীত বিচিত্র চরিত্র শ্রবণে চিন্তা, শোক ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,"হে সূত! পুত্রগণের কপটদ্যূতজনিত দুরন্ত দুর্নীতি, অসহ্যবীর্য্য পাণ্ডবগণের শৌর্য্য, ধৈর্য্য, ধৃতি ও লোকাতীত সৌভ্রাত্র চিন্তা করিয়া দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালের নিমিত্তও শান্তিলাভ করিতে পারি না। যখন অশ্বিনীকুমারের ন্যায় যুদ্ধদুর্ম্মদ অশ্বিনীকুমারের কুমারদ্বয় দৃঢ়ায়ুধ দূরঘাতী ভীম ও রণবিশারদ লঘুহস্ত অর্জ্জুনকে অগ্রসর করিয়া রণমুখে অবস্থিতি করিবে, তখন আমার সৈন্যগণের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তাঁহারা দ্রৌপদীর নিগ্রহজনিত রোষে সন্তপ্ত হইয়াছেন, কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। মহাধনুর্দ্ধর বৃষ্ণিগণ, মহাতেজাঃ পাঞ্চালগণ ও সত্যাভিসন্ধ বাসুদেবকর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবগণ সমরে আমার পুত্রগণের সমস্ত পতাকিনী ভস্মসাৎ করিবে। আমার পুত্রেরা সকলে একত্র মিলিত হইয়াও সংগ্রামসময়ে রামকৃষ্ণপ্রধান বৃষ্ণিকুলের বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সৈন্যমধ্যে বীরঘাতিনী গদা লইয়া বিচরণ করিবে। কোন ভূপতিই বজ্রনাদসদৃশ গাণ্ডীবনির্ঘোষ ও ভীমসেনের গদাবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বে আমি দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া সুহৃদ্গণের যে সকল বাক্য শ্রবণ করি নাই, এখন আমাকে সেই স্মরণীয় সুহৃদ্বাক্য-সকল স্মরণ করিতে হইবে।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি সমর্থ হইয়াও পুত্রকে নিবারণ করেন নাই, প্রত্যুত উপেক্ষা করিয়াছিলেন; ইহা আপনার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত। মধুসূদন, পাণ্ডবগণ দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া ত্বরিতপদে কাম্যকবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বাসুদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রৌপদগণ, বিরাট, ধৃষ্টকেতু ও মহারথ কৈকেয়গণ পাণ্ডবদিগকে পরাজিত দেখিয়া যাহা কহিয়াছেন, চরগণ তাহা শ্রবণ করিয়াছে; আমিও জানিয়াছি এবং আপনিও অবগত হইয়াছেন। পাণ্ডবেরা বাসুদেবের প্রতি সারথ্যকর্ম্মের ভারার্পণ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে কৃষ্ণাজিনধারী অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, 'ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে তোমাদিগের যে মহীয়সী সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়াছি, উহা কোন নৃপতিই লাভ করিতে পারেন না। সেই সময়ে সমস্ত ভূপতিকে তোমাদের শস্ত্র ও প্রতাপপ্রভাবে ভীত দেখিয়াছি। অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, ওড্র, চোল, দ্রাবিড়, অন্ধক, সাগর, অনূপক, প্রান্তনিবাসী, সিংহল, বর্ব্বর, ম্লেচ্ছ, লঙ্কানিবাসী, পাশ্চাত্যজনপদবাসী, শত শত সাগরান্তিক, পহ্লব, দরদ, কিরাত, যবন, শক, হারহূণ, চীন, তুষার, সৈন্ধব, জাগুড়, রমঠ, হূণ, স্ত্রীরাজ্য, তঙ্গণ, কৈকেয়, মালব, কাশ্মীরক প্রভৃতি সকলে আহূত হইয়া পরিবেশকমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যাহারা আপনার সেই প্রতীপগামিনী চপলা সমৃদ্ধি গ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহাদের প্রাণ সংহার করিয়া সেই সমৃদ্ধি পুনর্ব্বার আহরণ করিব। দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি ও অন্যান্য বীরগণ যুদ্ধে অগ্রসর হইলে আমি, বলদেব, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অক্রূর, গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, আহুক, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহাবীর শিশুপালতনয় আমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সংগ্রামশায়ী করিব। অনন্তর আপনি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের রাজলক্ষ্মী গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত হস্তিনাপুরে বাস করিয়া এই সসাগরা ধরায় একাধিপত্য করিবেন।'

রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য-শ্রবণানন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরসমবায়সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে মহাবাহো! তোমার বাক্য-সকল সত্য, ইহা আমি স্বীকার করিলাম; কিন্তু তুমি ত্রয়োদশবর্ষাবসানে আমার অরাতিকুল সমূলে উন্মূলিত করিবে, ইহা আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও, কারণ, আমি রাজমণ্ডলীমধ্যে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করিবার প্রতিজ্ঞা

করিয়াছি।' ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সভাসদ্গণ তাঁহার এই বাক্য অঙ্গীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ সময়োচিত মধুর-বাক্যে কেশবকে শান্ত করিলেন ও বাসুদেবের সমক্ষে অক্লিষ্টকান্তি দ্রৌপদীকে কহিলেন, 'দেবি বরবর্ণিনি। আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনার ক্রোধই দুর্য্যোধনের জীবন-নাশের নিদান। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহারা আপনাকে অক্ষক্রীড়ায় জয়লব্ধা বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, ব্যাঘ্র ও পক্ষিগণ তাহাদের মাংসভক্ষণ করত হাস্য করিবে এবং গৃধ্র ও গোমায়ুকুল তাহাদের রুধিরপানে পরিতৃপ্ত হইবে: যাহারা সভামধ্যে আপনার কেশকলাপ আকর্ষণ করিয়াছিল, ক্রব্যাদসমূহ তাহাদের ধরাতলশায়ী শরীর আকর্ষণ করিয়া বারংবার কবলিত করিবে। যাহারা সভামধ্যে আপনাকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল ও যাহারা আপনাকে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়া শোণিতপ্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করিব, ইহা আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন।'

মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশবর্ষাবসানে ঐ সকল শৌর্য্যশালী মহারথ যোদ্ধাগণকে বরণ করিলে তাঁহারা বাসুদেবকে অগ্রসর করিয়া আগমন করিবেন। রাম, কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, যুযুধান, ভীম, নকুল, সহদেব, কেকয়রাজপুত্র, দ্রুপদপুত্রগণ ও মৎস্যরাজ এই সকল মহাত্মা অজেয় ও লোকপ্রসিদ্ধ মহাবীর জাতক্রোধ হইয়া উন্নতকেশর কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করত যখন সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সমর-সাগরে অবতরণ করিবেন, তখন কোন্ জিজীবিষু ব্যক্তি ইঁহাদের সম্মুখীন হইবে?"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "সারথে! বিদুর দ্যূতকালে আমাকে কহিয়াছিল, 'হে নরেন্দ্র! যদ্যপি আপনারা পাণ্ডবগণকে দ্যূতে পরাজিত করেন, তাহা হইলে অবশ্যই কুরুকুলের শোণিতপ্রবাহী মহাভয়ঙ্কর অন্তকাল উপস্থিত হইবে।' এক্ষণে বোধ হইতেছে, বিদুরের সেই সকল কথাই প্রসবোন্মুখী হইয়া উঠিল। পাণ্ডবগণের প্রতিশ্রুত সময় অতীত হইলেই ঘোরতর যুদ্ধঘটনা হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নলোপাখ্যানপর্ব্বাধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা পার্থ অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা কি করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা পার্থ অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা কৃষ্ণার সহিত একান্ত দুঃখিতমনে নবীন তৃণাচ্ছন্ন নির্জ্জনপ্রদেশে উপবেশনপূর্ব্বক ধনঞ্জয়বিরহজনিত-সন্তাপে নিতান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বাষ্পপূর্ণকণ্ঠে পার্থকে উদ্দেশ করত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তদ্বিয়োগজনিত দুঃখ প্রবল হইয়া তাঁহাদিগকে একান্ত অভিভূত করিতে লাগিল।

এই অবসরে ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! পাণ্ডবদিগের মধ্যে অর্জ্জুনই আপনার নিদেশানুসারে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিয়াছে। সেই অর্জ্জুনেই আমাদিগের প্রাণ সমর্পিত আছে। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে সমস্ত পাঞ্চাল, সাত্যকি, বাসুদেব ও আমরা পুত্রদিগের সহিত অবশ্যই বিনষ্ট হইব। ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন অস্ত্রলাভ করা সাতিশয় ক্লেশের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াও কেবল আপনার আদেশানুসারে তদুদ্দেশে প্রস্থান করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা এক্ষণে দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুনের বাহুবল আশ্রয় করিয়াই আমরা রণস্থলে শত্রুদিগকে পরাজিত ও পৃথিবীকে অধিকৃত বিবেচনা করি। আমি তাহার প্রভাব জানিয়াই তৎকালে সভামধ্যে সৌবলসহ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করি নাই। আমরা ভুজবীর্য্য-সম্পন্ন হইয়াও কেবল বাসুদেবের প্রতিষেধবাক্যে ক্রোধসংবরণ করিয়া রহিয়াছি। এক্ষণে আমরা কৃষ্ণের সাহায্যে কর্ণ প্রভৃতি শত্রুগণকে হনন করিয়া স্বীয় বাহুবলে সসাগরা বসুন্ধরাকে শাসন করিতে পারি। আমরা মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়াও কেবল আপনার দ্যূতক্রীড়ার দোষে ঈদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত

হইয়াছি; ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বালক হইয়াও এক্ষণে সামন্তদত্ত ধনলাভে বলিষ্ঠ হইয়াছে।

হে রাজন্! আপনার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করাই আবশ্যক; কিন্তু বনবাসী হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, রাজ্য রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, আপনিও তদ্বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; অতএব রাজ্যশাসনরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবেন না। আমরা এক্ষণে বন হইতে প্রতিগমনপূর্ব্বক জনার্দ্দনকে আনয়ন করিয়া দ্বাদশ বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিব। আমি সৌবল-সমভিব্যাহারী সৈন্যব্যূহপরিবৃত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, কর্ণ ও অন্যান্য প্রতিযোদ্ধাদিগকে বলপূর্ব্বক শমনসদনে প্রেরণ করিব। এইরূপে সমুদয় প্রশমিত হইলে আপনি পুনরায় বনে আগমন করিবেন। ইহা করিলে আর দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই। অনন্তর আমরা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা সঞ্চিত পাপরাশি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সুরসদনে গমন করিব। যদি ধর্ম্মপরায়ণ আপনি আলস্য ও দীর্ঘসূত্রী না হয়েন, তাহা হইলে এইরূপ ঘটনা হইতে পারে।

হে মহারাজ! ইহা নির্ণীত আছে যে, কপটাচারী ব্যক্তিকে ছল দ্বারা বিনাশ করিলে পাপের আশঙ্কা নাই, আর ধার্ম্মিকেরাও ধর্ম্মতঃ ঐরূপ কহিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদিগকে এক বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিতে হইবে; কিন্তু বেদবাক্যে নিরূপিত আছে যে, এক অহোরাত্র সংবৎসর তুল্য, আপনি যদি উহা প্রমাণ বোধ করেন, তবে আর এক দিবস অতীত হইলেই ত্রয়োদশ বৎসর পরিপূর্ণ হয়; তাহা হইলে সানুচর দুর্য্যোধনের নিধনকাল উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। আপনি দ্যূতাসক্ত হইয়া যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তদনুসারে আমরা এই অজ্ঞাতচর্য্যায় বিনষ্টপ্রায় হইয়াছি; সুতরাং এক্ষণে দুর্য্যোধন সসাগরা ধরার একাধিপত্য করিতেছে।

পৃথিবীতে এমন নির্জ্জন স্থান নাই, যথায় বাস করিলে সেই দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন চর দ্বারা আমাদিগের অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ হইবে। যদি সেই নীচপ্রকৃতি দুর্য্যোধন কোন প্রকারে এই বনবাসবৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার কোন প্রকার ছল করিয়া আমাদিগকে প্রব্রাজিত করিবে। আর যদি অজ্ঞাতবাসের নিয়মিত কাল অতীত হইলে জানিতে পারে, তবে পুনরায় আপনাকে দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত আহ্বান করিবে; অনন্তর আপনি দ্যূতে আসক্ত হইলে সেই পাপমতি আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, পরিশেষে পুনরায় বনবাসী করিবে।

মহারাজ! যদি আপনি আমাদিগকে দীনভাবাপন্ন করিতে বাসনা না করেন, তাহা হইলে অনন্যকর্ম্মা হইয়া যাবজ্জীবন বেদ-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। কপটাচারীকে ছলপূর্ব্বক সংহার করিবে, ইহাই ব্যবস্থাপিত আছে। যেমন হুতাশন সমীরণসহকারে তৃণরাশিকে ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ আমি বলপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিব। আপনি এ বিষয়ে অনুমোদন করুন।”

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক সান্ত্বনা করত কহিলেন, “হে মহাবাহো! ত্রয়োদশবর্ষ অতীত হইলে অর্জ্জুনের সহিত তুমি অবশ্যই পাপমতি দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবে। তুমি বলিতেছ, কাল আগত হইয়াছে, কিন্তু আমি উহা বলিতে অসমর্থ; কারণ, অণুমাত্র মিথ্যাও আমার হৃদয়ে বাস করিতে পারে না। তুমি অনুচরবর্গের সহিত পাপপরায়ণ দুর্য্যোধনকে ছলপ্রকাশ না করিয়াও বিনাশ করিতে পারিবে।”

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে মহর্ষি বৃহদশ্ব তথায় উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ কুন্তীনন্দন ভগবান্ বৃহদশ্বকে অভ্যাগত দেখিয়া শাস্ত্রানুসারে মধুপর্ক দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে সুখাসীন ও গতক্লম বিবেচনা করিয়া দীনবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “ভগবন্! নিকারপর ও অক্ষ-কোবিদ ধূর্ত্তেরা আমাকে আহ্বান করিয়া দ্যূতপ্রসঙ্গে আমার রাজ্য ও সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছে। আমার অক্ষবিদ্যায় দক্ষতা নাই; এ নিমিত্ত ঐ পাপাত্মারা ছলপূর্ব্বক আমার প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যাকে সভায় আনয়ন করিয়াছেন। পরে পুনরায় আমাকে দ্যূতে পরাজয় করিয়া অজিন পরিধাপন-

পূর্ব্বক নিদারুণ অরণ্যবাসে প্রেরণ করিয়াছে। আমি এক্ষণে সেই দ্যূতবিষয়ক অতি কঠোরবাক্য শ্রবণ করত একান্ত দুঃখিতমনে অরণ্যে বাস করিতেছি। দ্যূতারম্ভ অবধি বন্ধু বান্ধবেরা যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি আমার হৃদয়-মন্দিরে জাগরূক হইয়া প্রতিদিন যামিনীযোগে স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া থাকে। যে অর্জ্জুনের প্রতি আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি, সেই মহাত্মা সমরবিজয়ী অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আমরা গতাসুর ন্যায় কালযাপন করিতেছি। আমি কোন্ দিন গৃহীতাস্ত্র প্রিয়বাদী অর্জ্জুনকে পুনরাগত দেখিতে পাইব? হে ভগবন্! আপনি এই ভূমণ্ডলে কি মাদৃশ হতভাগ্য কোন রাজাকে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন? আমার বোধ হইতেছে যে, আমা অপেক্ষা দুঃখী আর কেহই নাই।”

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! আপনি কহিতেছেন যে, ‘আমা অপেক্ষা দুঃখিত ব্যক্তি আর কেহই নাই’; এ স্থলে আমি আপনার অপেক্ষাও দুঃখী অপর ধরাপতির উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি, শ্রবণ করুন।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ভগবন্! যদি আমার তুল্য দুরবস্থাগ্রস্ত কোন রাজা থাকেন, তবে বলুন; শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।”

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! এক্ষণে আপনার অপেক্ষা দুঃখিত এক ক্ষিতিপালের উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি, আপনি ভ্রাতৃবর্গের সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। নিষধদেশে বীরসেন নামে এক মহীপাল ছিলেন; তাঁহার নল নামে ধর্ম্মার্থকোবিদ এক পুত্র জন্মে। সেই নলরাজা স্বীয় ভ্রাতা পুষ্করকর্ত্তৃক ছলপূর্ব্বক দ্যূতে পরাজিত হইয়া দুঃখিতমনে ভার্য্যার সহিত বনবাসিনী হইয়াছিলেন। তৎকালে বন্ধুবান্ধব, ভ্রাতা, দাস ও রথ প্রভৃতি কিছুই তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল না, কিন্তু আপনি দেবতুল্য মহাবীর ভ্রাতৃবর্গ ও ব্রহ্মকল্প ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন, অতএব এক্ষণে শোকাকুল হইবেন না।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার মুখে মহাত্মা নলরাজার চরিত্র সবিস্তরে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা বর্ণন করুন।”

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, “মহারাজ! নিষধদেশে বীরসেনসুত নলনামে পরমরূপবান্, সর্ব্বগুণান্বিত, মহাবলপরাক্রান্ত এক নরপতি ছিলেন। তিনি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় নৃপতিগণের অগ্রগণ্য, তেজঃপ্রভাবে প্রভাকরের ন্যায় সর্ব্বোপরি বিরাজমান, অশ্বপরীক্ষায় দক্ষ, ব্রহ্মপরায়ণ ও বেদবেত্তা। দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। তিনি অতি উদারস্বভাব-সম্পন্ন, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সকল ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ ও নরনারীগণের অভীষ্ট ছিলেন ও সাক্ষাৎ মনুর ন্যায় প্রজারঞ্জন করিতেন।

বিদর্ভদেশে ভীমপরাক্রম ভীমনামে সর্ব্বগুণমণ্ডিত এক মহীপাল ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান, সুতরাং সন্তান-লাভের নিমিত্ত নিরন্তর যত্ন করিতেন। এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, একদা দমন-নামক ব্রহ্মর্ষি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা মহিষীর সহিত সন্তান-কামনায় বিবিধ উপচারে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। মহর্ষি দমন নৃপতিবিহিত উপচারে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, ‘মহারাজ! আমার বর-প্রভাবে তোমার এক কন্যারত্ন ও তিনটি কুমার জন্মিবে।’ ইহা বলিয়া ব্রহ্মর্ষি দমন স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজার দম, দান্ত ও দমন নামক সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহাবল-পরাক্রান্ত তিনটি পুত্র ও দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা জন্মিল। সেই কন্যা অসামান্য-রূপলাবণ্য, তেজ ও যশোদ্বারা সৌভাগ্যশালী লোকদিগের মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পরিবর্দ্ধিত হইয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলে শত শত দাসী ও সখীগণ শচীর ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। যেমন সৌদামিনী কাদম্বিনীর মধ্যে শোভমান হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাভরণভূষিতা দময়ন্তী তখন সখীগণ মধ্যে শোভমান হইলেন। তিনি লক্ষ্মীর ন্যায় অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না ও আয়তলোচনা ছিলেন। দেব, যক্ষ, মনুষ্য বা অন্যান্য লোকমধ্যেও এতাদৃশী রূপবতী রমণী কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দময়ন্তীকে দেখিলে চিত্ত

প্রাপ্ত হইত। অধিক কি, দেবরন্দেরাও তাঁহাকে সুন্দরী বলিয়া গণনা করিতেন। নরশার্দ্দূল নলের তুলনা পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্লভ। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বয়ং অনঙ্গদেব অঙ্গ পরিগ্রহ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই নিমিত্ত সকলে কুতূহল-পরতন্ত্র হইয়া দময়ন্তী-সমীপে নলের প্রশংসা ও নলের সমীপে দময়ন্তীর প্রশংসা করিত। তখন পরস্পর পরস্পরের গুণানুবাদ শ্রবণ করিলে, অদৃষ্টচর ভগবান্ রতিপতিও সেই অবকাশে তাঁহাদিগের হৃদয়শায়ী হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। নলরাজা হৃদয়ে কন্দর্প-ভার ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অন্তঃপুরোপকণ্ঠে নির্জ্জন ক্রীড়াকাননে বাস করিতে লাগিলেন। ইতি-মধ্যে সেই বনে সুবর্ণ-পক্ষপরিচ্ছদ কতকগুলি হংসকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া তাহাদের অন্যতম একটি হংসকে স্বহস্তে ধরিলেন। হংস তৎক্ষণাৎ নলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, 'হে রাজন্! আপনি আমাকে বধ করিবেন না; আমি প্রাণপণে আপনার প্রিয়কার্য্যসাধন করিব। আমি দময়ন্তী-সন্নিধানে আপনার কথা উত্থাপন করিয়া এরূপ গুণানুবাদ করিব, যাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণ অন্যান্যপুরুষাভিলাষী না হইয়া নিরন্তর আপনাতেই সাতিশয় অনুরক্ত থাকে।' নলরাজা হংসের এইরূপ আশ্বাসবাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর হংসেরা নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া বিদর্ভ-নগরাভিমুখে গমন করত ক্রমে ক্রমে দময়ন্তী-সন্নিধানে অবতীর্ণ হইল। সখীগণ-পরিবৃতা দময়ন্তী তাহাদিগের লোকাতীত রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সত্বরে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। পরিচারি-কারা সকলে ধরিবার নিমিত্ত হংসদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলে তাহারা ভীতপ্রায় হইয়া প্রমদাবনের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে দময়ন্তী যে হংসের অনুসরণ করিতেছিলেন, সেই হংস মনুষ্যবাক্যে দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'হে রাজকুমারি! নিষধদেশে নলনামে এক মহীপাল আছেন। তিনি রূপে অশ্বিনীকুমার সদৃশ; মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার তুল্য রূপবান্ আর কেহই নাই। যদি আপনি তাঁহার মহিষী হইতে পারেন, তাহা হইলে আপনার জন্ম সফল ও সৌন্দর্য্য সার্থক হয়। আমরা দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু নলের তুল্য রূপলাবণ্য-সম্পন্ন পুরুষ কুত্রাপি অবলোকন করি নাই। আপনি অবলাগণের মধ্যে রত্নস্বরূপ; নলরাজাও পুরুষশ্রেষ্ঠ; অতএব তাঁহার সহিত আপনার মিলন হইলে পরম-সৌভাগ্যের বিষয় হয়; যেহেতু, উৎকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের সঙ্গতি সাতিশয় গুণপ্রসবিনী হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।' দময়ন্তী হংসকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'হে মরালবর! তুমি অবিলম্বে এই কথা নলের কর্ণগোচর কর।' হংস 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দময়ন্তীর নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক নিষধদেশে উপস্থিত হইয়া নলসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, "মহারাজ! দময়ন্তী হংসমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া নলবিরহে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখকমল বিবর্ণ, শরীর শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি নলচিন্তায় নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; কখন বা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত ধ্যান করিতেন; কখন বা কন্দর্পবাণে আহত হইয়া বিচেতন-প্রায় হইতেন; কখন বা তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় বোধ হইত। শয়নাশন ও অন্যান্য বিষয়োপভোগে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। নিদ্রা-সহচরী কি দিবা কি বিভাবরী কোন সময়েই সেই কামিনীর নয়না-বলম্বিনী হইত না। তিনি কেবল অনবরত-বিগলিত-বাষ্পাকুললোচনে 'হা হতাস্মি' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সখীগণ আকার ইঙ্গিত দ্বারা বিলক্ষণ বিরহলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ ভীমের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। বিদর্ভাধিপতি সখীমুখে স্বীয় দুহিতার অস্বাস্থ্যসংবাদ

শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, 'এক্ষণে কি করি, এ এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত; দময়ন্তী সহসা কেনই বা অসুস্থপ্রায় হইল ?' পরে তনয়াকে যৌবনসীমায় অবতীর্ণ দেখিয়া শীঘ্র স্বয়ংবরের উদ্‌যোগ করাই কর্ত্তব্য, ইহা নিশ্চয় করিলেন।

অনন্তর বিদর্ভাধিপতি স্বীয় তনয়ার স্বয়ংবরসংবাদ প্রচার করিয়া মহীপালগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভূপালেরা দময়ন্তীর স্বয়ংবরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভীমের আদেশানুসারে তৎসন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব ও রথের ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। বিচিত্র মাল্য ও বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মনোহর সৈন্যমণ্ডলী দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদন করিল। অভ্যাগত ভূপালেরা মহাবাহু ভীমকর্ত্তৃক বিবিধ উপচারে যথাযোগ্য পূজিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই অবসরে দেবর্ষি নারদ ও মহাতপাঃ পর্ব্বত যদৃচ্ছাক্রমে পর্য্যটন করত ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে সৎকার করিয়া উভয়ের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ও সর্ব্বস্থানগত অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন, 'হে দেবরাজ! আমরা কুশলে আছি এবং ত্রিলোকগত ভূপালগণেরও মঙ্গল।' ইন্দ্র কহিলেন, 'হে দেবর্ষে! যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ ধরাপতিরা জীবিতাশা পরিত্যাগ করত সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া শস্ত্রপ্রহারে নিধনপ্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা মদীয় কামধুক্ সুরলোকসদৃশ অক্ষয়লোক লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে সেই সকল মহাবীর ক্ষত্রিয়েরা কোথায়? আমি বহুদিবস সেই সকল প্রিয়তম অতিথিদিগকে এ স্থানে আসিতে দেখি নাই।' দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'হে দেবরাজ! আপনি যে কারণে তাঁহাদিগকে এখানে অবলোকন করিতে পান না, তাহা শ্রবণ করুন। বিদর্ভাধিপতি ভীমের দময়ন্তী-নাম্নী কন্যা অলোকসামান্য-রূপলাবণ্যে পৃথিবীস্থ সমস্ত মহীপালগণকে অতিক্রম করিয়াছে; আজি শুনিলাম, তাহার স্বয়ংবর অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে; এই নিমিত্ত রাজা ও রাজকুমারেরা কায়মনোবাক্যে সেই সকললোকললামভূতা কন্যারত্ন কামনা করত দিগ্‌দিগন্ত হইতে তথায় গমন করিতেছেন। সুতরাং সমরানল তাহাদিগের স্বর্গলাভের সহিত একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।'

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে লোকপালগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদমুখে দময়ন্তী-স্বয়ংবর-বৃত্তান্ত শ্রবণ করত অতিমাত্র হৃষ্ট ও সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, 'হে দেবর্ষে! আমরাও দময়ন্তী-স্বয়ংবরে গমন করিব।' অনন্তর তাঁহারাও স্বীয় গণ ও স্ব স্ব বাহনসমভিব্যাহারে বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ দিকে নলরাজাও দময়ন্তীস্বয়ংবরোদ্দেশে রাজ-সমাগম শ্রবণ করিয়া অদীনমনে ভৈমী-লাভ-প্রত্যাশায় তথায় প্রস্থান করিলেন। অন্তরীক্ষগামী দেবগণ রূপে রতিপতি ও তেজে দিনপতির ন্যায় বিরাজমান নলরাজাকে ধরাপৃষ্ঠে অবলোকন করত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহারা বিমানবেগ প্রতিরোধ করত গগনমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া নলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে নিষধরাজেন্দ্র! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়, অতএব দৌত্যকর্ম্ম স্বীকার করিয়া আমাদিগের সাহায্য কর'।"

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! নলরাজা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্য অঙ্গীকার করত কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে? আর আমি যাঁহার দৌত্যকর্ম্ম স্বীকার করিলাম, ঐ মহাত্মাই বা কে এবং আপনাদিগের কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহাও অনুগ্রহপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বর্ণন করুন।" নলকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন, "আমরা দেবতা; দময়ন্তীর নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছি। আমি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র; ইনি অগ্নি; উনি জলেশ্বর বরুণ; আর ইনি মনুষ্যের জীবনান্তকারী অন্তক। এক্ষণে তুমি দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা নিবেদন করিবে যে, মহেন্দ্র প্রভৃতি

লোকপালগণ ত্বদীয় করগ্রহণাভিলাষে সভায় আগমন করিতেছেন তুমি তাঁহাদিগের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ কর।” নিষধরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, “হে লোকপালগণ! আপনাদিগের যেরূপ উদ্দেশ্য, আমিও সেই উদ্দেশ্য-সংসাধনার্থ উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে সেই কর্ম্ম-সম্পাদনার্থ দূতরূপে নিয়োগ করা আপনাদিগের নিতান্ত অবিধেয়; আর যে পুরুষ স্বয়ং স্ত্রীরত্নলাভে কৃতসংকল্প হইয়াছে, সে কদাচ অন্যের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে পারে না। অতএব আপনারা এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন।” দেবতারা কহিলেন, “হে নৈষধ! তুমি পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে আবার কি নিমিত্ত অস্বীকার করিতেছ? তুমি অনতিবিলম্বে প্রস্থান কর।” নলরাজা কহিলেন, “হে লোকপালগণ! শত শত রক্ষকেরা ধৃতাস্ত্র হইয়া নিরন্তর দময়ন্তীর গৃহরক্ষা করিতেছে, আমি কিরূপে তথায় প্রবেশ করিব?” দেবরাজ কহিলেন, “হে নৈষধ! তুমি আমার প্রভাবে অনায়াসে তথায় প্রবেশ করিতে পারিবে, কোন শঙ্কা ব ভয় নাই।”

অনন্তর নিষধাধিপতি নল ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া দময়ন্তী-নিকেতনে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া, দেখিলেন, দময়ন্তী সখীগণপরিবৃতা হইয়া স্বীয় অঙ্গসৌন্দর্য্য দ্বারা দেদীপ্যমান হইতেছেন, বোধ হইল যেন, তিনি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে শশধরের বিমল প্রভাকে মলিন করিতেছেন। নলরাজা সেই সুকুমারী রাজকুমারীকে নয়নগোচর করিয়াই অনঙ্গশরে জর্জ্জরীভূত হইলেন; কিন্তু সত্য-প্রতিপালনের নিমিত্ত তাহা তৎক্ষণাৎ সংবরণ করিলেন। অঙ্গনারা তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সম্ভ্রান্ত ও তদীয় তেজঃপ্রভাবে অভিভূত হইয়া আস্ত-ব্যস্তে আসন হইতে উত্থিত হইল এবং বিস্ময়াবেশ প্রকাশপূর্ব্বক প্রসন্নমনে পরস্পর তাঁহার বহুবিধ প্রশংসা করিতে লাগিল; কিন্তু তৎসন্নিধানে কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া কেবল মনে মনে তাঁহারই অর্চ্চনা করিল। তাহারা নলের অদ্ভুত রূপলাবণ্য ও ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যসন্দর্শনে মনে করিল, ইনি দেবতা বা যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব হইবেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, প্রত্যুত তদীয় তেজঃপ্রভাবে অভিভূত হইয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিল।

অনন্তর স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণী দময়ন্তী বিস্মিতমনে সহাস্যবদনে নলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘হে মহাভাগ! আপনি কে আর কি নিমিত্তই বা এ স্থানে আগমন করিয়াছেন? আমি আপনাকে অবলোকন করিয়া মদনবাণে একান্ত আহত হইতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়! সাতিশয় প্রচণ্ডপ্রতাপ ও যমোপম প্রহরীরা নিরন্তর আমার গৃহরক্ষা করিতেছে, আপনি অলক্ষিত হইয়া কি প্রকারে এ স্থলে আগমন করিলেন?’ নলরাজা কহিলেন, ‘হে কল্যাণি! আমি দেবদূত। দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম ইহাঁরা তোমাকে অভিলাষ করেন, তুমি তাঁহাদিগের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ কর। আমি তাঁহাদিগেরই প্রভাববলে অলক্ষিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিয়াছি প্রবেশকালে আমাকে কেহই সন্দর্শন বা নিবারণ করে নাই। হে শোভনে! দেবগণ আমাকে এই নিমিত্তই প্রেরণ করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, কর।’

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! দময়ন্তী মনে মনে দেবগণকে নমস্কার করিয়া সহাস্যবদনে নলরাজাকে কহিলেন, “মহারাজ! আমি আপনার একান্ত অধীন ও আমার যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আছে, তাহা সকলই আপনার বোধ করিবেন। এক্ষণে আপনি আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহা আদেশ করিবেন, বিশ্বস্ত-মনে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিব। আমি হংসমুখে আপনার অনন্যসাধারণ গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া একান্ত সন্তাপিত হইয়া কালযাপন করিতেছি। হে লোকনাথ! কেবল আপনার নিমিত্তই এই স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি যদি

একান্ত প্রণয়-পরাধীন এই অবলাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে আপনার নিমিত্তই বিষ-ভক্ষণ, অগ্নি বা জলপ্রবেশ অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিব সন্দেহ নাই।” নলরাজা দময়ন্তীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “সুন্দরি! লোকপাল-গণ বরণাভিলাষী হইয়া বিদ্যমান থাকিতেও তুমি কি কারণে মনুষ্যকে অভিলাষ করিতেছ? আমি সৃষ্টিস্থিতিকারক লোকপালগণের পদধূলিরও তুল্য হইতে পারি না; অতএব তুমি তাঁহাদিগকেই ভজনা কর। দেবগণের বিপ্রিয়াচরণ করিলে মনুষ্য মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব তুমি তাঁহাদিগকে পতিত্বে বরণ করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। তুমি দেব-গণকে বরণ করিলে উত্তম পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ, বিচিত্র দিব্যমাল্য ও বহুবিধ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ধারণ করিতে পারিবে। দেখ, যিনি এই পৃথিবীকে একেবারে কবলিত করিতে সমর্থ হয়েন, কোন্ রমণী সেই হুতাশনকে প্রার্থনা না করে? যাঁহার দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া প্রাণিগণ ধর্ম্মারাধনা করিয়া থাকে, কোন্ রমণী সেই দণ্ডধরকে অভিলাষ না করে? যিনি দৈত্যদানবগণের হর্ত্তা, সুরসমূহের পাতা ও ধর্ম্মের রক্ষিতা হইয়া স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন, কোন্ কামিনী সেই মহেন্দ্রকে বাসনা না করে? এক্ষণে আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অশঙ্কিত-মনে লোকপালগণের মধ্যে বরুণকে বরণ কর।”

তদনন্তর দময়ন্তী শোকজনিত-বাষ্পপরিপ্লুত-লোচনে দীন-বচনে ‘মহারাজ! দেবগণকে নমস্কার; সত্য বলিতেছি, আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিব,’ ইহা বলিয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলি হইয়া রহি-লেন। তখন নল-রাজা কহিলেন, “হে সুলোচনে! আমি দেবগণের দৌত্যকার্য্য স্বীকার করিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি; সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট অঙ্গী-কার ও তাঁহাদিগের নিমিত্ত যত্ন করিয়া এক্ষণে কিরূপে স্বার্থসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইব? যদি আমার দৌত্য-কর্ম্ম রক্ষা করিয়া স্বার্থ-সাধানের কোন প্রকার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি তোমার পাণিগ্রহণে সম্মত হইতে পারি।” তখন দময়ন্তী বাষ্পাকুল-লোচনে গদ্গদবচনে কহিলেন, ‘মহারাজ! এক্ষণে আমি এক নিরপায় উপায় অব-ধারণ করিয়াছি, উহা দ্বারা আপনি নির্দ্দোষ হইতে পারিবেন। আপনি ও পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ একত্র সমবেত হইয়া মদীয় স্বয়ংবর-সভায় আগমন করি-বেন। অনন্তর আমি লোকপালগণ-সমক্ষে আপ-নারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিব, ইহা হইলে আর দোষোদ্ভাবনের সম্ভাবনা থাকিবে না।

নলরাজা বৈদর্ভীকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় সুরগণসন্নিধানে আগমন করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া দময়ন্তী-সংক্রান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ‘হে নল! তুমি কি দময়ন্তীকে দর্শন করিয়াছ? সে আমাদিগের বাক্যে যেরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করি-য়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণন কর।’ নল-রাজা কহিলেন, “হে লোকপালগণ! আমি আপনা-দিগের নিদেশানুসারে স্থবির-দণ্ডধারীপরিবৃত সুবি-স্তীর্ণ কক্ষাসঙ্গত কুমারীপুরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ-কালে আপনাদিগের প্রভাববলে আমাকে দময়ন্তী ব্যতিরেকে আর কেহই নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে আমি পুরমধ্যে দময়ন্তীর সখীগণকে অবলোকন করিলাম; তাহারাও তৎক্ষণাৎ আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াস্তিমিতলোচনে অবাক্ হইয়া রহিল। অনন্তর আমি দময়ন্তীসন্নিধানে আপনা-দিগকে উল্লেখ করিয়া বিস্তর প্রশংসা করিলাম। দময়ন্তী আপনাদিগের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াও আমাকে বরণ করিবে, এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া কহি-য়াছে যে, ‘আপনি দেবগণসমভিব্যাহারে আমার স্বয়ং-বরসভায় আগমন করিবেন। আমি তাঁহাদিগের সমক্ষে আপনারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিব। তাহা হইলে আপনাকে দোষভাগী হইতে হইবে না।’ হে লোকপালগণ! দময়ন্তী যে সকল কথা কহি-য়াছে, আমি তাহা অবিকল কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ভীম শুভ কাল, পুণ্য তিথি ও পবিত্র ক্ষণে মহীপালগণকে স্বয়ংবর-সভায় আহ্বান করিলেন। পার্থিবেরা রাজসন্দেশ-শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত ও মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া দময়ন্তীলাভলোভে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। কেশরী যেমন গিরিমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মণিকুণ্ডলালঙ্কৃত সুগন্ধি মাল্যধারী ধরাপতি-গণ কনক-স্তম্ভসংযুক্ত তোরণরাজিবিরাজিত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ বিচিত্র আসনে আসীন হইলেন। যেমন ব্যাঘ্রসমূহে গিরিগুহা ও ভুজঙ্গম-গণে ভগবতী ভোগবতী সম্পূর্ণ হয়েন, তদ্রূপ সেই সমিতিমণ্ডপ ভূপালগণে পরিপূর্ণ হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিল। তথায় রাজপুরুষদিগের চিক্কণমনোহর অর্গলতুল্য পীন ভুজযুগল পঞ্চশীর্ষ ভুজ-গের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। যাদৃশ নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণ শোভমান হয়, তদ্রূপ কচনিচয়-চান্বিত, সুচারু নয়নালঙ্কৃত, নাসাপুটমণ্ডিত পার্থিব-দিগের মুখমণ্ডল-সকল বিরাজমান হইতে লাগিল।

অনন্তর দময়ন্তী স্বীয় প্রভাপ্রভাবে ভূপালগণের নয়ন-মন অপহরণ করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করি-লেন। রাজগণ নির্নিমেষ-লোচনে রাজনন্দিনী দময়-ন্তীকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের চক্ষু ক্ষণকালের নিমিত্তেও লক্ষ্যান্তরে পরিচালিত হইল না। পরে অধিকৃত লোকেরা ভূপালগণের নামোল্লেখ করিতে লাগিল। এই অবসরে ভীমদুহিতা দময়ন্তী নির্ব্বিশেষাকার পুরুষপঞ্চক নিরীক্ষণ করত সাতিশয় সন্দিহান হইয়া নল-রাজাকে নিরূপণ করিতে পারিলেন না। তিনি তখন তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাকে অবলোকন করিলেন, তাঁহারই প্রতি নল-ভ্রান্তি জন্মিয়া উঠিল। তখন দময়ন্তী অসীম চিন্তা-সাগরে নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া মনে করিলেন, আমি কিরূপে দেবগণকে জানিতে পারিব ও নলরাজাকেই বা কি প্রকারে নিরূপণ করিব? ইহা চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে স্থবিরপরম্পরায় শ্রুতপূর্ব্ব দেবচিহ্নের বিষয় সহসা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। কিন্তু তিনি ভূতলস্থ সেই পঞ্চপুরুষের মধ্যে কাহাকেও তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত দেখিতে পাই-লেন না।

তিনি এইরূপে বারংবার নানাপ্রকার বিচার করি-য়াও নিঃসন্দিগ্ধ হইতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে দেবগণের শরণাপন্ন হইলেন এবং বাক্য-মনে দেব-গণকে নমস্কার করিয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, "আমি হংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি নৈষধকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি; অতএব হে দেবগণ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করুন। আমি যেন অন্য-পুরুষগামিনী হইয়া জ্ঞানতঃ পাপচারিণী না হই। অতএব হে সুরগণ! এক্ষণে যথার্থ-রূপে তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করুন। দেবতারা নল-রাজাকেই আমার পাতরূপে নির্ণীত করিয়াছেন; অতএব হে দেবগণ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করুন। আমি নললাভের নিমিত্ত ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি; অতএব হে দেবগণ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করুন। আপনারা স্বীয় স্বীয় আকার স্বীকার করিলেই আমি পুণ্যশ্লোক নল-ভূপতিকে নিরূপণ করিতে পারিব।"

দেবগণ দময়ন্তীর এইরূপ কারুণ্যপূর্ণ পরিবেদন-বাক্য শ্রবণ করত নলেতেই ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, মনোবিশুদ্ধি, বুদ্ধি ও ভক্তি দৃঢ়রূপে সংসক্ত হইয়াছে, বোধ করিয়া স্বীয় স্বীয় চিহ্ন ধারণ করিলেন। তখন দময়ন্তী, স্বেদবিন্দুবিরহিত স্তব্ধনেত্র অম্লান পরাগশূন্য মাল্যধারী, ভূতলস্পর্শশূন্য ও শূন্যাসনো-পবিষ্ট সুরগণ ও নিমেষযুক্তনেত্র, ম্লান ও পরাগসহকৃত মাল্যধারী, ছায়ানুগতকায়, স্বেদসমন্বিত ও ভূপৃষ্ঠো-পবিষ্ট, পুণ্যশ্লোক নলকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর লজ্জাবনতমুখী বৈদর্ভী বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণ করিয়া বরমাল্য প্রদান পূর্ব্বক নলরাজাকে পতিত্বে বরণ করিবামাত্র তত্রস্থ নরপতিগণ হাহা-কার করিতে লাগিলেন এবং দেব ও মহর্ষিগণ বিস্মিত হইয়া নলের বহুবিধ প্রশংসা করত

সাধুবাদ প্রদান করিয়া উঠিলেন। নল-রাজা প্রীত ও প্রসন্ন-মনে দময়ন্তীকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে কল্যাণি! তুমি সুরগণসন্নিধানে আমাকেই ভজনা করিলে, এক্ষণে আমি তোমার ভর্ত্তা ও বচনানুবর্ত্তী হইলাম। সত্যই কহিতেছি, আমি যত দিন জীবন ধারণ করিব, তত কাল তোমারই প্রণয়পরবশ হইয়া থাকিব।" দময়ন্তীও নিষধাধিপতিকে ঐরূপ প্রণয়-সম্ভাষণপূর্ব্বক সাতিশয় অভিনন্দন করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা পরস্পর প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া হুতাশন-প্রমুখ দেবগণকে অবলোকনপূর্ব্বক মনে মনে তাঁহাদিগেরই শরণ-গ্রহণ করিলে, লোকপালগণ প্রহৃষ্টমনে নল-রাজাকে আটটি বর প্রদান করিলেন। শচীপতি ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "হে নল! তুমি বরপ্রভাবে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন ও চরমে পরম গতি লাভ করিবে।" অগ্নি কহিলেন, "হে নৈষধ! তুমি যথায় অভিলাষ করিবে, তথায় আমি আবির্ভূত হইব এবং আত্মসদৃশ লোক-সকল দান করিব।" যম কহিলেন, "হে নল! তুমি যদৃচ্ছাক্রমে রন্ধন করিলে তাহা সুস্বাদু হইবে ও তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠাও অবিচলিত হইয়া থাকিবে।" বরুণ কহিলেন, "হে নল! তুমি যথায় ইচ্ছা করিবে, আমি তথায়ই আবির্ভূত হইব এবং এই চিরস্থায়ী সুগন্ধি মাল্য গ্রহণ কর।" এইরূপে লোকপালগণ বরপ্রদান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলে নৃপতিগণ নলদময়ন্তীর বিবাহ সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর মহারাজ ভীম প্রীতমনে স্বীয় তনয়ার বৈবাহিক কার্য্য সম্পাদন করিলে নল-রাজা যদৃচ্ছাক্রমে তথায় কিয়দ্দিবস বাস করিয়া ভীমের আদেশানুসারে স্বকীয় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে যাদৃশ দেবরাজ শচীর সহিত আমোদ করেন, সেইরূপ নল-রাজা রমণীরত্ন দময়ন্তীকে লাভ করিয়া তাঁহার সহিত আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি দিনকরের ন্যায় প্রতাপশালী হইয়া হৃষ্টমনে ধর্ম্মমার্গানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করত প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিলেন; পরে ভূরি-দক্ষিণ অশ্বমেধ ও অন্যান্য বহুবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে পরমরমণীয় বন ও উপবনে অভিলাষানুসারে দময়ন্তীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল গত হইলে মহারাজ নল দময়ন্তীর গর্ভে ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা-নাম্নী এক কন্যা লাভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বসুধাধিপতি নৈষধ যাগ-যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক বিহার করিয়া বসুপূর্ণ বসুধাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! দময়ন্তী নলকে বরমাল্য প্রদান করিলে লোকপালেরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে তাঁহাদিগের সহিত কলি ও দ্বাপরের সাক্ষাৎ হওয়াতে দেবরাজ কলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলি! তুমি দ্বাপরসমভিব্যাহারে কোথায় গমন করিতেছ?" কলি কহিল, "দেবরাজ! আমার মন দময়ন্তীর প্রতি সাতিশয় আসক্ত হইয়াছে, অতএব স্বয়ংবরে তাঁহাকে লাভ করিব বলিয়া গমন করিতেছি।" তখন সুরনাথ সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে কলি! স্বয়ংবর যে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; ভীমনন্দিনী আমাদিগের সমক্ষে নলরাজাকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছে।" কলি দেবরাজ ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "হে দেববৃন্দ! দময়ন্তী দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়া একজন মর্ত্ত্যকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছে, অতএব তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করা উচিত।" দেবতারা কহিলেন, "দময়ন্তীর অপরাধ নাই; সে আমাদিগের আজ্ঞানুসারে নৈষধকে বরণ করিয়াছে। ফলতঃ তাদৃশ গুণসম্পন্ন নরপতিকে কোন্ কামিনী পতি বলিয়া স্বীকার না করে? বিবেচনা কর, যে ব্যক্তি নিখিল ধর্ম্মের মর্ম্মাভিজ্ঞ, ব্রতানুষ্ঠানতৎপর ও বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াছে, দেবগণ যাহার যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া সতত গৃহে বাস করিতেছেন, যে ব্যক্তি ভ্রমেও মিথ্যা ব্যবহার করে না, সর্ব্বদা অহিংসানিরত ও দৃঢ়ব্রত, যে ব্যক্তি সত্য, ধৃতি, জ্ঞান, তপস্যা, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম ও শমগুণে অলঙ্কৃত

হইয়াছে, সে ব্যক্তি কাহার না স্পৃহণীয় হয়? সেই অশেষ গুণাধার নল-রাজাকে যে ব্যক্তি শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হয়, সে আত্মাকেও শাপ প্রদান করিতে পারে ও আত্মহত্যাও তাহার পক্ষে কঠিন বোধ হয় না। তাদৃশ ব্যক্তিকে পরিণামে অতি ভয়ঙ্কর অগাধ নরকরূপ হ্রদে নিমগ্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই।” দেবতারা কলি ও দ্বাপরকে এই সকল কথা বলিয়া সুরলোকে গমন করিলেন।

অনন্তর কলি দ্বাপরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “হে দ্বাপর! আমি কখনই ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিব না; যেরূপে হউক, নলে আবিষ্ট হইয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করত দময়ন্তীর সহিত বিযুক্ত করিব; তুমি তখন অক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আমার সহায়তা করিবে।”

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, কলি দ্বাপরকে এইরূপে বচনবদ্ধ করিয়া নল-রাজার নিকট উপনীত হইল। তথায় প্রত্যহ ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিল। অনন্তর একাদশ বর্ষ অতীত হইলে একদা নলরাজা মূত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল জলস্পর্শ করিয়া অপ্রক্ষালিতপদে সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন, এই অবকাশে কলি স্বাভিলষিত রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল। কলি নলে আবিষ্ট হইয়া তদীয় ভ্রাতা পুষ্কর-সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে কহিল, “চল, নলের সহিত তোমাকে ক্রীড়া করিতে হইবে। তুমি মদীয় সাহায্যে অক্ষদ্যূতে নল-রাজাকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিষধগণের উপর একাধিপত্য করিতে পারিবে।”

পুষ্কর কলিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভ্রাতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। এ দিকে কলিও উৎকৃষ্ট অক্ষরূপ ধারণ করিয়া পুষ্করের নিকট উপস্থিত হইল। পুষ্কর অক্ষক্রীড়ার্থ ভ্রাতাকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করাতে মনস্বী নল-রাজা অসহিষ্ণু হইয়া দময়ন্তীর সমক্ষে সময় নিরূপণ করত দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি হিরণ্য, সুবর্ণ, যান, বাহন ও বসন প্রভৃতি যে কিছু সম্পত্তি পণ করিলেন, কলির প্রভাবে সকলেতেই পরাজিত হইতে লাগিলেন। বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে দ্যূতমদে একান্ত উন্মত্ত দেখিয়া নিবারণ করিবার নিমিত্ত কত প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অনন্তর মন্ত্রিপ্রমুখ পৌরজনেরা দ্যূতরোগগ্রস্ত রাজাকে সন্দর্শন ও দুর্ব্যবসায় হইতে নিবারণ করিবার অভিলাষে আগমন করিলেন। তখন সারথি দময়ন্তী-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, ‘দেবি! কার্য্যকুশল পৌরজনেরা রাজদর্শনার্থী হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আপনি একবার মহারাজকে সংবাদ প্রদান করুন যে, তাঁহার ব্যসনাসহিষ্ণু ধর্ম্মার্থদর্শী প্রকৃতি-সকল সাক্ষাৎকারলাভবাসনায় আগমন করিয়াছেন।’ দময়ন্তী সারথির প্রার্থনায় শোকাবেগে নিতান্ত অভিভূত ও দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া গদ্গদবাক্যে রাজাকে নিবেদন করিলেন, ‘অয়ি নাথ! রাজভক্তিপরায়ণ মন্ত্রিপুরস্কৃত পৌরজনেরা তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুপস্থিত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।’ রুচিরাপাঙ্গী রাজ্ঞী এবংবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করত বারংবার এই বিষয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কলিকর্ত্তৃক এরূপ আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, মহিষীকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। তখন পুরবাসী ও মন্ত্রিবর্গ, রাজা একেবারে অকর্ম্মণ্য ও উৎসন্ন হইয়াছেন, বিবেচনা করিয়া দুঃখিতচিত্তে লজ্জানম্র-মুখে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! এইরূপে বহু কাল পর্য্যন্ত নলরাজা ও পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া হইতে লাগিল, কিন্তু প্রতিবারেই পুণ্যশ্লোক নলনরপতি পরাজিত হইয়াছিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! দময়ন্তী রাজাকে দ্যূতক্রীড়ায় উন্মত্ত ও হতজ্ঞান নিরীক্ষণ করত ভয়

ও শোকে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার সেই কার্য্য অতি অনিষ্টকর বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি হৃতসর্ব্বস্ব ভূপতির সেই অক্ষরূপ অনিষ্টাপাত অবলোকনপূর্ব্বক তদীয় প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করত বৃহৎসেনা-নাম্নী পরিচারিকাকে কহিলেন,'ধাত্রি! তুমি মধুরভাষিণী, রাজার প্রতি বিশেষ অনুরাগিণী এবং কার্য্যকুশল; অতএব মহারাজের আদেশে মন্ত্রিবর্গের নিকটে উপনীত হইয়া যে সমস্ত দ্রব্য পণে হৃত হইয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তৎসমুদয় নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগকে এ স্থানে আনয়ন কর।' বৃহৎসেনা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মহিষীর নিদেশ প্রতিপালন করিল।

অনন্তর সচিবগণ রাজশাসন-শ্রবণে আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ নৃপনিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন; তাঁহাদিগকে দ্বিতীয়বার সমাগত দেখিয়া মহিষী রাজাকে নিবেদন করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার বাক্য অভিনন্দন করিলেন না। তখন ভীমনন্দিনা স্বামীর এইরূপ অনভিনন্দনসন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া বিষণ্নমনে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রতিকূল অক্ষ দ্বারা নলের সর্ব্বস্ব হৃত হইল শ্রবণ করিয়া পুনরায় ধাত্রীকে কহিলেন, 'বৃহৎসেনে! মহৎকার্য্য উপস্থিত; তুমি রাজার নিদেশক্রমে সূতসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আনয়ন কর।' বৃহৎসেনা দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কতিপয় বিশ্বস্ত পুরুষ দ্বারা সূতকে আনয়ন করাইলে, দেশকালাভিজ্ঞা ভীমাত্মজা মধুরবাক্যে সারথিকে সান্ত্বনা করত সময়োচিতবচনে কহিতে লাগিলেন, "সূত! রাজা সর্ব্বদা তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, বোধ হয়, তুমি তাহা বিশেষরূপ জ্ঞাত আছ, এক্ষণে দুরবস্থাগ্রস্ত প্রভুর সাহায্য করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পুষ্কর দ্যূতক্রীড়ায় যতবার রাজাকে পরাজিত করিতেছে, রাজার দ্যূতরোগ উত্তরোত্তর ততই বর্দ্ধিত হইতেছে। অক্ষ সকল তাহার এমত বশংবদ যে, যদুদ্দেশে বিক্ষেপ করে, তাহাই সিদ্ধ হয়; কিন্তু রাজবিক্ষিপ্ত অক্ষে কেবল বিপর্য্যয়ই লক্ষিত হইতে থাকে। তিনি মোহবশতঃ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের বাক্যে কর্ণপাত এবং আমার বাক্যেও অভিনন্দন করেন না, বোধ হয়, তাহাতে তাঁহার দোষ নাই। হে সারথে! আমি এক্ষণে তোমার শরণাগত হইলাম; আমার কথা রক্ষা কর, এক্ষণে আমার আন্তরিক ভাবের স্থিরতা নাই; বোধ হয়, সময়ক্রমে বিনষ্ট হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব তুমি অদ্য দ্রুতগামী তুরঙ্গসংযোজিত রথে আমার কন্যাপুত্রকে আরোহণ করাইয়া ভীমনগর কুণ্ডিনপুরে যাত্রা কর। তথায় আমার জ্ঞাতিবর্গের নিকট বালক, বালিকা রথ ও অশ্বগণ রক্ষা করিয়া ইচ্ছা হয় সেখানে বাস করিও, না হয় অন্যত্র গমন করিও।"

নলসারথি বার্ষ্ণেয় দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণানন্তর প্রধান প্রধান সচিবসমীপে সবিশেষ নিবেদন করাতে তাঁহারা সমবেত হইয়া পরামর্শ স্থির করত সারথির বাক্যে অনুমোদন করিলেন। সারথি রথে রাজকন্যা ও পুত্রকে লইয়া বিদর্ভদেশে প্রস্থান করিল। তথায় নলরাজার অশ্ব, রথ, ইন্দ্রসেন নামে কন্যা ও ইন্দ্রসেননামক পুত্রকে রক্ষা করিয়া রাজা ভীমের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক পদব্রজে অযোধ্যায় উত্তীর্ণ হইল এবং তত্রত্য রাজা ঋতুপর্ণের সারথ্য-কর্ম্ম দ্বারা কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল।"

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, সারথি প্রস্থান করিলে পুষ্করকর্ত্তৃক ক্রীড়াসক্ত নলরাজার রাজ্য ও যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইল। পুষ্কর ভ্রাতাকে নিঃসম্বল জানিয়া উপহাস করত কহিলেন, "মহারাজ! পুনর্ব্বার দ্যূতারম্ভ হউক, এবার কি পণ হইবে? কেবল একমাত্র দময়ন্তী অবশিষ্ট আছে; নতুবা আমি অন্য সমস্ত সম্পত্তিই জয় করিয়াছি, অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে দময়ন্তীকেই পণ কর।" পুষ্করের এইরূপ কটূক্তি শ্রবণ করিয়া নলের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণপ্রায় হইল, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। পরে পুষ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র রাজার

ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন ও বিপুল রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক একবসনধারী হইয়া অনাবৃতশরীরে পুর হইতে নির্গম করিলেন। তাঁহার তাদৃশী দুরবস্থা দর্শন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণের শোকসাগর একেবারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। দময়ন্তী একবসন ধারণ করত স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। রাজা পত্নীসমভিব্যাহারে পুরপ্রান্তে ত্রিরাত্র অতিবাহিত করিলেন।

এ দিকে পুষ্কর নগরমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, 'যে ব্যক্তি নলের পক্ষ হইবে, আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব।" পুরবাসিগণ পুষ্করের দ্বেষদর্শন ও এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া রাজসৎকারে বিরত হইল, সুতরাং তিনি নগরোপকণ্ঠে থাকিয়া তিন দিবস কেবল জলাহার দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রত্যহ ফলমূল আহরণার্থ প্রস্থান করিতেন; দময়ন্তীও তাঁহার অনুগামিনী হইতেন। এই অবস্থায় বহুদিবস অতীত হইলে একদা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, এমন সময়ে কতকগুলি সুবর্ণচ্ছদ পক্ষী তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। তদ্দর্শনে নিষধাধিপতি চিন্তা করিলেন, অদ্য ভাগ্যক্রমে আমার ভক্ষ্যদ্রব্য ও সম্পত্তি লাভ হইল।

অনন্তর স্বীয় পরিধেয়-বসন দ্বারা পক্ষীদিগকে আবরণ করিলে তাহারা সেই বস্ত্র লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হইল। তখন আকাশপ্রস্থিত শকুন্তগণ রাজাকে দিগম্বর, দীনহীন ও অধোমুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "হে অবোধ বীরসেনসুত! আমরা সেই অক্ষ; তুমি সবস্ত্রে প্রস্থান করিতেছ দেখিয়া অসহমান হইয়া তোমার বস্ত্র হরণ করিবার মানসে পক্ষিরূপ ধারণ করত আসিয়াছিলাম।" অনন্তর রাজা দময়ন্তীর সমীপে আপনার বিবস্ত্রত্ব ও পক্ষিরূপী অক্ষরত্তান্ত সমুদয় বর্ণন করিতে লাগিলেন, "হে ভীরু! যাহাদিগের কোপে আমি রাজ্যচ্যুত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, যাহাদিগের প্রভাবে নিষধবাসীরা আমার সম্মান করে নাই, সেই অক্ষ এক্ষণে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আমার বস্ত্র হরণ করিল। এক্ষণে আমার চেতনা সাতিশয় দশাবৈষম্যবশতঃ দুঃখে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে; আমি তোমার ভর্ত্তা, অধুনা আমার নিকট আপন হিতবাক্য শ্রবণ কর।

এই বহুসংখ্যক পন্থা অবন্তী নগর ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থিত হইয়াছে। এই গিরিবর বিন্ধ্যাচল; এই সমুদ্রগামী পয়োষ্ণী নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং বিবিধ ফলফুলে পরিপূর্ণ মহর্ষিগণের আশ্রম-সকল পরিদৃশ্যমান হইতেছে। এই পথ অবলম্বন করিয়া বিদর্ভদেশে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং এই পথ কোশলায় গমন করিয়াছে, ইহার দক্ষিণভাগস্থিত দেশকে দক্ষিণাপথ বলে।" রাজা সমাহিত হইয়া অতি দুঃখিত-মনে দময়ন্তীকে উদ্দেশ করত পুনঃ পুনঃ এই সকল কথা কহিতে লাগিলেন।

তদনন্তর দময়ন্তী সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে করুণ-বচনে রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! তোমার সঙ্কল্প বারংবার চিন্তা করত আমার হৃদয় ব্যাকুল ও শরীর অবসন্ন হইতেছে: রাজ্য, সমস্ত ধনসম্পত্তি ও বস্ত্র পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়াছে এবং তুমি নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়াছ; অতএব ঈদৃশ অবস্থায় নির্জ্জন বনস্থলীতে তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি কিরূপে গমন করিব? যখন তুমি জনশূন্য অরণ্যে শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও ভূতপূর্ব্ব সুখচিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইবে, তখন আমি তোমার ক্লেশ নিবারণ করিব। হে জীবিতনাথ! আমি সত্য কহিতেছি, শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার দুঃখে ভার্য্যাই মহৌষধস্বরূপ; ভার্য্যাসম ঔষধ আর কিছুই নাই।"

নল-রাজা কহিলেন, "প্রিয়ে! যথার্থ কহিয়াছ; দুঃখিত ব্যক্তির ভার্য্যাই একমাত্র মিত্র। আমি ত তোমাকে ত্যাগ করিবার মানস করি নাই; তুমি কি নিমিত্ত সহসা এরূপ শঙ্কিত হইতেছ? আমি বরং আত্মাকে পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি তোমার বিরহে ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে পারি না।" দময়ন্তী কহিলেন,

"নাথ! যদি আমাকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা নাই, তবে কি নিমিত্ত বিদর্ভদেশের পথ নির্দ্দেশ করিলে? তুমি কদাচ আমাকে পরিত্যাগ করিবে না, ইহা নিশ্চয় জানিয়াও সুস্থির হইতে পারি না; কারণ, চিত্তের বৈপরীত্য প্রযুক্ত আমাকে ত্যাগ করিলেও করিতে পার। বিশেষতঃ বারংবার পথ-নির্দ্দেশ করাতে আমার শোকাবেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অথবা আমার জ্ঞাতিবর্গের নিকট গমন করা যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমরা উভয়েই একত্র হইয়া বিদর্ভ নগরে গমন করিব। তথায় তুমি বিদর্ভরাজ কর্ত্তৃক আদৃত ও সৎকৃত হইয়া আমাদিগের গৃহে পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিবে।"

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

নলরাজা কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার পিতার যাদৃশ ঐশ্বর্য্য, আমারও তাদৃশ ঐশ্বর্য্য ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া কোন প্রকারেই তথায় গমন করিতে পারিব না। পূর্ব্বে যে স্থানে সমৃদ্ধি-সহকারে গমন করিয়া তোমার হর্ষবর্দ্ধন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তথায় নিতান্ত দীনবেশে প্রবেশ করিয়া তোমার শোকবর্দ্ধন করিতে পারিব না।" নলরাজা ইহা কহিয়া অর্দ্ধবসনাবৃত দময়ন্তীকে বারংবার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়ে একমাত্র বসন পরিধান করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় সাতিশয় কাতর হইয়া কোন নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ধূলিধূসর মলিন-বেশ নিষধাধিপতি প্রিয়াসহ ধরাসনে উপবেশন করত ক্ষণকালমধ্যেই পরিশ্রমসুলভ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শয়ন করিলেন। সুকুমারী দময়ন্তী সহসা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়াছিলেন; পরে তিনি শয়ন করিবামাত্র অতিমাত্র নিদ্রিত হইলেন। নিষধরাজের অন্তঃকরণ শোকানলে দগ্ধ হইতেছিল, সুতরাং তিনি আর পূর্ব্বের ন্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইতে পারিলেন না।

দময়ন্তী নিদ্রিতা হইলে তিনি আপনার রাজ্যাপহরণ, সুহৃদ্‌গণবিয়োগ ও বনবাসের দুরবস্থা আলোচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এক্ষণে বনে বনে ভ্রমণ করিলে কি হইবে? অথবা এইরূপ না করিয়াই বা কি করিব? মরণই কি শ্রেয়ঃ? কিংবা দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়? দময়ন্তী আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমার নিমিত্তই কেবল এইরূপ দুঃখভোগ করিতেছে; আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিলে অবশ্যই কোন কালে আত্মীয়-লোকের নিকট গমন করিতে পারিবে; তাহা হইলে কখন ইহার ভাগ্যে সুখসম্ভোগও ঘটিতে পারে। এই ভাগ্যবতী যেরূপ তেজস্বিনী ও পতিপরায়ণা, তাহাতে বোধ হয়, কেহই ইহার ধর্ম্মলোপ করিতে সমর্থ হইবে না।" নিষধরাজ এবংপ্রকার বহু অন্দোলন করত প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া অবধারণ করিলেন।

অনন্তর তিনি কলির দুরভিসন্ধি দ্বারা ললনাকে বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি আপনাকে বিবসন ও প্রিয়তমাকে একবসন অবলোকন করিয়া প্রিয়া-পরিহিত বসনের অর্দ্ধখণ্ড গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি কি উপায়ে প্রেয়সীর নিদ্রা-ভঙ্গ না করিয়া বসনার্দ্ধ কর্ত্তন করিবেন, এই চিন্তায় সেই স্থানেই ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে তথায় একখানি কোষনিষ্কাশিত নিশিত অসিপত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা দময়ন্তীর পরিহিত বসনার্দ্ধ কর্ত্তন করিলেন। অরাতিমর্দ্দন নিষধরাজ সেই খড়্গখণ্ডিত অম্বরখণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক বিগতচেতনা নিদ্রিতা নিজ নিতম্বিনীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দময়ন্তীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত গলদশ্রু-মুখে কহিতে লাগিলেন, "হায়! পূর্ব্বে সূর্য্য বা সমীরণ যাহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই প্রিয়তমা অনাথার ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে এই চারুহাসিনী কি প্রকারে বসনার্দ্ধ পরিধান করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় একাকিনী

হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ ভয়ঙ্কর অরণ্যে বিচরণ করিবে? অয়ি মহাভাগে! তুমি ধর্ম্মভূষণে ভূষিতা; অতএব দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমার ও মরুদ্গণ তোমাকে রক্ষা করিবেন।” কলিকর্ত্তৃক হৃতচেতন নলরাজা নিরুপম-রূপসম্পন্না প্রিয়তমাকে এই প্রকার কহিয়া পুনরায় প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিকে কলি, অন্যদিকে প্রণয়িনীর অকৃত্রিম প্রেম তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি এইরূপে উভয়তঃ আকৃষ্যমাণ হইয়া বারংবার গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার হৃদয় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দোলার ন্যায় বারংবার বিচলিত হইতে লাগিল। পরিশেষে কলি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া মোহিত করিল। তখন তিনি কলিসংস্পর্শে হতচেতন হইয়া সেই জনশূন্য অরণ্যে নিদ্রিতা প্রিয়তমাকে একাকিনী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মনে মনে তাঁহার ভাবী অবস্থা কল্পনা করত কারুণ্যপূর্ণহৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

— —

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, নিষধরাজ প্রস্থান করিলে দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সেই বরবর্ণিনী জনশূন্য অরণ্যে আপনাকে একাকিনী ও পতিবিরহিণী নিরীক্ষণ করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন, “হা নাথ! হা স্বামিন্! হা মহারাজ! আমি অনাথা হইয়া এই মহারণ্যে বিনষ্ট হইলাম! হা জীবিতেশ্বর! আমি সাতিশয় ভীত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা কর। হা মহাভাগ! আমাকে কি পরিত্যাগ করিলে? তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যবাদী, কিন্তু এক্ষণে তোমার সেই ধর্ম্মজ্ঞতা ও সেই সত্যবাদিতা কোথায় রহিল? নাথ! ধর্ম্মানুসারে তোমার সেবা করিতে কোনমতে আমি ত্রুটি করি নাই, তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধিনী নিজ কামিনীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে? অয়ি জীবিতনাথ! পূর্ব্বে লোকপালগণের সন্নিধানে যাহা সত্য করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই সকল কথা কি এই নৃশংসাচারে পরিণত হইল? মনুষ্য কদাচ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় না; এই নিমিত্ত আমি এখনও জীবিত রহিয়াছি। নাথ! যথেষ্ট পরিহাস করা হইয়াছে; এক্ষণে আমি ভীত হইয়াছি; দর্শন দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। মহারাজ! এই যে তোমাকে দেখিলাম, আবার ঐ দেখিতেছি; তথাপি কেন আর লতাবিতানে আবৃত হইয়া সম্ভাষণ করিতেছ না? হা জীবিতেশ্বর! তুমি কি নৃশংস! আমি এত বিলাপ করিতেছি, তথাপি তুমি আমার নিকট আগমন করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেছ না? হা দময়ন্তীজীবন! আমি আপনার নিমিত্ত অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ শোক করিতেছি না; তুমি এক্ষণে অসহায় হইয়া কিরূপে কালাতিপাত করিবে, কেবল এই চিন্তা করিয়াই আমার শোকসাগর উচ্ছলিত হইতেছে। তুমি সায়ংকালে তৃষিত, ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া তরুতলে আমাকে দর্শন না করিয়া কি করিবে?”

ভীমরাজনন্দিনী এই প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করত শোকাকুলিতচিত্তে ক্রোধভরে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া কখন পতিত, কখন বা উত্থিত, কখন ভীত, কখন বা লুক্কায়িত, কখন বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত বিহ্বল হইতে লাগিলেন। এইরূপে পতিব্রতা দময়ন্তী শোকসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, “হে নিষধরাজ! যাহার অভিসম্পাত-প্রভাবে ঈদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছ, তাহাকে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যে পাপাত্মা সেই নিষ্পাপ পুরুষকে ঈদৃশ দুঃখার্ণবে মগ্ন করিয়াছে, সে তাহা অপেক্ষাও সমধিক দুঃখের সহিত জীবনযাপন করিবে।” নলমহিষী বৈমী এবম্প্রকার পরিতাপ করত সেই শ্বাপদসেবিত অরণ্যানীতে স্বামীর অন্বেষণে উন্মত্তার ন্যায় ‘হা নাথ!’ বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ভীমকুমারী কান্তবিরহিণী কুররীর ন্যায় করুণস্বরে ক্রন্দন ও বারংবার বিলাপ করত কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন-সময় এক মহাকায় অজগর সর্প ক্ষুধিত হইয়া সহসাগত সমীপবর্ত্তিনী সেই ভীম-

নন্দিনীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তিনি অজগরগ্রস্ত ও শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া নৈষধের নিমিত্ত যত শোকাকুল হইতে লাগিলেন, আপনার মৃত্যুভয়ে তত কাতর হইলেন না। তিনি আপনার জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া কেবল নলের নিমিত্তই বিলাপ করিতে লাগিলেন, 'হা নাথ! এই নির্জ্জনবনে বিষধর আমাকে অনাথা দেখিয়া গ্রাস করিতেছে, তুমি কি নিমিত্ত তাহার অনুধাবন করিতেছ না? আমি যখন তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইব, তখন তোমার কি অবস্থা ঘটিবে, বলিতে পারি না। হে নিষধ-নাথ! তুমি কি ভাবিয়া এই নির্জ্জনবনে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে? তুমি যখন শাপবিমুক্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে, তখন তুমি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও পরিম্লান হইলে কে তোমার শ্রমাপনোদন ও শুশ্রূষা করিবে?'

রাজমহিষী দময়ন্তী এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এই অবসরে এক ব্যাধ সেই গহনবিপিনে বিচরণ করত তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ত্বরিতপদে তথায় উপস্থিত হইল এবং সেই আয়তলোচনা ললনাকে বিষধরকর্ত্তৃক কবলিতপ্রায় অবলোকন করিয়া সত্বরে নিশিতশস্ত্রদ্বারা সেই ভুজঙ্গাপসদের মুখদেশ বিপাটিত করিয়া ফেলিল। তখন বিষধর নিশিতশস্ত্রতাড়নে আশু গতাসু হইলে মৃগজীবন দময়ন্তীকে তাহার গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া জলদ্বারা তাঁহার অঙ্গযষ্টি প্রক্ষালিত করিয়া দিল এবং আশ্বাস-প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হে মৃগশাবকলোচনে! তুমি কাহার গৃহিণী, কি জন্যই বা এই অরণ্যে আগমন করিয়াছ? কেনই বা ঈদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছ?'

অনন্তর দময়ন্তী ব্যাধের নিকট আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিলেন। পাপাত্মা ব্যাধ অর্দ্ধবসনাবৃতা দময়ন্তীর উন্নত শ্রোণী, পীনপয়োধর, সুকুমার অঙ্গসৌষ্ঠব, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল ও কুটিল-পক্ষ্মপরিশোভিত নয়নযুগল অবলোকনে এবং সুমধুর সম্ভাষণ-শ্রবণে কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া বহুবিধ বিনয়-পূর্ব্বক মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

মহানুভবা দময়ন্তী সেই লুব্ধকের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া একবারে রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন কামার্ত্ত লুব্ধক কুপিত হইয়া তাঁহার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাঁহাকে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিশ্চেষ্ট হইল।

অনাথা দময়ন্তী এই প্রকার বিষম সময় উপস্থিত দেখিয়া রোষাকুলিতচিত্তে শাপ প্রদান করিলেন, "যদি আমি নল ভিন্ন অন্যকে কদাচ চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই দুরাচার মৃগজীবন অবিলম্বেই হতজীবন হইয়া পতিত হউক।" এই কথা বলিবা-মাত্র সেই মৃগজীবী জীবন পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিদগ্ধ তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! নলিননয়না নলকামিনী মৃগজীবনের জীবনাবসান করিয়া একাকিনী ভীষণ কাননে নানাবিধ ভয়ঙ্কর ও আশ্চর্য্য ব্যাপার পর্য্য-বেক্ষণ করত পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কোন স্থান ঝিল্লিকারবে পরিপূর্ণ হইতেছে, কোন স্থানে ভীষণা-কার সিংহ, মহিষ, দ্বীপী, রুরু, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও মৃগ-গণ বিচরণ করিতেছে; কোন স্থানে বিবিধ বিহঙ্গমকুল কলরব করিয়া ক্রীড়া করিতেছে; কোন স্থানে ম্লেচ্ছ ও তস্করগণ অধিবাস করিতেছে; কোন স্থান শাল, বেণু, শাকট, অশ্বত্থ, তিন্দুক, ইঙ্গুদ, কিংশুক, অর্জ্জুন, অরিষ্ট, চন্দন, শাল্মল প্রভৃতি পাদপে সমাকীর্ণ, কোন স্থান বদরী, বিল্ব, বট, পিয়াল, তাল, খর্জ্জুর, হরীতকী ও বিভাতক তরুতে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে; কোন স্থানে বিবিধ ধাতু-রঞ্জিত অচলশ্রেণী, কোথাও বা সুমধুর ধ্বনিপূর্ণ নিকুঞ্জনিকর, কোথাও বা অদ্ভুতদর্শন দরী-সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে নদী, সরোবর, বাপী, তড়াগ, গিরিশৃঙ্গ ও চিত্র-দর্শন নির্ঝর সকল শোভমান হইতেছে। কোথায় বা ভীষণমূর্ত্তি পিশাচ, ভুজঙ্গও নিশাচরগণ বিচরণ করি-তেছে, কোন দিকে মহিষগণ, কোন দিকে বরাহগণ,

কোন দিকে ভল্লূকগণ, কোন দিকে বা বনপন্নগগণ যূথবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। রূপবতী তেজঃসম্পন্না যশস্বিনী নলকামিনী বিয়োগে-দুঃখিতা হইয়া এবংবিধ ভীষণ অরণ্যমধ্যেও অকুতোভয়ে প্রাণবল্লভের গবেষণা করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পতিবিরহানলসন্তপ্তহৃদয়া নলবিলাসিনী শিলাতলে উপবেশন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহো নিষধনাথ! আজি আমাকে এই বিজন বিপিনে বিসর্জ্জন করিয়া কোথায় পলায়ন করিলে? তুমি অশ্বমেধাদি ভূরিদক্ষিণ ভূরি ভূরি যজ্ঞে ধার্ম্মিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে আমার ভাগ্যদোষে কি মিথ্যাচারণে প্রবৃত্ত হইলে? হে মহাভাগ! আমার সমক্ষে যাহা কহিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা স্মরণ করা উচিত; হংসগণ তোমার ও আমার সমীপে যে সকল কথা কহিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রতিও দৃষ্টিপাত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সম্যক্ অধীত সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয় একমাত্র সত্যের তুল্য; অতএব হে রাজন্! পূর্ব্বে আমাকে যাহা কহিয়াছিলে, তাহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া সত্য হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। হা নাথ! তোমার ভার্য্যা এই ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে, তুমি কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছ? এই দুর্দ্দান্ত ক্ষুধার্ত্ত পশুরাজ বদনব্যাদান করিয়া ভক্ষণ করিতে আসিতেছে। এ সময়ে আমাকে পরিত্রাণ করা কি তোমার উচিত নহে? তুমি পূর্ব্বে আমাকে সর্ব্বদা কহিতে যে, 'তোমা ভিন্ন আর কেহ আমার প্রীতিভাজন নহে।' এক্ষণে সেই বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন কর। হা দময়ন্তী-প্রাণবল্লভ! তোমার প্রিয়তমা প্রণয়িনী উন্মাদিনীর ন্যায় রোদন করিতেছে, এ সময়ে সম্ভাষণ না করা কি তোমার উচিত? আমি বসনার্দ্ধ পরিধান করিয়া অনাথা যূথভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় একাকিনী দীনভাবে রোদন করিতেছি, তুমি শীঘ্র উপস্থিত হইয়া মধুরবাক্যে সান্ত্বনা কর। হা জীবিতনাথ! তোমার ভার্য্যা দময়ন্তী এই ভীষণ অরণ্যে অসহায়া হইয়া কাতরবচনে বারংবার আহ্বান করিতেছে; তুমি কি নিমিত্ত প্রতিবচনপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে? আজি তোমার সেই মোহিনী মূর্ত্তি আমার নয়নপথের বহির্ভূত হইয়াছে। হে শোকবিবর্দ্ধন জীবিতেশ্বর! তুমি সিংহব্যাঘ্রসঙ্কুল ভয়ানক বনে কোন্ স্থানে শয়ন বা উপবেশন করিয়া আছ অথবা কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়াছ, কিছুই জানি না এবং এই কথা কাহার নিকটেই বা জিজ্ঞাসা করি? আমি এখন এই বিজন বিপিনে কোন্ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিব যে, 'তুমি নলরাজাকে কি দেখিয়াছ?' কেবা আমাকে তোমার অনুসন্ধান করিয়া দিবে? 'হে অবলে! তুমি যে মহাত্মার অন্বেষণ করিতেছ, সেই এই কমলায়তলোচন নল,' আমি এই মধুর বাক্য কাহার বদনে শ্রবণ করিব? এই ভীষণ চতুর্দ্দন্ত মহাহনু কেশরী আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে, নিঃশঙ্ক হইয়া ইহার নিকট গমন করি।"

অনন্তর স্বামিশোক-বিহ্বলা দময়ন্তী সেই সিংহের সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, "হে মৃগাধিরাজ! তুমি সমস্ত মৃগের অধিপতি ও এই কাননের প্রভু; আমি বিদর্ভ-রাজতনয়া; নিষধাধিপতি শত্রুঘাতী নল-রাজার ভার্য্যা: আমার নাম দময়ন্তী, আমি এক্ষণে অপার শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রাণবল্লভের অন্বেষণ করিতেছি: যদি সেই নল-রাজা তোমার নয়ন-পথের অতিথি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে আশ্বাসিত করিয়া জীবন প্রদান কর, নতুবা স্বীয় করাল-কবলে কবলিত করিয়া এই নিদারুণ দুঃখ হইতে বিমুক্ত কর।

হায়! এই মৃগরাজ আমার বিলাপ শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। এক্ষণে ঐ স্বাদুসলিলশালিনী সমুদ্র-গামিনী তরঙ্গিণীর সমীপে গমন করি অথবা এই পবিত্র গিরিরাজকে নলরাজার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করি।" এই বলিয়া গিরিরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্ অচলরাজ! দিব্যদর্শন! বিশ্রুত! শরণ্য মহীধর! আপনাকে নমস্কার; আমি রাজ-নন্দিনী, রাজস্নুষা ও রাজ-মহিষী, আমার নাম দময়ন্তী; আমি আপনার নিকটে আগমন করিয়া প্রণাম করিতেছি। যিনি চতুর্ব্বর্ণের প্রতিপালক ও রাজসূয় প্রভৃতি ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞ সকলের আহর্ত্তা; যিনি সকল পার্থিবের শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মপরায়ণ, সদ্বৃত্ত, সত্য-

বাক্, অসূয়াশূন্য, শৌর্য্যশালী ও ধর্ম্মজ্ঞ; যিনি অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া বিদর্ভবাসী প্রজাগণকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতেছেন, সেই বিদর্ভাধিপতি মহারথ শ্রীমান্ ভীমরাজ আমার পিতা, আমি তাঁহার তনয়া হইয়া তোমার উপাসনা করিতেছি। নিষধাধিপতি, গৃহীতনামা, বিপুলকান্তি বীরসেন আমার শ্বশুর; শ্যামকলেবর, পুণ্যশ্লোক, বেদবিৎ, বাগ্মী, বদান্যবর, শ্রীমান্ নলরাজা তাঁহার পুত্র; ইনি পরম্পরাগত পৈতৃকরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সম্যক্‌রূপে তাহা শাসন করিয়াছেন। এই দুঃখিনী অবলা তাঁহার ভার্য্যা; এক্ষণে কাননে আসিয়া অনাথা হইয়াছি এবং দারুণ দুরবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহারই অন্বেষণ করিতেছি। হে ভূধররাজ! আপনি কি উন্নমিত শিখরশত দ্বারা এই দারুণ কাননে সেই গজেন্দ্র-বিক্রম, আয়তবাহু, মহাবীর, মদীয় ভর্ত্তা নিষধাধিপতিকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন?

হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! আমি একাকিনী সাতিশয় কাতর হইয়া স্বীয় নন্দিনীর ন্যায় আপনার সন্নিধানে বিলাপ করিতেছি, আপনি বাক্য দ্বারাও আশ্বাস প্রদান করিলেন না! হায় কি দুর্ভাগ্য!

হে ধর্ম্মজ্ঞ সত্যসন্ধ নলরাজ! যদি এই বনে তুমি বসতি করিয়া থাক, আমাকে দর্শন দাও। কবে সেই মহাত্মার অমৃতায়মান স্নিগ্ধ-গম্ভীর বাণী আমার কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করিবে? কবে তিনি আমাকে 'বৈদর্ভী' বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে আহ্বান করিবেন? কবেই বা সেই বেদানুসারিণী শোক-বিনাশিনী বাণী শ্রবণ করিব? হে ধর্ম্মবৎসল! এই ভয়বিহ্বলা অবলাকে অভয় প্রদান কর।"

দময়ন্তী এবম্প্রকার শোক ও পরিতাপ করিয়া তথা হইতে পুনরায় উত্তরদিকে গমন করিলেন। তিনি তিন অহোরাত্র গমন করিয়া এক দিব্যকানন-শোভিত তাপসারণ্য সন্দর্শন করিলেন। তথায় বশিষ্ঠ, ভৃগু ও অত্রি সদৃশ দমপরায়ণ শুদ্ধাত্মা তাপসগণ নিয়ত সংযতাহার হইয়া বাস করিতেছেন। কেহ কেহ জলমাত্রাহার, কেহ কেহ বায়ু-ভক্ষণ, কেহ বা পর্ণমাত্রোপযোগ হইয়া যোগসাধন করিতেছেন। বল্কল ও অজিন তাঁহাদের পরিধেয়; ইন্দ্রিয়সংযম তাঁহাদের ব্রত; নানাবিধ মৃগ ও শাখামৃগগণ তাঁহাদের আশ্রমে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে

রমণীরত্ন মহাভাগা অসহায়া দময়ন্তী এই সকল অবলোকন করত আশ্বস্তচিত্তে সেই আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়া তাপসগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে স্বাগতপ্রশ্নানন্তর যথাবিধি পূজা করিয়া উপবেশন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। দময়ন্তী কহিলেন, "হে মহাভাগ তপোধনগণ! আপনাদিগের তপস্যা, অগ্নি, ধর্ম্ম ও মৃগ-পক্ষিগণের কুশল?"

তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কুশল-প্রশ্নের-প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি কল্যাণি! তুমি কে? তোমার অভিলাষ কি? তুমি কি এই অরণ্যের বা মহীধরের অথবা এই স্রোতস্বতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? আমরা তোমার অনুপম রূপ ও মনোহর-কান্তিসন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। তুমি শোক পরিত্যাগ করত অসন্দিগ্ধরূপে আশ্বাসিত হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান কর।"

দময়ন্তী কহিলেন, "হে তাপসগণ! আমি মানুষী; বন, গিরি বা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহি; বিস্তারিতরূপে আত্ম-বৃত্তান্ত-সকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি বিদর্ভদেশাধিপতি ভীমের তনয়া এবং যিনি নিষধদেশের অধীশ্বর, অদ্বিতীয় যোদ্ধা, দেবারাধনতৎপর, দ্বিজাতিজনবৎসল, নিষধ-বংশের প্রতিপালক, তেজের আকর, সত্যের আশ্রয়, বলের আধার ও ধর্ম্মের আগার; যিনি সত্যসন্ধ, অরাতিকুলের অন্তক, তত্ত্বজ্ঞানের আয়তন, বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী ও প্রধান প্রধান যজ্ঞের আহর্ত্তা; যাঁহার কান্তি দেবরাজের ন্যায় এবং যাঁহার প্রভা প্রভাকর-কিরণের ন্যায়, আমি সেই যশস্বী শ্রীমান্ নলরাজার ভার্য্যা; আমার নাম দময়ন্তী। কতকগুলি নিকৃতি-পরায়ণ অক্ষদেবনদক্ষ ব্যক্তিরা কপটদ্যূতে সেই ধর্ম্মপরায়ণকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজ্য ও সমস্ত ধন অপহরণ করিয়া লইয়াছে। আমি এক্ষণে তাঁহার দর্শন-লালসায় বনে বনে ভ্রমণ করত পল্বল, সরিৎ, সরোবর ও ভূধর প্রভৃতি সমুদয়

স্থান অন্বেষণ করিতেছি ; কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহাকে অবলোকন করি নাই। হে তাপসগণ! আমি যাঁহার নিমিত্ত এই হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ ভয়ানক অরণ্যমধ্যে পতিত হইয়াছি, তিনি কি আপনাদিগের রমণীয় তপোবনে আগমন করিয়াছেন? যদি কতিপয় দিনের মধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে শরীর পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে শোক-সন্তাপ হইতে মুক্ত করিব। প্রাণেশ্বর ব্যতীত প্রাণ রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। আমি পতিবিরহানল-যন্ত্রণা কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিব না।”

অনন্তর সত্যদর্শী তাপসগণ ভীমনন্দিনীর বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে কল্যাণি! তুমি উত্তরকালে কল্যাণলাভ করিবে। আমরা তপঃপ্রভাবে অবলোকন করিতেছি, তুমি অনতিবিলম্বেই তোমার জীবিতনাথ নিষধনাথকে প্রাপ্ত হইবে। হে ভৈমি! তুমি অবিলম্বেই সেই ধাম্মিকবর নলরাজা সমুদয় পাপ-তাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বরত্নের অধীশ্বর ও প্রধান নগরের শাসন-কর্ত্তৃত্বপদে অধিরূঢ় হইয়া সুস্থশরীরে শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন ও সুহৃদ্‌গণের শোকাপনোদন করিতেছেন, দেখিতে পাইবে।” তাপসগণ এবম্প্রকার অভিলষিত আশ্বাসনবাক্যে নলমহিষীকে আশ্বাসিত করিয়া অগ্নিহোত্র-আশ্রমাদির সহিত অন্তর্হিত হইলেন।

ভীমাঙ্গজা দময়ন্তী তাপসদিগকে আশ্রমাদির সহিত সহসা তিরোহিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইল! আমি কি স্বপ্ন-দর্শন করিলাম? সেই সকল তাপসগণ কোথায় গমন করিলেন? সেই আশ্রমমণ্ডল ও পুণ্যসলিলা তরঙ্গিণীই বা কি হইল?’ তিনি এইরূপ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া ভর্তৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন ; তাঁহার বদন-সুধাকর অস্তোন্মুখ নিশাকরের ন্যায় প্রভাহীন হইল।

অনন্তর নলসীমন্তিনী দময়ন্তী সে স্থান হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রবালশেখর, কুসুমাভরণ-ভূষিত, বিহগ-নাদিত এক অশোকতরু অবলোকন করিয়া তাহার নিকটে উপনীত হইলেন এবং গলদশ্রুলোচনে গদ্গদ-বচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, “আহা! এই সুষমাসম্পন্ন অশোকতরু কাননের অভ্যন্তরে বহুবিধ-শেখর পর্ব্বতরাজের ন্যায় বিরাজমান হইতেছে। হে প্রিয়দর্শন অশোকপাদপ! অচিরে আমার শোকাপনোদন কর। হে বিগতশোক! তুমি কি দময়ন্তীর প্রিয়পতি নিষধদেশের অধিপতি নল-নৃপতিকে নিরীক্ষণ করিয়াছ? তিনি স্বীয় সুকুমার অঙ্গ অর্দ্ধ-বসনে আচ্ছাদিত করিয়া অরণ্যে আগমন করিয়াছেন। হে অশোক! আমি যাহাতে তোমার নিকট হইতে অশোক হইয়া গমন করিতে পারি, তুমি তাহার উপায়-বিধান কর। হে শোকনাশন! তুমি অশোক নামের সার্থকতা রক্ষা কর।”

অনন্তর দময়ন্তী সেই অশোক তরুকে পরিত্যাগ করিয়া নিজপতির অন্বেষণ করিতে করিতে এক অতি ভীষণপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেকানেক বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, মৃগ, পক্ষী ও কন্দর প্রভৃতি অদ্ভুতদর্শন বস্তু-সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া এক সুরম্য তরঙ্গিণী-তীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, নদীর জল অতি প্রসন্ন ও স্বচ্ছ, তীরভূমি বেতসলতায় আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে ; সলিলোপকণ্ঠে ক্রৌঞ্চ, কুরর, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সুমধুর-স্বরে গান করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে ; বারিমধ্যে কূর্ম্ম, কুম্ভীর ও মৎস্যদল সন্তরণ করত ক্রীড়া করিতেছে এবং গজতুরগসঙ্কুল এক বিপুল সার্থ সেই নদী উত্তীর্ণ হইতেছে।

দময়ন্তী সেই মহাসার্থ সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহারা সকলে তাঁহাকে উন্মত্তার ন্যায় অর্দ্ধবস্ত্র-ধারিণী, কৃশশরীর, মলিনবর্ণ ও তাঁহার ধূলিধূসরিত কেশকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া কেহ বা ভয়ে পলায়ন করিল, কেহ বা সাতিশয় চিন্তান্বিত হইল, কেহ তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল, কেহ বা তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিল ; কিন্তু তাহার মধ্যে কতকগুলি লোক কারুণ্যরসবশংবদ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আপনি কে, কাহার পরিগ্রহ

ও এই অরণ্যে কি অন্বেষণ করিতেছেন? আমরা আপনাকে নয়নগোচর করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আপনি যথার্থরূপে স্বীয় পরিচয় প্রদান করুন। আপনি কি মানুষী অথবা বন, পর্ব্বত বা দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা রাক্ষসী? আপনি যে হউন, আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি এক্ষণে এই সার্থবাহগণ যাহাতে এ স্থান হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিতে পারে ও যাহাতে ইহাদের শ্রেয়োলাভ হয়, তাহার উপায়বিধান করুন।”

কান্তবিরহবিধুরা দময়ন্তী সার্থ-বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, “সার্থ, সার্থবাহ ও বালক, যুবা, স্থবির প্রভৃতি তোমরা যে কেহ এখানে বিদ্যমান আছ, আমি সকলকেই কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি মানুষী, রাজার কন্যা, রাজার পুত্রবধূ ও রাজার ভার্য্যা। বিদর্ভরাজ ভীমসেন আমার পিতা ও নিষধরাজ মহাত্মা নল আমার ভর্ত্তা। আমি সেই নিষধাধিপতির অন্বেষণ করিতেছি। যদি তিনি তোমাদিগের নয়নপথের পথিক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শীঘ্র তাঁহার শুভসংবাদ প্রদান করিয়া আমার সন্তাপ শান্তি কর।”

শুচি-নামক কোন সার্থবাহ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, “ভদ্রে! আমি এই সার্থের নেতা; কিন্তু নল নামে কোন মনুষ্যই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। এই মানবসম্পর্কশূন্য অরণ্যে বহুসংখ্যক কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, মহিষ, শার্দ্দূল, দ্বীপী ও ভল্লুক নিরীক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু তোমা ভিন্ন কোন মানবই আমার নয়নগোচর হয় নাই। অদ্য যক্ষরাজ মণিভদ্র আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা স্বচ্ছন্দে গমন করি।”

দময়ন্তী সেই সার্থবাহ ও সমস্ত বণিক্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের এই সার্থ কোথায় যাইবে?” তাহারা কহিল, “আমরা লাভের নিমিত্ত চেদিরাজ সুবাহুর জনপদে গমন করিব।”

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে রাজন্! পতিদর্শনোৎসুকা দময়ন্তী সার্থবাহের সেই সকল বচন শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে বণিক্‌গণ সেই অরণ্যমধ্যে পদ্মসৌগন্ধিক নামে এক রম্য তড়াগ দেখিতে পাইল। ঐ তড়াগ প্রভূত বালতৃণ ও ইন্ধনে ব্যাপ্ত, বহুবিধ ফলপুষ্পে শোভিত, নানাবিধ পক্ষিসমূহে সঙ্কীর্ণ ও সুশীতল মনোহর সুস্বাদু নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ। বণিকেরা বাহনগণকে অনবরত পর্য্যটনানিবন্ধন একান্ত ক্লান্ত দেখিয়া তথায় অবস্থান করিতে অভিলাষ করত সার্থবাহের অনুজ্ঞানুসারে তথায় গমনপূর্ব্বক তড়াগে পশ্চিমকূলে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অর্দ্ধরাত্র-সময়ে সমুদয় কানন নিস্তব্ধ এবং একান্ত পরিশ্রান্ত বণিক্‌গণ সুষুপ্ত হইলে এক মদস্রবণাবিল হস্তিযূথ গিরিনদীর জল-পানার্থ আগমন করিল। ঐ সার্থ এবং তত্রস্থ বহুতর হস্তিগণ তাহাদের নয়নপথে পতিত হইলে ঐ সমস্ত অরণ্যবাসী মদোৎকট গজগণ গ্রাম্য হস্তীদর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে বেগে ধাবমান হইল। ক্ষিতিতলপতনোন্মুখ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় দ্রুতগামী করিগণের প্রবল বেগ নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। বণিক্‌গণ তড়াগের পথনিরোধ করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল; সার্থস্থ সমস্ত হস্তী বন্য-করিদিগের উপদ্রবে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া পলায়নের উপক্রম করাতে সমুদয় সার্থ মর্দ্দিত হইয়া গেল। তখন বণিক্‌গণ হাহাকার করত আত্মত্রাণার্থ বন ও গুল্মমধ্যে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত করিগণকর্তৃক কেহ বা দন্ত দ্বারা, কেহ বা শুণ্ড দ্বারা, কেহ বা চরণ দ্বারা নিহত হইল। সহস্র সহস্র উষ্ট্র সেই দারুণ করিসংমর্দ্দে প্রাণপরিত্যাগ করিল। অনেকানেক বণিক্‌গণ ভয়ে পলায়ন করাতে পরস্পর অঙ্গসংমর্দ্দে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। অনেকে প্রাণরক্ষার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু সেই ভয়ানক

জনসংক্ষয়-নিরীক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিকতর ভীত হইয়া তথা হইতে বিষম ভূভাগে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে বন্যগজকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সেই সমস্ত সমৃদ্ধ সার্থ-মণ্ডল নিহত হইলে অরণ্য-মধ্যে ঘোরতর ভয়ানক শব্দ সমুত্থিত হইল; "কি কষ্টদায়ক অগ্নি সমুত্থিত হইয়াছে; শী আসিয়া পরিত্রাণ কর; এই রত্নরাশি বিকীর্ণ রহিয়াছে, গ্রহণ কর; কোথায় পলাইতেছ? এ সমস্ত সাধারণ-ধন; আমার বাক্য মিথ্যা নহে। হে ধ্বংসকাতর বণিক্‌গণ! আমি পুনর্ব্বার কহিতেছি, তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ।" বণিকগণ এই কথা কহিতে কহিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতে লাগিল।

সেই দারুণ জনসংক্ষয়জনিত কোলাহলে দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। কমললোচনা ভৈমী অদৃষ্টপূর্ব্ব সর্ব্বভূতভয়াবহ জনসংক্ষয়সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত ও শ্বাসস্ফুরিতাধর হইয়া সহসা সমুত্থিত হইলেন।

সার্থমধ্যে যাহারা সেই করিসংমর্দ্দে কোনক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিল, তাহারা একত্র হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, "এই দারুণ অনিষ্টপাত কোন্ কার্য্যের ফল? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমরা যে মহাযশাঃ মণিভদ্র ও যক্ষাধিপতি শ্রীমান্ কুবেরের পূজা করি নাই কিংবা অগ্রে বিঘ্নকর্ত্তাদিগের পূজা করা হয় নাই অথবা যাত্রাকালে যে অমঙ্গল দর্শন করিয়াছিলাম, ইহা তাহারই ফল। আমাদের গ্রহ ত বিপরীত নহে, তবে কি নিমিত্ত এরূপ দুর্ঘটনা হইল?" ঐ বণিক্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞাতিনাশ ও ধনক্ষয়জনিত দারুণ দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিল, "অদ্য যে উন্মত্তদর্শনা বিকৃতাকারা নারী অমানুষ রূপ ধারণপূর্ব্বক আমাদের মহাসার্থে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই দারুণমায়া-প্রভাবে এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। সেই কামিনী রাক্ষসী হউক, যক্ষই হউক অথবা ভয়ঙ্করী পিশাচীই হউক, তাহার নিমিত্তই আমাদের এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি আমরা সেই সার্থনাশিনী অনেকজনদুঃখদায়িনী পাপীয়সীকে পুনরায় দেখিতে পাই, তাহা হইলে অবশ্যই পাংশু, লোষ্ট্র, তৃণ, কাষ্ঠ ও মুষ্টি দ্বারা তাহার প্রাণসংহার করিব।"

দীনা দময়ন্তী তাহাদের এইরূপ দারুণবাক্য-শ্রবণে সাতিশয় লজ্জিত, ভীত ও আপনার ভাবী নিগ্রহের আশঙ্কায় একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া সেই অরণ্যের অভ্যন্তরে পলায়ন করত মনে মনে পরি-দেবন করিতে লাগিলেন, "হায়! আমার উপর বিধাতার কি দারুণ কোপ জন্মিয়াছে! কোন বিষয়েই আমার মঙ্গল নাই; ইহা কোন্ কুকর্ম্মের ফল, বলিতে পারি না। আমি কায়মনোবাক্যে কখন কাহারও অণুমাত্র অনিষ্টাচরণ করি নাই; তবে কি নিমিত্ত এমন দারুণ দুর্ব্বিপাকে নিপতিত হইলাম? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপাচরণ করিয়াছি, তন্নিমিত্তই এই অপার বিপৎ-সাগরে মগ্ন হইলাম। ভর্ত্তার রাজ্যাপহরণ, স্বজনের নিকট পরাভব, পতিবিচ্ছেদ, অপত্যদ্বয়ের অদর্শন, অনাথা ও বহুবিধ ভীষণ হিংস্র জন্তুসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে বাস; ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে? হায়! কি নিগ্রহ! আমি এই নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে যদৃচ্ছাগত যে সমস্ত মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-ছিলাম, তাহারাও আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ করিসংমর্দ্দে নিহত হইল। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, কাল পরিপূর্ণ না হইলে কেহই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয় না, ইহা যথার্থ; যেহেতু, এই ভয়ানক করিসংমর্দ্দে প্রায় সমুদয় সার্থ বিনষ্ট হইল, কিন্তু এই দুঃখিনী জীবিত রহিল। নিশ্চয়ই আমাকে চিরকাল দারুণ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন থাকিতে হইবে। মানবগণের সুখ-দুঃখ ও শুভাশুভ সকলই দৈবায়ত্ত, তাহার সন্দেহ নাই আমি বাল্যকালেও কখন কায়মনোবাক্যে কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই, তবে কেন এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম? আমার স্বয়ংবর-সময়ে সমুদয় লোকপালগণ সমাগত হইয়াছিলেন; আমি নলকে বরণ করিবার মানসে তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম; বোধ করি, তাঁহাদের প্রভাবেই আমার এই দুর্ব্বিষহ বিয়োগ-যন্ত্রণা সমুপস্থিত হইয়াছে।" বরবর্ণিনী পতিব্রতা

নলকামিনী এইরূপে বহুবিধ বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে হতাবশিষ্ট সার্থগণ কাহার ভ্রাতা, কাহার পিতা, কাহার পুত্র, কাহার বা বন্ধু নিহত হইয়াছে বলিয়া যৎপরোনাস্তি শোক করত তথা হইতে বিনির্গত হইল। পতিব্রতা দময়ন্তীও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি সমস্ত দিন গমন করিয়া সায়াহ্নে চেদিদেশাধিপতি সত্যদর্শী মহারাজ সুবাহুর নগরে সমুপস্থিত হইলেন। অর্দ্ধবস্ত্রসংবীতা দময়ন্তী পতিবিরহে নিতান্ত বিহ্বলা, মলিনবর্ণা, মুক্তকেশপাশা ও অতিকৃশা হইয়াছিলেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় জনগণসমক্ষে পুরপ্রবেশ করিতেছিলেন দেখিয়া গ্রামীণ শিশুসকল তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক কুতূহলে গমন করিতে লাগিল। দময়ন্তী সেই বালবৃন্দে পরিবৃত হইয়া গমন করত রাজভবনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

রাজমাতা ঐ সময়ে প্রাসাদের উপরিভাগে আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি দময়ন্তীর সেই দুরবস্থা দর্শনে কারুণ্যরসে একান্ত আক্রান্ত হইয়া ধাত্রীকে কহিলেন, "ঐ দেখ, এক উন্মত্তবেশা নিতান্ত দুঃখিতা শরণার্থিনী বালা গমন করিতেছে। ঐ আয়তলোচনা কামিনীকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় বোধ হইতেছে, উহার রূপলাবণ্যে আমার ভবন বিদ্যোতিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, জনগণ উহাকে বিরক্ত করিতেছে, অতএব তুমি শীঘ্র উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর।" ধাত্রী তাঁহার আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ গমনপূর্ব্বক সেই জনতা নিবারণ করত দময়ন্তীকে লইয়া প্রাসাদস্থ রাজমাতার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল এবং তাঁহার অসামান্য রূপসন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে! তুমি কে? কাহার পত্নী? ঈদৃশী দুরবস্থাতেও তোমার অঙ্গলাবণ্য জলদ-নিবাসিনী সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে; তোমার অঙ্গে কিছুমাত্র আভরণ নাই, তথাপি তোমার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য বলিয়া বোধ হইতেছে; তুমি অসহায়া; জনতা তোমারে নিয়ত বিরক্ত করিতেছিল, তথাপি তোমার কিছুমাত্র উদ্বেগ লক্ষিত হইতেছে না।"

দময়ন্তী ধাত্রীর বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে কহিলেন, "ভদ্রে! আমি মানুষী, পতিব্রতা, সৎকুলোদ্ভবা সৈরিন্ধ্রী; কেবল ফলমূল ভক্ষণ করিয়া থাকি এবং যে স্থানে সায়ংকাল সমুপস্থিত হয়, সেই স্থানেই অবস্থান করি। আমার ভর্ত্তা অসংখ্য গুণে গুণবান্, তিনি আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; আমিও ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতাম। দৈবদুর্ব্বিপাক অখণ্ডনীয়; আমার স্বামী অশেষগুণে গুণবান্ হইয়াও হঠাৎ দ্যূতক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় রাজ্যধন দুরোদরমুখে বিসর্জ্জন দিয়া পরিশেষে একাকী একমাত্র বসন পরিধানপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় বনে গমন করিলেন; আমিও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করত তাঁহার অনুগমন করিলাম। তিনি একদা বনমধ্যে ক্ষুধায় একান্ত কাতর ও বিচেতনপ্রায় হইয়া কোন কারণবশতঃ সেই একমাত্র বসনেও বঞ্চিত হইলেন, আমিও একমাত্র বসন পরিধান করিয়া সেই উন্মত্তদর্শন উলঙ্গ পতির অনুগমন করত জাগ্রদবস্থায় কতিপয় যামিনী যাপন করিলাম। এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে একদা আমি নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিলাম, তিনি সেই অবসরে আমার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদনপূর্ব্বক সেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। আমি তদবধি দহ্যমানচিত্তে দিনযামিনী স্বামীর অন্বেষণ করিতেছি; সেই কমলগর্ভাভ, অমরতুল্য, প্রিয় প্রাণেশ্বর যে কোথায় আছেন, তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান করিতে পারি নাই।" পতিপ্রাণা দময়ন্তী এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

রাজমাতা, দময়ন্তীর পরিদেবনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি আমার নিকট বাস কর, আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি। আমার অধীন-পুরুষেরা তোমার স্বামীর অন্বেষণ করিবে অথবা তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতেও স্বয়ং এ স্থলে সমুপস্থিত হইতে পারেন, যে কোন প্রকারে হউক, তুমি এই স্থানে থাকিয়া স্বীয় স্বামীর সন্দর্শন লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।"

পতিব্রতা দময়ন্তী রাজমাতার বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, "হে বীরপ্রসবিনি! আমি আপনার নিকট বাস করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমার কতিপয় নিয়ম আছে, তাহা আমাকে অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পাদধাবন করিতে পারিব না এবং কোন পুরুষের সহিত কথা কহিব না। যদি কোন পুরুষ আমাকে প্রার্থনা করে, আপনি তাহার বিধিমত দণ্ড করিবেন; তাহাতেও ক্ষান্ত না হইলে পরিশেষে তাহার প্রাণদণ্ড করিতে হইবে, এই আমার ব্রত। আর আপনি আমার পতির অন্বেষণার্থ যে ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা সমাগত হইলে আমি স্বয়ং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব। এই নিয়মগুলি রক্ষা হইলেই আমি আপনার নিকট বাস করিতে পারি, অন্যথা হইলে কদাচ এ স্থানে থাকিতে পারিব না।"

রাজমাতা দময়ন্তীর বাক্যশ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ভদ্রে! তোমার এই সমস্ত নিয়ম যাহাতে রক্ষা হয়, আমি তাহাই করিব।" অনন্তর তিনি স্বীয় দুহিতা সুনন্দাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সুনন্দে! এই দেবরূপিণী কন্যা সৈরিন্ধ্রী। ইনি তোমার সমবয়স্কা; অতএব তুমি ইহাঁকে সখীভাবে বরণ কর। তুমি নিরুদ্বিগ্ন-মনে সর্ব্বদা ইহার সহিত আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করিবে।" সুনন্দা স্বীয় জননীর বাক্যানুসারে দময়ন্তীকে লইয়া সখীগণ-সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। পতিপরায়ণা দময়ন্তী তথায় যথাবিধি সমাদৃত হইয়া নানা প্রকার ভোগ্য-বস্তু উপভোগ করত নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে রাজা দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া এক মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, ঐ বনে দারুণ দাবানল প্রজ্বলিত হইতেছে। সেই অনলমধ্য হইতে কোন প্রাণীর "হে পুণ্যশ্লোক নল! শীঘ্র আসিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর," এইরূপ চীৎকার-শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে বারংবার প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি 'ভয় নাই' বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দাবানলমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড-কলেবর ভুজঙ্গ কুণ্ডলাকার হইয়া তথায় শয়ান রহিয়াছে। নাগরাজ নিষধরাজকে সন্দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পান্বিত-কলেবরে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, "হে রাজন্! আমি নাগবংশসম্ভূত, আমার নাম কর্কোটক। একদা মহাতপাঃ দেবর্ষি নারদকে প্রবঞ্চনা করাতে তিনি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া আমাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, 'তুমি অদ্যাবধি স্থাবরের ন্যায় চলৎশক্তিরহিত হইয়া এই স্থানেই অবস্থিতি কর। মহারাজ নল যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত হইয়া তোমাকে এ স্থান হইতে অপনীত করিলেই তুমি আমার শাপ হইতে মুক্ত হইবে।' হে রাজন্! আমি সেই মহর্ষির শাপপ্রভাবে তদবধি একপদও চলিতে পারি না। আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি আপনাকে শ্রেয়স্কর উপদেশ প্রদান করিব ও আপনার সখা হইব। হে রাজন্! নাগবংশে আমার সমান আর কেহই নাই। আমাকে শীঘ্র এ স্থান হইতে লইয়া স্থানান্তরে গমন করুন। আমাকে বহন করিতে আপনার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, আমি এক্ষণেই সাতিশয় লঘুভারসম্পন্ন হইব।" নাগরাজ এই বলিয়া অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইলে মহারাজ নল তাহাকে লইয়া নিরগ্নি প্রদেশে প্রস্থান করিলেন; দাবানলও আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইল, নল-রাজার অঙ্গস্পর্শও করিল না।

এইরূপে মহারাজ নল সর্পরাজ কর্কোটককে দাবদাহ হইতে উদ্ধার করিয়া পরিত্যাগ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে নাগরাজ তাঁহাকে কহিল, "হে নৈষধ! আপনি কতিপয় পদ গণনা করত গমন করুন, তাহা হইলে আমি যৎপরোনাস্তি উপকার করিব।" নল-রাজা নাগের নিদেশানুসারে গণনাপূর্ব্বক পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দশম পদ পরিপূর্ণ হইবামাত্র কর্কোটক তাঁহাকে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূর্ব্বতনরূপ এককালে তিরোহিত

হইল। মহারাজ নল তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

তখন নাগরাজ কর্কোটক স্বীয় রূপধারণপূর্ব্বক নলকে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগল, "হে মহারাজ! মানবগণ আপনাকে চিনিতে পারিবে না বলিয়াই আমি আপনার রূপ তিরোহিত করিয়াছি। হে রাজন্! যে ক্রূর আপনাকে ঈদৃশ দুঃখ প্রদান করিতেছে, সেই দুরাত্মা আমার বিষ-প্রভাবে অতি কষ্টে আপনার শরীরে বাস করিবে। ঐ মন্দাত্মা যাবৎ আপনাকে পরিত্যাগ না করিবে, তাবৎকাল আমার তীক্ষ্ণ বিষে জর্জ্জরিত হইতে থাকিবে। সেই পাপাত্মা ক্রোধ এবং অসূয়াপরবশ হইয়া নিরপরাধে আপনাকে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছে; কিন্তু আমি আপনাকে রক্ষা করিলাম। হে রাজন্! আমার প্রসাদে দংষ্ট্রিগণ, শত্রুগণ বা ব্রহ্মবিদ্গণ হইতে আপনার কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না, বিষনিমিত্তক ক্লেশও অনুভব হইবে না এবং আপনি সর্ব্বদা সংগ্রামে শত্রুসকলকে পরাজয় করিতে পারিবেন। হে নিষধরাজ! আপনি এক্ষণে রমণীয় অযোধ্যা-নগরীতে ইক্ষ্বাকুবংশ-প্রভব রাজা ঋতুপর্ণের নিকট গমন করুন। তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিবেন, আমি সারথি, আমার নাম বাহুক। মহারাজ ঋতুপর্ণ দ্যূতক্রীড়ায় সাতিশয় সুনিপুণ; তিনি আপনার নিকট অশ্বচালন-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহার বিনিময়স্বরূপ স্বীয় অক্ষবিদ্যা আপনাকে প্রদানপূর্ব্বক আপনার পরম মিত্র হইবেন। আপনি অক্ষবিদ্যায় সুনিপুণ হইলে শ্রেয়োলাভপূর্ব্বক ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা ও রাজ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যসকল পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই; শোক করিবেন না। আর যখন আপনার স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা হইবে, তখন আমাকে স্মরণ ও এই বসন পরিধান করিলেই আপনি স্বকীয় পূর্ব্বরূপ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবেন।"

কর্কোটক এই বলিয়া নলকে দিব্য বসনযুগল প্রদান ও প্রণয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইল।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে কর্কোটক নাগ অন্তর্হিত হইলে নিষধরাজ নল মহারাজ ঋতুপর্ণের নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি দশম দিবসে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহারাজ! আমার নাম বাহুক; এই ভূমণ্ডলে অশ্বচালনায় আমার সদৃশ ব্যক্তি কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি সকল বিষয়েই বিলক্ষণ নিপুণ; অর্থকৃচ্ছ্র সমুপস্থিত হইলে আমি তাহার প্রতিবিধানের সৎপরামর্শ প্রদান এবং অন্য অপেক্ষা বিশেষরূপে অন্ন সংস্কার করিতে পারি। হে মহারাজ! এই লোকে যাবতীয় শিল্প ও অন্যান্য সুদুষ্কর কর্ম্ম আছে, সেই সমুদয় সম্পাদন করিতে সবিশেষ যত্ন করিব, আপনি আমাকে প্রতিপালন করুন।"

মহারাজ ঋতুপর্ণ তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, "হে বাহুক! তুমি এই স্থানে পরমসুখে বাস কর। তুমি যাহা যাহা কহিলে, এখানে থাকিয়া তৎসমুদয়ই করিতে পারিবে, বিশেষতঃ আমার শীঘ্র-গমনে অত্যন্ত অভিলাষ, অতএব তুমি অদ্যাবধি আমার অশ্বাধ্যক্ষ হইয়া যাহাতে আমার অশ্বগণ শীঘ্রগামী হয়, এমত উপায় স্থির কর; আমি তোমাকে মাসিক দশ সহস্র সুবর্ণ বেতন প্রদান করিব। এই বার্ষ্ণেয় ও জীবল নিত্য তোমার পরিচর্য্যা করিবে, তুমি এই দুই জনের সহিত আমোদ-প্রমোদ করত স্বচ্ছন্দে আমার অধিকারে থাকিয়া কালযাপন কর।"

নলরাজা ঋতুপর্ণের আদেশানুসারে বার্ষ্ণেয় ও জীবল-সমভিব্যাহারে পরমসমাদৃত হইয়া তাঁহার নগরে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় প্রণয়িনী বিদর্ভরাজদুহিতা দময়ন্তীকে স্মরণ করত প্রত্যহ সায়ংকালে এই কথা কহিতেন, 'হায়! সেই নিরুপায়া কামিনী ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কোথায় শয়ান রহিয়াছে ও এই মন্দভাগ্যকে স্মরণ করত জীবিকানির্ব্বাহার্থ কাহার উপাসনা করিতেছে?'

জীবল প্রতিদিন সায়ংকালে নলের মুখে এই কথা শুনিয়া একদা রজনীযোগে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে বাহুক! তুমি প্রত্যহ যে কামিনীর নিমিত্ত অনুশোচন কর, সে কে? কাহার পত্নী? উহা শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।"

নল কহিলেন, "হে জীবল, কোন মূঢ়মতি ব্যক্তির এক বহু গুণবতী রমণী ছিল। ঐ মন্দবুদ্ধি কোন কারণবশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে তাহার শোকে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে ও অবিশ্রামে দিবারাত্র ভ্রমণ করিতেছে। সেই মূঢ়মতিই যামিনীযোগে আপনার প্রণয়িনীকে স্মরণ করত ঐ কথা বলে। সেই হতভাগ্য নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কোন স্থানে কোন অনুচিত কার্য্য অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিতেছে। আহা! সেই দুঃখিনী রমণী অরণ্যমধ্যে অতি কষ্টেও স্বীয় স্বামীর অনুগামিনী ছিল; কিন্তু সেই হতভাগ্য পুরুষ তাদৃশ নির্জ্জন অরণ্যমধ্যেও উহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। ঐ কামিনী একে মার্গানভিজ্ঞ, তাহাতে আবার ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত; এক্ষণে সেই হিংস্রক জন্তুপরিপূর্ণ নির্জ্জন কাননে পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কি কষ্টেই কালযাপন করিতেছে! হায়! তাদৃশ দুর্গম স্থানে সে কি জীবিত রহিয়াছে? বলিতে পারি না!"

এইরূপে মহারাজ নল দময়ন্তীকে স্মরণ করত অজ্ঞাতরূপে মহারাজ ঋতুপর্ণের নিকেতনে বাস করিতে লাগিলেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে রাজন্! এইরূপে রাজ্যাপহরণানন্তর মহারাজ নল ও তাঁহার পত্নী দময়ন্তী দাসভাবাপন্ন হইলে বিদর্ভাধিপতি ভীম জনশ্রুতিতে ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অনেকানেক ব্রাহ্মণগণকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বহুতর অর্থ প্রদানপূর্ব্বক কহিয়া দিলেন যে, "তোমরা নল ও আমার দুহিতা দময়ন্তীর অন্বেষণ কর। তোমাদের মধ্যে যে কেহ নল ও দময়ন্তীকে এ স্থানে আনয়ন করিতে পারিবে, তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ সহস্রসংখ্যক গো ও নগরতুল্য এক গ্রাম প্রদান করিব। যদি উহাঁদিগকে এখানে আনয়ন করা নিতান্ত দুষ্কর বোধ হয়, তথাপি তাঁহাদের সমাচার প্রদান করিতে পারিলেও সহস্র গোধন প্রদান করিব।" ব্রাহ্মণগণ ভীম-নরপতির বাক্যশ্রবণে যৎপরোনাস্তি হৃষ্টচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। তাঁহারা অনেকানেক নগর ও রাজ্যমধ্যে নল এবং দময়ন্তীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায়ও তাঁহাদিগের অনুসন্ধান পাইলেন না।

উহাঁদিগের মধ্যে সুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে সুরম্য চেদি-নগরীতে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় অন্বেষণ করিতে করিতে রাজভবনে রাজার পুণ্যাহবাদিনী, সুনন্দাসমভিব্যাহারিণী দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। অপ্রতিমরূপশালিনী বৈদর্ভী পতিবিরহে ধূমাবলিজড়িত পাবকপ্রভার ন্যায় নিতান্ত মলিনা ও সাতিশয় ক্ষীণা হইয়াছিলেন। সুদেব তাঁহার লক্ষণ দর্শনে 'এই দময়ন্তী' বলিয়া তর্ক করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'ইহাঁকে আমি পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে সেইরূপই দৃষ্ট হইতেছে। অদ্য সর্ব্বলোককমনীয়া, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এই কামিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। এই চারুবৃত্ত-পয়োধরা, পূর্ণচন্দ্রসদৃশী, শ্যামা কামিনী স্বীয় রূপলাবণ্যে দশদিক্ আলোকময় করিতেছে। এই পদ্মপত্রবিশালাক্ষী সাক্ষাৎ রতিসদৃশী রমণী পূর্ণচন্দ্রপ্রভার ন্যায় সমস্ত লোকেরই অভীষ্ট। এই রত্নগ্রহোচিতা, রূপগুণসম্পন্না, সুকুমারী নৃপকুমারী পতিবিরহে রাহুগ্রস্ত সুধাকরসনাথ পৌর্ণমাসীর নিশার ন্যায়, শুষ্কতোয়া তটিনীর ন্যায় ও বিদর্ভরূপ সরোবরে কারকরপরামৃষ্টা, বিশুষ্কপত্রকুসুমা, পঙ্কমলিনা স্থানভ্রষ্ট নলিনীর ন্যায় নিতান্ত কান্তিশূন্য হইয়া রহিয়াছেন। এই ঔদার্য্যগুণশালিনী ভূষণবিরহিণী কামিনী কামভোগবিবর্জ্জিত, প্রিয়বিরহিত ও বন্ধুজনবিহীন হইয়া আতপতাপতাপিত ছিন্ন কমলিনীর

ন্যায়, নীলাভ্রসংবৃত নবীন চন্দ্রলেখার ন্যায় নিতান্ত মলিন ও দিন দিন ক্ষীণ হইতেছেন; এক্ষণে কেবল ভর্ত্তৃদর্শনাকাঙ্ক্ষায় জীবনধারণ করিয়া কালযাপন করিতেছেন। পতিই নারীর প্রধান ভূষণ; এই কামিনী স্বাভাবিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন হইয়াও একমাত্র পতিবিরহে কিছুমাত্র শোভা পাইতেছেন না। কি আশ্চর্য্য! নল-রাজা ইহাঁর বিরহেও জীবনধারণ করিয়া আছেন, আজও শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। এই অসিতকেশা, কমললোচনা, নিতান্ত সুখোচিতা কামিনীকে দুঃখিতা দেখিয়া আমারও হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। হায়! এই বরবর্ণিনী কত দিনে ভর্ত্তৃসমাগম লাভ করিয়া দুস্তর দুঃখসাগরের পর-পার প্রাপ্ত হইবেন? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, রাজ্যভ্রষ্ট নিষধাধিপতি নল স্বীয় রাজ্য ও এই কামিনীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলে পরম পরিতুষ্ট হইবেন। মহারাজ নলই এই তুল্যশীলা, তুল্যবয়স্কা ও তুল্যাভিজনা কামিনীর উপযুক্ত পতি এবং এই সর্ব্বলোকললামভূতা দময়ন্তীই নলরাজার উপযুক্ত পত্নী। যাহা হউক, এক্ষণে এই পতিদর্শনলালসা, অননুভূত-পূর্ব্বদুঃখা, নিতান্ত দুঃখার্ত্তা, অমিতবীর্য্য-সম্পন্ন মহারাজ নলের পত্নীকে আশ্বাস প্রদান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।’

সুদেব মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া পরিশেষে দময়ন্তীর নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “বৈদর্ভি! আমি আপনার ভ্রাতার দয়িত সখা, আমার নাম সুদেব। মহারাজ ভীমের আদেশানুসারে আপনাকে অন্বেষণ করিতে এখানে আসিয়াছি। আপনার পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃগণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল; আপনার আয়ুষ্মান্ তনয় ও তনয়া তথায় কুশলে কালযাপন করিতেছে ও সমস্ত বন্ধুবর্গ আপনার নিমিত্ত মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছেন। শত শত ব্রাহ্মণগণ আপনার অন্বেষণে সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে।”

দময়ন্তী সুদেবের বাক্য-শ্রবণানন্তর তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় সুহৃদ্গণের সুসমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ভ্রাতৃসখার সন্দর্শনে সাতিশয় শোকাকুলিত হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সুনন্দা তাঁহাকে রোদন ও ব্রাহ্মণের সহিত একান্তে কথোপকথন করিতে দেখিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে স্বীয় জননীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, “মাতঃ! সৈরিন্ধ্রী এক ব্রাহ্মণের সহিত সমাগত হইয়া রোদন করিতেছে; যদি ইচ্ছা হয়, তবে তথায় উপস্থিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করুন।”

রাজমাতা সুনন্দার বাক্যশ্রবণানন্তর অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া সুদেব-সমভিব্যাহারিণী সৈরিন্ধ্রীর সমীপে সমুপস্থিত হইলেন ও সুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে বিপ্র! এই সীমন্তিনী কাহার ধর্ম্মপত্নী ও কাহার কন্যা? ইহা আমি জানিতে একান্ত অভিলাষ করি। বোধ হয়, আপনি ইহার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছেন; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট ইহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করুন।”

দ্বিজসত্তম সুদেব রাজমাতার বাক্যশ্রবণানন্তর সুখোপবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট দময়ন্তীর সমুদয় বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুদেব কহিলেন, “হে ভদ্রে! এই কামিনী বিদর্ভদেশাধিপতি ধর্ম্মাত্মা মহারাজ ভীমের দুহিতা; ইহাঁর নাম দময়ন্তী। ইনি মহীপতি বীরসেনের পুত্র পুণ্যশ্লোক নল-রাজার ভার্য্যা। নরপতি নল ভ্রাতার সহিত দ্যূতক্রীড়ায় সমুদয় রাজ্য পরাজিত হইয়া দময়ন্তী-সমভিব্যাহারে যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, কেহই জানে না। আমরা এই দময়ন্তীকে অন্বেষণ করিয়া সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটনপূর্ব্বক পরিশেষে আপনার পুত্রের ভবনে ইহাঁর সন্দর্শন পাইলাম। মনুষ্যলোকে ইহাঁর তুল্য রূপবতী কামিনী আর কেহই নাই। এই বরবর্ণিনীর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত পদ্মসন্নিভ স্বাভাবিক জটিলচিহ্ন মলসংবৃত হইয়া ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন চন্দ্রমার ন্যায়

অন্তর্হিত রহিয়াছে। বিধাতা ইহাঁকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিবার নিমিত্ত ভ্রূমধ্যে ঐ জটুলচিহ্ন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কামনার রূপ প্রতিপদের চন্দ্রকলার ন্যায় অদৃশ্যপ্রায় রহিয়াছে। ইহাঁর কলেবর সাতিশয় মলসমাবৃত ও অসংস্কৃত হইয়াও কাঞ্চনের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। যেমন ভস্মরাশিসমাচ্ছন্ন অনল উষ্মা দ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ ইহাঁর মলসমাবৃত শরীরকান্তি ও জটুলচিহ্ন-সন্দর্শনে ইহাঁকে দময়ন্তী বলিয়াই আমার প্রত্যভিজ্ঞা জন্মিয়াছে।"

সুনন্দা সুদেবের বাক্যশ্রবণানন্তর দময়ন্তীর ভ্রূমধ্যের মল-সকল অপনীত করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রূমধ্যস্থ জটুলচিহ্ন নির্ম্মল নভস্তলস্থিত শশাঙ্কের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। সুনন্দা ও রাজমাতা সেই জটুলচিহ্ন-সন্দর্শনে সাতিশয় কাতরা হইয়া রোদন করিতে করিতে দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাজমাতা বাষ্পগদগদবচনে বৈদর্ভীকে কহিলেন, "বৎসে! এই জটুলচিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি আমার ভগিনীর দুহিতা। তোমার মাতা এবং আমি দশার্ণ-দেশাধিপতি মহাত্মা সুদামা মহীপতির তনয়া। দশার্ণরাজ তোমার মাতাকে ভীমের হস্তে ও আমাকে বীরবাহুর হস্তে সমর্পণ করেন। আমি তোমাকে দশার্ণনগরে আমার পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। হে ভাবিনি! আমার ভবন তোমার পিতৃগৃহের তুল্য এবং আমার ঐশ্বর্য্য তোমার স্বীয় ধনসম্পত্তির সদৃশ।"

তখন দময়ন্তী প্রহৃষ্টমনে মাতৃস্বসার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "মাতঃ! যদিও এতাবৎকাল আপনি আমাকে জানিতেন না, আমিও আপনাকে বিশেষরূপে চিনিতে পারি নাই, তথাপি আপনার গৃহে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু উপযোগ করত পরমসুখে কালযাপন করিয়াছি; আপনিও আমাকে সাবধানে রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে এ স্থানে বাস করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সুখসম্ভোগে কালযাপন করিতে পারিব সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি বহুদিন হইল প্রবাসে রহিয়াছি, এই নিমিত্ত আমাকে পিতৃভবন-গমনে অনুমতি করুন। আমার তনয় ও তনয়া একে বালক, তাহাতে আবার পিতৃমাতৃবিরহে নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া তথায় রহিয়াছে; অতএব যদি আপনি আমার কিছুমাত্র প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে বাঞ্ছা করেন, তবে ত্বরায় আমাকে বিদর্ভনগরে প্রেরণ করুন।"

রাজমাতা, দময়ন্তীর বাক্য-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট ও সম্মত হইয়া স্বীয় পুত্রের মতানুসারে মহতী সেনাসমভিব্যাহারে বহুবিধ ভক্ষ্য, পানীয় ও পরিচ্ছদ প্রদানপূর্ব্বক মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহণ করাইয়া বৈদর্ভীকে তদীয় পিতৃভবনে প্রেরণ করিলেন। দময়ন্তী অচিরকালমধ্যে বিদর্ভদেশে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে দেখিয়া পরম পরিতুষ্টচিত্তে তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন। তখন ভীমতনয়া দময়ন্তী আপনার তনয়, তনয়া, মাতা-পিতা ও সমস্ত সখীগণকে কুশলী দেখিয়া যথাবিধানে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। ভীম-নরপতি স্বীয় তনয়া-সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সুদেবকে সহস্রসংখ্যক গো, গ্রাম ও প্রচুর-পরিমাণ ধন প্রদান করিলেন।

দময়ন্তী পিতৃগৃহে সেই রাত্রি বিশ্রাম করিয়া স্বীয় জননীকে কহিতে লাগিলেন, "মাতঃ! যদি আপনি আমাকে জীবিত রাখিতে অভিলাষ করেন, তবে শীঘ্র নরবীর নলের আনয়নে সচেষ্ট হউন।" রাজ্ঞী দময়ন্তীর সেই বাক্যশ্রবণে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন, কিছুই প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। তাঁহার তাদৃশী অবস্থা অবলোকনে অন্তঃপুরস্থ সমস্ত যোষাগণ হাহাকারশব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন রাজ্ঞী মহারাজ ভীমের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! তোমার তনয়া দময়ন্তী স্বীয় ভর্ত্তার নিমিত্ত অনুশোচন করিতেছে। সেই বালা লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে সমুদয় বৃত্তান্ত কহিয়াছে। অতএব তোমার কিঙ্করগণ শীঘ্র নলের অন্বেষণে গমন করুক।"

মহারাজ ভীম রাজ্ঞীর বচনশ্রবণে যৎপরোনাস্তি ব্যগ্র হইয়া নলের অন্বেষণনিমিত্ত আপনার অধিকারস্থ

ব্রাহ্মণগণকে চতুর্দ্দিকে গমন করিতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ রাজনিয়োগ-শ্রবণানন্তর দময়ন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজপুত্রি! আমরা নলান্বেষণে গমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি তখন দময়ন্তী তাঁহাদিগকে কহিয়া দিলেন, "হে বিপ্রগণ! আপনারা সমুদয় রাজ্যে সকল সভামধ্যে পুনঃ পুনঃ এই কথা কহিবেন যে, 'হে শঠ! ত্বদীয় প্রণয়িনী তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত, তুমি অরণ্য-মধ্যে নিদ্রাবস্থায় তাহার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ? তুমি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছিলে, সে তাহাই প্রতিপালনপূর্ব্বক তোমার প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতেছে। সেই কামিনী অর্দ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দিনযামিনী কেবল শোকসন্তপ্ত-চিত্তে রোদন করিতেছে; অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান কর।' হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এই কথা এবং এইরূপ অন্য অন্য কথাও কহিবেন, তাহা হইলে আমার প্রতি তাঁহার অনুকম্পার উদয় হইতে পারে; যেহেতু, অনল সমীরণ-কর্ত্তৃক সমুত্তেজিত হইয়াই প্রবল-বেগে অরণ্য দগ্ধ করে। আপনারা আরও কহিবেন যে, পত্নীকে সতত রক্ষা ও প্রতিপালন করা পরিণেতার অবশ্য কর্ত্তব্য; তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কেন তাহার বিপরীতাচরণ করিলে? তুমি সর্ব্বত্রবিশ্রুত, প্রাজ্ঞ, কুলীন ও সদয়চিত্ত হইয়াও এক্ষণে কেবল আমারই দুর্ভাগ্যবশতঃ দয়া-শূন্য হইয়াছ; হে নাথ! আমার প্রতি সদয় হও; তুমি স্বয়ং আমাকে কহিয়াছ যে, অনৃশংসতা প্রধান ধর্ম্ম।' হে বিপ্রগণ! আপনাদিগের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া যিনি কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন, আপনারা তিনি কে, কোথায় থাকেন, সমৃদ্ধ কি নির্ধন, সমর্থ বা অসমর্থ এবং কি কর্ম্ম করেন, এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং তাঁহার প্রত্যুত্তরবাক্য উত্তমরূপে স্মরণ করত আমার নিকট আগমন করিয়া সমুদয় কহিবেন। হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমার নিদেশক্রমে ঐ কথা কহিতেছেন, ইহা যেন অন্যে না বুঝিতে পারে এবং আপনারা সাবধানে অতি সত্বরে কার্য্যসাধন করিয়া এ স্থানে প্রত্যাগমন করিবেন।"

তখন ব্রাহ্মণগণ দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্রূপ ব্যসনাপন্ন ভূপতি নলের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। তাঁহারা পুর, রাজ্য, গ্রাম, ঘোষ ও আশ্রম প্রভৃতি অনেকানেক প্রদেশে দময়ন্তীর এই বাক্য ঘোষণা করত নলকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! বহুকাল অতীত হইলে পর্ণাদনামা এক ব্রাহ্মণ নগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দময়ন্তীকে কহিলেন, "কল্যাণি! আমি নলের অন্বেষণ-প্রসঙ্গে একদা অযোধ্যানগরীতে উপনীত হইয়া মহারাজ ঋতুপর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ও আপনার আদেশানুসারে তাঁহার নিকট সেই সকল বাক্য বারংবার অবিকল বর্ণন করিলাম; কিন্তু তিনি বা তাঁহার পারিষদ্বর্গ কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। অনন্তর আমি ভূপতির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিতেছি, এই অবসরে বাহুক-নামা এক রাজপুরুষ আমাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিল; সে দেখিতে অতি বিরূপ ও হ্রস্ব-বাহু, রাজার সারথ্যস্বীকার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছে। সে ব্যক্তি অতি দ্রুতবেগে অশ্ব-চালনা ও সুপ্রণালীক্রমে ভোজনসামগ্রী সকল উত্তম-রূপে প্রস্তুত করিতে পারে।

বাহুক ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ ও অনর্গল অশ্রুজলবিসর্জ্জন করত আমাকে কুশল-প্রশ্নপূর্ব্বক কহিল, 'কুলকামিনীগণ বিষমদশাপ্রাপ্ত হইলেও স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করে; এই নিমিত্ত ঐ সকল পতিপরায়ণা নিঃসন্দেহ স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। তাহারা ভর্ত্তৃবিরহিত হইলেও কদাচ ক্রোধাবিষ্ট হয় না, প্রত্যুত সৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক, আপনার প্রাণরক্ষা করে। অতএব সেই নলরাজা তাদৃশ বিষমদশাগ্রস্ত

ও সুখপরিভ্রষ্ট হইয়া মুগ্ধহৃদয়ে দমযন্তীকে যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দময়ন্তীর ক্রোধ করা কোন ক্রমে উচিত নহে। নল-নৃপতি পক্ষিগণকর্ত্তৃক হৃতবসন ও মনঃপীড়ায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অতি-কষ্টে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন; এক্ষণে তাঁহার উপর ক্রোধ করা দময়ন্তীর উচিত নহে। নলরাজা দময়-ন্তীর প্রতি আদরই প্রকাশ করুন বা অনাদরই প্রকাশ করুন, তথাচ তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন, ক্ষুধিত ও একান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধ করা কোন-ক্রমেই দময়ন্তীর উচিত নহে।' আমি বাহুকমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া ত্বরিতগমনে এই স্থানে আগমন করি-লাম; এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে যাহা বিবেচনা করেন।"

এই সকল কথা শুনিয়া দময়ন্তী বাষ্পাকুললোচনে নির্জ্জনে জননীসন্নিধানে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন, "মাতঃ! আপনি এই কথা কদাচ পিতার কর্ণগোচর করিবেন না। আমি দ্বিজ-সত্তম সুদেবকে এক্ষণে আপনার নিকট আনয়ন করিব; কিন্তু যদি আপনার মদীয় প্রিয়কার্য্যসাধন করিবার বাসনা থাকে, তবে যাহাতে পিতা এই বিষ-য়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারেন, তাহাই করিতে হইবে। হে মাতঃ! সুদেব যেরূপ আমাকে বান্ধব-সন্নিধানে আনয়ন করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি সেইরূপে অনতিবিলম্বে নলের প্রত্যানয়নার্থ নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাত্রা করুন।"

অনন্তর দময়ন্তী পর্ণাদকে বিশ্রান্ত ও গতক্লম দেখিয়া প্রার্থনাধিক অর্থদান দ্বারা অর্চ্চনা করত কহিলেন, "হে দ্বিজবর! নলরাজা আগমন করিলে আমি পুনরায় আপনাকে অর্থ প্রদান করিব। আপনি আমার অসীম উপকার করিয়াছেন, এরূপ আর কেহই করিবে না। আমি আপনারই প্রসাদে অবিলম্বে স্বামিসমাগম-লাভ করিব।" ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক দময়ন্তীকে আশ্বাসিত করিয়া কৃতার্থ-ম্মন্য-চিত্তে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দময়ন্তী দুঃখিতমনে মাতৃসন্নিধানে সুদেবকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "হে সুদেব! তুমি কামগামীর ন্যায় শীঘ্র অযোধ্যানগরীতে উপনীত হইয়া মহারাজ ঋতুপর্ণকে কহিবে যে, ভীমসুতা দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ংবর হইবে; অনেকানেক রাজা ও রাজপুত্রগণ স্বয়ংবর-সভায় গমন করিতেছেন। আগামী কল্য স্বয়ংবরের দিন নির্দ্দিষ্ট আছে। দময়ন্তী দিবাকর সমুদিত হইলেই দ্বিতীয় ভর্ত্তাকে বরণ করিবেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র গমন করুন। নলরাজা জীবিত আছেন কি না, দময়ন্তী ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া ঈদৃশ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি সুদেবকে বিদায় দিলেন। অনন্তর সুদেব ঋতুপর্ণসন্নিধানে সমুপনীত হইয়া আদ্যোপান্ত দময়ন্তী-বাক্য-সকল নিবেদন করিলেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায়

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! রাজা ঋতুপর্ণ সুদেব-মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাহুককে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, "হে অশ্ববিদ্যাবিশারদ! আমি শুনিলাম, দময়ন্তীর পুনঃ-স্বয়ংবর সমুপস্থিত; তদুপ-লক্ষে আমি এক দিবসমধ্যে বিদর্ভ নগরীতে উপস্থিত হইতে অভিলাষ করি; এ বিষয়ে তুমি কি বিবেচনা কর?" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র নলরাজার হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি চিন্তা করিতে লাগি-লেন, 'দময়ন্তী দুঃখবিমোহিত হইয়া যথার্থতই ঐরূপ অনুষ্ঠান করিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয়, আমার নিমিত্তই এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। হা! আমি তৎকালে একান্ত অনুরাগিণী সহধর্ম্মিণীকে প্রতারণা করিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্রের ন্যায় কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। স্ত্রীলোকের স্বভাব অতিচঞ্চল; আমারও দোষ অতি নিদারুণ; সুতরাং দময়ন্তী চিরবিরহে তাদৃশ অসাধারণ অনুরাগ এককালে বিস্মৃত হইয়া পুনঃ-স্বয়ংবরের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু দময়ন্তী পতিবিয়োগজনিত শোক ও নৈরাশ্যে সাতিশয় উৎকণ্ঠিতা আছে; বিশেষতঃ আমার ঔরসে তাহার দুইটি সন্তান জন্মিয়াছে; ইহাতে বোধ হয়, স্বয়ংবরসংক্রান্ত কিংবদন্তী

নিতান্ত অমূলক। যাহা হউক, তথায় উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্য সম্যক্ অবগত হইব। এক্ষণে আমার স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ঋতুপর্ণ-রাজার মনোরথ পূর্ণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।’

বাহুক মনে মনে এইরূপ সন্ধান্ত স্থির করিয়া অতি দীনমনে কৃতাঞ্জলিপুটে ঋতুপর্ণ-রাজাকে কহিলেন, “মহারাজ! আমি আপনার বাক্যে অনুমোদন করিতেছি, এক দিবসমধ্যেই আপনাকে লইয়া বিদর্ভনগরীতে উপস্থিত হইব।” অনন্তর নৃপতির আদেশানুসারে অশ্বশালায় গমন করিয়া অশ্বগণের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে রাজার ব্যগ্রতায় শশব্যস্ত হইয়া বারংবার বিচার ও পরীক্ষা করত কয়েকটি গমনপটু কৃশ অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন। ঐ অশ্বসকল তেজোবল-সংযুক্ত, উৎকৃষ্ট-জাতি-সম্ভূত, সুশিক্ষিত, সিন্ধুদেশজাত, হীনলক্ষণ-বিবর্জ্জিত, মারুত-গামী ও দশ আবর্ত্তে অলঙ্কৃত; তাহাদিগের হনুদেশ বিস্তীর্ণ ও প্রোথ অতিপৃথু।

ঋতুপর্ণ-রাজা ঐ সকল অশ্বকে দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, “অহে বাহুক! তুমি কি আমার প্রার্থনাসিদ্ধিবিষয়ে প্রতারণা করিতেছ? এই সকল অল্পপ্রাণ ও হীনবল হয়গণ কিরূপে এই দুর্গম বর্ত্ম অতিক্রম করিবে?” বাহুক কহিলেন, “মহারাজ! এই সকল অশ্বের ললাটদেশে একটি, মস্তকে দুইটি, পার্শ্ব ও উপপার্শ্বে চারিটি, বক্ষঃস্থলে দুইটি ও পশ্চাদ্‌ভাগে একটি, এই দশটি আবর্ত্ত আছে। নিঃসংশয়ে কহিতেছি, ইহারাই বিদর্ভ-দেশে গমন করিতে সমর্থ হইবে। অথবা আপনি যে সকল অশ্বগণকে মনোনীত করিবেন, তাহাদিগকেই আমি যোজনা করি। ঋতুপর্ণ-রাজা কহিলেন, “হে বাহুক! তুমি অশ্বপরীক্ষায় দক্ষ, অতএব তুমি যাহাদিগকে কার্য্যক্ষম বিবেচনা করিবে, অবিলম্বে তাহাদিগকেই রথে যোজনা কর।”

তখন বাহুক সুজাতিজাত, সুশিক্ষিত ও বেগগামী তুরঙ্গমচতুষ্টয় রথে যোজনা করিলে, রাজা সত্বরে রথোপরি আরোহণ করিলেন। অশ্বরত্নসকল জানু সঙ্কোচ করিয়া ভূতলে নিপাতত হইল। নরবর রাজা নল তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও বার্ষ্ণেয় সারথিকে রথে আরোপিত করিয়া স্বয়ং বল্গাগ্রহণপূর্ব্বক বায়ুবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ প্রণালীক্রমে চালিত হইয়া গগনমার্গে উত্থিত হইলে অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণ তাহাদিগের বেগাতিশয্য সমবলোকনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। বার্ষ্ণেয় সারথি রথের অনির্ব্বচনীয় শব্দ ও বাহুকের তাদৃশ হয়-সংগ্রহবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহার অশ্ববিদ্যার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল, ‘বোধ হয়, ইনি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সারথি মাতলি। কারণ, এই মহাবীরের বাহুতে তদীয় সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে অথবা অশ্বকুলতত্ত্বজ্ঞ শালিহোত্র পরমশোভন মানুষকলেবর পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন কিংবা ইনি পরপুরঞ্জয় নল-রাজা; কারণ, তিনি যেরূপ অশ্ববিদ্যাবিশারদ, বাহুকও তদ্রূপ সুশিক্ষিত। বাহুক বয়ঃক্রম ও অশ্ববিজ্ঞানবিষয়ে নল-রাজার তুল্য লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু ইনি নল-রাজা নহেন; তৎসদৃশ অন্য কোন মহাত্মা হইবেন; কারণ, কত শত লোক দৈববিধানানুসারে অথবা শাস্ত্রোক্ত নিয়মাবলম্বী হইয়া প্রচ্ছন্নবেশে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। বাহুক নল অপেক্ষা নিতান্ত বিরূপ ও শারীরিক পরিমাণবিষয়েও একান্ত পরিহীন। যদি বয়ঃক্রম তুল্য, তথাপি রূপাদিতে সম্যক্ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে নল-রাজার যে সকল অসাধারণ গুণ আছে, বোধ হয়, বাহুকেরও সেই সকল গুণ থাকিতে পারে।” সারথি বার্ষ্ণেয় মনে মনে এইরূপ বিচার ও চিন্তা করিয়া হর্ষসাগরে মগ্ন হইল, রাজা ঋতুপর্ণ বাহুকের অসাধারণ হয়জ্ঞতা, তাদৃশ হয়সংগ্রহ, একাগ্রচিত্ততা, উৎসাহ ও দৃঢ়তর যত্ন নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! বাহুক গগনচারীর ন্যায় অনতিকালমধ্যে নদ, নদী, পর্ব্বত ও সরোবর সমস্ত অতিক্রম করিয়া মহাবেগে আকাশমার্গে গমন

করিতেছেন, এই অবসরে ঋতুপর্ণ-রাজার উত্তরীয়বস্ত্র অঙ্গ হইতে স্খলিত ও অধঃপ্রদেশে নিপতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বাহুককে কহিলেন, "হে বাহুক ! তুমি অশ্বের রশ্মি সংযত কর, আমার উত্তরীয়-বসন স্খলিত হইয়াছে; বার্ষ্ণেয় গিয়া উহা আনয়ন করিবে।" বাহুক কহিলেন, "হে মহারাজ ! আপনার উত্তরীয়-বস্ত্র অঙ্গচ্যুত হইয়া এক যোজন অন্তরে নিপতিত হইয়াছে, এক্ষণে উহা আহরণ করা নিতান্ত সুকঠিন।"

অনন্তর ঋতুপর্ণ-রাজা ফলপল্লবোপশোভিত এক বিভীতক-বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া শশব্যস্ত চিত্তে বাহুককে কহিলেন, "হে বাহুক ! গণনাবিষয়ে আমার উৎকৃষ্ট বল অবলোকন কর। সকলে সকল বিষয়ে পারদর্শী হইতে পারে না, এই সংসারে কাহারও সর্ব্বজ্ঞতা নাই ; এক পুরুষে জ্ঞানের সম্যক্ সমাবেশ থাকা নিতান্ত অসম্ভব। এই বিভীতক-বৃক্ষে যে সকল ফল ও পত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহা নিপতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক শত এক পত্র ও এক শত এক ফল ভূতলে পতিত রহিয়াছে; আর দুই শাখাতে পঞ্চকোটি পত্র আছে। ঐ শাখাদ্বয় ও অন্যান্য প্রশাখা অনুসন্ধান কর, তাহাতেই দুই সহস্র পঞ্চোনশত ফল আছে দেখিতে পাইবে।"

তখন বাহুক রথবেগ নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি যেমন পরোক্ষ-বিষয়ে শ্লাঘা করিতেছেন, আমি এইক্ষণেই বৃক্ষচ্ছেদনপূর্ব্বক উহার ফল ও পত্র-সমুদয় গণনা করিলে তদ্বিষয়ে আর পরোক্ষতা থাকিবে না। আমি আপনার সমক্ষেই এই বৃক্ষ ছেদন করিব। আপনি ফল ও পত্রের যে সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সংশয় জন্মিতেছে; এক্ষণে আপনার সম্মুখেই উহা গণনা করিয়া দেখিব। বার্ষ্ণেয় সারথি মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্ত অশ্বের রশ্মি গ্রহণ করুক।' ঋতুপর্ণ-রাজা কহিলেন, 'হে বাহুক ! এক্ষণে বিলম্বের আর অবসর নাই, সত্বরে বিদর্ভদেশে যাইতে হইবে।' বাহুক অতি যত্নপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ ! আপনি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন অথবা যদি নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তবে বার্ষ্ণেয় এই কল্যাণকর পথ অবলম্বন করিয়া আপনাকে বিদর্ভদেশে লইয়া যাউক।' রাজা কহিলেন, 'হে বাহুক ! তুমিই সারথি, এই পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সারথি আর নাই। ফলতঃ তুমি সারথ্য-কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছ বলিয়াই আমি বিদর্ভ-নগরীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আর প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। যদি অদ্য বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইয়া আমাকে সূর্য্যোদয় দর্শন করাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার সকল বাসনাই সম্পূর্ণ করিব।'

বাহুক কহিলেন, "মহারাজ ! আমি বৃক্ষের ফল-পত্র সংখ্যা না করিয়া বিদর্ভদেশে গমন করিব না, আপনাকে আমার এই কথাটি রক্ষা করিতে হইবে।' তখন নৃপতি অনিচ্ছাপূর্ব্বক বাহুককে কহিলেন, 'হে বাহুক! মৎসমাদিষ্ট শাখার একদেশমাত্র গণনা কর, তাহাতেই তুমি সম্পূর্ণ প্রীতিলাভ করিতে পারিবে।' রাজার আদেশানুসারে বাহুক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিভীতক-বৃক্ষচ্ছেদনপূর্ব্বক নৃপতিনির্দ্দিষ্ট ফল-পত্র সংখ্যা করত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কহিলেন, 'মহারাজ! আমি এক্ষণে আপনার এই লোকাতীত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিলাম। আপনি যে বিদ্যাপ্রভাবে উহা জানিতে পারিয়াছেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষুক হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।' তখন দ্রুতগমনোৎসুক মহারাজ ঋতুপর্ণ কহিলেন, 'হে বাহুক, আমি গণনাবিশারদ ও অক্ষহৃদয়জ্ঞ।' বাহুক কহিলেন, 'মহারাজ ! আপনি আমা হইতে অশ্ববিজ্ঞানবিদ্যা গ্রহণপূর্ব্বক তাহার বিনিময়স্বরূপ সংখ্যান-বিদ্যা প্রদান করুন।' রাজা ঋতুপর্ণ কার্য্যগৌরব ও অশ্ববিজ্ঞানবিদ্যালাভ-লোভে বাহুককে কহিলেন, 'হে বাহুক ! তুমি আমা হইতে এই বিদ্যা গ্রহণ কর, আমার অশ্ববিদ্যা এক্ষণে তোমাতেই নিক্ষিপ্ত থাকুক।' এই বলিয়া বাহুককে সেই বিদ্যা প্রদান করিলেন।

সেই অক্ষবিদ্যাপ্রভাবে দেহান্তর্গত দুরাত্মা কলি অনবরত কর্কোটক-বিষ উদ্গার করত নিষ্ক্রান্ত হইল ও তৎক্ষণাৎ দময়ন্তীর শাপ হইতে মুক্ত

হইয়া পরিশেষে পুনর্ব্বার পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইল। নল-রাজা অতি দীর্ঘকাল কলি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আত্মজ্ঞানশূন্য ও অচৈতন্যপ্রায় হইয়াছিলেন, এক্ষণে কলিকে সম্মুখীন দেখিয়া রোষকষায়িতলোচনে শাপ-প্রদানে উদ্যত হইলেন। কলি শঙ্কিত হইয়া কম্পিতকলেবরে ও কৃতাঞ্জলিপুটে নলরাজাকে কহিল, 'মহারাজ! ক্রোধ সংবরণ করুন, আমি আপনার এক মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিব। পূর্ব্বে যখন আপনি দময়ন্তীকে অরণ্যমধ্যে অকারণ পরিত্যাগ করেন, তৎকালে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করেন, তদবধিই আমি একান্ত দুঃখিত ও ভুজঙ্গবিষে জর্জ্জরিত হইয়া আপনার দেহাভ্যন্তরে অধিবাস করিতেছিলাম। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। যদি শরণাগত ও ভয়ার্ত্তকে অভিসম্পাত না করেন, তাহা হইলে এই জগতীতলে যে সকল মনুষ্য আপনার নামকীর্ত্তন করিবে, তদবধি তাহাদিগের প্রতি আর আমার অধিকার থাকিবে না।' নলরাজা এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্রোধ সংবরণ করিলেন। অনন্তর কলি নলের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে অতিশয় ভীত ও অন্য কর্ত্তৃক অলক্ষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বিভীতক-বৃক্ষে প্রবিষ্ট হইল। বিভীতক-তরু কলির আবেশ-প্রভাবে অপ্রশস্ত হইয়া গেল।

অনন্তর কলিনির্ম্মুক্ত ও বিগতজ্বর নল-মহারাজ বৃক্ষের ফল-সংখ্যা করিয়া অলৌকিক তেজ ও মহতী প্রীতি লাভ করত রথারোহণপূর্ব্বক বিদর্ভাভিমুখে অশ্বগণকে বায়ুবেগে চালনা করিতে লাগিলেন। নলনরপতি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে কলিও স্বস্থানে প্রস্থান করিল। নল কলিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া গতক্লেশ ও সুস্থকায় হইলেন, কিন্তু তাঁহার রূপ তদ্রূপই রহিল।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর ঋতুপর্ণ রাজা সায়ংকালে বিদর্ভনগরীতে উত্তীর্ণ হইলে দূতেরা ভীমরাজার সান্নিধানে তাঁহার উপস্থিতি-সংবাদ নিবেদন করিল। ভীমনরপতি পরম-সমাদরে তাঁহাকে আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলে তিনি তখন রথনির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে নৈষধের অশ্বগণ তাঁহার সমাগমে যেরূপ হর্ষপ্রকাশ করিত, এক্ষণে তদীয় রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। দময়ন্তী জলদকালীন গভীর মেঘগর্জ্জনতুল্য রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন, 'পূর্ব্বে অশ্বগণ নলরাজাকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া রথে যোজিত হইলে যেরূপ রথনির্ঘোষ হইত, ইহাও তদ্রূপ বোধ হইতেছে।' অনন্তর প্রাসাদস্থ ময়ূর, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গমগণ সেই গভীর রথঘোষ শ্রবণপূর্ব্বক উন্মুখ ও উৎসুক হইয়া আনন্দনাদ করিতে লাগিল। এই অবসরে দময়ন্তী "এই রথনির্ঘোষ ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া যেন আমাকে আহ্লাদিত করিতেছে; ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মহাত্মা নল নরপতি আসিয়া থাকিবেন। আমি আজি যদি সেই অসংখ্যগুণধর বারংবার নলরাজার নির্ম্মল মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইব। আমি যদি তাঁহার সেই সুখস্পর্শ ভুজযুগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণবিসর্জ্জন করিব। যদি সেই গম্ভীরস্বর নিষধাধিপতি নল আমাকে সম্ভাষণ না করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই আত্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইব। যদি মত্তকুঞ্জর-বিক্রান্ত নল-রাজা আমার সন্নিধানে সমাগত না হয়েন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিব, তাহার সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার নিকট কখনই মিথ্যা কহি নাই, কখন তাঁহার অপকার বা স্বেচ্ছাক্রমে প্রতিকূল বাক্যপ্রয়োগ করি নাই। তিনি প্রভু, ক্ষমাশীল, বীর, বদান্য ও পরস্ত্রী-পরাঙ্মুখ। এক্ষণে আমি তদেকান্ত-চিত্ত হইয়া

নিরবচ্ছিন্ন তাঁহারই গুণচিন্তা করিতেছি। প্রিয়-বিচ্ছেদজনিত শোক আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে।'

দময়ন্তী বিনষ্টসংজ্ঞ-প্রায় হইয়া বারংবার এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশেষে প্রিয়দর্শনমানসে প্রাসাদে আরোহণ করিবামাত্র বার্ষ্ণেয় ও বাহুক-সমাভিব্যাহারী অযোধ্যাধিপতি মহারাজ ঋতুপর্ণকে রাজভবনের মধ্যম কক্ষায় নিরীক্ষণ করিলেন।

অনন্তর বার্ষ্ণেয় ও বাহুক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণকে উন্মোচন করত একান্তে রথ স্থাপন করিলে, অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণ রথগর্ভ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভীম-পরাক্রম ভীমের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভীম সমুচিত সৎকার দ্বারা তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিলে, ঋতুপর্ণও তৎকৃত পূজা গ্রহণপূর্ব্বক বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলেন, কিন্তু বারংবার অনুসন্ধান করিয়াও স্বয়ংবরের কোন উদ্‌যোগ দেখিতে পাইলেন না। ফলতঃ দময়ন্তী জননী-সমভিব্যাহারে নির্জ্জনে পরামর্শ করিয়া ভীমের অগোচরে যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

এ দিকে বিদর্ভাধিপতি ভীমও তদীয় অভিসন্ধি বোধ করিতে না পারিয়া স্বাগত-প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?" রাজা ঋতুপর্ণ, এক্ষণে কি প্রত্যুত্তর দিব, চিন্তা করিলেন: ইনি ত স্বয়ংবরের কোন কথারই উল্লেখ করিলেন না। আমিও রাজা এবং রাজপুত্রদিগকে এ স্থানে আগমন করিতে দেখিতেছি না; ব্রাহ্মণগণেরও সমাগম নাই, এক্ষণে কি বলি? মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভীমনরপতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন, 'ইনি শতাধিকযোজন পথ অতিক্রম করিয়া কি কারণে আগমন করিয়াছেন? অনেকানেক নৃপতিও বহুসংখ্যক গ্রাম নগর উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ফলতঃ আগমনকারণেরও অতি সামান্য কার্য্যই নির্দ্দেশ করিলেন; কিন্তু ইহার যাথার্থ্যপক্ষে আমার বিলক্ষণ সংশয় জন্মিতেছে: যাহা হউক, পশ্চাৎ ইহার কারণ অবগত হওয়া যাইবে।'

ভীম-নরপতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, এক্ষণে বিশ্রাম করুন।" এই বলিয়া তাঁহাকে সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক বিদায় করিলেন, ঋতুপর্ণ সৎকৃত ও রাজভৃত্যবর্গে অনুগত হইয়া প্রীত ও প্রসন্নমনে তন্নির্দ্দিষ্ট ভবনে প্রবেশ করিলেন। তখন বার্ষ্ণেয় ও রাজা ঋতুপর্ণ ইঁহারা সকলে গমন করিলে, রথবাহক বাহুক রথ লইয়া রথশালায় প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় অশ্বদিগের যথাবিধি পরিচর্য্যা করিয়া স্বয়ং রথগর্ভে উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দময়ন্তী ঋতুপর্ণ-নৃপতি, সূতপুত্র বার্ষ্ণেয় ও বিরূপ বাহুককে সন্দর্শন করিয়া শোকাকুলিত-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। 'পূর্ব্বে নল-রাজার এইরূপ রথশব্দ শ্রবণ করিতাম, কিন্তু এক্ষণে নলকে অবলোকন করিতেছি না, তবে এ কাহার রথশব্দ? বোধ হয়, বার্ষ্ণেয় অশ্ববিজ্ঞানবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, সেই হেতু নল-রাজার রথের ন্যায় এই রথেরও গভীর শব্দ হইতেছিল অথবা অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণই নল-রাজার তুল্য; সেই নিমিত্ত তাঁহার ন্যায় এই রথেরও গভীরশব্দ সমুত্থিত হইতেছিল।' দময়ন্তী মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক করিয়া নলরাজার অন্বেষণার্থ এক দূতীকে প্রেরণ করিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

দময়ন্তী কেশিনীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "কেশিনি! ঐ যে হ্রস্ববাহু বিকৃতকলেবর সারথি রথোপান্তে উপবেশন করিয়া আছেন, তুমি সাবধানে বিনীতভাবে উঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা কর। উঁহাকে অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ

যেরূপ সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইতেছে, ইহাতে বোধ হয়, উনি উগ্রসেনসুত নল-রাজা হইতে পারেন। তুমি সমুচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক কথাপ্রসঙ্গে পর্ণাদের বাক্যগুলি উহাঁর শ্রবণগোচর করিবে এবং উনি যে সকল প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিবে।" দময়ন্তী এই সকল উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কেশিনীকে প্রেরণ করিলেন ও স্বয়ং প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কেশিনী বাহুক-সমীপে গমন করিয়া স্বাগত ও কুশল জিজ্ঞাসানন্তর কহিল, "মহাশয়! আপনারা কোন্ সময়ে নিজ নগর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন ও এ স্থানেই বা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? এই সকল বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত ভর্ত্তৃদারিকা দময়ন্তীর সাতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে, অতএব এ বিষয়ের যাথার্থ্য সমুদয় বর্ণন করুন।"

বাহুক কহিলেন, "মহাত্মা কোশলরাজ দ্বিজমুখে কন্যা দময়ন্তীর দ্বিতীয়-স্বয়ংবর হইবে শ্রবণ করিয়া শতযোজনগামী মনোজবগতি বাজিসমূহের সাহায্যে আগমন করিয়াছেন; আমি তাঁহারই সারথি।"

কেশিনী কহিল, "মহাশয়! এই তৃতীয় ব্যক্তি কে, কাহার অধীন ও আপনিই বা কাহার অধিকৃত, আর আপনার প্রতিই বা কি নিমিত্ত এই কর্ম্মের ভার সমর্পিত হইয়াছে?"

বাহুক কহিলেন, "ভদ্রে! এই তৃতীয় ব্যক্তি পুণ্যশ্লোক নল-রাজার সারথি; ইনি বার্ষ্ণেয় বলিয়া বিখ্যাত। নল-রাজা প্রস্থান করিলে, ইনি ঋতুপর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া সারথ্য-কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। আমি অশ্বকুশল বলিয়া রাজা ঋতুপর্ণ আমাকেও সারথ্যকর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ও রন্ধনব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।"

কেশিনী কহিল, "মহাশয়! নল-রাজা কোথায় গমন করিয়াছেন, বার্ষ্ণেয় কি তাহা অবগত আছেন? অথবা ইনি আপনার নিকটে তাঁহার বৃত্তান্ত কি কহিয়াছেন?"

বাহুক কহিলেন, "যশস্বিনি! বার্ষ্ণেয় পুণ্যাত্মা নল-রাজার সন্তানদ্বয়কে এই স্থানে সমর্পণ করিয়া যথাভিলাষ প্রস্থান করিয়াছিলেন; ইনি ইহা ব্যতীত তাঁহার আর কোন বৃত্তান্ত অবগত নহেন এবং অন্য কেহও তাঁহার বার্ত্তা কহিতে সমর্থ হইবে না। তিনি সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট হইয়া ছদ্মবেশে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেছেন। তিনিই স্বয়ং তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা অবগত আছেন, তদ্ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সেই অবস্থা অবগত নহে; তিনি কোন স্থানেই আপনার লক্ষণসকল প্রকাশ করেন নাই।"

কেশিনী কহিল, "মহাশয়! প্রথমে যে ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় গমন করিয়া আপনার নিকট ভর্ত্তৃদারিকা দময়ন্তীর এই সকল কথা কহিয়াছিলেন যে, 'হে কিতব! ত্বদীয় প্রণয়িনী তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত, তুমি অরণ্যমধ্যে নিদ্রাবস্থায় তাহার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ? তুমি তাহাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলে, সে তাহাই প্রতিপালন করত তোমার প্রতীক্ষায় কালক্ষেপণ করিতেছে। সেই কামিনী অর্দ্ধবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক দিনযামিনী কেবল শোকসন্তপ্ত-চিত্তে রোদন করিতেছে; অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান কর। হে মহামতে! দময়ন্তীর প্রিয়সংবাদ বল।' এই সকল শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণসমক্ষে আপনি যে সকল প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, ভর্ত্তৃদারিকা বৈদর্ভী পুনরায় আপনার নিকট তাহা শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন।"

কেশিনীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নল-রাজার হৃদয় নিতান্ত কাতর ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অযোধ্যাতে দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ংবর শ্রবণ করিয়া সেই বার্ত্তাবহ ব্রাহ্মণের নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দহ্যমান হইয়াও দুঃখাবেগ সংবরণপূর্ব্বক পুনরায় তাহা কহিতে আরম্ভ করিলেন; 'কুলকামিনীরা বিষমসঙ্কটে পতিত হইলেও স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করে; এই নিমিত্ত ঐ সকল পতিপ্রাণা সতীরা নিঃসন্দেহ স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। তাহারা স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও কদাচ কোপপরায়ণ হয় না, বরং সদাচাররূপ কবচে আবৃত হইয়া আপনার জীবন রক্ষা করে; অতএব সেই নল-রাজা তাদৃশ

বিষমদশাগ্রস্ত ও সুখপরিভ্রষ্ট হইয়া মুগ্ধহৃদয়ে তাঁহাকে যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার জাতক্রোধ হওয়া কোনক্রমে উচিত নহে। নল-নৃপতি পক্ষিগণ-কর্ত্তৃক হৃতবসন ও মনঃপীড়ায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অতিকষ্টে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন; এক্ষণে তাঁহার উপর ক্রোধ করা দময়ন্তীর উচিত নহে। নল-রাজা দময়ন্তীর প্রতি আদরই প্রকাশ করুন বা অনাদরই প্রকাশ করুন, তথাচ তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন, ক্ষুধিত ও একান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধ করা কোনক্রমেই দময়ন্তীর উচিত নহে।” নল-রাজা এই সকল কথা কহিতে কহিতে এরূপ দুর্ম্মনায়মান হইলেন যে, বাষ্পবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কেশিনী বাহুকের বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার চিত্ত-বিকার অবলোকন করিয়া বৈদর্ভী-সমীপে গমনপূর্ব্বক সেই সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে রাজন্! দময়ন্তী কেশিনীর নিকট বাহুকসংক্রান্ত বৃত্তান্ত সকল শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহাকেই নল বলিয়া সংশয় করত নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়া কেশিনীকে কহিলেন, “কেশিনি! তুমি পুনরায় তাঁহার নিকট গমন কর ও কিছু না বলিয়া সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার চরিত্রসকল পরীক্ষা কর। তিনি যে সময়ে যে কোন কার্য্য-সম্পাদনে চেষ্টা করিবেন, তুমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার চেষ্টিত-সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবে। তিনি অনল প্রার্থনা করিলে তুমি তাঁহার প্রতিবন্ধকাচরণ করিবে; কদাচ অগ্নি প্রদান করিবে না; তিনি জলানয়নের অনুমতি করিলে তুমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইবে। হে কেশিনি! তুমি এরূপে তাঁহার চরিত্র-সকল পরীক্ষা করিয়া আমাকে নিবেদন করিবে। ইহা ভিন্ন তাঁহাতে যে সকল লৌকিক বা অলৌকিক লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তাহাও আমাকে কহিবে।” দময়ন্তী কেশিনীকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার বাহুক সমীপে প্রেরণ করিলেন।

কেশিনী নল-রাজার যে সকল চিহ্ন অবগত হইল এবং তাঁহাতে যে সকল লৌকিক ও অলৌকিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিল, দময়ন্তী-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক সেই সমুদয় অবিকল নিবেদন করিতে লাগিল। “হে ভর্ত্তৃদারিকে! আমি পূর্ব্বে কখন ঈদৃশ মনুষ্য দর্শন বা শ্রবণগোচর করি নাই। পৃথিবী ও সলিল প্রভৃতি অনেক পদার্থ তাঁহার নিকট আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে। তিনি অতি হ্রস্ব-দ্বারে প্রবিষ্ট হইবার সময়েও অবনত হয়েন না; অতি সঙ্কুচিত দ্বারবিবরও তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র অধিকতর বিস্তৃতদ্বার হইয়া থাকে। রাজা ভীম ঋতুপর্ণ নরাধিপের নিমিত্ত নানাবিধ ভোজ্য-সামগ্রী ও পাশব মাংস প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল দ্রব্যজাত প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত তথায় কতকগুলি শূন্যকুম্ভ সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু বাহুকের দৃষ্টিমাত্রেই সেই সমস্ত কুম্ভ একবারে বারিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তাহাতে সেই সমস্ত খাদ্যবস্তু প্রক্ষালন করিয়া একমুষ্টি তৃণগ্রহণ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে ধ্যান করিবামাত্র ঐ তৃণে সহসা হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আমি এই সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আপনার নিকট আগমন করিলাম। ইহা ভিন্ন তাঁহাতে আরও অনেকানেক আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছি। তিনি অগ্নি স্পর্শ করিলেও দগ্ধ হয়েন না; সলিল তাঁহার ইচ্ছানুসারে তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিত হইয়া প্রবাহিত হয়। তিনি কতকগুলি পুষ্প গ্রহণ করিয়া হস্ত দ্বারা অল্পে অল্পে মর্দ্দন করিলেন; কিন্তু পুষ্পগুলি তদীয় করে মর্দ্দিত হইয়াও বিকৃত হইল না; প্রত্যুত পুনরায় বিকসিত হইয়া অধিকতর সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল। আমি এই সকল অদ্ভুত লক্ষণ-নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতপদে আগমন করিতেছি।”

দময়ন্তী কেশিনীর মুখে বাহুকের আচার-ব্যবহার শ্রবণ করত ‘আজ জীবিতেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলাম’ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পুনরায় কৌশল

দ্বারা স্বামিবিষয়ক সন্দেহ সকল নিঃশেষে অপনোদন করিবার নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে মধুর-বাক্যে কেশিনীকে কহিলেন, "হে ভাবিনি! পুনরায় সেই প্রমত্ত বাহুকের সমীপে গমন করিয়া মহানস হইতে তাঁহার সংস্কৃত মাংস আনয়ন কর।"

কেশিনী তৎক্ষণাৎ ত্বরিতপদে বাহুকসমীপে গমনপূর্ব্বক অত্যুষ্ণ মাংস আনয়ন করিয়া দময়ন্তীকে প্রদান করিল। তিনি অনেকবার তাঁহার পাকরস আস্বাদন করিয়া জাতসংস্কার হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে সেই মাংস-ভোজনে তাঁহাকে নল-রাজা বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি হওয়ায় নিতান্ত দুঃখিত ও একান্ত কাতর হইয়া সাতিশয় শোকাবেগে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মুখ-প্রক্ষালন করিয়া কেশিনীর সহিত ইন্দ্রসেনা ও ইন্দ্রসেন এই উভয় সন্তানকে নলসমীপে প্রেরণ করিলেন। নলরাজা সুরসন্তানসদৃশ স্বীয় সন্তানদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উৎসঙ্গে আরোপিত করিলে তাঁহার অন্তঃকরণ এরূপ শোকাকুলিত হইয়া উঠিল যে, তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া মুক্তকণ্ঠে অতিমাত্র রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে চিত্তবিকারপ্রকাশে আত্মপ্রকাশ-সম্ভাবনায় সহসা সন্তানদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া কেশিনীকে কহিলেন, "ভদ্রে! আমি স্বীয় সন্তানসদৃশ এই দারকদ্বয়কে দর্শন করিয়া সহসা অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছি, তুমি ইহাতে অন্য শঙ্কা করিও না। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা এ দেশে অতিথিস্বরূপ হইয়া আসিয়াছি; তুমি বারংবার আমাদের নিকট যাতায়াত করিতেছ দেখিয়া লোকে দোষের আশঙ্কা করিতে পারে; অতএব তোমাকে নমস্কার করি, তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।"

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! কেশিনী পুণ্যশ্লোকের এই সমস্ত বিকার নয়নগোচর করিয়া দময়ন্তীর সমীপে আগমনপূর্ব্বক সমুদয় নিবেদন করিল। পতিবিয়োগদুঃখিনী দময়ন্তী নলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে কেশিনীকে আদেশ করিলেন, "তুমি জননীর সমীপে উপস্থিত হইয়া এই সকল কথা কহিবে যে, দেবি! ভর্তৃদারিকা দময়ন্তী নল-বিবেচনায় বাহুককে বহুবিধ কৌশল দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছে; কেবল রূপবিষয়ে একমাত্র সংশয় আছে। এক্ষণে তিনি একবার স্বয়ং পরীক্ষা করিতে অভিলাষ করেন; অতএব আপনি মহারাজের জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, নলরাজাকে এ স্থানে আনয়ন করিতে অনুমতি প্রদান করুন। তাঁহার এই প্রার্থনা আপনাকে পরিপূর্ণ করিতে হইবে।"

রাজমহিষী দময়ন্তীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভীমভূপতিকে অবগত করাইলেন। তখন রাজা নিজ নন্দিনীর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তদীয় বাক্যে অনুমোদন করিলে দময়ন্তী আপন কক্ষায় নলকে আনয়ন করিলেন। নল-রাজা সহসা ধর্ম্মপত্নী দময়ন্তীকে নয়নগোচর করত শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া অজস্র অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; দময়ন্তীও নলকে তাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত অবলোকন করিয়া তীব্রতর শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর কাষায়বসনাবৃতা, জটিলকেশা, মলিনাঙ্গী দময়ন্তী বাহুককে কহিলেন, "হে বাহুক! তুমি কি পূর্ব্বে এমন কোন ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, যিনি অরণ্যে নিদ্রিতা রমণীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন? পুণ্যশ্লোক নলরাজা ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি আলস্যপরতন্ত্রা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে নিরপরাধে অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন? আমি বাল্যাবধি তাঁহার নিকটে এমন কোন্ অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছিলাম যে, তিনি অরণ্যে নিদ্রিত-দশায় আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? আমি পূর্ব্বে সাক্ষাৎ দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহাকে বরণ করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে সাতিশয় অনুরক্তা ও পুত্রবতী দেখিয়াও কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন? তিনি হুতাশনসমীপে দেবগণের সমক্ষে, 'আমি তোমারই হইব'

বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; এখন সেই সত্য কোথায় রহিল?" এই প্রকার কহিতে কহিতে দময়ন্তীর শ্যামতারক, লোহিতোপান্ত নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে শোকসলিল বিগলিত হইতে লাগিল।

নিষধরাজ দময়ন্তীকে বিরহ-বেশধারিণী অবলোকন করিয়া কহিলেন, "ভীরু! আমি যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি ও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা আমার নিজ দোষ নহে; কেবল কলিপ্রভাবেই এই ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। তুমি সেই বিষম সঙ্কটে বনবাসিনী হইয়া আমার নিমিত্ত দিনযামিনী কেবল শোক করিতে করিতে যাহাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলে, সেই কলি তোমার শাপানলে দগ্ধ হইয়া অগ্নিনিহিত অগ্নির ন্যায় আমার শরীরে বাস করিয়াছিল। হে শুভে! সেই পাপাত্মা কলি আমার ব্যবসায় ও তপস্যা দ্বারা পরাভূত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে; অতএব আমাদের দুঃখের অন্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। আমি কেবল তোমার নিমিত্তই এ স্থানে আগমন করিয়াছি; আমার আর অন্য কোন প্রয়োজন নাই। অয়ি ভীরু! তোমার ন্যায় কামিনীগণ কি অনুরক্ত একান্ত বশংবদ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ অন্যকে বরণ করে? ভূপতির আদেশানুসারে সমস্ত ধরামণ্ডলে এই কথা প্রচারিত হইয়াছে যে, ভীমসুতা দময়ন্তী স্বৈরিণীর ন্যায় আপনার অনুরূপ দ্বিতীয় ভর্ত্তাকে বরণ করিবেন। রাজা ঋতুপর্ণ এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তোমার ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন।"

দময়ন্তী নলের এইরূপ পরিবেদন শ্রবণ করত ভীত হইয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "হে মহাভাগ! আমি যখন দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে বরণ করিয়াছি, তখন আমার প্রতি দোষারোপ করিয়া সন্দিহান হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। ব্রাহ্মণগণ তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আমার গাথা গান করত চতুর্দ্দিকে গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পর্ণাদ নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় ঋতুপর্ণ-রাজার ভবনে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তোমার সমক্ষে আমার কথা কহিলে তুমি তাঁহাকে যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট আসিয়া তাহা ব্যক্ত করিলে, আমি তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এই উপায় অবধারণ করিলাম; কারণ, তোমা ব্যতীত আর কেহই একদিনে বাজিগণ-সাহায্যে শতযোজন পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। এক্ষণে আমি তোমার পাদস্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিতেছি, আমি মনে মনেও কিঞ্চিন্মাত্র অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই। যিনি সর্ব্বভূতসাক্ষী সদাগতি এই সমুদয় পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতেছেন, যদি আমি পাপাচরণ করিয়া থাকি, সেই জগৎপ্রাণ আমার প্রাণ সংহার করুন। যিনি সর্ব্বদা সকল লোকে আলোক বিস্তার করিয়া বিচরণ করিতেছেন, যদি আমি পাপাচরণ করিয়া থাকি সেই ভূতভাবন ভগবান্ সহস্রদীধিতি আমার প্রাণ সংহার করুন। যিনি সাক্ষীস্বরূপ হইয়া সকল ভূতের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, যদি আমি পাপাচরণ করিয়া থাকি, সেই নিশানাথ আমার প্রাণ সংহার করুন। এই ত্রিলোকধারী দেবত্রয় যথার্থ বলুন, আমি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছি কি না।"

দময়ন্তীর বাক্যাবসান হইলে সমীরণ অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, "হে নল! আমি সত্য কহিতেছি, দময়ন্তী কখন পাপাচরণ করেন নাই; ইনি স্বীয় অসীম শীলরত্ন সুন্দররূপে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা ক্রমাগত তিন বৎসর ইঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি এবং এক্ষণেও সাক্ষ্য প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। দময়ন্তী কেবল তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এই উপায়-বিধান করিয়াছেন; কারণ, তোমা ভিন্ন অন্য কোন পুরুষই অশ্বদ্বারা একদিনে শতযোজন পথ অতিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়াছ; অতএব সংশয় পরিত্যাগ করিয়া একত্র সহবাসসুখে কালাতিপাত কর।" সর্ব্বত্রগামী সমীরণ এইরূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল এবং সুশীতল গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিতে আরম্ভ করিল।

নলরাজা এই বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করত দময়ন্তীর চরিত্রবিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি নাগরাজদত্ত পরিশুদ্ধ বসন পরিধান করিয়া তাঁহাকে স্মরণপূর্ব্বক স্বীয় রূপ লাভ করিলেন। ভীমসুতা দময়ন্তী স্বীয় কান্তকে পূর্ব্ববৎ কান্তিমান্ অবলোকন করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নলনৃপতিও দময়ন্তী এবং সন্তানদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। আয়তলোচনা সুবদনা দময়ন্তী স্বীয় বক্ষঃস্থলে প্রিয়তমের বদনমণ্ডল বিন্যস্ত করিয়া পূর্ব্বতন দুঃখসকল স্মরণ করত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন নিষধরাজ নল মলিনকলেবরা স্মেরমুখী দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করিয়া শোকভরে জড়ীভূত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনন্তর বিদর্ভরাজমহিষী নৃপতিকে দময়ন্তী ও নলের সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি কহিলেন, "আমি কল্য প্রাতঃকালে দময়ন্তীর সহিত সুখাসীন কৃতবেশ নলনৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিব; তাহারা আজি যথাসুখে কালাতিপাত করুক।"

অনন্তর দময়ন্তী ও নলরাজা যামিনাযোগে রাজনিবেশনে প্রবেশপূর্ব্বক আপনাদের পুরাতন বনবাসবৃত্তান্ত লইয়া কথোপকথন করিতে করিতে সময় অতিবাহন করিলেন। নল-রাজা বর্ষত্রয়ব্যাপী বিরহানলে দহ্যমান হইতেছিলেন, এক্ষণে প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। যেমন অর্দ্ধসঞ্জাতশস্যা বসুন্ধরা সলিলপরিপ্লুত হইলে আপ্যায়িত হয়, সেইরূপ দময়ন্তীও নিষধনৃপতিকে লাভ করিয়া আনন্দের উচ্চতরসীমায় আরোহণ করিলেন। যেমন পূর্ণমণ্ডল-কুমুদিনীনাথসনাথা যামিনী সাতিশয় শোভা বিস্তার করে, সেইরূপ বিগততন্দ্রা, গলিতসন্তাপা, হর্ষোৎফুল্লনয়না, পূর্ণকামা নৃপতনয়া অধিকতর শোভমান হইতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! নিষধরাজ নল উত্তম বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক দময়ন্তীর সহিত সুখে যামিনীযাপন করিলেন; পরদিন প্রাতঃকালে পত্নী-সমভিব্যাহারে বিদর্ভরাজের নিকট উপনীত হইয়া অতি বিনীতভাবে শ্বশুরচরণে প্রণাম করিলেন। অনন্তর দময়ন্তীও পিতাকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিদর্ভরাজ জামাতাকে নয়নগোচর করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং মহাসমাদরপ্রদর্শনপূর্ব্বক সুতনির্ব্বিশেষে তাঁহাকে আলিঙ্গন, তদীয় মস্তকাঘ্রাণ ও যথোচিত সৎকার করত উভয়কেই নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। নলরাজা সৎকৃত হইয়া বিধিপূর্ব্বক শ্বশুরের পরিচর্য্যা করিলেন। জনপদস্থ সমস্ত লোক বহুদিবসের পর নিষধরাজকে প্রত্যাগত দেখিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল। তাহাদিগের হর্ষজনিত কোলাহলে নগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ও পুরমধ্যে নিরন্তর আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। পুরবাসিগণ কুসুমমালায় স্ব স্ব দ্বারদেশ সুশোভিত করিল; স্থানে স্থানে ধ্বজপতাকা-বিরাজিত রাজপথ-সকল সলিলসিক্ত, সম্মার্জ্জিত ও পুষ্পরাশি-সমাকীর্ণ হওয়াতে সেই নগরীর অতি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইল। অধিবাসী লোকেরা মঙ্গলার্থী হইয়া সমুদয় দেবালয়ে নানাপ্রকার পূজোপহার প্রদান করিতে লাগিল।

ভূপাল ঋতুপর্ণ বাহুকবেশধারী নলরাজা দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং রাজাকে আনয়ন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্লমানসে তাঁহার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করত বিনয়বাক্যে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে বহুকালের পর নিজ পত্নীর সহিত সমাগত হইয়াছেন, ইহা আমার পরম ভাগ্য। আপনি ছদ্মবেশে আমার আবাসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; সেই অজ্ঞাতবাস-সময়ে আমি বুদ্ধিপূর্ব্বক কোন অপরাধ করি নাই; কিন্তু প্রার্থনা করি, যদি জ্ঞানকৃত অথবা অজ্ঞানকৃত কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাও মার্জ্জনা করিতে হইবে।"

নলরাজা কহিলেন, "হে পার্থিব! আমি সত্য বলিতেছি, আপনি আমার অণুমাত্রও অপরাধ করেন নাই অথবা যদি ভ্রান্তিক্রমে কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাতেও ক্রোধ করিব না, বরং ক্ষমা করিব। পূর্ব্বে আপনি আমার সখা ছিলেন এবং আপনার সহিত বিশেষ সম্বন্ধও আছে; অতএব অতঃপর আর ক্ষমা-প্রার্থনার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে উদ্বেগ দূর করিয়া পরম প্রীত লাভ করুন, আমি সর্ব্বদা সুবিহিত বিবিধ কাম্যবস্তু উপভোগ করত আপনার গৃহে যাদৃশ সুখে বাস করিয়াছিলাম, স্বগৃহে সেরূপ সুখসম্ভোগ হওয়া সুকঠিন। মহাশয়! আপনার যে অশ্ববিদ্যা আমার নিকট ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে এক্ষণে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।" নিষধরাজ এই কথা বলিয়া ঋতুপর্ণকে অশ্ববিদ্যা প্রদান করিলে, তিনিও বিনিময়স্বরূপ তাঁহাকে অক্ষতত্ত্ব প্রদানপূর্ব্বক বিধানানুসারে তদ্দত্ত অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করত অন্য এক সারথি লইয়া স্বপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঋতুপর্ণের প্রস্থানানন্তর নিষধাধিপতি কুণ্ডিনপুরে অত্যল্পকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে কৌন্তেয়! নিষধরাজ শ্বশুরালয়ে একমাস বাস করিয়া বিদর্ভরাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পরিমিতপরিজনসমভিব্যাহারে স্বদেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একখানি রথ, ষোড়শ হস্তী, পঞ্চাশৎ অশ্ব ও ছয় শত পদাতি চলিল। নলরাজা সত্বর হইয়া প্রচণ্ডবেগে গমন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, মেদিনীমণ্ডল কম্পিত হইতেছে। তিনি অনতিকালমধ্যে রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় ভ্রাতা পুষ্করের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "পুষ্কর! পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করিতে হইবে। আমি বিপুল ধনোপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছি। এই সমস্ত অর্থ, তদ্ব্যতীত অন্য যাহা কিছু সম্পত্তি আছে এবং প্রিয়তমা দময়ন্তীকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিব, অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, দ্যূতারম্ভ হউক। কিন্তু তোমাকেও রাজ্য পণ রাখিতে হইবে। যদি ইহাতেও জয়লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে পরিশেষে প্রাণপর্য্যন্তও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিব। অন্যের ধনসম্পত্তি ও রাজ্য জয় করিয়া প্রতিপণ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য; পণ্ডিতেরা উহাকে পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদ্যপি অক্ষদ্যূতপরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে রণক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে; সেই যুদ্ধে অন্যের সহায়তা থাকিবে না; কেবল আমরা উভয়ে অনন্যসহায় হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিব, ইহাতে জয়শ্রী তোমাকেই আশ্রয় করুন অথবা আমাকেই আশ্রয় করুন, এক পক্ষ জয়ী হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীনদিগের এই শাসন আছে যে, যে কোন উপায় দ্বারা বংশপরম্পরাগত রাজ্য অবশ্যই অধিকার করিবে; অতএব তুমি এক্ষণে একতর পক্ষ অবলম্বন কর; হয় পুনর্ব্বার পাশক্রীড়া কর, নতুবা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।"

পুষ্কর নলের বাক্য শ্রবণানন্তর আপনারই জয়লাভ নিশ্চয় বোধ করিয়া সহাস্যবদনে কহিল, "হে নৈষধ! তুমি ভাগ্যক্রমে বিপুল ধনোপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছ; আমি সর্ব্বদাই তোমাকে স্মরণ ও তোমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি সস্ত্রীক পণ্য হইয়াছ; ইহা আমার পরম ভাগ্য। অদ্য আমার চিরপ্রার্থিত মনোরথ সফল হইল এবং সৌভাগ্যফলে দময়ন্তীরও দুরদৃষ্ট ক্ষয় হইল। তোমার সমস্ত ধনসম্পত্তি জয় করিলেই দময়ন্তী আপনি আসিয়া আমাকে ভজনা করিবে; অথবা দ্যূতক্রীড়ায় সেই বরবর্ণিনীকে জয় করিয়া চরিতার্থ হইব, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, অলোকসামান্য লাবণ্যবতী নিরন্তর আমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন। যেমন অপ্সরা-সকল দেবরাজ ইন্দ্রের সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ জয়লব্ধা দময়ন্তী আমার পরিচর্য্যা করিবেন। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র দ্যূতারম্ভ হউক।"

নলরাজা অসংবদ্ধ-প্রলাপী পুষ্করের এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিবার মানস করিলেন; পরে

ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক রোষকষায়িতলোচনে কহিলেন, "অরে পুষ্কর! তুই এখন বারংবার পণের কথা কহিতেছিস্, কিন্তু পরে পরাজিত হইলে তোর মুখে আর এ কথা থাকিবে না।" অনন্তর উভয়ের দ্যূতারম্ভ হইল; নিষধরাজ এক পণেই পুষ্করের যথাসর্ব্বস্ব জয় করিয়া লইলেন। সে প্রাণপর্য্যন্ত পণ রাখিল, নলরাজা তাহাও জয় করিয়া সহাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, "রে নৃপাপসদ! এত দিনে আমার সমগ্র রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল এবং তোমারও সেই দুরাশা সমূলে উন্মূলিত হইল! এক্ষণে তোমার দময়ন্তীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবারও ক্ষমতা রহিল না; প্রত্যুত তোমাকে সপরিবারে তাঁহার দাসত্ব করিতে হইবে। রে মূঢ়! তুমি জান না যে, কেবল কলির প্রভাবে পূর্ব্বে আমাকে পরাস্ত করিয়াছিলে; তাহাতে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ নাই। যাহা হউক, আমি পরাপরাধে তোমার প্রতি দোষারোপ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মনে করিলে এই দণ্ডেই তোমার প্রাণদণ্ড করিতে পারি; কিন্তু তাহার আবশ্যকতা নাই। আমি তোমাকে জীবনভিক্ষা দিতেছি; তুমি স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। তোমার যে সমস্ত ধনসম্পত্তি জয় করিয়াছি, তাহাও প্রদান করিলাম। তোমার প্রতি আমার সেইরূপ প্রীতিই আছে, সন্দেহ নাই। হে পুষ্কর! তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ কখনই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে; অতএব আশীর্ব্বাদ করি, তুমি শত বৎসর জীবিত থাকিয়া পরমসুখে কালযাপন কর।"

সত্যবিক্রম নিষধরাজ ভ্রাতাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করত স্বপুরে প্রেরণ করিলেন। পুষ্কর বিনীতভাবে ভ্রাতৃচরণে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "রাজন্! আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ধন, প্রাণ ও আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন; আপনার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি কখনই বিলুপ্ত হইবে না; এক্ষণে প্রার্থনা করি, আপনি অনন্তকাল সুখস্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিয়া রাজ্যভোগ করুন।"

পুষ্কর মহাসমাদরে ভ্রাতৃসন্নিধানে একমাস বাস করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আত্মীয়-স্বজন, ভৃত্যামাত্য ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বীয় নগরে গমন করিলেন। তাঁহার প্রস্থানানন্তর নিষধাধিপতি সুশোভিত নিজ নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া পুরবাসাদিগকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বহুদিবসের পর রাজাকে নয়নগোচর করিয়া তত্রত্য জনগণের আহ্লাদের পরসীমা রহিল না। অমাত্য-প্রমুখ পৌর ও জানপদেরা ভূপতিসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! অদ্য আপনাকে পাইয়া আমরা পরম সুখী হইলাম। অমরগণ যেমন দেবরাজের উপাসনা করেন, তদ্রূপ আপনার উপাসনা করিবার নিমিত্ত আমরা পুনর্ব্বার সমুপস্থিত হইয়াছি।"

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! নিষধাধিপতির আগমনে তদীয় নগর একান্ত প্রশান্ত ও মহোৎসবময় হইয়া উঠিল; প্রজাপুঞ্জের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। রাজা দময়ন্তীকে পিতৃগৃহ হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত বিদর্ভদেশে সৈন্যসামন্ত-সকল প্রেরণ করিলেন। বিদর্ভরাজ অবিলম্বে মহাসমাদরপূর্ব্বক কন্যাকে পাঠাইয়া দিলেন। দময়ন্তী সৎকৃত হইয়া পিতাকে অভিবাদন ও তৎকালোচিত অন্যান্য কর্ত্তব্যকর্ম্মসম্পাদনপূর্ব্বক কন্যা-পুত্র লইয়া পতিগৃহে যাত্রা করিলেন। মহারাজ নল তাঁহাকে কন্যা-পুত্রসমভিব্যাহারে আগত দেখিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর প্রকাশ্য রাজ্যশাসন, প্রচুর-দক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অবিনশ্বর যশোরাশি বিস্তার করত সাতিশয় বিরাজমান হইয়া অতি বিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের একাধিপত্য করিতে লাগিলেন।

হে পাণ্ডুবংশাবতংস রাজেন্দ্র! সেই প্রকার আপনিও অচিরকালমধ্যে বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া দেদীপ্যমান হইবেন। অতএব আর চিন্তা করিবেন না। সুখ-দুঃখ অতীব অকিঞ্চিৎকর; বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে নলরাজা দ্যূতক্রীড়ায় যথাসর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ভার্য্যার সহিত তাদৃশ দারুণ

দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন; তিনিই পুনর্ব্বার আপন রাজ্যপদ প্রাপ্ত ও অভ্যুদয়শালী হইলেন। আপনি ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদীর সহিত নিরন্তর ধর্ম্ম-চিন্তা করত এই মহারণ্যে পরম-সুখে কাল-যাপন করিতেছেন, বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই আপনাকে সেবা করিতেছেন, অতএব আপনার বিলাপের বিষয় কি? কর্কোটক নাগ, নল, দময়ন্তী ও রাজর্ষি ঋতুপর্ণের ইতিহাস শ্রবণ করিলে কলির ভয় একবারে সুদূরপরাহত হয়; এক্ষণে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির হতাশ্বাস হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। মহারাজ! পুরুষার্থের অস্থিরত্ব জানিয়া তাহার অভ্যুদয় বা নাশের বিষয়ে চিন্তিত হওয়া অনুচিত। আপনি এক্ষণে আশ্বাসিত হউন্, আর শোক করিবেন না। বিপৎপাতে বিমোহিত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ; দৈবের প্রতিকূলতা-প্রযুক্ত পুরুষকার-সকল নিষ্ফল হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তঃকরণ কদাচ বিষণ্ণ বা অভিভূত হয় না।

যাঁহারা অনন্যমনাঃ হইয়া অনুক্ষণ এই মহাফলোপধায়ক নলচরিত কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, অলক্ষ্মী তাঁহাদিগকে কদাপি আশ্রয় করিতে পারে না, তাঁহারা বিপুল-ঐশ্বর্য্যশালী, ধন্য ও সকলের অগ্রগণ্য হইয়া উঠেন এবং পুত্র-পৌত্র ও গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুযূথ লাভ করত অরোগী হইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে সুখে কালযাপন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। মহারাজ! এক্ষণে বিদায় হই; পুনরায় এইরূপ ভয়ের বিষয় উপস্থিত হইলে আমাকে আহ্বান করিবেন; আমি অক্ষবিদ্যাপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহার নিরাকরণ করিব। হে কৌন্তেয়! আমি নিখিল অক্ষবিদ্যায় পারদর্শী, সম্প্রতি আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, আপনি তৎসমুদয় গ্রহণ করুন।"

রাজা বিনয়নম্রবচনে বৃহদশ্বকে কহিলেন, "ভগবন্! আপনার নিকট অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব অনুকম্পাপূর্ব্বক উহা প্রদান করুন।" অনন্তর বৃহদশ্ব মহাত্মা পাণ্ডবরাজকে অক্ষবিদ্যা ও অশ্ববিদ্যা প্রদানপূর্ব্বক স্নানার্থ গমন করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মরাজ সেই সেই শৈল, তীর্থ ও বন হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণের নিকট শ্রবণ করিলেন যে, অর্জ্জুন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন; তাঁহার ন্যায় উগ্রতপাঃ তপস্বী কেহ কখন দৃষ্টিগোচর করে নাই। দেখিলে বোধ হয় যেন, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম নিয়তব্রত হইয়া তপস্যা করিতেছেন। যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের সেইরূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান শ্রবণ করিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। আহা! প্রিয়তম পার্থ আমাদিগের নিমিত্ত কতই কষ্ট পাইতেছে, এই চিন্তা করত তাঁহার হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন তিনি বহুবিষয়াভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইয়া নানাপ্রকার অর্জ্জুনবিষয়িণী কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আমার প্রপিতামহ মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জ্জুন কাম্যকবন হইতে গমন করিলে পর অপর পাণ্ডবচতুষ্টয় তাঁহার বিরহে কি করিয়াছিলেন? যেমন বিষ্ণু দেবগণের প্রধান সহায়, তদ্রূপ বিপক্ষ-পক্ষক্ষয়কারী মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন আমার মতে পাণ্ডবগণের একমাত্র গতি ছিলেন; সুতরাং মহাবীর পাণ্ডবগণ সেই শক্রসম শৌর্য্যশালী, সংগ্রামে অপ্রতিনিবৃত্ত, মহাতেজাঃ ধনঞ্জয় বিনা কিরূপে বনে বাস করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সত্যবিক্রম মহাতেজাঃ অর্জ্জুন কাম্যকবন হইতে গমন করিলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয় শোক ও দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া সাতিশয় অপ্রসন্ন-মনে সূত্রচ্যুত মণি-সমুদয়ের ন্যায়, ছিন্নপক্ষ পক্ষিগণের ন্যায় হইয়া রহিলেন। এক্ষণে কাম্যকবন অর্জ্জুনবিরহে কুবের-বিহীন চৈত্ররথকাননের ন্যায় শোভাবিহীন হইয়াছে। অর্জ্জুনবিহীন পাণ্ডবগণ অতি অপ্রশস্ত-মনে সেই

কাম্যকবনে বাস করত ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত প্রতিদিন বিশুদ্ধ বাণ দ্বারা বহুবিধ পবিত্র মৃগসমূহ সংহার করিয়া ও অন্যান্য প্রকার বন্য আহার আহরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন। অর্জ্জুনবিরহে সকলেই সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও অসন্তুষ্টচিত্তে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ পতিপরায়ণা পাঞ্চালী মহাবল পরাক্রান্ত মধ্যমপতিকে স্মরণ করিয়া একবারে অধীরার ন্যায় হইলেন।

একদা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনচিন্তায় একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া আছেন, এমত সময়ে যাজ্ঞসেনী তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! যে অর্জ্জুন দ্বিবাহু হইয়াও বহুবাহু কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ন্যায় প্রতাপশালী, তাঁহার বিরহে এই বন আমার প্রীতিকর হইতেছে না। আমি এ প্রদেশ শূন্যপ্রায় দেখিতেছি। সেই কমললোচন, নীলাম্বুদশ্যামকলেবর, সব্যসাচী ব্যতিরেকে এই বহুবিধ আশ্চর্য্য জন্তু ও কুসুমিত দ্রুমসমুদয়ে পরিপূর্ণ কাম্যকবনের আর সেরূপ রমণীয়তা নাই। যে মহাবল-পরাক্রান্ত মহেন্দ্রনন্দনের শরাসনধ্বনি অশনি-নির্ঘোষের ন্যায় অনবরত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত, সেই সব্যসাচী ধনঞ্জয়কে স্মরণ করিয়া আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সুখানুভব করিতে সমর্থ হইতেছি না।"

অরাতিকুলনিসূদন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রৌপদীর এইরূপ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে নিতম্বিনি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমার মনের নিতান্ত প্রীতিকর, উহা আমার হৃদয়ে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। দেখ, যে মহাবীরের পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, পরিঘযুগের ন্যায় সুদীর্ঘ পীন ভুজযুগল মৌর্ব্বীঘর্ষণজনিত কিণে অঙ্কিত, খড়্গ, আয়ুধ ও শরাসনে সুশোভিত এবং নিষ্ক, অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারে নিরন্তর অলঙ্কৃত থাকে, সেই ধনঞ্জয় বিনা এই কাম্যকবন সূর্য্যবিহীন অন্তরীক্ষের ন্যায় শোভাশূন্য হইয়াছে। পাঞ্চাল ও কুরুবংশীয়গণ যে মহাবীরকে আশ্রয় করিয়া সুরসৈন্যসমূহের সহিতও সংগ্রাম করিতে সন্ত্রস্ত হয় না এবং যাহার বাহুবলমাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাজিত ও সমুদয় মেদিনীমণ্ডল পুনঃপ্রাপ্ত বোধ করি, সেই অর্জ্জুনবিরহে আমি এই কাম্যকবনে ক্ষণকালের নিমিত্তও সুখী হইতেছি না এবং চতুর্দ্দিক্ শূন্য ও তিমিরাচ্ছন্নের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছি।"

তখন পাণ্ডুনন্দন নকুল বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, "দেবগণও সমরাঙ্গনে যাঁহার দিব্যকর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন, যিনি রাজসূয়যজ্ঞসময়ে উত্তরদিকে গমনপূর্ব্বক মহাবল-পরাক্রান্ত শত শত গন্ধর্ব্বগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তিত্তিরি পক্ষীর ন্যায় চিত্র-বিচিত্র, সমীরণের ন্যায় শীঘ্রগামী অশ্ব-সকল আনয়ন করত প্রীতি-প্রসন্নমনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ভীমধন্বা ভীমানুজ ব্যতিরেকে এক্ষণে ক্ষণকালও এই কাম্যকবনে বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই।"

তখন সহদেব ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজন্! যে মহারথ অর্জ্জুন মহাক্রতু রাজসূয়-যজ্ঞের সময় সংগ্রামে জয়লাভপূর্ব্বক বহুবিধ ধন ও কন্যাগণ আনয়ন করিয়াছিলেন, যিনি একাকী সংগ্রামে বহুসংখ্যক যাদবগণকে পরাজয় করিয়া বাসুদেবের সম্মতিক্রমে সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন, আজি গৃহমধ্যে সেই জিষ্ণুর আসন শূন্য দেখিয়া আমার মন কোনমতেই শান্ত হইতেছে না। মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতিরেকে এই বনের রমণীয়তা একবারে তিরোহিত হইয়াছে। আমার মতে এই বন হইতে অন্যত্র গমন করাই শ্রেয়ঃ।"

একাশীতিতম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনবিরহে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত কৃষ্ণাসমবেত ভ্রাতৃগণের বাক্যশ্রবণে স্বয়ং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিমনাঃ হইয়া আছেন, এই সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা

যুধিষ্ঠির হুতহুতাশনসদৃশ ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিলেন। কুরুকুলচূড়ামণি যুধিষ্ঠির তৎকালে ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সুরগণপরিবেষ্টিত শতক্রতুর ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। যেমন সাবিত্রী বেদ-সমুদয় ও সূর্য্যপ্রভা মেরু-পর্ব্বতকে পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ সেই পতিপরায়ণা যাজ্ঞসেনী পতিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না।

ভগবান নারদ পাণ্ডবগণের পূজা-গ্রহণানন্তর ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যথাযোগ্য আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ধর্ম্মবিদগ্রগণ্য! তোমার কোন্ বিষয়ে প্রয়োজন আছে, বল, আমি তোমাকে কি প্রদান করিব?"

তখন ধর্ম্মনন্দন ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে দেবাভিলষিত দেবর্ষির চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "হে মহাভাগ! যখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমার সমুদয় অভিলাষই পরিপূর্ণ হইয়াছে। আপনি আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের উপর বিশেষ অনুকম্পা প্রকাশ করত একটি সন্দেহভঞ্জন করিয়া কৃতার্থ করুন। হে মহাভাগ! যে তীর্থগমনে তৎপর হইয়া সমুদয় মেদিনীমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল হয়? আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয় সবিশেষ বর্ণন করুন।"

নারদ কহিলেন, "হে রাজন্! ধীমান্ ভীষ্ম পূর্ব্বে পুলস্ত্যের নিকট যে বৃত্তান্ত সবিশেষ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম পিতৃকৃত্য করিবার নিমিত্ত মুনিগণের সহিত ভাগীরথীর তটিনী-তীরে বাস করিয়াছিলেন. তিনি সেই দেবদেবর্ষিগন্ধর্ব্বসেবিত, পবিত্র-পবিত্র, রমণীয় গঙ্গাদ্বারে বাস করিয়া বেদ-বিধানানুসারে দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করত কিয়ৎকাল যাপন করেন।

একদা ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম একাগ্রচিত্তে জপ করিতেছেন, এমন সময় অদ্ভুতদর্শন ঋষিসত্তম পুলস্ত্য মহাশয় তথায় সমুপস্থিত হইলেন। কুরুবংশাবতংস ভীষ্ম সেই দেদীপ্যমান উগ্রতপাঃ পুলস্ত্যকে দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক সেই সমাগত মহর্ষির পূজা করিলে এবং পরম-পবিত্র ও প্রয়তমানসে মস্তক দ্বারা অর্ঘ্য আহরণপূর্ব্বক 'আমার নাম ভীষ্ম' এই বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করত কহিলেন, 'হে সুব্রত! আমি আপনার দাস, আপনাকে সন্দর্শন করিয়া আমি সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলাম।' ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্য কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্মকে নিয়ম, স্বাধ্যায় ও উপদেশে একান্ত রত দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।"

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, 'হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার প্রশ্রয়, দম ও সত্যসন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি পিতৃ-ভক্তিপরায়ণ হইয়া ঈদৃশ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ বলিয়াই আমার দর্শন পাইলে। হে পুত্র! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; আমার দর্শন কখন ব্যর্থ হইবার নহে: অতএব বল, তোমার কি করিতে হইবে? তুমি যাহা চাহিবে, আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব।'

ভীষ্ম কহিলেন,'হে মহাভাগ! আপনি সর্ব্বলোকাভিপূজিত, আপনাকে দর্শন করিয়াই আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি। এক্ষণে যদি মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমার একটি সন্দেহভঞ্জন করুন। তীর্থ-সমুদয়ে আমার এক ধর্ম্মসংশয় আছে, আমি আপনার নিকট তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন। হে বিপ্রর্ষে! যে ব্যক্তি তীর্থ-দর্শনাভিলাষী হইয়া এই সমুদয় পৃথ্বীমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফলালাভ হয়?'

পুলস্ত্য কহিলেন,'হে পুত্র! আমি মহর্ষিগণের পরম-অবলম্বন তীর্থ-গমনের ফল তোমার নিকট কহিতেছি,

একমনাঃ হইয়া শ্রবণ কর। যাহার হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, মন, বিদ্যা, তপ ও কীর্ত্তি সুসংযত আছে; সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ ও সতত সন্তুষ্ট, যাহার শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই; সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারাদ-রহিত, নিরারম্ভ, লঘ্বাহারী, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বপাপবিমুক্ত, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে: মহর্ষি-সকল দেবগণোদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তাহার যথার্থ ফল কহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞসমুদয় বহূপকরণ-সাধ্য; কেবল পার্থিবগণ বা সমৃদ্ধ ব্যক্তিরাই উহার অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়; সহায়সম্পত্তিহীন দরিদ্রেরা কখনই উহা সম্পন্ন করিতে পারে না। এক্ষণে দরিদ্রগণও যাহা অনায়াসে সুসম্পন্ন করিতে পারে এবং যাহার অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফললাভ করিতে সমর্থ হয়, ঋষিগণের পরম গুহ্য সেই পবিত্র তীর্থাভিগমনের বিষয় সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে ত্রিরাত্র উপবাস, তীর্থাভিগমন এবং কাঞ্চন ও গোসমুদয় প্রদান না করিয়াই দরিদ্র হয়; অতএব তীর্থাভিগমন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। লোকে তীর্থাভিগমন করিয়া যে ফল লাভ করে, বিপুল-দক্ষিণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তদ্রূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না।

হে মহাভাগ! বিধাতৃবিহিত পুষ্কর-তীর্থ সর্ব্বলোক-বিশ্রুত। এই ভূমণ্ডলে সমুদয়ে দশ-সহস্র কোটি তীর্থ আছে; পুষ্কর-তীর্থে এই সমুদয় তীর্থেরই সতত সান্নিধ্য আছে। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ নিত্য এই তীর্থের সন্নিহিত থাকেন। দেব, দৈত্য ও ব্রহ্মর্ষিগণ ঐ স্থানে তপস্যা করিয়া দিব্য-যোগসম্পন্ন ও বিপুল-পুণ্যশালী হইয়াছেন। মনস্বী ব্যক্তি মনে মনে পুষ্কর-গমনের অভিলাষ করিলেও সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও সুরলোকে পূজিত হয়েন। সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ কমলযোনি পরমপ্রীতমনে সতত তথায় বাস করেন। পূর্ব্বকালে দেবগণ ও ঋষিগণ ঐ পুষ্কর-তীর্থে মহৎ পুণ্য উপার্জ্জন ও পরমসিদ্ধিঃলাভ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনে রত থাকিয়া এই তীর্থে অভিষেক করে, তাহার অশ্বমেধানুষ্ঠানের দশগুণ ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি পুষ্করারণ্যে বাস করিয়া একমাত্রও ব্রাহ্মণভোজন করায়, সে ইহকাল ও পরকালে পরমানন্দ অনুভব করে। যে ব্যক্তি এই স্থানে থাকিয়া অসূয়াশূন্যচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে শাক, মূল বা ফল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া ঐ সমুদয় দ্বারা স্বয়ং জীবনধারণ করে, তাহার অশ্বমেধের ফললাভ হয়। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র যে কেহ পুষ্কর-তীর্থে স্নান করে, তাহাকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে পুষ্কর-তীর্থে গমন করে, তাহার অক্ষয় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে সায়ং ও প্রাতঃকালে পুষ্করতীর্থের স্মরণ করে, তাহার সকল-তীর্থস্নানের ফল-লাভ হয়। স্ত্রী কিংবা পুরুষের জন্মাবধি যে সকল পাপ জন্মিয়া থাকে, একবার পুষ্করে স্নান করিবামাত্র তৎসমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। যেমন ভগবান্ মধুসূদন সর্ব্বদেবের আদি, তদ্রূপ পুষ্কর-তীর্থ যাবতীয় তীর্থের আদি। সংযত হইয়া পবিত্রচিত্তে দ্বাদশ বৎসর পুষ্কর-তীর্থে বাস করিলে সমুদয় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ ও চরমে ব্রহ্মলোকে বাস হয়। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ শত বৎসর অগ্নিহোত্র উপাসনা করে, আর যে ব্যক্তি এক কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায় পুষ্করে বাস করে, এই উভয়েরই তুল্য ফললাভ হয়। হিমালয়ের তিন শৃঙ্গ হইতে যে তিন প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে, সেই পুষ্কর-তীর্থ; উহা উৎপত্তিরহিত; এই নিমিত্ত তাহার জন্ম-কারণ কেহই জানে না। হে মহাত্মন্! পুষ্কর-তীর্থে গমন, তপস্যা, দান ও বাস করা নিতান্ত

পুষ্কর-তীর্থে সংযত ও পরিমিতাহারী হইয়া দ্বাদশ-রাত্র বাস করত পরিশেষে ঐ তীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণসেবিত জম্বুমার্গে গমন করিলে, অশ্বমেধের ফললাভ ও সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে পঞ্চরাত্র বাস করিলে মানবগণ পূতাত্মা হয়; তাহার কোন দুর্গতি হয় না এবং সে চরমে

পরমসিদ্ধি লাভ করে। জম্বুমার্গ হইতে তণ্ডুলিকাশ্রমে গমন করিলে দুর্গতিনাশ ও চরমে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। অগস্ত্য সরোবরে উপস্থিত হইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করত পিতৃদেবার্চ্চনে রত থাকিলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ হয় এবং শাক বা ফল দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিলে কৌমার-পদপ্রাপ্তি হয়।

পরে লোকপূজিত কণ্বাশ্রমে গমন করিবে। কণ্বাশ্রম পরম পবিত্র আদ্য ধর্ম্মারণ্য। ঐ স্থানে প্রবেশমাত্র সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। তথায় নিয়তাশন হইয়া পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বকামসমৃদ্ধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। কণ্বাশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া যযাতিপতনে গমন করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। সে স্থান হইতে মহাকালে গমন করিবে। তথায় সংযত ও নিয়তাহারী হইলে কোটি তীর্থ স্নান ও অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। তথা হইতে রুদ্রবট নামে সর্ব্বভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির ত্রিলোক-বিশ্রুত তীর্থে গমন করিলে গোসহস্রদানের ফল ও মহাদেবের প্রসাদে গাণপত্য-লাভ হয়। ত্রৈলোক্যবিশ্রুত নর্ম্মদা-নদীতে গমন করিয়া দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া দক্ষিণসিন্ধুতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ ও বিমানে আরোহণ করিতে পারে। চর্ম্মণ্বতী নদীতে গমন করিয়া রন্তিদেবকৃত নিয়মানুসারে সংযত ও নিয়তাশন হইলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ হয়।

পরে হিমবৎসুত অর্ব্বুদ-তীর্থে গমন করিবে। পূর্ব্বে যে স্থানে পৃথিবীর ছিদ্র ছিল ও যে স্থানে মহর্ষি বশিষ্ঠের ত্রিলোকবিশ্রুত আশ্রম, তথায় এক রাত্রি বাস করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া পিঙ্গ-তীর্থে স্নান করিলে শত-কপিলাদানের ফললাভ হয়। তৎপরে সর্ব্বোত্তম প্রভাস-তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থে দেবগণের মুখস্বরূপ অনিলসারথি ভগবান্ হুতাশন সতত সন্নিহিত আছেন। তথায় প্রয়তমানসে পবিত্রচিত্তে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রের ফললাভ হয়। অনন্তর সরস্বতীসাগরসঙ্গমে গমন করিবে তথায় গমন করিলে মানবগণ গোসহস্রদানের ফলভাগী, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী ও চরমে স্বর্গলোকগামী হয়। প্রয়তমানসে সলিলরাজের তীর্থে ত্রিরাত্র । করিয়া স্নান এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালী হয় এবং অশ্বমেধের ফল লাভ করে। পরে বরদানতীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে মহর্ষি দুর্ব্বাসা বিষ্ণুকে বর প্র ান করিয়াছিলেন। বরদানে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। তৎপরে সংযত ও নিয়মিতাহারী হইয়া দ্বারাবতীতে গমন করিবে। তত্রস্থ পিণ্ডারকে স্নান করিলে প্রচুর সুবর্ণলাভ হয়। ঐ তীর্থে অদ্যাপি পদ্মলক্ষণলক্ষিত মুদ্রাসমুদয় ও ত্রিশূলাঙ্কিত পদ্ম-সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় ভগবান্ ভবানীপতির সান্নিধ্য আছে। সাগর ও সিন্ধুর সঙ্গমে গমনপূর্ব্বক প্রয়তমানসে সলিলরাজের তীর্থে স্নান এবং দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে স্বতেজঃপ্রদীপ্ত বারুণলোকপ্রাপ্তি হয়। শঙ্কুকর্ণেশ্বর দেবকে অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধানুষ্ঠানের দশগুণ ফললাভ হয়।

শঙ্কুকর্ণেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া ত্রিলোকবিশ্রুত সর্ব্বপাপপ্রণাশন দমী নামে বিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে। তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশ্বরের উপাসনা করেন। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া দেবগণপরিবৃত রুদ্রকে অর্চ্চনা করিলে জন্মাবধি-কৃত সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ হয়। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু দৈত্যদানবগণকে সংহার করিয়া তথায় অবগাহনপূর্ব্বক স্বীয় শৌচসম্পাদন করিয়াছিলেন। তদনন্তর সর্ব্বলোকপূজিত বসুধারায় গমন করিবে। তথায় গমন করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয় এবং তথায় প্রয়তান্তঃকরণে সুসমাহিত-চিত্তে স্নান এবং দেব-পিতৃগণের তর্পণ করিলে বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। ঐ তীর্থে বসুগণের পবিত্র সরোবর আছে। তথায় স্নান ও জলপান করিলে তাঁহাদিগের প্রিয়তর হয়। সিন্ধূত্তম নামে সুবিখ্যাত সর্ব্বপাপপ্রণাশন তীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণলাভ হয়। শুদ্ধান্তঃকরণে ভদ্রতুঙ্গে

গমন করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও পরমগতিলাভ হয়। সিদ্ধগণানষেবিত শক্রের কুমারিকা-তীর্থে-স্নান কারলে শীঘ্র স্বর্গলোক-প্রাপ্ত হয়। তথায় সিদ্ধগণসেবিত রেণুকা-তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে চন্দ্রমার ন্যায় নির্ম্মল-কান্তি ব্রাহ্মণ হয়। সংযত ও মিতাহারা হইয়া পঞ্চনদে গমন করিলে ক্রমানুকীর্ত্তিত দেবযজ্ঞ প্রভৃতি পঞ্চযজ্ঞের ফললাভ হয়।

পরে ভীমাস্থানে গমন করিয়া তত্রস্থ যোনি-তীর্থে স্নান করিলে মানব দেবীপুত্র হয়, তাহার শরীরলাবণ্য তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় হইয়া উঠে এবং সে শত-সহস্র গোদানের ফললাভ করে। ত্রিলোকবিশ্রুত শ্রীকুণ্ডে গমন করিয়া পিতামহকে নমস্কার করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। তৎপরে বিমল-তীর্থে গমন করিবে; তথায় অদ্যাপি সুবর্ণ ও রজতময় মৎস্যসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় স্নান করিলে লোক সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া বাসবলোকে গমন করে। বিতস্তায় গমনপূর্ব্বক দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে বাজপেয়-ফললাভ হয়। কাশ্মীরস্থ বিতস্তা-নদী নাগরাজ তক্ষকের ভবন; ঐ বিতস্তা-সঙ্গম-তীর্থে স্নান করিলে বাজপেয়ের ফললাভ, সর্ব্বপাপপ্রমোচন ও চরমে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর ত্রিলোকবিশ্রুত বড়বায় গমন করিবে তথায় পশ্চিম-সন্ধ্যাসময়ে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে যথাশক্তি চরু নিবেদন করিবে। ঐ স্থানে পিতৃগণোদ্দেশে দান করিলে উহা অক্ষয় হয়। ঋষি, পিতৃ, দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, গুহ্যক, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নর, রাক্ষস, দৈত্য ও রুদ্রগণ এবং স্বয়ং ব্রহ্মা ঐ স্থানে সহস্র-বৎসর-ব্যাপিনী পরম দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক বিষ্ণুকে প্রসন্ন করত চরু প্রদান ও সপ্ত সপ্ত ঋকের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। ভগবান্ কেশব তাঁহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহা-দিগকে অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য ও অন্যান্য অভিলাষ-সকল সফল করত জলদজালমধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে মহাভাগ! এই নিমিত্ত ঐ স্থানের নাম সপ্তচরু বলিয়া লোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ স্থানে ভগবান্ হব্যবাহনকে চরুপ্রদান করিলে শতসহস্র গোদান, শত রাজসূয় ও অশ্ব-মেধানুষ্ঠান অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ হয়। তথা হইতে রুদ্রপদে গমন করিয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। ব্রহ্মচারী হইয়া সুসমাহিতচিত্তে মণিমানে গমনপূর্ব্বক একরাত্রি বাস করিলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ হয়।

পরে লোকবিশ্রুত দেবিকায় গমন করিবে; যে স্থানে মানবজাতি যথাবিধি কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণ হয় এবং যাহা ভূতভাবন ভবানীপতির ত্রিলোকবিশ্রুত আশ্রম। তাহার দৈর্ঘ্য পঞ্চযোজন ও বিস্তৃতি অর্দ্ধ যোজন। সেই দেবর্ষিগণসেবিত পরম-পবিত্র দেবি-কায় অবগাহন করিয়া মহেশ্বরকে অর্চ্চনা ও যথাশক্তি চরু নিবেদন করিলে সর্ব্বকামসমৃদ্ধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। তথায় দেবগণনিষেবিত রুদ্রদেবের কামাখ্য-তীর্থ আছে। মনুষ্য সেই তীর্থে স্নান করিলে ত্বরায় সিদ্ধি-লাভ করে। তথায় যজন, যাজন এবং ব্রহ্মবালুক ও পুষ্পাম্ভের উপস্পর্শন করিলে পরলোকে শোক-রহিত হয়। তদনন্তর যথাক্রমে দীর্ঘসত্রে গমন করিবে। যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ দীক্ষিত ও নিয়তব্রত হইয়া দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করেন, সেই দীর্ঘসত্রে গমনমাত্র রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফললাভ হয়।

অনন্তর সংযত ও মিতাহারী হইয়া বিনশনে গমন করিবে; যে স্থানে সরস্বতী নদী অন্তর্হিত হইয়া মেরুপৃষ্ঠে, চমসোদ্ভেদে, শিবোদ্ভেদে ও নাগোদ্ভেদে গমন করিতেছেন। চমসোদ্ভেদে স্নান করিলে অগ্নি-ষ্টোমের ফল, শিবোদ্ভেদে স্নান করিলে গোসহস্র-দানের ফল এবং নাগোদ্ভেদে স্নান করিলে নাগ-লোকপ্রাপ্তি হয়। পরে শশযানে গমন করিবে; যে স্থানে পুষ্কর-সকল প্রতিবৎসর শশরূপ-প্রতিচ্ছন্ন হইয়া কৌশিকী অতিক্রমণপূর্ব্বক সরস্বতীতে পতিত হয়। সেই তীর্থে স্নান করিলে লোক শশাঙ্কসদৃশ দীপ্তিশালী ও গোসহস্রদানের ফল প্রাপ্ত হয়। সংযতচিত্তে কুমারকোটিতে গমনপূর্ব্বক অভিষেক এবং দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা কারলে লোক

অযুতসংখ্যক গোদানের ফল প্রাপ্ত হয় ও নিজ-কুল উদ্ধার করে।

পরে সমাহিতচিত্তে রুদ্রকোটিতে গমন করিবে; পূর্ব্বে যেখানে কোটিসংখ্যক মুনি মহাদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে 'আমি পূর্ব্বে মহাদেবকে দেখিব, আমি পূর্ব্বে মহাদেবকে দেখিব' বলিয়া সত্বরে প্রস্থান করিলেন। তখন সর্ব্বভূতেশ্বর যোগিবর মহর্ষিগণের ক্রোধনিরাকরণার্থ যোগবলে তাঁহাদের অগ্রে কোটিরুদ্রের সৃষ্টি করিলেন। তপোধনগণ সকলেই 'আমি অগ্রে মহাদেবকে দেখিয়াছি' এই মনে করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন ভগবান্ মহাদেব মহর্ষিগণের ভক্তি-সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া 'অদ্যাবধি তোমাদের ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে' বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। হে নরনাথ! সেই রুদ্রকোটিতে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্তি ও কুলোদ্ধার হয়।

অনন্তর লোকবিশ্রুত সরস্বতীসঙ্গমে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন-সমুদয় চৈত্রমাসীয় শুক্লা চতুর্দ্দশীতে আগমনপূর্ব্বক কেশবের উপাসনা করেন। ঐ তীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণলাভ, সর্ব্বপাপমোচন ও চরমে পরমপবিত্র ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! যে স্থানে ঋষিগণের সত্রসমুদয় সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই সত্রাবসানে গমন করিলে গোসহস্রদানের ফল হয়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অতি প্রশস্ত কুরুক্ষেত্রতীর্থে গমন করিবে; সর্ব্বপ্রকার প্রাণী সেই তীর্থদর্শনমাত্র পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি সতত এইরূপ কহে যে, 'আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব, আমি কুরুক্ষেত্রে বাস করিব,' সে ব্যক্তিও সমুদয় পাতক হইতে পরিত্রাণ পায়। কুরুক্ষেত্রের বায়ুবিক্ষিপ্ত-ধূলিও দুষ্কৃতকর্ম্মাকে পরমপদ প্রদান করিতে পারে। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী, যাহারা এই কুরুক্ষেত্রে বাস করে, তাহাদিগের সুরলোকে বাস করা হয়। হে বীর! তথায় সরস্বতী নদীতীরে একমাস বাস করিবে। ব্রহ্মাদি-দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, যক্ষ ও পন্নগগণও তত্রত্য মহাপুণ্য ব্রহ্মক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কুরুক্ষেত্রবাসের কামনামাত্র করে, সে ব্যক্তিও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফললাভ হয়।

অনন্তর মঙ্কণক নামে মহাবল দ্বারপাল যক্ষকে অভিবাদন করিলে গোসহস্র-দানের ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে বিষ্ণুস্থানে গমন করিবে, যে স্থানে নারায়ণ সর্ব্বদা সন্নিহিত হইয়া থাকেন। তথায় স্নান ও ত্রিলোকপ্রভব নারায়ণকে নমস্কার করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয় ও বিষ্ণুলোকে গমন করে। ত্রৈলোক্যবিশ্রুত পারিপ্লব-তীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রের ফললাভ হয়।

পৃথিবী-তীর্থে গমন, শালুকিনী-তীর্থসেবা ও দশাশ্বমেধে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। সর্পদেবী নামে নাগতীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তি ও নাগলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি তরন্তুকনামক দ্বারপালের নিকট গমন করিয়া তথায় একরাত্রি বাস করে, সে ব্যক্তি গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। নিয়ত নিয়তাশন হইয়া পঞ্চনদ-তীর্থে গমনপূর্ব্বক কোটি-তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ-ফললাভ হয়। অশ্বিনীকুমার-তীর্থে গমন করিলে পরম রূপবান্ হয়। তৎপরে বারাহ-তীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে নারায়ণ পূর্ব্বে বরাহরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন; সেই তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফললাভ হয়। জয়ন্তী-দেশস্থ সোম-তীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করিলে রাজসূয়ফল এবং হংসনামক তীর্থে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়।

তীর্থসেবী ব্যক্তি কৃতশৌচ-তীর্থে গমন করিলে পুণ্ডরীক ও শুচি প্রাপ্ত হয়। মুঞ্জবট-তীর্থে মহাত্মা মহাদেবের স্থান; তথায় উপবাসী হইয়া একরাত্রি

যাপন করিলে গাণপত্যলাভ হয়। তত্রস্থ লোকাবশ্রুত যক্ষিণীতীর্থে অবগাহন করিলে সকল কামনা পরিপূর্ণ হয়। সেই স্থান কুরুক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ, তীর্থসেবী ব্যক্তি সমাহিত হইয়া সেই স্থানে প্রদক্ষিণ করিলে পুষ্কর-তীর্থের সমানফল প্রাপ্ত হয়। সেই জামদগ্ন্য-কৃত তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক পিতৃদেবতার অর্চ্চনা করিলে কৃতার্থ হইয়া অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর সমাহিত হইয়া রামহ্রদে গমন করিবে; যে স্থানে দীপ্ততেজাঃ পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়া পঞ্চহ্রদ নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি সেই পঞ্চহ্রদ রুধির দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া পিতৃ-পিতামহ-দিগের তর্পণ করিয়াছিলেন। পিতৃলোক প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, "হে রাম মহাভাগ ভার্গব! আমরা প্রীত হইয়াছি; তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।"

যোদ্ধৃপ্রধান পরশুরাম কৃতাঞ্জলিপুটে গগনস্থ পিতৃলোকদিগকে কহিলেন, "যদ্যপি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে পিতৃপ্রসাদ প্রদান করুন; আমি রোষাভিভূত হইয়া ক্ষত্রকুল উৎসাদিত করিয়াছি, আপনারা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে আমাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করুন ও এই পঞ্চহ্রদ তীর্থস্বরূপ হইয়া ভুবনে বিখ্যাত হউক।"

পিতৃগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে কহিলেন, "হে রাম! পিতৃভক্তিদ্বারা তোমার তপস্যা পুনরায় সমধিক বর্দ্ধিত হইবে; ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদোষে পতিত হইয়াছেন, অতএব তুমি ক্ষত্রকুলোৎসাদজনিত পাতক হইতে মুক্ত হইবে ও তোমার এই পঞ্চহ্রদ তীর্থরূপে সুবিখ্যাত হইবে। যে ব্যক্তি এই পঞ্চহ্রদে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে, পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাহাকে অনন্যসুলভ অভিলাষানুরূপ বর ও সনাতন স্বর্গলোক প্রদান করিবেন।" তাঁহারা পরশুরামকে এই প্রকার বরপ্রদানপূর্ব্বক মধুর-বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। মহাত্মা ভার্গবের পঞ্চহ্রদ এইরূপে পুণ্যজনক হইল। ব্রহ্মচারী ও ধৃতব্রত হইয়া রামহ্রদে স্নান ও রামের অর্চ্চনা করিলে প্রচুর সুবর্ণলাভ হয়

তীর্থসেবী ব্যক্তি বংশমূলক-তীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করিলে স্বীয় বংশ উদ্ধার হয়। কায়শোধন-তীর্থে গমন ও স্নান করিলে শুদ্ধদেহ হইয়া শুভলোকে গমন করে। অনন্তর ত্রৈলোক্যবিশ্রুত লোকোদ্ধার-তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে প্রভাবশালী বিষ্ণু পূর্ব্বে লোকসকলকে উদ্ধার করিতেন। সেই প্রধানতম তীর্থে স্নান করিলে স্বীয় লোক উদ্ধার হয়। চিত্তসংযমপূর্ব্বক শ্রীতীর্থে গমন করিয়া স্নান এবং পিতৃলোক ও দেবগণকে অর্চ্চনা করিলে অত্যুত্তম শ্রী প্রাপ্ত হয়।

ব্রতধারী ও ব্রহ্মচারী হইয়া কপিলা-তীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান এবং পিতৃলোক ও দৈবতগণকে পূজা করিলে সহস্র কপিলা-দানের ফল প্রাপ্ত হয়। সংযতচিত্ত ও উপবাসপরায়ণ হইয়া সূর্য্যতীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয় ও সূর্য্যলোকে গমন করে।

তীর্থসেবী ব্যক্তি গোভবন-তীর্থে যথাক্রমে গমন ও স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। তত্রস্থ শঙ্খিনী দেবীর তীর্থে স্নান করিলে অসুলভ রূপলাভ হয়। অনন্তর সরস্বতী-তীরে তরন্তুক-নামক দ্বারপালের নিকট উপনীত হইবে; উহা মহাত্মা কুবেরের তীর্থ; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম-ফললাভ হয়। তদনন্তর ব্রহ্মাবর্ত্ত-তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে ব্রহ্মলোকলাভ হয়।

তদনন্তর অনুত্তম সুতীর্থে গমন করিবে: যে স্থানে পিতৃলোক নিয়ত সন্নিহিত থাকেন। তথায় স্নান ও পিতৃদেবগণের আরাধনা করিলে অশ্বমেধফললাভ ও পিতৃলোকপ্রাপ্তি হয়। অম্বুবতীপ্রদেশে কাশীশ্বর-তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্ত ও ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত হয়। অম্বুবতীপ্রদেশস্থ মাতৃ-তীর্থে স্নান করিলে তাহার প্রজাবৃদ্ধি ও বিপুল শ্রীলাভ হয়।

অনন্তর পবিত্র ও নিয়তাশী হইয়া অতি দুর্ল্লভ শীতবন-তীর্থে গমন করিবে, তথায় কেশাভ্যুক্ষণমাত্রেই

পবিত্র হয়। এই স্থানে শ্বাবিল্লোমাপহ তীর্থ আছে। তীর্থ-পরায়ণ ব্যক্তিরা তথায় স্নান করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হয়েন এবং প্রাণায়ামসহকারে লোমচ্ছেদন-পূর্ব্বক পূতাত্মা হইয়া পরমা গতি লাভ করেন। তত্রত্য দশাশ্বমেধিক-তীর্থে স্নান করিলে চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

তদনন্তর সুপ্রসিদ্ধ মানুষ-তীর্থে গমন করিবে, যে সরোবরে কৃষ্ণসার মৃগগণ ব্যাধশরপীড়িত হইয়া অবগাহনপূর্ব্বক মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছিল; সংযত-চিত্ত ও ব্রহ্মচারী হইয়া সেই তীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

মানুষ-তীর্থের এক ক্রোশ পূর্ব্বে সিদ্ধগণ-সেবিত আপগা নামে সুবিখ্যাত এক নদী আছে। যে ব্যক্তি দেব ও পিতৃলোকের উদ্দেশে সেই নদীতে শ্যামাক-ভোজন প্রদান করে, সে সমধিক ধর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়। তথায় একটিমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন প্রদান করিলে কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফললাভ হয়। তথায় একরাত্রি বাস করিয়া স্নান এবং দেব ও পিতৃলোকের পূজা করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মোডুম্বর নামে বিখ্যাত অত্যুত্তম ব্রহ্ম-স্থানে গমন করিবে। সংযতচিত্তে পবিত্রদেহে তত্রত্য সপ্তর্ষিকুণ্ডে ও মহাত্মা কপিলের কেদারে গমন করিলে নর তপঃপ্রভাবে দগ্ধকলুষ হইয়া সেই স্থানেই লীন হয়।

যে ব্যক্তি ভুবনবিখ্যাত সরক-তীর্থে গমন করিয়া কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে বৃষভধ্বজের আরাধনা করে, সে ব্যক্তি স্বর্গলোকে গমন করে। হে কুরুনন্দন! সেই সরকস্থ রুদ্রকোটি কূপ ও হ্রদে তিন কোটি তীর্থ বিরাজমান আছে। তত্রত্য ইলাস্পদ তীর্থে অবগাহন করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণকে আরাধনা করিলে নিরাপদ্ ও বাজপেয়-যজ্ঞের ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি কিন্দান ও কিঞ্জপ্য তীর্থে স্নান করে, সে ব্যক্তি অপ্রমেয় দান ও জপের ফল প্রাপ্ত হয়। জিতে-ন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কলসী-তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।

সরক-তীর্থের পূর্ব্বভাগে অম্বাজন্ম নামে বিখ্যাত মহাত্মা নারদের তীর্থ। তথায় স্নান করিলে চরমে নারদের অনুজ্ঞাত পরমোৎকৃষ্ট লোকলাভ হয়। যে ব্যক্তি শুক্লদশমীতে পুণ্ডরীক-তীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করে, সে পুণ্ডরীকফল প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সকল-লোক-বিখ্যাত ত্রিপিষ্টপ-তীর্থে গমন করিবে; তত্রত্য পাপনাশিনী বৈতরণী নদীতে স্নান ও শূল-পাণির অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত ও পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।

তদনন্তর ফলকী-বনে গমন করিবে, দেবগণ যে স্থানে বাস করিয়া বহুসহস্র-বর্ষব্যাপী তপশ্চর্য্যা করেন। দৃষদ্বতীতে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম এবং অতিরাত্রের ফল প্রাপ্ত হয়। সমস্ত দেবতীর্থে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফল হয়। পাণিখাতে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিলে অগ্নি-ষ্টোম, অতিরাত্র ও রাজসূয়-যজ্ঞের ফললাভ এবং ঋষিলোক প্রাপ্ত হয়।

তৎপরে মিশ্রক নামে প্রধান তীর্থে গমন করিবে। আমরা শুনিয়াছি, মহাত্মা বেদব্যাস দ্বিজগণের নিমিত্ত তথায় অনেক তীর্থ মিশ্রিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই তীর্থে স্নান করে, তাহার সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল-লাভ হয়। তদনন্তর সংযত ও নিয়তাশন হইয়া ব্যাসবনে গমন করিবে। তত্রস্থ মনোজবে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফল প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধাত্মা হইয়া মধুবটীতে গমনপূর্ব্বক দেবীতীর্থে স্নান করিয়া দেবলোক ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলে দেবীর অনুজ্ঞাক্রমে গোসহস্রদানের ফল হয় যে ব্যক্তি নিয়তাহার হইয়া কৌশিকী ও দৃষদ্বতীনদীর সঙ্গম-স্থলে স্নান করে, সে সকল পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়।

তদনন্তর ব্যাসস্থলীতে গমন করিবে; যে স্থানে ধীমান্ বেদব্যাস পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবার মানসে আসীন হইয়াছিলেন; পরে দেবগণ আসিয়া তাঁহাকে উত্থাপিত করেন। তথায় গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। যে ব্যক্তি কিন্দত্তকূপে একপ্রস্থ তিল প্রদান করে, সে ব্যক্তি ঋণমুক্ত হইয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বেদী-

তীর্থে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। অহঃ ও সুদিনতীর্থে স্নান করিলে সূর্য্যলোক-প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর ত্রিলোক-বিখ্যাত মৃগধূম-তীর্থে গমন করিবে। তত্রস্থ গঙ্গায় স্নান ও মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধফললাভ হয় এবং দেবীতীর্থে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফল হয়।

তদনন্তর ত্রিলোকবিশ্রুত বামনক-তীর্থে গমন করিবে; তথায় বিষ্ণুপদে স্নান ও বামনদেবকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। কুলম্পুন-তীর্থে স্নান করিলে স্বীয় কুল পবিত্র হয়।

পবনহ্রদ বায়ুগণের উত্তম তীর্থ; তথায় স্নান করিলে পবনলোকপ্রাপ্তি হয়। অমরগণের হ্রদে স্নান করিয়া অমররাজকে অর্চ্চনা করিলে অমর-প্রভাবে অমর-লোকে পূজিত হয়। শালিসূর্য্য-প্রদেশে শালিহোত্র-তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফল হয়। সরস্বতীতীরে শ্রীকুঞ্জ-তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফললাভ হয়।

অনন্তর নৈমিষকুঞ্জে গমন করিবে। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বীরা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া সরস্বতী-কুঞ্জ নির্ম্মাণ করেন; সেই কুঞ্জে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফল প্রাপ্ত হয়।

তদনন্তর কন্যা-তীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফল প্রাপ্ত হয়। পরে ব্রহ্ম-তীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে নীচবর্ণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সোম-তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান কারলে সোমলোক প্রাপ্ত হয়।

তদনন্তর সপ্তসারস্বত-তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে লোকবিশ্রুত তপঃসিদ্ধ মহর্ষি মঙ্কণক বাস করিতেন। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বে কুশাগ্র দ্বারা সেই মহর্ষির করদেশ ক্ষত হওয়াতে শাকরস নিঃসৃত হইতে লাগিল। মহাষ তাহা দর্শন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন স্থাবর ও জঙ্গম উভয়েই তাঁহার তেজে মোহিত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋষিগণ মহর্ষির নৃত্য নিরীক্ষণ করিয়া মহাদেবের নিকট নিবেদন করিলেন, "হে দেব! যাহাতে এই ঋষি নৃত্য হইতে বিরত হয়েন, তাহার উপায় করুন।" মহাদেব দেবগণের হিতের নিমিত্ত সেই হৃষ্টচিত্ত নৃত্যশীল ঋষিকে কহিলেন, "হে মহর্ষে! আপনি কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছেন? অদ্য আপনার হর্ষের কি কারণ উপস্থিত হইল?"

মঙ্কণক কহিলেন, "আমি তপস্বী ও ধর্ম্মপথের পথিক; আমার কুশক্ষত কর হইতে শাকরস নির্গত হইতেছে; আপনি কি দর্শন করিতেছেন না? আমি উহাই অবলোকন করিয়া প্রচুর হর্ষভরে নৃত্য করিতেছি।"

মহাদেব সহাস্য-বদনে সেই রাগ-মোহিত ঋষিকে কহিলেন, "হে বিপ্র! আমি ইহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হই নাই; তুমি আমাকে অবলোকন কর।" এই বলিয়া ভগবান্ ভবানীপতি অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্বীয় অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র ক্ষত হইতে হিমসন্নিভ ভস্ম বিনির্গত হইতে লাগিল।

মহর্ষি মঙ্কণক তদ্দর্শনে লজ্জিত ও মহাদেবের পদতলে নিপতিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন, "হে দেব! তোমা অপেক্ষা প্রধানতম আর কেহই নাই। তুমি শূলধারী, তুমি সুরাসুর প্রভৃতি সমস্ত জীবের গতি, তুমিই এই সচরাচর ত্রৈলোক্য সৃষ্টি করিয়াছ; তুমিই পুনরায় যুগাবসানে সমুদয় সংহার কর; দেবগণও তোমাকে জানিতে সমর্থ নহে; আমি কি প্রকারে তোমাকে জানিব; ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবতা তোমাতে অবস্থান করিতেছেন; তুমিই সমুদয় লোকের কর্ত্তা ও নিয়োক্তা, সুরগণ তোমারই প্রসাদে অকুতোভয়ে সুখে সময়াতিপাত করিতেছেন। হে মহাদেব! তোমার প্রসাদে যেন আমার তপোবৃদ্ধি হয়।"

মহাদেব কহিলেন, "হে ব্রহ্মর্ষে! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হউক। আমি এই আশ্রমে তোমার সহিত বাস করিব। যাহারা এই সপ্তসারস্বত-তীর্থে স্নান করিয়া আমার অর্চ্চনা করিবে, ইহলোকে বা পরলোকে তাহাদের কিছুই অপ্রাপ্য

থাকিবে না এবং সারস্বত-লোকে গমন করিবে সন্দেহ নাই।” মহাদেব এই কথা কহিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন।

তৎপরে ভুবনবিখ্যাত ঔশনস-তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ ও ভগবান্ কার্ত্তিকেয় ভার্গবের হিত-কামনায় নিরন্তর সন্নিহিত থাকেন। পাপবিমোচন কপালমোচন-তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ-বিমোচন হয়।

তদনন্তর অগ্নি-তীর্থে গমন করিবে। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে ব্যক্তি অগ্নিলোকে গমন ও স্বীয় কুল উদ্ধার করে। তত্রত্য বিশ্বামিত্র-তীর্থে স্নান করিলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি পবিত্র-চিত্তে ব্রহ্মযোনি-তীর্থে স্নান করে, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এবং তাহার সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়, তাহতে সন্দেহ নাই।

তদনন্তর অতি প্রসিদ্ধ পৃথূদক নামে কার্ত্তিকেয়-তীর্থে গমন করিবে; স্ত্রীলোক হউক আর পুরুষই হউক, জ্ঞান পূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক যে কিছু অশুভকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তথায় স্নানমাত্রেই তৎসমুদয় বিনষ্ট হয়, এবং অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ ও স্বর্গলোকে গমন করে। কুরুক্ষেত্র পুণ্যজনন তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত, কুরুক্ষেত্র অপেক্ষাও সরস্বতী অধিকতর পুণ্যজননী; সরস্বতী অপেক্ষাও অন্যান্য তীর্থ-সকল অধিকতর ফলপ্রদ; সেই সকল তীর্থ অপেক্ষাও পৃথূদক-তীর্থ সমধিক মহিমান্বিত ও সকল তীর্থের মধ্যে প্রধান। সনৎকুমার ও মহাত্মা ব্যাস কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পৃথূদকে জপপরায়ণ হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ মরণযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অতএব মনুষ্য অবশ্যই পৃথূদকে গমন করিবে। পৃথূদক অপেক্ষা সমধিক ফলপ্রদ তীর্থ আর নাই। ঐ তীর্থই অতিমাত্র পবিত্র ও অসীম ফলপ্রদ। এইরূপে মনীষিগণ পৃথূদক-তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তত্রত্য মাধুস্রব-তীর্থে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়।

তৎপরে অতি পবিত্র সরস্বতী-অরুণাসঙ্গম-তীর্থে গমন করিবে, তথায় ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতক হইতে মুক্ত হয়, অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তাঁহার সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। মহর্ষি দর্ভী পূর্ব্ব-কালে বিপ্রগণের প্রতি অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া তথায় অর্দ্ধকীল নামে তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথায় স্নান করিয়া ব্রত, উপনয়ন, উপবাস, ক্রিয়া ও মন্ত্রপরায়ণ হইলে ব্রাহ্মণ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু পুরাতন লোকেরা ক্রিয়ামন্ত্রবিহীন ব্যক্তিকেও তথায় স্নান করিয়া ধৃতব্রত ও বিদ্বান্ হইতে দেখিয়াছেন। মহাত্মা দর্ভী তথায় চতুঃসমুদ্রকে আনয়ন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে কখন দুরবস্থায় পতিত হয় না এবং চতুঃসহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তদনন্তর শতসহস্রক ও সাহস্রক এই উভয় তীর্থে গমন করিবে; যে ব্যক্তি এই উভয় তীর্থে স্নান করে, তাহার গোসহস্রদানের ফললাভ হয় এবং তথায় একবার দান ও উপবাস করিলে তাহা সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

পরে রেণুকা-তীর্থে গমন করিবে। তথায় তীর্থাভিষেকানন্তর পিতৃদেবার্চ্চনপরায়ণ হইলে অগ্নিষ্টোম-ফললাভ হয়। জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তত্রত্য বিমোচনে স্নান করিলে প্রতিগ্রহজনিত সকল পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়।

অনন্তর জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া পঞ্চবটীতে গমন করিবে। তথায় গমন করিলে পুণ্যশালী হইয়া সাধুলোকমধ্যে পূজিত হয়। যোগেশ্বর মহাদেব স্বয়ং তথায় বিরাজমান আছেন; সেই স্থানে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিলাভ হয়। তৎপরে বারুণতেজে দীপ্যমান তৈজস বারুণ-তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ কার্ত্তকেয়কে দেবগণের সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

তৈজস-তীর্থের পূর্ব্বদিকে কুরুতীর্থ; মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া কুরুতীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। তৎপরে নিয়তাশন হইয়া স্বর্গদ্বার-তীর্থে গমন করিলে

স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি অনরক-তীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে তাহার দুর্গতি হয় না। তথায় ব্রহ্মা, নারায়ণ ও অন্যান্য দেবগণ নিয়ত বাস করেন এবং ভগবতী রুদ্রপত্নী তথায় সন্নিহিত আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। তথায় বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে সকল পাতক হইতে মুক্ত হয়। নারায়ণকে প্রাপ্ত হইলে কান্তিমান্ হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। সর্ব্বদেব-তীর্থে স্নান করিলে সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া শশীর ন্যায় দীপ্তিমান্ হয়। অনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি স্বস্তিপুরে গমন করিবে; তথায় প্রদক্ষিণ করিলে গো-সহস্রদানের ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পাবন-তীর্থে গমন করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করে, সে ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ করে। সেই স্থানেই গঙ্গাহ্রদ নামে কূপ আছে, সেই কূপে তিন কোটি তীর্থ বিরাজমান আছে, মনুষ্য তথায় স্নান করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

আপগা-তীর্থে স্নান ও মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে গাণপত্যলাভ ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ত্রিভুবনবিখ্যাত স্থাণুবটে গমন করিবে। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিয়া এক রাত্রি বাস করে, সে ব্যক্তি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বশিষ্ঠের আশ্রম বদরীপাচনে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস ও বদরী ভক্ষণ করিবে। যে ব্যক্তি তথায় দ্বাদশ বৎসর বদরী ভক্ষণ করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করে, সে ব্যক্তি বশিষ্ঠের তুল্য হয়।

তীর্থসেবী ব্যক্তি রুদ্রমার্গে গমন করিয়া অহোরাত্র উপবাস করিলে ইন্দ্রলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। ধৃতনিয়ম ও সত্যবাদী হইয়া একরাত্র তীর্থে গমনপূর্ব্বক একরাত্রি উপবাস করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর যে স্থানে মহাত্মা তেজোরাশি আদিত্যদেবের আশ্রম, সেই ভুবনবিখ্যাত তীর্থে গমন করিয়া সূর্য্যদেবকে পূজা করিলে সূর্য্যলোকে গমন ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। তীর্থসেবী মানব সোমতীর্থে স্নান করিলে সোমলোক প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

তৎপরে মহাত্মা দধীচ মুনির ভুবনবিখ্যাত পাবনতম তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে তপোনিধি সারস্বত অঙ্গিরা গমন করিয়াছিলেন; সেই তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ ও সারস্বতা গতিপ্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। তৎপরে নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কন্যাশ্রমে গমন করিবে; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস ও শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে ভোজন করিলে শতসংখ্যক দিব্য কন্যা ও স্বর্গলোকলাভ হয়।

তৎপরে সন্নিহতী-তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি-দেবতা ও তপোধনগণ সাতিশয় পুণ্যবলে মাসে মাসে আগমন করিয়া থাকেন। সেই হেতু গ্রহণসময়ে তথায় স্নান করিলে শত অশ্বমেধযজ্ঞের অক্ষয় ফললাভ হয়। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সমস্ত তীর্থ, নদী, হ্রদ, তড়াগ, প্রস্রবণ, কূপ, বাপী ও আয়তন আছে, তৎসমুদয় প্রতিমাসের অমাবস্যাতে সন্নিহতী-তীর্থে আগমন করে, সন্দেহ নাই। তথায় সমুদয় তীর্থের সন্নিহন অর্থাৎ সমাবেশ হয় বলিয়া তাহার নাম সন্নিহতী হইয়াছে। তথায় স্নান ও তত্রত্য জলপান করিলে স্বর্গলোক-প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণসময়ে তথায় শ্রাদ্ধ করে, তাহার ফল শ্রবণ কর, তথায় স্নান ও শ্রাদ্ধ করিবামাত্র সম্যক্ অনুষ্ঠিত সহস্র অশ্বমেধযাগের ফল প্রাপ্ত হয়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে কিছু দুষ্কর্ম্ম করে, তথায় স্নান করিবামাত্র তৎসমুদয় বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। তৎপরে মচক্রক নামে দ্বারপাল যক্ষকে অভিবাদন করিলে পদ্মবর্ণ যানে অরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। তদনন্তর কোটি-তীর্থে স্নান করিলে বহুসুবর্ণ-লাভ হয়। তত্রত্য গঙ্গাহ্রদে স্নান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়।

পৃথিবীর মধ্যে নৈমিষ, অন্তরীক্ষের মধ্যে পুষ্কর এবং ত্রিলোকীর মধ্যে কুরুক্ষেত্র প্রধান তীর্থ। কুরুক্ষেত্রের বায়ু-সমুত্থিত ধূলিও সকল পাপাত্মাকে পরমগতি প্রদান করে। যে ব্যক্তি একবার কহে যে, 'আমি কুরুক্ষেত্রে গমন ও বসতি করিব,' সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মবেদী

কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র ও ব্রহ্মর্ষিসেবিত স্থান; যে সকল মনুষ্য তথায় বাস করে, তাহারা কদাচ শোচনীয় হয় না। তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক, এই কয়েক স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থান কুরুক্ষেত্র-সমন্তপঞ্চক; উহাই পিতামহের উত্তরবেদী বলিয়া বিখ্যাত।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মতীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে মহাভাগ ধর্ম্ম তপোনুষ্ঠান করিয়া উহাকে পবিত্র ও স্বনামে বিখ্যাত করিয়াছেন। তথায় ধর্ম্মশীল ও সমাহিত হইয়া স্নান করিলে নিঃসন্দেহ সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। তৎপরে জ্ঞানপাবন-নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল ও মুনিলোকলাভ হয়। তৎপরে সৌগন্ধিকবনে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগগণ গমন করিয়া থাকে। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র চিরসঞ্চিত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। পরে সরিদ্বরা প্লক্ষা ও স্রোতস্বতী সরস্বতীতে গমন করিবে; তথায় বল্মীক-নিঃসৃত জলে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। তৎপরে বল্মীক হইতে ষট্‌শম্যানিপাত পর্য্যন্ত ঈশানাধ্যুষিতনামক তীর্থ। প্রাচানেরা কহেন, ঐ দুর্লভ তীর্থে স্নান করিলে সহস্র কপিলাদান ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ হয়। হে মহারাজ! সুগন্ধা, শতকুম্ভা ও পঞ্চযক্ষায় গমন করিলে স্বর্লোকে পূজিত হয়। তথায় ত্রিশূলখাত-নামক এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে অবগাহন করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিলে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে গাণপাত্য লাভ করিতে পারে।

অনন্তর পরম-দুর্লভ দেবীস্থানে গমন করিবে। ঐ তীর্থ ত্রিলোকে শাকম্ভরী নামে প্রখ্যাত আছে। পূর্ব্বে সুব্রতা-দেবী মাসে মাসে শাকাহার দ্বারা দিব্য সহস্রবর্ষ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদা তথায় কতকগুলি মহর্ষি আগমন করিলে সুব্রতাদেবী ভক্তিপূর্ব্বক শাক দ্বারা অভ্যাগত তাপসদিগের আতিথ্য করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ঐ তীর্থের নাম শাকম্ভরী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সমাহিত ও ব্রহ্মচারী হইয়া তথায় শাকভক্ষণপূর্ব্বক ত্রিরাত্র বাস করিলে দ্বাদশ বৎসর শাকাহারে যে ফল সঞ্চিত হয়, দেবীপ্রসাদে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। তৎপরে ত্রিলোকবিশ্রুত সুবর্ণাখ্য তীর্থে গমন করিবে, পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু যে স্থানে ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবাদিদেব ত্রিলোচন প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণুকে দেবদুর্লভ বর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! তুমিই সকল লোকের একমাত্র প্রিয়পাত্র ও সমুদয় সংসারমধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।' হে মহারাজ! তথায় গমন করিয়া ভগবান্ রুদ্রকে অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধফল ও গাণপত্যলাভ হয়। তৎপরে ধূমাবতী তীর্থে গমন করিবে; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে নিঃসংশয় বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। তৎপরে রথাবর্ত্ত-তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থ 'দেবীতীর্থের দক্ষিণার্দ্ধ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মশীল হইয়া পরমশ্রদ্ধাসহকারে তথায় গমন করিলে শঙ্করপ্রসাদে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। তৎপরে তাহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সর্ব্বপাপপ্রণাশন ধারাতীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কদাচ শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না।

অনন্তর মহাগিরিকে নমস্কার করিয়া স্বর্গদ্বারতুল্য গঙ্গাদ্বারে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কোটি তীর্থের ফললাভ, পুণ্ডরীক-প্রাপ্তি এবং কুলও উদ্ধার হইয়া থাকে; আর সেই তীর্থে একরাত্রি বাস কারলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয়। সপ্তগঙ্গা, ত্রিগঙ্গা ও শক্রাবর্ত্তে বিধিপূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিলে পুণ্যলোকে পূজিত হয়। তৎপরে কনখল-তীর্থে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধফল ও স্বর্গলোকলাভ হয়। তৎপরে তীর্থপর্য্যটক ব্যক্তি কপিলাবটে গমন করিবে; তথায় উপবাস দ্বারা এক রজনী

অতিবাহিত করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয়।

তৎপরে নাগরাজ কপিলের ত্রিলোকবিশ্রুত নাগ-তীর্থে স্নান করিবে; তথায় স্নান করিলে সহস্র কপিলাদানের ফললাভ হয়। তৎপরে শান্তনুরাজার ললিতক-তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কদাচ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। অনন্তর যে মনুষ্য গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করে, তাহার দশাশ্বমেধফল-প্রাপ্তি ও সমস্ত কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ত্রিলোক-বিশ্রুত সুগন্ধ-তীর্থে গমন করিলে নর চিরসঞ্চিত পাপরাশি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। তদনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি রুদ্রাবর্ত্তে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে স্বর্গলোক-লাভ হয়। হে মহারাজ! জাহ্নবী ও সরস্বতী-সঙ্গমে স্নান করিলে অশ্বমেধ-ফল ও স্বর্গলোকলাভ হয়। তৎপরে ভদ্রকর্ণেশ্বরে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি দেব ভদ্রকর্ণেশ্বরকে অর্চ্চনা করিলে দুর্গতিশূন্য ও দেবলোকে পূজিত হয়। তৎপরে কুব্জাম্রক-তীর্থে গমন করিলে গোসহস্রদানের ফল ও স্বর্গলোকলাভ হয়। তৎপরে অরুন্ধতী-বটে গমন করিবে; তথায় সমুদ্রজলে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞ ও গোসহস্রদানের ফললাভ এবং কুল উদ্ধার হয়। পরে তীর্থসেবী ব্যক্তি সমাহিত ও ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে গমন করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল ও সোমলোকলাভ হয়। হে মহারাজ! যমুনানদীর উৎপত্তিস্থানে গমন করিয়া তদীয় সলিলে অবগাহন করিলে অশ্বমেধের ফললাভ ও স্বর্গলোকে পূজিত হয়। পরে দর্ব্বীসংক্রমণ-তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও স্বর্গলোকলাভ হয়। তদনন্তর সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত সিন্ধুপ্রভবে গমন করিবে; তথায় পঞ্চ রজনী বাস করিলে বহু সুবর্ণলাভ হয়। তৎপরে পরম-দুর্গমা দেবীতীর্থে উপনীত হইলে অশ্বমেধের ফল ও স্বর্গ-লোকলাভ হয়। অনন্তর ঋষিকুল্যা ও বাশিষ্ঠ-তীর্থে গমন করিবে, বাশিষ্ঠ-তীর্থে বিধিবোধিত কর্ম্ম করিলে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ সমুদয় ব্রাহ্মণ হয়। ঋষিকুল্যায় স্নান এবং দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিলে বিধূত-পাপ হইয়া ঋষিলোক প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ভৃগুতুঙ্গে গমন করিবে, তথায় শাকাহারপূর্ব্বক এক-মাস অতিবাহিত করিলে অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হয়। হে মহারাজ! বীরপ্রমোক্ষ-তীর্থে গমন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

তদনন্তর কৃত্তিকা-তীর্থে ও মঘা-তীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রের ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে বিদ্যাতীর্থে গমন করিবে, তথায় সন্ধ্যার সময় স্নান করিলে সকল লোকে বিদ্যালাভ হইয়া থাকে। তৎ-পরে সর্ব্বপাপপ্রমোচন মহাশ্রমে এককাল নিরাহার হইয়া একরাত্রি বাস করিলে শুভলোকলাভ হয়। পরে মহালয়ে ষষ্ঠকাল অনাহার দ্বারা একমাস অতি-বাহিত করিলে চিরসঞ্চিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত ও বহু সুবর্ণলাভ হয় এবং বংশের পূর্ব্বতন দশ পুরুষ ও অধস্তন দশ পুরুষ উদ্ধার হয়। তদনন্তর পিতা-মহনিষেবিত বেতসিকা-তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ-ফল ও ঔশনসী গতি প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সিদ্ধগণ-সেবিত সুন্দরিকাতীর্থে গমন করিলে উত্তম রূপ-লাবণ্য প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণী-তীর্থে গমন করিলে পদ্মবর্ণ যানে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

পরে সিদ্ধগণনিষেবিত অতি পবিত্র নৈমিষ-তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সতত বাস করেন; ঐ তীর্থ অন্বেষণ করিলে পাপের অর্দ্ধ ও তথায় প্রবেশ করিলে সমগ্র পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। তীর্থতৎপর ব্যক্তি তথায় একমাস বাস করিবে। এই পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ আছে, নৈমিষেও সেই সকল তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় সংযত ও নিয়তাশন হইয়া স্নান করিলে গোমেধ-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি ও সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। যে ব্যক্তি তথায় উপবাস-পরায়ণ হইয়া প্রাণ পরি-ত্যাগ করে, সে সকললোকে আনন্দিত হয়। তৎপরে গঙ্গোদ্ভেদে গমন করিবে, তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে বাজপেয়-যজ্ঞের ফল ও ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হয়। তৎপরে সরস্বতীতে উপস্থিত হইয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করিলে নিঃসন্দেহ সারস্বতলোক-প্রাপ্তি হয়।

তদনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া বাহুদা-তীর্থে গমন করিবে। তথায় একরাত্রিমাত্র বাস করিলে স্বর্গলোক-পূজিত দেবসত্র-নামক যজ্ঞের ফললাভ হয়। তৎপরে পুণ্যজনপরিবৃত অতি পবিত্র ক্ষীরবতীতীর্থে গমন করিবে, তথায় পিতৃদেবার্চ্চনে রত হইলে বাজপেয়-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সমাহিত হইয়া বিমলাশোক-তীর্থে গমন করিবে, তথায় এক রজনীমাত্র বাস করিলে স্বর্গলোকে পূজিত হয়। তৎপরে সরযূ নদীর গোপ্রতার-নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র বল, বাহন ও ভৃত্যগণ-সমভিব্যাহারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া তদীয় প্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন; তথায় স্নান করিলে রামচন্দ্র-প্রসাদে কর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ চিরসঞ্চিত পাপরাশি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত হয়। তৎপরে রামতীর্থ গোমতীতে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধফলপ্রাপ্তি ও নিজকুল পবিত্র হয়। তত্রস্থ শতসাহস্রক-নামক তীর্থে সংযত ও মিতাহারী হইয়া স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। তৎপরে কোটিতীর্থে স্নান ও ভগবান্ কার্ত্তিকেয়কে অর্চ্চনা করিলে গোসহস্রদানের ফলপ্রাপ্তি ও তেজস্বী হয়। তৎপরে বারাণসীতে উপনীত হইয়া বৃষভবাহন মহাদেবকে অর্চ্চনা ও কপিলহ্রদে স্নান করিলে রাজসূয়-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। তৎপরে অবিমুক্ত-তীর্থে গমন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিবামাত্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয় এবং তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে লোকবিশ্রুত গোমতী-গঙ্গা-সঙ্গমে অতি দুর্লভ মার্কণ্ডেয়তীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোমফল প্রাপ্ত ও কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গয়ায় গমন করিবামাত্র অশ্বমেধ-ফল প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে ত্রিলোকবিখ্যাত অক্ষয়-বট আছে, তথায় মহানদীতে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের উদ্দেশে দান করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে এবং তর্পণ করিলে অক্ষয়লোকলাভ ও নিজ কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ধর্ম্মারাণ্যোপশোভিত ব্রহ্মসরোতীর্থে গমন করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সরোবরে এক যূপকাষ্ঠ নিখাত করিয়া রাখিয়াছেন; ঐ যূপকে প্রদক্ষিণ করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। তৎপরে লোকবিশ্রুত ধেনুকতীর্থে গমন করিবে, তথায় এক রাত্রিকাল বাস করিয়া তিল ও ধেনু প্রদান করিলে সর্ব্বপাপ-বিবর্জ্জিত ও নিশ্চয়ই সোমলোকলাভ হয়। পূর্ব্বে পর্ব্বতোপরি সঞ্চরণকালে সবৎসা কপিলার পদচিহ্ন তথায় নিপতিত হইয়াছিল; উহা অদ্যাপিও পরিদৃশ্যমান হয়। হে মহারাজ! সেই সমস্ত পদচিহ্নে স্নান করিলে যে কিছু অশুভ কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, তাহাও বিনষ্ট হইয়া যায়।

অনন্তর গৃধ্র-বটনামে দেবস্থানে গমন করিবে; তথায় বৃষভবাহন শিবসন্নিধানে উপনীত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন করিলে ব্রাহ্মণগণের দ্বাদশবার্ষিক ব্রত অনুষ্ঠিত ও ইতর বর্ণের সর্ব্বপাপ প্রণষ্ট হয়। তৎপরে সঙ্গীত-নিনাদিত উদ্যন্ত-নামক পর্ব্বতে গমন করিবে; যে স্থানে সাবিত্রীর পদচিহ্ন পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে; তথায় সংশিত-ব্রত হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিলে দ্বাদশবার্ষিকী সন্ধ্যোপাসনার ফল হয়। তথায় যোনিদ্বারনামক প্রখ্যাত তীর্থে গমন করিলে যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হয়।

যে ব্যক্তি গয়া-তীর্থে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষে বাস করে, তাহার সপ্তম কুল পবিত্র হয়, সন্দেহ নাই। মনুষ্যের বহু পুত্র কামনা করা কর্ত্তব্য; কারণ, তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ গয়ায় গমন, অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা নীলকায় বৃষ উৎসর্গ করে, তাহা হইলে বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। তৎপরে ফল্গুতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও মহতী সিদ্ধিলাভ হয়। তৎপরে সমাহিত হইয়া ধর্ম্মপ্রস্থে গমন করিবে; যে স্থানে ধর্ম্ম প্রতিনিয়তই বিরাজমান আছেন, তথায় কূপ খননপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে তর্পণ করিলে মুক্ত-পাপ ও স্বর্গলাভ হয়। তৎপরে তত্রস্থ শ্রান্তিশোক-বিনাশন মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রমে প্রবেশ করিলে গোমেধযজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তত্রত্য ধর্ম্ম-তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়

তৎপরে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মস্থানে গমন করিবে; তত্রস্থ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইলে রাজসূয়-যজ্ঞ ও অশ্বমেধের ফললাভ হয়। তৎপরে রাজগৃহ-তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কাক্ষীবান্ মুনির ন্যায় আনন্দিত হয় এবং যক্ষিণীর নৈবেদ্য ভোজন করিলে তাঁহারই প্রসাদবলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়।

অনন্তর মণিনাগ-তীর্থে গমন করিয়া যে ব্যক্তি সেই তীর্থজাত দ্রব্য ভোজন করে, ভুজঙ্গদংশিত হইলেও তাহার শরীরে বিষসঞ্চার হয় না। সেই স্থানে এক রজনী বাস করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। তৎপরে ব্রহ্মর্ষি গৌতমের প্রিয়তমবনে গমন করিবে; তথায় অহল্যাহ্রদে স্নান করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হয় এবং আশ্রম-প্রবেশ করিলে সম্পত্তি-লাভ হয়; সেই স্থানে ত্রিলোকবিশ্রুত এক কূপ আছে, ঐ কূপ-সলিলে স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। রাজর্ষি জনকের দেবপূজিত এক কূপ আছে, তথায় স্নান করিলে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়। তৎপরে সর্ব্বপাপ-প্রমোচন বিনশন-নামক তীর্থে গমন করিলে বাজপেয়-যজ্ঞের ফললাভ ও সোমলোক-প্রাপ্তি হয়। তৎপরে সর্ব্বতীর্থ-জলোদ্ভব গণ্ডকী-তীর্থে গমন করিলে বাজপেয়-ফল ও সূর্য্যলোক-লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে ত্রিলোক-প্রখ্যাত বিশল্যা নদীতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোমফল-লাভ ও স্বর্গলোক-প্রাপ্তি হয়। তৎপরে অধিবঙ্গনামক তপোবনে প্রবেশ করিলে গুহ্যকগণমধ্যে পরিগণিত হইয়া নিঃসন্দেহ আনন্দিত হইয়া থাকে। তৎপরে সিদ্ধগণ-নিষেবিত কম্পনা-নদীতে গমন করিলে পুণ্ডরীক-প্রাপ্তি ও স্বর্গলোকলাভ হয়। তৎপরে মাহেশ্বরী ধারায় গমন করিলে অশ্বমেধফল-প্রাপ্তি ও কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে সুরপুষ্করিণীতে গমন করিলে দুর্গতি বিনির্ম্মুক্ত ও অশ্বমেধফললাভ হয়।

অনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া সোমপদে গমন করিবে; তত্রস্থ মাহেশ্বর-পদে স্নান করিলে অশ্বমেধ-ফললাভ হয়। সেই স্থানে কোটি তীর্থের সমাবেশ আছে; পূর্ব্বে অতি দুরাত্মা এক অসুর কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া ঐ তীর্থ সকল অপহরণ করিয়াছিল। অনন্তর প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু তাহাদিগকে প্রত্যাহরণ করিলেন। সেই কোটিতীর্থে অবগাহন করিলে পুণ্ডরীক-লাভ ও বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়। তৎপরে নারায়ণস্থানে গমন করিবে; যথায় ত্রিলোকীনাথ নারায়ণ নিরবচ্ছিন্ন বাস করিতেছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি তথায় অদ্ভুতকর্ম্মা শালগ্রাম নামে বিখ্যাত; সেই বরদাতা বিষ্ণুর নিকট উপনীত হইলে অশ্বমেধ-ফলপ্রাপ্তি ও বিষ্ণুলোক-লাভ হয়। তথায় সর্ব্বপাপপ্রমোচন এক কূপ আছে, ঐ কূপে সর্ব্বদা সমুদ্রচতুষ্টয় সন্নিহিত রহিয়াছে; উহাতে স্নান করিলে কদাচ দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না। হে মহারাজ! মনুষ্য অব্যয় বরদ মহাদেব রুদ্রের সন্নিহিত হইলে মেঘ-নির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় শোভমান থাকে এবং সংযতচিত্ত ও শুচি হইয়া জাতিস্মর-তীর্থে স্নান করিলে নিঃসন্দেহ জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপরে মহেশ্বর-পুরে গমন করিয়া তথায় বৃষভবাহন ভবানীপতিকে অর্চ্চনা ও উপবাস করিলে নিঃসংশয় অভীষ্ট-লাভ হয়।

অনন্তর সর্ব্বপাপপ্রমোচন বামন-তীর্থে গমন করিবে। তথায় ত্রিলোকীনাথ হরিকে পূজা করিলে মনুষ্য কদাচ দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না। তৎপরে পাপহারক কুশিকাশ্রমে গমন করিবে; তত্রস্থ পাপপ্রণাশনী কৌশিকীতে উপস্থিত হইলে রাজসূয়-যজ্ঞের ফললাভ হয়। তৎপরে চম্পকারণ্যে গমন করিবে; তথায় এক রজনী বাস করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হইয়া থাকে। তৎপরে পরম দুর্লভ জ্যেষ্ঠিল-তীর্থে গমন করিবে; তথায় এক রজনী বাস করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। তথায় দেবী-সমভিব্যাহারী বিশ্বেশ্বরকে সন্দর্শন করিলে মিত্রাবরুণলোক প্রাপ্তি ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফললাভ হয়। তৎপরে সংযত ও মিতাহারী হইয়া কন্যাসংবেদ্য তীর্থে গমন কারলে প্রজাপতি ভগবান্ মনুর লোকলাভ হইয়া থাকে; ঐ তীর্থে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে তাহা অক্ষয় হয়। অনন্তর নির্ব্বীরা-তীর্থে

গমন করিলে অশ্বমেধ-ফললাভ ও বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি নিব্বীরা-সঙ্গমে দান করে, সে অনাময় ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। তত্রস্থ ত্রিলোক-বিশ্রুত বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিবে; সেই স্থানে স্নান করিলে বাজপেয়ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে দেবর্ষিগণ-সেবিত দেবকূটে গমন করিলে অশ্বমেধফল-প্রাপ্তি ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে কৌশিক মুনির হ্রদে গমন করিবে; যে স্থানে কৌশিক বিশ্বামিত্র পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তথায় এক মাস বাস করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। যিনি সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ ঐ মহাহ্রদে বাস করেন, তাঁহার কদাচ দুর্গতি হয় না; প্রত্যুত বহুসংখ্যক সুবর্ণলাভ হইয়া থাকে। তৎপরে বীরাশ্রমবাসী কুমারসন্নিধানে গমন করিলে নিঃসন্দেহ অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ত্রিলাকবিশ্রুত অগ্নিধারাতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম-ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তৎপরে অব্যয় বরদাতা বিষ্ণুর নিকট উপনীত হইয়া হিমাচলসন্নিধানে ব্রহ্মার সরোবরে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফললাভ হয়। ঐ সরোবর হইতে ত্রিলোকবিশ্রুতা লোকপাবনী কুমারধারা নির্গত হইতেছে; যে স্থানে স্নান করিলে 'কৃতার্থ হইলাম' বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। তথায় ষষ্ঠ কাল উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়।

অনন্তর ত্রিলোকবিশ্রুত গৌরীশিখরে আরোহণ-পূর্ব্বক স্তনকুণ্ডে গমন করিবে; তথায় স্নান এবং পিতৃ ও দেবগণকে অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ এবং বাজপেয়-ফলপ্রাপ্তি ও ইন্দ্রলোকলাভ হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া তাম্রারুণ-তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ-ফল ও ব্রহ্মলোকলাভ হয়। তৎপরে নন্দিনী-তীর্থে দেবনিষেবিত কূপে উপনীত হইলে নরমেধের ফললাভ হয়। তৎপরে কৌশিকারুণমধ্যে গমন করিয়া, কালিকা-সঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। তৎপরে সোমাশ্রম-নামক উর্ব্বশী-তীর্থে গমন ও কুম্ভকর্ণাশ্রমে প্রবেশ করিলে পৃথিবীতে পরম পূজিত হয়। প্রাচীনেরা দেখিয়াছেন, ব্রহ্মচারী ও যতব্রত হইয়া কোকামুখে স্নান করিলে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়। নন্দা-তীর্থে একবার গমন করিলে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ হয় ও ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। তৎপরে ঋষভ-দ্বীপস্থ ক্রৌঞ্চানসূদন-তীর্থে গমন করিয়া সরস্বতীনদীতে স্নান করিলে বিমানস্থ হইয়া পরম-শোভা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে মুনিগণ-নিষেবিত ঔদ্দালক-তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হয়। তৎপরে ব্রহ্মর্ষিনিষেবিত অতি পবিত্র ধর্ম্মতীর্থে গমন করিলে বাজপেয়-ফলপ্রাপ্তি-পূর্ব্বক বিমানস্থ হইয়া পূজিত হয়। তৎপরে চম্পা-তীর্থে গমনপূর্ব্বক ভাগীরথীতে তর্পণ করিয়া দণ্ডার্ক্ত স্থানে উপস্থিত হইলে গোসহস্রদান-ফললাভ হইয়া থাকে। তৎপরে পুণ্যোপশোভিতা অতি পবিত্র ললীতকাতীর্থে গমন করিলে রাজসূয়-ফললাভ হয় ও বিমানস্থ হইয়া পূজিত হইয়া থাকে।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে রাজন্! সন্ধ্যাসময়ে সংবেদ্য-তীর্থে স্নান করিলে বিদ্যালাভ হয়। পূর্ব্বে রামের প্রভাবে লৌহিত্য নামে এক তীর্থ হইয়াছিল, তাহাতে গমন করিলে বহু-সুবর্ণ প্রাপ্ত হয়। প্রজাপতি এই বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া করতোয়া-তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল-লাভ হয়। হে রাজেন্দ্র! পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যে স্থানে গঙ্গা ও সাগরের সমাগম হইয়াছে, তথায় অবগাহন করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের দশ গুণ ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া গঙ্গার পশ্চিমপারে গমন করিয়া স্নান করে, সে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয়

অনন্তর সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী বৈতরণী-তীর্থে গমন করিবে। তৎপরে বিরজ-তীর্থে গমন করিলে নিষ্পাপ ও চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান হয় এবং সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কুল পবিত্র ও উদ্ধার করে। শোণ ও জ্যোতীরথ্যার সঙ্গমস্থানে সংযত ও পবিত্র হইয়া দেবলোক এবং পিতৃলোকদিগকে তর্পণ করিলে

অগ্নিষ্টোমের ফললাভ হয়। শোণ এবং নর্ম্মদার প্রভব বংশগুল্মে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয় হে নরাধিপ! ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া কোশলাস্থ ঋষভ-তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফললাভ, সহস্র গোদানের ফলপ্রাপ্তি ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। অনন্তর তত্রত্য কাল-তীর্থে স্নান করিলে একাদশ বৃষভ-দানের ফললাভ হয়। ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া পুষ্পবতীতে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফলপ্রাপ্ত এবং স্বীয় কুল পবিত্র হয়।

অনন্তর বদরিকা-তীর্থে স্নান করিলে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয় ও স্বর্গলোকে গমন করে। চম্পা-তীর্থে গমনপূর্ব্বক ভাগীরথীতে তর্পণ ও দণ্ডাখ্য-তীর্থে গমন করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয়। তদনন্তর পরম পবিত্র লপেটিকায় গমন করিলে বাজপেয়-ফললাভ ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়। তৎপরে পরশুরাম নর্ষোবিত মহেন্দ্র-তীর্থে গমন করিয়া রাম-তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়; সেই স্থানে মতঙ্গকেদার নামে এক প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয়। অনন্তর শ্রীপর্ব্বতে উত্তীর্ণ হইবে; যে স্থানে ভগবান্ ভবানীপতি পার্ব্বতীর সহিত প্রীতমনে বাস করিতেন এবং যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও আবাসস্থান। তত্রস্থ নদীতে অবগাহন করিয়া মহাদেবের উপাসনা করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। সেই স্থানে দেব-হ্রদ নামে এক পরম পবিত্র তীর্থ আছে, শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া তথায় স্নান করিলে পরমা সিদ্ধি ও অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। দেবপূজিত ঋষভ-পর্ব্বতে গমন করিলে বাজপেয়-ফল ও স্বর্গলাভ হয়।

তদনন্তর অপ্সরোগণপরিবৃত কাবেরীতে গমন করিবে। হে রাজন্! তথায় স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয়। তৎপরে সাগরের উপকূল-সন্নিহিত কন্যা-তীর্থে অবগাহন করিলে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হয়। অনন্তর ত্রিলোক-বিশ্রুত সমুদ্রমধ্যস্থিত অতি-পবিত্র গোকর্ণ-তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে দেবগণ, ভূত, যক্ষ, পিশাচ, কিন্নর, মহোরগ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, মানুষ, পন্নগ, সরিৎ, সাগর এবং পর্ব্বত সকল উমাপতির উপাসনা করেন। তথায় ত্রিরাত্র উপবাস ও মহাদেবের আরাধনা করিলে নর গাণপত্য প্রাপ্ত ও অশ্বমেধের ফল লাভ করে এবং দ্বাদশ রাত্র বাস করিলে পূতাত্মা হয়।

হে নরাধিপ! ত্রৈলোক্য পূজিত গায়ত্রীস্থানে গমন ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয়। যদি বর্ণসঙ্কর ব্যক্তি দ্বিজাতিগণের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ গায়ত্রী পাঠ করে তাহা হইলে সে গাথা ও গীতিকা-সম্পন্ন হয়; কিন্তু অব্রাহ্মণে গায়ত্রী পাঠ করিলে তাহার গাথা ও গীতিকা প্রণষ্ট হইয়া যায়। বিপ্রর্ষি সংবর্ত্তের বাপীতে স্নান করিলে রূপবান্ ও ভাগ্যশালী হয়। বেণা-তীর্থে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে ময়ূর ও হংসসংযুক্ত বিমানলাভ হয়। সর্ব্বদা সিদ্ধগণ-পরিষেবিত গোদাবরীতে গমন করিলে অনুত্তম বাসুকিলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেণাসঙ্গমে স্নান করিলে বাজিমেধ-ফললাভ হয়। বরদাসঙ্গমে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। ব্রহ্মস্থানে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয় এবং স্বর্গলোকে গমন করে। ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া কুশপ্লবন-তীর্থে ত্রিরাত্র বাস ও স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর দেবহ্রদ-নামক অরণ্যে ও বেণাজল-সম্ভব জাতিস্মর-নামক হ্রদে স্নান করিলে নর জাতিস্মর হয়; যে স্থানে দেবরাজ ইন্দ্র একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় কেবল গমন করিবামাত্রই অগ্নিষ্টোমের ফললাভ হয়। সর্ব্বহ্রদে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয়। পরম পবিত্র পয়োষ্ণী বাপীতে পিতৃলোক ও দেবলোকের অর্চ্চনা করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয়। হে রাজন্! পবিত্র দণ্ডকারণ্যে গমন করিবামাত্র সহস্র গোদানের ফললাভ হয়। শরভঙ্গাশ্রম ও মহাত্মা শুকাশ্রমে গমন করিলে দুর্গতি হইতে মুক্ত এবং কুল পবিত্র করিতে সমর্থ হয়। তৎপরে মহর্ষি জামদগ্ন্যনিষেবিত শূর্পারকে গমন করিবে, তথায় স্নান করিলে বহু সুবর্ণ-লাভ হয়। সংযত ও নিয়তাশন হইয়া সপ্ত-গোদাবরে স্নান করিলে মহৎ পুণ্য-প্রাপ্তি ও দেবলোকলাভ হয়। নিয়ত-

ব্রত ও নিয়তাশন হইয়া দেবপথে গমন করিলে দেবসত্রের ফললাভ হয়।

হে রাজন্! পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী মহর্ষি সারস্বত তুঙ্গকারণ্যে গমন করিয়া তত্রত্য ঋষিগণকে বেদাধ্যাপন করেন। কালক্রমে সেই সকল বেদ বিনষ্ট হইলে পর, অঙ্গিরার পুত্র ভগবান্ বৃহস্পতি ঋষিগণের উত্তরীয়-বসনে সুখাসীন হইলেন। অনন্তর সকলে সমবেত হইয়া যথান্যায়ে ওঁকার উচ্চারণ করিবামাত্র যিনি যাহা অভ্যাস করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল। অনন্তর দেবগণ, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, হরি, নারায়ণ এবং মহাদেব ইহাঁরা সকলে তেজঃপুঞ্জ মহর্ষি ভৃগুকে তুঙ্গকারণ্যনিবাসী ঋষিগণের যাজক-কার্য্যে নিয়োজিত করিলে সেই মহাতপাঃ বিধিদিষ্ট কর্ম্মদ্বারা পুনর্ব্বার বহ্নিস্থাপন করিলেন। পরে দেবগণ ও ঋষিগণ যথাক্রমে আজ্যভাগ দ্বারা সেই অগ্নির যথাবিধি তর্পণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজসত্তম! কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সেই তুঙ্গকারণ্যে প্রবেশ করিলে দুর্লভ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এবং স্বীয় কুল উদ্ধার করিতে পারে।

মেধাবিক-তীর্থে পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ, স্মৃতি এবং মেধা প্রাপ্ত হয়। অনন্তর লোক-বিশ্রুত কালঞ্জর পর্ব্বতে গমন করত তত্রত্য দেবহ্রদে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয়। হে রাজন্! গিরিবর চিত্রকূটে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী মন্দাকিনী প্রবাহিত আছেন; সেই পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে অবগাহন করত পিতৃলোক ও দেবলোকের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের ফললাভ ও অনুত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর ভর্ত্তৃস্থানে গমন করিবে; যে স্থানে মহাসেন গুহ নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন; তথায় গমনমাত্র সিদ্ধ হয়। পরে কোটিতীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হয়। তদনন্তর জ্যেষ্ঠস্থান প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মহাদেবের নিকট অভিগমন করিলে চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান হয়। মহারাজ! তত্রত্য কূপমধ্যে বিখ্যাত চতুঃসমুদ্র বিদ্যমান আছে; তথায় স্নান ও নিয়তাত্মা হইয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের অর্চ্চনা করিলে পবিত্র এবং চরমে পরম গতি-লাভ হয়। তৎপরে শৃঙ্গবেরপুরে গমন করিবে; যে স্থানে পূর্ব্বে রামচন্দ্র বনবাস-মানসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; সেই তীর্থে স্নান করিলে পাপবিনির্ম্মুক্ত হয়। ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গঙ্গাস্নান করিলে নিষ্পাপ হয় এবং বাজপেয়ফল লাভ করে। পরে দেবস্থান মুঞ্জবটে গমন করিবে; তথায় মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিলে গাণপত্যলাভ হয় এবং সেই তীর্থে জাহ্নবীতে স্নান করিলে পাপবিনির্ম্মুক্ত হয়।

অনন্তর ঋষিপূজিত প্রয়াগে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিক্, দিক্‌পাল সকল, লোকপালগণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, সনৎকুমারপ্রমুখ মহর্ষিগণ, অঙ্গিরাপ্রমুখ ব্রহ্মর্ষিগণ, নাগ, সুপর্ণ, সিদ্ধ, চক্রধর, সরিৎ, সাগর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, ভগবান্ হরি এবং প্রজাপতি অবস্থিতি করিতেছেন। তথায় তিনটি অগ্নিকুণ্ড আছে; তন্মধ্য দিয়া সরিদ্বরা গঙ্গা বেগে প্রবাহিত হইয়াছেন এবং তৎপ্রদেশে তপনতনয়া যমুনা গঙ্গার সহিত সঙ্গত আছেন। সেই ভূভাগ পৃথিবীর জঘনস্বরূপ, তাহাকেই ঋষিগণ প্রয়াগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠান, কম্বল ও অশ্বতর এই সমস্ত প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত এবং ভোগবতী প্রজাপতির বেদী বলিয়া বিখ্যাত। তথায় দেবযজ্ঞ মূর্ত্তিমান্ হইয়া ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন; দেবতা এবং চক্রবর্ত্তী রাজগণ যোগানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত প্রয়াগ ত্রিলোকমধ্যে পুণ্যতমরূপে বিখ্যাত ও সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই তীর্থে গমন, তাহার নাম সঙ্কীর্ত্তন অথবা গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিবামাত্র পাপমোচন হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করে, সে নিখিল পুণ্যফলভাগী এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের ফলভোগী হয় সন্দেহ নাই। সেই স্থানে দেবগণের সংস্কৃত যজনভূমি আছে, তথায় অত্যল্পমাত্র দান করিলেও মহা ফলজনক হয়। হে রাজন্! আপনি বেদবচন ও লোকবাদ বশতঃ প্রয়াগমরণে পরাঙ্মুখ হইবেন না; কারণ, প্রয়াগে দশ সহস্র ও ষষ্টি কোটি তীর্থের সান্নিধ্য আছে।

গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করিবামাত্র চতুর্ব্বিধ বিদ্যা ও সত্যবাক্যের ফললাভ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রয়াগে ভোগবতী নামে বাসুকি-তীর্থ আছে, যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। তত্রত্য গঙ্গায় হংসপ্রপতন ও দশাশ্বমেধিক তীর্থ আছে। প্রয়াগের যে স্থানে গঙ্গাস্নান করিবে, সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্রসদৃশ ফললাভ হইবে। বিশেষতঃ কনখল এবং প্রয়াগের সমধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে; তথায় শত শত অকার্য্য করিয়াও গঙ্গাস্নান করিলে, অগ্নি যেমন ইন্ধন দাহ করে, তদ্রূপ পবিত্র গঙ্গাসলিল স্নাত ব্যক্তির সমুদয় পাপরাশি ভস্মীভূত করে। সত্যযুগে সকল স্থান, ত্রেতায় পুষ্কর, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র পুণ্যজনক ও তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত ছিল; কিন্তু কলিযুগে কেবল একমাত্র গঙ্গাই পুণ্যবিধাত্রী হইয়াছেন। পুষ্করে তপস্যা, মহালয়ে দান, মলয়ে অগ্নিসোমারোহণ এবং ভৃগুতুঙ্গে অনশন করিলে পাপক্ষয় হয়; কিন্তু পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা এবং মগধ এই সকল তীর্থে কেবল স্নান করিলেই পূর্ব্ব সপ্তপুরুষ ও অবরজ সপ্তপুরুষ উদ্ধার হয়। গঙ্গার নাম-কীর্ত্তনে পাপ বিনষ্ট হয়, দর্শনে শুভলাভ হয়, অবগাহন ও জল-পানে সপ্তম-কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়; যত কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের অস্থি গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া থাকে, তাবৎকাল সেই ব্যক্তির স্বর্গভোগ হয়। পবিত্র তীর্থ ও পুণ্যাশ্রম-সকল সেবা করত পুণ্যোপার্জ্জন করিয়া সুরলোকে উত্তীর্ণ হয়, ইহা সত্য; কিন্তু পিতামহ কহিয়াছেন, গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই, কেশবের পর দেব নাই এবং ব্রাহ্মণের অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। মহারাজ! যে স্থানে গঙ্গা আছেন, সেই যথার্থ দেশ; গঙ্গাতীর-সন্নিহিত স্থান তপোবনস্বরূপ এবং তাহাকে সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ব্রাহ্মণ, সাধু, আত্মজ, সুহৃদ, শিষ্য ও অনুগত ব্যক্তিকে এইরূপ সত্য উপদেশ প্রদান করিবে যে, ইহাই ধন্য, পবিত্র, অনুত্তম স্বর্গস্বরূপ, পুণ্যজনক, রম্য, পাবন, পরমধর্ম্ম, ইহাই মহর্ষিদিগের পরম গুহ্য এবং সর্ব্বপাপ-প্রমোচন; ইহা দ্বিজমধ্যস্থ হইয়া অধ্যয়ন করিলে স্বর্গ-লাভ হয়। হে মহারাজ! শ্রীমৎ, স্বর্গজনক, পুণ্যপ্রদ, সপত্ন-শমন, মেধাজনন এবং পরমোৎকৃষ্ট তীর্থবংশানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে অপুত্রের পুত্র হয়, অধনের ধন হয়, রাজার পৃথিবীলাভ হয়, বৈশ্যের অর্থাগম হয়, শূদ্রের অভিলষিত অর্থ-সিদ্ধি হয় এবং ব্রাহ্মণ বিদ্যায় পারদর্শী হয়েন। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া প্রতিদিন তীর্থ-পুণ্য শ্রবণ করে, সে জাতিস্মর হইয়া অমরপুরে বিরাজমান হয়। হে রাজন্! আমি যে সমস্ত অধিগম্য ও অগম্য তীর্থের কীর্ত্তন করিলাম, আপনি সকল-তীর্থদিদৃক্ষায় মন দ্বারা সেই সকল স্থানে গমন করিবেন। এই সকল তীর্থে বসু, আদিত্য, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার এবং দেবকল্প ঋষিগণ সুকৃতার্থী হইয়া স্নান করিয়াছিলেন; অতএব আপনিও সংযত হইয়া পুণ্য দ্বারা পুণ্যবর্দ্ধন করত বিধিপূর্ব্বক সেই সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করুন।

মহারাজ! ভাবিতাত্মা, আস্তিক, বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রদর্শী সাধু পুরুষেরা তীর্থে গমন করেন; কিন্তু ব্রতবিহীন, অকৃতাত্মা, অশুচি, তস্কর ও কুটিলমতি মানবেরা কখনই তীর্থস্নান করে না। তুমি সচ্চরিত্রতা ও ধার্ম্মিকতা দ্বারা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছ, তুমি বসু-লোক প্রাপ্ত হইবে এবং মহতী শাশ্বতী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে পারিবে।

নারদ কহিলেন, "হে কুরুশার্দ্দূল! ভগবান্ পুলস্ত্য এই কথা বলিয়া প্রীতিপ্রসন্নচিত্তে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর শাস্ত্রতত্ত্বার্থবিশেষজ্ঞ ভীষ্ম মহর্ষি পুলস্ত্যের বচনানুসারে পৃথিবীপর্য্যটন করিতে লাগিলেন। মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপপ্রমোচনী তীর্থযাত্রা এইরূপে প্রয়াগে প্রতিষ্ঠিত আছে। যে ব্যক্তি উল্লিখিত বিধিপূর্ব্বক পৃথিবীসঞ্চরণ করিতে সমর্থ হইবে, সে পরলোকে শত শত অশ্বমেধের ফলভোগ করিবে। পূর্ব্বে কুরু-প্রবর ভীষ্ম যে প্রকার ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তুমি তাহার অষ্টগুণ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। তুমি ঋষিগণের নেতা, এই নিমিত্ত তোমার অষ্টগুণ ফললাভ হইবে। হে কুরুনন্দন! তোমা ব্যতীত রক্ষোগণবিকীর্ণ এই সমস্ত তীর্থে কেহই গমন করিতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক

এই দেবর্ষি-চরিত পাঠ করিবে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। মহারাজ! বাল্মীকি, কাশ্যপ, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, বিশ্বামিত্র, গৌতম, অসিত, দেবল, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, উদ্দালক, সপুত্র শৌনক, ব্যাস, দুর্ব্বাসা এবং মহাতপাঃ জাবালি প্রভৃতি তপোধন ঋষিবরেরা তোমার প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছেন, তুমি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে তীর্থপর্য্যটনে কৃতসঙ্কল্প হও। মহর্ষি লোমশ তোমার নিকট আগমন করিলে তুমি তাঁহার সহিত গমন করিবে। তাঁহার সহিত এই সকল তীর্থ ভ্রমণ করিলে তুমি রাজা মহাভিষের ন্যায় মহতী কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। হে রাজশার্দ্দূল! সুবিখ্যাত রাজা রামচন্দ্র ও ভগীরথের ন্যায় তুমি স্বীয় ধর্ম্মে পরমশোভিত, সকলরাজগণ অপেক্ষা সমধিক দীপ্তিশালী এবং মনু, ইক্ষ্বাকু, পুরু ও রাজা বৈণ্যের ন্যায় সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইয়াছ। পূর্ব্বে যেমন বৃত্রহা নিখিল অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া নিষ্কণ্টকে ত্রৈলোক্যপালন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সপত্ন-সকল নিঃশেষিত করিয়া সুখে প্রজাপালন করিবে, সন্দেহ নাই। হে রাজীবলোচন! তুমি মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ন্যায় স্বধর্ম্মবিজিত বসুমতী শাসন করত মহতী খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ কর।”

দেবর্ষি নারদ রাজাকে এইরূপে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক বিদায়গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির নিরন্তর কেবল তদ্বিষয় চিন্তা করত তীর্থযাত্রাশ্রিত পুণ্যপুঞ্জ ঋষিগণের নিকট নিবেদন করিলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপে স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও ধীমান্ মহর্ষি নারদের মত গ্রহণানন্তর পিতামহসদৃশ ধৌম্যকে কহিতে লাগিলেন, “হে ব্রহ্মন্! আমি অস্ত্রলাভের নিমিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্য-পরাক্রম মহাবাহু অর্জ্জুনকে প্রবাসিত করিয়াছি। মহাবীর ধনঞ্জয় আমাতে একান্ত অনুরক্ত, বলশালী এবং বাসুদেবের ন্যায় অস্ত্রকুশল। আমি ও প্রতাপশালী ব্যাস, আমরা দুই জনে বল-বিক্রান্ত, অরাতিনিপাতন, ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি; নারদও তাঁহাদের তত্ত্ব সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। তিনি সর্ব্বদা আমার নিকট ঐ কথা কহিয়া থাকেন, আমি ইন্দ্রসদৃশ অর্জ্জুনকে সমর্থ ভাবিয়াই তাহাকে ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহার নিকট অস্ত্রলাভ করিতে পাঠাইয়াছি। যেহেতু, অতিরথ ভীষ্ম ও দ্রোণ, দুর্জ্জয় কৃপ ও অশ্বত্থামা এই সমস্ত মহাবল-পরাক্রান্ত বেদবিৎ সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ বীরগণ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থে বৃত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবেন।

দুর্য্যোধন দিব্যাস্ত্রবিৎ সূতপুত্র কর্ণকেও যুদ্ধার্থে বরণ করিয়াছে। মহাবীর কর্ণ কাল-নিসৃষ্ট যুগান্তজ্বলনস্বরূপ, তিনি স্বীয় শস্ত্রবেগরূপ অনিলের সাহায্যে অপ্রতিহত শরজালরূপ-শিখা বিস্তার করত ক্রোধাধ্মাত ও ধৃতরাষ্ট্ররূপ প্রবল বাতোদ্ধূত হইয়া আমার সৈন্যরূপ তৃণরাশি ভস্মীভূত করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু দিব্যাস্ত্ররূপ তড়িন্মালাবেষ্টিত অর্জ্জুনমেঘ কৃষ্ণরূপ অনিলে উদ্ধূত শ্বেতাশ্বরূপ বলাকাশোভিত ও গাণ্ডীবরূপ ইন্দ্রায়ুধভূষিত হইয়া অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা অবশ্যই সেই প্রদীপ্ত কর্ণপাবকের শান্তি করিবে। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ইন্দ্রের নিকট সমস্ত দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় সমুদয় বীরপুরুষগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। অর্জ্জুন ব্যতীত সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আমরা অবশ্যই সেই ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়কে সংগৃহীতাস্ত্র হইয়া সমাগত হইতে দেখিব। মহাবীর অর্জ্জুন কোন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়া কখনই অবসন্ন হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে সেই পার্থব্যতিরিক্ত আমরা কৃষ্ণা-সমভিব্যাহারে এই কাম্যকবনে কোন ক্রমেই আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারি না।

হে ব্রহ্মন্! আপনি বহু অন্ন ও ফলযুক্ত পরম পবিত্র সাধুগণ-নিষেবিত অন্য এক রমণীয় বনের নাম

উল্লেখ করুন, তাহা হইলে যেমন জলাভিলাষী জনেরা জলদের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ আমরা সেই বনে বাস করিয়া অর্জ্জুনের প্রতীক্ষা করিব। আপনি দ্বিজাতিগণের নিকট যে সমস্ত বিবিধ আশ্রম, সরোবর, নদী ও রমণীয় পর্ব্বতের বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করুন। অর্জ্জুন বিনা এই কাম্যকবনে বাস করিতে আমার কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি হইতেছে না। তন্নিমিত্ত আমরা অবশ্যই অন্যত্র গমন করিব।”

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! বিপ্রবরাগ্রগণ্য বৃহস্পতি-কল্প ধৌম্য পাণ্ডবগণকে নিতান্ত দীন ও একান্ত সমুৎসুক নিরীক্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে ভরতকুলপ্রদীপ! আমি ব্রাহ্মণগণের অনুমত পবিত্র আশ্রম, দিক্, তীর্থ ও পর্ব্বত-সমুদয়ের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে উহা শ্রবণ করিলে শোকবিমুক্ত হইয়া পুণ্যলাভ করিবেন; আর যদি সেই সেই স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে সেই পুণ্য শত শত গুণে বর্দ্ধিত হইবে,

হে রাজন্! আমি সর্ব্বাগ্রে রাজর্ষিগণনিষেবিত পরম রমণীয় পূর্ব্বদিকের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ দিকে নৈমিষক্ষেত্র আছে, তথায় দেবগণের পৃথক্ পৃথক্ পবিত্র তীর্থ-সমুদয় সংস্থাপিত হইয়াছে। যে স্থানে দেবর্ষিসেবিত পরম-পবিত্র রমণীয় গোমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, যে স্থানে দেবগণের যজ্ঞভূমি দেদীপ্যমান রহিয়াছে ও যে স্থানে যমোদ্দেশে পশুবলি সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই দিকে পরম-পবিত্র রাজর্ষিসৎকৃত গয় নামে গিরিবর আছে এবং দেবর্ষিসেবিত ব্রহ্মসরোবর পরিদৃশ্যমান হইতেছে; যাহা উদ্দেশ করিয়া পুরাতন মহর্ষিরা কহিয়াছেন, লোকের বহু পুত্র কামনা করা উচিত; কেন না, তাহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একজনেরও গয়া-গমন, অশ্বমেধানুষ্ঠান বা নীলবৃষোৎসর্গ করিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে বংশের পূর্ব্বতন দশ পুরুষ ও অবরজ দশ পুরুষ উদ্ধার হয়। তথায় মহানদী ফল্গু ও গয়াশির আছেন এবং অক্ষয়করণ বটও বিদ্যমান রহিয়াছে; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, তথায় পিতৃগণোদ্দেশে অন্ন-প্রদান করিলে উহা অক্ষয় হয়। ঐ স্থানে বহুবিধ ফলমূলযুক্ত কৌশিকী নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে; যে স্থানে তপোধন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় পুণ্য-সলিলা স্রোতস্বতী ভাগীরথী আছেন; যাহার তীরে ভগীরথ ভূরিদক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

পাঞ্চাল-দেশে উৎপলা নামে বন আছে; যে স্থানে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র-সমভিব্যাহারে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে ভগবান্ জমদগ্নি-নন্দন বিশ্বামিত্রের অতিমানুষী বিভূতি দর্শন করিয়া তাঁহার বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জে ইন্দ্রসমভিব্যাহারে সোমরস পান করত ক্ষত্রিয়জাতি হইতে অপক্রান্ত হইয়া ‘আমি ব্রাহ্মণ’ এই কথা বলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মা পরম-পবিত্র ঋষিকুলসেবিত লোকবিশ্রুত গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত ঐ স্থান প্রয়াগ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ স্থানে অগস্ত্যের আশ্রম আছে। সেই তাপসারণ্য অদ্যাপি পূর্ব্বের ন্যায় তাপসগণ-পরিবৃত রহিয়াছে। তত্রস্থ কালঞ্জর-পর্ব্বতে মহান্ হিরণ্যবিন্দু বিদ্যমান আছে। পরম-রমণীয় ও পবিত্র অগস্ত্যপর্ব্বতও সেই স্থানে আছে। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তত্রস্থ মহাত্মা ভার্গবের মহেন্দ্রনামক পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়াছিলেন; যে স্থানে পরম পবিত্র ভাগীরথী নদী মণিকর্ণিকাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। যথায় পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আকীর্ণ পবিত্র ব্রহ্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে; উহা দর্শন করিলে পুণ্য হয়। ঐ স্থানেই মহাত্মা মতঙ্গের পরম-পবিত্র, মাঙ্গলিক, লোকবিখ্যাত কেদার নামে আশ্রম ও বহুবিধ ফলমূলজলযুক্ত রমণীয় কুণ্ডোদ নামে পর্ব্বত আছে; যে স্থানে তৃষ্ণার্ত্ত নিষধাধিপতি নল জলপান করিয়া পরিতৃপ্ত

হইয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বতে তাপসশোভিত রম্য দেববন ও উহার শৃঙ্গে বাহুদা ও নন্দানাম্নী নদী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! পূর্ব্বদিক্‌স্থিত যাবতীয় পবিত্র তীর্থ, নদী, পর্ব্বত ও আয়তন সমুদয় কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে অন্য তিন দিকে যে সমস্ত তীর্থাদি আছে, তাহা কহিতেছি, অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।”

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ধৌম্য কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! দক্ষিণদিকে যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ আছে, তাহা আমি স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যে কীর্ত্তন করিতেছি. শ্রবণ করুন। ঐ দিকে নানা উপবনযুক্ত অগাধজল-সম্পন্ন তাপসগণপরিষেবিত পরম পবিত্র গোদাবরী নদী এবং পাপনাশক মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ তাপসালয়বিভূষিত বেণা ও ভাগীরথী তটিনী বিরাজিত আছেন। বিখ্যাত রাজর্ষি নৃগের পয়োষ্ণীনাম্নী সরিৎ ঐ দিকেই দৃষ্ট হয়। ঐ নদী রম্যতীর্থযুক্ত, অগাধজলসম্পন্ন ও বহুবিধব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পরিষেবিত। তথায় মহাযশাঃ মহাযোগী মার্কণ্ডেয় ধরণীপতি নৃগের বংশপরম্পরানুবদ্ধ গাথাগান করিয়াছিলেন। খ্যাত আছে যে, মহারাজ নৃগের যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে সুররাজ ইন্দ্র সোমরসপান করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণ অপরিমিত ধন দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি পয়োষ্ণীসন্নিহিত উত্তম বরাহ-তীর্থে যজ্ঞ করে, পয়োষ্ণীসলিল যে কোনপ্রকারে হউক, ঐ যজমান ব্যক্তির অঙ্গসংলগ্ন হইয়া সমুদয় পাপ বিনষ্ট করে, ঐ স্থানে ভগবান্ ভবানীপতি গগনস্পর্শী অতি পবিত্র স্বীয় বিষাণ নিখাত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দর্শন করিলে শিবপ্রাপ্তি হয়। গঙ্গাপ্রভৃতি সমুদয় সরিৎ ও পুণ্যসলিলা পয়োষ্ণী-নদীর তুলনা করিলে পয়োষ্ণীই সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! বরুণস্রোতস-নামক গিরিতে পরম পবিত্র বহুমুল-ফলযুক্ত ও মঙ্গলদায়ক মাঠরবন ও এক যূপ আছে; তথায় উত্তরমার্গবর্ত্তী পবিত্র কণ্বাশ্রমে প্রবেণী রহিয়াছে।

হে মহারাজ! তাপসারণ্য-সমুদয় অবিকল কীর্ত্তিত হইল; এক্ষণে তীর্থফল শ্রবণ করুন। শূর্পারকে মহাত্মা জমদগ্নির পরমরমণীয় পাষাণময় সোপানশোভিত বেদীতীর্থ আছে। ঐ স্থানে চন্দ্রা-তীর্থ ও বহুল-আশ্রমসুশোভিত অশোক-তীর্থ আছে। পাণ্ড্যদেশে অগস্ত্য-তীর্থ, বরুণ-তীর্থ ও পরম-পবিত্র কুমারীতীর্থ-সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তাম্রপর্ণীর বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবগণ রাজ্যলাভেচ্ছায় ঐ স্থানে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গোকর্ণ নামে এক ত্রিলোকবিখ্যাত হ্রদ আছে, উহা পরম পবিত্র ও মঙ্গলদায়ক; উহার জল সুশীতল ও অগাধ; অজ্ঞানী ব্যক্তিরা ঐ হ্রদে কদাচ গমন করিতে পারে না। তথায় বিবিধ বৃক্ষ ও তৃণাদিসম্পন্ন, ফলমুল-বিশিষ্ট পবিত্র দেবসম নামে পর্ব্বত আছে, উহা-অগস্ত্যশিষ্যের আশ্রম। ঐ স্থানে বহুফলসম্পন্ন মণিময় বৈদূর্য্য নামে পর্ব্বত আছে; তাহা অগস্ত্যের আশ্রম বলিয়া বিখ্যাত।

অনন্তর সুরাষ্ট্রদেশীয় পরম-পবিত্র আয়তন, আশ্রম, নদী ও সরোবর সমুদয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। বিপ্রগণ কহিয়া থাকেন, ঐ স্থানে চমসোদ্ভেদন-তীর্থ ও সমুদ্রে দেবগণের প্রভাস-তীর্থ আছে। ঐ স্থানে তাপসাচরিত-পিণ্ডারক-তীর্থ ও আশু সিদ্ধিদায়ক উজ্জয়ন্ত-পর্ব্বত লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ এই বিষয়ে যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। মৃগপক্ষিনিষেবিত সুরাষ্ট্রদেশীয় পবিত্র উজ্জয়ন্ত পর্ব্বতে তপস্যা করিলে স্বর্গলোকে পূজ্য হয়। ঐ প্রদেশেই পবিত্রা দ্বারাবতী নগরী দৃষ্ট হয়; যে স্থানে সাক্ষাৎ সনাতন-ধর্ম্মস্বরূপ পুরাণদেব মধুসূদন বাস করেন। বেদবেত্তা অধ্যাত্মবিৎ ব্রাহ্মণগণ কহিয়াছেন যে, মহাত্মা কৃষ্ণই সনাতন-ধর্ম্ম। যাবতীয় পবিত্র বস্তু আছে, তাহার মধ্যে গোবিন্দই পরম পবিত্র, পুণ্যের পুণ্য ও মঙ্গলের মঙ্গল। ত্রিলোকীমধ্যে তিনিই অব্যয়াত্মা এবং ব্যয়াত্মা। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদন হরি ঐ দ্বারকাতেই আছেন।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

ধৌম্য কহিলেন, পশ্চিমদিকে অবন্তিদেশে যে সকল পবিত্র আয়তন আছে, তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রিয়ঙ্গু, আম্রবন ও বাণীর-ফলশালিনী পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতী নর্ম্মদা তথায় প্রবাহিত হইতেছে; ত্রিভুবনের সমুদয় তীর্থ, সমুদয় পুণ্যায়তন, সমুদয় নদী, সমুদয় বন, সমুদয় পর্ব্বত, ব্রহ্মাপ্রভৃতি সমুদয় দেবতা, সিদ্ধর্ষি ও চারণগণ ঐ নর্ম্মদার পবিত্র স্রোতে স্নান করিতে সর্ব্বদা আগমন করিয়া থাকেন। শ্রবণ করিয়াছি যে, ঐ প্রদেশে বিশ্রবা মুনির পবিত্র আশ্রম ও ধনপতি কুবেরের জন্মস্থান। তথায় এক পবিত্র বৈদূর্য্যশিখর নামে গিরিরাজ আছে; তত্রত্য হরিদ্বর্ণ পল্লব-শোভিত পাদপ-সকল সর্ব্বকালেই ফলকুসুমে সুষমান্বিত হইয়া থাকে। সেই শৈলরাজের শিখরপ্রদেশে প্রফুল্ল-কমলশোভিত দেবগন্ধর্ব্বসেবিত এক সরোবর দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ স্বর্গোপম পর্ব্বত বহুবিধ আশ্চর্য্য বিষয়ে পরিপূর্ণ; তথায় বিশ্বামিত্র নদী নামে বিখ্যাত এক পবিত্র তরঙ্গিণী তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া আছে। তাহার তীরে নহুষাত্মজ যযাতি স্বর্গলোক হইতে সাধুগণমধ্যে নিপতিত হইয়া পুনরায় সনাতন ধর্ম্ম ও লোক লাভ করিয়াছিলেন। তথায় এক পবিত্র হ্রদ, মৈনাক পর্ব্বত ও অসিত নামে গিরিবর বিদ্যমান আছে। ঐ স্থানেই কক্ষসেন ও চ্যবন মুনির পবিত্র আশ্রমদ্বয় অবলোকিত হইয়া থাকে। তথায় স্বল্পমাত্র তপস্যা করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়।

মহারাজ! মৃগপক্ষিসেবিত জম্বূমার্গ শান্তিরসপূর্ণ পরমজ্ঞানশালী ঋষিগণের আশ্রমপদ। তৎপরে তাপস-সমাকীর্ণ পুণ্যতম কেতুমালা, গঙ্গাদ্বার, দ্বিজগণসেবিত সৈন্ধবারণ্য, ব্রহ্মসরোবর ও পবিত্র পুষ্কর-তীর্থ আছে। এই পুষ্করতীর্থ বৈখানস ঋষিগণের প্রিয়তম আশ্রম। লোকে ঐ স্থানে বাস করিবে বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার অনেক গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহারা মনে মনেও পুষ্কর-তীর্থের কামনা করে, তাহারা বিগতপাপ হইয়া সুরলোকে আনন্দ ভোগ করিতে থাকে।

নবতিতম অধ্যায়।

ধৌম্য কহিলেন, হে বীর! উত্তরদিকে যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যাহা শ্রবণ করিলে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হয়, যে প্রদেশে মহাপুণ্যা সরস্বতী ও বেগবতী স্রোতস্বতী যমুনা প্রবাহিত হইতেছে, যে প্রদেশে পুণ্যতম প্লক্ষাবতরণ-তীর্থ সন্নিবেশিত আছে, দ্বিজগণ বিল্বদণ্ড দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অবভৃথ-স্নানানন্তর তথায় গমন করেন।

অগ্নিশির নামে বিখ্যাত পবিত্র কল্যাণকর এক তীর্থ আছে, তথায় সহদেব শম্যাক্ষেপ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ এই ইন্দ্রগীত গাথা অদ্যপি গান করিয়া থাকেন, "সহদেব যমুনা-সমীপে কোটিসুবর্ণ দক্ষিণা দানপূর্ব্বক অগ্নির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।" মহাযশাঃ সার্ব্বভৌম ভরত সেই স্থানেই পঞ্চত্রিংশদ্বার অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দ্বিজাতিগণের অভীষ্টফলপ্রদ শরভঙ্গ-ঋষির বিখ্যাত পুণ্যাশ্রম ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

সরস্বতীনদী সাধুগণের অতি পূজনীয়। পূর্ব্বকালে বালখিল্য ঋষিগণ তথায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যে প্রদেশে দৃষদ্বতী নদীও তদ্রূপ মহাপুণ্যা বলিয়া বিখ্যাত। যে প্রদেশে ন্যগ্রোধাখ্য, পুণ্যাখ্য, পাঞ্চাল্য, দাল্ভ্যঘোষ ও দাল্ভ্য এই কয়েকটি স্থান অনন্তযশাঃ অমিততেজাঃ মহাত্মা সুব্রতের আশ্রম বলিয়া ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বে অর্ণ ও অবর্ণ নামে বিখ্যাত বেদজ্ঞ ঋষিদ্বয় তথায় প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তত্রত্য বিশাখযূপে ইন্দ্রাদি দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ঐ স্থান পুণ্যতম বলিয়া বিশ্রুত হইয়াছে।

মহাভাগ মহাযশাঃ জমদগ্নি ঋষি অতি রমণীয় পলাশ-তীর্থে যাগ করিয়াছিলেন; সমুদয় তরঙ্গিণী স্ব স্ব সলিল গ্রহণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ঋষিশ্রেষ্ঠকে উপাসনা করিয়াছিল। বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব সেই মহাত্মার দীক্ষা নিরীক্ষণ করিয়া স্বয়ং এই গাথা গান করিয়াছিলেন, "মহাত্মা

জমদগ্নি দেবগণের নিমিত্ত যজ্ঞ করিতেন এবং নদী-সকল তথায় আগমন করিয়া মধুদ্বারা বিপ্রগণকে পরিতৃপ্ত করিত।”

যে প্রদেশে ভাগীরথী গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ ও অপ্সরা-সেবিত, কিরাত ও কিন্নরগণের আলয় হিমালয়-পর্ব্বতকে বেগপ্রভাবে বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই স্থান অতি পবিত্র গঙ্গাদ্বার বলিয়া বিখ্যাত ও ব্রহ্মর্ষিগণ তথায় সতত বাস করিয়া থাকেন।

সনৎকুমার, কনখল ও পুরূরবার জন্মস্থান পুরুনামক পর্ব্বত অতিপবিত্র তীর্থ; যে স্থানে মহর্ষি ভৃগু তপস্যা করিয়াছিলেন; সেই আশ্রমীভূত মহাগিরি ভৃগুতুঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কর্ত্তা, সনাতন পুরুষোত্তম, বিশাল বদরীতে সেই ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণুর ত্রিলোক-বিখ্যাত আশ্রম; পূর্ব্বে যে স্থানে শীতল-জলবাহিনী গঙ্গা উষ্ণজলপ্রবাহিণী ও সুবর্ণসিকতা হইয়া প্রবহমানা হইতেন। মহাভাগ দেব ও ঋষিগণ প্রতিনিয়ত তথায় আগমন করিয়া নারায়ণদেবকে নমস্কার করেন। যে স্থানে সনাতন পরমাত্মা নারায়ণ আছেন, সেই স্থানেই সমস্ত জগৎ, সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত পুণ্যায়তন। সেই পরম-পুরুষই পরম পবিত্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই তীর্থ, তিনিই তপোধন, তিনিই পরম-দেবতা, তিনিই ভূতগণের পরমেশ্বর, পরম বিধাতা, তিনিই সনাতন পরম পদ। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে জানিয়াই আর শোক করেন না। যে স্থানে আদিদেব মহাযোগী মধুসূদন, সেই স্থানেই সমুদয় দেবর্ষি, সিদ্ধ ও তপোধনগণ। তিনি পুণ্যের পুণ্য, তাহার সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্যায়তন আছে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। বসু, সাধ্য, আদিত্য, মরুৎ, অশ্বি ও দেবকল্প ঋষিগণ এই সকল তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। আপনি ব্রাহ্মণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত এই সকল তীর্থে বিচরণ করুন, তাহা হইলে আপনার উৎকণ্ঠার শান্তি হইবে, সন্দেহ নাই।

একনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! মহাত্মা ধৌম্য ধর্ম্মরাজের নিকট এইরূপে তীর্থসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে তেজোরাশিসদৃশ লোমশ ঋষি তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। যেমন সুরপুরে সুরগণ সুরনাথের উপাসনা করেন, তদ্রূপ সগণ পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণ-সকল সেই তপোধনের আরাধনা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সমুচিত সম্মানসহকারে আগমন-কারণ ও পর্য্যটন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহানুভব লোমশ কৌন্তেয়ের জিজ্ঞাসায় প্রীত হইয়া যেন তাঁহাদিগের শোকাপনোদনের নিমিত্তই মধুরবচনে কহিতে লাগিলেন, “হে কৌন্তেয়! আমি যদৃচ্ছাক্রমে পর্য্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছিলাম। তথায় আপনার ভ্রাতা মহাবীর সব্যসাচীকে শচীনাথের অর্দ্ধাসনে সমাসীন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। অনন্তর দেবরাজ আমাকে আপনাদিগের সমীপে আগমন করিতে আদেশ করিলেন। আমি দেবরাজ ও মহাত্মা ধনঞ্জয়ের বাক্যানুসারে আপনাদিগকে প্রিয়সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি; এক্ষণে আপনারা দ্রুপদনন্দিনীর সহিত একত্র হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। মহাবাহু অর্জ্জুন মহাদেবের নিকট আপনার অভিলষিত অপ্রতিম আয়ুধ লাভ করিয়াছেন। যে ব্রহ্মশির অস্ত্র অমৃত হইতে উত্থিত হইয়া তপোবলে দেবদেব মহাদেবের হস্তগত হইয়াছিল, ধনঞ্জয় সেই অস্ত্র লাভ করিয়া মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক প্রয়োগ ও সংহারের মন্ত্র এবং প্রায়শ্চিত্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। আর তিনি যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্র হইতে বজ্র প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ দিব্য আয়ুধ এবং বিশ্বাবসুতনয়ের সমীপে রীতিমত সাম ও নৃত্য-গীতবাদ্য প্রভৃতি বিদ্যা লাভ করিয়াছেন। আপনার তৃতীয় ভ্রাতা এইরূপে আয়ুধ ও গান্ধর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হইয়া অতি সুখে সুররাজবাসে অধিবাস করিতেছেন।

সুরনাথ আমাকে যে সকল সন্দেশ প্রদান-পূর্ব্বক আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি আমাকে কহিলেন যে, 'হে দ্বিজোত্তম! আপনি অবশ্যই মনুষ্যলোকে গমন করিবেন এবং আমার অনুরোধে রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিবেন যে, আপনার ভ্রাতা কৃতাস্ত্র হইয়াছেন। এক্ষণে সুরগণের অসাধ্য এক মহৎ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে; তিনি সেই কার্য্যসম্পাদন করিয়া অনতিবিলম্বে এ স্থানে আগমন করিবেন। আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন; তপস্যাই পরম ধর্ম্ম, তপশ্চর্য্যা ব্যতীত রাজ্যলাভের আর উপায়ান্তর নাই। মহেশ্বরসুতসদৃশ, সত্যসন্ধ, সূর্য্যনন্দন কর্ণ যে প্রকার উৎসাহশালী, মহাবীর, মহাযুদ্ধবিশারদ ও মহাধনুর্দ্ধর, আমি তাহা অবগত আছি এবং পার্থও যেরূপ পুরুষকারসম্পন্ন, তাহাও আমার অবিদিত নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে, কর্ণ কদাচ পার্থের সমর-নৈপুণ্যের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে; অতএব আপনি মনে মনে কর্ণ হইতে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া যেরূপ ভীত হইয়াছেন, ধনঞ্জয় এ স্থান হইতে আপনার নিকট উপস্থিত হইলে তাহা অবশ্যই অপসারিত হইবে। আপনি যে তীর্থযাত্রার সংকল্প করিয়াছেন, মহর্ষি লোমশ সেই তীর্থের বৃত্তান্ত ও তীর্থফল বর্ণন করিবেন, তাহাতে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিবেন না'।"

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। "হে তপোধন! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মকর্ম্মে নিয়োগ করিবেন। আপনি পরম ধর্ম্ম, তপস্যা ও রাজাদিগের সনাতন-ধর্ম্ম অবগত আছেন; অতএব আপনি পাণ্ডবগণকে তীর্থপর্য্যটনজনিত পুণ্যে পরিপূর্ণ ও পাবন পুরুষ নারায়ণের প্রতি অনুরক্ত করিবেন। রাজা যুধিষ্ঠির যাহাতে তীর্থ-পর্য্যটন ও গোদান-ক্রিয়ায় তৎপর হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন।" তিনি আরও কহিলেন যে, "আপনি তাঁহাদিগকে তীর্থভ্রমণ-সময়ে দুর্গম ও বিষম-প্রদেশে রাক্ষসগণ হইতে রক্ষা করিবেন। যেমন দধীচ মুনি ইন্দ্রকে ও অঙ্গিরা আদিত্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও পাণ্ডবগণকে রাক্ষসগণ হইতে পরিত্রাণ করিবেন। আপনি পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিলে বিকটমূর্ত্তি ভীষণকায় রাক্ষসগণ কদাচ তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে সমর্থ হইবে না।"

আমি দেবরাজ ইন্দ্র ও অর্জ্জুনের নিয়োগানুসারে রক্ষকস্বরূপ হইয়া আপনাদিগের সহিত পর্য্যটন করিব। আমি বারদ্বয় তীর্থসকল সন্দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে আমি আবার আপনাদিগের সহিত তৃতীয়বার সেই দৃষ্টপূর্ব্ব তীর্থসকল সন্দর্শন করিব। পুণ্যশীল মনু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এই ভয়াবহ তীর্থযাত্রার অনুসরণ করিয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তি ঋজুতাবর্জ্জিত, আত্মজ্ঞানবিহীন, অকৃতবিদ্য ও পাপকারী, তাহারা কদাচ তীর্থ-স্নানে সমুৎসুক হয় না। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যসঙ্গর; অতএব আপনি ভগীরথের ন্যায়, গদ প্রভৃতি ভূপতিগণের ন্যায়, যযাতির ন্যায় পুনরায় পাপজনক সকলপ্রকার সংসর্গ হইতে বিমুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য-শ্রবণে আমার শরীরে এরূপ আনন্দের আবির্ভাব হইয়াছে যে, আমি আপনার কথার কি প্রকার উত্তর প্রদান করিব, তাহাও বিস্মৃত হইতেছি। যে ব্যক্তি দেবরাজের স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, তাহা অপেক্ষা আর কোন্ ব্যক্তি গৌরবশালী হইতে পারে? আপনি যাহার সহবাসী, ধনঞ্জয় যাহার সহোদর ও দেবরাজ যাহাকে স্মরণ করেন, তাহা অপেক্ষা আর কোন্ ব্যক্তি মহিমান্বিত হইতে পারে? সে যাহা হউক, আপনি যে তীর্থদর্শনের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন, আমি ইতিপূর্ব্বেই ধৌম্য মহাশয়ের বাক্যানুসারে তদ্বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি; অতএব আপনি যে সময় তীর্থযাত্রার অনুকূল ও প্রশস্ত বলিয়া বোধ করেন, সেই সময়ে গমন করা স্থির করিলাম।"

অনন্তর লোমশ-মুনি তীর্থগমনোৎসুক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! পরিবারসংখ্যার স্বল্পতা-সম্পাদন করুন; কারণ, অল্প পরিবারে পরিবৃত হইয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যে সকল ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ ও যতি ক্ষুৎপিপাসা, পথশ্রম, আয়াস ও শীতবাতাদি সহ্য করিতে অসমর্থ, যে সকল ব্রাহ্মণ মিষ্টান্নভোজী, যাঁহারা পক্কান্ন, লেহ্য, পেয় ও মাংসের অভিলাষী, যাঁহারা ভোজনের নিমিত্ত সর্ব্বদা সূপকারের অনুবর্ত্তী, তাঁহারা সকলেই তীর্থাভিগমনে বিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। আমি যাঁহাদিগকে যথোচিত জীবিকা প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিতেছি এবং যে সকল পৌরজন রাজভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার অনুগত হইয়া কালযাপন করিতেছেন, তাঁহারা এক্ষণে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করুন, তিনি তাঁহাদিগকে সময়সমুচিত যোগ্য জীবিকা প্রদান করিবেন; অথবা আমাদের হিতের নিমিত্ত পাঞ্চালরাজ তোমাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন; কিন্তু এ স্থানে থাকিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কখনই তোমাদিগকে বৃত্তি প্রদান করিবেন না।"

অনন্তর পৌরজন, বিপ্র ও যতিগণ হস্তিনানগরে গমন করিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রেমপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে যথাবিধি প্রতিগ্রহ ও সমুচিত ধনদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সন্তোষ-সাধন করিলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণ অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণে পরিবৃত হইয়া লোমশ-মুনির সহিত প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কাম্যকবনে ত্রিরাত্র বাস করিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! বনবাসী ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে গমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! আপনি মহাত্মা লোমশমুনি ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তীর্থ-সন্দর্শনে যাত্রা করিতেছেন; এক্ষণে আমাদিগকে সমভিব্যাহারী করা আপনার উচিত; আপনি সঙ্গে না থাকিলে আমরা অল্পসংখ্যক জনসমভিব্যাহারে শ্বাপদসেবিত বিষম দুর্গম দুর্গসকল অতিক্রম করিয়া কদাচ তীর্থপর্য্যটন করিতে সমর্থ হইব না। হে পৃথিবীপাল! আমরা আপনার শূরবর ধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অকুতোভয়ে বন ও তীর্থ-সকল পর্য্যটন করত ভবদীয় প্রসাদেই তত্রত্য সুখময় ফল লাভ করিব। আপনার বীর্য্যপ্রভাবে রক্ষিত হইয়া অক্ষত-শরীরে তীর্থ-দর্শন ও তীর্থস্নান করত বিগতপাপ হইব। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, অষ্টক রাজর্ষি, লোমপাদ ও সার্ব্বভৌম ভরত, ইহাঁরা যে সকল লোকে গমন করিয়াছেন, আপনিও তীর্থপরিপ্লুত হইয়া সেই সকল অসুলভ লোক লাভ করিবেন। আমরা আপনার সহিত একত্র হইয়া প্রভাসাদি তীর্থ, মহেন্দ্রাদি পর্ব্বত, গঙ্গাদি নদী ও প্লক্ষাদি বনসম্পত্তি-সকল সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি। হে জননাথ! যদি ব্রাহ্মণগণের প্রতি আপনার কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের এই বাক্য রক্ষা করুন; ইহাতে অবশ্যই আপনার শ্রেয়োলাভ হইবে। তীর্থ সকল সর্ব্বদা তপোবিঘ্নকর নিশাচরগণে সমাকীর্ণ; আপনারা সেই সকল রাক্ষসগণ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন। ধীমান্ ধৌম্য, দেবর্ষি নারদ ও মহাতপাঃ লোমশ যে সকল তীর্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন, আপনারা লোমশ-ঋষিকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আমাদিগের সহিত ঐ সকল তীর্থ পর্য্যটন করুন।"

ব্রাহ্মণদিগের মুখ হইতে এইরূপ গৌরবসূচক বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের লোচনযুগল হইতে আনন্দসলিল বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া লোমশ ও ধৌম্যের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সেই সকল ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারী করিতে অঙ্গীকার করিলেন। পরে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রুপদনন্দিনীর সহিত তীর্থযাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অনন্তর মহাভাগ ব্যাস, পর্ব্বত ও নারদ ঋষি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কাম্যকবনে আগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে সমুচিত

পূজা করিলে তাঁহারা পূজা গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে পাণ্ডবগণ! মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া তীর্থযাত্রা করিতে হইবে, অতএব তোমরা অন্তঃকরণের সরলতা-সম্পাদন কর। ব্রাহ্মণগণ শারীরিক নিয়মকে মানুষ-ব্রত ও মনোবিশুদ্ধ বুদ্ধিকে দৈব-ব্রত বলিয়া থাকেন। মনের নির্দ্দোষিতাই শুচিতার পর্য্যাপ্ত কারণ। শান্তস্বভাব অবলম্বনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া তীর্থ-দর্শন করিতে হইবে। তোমরা মানসিক ও শারীরিক নিয়ম দ্বারা পবিত্র হইয়া দৈবব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক যথোক্ত ফললাভ করিবে।"

পাণ্ডবগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দিব্য ও মানুষ মুণিগণকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া লোমশ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, নারদ ও পর্ব্বত ঋষির পাদবন্দনপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর চীরাজিনজটাধারী হইয়া অভেদ্য কবচ পরিধানপূর্ব্বক ধৌম্য ও সেই সমস্ত বনবাসী ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী অতীত হইলে পুষ্যানক্ষত্রে তীর্থদর্শনে নির্গত হইলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যগণ, চতুর্দ্দশ রথ, সূপকারগণ ও অন্যান্য পরিচারক সকল তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইল। মহাবীর পাণ্ডবগণ এইরূপে শর, শরাসন ও অসি প্রভৃতি আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দেবর্ষিসত্তম! আমি আপনাকে নির্গুণ বিবেচনা করি না, তথাচ অন্য মহীপাল অপেক্ষা দুঃখে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি; আর অধর্ম্মপরায়ণ শত্রুগণকে নির্গুণ দেখিতেছি, তথাপি তাহারা এই পৃথিবীমণ্ডলে অভ্যুদয় লাভ করিতেছে; ইহার কারণ কি?" লোমশ কহিলেন, "মহারাজ! অধার্ম্মিক লোক ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা যে অভ্যুদয় লাভ করে, তদ্বিষয়ে আপনি কদাচ খেদ প্রকাশ করিবেন না। মনুষ্য অধর্ম্মাচরণ দ্বারা প্রথমতঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া সুখসম্ভোগ করে, পরে আপনাকে প্রভু বোধ করত শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে স্বয়ং সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আমি ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অনেকানেক দৈত্য ও দানব অধর্ম্মাচরণ দ্বারা অভ্যুদয় লাভ করিয়া পরিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে সত্যযুগে দেবগণ ধর্ম্মপথ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুরেরা তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিল। দেবতারা তীর্থপর্য্যটনে সতত প্রবৃত্ত থাকেন, কিন্তু অসুরেরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ হয়। অহঙ্কার প্রথমেই অধর্ম্মপথ অসুরগণের শরীরমধ্যে প্রবেশ করে। সেই অহঙ্কার হইতে অভিমান, অভিমান হইতে ক্রোধ ও ক্রোধ হইতে নির্লজ্জতা জন্মে, সেই নির্লজ্জতাপ্রভাবেই তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্ষমা, লক্ষ্মী ও ধর্ম্ম ইহাঁরা নির্লজ্জ, হীনচরিত্র ও অকৃতব্রত অসুরদিগকে অচিরকালমধ্যেই পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মী দেবগণমধ্যে আবির্ভূত হইলেন, অলক্ষ্মী অসুরদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কলি অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট অহঙ্কারপরতন্ত্র দৈত্যদানবগণমধ্যে প্রবেশ করিল। অসুরগণ কলিকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত, অহঙ্কারপরিপূর্ণ, অভিমানে অভিভূত ও ক্রিয়াবিহীন হইয়া অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে লাগিল; এইরূপে দানবকুল ক্রমে ক্রমে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গেল, এ দিকে ধর্ম্মশীল দেবতারা সাগর, সরিৎ, সরোবর ও পুণ্য আয়তন পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং তপ, যজ্ঞ, দান ও আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে সর্ব্বপাপাবনির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিলেন।

হে মহারাজ! দেবগণ এইরূপে সরলতাদগুণসম্পন্ন ও অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তীর্থপর্য্যটন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব আপনিও অনুজগণ-সমভিব্যাহারে সমুদয় তীর্থে অবগাহন করিলে পুনরায় লক্ষ্মী লাভ করিবেন। আমি আপনাকে যেরূপ কহিলাম, ইহাই সনাতন পথ। যেমন রাজা নৃগ, শিবি, ঔশীনর, ভগীরথ, বসুমনাঃ, গয়, পূরু, পুরূরবা ইহাঁরা মহাত্মাদিগের দর্শন, তীর্থগমন, তীর্থস্নান ও তপশ্চর্য্যা দ্বারা বিধূতপাপ হইয়া পবিত্র যশ ও বিপুল ধন লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও প্রভূত সম্পদ্ লাভ করিবেন। যাদৃশ মহারাজ ইক্ষ্বাকু,

মুচকুন্দ, মান্ধাতা ও মরুত্ত বিপুল-ধনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, কালক্রমে আপনিও সেইরূপ হইবেন সন্দেহ নাই। যদ্রূপ দেবর্ষি ও দেবগণ তপঃপ্রভাবে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, কালক্রমে আপনিও সেইরূপ মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিবেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহামোহাচ্ছন্ন ও অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া দৈত্যগণের ন্যায় অনতিকালমধ্যেই কালকবলে প্রবিষ্ট হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।”

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থান করত ক্রমশঃ নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় গোমতী নদীর অতি পবিত্র তীর্থ-সমুদয়ে স্নান এবং পুনঃ পুনঃ পিতৃগণ, বিপ্রগণ ও দেবগণের তর্পণ করিয়া প্রচুর অর্থ ও গোদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে কন্যাতীর্থ, গোতীর্থ, কালকোটি ও বিষপ্রস্থ-ধরাধরে অধিবাস করিয়া বাহুদা-তীর্থে স্নান করিলেন। অনন্তর প্রয়াগে দেবগণের দেবযজন-তীর্থে স্নান ও তথায় বাস করিয়া তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হইলেন। পরে গঙ্গাযমুনাসঙ্গম-স্নানে বিগতপাপ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অর্থদান করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে তপস্বিগণ-নিষেবিত পিতামহের বেদী তীর্থে উপনীত হইলেন এবং তথায় কতিপয় বাসর অবস্থান করিয়া নিরন্তর বন্য হবির্দ্বারা দ্বিজগণের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজর্ষি গয়কর্ত্তৃক অভিসংস্কৃত মহীধরতীর্থে উপস্থিত হইলেন; যে স্থানে গয়শিরনামক এক পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বেতসপংক্তিশালিনী পুলিনশোভিতা অতি পবিত্রা মহানদী-নাম্নী এক স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইতেছে। তথায় মহর্ষি-সাধসেবিত পবিত্রশিখর পুণ্য ধরণীধর ও ব্রহ্মসর-নামক তীর্থ আছে। যে স্থানে ভগবান্ অগস্ত্য যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যে স্থানে চিরস্থায়ী ধর্ম্মরাজ স্বয়ং বাস করিতেছেন; যে স্থানে নদী-সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যে স্থানে পিনাকপানি ভগবান্ শঙ্কর নিরন্তর সন্নিহিত আছেন, তথায় মহাবীর পাণ্ডবেরা চাতুর্মাস্য-ব্রত সাধনপূর্ব্বক ঋষিযজ্ঞ সমাধান করিলেন। যে স্থানে অক্ষয় বট ও অক্ষয় দেবযজন-ভূমি বিরাজমান আছে, পাণ্ডবেরা তথায় উপবাস করিয়া অক্ষয় ফললাভ করিলেন। অনন্তর শত সহস্র তপোধন ব্রাহ্মণগণ তথায় সমাগত হইয়া আর্ষবিধানানুসারে চতুর্ম্মাসসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে বিদ্যাতপোবৃদ্ধ বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ সভা-মধ্যে সমাসীন হইয়া মহাত্মাদিগের অতি-পবিত্র কথা সকল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিদ্যাব্রতাভিষিক্ত কৌমার-ব্রতধারী শমঠ অমূর্ত্তরয়ার তনয় রাজর্ষি গয়ের কথা আরম্ভ করিলেন।

শমঠ কহিলেন, মহারাজ! আমি অতি বিচিত্র গয়-চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজর্ষি গয় অমূর্ত্তরয়ার পুত্র, তিনি এই স্থানে প্রচুরান্ন ও ভূরিদক্ষিণ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ঐ যজ্ঞে শত-সহস্র অন্নাচল ও ঘৃতকুল্যা প্রস্তুত হয়; শত শত দধির নদী এবং শত সহস্র উত্তমোত্তম ব্যঞ্জনপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। গয়রাজা যাচকদিগকে প্রতিদিনই এইরূপ সমারোহে অন্নদান করিতেন এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতিও বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিত। দক্ষিণা-প্রদানকালে বেদধ্বনি গগন স্পর্শ করিয়াছিল; তখন অন্য আর কোন শব্দ কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। ঐ অদ্ভুত পুণ্যধ্বনি সঞ্চারিত হইয়া ভূলোক, দ্যুলোক ও দশদিক্ পরিপূর্ণ করত সকলের বিস্ময়োদ্ভাবন করিয়াছিল; অনন্তর মনুষ্যেরা এই গাথা গান করিত যে, “মহাতেজাঃ গয়রাজার যজ্ঞে দেশে দেশে সকলেই অন্নপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, অদ্য কে ভোজনাভিলাষী আছ বল, তথায় এখন পঞ্চবিংশতি অন্নাচল বিদ্যমান রহিয়াছে।” রাজর্ষি গয় যেরূপ সমরোহে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কেহই কখন করে নাই এবং করিবে, এমত বোধও হয় না। দেবগণ গয়দত্ত হবির্দ্বারা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন যে, অন্য-দত্ত দ্রব্যজাত-গ্রহণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া উঠিলেন। যেমন ভূতলের বালুকা, আকাশের তারকা

ও জলধরের বারিধারা সকল অসংখ্যেয়, তদ্রূপ তদীয় যজ্ঞের দক্ষিণাও সংখ্যাতীত হইয়াছিল। হে মহারাজ! গয়রাজ ব্রহ্মসরঃসন্নিধানে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ষণ্নবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর কুন্তী-নন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দুর্জ্জয়া-তীর্থে উপস্থিত হইয়া অগস্ত্যাশ্রমে বাস করিলেন। তথায় মহর্ষি লোমশকে জিজ্ঞাসিলেন, "হে ব্রহ্মন্! এই স্থলে মহর্ষি অগস্ত্য কি কারণে বাতাপি দানবকে জীর্ণ করিয়াছিলেন আর ঐ মানবান্তক দৈত্য কিরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিল এবং কি কারণেই বা তখন মহামুনি অগস্ত্যের ক্রোধানল সন্ধুক্ষিত হইয়াছিল, আপনি আনুপূর্ব্বিক এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে মণিমতী পুরীতে ইল্বলনামে এক দৈত্য বাস করিত, তাহার অনুজের নাম বাতাপি। একদা ইল্বল তপঃপ্রভাবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকে কহিল, "ভগবন্! আমাকে দেবরাজ-তুল্য এক পুত্র প্রদান করুন।" ব্রাহ্মণ তদীয় অভি-লষিত-সংসাধনে অসম্মত হইলে ইল্বল তখন ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল, তদবধি জাতক্রোধ হইয়া স্বীয় অনুজ বাতাপিকে ছাগরূপী করত তাহার মাংস পাক করিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণের জীবন-সংহারার্থ তাঁহাকে উপযোগ করিতে প্রদান করিত। যেহেতু, ইল্বলের বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে, সে মৃত প্রাণীকে আহ্বান করিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপ-স্থিত হইত।

অনন্তর ইল্বল ছাগরূপী বাতাপিকে সুসংস্কৃত করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে প্রদান করিল ব্রাহ্মণ আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এই অবসরে ইল্বল তারস্বরে বাতাপিকে আহ্বান করাতে সে সত্বরে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করিয়া সহাস্য-আস্যে নিষ্ক্রান্ত হইল। এইরূপে ইল্বল আগন্তুক ব্রাহ্মণ-গণকে ছাগমাংস ভোজন করাইয়া সংহার করিত।

এই সময়ে ভগবান্ অগস্ত্য এক গর্ত্তে অধোমুখ লম্বমান পিতৃগণকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, "আপনারা কি কারণে অধোমুখে গর্ত্তে লম্ব-মান হইয়া রহিয়াছেন?" তাঁহারা কম্পিতকলেবরে কহিলেন, "বৎস! আমরা সন্তানার্থ এই গর্ত্তে লম্ব-মান হইয়া রহিয়াছি; আমরা তোমারই পূর্ব্বপুরুষ, এক্ষণে কেবল ত্বদীয় সন্তানের নিমিত্ত এইরূপ দুর্ব্বি-ষহ দুঃখভোগ করিতেছি। যদি তুমি সন্তান উৎপাদন কর, তাহা হইলে আমরা এই ঘোরতর নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব এবং তুমিও চরমে পরম-গতি প্রাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।" সত্যপরায়ণ মুনিবর অগস্ত্য কহিলেন, "হে পিতৃগণ! আমি আপনাদিগের এই মনোরথ পূর্ণ করিব; এক্ষণে আপনারা এই উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করুন।"

অনন্তর ভগবান্ অগস্ত্য স্বীয় সন্তানপরম্পরা বিস্তার করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি যোগ্যা ও সদৃশী ভার্য্যা প্রাপ্ত হইলেন না। পরে যে সমস্ত প্রাণীর যে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতিশয় উৎকৃষ্ট, তিনি সেই সকল সংগ্রহ করত তদনুরূপ অপূর্ব্ব একটি স্ত্রীরত্ন নির্ম্মাণ করিয়া পুত্রের নিমিত্ত দুরূহ তপস্যায় প্রবৃত্ত বিদর্ভরাজকে আত্মার্থে নির্ম্মিতা সেই কন্যা প্রদান করিলেন। সৌদামিনীর ন্যায় রূপলাবণ্যসম্পন্না সেই কন্যা বিদর্ভরাজগৃহে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর মহীপাল বিদর্ভ কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র হর্ষভরে ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করিলে ব্রাহ্মণেরা তৎক্ষণাৎ কন্যা অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহার নাম লোপামুদ্রা রাখি-লেন। সুরূপা লোপামুদ্রা কমলিনীর ন্যায়, হুতাশন-শিখার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

তিনি ক্রমে ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে একশত অলঙ্কৃতা কন্যা ও একশত অভিলাষানুরূপ কিঙ্করী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। লোপামুদ্রা দাসীশত-পরিবৃতা ও কন্যাগণমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তেজ-স্বিনী রোহিণীর ন্যায় বিরাজমান হইলে মহাত্মা অগস্ত্যের ভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইয়া কেহই ঐ রূপলাবণ্যবতী যুবতীকে প্রার্থনা করিল না। তখন বিদর্ভরাজ কন্যাকে যৌবনসম্পন্না দেখিয়া 'কাহাকে

সম্প্রদান করিব,' মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। লোকাতিগ-রূপসম্পন্না, সত্যপরায়ণা লোপামুদ্রার বিশুদ্ধ ব্যবহারে পিতা ও অন্যান্য স্বজনবর্গ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে গার্হস্থ্যব্যাপারে দক্ষ দেখিয়া বৈদর্ভসন্নিধানে কহিলেন, "মহারাজ! আমি পুত্রার্থে দারপরিগ্রহ করিবার মানস করিয়াছি; এই নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করুন।" মহারাজ বৈদর্ভ এই কথা শুনিবামাত্র বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান বা লোমমুদ্রা-দান, উভয় বিষয়েই নিতান্ত অসম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি অন্তঃপুরে গমন করিয়া মহিষীর নিকট এই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! মহর্ষি অগস্ত্য সাতিশয় উগ্রস্বভাবসম্পন্ন; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে শাপানলে আমাকে ভস্মসাৎ করিবেন, সন্দেহ নাই।" তখন লোপামুদ্রা জনক ও জননীকে নিতান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করত অবসরক্রমে পিতৃসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, "হে পিতঃ! আপনি আমার নিমিত্ত কোনক্রমেই উদ্বিগ্ন হইবেন না, আমাকে অগস্ত্যহস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিরাপদ্ হউন।"

অনন্তর রাজা মহাত্মা অগস্ত্যকে বিধিপূর্ব্বক কন্যাসম্প্রদান করিলে অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি এক্ষণে মহার্হ আভরণ ও বিচিত্র সূক্ষ্ম বসন পরিত্যাগ কর।" লোপামুদ্রা ভর্ত্তৃনিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ মহামূল্য বসনভূষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক চীরবল্কল ও অজিন পরিধান করিয়া স্বামীর সমান-ব্রতচারিণী হইলেন। অনন্তর ভগবান্ অগস্ত্য গঙ্গাদ্বার-তীর্থে উপস্থিত হইয়া পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর সহিত অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। লোপামুদ্রা প্রীতমনে বহুমানপূর্ব্বক পতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন; মহর্ষিও পত্নীর প্রতি যথোচিত প্রীত ও প্রণয়ানুগত হইলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে ভগবান্ অগস্ত্য তপঃপ্রভাবসম্পন্না লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দেখিয়া এবং তদীয় পরিচর্য্যা, দম, শৌচ ও সৌন্দর্য্যে নিতান্ত প্রীত ও একান্ত আকৃষ্ট হইয়া সহযোগবাসনায় আহ্বান করিলেন। তখন লোপামুদ্রা লজ্জাবনতমুখী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণয়সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "হে তপোধন! আপনি অপত্যলাভের নিমিত্তই আমার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। আপনার প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, আপনি এক্ষণে তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু আমার পিতৃগৃহে প্রাসাদে যাদৃশ শয্যা প্রস্তুত থাকিত, এই স্থলেও তদ্রূপ শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা করি; আপনিও মাল্য ও বসন-ভূষণ পরিধান করুন। আমি অভিলাষানুরূপ দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আপনার নিকট গমন করিব; অন্যথা আমি চীরকাষায়-বসন পরিধানপূর্ব্বক এ স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব না। তপস্বিগণের কাষায়-বসন প্রভৃতি পবিত্র ভূষণ-সামগ্রী সকল কদাচ দূষিত করা কর্ত্তব্য নহে।" অগস্ত্য কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার পিতার যেরূপ প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, আমাদিগের সেরূপ সম্পত্তি নাই।" লোপামুদ্রা কহিলেন, "হে তপোধন! এই জীবলোকে যে কিছু ধন বিদ্যমান আছে, আপনি তপঃপ্রভাবে ক্ষণকালমধ্যেই তৎসমুদয় আহরণ করিতে পারেন।" অগস্ত্য কহিলেন, "হে কমললোচনে! তুমি যেরূপ কহিলে, তাহা কোন মতেই অমূলক নহে; কিন্তু অর্থ আহরণ করিতে হইলে তপঃক্ষয় হইবে; অতএব যাহাতে তপঃক্ষয় না হয়, এইরূপ উপদেশ প্রদান কর।" লোপামুদ্রা কহিলেন, "হে তপোধন! আমার ঋতুকাল অল্পমাত্রাবশিষ্ট আছে, উহা অতীত হইলে আপনার সহিত সহবাস করিব না এবং যে কর্ম্মে আপনার ধর্ম্ম লুপ্ত হয়, তাহাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।" অগস্ত্য কহিলেন, "হে সুভগে! যদি তোমার অন্তঃকরণে এইরূপ অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে

আমি অর্থাহরণ করিতে প্রস্থান করিলাম; তুমি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া অভিলাষানুসারে কালযাপন কর।"

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য ধন আহরণ করিবার নিমিত্ত নৃপোত্তম শ্রুতর্ব্বার নিকট গমন করিলেন। নরপতি শ্রুতর্ব্বা ভগবান্ কুম্ভযোনি সমুপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া অমাত্যসমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক পরম-সমাদরে সৎকার করত তাঁহাকে স্বভবনে আনয়ন করিলেন এবং যথাবিধি অর্ঘ্যপ্রদানপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রযতচিত্তে তাঁহার আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

অগস্ত্য কহিলেন, "হে নরনাথ! আমি ধনলাভেচ্ছায় আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, অতএব আপনি অন্যের হিংসা বা ক্ষতি না করিয়া আমাকে যথাশক্তি ধন প্রদান করুন।"

রাজা শ্রুতর্ব্বা অগস্ত্যকে আপনার সমুদয় আয় ও ব্যয়ের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনি যে কিছু ধন ইচ্ছা করেন, ইহা হইতে গ্রহণ করুন।" মহর্ষি অগস্ত্য তৎসমুদয়-শ্রবণে আয় ও ব্যয় সমান অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইহাঁর নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিলে অবশ্যই প্রাণিগণের ক্লেশ হইবে। তখন তিনি শ্রুতর্ব্বা-রাজাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রধ্নশ্ব-মহীপতির নিকট গমন করিলেন। মহারাজ ব্রধ্নশ্ব তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া সাতিশয় সমাদর-সহকারে সৎকার করত যথাযোগ্য পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

অগস্ত্য কহিলেন, "মহারাজ! আমরা ধনলাভেচ্ছায় আপনার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি, অতএব আপনি অন্যের হিংসা বা হানি না করিয়া আমাদিগকে যথাশক্তি অর্থ প্রদান করুন।"

তখন মহারাজ ব্রধ্নশ্ব তাঁহাদিগকে আপনার সমুদয় আয়-ব্যয়ের বিষয় সবিশেষ বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমার এই সমুদয় ধন হইতে আপনাদের যাহা ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করুন।" ভগবান্ অগস্ত্য তৎশ্রবণে ব্রধ্নশ্বের আয় ও ব্যয় সমান জানিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইহাঁর নিকট ধনগ্রহণ করিলে অবশ্যই প্রাণিগণের ক্লেশ হইবে।

অনন্তর অগস্ত্য, শ্রুতর্ব্বা ও ব্রধ্নশ্ব এই তিন জনে একত্র হইয়া পুরুকুৎসনন্দন ত্রসদস্যুর নিকট গমন করিলেন। ত্রসদস্যু তাঁহাদিগকে সমাগত জানিয়া তাঁহাদের সমীপে গমনপূর্ব্বক পরম-সমাদরে স্বীয় সদনে আনয়ন করিয়া যথাবিধি পূজা করত আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

অগস্ত্য কহিলেন, "হে মহারাজ! আমরা অর্থলাভাকাঙ্ক্ষায় আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি; অতএব আপনি অন্যের হিংসা বা হানি না করিয়া আমাদিগকে যথাশক্তি অর্থ প্রদান করুন।"

তখন মহারাজ ত্রসদস্যু আপনার সমুদয় আয়ব্যয় তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়েরা আমার এই সমস্ত ধন হইতে যাহা ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করুন।" ভগবান্ অগস্ত্য তৎশ্রবণে তাঁহার আয়-ব্যয় সমান সন্দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইহাঁর নিকট অর্থগ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই প্রাণিগণের ক্লেশ হইবে।

তখন সেই নৃপতিগণ পরস্পর নিরীক্ষণপূর্ব্বক মহামুনি অগস্ত্যকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! দানবেন্দ্র ইল্বল প্রভূত ধনশালী; আমরা তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক অর্থপ্রার্থনা করিব।" এইরূপে তাঁহারা ইল্বলের নিকট ধন-প্রার্থনা করাই শ্রেয়ঃ বোধ করত সকলে একত্র হইয়া গমন করিলেন।

একোন-শততম অধ্যায়

লোমশ কহিলেন, দানবরাজ ইল্বল মহর্ষি-সমবেত নৃপতিগণকে স্বরাজ্যে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পরম-সমাদরে পূজা করিলেন। তৎপরে তিনি আতিথিগণের

ভোজনার্থ ছাগরূপধারী স্বীয় ভ্রাতা বাতাপিকে উত্তমরূপে পাক করিলেন। তখন রাজর্ষিগণ ছাগরূপী মহাসুর বাতাপিকে পাক করা হইয়াছে দেখিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, 'হে রাজর্ষিগণ! তোমরা খেদ করিও না, আমিই মহাসুর বাতাপিকে ভক্ষণ করিব।" এই বলিয়া মহার্ঘ্য আসনে উপবিষ্ট হইলে দানবেন্দ্র ইল্বল সহাস্যবদনে তাঁহাকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন, মহর্ষি অগস্ত্য ক্রমে ক্রমে বাতাপির সমুদয় মাংসই ভোজন করিলেন। অনন্তর অসুররাজ ইল্বল বাতাপিকে আহ্বান করিলে মহাত্মা অগস্ত্যের অধোদেশ হইতে ঘনঘটার ঘোরতর গর্জ্জনের ন্যায় গভীর-শব্দে সমীরণ নির্গত হইল। তখন অসুরবর ইল্বল, "হে বাতাপে! তুমি নিষ্ক্রান্ত হও" বলিয়া বারংবার আহ্বান করিলে, মুনিসত্তম অগস্ত্য হাসিতে হাসিতে তাহাকে কহিলেন, "মহাসুর বাতাপি আর কিরূপে বহির্গত হইবে? আমি তাহাকে জীর্ণ করিয়াছি।"

দানবেন্দ্র ইল্বল স্বীয় ভ্রাতা বাতাপি জীর্ণ হইয়াছে জানিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইল এবং অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিসমবেত মহীপালদিগকে কহিল "হে মহাশয়গণ! আপনারা কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?"

তখন মহাতপাঃ অগস্ত্য সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে অসুর! আমরা তোমাকে প্রভূত-বিভবশালী জ্ঞান করি, এই ভূপালগণ তাদৃশ ধনী নহেন এবং আমারও নিতান্ত অর্থপ্রয়োজন হইয়াছে, অতএব তুমি অন্যের হিংসা না করিয়া আমাদিগকে যথাশক্তি অর্থ প্রদান কর।"

তখন দানবরাজ ইল্বল মহর্ষি অগস্ত্যকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিল, "হে মহাশয়! আমি আপনাদিগকে যাহা প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছি, আপনি যদি তাহা বলিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে অবশ্যই ধনপ্রদান করিব।"

অগস্ত্য কহিলেন, "হে অসুররাজ! তুমি এই ভূপতিদিগের প্রত্যককে দশ সহস্র গো ও তৎসংখ্যক সুবর্ণ এবং আমাকে বিংশতি সহস্র গো, তৎসংখ্যক সুবর্ণ, হিরণ্ময় রথ ও মনোমারুতগামী অশ্বদ্বয় প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ। তুমি বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এই সম্মুখস্থিত রথই সুবর্ণময়।" অনন্তর দানবরাজ ইল্বল অগস্ত্যের বচনানুসারে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, যথার্থই ঐ রথ হিরণ্ময়। তখন দানবরাজ সাতিশয় কাতর হইয়া তাঁহাদিগকে প্রভূত ধন প্রদান করিলেন এবং বিরাব ও সুরাব-নামক অশ্বদ্বয় সেই রথে যোজিত হইয়া সমুদয় ধন, মহর্ষি অগস্ত্য ও তৎসমবেত নৃপগণকে বহন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অগস্ত্যাশ্রমে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর সমুদয় রাজর্ষিগণ অগস্ত্যের অনুমতিক্রমে ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, ভগবান্ অগস্ত্যও স্বীয় সহধর্ম্মিণী লোপামুদ্রার অভিলষিত দ্রব্য-সমুদয় প্রস্তুত করিলেন।

বরবর্ণিনী লোপামুদ্রা সমুদয় প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনি আমার অভিলষিত দ্রব্য-সমুদয় আহরণ করিয়াছেন; এক্ষণে আমার গর্ভে প্রভূত-বীর্য্যসম্পন্ন অপত্য উৎপাদন করুন।"

অগস্ত্য কহিলেন, "হে কল্যাণি! আমি তোমার সদ্ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে পুত্রবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বিচার করিয়া তুমি সহস্র পুত্র অভিলাষ কর অথবা সহস্র-তুল্য ক্ষমতাশালী শত পুত্র, সহস্র ব্যক্তিতুল্য পরাক্রমশালী দশ পুত্র বা সহস্রতেজাঃ এক পুত্র তোমার অভিলষণীয়?"

লোপামুদ্রা কহিলেন, "হে তপোধন! এক বিদ্বান্ সাধুপুত্র বহুসংখ্যক অসাধু পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব সহস্র জনের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন এক পুত্রই আমার অভিলষণীয়।"

মহর্ষি অগস্ত্য স্বীয় সহধর্ম্মিণীর বাক্য স্বীকার করত পরম-শ্রদ্ধাসহকারে যথাসময়ে তাঁহার গর্ভাধান করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ক্রমে সপ্ত সংবৎসর গর্ভের উপচয় হইতে লাগিল। পরে সপ্তম বৎসর অতীত হইলে মহাকবি দৃঢ়স্যু ভূমিষ্ঠ হইলেন।

ঐ সদ্যোজাত কুমারকে অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন, শরীরপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইতেছেন ও সাঙ্গোপনিষদ বেদ জপ করিতেছেন। তেজস্বী অগস্ত্য-নন্দন বাল্যকালেই পিতার আলয়ে ইধ্ম অর্থাৎ অগ্নি-সন্দীপন-কাষ্ঠের ভার বহন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ইধ্মবাহ হইয়াছিল। পুত্রকে তদ্রূপ দেখিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

তপোধনাগ্রগণ্য অগস্ত্য এইরূপে অত্যুত্তম অপত্য উৎপাদন করিলে তদীয় পিতৃলোক যথাভিলষিত পরম-গতি লাভ করিলেন। সেই অবধি ঐ অগস্ত্যাশ্রম ভূমণ্ডলে সাতিশয় বিখ্যাত হইয়াছে। হে রাজন্! মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপে প্রহ্লাদবংশজ বাতাপিকে বিনাশ করিয়াছিলেন; এই সেই অগস্ত্য মহর্ষির পরম-রমণীয় আশ্রম। ঐ পরম-পবিত্র দেবগন্ধর্ব্বসেবিত মন্দাকিনী বাতেরিত পতাকার ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইতেছেন। ভাগীরথী যথানিয়মে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নিত্য নিপতিত হইয়া পরিশেষে পন্নগবধূর ন্যায় শিলাতলে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইনি জননীর ন্যায় সমস্ত দক্ষিণদিক্ প্লাবিত করিতেছেন। এই সমুদ্রমহিষী পূর্ব্বে মহাদেবের জটা হইতে বহির্গত হইয়াছেন। হে রাজন্! আপনি এই পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে স্বচ্ছন্দে অবগাহন করুন।

হে যুধিষ্ঠির! ঐ মহর্ষিগণসেবিত ভৃগুতীর্থ শোভা পাইতেছে, অবলোকন করুন। পূর্ব্বে পরশুরাম ঐ তীর্থে স্নান করিয়া কৃতবৈর দাশরথি রামকর্তৃক হৃত স্বীয় তেজ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব হে পাণ্ডুনন্দন! আপনিও স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণার সহিত এই তীর্থে স্নান করিয়া দুর্য্যোধনহৃত স্বীয় তেজ পুনরায় লাভ করুন

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় অনুজগণ ও কৃষ্ণা-সমভিব্যাহারে ঐ তীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। তীর্থ স্নান করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের শরীরকান্তি অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি এককালে অরাতিকুলের অনভিভবনীয় হইয়া উঠিলেন। তখন সেই ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডুনন্দন লোমশ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! কি নিমিত্ত পরশুরামের তেজ হৃত হইয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা উহা প্রত্যাহৃত হইল, সবিশেষ বর্ণন করুন।"

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! আমি মহাত্মা দাশরথি রাম ও ধীমান্ পরশুরামের বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবগণাগ্রগণ্য ভগবান্ বিষ্ণু রাবণ-বধের নিমিত্ত ধরাতলে দশরথের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়া রামনামে বিখ্যাত হইলে ভৃগুকুল-সমুৎপন্ন ঋচীকনন্দন পরশুরাম রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর তদীয় বলবিক্রম জানিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্ষত্রিয়কুলান্তক সেই মহদ্ধনু গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যানগরে আগমন করিলেন।

মহারাজ দশরথ, পরশুরাম আপনার রাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া স্বীয় পুত্র রামকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। পরশুরাম সমুদ্যতাস্ত্র দশরথতনয় রামকে সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! আমি এই শরাসন দ্বারা ক্ষত্রিয়কুল উন্মূলিত করিয়াছি, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তবে যত্নসহকারে ইহাতে জ্যারোপণ কর।" দাশরথি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনি আমাকে অধিক্ষেপ করিবেন না। আমি ক্ষত্রিয়াধম নহি, বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয়-দিগের বাহুবীর্য্যই শ্লাঘার বিষয়।" পরশুরাম রাম-চন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে রাঘব! আর বৃথা বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা নাই, এক্ষণে ধনু-গ্রহণ কর।"

তখন দশরথসুত রামচন্দ্র রোষভরে পরশুরামের হস্ত হইতে সেই ক্ষত্রিয়কুলক্ষয়কারী দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া সগর্ব্বে টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন। অশনি-নির্ঘোষের ন্যায় সেই টঙ্কারধ্বনি-শ্রবণে প্রাণিগণ ত্রস্ত ও শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। তখন রাম পরশুরামকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! জ্যারোপণ করা হইয়াছে, এক্ষণে আর কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।" অনন্তর পরশুরাম রামকে এক শর প্রদান করিয়া কহিলেন, "এই বাণ কর্ণদেশ পর্য্যন্ত আকর্ষণ কর।"

রঘুবংশাবতংস রাম পরশুরামের বাক্য-শ্রবণে

কোপ-প্রজ্বলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ভার্গব! তুমি সাতিশয় দর্পপূর্ণ; কিন্তু অসমকক্ষবোধে তোমার সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষমা করিতেছি; বিশেষতঃ তুমি পিতামহ-প্রসাদে ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করিয়া সমধিক তেজস্বী হইয়াছ, এই নিমিত্তই তুমি আমাকে তিরস্কার করিতেছ। এক্ষণে আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি আমার শরীর নিরীক্ষণ কর।" তখন পরশুরাম দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া রামের শরীর নিরীক্ষণ করিবামাত্র দেখিলেন যে, তদীয় শরীরে সমুদয় আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, পিতৃলোক, হুতাশন, নক্ষত্র, গ্রহ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, নদী, তীর্থ, ব্রহ্মভূত, সনাতন, বালখিল্য ঋষিগণ, দেবর্ষি, সমুদ্র, পর্ব্বত, উপনিষৎ, বেদ, বষট্কার, অধ্বর, সামবেদ, ধনুর্ব্বেদ, জলদাবলি, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ এই সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অনন্তর ভগবান্ রামরূপী বিষ্ণু সেই ভার্গবদত্ত বাণ পরিত্যাগ করিবামাত্র ভূমণ্ডল ঘোরতর অশনিনির্ঘোষ, উল্কাপাত, পাংশুবর্ষ, ভূমিকম্প ও নির্ঘাতশব্দে সমাকীর্ণ হইল। তখন সেই রামপরিত্যক্ত বাণ পরশুরামকে বিহ্বল করত তাঁহার তেজ হরণ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে পুনরায় রামসমীপে সমাগত হইল। পরশুরাম ক্ষণকাল পরে চেতনা-প্রাপ্ত হইয়া পুনর্জীবিতের ন্যায় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিষ্ণুতেজঃস্বরূপ রামের চরণে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার আদেশানুসারে মহেন্দ্র-পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ভয় ও লজ্জায় একান্ত অভিভূত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

সংবৎসর অতীত হইলে পর পিতৃগণ পরশুরামকে হৃততেজাঃ, মদশূন্য ও নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, "হে বৎস! রামচন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণু; তিনি ত্রিভুবনের পূজ্য ও মান্য; তাঁহার সমীপে প্রগল্ভতা প্রকাশ করা তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পরম-পবিত্র বধূসরনামক নদীতে গমন কর; তথায় স্নান করিলে পুনরায় স্বকীয় তেজ প্রাপ্ত হইবে। ঐ স্থানেই দীপ্তোদ নামে তীর্থ আছে। তোমার প্রপিতামহ ভৃগু সত্যযুগে তথায় অত্যুৎকৃষ্ট তপস্যা করিয়াছিলেন।"

হে মহারাজ! পরশুরাম পিতৃলোকের বচনানুসারে সেই তীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করিলে পুনরায় স্বীয় তেজ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে অক্লিষ্টকর্ম্মা পরশুরাম পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ রামের নিকট প্রগল্ভতা প্রকাশ করিয়া আপনার তেজোরাশি বিলুপ্ত করিয়াছিলেন।

শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! মহর্ষি অগস্ত্য যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, পুনরায় তাহা বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।"

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! অমিততেজাঃ অগস্ত্যের প্রভাববিষয়িণী অলৌকিক কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সত্যযুগে কালকেয় নামে কতকগুলি যুদ্ধদুর্ম্মদ দানব বৃত্রাসুরকে অধিপতি করিয়া বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক মহেন্দ্র প্রভৃতি সুরগণকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়াছিল। অমরগণ তখন বৃত্রাসুরবধে উৎসুক হইয়া পুরন্দরকে পুরঃসর করত কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার আরাধনা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ কমলাসন দেবগণকে কহিলেন, "হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের অভিলষিত কার্য্য অবগত হইয়াছি, এক্ষণে যে উপায়ে বৃত্রাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা কহিতেছি। দধীচ বলিয়া বিখ্যাত এক উদারধী মহর্ষি আছেন, তোমরা সকলে একত্র হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিবে; সেই ধর্ম্মাত্মা যখন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইবেন, তখন তোমরা তাঁহাকে কহিবে, 'আপনি ত্রৈলোক্যের হিতের নিমিত্ত স্বীয় অস্থি-সকল প্রদান করুন।' অনন্তর তিনি স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া অস্থি প্রদান করিবেন; তদ্দারা ষড়স্র ভীমনিস্বন সুদৃঢ় বজ্র বিনির্ম্মিত হইলে পুরন্দর সেই বজ্রে বৃত্রাসুরকে বধ করিবেন। আমি যাহা কহিলাম, তোমরা অনতিবিলম্বে সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।"

অনন্তর দেবগণ পিতামহের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক

সরস্বতী নদীর পরপারে দধীচ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। নানাবিধ তরুরাজি ও লতাবিতানে যাহার সুষমা সম্পাদন করিতেছে, যাহাতে সামগানসদৃশ ষট্পদসমূহের সঙ্গীতধ্বনি জীবঞ্জীবক ও পুংস্কোকিল-কুলের কলরবসহকারে উত্থিত হইতেছে, যাহাতে মহিষ, বরাহ, সৃমর ও চমরগণ শার্দ্দূল-ভয় পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, যাহাতে মদস্রাবী করিগণ সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক করেণুকার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, যাহাতে গুহাকন্দরশায়ী সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বনচরগণ ঘনঘটার ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছে, দেবগণ সেই স্বর্গসদৃশ শোভমান আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, প্রভাকরপ্রভ দধীচ-ঋষি পিতামহের ন্যায় দীপ্যমানকলেবরে বিরাজ করিতেছেন। অনন্তর সুরগণ তাঁহার চরণগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করত ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন।

দধীচ-মুনি অমরগণের প্রার্থনা শ্রবণপূর্ব্বক সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "হে দেবগণ! আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও আপনাদিগের উপকার করিব; কোনক্রমেই অভিলষিত বরপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইব না।" হিতৈষী মহর্ষি এই কথা কহিয়া সহসা প্রাণ পরিত্যাগ করিলে সুরগণ তাঁহার অস্থিসকল গ্রহণ করিয়া জয়লাভের নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে বিশ্বকর্ম্মার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আপনাদিগের প্রয়োজন কহিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাহা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে প্রযত্নসহকারে দধীচ-মুনির অস্থি দ্বারা অতিশয় উগ্রকান্তি ভীষণদর্শন বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া পুরন্দরকে কহিলেন, "হে দেবরাজ ইন্দ্র! এই বজ্র দ্বারা ভীষণ সুরারিগণকে নিধন করিয়া স্বগণ-সমভিব্যাহারে সমুদয় স্বর্গরাজ্য নির্ব্বিবাদে শাসন করুন।" বিশ্বকর্ম্মার বাক্যাবসান হইলে পুরন্দর আনন্দিত হইয়া বজ্রগ্রহণ করিলেন।

একাধিক-শততম অধ্যায়।

অনন্তর পুরন্দর বজ্র গ্রহণপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন ও বলবান্ দেবগণ দেবরাজের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এ দিকে বৃত্রাসুর স্বর্গ-মর্ত্ত্য আবৃত করিয়া রহিয়াছে; মহাকায় কালকেয়গণ শৃঙ্গশালী শৈলরাজের ন্যায় উদ্যতায়ুধ হইয়া তাহার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছে।

অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরগণ খড়্গোত্তোলন করিয়া আঘাত করিবামাত্র সেই খড়্গ বিপক্ষশরীরে নিপতিত হইয়া ভীষণ শব্দ উৎপাদন করিল এবং বীরগণের সমস্ত মস্তক বৃন্তশ্লথ তালফলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল।

এইরূপ তুমুল সংগ্রামসময়ে কালেয়-দানবগণ হেমকবচ পরিধান-পূর্ব্বক পরিঘাস্ত্র গ্রহণ করিয়া দাবদগ্ধ পর্ব্বতরাজির ন্যায় দেবগণকে আক্রমণ করিল। বেগবান্ অসুরেরা সাতিশয় দর্পভরে ধাবমান হইলে দেবগণ তাহাদিগের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। সহস্রলোচন দেবগণকে ভয়ে পলায়ন করিতে ও বৃত্রাসুরকে বিবর্দ্ধমান হইতে অবলোকন করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সুরারি-ভয়ে ভীত হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে সনাতন দেব বিষ্ণু তাঁহাকে মোহাবিষ্ট দৃষ্টিগোচর করিয়া স্বীয় তেজ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বলবর্দ্ধন করিলেন। নারায়ণ সুররাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করিলেন দেখিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ তখন স্বীয় স্বীয় তেজ ধারণ করিলেন। এইরূপে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র বিষ্ণুকর্তৃক আপ্যায়িত এবং দেব ও ঋষিগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সমধিক বলবান্ হইয়া উঠিলেন।

বৃত্রাসুর সুরপতিকে এইরূপ অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অতিভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে মহীতল, দিক্সকল, অন্তরীক্ষ ও দেবলোক কম্পমান হইতে লাগিল। দেবরাজ তাহার ভীষণ নিনাদ-শ্রবণে সমভিতপ্ত ও ভয়ে অভিভূত হইয়া তাহাকে বধ

করিবার নিমিত্ত সত্বরে কুলিশ পরিত্যাগ করিলেন কাঞ্চনমাল্যধারী মহাসুর বৃত্র ইন্দ্রপ্রযুক্ত কুলিশ-পাতাভিহত হইয়া বিষ্ণুকরমুক্ত মহাগিরি মন্দরের ন্যায় নিপতিত হইল। সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রভয়ে এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং বজ্রাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, ইহা একবারে বোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সরোবরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত পলায়ন করিলেন। তখন দেবগণ বৃত্রাসুরকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দভরে দেবরাজকে স্তব ও বৃত্রবধব্যাকুল অবশিষ্ট দৈত্যকুলকে নির্ম্মূল করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর নিতান্ত অভিমানী দানবদল দেবগণ-কর্ত্তৃক একান্ত তাড়িত ও আহত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে মীনমকরকুম্ভীরসমাকীর্ণ অগাধ সাগরগর্ভে প্রবেশ-পূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া ত্রৈলোক্য বিনাশ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে নানাবিধ উপায় কল্পনা করিয়া পরিশেষে ইহাই স্থির করিল যে, 'তপঃপ্রভাবশালী বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে প্রথমে বিনষ্ট করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য; কারণ, তপস্যাই লোকস্থিতির কারণ; অতএব সকলে তপোবিনাশের নিমিত্ত সত্বর হও। ধরাধামবাসী যে কোন ব্যক্তি তপশ্চর্য্যা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, অবিলম্বেই তাহাকে বিনষ্ট কর; তাহা হইলেই সমুদয় জগৎ বিনষ্ট হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।' দানবগণ তরঙ্গদুর্গম সাগরদুর্গে বাস করিয়া লোক-বিনাশের নিমিত্ত এইরূপ মন্ত্রণা অবধারণ করিল।

দ্ব্যধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! কালেয়গণ সাগর-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ত্রৈলোক্য-বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা জাতক্রোধ হইয়া যামিনীযোগে আশ্রম ও পুণ্যায়তনবাসী ঋষিগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই দুরাত্মা অসুরেরা এইরূপে বশিষ্ঠাশ্রমে প্রবেশ করিয়া এক শত সপ্তনবতি বিপ্র ও অন্যান্য তাপসগণকে ভক্ষণ করিল ও অতি পবিত্র দ্বিজসেবিত চ্যবনাশ্রমে গমন করিয়া শতসংখ্যক ফলমূলাশী ঋষিকে কবলিত করিল। এইরূপ ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া কেবল বায়ুভুক্ ও জলাহারী বিংশতিসংখ্যক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিল। তাহারা রাত্রিতে এইরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া দিবাভাগে সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিত; সমুদয় আশ্রম ভুজবীর্য্যশালী কালোপসৃষ্ট কালেয়গণের উৎপাতে পরিপূর্ণ হইয়া ল। ভূরি ভূরি ব্রাহ্মণগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু কেহই তাহাদিগের অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না।

দুরাত্মা দানবদল তাপসগণের প্রতি প্রতিদিন রজনীতে এইরূপ অন্যায়াচরণ করিতে আরম্ভ করিল। প্রভাতে কেবল নিয়মাহারকৃশ তাপসগণ গতজীবিত হইয়া ধরাতলে পতিত রহিয়াছেন, ইহাই দৃষ্ট হইত। তত্রত্য ভূমিখণ্ড মাংস, শোণিত, মজ্জা ও অন্ত্রবিহীন, সুতরাং শঙ্খরাশি সদৃশ মৃতকলেবরে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, নয়নগোচর হইত। ভগ্ন কলস, স্রুব ও অগ্নি-হোত্র-সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিত; বেদপাঠ ও বষট্‌কার আর শ্রবণগোচর হইত না; যজ্ঞ, উৎসব ও ক্রিয়াকলাপ একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ফলতঃ সমুদয় জগৎ কালেয়কুলের ভয়ে সমাকুল ও নিরুৎসাহ হইয়া উঠিল

এইরূপে লোকসংখ্যার সংক্ষয় হইতে আরম্ভ হইলে অবশিষ্ট মানবগণ ভীত হইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ বা পর্ব্বত-গুহায় প্রবেশ করিল; কেহ বা নির্ঝরসমীপে লুক্কায়িত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল; কেহ বা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কোন কোন মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া যত্নাতিশয়-সহকারে দানবগণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু দানবগণ সমুদ্রগর্ভে অবস্থিতি করাতে কেহই তাহাদিগের বৃত্তান্ত অবগত হইতে সমর্থ হইল না, বরং কালক্রমে ক্রমে ক্রমে শ্রান্ত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইল।

দানবগণের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী নষ্টপ্রায় এবং যজ্ঞ, উৎসব ও ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইলে ত্রিদশগণ দুস্তর

দুঃখে নিপতিত ও নিতান্ত পীড়িত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং নমস্কারপূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, "হে জগৎপ্রভো! তুমি আমাদের স্রষ্টা, কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা; তুমি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ। হে কমললোচন! পূর্ব্বে এই পৃথিবী বিনষ্ট হইয়াছিল, তুমি বরাহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া তাহার উদ্ধার করিয়াছ। তুমি নরসিংহ আকার স্বীকার করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপুর প্রাণ সংহার করিয়াছ। তুমি বামনরূপ অঙ্গীকার করিয়া সকলের অবধ্য বলিপ্রধান বলিকে ত্রৈলোক্যভ্রষ্ট করিয়াছ। তুমিই যজ্ঞের বিঘ্নস্বরূপ মহাসুর জম্ভাসুরকে বিনাশ করিয়াছ। হে মধুসূদন! তুমি এবম্প্রকার অসংখ্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছ; অতএব তুমিই ভয়বিহ্বল সুরগণের শরণস্থান। হে দেবদেবেশ! এক্ষণে তুমি সমুদয় লোক, দেবগণ ও দেবেন্দ্রকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ কর।"

ত্র্যধিক-শততম অধ্যায়।

"হে মহাবাহো! চতুর্ব্বিধ প্রজা তোমারই প্রসাদে বর্দ্ধিত হইয়া হব্যকব্য দ্বারা দেবগণকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। ভূলোক ও দ্যুলোক এই প্রকার পরস্পর সাহায্যলাভ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতেছে ও তুমি তাহাদিগকে নিরুদ্বেগে প্রতিপালন করিতেছ; কিন্তু এক্ষণে সেই লোকসকল দারুণ বিপদে পতিত হইয়াছে। জানি না, কোন্ দুরাত্মারা রাত্রিকালে ব্রাহ্মণগণের প্রাণ বধ করিয়া যায়। এইরূপে ব্রাহ্মণগণ উৎসন্ন হইলে পৃথিবী বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; পৃথিবী বিলোপপদবী প্রাপ্ত হইলে সুরলোকেরও ক্ষয়দশা উপস্থিত হইবে। হে জগৎপতে! সমুদয় লোক তোমারই করুণা বহন করিতেছে; তুমিই সেই সমুদয় লোক রক্ষা করিতেছ; অতএব তাহারা যাহাতে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, এরূপ উপায় স্থির করা নিতান্ত বিধেয়।"

বিষ্ণু কহিলেন, "হে দেবগণ! যে কারণে প্রজাক্ষয় হইতেছে, আমি তাহা অবগত হইয়াছি; এক্ষণে তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া উহা শ্রবণ কর। কালেয় নামে বিখ্যাত দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণ বৃত্রাসুরের সহায়তায় দর্পিত হইয়া সমুদয় জগৎ আলোড়িত করিয়াছিল। অনন্তর ধীমান্ সহস্রলোচন তাহার প্রাণসংহার করিলে কালেয়গণ জীবিতপ্রত্যাশায় অগাধ অর্ণবমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা সেই দুর্গম স্থানে অবস্থান করিয়া ভুবনোৎসাদন নিমিত্ত প্রতি নিশায় ঋষিগণের প্রাণসংহার করে। তাহারা যত কাল পর্য্যন্ত তিমিনক্রসঙ্কুল স্রোতস্বতীপতিমধ্যে অধিবাস করিবে, তত দিন তাহারা কোনক্রমেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না; অতএব তোমরা সমুদ্র-শোষণের উপায় অবধারণ কর; তদ্ব্যতীত তাহাদিগকে বিনাশ করিবার আর উপায়ান্তর নাই। কিন্তু মহাতপাঃ অগস্ত্য ব্যতিরেকে অন্য কেহই সাগর-শোষণে সমর্থ হইবে না।"

দেবগণ নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক অগস্ত্যাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া অবলোকন করিলেন, মহাত্মা মৈত্রাবরুণি সুরগণপরিবৃত পিতামহের ন্যায় মুনিগণকর্ত্তৃক উপাস্যমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এমত সময়ে দেবগণ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-সকল উল্লেখপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন, "হে ভগবন্! পূর্ব্বকালে আপনি লোককণ্টক নহুষকে সুরৈশ্বর্য্য হইতে ভ্রংশিত করিয়া সকল লোককে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যাচল ভাস্করের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া সহসা প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কেবল আপনার বাক্যানুসারে তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইল। যৎকালে মৃত্যু সমুদয় জগৎ তিমিরাবৃত করিয়া প্রজাগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাহারা আপনারই শরণাপন্ন হইয়া নিবৃতি লাভ করিয়াছিল। এক্ষণে আমরা ভয়ার্ত্ত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ও বরপ্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে অভিলষিত বর প্রদান করুন।"

চতুরধিক-শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! বিন্ধ্যাচল কি নিমিত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সহসা এতাদৃশ প্রবৃদ্ধ হইল, তাহা সাবিস্তর শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।"

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদয় ও অস্তগমন-সময়ে অদ্রিরাজ সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেন; তদ্দর্শনে বিন্ধ্যগিরি ঈর্ষাপরবশ হইয়া সূর্য্যকে কহিল, "ভাস্কর! তুমি প্রতিদিন যেমন মেরুকে প্রদক্ষিণ কর, সেইরূপ আমাকেও প্রদক্ষিণ করিতে হইবে।" সহস্ররশ্মি কহিলেন, "হে নগেন্দ্র আমি স্বেচ্ছাক্রমে সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করি না; বিশ্ব-নির্ম্মাতাদিগের আদিষ্টপথে পরিভ্রমণ করিতেছি।" ভূধর দিনকরবাক্যে অমর্ষপূর্ণ হইয়া চন্দ্রসূর্য্যের গতি-রোধ করিবার মানসে সহসা অত্যুন্নত হইয়া উঠিল

দেবগণ বিন্ধ্যাচলের উচ্ছ্রায়-সন্দর্শনে উৎকলিকাকুল হইয়া তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক নানা উপায় দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অদ্রিরাজ কিছুতেই তাঁহাদিগের অনুরোধ শ্রবণ করিল না। তখন দেবগণ অগস্ত্যাশ্রমে উপনীত হইয়া মহাত্মার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

"হে দ্বিজোত্তম! অদ্য বিন্ধ্যাচল রোষপরবশ হইয়া চন্দ্র-সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের গতি-রোধ করিয়াছে, এক্ষণে আপনা ব্যতীত কেহই তাহাকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আপনি তাহাকে নিবারণ করুন।" মহর্ষি অগস্ত্য সুরগণের অনুরোধে বিন্ধ্যাচলসান্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, "হে ভূধরবর! কোন বিশেষ কার্য্যাতিপাতবশতঃ আমি দক্ষিণদিকে গমন করিব, অতএব তুমি আমাকে এক্ষণে পথ প্রদান কর; কিন্তু আমার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে হইবে। অনন্তর আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে তুমি স্বেচ্ছাক্রমে বর্দ্ধিত হইতে পারিবে।" মহামুনি অগস্ত্য বিন্ধ্যগিরিকে এইরূপে নিয়মবদ্ধ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; অদ্যাপি প্রত্যাগত হয়েন নাই, সুতরাং অচলপতিকেও তদবস্থায় অবস্থিতি করিতে হইল। হে মহারাজ! যে নিমিত্ত বিন্ধ্যাচল অত্যুন্নত ও গ্রহনক্ষত্রের মার্গাবরোধক হইতে সমর্থ হইল না, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কিরূপে দেবগণ কালকেয়-গণকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

ভগবান্ মৈত্রাবরুণি দেবগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে সুরগণ! আপনারা কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন এবং কিরূপ বর প্রার্থনা করেন, আদেশ করুন।" দেবতারা কহিলেন, "মহাত্মন্! আমাদিগের অভিলাষ যে, আপনি মহার্ণবের সমুদয় সলিল পান করেন, তাহা হইলে আমরা কালেয় সুরারিদিগকে সবংশে নিহত করিতে সমর্থ হই।" মহর্ষি তাঁহাদিগের প্রার্থনা-পূরণে অঙ্গীকার করত কহিলেন, "যে বিষয় আপনাদিগের অভিলষিত এবং জগতের হিতকর ও সুখপ্রদ, তাহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।" অনন্তর তিনি তপঃসিদ্ধ ঋষিবৃন্দ ও সমাগত দেবগণ-সমভিব্যাহারে জলধিতীরে গমন করিলেন। মনুষ্য, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষেরা সেই অদ্ভুত ব্যাপার-সন্দর্শনার্থ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অগস্ত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বিবিধ যাদোগণসঙ্কুল, বহুবিধ-মীন-সমাকীর্ণ, গভীরনিস্বন, অগাধ জলধিতীরে উপনীত হইলেন। তরঙ্গমালা বাতাভিঘাতে বিভিন্ন ও বারংবার উন্নতানত হওয়াতে বোধ হইল যেন, সরিৎপতি নৃত্য করিতেছে এবং সলিলরাশি কন্দরোদরে স্খলিত ও ফেনিল হওয়াতে বোধ হইল যেন, সমুদ্র হাস্য করিতেছে।

পঞ্চাধিক-শততম অধ্যায়।

ভগবান্ অগস্ত্য তখন সমাগত দেবগণ ও ঋষিগণকে কহিলেন, "আমি লোকহিতার্থ সাগরবারি পান করি; তোমরা সত্বরে আপনাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।" মহর্ষি এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে সর্ব্ব-সমক্ষে পয়োনিধির সমস্ত সলিল নিঃশেষিত করিলেন।

তদ্দর্শনে ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ যুগপৎ হর্ষবিস্ময়ে সাতিশয় অভিভূত হইয়া অগস্ত্যের স্তব করিতে লাগিলেন, "হে লোকহিতৈষিন্! আপনি আমাদিগের ত্রাতা, বিধাতা ও সকল লোকের কর্ত্তা, আপনার প্রসাদে অদ্য দেবলোক ও নরলোক এই আসন্ন বিনাশ হইতে রক্ষা পাইল।"

তখন দেবগণ মহার্ণব নিঃসলিল নিরীক্ষণ করিয়া পরম প্রহৃষ্ট হইলেন; গন্ধর্ব্বেরা তূর্য্যধ্বনি আরম্ভ করিল এবং অন্তরীক্ষ হইতে অগস্ত্যমস্তকে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা দিব্য অস্ত্র-গ্রহণপূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্ত দানবদলের সহিত সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন। দানবেরা মহাবল-পরাক্রান্ত দেবগণের শস্ত্রপ্রহারে জর্জ্জরিত-কলেবর ও নিতান্ত অসহমান হইয়াও মুহূর্ত্তকাল গভীরগর্জ্জনপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা তেজঃপুঞ্জ ঋষিগণের তপঃপ্রভাবে পূর্ব্বেই দগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং অধুনা বহুবিধ যত্ন করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। সেই সকল দেবনিহত, নিষ্কাভরণ-বিভূষিত, কুণ্ডলাঙ্গদধারী দানবেরা কুসুমিত কিংশুকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর হতাবশিষ্ট কালেয়গণ বসুধা বিদীর্ণ করিয়া পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল।

দেবতারা দানবদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া সকৃতজ্ঞ-চিত্তে পুনরায় অগস্ত্যের স্তব করিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহো! আপনার প্রসাদে লোকে সাতিশয় সুখ-লাভ করিল এবং আপনার প্রভাবেই ক্রূরবিক্রম দানবকুল নির্ম্মূল হইল। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া পীত সলিল-সকল সমুদ্রে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক পয়োনিধিকে পরিপূর্ণ করুন।" ঋষি কহিলেন, "হে ত্রিদশগণ! আমি যে সাগরসলিল পান করিয়াছিলাম, সে সকল জীর্ণ হইয়াছে, অতএব সমুদ্রের পূরণার্থ আপনারা প্রযত্নাতিশয়সহকারে উপায়ান্তর চিন্তা করুন।" দেবতারা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। সমাগত জনগণ পরস্পর বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদেশে প্রস্থান করিল। দেবতারা বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া সমুদ্রের পারপূরণার্থ পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণা করত কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ কমলযোনিকে নিবেদন করিলেন।

ষড়ধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে মহারাজ! তখন সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা সেই সমস্ত দেবগণকে কহিলেন, "হে সুরগণ! তোমরা স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন কর; বহুকালের পর মহারাজ ভগীরথ স্বীয় জ্ঞাতিগণের নিমিত্ত এই পয়োনিধিকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করিবেন।" অনন্তর দেবগণ পিতামহের বাক্যানুসারে স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া সেই কালযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! কাহারা মহারথ ভগীরথের জ্ঞাতি? মহারাজ ভগীরথ যে ঈদৃশ দুরূহ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কি এবং সরিৎপতিই বা কিরূপে পরিপূর্ণ হইল? এই সকল বিষয় সবিশেষ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সকল রাজগণের চরিত্র কীর্ত্তন করুন।"

বিপ্রবর লোমশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহাত্মা সগরের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ইক্ষ্বাকুবংশে সগর নামে এক অসামান্য-রূপগুণবলসম্পন্ন ভূপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্রমে ক্রমে হৈহয় ও তালজঙ্ঘ ভূপতিগণকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজন্যগণকে আপনার বশংবদ করিয়া স্বচ্ছন্দে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। বৈদর্ভী ও শৈব্যা নামে তাঁহার দুই রূপযৌবনবতী মহিষী ছিলেন। বহুকাল অতীত হইল, তথাপি মহারাজ সগর স্বীয় সহধর্ম্মিণীগণের গর্ভে অনুরূপ অপত্য লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি পুত্রকামনায় পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে কৈলাস-পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি এইরূপে কিয়ৎকাল তপস্যা করিয়া পরিশেষে পিনাকপাণি ভগবান্ শূলপাণির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। মহারাজ

সগর ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতিকে অবলোকন করিবামাত্র স্বীয় পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া পুত্রপ্রার্থনা করিলেন। ত্রিশূলধারী ত্রিপুরান্তক পরম পরিতুষ্ট হইয়া সস্ত্রীক সগর-নরপতিকে তৎক্ষণাৎ বর প্রদান করিলেন, "হে রাজন্! তোমার এক মহিষীর গর্ভে ষষ্টিসহস্র পরম-দর্পিত মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে; কিন্তু তাহারা সকলেই এককালে করাল কালকবলে নিপতিত হইবে। আর অন্য মহিষীর গর্ভে একমাত্র পুত্র সমুৎপন্ন হইবে, সেই তোমার বংশরক্ষা করিবে।" ভগবান্ রুদ্র সগরকে এইরূপ বরপ্রদানানন্তর সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন; মহারাজ সগরও স্বাভিলষিত বরলাভে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে সগর-নৃপতির উভয় সহধর্ম্মিণীই গর্ভিণী হইলেন। বৈদর্ভী যথাকালে এক অলাবু প্রসব করিলেন। শৈব্যার গর্ভে এক সুররূপী সুকুমার নবকুমার জন্মিল। মহীপতি সগর সেই বৈদর্ভী-প্রসূত অলাবু পরিত্যাগ করিতে মানস করিতেছেন, এমত সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে অতি গভীরনিস্বন এই বাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, "হে রাজন্! তুমি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া সহসা পুত্র পরিত্যাগ করিও না; পরম যত্ন-সহকারে এই অলাবু-মধ্য হইতে বীজ-সকল নিষ্কাশিত করত ষষ্টিসহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া ঘৃতপূর্ণ উপস্বেদযুক্ত কুম্ভ-সমুদয়ের মধ্যে রক্ষা কর, তাহা হইলেই তোমার ষষ্টি-সহস্র পুত্রলাভ হইবে। দেবাদিদেব মহাদেব এইরূপ নিয়মেই তোমার পুত্রোৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তুমি কদাচ অন্যথা ভাবিও না।"

সপ্তাধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজসত্তম! মহারাজ সগর এইরূপ দৈববাণীশ্রবণানন্তর সাতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই অলাবুমধ্যস্থ বীজ ষষ্টিসহস্র ভাগে বিভক্ত করত পৃথক্ পৃথক্ ঘৃতকুম্ভমধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক পুত্র-রক্ষণার্থ এক এক জন ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে মহাদেবের প্রসাদে সেই সমস্ত কুম্ভমধ্যে অমিততেজাঃ সগর-রাজার ষষ্টি-সহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হইল। তাহারা ক্রমে ক্রমে দারুণ ক্রূরকর্ম্মা ও গগনগামী হইয়া উঠিল, তাহারা একত্র মিলিত হইয়া সকল লোককেই অপমান করিতে লাগিল; অধিক কি, দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি অমানুষ প্রাণিগণের সহিতও বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল।

তখন সমুদয় লোক মন্দবুদ্ধি সগর-সন্তানগণের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া দেববৃন্দ-সমভিব্যাহারে ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ মহাভাগ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে দেবগণ! তোমরা এই সমুদয় সমুপস্থিত লোক-সমভিব্যাহারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর; সগর-সন্তানগণ অতি অল্পদিনমধ্যেই স্বকীয় কর্ম্মদোষে বিনষ্ট হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।" দেবগণ ও অন্যান্য জনগণ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলেন।

বহুদিন অতীত হইলে সগর-রাজা অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞের অশ্ব তদীয় সন্তানগণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ভীমদর্শন জলশূন্য জলনিধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সগরসন্তানগণ সমুদ্রমধ্যে সাতিশয় প্রযত্নসহকারে রক্ষা করিলেও সেই অশ্ব দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইল। সগরতনয়েরা যজ্ঞের অশ্ব অপহৃত হইয়াছে মনে করিয়া পিতার নিকট আগমনপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন ভূপতি স্বীয় সন্তানগণকে কহিলেন, "তোমরা সকলে সর্ব্বত্র অশ্বান্বেষণে গমন কর।" সগরতনয়েরা স্বীয় পিতার আদেশানুসারে সমস্ত মেদনীমণ্ডলে অশ্ব অন্বেষণ করিল, কিন্তু অশ্বাপহর্ত্তার কিছুমাত্র অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা সকলে একত্র হইয়া পিতার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে

নিবেদন করিল, "হে তাত! আমরা আপনার আদেশানুসারে সমুদ্র, দ্বীপ, বন, নদ, নদী, পর্ব্বত ও কন্দরসমবেত সমুদয় মেদনীমণ্ডল পরিভ্রমণপূর্ব্বক অশ্বান্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু কোথাও তুরগ বা তুরগাপহর্ত্তার অনুসন্ধান করিতে পারি নাই।" দৈব-নির্ব্বন্ধের কি অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রভাব! সগর-মহীপতি স্বীয় পুত্রগণের বাক্য-শ্রবণে এককালে ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা চিরকালের মত বিদায় হইয়া পুনরায় অশ্বান্বেষণ কর; অশ্ব না লইয়া কদাপি প্রত্যাগমন করিবে না।" সগরতনয়েরা পিতার অনুমতিক্রমে পুনরায় অশ্বান্বেষণ করিবার নিমিত্ত সমস্ত মেদিনীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর তাহারা একদা শুষ্ক সমুদ্রমধ্যে এক গর্ত্ত নিরীক্ষণ করিয়া কুদ্দাল প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা খনন করিতে আরম্ভ করিল। রত্নাকর সগরসন্তানগণের খননে চতুর্দ্দিকে বিদারিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইল। অসুর, উরগ, রাক্ষস এবং অনেক প্রাণিগণ সগরসন্তানদিগের অস্ত্রাঘাতে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া আর্ত্তনাদ করত প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। শতসহস্র জন্তুগণের মধ্যে কাহার বা ছিন্ন মস্তক, কাহার বা বিদীর্ণ কলেবর, কাহার বা ভিন্ন ত্বক্‌, কাহার বা ভগ্ন অস্থি অবলোকিত হইতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলেও তুরঙ্গমের কিছুমাত্রও অনুসন্ধান হইল না।

তখন সগরপুত্রেরা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের পূর্ব্বোত্তরদেশ পাতাল পর্য্যন্ত খনন করিয়া দেখিল, ঐ স্থানে সেই অশ্ব বিচরণ করিতেছে ও অসামান্য তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা কপিল তথায় উপবিষ্ট আছেন। যেমন পাবক স্বীয় শিখা দ্বারা প্রজ্বলিত হইতে থাকে, তদ্রূপ মহাত্মা কপিল স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। কালপ্রেরিত সগরসন্তানগণ তুরঙ্গম-সন্দর্শনে সাতিশয় পুলকিত ও লোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া ক্রোধভরে মহাত্মা কপিলকে অনাদর করত অশ্ব গ্রহণ করিতে ধাবমান হইল। তখন সাক্ষাৎ বাসুদেবস্বরূপ প্রভাবশালী মুনিসত্তম কপিল কোপকম্পিত-কলেবরে নয়ন বিকৃত করত সেই মন্দবুদ্ধি সগরসন্তানগণকে তেজোদ্বারা ভস্মীভূত করিলেন।

মহাতপাঃ নারদ তাহাদিগকে ভস্মীভূত দেখিয়া সগরের নিকট গমনপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মহারাজ সগর মহর্ষি নারদমুখে সেই মর্ম্মচ্ছেদী বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল বিমনার ন্যায় হইয়া মহাদেবের বাক্য চিন্তা করিলেন এবং পরিশেষে নিজতনয় অসমঞ্জার পুত্র অংশুমানকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎস! সেই ষষ্টিসহস্র তনয় আমার নিমিত্তই কপিলের কোপানলে দগ্ধ হইয়াছে; আমি আপনার ধর্ম্মরক্ষা ও পৌরগণের হিতকামনায় তোমার পিতা অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করিয়াছি।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "তপোধন! নৃপতিশ্রেষ্ঠ সগর কি নিমিত্ত নিতান্ত দুস্ত্যজ্য স্বীয় আত্মজকে পরিত্যাগ করিলেন, আপনি তাহা সবিশেষ বর্ণন করুন।"

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্‌! শৈব্যার গর্ভে অসমঞ্জা নামে মহারাজা সগরের এক পুত্র জন্মিয়াছিল। অসমঞ্জা পুরবাসীদিগের রোরুদ্যমান দুর্ব্বল বালকগণের গলদেশ ধারণ করিয়া নদীনীরে নিক্ষেপ করিত। তাহাতে পৌরগণ ভয়ে ভীত ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া মহারাজ সগরের সমীপে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "হে মহারাজ! আপনি আমাদিগকে সমুদয় ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমরা ভবদীয় পুত্র অসমঞ্জার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।" নৃপতিসত্তম সগর পৌরবর্গের সেই দারুণবাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল বিমনার ন্যায় চিন্তা করিয়া স্বীয় মন্ত্রিগণকে কহিলেন, "হে সচিবগণ! যদি তোমরা আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে বাঞ্ছা কর, তবে ত্বরায় অসমঞ্জাকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত কর।" সচিবগণ মহারাজের আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ অসমঞ্জাকে নগর হইতে বহির্গত করিল। হে ধর্ম্মরাজ! পৌরগণহিতৈষী মহাত্মা সগর যে নিমিত্ত আপনার পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা কহিলাম; এক্ষণে তিনি মহাবলপরাক্রান্ত অংশুমানকে যাহা কহিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন।

সগর-মহীপতি কহিলেন, "হে বৎস! আমি তোমার পিতার পরিত্যাগ, অপর ষষ্টি সহস্র পুত্রের নিধন ও যজ্ঞাশ্বের অলাভনিবন্ধন মনস্তাপে নিতান্ত পরিতপ্ত ও যজ্ঞবিঘ্ন নিমিত্ত মোহিতপ্রায় হইয়াছি; অতএব তুমি অশ্বানয়নপূর্ব্বক আমাকে নরক হইতে বিমুক্ত কর।"

অংশুমান্ মহাত্মা সগরের বাক্য-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া সগরসন্তানগণকর্ত্তৃক নিখাত প্রদেশে গমন করত পূর্ব্বপ্রকাশিত পথ দ্বারা সাগরতলে প্রবেশ-পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, পুরাণ ঋষিসত্তম মহাত্মা কপিল তথায় উপবিষ্ট আছেন; যজ্ঞাশ্ব তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। তখন তিনি ভক্তিভাবে মহর্ষির চরণে প্রণতিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার আগমন-প্রয়োজন নিবেদন করিলেন। মহর্ষি কপিল অংশুমানের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে ভরতবংশাবতংস! আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর।" তখন অংশুমান্ প্রথমে সেই যজ্ঞীয় তুরঙ্গম, তৎপরে পিতৃলোকদিগের উদ্ধার এই দুই বর প্রার্থনা করিলেন। মহাতেজাঃ মুনিপুঙ্গব কপিল কহিলেন, "হে অনঘ! তুমি যে দুইটি বর প্রার্থনা করিলে, আমি তোমাকে তাহা অবশ্য প্রদান করিব। তুমি অসাধারণ ভাগ্যশালী মানব: ক্ষমা, ধর্ম্ম ও সত্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। সগর-রাজা তোমা হইতে কৃতার্থ ও তোমার পিতা তোমাকে লাভ করিয়াই যথার্থ পুত্রবান হইয়াছেন; তোমার প্রভাবেই সগরসন্ততিসকল স্বর্গলাভ করিবে। তোমার পৌত্র সগরসন্তানগণের পরিত্রাণ নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বর্গ হইতে সুরধুনীকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিবে। হে নরপুঙ্গব! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে এই যজ্ঞাশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে সগরসমীপে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ সমাপন কর।"

অংশুমান্ মহাত্মা কপিলের বাক্য-শ্রবণানন্তর অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞাঙ্গনে আগমন করত সগরের চরণ-বন্দন করিলেন। মহাত্মা সগর তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলে তিনি তখন সগরসমীপে তদীয় সন্তানগণের বিনাশবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞাশ্ব আনীত হইয়াছে।"

মহারাজ সগর তৎসমুদয় শ্রবণপূর্ব্বক পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া অংশুমান্‌কে পরমসমাদর করত নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। অনন্তর তিনি সমুদয় দেবগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সমুদ্রকে স্বীয় পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন। এইরূপে বহুকাল রাজ্যপালন করিয়া পরিশেষে স্বীয় পৌত্র অংশুমানের হস্তে সমুদয় রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা অংশুমান্ ও স্বীয় পিতামহের পদবী অনুসরণ করিয়া সসাগরা ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন অতীত হইলে দিলীপ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল, পরে তিনি পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন।

দিলীপ-ভূপতি পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই নিদারুণ নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া তাঁহাদের সদ্গতিলাভের নিমিত্ত ভূতলে ভাগীরথীকে আনয়ন করিতে বহুবিধ প্রযত্নসহকারে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কালক্রমে ভগীরথ নামে দিলীপের এক পুত্র জন্মিলেন। ঐ পুত্র সাতিশয় শ্রীমান্, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাক্ ও অসূয়াশূন্য ছিলেন। দিলীপ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় কালক্রমে তপঃসিদ্ধি লাভ করত পরিশেষে সুরপুরে গমন করিলেন।

অষ্টাধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! চক্রবর্ত্তী মহারথ ভগীরথ সমুদয় লোকের মন ও নয়নের আনন্দবর্দ্ধন ছিলেন। তিনি কিংবদন্তী দ্বারা শ্রবণ করিলেন যে, পূর্ব্ব-পিতামহগণ দারুণ কপিলকোপানলে দগ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখার্ত্ত হইয়া সচিবের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ-পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা পাপ বিনাশ ও গঙ্গার আরাধনা করিবার নিমিত্ত হিমাচলে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত



হইয়া দেখিলেন, শৈলরাজ হিমবান্ ধাতুরঞ্জিত বিবিধাকার বিচিত্র শৃঙ্গে উপশোভিত হইয়া রহিয়াছে; জলধরপটল পবনবেগে সঞ্চালিত হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে জলসেক করিতেছে; নদী, নিতম্ব ও নিকুঞ্জ সকল সতত শোভাসম্পাদন করিতেছে; গুহাকন্দরে সিংহ ও ব্যাঘ্রসকল নিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে হংস, দাত্যূহ, জলকুক্কুট, ময়ূর, সারস, জীবঞ্জীবক, কোকিল, চকোর ও খঞ্জন প্রভৃতি বিচিত্রাঙ্গ পক্ষিগণ সতত মধুরস্বরে কলরব করিতেছে; মধুকরেরা গুণ্ গুণ্ ধ্বনি করিতেছে; মনোরম জলাশয়-সমুদয়ে কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে ও উপকূলে সারসকুল মধুরধ্বনি করিতেছে, শিলাতলে কিন্নর ও অপ্সরোগণ নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, চতুর্দ্দিকে দিগ্‌গজগণ ভীষণ বিষাণাগ্র দ্বারা রক্ষ সমূহ উন্মূলন করিতেছে; বিদ্যাধরগণ সতত বিচরণ করিতেছে; নানাবিধ রত্নরাজি চারিদিকে বিরাজিত হইতেছে এবং তীব্রবিষ দীপ্তজিহ্ব ভয়ানক ভুজঙ্গ সকল ইতস্ততঃ পরিসর্পণ করিতেছে। উহার কোন স্থান বা কনকনিকরের ন্যায়, কোন স্থান বা রজতরাশির ন্যায়, কোন স্থান বা অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় শোভমান হইতেছে।

মহারাজ ভগীরথ ঐ মহাশৈলে বাস করত কেবল ফল-মূল ও জল ভক্ষণ করিয়া দেবপরিমাণে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিলেন। দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে মহানদী গঙ্গা স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া ভগীরথের সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে মহারাজ! তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর, বল, কি প্রদান করিতে হইবে?" রাজা ভগীরথ গঙ্গার বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, "হে বরদে! সগররাজার ষষ্টিসহস্র সন্তান অশ্বান্বেষণে গমন করিয়া কপিলদেবের কোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছেন। তাঁহারা আমার পূর্ব্বপিতামহ; তাঁহাদের অকালমৃত্যু হওয়াতে স্বর্গলাভ হয় নাই। যাবৎ তাঁহাদের সেই ভস্মীভূত কলেবর সকল আপনার সলিলে অভিষিক্ত না হইবে, তাবৎ তাঁহাদিগের সদ্গতিলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। হে মহাভাগে! আমি সেই পূর্ব্বপিতামহ সগরসন্ততিগণের সদ্গতিলাভ জন্য অবনীতলে আপনার আগমন প্রার্থনা করিতেছি।"

সর্ব্বলোকনমস্কৃতা গঙ্গা ভগীরথের বাক্য-শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন. "হে রাজন্! আমি নিঃসন্দেহই তোমার বাসনা পূর্ণ করিব; কিন্তু আমি যৎকালে স্বর্গ হইতে মেদিনীমণ্ডলে নিপতিত হইব, তখন আমার বেগ নিতান্ত দুর্দ্ধার্য্য হইয়া উঠিবে। এই ত্রিলোকমধ্যে দেবাদিদেব মহাদেব ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, আমার সেই বেগ ধারণ করে; অতএব তুমি তপস্যা দ্বারা সেই আদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট কর; তিনি পতনসময়ে মস্তক দ্বারা আমার বেগ ধারণ করিয়া ত্বদীয় পিতৃগণের হিতার্থে অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।" মহারাজ ভগীরথ গঙ্গার আদেশানুসারে কৈলাস-পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা কালক্রমে ভগবান্ ভবানীপতিকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় পিতৃলোকদিগের স্বর্গ-প্রাপ্তির নিমিত্ত গঙ্গাধরণরূপ বর প্রার্থনা করিলেন।

নবাধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি ভগীরথের বাক্য-শ্রবণানন্তর দেবগণের প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, "হে মহাভাগ! আমি তোমার প্রার্থনানুসারে গগনপ্রচ্যুত পরম পবিত্র দেবনদী গঙ্গাকে ধারণ করিব।" ভগবান্ ভূতপতি ভগীরথকে এই কথা বলিয়া বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী পারিষদে পরিবৃত হইয়া হিমাচলে গমন করিলেন। অনন্তর ভূতনাথ ভগীরথকে কহিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি সরিদ্বরা গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে নিপতিত হইতে বল, আমি তাঁহাকে ধারণ করিব।"

মহারাজ ভগীরথ দেবাদিদেব মহাদেবের বাক্যানুসারে প্রণতিপূর্ব্বক প্রযত-চিত্তে গঙ্গাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন পবিত্রতোয়া পরম-রমণীয়া ভাগীরথী, ভগীরথ ধ্যান করিতেছেন ও ঈশানও সমুপস্থিত আছেন অবলোকন করিয়া সহসা গগন

হইতে বিচ্যুত হইলেন। দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও যক্ষগণ, গঙ্গা গগনপ্রচ্যুত হইতেছেন জানিয়া সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্তে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। তখন মহাবর্ত্তযুক্তা মীনগ্রাহ প্রভৃতি জলজন্তু-সমূহে সঙ্কুলা গঙ্গা গগন হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। শূলপাণি স্বর্গ হইতে নিপতিতা গগনমেখলা গঙ্গাকে মুক্তাময়ী মালার ন্যায় ললাটদেশে ধারণ করিলে তিনি ত্রিধারা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদীয় নির্ম্মল নীরে ফেনপুঞ্জ ব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন, মরালকুল কেলি করিতেছে, ফেনপটল-সংবৃতাঙ্গী সুরনদী কোন স্থানে কুটিলগতি, কোন স্থানে বা স্খলিত হইয়া প্রমত্তা প্রমদার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন এবং কোন স্থানে বা তোয়শব্দ দ্বারা মধুর-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

সুরতরঙ্গিণী এইরূপে স্বর্গ হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ভগীরথকে কহিলেন, "হে মহারাজ! আমি তোমার নিমিত্তই ভূতলে আগমন করিয়াছি; এক্ষণে কোন্ পথ দিয়া গমন করিব, নির্দ্দেশ কর।" ভগীরথ গঙ্গার বচন-শ্রবণান্তে পবিত্র জল দ্বারা সগর-সন্তানগণের ভস্মীভূত কলেবর-সকল প্লাবিত করিবার নিমিত্ত সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে সর্ব্বলোকনমস্কৃত শঙ্কর গঙ্গা-ধারণ করিয়া দেবগণ-সমভিব্যাহারে শৈলশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করিলেন। মহীপতি ভগীরথ ভাগীরথীর সহিত সমুদ্রে গমনপূর্ব্বক উহা গঙ্গাজলে পরিপূরিত করত পূর্ণমনোরথ হইয়া ঐ পবিত্র সলিলে পিতৃলোকের তর্পণ ও গঙ্গাকে দুহিতৃত্বে কল্পনা করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির! ত্রিপথগা গঙ্গা যেরূপে সমুদ্র-পূরণার্থ পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং মহাত্মা অগস্ত্য যে কারণে সমুদ্র পান ও ব্রহ্মহা বাতাপির প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।

দশাধিক-শততম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা কৌন্তেয় ক্রমে ক্রমে নন্দা ও অপরনন্দা-নাম্নী পাপভয়-বিনাশিনী উভয় তরঙ্গিণীতে গমন করিলেন। তথায় হেমকূট-নামক অনাময় পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ভূরি ভূরি অচিন্ত্য ও অদ্ভুত ব্যাপার-সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। কাদম্বিনী সমীরণ-বদ্ধ ও সহস্র সহস্র উপলখণ্ড-সকল সঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে; লোকে তদারোহণে অসমর্থতা বশতঃ বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া থাকে; প্রতিনিয়ত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, পয়োবাহ বর্ষণ করিতেছে এবং স্বাধ্যায়সংঘোষ শ্রূয়মাণ হইতেছে, কিন্তু কোন ব্যক্তিই অবলোকিত হইতেছেন না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে ভগবান্ হব্যবাহন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। তপঃপ্রত্যূহভূত মক্ষিকা-সকল সকলকে দংশন করে; তথায় গমন করিবামাত্র লোকের অন্তঃকরণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াও তাহাদিগের স্ব স্ব আলয়-সকল স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদে অসমর্থ হইয়া লোমশকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

লোমশ কহিলেন, হে অরাতিসূদন! পূর্ব্বে আমরা যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি, একাগ্রমনাঃ হইয়া শ্রবণ করুন। এই ঋষভকূট-পর্ব্বতে ঋষভ নামে এক দীর্ঘায়ু কোপনস্বভাব তাপস ছিলেন। কোন সময়ে কতকগুলি লোক এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলে তিনি রোষপরবশ হইয়া পর্ব্বতকে কহিলেন, "কোন ব্যক্তি এ স্থানে আসিয়া কথোপকথন করিলেই তুমি তাহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে।" বায়ুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তুমি শব্দ করিও না।" হে রাজন্! যে ব্যক্তি এ স্থানে কথোপকথন করে, মেঘধ্বনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিবারণ করে। মহর্ষি ঋষভ জাতক্রোধ হইয়া এই প্রকারে কোন কোন কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ ও কোন কোন কর্ম্ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

একদা দেবগণ নন্দা নদীতে আগমন করিয়াছিলেন,

সেই সময়ে কতকগুলি লোক দেবদর্শন-লালসায় সহসা তথায় উপস্থিত হইল। পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ তাহাদিগকে দর্শন করিতে অনিচ্ছু হইয়া এই প্রদেশকে দুরারোহ অচল দ্বারা অতিদুর্গম করিলেন। তদবধি এই পর্ব্বতে আরোহণ করা দূরে থাকুক, কেহ ইহাকে দর্শন করিতে পারে না। প্রকৃত তপশ্চর্য্যা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই ইহাকে অবলোকন বা ইহাতে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব হে কৌন্তেয়! আপনি এক্ষণে মৌনাবলম্বন করুন।

দেবগণ এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহার চিহ্নস্বরূপ কুশাকার দূর্ব্বা-সকল বিদ্যমান রহিয়াছে; যাহাতে এই ভূখণ্ড সংকীর্ণ হইয়াছে এবং যূপাকৃতি বৃক্ষ-সকল তদীয় লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে। অদ্যাপি দেব ও ঋষিগণ এই স্থানে বাস করিতেছেন। প্রভাতে ও সায়ংকালে তাঁহাদিগেরই হুতাশন নয়নগোচর হইয়া থাকে। এ স্থানে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ পাপবিযুক্ত হয়। হে কুরুচূড়ামণি! আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই নদীতে স্নান করুন; পরে কৌশিকী নদীতে গমন করিবেন; যে স্থানে মহামুনি বিশ্বামিত্র অবগাহন করিয়া কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সেই শীতল-সলিলশালিনী তরঙ্গমালিনী স্রোতস্বতী নন্দাতে স্নান করিয়া কৌশিকী নদীতে গমন করিলেন।

লোমশ কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! এই পবিত্রসলিলা সুরকল্লোলিনী কৌশিকী; ইহার অনতিদূরে ঐ পরিদৃশ্যমান বিশ্বামিত্রের পরমরমণীয় আশ্রমপদ বিরাজমান রহিয়াছে। এই স্থানেই মহাত্মা কাশ্যপের পুণ্যাখ্য আশ্রম। সংযতেন্দ্রিয় মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ এরূপ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন যে, অনাবৃষ্টি-সময়ে বলবৃত্রসূদন নমুচিসূদনও তাঁহার ভয়ে বারিবর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই কাশ্যপসুত অমিততেজাঃ ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লোমপাদরাজ্যে অতি অদ্ভুতকর্ম্ম করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত সেই প্রদেশে শস্যসমৃদ্ধি সমুৎপাদিত হইলে, যেমন সবিতা ব্রহ্মাকে স্বীয় তনয়া সাবিত্রী সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাজা লোমপাদ ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তা-নাম্নী দুহিতা সম্প্রদান করিলেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! কাশ্যপতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ কি প্রকারে হরিণীগর্ভে উৎপন্ন হইলেন? বিরুদ্ধযোনিসংসৃষ্ট হইয়াও কি প্রকারে তপস্যায় অধিকারী হইয়াছিলেন? দেবরাজ ইন্দ্র কি জন্য সেই বালকের ভয়ে অনাবৃষ্টি-সময়ে বর্ষণ করিলেন? রাজপুত্রী শান্তা কিরূপ রূপবতী ছিলেন, যিনি হরিণাকৃতি ঋষ্যশৃঙ্গের মন হরণ করিলেন? আর পরম-ধার্ম্মিক রাজর্ষি লোমপাদের রাজ্যে কি নিমিত্তই বা পাকশাসন বারিবর্ষণ করেন নাই? এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের বিস্তারিত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহলাকুলিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।"

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! অমোঘরেতাঃ, পবিত্রচেতাঃ, প্রজাপতিসমপ্রভ, ব্রহ্মর্ষি বিভাণ্ডকের সুত প্রতাপশালী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি যেরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। দেবকল্প স্থবিরাভিমত কশ্যপতনয় বিভাণ্ডক-ঋষি বাল্যাবস্থায় মহাহ্রদে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা উর্ব্বশীকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহার রেত স্খলিত হইবামাত্র সলিলে অবগাহন করিলেন। সেই সময়ে এক মৃগী তৃষিত হইয়া জলপান করিতে আসিয়াছিল, সে জলের সহিত ঐ রেত পান করিয়া গর্ভিণী হইল। সেই মৃগী পূর্ব্বে এক দেবকন্যা ছিল; ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, 'তুমি মৃগী হইয়া তপস্বীপুত্র প্রসবানন্তর বিমুক্ত হইবে।' বিধিবাক্যের অমোঘত্ব ও ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্বনিবন্ধন মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ সেই হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিরোদেশে একটি শৃঙ্গ ছিল, এই নিমিত্ত তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। মহাতপাঃ ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মাবধি তপঃপরায়ণ হইয়া কেবল কাননমধ্যেই বাস করিতেন; পিতা ভিন্ন আর কোন মনুষ্যই তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই; এই জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল।

সেই সময়ে দশরথের সখা লোমপাদ অঙ্গদেশের

অধিরাজ হইয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণের সহিত মিথ্যা-ব্যবহার ও পুরোহিতের প্রতি অত্যাচার করাতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত সহস্রলোচন তাঁহার রাজ্যে বারিবর্ষণ নিষেধ করিয়া প্রজাগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বারিবর্ষণক্ষম ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রাহ্মণগণ! পর্জ্জন্যপটল কিরূপে বারিবর্ষণ করিবে, তাহার উপায় অন্বেষণ করুন।"

পণ্ডিতগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে একজন মুনি রাজাকে কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণেরা আপনার প্রতি রোষপরবশ হইয়াছেন; অতএব তাহার প্রতীকার করিবার চেষ্টা করুন, আর ঋষ্যশৃঙ্গ নামে সরলস্বভাবসম্পন্ন নারী-পরিচয়বর্জ্জিত আজন্ম-বনবাসী ঋষিকুমারকে আনয়ন করিবার উদ্‌যোগ করুন। সেই মহাতপাঃ দেশে প্রবেশ করিবামাত্রই বারিবর্ষণ হইবে, সন্দেহ নাই।"

রাজা লোমপাদ এই কথা শ্রবণানন্তর নিষ্কৃতিলাভের নিমত্তি দ্বিজাতিগণ-সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল। অনন্তর তিনি মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। লোমপাদ-মহীপতি শাস্ত্রজ্ঞ অর্থ-কুশল অমাত্যগণের সহিত উপায় অবধারণ করিয়া সুচতুরা কার্য্যকুশলা বারবিলাসিনীগণকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর তাহারা সমাগত হইলে লোমপাদ কহিলেন, "হে বারবনিতাগণ! কোন উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গ-ঋষির বিশ্বাস বা লোভ উৎপাদন করিয়া এই দেশে তাঁহাকে আনয়ন কর।"

বারবনিতাগণ রাজভয়ে ভীত ও বিবর্ণ এবং শাপভয়ে অচেতনপ্রায় হইয়া তৎকার্য্য-সম্পাদনে অস্বীকার করিলে তন্মধ্যে একজন প্রবীণা বারযোষা ভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহারাজ! যদ্যপি আপনি আমার অভিপ্রেত কতকগুলি উপভোগবস্তু প্রদান করেন, তাহা হইলে সেই ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিতে যত্ন করি। বোধ করি, তাহাতে কৃতকার্য্যও হইতে পারিব।"

মহারাজ লোমপাদ সেই বারাঙ্গনার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাকে বিবিধ রত্ন ও প্রচুর ধন প্রদান করিলেন। বারবিলাসিনী সেই সমস্ত রত্নাদি গ্রহণ করিয়া কতকগুলি রূপযৌবনসম্পন্না কামিনী সমভিব্যাহারে লইয়া ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিল।

একাদশাধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! সেই বারাঙ্গনা ভূপতির আদেশক্রমে তাঁহার কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত স্বীয় বুদ্ধি-প্রভাবে তরীর উপর একটি মনোহর আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সুস্বাদু-ফলনিবহশালী, বহুকুসুমবিভূষিত, নানা বিচিত্র কৃত্রিম তরু-লতা ও গুল্ম দ্বারা সুশোভিত করিল এবং কাশ্যপাশ্রমের অনতিদূরে ঐ তরণী নিবদ্ধ করিয়া কোন্ সময়ে বিভাণ্ডক-ঋষি আশ্রমের বহির্গত হয়েন, এই সুযোগ অনুচর-পুরুষ দ্বারা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একদা সেই বারবনিতা বিভাণ্ডকঋষির অসন্নিধানরূপ সুযোগসন্দর্শনে ইতিকর্ত্তব্যতাসাধন নিশ্চয় করিয়া সুনিপুণা নিজ পুত্রীকে ঋষ্যশৃঙ্গসমীপে প্রেরণ করিল।

নিপুণতমা বেশ্যাকুমারী আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক ঋষিকুমারের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মুনে! তাপসগণের ত কুশল? ফলমূল ত পর্য্যাপ্তপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে? আপনি ত সুখে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন? তাপসগণের ত তপোবৃদ্ধি হইতেছে? আপনার পিতার ত তেজোহানি হয় নাই? আপনি বেদপাঠ করিয়া ত পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন? সম্প্রতি আমি আপনারই দর্শনলালসায় এ স্থানে আগমন করিয়াছি।"

ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, "মহাশয়! আপনি তেজঃপুঞ্জের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছেন; বোধ হয়, আপনি আমার

অভিবাদনীয় সন্দেহ নাই; অতএব আপনাকে ধর্ম্মানুসারে পাদ্য ও ফল-মূল প্রদান করি। আপনি কৃষ্ণাজিনাচ্ছাদিত সুখস্পর্শ কুশময় আসনে উপবেশন করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনার আশ্রম কোথায়? আপনি যে দেবতার ন্যায় এই ব্রতানুষ্ঠান করিতেছেন, উহার নাম কি?"

বারবিলাসিনী কহিল, "হে ব্রহ্মন্! এই ত্রিযোজন-বিস্তীর্ণ শৈলের অপরদিকে আমার রমণীয় আশ্রম; অভিবাদন গ্রহণ বা পাদ্যোদক স্পর্শ আমার ধর্ম্ম নহে। আমাকে অভিবাদন করিবেন না; আপনিই আমার অভিবাদ্য, আমি ভবাদৃশ ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া থাকি; তাহাই আমার ব্রত।" ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, "ভল্লাতক, আমলক, করূষক, ইঙ্গুদ, ধন্বন প্রভৃতি সুপক্ক ফলনিচয় প্রদান করিতেছি; যথারুচি উপযোগ করুন।"

অনন্তর বারাঙ্গনা ঋষিকুমারপ্রদত্ত ফলনিচয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অমূল্য খাদ্যদ্রব্য সকল প্রদান করিল। মুনিকুমার সেই সমস্ত পূর্ণরস ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন। অনন্তর বারাঙ্গনা পুনরায় সুস্বাদু খাদ্য, সুরভি মাল্য, বিচিত্র উজ্জ্বল বাস ও সুরস পানীয় প্রদানপূর্ব্বক আমোদ-প্রমোদ ও হাস্য-পরিহাস-সহকারে কন্দুক লইয়া ফলভারাবনতা লতার ন্যায় হাবভাব প্রকাশ করত আশ্রমোপকণ্ঠে ক্রীড়া করিতে লাগিল; কখন বা গাত্রে গাত্রে স্পর্শ, কখন বা গাঢ়তর আলিঙ্গন, কখন বা সর্জ্জ, অশোক ও তিলক প্রভৃতি কুসুমিত তরুসকল অবনত বা ভগ্ন করিয়া মদাভিভূতার ন্যায়, লজ্জমানার ন্যায় হইয়া ঋষিকুমারের মন হরণ করিল; অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ-ঋষিকে বিকৃতচিত্ত অবলোকন করত বারংবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ কটাক্ষপাতপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র-ব্যপদেশে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

বেশ্যাকুমারী প্রস্থান করিলে ঋষিকুমার মদনমত্ত ও বিচেতন হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তদ্গত চিত্তে তাহার চিন্তা করত সাতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে সিংহের ন্যায় পিঙ্গলাক্ষ, আনখাগ্ররোমবেষ্টিতকায়, স্বাধ্যায়বান্ বিভাণ্ডক-ঋষি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ একান্তে আসীন হইয়া বিকলচিত্তের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত ও চিন্তা করত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কি নিমিত্ত অদ্য সমিধ আহরণ কর নাই? তুমি কি নিমিত্ত অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান কর নাই? তুমি কি নিমিত্ত স্রুক্-স্রুব নির্ম্মল কর নাই ও কি নিমিত্তই বা হোমধেনুকে পীতবৎসা করিয়াছ? তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় বোধ হইতেছে না; তোমাকে দীনভাবাপন্ন, চিন্তাপরায়ণ ও বিচেতনপ্রায় দেখিতেছি; অতএব বল দেখি, অদ্য এই আশ্রমে কোন্ ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন?"

দ্বাদশাধিক-শততম অধ্যায়

ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, "পিতঃ! অদ্য এই আশ্রমে নাতিখর্ব্ব ও নাতিদীর্ঘ এক জটিল ব্রহ্মচারী আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে অবলোকন করিলে দেবতা বলিয়া প্রতীতি হয়। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, লোচন কমলের ন্যায় আয়ত ও স্নিগ্ধ, রূপ সাতিশয় মনোহর, প্রভা সূর্য্যের ন্যায়, তাঁহার মস্তকে হিরণ্যরজ্জুগ্রথিত সুদীর্ঘ নীল নির্ম্মল জটাভার; কণ্ঠে আকাশ-বিকাশিনী সৌদামিনীর ন্যায় আলবাল বিলম্বিত রহিয়াছে; বক্ষঃস্থলে লোমসম্পর্কশূন্য অতি মনোহর বর্তুলাকৃতি দুটি মাংসপিণ্ড রহিয়াছে; কটিদেশের ক্ষীণতা যার পর নাই শোভা বিস্তার করিতেছে। তাঁহার পরিহিত চীরমধ্য হইতে আমার এই মেখলার ন্যায় হিরণ্ময়ী মেখলা প্রকাশিত হইতেছে। চরণদ্বয়ে সুমধুর শব্দায়মান এক আশ্চর্য্য বস্তু দীপ্তি পাইতেছে; পাণিদ্বয়ে মদীয় অক্ষমালাসদৃশ কূজিত কলাপকদ্বয় নিবদ্ধ রহিয়াছে

তিনি যখন কর বা চরণ-সঞ্চালন করেন, তখন তাঁহার করনিবদ্ধ কলাপক ও চরণাবরূঢ় সেই অদ্ভুত বস্তু সরোবরবিহারী মত্ত মরালকুলের ন্যায় কলরব করিতে থাকে। তাঁহার চীর সকল আমার এই চীরখণ্ড অপেক্ষা শতগুণে মনোহর ও অদ্ভুতদর্শন। যে

সময় তাঁহার মোহন মুখমণ্ডল হইতে অমৃতায়মান বাণী নিঃসারিত হয়, তখন অন্তঃকরণ আহ্লাদে পরিপূর্ণ ও পুলকিত হইতে থাকে। ফলতঃ তাঁহার সেই পুংস্কোকিলকলবিড়ম্বিনী বাণী শ্রবণগোচর করিয়াই আমার অন্তরাত্মা আকুল হইয়া উঠিয়াছে। যেমন বসন্তকালে কানন সকল মলয়ানিলপরিচালিত হইয়া সুশোভিত ও আমোদিত হয়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মচারী সামান্য সমীরণসেবন করিয়াও অসামান্য সৌরভ ও শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুসংযত জটাসমূহ ললাটদেশে বক্রভাবে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিন্যস্ত রহিয়াছে; কর্ণদ্বয় চিত্রিত চক্রবাক-সমূহে আবৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যখন তিনি দক্ষিণকরে কতকগুলি বিচিত্র বৃত্তাকার ফল গ্রহণ করিয়া ভূমিতলে বারংবার নিক্ষিপ্ত ও উৎপাতিত করত বাতেরিত তরুবরের ন্যায় ঘূর্ণ্যমান হইয়া তাহাতে অভিঘাত করিতে লাগিলেন, তদবধি সেই দেবকুমারসদৃশ ব্রহ্মচারীকে অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত ও অনুরক্ত হইয়াছি। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া জটাভার গ্রহণপূর্ব্বক আমার মস্তক অবনামিত ও তদীয় মুখমণ্ডল আমার মুখোপরি বিন্যস্ত করিয়া যে শব্দ করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার কলেবর পুলকিত হইয়াছে।

আমি তাঁহার নিমিত্ত এই সকল ফল ও পাদ্য আহরণ করিয়াছিলাম, তিনি তাহাতে অভিনন্দন করিলেন না, বরং আমাকে কতকগুলি ফল প্রদান করিয়া কহিলেন, 'আমাদিগের ব্রত এই প্রকার।' আমি তাঁহার প্রদত্ত যে সকল ফল ভোজন করিলাম, উহা কোনক্রমেই আস্বাদনে, ত্বকে ও সারাংশে এই সকল ফলের তুল্য নহে। সেই উদারমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী আমাকে পান করিবার নিমিত্ত যে সলিল প্রদান করিয়াছিলেন, উহা পান করিয়া সমধিক হৃষ্টচিত্ত হইলাম এবং তৎকালে পৃথিবীকে কম্পমানা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি এই স্থানে পট্টসূত্রে গ্রথিত এই সমস্ত বিচিত্র সুরভি মাল্য বিকীর্ণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি গমন করাতে আমি নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি ও আমার কলেবর একান্ত পরিতাপিত হইতেছে। আমি তাঁহার সমীপে শীঘ্র গমন করিতে বাসনা করি অথবা আমার অভিলাষ যে, তিনি এই স্থানে চিরকাল যেরূপ তপশ্চর্য্যা করেন, আমি তাঁহার সহিত সেইরূপ তপোনুষ্ঠান করিতে একান্ত অভিলাষ করি। সেইরূপ তপস্যা করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী। তাঁহার অদর্শনে আমার চিত্ত সাতিশয় কাতর হইতেছে।"

ত্রয়োদশাধিক-শততম অধ্যায়।

বিভাণ্ডক কহিলেন, "বৎস! অমিত-পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ অদ্ভুত রূপধারণ করিয়া তপোবিঘ্নবাসনায় সর্ব্বদা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে। তাহারা অগ্রে অনুপম রূপমাধুরী প্রদর্শনপূর্ব্বক বিবিধ উপায়ে বনবাসী মুনিগণকে প্রলোভিত করে; পশ্চাৎ ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে সনাতন সুখ ও পুণ্যলোক হইতে ভ্রষ্ট করে। নিত্য-সুখাভিলাষী, জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ কোন প্রকারে তাহাদিগের সেবা করে না। তাপসগণকে বিপন্ন করাই সেই সকল পাপাচারপরায়ণ নিশাচরগণের ক্রীড়া; অতএব তপোধনগণ তাহাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। সেই অসাধুজনোচিত অপেয় পাপময় মদ্য এবং বিচিত্র উজ্জ্বল সুরভি মাল্য মুনিজনের ভোগোচিত নহে। তাহারা রাক্ষস, ব্রহ্মচারী নহে।" বিভাণ্ডকমুনি এইরূপে নিজ পুত্রকে নিবারণ করিয়া বেশবনিতাগণের অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন; দিনত্রয় অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

যে সময়ে বিভাণ্ডক-ঋষি বৈদিকবিধি অনুসারে ফল আহরণ করিতে গমন করিলেন, সেই সময়ে সেই বেশযোষা ঋষ্যশৃঙ্গ-ঋষিকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত আশ্রমে আগমন করিল। ঋষিকুমার বেশবিলাসিনীকে দর্শন করিবামাত্র প্রফুল্ল-চিত্তে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! চলুন

আমার পিতা প্রত্যাগত হইতে না হইতেই আমরা আপনার আশ্রমে গমন করি ।”

অনন্তর বারবিলাসিনীগণ এইরূপ কৌশলে কাশ্যপ-ঋষির একমাত্র কুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে নৌকায় প্রবেশিত করিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহার প্রমোদ-বর্দ্ধন করত অঙ্গাধিপতি লোমপাদসমীপে উপস্থিত হইল। বেশ্যাগণ তাঁহাকে আশ্রম দর্শন করাইবার নিমিত্ত তরণীসংস্থাপনপূর্ব্বক সেই সকল কৃত্রিম তরুলতাদি দ্বারা নাব্যাশ্রম নামে একটি বিচিত্র কানন প্রস্তুত করিল ।

রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ-ঋষিকে পুরমধ্যে প্রবেশিত করিবামাত্র জলদগণ সহসা এরূপ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল যে, সমুদয় সংসার একেবারে জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে অঙ্গরাজের মনোরথ পরিপূর্ণ হইলে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ-ঋষিকে স্বীয় তনয়া শান্তা সম্প্রদান করিলেন এবং বিভাণ্ডক-মুনির কোপোপশমনের নিমিত্ত তাঁহার আগমনপথের মধ্যে গো, কৃষক, প্রভৃত পশু ও পশুপালক বীরগণকে স্থাপন করিয়া কহিলেন, “যখন মহর্ষি বিভাণ্ডক পুত্রান্বেষী হইয়া তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তোমরা তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিবে যে, এই সমস্ত পশু ও কৃষক আপনার পুত্রের অধিকৃত ; আমরা আপনার আজ্ঞাকারী দাস ; অতএব কিরূপ প্রিয়কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন ।”

এ দিকে প্রচণ্ডকোপ বিভাণ্ডক মুনি ফল-মূল আহরণপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন । তথায় পুত্রকে দর্শন না করিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে নিতান্ত কোপপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি পুত্রকে অপহরণ করা নৃপতির কার্য্য বিবেচনা করিয়া রাজ্যের সহিত অঙ্গরাজকে ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত চম্পানগরাভিমুখে গমন করিলেন । পথিমধ্যে শ্রান্তি ও ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে তিনি সেই লোমপাদ-প্রেরিত সমৃদ্ধ ঘোষগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন । তথায় তিনি তাহাদিগের কর্ত্তৃক সমুচিতরূপে সৎকৃত হইয়া নৃপতির ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে যামিনী-যাপন করিলেন । অনন্তর মহর্ষি তাহাদিগের নিকট সাতিশয় সৎকার প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে গোপগণ! তোমরা কাহার অধিকৃত?” তাহারা কহিল, “মহাশয়! আপনার তনয় এই সমস্ত ধনের অধিকারী।”

ঘোষগণের নিকটে অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পূজ্যপাদ মহর্ষি বিভাণ্ডকের প্রজ্বলিত কোপানল একবারে প্রশান্ত হইয়া গেল। তখন তিনি চম্পানগরীতে প্রবেশ করিয়া অঙ্গরাজ-সমীপে সমুচিত সৎকার প্রাপ্ত হইলেন। তখন পুত্রকে অমরনাথের ন্যায় বিরাজমান, গ্রাম-ঘোষাদির অধীশ্বর ও পুত্রবধূ শান্তাকে সৌদামিনীর ন্যায় শোভমানা অবলোকন করিয়া তাঁহার রোষানল একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। তিনি নৃপতির প্রতি প্রসন্ন হইয়াও পুত্রকে তথায় বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, “হে পুত্র! তোমার পুত্র উৎপন্ন হইলে ভূপতির প্রিয় কার্য্য-সকল সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পাদন করিয়া কাননে গমন করিবে।”

মহাতপাঃ ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার অনুমতি প্রতিপালনপূর্ব্বক যথাসময়ে আশ্রমে গমন করিলেন ; শান্তাও তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। রোহিণী যেমন শশধরের অনুকূল, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের প্রণয়িনী, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের প্রিয়কারিণী, দময়ন্তী যেমন নলের প্রিয়তমা, শচী যেমন ইন্দ্রের বশবর্ত্তিনী, নারায়ণী ইন্দ্রসেনা যেমন মুদ্গলের সহচারিণী, নৃপতনয়া শান্তা সেইরূপ বনবাসী ঋষ্যশৃঙ্গের প্রিয়কারিণী প্রণয়িনী হইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তাঁহার এই পবিত্র আশ্রম মহাহ্রদের সুষমা সম্পাদন করত প্রদীপ্ত হইতেছে। এই তীর্থে স্নান করত কৃতকৃত্য ও বিশুদ্ধ হইয়া অন্যান্য তীর্থে গমন করিবে।

চতুর্দ্দশাধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৌশিকীতীর্থে উপনীত হইয়া

অনুক্রমে সমস্ত আয়তনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া পঞ্চশত নদীমধ্যে স্নান করিলেন; অনন্তর ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গদেশে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এই সমস্ত প্রদেশকেই লোকে কলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; এই স্থানে স্রোতস্বতী বৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে ভগবান্ ধর্ম্ম দেবগণের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন দ্বিজাতিগণ-সেবিত মহর্ষি-সার্থসঙ্কুল যজ্ঞীয়োপকরণসংযুক্ত ও গিরিপরিশোভিত এই বৈতরণীর উত্তর-তীর। ইহা স্বর্গ-প্রাপ্তির সুগমপথ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে অন্যান্য মহর্ষিগণ বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই স্থানে ভগবান্ রুদ্র যজ্ঞকালে পশু গ্রহণপূর্ব্বক 'ইহা আমারই অংশ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে দেবগণ রুদ্রকে কহিলেন, "হে ভগবন্! পরস্ব গ্রহণ করা আপনার নিতান্ত অন্যায় হইতেছে; আপনি ধর্ম্মসাধন যজ্ঞভাগ সমস্ত আত্মসাৎ করিবেন না।" এই বলিয়া তাঁহারা উত্তমরূপে রুদ্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইষ্টিকর্ম্ম দ্বারা তুষ্টিসাধনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন করিলে তিনি পশু পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবযানে আরোহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে এক কিংবদন্তী আছে যে, 'দেবগণ রুদ্রের ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বভাগাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রসপূর্ণ এক ভাগ তাঁহাকে প্রদান করিলেন,' এই গাথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক এই স্থানে স্নান করিলে স্বর্গপথ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী সহিত বৈতরণীতে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির লোমশকে কহিলেন, "হে তপোধন! আমি তপঃপ্রভাবে বৈতরণী-তীর্থে স্নান করিয়া অলৌকিক প্রকৃতি লাভ করিয়াছি; আপনার প্রসাদে সকল লোকই প্রত্যক্ষ করিতেছি, মহাত্মা বৈখানসগণের জপশব্দও আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে।"

লোমশ কহিলেন, "মহারাজ! আপনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক যে জপশব্দ শ্রবণ করিতেছেন, উহা এ স্থান হইতে ত্রিশত সহস্র যোজনান্তরে সমুদ্ভূত হইতেছে। ঐ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার দিব্য কানন লক্ষিত হইতেছে; এই স্থানে তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ঐ যজ্ঞে দক্ষিণা-দানার্থ মহর্ষি কশ্যপকে পর্ব্বতবনশালিনী ভূমি প্রদান করেন। তখন ভূমি অবসন্নপ্রায় হইয়া রোষভরে কহিলেন, "ভগবন্! আপনি আমাকে মনুষ্য-হস্তে প্রদান করিবেন না; আপনার এই দক্ষিণাদান নিষ্ফল হইবে; আমি এক্ষণে রসাতলে চলিলাম।" অনন্তর মহর্ষি কশ্যপ ভূমিকে বিষণ্ণা অবলোকন করিয়া প্রসন্ন করিলেন। পৃথিবী তদীয় তপঃপ্রভাবে প্রসন্ন ও পুনরায় সলিলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া বেদীরূপে বিরাজমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সেই বেদী লক্ষিত হইতেছে; ইহাতে আরোহণ করিলে আপনি বীর্য্যবান্ হইবেন। বেদী সাগরকে আশ্রয় করিয়া আছে; আপনি ইহাতে আরোহণ করিয়া একাকীই সাগরপারে গমন করিতে পারিবেন। আমি স্বস্ত্যয়ন করিতেছি, আপনি অবিলম্বেই ইহাতে আরোহণ করুন। বেদী মানুষস্পর্শমাত্রই সাগর-প্রবেশ করিবে, ইহাতে শঙ্কা করিবেন না। 'হে দেবেশ! তুমি বিশ্বের ধাতা, বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার, তুমি লবণ-সাগরের সন্নিহিত হও, তুমি অগ্নি, তুমি মিত্র, তুমি সলিলের আধার, তুমি বেদীস্বরূপ ও অমৃতের আকর' এইরূপে স্তব করিয়া আপনি সত্বরে বেদীতে আরোহণ করুন। পরে 'অগ্নি তোমার উৎপত্তিস্থান; ইড়া তোমার দেহ, তুমি বিষ্ণুর রেতোধারী ও অমৃতের আকর,' এইরূপ জপ করিয়া সাগরে অবগাহন করিতে হইবে। হে মহারাজ! এইরূপ না করিলে দেবযোনি সমুদ্রকে কুশাগ্র দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না।" তখন রাজা কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সাগর-সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং লোমশের আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক মহেন্দ্র-পর্ব্বতে নিশাযাপন করিলেন।

পঞ্চদশাধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে মহেন্দ্র পর্ব্বতে এক রজনীমাত্র

বাস করিয়া তাপসদিগের সৎকার করিলে মহাত্মা লোমশ ভৃগু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও কাশ্যপসন্নিধানে যুধিষ্ঠিরের পরিচয় প্রদান করিলেন। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করত অকৃতব্রণনামা মহাবীর রামানুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ভগবান্ পরশুরাম কোন্ দিবসে তাপসদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিবেন? আমি সেই সুযোগেই তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।" অকৃতব্রণ কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে এ স্থানে আগমন করিয়াছেন, ইহা ভগবান্ প্রভাববলে অবগত হইয়াছেন। আপনার প্রতি তাঁহার যে প্রকার প্রীতি আছে, ইহাতে বোধ হয়, তিনি অনতিকালমধ্যেই আপনাকে দর্শন দিবেন। তাপসেরা চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; আগামী কল্য চতুর্দ্দশী হইবে।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আপনি ভগবান্ পরশুরামের একান্ত অনুগত; সুতরাং অতীত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়া থাকেন, অতএব এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়েরা কিরূপে ও কি কারণে ভগবান্ রামকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল?"

অকৃতব্রণ কহিলেন, মহারাজ! আমি ভৃগুবংশাবতংস পরশুরাম ও হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যের অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র বাহু ছিল। তিনি দত্তাত্রেয় দত্ত বরপ্রভাবে কাঞ্চনময় বিমান ও সসাগরা ধরার একাধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার রথের গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত ছিল।

অনন্তর কার্ত্তবীর্য্য সেই রথে আরোহণ করিয়া বরপ্রভাবে চতুর্দ্দিকে দেব, যক্ষ ও ঋষি প্রভৃতি প্রাণিগণকে পীড়ন করিতে লাগিল। তখন মহর্ষি ও দেবগণ একত্র সমবেত হইয়া অসুরনিসূদন দেবদেব বিষ্ণুকে কহিলেন, "ভগবন্! সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত আপনি মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করুন; সে দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শচীসহায় বাসবকেও পরাভব করিয়াছে।" তখন ত্রিলোকপূজিত বিষ্ণু ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সহিত কার্ত্তবীর্য্য-বিনাশার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ তদ্বিষয়ে সমস্ত হিতজনক কথা নিবেদন করিলেন; ভগবান্ বিষ্ণু তাহা স্বীকার করিয়া স্বীয় রমণীয় বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

কান্যকুব্জ-দেশে মহাবল-পরাক্রান্ত গাধি নামা সুপ্রসিদ্ধ এক মহীপাল ছিলেন, তিনিও সেই সময়ে বনপ্রবেশ করিলেন। বনবাসকালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর ভার্গব গাধিরাজ-সন্নিধানে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, "হে তপোধন! আমার পূর্ব্বপুরুষপরম্পরায় এইরূপ একটি নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, আমরা কন্যাদানকালে অভ্যন্তররক্ত ও বহিঃশ্যাম কর্ণসংযুক্ত পাণ্ডুকলেবর তরস্বী সহস্র অশ্ব শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু আমি আপনার নিকট শুল্ক প্রার্থনা করিতে পারি না, অথচ আপনার সদৃশ ব্যক্তিকে কন্যাদান করাই আমার একান্ত উদ্দেশ্য।" ঋচীক কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনাকে অভ্যন্তররক্ত ও বাহিঃশ্যাম কর্ণসংযুক্ত পাণ্ডুকলেবর তরস্বী সহস্র অশ্ব শুল্ক প্রদান করিব; আপনি আমাকে কন্যা দান করুন।"

অনন্তর ঋচীক এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে বরুণ! আমাকে শুল্কার্থ অভ্যন্তররক্ত ও বহিঃশ্যাম কর্ণসংযুক্ত পাণ্ডুকলেবর তরস্বী সহস্র অশ্ব প্রদান কর।" বরুণ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সেইরূপ সহস্র অশ্ব প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! যে স্থান হইতে সেই সমস্ত অশ্ব উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অশ্ব-তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। তৎপরে বিবাহকাল উপস্থিত হইলে দেবগণ বরযাত্রী লইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। গাধি রাজা সহস্র অশ্বলাভ ও দেব-সমাগম সন্দর্শন-পূর্ব্বক কান্যকুব্জে ভাগীরথীতীরে স্বসুতা সত্যবতীকে মহর্ষি ঋচীকহস্তে সম্প্রদান করিলেন।

অনন্তর ঋচীক এইরূপে ধর্ম্মপত্নী লাভ করিয়া সন্তোষ-সহকারে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মহর্ষি ভৃগু তথায় সমুপস্থিত হইয়া সপত্নীক পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। দম্পতি সুরগণ-বন্দিত সুখাসীন মহাগুরু ভৃগুকে অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার

সন্নিধানে উপবেশন করিলেন। তখন ভৃগু প্রহৃষ্টমনে স্নুষাকে কহিলেন, "হে বৎসে! তুমি বর প্রার্থনা কর। তোমাকে অভীষ্ট বর-প্রদান করিব।" সত্যবতী আপনার ও জননীর পুত্রলাভার্থ তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভৃগু প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "হে ভদ্রে! তুমি ও তোমার জননী পুংসবনার্থ ঋতুস্নাতা হইলে উভয়কেই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। তুমি উডুম্বর ও তোমার জননী অশ্বত্থ-বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিবে। আর আমি এই চরুদ্বয় প্রদান করিতেছি; তোমাদিগের উভয়কেই ইহা ভোজন করিতে হইবে। আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান করিয়া পরম-যত্নসহকারে এই চরু প্রস্তুত করিয়াছি।" এই বলিয়া মহামুনি ভৃগু সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু সত্যবতী ও তাঁহার মাতা বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চরুভোজন-বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিলেন।

বহুকাল অতীত হইলে ভগবান্ ভৃগু দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে এই ব্যাপার অবগত হইয়া পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং স্নুষা সত্যবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভদ্রে! আমি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলাম, তাহার বিপরীতাচরণ দ্বারা চরু ভোজন ও বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়াছ; এই নিমিত্ত তুমি ও তোমার জননী উভয়েই বিরুদ্ধ-গুণশালী পুত্র লাভ করিবে; তোমার গর্ভে ক্ষত্রিয়-বৃত্তিধারী এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবে এবং তোমার মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণাচারসম্পন্ন মহাবীর্য্য সৎপথগামী এক পুত্র জন্মিবে।" এই কথা শুনিয়া সত্যবতী বারংবার বিনয়বচনে শ্বশুরকে কহিলেন, 'ভগবন্! আমার যেন কদাচ এরূপ পুত্র না হয়, প্রত্যুত এতল্লক্ষণাক্রান্ত পৌত্র জন্মে, তাহাতে ক্ষতি নাই।" তখন ভৃগুমুনি 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর সত্যবতী যথাযোগ্য অবসরে তেজঃপুঞ্জকলেবর জমদগ্নিনামক এক পুত্র প্রসব করিলেন। জমদগ্নি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদাধ্যয়ন দ্বারা অনেকানেক ঋষিকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন এবং কৃৎস্ন ধনুর্ব্বেদ ও চতুর্ব্বিধ অস্ত্র বিভাকর-সমপ্রভা-সম্পন্ন জমদগ্নিকে অধিকার করিল।

ষোড়শাধিক-শততম অধ্যায়।

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে রাজন্! মহাতপাঃ জমদগ্নি বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিয়া নিয়মবলে বেদচতুষ্টয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিলেন। পরে রাজা প্রসেনজিৎ-সন্নিধানে উপনীত হইয়া তৎকন্যা রেণুকাকে প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে শুভলগ্নে রেণুকা সম্প্রদান করিলেন। তখন জমদগ্নি কৃতদার হইয়া আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক পতিপরায়ণা পত্নীর সহিত তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কালসহকারে রেণুকা-গর্ভে ক্রমে ক্রমে জমদগ্নির পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হইল; তন্মধ্যে পরশুরামই সর্ব্বকনিষ্ঠ; কিন্তু তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ হইয়াও গুণপ্রভাবে সকলের জ্যেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

একদা কুমারগণ ফলাহরণার্থ প্রস্থান করিলে রেণুকা স্নান করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলেন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিতেছেন, এই অবসরে চিত্ররথ-নামক এক মহীপাল তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। রেণুকা প্রভূত সম্পত্তিশালী কমলমাল্যধারী সেই ধরাপতিকে মহিষীর সহিত জলবিহার করিতে দেখিয়া অনঙ্গশরে ব্যথিত ও নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি তদ্রূপ ব্যভিচারদোষে দূষিত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া সশঙ্কিত-মনে আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র জমদগ্নি তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত ও ব্রাহ্মী লক্ষ্মী হইতে পরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া সমস্তই অবগত হইলেন এবং 'ধিক্ ধিক্' বলিয়া বারংবার নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর জমদগ্নিনন্দন রুমণ্বান্, সুষেণ, বসু ও বিশ্বাবসু ইহাঁরা আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে, মহামুনি জমদগ্নি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে সকলকেই মাতৃ-বিনাশ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু তাঁহারা স্নেহপরবশ হইয়া পিতৃনিদেশপালনে পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন জমদগ্নি ক্রোধভরে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন; তাঁহারা শাপপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞা-বিহীন, পশুধর্ম্মী ও জড়প্রায় হইয়া রহিলেন। এই

অবসরে পরশুরাম তথায় প্রত্যাগমন করিলে, মহাতপাঃ জমদগ্নি তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস! তুমি অক্ষুব্ধচিত্তে ত্বদীয় পাপচারিণী জননীকে এইক্ষণেই সংহার কর।" পরশুরাম তৎক্ষণাৎ পরশু গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় জননীর শিরশ্ছেদন করিলেন। অনন্তর ক্রোধ-শান্তি হইলে জমদগ্নি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "বৎস! আমার নিদেশানুসারে তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, এক্ষণে অভিলাষানুসারে বর প্রার্থনা কর।" রাম কহিলেন, "হে তাত! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জননীর পুনর্জ্জীবন, আমি যে তাঁহাকে বধ করিয়াছি, ইহা যেন তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত না হয়, তাঁহার বধজনিত পাপ যেন অমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, ভ্রাতৃগণের পুনঃপ্রকৃতি-লাভ, সংগ্রামে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্ত, এই কয়েকটি বর প্রদান করুন্।" জমদগ্নি 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই সকল বর প্রদান করিলেন।

অনন্তর একদা জমদগ্নির পুত্রগণ পূর্ব্ববৎ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এই অবসরে অনূপপতি মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য তথায় উপস্থিত হইলেন। ঋষিপত্নী তাঁহাকে সমুচিত সৎকার করিলেও সেই যুদ্ধমদমত্ত কার্ত্তবীর্য্য তৎকৃত সৎকারে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক আশ্রম হইতে হোমধেনুর বৎসকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ ও অপহরণ করিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করত আশ্রমের বৃহৎ বৃহৎ পাদপ-সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাম প্রত্যাগমন করিলে মহর্ষি এই বৃত্তান্ত সকল তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। রাম পিতৃমুখে এই কথা শ্রবণ ও ধেনুকে দরদরিতধারে অনবরত রোদন করিতে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষয়োন্মুখ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে রুচির শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রণস্থলে বিক্রম-প্রকাশ করিয়া শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যের সহস্রসংখ্যক অর্গলতুল্য ভুজবন ছেদন করিলে সে তৎক্ষণাৎ অভিভূত ও পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর কার্ত্তবীর্য্যের আত্মজ জাতক্রোধ হইয়া রামের অনুপস্থিতিকালে আশ্রমাভিমুখে জমদগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল এবং মহাবীর্য্য মহর্ষিকে সমরকার্য্যে পরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। তপস্বী জমদগ্নি অনাথের ন্যায় বারংবার আর্ত্তস্বরে 'হা রাম হা রাম' বলিয়া প্রহারযন্ত্রণায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রেরা স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এই অবসরে পরশুরাম সমিধ হস্তে লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিজ জনক জমদগ্নিকে মৃত ও তথাবিধ নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত-মনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশাধিক-শততম অধ্যায়।

রাম কহিলেন, "হা তাত! কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রেরা মূর্খ ও ক্ষুদ্রাশয়, তাহারা মৎকৃত অপরাধে জাতক্রোধ হইয়া অরণ্যমধ্যে নিশিত শরপ্রহারে মৃগের ন্যায় আপনার প্রাণ সংহার করিয়াছে; আপনি নিরপরাধী, ধর্ম্মজ্ঞ ও সৎপথাবলম্বী; আপনার পক্ষে এবংবিধ মৃত্যু নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে। আপনি তপোনিরত বৃদ্ধ বলিয়া যুদ্ধে একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন, এই অবসরে শত্রুগণ শাণিত শরশত দ্বারা আপনার প্রাণনাশ করিয়া প্রচুর পাপসঞ্চয় করিয়াছে সন্দেহ নাই। সেই নির্লজ্জেরা সমর-পরাঙ্মুখ তপস্বী ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া সচিব ও সজ্জন সমক্ষে কি বলিবে?"

পরশুরাম এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশেষে পিতার প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি প্রজ্জ্বলিত অনলমধ্যে তদীয় মৃতদেহ দাহ করিয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন এবং একাকী শস্ত্রগ্রহণ-পূর্ব্বক করাল কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধভরে রণস্থলে কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রদিগের প্রাণ সংহার করিলেন। তৎপরে তাহাদিগের অনুগত ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ভৃগুকুলতিলক রাম এইরূপে ক্রমশঃ পৃথিবীকে একবিংশতি-

বার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সমন্তপঞ্চক-তীর্থে রুধিরময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত করত তথায় পিতৃলোকের তর্পণ করিলেন। ইত্যবসরে তদীয় পূর্ব্বপিতামহ ঋচীক তথায় আবির্ভূত হইয়া রামকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি যজ্ঞ দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক ঋত্বিক্‌গণকে ভূমি দান করিতে লাগিলেন এবং মহর্ষি কশ্যপকে দশব্যাম আয়তা ও নয় ব্যাম উচ্ছ্রিতা এক সুবর্ণময়ী বেদী প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কশ্যপের আদেশানুসারে ঐ বেদীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রহণ করিলেন; এই নিমিত্ত তদবধি তাঁহারা খাণ্ডবায়ন নামে বিখ্যাত হইলেন। এক্ষণে পরশুরাম মহর্ষি কশ্যপকে ভূমিদান করিয়া শৈলেন্দ্র মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণের সহিত রামের এইরূপে বৈরভাব জন্মে ও তিনি এইরূপেই পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন।

অনন্তর পরশুরাম পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে চতুর্দ্দশীতে বিপ্রগণ ও সানুজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের সৎকার করিতে লাগিলেন। তৎপরে রামকর্ত্তৃক প্রপূজিত হইয়া তদীয় নিদেশানুসারে মহেন্দ্র-পর্ব্বতে এক রাত্রি বাস করত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টাদশাধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অতি সচ্চরিত্র রাজা যুধিষ্ঠির কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণগণোপশোভিত রমণীয় সাগর তীর্থ সমুদয় সন্দর্শন ও সেই সকল স্থানে অবগাহন করিয়া অনুজগণ-সমভিব্যাহারে সমুদ্রগা পুণ্যতমা প্রশস্তা-নাম্নী নদীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নান করিয়া পিতৃ ও সুরগণের তর্পণ এবং দ্বিজগণকে ধনদানপূর্ব্বক সাগরগামিনী গোদাবরী-তীর্থে গমন করিলেন। তৎপরে বিগতপাপ হইয়া দ্রাবিড়-দেশের অতি-পবিত্র সাগরে গমনপূর্ব্বক মহাপবিত্র অগস্ত্য-তীর্থ ও নারী-তীর্থ সমুদয় সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তথায় মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুনের অলোকসামান্য কর্ম্ম-সকল কর্ণগোচর করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তৎপরে দ্রৌপদী ও অনুজগণের সহিত সেই সমস্ত তীর্থে স্নান ও অর্জ্জুনের বলবিক্রমের সবিস্তর প্রশংসা করিয়া আনন্দিত হইলেন। অনন্তর সাগরের সেই সমস্ত তীর্থে গোসহস্র দান করিয়া প্রহৃষ্ট-মনে ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের গোদান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং তত্রত্য অন্যান্য অতি-পবিত্র বহুতর তীর্থ ক্রমশঃ পর্য্যটনপূর্ব্বক পূর্ণকাম হইয়া অতি-পাবন সূর্পারক-তীর্থ সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর সাগরপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া অতি বিখ্যাত এক অরণ্যে উপনীত হইলেন; পূর্ব্বে সুরগণ যে স্থানে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান এবং পুণ্যাত্মা নরেন্দ্রগণ যজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই স্থানে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য রামের তপস্বিজনপরিবৃত অর্চ্চনীয় এক বেদী সন্দর্শন করিলেন।

অনন্তর তিনি অষ্ট বসু, দেবতা, অশ্বিনীকুমার, বৈবস্বত, আদিত্য, ধনেশ্বর, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, ভব, চন্দ্র, দিবাকর, বরুণ, সাধ্যগণ, ধাতা, পিতৃগণ, সগণ রুদ্র, সরস্বতী, সিদ্ধগণ ও অন্যান্য অমরগণের অতি পবিত্র মনোহর আয়তন-সকল সন্দর্শন করিলেন। তথায় উপবাসপূর্ব্বক মহার্হ রত্ন প্রদান ও তত্রত্য তীর্থসমুদয়ে স্নান করিয়া পুনরায় সূর্পারক-তীর্থে উপস্থিত হইলেন। পরে দ্বিজগণ, সোদরগণ ও দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে সেই সাগর-তীর্থপথ অবলম্বন করত মহর্ষি লোমশের সহিত অতি প্রখ্যাত প্রভাস-তীর্থে উপস্থিত হইয়া তথায় স্নান এবং দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির দ্বাদশ দিবস জল-বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক তথায় অহোরাত্র স্নান এবং চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদীপিত করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হইলেন। এই অবসরে বৃষ্ণিবংশাবতংস রাম ও কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে তপোনুষ্ঠাননিরত শ্রবণ করিয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা পাণ্ডবগণকে ভূতলশায়ী ও মলবিলিপ্তকলেবর

এবং দ্রৌপদীকে তাদৃশ বিসদৃশ অবস্থায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত-মনে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির রাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি ও অন্যান্য বৃষ্ণি-বংশীয়দিগকে ধর্ম্মানুসারে সৎকার করিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণও তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। পরে পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রতি-পূজিত হইলেন। যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া থাকেন, সেইরূপ বৃষ্ণিবংশীয়েরা যুধিষ্ঠিরকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহা-দিগের সমক্ষে বিপক্ষগণের অত্যাচার, আপনাদিগের বনবাস ও অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্রসন্নিধানে গমন-বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। তাঁহারা পাণ্ডবগণের করুণ বাক্য শ্রবণ ও নিতান্ত ক্ষীণতা নিরীক্ষণ করিয়া অবিরলধারে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

একোনবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ যাদব ও পাণ্ডবগণ প্রভাসে সমবেত হইয়া কিরূপ কথোপকথন ও কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যাদবগণ অতি পবিত্র প্রভাস-তীর্থে পরস্পর সমবেত হইয়া পাণ্ডবদিগকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন, এই অবসরে বিশাল হলধারী মৃণালধবল বলদেব বন-মালী কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শিরে জটাভার-ধারণ ও চীর-পরিধান করিয়া বনবাসে অশেষ-ক্লেশে কাল-যাপন করিতেছেন আর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের অধিপতি হইয়া পরমসুখে প্রজাপালন করিতেছে, তখন বসুন্ধরা এখনও বিদীর্ণ হইয়া তাহাকে বিবরসাৎ করিলেন না? হা ধর্ম্ম! তোমাকে আর কেহই শ্রেয়স্কর বলিয়া গণ্য করিবে না ও অধর্ম্মকে পরাভবের হেতু বলিয়া স্বীকার করিবে না। অতঃপর নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মকেই গুরুতর ও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিবে। দুর্য্যোধনের শ্রীবৃদ্ধি এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-নাশ ও বনবাস জন্য যুধিষ্ঠিরানুরক্ত প্রজাগণকে কিংকর্ত্তব্যতা-বিষয়ে পরস্পর মন্ত্রণা করিতে নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনবশংবদ জনগণের শঙ্কা জন্মিল। এই বদান্যবর ধর্ম্মপরায়ণ সত্যমতি রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্যচ্যুত ও সুখভ্রষ্ট হইলেন, কিন্তু অধার্ম্মিক দুরাত্মা দুর্য্যোধন কি নিমিত্ত অভ্যুদয় লাভ করিতেছে, তাহা বলিতে পারি না। ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ ও বৃদ্ধ রাজা ধৃত-রাষ্ট্র ইঁহারা নিরপরাধী পার্থদিগকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া কিরূপে সুখভোগ করিতেছেন? হে কেশব! সেই সমস্ত অধর্ম্মরুচি ভরতকুলপ্রধান লোকদিগকে ধিক্! সেই বৃদ্ধ রাজা নিষ্পাপ পুত্রদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পরকালে পিতৃলোকের নিকট 'আমি পুত্র-গণের সহিত সম্যক্রূপে ব্যবহার করিয়াছি,' ইহা কিরূপে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিবেন? কি প্রকার কুকার্য্য করিয়া ইহকালে অন্ধ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি তাহার বিন্দু-বিসর্গও অনুধাবন করিতেছেন না। ধৃতরাষ্ট্র মহানুভব ভীষ্মাদির অবমাননা করিয়া তাঁহা-দিগের অসম্মতিতেও অক্ষুব্ধ-চিত্তে পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। বোধ হয়, বিচিত্রবীর্য্যতনয় শ্মশানভূমিতে সুজাত, সুবর্ণ সদৃশ দুর্নিমিত্তসূচক কোন পার্থিব বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, এই নিমিত্তই তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতেছেন; উহা তাঁহার আসন্ন বিপৎপাতের কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে মহাবীর নিরায়ুধ হইয়া রণক্ষেত্রে বিপক্ষগণের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিয়া থাকেন, যাঁহার গম্ভীর-গর্জ্জন শ্রবণ করিবামাত্র শত্রুসৈন্যেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া বিণ্মূত্র পরিত্যাগ করে, সেই বৃকোদর এক্ষণে ক্ষুৎপিপাসাক্লান্ত ও পথশ্রান্ত হইয়া ঘোর অরণ্য-বাসের ক্লেশপরম্পরা স্মরণপূর্ব্বক নিঃসংশয়ই সমুদয় সংহার করিবেন। যাঁহার তুল্য এই পৃথিবীতে আর বীর নাই, সেই বৃকোদর শীত-বাতাতপে একান্ত কর্শি-তাঙ্গ হইয়া অচিরকালমধ্যে সমস্ত শত্রু নাশ করিবেন।

যিনি পূর্ব্বে একরথে সানুচর সমস্ত প্রাচ্য-মহীপালগণকে পরাজয় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, অদ্য সেই মহাবীর বৃকোদর চীরবাস ধারণ করিয়া বনচারী হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্বে সমুদ্রের উপকূলে সমাগত সমস্ত দাক্ষিণাত্যনৃপতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন, সেই সহদেব আজি তাপসবেশধারী হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-মহীপালগণকে যুদ্ধে পরাভব করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই নকুল জটাচীরধারী ও মলিনকলেবর হইয়া সুলভ বন্য ফলমূলে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। যিনি দ্রুপদ-রাজের অতি-সমৃদ্ধ যজ্ঞবেদী হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, চিরসুখোচিতা সেই দ্রৌপদীই বা আজি কিরূপে বনবাস-দুঃখ সহ্য করিবেন? ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের আত্মজেরা চিরকাল সুখভোগ করিয়া এক্ষণে বনে বনে কিরূপে অশেষক্লেশে কাল-যাপন করিবেন? সানুচর সপত্নীক রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পরাজিত হইয়াছেন ও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। হায়! সশৈলা ধরা এখনও কেন রসাতলে প্রবিষ্ট হইল না?”

বিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়।

সাত্যকি কহিলেন, “হে রাম! এক্ষণে পরিতাপের সময় নয়। রাজা যুধিষ্ঠির এ বিষয়ে কিছুমাত্র বাঙ্নিষ্পত্তি না করিলেও আমরা অবিলম্বেই ইহার সমুচিত প্রতীকার করিব। মেদিনীমণ্ডলে সহায়সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বয়ং কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না; যেমন শৈব্য প্রভৃতি বীরপুরুষেরা রাজা যযাতির সহায়তা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে লোকে তাঁহাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে। যাঁহারা অনুমতি করিলে শত শত লোক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহারাই সনাথ, তাঁহাদিগকে অনাথের ন্যায় আর কষ্টভোগ করিতে হয় না। তবে আমি, বলদেব, কৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্ন এই সকল ত্রৈলোক্যনাথ যাঁহাদিগের সহায়, সেই পাণ্ডবেরা অনাথের ন্যায় কি নিমিত্ত অরণ্যে বাস করিতেছেন? অদ্য যাদবসেনা নানা অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ ও বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধযাত্রা করুক, সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা যাদব-বলাভিভূত হইয়া অবশ্যই শমন-সদনে গমন করিবে। বাসুদেবসদৃশ পার্থ আমার সখা ও গুরুর স্বরূপ, তাঁহাকে এক্ষণে আহ্বান করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি তপোনুষ্ঠান করুন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ শত্রুরাজ্য আক্রমণ-পূর্ব্বক সানুচর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ কর। লোকে শত্রু-বিনাশের নিমিত্ত সুপুত্র ও গুরু-নিরত বশংবদ শিষ্য কামনা করে, শত্রুবিনাশের নিমিত্তই সকলে অতি দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। আমি আশীবিষ-বিষাগ্নি-সদৃশ নিশিত শরসঙ্ঘাত দ্বারা শত্রুর শরবর্ষণ নিরাকরণ পূর্ব্বক তাহার শিরশ্ছেদন করিব। অনন্তর শাণিত খড়্গাঘাতে সানুচর দুর্য্যোধন প্রভৃতি সমস্ত কৌরবকুল নির্ম্মূল করিব।

যুগাবসানে প্রলয়-হুতাশন যেমন সংসারকে ভস্ম-সাৎ করে, আমি কৌরব যোদ্ধৃবর্গকে সেইরূপ ভস্মীভূত করিব, তখন মহাবীরেরা আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত ও পুলকিত হইবে। কৃপ, দ্রোণ, বিকর্ণ, ইহারা কখনই প্রদ্যুম্ন-বিনির্ম্মুক্ত শাণিত শর সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না; আমি অর্জ্জুন-সুত অভিমন্যুর বল-বীর্য্য সমুদয় ও প্রদ্যুম্নের পরাক্রম অবগত আছি শাম্বও সসুত দুঃশাসনকে বাহু দ্বারা বলপূর্ব্বক পীড়িত ও উত্তমরূপ শাস্তি প্রদান করিবে। রণমদমত্ত জাম্ববতী-পুত্রের বল নিতান্ত অসহ্য; এই বালক শম্বরাসুরের সৈন্য-সমুদয় সংহার করিয়াছিল; এই বালক রণক্ষেত্রে মহাবীর অশ্বচক্রের প্রাণ-বিনাশ করিয়াছে। কাহার সাধ্য এই মহারথ শাম্বের সমক্ষে রণক্ষেত্রে রথ আনয়ন করে? যেমন কৃতান্তের ক্রোড়ে প্রবেশ করিয়া মানবগণ নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে না, সেইরূপ সমরসাগরে মহাবীর শাম্বের সম্মুখীন হইয়া কেহই জীবিত থাকিতে বা প্রত্যাগত হইতে পারে না। বাসুদেব দ্রোণ, ভীষ্ম, সসন্তান সোমদত্ত ও সমস্ত সৈন্যগণকে বাণবহ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবেন। এই ত্রৈলোক্যমধ্যে গৃহীতায়ুধ, চক্রধর ও অপ্রমিত-তেজাঃ কৃষ্ণের অসাধ্য কি আছে? মহাবীর অনিরুদ্ধ

হৃতোত্তমাঙ্গ চেতনাশূন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দ্বারা এই সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীকে আকীর্ণ করিবে। গদ, উল্মুক, বাহুক, ভানুনীথ, কুমার নিশঠ, রণোৎকট সারণ, চারুদেষ্ণ ইহাঁরা কুলোচিত কর্ম্মসকল সম্পাদন করুন। সাত্বত ও শূরসেন যোদ্ধৃপ্রধান বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধকগণের সহিত সমবেত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে রণস্থলে সংহারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে যশোরাশি বিস্তীর্ণ করুন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির যত দিন পর্য্যন্ত দ্যূতকৃত প্রতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, তাবৎ অভিমন্যু এই পৃথিবী শাসন করুন। অস্মৎ-প্রযুক্ত বিশিখ দ্বারা হতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণশূন্য সূতপুত্রবিহীন রাজ্যের উপযোগী করাই আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য ও যশস্য।”

বাসুদেব কহিলেন, “হে মহাভাগ! আপনি যে সকল বাক্য কহিলেন, তাহা সমুদয় সত্য; উহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যের জয়লব্ধ পৃথিবীকে কদাচ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব বা দ্রৌপদী ইহাঁরা কাম, ভয় বা লোভবশংবদ হইয়া কদাচ স্বধর্ম্মপরিচ্যুত হইবেন না। কিন্তু যখন পাঞ্চালপতি কেকয়, চেদিপতি ও আমরা সকলে সমবেত হইয়া বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিব, তখন অবশ্যই সমুদয় শত্রু বিনষ্ট হইবে। তবে অপ্রতিম-যোদ্ধা বৃকোদর, ধনঞ্জয় ও মাদ্রীসুত ইহাঁরা কি নিমিত্ত ধরা-শাসন করিতে বাসনা করিতেছেন না?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে ভ্রাতঃ! তুমি যে সকল কথা কহিলে, উহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; কিন্তু আমি কেবল সত্যই প্রতিপালন করিব; রাজ্যরক্ষায় আমার তাদৃশ অভিলাষ নাই; কৃষ্ণ আমাকে সবিশেষ অবগত আছেন; আমিও তাঁহাকে সম্যক্ বিদিত আছি। যৎকালে তিনি বিক্রমপ্রকাশের যথার্থ অবসর নির্দ্দেশ করিবেন, তখন তুমি কেশব ও সুযোধনকে যুদ্ধে পরাজয় করিবে। হে যাদববীরগণ! তোমরা এক্ষণে প্রতিগমন কর; তোমাদিগের ধর্ম্মে যেন অচলা শ্রদ্ধা থাকে। এক্ষণে সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইল; পুনরায় সকলকে একত্র সমবেত ও সুখে কালাতিপাত করিতে অবলোকন করিব।”

অনন্তর যাদবেরা পরস্পর আমন্ত্রণ, বৃদ্ধগণকে অভিবাদন ও শিশুদিগকে আলিঙ্গন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরা তীর্থ-পর্য্যটনে বিনির্গত হইলেন। পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও লোমশের সহিত বিদর্ভরাজপরিবর্দ্ধিত অতি-পবিত্র তীর্থ সোমরসমিশ্রিত-জলশালিনী পয়োষ্ণী নদীতে গমনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণবর্গকর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন

একবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রাজা নৃগ এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবরাজকে পরিতৃপ্ত করিলে, তিনি তাঁহার প্রতি সমধিক প্রীত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা এই স্থানে বহুবিধ ভূরিদক্ষিণ সুমহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজা অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয় এই স্থানে সাতটি অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া সোমরস দ্বারা ইন্দ্রকে তৃপ্ত করেন; সেই সপ্তযজ্ঞে হিরণ্ময় বানস্পত্য ও ভৌম প্রভৃতি মহার্হ দ্রব্যসকল হিরণ্ময় ছিল, সেই সকল যজ্ঞে চষাল, যূপ, চমস, স্থালী, পাত্রী, স্রুক্ ও স্রুব এই সাতটি দ্রব্য পরমোৎকৃষ্ট ও সুবিখ্যাত হইয়াছিল। তাঁহার যজ্ঞের যূপ-সকল হিরণ্ময়; তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকে এক একটি চষাল ছিল, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা স্বয়ং সেই সকল যূপ উত্থাপিত করেন। ঐ যজ্ঞে দেবরাজ সোমরসপানে প্রমত্ত এবং ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণাস্বরূপ অসংখ্য অর্থ লাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়াছিলেন।

হে মহারাজ! যেমন লোকে পৃথিবীস্থ বালুকার সংখ্যা করিতে পারে না, যেমন নভোমণ্ডলস্থিত তারকার গণনা হয় না ও যেমন নিপতিত বৃষ্টিধারার পরিমাণ করিতে লোকে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ গয়-নৃপতি সেই সকল যজ্ঞে সদস্যদিগকে যে অপরিমিত ধনদান করিয়াছিলেন; তাহার সংখ্যা করা নিতান্ত সুকঠিন। যদ্যপি, পূর্ব্বোক্ত বালুকাদিরও সংখ্যা হইতে পারে, তথাপি

গয়প্রদত্ত দাক্ষিণার সংখ্যা করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। তিনি দিগ্‌দিগন্ত হইতে সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত হিরণ্ময়ী গো-সমূহ প্রদানপূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। মহাত্মা গয়-রাজা এত অধিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, প্রায় সপ্ত দ্বীপবাসী তাঁহার চৈত্যে আচিত হইয়াছিল। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত পুণ্যবলে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পয়োষ্ণী-সলিলে স্নান করে, সে তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হয়। অতএব হে রাজন্! আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই পয়োষ্ণী-সলিলে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ হইবেন।

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পয়োষ্ণীতে স্নান করিয়া বৈদূর্য্য-পর্ব্বত ও মহানদীতে গমন করিলেন। পরে প্রীতিপূর্ব্বক রমণীয় তীর্থ ও পুণ্যাশ্রম-সকল সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন এবং তত্তৎপ্রদেশে ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র ধনদান করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ লোমশ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! বৈদূর্য্য-পর্ব্বত দর্শন এবং নর্ম্মদায় অবগাহন করিলে দেবলোক ও রাজলোক প্রাপ্ত হয়। এই ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিস্থান; এ স্থানে আগমন করিলে পাপরাশি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। হে রাজন্! এই রাজা শর্য্যাতির যজ্ঞস্থান শোভা পাইতেছে; যে স্থানে সাক্ষাৎ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন, যে স্থানে মহাতপাঃ চ্যবন ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংস্তম্ভিত এবং রাজপুত্রী সুকন্যাকে ভার্য্যা লাভ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! মহাতপাঃ ভৃগুনন্দন কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ পাকশাসনকে সংস্তম্ভিত ও কি নিমিত্তই বা অশ্বিনীকুমারকে সোমপীথী করিলেন, আপনি তৎসমুদয় অবিকল কীর্ত্তন করুন।"

দ্বাবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভৃগুর চ্যবন নামে এক পুত্র জন্মেন, সেই মহাতেজাঃ ভৃগুনন্দন এই সরোবরতীরে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পৈতৃক বীরাসনে স্থাণুর ন্যায় সমাসীন হইয়া এক স্থানেই অনন্তকাল অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লতাবলয়সংবৃত ও পিপীলিকা-সমাকীর্ণ হওয়াতে বল্মীকবৎ প্রতীয়মান হইয়া উঠিলেন। এইরূপে ধীমান্ ভার্গব মৃৎপিণ্ডের ন্যায় হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুকাল অতীত হইলে পর একদা রাজা শর্য্যাতি সস্ত্রীক হইয়া বিহারার্থ সেই সুরম্য সরোবরে আগমন করিলেন। তাঁহার চতুঃসহস্র মহিষী; কিন্তু একটিমাত্র কন্যা ছিল, তাঁহার নাম সুকন্যা। রাজতনয়া সুকন্যা রমণীয় বেশ-ভূষা সমাধানপূর্ব্বক সখীগণসমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ, বনস্থলীর শোভা-সন্দর্শন ও বনস্পতিশাখীর নামগুণ প্রভৃতি পরিচয় গ্রহণ করত ভার্গবের বল্মীকসমীপে উপনীত হইলেন। রূপনিধান সুকন্যা যৌবনকালসুলভ গর্ব্ব ও মদনমদে অন্ধ হইয়া সম্যক্ পুষ্পিত পাদপশাখা-সকল ভগ্ন করিতে লাগিলেন।

বিপ্রর্ষি চ্যবন নিবিড় অরণ্যমধ্যে সঞ্চারিণী অচিরপ্রভার ন্যায় নানাভরণবিভূষিতা একাকিনী কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন এবং বারংবার তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠাননিবন্ধন সাতিশয় ক্ষীণকণ্ঠ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাক্য রাজকুমারীর শ্রবণগোচর হইল না। অনন্তর নৃপকন্যা সুকন্যা বল্মীকে ভার্গবের নয়নদ্বয় নিরীক্ষণ করত মোহ-প্রেরিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া 'ইহা কি,' এই বলিয়া কণ্টক দ্বারা উহা বিদ্ধ করিলেন। তখন তপোধন চ্যবন নেত্রোপঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শর্য্যাতি রাজার সৈন্যগণের শৌচ-প্রস্রাব অবরুদ্ধ করিলেন, তাহাতে সৈন্যের মহতী পীড়া উপস্থিত দেখিয়া রাজা শর্য্যাতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদি তোমরা কেহ জ্ঞানকৃত অথবা

অজ্ঞানকৃত মহাত্মা ভার্গবের কোন অপরাধ করিয়া থাক, তাহা হইলে অবিলম্বে আমার নিকট ব্যক্ত কর।’

বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি, আপনি বরং যত্নাতিশয় সহকারে সেই মহর্ষির নিকট গমন পূর্ব্বক ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করুন।’ তখন মহীপাল সান্ত্ববাদ ও উগ্রবচনে সুহৃদ্বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহারাও এ বিষয়ের কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন না। অনন্তর সুকন্যা মলসংরোধজন্য সৈন্যদিগকে দুঃখার্ত্ত ও পিতাকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, “তাত! অদ্য ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক বল্মীকে খদ্যোতের ন্যায় কোন উজ্জ্বল পদার্থ দর্শন করত নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কণ্টক দ্বারা আমি তাহা বিদ্ধ করিয়াছি।” রাজা শর্য্যাতি এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া দ্রুতপদে বল্মীক-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তপোবৃদ্ধ বর্ষীয়ান্ ভৃগুনন্দনকে নয়নগোচর করিয়া স্বীয় সৈন্যের অনিষ্ট-শান্তির নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করত কহিলেন, “হে তপোধন! মদীয় দুহিতা অজ্ঞানবশতঃ আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা মার্জ্জনা করুন।” চব্যন কহিলেন, “মহারাজ! আপনার কন্যা রূপযৌবন-মদে মত্ত হইয়া আমাকে অবমানিত ও নয়নাহত করিয়াছে, অতএব আমি সত্য কহিতেছি, সেই মোহপরায়ণা লাবণ্যবতী যুবতীর পাণিগ্রহণ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।”

রাজা ঋষিবাক্য-শ্রবণানন্তর সদসদ্বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ মহাত্মা চ্যবনকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ভগবান্ চ্যবন সেই কন্যা প্রতিগ্রহ করিয়া রাজার প্রতি প্রসন্ন হইলে পর মহীপাল সৈন্য সামন্তসমভি-ব্যাহারে নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে শুভাননা সুকন্যা তপস্বী পতিলাভে প্রীত ও অসূয়া-শূন্য হইয়া প্রতিদিন তপস্যা, নিয়ম, অতিথিসৎকার এবং অগ্নিশুশ্রূষা দ্বারা স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়।

হইলে একদা অশ্বিনীকুমারযুগল কৃতস্নাতা বিবস্ত্রাঙ্গী লাবণ্যবতী সুকন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “ভদ্রে! তুমি কে? কাহার পরিগ্রহ? কি নিমিত্ত কাননে আগমন করিয়াছ? যথার্থ করিয়া বল: আমরা শ্রবণ করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।”

সুকন্যা লজ্জাবনতমুখী হইয়া কহিলেন, “হে সুরোত্তমযুগল! আমি রাজা শর্য্যাতির দুহিতা, মহাত্মা চ্যবনের ভার্য্যা।” অশ্বিনী-কুমারেরা সহাস্য-বদনে কহিলেন, “কল্যাণি! পিতা তোমাকে কি নিমিত্ত এই অতীতবয়স্ক ঋষিকে প্রদান করিলেন? তুমি এই অরণ্যমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় শোভমান হইতেছ, তোমার ন্যায় কামিনী দেবলোকেও প্রত্যক্ষ হয় না; তুমি বস্ত্রাভরণবিহীন হইয়াও এই বন-স্থলী অলঙ্কৃত করিয়াছ। নানা আভরণ ও মনোহর বসন পরিধান করিলে তোমার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়; অতএব এইরূপ মলপঙ্কিনী হওয়া কি উচিত? তুমি কি নিমিত্ত দীনহীনের ন্যায় হইয়া এই জরা-জর্জ্জরিত কামভোগবহিষ্কৃত পতির উপাসনা করিতেছ? ইনি পরিত্রাণ ও ভরণ-পোষণে অসমর্থ; অতএব তুমি চ্যবনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগের অন্যতরকে বরমাল্য প্রদান কর। এই অকর্ম্মণ্য স্বামীর নিমিত্ত ঈদৃশ সুললিত মনোহর নবযৌবন বিফল করিও না।”

সুকন্যা এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, “হে [illegible]যুগল! আমি স্ব[illegible] [illegible], আমার মন বিচলিত হইবার নহে; আপনারা কদাচ এরূপ বিবেচনা করিবেন না।” তখন দেববৈদ্য অশ্বিনী-কুমারেরা কহিলেন, “ভদ্রে! আমরা তোমার পতিকে রূপযৌবনসম্পন্ন করিব, তাহার সন্দেহ নাই। পরে তুমি আমাদিগের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ করিবে। অধুনা এই নিয়ম-বৃত্তান্ত তোমার পতিকে নিবেদন কর।” সুকন্যা তাঁহাদিগের বাক্য-শ্রবণানন্তর

ভার্গবের নিকট উপনীত হইয়া অশ্বিনীকুমারোক্ত বিষয়-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, তিনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন। সুকন্যা স্বামী কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া উল্লিখিত কার্য্যসম্পাদনার্থ অশ্বিনীকুমারদিগকে নিবেদন করিলে তাঁহারা কহিলেন, "তোমার পতি এই জলমধ্যে প্রবেশ করুন।" মহর্ষি চ্যবন রূপার্থী হইয়া অবিলম্বে সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও অশ্বিনীকুমারেরাও সেই সরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যে তাঁহারা সকলেই সরোবর হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিন জনই দিব্যাকৃতি, যুবা, তুল্য-বেশভূষায় বিভূষিত এবং সাতিশয় প্রীতিবর্দ্ধন। তাঁহারা মিলিত হইয়া কহিলেন, "বরবর্ণিনি! আমাদিগের মধ্যে তোমার যাঁহাকে অভিরুচি হয়, পতিত্বে বরণ কর।" সুকন্যা সকলকেই একাকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া সবিশেষ পর্য্যালোচনপূর্ব্বক আপন পতিকে বরণ করিলেন। মহর্ষি চ্যবন অভিলষিত যৌবন, মনোহর রূপলাবণ্য ও প্রিয়তমা ভার্য্যালাভে পরম প্রীত হইয়া দেবযুগলকে কহিলেন, "ভগবন্! আমি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত ছিলাম; আপনারা আমাকে রূপ-যৌবনসম্পন্ন করিলেন এবং আমি আপন ভার্য্যাকেও প্রাপ্ত হইলাম; অতএব সত্য কহিতেছি যে, প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে দেবরাজ-সমক্ষে আপনাদিগকে সোমপীথী করিব।" ইহা শ্রবণ করিয়া অশ্বিনীকুমারযুগল প্রীতমনে সুরধামে গমন করিলেন; মহর্ষি চ্যবন এবং সুকন্যা দেবতার ন্যায় সেই অরণ্যে সুখ-স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! তদনন্তর রাজা শর্য্যাতি ভার্গবের তরুণাবস্থা-প্রাপ্তি-বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে সেনা-সমভিব্যাহারে সস্ত্রীক হইয়া তদীয় আশ্রমে গমন করিলেন। নৃপদম্পতি তথায় সুরসদৃশ জামাতা ও দুহিতাকে নয়নগোচর করিয়া অপার আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ঋষি রাজা ও রাজমহিষীর যথাবিধি সৎকার করিলে পর তাঁহারা সুখোপাবিষ্ট হইয়া নানাবিধ শুভকরী মনোহারিণী কথা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে ভৃগুনন্দন রাজা শর্য্যাতিকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাজন্! আমি আপনার যজ্ঞ-সম্পাদন করিব; আপনি যজ্ঞীয় সম্ভার-সকল আহরণ করুন।" রাজা ভার্গববাক্য শিরোধারণপূর্ব্বক যজ্ঞোপযোগী প্রশস্ত দিবসে নানা সমৃদ্ধিসম্পন্ন যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই আয়তনে ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজা শর্য্যাতিকে যজ্ঞ করাইলে তদুপলক্ষে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন।

চ্যবন তপোধন সেই যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে অশ্বিনীকুমারদিগের নিমিত্ত সোমরস গ্রহণ করিলে ইন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "অশ্বিনীকুমারেরা দেবগণের চিকিৎসক, তাহাদিগের বৃত্তি অতি সামান্য; অতএব তাহারা কখন সোমার্হ হইতে পারে না।" চ্যবন কহিলেন, "দেবেন্দ্র! যে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারযুগল আমাকে অমরের ন্যায় অজর করিয়াছেন, তাঁহারা সোমরসভাজন না হইয়া কেবল আপনারাই সোমভাগী হইবেন, এ কথা অতি অযোগ্য; আপনি তাঁহাদিগকেও দেবতা বলিয়া বোধ করিবেন।" ইন্দ্র কহিলেন, "যাহারা চিকিৎসক, নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ও কামরূপী হইয়া মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করে, তাহারা কি জন্য সোমরসের যোগ্য হইবে?" দেবরাজ বাগাড়ম্বরপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ উহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভৃগুনন্দন চ্যবন তাঁহার প্রতি অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বয়ং অশ্বিনীকুমারের অংশ গ্রহণ করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "যদি তুমি স্বয়ং তাহাদিগের নিমিত্ত সোমরস গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি এই ভীষণদর্শন বজ্র-প্রহারে তোমার প্রাণ সংহার করিব।" ভার্গব দেবরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহাস্যবদনে তাঁহাকে উপেক্ষা করত সেই অনুত্তম সোমরস গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর শচীপতি ক্রোধভরে ভার্গবকে বজ্র-প্রহার করিতে উদ্যত হইলে মহাতপাঃ ভৃগুনন্দন তদীয়

বাহু সংস্তম্ভিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার মানসে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর তপোবলে মদ-নামে এক মহাবল-পরাক্রান্ত বিকটাকার মহাসুর সমুৎপন্ন হইল। নিখিল সুরাসুরেরাও তাহার শরীরনির্ণয় করিতে অসমর্থ। সেই মহাসুরের তীক্ষ্ণাগ্র দশন ও মুখমণ্ডল অতিশয় ভয়ঙ্কর। তাহার একটি হনু ভূমণ্ডলে ও অপরটি স্বর্গে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রধান প্রধান দন্তচতুষ্টয় শত-যোজন বিস্তীর্ণ এবং অপরাপর দন্তসকল দশ যোজন আয়ত, প্রাসাদ-শিখরাকার ও শূলাগ্র-সমদর্শন। তাহার বাহুযুগল অযুতযোজন বিস্তীর্ণ ও পর্ব্বতপ্রতিম, নেত্রদ্বয় চন্দ্রসূর্য্য-সদৃশ, বক্ত্র কালাগ্নি-সন্নিভ। সে যখন ভীষণানন ব্যাদান ও বিদ্যুচ্চপল জিহ্বা দ্বারা লেহন করত ইতস্ততঃ ঘোরতর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন, এককালে চরাচর বিশ্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই মহাসুর অতিভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জন-শব্দে ত্রিভুবন নিনাদিত করিয়া ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে ধাবমান হইল।

পঞ্চবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র সেই ভীষণানন জিঘাংসু অসুরকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় মুখব্যাদানপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে ধাবমান অবলোকন করিয়া, সৃক্কণী পরিলেহন করত ভয়বিহ্বল-চিত্তে চ্যবনকে কহিলেন, "হে বিপ্র! আমি সত্য বলিতেছি, অদ্য প্রভৃতি অশ্বিনীকুমারেরা সোমভাগী হইবেন; আর এই বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল যে, আপনার সমারম্ভ কদাচ মিথ্যা হইবে না। আমি নিশ্চয় জানিলাম যে, আপনি অনর্থকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না, অদ্য আপনি যেমন অশ্বিনীকুমারকে সোমভাজন করিলেন, সেইরূপ আপনার অসাধারণ ক্ষমতাও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে এবং সুকন্যাজনক শর্যাতির লোকাতিশায়িনী কীর্ত্তি জগতীতলে প্রথিত থাকিবে, এই নিমিত্তই আমি আপনার সহিত ঈদৃশ ব্যবহার করিয়াছি, এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রীত হউন; আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।"

দেবরাজের এবংবিধ বিনয়নম্র-বাক্য-শ্রবণে মহাত্মা ভার্গবের ক্রোধানল অচিরাৎ উপশম হইলে, তিনি তাঁহাকে মদাসুর হইতে মুক্ত করিলেন। পরে সেই মদ স্ত্রীজাতি, পান, অক্ষক্রীড়া ও মৃগয়াতে বিভক্ত করিয়া দিলেন; অনন্তর মহর্ষি চ্যবন সোমরস দ্বারা ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া নৃপতি শর্যাতির যজ্ঞ সমাপন ও তদীয় প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র প্রখ্যাপনপূর্ব্বক পতিপরায়ণা সুকন্যার সহিত অরণ্যে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! সেই মহর্ষি চ্যবনের এই পবিত্র সরোবর শোভা পাইতেছে, ইহাতে আপনি সোদরগণের সহিত পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করুন। পরে সিকতাক্ষ-তীর্থ দর্শন করিয়া সৈন্ধবারণ্যে গমনপূর্ব্বক কুল্যাসকল সন্দর্শন করিবেন; অনন্তর সমুদয় পুষ্করে অবগাহন করিয়া স্থাণুমন্ত্র জপ করত সিদ্ধিলাভ করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিস্থান প্রত্যক্ষ হইতেছে, এখানে স্নান করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। এই আর্চ্চীক-পর্ব্বত অতি উত্তম স্থান; ইহাতে মনীষিগণ বাস করেন, সর্ব্বদাই উত্তমোত্তম ফল, মূল ও জল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিশুদ্ধ সমীরণও নিরন্তর প্রবহমান হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! এই সকল বহুবিধ দেবচৈত্য সুশোভিত রহিয়াছে, এই চন্দ্রমা-তীর্থ, বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি বায়ুভোজী ঋষিগণ এই তীর্থে বাস করেন। এই তিনটি পবিত্র শৃঙ্গ এবং তিনটি প্রস্রবণ যথাক্রমে প্রদক্ষিণ করিয়া স্নান করুন। রাজা শান্তনু, শুনক, নর ও নারায়ণ ইহাঁরা এই তীর্থে সনাতন-স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই আর্চ্চীক-পর্ব্বতে দেবতারা নিত্য শয়ান আছেন; পিতৃগণ এবং মহর্ষিগণ এই স্থানে তপস্যা করিয়াছেন এবং সেই সকল ঋষিগণ এই স্থানে চরুভোজন করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করুন।

হে পাণ্ডবরাজ! এই স্রোতস্বতী যমুনাতে ভগবান্

কৃষ্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন, এই স্থানে নকুল সহদেব, ভীমসেন ও দ্রৌপদী প্রভৃতি আমরা সকলেই আপনার সহিত গমন করিব। হে মনুজেশ্বর! এই পবিত্র ইন্দ্রপ্রস্রবণ; যে স্থানে ধাতা, বিধাতা এবং বরুণ মহোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই স্থানে সেই সকল ধার্ম্মিক ক্ষমাশীলেরা বাস করিয়াছিলেন। ঋজুবুদ্ধি মৈত্রগণের পরম শুভকর এই গিরিবর দৃষ্ট হইতেছে। মহারাজ! এই মহর্ষিগণ-সেবিত পাপভয়নিবারিণী যমুনা; যে স্থানে রাজা সোমক, সাহদেবি ও মান্ধাতা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

ষড়্বিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! ত্রিলোক-বিশ্রুত নৃপসত্তম যুবনাশ্বনন্দন মান্ধাতা কিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন? সেই মহীপাল কিরূপে স্বর্গলোকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টগতি লাভ করিলেন ও সেই ভূপতিসত্তম কি নিমিত্তই বা মান্ধাতা নামে বিখ্যাত হইলেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই ধীমান্ মান্ধাতার চরিত্র কীর্ত্তন করুন।"

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা যুবনাশ্বতনয় যে নিমিত্ত লোকমধ্যে মান্ধাতা নামে বিখ্যাত হইলেন, তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, সাবধানে শ্রবণ করুন। ইক্ষ্বাকুবংশে যুবনাশ্ব নামে এক মহীপতি ছিলেন, তিনি সহস্র অশ্বমেধানুষ্ঠান ও অন্যান্য বহুবিধ ভূরিদক্ষিণ প্রধান প্রধান যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সন্তান-মুখদর্শনজনিত-সুখসম্ভোগে বঞ্চিত ছিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর তিনি স্বীয় অমাত্য-হস্তে সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং শাস্ত্রদৃষ্ট বিধির অনুসারে আত্মসংযম করত বনে বাস করিতে লাগিলেন।

তিনি একদা রজনীযোগে উপবাসক্লেশে সাতিশয় ক্লিষ্ট ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ভৃগুর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঐ যামিনীতে মহাত্মা ভৃগুনন্দন মহারাজ যুবনাশ্বের পুত্র নিমিত্ত এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপূত সলিল এক মহৎ কলসে সন্নিবেশিত ছিল। মহর্ষিগণ, রাজমহিষী কলসস্থ জলপান করিয়া শক্রতুল্য পুত্র প্রসব করিবেন, এই স্থির করিয়া যজ্ঞ-বেদীর উপর ঐ সকল সংস্থাপনপূর্ব্বক অচেতনপ্রায় হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। পিপাসা-শুষ্ককণ্ঠ নরপতি যুবনাশ্ব রাত্রিজাগরণ-শ্রান্ত মহর্ষিগণকে অতিক্রমপূর্ব্বক আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া বারংবার পানার্থ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু পিপাসায় কণ্ঠশুষ্ক হওয়াতে তাঁহার স্বর শকুনির স্বরের ন্যায় অবিস্পষ্ট হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত তিনি বারংবার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেও কেহ তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তিনি ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে তত্রত্য বেদীসন্নিবেশিত বারিপূর্ণ কলস অবলোকন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে তথায় গমনপূর্ব্বক সেই কুম্ভমধ্যস্থ সুশীতল জল পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি ভার্গব ও অন্যান্য মুনিগণ জাগরিত হইয়া দেখিলেন, কলস জলশূন্য রহিয়াছে। তখন তাঁহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "ইহা কাহার কর্ম্ম?" মহারাজ যুবনাশ্ব তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহর্ষিগণ! আমি পিপাসিত হইয়া এই জল পান করিয়াছি।" তখন ভগবান্ ভার্গব কহিলেন, "হে রাজন্! জলপান করা অতিশয় গর্হিত হইয়াছে। আমি আপনার পুত্রের নিমিত্তই দারুণ তপোনুষ্ঠান দ্বারা এই কুম্ভস্থ জলমধ্যে ব্রহ্ম-স্থাপন করিয়াছিলাম। আমার অভিলাষ ছিল যে, আপনার পত্নী এই জল পান করিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত তপোবলসংযুক্ত এক পুত্র প্রসব করিবেন এবং ঐ পুত্র স্বীয় বলপ্রভাবে ইন্দ্রকেও নিহত করিতে পারিবে; কিন্তু আপনি স্বয়ং সেই জল পান করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। জানিলাম, দৈববল অখণ্ডনীয়। এই জলপানে যে ফল হইবে, আমরা কোনক্রমেই তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হইব না। আপনি পিপাসিত হইয়া আমার তপোবীর্য্যসম্ভূত বিধিমন্ত্রপুরস্কৃত জল পান করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আপনিই পূর্ব্বোক্তরূপ পুত্র প্রসব করিবেন। আমরা যাহাতে আপনার শক্রসদৃশ

সন্তান সমুৎপন্ন হয় ও গর্ভধারণজন্য দুঃখভোগ করিতে না হয়, এরূপ এক পরমাদ্ভুত যজ্ঞানুষ্ঠান করিব।”

অনন্তর ক্রমে ক্রমে শত বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাত্মা যুবনাশ্ব-মহীপতির বামপার্শ্ব ভেদ করিয়া সূর্য্যসম-প্রভাসম্পন্ন মহাতেজাঃ এক কুমার বহির্গত হইল। তপস্যার আশ্চর্য্য প্রভাব! ঈদৃশ ব্যাপারেও মহীপতি যুবনাশ্বের মৃত্যু হইল না। তখন মহাতেজাঃ শক্র ঐ বালক-সন্দর্শনার্থ আগমন করিলে দেবগণ কহিলেন, “হে সুররাজ! এই কুমার উৎপন্ন বালক কি পান করিবে?” তখন দেবরাজ ইন্দ্র সেই বালকমুখে আপনার প্রদেশিনী প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, “এই বালক ‘মাং ধাস্যতি’ অর্থাৎ আমার এই প্রদেশিনীর রস পান করিবে।” এই নিমিত্ত দেবগণ ঐ বালকের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। ঐ শিশু শক্রের প্রদেশিনী প্রাপ্ত হইয়া ত্রয়োদশ বিতস্তিপরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। সুররাজ শতক্রতু মনে মনে সঙ্কল্প করিবামাত্র ঐ বালক সমুদয় বেদ, ধনুর্ব্বেদ, দিব্যাস্ত্র-সকল, আজগব নামক ধনু, স্বর্গোদ্ভব শর সমুদয় এবং অভেদ্য কবচ প্রাপ্ত হইলেন।

পরে যুবনাশ্বতনয় সুররাজ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রভাবে ত্রিলোক বিজয় করিলেন, তাঁহার আজ্ঞা অপ্রতিহত হইল এবং নানাবিধ রত্নজাত স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইতে লাগিল। এই রত্ন-সম্পূর্ণ বসুন্ধরা তাঁহারই ভোগ্য হইল। তিনি প্রভূত-দক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞ-সকল সম্পন্ন করত পরিশেষে চয়ন-ক্রতুর অনুষ্ঠান দ্বারা অপর্য্যাপ্ত পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিলেন। সেই ধর্ম্ম-পরায়ণ মহীপাল সাতিশয় শাসন দ্বারা এক দিনেই এই সসাগরা ধরা পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভূত-দক্ষিণ যজ্ঞসমূহের চৈত্য সমুদয় দ্বারা সমস্ত মহীমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণকে দশসহস্র-পদ্ম গো প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির সময় শস্যবৃদ্ধির নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে স্বয়ং জলবর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি সোমকুলসমুৎপন্ন মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী গান্ধারাধিপতিকে নিশিত শরদ্বারা সংহার করিয়াছিলেন। সেই অমিততেজাঃ ভূপতি চতুর্ব্বিধ প্রজাপালন [illegible] দ্বারা সমুদয় লোককে তাপিত ও আস্থির [illegible] সেই সূর্য্যসদৃশ তেজঃসম্পন্ন মহীপ [illegible] এই পরম পবিত্র প্রদেশ [illegible]। হে মহারাজ! আমি [illegible] মান্ধাতার অলোকসামান্য জন্ম [illegible] সমুদায় চরিত্র কীর্ত্তন করিলাম।

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির [illegible]-বণান্তর মহীপাল সোমক [illegible] করিলেন।

সপ্তবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়

[illegible] মহারাজ সোমক কিরূপ [illegible] করিয়া বলবীর্য্য প্রকাশ [illegible] সাতিশয় বাসনা হইতেছে।

লোমশ কহিলেন [illegible] সোমক নৃপতি [illegible] ধার্ম্মিক ছিলেন [illegible] ছিল। বহুকাল অতীত হইল [illegible] কাহারও গর্ভে অপত্য লাভ [illegible] হইল না। পরিশেষে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় [illegible] মধ্যে একজনের গর্ভে জন্তু [illegible] মাতৃগণ কামভোগের প্রতি [illegible] সতত সেই পুত্রটির চতুর্দ্দিকে [illegible]

একদা একটা [illegible] কটিদেশে দংশন করিলে বালক [illegible] ক্রন্দন করিতে লাগিল। [illegible] সাতিশয় দুঃখিত-চিত্তে তাহা [illegible] চীৎকার-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। [illegible] সোমক সভামধ্যে ঋত্বিক্‌ [illegible] উপ-বিষ্ট ছিলেন, এমত [illegible] হইতে ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি সেই বৃত্তান্ত-সকল [illegible] দৌবারিককে প্রেরণ করিলেন। [illegible] বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়া রাজসমীপে নিবেদন করিলে তিনি

তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ সোমক ঋত্বিক্ ও অমাত্যগণ সহ অন্তঃপুর হইতে সভামণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হায়! এক পুত্র কি কষ্টদায়ক! উহা অপেক্ষা অপুত্র হওয়া উত্তম। একপুত্রতা চিররোগিতা অপেক্ষাও ক্লেশকর। আমি পুত্রলাভেচ্ছায় এই এক শত পত্নীর পরীক্ষা করিয়া পাণিগ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু কাহারও গর্ভে অপত্য উৎপন্ন হইল না; কেবল এই একমাত্র জন্তু বহুপ্রযত্নে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। হায়! ইহার পর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? আমার ও পত্নী-সমুদয়ের বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইয়াছে, পুত্রলাভের আর সম্ভাবনা নাই; ঐ এক পুত্রেই আমাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পিত হইয়াছে; অতএব হে দ্বিজোত্তম! যদি এমত কোন কর্ম্ম থাকে, যাহাতে শত পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা আদেশ করুন; ঐ কার্য্য লঘু বা মহৎ, সুকর বা দুষ্কর হউক, অবশ্যই সম্পন্ন করিব।"

ঋত্বিক্ কহিলেন, "হে মহারাজ! শত পুত্র সমুৎপন্ন হইতে পারে, এমত কর্ম্ম আছে। যদি আপনি তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়েন, তবে আদেশ করি।" সোমক কহিলেন, "হে ভগবন্! যদ্দ্বারা শত পুত্র সমুৎপন্ন হইতে পারে, এমত কোন কার্য্য কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য হইলেও আমি তাহা অবশ্যই সম্পন্ন করিব, সন্দেহ নাই।"

অনন্তর ঋত্বিক্ কহিলেন, "হে রাজন্! আমি আমার ভবনে এক যজ্ঞ করিব, সেই যজ্ঞে আপনাকে স্বীয় আত্মজ জন্তুর বসার দ্বারা আহুতি প্রদান করিতে হইবে। সেই সময়ে আপনার পত্নীগণ আহুতিসমুত্থিত ধূম আঘ্রাণ করিলে তাঁহারা সকলেই এক এক মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন, আর ঐ জন্তুও আপনার যে পত্নীর গর্ভে জন্মিয়াছে, পুনরায় তাঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে, উহার বামপার্শ্বে এক অপূর্ব্ব সৌবর্ণ-চিহ্ন থাকিবে।

অষ্টাবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়

সোমক কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! এই যজ্ঞে যেরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা সমুদয় করুন, আমি পুত্রলাভার্থ আপনার বাক্যানুসারে কার্য্য করিব।" তখন ঋত্বিক্ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া রাজমহিষীগণের নিকট হইতে জন্তুকে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলে, পুত্রবৎসলা রাজমহিষীগণ ঋত্বিকের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক তনয় গ্রহণ করিবার মানসে 'হা হতাস্মি' বলিয়া রোদন করিতে করিতে বালকের দক্ষিণকর গ্রহণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; ঋত্বিক্ও তাহার বামহস্ত ধারণ করত বলপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তখন রাজমহিষীগণ উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়া কেবল কুররীকুলের ন্যায় করুণ-স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্ সেই বালককে সংহার করিয়া তাহার বসা গ্রহণপূর্ব্বক বিধিবৎ আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজমহিষীগণ তাহার ধূম আঘ্রাণপূর্ব্বক শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সহসা বসুধাতলে নিপতিত হইলেন।

কিয়দ্দিন পরে রাজমহিষীগণ সকলেই গর্ভবতী হইলেন। দশম মাস পূর্ণ হইলে তাঁহাদের সকলেরই এক এক পুত্র সমুৎপন্ন হইল। জন্তু সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পূর্ব্ব-গর্ভধারিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। রাজমহিষীরা স্ব স্ব প্রসূত পুত্রগণ অপেক্ষা জন্তুকে সমধিক স্নেহ করিতেন। জন্তুর বাম-পার্শ্বে ঋত্বিকের বচনানুরূপ সৌবর্ণ-চিহ্ন লক্ষিত হইল, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জন্তু গুণেও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহারাজ সোমকের ঋত্বিক্ কালগ্রাসে নিপতিত হইলে, কিয়ৎকাল পরে মহীপতি সোমকও পরলোকযাত্রা করিলেন। তিনি শমনসদনে গমন করিয়া দেখিলেন, স্বীয় ঋত্বিক্ ঘোরতর নরকে নিপতিত রহিয়াছেন। তখন তিনি ঋত্বিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দ্বিজবর! আপনি কি নিমিত্ত এই ঘোর নরকে নিপতিত রহিয়াছেন?" ঋত্বিক্ কহিলেন, "হে রাজন্!

আমি আপনার যে সেই যজ্ঞানুষ্ঠান করাইয়াছিলাম, তাহারই ফলভোগ করিতেছি।” মহাত্মা সোমক-মহীপতি ঋত্বিকের বচন-শ্রবণানন্তর যমকে কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! আমার যাজককে এই নরক হইতে বিমুক্ত করুন; আমি স্বয়ং এই নরকাগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিব, ইনি আমার গুরু, আমারই নিমিত্ত এই নরকানলে দগ্ধ হইতেছেন।” যম কহিলেন, “হে রাজন্! একজনের কর্ম্মফল অন্যে ভোগ করিতে পারে না। ঐ দেখ, তোমার সমুদয় সৎকর্ম্মের ফল বিদ্যমান রহিয়াছে।” সোমক কহিলেন, “এই ব্রহ্ম-বাদী ব্যক্তি ব্যতিরেকে আমি পবিত্র লোক ভোগ করিতে বাসনা করি না; স্বর্গেই হউক আর নরকেই হউক, আমি ইহাঁর সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি। ইহাঁর ও আমার কর্ম্ম-সকল সমান, অতএব আমাদের দুই জনের পুণ্যাপুণ্য-ফল সমান হউক।” যম কহিলেন, “যদি তোমার এইরূপ অভি-লাষ হইয়া থাকে, তবে উহাঁর সহিত সমকাল নরক-ভোগ কর, পরিশেষে তোমরা উভয়েই সদ্-গতি লাভ করিবে।”

গুরুপ্রিয় মহারাজ সোমক যমের বচনানুসারে গুরুর সহিত কিয়ৎকাল নরক-ভোগ করত ক্ষীণ-পাপ ও বিমুক্ত হইয়া পরিশেষে তাঁহার সহিত স্বকর্ম্ম-নির্জ্জিত চিরাভিলষিত শুভফল-সমুদয় লাভ করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! সেই মহাত্মা রাজর্ষির এই পরম-পবিত্র আশ্রম অগ্রে বিরাজিত রহিয়াছে। ক্ষমাশীল হইয়া এই আশ্রমে ছয় রাত্রি বাস করিলে সদ্গতিলাভ হয়। হে ধর্ম্মাত্মন্! আমরা বিগতক্লম হইয়া সংযত-চিত্তে এই স্থানে ছয় রাত্রি বাস করিব, আপনি সজ্জীভূত হউন।

ঊনত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! প্রজাপতি স্বয়ং পূর্ব্বে এই স্থানে ইষ্টাকৃত নামে সহস্র-বর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। নাভাগনন্দন অম্বরীষ এই যমুনা-সমীপে যজ্ঞ করিয়া সদস্যগণকে দক্ষিণাস্বরূপ দশ পদ্ম গো দানপূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যাদ্বারা পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি যাগশীল, পুণ্যকর্ম্মা, সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ও অমিততেজাঃ, যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেন, এই সেই নহুষাত্মজ যযাতির যজ্ঞভূমি দেখুন। এই ভূমি নানা-বিধ আকৃতিবিশিষ্ট বহ্নিস্থাপনের স্থণ্ডিলে নিচিত হওয়াতে বোধ হয় যেন, যযাতির যজ্ঞকর্ম্মে আক্রান্ত হইয়া নিমগ্ন হইতেছে এবং এই একপত্রা শমী ও মনোহর পানপাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এ দিকে পঞ্চ রামহ্রদ ও নারায়ণাশ্রম অবলোকন করুন। যিনি যোগপ্রভাবে মহীতলে বিচরণ করিতেন, এই রৌপ্য-বর্ণ তটিনী-সমীপে সেই অমিততেজাঃ চর্চ্চীক-পুত্রের সঞ্চারণভূমি।

এই স্থানে উদূখলভূষণা অতি-ভীষণা পিশাচী যাহা কহিয়াছিল, আমি সেই কিংবদন্তী পাঠ করি-তেছি, শ্রবণ করুন। ‘যুগন্ধর প্রদেশের দধি-প্রাশন, অচ্যুতস্থলে বাস ও ভূতিলয়-স্থানে স্নান করত সপুত্রা হইয়া এই তীর্থে বাস করা উচিত; নতুবা এই স্থানে এক রাত্রি বাস করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় দিন বাস করাতে তোমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে; কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিলে ইহা অপেক্ষা দুরবস্থা ঘটিবে।

অর্থাৎ এক ব্রাহ্মণী পুত্র-সমভিব্যাহারে এই তীর্থে স্নান করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ যুগন্ধর-দেশের দধি ভোজন করেন। তথায় উষ্ট্রী ও গর্দ্দভী প্রভৃতির দুগ্ধে দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং উহা ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি অচ্যুতস্থল-নামক সঙ্করজাতির গ্রামে বাস করিয়াছিলেন; তাহাও ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। তৃতী-য়তঃ ভূতিলয়-নামক গ্রামের যে নদীতে মৃত ব্যক্তির শরীর নিক্ষেপ করে, তিনি তথায় স্নান করিয়াছিলেন; উহাও পাপজনক। এইরূপ উক্ত শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পাপভাগী হইয়া তীর্থ-বাসে অনধিকারিণী হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এক পিশাচী আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণীকে প্রথমতঃ নিষেধ করিল, তিনি তাহা অবহেলন করিয়া তথায় এক রাত্রি বাস

কহিলেন [illegible] লোমশবশ হইয়া তাঁহার [illegible] নিনষ্ট করিয়া এই কথা [illegible]।

[illegible] দাম-প্রাণনাদি ক [illegible] এক বর্ষকাল বাস করি[illegible] অনন্তভাগী হইবে [illegible] নিমিত্ত এই পিশাচ[illegible] অলকণ্ঠ তাকা।

হে কুরু[illegible] ক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ, অতএব [illegible] যামিনী যাপন করুন।

হে [illegible] সমাপ্ত রত্নসমূহ দ্বারা [illegible] বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি[illegible] এই যমুনাতীরগত [illegible] নির্দ্দেশ করেন। মহর্ষিগণ [illegible] করিয়া এই [illegible] করিতেন। নানা যজ্ঞের [illegible] ভারত ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী [illegible] এই স্থানে অশ্বমেধ-যজ্ঞের [illegible] পবিত্র অশ্ব পবি [illegible] ত্যাগ করি[illegible] মহর্ষি সংবর্ত্ত কর্ত্তৃক [illegible] তীর্থে অত্যুত্তম যজ্ঞের অনু[illegible]। এই তীর্থে স্নান [illegible] করিতে সমর্থ ও দুষ্কৃত হইতে বিমুক্ত হন, অতএব এই স্থানে স্নান করুন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ সেই তীর্থে অবগাহন করিলেন ও তদনন্তর মহর্ষিগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে [illegible]। তিনি তখন লোমশ মুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে সত্য-বিক্রম! [illegible] এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই তপঃ-প্র[illegible] অর্জ্জুনকে দর্শন করিতেছি।”

[illegible] কহিলেন, হে [illegible]বাহো! মহর্ষিগণ এব-স্প্রকারে [illegible] দেবরাজকে দর্শন করেন, এই পুণ্যশীলজন-পারিষৎ পুণ্যদা সরস্বতীতে স্নান করিলে বিগতপাপ হইবেন। ঋষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণ এই স্থানে সারস্বত-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রজাপতির পঞ্চ যোজন আয়তা বেদী ও মহাত্মা কুরুর ক্ষেত্র এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! এই তীর্থে তনুত্যাগ করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়; এই নিমিত্ত সহস্র সহস্র মানব মর্ত্তুকাম হইয়া এই স্থানে আগমন করে। পূর্ব্বে দক্ষ এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, যে সকল মনুষ্য এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে।

হে মহারাজ! এই প্রবাহবতী সরস্বতী দৃষ্ট হইতেছে, ইহার অনতিদূরে নিষাদরাজ্যের দ্বার-স্বরূপ বিনশন-প্রদেশ। সরস্বতী নদী নিষাদগণের দোষে দাতিশয় বিরক্ত হইয়া এই স্থানে মহীতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে স্থানে সরস্বতী দৃষ্টি-গোচর হইতেছেন, ঐ স্থান চমসোদ্ভেদ নামে বিখ্যাত। সমুদয় পবিত্র কল্লোলিনী ঐ স্থানে আগমন করিয়া সরস্বতীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

যে স্থানে লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এই সেই মহান্ সিন্ধুতীর্থ। এই ইন্দ্রের প্রিয়তম পবিত্র প্রভাস তীর্থ বিরাজমান রহিয়াছে। এই বিষ্ণুপদ নামে অত্যুত্তম তীর্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ঐ পরম-পাবনী সুরম্যা বিপাশা নদী, ভগবান বশিষ্ঠ-ঋষি পুত্রশোকে স্বয়ং পাশবদ্ধ হইয়া ঐ নদীতে নিমগ্ন হয়েন, পশ্চাৎ বিপাশ হইয়া উত্থান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম বিপাশা হইয়াছে। সকল-পুণ্যের আয়তন মহর্ষিগণসেবিত এই কাশ্মীরমণ্ডল অবলোকন কর, এই স্থানে উদীচ্য-ঋষিগণ ও যযাতি এবং অগ্নি ও কাশ্যপ-সংবাদ সংঘটিত হইয়াছিল। এই স্থান দিয়া মানস-সরোবরে গমন করিতে হয়।

সত্যপরাক্রম শ্রীরাম এই গিরির অভ্যন্তরে বসতি-স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বিদেহ-নগরের উত্তরে

উহার দ্বার। ঐ স্থান এরূপ দুর্গম যে, সমীরণও উহার দ্বার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুগাবসানসময়ে এই স্থানে হরপার্ব্বতী ও তাঁহাদিগের পারিষদ্‌গণের সাক্ষাৎকারলাভ হয়। যাজকগণ পরিবারের কল্যাণ-কামনায় চৈত্র মাসে এই সরোবরে নানাবিধ যজ্ঞ দ্বারা পিনাকপাণির পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই সরোবরে শ্রদ্ধাসহকারে অবগাহন করে, সে বিধূতপাপ হইয়া শুভলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

এই স্থান উজ্জানক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কার্ত্তিকেয় ও অরুন্ধতী-সহায় ভগবান্ বশিষ্ঠ এই স্থানে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই কুশবান্ নামে হ্রদ; যাহাতে প্রচুর কুশেশয় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রুক্মিণীর আশ্রম, জিতকোপনা রুক্মিণী এই আশ্রমে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। হে কৌন্তেয়! যে পর্ব্বত অবলোকন করিলে সমাধিজনিত সকল ফললাভ হয়, আপনি তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, এক্ষণে সেই ভৃগুতুঙ্গ-নামক মহাগিরি দর্শন করুন।

হে রাজেন্দ্র! এই কল্মষনাশিনী বিতস্তা-নদী অবলোকন করুন, ঐ যমুনার উভয় পার্শ্বে জলা ও উপজলানাম্নী বিমলসলিলশালিনী দুইটি তটিনী বিদ্যমান রহিয়াছে, উহার জল অতি সুশীতল ও নির্ম্মল; মুনিগণ এই দুইটি তটিনীর তটে অধিবাস করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে উশীনর যজ্ঞানুষ্ঠান-প্রভাবে বাসবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বাসব ও বহ্নি মহাত্মা উশীনর নরপতিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজসভায় আগমন করিলেন। অনন্তর যৎকালে রাজা উশীনর যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন,তখন দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেনমূর্ত্তি ও হুতাশন কপোতরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইলেন। কপোতরূপী হুতাশন শ্যেনভয়ে ভীত ও শরণার্থী হইয়া উশীনর-নৃপতির উরুদেশমধ্যে লুক্কায়িত হইলেন।

একত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

তখন শ্যেনরূপী ইন্দ্র উশীনরের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "হে রাজন্! সমুদয় ভূপালগণ আপনাকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অতএব আপনি কি নিমিত্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইলেন? আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি; আপনি ধর্ম্মলাভ-লোভে কদাচ চিরবিহিত ভক্ষ্য কপোতকে রক্ষা করিবেন না, তাহা হইলে আপনাকে ক্ষুধার্ত্তের আহার হরণজন্য পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হইবে।"

রাজা কহিলেন,"হে বিহগরাজ! এই কপোত তোমার ভয়ে ভীত হইয়া জীবিত-প্রত্যাশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে; অতএব ইহাকে পরিত্যাগ না করাই পরম ধর্ম্ম, তাহা কি তুমি জান না? এই কপোত প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া জীবন-রক্ষার্থ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে ইহাকে পরিত্যাগ করা অতি গর্হিত। ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা করিলে যেরূপ পাপ হয়, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে তদ্রূপ পাপ জন্মে।"

শ্যেন কহিল, "মহারাজ! সমুদয় জীব আহার হইতে উৎপন্ন হইয়া আহার দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আহার করিয়াই জীবিত থাকে। জীবগণ দুস্ত্যাজ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়াও চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু ভোজন পরিত্যাগ করিলে কদাচ জীবন-রক্ষা হয় না; অতএব আহারবিরহে আমার প্রাণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে প্রস্থান করিবে। আমার মৃত্যু হইলে পুত্র-কলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গও বিনষ্ট হইবে। হে মহারাজ! আপনি একটি প্রাণীর প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত বহু প্রাণীর প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে সত্যবিক্রম! যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তরবিরোধী, তাহা কখন ধর্ম্ম নহে, পরস্পর অবিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম, অতএব যাহাতে বাধা নাই, সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে অথবা উভয় ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনা করত যাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা, তাহারই অনুসরণ করিবে।"

রাজা কহিলেন, "হে বিহগবর! তুমি কি অসন্দিহান ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি যেরূপ কল্যাণকর বাক্য কহিতেছ, ইহাতে বোধ হয়, তোমার কিছুই অবিদিত নাই। হে বিহঙ্গম! তুমি কি প্রকারে শরণার্থীকে পরিত্যাগ করা সাধুধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ? ভোজনই তোমার প্রয়োজন, অতএব তুমি অন্য প্রকারে অধিকতর আহার আহরণ করিতে পার; আমিও আজি তোমার নিমিত্ত গো, বৃষ, বরাহ, মহিষ প্রভৃতি পশু আহরণ করিতে পারি অথবা অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে তাহাও এক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারে।"

শ্যেন কহিল, "হে মহীপাল! মৃগ, বরাহ প্রভৃতি কোন জন্তুকেই আমি ভক্ষণ করি না, অতএব অন্য কোন প্রাণীতে প্রয়োজন নাই। বিধাতা আমার যে আহার বিধান করিয়াছেন, আমাকে তাহাই প্রদান করুন। শ্যেনপক্ষী কপোতকে ভক্ষণ করে, আমাদের এই চিরন্তন বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। হে রাজন্! সারাংশ পরীক্ষা না করিয়া কদলীকাণ্ডে আসক্ত হইবেন না।"

রাজা কহিলেন, "হে পতঙ্গম! তোমাকে শিবিদিগের সুসমৃদ্ধ রাজ্য প্রদান করিতেছি অথবা আর যাহা কিছু প্রার্থনা কর, তৎসমুদয় প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই শরণাগত ভীত কপোতকে কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিব না। যেরূপ ধর্ম্ম করিলে তুমি এই পক্ষীকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হও, বল, আমি এক্ষণেই উহা সম্পন্ন করিব, তথাপি এই কপোতকে প্রদান করিব না।"

শ্যেন কহিল, "হে নরাধিপ! যদ্যপি এই কপোত আপনার স্নেহভাজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আত্মমাংস কর্ত্তন করিয়া তুলাদ্বারা কপোতের সহিত পরিমাণ করুন। যখন সেই মাংস কপোতভারের সমতুল হইবে, তখন তাহা আমাকে প্রদান করিবেন, তাহা হইলেই আমি পরম পরিতুষ্ট হইব।" রাজা কহিলেন, "হে শ্যেন! তুমি আমার নিকটে এই প্রার্থনা করিয়া সাতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে, আমি এক্ষণেই আপন মাংস কপোতের সহিত তুলাতে পরিমাণ করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি।"

পরম-ধার্ম্মিক রাজা উশীনর এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া আপন মাংস কর্ত্তন করত তুলাযন্ত্রে প্রদানপূর্ব্বক কপোতকে অর্পণ করিলে, কপোত-ভারই গুরুতর হইয়া উঠিল। তখন তিনি পুনর্ব্বার আত্মমাংস কর্ত্তন করিয়া তাহাতে প্রদান করিলেন, তথাপি কপোতের সমান হইল না।" সমুদয় মাংস নিঃশেষে কর্ত্তন করিলেও যখন কপোতের সমতুল হইল না, তখন স্বয়ং সেই তুলাতে আরোহণ করিলেন।

শ্যেন কহিল, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ইন্দ্র এবং এই কপোত হুতাশন। আমরা তোমার ধার্ম্মিকতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আপনার গাত্র হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া যে সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলে, উহা সমুদয় লোকে প্রথিত হইবে। যাবৎ মনুষ্যকুল তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে, তাবৎ তোমার কীর্ত্তিও পুণ্যলোকে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।" দেবরাজ পাকশাসন ও হুতাশন এই কথা কহিয়া সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। রাজা উশীনরও ধর্ম্ম-প্রভাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য উজ্জ্বল করত দেদীপ্যমানকলেবর হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

হে রাজন্! এই সেই মহাত্মা উশীনরের নিকেতন অবলোকন করুন। এই স্থান অতি পবিত্র ও কলুষনাশন। পুণ্যবান্ মহোদয়েরা এই স্থানে দেব ও সনাতন ঋষিগণকে দর্শন করিয়া থাকেন।

দ্বাত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যে মন্ত্রবিদগ্ধবুদ্ধি উদ্দালক-তনয় শ্বেতকেতু পৃথিবীতলে অদ্যাপি বিখ্যাত রহিয়াছেন, এই সেই মহর্ষির নানাবিধ ফলশালী আশ্রমপদ দৃষ্ট হইতেছে। শ্বেতকেতু এই স্থানে মানুষরূপধারিণী সাক্ষাৎ সরস্বতীকে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন যে, "আমি বাণীকে জানিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতেছি।" হে রাজন্! ঐ যুগে কহোড়নন্দন অষ্টাবক্র ও উদ্দালকতনয় শ্বেতকেতু এই দুই দেববিদগ্রগণ্য মুনি ছিলেন; উঁহাদের পরস্পর

মাতুলভাগিনেয় সম্পর্ক। উহাঁরা দুই জনে মহী-পতি বিদেহরাজের যজ্ঞায়তনে প্রবেশপূর্ব্বক বিবাদ-বিষয়ে বন্দীকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন। যে অষ্টাবক্র জনক-রাজার যজ্ঞে বাদী হইয়া বাদানুবাদে বন্দীকে পরাজয় করিয়া নদীতে নিমগ্ন করেন, সেই অষ্টা-বক্র উদ্দালকের দৌহিত্র। হে কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সেই মহর্ষি উদ্দালকের আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক কিয়ৎকাল বাস কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! যে অষ্টাবক্র বন্দীকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাব কি প্রকার? আর কি নিমিত্তই বা তিনি অষ্টাবক্র নামে বিখ্যাত হইলেন? এই সমুদয় বৃত্তান্ত বিশেষরূপে বর্ণন করুন।"

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! মহর্ষি উদ্দাল-কের কহোড় নামে এক শিষ্য ছিলেন। কহোড় সতত আচার্য্যের বশবর্ত্তী ও শুশ্রূষাপরবশ হইয়া বহুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা একাগ্র-চিত্তে স্বীয় আচার্য্যের পরিচর্য্যা করিতেন। মহর্ষি উদ্দালক তাঁহার পরিচর্য্যাদর্শনে প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সমুদয় শ্রুতি প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় কন্যা সুজাতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর সুজাতা গর্ভ ধারণ করিলেন।

একদা সুজাতার গর্ভস্থিত হুতাশন-সম-প্রভাব-সম্পন্ন বালক মাতৃগর্ভ হইতে অধ্যয়নশীল স্বীয় পিতা কহোড়কে কহিলেন, "হে তাত! আপনি সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করেন, কিন্তু আপনার অধ্যয়ন সম্যক্ হয় না। আমি আপনার প্রসাদে এই গর্ভাবস্থা-তেই সমুদয় সাঙ্গ বেদ, সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; অতএব আমি শ্রবণ করিতেছি, আপনার অধ্যয়ন উত্তমরূপ হইতেছে না।" মহর্ষি কহোড় শিষ্যগণমধ্যে গর্ভস্থ বালককর্ত্তৃক এইরূপ অবমানিত হইয়া রোষভরে তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন, 'তুমি গর্ভে থাকিয়া আমার প্রতি এইরূপ অবমাননা-বাক্য প্রয়োগ করিতেছ; অতএব তোমার কলে-বরের অষ্টস্থল বক্র হইবে।' কহোড়নন্দন পিতার শাপানুসারে বক্র হইয়াই জন্মপরিগ্রহ করিলেন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অষ্টাবক্র বলিয়া বিখ্যাত হয়। শ্বেতকেতু অষ্টাবক্রের মাতুল ও তাঁহার সমবয়স্ক ছিলেন।

ক্রমে ক্রমে গর্ভের উপচয় হওয়াতে সুজাতা সাতি-শয় পীড্যমানা হইয়া নির্জ্জনে স্বীয় স্বামী কহোড়কে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, 'হে মহর্ষে! আমার দশম মাস সমুপস্থিত; আপনি নিতান্ত নির্ধন; এ সময়ে অর্থ ব্যতীত আমি কিরূপে এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইব?' কহোড় ভার্য্যার বাক্যশ্রবণে ধনার্থী হইয়া জনক-রাজার নিকট গমন করিলে তত্রত্য বাদবেত্তা বন্দী তাঁহাকে বাদে পরাজয় করিয়া জলে নিমগ্ন করিল। মহর্ষি উদ্দালক স্বীয় জামাতার বৃত্তান্ত অব-গত হইয়া সুজাতার নিকট সমুদয় প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎসে! তোমার পুত্র যেন এই বৃত্তান্ত কোন প্রকারে অবগত হইতে না পারে।' সুজাতা স্বীয় পিতৃবাক্যানুসারে সেই বৃত্তান্ত নিজ তনয়ের অগোচরে রাখিলেন। তন্নিমিত্ত অষ্টাবক্র ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি উদ্দালককে পিতা ও শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা বলিয়া জানিতেন।

ক্রমে অষ্টাবক্রের দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে একদা তিনি উদ্দালকের অঙ্কে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে শ্বেতকেতু ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে হস্তধারণ-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিলে তিনি ক্রন্দন করিতে লাগি-লেন। তখন শ্বেতকেতু কহিলেন, 'হে অষ্টাবক্র! এ তোমার পিতৃক্রোড় নহে।' অষ্টাবক্র শ্বেতকেতুর এইরূপ দুরুক্তি-শ্রবণে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া দুঃখিত-চিত্তে গৃহে গমনপূর্ব্বক স্বীয় মাতাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, 'জননি! আমার পিতা কোথায়?' সুজাতা পুত্রের বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত ও শাপভয়ে একান্ত ভীত হইয়া তাঁহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত কহিলেন। তখন অষ্টাবক্র মাতৃমুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রজনীযোগে শ্বেতকেতুকে কহিলেন, 'কল্য আমরা দুই জনে জনক-রাজার যজ্ঞে গমন করিব। শ্রবণ করিয়াছি, ঐ যজ্ঞ বহুবিধ আশ্চর্য্যে পরিপূর্ণ; আমরা তথায় গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণের বিবাদ শ্রবণ ও বিপুল

অর্থ উপার্জ্জন করিব। তত্রত্য শাস্ত ও সৌম্য ব্রহ্মঘোষ-শ্রবণে আমাদের বিচক্ষণত্বলাভ হইবে।'

অনন্তর মাতুল ও ভাগিনেয় উভয়ে জনক-রাজার যজ্ঞে গমন করিলেন। পথিমধ্যে রাজার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকারলাভ হওয়াতে তাঁহারা গমনে নিবারিত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, "হে রাজন্! পথিমধ্যে যাবৎকাল ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ অগ্রে অন্ধ, তৎপরে বধির, স্ত্রী, ভারবাহ ও রাজারা ক্রমান্বয়ে গমন করিবে; কিন্তু ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণকে পথ প্রদান করিতে হইবে; ব্রাহ্মণের অগ্রে কাহারও গমন করা বিধেয় নহে।"

জনক কহিলেন, "আমি আপনাকে পথ প্রদান করিলাম, এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে গমন করুন। অগ্নি অল্পপরিমাণ হইলেও তাহার দাহিকা-শক্তির হ্রাস হয় না; ইন্দ্রও সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া থাকেন, অতএব আপনি যে স্থানে ইচ্ছা হয়, গমন করুন।"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "হে রাজন্! আমরা যজ্ঞ-দর্শন নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমরা অতিথি; যজ্ঞাঙ্গনে প্রবেশ করিতে অভিলাষী; আপনি অনুগ্রহ করিয়া দ্বার প্রদান করিতে অনুমতি করুন। হে জনক! আমরা যজ্ঞ-দর্শন এবং তোমার সাক্ষাৎকারলাভ ও আলাপ করিবার নিমিত্ত এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এই দ্বারপাল দ্বার অবরোধ করাতে আমাদের ক্রোধানল সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছে।"

তখন দ্বারপাল কহিল, "হে ব্রাহ্মণদারক!! আমরা বন্দীর আজ্ঞাকারী; আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই যজ্ঞস্থলে বৃদ্ধ বিদগ্ধ ব্রাহ্মণগণেরই প্রবেশ করিতে অনুমতি আছে; বালকদিগের প্রবেশের অধিকার নাই।"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "হে দ্বারপাল! যদি এ স্থানে বৃদ্ধগণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়েন, তবে আমারও ইহাতে প্রবেশের অধিকার আছে। আমি চরিতব্রত ও বেদপ্রভাবসম্পন্ন হইয়া বৃদ্ধস্থানীয় হইয়াছি। আমি গুরুশুশ্রূষানিরত, জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানবান্: অতএব আমাকে বালকজ্ঞানে তাচ্ছল্য করিও না, অগ্নি অল্পমাত্র হইলেও স্পর্শমাত্র দগ্ধ করে।"

দ্বারপাল কহিল, "হে ব্রাহ্মণকুমার! যদি তুমি অভিজ্ঞ হও, তবে মহর্ষিসেবিত একাক্ষর ও বহুরূপ কর্ম্মকাণ্ডাধিক্যসম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ কর। তুমি আপনাকে কখন অভিজ্ঞ জ্ঞান করিও না, বৃথা কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ? বিদ্বান্ অতি সুদুর্ল্লভ।"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "কেবল কায়বৃদ্ধিতেই বৃদ্ধভাব হয় না, উহাতে অনেক জ্ঞানের অপেক্ষা করে, শাল্মলিবৃক্ষেরও অনেক অষ্ঠীলা জন্মে. কিন্তু তাহাতে উহার কিছুমাত্র সারবত্তা সমুৎপন্ন হয় না। যাহা হ্রস্ব ও কৃশ, কিন্তু ফলবান্, সেই পাদপই যথার্থ বৃদ্ধভাবাপন্ন; কিন্তু যাহার ফল নাই, তাহার বৃদ্ধত্ব কোথায়?"

দ্বারপাল কহিল, "বালকগণ বৃদ্ধদিগের নিকট হইতে বুদ্ধি গ্রহণপূর্ব্বক কালক্রমে বৃদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু অল্পকালমধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জন হওয়া অসম্ভব। হে বালক! তুমি বৃথা কেন বৃদ্ধের ন্যায় বাক্যব্যয় করিতেছ?"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "হে দৌবারিক! কেবল পলিত হইলেই বৃদ্ধ হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি বালক হইয়াও প্রজ্ঞাবান্ হয়, দেবগণ তাহাকে স্থবির বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কি বয়স, কি পলিত, কি ঐশ্বর্য্য, কি বন্ধু কিছুতেই বৃদ্ধ হইতে পারে না; যে ব্যক্তি সাঙ্গবেদসম্পন্ন, ঋষিগণ তাঁহাকেই মহান্ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আমরা রাজসভায় বন্দীকে অবলোকন করিবার মানসে আগমন করিয়াছি। হে দ্বারপাল! তুমি জনকনৃপতির নিকট আমার আগমন-বার্ত্তা নিবেদন কর; তুমি অবশ্যই দেখিবে, অদ্য আমি পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ও বাদে বন্দীকে নিশ্চয়ই পরাজয় করিব। আজি রাজা ও পুরোহিতপ্রমুখ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা সকলে অবাক্ হইয়া আমার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ পরীক্ষা করিবেন।"

দ্বারপাল কহিল, "হে ব্রাহ্মণকুমার! তুমি দশবর্ষ-বয়স্ক; কিরূপে সুশিক্ষিত ও বিদ্বান্‌দিগের প্রবেশ্য যজ্ঞসভায় প্রবেশ করিবে? আমি কৌশলক্রমে তোমাকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা বরিতেছি; তুমিও স্বয়ং যথাবিধি যত্ন কর।"

তখন অষ্টাবক্র জনক-রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে জনকবংশাবতংস মহারাজ! আপনি সম্রাট্ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন; আপনি যজ্ঞীয় কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে পূর্ব্বতন রাজা যযাতির ন্যায় প্রশংসা ভাজন। শুনিয়াছি, আপনার বন্দী প্রভুত বিদ্যাসম্পন্ন; সে বাদে অন্য বিদ্বান্‌দিগকে পরাজয় করিয়া আপনার পুরুষগণ দ্বারা জলে নির্মজ্জিত করে। হে রাজন্! আমি এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণের সমীপে অদ্বৈতব্রহ্ম কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছি। আপনার বন্দী কোথায়? সূর্য্য যেমন নক্ষত্রগণকে ধ্বংস করেন, আমিও তদ্রূপ তাহাকে এক্ষণেই বিনাশ করিব।"

রাজা কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণবালক! তুমি বন্দীর বাক্যবল অবগত না হইয়াই উহাঁকে পরাজয় করিতে বাসনা করিতেছ, ইহা অনুচিত। যাঁহারা উহাঁর প্রভাব জানেন, তাঁহারা এরূপ বলিতে পারেন; অনেকানেক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ তাঁহার বাক্যবল ও ক্ষমতা অবগত হইয়াছেন। তারকা সমুদয় যেমন ভাস্করের নিকট শোভমান হয় না, তদ্রূপ অনেকানেক পণ্ডিতগণ উহাঁর নিকট পরাজিত হইয়াছেন। আর যে সমস্ত বিজ্ঞানমত্ত মনীষিগণ বন্দীকে পরাজয় করিবার মানসে সভায় সমুপস্থিত হয়েন, তাঁহারা তাঁহার নিকটেই পরাজয় প্রাপ্ত ও অপ্রতিভ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন; সদস্যগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হয়েন না।"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "হে রাজন্! স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বন্দী মাদৃশ লোকের সহিত বিবাদ করে নাই; এই নিমিত্তই সিংহের ন্যায় নির্ভয়চিত্তে গর্জ্জন করে। অদ্য সে মৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পথিমধ্যে ভগ্নশকটের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকিবে।"

রাজা কহিলেন, "যে ব্যক্তি দ্বাদশ অংশ, চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্ব ও ষষ্ট্যধিকত্রিশত অরসংযুক্ত পদার্থের অর্থ অবগত আছেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "হে রাজন্! চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্ব, ছয় নাভি, দ্বাদশ নেমি ও ষষ্ট্যধিক-ত্রিশত অরযুক্ত সেই সদাগতি চক্র তোমাকে রক্ষা করুন।"

রাজা কহিলেন, "যে দুই পদার্থ বড়বাদ্বয়ের ন্যায় সংযুক্ত ও শ্যেনপক্ষীর ন্যায় পতনশীল, দেবগণের মধ্যে কে ঐ দুই পদার্থ প্রসব করেন এবং ঐ পদার্থদ্বয় বা কি প্রসব করে?"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "ঐ দুই পদার্থ যেন তোমার শত্রুর গৃহেও না হয়। মেঘ ঐ দুই পদার্থের প্রসবিতা এবং উহারাও মেঘ উৎপাদন করিয়া থাকে।"

রাজা কহিলেন, "কে চক্ষু মুদিত না করিয়া নিদ্রা যায়? কে জন্মিয়া স্পান্দত হয় না? কাহার হৃদয় নাই ও কোন্ বস্তু বেগে বর্দ্ধিত হয়?"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "মৎস্য নয়ন মুদিত না করিয়া নিদ্রা যায়, অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, প্রস্তরের হৃদয় নাই, নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়।"

তখন রাজা কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণকুমার! তোমাকে সামান্য মানুষ বলিয়া বোধ হইতেছে না; তুমি বালক নও, আমি তোমাকে বৃদ্ধ বলিয়া জানিলাম; বাক্যালাপে তোমার তুল্য কেহই নাই, অতএব তোমাকে আমি দ্বার প্রদান করিতেছি, এই বন্দী রহিয়াছেন, অবলোকন কর।"

চতুস্ত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

অষ্টাবক্র কহিলেন, "হে রাজন্! আমি উগ্রসেন প্রভৃতি অপ্রতিম রাজগণমধ্যে কোন্ ব্যক্তি বাদিশ্রেষ্ঠ বন্দী, তাহা অবগত হইতে অক্ষম হইয়াছি, এক্ষণে যেমন লোকে মহাজলস্থ হংসকে অন্বেষণ করে, তদ্রূপ আমি তাহাকে অন্বেষণ করিতেছি। হে অতিবাদিমানিন্ বন্দিন্! তুমি পণ করিয়া আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর-প্রদানে কদাচ সমর্থ হইবে না, প্রত্যুত নদীবেগ যেমন যুগান্তকালীন জ্বলনের

নিকট শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ তুমি আমার নিকট বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তুমি প্রসুপ্ত ব্যাঘ্র ও রোষ-পরবশ বিষধরকে প্রতিবোধিত করিও না, তাহা-দিগের মস্তকে পদাঘাত করিলে কদাচ তাহাদের করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। যে দুর্ব্বল ব্যক্তি পর্ব্বত ধ্বংস করিবার মানসে সগর্ব্বে উহাতে আঘাত করে, তাহারই হস্ত ও নখসমুদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু পর্ব্বতের কিছুমাত্র হানি হয় না। যেমন পর্ব্বত সকল মৈনাক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, যেমন বৎসগণ অনড্বান্ অপেক্ষা নীচ, তদ্রূপ সমুদয় রাজগণ জনক-নৃপতি অপেক্ষা অপকৃষ্ট। হে রাজন্! যেমন সুররাজ সমুদয় দেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেমন গঙ্গা সমুদয় স্রোতস্বতী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ আপনি সমুদয় ভূপতিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব আপনি এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক বন্দীকে আমার নিকট আনয়ন করুন।”

মহাপ্রভাবসম্পন্ন অষ্টাবক্র সভামধ্যে এইরূপ তর্জ্জন-গর্জ্জন করত জাতক্রোধ হইয়া বন্দীকে কহিতে লাগিলেন, “হে বন্দিন্! আমি যে কথা কহিব, তুমি তাহার উত্তর প্রদান করিবে এবং তুমি যে সকল বাক্য কহিবে, আমরাও তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করিব।”

বন্দী কহিলেন, “এক অগ্নি বহু প্রকারে প্রদীপ্ত হয়েন, এক সূর্য্য এই সমস্ত লোকে আলোক প্রদান করেন, এক বীর দেবরাজ অরিকুলের নিহন্তা এবং এক যম পিতৃগণের ঈশ্বর।”

অষ্টাবক্র কহিলেন, “ইন্দ্র ও অগ্নি এই দুই সখা একত্র ভ্রমণ করেন, নারদ ও পর্ব্বত এই দুই জন দেবর্ষি, অশ্বিনীকুমারেরা দুই জন, রথের চক্র দুইখান, বিধাতৃবিহিত জায়া এবং পতিও দুই।”

বন্দী কহিলেন, “লোক স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ত্রিবিধ জন্ম গ্রহণ করে, তিন বেদ একত্র হইয়া সমগ্র বাজপেয় সুসম্পন্ন করে, অধ্বর্য্যুগণ ত্রিবিধ স্নানের বিধি বিধান করেন, লোক তিন প্রকার এবং জ্যোতিও ত্রিবিধ।”

অষ্টাবক্র কহিলেন, “ব্রাহ্মণগণের আশ্রম চতুর্ব্বিধ, চারিবর্ণ জ্ঞানযজ্ঞের অধিকারী, দিক্ চারি, বর্ণ চতুষ্টয় ও গবী চতুষ্পদা।”

বন্দী কহিলেন, “অগ্নি পঞ্চপ্রকার, পংক্তিচ্ছন্দ পঞ্চ-পদ-যুক্ত, যজ্ঞ পঞ্চবিধ, ইন্দ্রিয় পঞ্চ, বেদে অনুসন্ধা-নাত্মিকা চিত্তবৃত্তি পঞ্চ প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে ও পবিত্র পঞ্চনদ লোকমধ্যে খ্যাত রহিয়াছে।”

অষ্টাবক্র কহিলেন, “অগ্ন্যাধানে দক্ষিণাস্বরূপ ছয়টি গো দান করিয়া থাকে, ঋতু ছয়, ইন্দ্রিয় ছয় ও কৃত্তিকা ছয় বলিয়া বিখ্যাত আছে এবং ছয় সাদ্যস্ক নামক যজ্ঞ সর্ব্ববেদেই বিহিত হইয়াছে।”

বন্দী কহিলেন, “গ্রাম্য পশু সপ্তবিধ, বন্য পশু সপ্ত-বিধ, সপ্ত ছন্দ এক যজ্ঞ সম্পন্ন করে, সপ্তর্ষিমণ্ডল লোকে বিখ্যাত, অর্হণা সপ্তপ্রকার ও বীণা সপ্ততন্ত্রী।

অষ্টাবক্র কহিলেন, “আটটি গোণী শত-পরিমিত দ্রব্য ধারণ করে, অষ্টপাদ শরভ সিংহকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, দেবগণমধ্যে আট জন বসু প্রসিদ্ধ আছেন এবং অষ্টকোণবিশিষ্ট যূপ সর্ব্বযজ্ঞেই বিহিত হইয়া থাকে।”

বন্দী কহিলেন, “পিতৃযজ্ঞে সামিধেনী মন্ত্র নববিধ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি অবান্তর-গুণভেদে নয় প্রকার হইয়া বিবিধ সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে, বৃহতী নবাক্ষরা ও একাদি নয় পর্য্যন্ত নয়টি অঙ্ক দ্বারা সমুদয় গণনা সম্পন্ন হইয়া থাকে।”

অষ্টাবক্র কহিলেন, “দশ দিক্, শত সংখ্যা দশ-গুণিত হইলে সহস্র হয়, স্ত্রীগণ দশ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে, দশ জন তত্ত্বের উপদেষ্টা, দশ জন দ্বেষ্টা ও দশ জন অধিকারী।”

বন্দী কহিলেন, “প্রাণিদিগের ইন্দ্রিয়বিষয় একা-দশ, সেই একাদশ বিষয়ই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, ইন্দ্রিয়বিকার একাদশ প্রকার ও স্বর্গে একাদশ রুদ্র সুপ্রসিদ্ধ আছেন।”

অষ্টাবক্র কহিলেন, “দ্বাদশ মাসে সংবৎসর হয়, জগতীচ্ছন্দের প্রত্যেক পাদে দ্বাদশ অক্ষর, প্রাকৃত যজ্ঞ দ্বাদশ দিনে সম্পন্ন হয়, দ্বাদশ আদিত্য ত্রিলোক-বিখ্যাত।”

বন্দী কহিলেন, “ত্রয়োদশী তিথি প্রশস্ত বলিয়া উক্ত আছে ও পৃথিবী ত্রয়োদশ দ্বীপবিশিষ্ট।”

বন্দী এই অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে

অষ্টাবক্র উহা পূরণ করিবার নিমিত্ত কহিলেন, "আত্মা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধরূপ ত্রয়োদশ প্রকার ভোগে আসক্ত হয়েন ও ধর্ম্মাদি সমুদয় বুদ্ধ্যাদি ত্রয়োদশের নাশক।"

তখন সভাস্থলে বন্দীকে নিস্তব্ধ ও অধোমুখে চিন্তাপর নিরীক্ষণ এবং অষ্টাবক্রের বাগাড়ম্বর শ্রবণ করিয়া সভাস্থ লোক-সকল ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে জনক-নৃপতির সেই প্রভূত-সম্পত্তি-সম্পন্ন যজ্ঞ জনগণের কলরবে ব্যাপ্ত হইলে পর তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ কৃতাঞ্জলিপুটে আগমনপূর্ব্বক অষ্টাবক্রের পূজা করিলেন।"

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, "এই বন্দী পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-গণকে বাদে পরাজয় করিয়া সলিলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছে, এক্ষণে উহাকে জলে নিমগ্ন কর।"

বন্দী কহিলেন, "আমি বরুণ-রাজার পুত্র, তিনি জনক-নৃপতির ন্যায় দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, আমি তন্নিমিত্ত তথায় ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করিয়াছি। সেই সমুদয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার যজ্ঞ অবলোকন করিতে গিয়াছেন। তাঁহারা পুনরায় আগমন করিতেছেন। আমি পূজনীয় অষ্টাবক্র-ঋষিকে পূজা করি; যেহেতু, তাঁহার প্রসাদে অদ্য স্বীয় জনয়িতা বরুণের সমীপে গমন করিব।"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "বন্দী যে বাক্য বা মেধা দ্বারা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে পরাজয় করিয়া সমুদ্রজলে নিমজ্জিত করিয়াছে, আমি স্বীয় মেধাসহকারে সেই বাক্য যেরূপ খণ্ডন করিলাম, তাহা অবশ্যই বিচক্ষণ ব্যক্তির বোধগম্য হইবে। সদসদ্ব্যবহারাভিজ্ঞ পাবক যেমন স্বীয় তেজোদ্বারা সত্যপরায়ণ সাধু-ব্যক্তির শরীর দাহ করেন না, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি বালকের অতি ক্ষুদ্র বাক্যও অবমাননা করেন না। ইহাতে বোধ হয়,বুদ্ধিনাশক শ্লেষ্মাতকী-বৃক্ষ তোমাকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়াছে, সুতরাং তুমি হস্তীর ন্যায় আহত হইয়াও আমার বাক্য শ্রবণ করিতেছ না।"

জনক কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণকুমার! আমি আপনার অমানুষ দিব্যবাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ করিলাম, আপনি সাক্ষাৎ দেবস্বরূপ। আপনি বিবাদে বন্দীকে পরাজয় করিয়াছেন, অতএব তিনি অবশ্যই মহাশয়ের অভিলাষানুরূপ কর্ম্ম করিবেন।"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "হে রাজন্! যদি বরুণ বন্দীর পিতা, তবে উহাকে এক্ষণে জলাশয়ে নিমগ্ন করিবার কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক নাই; ও জীবিত থাকিলে আমার কি উপকার হইবে?"

বন্দী কহিলেন, "আমি বরুণ-রাজার পুত্র, জলমগ্ন হইতে আমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে নিশ্চয় কহিতেছি, অষ্টাবক্র এই মুহূর্ত্তেই চিরবিনষ্ট স্বীয় পিতা কহোড়ের সন্দর্শন প্রাপ্ত হইবেন।"

ইতিমধ্যে বন্দীনিমজ্জিত বিপ্রগণ বরুণ কর্ত্তৃক পূজিত ও জলাশয় হইতে সমুত্থিত হইয়া জনকের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কহোড় কহিতে লাগিলেন, "হে জনক! লোকে এই নিমিত্তই পুত্রের কামনা করে। যেহেতু, অবলের বলবান্, অজ্ঞের পণ্ডিত এবং অবিদ্বানেরও বিদ্বান্ পুত্র জন্মিয়া থাকে। দেখুন, আমি যাহা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম, আমার পুত্র অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিল। হে মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, যুদ্ধকালে যম স্বয়ং আসিয়া শাণিত পরশু দ্বারা আপনার শত্রুগণের শিরশ্ছেদন করিয়া থাকেন। আপনার এই যজ্ঞে ঔকথ্য ও সাম সুচারুরূপে গীত এবং সোমরস প্রচুর-পরিমাণে পীত হইতেছে এবং দেবগণ পরিতুষ্ট হইয়া পবিত্র যজ্ঞভাগ-সমুদয় গ্রহণ করিতেছেন।"

এইরূপে সমুদয় জলনিমগ্ন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রভাসম্পন্ন হইয়া জলাশয় হইতে সমুত্থিত হইলে পর বন্দী জনক-নৃপতির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সাগর-জলে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন অষ্টাবক্র স্বীয় পিতাকে পূজা করত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মাতুল-সমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর কহোড় মাতৃসমীপস্থিত অষ্টাবক্রকে এই সমঙ্গা-নাম্নী নিম্নগার মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলে, তিনি পিতৃবাক্যানুসারে নদীমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার শরীরের বক্রতা-সকল বিনষ্ট হইল। এই নদীতে প্রবেশমাত্র অষ্টাবক্রের অঙ্গ-সকল সমভাব

প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই বলিয়া তদবধি ইহার নাম সমঙ্গা হইয়াছে। এই নদী পরম-পবিত্র, ইহাতে স্নান করিলে পাপ-মোচন হয়; অতএব হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আপনিও ভ্রাতৃগণ, ভার্য্যা এবং বিপ্রগণ-সমভিব্যাহারে ইহাতে অবগাহন ও ইহার জল পানপূর্ব্বক এই স্থানে পরম-সুখে বাস করিয়া অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন।

পঞ্চত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এই সমঙ্গা নদী প্রবাহিত রহিয়াছে, এই কর্দ্দমিল নামে ভরতের অভিষেচন-স্থান দৃষ্ট হইতেছে। শচীপতি ইন্দ্র বৃত্রবধানন্তর অলক্ষ্মীযুক্ত হইয়া সমঙ্গায় স্নান করত সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। মৈনাক-কুক্ষিতে বিনশন-তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে, পূর্ব্বে যে স্থানে অদিতি পুত্রের নিমিত্ত অন্ন পাক করিয়াছিলেন। আপনি এই পর্ব্বতে অধিরূঢ় হইয়া অযশস্করী নিন্দনীয় অলক্ষ্মীর অপনয়ন করুন। হে রাজন্! ঋষিদিগের প্রিয় এই কনখল পর্ব্বতশ্রেণী ও ঐ মহানদী গঙ্গা বিরাজমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ভগবান্ সনৎকুমার এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আপনি এই নদীতে অবগাহন করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হউন। আপনি ভৃত্যামাত্যের সহিত পুণ্যাখ্য হ্রদ, ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বত এবং উষ্ণীগঙ্গে অবগাহন করুন। এই মহর্ষি স্থূলশিরার রমণীয় আশ্রমপদ শোভমান হইতেছে, এই স্থানে ক্রোধ ও অভিমান বিসর্জ্জন করুন। হে পাণ্ডবেয়! এই শ্রীমান্ রৈভ্যাশ্রম শোভা পাইতেছে; এই স্থানে ভরদ্বাজতনয় যবক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভরদ্বাজ কিরূপ যোগী ছিলেন এবং তিনি কি নিমিত্তই বা মানবলীলা সংবরণ করিলেন, তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে বাসনা করি। আপনি দেবকল্প ঋষিগণের কীর্ত্তি কীর্ত্তন-পূর্ব্বক আমাকে চরিতার্থ করুন।"

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভরদ্বাজ ও রৈভ্য ইহাঁরা দুই জন বন্ধু ছিলেন; উভয়ে অবিচলিত সদ্ভাবে এই স্থানে বহুকাল অতিবাহিত করেন। রৈভ্যের অর্ব্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই পুত্র এবং ভরদ্বাজের যবক্রীত নামে এক পুত্র জন্মে। রৈভ্য ও তদীয় আত্মজদ্বয় অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন; ভরদ্বাজ তপস্বী মাত্র ছিলেন। বাল্যাবধি তাঁহাদিগের অনুপম যশোরাশি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ভরদ্বাজতনয় যবক্রীত তপস্বী পিতার অসম্মান এবং সুপণ্ডিত রৈভ্য ও তাঁহার সন্তানদিগের সৎকার-সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও একান্ত সন্তাপিত হইয়া বেদজ্ঞানের নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাতপাঃ যবক্রীত প্রজ্বলিত হুতাশনে শরীর সন্তপ্ত করত দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তাপ জন্মাইলে তিনি তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তপোধন! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছ?" যবক্রীত কহিলেন, "হে ত্রিদশাধিপ! কেবল জ্ঞানের নিমিত্ত আমার এই উদ্‌যোগ; দ্বিজগণের অনধীত বেদ-সকল আমার হৃদয়াকাশে অনায়াসে প্রতিভাত হইবে বলিয়া এই কঠোর তপস্যা করিতেছি। গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া বেদজ্ঞ হওয়া বহুকালসাধ্য; অতএব শীঘ্র জ্ঞানলাভ-বাসনায় প্রযত্নাতিশয়-সহকারে তপোবল আশ্রয় করিয়াছি।"

ইন্দ্র কহিলেন, "হে বিপ্র! তুমি যে পথের পান্থ হইতে মানস করিয়াছ, উহা উপযুক্ত পথ নহে। আত্মঘাতের প্রয়োজন কি? গুরুর নিকট গমন করিয়া অধ্যয়নে অনুরক্ত হও।" দেবরাজ এই বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে অমিতবিক্রম যবক্রীত পুনরায় যত্নপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় সুরপতি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার মুনিসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত কহিলেন, "হে মুনীন্দ্র! এরূপ অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধির কার্য্য নহে। যাহা হউক, আমি বরদান করিতেছি, তোমাদিগের পিতাপুত্রের নিখিল বেদ প্রতিভাত হইবে।" যবক্রীত কহিলেন, "হে দেবেন্দ্র! যদ্যপি আপনি আমার অভীষ্টসিদ্ধি না করেন, তাহা হইলে আমি স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল কর্ত্তন করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত ঘোরতর তপস্যা করিব।"

দেবরাজ মুনিতনয়ের অবিচলিত অধ্যবসায় পরিজ্ঞাত হইয়া নিবারণের উপায় চিন্তা করত যক্ষ্মারোগগ্রস্ত শীর্ণকলেবর এক বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণপূর্ব্বক ভাগীরথীর অন্তর্গত শৌচক্রিয়োচিত যবক্রীতের তীর্থে এক বালুকাময় সেতু নির্ম্মাণ করিবার মানসে তথায় গমন করিলেন। যখন দ্বিজোত্তম যবক্রীত দেবরাজবাক্যের অন্যথাচরণ করিলেন, তখন তিনি বালুকাদ্বারা গঙ্গা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভাগীরথীতে সিকতমুষ্টি বিক্ষেপ করত যবক্রীতের সমক্ষে সেতু নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মুনিবর তাঁহাকে সেতুবন্ধনে একান্ত যত্নবান্ দেখিয়া সহাস্য-বদনে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! এ কি হইতেছে? আপনি কি করিতে বাসনা করিয়াছেন? নিরর্থক কেন ঈদৃশ প্রয়াস পাইতেছেন?" ইন্দ্র কহিলেন, "গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার সময়ে লোকের সাতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত এই সেতু নির্ম্মাণ করিতেছি; এই সুগম সেতুপথ দ্বারা সকলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।" যবক্রীত কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! মহাবেগবান্ প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ করা আপনার সাধ্যাতীত কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই; অতএব এই দুর্ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সাধ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।" ইন্দ্র কহিলেন, "তপোধন! আপনি যেমন বেদশিক্ষার্থী হইয়া অশক্য তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ আমিও এই দুর্ব্বহ ভার গ্রহণ করিয়াছি।" যবক্রীত কহিলেন, "হে ত্রিদশেশ্বর! যেমন আপনার এই উদ্যম নিরর্থক, আমারও তপস্যা যদি সেইরূপ বিবেচনা করেন, তবে আপনার যাহা সাধ্য হয় করুন এবং যাহাতে আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারি, এইরূপ বর প্রদান করুন।" তখন ভগবান্ ত্রিদশনাথ মুনির প্রার্থিত বরদান করিয়া কহিলেন, 'হে যবক্রীত! তোমাদিগের পিতাপুত্রের সমুদয় বেদ প্রতিভাত হইবে এবং তোমার অন্যান্য অভীষ্টও সিদ্ধ হইবে; এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর।" অনন্তর যবক্রীত পূর্ণমনোরথ হইয়া পিতৃসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "তাত! দেবরাজদত্ত বরপ্রভাবে আমাদিগের উভয়েরই সমুদয় বেদ প্রতিভাত হইবে এবং আমরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব।" ভরদ্বাজ কহিলেন, "বৎস! আমার বোধ হইতেছে, তুমি অভিলষিত বরলাভে সাতিশয় দর্পিত হইয়া অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। দেবতারা এই বিষয়ের এক উদাহরণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে বালধি নামে মহাতেজাঃ এক ঋষি ছিলেন। তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর ও একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অমর-পুত্র-কামনায় দুষ্কর তপস্যা করত লব্ধকাম হইলেন। দেবতারা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বরদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহর্ষে! তুমি সর্ব্বাংশেই অমর-সদৃশ পুত্র লাভ করিবে; কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে অমর নাই, সুতরাং সেই পুত্রের জীবন কোন নিমিত্তাধীন হইবে।' বালধি কহিলেন, 'হে দেববৃন্দ! এই পরিদৃশ্যমান অবিনশ্বর ভূধর-সকল আমার পুত্রের জীবিতনিমিত্ত হইবে।' দেবতারা 'তথাস্তু' বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি বালধির মেধাবী নামে অতি প্রচণ্ডস্বভাব এক পুত্র জন্মিল। মেধাবী আত্মবৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া গর্ব্বপ্রকাশপূর্ব্বক অন্যান্য ঋষিগণের অবমাননা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পৃথিবী পর্য্যটন করত একদা মহাতেজাঃ ধনুষাক্ষ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অপকার করিবামাত্র তিনি তাঁহাকে 'ভস্ম হও' বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন; কিন্তু মেধাবী দেবদত্ত-বরপ্রভাবে ভস্মীভূত হইলেন না। তদ্দর্শনে মহর্ষি ধনুষাক্ষ রোষপরবশ হইয়া কতিপয় বিশালবিষাণ মহিষ দ্বারা মেধাবীর জীবননিমিত্ত পর্ব্বত-সকল বিদারণ করিলেন। নিমিত্ত বিনষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন বালধি পুত্রের মৃত-দেহ ক্রোড়ে লইয়া নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বেদজ্ঞ দীর্ঘদর্শী ঋষিগণ তদীয় বিলাপ-শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া যে গাথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত বালধিকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। 'মনুষ্য কদাপি দৈবকার্য্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত মহাব ধনুষাক্ষ মহিষ দ্বারা মহীধর বিদারিত করিয়াছেন।'

পুত্র! অল্পবয়স্ক তপস্বিতনয়েরা এইরূপ বরলাভে

দপিত হইয়া যেমন শীঘ্র বিনষ্ট হয়, তুমিও যেন সেইরূপ হইও না। মহর্ষি রৈভ্য মহাপ্রভাবসম্পন্ন, তাঁহার পুত্রদ্বয়ও তাদৃশ কোপনস্বভাব। মহর্ষি রৈভ্য রোষপরবশ হইলে যৎপরোনাস্তি পীড়া প্রদান করিতে পারেন, অতএব যাহাতে তোমার কোন অনিষ্টাপাত না হয়, সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে।”

যবক্রীত কহিলেন, “তাত! যাহা আদেশ করিলেন, আমি তাহাই করিব, আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না। যেমন আপনি আমার পিতা, রৈভ্যও সেইরূপ।” যবক্রীত পিতাকে এইরূপ মধুরবাক্য বলিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক অকুতোভয়ে অন্যান্য ঋষিগণের অপকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর নির্ভীক যবক্রীত যদৃচ্ছাক্রমে পর্য্যটন করত একদা বৈশাখমাসে মহর্ষি রৈভ্যের পরমরমণীয় আশ্রম-পদে উপনীত হইয়া দেখিলেন, কিন্নরীর ন্যায় রূপবতী তদীয় পুত্র-বধূ কুসুমিত-তরুশোভিত আশ্রমপদবীতে বিচরণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে কামমোহিত যবক্রীত নির্লজ্জ হইয়া সেই লজ্জানম্রমুখী কামিনীকে কহিলেন, “ভদ্রে! আমাকে ভজনা কর।” পরাবসুভার্য্যা আগন্তুকের স্বভাব বুঝিতে পারিয়া শাপভয়ে ভীত ও রৈভ্যের তেজস্বিতা স্মরণে ত্রস্ত হইয়া ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে যবক্রীত তাঁহাকে নিভৃত-প্রদেশে আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি রৈভ্য নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুত্রবধূকে অশ্রুমুখী নিরীক্ষণ করিয়া মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করত রোদন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সম্যক্ পর্য্যালোচনা করত বুদ্ধিপূর্ব্বক যবক্রীতের উক্তি ও তৎকর্ত্তৃক স্বীয়সতীত্ব-ভঙ্গবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। যবক্রীতের দুষ্ট-চেষ্টিত শ্রবণ করিবামাত্র রৈভ্য-ঋষির ক্রোধানল একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর তিনি একটি জটা সমুৎপাটনপূর্ব্বক প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি-প্রদান করিবামাত্র অবিকল তাঁহার পুত্রবধূর ন্যায় এক রমণী প্রাদুর্ভূতা হইল। পরে অপর একটি জটা আহুতি প্রদান করিলে ভীমদর্শন উগ্রনয়ন এক রাক্ষস সমুদ্ভূত হইল। তাহারা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিল, “প্রভো! কি আজ্ঞা হয়?” রৈভ্য কহিলেন, “শীঘ্র যবক্রীতের প্রাণ সংহার কর।” তাহারা ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া যবক্রীতের জীবন-বিনাশার্থ গমন করিল। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া যবক্রীতকে বিমোহিত করত তাহার কমণ্ডলু অপহরণ করিয়া লইল।

অনন্তর রাক্ষস শূল উদ্যত করিয়া যবক্রীতের প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি সেই শূলধারী রাক্ষসকে বেগে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সহসা এক সরোবরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন; কিন্তু সেই সরোবর জলশূন্য ছিল, তদ্দর্শনে তিনি পুনর্ব্বার দ্রুতপদসঞ্চারে নদীতে গমন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে সকল নদীই শুষ্ক হইয়াছিল। তিনি তখন ঘোররূপী শূলধারী রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিতান্ত ভীত হইয়া পিতার অগ্নিশরণে গমন করিলেন; কিন্তু তাহার রক্ষক এক অন্ধ শূদ্র তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। তিনি তখন নিরুপায় হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সুযোগে রাক্ষস শূলপ্রহারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত ও গতজীবিত হইলেন। এইরূপে মহাবল রাক্ষস যবক্রীতকে বিনাশ করিয়া রৈভ্যের নিকট আগমনপূর্ব্বক তদীয় আদেশানুসারে সেই রমণীর সহিত বাস করিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ভরদ্বাজ স্বাধ্যায়রূপ আহ্নিক সমাধান পূর্ব্বক সমিৎকলাপ হস্তে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে আশ্রমে

প্রবেশসময়ে পঞ্চাগ্নি তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতেন; কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে মৃতপুত্র নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যুত্থান করিলেন না। তখন মহর্ষি অগ্নিহোত্রের বিকৃতভাব সন্দর্শন করিয়া গৃহরক্ষক শূদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে শূদ্র! অদ্য কি নিমিত্ত অগ্নিগণ আমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছেন না, আর কি নিমিত্তই বা তুমি আমাকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্ববৎ অভিনন্দন করিলে না? এক্ষণে আশ্রমের ত কুশল? আমার আত্মজ যবক্রীত রৈভ্যের নিকট ত গমন করে নাই? হে শূদ্র! তুমি শীঘ্র বল, আমার মন সাতিশয় সন্দিহান হইতেছে।"

শূদ্র কহিল, "ভগবন্! আপনার পুত্র মন্দমতি যবক্রীত রৈভ্য-সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন। আপনার পুত্র যবক্রীত এক শূলধারী রাক্ষস কর্ত্তৃক নিরোধ্যমান হইয়া অগ্নিশরণে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, এই অবসরে আমি বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। কারণ, তিনি তৎকালে অশুচি ছিলেন, পরে হতাশ হইয়া পুনঃ প্রবেশ করিবার নিমিত্ত যখন জলান্বেষণ করিতে লাগিলেন, এই অবসরে সেই শূলধারী রাক্ষস দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহাকে সংহার করিল। সম্প্রতি তিনি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।"

মহর্ষি ভরদ্বাজ শূদ্রমুখ হইতে এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে একান্ত দুঃখিত-মনে মৃত পুত্র যবক্রীতকে ক্রোড়ে লইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন,"হা বৎস! তুমি দ্বিজগণের শুভসঙ্কল্পে অনধীত বেদ-সকল প্রতিভাত হইবে বলিয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলে। তুমি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিশেষ কল্যাণভাজন, তুমি কর্কশ-স্বভাব পরিগ্রহ করিয়াও নিরপরাধী ছিলে, আমি তোমাকে রৈভ্যের আশ্রমপদে গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি তুমি সেই কালান্তক-সম আশ্রম দর্শন করিতে গিয়াছিলে। হা বৎস! তুমি আমার একমাত্র পুত্র, দুর্ম্মতি রৈভ্য ইহা অবগত হইয়াও রোষভরে তোমার প্রাণসংহার করিল। ফলতঃ আমি ক্রূরকর্ম্মা রৈভ্য হইতেই পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলাম। হা তাত! এক্ষণে আমি তোমা ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ নহি, আমি শীঘ্রই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া এই দুর্ব্বিষহ শোক হইতে মুক্ত হইব; আমি যেমন পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছি, সেইরূপ রৈভ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনা অপরাধে তাহাকে সংহার করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। যাহাদিগের জন্মাবচ্ছিন্নে পুত্র নাই, তাহারাই স্বেচ্ছানুসারে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়। তাহারা কখন মর্ম্মচ্ছেদী শোকশঙ্কুর আঘাত প্রাপ্ত হয় না। যাহারা পুত্রশোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রিয়তর মিত্রকে অভিশাপ প্রদান করে, তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাচারপর আর কে আছে? আমি পুত্রকে গতাসু দেখিয়া প্রিয়সখা রৈভ্যকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে আমা অপেক্ষা বিপদাপন্ন আর দ্বিতীয় নাই।" মহর্ষি ভরদ্বাজ এইরূপ বহুবিধ বিলাপ ও অনুতাপ করত পুত্রকে দাহ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং প্রজ্বলিত পাবকে প্রবিষ্ট হইলেন।

অষ্টত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এই অবসরে রৈভ্যযজমান মহীপতি বৃহদ্দ্যুম্ন এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া রৈভ্যাত্মজ অর্ব্বাবসু ও পরাবসুকে বরণ করিলেন। তাঁহারা পিতার আদেশানুসারে যজন-কার্য্যার্থ তথায় গমন করিলেন; কেবল রৈভ্য ও পরাবসুর সহধর্ম্মিণী আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা পরাবসু ভার্য্যাদর্শনার্থী হইয়া অল্প-তিমিরাচ্ছন্ন রজনীশেষে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে রৈভ্য-মুনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ও কৃষ্ণাজিনসংবৃত হইয়া অরণ্যমধ্যে শয়ান ছিলেন। পরাবসু নিবিড়ারণ্যসঞ্চারী মৃগ বোধ করিয়া আত্মত্রাণার্থে তাঁহাকে সংহার করিলেন। পরিশেষে পিতার প্রেতকার্য্য-সকল সমাধানপূর্ব্বক আশু অর্ব্বাবসু-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন,

"ভ্রাতঃ! আমি আজি রজনীশেষে আরণ্যমৃগ-বোধে পিতাকে বধ করিয়াছি; এই নিমিত্ত ব্রহ্মহিংসন-ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। যদি আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হই, তবে তুমি একাকী কদাচ এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি আমার নিমিত্ত এই ব্রতানুষ্ঠান কর; আমি একাকীই এই যজ্ঞকার্য্য-সকল নির্ব্বাহ করিব।" অর্ব্বাবসু কহিলেন, "ভ্রাতঃ! আপনি এই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আমি আপনার নিমিত্ত নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মহিংসন-ব্রত সাধন করিব।" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা অর্ব্বাবসু ব্রতসাধন-পূর্ব্বক তথায় আগমন করিতেছেন, এই অবসরে পরাবসু স্বীয় ভ্রাতাকে উপস্থিত দেখিয়া হর্ষগদ্গদ-স্বরে বৃহদ্দ্যুম্নকে কহিলেন, "মহারাজ! এই ব্রহ্মঘাতী যেন যজ্ঞ-দর্শনার্থ এ স্থানে প্রবেশ না করে। আমি কহিতেছি, নিশ্চয়ই ইহার দৃষ্টিপাতমাত্রেই আপনার অনিষ্ট ঘটিবে।" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রাজা তাঁহাকে নিষ্কাশিত করিবার নিমিত্ত ভৃত্যবর্গকে আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্যেরা প্রভুর আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উৎসারিত করিল। তখন অর্ব্বাবসু "আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই" এই কথা বারংবার কহিতে লাগিলেন; তথাচ ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া অপসারিত করিল। অর্ব্বাবসু কহিলেন, "আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই, আমার ভ্রাতাই এই কুকার্য্য করিয়াছেন; আমি কেবল তাঁহাকে ব্রাহ্মণবধপাতক হইতে মুক্ত করিয়াছি।" তিনি ক্রোধভরে বারংবার এই কথা বলিলেও ভৃত্যেরা তাঁহাকে নিষ্কাশিত করিল।

অনন্তর মহাতপাঃ ব্রহ্মর্ষি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বনে প্রবেশ এবং দিবাকরকে আশ্রয় করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা সূর্য্যমন্ত্রপ্রকাশক এক বেদ রচনা করিলে, মূর্ত্তিমান্ মরীচিমালী তথায় আবির্ভূত হইলেন। অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ এই মহৎকার্য্য দ্বারা পরম-প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া অর্ব্বাবসুকে যাজন-কার্য্যে বরণ ও পরাবসুকে নিবারণ করত অভিলষিত বরপ্রদানে সম্মত হইলে, অর্ব্বাবসু কহিলেন, "হে দেবগণ! যদি আপনারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমার পিতা পুনর্জ্জীবিত হইয়া এই অকারণবধ যেন বিস্মৃত ও ভ্রাতা নিরপরাধী হয়েন। আর ভরদ্বাজ ও যবক্রীত উভয়েই যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠেন এবং আমার এই সৌর-বেদ যেন সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করে।" দেবগণ "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভরদ্বাজ প্রভৃতি সকলেই প্রাদুর্ভূত হইলে যবক্রীত কহিলেন, "হে দেবগণ! আমি বেদাধ্যয়ন ও বহুবিধ ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি, তথাপি রৈভ্য মুনি কিরূপে উক্তরূপ বিধি অনুসারে মদ্বিনাশে কৃতকার্য্য হইলেন?" দেবগণ কহিলেন, "হে যবক্রীত! তুমি যেরূপ কহিতেছ, ইহা সেরূপ মনে করিও না। কারণ, তুমি গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ব্বে বেদাধ্যয়ন করিয়াছ; কিন্তু রৈভ্য আত্মকর্ম্ম দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া বহুক্লেশে অনেক কালে বেদ শিক্ষা করিয়াছেন; এ নিমিত্ত তিনি তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও তোমার বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।" দেবগণ যবক্রীতকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! সেই যবক্রীতেরই এই আশ্রম; এই স্থানে অবস্থান করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়।

ঊনচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, "হে রাজন্! উশীরবীজ, মৈনাক, শ্বেত ও কালশৈল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছি। এই গঙ্গা সপ্তধা বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতেছেন। এ স্থান অতি পবিত্র; ইহাতে হুতাশন প্রতিনিয়তই প্রজ্বলিত হইতেছে। অদ্যাপি কোন মনুষ্য এই অদ্ভুত স্থান নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই; অতএব ধীরতাসহকারে সমাধিবিধানে ব্যাপৃত হউন, তাহা হইলেই আতক্রান্ত তীর্থসকল দর্শন করিতে পারিবেন। এই কালশৈল নামে দেবগণের চরণাঙ্কিত ক্রীড়াপর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন। এক্ষণে

আমরা শ্বেত ও মন্দর গিরিতে প্রবেশ করিব। মণিবর নামে যক্ষ ও যক্ষরাজ কুবের তথায় বাস করেন অষ্টাশীতি সহস্র দ্রুতগামী গন্ধৰ্ব্ব, কিম্পুরুষ এবং ইহার চতুর্গুণ যক্ষেরা নানাবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক এই পর্ব্বতে যক্ষরাজ মণিভদ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও তেজস্বী যে, দেবরাজ ইন্দ্রকেও পদচ্যুত করিতে পারেন। পর্ব্বত সকল একে দুর্গম, তাহাতে আবার বলবান্ পুরুষ ও রাক্ষসগণকর্তৃক রক্ষিত, অতএব সম্যক্‌রূপে সমাধি-সাধন করুন। আমরা শৌর্য্যপ্রভাবে যক্ষরাজের মন্ত্রী এবং রৌদ্র ও মৈত্র রাক্ষসগণের সমীপে গমন করিব।

হে রাজন্! এই ষড়্‌যোজন উন্নত কৈলাস পর্ব্বত; এ স্থানে অনেকানেক অমরকুল এবং অসংখ্য যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, ভুজঙ্গ, বিহগ ও গন্ধৰ্ব্বগণ আগমন করিয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! অদ্য আমার তপস্যা, দমগুণ এবং ভীমসেনের বলে সুরক্ষিত হইয়া সেই সকল দেবাদির সমীপে গমন করুন। আজি বরুণ, যম, গঙ্গা, যমুনা, পর্ব্বত, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, সরিৎ, সরোবর, দেব, অসুর ও বসুগণ অবশ্যই আপনার কল্যাণ করিবেন।

'হে দেবি গঙ্গে! ইন্দ্রের জাম্বূনদ পর্ব্বত হইতে তোমার কুলুকুলু-ধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে; হে সুভগে! তুমি আজমীঢ়-বংশাবতংস রাজেন্দ্রকে সকল পর্ব্বত হইতে রক্ষা কর। হে শৈলদুহিতে! ইনি শৈলসঙ্কটে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, অতএব ইঁহার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োবিধান কর।" মহামুনি লোমশ গঙ্গাকে এইরূপ কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে কৃতযত্ন হইতে আদেশ করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহর্ষি লোমশ যেরূপ অপূর্ব্ব স্বীয় সম্ভ্রম প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, এই প্রদেশ অতীব দুর্গম, অতএব সকলে কৃষ্ণাকে সাবধানে রক্ষা কর এবং শৌচাচারপরায়ণ হও।"

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভীমসেন! অর্জ্জুন সন্নিহিত থাকিলেও দ্রৌপদী ভীত হইয়া তোমারই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন; অতএব তুমি তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর।" পরে মহাত্মা কৌন্তেয় নকুল ও সহদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের গাত্রে হস্তপ্রদানপূর্ব্বক গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "নকুল! সহদেব! তোমরা ভীত হইও না, সাবধানে অগমন কর।"

চত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে বৃকোদর! তথায় দুর্দ্দান্ত ভূতগণ অন্তর্হিত হইয়া রহিয়াছে, অগ্নির সাহায্য ও তপঃপ্রভাব ব্যতিরেকে গমন করা অসাধ্য। অতএব ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিয়া বল ও দমতা অবলম্বন কর। মহর্ষি লোমশ কৈলাস-পর্ব্বতের বিষয় যাহা কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে দ্রৌপদী কি প্রকারে গমন করিবেন, তাহারও উপায় স্থির কর অথবা সহদেব, ধৌম্য, সারথি, পৌরগণ, ব্রাহ্মণ ও পরিচারক প্রভৃতি তোমরা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হও। আমি, নকুল ও মহাতপাঃ লোমশ আমরা তিন জন মিতাহার ও নিয়তাচার অবলম্বন করিয়া গমন করিব। তুমি সাবধানে দ্রৌপদীর রক্ষা করিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করত গঙ্গাদ্বারে অবস্থিতি কর।"

ভীম কহিলেন, "মহারাজ! রাজপুত্রী একান্ত শ্রান্ত বা দুঃখার্ত্ত হইলেও প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না, তিনি অবশ্যই অর্জ্জুনের দর্শন-লালসায় গমন করিবেন। বিশেষতঃ আপনি কেবল অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিয়াই অতি প্রবল ঔদাস্য অবলম্বন করিয়াছেন; পুনরায় সহদেব, রাজপুত্রী ও আমার বিরহে কি করিবেন, বলিতে পারি না; অতএব ব্রাহ্মণ ও পরিচারক প্রভৃতি আর সকলেই নিবৃত্ত হউন, আমি এই বিষম দুর্গম রাক্ষস-সঙ্কীর্ণ পর্ব্বতে আপনাকে কখনই পরিত্যাগ করিব না। পতিপরায়ণা রাজপুত্রীও আপনা ব্যতীত বিনিবৃত্ত হইবেন না। এই সহদেব সতত

আপনার অনুগত, আমি ইহাঁর অভিপ্রায় অবগত আছি, এই ব্যক্তিও কখনও বিনিবৃত্ত হইবেন না। বস্তুতঃ সকলেই সব্যসাচীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছে, অতএব আমরা সকলেই আপনার সহিত গমন করিব। বহুবিধ কন্দরদুর্গম এই পর্ব্বতে রথারোহণে গমন করাও অসাধ্য, অতএব আমরা ইহাতে পদব্রজে গমন করিব, আপনি তজ্জন্য বিমনাঃ হইবেন না। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি, পাঞ্চালী ও সুকুমার মাদ্রীকুমারেরা যে যে স্থান অতিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইবেন, আমি ইহাঁদিগকে বহন করিয়া সেই সকল দুর্গম স্থান হইতে উত্তীর্ণ করিব, অতএব আপনি তন্নিমিত্ত দুর্ম্মনায়মান হইবেন না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভীমসেন! তুমি যে ইহাঁদিগকে বহন করিব বলিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিলে, তাহাতে আমি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। এরূপ কার্য্য সম্পাদন করা আর কাহারও সাধ্য নহে; অতএব তোমার বল, যশ, ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হউক। কদাপি যেন তোমার গ্লানি বা পরাভব না হয়।" অনন্তর দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে সহাস্যমুখে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নাথ! আমিও আপনাদের সহিত গমন করিব। আমার নিমিত্ত কদাচ পরিতাপ করিবেন না।" লোমশ কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! আমরা কেবল তপঃপ্রভাবে গন্ধমাদন-পর্ব্বতে গমন ও সব্যসাচীর সহিত সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইব।"

সকলে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে হিমালয়-পরিসরস্থ সুবাহুরাজ্যে উপস্থিত হইয়া প্রভূত গজবাজী, শত শত কিরাত, তঙ্গণ, পুলিন্দ ও অমরগণ এবং ভূরি ভূরি আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলেন।

পুলিন্দাধিপতি সুবাহু স্বীয় রাজ্যমধ্যে তাঁহাদিগকে সমাগত সন্দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র প্রীতিসহকারে পূজাপূর্ব্বক আপন আলয়ে আনয়ন করিলেন। তাঁহারাও পূজাগ্রহণপূর্ব্বক তথায় সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর লোমশ ও মহারথ পাণ্ডবগণ পরদিন প্রভাতে ভগবান্ মরীচিমালী উদয়াচলশিখরে আরোহণ করিলে ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সমুদয় ভৃত্য, পৌরগণ, সূপকার, পারিবর্হ ও পাঞ্চালগণকে পুলিন্দাধিপতির সমীপে সমর্পণ করিয়া অর্জ্জুনদর্শনলালসায় দ্রৌপদীর সহিত ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে পদব্রজে প্রস্থান করিলেন।

একচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ভীমসেন! হে নকুল! হে সহদেব! হে পাঞ্চালি! তোমরা এই সকল বনেচরগণকে অবলোকন কর, তাহা হইলে ভূতের বিনাশ নাই বলিয়া অবশ্যই তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল ও একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, তথাপি কেবল সেই প্রাণাধিক প্রিয়তমের মুখশশী সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত পরস্পরের সাহায্যে এই দুর্গম স্থান দিয়া গমন করিতে সাহস করিয়াছি; কিন্তু আমার কলেবর সেই বীরচূড়ামণির অদর্শনে অনলকবলিত তুলারাশির ন্যায় দহ্যমান হইতেছে। হে বীর! একে অনুজগণের সহিত বনবাসী ও অর্জ্জুনের বিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তাহাতে আবার যাজ্ঞসেনীর এই নিগ্রহ আমাকে সন্তাপিত করিতেছে। হে বৃকোদর! আমি সেই অমিততেজাঃ অজেয় অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিয়াই পরিতাপিত হইতেছি। তাঁহার দর্শন-লালসায় তোমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তীর্থ, বন ও জলাশয়-সকল পরিভ্রমণ করিতেছি। হে বীর! যিনি সমস্ত ধন জয় করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি সত্যসন্ধ, যাঁহাতে অভিমানের লেশমাত্রও নাই, যিনি বিক্রমে ও গমনে সিংহের ন্যায়, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, সংগ্রামে কুশল, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, কৌরবকুলের গৌরবস্বরূপ, যিনি ক্রুদ্ধ হইলে অরাতিগণের পক্ষে কালান্তক যমোপম, আজি পঞ্চ বৎসর হইল, সেই শ্যামকলেবর প্রিয় সহোদর নয়নের অন্তরাল হইয়াছেন, আমি তাঁহার অদর্শনেই পরিতাপিত হইতেছি। যিনি বল ও ধনসম্পত্তিতে দেবরাজের সমান, সেই শ্বেতবাহন এক্ষণে দারুণ দুঃখের হস্তে নিপতিত হইয়াছেন; আমি তাঁহার

অদর্শনেই পরিতাপিত হইতেছি। যিনি ক্ষুদ্রজন কর্ত্তৃক অবমানিত হইলেও কখন ক্ষমা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না, যিনি সরল-পথপরায়ণ ব্যক্তির অভয়দাতা, যিনি কপটাচার প্রবৃত্ত ও জিঘাংসু বজ্রধরেরও দণ্ডকর্ত্তা, যিনি শরণাগত শাত্রবগণের প্রতিও কৃপাবান্, আমাদিগের অবলম্বন, সর্ব্বরত্নের আহর্ত্তা, সকলের সুখাবহ, যাঁহার বাহুবলে নানাবিধ দিব্য রত্ন সকল লাভ করিয়াছিলাম, যাঁহার ভুজবীর্য্যে সর্ব্বরত্নময়ী ভুবনবিখ্যাত সভার অধিকারী হইয়াছিলাম, যিনি পরাক্রমে ত্রিবিক্রমের ন্যায়, সমরে কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায়, সেই অর্জ্জুন আমার নয়নপথ অতিক্রম করিয়াছেন। যিনি স্বীয় ভুজবীর্য্যপ্রভাবে বলরাম, বাসুদেব ও তোমার অনুকরণ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে ও প্রভাবে পুরন্দরসমান, বেগে সমীরণসদৃশ, মুখশোভায় সোমতুল্য এবং কোপসময়ে শমনসমান, এক্ষণে আমরা সেই বীরবরের দর্শনাভিলাষে এই যক্ষগণের নিবাসভূমি মহাগিরি গন্ধমাদনে প্রবেশপূর্ব্বক সকল সন্দর্শন করিব, যে স্থানে নারায়ণের বিশাল বদরী-আশ্রম বিদ্যমান রহিয়াছে। অনন্তর আমরা অতিকঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক রাক্ষসগণ-সেবিত মনোহর কুবেরসরোবরে পদব্রজে গমন করিব। যে স্থানে যানারোহী, নৃশংস, লুব্ধ বা অপ্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি গমন করিতে সমর্থ হয় না, আমরা খড়্গাদি আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক ব্রতপরায়ণ বিপ্রগণ-সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের অন্বেষণে সেই গন্ধমাদনে গমন করিব। তথায় মক্ষিকা দংশ, মশক, সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভুজঙ্গমগণ অসংযতাচার ব্যক্তিকেই আক্রমণ করে, নিয়মানুগত লোকের কিছুমাত্র অপকার করিতে পারে না, অতএব আমরা নিয়তাচার ও মিতাহার হইয়া অর্জ্জুনের অন্বেষণে এই গন্ধমাদনে প্রবেশ করিব।”

দ্বিচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! ভূরি ভূরি পর্ব্বত, নদী, নগর, বন ও মনোরম তীর্থ-সকল সন্দর্শন এবং হস্ত দ্বারা সলিল স্পর্শ করিয়াছেন। এক্ষণে এই পথ দ্বারা মন্দর-পর্ব্বতে গমন করিতে হইবে; অতএব সকলে দুর্ভাবনা ও অনবধানতা পরিত্যাগ করুন। আপনাদিগকে এই দেবগণ ও পুণ্যকর্ম্মা ঋষিগণের নিবাসে গমন করিতে হইবে।

এই শিবসলিল-শালিনী মহতী তরঙ্গমালিনী প্রবাহিত হইতেছেন, বদরিকাশ্রম ইহাঁর উৎপত্তিস্থান এবং দেবর্ষিগণ ইহাঁর সেবক। আকাশগামী বালখিল্যগণ ইহাঁর অর্চ্চনা এবং মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণ ইহাঁতে স্নানবিধি সমাধান করিয়া থাকেন। মরীচি, পুলহ, ভৃগু ও অঙ্গিরা এই স্থানে পবিত্রস্বরে সামগান করিয়াছিলেন। দেবরাজ দেবগণের সহিত এই স্থানে প্রাত্যহিক জপক্রিয়া সম্পাদন করেন, তৎকালে সাধ্যগণ ও অশ্বিনীকুমার তাঁহার আনুগত্য করিয়া থাকেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্র ইহাঁর সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ গঙ্গাধর গঙ্গাদ্বারে ইহাঁরই সলিল শিরোদেশে ধারণপূর্ব্বক সংসারের স্থিতিবিধান করিয়াছেন। তোমরা সকলে সমীপবর্ত্তী হইয়া বিশুদ্ধ-হৃদয়ে এই ভগবতী ভাগীরথীকে অভিবাদন কর।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ লোমশবাক্য-শ্রবণে পবিত্র হইয়া আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে পুনর্ব্বার গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, এক মেরুসন্নিভ পাণ্ডুরবর্ণ বস্তু দিক্‌সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা লোমশকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত উৎসুক হওয়াতে তিনি তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! আমি আপনাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ যে কৈলাসশিখরসদৃশ শোভাসম্পন্ন বস্তুরাশি নিরীক্ষণ করিতেছেন, উহা মহাত্মা নরকাসুরের অস্থি প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকাতে পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

ভগবান্ পুরাতন দেব বিষ্ণু দেবরাজের হিতকামনায় নরক-দৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন। মহামনাঃ নরকাসুর দশসহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া তপ ও স্বাধ্যায়প্রভাবে ঐন্দ্রপদের প্রার্থী এবং বাহুবলে

নিতান্ত প্রগল্‌ভ হইয়াছিল। দেবরাজ নরকাসুরকে বলবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ অবলোকন করিয়া ভয় ও উদ্বেগে অস্থির হইয়া সর্ব্বব্যাপী নারায়ণকে ধ্যান করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র তদীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হুতাশন নিস্তেজ হইয়া উঠিলেন এবং দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বজ্রধর কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া তাঁহার সম্মুখে আপনার ভয়ের বৃত্তান্তসকল নিবেদন করিলেন।

ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন, "হে দেবেন্দ্র! তুমি যে নরক-দৈত্য হইতে ভীত হইয়াছ, আমি তাহা অবগত হইয়াছি। সে তপস্যাপ্রভাবে ঐন্দ্রপদ প্রার্থনা করিতেছে। নরক-দৈত্য তপঃসিদ্ধ হইলেও আমি তোমার প্রীতির নিমিত্ত তাহার প্রাণ সংহার করিব, তুমি মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা কর।"

অনন্তর মহাতেজাঃ বিষ্ণু হস্ত দ্বারা নরকাসুরের চেতনা হরণ করিলে সে আহত গিরিরাজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। ঐ সেই মায়ানিহত নরকদৈত্যের অস্থিসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এই সমগ্রা বসুমতী পাতালতলে নিমজ্জিতা হইলে ভগবান্ বিষ্ণু একদন্ত বরাহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় তাহাকে যে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার দ্বিতীয় কর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! বসুমতী কি নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়াছিলেন? ভগবান্ ত্রিলোকীনাথ বা কি প্রকারে তাঁহাকে পুনরায় শত যোজন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন? কিরূপেই বা সর্ব্বশস্যপ্রসবিনী ভগবতী বসুমতী সুস্থিরা হইলেন? কাহার প্রভাবেই বা শত-যোজন নিমজ্জিত হইয়াছিলেন? কোন্ ব্যক্তিই বা পরমাত্মার অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল? এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তরে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি, আপনিই সেই কৌতূহল-নিবারণের একমাত্র উপায়, অতএব এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করুন।"

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎসমুদয় বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমে ভয়ঙ্কর সত্যযুগ উপস্থিত হইলে আদিদেব বিষ্ণু স্বয়ং যমত্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়া যমকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে জন্তুগণ কেবল জন্ম পরিগ্রহ করিত, কাহাকেও মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত না। এই নিমিত্ত পশু, পক্ষী, পিশিতাশন মানবকুল ও সলিল অযুতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে বসুমতী তাহাদিগের অতিগাত্র ভারে ব্যথিত হইয়া শত যোজন নিম্নে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর পৃথিবী নারায়ণের শরণাগত হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে চিরকাল এই স্থানে সুস্থির হইয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া কোন ক্রমেই অবস্থিতি করিতে পারি না। অতএব আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, হে বিভো! প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই ভার হইতে মুক্ত করুন।"

ভগবান্ নারায়ণ বসুমতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সানন্দে আকাশবাণীর দ্বারা কহিলেন, "অয়ি কাতরে বসুধারিণি! ভীত হইও না, আমি তোমাকে ভারমুক্ত করিতেছি।" নারায়ণ এইরূপে বসুধাকে বিদায় করিয়া একদন্ত, রক্তলোচন, অতি ভীষণ বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভাস্বরধূমসম স্বীয় শোভা বিস্তার করত সেই স্থানেই বর্দ্ধিত হইয়া সমুজ্জ্বল দশনাগ্রভাগ দ্বারা ধরামণ্ডলকে শত যোজন উর্দ্ধে উদ্ধার করিলেন।

ধরাতল উত্তোলনসময়ে নরলোক, সুরলোক ও অন্তরীক্ষ এরূপ সংক্ষোভিত হইয়াছিল যে, দেব, ঋষি, তপোধন ও মানবগণ অতিমাত্র ত্রস্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তৎকালে দেবগণ পর্য্যন্ত কম্পমান হইয়াছিলেন। অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ একত্র হইয়া সুখাসীন লোকসাক্ষী ব্রহ্মার সমীপে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে দেবেশ! সমুদয় লোক সংক্ষোভিত হইয়াছে, চরাচর ব্যাকুল হইয়াছে, সমস্ত সাগরবারি আন্দোলিত হইতেছে এবং সমুদয় বসুমতী শত-যোজন নিম্নগামিনী হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! এ কি ঘটনা উপস্থিত হইল?

কাহার প্রভাবে সমস্ত জগৎ এরূপ আকুল হইয়া উঠিল ? আমরা ইহাতে হতচেতনপ্রায় হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সকল কথা বর্ণন করুন।”

ব্রহ্মা কহিলেন, “হে অমরগণ! বোধ হয়, তোমরা অসুরভয় অনুভব করিয়া এরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছ; কিন্তু ইহা তাহা নহে, যিনি সর্ব্বব্যাপী অক্ষয়াত্মা পরমপুরুষ, তাঁহারই প্রভাবে সুরলোক-সকল সংক্ষোভিত হইয়াছে। অখণ্ড ভূমণ্ডল শত যোজন নিম্নে নিমগ্ন হইয়াছিল; পরমাত্মা বিষ্ণু পুনরায় তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, এই জন্য এবম্প্রকার সংক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। হে দেবগণ! সংক্ষোভের কারণ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে সংশয় দূর কর।”

দেবগণ কহিলেন, “ব্রহ্মন্! ভগবান্ নারায়ণ যে স্থানে অবস্থিত হইয়া বসুমতীর উদ্ধারসাধন করিতেছেন, সেই স্থান নিরূপণ করিয়া বলুন, আমরা তথায় গমন করিব।”

ব্রহ্মা কহিলেন, “হে দেবগণ! শ্রীমান্ নারায়ণ এক্ষণে নন্দনবনে অবস্থিত করিতেছেন। তোমরা স্বচ্ছন্দে তথায় গমন করিয়া সেই অনাময় পুরুষকে অবলোকন কর। তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া ধরাতল উদ্ধার করত কালানলের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসমণি সুব্যক্তরূপে বিরাজিত রহিয়াছে।” অনন্তর অমরগণ মহাত্মা বিষ্ণুকে অবলোকন ও আমন্ত্রণপূর্ব্বক পিতামহ-সমভিব্যাহারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে লোমশের আদেশানুসারে ত্বরিতপদে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ত্রিচারিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর পাণ্ডবেরা অসিচর্ম্ম, কার্ম্মুক ও সবাণ তূণ ধারণপূর্ব্বক বদ্ধাঙ্গুলিত্র হইয়া পাঞ্চালী এবং ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে গন্ধমাদনপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গন্ধমাদনের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক সরিৎ, সরোবর ও ছায়াবহুল মহীরুহ-সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে আত্মসংযম ও ফলমূলাহার করিয়া বহুবিধ মৃগযূথ অবলোকনপূর্ব্বক দেবর্ষিগণ-সেবিত নিত্য ফলপুষ্পোপশোভিত নানাবিধ বিষম সঙ্কট স্থানে সঞ্চরণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ঋষিগণ, সিদ্ধগণ ও দেবসার্থ-পরিবৃত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের প্রিয়তর কিন্নর-বিচারিত গন্ধমাদনগিরিমধ্যে প্রবেশ করিলে সহসা এক প্রচণ্ড বাত্যা সমুত্থিত হইয়া বহুল-পত্র-সঙ্কুল ধূলিজাল উড্ডান করত ধরাতল ও নভোমণ্ডল একবারে আচ্ছন্ন করিল। তখন আর কোন বস্তুই পরিজ্ঞাত হইল না। তখন পাণ্ডবেরা প্রস্তর-চূর্ণমিশ্রিত সমীরণ দ্বারা বারংবার আহত হইতে লাগিলেন; গাঢ়তর অন্ধকার-প্রভাবে পরস্পর সন্দর্শন বা সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না; বাতভগ্ন ও ভূপৃষ্ঠনিপতিত বৃক্ষের ভীষণ শব্দ-সকল অনবরত শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। তাঁহারা এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করত অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়া মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন, কি নভোমণ্ডল নিপতিত হইতেছে অথবা ভূতল বা ভূধর বিদীর্ণ হইতেছে ?

অনন্তর পাণ্ডবেরা প্রচণ্ড বায়ুবেগে ভীত হইয়া সন্নিহিত বৃক্ষ ও উন্নতানত বল্মীক-সকল হস্ত দ্বারা অন্বেষণপূর্ব্বক তাহাই আশ্রয় করিলেন; মহাবল ভীম কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে লইয়া এক পাদপ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ধর্ম্মরাজ ও ধৌম্য মহোদয় এক মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন; সহদেব অগ্নিহোত্র গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতের একদেশে বিলীন হইয়া রহিলেন এবং নকুল, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সশঙ্কিত-মনে এক এক বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন।

পবনবেগ মন্দীভূত ও ধূলিজাল অপসারিত হইলে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল, চটচটা শব্দ সহকারে অলক্ষ্য-বেগে অশনিসকল নিপতিত ও জলধরপটলমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আশু-বিনশ্বর ক্ষণপ্রভা সঞ্চারিত হইতে লাগিল। করকা-সনাথ বারিধারা প্রবল বায়ুপ্রেরিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করত নিরবচ্ছিন্নরূপে নিপতিত হইতে লাগিল। নদী-সকল আবিল ফেনপরিপ্লুত

ও সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ হইয়া মহীরুহগণ আকর্ষণপূর্ব্বক কল কল শব্দে প্রবল-বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই জলনির্গমশব্দ উপরত, বায়ু প্রশান্ত ও জল নিম্নস্থলে নিপতিত হইলে দিবাকর প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবেরা নির্গত ও পরস্পর সমবেত হইয়া পুনরায় প্রস্থান করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ এক ক্রোশমাত্র অতিক্রম করিলে দ্রৌপদী পদব্রজে গমন করিতে অক্ষম হইয়া পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি অগ্রেই স্বীয় সৌকুমার্য্যবশতঃ শ্রান্ত ও প্রবল বায়ুবেগে একান্ত ক্লান্ত ছিলেন, অনন্তর মোহপ্রভাবে কম্পিত হইয়া ভুজলতা দ্বারা করিকরোপম স্বীয় উরুযুগল অবলম্বনপূর্ব্বক কদলীতরুর ন্যায় সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। এই অবসরে নকুল অতিমাত্র ব্যস্তচিত্তে ধাবমান হইয়া ভগ্নলতার ন্যায় নিপতিত দ্রৌপদীকে ধারণ করত সত্বরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! পাঞ্চালরাজনন্দিনী দ্রৌপদী একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছেন, ইনি কদাচ দুঃখ-ভোগ করেন নাই; এই নিমিত্ত এক্ষণে দুর্বিষহ দুঃখে নিতান্ত বিহ্বল ও বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছেন, আপনি শীঘ্র আসিয়া ইহাঁকে আশ্বাস প্রদান করুন।"

রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম ও সহদেব ইহাঁর এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া সত্বরে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বিবর্ণবদনা দেখিয়া ক্রোড়ে করত কাতর-স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, "হা! যিনি প্রহরিপরিরক্ষিত গৃহমধ্যে দুগ্ধফেননিভ কোমল-শয্যায় পরম-সুখে শয়ন করিতেন, এক্ষণে তিনি কিরূপে ধরাসনে শয়ন করিয়াছেন? অদ্য আমার নিমিত্ত এই সুকুমার চরণ ও কমলোপম মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়াছে। আমি দ্যুতমদে মত্ত ও দুর্ব্বুদ্ধি-পরতন্ত্র হইয়া পশুপক্ষিসমাকুল ভীষণ অরণ্যে দ্রৌপদীর সহিত আগমন করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। পাণ্ডবদিগের ভার্য্যা হইয়া দ্রৌপদী পরমসুখে জীবনকাল যাপন করিবেন, এই ভাবিয়া দ্রুপদরাজ আমাদিগকে কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে এই পাপাত্মার কর্ম্মদোষেই তিনি সকল সুখে বঞ্চিত ও শোকমোহে অভিভূত হইয়া ধরাসনে শয়ন করিয়া আছেন।"

ধর্ম্মরাজ এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে ধৌম্য প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ তথায় উপনীত হইয়া আশীর্ব্বাদপ্রয়োগপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করত শান্তির নিমিত্ত রক্ষামন্ত্র জপ ও রক্ষোঘ্ন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরা বারংবার দ্রৌপদীগাত্রে করস্পর্শ ও সুশীতল-জলার্দ্র ব্যজন দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ক্রমশঃ চেতনা-লাভ করিলে পাণ্ডবেরা বিশ্রামার্থ তাঁহাকে অজিনশয্যায় সংস্থাপিত করিলেন। নকুল ও সহদেব কিণাঙ্কিত পাণি দ্বারা অল্পে অল্পে দ্রৌপদীর চরণসংবাহন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, "হে ভীম! পথিমধ্যে হিমদুর্গম ও সমবিষম বহুসংখ্যক পর্ব্বত আছে, দ্রৌপদী কি প্রকারে তাহা অতিক্রম করিবেন?" ভীম কহিলেন, "মহারাজ! আমি একাকী দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব ও আপনাকে স্বয়ং বহন করিব, আপনি বিষণ্ণ হইবেন না অথবা মহাবল-পরাক্রান্ত খেচর হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ আসিয়া আপনার আদেশানুসারে আমাদিগকে বহন করিবে।" এই বলিয়া ভীমসেন তদীয় নিদেশক্রমে স্বপুত্র ঘটোৎকচকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলেন; অনন্তর তাঁহাদিগের কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ভীমপরাক্রম নিজ পিতা ভীমসেনকে কহিলেন, "হে তাত! আপনি কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?" পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভীমসেন প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ভীম! রাক্ষসপুঙ্গব ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে গ্রহণ করুন; আমি তোমার বাহুবলে পাঞ্চালীর সহিত অক্ষত-শরীরে গন্ধমাদনে গমন করিব।" তখন ভীমসেন জ্যেষ্ঠের আদেশানুসারে ঘটোৎকচকে আদেশ করিলেন, "হে ঘটোৎকচ! তোমার মাতা অতি পরিশ্রান্ত ও গমন করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়াছেন; তুমি এক্ষণে কামগামী হইয়া তাঁহাকে বহন কর; ইহাতে অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি দ্রৌপদীকে স্কন্ধে লইয়া অন্তরীক্ষে আমাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া মন্দগতিতে গমন করিবে; অতি দ্রুতবেগে গমন করিলে ইনি পীড়িত ও শঙ্কিত হইবেন।" ঘটোৎকচ কহিলেন, "হে তাত! আমি একাকীই ধর্ম্মরাজ, ধৌম্য, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে বহন করিতে পারি; বিশেষতঃ অদ্য সহায়সম্পন্ন হইয়াছি। আর কামরূপী অন্যান্য শতসংখ্যক গগনচর রাক্ষস আসিয়া ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারী আপনাদিগের সকলকেই বহন করিবে।"

এই বলিয়া ঘটোৎকচ পাণ্ডবগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দ্রৌপদীকে বহন করিবার নিমিত্ত স্কন্ধে লইলেন এবং অন্যান্য রাক্ষস আসিয়া পাণ্ডবদিগকে স্কন্ধে লইল। মহর্ষি লোমশ স্বকীয় প্রভাপ্রভাবে দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় অন্তরীক্ষের সিদ্ধ-মার্গে গমন করিলেন। রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের আদেশানুসারে অন্যান্য রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণগণকে বহন করিতে লাগিল। তাঁহারা অতি রমণীয় বন ও উপবন অবলোকনপূর্ব্বক বিশালা বদরীতে গমন করিলেন এবং রাক্ষসগণের আশুগতিপ্রযুক্ত অনতিবিলম্বে অতি বিস্তীর্ণ পথ অল্প পথের ন্যায় উত্তীর্ণ হইলেন। গমনকালে ম্লেচ্ছজনসমাকীর্ণ রত্নাকরসংযুক্ত দেশ-সকল এবং বহুবিধধাতুরাগরঞ্জিত, কিন্নর, কিম্পুরুষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরাধ্যুষিত, রুরুমৃগ, ময়ূর, চমর, বানর, বরাহ, গবয় ও মহিষবৃন্দসমাবৃত, বিহঙ্গমকুল-কূজিত, বহুবিধ পাদপরাজিবিরাজিত, নদীশতসমলঙ্কৃত প্রত্যন্তপর্ব্বত সমস্ত সন্দর্শন করিলেন।

এইরূপে তাঁহারা বহুতর প্রদেশ ও উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া বিবিধ আশ্চর্য্যসম্পন্ন গিরিবর কৈলাস সন্দর্শনপূর্ব্বক সন্নিহিত নরনারয়ণাশ্রম নিরীক্ষণ করিলেন। তৎপরে পরম-শোভিত, মধুর মধুস্রব সুস্বাদুফলপূর্ণ, অবিরল কোমল পল্লবযুক্ত, স্নিগ্ধচ্ছায়া-সম্পন্ন, বিহগকুলসমাকুল, বিশাল শাখাশালী, মহর্ষিগণ-সেবিত, সুজাতস্কন্ধ, অতিমনোহর, কণ্টকশূন্য বদরী-তরু দর্শন করিলেন। সেই স্থান দংশমশক-বিরহিত; বহু মূল-ফল-সংযুক্ত, শাদ্বল-সমাকীর্ণ, স্বভাবতঃ সমতল ও হিমসম্পর্কে সুখসেব্য এবং মৃদুস্পর্শ। ঐ প্রদেশে নিরবচ্ছিন্ন দেব ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করিয়া থাকেন।

পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে বদরীতে উপনীত হইয়া রাক্ষসস্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; তৎপরে নরনারায়ণাশ্রিত, তমোগুণবিরহিত, সূর্য্যকরস্পর্শবিবর্জ্জিত, দিব্য-পুষ্পোপহারবিরাজিত, ক্ষুৎপিপাসাদোষশূন্য, সর্ব্বভূতশরণ্য, শোকনাশন, ব্রাহ্মী-শোভাসমন্বিত, পূর্ণকুম্ভোপশোভিত, ব্রহ্মঘোষ-নিনাদিত, শ্রমনাশন, আশ্রয়ণীয় দিব্য আশ্রম সন্দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রমে অধার্ম্মিক লোকের সঞ্চার নাই; কেবল ফলমূলাশী, অজিনাম্বরধারী, সূর্য্যসম তেজস্বী, ব্রহ্মবাদী, মোক্ষপর, মহাভাগ মহর্ষিগণ সতত বাস করিতেছেন। কোন স্থানে বিশাল অগ্নিশরণ ও স্রুগ্‌ভাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কোন স্থানে অনুলেপন সংসৃষ্ট হইতেছে, কোন স্থানে পুষ্পোপহার পরিকল্পিত রহিয়াছে।

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গ-সমভিব্যাহারে মহর্ষিগণ-সন্নিধানে উপনীত হইলে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে উপস্থিত দেখিয়া প্রীতমনে প্রত্যুদ্গমন ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক সৎকারার্থ ফল-মূল ও স্বচ্ছ সলিল আহরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ মহর্ষিগণসমাহৃত সৎকার গ্রহণ করিয়া পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তৎপরে বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত দেবলোক-সদৃশ মনোরম শক্রসদনপ্রস্থে প্রবেশপূর্ব্বক ভাগীরথী-পরিশোভিত দেবর্ষিগণ-পূজিত নরনারায়ণস্থান সন্দর্শন করিলেন। তথায় দেবর্ষিগণ-সেবিত মধুস্রব

দিব্য ফল অবলোকনপূর্ব্বক আনন্দিত হইলেন। অনন্তর সেই ফললাভ করিয়া প্রীতমনে ব্রাহ্মণগণের সহিত পরমসুখে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় বিহঙ্গমগণনিনাদিত হিরণ্যশিখর মৈনাক ও মনোহর বিন্দুসরোবর সন্দর্শন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা দ্রৌপদী-সাহত সকল-ঋতুকুসুমশোভিত মনোজ্ঞ এক কাননে বিহার করিতে লাগিলেন। তথায় কোকিলকুলকূজিত ফলভারাবনত পাদপাবলী অবিরল শীতল ছায়া দ্বারা লোকের ক্লান্তি দূর করিতেছে, প্রসন্নসলিল কমলোৎপলশোভিত সরোবর সকল অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। পাণ্ডবেরা সেই সমস্ত রমণীয় বস্তু নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর বিশালা বদরীসন্নিধানে মণিপ্রবালনির্ম্মিত তীর্থপরম্পরাপরিশোভিত দিব্য পুষ্পসমাকীর্ণ ভাগীরথী সন্দর্শন করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা সেই পরম-দুর্গম দেবর্ষিচরিত প্রদেশে ভাগীরথার অতি পবিত্র জলে দেব ও ঋষিগণের তর্পণ করিলেন এবং দ্রৌপদীর বিচিত্র ক্রীড়াদর্শন ও জপ-তপ সংসাধনপূর্ব্বক পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই পুরুষপ্রধান পাণ্ডবগণ ধনঞ্জয়-দর্শনাভিলাষে পরম-পরিশুদ্ধচিত্তে সেই স্থানে ছয় রাত্রি বাস করিলেন। একদা এক সূর্য্যসন্নিভ সহস্রদলপদ্ম সমীরণবেগসহকারে অকস্মাৎ ঈশানকোণ হইতে আসিয়া দ্রৌপদীর নিকট নিপতিত হইল। দ্রুপদনন্দিনী সেই পবনাহৃত পরিমলপরিপূর্ণ পরম-রমণীয় সৌগন্ধিক গ্রহণ করিয়া অতীব হৃষ্টচিত্তে ভীমসেনকে কহিলেন, "হে ভীমসেন! এই দেখ, কেমন উৎকৃষ্ট সৌগন্ধিক পুষ্প। ইহা প্রাপ্ত হইয়া আমার মন পরমাহ্লাদিত হইয়াছে; আমি এই পুষ্পটি ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিব। হে বৃকোদর! যদি আমার প্রতি তোমার প্রণয়দৃষ্টি থাকে, তবে প্রচুর পরিমাণে এতজ্জাতীয় পুষ্প আহরণ কর; আমি তৎসমুদয় কাম্যক-বনে লইয়া যাইব।" মত্তচকোরনেত্রা পাঞ্চালী ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া সেই সৌগন্ধিক গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন প্রণয়িনীর অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান-বাসনায় সৌগন্ধিক-সমুদয় আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন ও আশীবিষসদৃশ শরসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক বায়ুর অভিমুখে ক্রুদ্ধ মৃগরাজের ন্যায়, মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় অনবরত ঈশানকোণে গমন করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ সমস্ত প্রাণিগণ ধনুর্ব্বাণধারী বৃকোদরকে অবলোকন করিতে লাগিল। গমনসময়ে কি গ্লানি, কি বৈক্লব্য, কি ভয়, কি সম্ভ্রম কিছুই তাঁহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইল না। বাহুবল-প্রদৃপ্ত ভীমসেন দ্রৌপদীর প্রিয়ানুষ্ঠানবাসনায় ভয়সম্মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক লতাগুল্ম-সমাচ্ছন্ন নীলশিলাযুক্ত, কিন্নর কুলচরিত, নানাবর্ণধর, বিচিত্র ধাতুদ্রুম, মৃগ ও অণ্ডজ-সমুদয়ে ব্যাপ্ত, নানাভরণভূষিত, ভূমির ভুজদণ্ডের ন্যায় সন্নিবেশিত গন্ধমাদন-পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক পুংস্কোকিল-নিনাদে নিনাদিত ষট্‌পদকুলসেবিত পরম রমণীয় সানু-সমুদয় নিরীক্ষণ, মনে মনে অভিপ্রায়-সকল অনুচিন্তন ও সর্ব্বপ্রকার কুসুমের সৌরভ আঘ্রাণ করিতে করিতে মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে পরমপবিত্র বিবিধ কুসুমগন্ধযুক্ত শীতসংস্পর্শ মন্দ মন্দ গন্ধমাদনবায়ু তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল।

পবননন্দন স্বীয় পিতার সংস্পর্শে পরম পুলকিত ও বিগতক্লম হইয়া পুষ্পের নিমিত্ত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অমর ও ব্রহ্মর্ষিগণ-নিষেবিত ঐ পর্ব্বত অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পর্ব্বতে পীত, কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণ বিমল ধাতুবিচ্ছেদ-সকল ত্রিপুণ্ড্রাকারে অনুলিপ্ত রহিয়াছে, উহার পার্শ্বদেশে জলদপুঞ্জ লগ্ন হওয়াতে বোধ হয় যেন, পক্ষ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে, প্রস্রবণবারি নিপতিত হওয়াতে বোধ হয় যেন, চতুর্দ্দিক্ মুক্তাহারে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে মনোহর দরী, কুঞ্জ, নির্ঝর ও কন্দর-সমুদয় শোভা পাইতেছে, অপ্সরোগণের নূপুরধ্বনি-শ্রবণে মত্ত ময়ূরকুল নৃত্য করিতেছে;

দিগ্‌গজগণ বিষাণাগ্র দ্বারা শিলাতল খনন করিতেছে এবং অনবরত নদীজল নিপাতিত হওয়াতে বোধ হয় যেন, বসন-সকল স্রস্ত হইতেছে।

মত্তবারণবিক্রান্ত কনকবর্ণ শ্রীমান্ বায়ুতনয় এইরূপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রিয়ার প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত পরম প্রহৃষ্টচিত্তে গমনবেগে লতাজাল বিচালিত করত পরম-রমণীয় গন্ধমাদনসানুতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অদূরসংস্থিত ভয়ানভিজ্ঞ হরিণগণ শষ্প-কবল মুখে করিয়া কৌতূহলান্বিত-চিত্তে একদৃষ্টে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিল। প্রিয়পার্শ্বোপবিষ্ট গন্ধর্ব্বযোষিদ্‌গণ অদৃশ্য হইয়া রূপের নবাবতার সেই বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন বনবাসিনী দ্রৌপদীর দুর্য্যোধনজনিত বিবিধ ক্লেশ স্মরণ করিয়াই তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'অর্জ্জুন স্বর্গে গমন করিয়াছে, আমিও পুষ্পের নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাদের দুই জনের বিরহে না জানি কি করিবেন। তিনি নকুল ও সহদেবকে সাতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ তাহাদের বলবিক্রমে তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, তন্নিমিত্ত তিনি কখনই তাহাদিগকে কুত্রাপি প্রেরণ করিবেন না। যাহা হউক, এক্ষণে কিরূপে ত্বরায় কুসুম প্রাপ্ত হই ?'

মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত প্রফুল্ল গিরিসানুতে দৃষ্টিপাত করত দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দ্রৌপদীর বাক্যই কেবল তাঁহার পাথেয় হইয়াছিল, পর্ব্বতস্থ গজযূথ পবনগামী ভীমসেনের ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ভীত হইতে লাগিল। তিনি নির্ঘাতপাতসদৃশ চরণপাতে মেদিনীমণ্ডল কম্পান্বিত করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র ও মৃগগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরুসমূহ উন্মূলিত ও নিখাত করিয়া ফেলিলেন এবং বেগে লতাজাল আকর্ষণ করত গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি উপর্য্যুপরি শৈলশিখরে আরোহণেচ্ছু গজরাজের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেনের গভীর-গর্জ্জনে প্রতিবোধিত ব্যাঘ্রগণ গুহা পরিত্যাগ করিল, বনবাসিগণ লুক্কায়িত হইতে লাগিল, পক্ষিগণ ত্রস্ত হইয়া উৎপতিত হইতে লাগিল, মৃগযূথ পলায়নপরায়ণ হইল, ভল্লুকগণ বৃক্ষ পরিত্যাগ করিল, সিংহ সমুদয় গুহা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল, হস্তিগণ সাতিশয় বিত্রাসিত হইয়া করেণুগণ-সমভিব্যাহারে সেই বন পরিত্যাগপূর্ব্বক বনান্তরে প্রস্থান করিল, বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিষ, ব্যাঘ্র, গোমায়ু, গবয় প্রভৃতি বনচরগণ চীৎকার করিতে লাগিল; চক্রবাক, দাত্যূহ, হংস, কারণ্ডব, শুক, পুংস্কোকিল ও ক্রৌঞ্চগণ বিচেতনপ্রায় হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং অন্যান্য ভীষণাকার জন্তু-সমুদয় ভয়বিভ্রান্তচিত্তে শকৃন্মূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মুখব্যাদান করিয়া ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল।

অনেকানেক করিগণ করেণুগণের উত্তেজনাপরতন্ত্র হইয়া এবং সিংহ ও ব্যাঘ্রগণ সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন তিনি ক্রোধপরায়ণ হইয়া অনেকানেক গজকে গজের আঘাতে, সিংহগণকে সিংহের আঘাতে ও অন্যান্য পশুদিগকে চপেটাঘাতে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু প্রভৃতি বহুতর জন্তুগণ ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; হতাবশিষ্ট পশুগণ প্রাণভয়ে শকৃন্মূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহনাদে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করত বনে প্রবেশ করিলেন।

তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে গন্ধমাদনসানুতে এক বহুযোজন-বিস্তৃত সুরম্য কদলীস্তম্ব দেখিতে পাইলেন। মারুতবেগগামী মারুততনয় মদস্রাবী গজের ন্যায় বিবিধ বৃক্ষ ভগ্ন করত সেই বনে গমন করিলেন। তিনি বৃহৎ তালবৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত কদলীস্তম্ব-সমুদয় উৎপাটনপূর্ব্বক বেগে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করত দর্পিত নৃসিংহের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিলেন। রুরু, বানর, সিংহ, মহিষ প্রভৃতি বহুবিধ জন্তুগণ ভীমসেনের শব্দশ্রবণে বিত্রস্ত হইয়া জলাশয়ে গমন করিতে লাগিল।

জন্তুগণের শব্দ ও ভীমসেনের গভীরধ্বনি-শ্রবণে বনান্তরগত মৃগপক্ষিগণও বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র জলচর পক্ষিগণ মৃগবিহঙ্গমকুলের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সহসা আর্দ্রপক্ষে উৎপতিত হইল।

ভরতবংশাবতংস ভীমসেন সেই সমুদয় জলচর পক্ষিগণকে সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে এক সুমহৎ রম্য সরোবর নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ সরোবর মন্দমারুত-কম্পিত কাঞ্চনময় কদলীখণ্ড দ্বারা সতত বীজ্যমান হইতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রভূতপদ্ম-পরিপূর্ণ সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া উদ্দাম মহাগজের ন্যায় যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণের পর জলক্রীড়া সমাপনপূর্ব্বক সরোবর হইতে সমুত্থিত হইয়া বেগে সেই বহুপাদপসঙ্কীর্ণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় মহাবেগে শঙ্খনাদ ও বাহু আস্ফোটন দ্বারা দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি ও ভীমসেনের গভীর গর্জ্জনে গুহা হইতে ঘোরতর প্রতিশব্দ সমুত্থিত হইল, শৈলগুহামধ্যে সুসুপ্ত সিংহগণ সেই বজ্রনির্ঘোষসদৃশ আস্ফোট-শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ানক ধ্বনি করিতে লাগিল। কুঞ্জরগণ সিংহনাদ-শ্রবণে সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া ঘোরতর চীৎকার আরম্ভ করিল এবং করিকুলের ভীষণ শব্দে সমুদয় পর্ব্বত পরিপূর্ণ হইল।

কপিকুলাগ্রগণ্য হনূমান্ ঐ কদলীবনে বাস করিতেন; তিনি সেই কুঞ্জরকুলনির্মুক্ত সুমহৎ নিনাদ-শ্রবণে প্রতিবোধিত হইয়া স্বীয় ভ্রাতা ভীমসেনের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিলেন। ঐ কদলীবনে এক অতি সঙ্কীর্ণ স্বর্গগমনের পথ ছিল। পবননন্দন হনূমান্ পাছে স্বীয় ভ্রাতা বৃকোদর ঐ পথে গিয়া শাপগ্রস্ত বা পরাভব প্রাপ্ত হয়েন, এই ভাবিয়া সেই স্বর্গমার্গ অবরোধ করত শয়ান হইয়া নিদ্রিতপ্রায় রহিলেন; ক্ষণে ক্ষণে জৃম্ভণ ও শক্রধ্বজের ন্যায় সমুচ্ছ্রিত লাঙ্গুলের আস্ফোটন করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত হনূমানের অশনিনির্ঘোষসদৃশ লাঙ্গূলাস্ফোটনশব্দে পর্ব্বত প্রচলিত হইল; গুহা-সমুদয় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং শৃঙ্গ-সকল বিঘূর্ণিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। সেই লাঙ্গূলাস্ফোটনশব্দ মত্ত বারণগণের ঘোরতর নিস্বন অন্তর্হিত করিয়া সমুদয় গিরিসানুমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই শব্দ-শ্রবণে লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া উহার কারণ অবগত হইবার মানসে সেই কদলীবনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় এক সুবিস্তৃত শিলাতলে শয়ান, বিদ্যুৎসম্পাতের ন্যায় চঞ্চল, দুষ্প্রেক্ষ্য ও পিঙ্গলবর্ণ বানরাধিপতি হনূমান্‌কে নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার গ্রীবা পীন ও হ্রস্ব; স্কন্ধদ্বয় সাতিশয় বিপুল; মধ্যদেশ অতিক্ষীণ; লাঙ্গূল ঈষদাভুগ্নাগ্র, দীর্ঘলোমে আকীর্ণ ও ধ্বজের ন্যায় উচ্ছ্রিত; ওষ্ঠ হ্রস্ব; জিহ্বা তাম্রবর্ণ, ভ্রূ চঞ্চল, কলেবর রক্তবর্ণ, দশন-সমুদয় বিবৃত্ত, শুক্ল ও তীক্ষ্ণাগ্র বদন রশ্মিমান্ চন্দ্রের ন্যায়, উহার অভ্যন্তরে শুক্ল দন্ত-সমুদয় সন্নিবেশিত থাকাতে বোধ হয় যেন, কেশরোৎকরসংমিশ্র অশোক-সমুদয় সংস্থাপিত রহিয়াছে।

মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই কদলীবনমধ্যস্থ, শিখাবান্ অনলের ন্যায় কলেবরধারী, ঈষদুন্মীলিত-লোচন, মহাবীর্য্যসম্পন্ন বানররাজ হিমাচলের ন্যায় স্বর্গমার্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া নির্ভয়-চিত্তে বেগে গমনপূর্ব্বক বজ্রনির্ঘোষসদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ যাবতীয় মৃগ-পক্ষিগণ ভীমের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণে সাতিশয় বিত্রস্ত হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত হনূমান্ তৎশ্রবণে লোচনদ্বয় ঈষদুন্মীলন করিয়া অবজ্ঞা-পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত সহাস্য-বদনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "আমি পীড়িত, এই স্থানে সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম; তুমি কি নিমিত্ত আমাকে জাগরিত করিলে? তুমি জ্ঞানবান্, তন্নিমিত্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়া করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা তির্য্যগ্‌যোনিসম্ভূত, ধর্ম্মের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি, মনুষ্যগণ ধীশক্তি-সম্পন্ন, তাঁহারা জন্তুগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের দেহ, বাক্য ও চিত্তের দোষজনক ধর্ম্ম-ঘাতী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অন্যায়। বোধ হয়, তুমি ধর্ম্মাভিজ্ঞ নহ এবং পণ্ডিতগণের সেবা কর নাই,

এই নিমিত্ত অল্পবুদ্ধিত্ব প্রযুক্ত পশুগণকে পীড়া প্রদান করিতেছ। তুমি কে? কি নিমিত্ত এই মানুষভাব-বর্জ্জিত নির্জ্জন অরণ্যে আগমন করিয়াছ? কোথায় বা গমন করিবে? এই উদ্যানের পরেই ঐ অগম্য পর্ব্বত রহিয়াছে, সিদ্ধি-লাভ ব্যতীত উহাতে গমন করা অসাধ্য। উহা দেবমার্গ, মনুষ্যলোক উহাতে কোন ক্রমেই গমন করিতে সমর্থ হয় না। আমি কারুণ্য-পরতন্ত্র হইয়া তোমাকে নিষেধ করিতেছি,তুমি নিরস্ত হও; ইহার পর আর গমন করিতে পারিবে না; অদ্য তোমার এই স্থানে থাকাই শ্রেয়ঃ। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! যদি আমার এই হিতকর বাক্য তোমার গ্রাহ্য হয়, তবে এই সমুদয় সুধাসোদর ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও; অকারণ মৃত্যু প্রার্থনা করিও না।"

সপ্তচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "মহারাজ! ভীমসেন বানরেন্দ্র হনূমানের বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "তুমি কে? কি নিমিত্ত বানরশরীর ধারণ করিয়াছ? আমি ক্ষত্রিয়, কুরুকুলোৎপন্ন সোমবংশীয় পাণ্ডুর পুত্র; কুন্তীর গর্ভে বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার নাম ভীমসেন।"

বানরাগ্রণী হনূমান্ কুরুবীর ভীমসেনের বাক্য-শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে ভদ্র! আমি বানর, তোমাকে অভিলাষানুরূপ পথ প্রদান করিব না; এক্ষণে এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও, মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইও না।"

ভীমসেন কহিলেন, "আমার মৃত্যুই হউক বা অন্য কোন বিপদ্ই হউক, তদ্বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তুমি আমাকে পথ প্রদান কর; বৃথা আমার হস্তে ব্যথা প্রাপ্ত হইও না।"

হনূমান্ কহিলেন, "আমি ব্যাধিতে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি, উঠিবার শক্তি নাই, যদি নিতান্তই গমন করিবে, তবে আমাকে লঙ্ঘন করিয়া গমন কর।"

ভীম কহিলেন, "নির্গুণ পরমাত্মা সমুদয় প্রাণিগণের দেহে অধিষ্ঠান করেন, আমি তাঁহাকে অবমাননা বা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইব না। যদি আমি আগমে সেই ভূতভাবন ভগবান্ পরমাত্মাকে না জানিতাম, তাহা হইলে যেমন হনূমান্ সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমাকে ও এই পর্ব্বতকে অনায়াসেই লঙ্ঘন করিতাম।"

হনূমান্ কহিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! হনূমান্ সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তিনি কে? যদি সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া থাক, তবে বর্ণন কর।"

ভীমসেন কহিলেন,"সেই বানররাজ আমার ভ্রাতা; তিনি পরম গুণবান্, বুদ্ধিসত্ত্ব ও বলসমন্বিত এবং রামায়ণে অতি সুবিখ্যাত। তিনি রামপত্নীর উদ্ধারার্থ শতযোজন-বিস্তৃত সাগর একলম্ফে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। আমি বল, বিক্রম ও যুদ্ধে সেই স্বীয় ভ্রাতা হনূমানের সদৃশ, অনায়াসেই তোমার নিগ্রহ করিতে পারি; অতএব শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া পথ প্রদান কর, নতুবা এইক্ষণেই তোমাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব।"

মহাবল-পরাক্রান্ত হনূমান্ ভীমসেনকে বলোন্মত্ত ও বাহুবীর্য্যদর্পিত জ্ঞান করিয়া মনে মনে হাস্য করত পুনরায় কহিলেন, "মহাশয়! জরাপ্রভাবে আমার উত্থানশক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার লাঙ্গুল উত্তোলনপূর্ব্বক গমন কর।"

বাহুবলদর্পিত ভীমসেন হনূমানের বাক্য-শ্রবণানন্তর মনে মনে চিন্তা করিলেন, "এই বানরের কিছুমাত্র বলবিক্রম নাই; অতএব ইহার লাঙ্গুল ধারণপূর্ব্বক ইহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।" এই স্থির করিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক বামকর দ্বারা হনূমানের লাঙ্গুলধারণ করিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন দুই হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া যথাশক্তি আক ণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনরূপেই চালিত করিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিবৃত্ত, মুখমণ্ডলে ভ্রূকুটি বদ্ধ ও অঙ্গ হইতে শ্রমবারি নির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু হনূমানের লাঙ্গুল কোনক্রমেই উদ্ধৃত হইল না। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন যখন সাতিশয় যত্নসহকারেও লাঙ্গুলচালন করিতেও সমর্থ হইলেন না, তখন লজ্জানম্রমুখে তাঁহার পার্শ্বদেশে গমনপূর্ব্বক প্রণিপাতপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসন্ন হও,আমি অজ্ঞানবশতঃ তোমার প্রতি

দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি কি সিদ্ধ বা দেবতা কি গন্ধর্ব্ব অথবা গুহ্যক? তুমি কে বানররূপ ধারণ করিয়া এ স্থানে রহিয়াছ? যদি তোমার বৃত্তান্ত নিতান্ত গোপনীয় না হয় ও আমার শ্রোতব্য হয়, তবে আমি শিষ্টের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান কর।”

হনূমান্ কহিলেন, “হে অরাতিনিপাতন! আমাকে জানিবার নিমিত্ত তোমার সাতিশয় কৌতূহল হইয়াছে, অতএব আমার সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি কেশরীর ক্ষেত্রে জগৎপ্রাণ সমীরণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার নাম হনূমান্। পূর্ব্বে সমুদয় বানর-রাজ ও বানরযূথপগণ যে সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব ও ইন্দ্রসুত বালীর উপাসনা করিতেন, যেমন অগ্নির সহিত বায়ুর প্রীতি,তদ্রূপ সেই সুগ্রীবের সহিত আমার প্রণয় হইয়াছিল। সুগ্রীব কোন কারণবশতঃ স্বীয় ভ্রাতা বালীর নিকট অবমানিত হইয়া ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে আমার সহিত বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবাগ্রগণ্য বিষ্ণু মনুষ্যরূপে দশরথের ঔরসে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক রাম নামে বসুধাতলে বিখ্যাত হইলেন। পরে সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য রামচন্দ্র পিতার প্রিয়ানুষ্ঠান জন্য ভার্য্যা ও অনুজ লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তখন রাক্ষসাধিপতি মহাবল-পরাক্রান্ত দুরাত্মা রাবণ সুবর্ণমৃগরূপধারী মারীচ নিশাচর দ্বারা রামকে বঞ্চনা করিয়া ছলপূর্ব্বক জনস্থান হইতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সীতাকে হরণ করে।”

অষ্টচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায়।

হনূমান্ কহিলেন, “এইরূপে মহাত্মা রামের পত্নী অপহৃতা হইলে তিনি অনুজ-সমভিব্যাহারে স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে অন্বেষণ করিতে করিতে শৈলশিখরে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর রামের সহিত সুগ্রীবের পরম সখ্য হওয়াতে তিনি বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। সুগ্রীব রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত সহস্র সহস্র বানর প্রেরণ করিলেন। তখন আমি কোটি কোটি বানরগণে পরিবৃত হইয়া সীতান্বেষণার্থ দক্ষিণ-দিকে গমন করিলাম।

পথিমধ্যে পক্ষিবর সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎকার হওয়াতে তিনি কহিলেন, ‘সীতা রাবণের নিকেতনে আছেন।’ এইরূপে সম্পাতির মুখে সীতার সংবাদ-শ্রবণে অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত স্ববীর্য্য-প্রভাবে শতযোজন-বিস্তীর্ণ সাগর লঙ্ঘন করিয়া রাবণ-নিকেতনে গমনপূর্ব্বক সুরসুতাসদৃশী জনকদুহিতা সীতাকে দর্শন ও সম্ভাষণ করিলাম; পরে অট্টালিকা, প্রাকার ও তোরণে বিভূষিত সমুদয় লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া তথায় স্বীয় নাম প্রকাশপূর্ব্বক পুনরায় আগমন করিলাম।

রাজীবলোচন রাম আমার বাক্য প্রত্যয় করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক সমুদ্রে সেতুবন্ধন করত তদ্দ্বারা বহু-সংখ্যক বানরগণ সমভিব্যাহারে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় গমন করিলেন। তথায় নিশাচরেন্দ্র রাবণ, তাহার ভ্রাতা, পুত্র ও বান্ধববর্গ প্রভৃতি বহুতর রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া স্বীয় ভক্ত, পরমধার্ম্মিক, অনুগতবৎসল বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে রামচন্দ্র বিনষ্টশ্রুতির ন্যায় সহধর্ম্মিণীকে প্রত্যুদ্ধার করিয়া স্বীয় পুরী অযোধ্যায় আগমনপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। অনন্তর আমি রামের নিকট বরপ্রার্থনা করিলাম যে, ‘হে শত্রুসূদন রাম! এই সংসারে যত কাল আপনার কথা বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ আমি জীবিত থাকিব।’ রাজীবলোচন রাম ‘তথাস্তু’ বলিয়া আমাকে অভি-লষিত বর প্রদান করিলেন। সীতার প্রসাদে এই স্থানে আমার ইচ্ছানুসারে নানাবিধ দিব্য ভোগ-সমুদয় উপস্থিত হয়। রামচন্দ্র দশ সহস্র ও দশ শত বর্ষ রাজ্যপ্রতিপালন করিয়া স্বস্থানে গমন করিয়াছেন। অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ এই স্থানে সেই রামের চরিত্র গান করিয়া আমাকে আহ্লাদিত করে। হে কুরু-নন্দন! এই পথ মনুষ্যের অগম্য, পাছে তুমি এই পথে গমন করিয়া অভিশপ্ত বা পরাভূত হও, এইরূপ ভাবিয়া আমি এই পথ রুদ্ধ করিয়াছি, এই পথ

দেবমার্গ, ইহাতে কোনমতে মনুষ্যের অধিকার নাই। তুমি যাহার অন্বেষণে আসিয়াছ, সে সরোবর এই স্থানেই আছে।"

একোনপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর ভীমসেন এইরূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে হনূমানকে প্রণিপাত করত প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম, আপনি আমার প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, এক্ষণে আমার এক প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করুন। পূর্ব্বে মকরনক্রসার্থসঙ্কুল মহাসাগর লঙ্ঘন করিবার সময় যেরূপ নিরুপম রূপ প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমি নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। হে বীর! তাহা হইলে আমি একান্ত সন্তুষ্ট ও কৃতার্থ হইব এবং আপনার বাক্যে শ্রদ্ধা করিব।" হনূমান্ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সহাস্যমুখে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! এক্ষণে তুমি হও বা অন্যই হউক, কেহই আমার পূর্ব্বরূপ-নিরীক্ষণে সমর্থ হইবে না, কারণ, তৎকালে অন্যপ্রকার কালাবস্থা ছিল, সম্প্রতি তাহার অন্যথা হইয়াছে: সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই কালত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা নিরূপিত আছে। এক্ষণে ধ্বংসকারী কাল উপস্থিত, আর আমার সেরূপ রূপ নাই। ভূমি, নদী, শৈল, সিদ্ধ, দেব ও মহর্ষিগণ ইহাঁরা যুগপর্য্যায়ে সমভাবে কালের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন, কিন্তু বল, প্রভাব ও দেহ এই সকল কেবল হীনতা ও বৃদ্ধি লাভ করে, অতএব আমার পূর্ব্বরূপ-দর্শনে আর অভিলাষ করিও না। কালধর্ম্ম নিতান্ত দুরতিক্রমণীয়, আমি এক্ষণে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়াছি।"

ভীম কহিলেন, "হে কপিবর! এক্ষণে যুগের সংখ্যা, আচার, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, তত্ত্ব, কর্ম্ম, বীর্য্য, উৎপত্তি ও বিনাশ এই কয়েকটি বিষয় কীর্ত্তন করুন, আমি শ্রবণ করিব।" হনূমান্ কহিলেন, "হে বৎস! প্রথমতঃ সত্যযুগ, ঐ যুগে ধর্ম্ম সনাতন, লোকসকল কৃতকৃত্য হইত। এই যুগে ধর্ম্ম অবসন্ন বা প্রজাক্ষয় হইত না, এই কারণ উহা সত্যযুগ বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু ঐ যুগ মুখ্য হইয়াও কালক্রমে অপ্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎকালে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগেরা পরস্পর উপদ্রবরহিত ছিল, ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পর্ক ছিল না। সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদানুসারে ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ হইত না, কৃষি প্রভৃতি মানুষী ক্রিয়াসকল বিলুপ্ত হইয়াছিল। লোকের সঙ্কল্পানুসারে সমস্ত ফল সম্পন্ন হইত ও সন্ন্যাসই পরম ধর্ম্ম ছিল। যুগপ্রভাবে ব্যাধি ও ইন্দ্রিয়ক্ষয় হইত না। অসূয়া, রোদন, দর্প, কপট, বিগ্রহ, আলস্য, দ্বেষ, পৈশুন্য, ভয়, সন্তাপ, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য ইহার নামগন্ধও ছিল না। যোগিদিগের পরব্রহ্মই পরম গতি, শুক্ল নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মা, তৎকালে স্বতঃসিদ্ধ শমদম প্রভৃতি গুণসম্পন্ন স্বকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাঁরাই প্রজা ছিলেন। সমানকর্ম্মবিশিষ্ট এই বর্ণচতুষ্টয় ব্রহ্মাশ্রয়ী, ব্রহ্মগতি ও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন এবং একমাত্র ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেন। তাঁহারা এক দেব পরমাত্মা, এক প্রণবরূপ মন্ত্র, এক বেদান্তশ্রবণাদিরূপ বিধি ও এক ধ্যানাদিস্বরূপ ক্রিয়ার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পৃথক্ ধর্ম্মসম্পন্ন হইলেও এক বেদ ও একপ্রকার কর্ম্মে নিয়তব্রত ছিলেন এবং কামফলবিবর্জ্জিত হইয়া আশ্রমচতুষ্টয়-সমুচিত দর্শাদি কর্ম্মদ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত হইতেন। ব্রহ্মযোগসমাযুক্ত ধর্ম্মই সত্যযুগের লক্ষণ; এই যুগে চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম পাদচতুষ্টয়সম্পূর্ণ ও শাশ্বত। হে ভীম! সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ-বিবর্জ্জিত সত্যযুগের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ত্রেতাযুগের বিষয় আরম্ভ করিতেছি, শ্রবণ কর।

ত্রেতাযুগে সত্রানুষ্ঠানের বিধি আছে, ধর্ম্ম একপাদমাত্র পরিহীন ও নারায়ণ রক্তবর্ণ হইয়া থাকেন; মনুষ্য ক্রিয়া ও ধর্ম্মপরায়ণ এবং সত্যপ্রবৃত্ত হয়। তৎকালে লোকে সঙ্কল্প করিয়া দানাদিক্রিয়া করিলে

ফল হইয়া থাকে। তপোদানপরায়ণ মনুষ্যগণ ধর্ম্মপথ হইতে কদাচ পরিভ্রষ্ট হয়েন না। প্রত্যুত তাঁহারা স্বধর্ম্মনিরত ও ক্রিয়াবান হইয়া থাকেন।

দ্বাপর যুগে ধর্ম্ম দ্বিপাদ-বিহীন; নারায়ণ পীতবর্ণ এবং বেদ চারি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে কেহ চতুর্ব্বেদ, কেহ ত্রিবেদ, কেহ দ্বিবেদ ও কেহ বা একবেদ অধ্যয়ন করিতেন, কেহ কেহ বা এককালে বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইতেন। এইরূপে শাস্ত্র বিভিন্ন হইলে ক্রমশঃ ক্রিয়াকলাপের বাহুল্য হইয়া উঠিল। প্রজাসকল তপোদান-নিরত হইয়া রজোগুণাবলম্বী হইতে লাগিল। এক বেদ বহু দিবসে ও বহু ক্লেশে অধ্যয়ন করিতে হয় বলিয়া বহু সংখ্যায় বিভক্ত হইল। দ্বাপরে সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব নাই, এই জন্য অনেকে সত্যের আশ্রয় লইল, কিন্তু সত্ত্বগুণবিহীন লোকসকল বহুবিধ ব্যাধি, কাম ও অন্যান্য দৈব উপদ্রব দ্বারা আক্রান্ত হইতে লাগিল। ঐরূপ উপদ্রবে পীড়িত হইয়া মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ তপস্যা, কেহ কেহ বা কামার্থী ও কেহ বা স্বর্গার্থী হইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে ভীম! এইরূপে দ্বাপর যুগে প্রজারা অধর্ম্মদোষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর কলিযুগ; এই যুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র বিদ্যমান আছে; তমোগুণ-প্রধান কলিযুগে নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন, বেদাচার, ধর্ম্ম, যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইতেছে। অতিবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব, ব্যাধি, আলস্য, দোষ, রোষ, আধি, ক্ষুদ্ভয় প্রাদুর্ভূত হইতেছে; যুগনাশে ধর্ম্মের নাশ হইতেছে এবং ধর্ম্মের নাশে লোক-সমুদয়ও বিনষ্ট হইতেছে। এইরূপে লোক-সকল বিনষ্ট হইলে লোকপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মজ্ঞানসকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যুগক্ষয়কালীন ধর্ম্ম দ্বারা প্রার্থনা-সকল বিফল হইয়া থাকে। হে ভীম! এই কলিযুগের লক্ষণ, ইহা অচিরাৎ প্রবর্ত্তিত হইবে। আমি এই যুগেরই অনুবর্ত্তী হইব, আমাকে জানিবার নিমিত্ত তোমার একান্ত কৌতুহল হইয়াছে, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, নিরর্থক বিষয়ের অনুসন্ধানে কি নিমিত্ত তোমার ঈদৃশ অভিনিবেশ হইল? হে বীর! তুমি আমাকে যে যুগসংখ্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা সমুদয়ই কহিলাম, এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর।"

পঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, "হে মহাত্মন্! আমি তোমার পূর্ব্বরূপ অবলোকন না করিয়া কদাচ গমন করিব না, অতএব অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করাও।"

হনূমান ভীমসেনের বাক্য-শ্রবণানন্তর ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত যেরূপে পূর্ব্বে সাগর-লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সেই রূপ ধারণ করিলেন। তখন তাঁহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া বিস্তারে কদলীখণ্ড আচ্ছাদন ও দৈর্ঘ্যে পর্ব্বত অতিক্রম করিল। তিনি দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় তাম্রবর্ণ, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ, মুখমণ্ডলে ভ্রূকুটি বদ্ধ ও লাঙ্গুল চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।

কুরুবংশাবতংস ভীমসেন হনূমানের সেই অর্কসদৃশ তেজঃসম্পন্ন, সুবর্ণ-পর্ব্বতের ন্যায় প্রদীপ্ত, আকাশের ন্যায় ভীষণ রূপ সন্দর্শনে এককালে হর্ষবিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া নেত্রোন্মীলন করিলেন। তখন কপিবরাগ্রগণ্য হনূমান্ হাস্য করত ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, "ভ্রাতঃ! আমি যত ইচ্ছা করি, তত অধিক বর্দ্ধিত হইতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে তুমি আমার রূপ-সন্দর্শনে অসমর্থ হইবে। হে ভীম! শত্রুগণসমক্ষে আমার কলেবর ইহা অপেক্ষাও সমধিক বর্দ্ধিত হয়।"

পবননন্দন ভীমসেন সেই বিন্ধ্যপর্ব্বতসন্নিভ অতি ভয়ানক হনূমানের শরীর-সন্দর্শনে লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, "হে প্রভো! তোমার শরীরের বিপুলতা দেখিলাম, এক্ষণে দেহসঙ্কোচ কর। আমি মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় সমুদিত, দিবাকরের ন্যায় তোমার শরীর আর নিরীক্ষণ করিতে পারি না। এক্ষণে

আমার মনে এই বিস্ময় সমুদিত হইতেছে যে, তুমি সর্ব্বদা রামের পার্শ্বে থাকিতে, তবে কি নিমিত্ত তিনি স্বয়ং রাবণকে বধ করিয়াছিলেন? তুমি একাকী স্বীয় বাহুবলে সযোধা সবাহনা সমুদয় লঙ্কা বিনষ্ট করিতে সমর্থ। হে পবনতনয়! তোমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই, রাবণ ও তাহার সমুদয় অনুচরগণ তোমার সমক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।”

প্লবগোত্তম হনূমান্ ভীমসেনের বাক্য-শ্রবণানন্তর স্নিগ্ধগম্ভীর-স্বরে কহিতে লাগিলেন, “হে মহাবাহো! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, রাক্ষসাধম রাবণ বস্তুতই আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। কিন্তু যদি আমি সেই লোককণ্টক দশাননের প্রাণ সংহার করিতাম, তাহা হইলে রঘুবংশাবতংস রামের কীর্ত্তি-লোপ হইত, এই নিমিত্তই আমি স্বয়ং রাবণ-বধে উপেক্ষা করিয়াছিলাম, মহাবীর রাম দশানন ও তাহার অনুচরগণের প্রাণ সংহার করিয়া জানকীকে স্বপুরে আনয়ন করাতে লোকমধ্যে তাঁহার অনুপম কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। হে মহাত্মন্! তুমি স্বীয় ভ্রাতা ধর্ম্মরাজের প্রিয়চিকীর্ষু ও যথার্থ হিতাভিলাষী, এক্ষণে গমন কর, পথে তোমার কিছুমাত্র বিঘ্ন হইবে না, গমনকালে বায়ু তোমাকে রক্ষা করিবেন, সৌগন্ধিক-বনে গমন করিবার এই পথ, এই পথে গমন করিলে কুবেরের যক্ষরাক্ষসরক্ষিত উদ্যান অবলোকিত হইবে; কিন্তু তথায় বলপূর্ব্বক পুষ্পাবচয়ন করিও না। দেবগণ মনুষ্যদিগের মান্য, তাঁহারা বলি, হোম, নমস্কার, মন্ত্র ও ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হয়েন। হে ভ্রাতঃ! সাহস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। স্বধর্ম্মস্থ হইয়া সনাতন ধর্ম্মের যথার্থ অন্বেষণ ও অনুষ্ঠান কর। বৃহস্পতি-সমান ব্যক্তিগণও প্রথমতঃ ধর্ম্ম না জানিয়া ও বৃদ্ধগণের সেবা না করিয়া কোন মতেই ধর্ম্মার্থের যাথার্থ্য বুঝিতে পারেন না। যে স্থানে অধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া ও ধর্ম্ম অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তথায় বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ধর্ম্মের অবধারণ করিতে হইবে, মূঢ়গণ ঐ প্রকার ধর্ম্মাবধারণে নিতান্ত অসমর্থ। আচার হইতে ধর্ম্মের সম্ভব হইয়াছে, বেদ-সকল ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছে, বেদ হইতে যজ্ঞ-সমুদয় সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং দেবগণ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবগণ বেদাচারবিধানোক্ত যজ্ঞ এবং মনুষ্যগণ বৃহস্পতি ও শুক্রের নীতি অবলম্বন করিয়া আছেন। পৃথিবীস্থ সমুদয় লোক সেবা, বাণিজ্য, কৃষি এবং পশুপালন প্রভৃতি জীবিকা দ্বারা জীবন-ধারণ করিতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি অবলম্বন করিয়া আছেন, যাঁহারা এই ত্রিবিধ বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উহা সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করিয়া অনায়াসে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রয়ী না থাকিলে জগতে ধর্ম্মের সম্পর্কও থাকিত না, দণ্ডনীতির অভাবে সমুদয় জগৎ বিশৃঙ্খল হইত ও বার্ত্তাবিরহে প্রজাগণ বিনষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু এই তিনটি বিদ্যা সম্যক্‌রূপে প্রযুজ্যমান হইলে প্রজাগণ ধর্ম্মপরায়ণ হয়।

তত্ত্বজ্ঞান ব্রাহ্মণগণেরই প্রধান ধর্ম্ম; উহাতে অন্য কাহারও অধিকার নাই। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ ইহাও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন ও বৈশ্যের ধর্ম্ম পোষণ আর কেবল দ্বিজাতি-গণের শুশ্রূষাই শূদ্রদিগের ধর্ম্ম। গুরুসেবী শূদ্রগণের ভৈক্ষ্য, হোম ও ব্রতে অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম রক্ষণ; উহা তোমারও অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে বুদ্ধিমান্, শ্রুতশীল, বৃদ্ধ ও সজ্জনগণের সহিত পরামর্শ করত সকলের অনুগৃহীত হইয়া অনায়াসে দণ্ড দ্বারা শাসন করে; কিন্তু ব্যসনী হইলে অবশ্যই পরাভব প্রাপ্ত হয়। রাজা নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলে লোকমর্য্যাদা সুব্যবস্থিত থাকে, অতএব ভূপতিগণ সতত চর দ্বারা শত্রুগণের দুর্গ ও বল এবং আপনার দেশ, দুর্গ, সিদ্ধিরক্ষা, বৃদ্ধি ও ক্ষয় বিশেষরূপে অবগত হইবেন। চর, বুদ্ধি, মন্ত্র, পরাক্রম, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ ভূপতিগণের উপায় আর দক্ষতা এক প্রধান কার্য্যসাধক। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও উপেক্ষা এই সমুদয় উপায় একত্র বা পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত হইয়া কার্য্যসাধন করে, কিন্তু মন্ত্রণাই এই সকলের মুল; মন্ত্রণা ব্যতীত কি নীতি, কি চর, কিছুতেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না। মন্ত্রণা দ্বারা যে বিষয়ের

সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, ব্রাহ্মণের সহিত তাহার মন্ত্রণা করিবে। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, লঘুচেতাঃ ও উন্মাদ-লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত কদাচ গূঢ় মন্ত্রণা করিবে না। বিদ্বানের সহিত মন্ত্রণা, সমর্থ ব্যক্তি দ্বারা কর্ম্মসাধন ও হিতেচ্ছু ব্যক্তির সহিত নীতিবিদ্যার আলোচনা করিবে। মূর্খগণকে সকল বিষয়েই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিক, অর্থ-কার্য্যে পণ্ডিত, স্ত্রীলোকের নিকটে ক্লীব ও ক্রূরকর্ম্মে ক্রূরগণকে নিয়োগ করিবে। কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইলে উহা চর বা পরের কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, ইহা বিবেচনা করিবে এবং বুদ্ধিপ্রভাবে রিপুগণের বলাবল পরীক্ষা করিবে। শরণাগত সাধু ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শন করিয়া অশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদিগের দণ্ড করিবে। রাজা এইরূপ নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলে লোকমর্য্যাদা সুব্যবস্থিত থাকে।

হে পার্থ! আমি তোমাকে এই দুরবগাহ রাজধর্ম্ম কহিলাম, এক্ষণে তুমি বিনীত হইয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। যেমন বিপ্রগণ তপ, ধর্ম্ম, দম ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গলাভ করেন, যেমন বৈশ্যগণ দান ও আতিথ্য দ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণ কাম, দ্বেষ, লোভ ও ক্রোধবিবর্জ্জিত হইয়া সম্যক্ দণ্ডপ্রয়োগ ও প্রজাপালন করিলে সুরপুরে গমন পূর্ব্বক সাধু-লোকের সহবাসজনিত সুখ-সম্ভোগ করেন।”

একপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবীর হনূমান্ স্বেচ্ছাকৃত সুবিস্তৃত কলেবর উপসংহার করিয়া করযুগল প্রসারণপূর্ব্বক ভীমসেনকে পুনরায় আলিঙ্গন করিবামাত্র তাঁহার সমুদয় শ্রান্তি সুদূরপরাহত ও সমুদয় ঘটনা অনুকুল হইয়া উঠিল। তখন তিনি আপনাকে অদ্বিতীয় বলবান্ বলিয়া বোধ করিলেন।

অনন্তর কপিরাজ আনন্দভরে গলদশ্রু-লোচনে গদ্গদবচনে সৌহার্দ্দ প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিলেন, “ভ্রাতঃ! আপন আবাসে গমন কর; কোন কথা উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিও এবং আমি যে এ স্থানে অবস্থান করিতেছি, তাহা কুত্রাপি প্রকাশ করিও না; কারণ, কুবেরের আলয় হইতে দেবগন্ধর্ব্বযোষারা ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। আমিও তোমার মানুষগাত্র-স্পর্শে সেই হৃদয়নন্দন সীতানন-সরোরুহ ও দশানন-তিমিরের সূর্য্যস্বরূপ রাঘবকুলতিলক রামচন্দ্রকে স্মৃতিপথে সমুদিত দেখিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা লাভ করিলাম; অতএব আমার সহিত সাক্ষাৎকার তোমার পক্ষে অব্যর্থ হউক, তুমি সৌভ্রাত্রসম্বন্ধানু-সারে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। হে মহাবল! যদি তোমার অভিলাষ হয়, তবে অদ্যই আমি হস্তিনা-নগরে গমনপূর্ব্বক প্রস্তরাঘাতে সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রকে বিনষ্ট ও সমস্ত নগর উৎসাদিত করিতে পারি এবং দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া তোমার সমীপে সমর্পণ করি।”

ভীমসেন মহাত্মা হনূমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে বানরপুঙ্গব! তোমা হইতে আমার সমুদয় প্রয়োজন সুসম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক, প্রার্থনা করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে নাথ! তোমা হইতে অনাথ পাণ্ডবগণ আজি সনাথ হইল। আমি তোমার তেজঃপ্রভাবেই সমুদয় অরাতিগণকে পরাজয় করিব, তাহার সন্দেহ নাই।”

হনূমান্ কহিলেন, “হে ভ্রাতঃ! আমি সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্দবশতঃ তোমার এই উপকার করিব যে, যখন তুমি অরাতিগণের সেনামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সিংহনাদ করিবে, তখন আমি আত্মস্বরে তোমার স্বর উচ্চৈস্তর করিব এবং ধনঞ্জয়ের ধ্বজারূঢ় হইয়া এমন ভয়া-নক চীৎকার করিব যে, সেই চীৎকারই শত্রুগণের কালান্তক হইবে ও তোমরা তদ্দ্বারা তাহাদিগকে অক্লেশে সমরশায়ী করিবে।”

হনূমান্ এইরূপে ভীমের সহিত সম্ভাষণাদি পরি-সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে কুবেরসরসীর পথপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল-পরাক্রান্ত হনুমান্ অন্তর্হিত হইলে ভীমসেন তন্নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিস্তীর্ণ গন্ধমাদন-গিরি পর্য্যটন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে কপিবর-কলেবর ও অলৌকিক শ্রী এবং দাশরথি-মাহাত্ম্য ও মহানুভাবতা নিরন্তর জাগরূক রহিল। অনন্তর তিনি সৌগন্ধিক বনের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কোন স্থানে বিকশিত তরু-রাজি-বিরাজিত নদ-নদী, কোন স্থানে সজলজলদ-তুল্য পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ প্রমত্ত মাতঙ্গ সমূহ, কোন স্থানে বরাহ, মহিষ ও শার্দ্দূল প্রভৃতি শ্বাপদ সকল এবং কোন স্থানে বা যূথবদ্ধ চপলাপাঙ্গ কুরঙ্গ ও কবলিত-শষ্প কুরঙ্গবধূকে নয়নগোচর করিলেন। সমীরণ-সঞ্চালিত আরণ্য পাদপগণ যেন কুসুমসুরভিত কোমল কিসলয়রূপ কর-প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। সুরম্যসলিল সরোবর যেন পদ্ম-রূপ অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক মত্ত মধুকরের স্বরচ্ছলে তাঁহার স্তুতিপাঠ করিতেছে। ভীমসেন কুসুমিত পর্ব্বতসানুতে মন ও নয়ন নিমগ্ন করিয়া দ্রৌপদীর বাক্যমাত্র পাথেয়-সহকারে ত্বরিতপদে গমন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে মহাসত্ত্ব ভীমসেন সেই হরিণ-সেবিত কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটি মনোহর তরঙ্গিণী গন্ধমাদন-পর্ব্বতের মালাস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতেছে। তথায় হংস, কারণ্ডব, চক্র-বাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে এবং সেই স্রোতস্বতীর সলিলে তরুণভানুসন্নিভ প্রীতিজনক সৌগন্ধিকবন শোভমান রহিয়াছে। তিনি তদ্দর্শনে পূর্ণমনোরথ হইয়া সর্ব্বদাই কেবল বনবাস-ক্লেশিতা প্রিয়তমাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কুবেরসরসীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। ঐ সরসী কৈলাস-শিখর, কুবেরভবন ও গিরিনির্ঝরের অনতিদূরে সানুপ্রদেশে সমুৎপন্ন বলিয়া যার পর নাই মনো-হারিণী হইয়াছে। তীরসম্ভূত তরু ও লতারাজি বিপুল ছায়া বিস্তারপূর্ব্বক উহার সমধিক সৌন্দর্য্য-সম্পাদন করিতেছে, উহাতে বিবিধ সরোজরাজি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, নানাবিধ জলচর পক্ষিগণ সুখে সঞ্চরণ করিতেছে। উহার সলিল নির্ম্মল, শীতল, লঘু ও অমৃতের ন্যায় সুস্বাদ; তীর্থ-সকল সুনির্ম্মিত ও সুশোভিত, উহাতে কর্দ্দমের লেশমাত্র নাই ও অবগাহনেরও ক্লেশ নাই।

ভীমসেন ইচ্ছামত উহার জল পান করিয়া তত্রস্থ সৌগন্ধিক-বনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। উহার কুসুম অতি মনোহর, পত্র-সকল কাঞ্চনময়, গন্ধ অতি রমণীয়, নাল বৈদূর্য্য-মণিতে নির্ম্মিত, হংস ও কারণ্ডবগণের সঞ্চালনে বিমল পরাগসকল সমুত্থিত হইতেছে। ঐ সরোবর মহাত্মা রাজ-রাজের ক্রীড়াস্থান; দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, ঋষি, যক্ষ ও কিন্নরগণের পূজনীয়, ক্রোধবশ-নামক শত সহস্র রাক্ষস উহার সংরক্ষক। ভীমসেন অজিনাদি মুনিবেশ ও খড়্গাদি বীর-পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক নির্ভয়ে গমন করাতে রক্ষাধিকারে নিযুক্ত রাক্ষসগণ তাঁহার তাদৃশ বিরুদ্ধ বেশ অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, "এই পুরুষবর অজিন-পরিধান অথচ আয়ুধ গ্রহণ করিয়া এ স্থানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করা উচিত।" অনন্তর তাহারা ভীমসেনের সমীপে গমন করত দর্পপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "হে পুরুষ! তুমি কে? তোমার মুনিবেশ ও বীরবেশ দুই দেখিতেছি, অতএব কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছ, বল।"

চতুঃপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, "হে রাক্ষসগণ! আমি মহারাজ পাণ্ডুর নন্দন যুধিষ্ঠিরের অনুজ; আমার নাম ভীম-সেন, আমি ভ্রাতৃগণের সহিত বদরীতীর্থে আগমন করিয়াছি; একদা প্রিয়তমা পাঞ্চালনন্দিনী সেই

আশ্রমে একটি সৌগন্ধিক পুষ্প অবলোকন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ঐ পুষ্পটি এই স্থান হইতেই বায়ুবেগ-সহকারে তথায় নীত হইয়াছিল। তিনি তদবধি সেইরূপ অধিকসংখ্যক পুষ্প প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছেন। আমি তাঁহার প্রিয়কারী, এক্ষণে তাঁহার অভিলষিত পুষ্প চয়ন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছি।"

রাক্ষসগণ কহিল, "হে ভীমসেন! এই সরোবর যক্ষরাজের অতি প্রিয়তম ক্রীড়াস্থান, মর্ত্ত্যধর্ম্মা এ স্থানে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না। দেব, দেবর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ যক্ষরাজকে আমন্ত্রণ না করিয়া ইহার জল পান বা এই স্থানে বিচরণ করেন না। যে কোন দুর্ব্বৃত্ত ধনেশ্বরকে অবমাননা করিয়া অন্যায়াচরণপূর্ব্বক এই স্থানে বিচরণ করিতে বাসনা করে, তাহাকে কালকবলে প্রবিষ্ট হইতে হয়, সন্দেহ নাই। তুমি যদি কুবেরকে অনাদর করিয়া বলপূর্ব্বক সৌগন্ধিক হরণ করিতে উৎসুক হও, তাহা হইলে কি প্রকারে আপনাকে ধর্ম্মরাজের ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছ? হে বৃকোদর! এক্ষণে যক্ষরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া ইহার জল পান ও পদ্ম আহরণ কর; নতুবা উহার প্রতি নেত্রপাতও করিও না।"

ভীমসেন কহিলেন, "হে রাক্ষসগণ! এক্ষণে ধনেশ্বরকে এ স্থানে অবলোকন করিতেছি না, অতএব কাহাকে আমন্ত্রণ করিব? ফলতঃ সাক্ষাৎকার হইলেও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব না। কারণ, ভূপালগণের ঈদৃশ সনাতন ধর্ম্ম প্রচলিত আছে যে, তাঁহারা কুত্রাপি যাচ্ঞা করেন না। আমি কোন প্রকারে ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করি না, বিশেষতঃ এই সরোবর মহাত্মা কুবেরের ভবনে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা পর্ব্বতনির্ঝরে জন্মিয়াছে, অতএব ইহাতে কুবেরের যেরূপ, সকল লোকেরই সেইরূপ অধিকার আছে। অতএব এবংবিধ স্থলে কোন্ ব্যক্তি কাহার নিকটে যাচ্ঞা করিয়া থাকে?"

মহাবল ভীমসেন রাক্ষসগণকে এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া সরোবরে অবগাহন করিলেন। রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে ভৎর্সনাপূর্ব্বক নিষেধ করিতে লাগিল; কিন্তু ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। অনন্তর রাক্ষসগণ রোষসহকারে "ভীমসেনকে ধর, বধ কর, ছেদন কর, পাক কর, ভক্ষণ কর" বলিয়া উদ্যতশস্ত্রে বিরক্ত-নেত্রে দ্রুতপদে বৃকোদরকে যেমন আক্রমণ করিল, অমনি তিনি কাঞ্চনপট্টমণ্ডিত যমদণ্ডতুল্য গদা গ্রহণপূর্ব্বক "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া প্রচণ্ডবেগে তাহাদের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাহারাও জিঘাংসাপরবশ হইয়া তোমর, পট্টিশ প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ-সহকারে সহসা ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। ভীমসেন কুন্তী-গর্ভে পবনের ঔরসে উৎপন্ন, শূর, তরস্বী, অরাতিগণের কালান্তক; সত্য, ধর্ম্ম ও পরাক্রমে অনুরক্ত এবং দুর্দ্ধর্ষ, সুতরাং অনায়াসে শাত্রবগণের শরজাল সংহারপূর্ব্বক সেই পুষ্করিণীসমীপে তাহাদিগের শত শত যোদ্ধাকে মৃত্যুমুখে প্রবেশিত করিলেন।

ক্রোধবশ রাক্ষসগণ ভীমসেনের বিদ্যাবল ও বাহুবীর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত এবং তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা সমরপরাঙ্মুখ হইল। ভীমসেন তাহাদিগকে এরূপ আঘাত করিয়াছিলেন যে, তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া পরিশেষে শূন্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক কৈলাসশৃঙ্গে পলায়ন করিল। যেমন দেবরাজ দানবগণকে পরাক্রমে পরাজিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীমসেন নিশাচরগণকে অপসারিত করিয়া সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে সরোরুহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাহার পীযূষসম সলিল পান করিয়া সমধিক তেজস্বী হইয়া উঠিলেন।

এ দিকে ভীমবলতাড়িত রাক্ষসগণ সভয়-চিত্তে ধনেশ্বরের সমীপে আগমনপূর্ব্বক ভীমসেনের বলবীর্য্য প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। কুবেরদেব সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্য-বদনে কহিলেন, "হে রক্ষিগণ! ভীমসেন পাঞ্চালকুমারীর নিমিত্ত কমল-চয়ন করিতেছেন; আমি তাহা অবগত হইয়াছি; অতএব তিনি স্বচ্ছন্দে সৌগন্ধিক গ্রহণ করুন।" ক্রোধবশ রাক্ষসগণ অনুজ্ঞাত হইয়া ভীম-

সমীপে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, তিনি একাকী সেই সরোবরে সুখে সঞ্চরণ করিতেছেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমসেন সেই মহামূল্য অনেকরূপ বহুসংখ্যক সৌগন্ধিক কুসুম সংগ্রহ করিলেন। এ দিকে বদরিকাশ্রমে সংগ্রামসূচক খর-স্পর্শ সমীরণ আবির্ভূত হইয়া বালুকা-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; ভয়ঙ্কর সনির্ঘাত উল্কা মহীতলে পতিত হইতে লাগিল; সূর্য্যদেব তিমিরে আচ্ছন্ন ও প্রভাশূন্য হইলেন; মৃগ-পক্ষীরা কর্কশ-রব করিতে লাগিল; ভূমিকম্প, পাংশু-বৃষ্টি, দিক্ সকল লোহিতবর্ণ, সমুদয় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা ভিন্ন অন্যবিধ উৎপাতও উৎপন্ন হইতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠির এই সকল অলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "হে যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবগণ! সকলে সুসজ্জিত হও; বোধ হয়, কেহ আমাদিগকে পরাভব করিতে আসিতেছে।" তিনি এই কথা কহিয়া চারি পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করত ভীমসেনকে দর্শন না করিয়া কহিলেন, "হে পাঞ্চালি! ভীমসেন কোথায়? কি কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন? এই সমরসূচক আকস্মিক উৎপাত চতুর্দ্দিকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে দেখিয়া সেই সাহসপ্রিয় ভীমসেন কি সাহস প্রদান করিয়াছেন?"

প্রিয়কারিণী প্রিয়তমা দ্রৌপদী কহিলেন, "রাজন্! তিনি বায়ুবেগে আনীত একটি সৌগন্ধিক-পুষ্প প্রাপ্ত হইয়া আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেই কুসুমটি গ্রহণ করিলাম, গ্রহণ করিয়া কহিলাম, 'যদি আপনি এই পুষ্প অধিক অবলোকন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শীঘ্র সেই সমুদয় পুষ্প আনয়ন করুন।' বোধ হয়, সেই মহাবাহু আমার প্রতি স্নেহপরতন্ত্র হইয়া তদ্রূপ পুষ্প আহরণের নিমিত্ত এ স্থান হইতে পূর্ব্বোত্তরদিকে গমন করিয়াছেন।"

রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, "চল, আমরাও তাহার অনুবর্ত্তী হই। নিশাচরগণ নিতান্ত কৃশ ও পরিশ্রান্ত বিপ্রগণকে বহন করুন। হে অমরসঙ্কাশ ঘটোৎকচ! তুমি কৃষ্ণাকে বহন কর। ভীমসেন বায়ু ও বৈনতেয়সমান তরস্বী, তিনি আকাশে উৎপতিত হইতে ও যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে সমর্থ, তথাপি যখন এতাদৃশ বিলম্ব হইতেছে, তখন স্পষ্ট বোধ হয়, তিনি অতি দূরতর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মবাদী সিদ্ধগণের নিকট অপরাধী না হয়েন, এই জন্যই আমি তোমাদিগের প্রভাবে অগ্রে তাঁহার সহিত মিলিত হইব।"

ঘটোৎকচ প্রভৃতি নিশাচরগণ কুবের-সরসীস্থান অবগত ছিল; তন্নিমিত্ত 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পাণ্ডব ও বিপ্রগণ প্রভৃতি সকলকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্ল-মানসে দ্রুতপদে গমন করিয়া শুভকামনা সৌগন্ধিক-বতী সরসীসমীপে সমুপস্থিত হইল।

মহাত্মা ভীমসেন তৎকালে সেই সরসীতীরে যুগান্তকালীন দণ্ডহস্ত অন্তকের ন্যায় ভুজদণ্ডে প্রচণ্ড গদা গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধস্তব্ধ-নেত্রে স্বীয় অধরপত্র দংশন করত দণ্ডায়মান আছেন, বহুসংখ্যক যক্ষ নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও শরীর ভিন্ন, কাহারও বাহুদ্বয় ছিন্ন, কাহারও চক্ষু বিদীর্ণ এবং কাহারও বা শিরোধর বিচূর্ণিত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির এই সকল অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করত মধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমার কি সাহস! এ কি করিয়াছ! তুমি কি দেবগণের অপ্রিয়াচরণ করিলে? যাহা হউক, যদ্যপি আমার প্রিয়কারী হও, পুনরায় আর এরূপ কর্ম্ম করিও না।"

রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুশাসনবাক্য পরিসমাপ্ত হইলে অমরোপম পাণ্ডবগণ সেই সকল কমল গ্রহণপূর্ব্বক সেই সরোবরতীরে বিহার করিতে লাগিলেন, এমত সময়ে উদ্যানরক্ষক রাক্ষসগণ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মরাজ, মহর্ষি লোমশ, নকুল, সহদেব ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে অবলোকনমাত্র বিনয়াবনত হইয়া প্রণি-

পাত করিল। তখন রাজা ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলে তাহারাও প্রসন্নচিত্ত হইল। অনন্তর কুরুধুরন্ধরগণ কুবেরের অনুজ্ঞানুসারে গন্ধমাদনসানুতে ধনঞ্জয়ের প্রতীক্ষায় কিয়দ্দিন অতিবাহন করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! একদা রাজা যুধিষ্ঠির সকলের সমক্ষে ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বৃকোদর! পূর্ব্বে দেব ও মহাত্মা মুনিগণ যে যে স্থানে বিচরণ করিতেন, আমরা সেই সকল তীর্থ ও পৃথক্ পৃথক্ মনোহর বন অবলোকন করিয়াছি; ঋষি ও রাজর্ষিগণের পূর্ব্বচরিত্ত এবং বিবিধ শুভাবহ কথা শ্রবণ করিয়াছি। সেই সকল আশ্রমে দ্বিজগণের সহিত স্নান, সলিল ও পুষ্পে দেবগণের তর্পণ এবং যথালব্ধ ফলমূলে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়াছি; রমণীয় পর্ব্বত, সরোবর, সাগর ও ইলা, সরস্বতী, সিন্ধু, যমুনা, নর্ম্মদা প্রভৃতি নানাতীর্থে ব্রাহ্মণগণের সহিত অবগাহন করিয়াছি; গঙ্গাদ্বার অতিক্রম করিয়া ভূরি ভূরি পর্ব্বত, হিমালয়, নরনারায়ণাশ্রম, বিশাল বদরী, সিদ্ধদেবর্ষি-সেবিত দিব্য পুষ্করিণী দর্শন করিয়াছি; ফলতঃ মহাত্মা লোমশের প্রসাদে কোন পুণ্যায়তন দর্শন করিতেই অবশিষ্ট নাই। এক্ষণে ঐ সিদ্ধগণসেবিত পবিত্র বৈশ্রবণাবাসে গমন করিব, তাহার উপায় অন্বেষণ কর।"

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে আকাশবাণী আবির্ভূত হইল, "হে রাজেন্দ্র! এই বৈশ্রবণের আশ্রম হইতে সে দুর্গম দেশে গমন করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব যে পথ আশ্রয় করিয়া আগমন করিয়াছ, সেই পথ অবলম্বন করিয়া পুনরায় বদরিকাশ্রমে প্রতিগমন কর। তথা হইতে সিদ্ধচারণসেবিত ফলকুসুমশোভিত বৃষপর্ব্বার আশ্রমে অধিবাস করিবে। সেই আশ্রম অতিবর্ত্তনপূর্ব্বক আর্ষ্টিষেণাশ্রমে গমন করিবে। তৎপরে ধনেশ্বরের নিবেশস্থান নয়নগোচর হইবে।" এই সময়েই সুখস্পর্শ সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহ কুসুমরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলে ঐ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! আর কি প্রত্যুত্তর করিব, এক্ষণে দৈববাণীর অনুসারে কার্য্য করুন।"

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া ভীমসেন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, প্রিয়তমা পাঞ্চালী ও ব্রাহ্মণগণের সহিত বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

তীর্থযাত্রাপর্ব্বাধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়

জটাসুরবধপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা পার্থের আগমন-প্রতীক্ষায় বিশ্বস্ত-মনে ব্রাহ্মণগণের সহিত কৈলাসপর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। ভীমসেনাত্মজ ঘটোৎকচ ও অন্যান্য রাক্ষসেরা তাঁহাদিগের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ইত্যবসরে দুরাত্মা জটাসুর ভীমের অগোচরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে হরণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইল এবং তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের ধনু ও তূণীর-গ্রহণের সমুচিত অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর সে আপনাকে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মন্ত্রকুশল ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক প্রতিদিন পাণ্ডবগণের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া পরম সমাদরে ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন।

একদা ভীমসেন মৃগয়ার্থ নির্গত হইলে এবং লোমশ প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেহ স্নানার্থে, কেহ বা পুষ্পচয়নার্থ

গমন করিলে পর এই সুযোগে জটাসুর বিকটাকার পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র, পাণ্ডবত্রয় ও দ্রৌপদীকে হরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। সহদেব সাতিশয় যত্নসহকারে অপসৃত হইয়া বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক শত্রুহস্ত হইতে সাক্ষাৎ কালস্বরূপ[illegible]মনিষ্কাশিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং মহাবীর [illegible] মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জটাসুরকে কহিলেন,"রে মূঢ়! তুমি প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করিতেছ না, তোমার ধর্ম্মক্ষয় হইতেছে; মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বিশেষতঃ রাক্ষসেরা সকলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, রাক্ষসেরা ধর্ম্মের মূল, তাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করে। এক্ষণে তুমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার সমীপে অবস্থান করিতে পার। দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, পিতৃ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পশু, পক্ষী, অন্যান্য তির্য্যগ্‌যোনিগত কীট ও পিপীলিকারা মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, তুমিও সেই মনুষ্য হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ। মনুষ্যের সমৃদ্ধি দ্বারা তোমরা সুসম্পন্ন হইতেছ। দেবতারা মনুষ্য কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক প্রদত্ত হব্য-কব্যদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন; অতএব মানবগণ শোকাভিভূত হইলে দেবতারা অবশ্যই শোকাকুল হইবেন। রাজা অরক্ষিত হইলে সুখসম্পত্তিলাভের সম্যক্ ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে। হে রাক্ষস! এ নিমিত্ত আমরা রাজ্যের রক্ষা করিয়া থাকি, নিরপরাধ ভূপালগণের অবমাননা করা রাক্ষসদিগের নিতান্ত অবিধেয়। আমরা তোমাদিগের বিপ্রিয়াচরণ করি নাই, বরং প্রণতিপর হইয়া শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণ ও গুরুলোকদিগের বিঘস ভোজন করাইয়া থাকি। হে দুর্ব্বুদ্ধে! মিত্র ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতি কদাচ অনিষ্টাচরণ করিবে না এবং যাহাদিগের অন্ন ভোজন ও আলয়ে অবস্থান করিতে হয়, তাহাদিগের অপকার করা নিতান্ত গর্হিত ও দোষাবহ। তুমি আমাদিগের আলয়ে পরম-সুখে ও সমাদরে বাস করিয়া অন্ন-পান দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছ; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত আমাদিগকে হরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ? তুমি অতি দুরাচার ও দুর্ম্মতি, তুমি বৃথা বর্দ্ধিত হইয়াছ; তোমার জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, অদ্য তোমার মৃত্যু সন্নিকৃষ্ট হইয়াছে। যদি তোমার নিতান্ত মন্দবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে বা সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়া থাক, তাহা হইলে এক্ষণে অস্ত্র-শস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর। আর তুমি যদি অজ্ঞানতাবশতঃ এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাক, তাহা হইলেও ইহলোকে কেবল অধর্ম্মভাগী ও অযশস্বী হইতে হইবে। অদ্য তুমি দ্রৌপদীকে স্পর্শ করিয়া কুম্ভে কালকূট আলোড়নপূর্ব্বক পান করিয়াছ।"

এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুর্ভর ভার ধারণ করিলে রাক্ষস গুরুভারে একান্ত আক্রান্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ শীঘ্র গমন করিতে অসমর্থ হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও নকুলকে কহিলেন, "তোমরা রাক্ষস হইতে শঙ্কিত হইও না, আমি ইহার গতিশক্তি অপহরণ করিয়াছি, মহাবাহু ভীমসেন অতি দূরবর্ত্তী নহেন, তিনি এই মুহূর্ত্তেই উপস্থিত হইয়া ইহার প্রাণসংহার করিবেন।" অনন্তর সহদেব সেই মূঢ়চেতন রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে উদ্যত হইয়া শত্রুবিনাশ বা শরীরপতন করিবে, ইহা অপেক্ষা তাহাদিগের সৎকার্য্য আর কি আছে? এক্ষণে রাক্ষস আমাদিগকে বধ করুক বা আমরাই রাক্ষসকে রণস্থলে সংহার করি, যাহা হয় হইবে। অধুনা যুদ্ধের দেশ-কাল সমুপস্থিত, আমাদিগের ক্ষাত্র-ধর্ম্মেরও সমুচিত অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে আমরা পরাজয় বা জয় লাভ করি, উভয়েতেই সদ্গতি প্রাপ্ত হইব। অদ্য যদি এই রাক্ষস জীবিত থাকিতে দিবাকর অস্তাচলে গমন করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব না। অরে দুরাচার রাক্ষস! স্থির হ; আমি পাণ্ডুসুত সহদেব, আমাকে বিনাশ করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর, নতুবা তোরে সদ্যই বিনষ্ট হইয়া এই রণস্থলে শয়ন করিতে হইবে।"

সহদেব ক্রোধভরে রাক্ষসকে এইরূপ তিরস্কার করিতেছেন, ইত্যবসরে ভীম গদা ধারণপূর্ব্বক সবজ্র বাসবের ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া

দেখিলেন, সহদেব ভূমিস্থ হইয়া রাক্ষসকে তিরস্কার করিতেছেন। পরে কালোপহতচেতাঃ, ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী, দৈববল-বিনিবারিত এক রাক্ষসকে অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে হরণ করিতে নিরীক্ষণ করত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রে পাপ! আমি পূর্ব্বে শস্ত্র-পরীক্ষাকালেই তোর বলবীর্য্য সম্যক্ অবগত হইয়াছি, আমি ইচ্ছা করিলে তোর প্রাণ সংহার করিতে পারিতাম, কিন্তু যেহেতু তৎকালে তোরে বিনষ্ট করি নাই, এই নিমিত্ত নিশ্চয় জানিবি, তোর প্রতি আমার তাদৃশ আস্থা নাই। তুই ব্রাহ্মণ-বেশ পরিগ্রহ করিয়া এত দিন প্রচ্ছন্নভাবে ছিলি, কদাচ আমাদিগের অপ্রিয়াচরণ করিস্ নাই, বরং সাধ্যানুসারে আমাদিগের প্রিয়-কার্য্য-সংসাধন করিয়াছিস্। তৎকালে তুই আত্মাথ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলি, আমি তখন বিনাপরাধে কি প্রকারে সংহার করি? এক্ষণে এইরূপ অবস্থায় তোকে নিশ্চয় রাক্ষস-বোধ করিয়াও যে বিনাশ করে, তাহার নিশ্চয়ই নরকপাত হয়; কারণ, তুই বালক, বালককে বধ করিবার বিধি নাই, কিন্তু যখন তোর এইরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হয়, তোর শৈশবকাল অতিক্রম হইয়াছে। যেমন সরোবরস্থ মৎস্য সূত্রাবলম্বিত বড়িশ গ্রাস করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তুই আজ কৃতান্তদত্ত কালসূত্র-গ্রথিত দ্রৌপদী-হরণরূপ বড়িশ গ্রাস করিয়াছিস্, এক্ষণে কিরূপে প্রাণরক্ষা করিবি? তুই যে প্রদেশে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্, তথায় অগ্রেই তোর মন গমন করিয়াছে; তোকে আর গমনক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না, তুই এক্ষণে বক-হিড়িম্বের পথে প্রস্থান করিবি।"

রাক্ষস ভীমসেন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভীতমনে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং রোষভরে অধর কম্পিত করিয়া ভীমকে কহিল, "রে পাপ! আমি অনায়াসেই যাইতে পারিতাম, কেবল তোর নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছি। তুই রণস্থলে যে সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করিয়াছিস্, অদ্য তোর রুধিরধারায় তাহাদিগের তর্পণ করিব।" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভীমসেন সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় ক্রোধভরে সৃক্কণী লেহন ও বাহ্বাস্ফোটন-পূর্ব্বক রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলি যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন, রাক্ষসও সেইরূপ ক্রোধাবেশে বারংবার মুখব্যাদান ও সৃক্কণী লেহন করিয়া যুদ্ধাভিলাষী ভীমের প্রতি ধাবমান হইল; উভয়ের নিদারুণ বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনের সাহায্যের নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। বৃকোদর সহাস্যমুখে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "আমি একাকীই রাক্ষসকে সংহার করিতে সমর্থ হইব; তোমরা উভয়ে কেবল অবলোকন কর। আমি এক্ষণে আত্মীয়, ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্ম, সুকৃতি ও যজ্ঞ দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, নিশ্চয়ই এই রাক্ষসকে বিনাশ করিব।"

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিলেন এবং একান্ত অসহমান হইয়া ক্রোধভরে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করত অন্যান্যের প্রতি বৃক্ষোৎপাটনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখন ক্রোধে একান্ত অধীর ও পরস্পরের বধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের উরুদেশের আঘাতে বৃক্ষ-সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেমন বালী ও সুগ্রীব ভার্য্যার্থী হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইঁহারাও উভয়ে মহীরুহবিনাশন বৃক্ষযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহীরুহ-সকল বিঘূর্ণিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিলেন। এইরূপে তত্রস্থ বৃক্ষসমুদয় নিপতিত ও জর্জ্জরিত হইল। অনন্তর যেমন পর্ব্বতযুগল জলধরজাল দ্বারা যুদ্ধ করে, সেইরূপ তাঁহারাও ক্রোধাভিভূত হইয়া তীব্রবেগ বজ্রের ন্যায় উগ্ররূপ অতি প্রকাণ্ড উপলখণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন; পরে মাতঙ্গের ন্যায় বলদৃপ্ত ও ধাবমান হইয়া বাহুযুগলদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও দৃঢ়তর মুষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ

করিলে রণস্থলে অনবরত কটকটা শব্দ হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন পঞ্চশীর্ষ উরগের ন্যায় মুষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া মহাবেগে রাক্ষসের গ্রীবা-দেশে প্রহার করিলেন এবং প্রহারবেগে তাহাকে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত অবলোকন করিয়া সমধিক উৎসাহযুক্ত হইলেন। পরে রাক্ষসকে উৎ-ক্ষিপ্ত ও পৃথিবীকে নিষ্পেষিত করিয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল চূর্ণীকৃত করত তলপ্রহার দ্বারা শির-শ্ছেদন করিলেন। জটাসুরের সন্দষ্টাধর ও বিবৃত্ত-নয়নসংযুক্ত মস্তক শোণিতলিপ্ত হইয়া বৃক্ষের ফলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন ভীমসেন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় দ্বিজাতিগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে আগমন করিলেন।

জটাসুরবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায়।

যক্ষযুদ্ধপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এইরূপে সেই রাক্ষস নিহত হইলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বদরিকাশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পুনরায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি একদা আপনার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সমীপে আগমনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, "আমরা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে চারি বৎসর অতিবাহিত করিলাম। মহাবীর ধনঞ্জয় পঞ্চ বৎসরে আমাদের নিকটে আসিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। আমরা এক্ষণে পুষ্পিত দ্রুম-সমুদয়ে সুশোভিত; মত্ত কোকিল,ষট্‌পদ, চাতকগণে পরিবৃত; ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, গবয় ও হরিণকুলসঙ্কুল; বিবিধ হিংস্র শ্বাপদ ও রুরু-সমূহে ব্যাপ্ত; প্রফুল্ল সহস্রদল ও শতদল পদ্ম, নীলোৎপল এবং অন্যান্য বিবিধ উৎপলে সুশোভিত; পরম-পবিত্র, সুরাসুরগণনিষেবিত, নিত্যোৎসব-পরিপূর্ণ, গিরিবরাগ্রগণ্য এই কৈলাস-পর্ব্বতে সেই অর্জ্জুনের দর্শনাভিলাষে ও উদ্দেশে আগমন করিয়াছি। অমিততেজাঃ ধনঞ্জয় আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি বিদ্যা-শিক্ষার্থ পঞ্চ বৎসর সুরলোকে বাস করিবেন, এখন আমরা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া সংগৃহীতাস্ত্র, অরাতিনিপাতন, গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়কে দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় আগমন করিতে দেখিব।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণয়িনী-সমবেত স্বীয় ভ্রাতৃগণকে এইরূপ কহিয়া তপোধন ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমীপেও আপনাকে সেই পর্ব্বতে সমা-গমনের কারণ নিবেদন করিলেন। তখন পাণ্ডুনন্দনগণ পরম-প্রীত উগ্রতপাঃ তপোধনগণকে প্রদক্ষিণ করিলে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্যে অনুমোদন করত কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! তোমার এই ক্লেশ চিরস্থায়ী নহে; তুমি পরিণামে পরম সুখ-সম্ভোগ করিবে, তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম-প্রভাবে অচিরাৎ এই দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পৃথিবী পারপালন কারবে।"

এইরূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন, তপোধনগণের সেই সমুদয় বাক্য শ্রবণানন্তর সেই সকল ব্রাহ্মণ ও স্বীয় ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে মহর্ষি লোমশ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভ্রাতৃগণ-সমবেত মহা-রাজ যুধিষ্ঠির কোন কোন স্থানে পদব্রজে, কোথাও বা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক উহ্যমান হইয়া গমন করিতে লাগি-লেন। তিনি বহুবিধ ক্লেশ চিন্তা করত সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজ-সমুদয়ে সমাকীর্ণ উত্তরদিকে গমন করিলেন। তিনি তৎকালে কৈলাস গিরি, মৈনাক-পর্ব্বত, গন্ধমাদনের প্রত্যন্ত-পর্ব্বত, হিমাচল ও অন্যান্য শৈল-সমুদয়ের উপ-রিস্থ নদী-সকল অবলোকন করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ ক্রমাগত উত্তরমুখে গমন করিয়া সপ্তদশ দিবসে পরম-পবিত্র হিমাচলের পৃষ্ঠদেশে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় গন্ধমাদনের সমী-পস্থ বিবিধ পুষ্পিত দ্রুম ও সাললতাবর্গ-সমুদয়ে সমাবৃত পরম পবিত্র রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আশ্রম অবলোকন

করিলেন। তখন অরাতিনিপাতন পাণ্ডবগণ সেই ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষির সমীপে গমনপূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক পুত্রবৎ অভিনন্দিত ও সৎকৃত হইয়া তথায় সপ্ত রাত্রি বাস করিলেন। অষ্টম দিবস সমুপস্থিত হইলে তাঁহারা লোকবিশ্রুত রাজর্ষি বৃষপর্ব্বাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা সেই পারিবর্হ ও এক এক করিয়া সমুদয় বিপ্রগণকে বৃষপর্ব্বার নিকটে ন্যস্ত করিয়া তাঁহার আশ্রমে সমুদয় যজ্ঞপাত্র, রত্ন ও আভরণ সকল রাখিলেন। অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মাত্মা বৃষপর্ব্বা তাঁহাদিগকে গমনের অনুমতি করিলেন।

তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ উত্তরদিকে গমন করিলে মহামতি বৃষপর্ব্বা তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বিপ্রগণের সন্নিধানে পাণ্ডবগণকে ন্যস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও পথোপদেশ প্রদান করত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নানা দ্রুমযুক্ত শৈলশৃঙ্গে বাস করত চতুর্থ দিবসে কৈলাসপর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। ঐ পর্ব্বতের আকার ঘন-ঘটার ন্যায়; উহাতে নানাস্থানে জলাশয় এবং বহুবিধ মণি, কাঞ্চন ও রৌপ্যের স্তূপ-সকল শোভমান হইতেছে।

পাণ্ডবগণ বৃষপর্ব্বোপদিষ্ট পথে সমুপস্থিত হইয়া বিবিধ পর্ব্বত অবলোকন করত আপনাদের গন্তব্য প্রদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ধৌম্য, লোমশ, দ্রৌপদী ও পাণ্ডুতনয়গণ একত্র মিলিত হইয়া ক্রমে উপর্য্যুপরিস্থ গিরিগুহা-সমুদয় ও অন্যান্য সুদুর্গম প্রদেশসকল পরমসুখে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন। উহাঁদের মধ্যে কেহই সেই সুদুর্গম প্রদেশাতিক্রমণে অবসন্ন হইলেন না। অবশেষে নানাবিধ মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, শাখামৃগ, বিবিধ পদ্মযুক্ত সরোবর ও পল্বলে সঙ্কীর্ণ সুমনোহর মাল্যবান্ পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলেন।

পরে গন্ধমাদন-পর্ব্বত তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল। ঐ পর্ব্বত কিম্পুরুষ, সিদ্ধ ও চারণগণের আবাসস্থান; বিদ্যাধর ও কিন্নরীগণ উহাতে সতত বিচরণ করিতেছে; সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজ-সকল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; শরভগণ ঘোরতর নিনাদ করিতেছে ও নানাবিধ মৃগগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। দ্রৌপদীসমবেত পাণ্ডুতনয়গণ পরমপরিতুষ্টচিত্তে বিপ্রগণ-সমভিব্যাহারে সেই মনোহর হৃদয়নন্দন নন্দনবনতুল্য গন্ধমাদনে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিলেন; তথায় বিহগমুখসমীরিত শ্রোত্ররম্য মনোহর সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ সুমধুর ফলভারাবনত আম্র, আম্রাতক, কর্ম্মরঙ্গ, নারিকেল, তিন্দুক, মুঞ্জাতক, আঞ্জীর, দাড়িম্ব, বীজপূরক, পনস, লকুচ, কদলী, খর্জ্জূর, অনম্র বেতস, পারাবত, চম্পক, নীপ, বিল্ব, কপিত্থ, জম্বু, কুঙ্কুম, বদরী, প্লক্ষ, উডুম্বর, বট, অশ্বত্থ, ক্ষীরিক, ভল্লাতক, আমলকী, হরীতক, বিভীতক, ইঙ্গুদ, করমর্দ্দ এবং প্রভূত পুষ্পশোভিত চম্পক, অশোক, কেতক, বকুল, পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, পাটল, কুটজ, মন্দার, ইন্দীবর, পারিজাত, কোবিদার, দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, পিপ্পল, হিঙ্গুক, শাল্মলী, কিংশুক, শিংশপা, সরল ও অন্যান্য বৃক্ষ-সমুদয়ে উহার সানুপ্রদেশ শোভিত দেখিলেন। ঐ সমুদয় বৃক্ষে চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গ, শুক, কোকিল, কলবিঙ্ক, হারীত, জীবঞ্জীবক, প্রিয়ক, চাতক প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুমধুর-স্বরে গান করিতেছে; স্থানে স্থানে সুশীতলজলশালী সরোবর-সকলে কুমুদ, কহ্লার, কোকনদ, কমল ও পুণ্ডরীক প্রভৃতি বিবিধ জলজপুষ্প শোভিত হইতেছে; তাহাতে কাদম্ব, কুরর, কারণ্ডব, চক্রবাক, জলকুক্কুট, প্লব, হংস, বক, মদ্গু প্রভৃতি জলচর পক্ষিসকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। পদ্মষণ্ডমণ্ডিত কমলাকর-সমূহে তামরস-রসপানে উন্মত্ত, পদ্মোদরচ্যুত, কিঞ্জল্করাগে রঞ্জিত মধুকরগণ মধুরস্বরে গুণ্ গুণ্ ধ্বনি করিতেছে। অদূরে পর্ব্বতসানুস্থ লতামণ্ডলে সবিলাস মদাকুল ময়ূরকুল মেঘনির্ঘোষ-শ্রবণে মদোন্মত্ত হইয়া প্রিয়া-সমভিব্যাহারে বিচিত্রকলাপ-সমুদয় বিস্তার করত নৃত্য করিতেছে। কোন কোন ময়ূর

প্রণায়িনী-সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছে; কতকগুলি লতাসঙ্কীর্ণ কুটজ-বৃক্ষের শাখায় উদ্ধতের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া কলাপনিচিত মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং কতকগুলি তরুকোটরে বাস করিতেছে। গিরিশৃঙ্গে সুবর্ণবর্ণ-কুসুম-সম্পন্ন সিন্ধুবার-সমুদয় শোভা পাইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন, মন্মথের তোমর সকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে অত্যুৎকৃষ্ট কর্ণপূর-সমুদয়ের ন্যায় বিকসিত কর্ণিকার ও কন্দর্পশর-সমুদয়ের ন্যায় কামিজনগণের ঔৎসুক্যজনক প্রফুল্ল কুরুবক-সকল পর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও তিলকের ন্যায় তিলক-কুসুম শোভা পাইতেছে। কোথাও মনোহর সহকার-মঞ্জরী সকল অনঙ্গশরের ন্যায় শোভিত হইতেছে ও ভ্রমরকুল ঐ সমুদয়ের উপর উপবেশন করিয়া গুণ্ গুণ্ স্বরে ধ্বনি করিতেছে। কোথাও তরুসমুদয় লোহিত, কৃষ্ণ, পীত প্রভৃতি মালার ন্যায় শৈল-শিখরে সংসক্ত রহিয়াছে। সানুতে বিমল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, কলহংস প্রভৃতি পাণ্ডুরচ্ছদ পক্ষি-সমুদয়সঙ্কুল, সারসগণনিনাদিত, পদ্ম ও উৎপল প্রভৃতি জলজপুষ্পে সুশোভিত, সুশীতল-জলসম্পন্ন সরোবর সকল শোভা পাইতেছে।

এইরূপে মহাবীর পাণ্ডুনন্দনগণ চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি মাল্য, সুস্বাদু ফল, মনোহর সরোবর ও রমণীয় তরুরাজি দর্শন করত বিস্ময়বিকসিতলোচনে গন্ধমাদনবনে প্রবেশ করিলেন। কমল, কহ্লার, উৎপল ও পুণ্ডরীকের সুবাসে সুবাসিত ও সুখস্পর্শ সমীরণ তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিল।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভীম! এই গন্ধমাদন-কাননের কি অপূর্ব্ব শোভা! এই মনোহর বনে ফলপুষ্পোপশোভিত বিবিধ কাননজ দিব্য দ্রুম ও লতা-সমুদয়ের উপরিভাগে পুংস্কোকিলকুল সুমধুর ধ্বনি করিতেছে; এই গন্ধমাদনসানুতে কোন বৃক্ষই কণ্টকিত বা অপুষ্পিত নাই, সমুদয় বৃক্ষেরই ফল ও পত্র স্নিগ্ধ। প্রফুল্ল পঙ্কজোপরি ভ্রমরকুল গুণ্ গুণ্ স্বরে ধ্বনি করিতেছে, করিকুল করেণুগণ-সমভিব্যাহারে নলিনীদল বিলোড়ন করিতেছে। এই গন্ধমাদনে নানা কুসুমগন্ধযুক্ত বনরাজিতে অলিকুল উপবিষ্ট হইয়া মনোহর-স্বরে গান করিতেছে। ঐ দেখ, দেবগণের ক্রীড়াভূমি বিরাজমান রহিয়াছে। অহো! আমরা মানবজাতির অগম্য স্থানে আসিয়াছি; আমরা সিদ্ধ হইয়াছি। হে বৃকোদর! ঐ দেখ, গন্ধমাদনসানুতে পুষ্পিতাগ্র লতা-সমুদয় কুসুম-ভারাবনত বৃক্ষে সংসক্ত রহিয়াছে। ঐ ময়ূর-সকল ময়ূরীগণ-সমভিব্যাহারে কেকারব করিতেছে। চকোর, শতপত্র, মত্ত কোকিল ও সারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণ এই সমুদয় সুপুষ্পিত বৃক্ষের প্রতি ধাবমান হইতেছে। রক্ত, পীত প্রভৃতি নানা বর্ণে সুশোভিত বহুবিধ বিহঙ্গমগণ ও চকোরকুল পাদপের অগ্রভাগে অবস্থিতি করিয়া পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিতেছে। ঐ হরিতারুণবর্ণ শাদ্বলের সমীপবর্ত্তী শৈল-প্রস্রবণে সারসগণ বিচরণ করিতেছে। ভৃঙ্গরাজ, চক্রবাক ও কঙ্ক-পক্ষিগণ সর্ব্বভূত-মনোরম সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। করেণু-সমবেত চতুর্দ্দন্ত কুঞ্জরকুল বৈদূর্য্যবর্ণ মহাসরোবর ক্ষোভিত করিতেছে। শৈলশিখরস্থিত নানাবিধ প্রস্রবণ হইতে তালতরুসদৃশ বারিধারা নিপতিত হইতেছে; ভাস্কর-করনিকরের ন্যায়, শারদ পয়োধরপুঞ্জের ন্যায় রজতাদি নানা ধাতু এই মহাশৈলকে শোভিত করিতেছে। কোথাও অঞ্জনবর্ণ, কোথাও কাঞ্চনসন্নিভ, কোথাও হরিতালসদৃশ, কোথাও বা হিঙ্গুলবর্ণ ধাতু-সকল শোভমান হইতেছে। রজতাদি নানা ধাতু পরিপূর্ণ, সন্ধ্যাভ্রসদৃশ মনঃশিলা ও গুহাসমুদয় এই মহাপর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিতেছে; শ্বেত ও লোহিতবর্ণ গৈরিক ধাতু এবং সিত, অসিত ও বালসূর্য্যসদৃশ অন্যান্য বহুবিধ ধাতু সকল এই পর্ব্বতের সুষমা বিস্তার করিতেছে। ঐ দেখ, গন্ধর্ব্ব সকল স্ব স্ব প্রণয়িনী ও কিন্নরগণ সমভিব্যাহারে বিহার করিতেছে: তানলয়-বিশুদ্ধ সর্ব্বভূত-মনোহর সঙ্গীত ও সামগীতি শ্রুত হইতেছে। ঐ দেখ, কলহংসগণসঙ্কীর্ণ ঋষি কিন্নরসেবিত পরম পবিত্র দেবনদী মহাগঙ্গা বিরাজিত হইতেছেন। হে ভীমসেন! বিবিধ ধাতু, সরিৎ, কিন্নর, মৃগ, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মনোহর কানন ও বিশালকার শতশীর্ষ সর্পকুলে আকীর্ণ এই শৈলরাজ গন্ধমাদন অবলোকন কর।"

অনন্তর প্রীতি-প্রফুল্লচিত্ত, অরাতিনিপাতন, মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয়গণ বারংবার সেই গন্ধমাদন-পর্ব্বত অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। তৎপরে তাঁহারা উগ্রতপাঃ, তপঃকৃশ, ধমনীব্যাপ্তকলেবর, সর্ব্ব-ধর্ম্মপারগ, রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের বিবিধ ফলশালী মহীরুহ ও মাল্যসমূহে পরিশোভিত আশ্রম অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন।

একোনষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া আপনার নামকীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে দ্রৌপদী, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সেই রাজর্ষিকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন; পাণ্ডব-পুরোহিত ধর্ম্মজ্ঞ ধৌম্যও সেই সংশিতব্রত রাজর্ষিকে যথা-যোগ্য সম্মান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণ স্বীয় দিব্যচক্ষুপ্রভাবে পাণ্ডুনন্দন বোধে তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজর্ষির আদেশানুসারে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে উপবেশন করিলে ধর্ম্মাত্মা আর্ষ্টিষেণ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদরপূর্ব্বক অনাময় প্রশ্ন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম্মনন্দন! আপনার ত অধর্ম্মে মতি নাই? সর্ব্বদাই ত ধর্ম্মে প্রবৃত্তি আছে? মাতাপিতার আজ্ঞা-পালন ও শ্রাদ্ধাদি-সম্পাদনে ত পরাঙ্মুখ হয়েন না? আপনি ত বিদ্বান্, বৃদ্ধ, গুরুজন ও বেদপারগদিগকে পূজা করিয়া থাকেন? পাপকর্ম্মে ত মতি নাই? আপনি ত পুণ্যকর্ম্মের সমাদর ও পাপকর্ম্মের পরিহার করিয়া থাকেন? আত্মশ্লাঘা ত কখন করেন না? সাধু-গণকে ত যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আনন্দিত করেন? বনে বাস করিয়াও ত ধর্ম্মপথাবলম্বী রহিয়াছেন? মহাত্মা ধৌম্য ত আপনার আচার সন্দর্শনে পরিতপ্ত হয়েন না? আপনি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষাচরিত দান, ধর্ম্ম, তপ, শৌচ, আর্জ্জব ও তিতিক্ষায় ত নিয়ত রত রহিয়াছেন? রাজর্ষিগণ-প্রস্থিত মার্গে ত গমন করিয়া থাকেন? হে ধর্ম্মনন্দন! পিতৃগণ স্ব স্ব কুলসম্ভূত পুত্রপৌত্রাদির অসৎ ও সৎকর্ম্ম সন্দর্শনে ইহাদিগের অধর্ম্মে আমা-দিগকে সাতিশয় দুঃখভোগ করিতে হইবে ও ইহাদি-গের ধর্ম্মবলে আমরা অমল সুখসম্পত্তি সম্ভোগ করিব, এই মনে করিয়া শোক ও আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, অগ্নি, গুরু ও আত্মা এই পাঁচ জনকে পরিতুষ্ট করিতে পারে, তাহার উভয় লোক জয় করা হয়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনি আমাকে যেরূপ ধর্ম্ম কহিলেন, আমি স্বীয় সাধ্যানুসারে বিধিবৎ তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।"

আর্ষ্টিষেণ কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! জলপায়ী, বায়ুভক্ষ ও গগনচারী মহর্ষিগণ প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে এই পর্ব্বতে আগমন করিয়া থাকেন। পরস্পরানুরক্ত নায়কনায়িকাগণ এই পর্ব্বত-শৃঙ্গে কিম্পুরুষগণের ন্যায় পরমসুখে বাস করে; বহুসংখ্যক অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ নানাবিধ পরিষ্কৃত বসনাভরণভূষিত হইয়া বিচরণ করে; মাল্যধারী প্রিয়দর্শন বিদ্যাধরগণ, মহোরগ-সকল ও সুপর্ণ-সমুদয় এই স্থানে সতত অবস্থান করে। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে ভেরী, পণব, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি হইয়া থাকে; উহা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই শ্রবণ করুন; তথায় যাইবার বাসনা করিবেন না; কারণ, সে স্থান অতি দুর্গম। ইহার পর দেববৃন্দের বিহার-স্থান; তথায় মনুষ্যগণের গমন করিবার শক্তি নাই। ঈষৎ অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিও ঐ স্থানে গমন করিলে তত্রত্য প্রাণিগণ তাহাদিগকে দ্বেষ করে ও রাক্ষসগণ তাড়না করে। হে যুধিষ্ঠির! এই কৈলাস-পর্ব্বতের শিখর অতিক্রম করিলে পর সিদ্ধ-দেবর্ষিগণের স্থান দৃষ্ট হয়। যদি কোন মনুষ্য চপলতা প্রযুক্ত ঐ স্থানে গমন করে, তাহা হইলে রাক্ষসগণ শূল প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা তাহাকে তাড়না করে। ধনাধিপতি কুবের প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে অপ্সরোগণ-পরিবৃত হইয়া এই স্থানে সমুপস্থিত হইলে সমুদয় প্রাণিগণ তাঁহাকে

সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষণ করে। সেই সময় গুহ্যকেশ্বরের উপাসনার্থ সমাগত গায়কশ্রেষ্ঠ তুম্বুরুর গীত ও সামধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! এই স্থানে সমুদয় প্রাণিগণ প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে এইরূপ নানাবিধ বিচিত্র বস্তু দর্শন করে।

হে পাণ্ডবগণ! যত দিন আপনারা অর্জ্জুনের দর্শন প্রাপ্ত না হইবেন, তাবৎকাল এই সমুদয় মুনি-ভোজ্য সুরস ফল ভক্ষণ করত এই স্থানে বাস করুন। এই স্থানে আগমন করিয়া চঞ্চল হওয়া অতি অকর্ত্তব্য। হে বৎসগণ! আপনারা এক্ষণে এই স্থানে কিয়দ্দিন স্বেচ্ছানুসারে বাস ও বিহার করিয়া পরিশেষে স্বীয় শস্ত্রবলে পৃথিবী জয় করত পালন করিবেন।"

ষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিসত্তম! আমার পূর্ব্ব-পিতামহ মহাত্মা পাণ্ডুতনয়েরা গন্ধমাদন-পর্ব্বতস্থ ভগবান্ আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে কত কাল বাস করিয়াছিলেন? তথায় সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীর-পুরুষেরা কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য আহার করিতেন, তৎসমুদয় সংকীর্ত্তন করুন। মহাবীর্য্য ভীমসেন হিমাচলে যে যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তরে বর্ণন করুন। হে দ্বিজোত্তম! তাঁহার সহিত যক্ষদিগের কি পুনর্ব্বার যুদ্ধ হয় নাই? তাঁহারা কি বৈশ্রবণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন? আর্ষ্টিষেণ কহিয়াছেন, তথায় কুবের আগমন করিয়া থাকেন। হে তপোধন! আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর শ্রবণ করিতে বাসনা করি, তাঁহাদিগের অলৌকিক কার্য্যসকল যতবার শ্রবণ করি, ততই শুশ্রূষার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কোনক্রমেই তৃপ্তিলাভ হয় না; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই সকল বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডবেরা মহর্ষি আর্ষ্টিষেণের উপদেশ আপনাদিগের পরম হিতকর জানিয়া সর্ব্বদা তদনুসারে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা মুনিভোজ্য সুরস ফল-মূল এবং বিশুদ্ধ শরনিহত মৃগমাংস ভোজন ও হিমাচলসম্ভূত বিবিধ পবিত্র মধু পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। এইরূপে তথায় লোমশোক্ত বিবিধ বাক্য শ্রবণ করত পঞ্চম বৎসর অতীত হইল। ইতিপূর্ব্বে ঘটোৎকচ যে স্থানে "কার্য্যকালে আমি উপস্থিত হইব" এই কথা বলিয়া রাক্ষসগণের সহিত প্রস্থান করিয়াছিলেন, মহর্ষি আর্ষ্টিষেণের সেই আশ্রমে পাণ্ডবগণের অনেক মাস বিগত হইল। তাঁহারা তথায় কত শত অদ্ভুত বস্তু অবলোকন করত পরম-সুখে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিশুদ্ধস্বভাব সংযতব্রত মুনি ও চারণগণ পাণ্ডবদিগের প্রতি প্রীত হইয়া সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও সমাগত তপোধনদিগের সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে একদা পক্ষিপ্রধান গরুড় মহাহ্রদনিবাসী এক মহানাগকে গ্রাস করিয়া সহসা সেই স্থানে সমুপস্থিত হইল। তাহার পদভরে ভূধর কম্পিত ও মহীরুহ-সকল আন্দোলিত হইতে লাগিল। তত্রত্য প্রাণিবর্গ ও পাণ্ডবগণ সেই অত্যদ্ভুত বৃত্তান্ত নয়নগোচর করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে সমীরণ দ্বারা শৈলাগ্র হইতে শুভজনক সৌগন্ধশালী এক মাল্য পাণ্ডবদিগের সম্মুখে সহসা পতিত হইল। পাণ্ডবগণ, তাঁহাদিগের সুহৃদ্বর্গ এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী সকলেই সেই মাল্য-দামগ্রথিত পঞ্চবর্ণ দিব্য কুসুম-সমূহ সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

অনন্তর দ্রৌপদী উপযুক্ত সময়ে পর্ব্বতের নিভৃত-প্রদেশোপবিষ্ট ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভরতর্ষভ! গরুড়ের পক্ষবাতবেগে ভূধর-শিখর হইতে পঞ্চবর্ণ পুষ্পরাশি নিপতিত হইতেছে; বোধ হয়, ঐ স্থান অতি বিস্ময়কর ও পরম-রমণীয়; উহা অবলোকন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। দেখ, পূর্ব্বে ত্বদীয় ভ্রাতা অর্জ্জুন অশ্বরথানদী-তীরে খাণ্ডবদাহ-সময়ে সর্ব্বভূত-সমক্ষে দেবরাজকে পরাভূত, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসসকলকে নিবারিত

এবং উগ্রস্বভাব মায়াবিগণকে নিহত করিয়া অলৌকিক গাণ্ডীব-শরাসন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমার অপ্রতিহত প্রভাব এবং অসামান্য ভুজবল সকলেরই দুর্ব্বিষহ ও বিষম ভয়াবহ। তোমার ভুজবলে নিশাচরদল ভীত ও মহীধর হইতে দূরীকৃত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিলে সুহৃদ্বর্গ অশঙ্কিতচিত্তে মনের উল্লাসে সর্ব্বশুভাস্পদ পরম-রমণীয় অদ্রিশিখরে আরোহণপূর্ব্বক কত শত অদ্ভুত বস্তু অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন এবং আমিও সতৃষ্ণ-নয়নের তৃপ্তি লাভ করিব।”

মহাবল-পরাক্রান্ত মত্তমাতঙ্গবিক্রম বৃকোদর দ্রৌপদীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া শর-শরাসন ধারণ ও তূণীর গ্রহণপূর্ব্বক অকুতোভয়ে মৃগেন্দ্রের ন্যায় দ্রুত-পদসঞ্চারে পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। তত্রত্য জীবজন্তুসকল তাঁহাকে মদোৎকট-বারণেন্দ্র সদৃশ বোধ করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। লোহিতাক্ষ, শালশিশু সম উন্নত ভীমসেন ভয়-মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া শৈলরাজে উপনীত হইলে দ্রৌপদীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। কারণ, ভীম সর্ব্বতোভাবে গ্লানিশূন্য ও অবিচলিত উৎসাহসম্পন্ন ছিলেন; নৈসর্গিক মৎসরতাপ্রভাবে অন্যের উৎকর্ষ নিতান্ত দুর্ব্বিষহ বোধ করিতেন; কাতরতা কদাপি তাঁহাকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হয় নাই।

ভীমসেন অত্যল্পমাত্র পরিসর এক বন্ধুর-পথ দ্বারা অত্যুন্নত গিরিশিখরে আরোহণপূর্ব্বক বৈশ্রবণের আবাসস্থান দর্শন করিলেন। সেই বাসভূমি কাঞ্চন ও স্ফটিকময় গৃহসমূহে সুশোভিত, তাহার চতুর্দ্দিক্ সুবর্ণ-নির্ম্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, কোন কোন প্রদেশ মনোহর উদ্যানে পরম-রমণীয়; পর্ব্বতশিখর অপেক্ষাও উন্নত, তাহার প্রাসাদ-শিখর-সকল আশ্চর্য্য শোভা-সম্পাদন করিতেছে, দ্বার ও তোরণ সমীরণ-সঞ্চালিত পতাকায় বিভূষিত হইতেছে: বিলাসিনীগণ ইতস্ততঃ নৃত্য করিতেছে; গন্ধমাদনসম্ভূত গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে; নানাবিধ পাদপ-সকল মুঞ্জরিত হইয়া অচিন্তনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। ভীমসেন তখন বক্রীভূত বাহু দ্বারা ধনুষ্কোটি অবলম্বন করিয়া ধনাধিপতির পুরশোভা-সন্দর্শনে স্বীয় পূর্ব্বসম্পত্তি স্মরণ করত নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন রত্নজাল-সমাবৃত বিচিত্র মাল্যবিভূষিত রাক্ষসাধিপতির আবাসস্থান অবলোকন করত গদা, খড়্গ ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি, জ্যাঘোষ ও তলশব্দ দ্বারা প্রাণিসকলকে মোহিত করিলেন। যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ পুলকিত-কলেবরে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পাণ্ডবসমীপে সমুপস্থিত হইল। তাহাদিগের হস্তস্থিত গদা, পরিঘ, শূল, শক্তি এবং পরশু প্রভৃতি অস্ত্র-সকল প্রদীপ্ত হইতে লাগিল।

অনন্তর যক্ষরাক্ষসগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি তখন শত্রু-প্রযুক্ত শূল, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্রসকল মহাবেগে ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন এবং শর দ্বারা অন্তরীক্ষগত ও ভূতলস্থ গর্জ্জনকারী সমস্ত রাক্ষসের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। তাহাদিগের শরীর হইতে অনবরত প্রবলবেগে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল এবং ভীমভুজোৎসৃষ্ট আয়ুধ দ্বারা রাক্ষস-শরীর ও মস্তক-সকল ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা প্রিয়দর্শন পাণ্ডবকে পরিবেষ্টন করিলে বোধ হইল যেন, সূর্য্যবিম্ব নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। দিনকর যেমন তিগ্ম-রশ্মি দ্বারা ঘনাবলীর নিরাকরণ করেন, তদ্রূপ ভীমসেন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক নিশাচরদলকে দূরীকৃত করিলেন। রাক্ষসেরা তখন ঘোরতর নিনাদে নানা-প্রকার তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে প্রিয়সাহস পাণ্ডবের অণুমাত্রও চিত্তচাপল্য সমুপস্থিত হইল না।

অনন্তর বিকৃতকলেবর যক্ষ-সকল ভীমভয়ে ভীত হইয়া সাতিশয় আর্ত্তনাদ করত গদা, শূল, অসি, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি আয়ুধ-সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। তথায় বৈশ্রবণের সখা মণিমান্ নামে এক মহাবীর গৃহীতাস্ত্র রাক্ষস ছিল; সে অন্যান্য সকলকে পরাবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় আধি-

পত্য ও পৌরুষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে সহাস্য-আস্যে কহিল, "তোমরা একজন মনুষ্যের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিতেছ; এক্ষণে বৈশ্রবণের আবাসে আসিয়া তাঁহাকে কি কহিবে?" রাক্ষস এই কথা বলিয়া রোষাবেশে অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় তাহাকে বেগে আসিতে দেখিয়া তিনটি বৎসদন্ত অস্ত্র দ্বারা তাহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন; মহাবল মণিমান্‌ও মহতী গদা গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনকে প্রহার করিল। বৃকোদর তখন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন অতি ভীষণা সেই গদা নিবারণার্থ আকাশপথে বহুসংখ্যক শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু বিক্ষিপ্ত সায়ক-সকল গদায় সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রবলবেগে প্রতিহত হইল দেখিয়া গদাযুদ্ধের রীত্যনুসারে যুদ্ধ করত রাক্ষসকৃত প্রহার বিফল করিলেন।

অনন্তর রাক্ষস ক্রোধভরে রুক্মদণ্ড লোহময় শক্তি প্রহার করিল। অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান মহারৌদ্র শক্তি ভীমরবে ভীমের দক্ষিণাঙ্গ বিদারণ করিয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল। অমিতবিক্রম বৃকোদর শক্তি দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রোষকষায়িত-লোচনে সগভীর-গর্জ্জনে অরাতিভয়বর্দ্ধিনী শত্রুঘাতিনী গদা গ্রহণপূর্ব্বক মণিমানের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন; মণিমান্‌ও দেদীপ্যমান শূল দ্বারা ভীমকে প্রহার করিল। তখন গদাযুদ্ধবিশারদ পাণ্ডব গদাগ্র দ্বারা সেই শূল ভগ্ন করিলেন। গরুড় যেরূপ ভুজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিবার মানসে সত্বরে তদভিমুখে গমন করিলেন ও অন্তরীক্ষে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক গদা ঘূর্ণিত করিয়া রণক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রবিসৃষ্ট অশনির ন্যায় অতিবেগবতী গদা রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। সিংহ যেমন গজপতিকে নিহত করে, সেই প্রকার ভীম রাক্ষসকে নিপাতিত করিলেন। হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা তাহাকে নিহত ও সমরশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে প্রস্থান করিল।

একষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গ, ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বহুবিধ শব্দে গিরি-গুহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে শ্রবণ করিয়া ভীমের অদর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণাকে আর্ষ্টিষেণের নিকট সমর্পণ করিয়া সকলে অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন। তথায় তাঁহারা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, বৃকোদর দেবরাজের ন্যায় গদা, খড়্গ ও শরাসন ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন এবং তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত মহাবল-পরাক্রান্ত গতজীবন রাক্ষস-সকল ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তখন তাঁহারা ভ্রাতাকে আলিঙ্গন ও তথায় উপবেশন করিয়া পরম পরিতোষলাভ করিলেন। মহাভাগ লোকপালগণের সান্নিধ্যে যেমন স্বর্গের শোভা হয়, সেইরূপ ভ্রাতৃচতুষ্টয় দ্বারা ভূধরশিখরের অতি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সমুদ্ভূত হইল।

রাজা যুধিষ্ঠির কুবেরসদন ও ধরাশায়ী রাক্ষসগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, "হে বৃকোদর! সাহস অথবা মোহবশতঃ নিরর্থ এই প্রাণিবধ করা তোমার অনুরূপ কার্য্য হয় নাই; ইহাতে তুমি নিশ্চয় পাপগ্রস্ত হইয়াছ; ধর্ম্মবেত্তারা কহিয়া থাকেন, রাজার অনভিমত কার্য্য করা অনুচিত; কিন্তু তুমি আজি যে কর্ম্ম করিয়াছ, কি দেব, কি নরপতি, সকলেরই অনভিমত। যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পাপে আসক্ত হয়, সে অবশ্যই সেই পাপের ফলভোগ করে, তাহার সন্দেহ নাই। হে পার্থ! তুমি যদি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হও, তাহা হইলে কদাপি এরূপ সাধুবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।"

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে ভ্রাতাকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া সেই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ দিকে হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ দ্রুতবেগে কুবেরের আলয়ে উপনীত হইয়া ভীমভয়ে অতি কঠোর আর্ত্তস্বর করিয়া উঠিল; তাহাদিগের হস্তে আয়ুধ নাই, সর্ব্বাঙ্গ শোণিতসিক্ত, শরীর অবসন্ন এবং শিরোরুহ-সকল বিপ্রকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পরে তাহারা

নিতান্ত ক্লান্ত-বচনে যক্ষাধিপতিকে নিবেদন করিল, 'দেব ! আপনার যে সকল যোদ্ধ, পুরুষেরা গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, তোমর ও প্রাস লইয়া যুদ্ধ করিত, সেই সমস্ত প্রধান প্রধান যক্ষ ও রাক্ষসেরা একজন মহাবল-পরাক্রান্ত মনুষ্য কর্ত্তৃক সমরে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়াছে, কেবল আমরা এই কয়েক জন পরিত্রাণ পাইয়াছি। আপনার সখা মণিমান্ও ভীষণ শমনবদনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই দারুণ কার্য্য এক জন মনুষ্য কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।"

যক্ষাধিপতি কুবের তাহাদের মুখে ভীমসেনের এই প্রকার অপরাধ শ্রবণে একবারে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন; তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইল; মুখমণ্ডলে ক্রোধের লক্ষণ-সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি তখন রোষভরে সত্বর রথযোজনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অনুচরগণ তাঁহার অনুমতি প্রাপ্তমাত্র হেমমাল্যধারি-অশ্বগণযুক্ত, অভ্রপুঞ্জসদৃশ, গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত রথ যোজনা করিল। সর্ব্বগুণসম্পন্ন, নানা-রত্নবিভূষিত, মনোমারুতগামী অশ্ব রথে যোজিত হইয়া বিজয়াবহ হ্রেষারব করিতে লাগিল। ভগবান্ গুহ্যকেশ্বর সেই রথবরে আরোহণ করিয়া গমন করিলে দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। রক্তনয়ন সুবর্ণবর্ণ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাকায় সমুদয় যক্ষগণ কুবেরকে গমন করিতে দেখিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গগনমার্গে মহাবেগে সেই ধনাধিপতিপালিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিতে লাগিল। পরে পাণ্ডবগণ লোমাঞ্চিত-কলেবরে সেই যক্ষগণপরিবৃত প্রিয়দর্শন মহাত্মা কুবেরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবকার্য্যচিকীর্ষু যক্ষাধিপতি কুবেরও সেই মহাসত্ত্ব পাণ্ডুনন্দনগণকে গৃহীতাস্ত্র অবলোকনে মনে মনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ধনেশ্বর-প্রমুখ সেই যক্ষগণ পক্ষিকুলের ন্যায় গগন হইতে গন্ধমাদন-শৃঙ্গে পাণ্ডবগণের সম্মুখে অবতীর্ণ হইলেন। সমুদয় যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ কুবেরকে পাণ্ডবগণের প্রতি প্রসন্ন দেখিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে রহিল। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব যক্ষাধিপতিকে প্রণাম করিয়া অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। যক্ষাধিপতি কুবের বিশ্বকর্ম্মাবিনির্ম্মিত বিচিত্র আসনশ্রেষ্ঠ পুষ্পকে উপবেশন করিলে পর মহাকায় শঙ্কুকর্ণ সহস্র সহস্র যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, সুররাজ শতক্রতু দেবগণে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন মস্তকে সুবর্ণময়ী মালা এবং করে পাশ, খড়্গ ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক কুবেরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণের দারুণ প্রহারে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইলেও রাক্ষসগণপরিবৃত কুবেরকে সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে গ্লানির লেশমাত্রও উদিত হইল না।

যক্ষাধিপতি পুণ্যজনেশ্বর শাণিতশরধারী ভীমসেনকে যুদ্ধাভিলাষী দেখিয়া ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে কৌন্তেয় ! সকলেই তোমাকে সর্ব্বভূতহিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া অবগত আছে; তুমি ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে নির্ভয়চিত্তে এই শৈলশৃঙ্গে বাস কর, ভীমসেনের প্রতি কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না। আমার অধিকৃত লোকগণ কালকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে; তোমার অনুজ কেবল নিমিত্তমাত্র। এই সমুদয় যক্ষরাক্ষস নিহত হইয়াছে বলিয়া লজ্জা করিও না। পূর্ব্বে দেবগণসমক্ষে যে সকল যক্ষ ও রাক্ষস বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি ভীমসেনের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই, প্রত্যুত পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি এবং উঁহার কার্য্য দ্বারা পূর্ব্বেও সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম।"

যক্ষরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই সকল কথা বলিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, "হে বৃকোদর ! তুমি যে কৃষ্ণার প্রীতিসাধনার্থ এই অলৌকিক ও সাহসিক কার্য্য করিয়াছ, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হই নাই। তুমি আমাকে ও দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া যে আপনার বাহুবলে রাক্ষস ও যক্ষগণের প্রাণসংহার করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে ভীমসেন ! অদ্য আমি তোমার নিমিত্তই দারুণ শাপ হইতে মুক্ত হইলাম। পূর্ব্বে কোন

অপরাধবশতঃ মহর্ষি অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাপ প্রদান করেন; তাহাতে আমি সকল লোক-সমক্ষে ক্লেশভোগ করিয়াছি; আজি তুমি তাহার নিষ্কৃতি করিলে; হে বীরবর! ইহাতে তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই।"

অনন্তর যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ভগবন্! মহাত্মা অগস্ত্য কি নিমিত্ত আপনাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনি যে সেই ধীমান্ মহর্ষির ক্রোধানলে সসৈন্যে সানুচরবর্গে ভস্মসাৎ হয়েন নাই, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে এবং শ্রবণ করিতেও আমার সাতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে; অতএব তৎসমুদয় বর্ণন করুন।"

কুবের কহিলেন, "হে নরনাথ! একদা কুশাবতী নগরীতে দেবগণের মন্ত্রণা হইয়াছিল, আমিও আমন্ত্রিত হইয়া ঘোররূপী বিবিধায়ুধধারী ত্রিশত-পদ্ম-সংখ্যক যক্ষ-সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিতেছিলাম। পথিমধ্যে নিরীক্ষণ করিলাম যে, ঋষিসত্তম অগস্ত্য নানা পক্ষিগণসমাকীর্ণ পুষ্পিত-দ্রুম-সুশোভিত যমুনাতীরে ঊর্দ্ধহস্তে সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিতি করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন; দেখিলে বোধ হয় যেন, হুতাশন জাজ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছেন। আমার সখা মণিমান্ নামে প্রধান রাক্ষস আমার সমভিব্যাহারে ছিল; সে মূর্খতা, অজ্ঞানতা, দর্প বা মোহবশতঃ অন্তরীক্ষ হইতে সেই মহর্ষির মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল। তখন মহর্ষি অগস্ত্য ক্রোধকম্পিতকলেবরে আমাকে কহিলেন, 'তোমার এই সখা নিতান্ত দুরাত্মা; নিরপরাধে তোমার সমক্ষে আমার অবমাননা করিল, এই অপরাধে এই দুরাত্মা তোমার এই সমস্ত সৈন্য-সমভিব্যাহারে মনুষ্যহস্তে বিনষ্ট হইবে। তুমি এই সমুদয় সৈন্যের নিধনে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সেই মনুষ্যকে অবলোকন করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে এবং তোমার সৈন্যগণও পুত্রপৌত্র-সমভিব্যাহারে পুনর্জীবিত হইয়া চিরকাল তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।'

হে ধর্ম্মনন্দন! পূর্ব্বে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট এইরূপ অভিশপ্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার অনুজ ভীমসেন সেই পাপ হইতে আমাকে বিমুক্ত করিলেন।"

দ্বিষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায়।

কুবের কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! লোকযাত্রা-বিধানের ধৈর্য্য, দক্ষতা, দেশ, কাল ও পরাক্রম এই পঞ্চ প্রকার বিধি আছে। সত্যযুগে মনুষ্যেরা ধৈর্য্যশালী, পরাক্রমবিধানজ্ঞ ও আত্মকর্ম্মে সুনিপুণ ছিল। সর্ব্বধর্ম্মবিধিবেত্তা দেশকালবিৎ ও ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ই চিরকাল এই পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! যিনি এইরূপ বিধানানুসারে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার ইহলোকে যশ ও পরলোকে সদ্গতিলাভ হইয়া থাকে। দেখুন, দেশকালাভিজ্ঞ দেবরাজ ইন্দ্র বসুগণের সহিত পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দেবলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি একমাত্র ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার অনিষ্টপাতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, যে ব্যক্তি একান্ত পাপবুদ্ধি, পাপাত্মা ও কার্য্যবিভাগানভিজ্ঞ হইয়া পাপেরই অনুবর্ত্তী হয়, যে ব্যক্তি কার্য্যবিশেষানভিজ্ঞ, নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, অকালজ্ঞ, বৃথাচার ও বৃথাসমারম্ভ, সেই ব্যক্তিকে ইহকাল ও পরকালে অশেষ-ক্লেশে কালযাপন করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি সাহসপ্রিয়, সামর্থ্যাভিলাষী, প্রবঞ্চনাপর ও দুরাত্মা, সে নিশ্চয়ই পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়।

হে মহারাজ! ভীমসেন নিতান্ত বালস্বভাব, অধর্ম্মপরায়ণ, অহঙ্কৃত ও নির্ভীক, এক্ষণে উঁহাকে শাসন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি এখন শোক-ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া অসিতপক্ষ অতিবাহিত কর। অলকাধিবাসী যক্ষ ও পার্ব্বতীয়েরা আমার আদেশানুসারে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ-সমভিব্যাহারে তোমাকে ও বিপ্রসকলকে রক্ষা করিবে। আমার অনুগত ভৃত্যগণ সর্ব্বদা তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ, সেবা-শুশ্রূষা ও নানাবিধ সুস্বাদু অন্নপান আহরণ করিবে। দেব-

রাজের অর্জ্জুন, বায়ুর ভীম, ধর্ম্মের তুমি এবং অশ্বিনী-কুমারের নকুল-সহদেব যেমন নিয়োগোৎপন্ন পুত্র বলিয়া নিরন্তর রক্ষণীয়, তদ্রূপ তোমরাও আমার রক্ষণীয় হইয়াছ।

অর্থতত্ত্ববিধানজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা অর্জ্জুন দেবলোকে কুশলে আছেন। যে সমস্ত পরম-সম্পত্তি স্বর্গপ্রাপ্তির সোপান বলিয়া কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদয় জন্মাবধি অর্জ্জুনেই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দম, দান, বল, বুদ্ধি ও তেজ এই সমস্ত উত্তম গুণ মহাসত্ত্ব অর্জ্জুনে বিরাজমান আছে। তিনি কদাচ মোহাবিষ্ট হইয়া অন্যায্য ও গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না; কাহাকেও তাঁহার মিথ্যাবাদ কীর্ত্তন করিতে দেখি না; তিনি দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃলোক কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া অমরাবতীতে অস্ত্র-শিক্ষা করিতেছেন। যিনি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত মহীপালদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন, কুলধুরন্ধর অর্জ্জুন এখন দেবলোকস্থ সেই প্রপিতামহ মহারাজ শান্তনুকে প্রীত ও প্রসন্ন করিতেছেন। যিনি পিতৃ, দেব, ঋষি ও বিপ্রগণকে অর্চ্চনা করিয়া যমুনাতীরে সপ্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে ইন্দ্রলোকস্থ স্বর্গজিৎ সেই অধিরাজ শান্তনু ধনঞ্জয়কে তোমার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।”

পাণ্ডবগণ কুবেরের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর বৃকোদর গদা-শক্তি গ্রহণ, শরাসনে জ্যারোপণ ও অসি কোষনিষ্কাশিত করিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে নমস্কার করিলেন। তখন শরণ্য কুবের শরণাগত ভীমকে কহিতে লাগিলেন, “হে ভীমসেন! তুমি শত্রুগণের মানহানি ও সুহৃদ্‌গণের সমৃদ্ধি-বর্দ্ধন কর, তোমরা যখন স্বীয় সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে বাস করিবে, তখন যক্ষেরা অবশ্যই তোমাদিগের অভিলাষ সকল পূরণ করিবে আর অর্জ্জুনও অস্ত্রশিক্ষায় দক্ষ হইয়া দেবরাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন।”

গুহ্যকেশ্বর কুবের পাণ্ডবগণকে এইরূপ কহিয়া স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিলে সহস্র সহস্র রাক্ষস ও যক্ষেরা বিচিত্র কম্বল-সংস্তীর্ণ বিবিধ রত্নবিভূষিত যানে আরোহণ করিয়া কুবেরের অনুগমন করিল। তখন অশ্বের হ্রেষারব ও যক্ষরাক্ষসের কোলাহল-শব্দে অলকা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কুবেরের তুরঙ্গমগণ যেন মারুত পান ও ঘনজাল আকর্ষণ করিয়াই দ্রুতবেগে গগনমার্গে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর যক্ষেরা কুবেরের আদেশানুসারে অচলশিখর হইতে রাক্ষসদিগের মৃত কলেবর সকল অপসারিত করিল ও ভগবান্ অগস্ত্যনির্দ্দিষ্ট যক্ষ-রাক্ষসদিগের শাপেরও অবসান হইল। পাণ্ডবেরা নিরুদ্বিগ্ন-মনে কুবেরনিকেতনে কতিপয় যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

ত্রিষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দিনকর উদিত হইলে মহর্ষি ধৌম্য দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সমাপনপূর্ব্বক আর্ষ্টিষেণের সহিত পাণ্ডবগণের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহারা ভক্তিসহকারে সমাগত মহর্ষি-যুগলের চরণ অভিবাদন ও কৃতাঞ্জলিপুটে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সমুচিত সৎকার করিলেন, পরে মহর্ষি ধৌম্য ধর্ম্মরাজের দক্ষিণকর গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! ঐ দেখুন, পরম রমণীয় মন্দর-ভূধর সাগরাম্বরা বসুন্ধরাকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র ও বৈশ্রবণ গিরিরাজিবিরাজিত বনবনান্ত-পরিশোভিত এই দিক্ রক্ষা করিতেছেন। মনীষী ঋষিগণ এই গিরিরাজকে সুররাজের ও বৈশ্রবণের আলয় বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ঋষি, সিদ্ধ, সাধ্য ও দেবতা সকলেই উদয়াচলচূড়োপবিষ্ট সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন।

প্রাণিগণের প্রভু করাল কৃতান্ত মৃতজীবের আশ্রয় এই দক্ষিণদিক্ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। প্রেতরাজের নানা সমৃদ্ধিসম্পন্ন, অতি অদ্ভুতদর্শন, পবিত্র ঐ সংযমনাখ্য বাসভবন নয়নগোচর হইতেছে। ভুবনপ্রকাশক ভগবান্ মরীচিমালী যে পর্ব্বতে নিয়মিতরূপে প্রত্যহ অবস্থিতি করেন, সেই এই অস্তাচল দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বরুণদেব এই পশ্চিমাচল এবং

মহোদধিতে অধিষ্ঠান করত সর্ব্বভূতের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। ব্রহ্মবাদীর অদ্বিতীয় গতি পরম-মঙ্গলালয় এই মহামেরু উত্তরদিক্ উদ্দীপিত করিয়া রহিয়াছে, যে স্থানে চরাচরস্রষ্টা ভূতাত্মা প্রজাপতি অবস্থিতি করিতেছেন এবং দক্ষ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস-পুত্রেরাও নিরুপদ্রবে বাস করিয়া থাকেন। বশিষ্ঠপ্রমুখ সপ্ত দেবর্ষি এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ও পুনর্ব্বার এই স্থানে উদিত হইতেছেন। দেখুন, সুমেরুর রজোরহিত শিখরদেশ কি উত্তম স্থান,ঐ স্থলে দেবগণ ও পিতামহগণ সতত বাস করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতির উপাদান, অনাদি, অনন্ত ও সকলের ঈশ্বর, মেরুর পূর্ব্বভাগে সেই নারায়ণের বাসস্থান ব্রহ্মসদন অপেক্ষাও অধিকতর শোভা পাইতেছে; দেবতারাও যে ভবন সন্দর্শন করিতে অসমর্থ, হয়েন, যাহা অনল ও আদিত্য অপেক্ষাও প্রদীপ্ত, যাহা স্বীয় প্রভাপ্রভাবে দেব-দানবদলের দুর্নিরীক্ষ্য, তথায় ভূতেশ্বর জগৎকর্ত্তা আত্মভূ চরাচর সকল উদ্ভাসিত করত সাতিশয় শোভা পাইতেছেন। হে কুরুসত্তম! ঐ স্থানে ব্রহ্মর্ষিদিগেরও গমনাধিকার নাই; অতএব মহর্ষিগণ কিরূপে যতিলভ্য পরমগতি লাভ করিবেন? ঐ স্থানে কোন প্রকার জ্যোতিঃপদার্থেরই প্রতিভা থাকে না কেবল সেই ভগবান্ অচিন্ত্যাত্মাই উজ্জ্বলতররূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। যে সকল তপোবলসম্পন্ন বিশুদ্ধকর্ম্মা যতিগণ অবিচলিত ভক্তিসহকারে নারায়ণ-দর্শনে ঐ স্থানে গমন করেন, তাঁহাদিগকে আর নরলোকে প্রত্যাগত হইতে হয় না। উহা অতি পবিত্র, ঈশ্বরাধিকৃত, সনাতন ও অক্ষয় স্থান, আপনি উহাকে প্রণাম করুন।

হে কুরুনন্দন! চন্দ্রসূর্য্য মেরুকে অহরহঃ প্রদক্ষিণ করিতেছেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডল-সকল ভগবান্ দিবাকরের আকর্ষণে তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। দিননাথ অস্তগত হইয়া সন্ধ্যা অতিক্রম করত উত্তরদিকে গমন করিতে থাকেন; পরে উত্তরাশার শেষসীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়া পুনরায় প্রাঙ্মুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এইরূপে সর্ব্বভূতহিতৈষী ভগবান্ সহস্ররশ্মি সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করত পর্ব্বসন্ধি ও কালক্রমে মাস বিভক্ত করিতেছেন এবং সমস্ত জগতে সতত আলোক-বিস্তার করিয়া পুনরায় মন্দরভূধরে গমন করেন। ভূতভাবন ভগবান্ চন্দ্রমাও ঐরূপে নক্ষত্রমণ্ডল-সমভিব্যাহারে সুমেরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তিমিরারি ভগবান্ আদিত্য জগতে কিরণজাল বিস্তার করত এই অসংবাধ পথে নিরন্তর পর্য্যটন করেন এবং ভূতল শীতল করিবার মানসে দক্ষিণাশা ভজনা করিলে শিশিরকাল সমুপস্থিত হয়।

অনন্তর বিভাবসু দক্ষিণদিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই তেজোভাগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে প্রাণিসকল নিতান্ত ক্লান্ত, গ্লানিযুক্ত, ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও সাতিশয় তন্দ্রাপরতন্ত্র হইয়া উঠে এবং সর্ব্বদাই স্বপ্নাভিভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ আদিত্য এইরূপে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করত প্রজাদিগের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত পুনরায় বর্ষার সৃষ্টি করেন। অনন্তর তিনি সুধাময় বৃষ্টিধারা, মন্দ মন্দ সমীরণ ও সুখসেব্য সন্তাপ দ্বারা স্থাবরজঙ্গম-সকল পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। হে পার্থ! সবিতা অতন্দ্রিত হইয়া নিরন্তর এইরূপে কালচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহার গতি অবিচ্ছিন্ন, তিনি জড়পদার্থের ন্যায় কখনই এক স্থানে অবস্থিতি করেন না,তিনি সর্ব্বভূতের তেজোভাগ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা প্রদান করেন, তিনি সর্ব্বভূতের পরমায়ু ও ভিন্ন কার্য্যের বিভাগ করিতেছেন এবং দিবা, রাত্রি, কলা ও কাষ্ঠা নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন।”

চতুঃষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যপরায়ণ ধৈর্য্যশালী ব্রতাচারকুশল মহাত্মা পাণ্ডবেরা সেই পর্ব্বতে অর্জ্জুনের দর্শন-প্রতীক্ষায় প্রমুদিতমনে পরম-সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একদা বহুসংখ্যক গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন। যেমন স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে সুরগণের অনির্ব্বচনীয় চিত্তপ্রসাদ জন্মে, তদ্রূপ সুপুষ্পিত-পাদপশোভিত সেই নগোত্তম সন্দর্শন করিয়া

মহাবীর পাণ্ডবগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা মহীধরবরের শিখরদেশে অধিরূঢ় হইয়া ময়ূরের কেকা-বাণী ও হংসকুলের কলরব-শ্রবণ এবং নানাজাতীয় কুসুমের সুষমা-সন্দর্শনে অপার আনন্দ-প্রবাহে নিমগ্ন হইলেন। তথায় কুবেরকৃত কত শত সুরম্য সরোবর তাঁহাদিগের নয়োনগোচর হইল ; সেই সকল সরসীতে সর্ব্বদাই হংস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে ; উৎপল-সকল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে ও শৈবাল দ্বারা তীরভূমি-সকল সংবৃত রহিয়াছে। তত্রত্য ক্রীড়াপ্রদেশসকল অতি রমণীয় সুবিচিত্র মাল্যদামে সুশোভিত, নানাবিধ মণিনিচয়ে অলঙ্কৃত ও ধনাধিপতি কুবেরের ঐশ্বর্য্যানুরূপ সুসমৃদ্ধ ছিল। মুনিগণ ইহার সুগন্ধি কুসুমসমূহ-শোভিত নানাবিধ পাদপে সমাকীর্ণ শৃঙ্গ-সকলে সুখস্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে বিচরণ করেন।

হে পুরুষপ্রবীর ! সেই নগোত্তমের স্বীয় তেজ ও মহৌষধির প্রভাবে তথায় দিবস-রজনীর কোন বিশেষ নয়নগোচর হইত না। বহ্নি যাঁহার সাহায্যে যামিনীযোগে চরাচর জগৎ উদ্ভাসিত করেন, পর্ব্বতস্থ মহাপুরুষ পাণ্ডবেরা সেই সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সন্দর্শন করিতেন। "হে বীরগণ ! তোমরা তিমিরবারীর কিরণজাল-সমুদ্ভাসিত দিগ্দিগন্ত এবং তাহার উদয়-অস্তগমন-স্থান অবলোকন করত স্বাধ্যায়সম্পন্ন, শুচিব্রত ও সত্যপরায়ণ হইয়া এই স্থানেই মহারথ পার্থের সমাগমপ্রতীক্ষায় কালক্ষেপ কর ; আমরা আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা অচিরাৎ সংগৃহীতাস্ত্র ধনঞ্জয়ের সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই।"

পাণ্ডবেরা মহর্ষিগণের এইরূপ আদেশে তপস্যা ও যোগানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতস্থ বিচিত্র বনরাজি নিরীক্ষণ করিয়া নিরন্তর অর্জ্জুনকে চিন্তা করাতে দিবারাত্র সংবৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুন যখন ধৌম্যের অনুমতিক্রমে জটাধারণপূর্ব্বক প্রব্রাজিত হইয়াছেন, তদবধি তাঁহাদের হর্ষ বিলুপ্ত হইয়াছে ; এক্ষণে কেবল অর্জ্জুনচিন্তায় তাঁহাদিগের চিত্ত ব্যাসক্ত রহিয়াছে ; অতএব কিরূপেই বা মনের সন্তোষ হইবে ? গজেন্দ্রগামী জিষ্ণু জ্যেষ্ঠের আদেশক্রমে যে অবধি কাম্যকবন পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রসকাশে গমন করিয়াছেন, তদবধি সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা তখন সেই পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া দিনযামিনী কেবল সেই অর্জ্জুনকে চিন্তা করত অতি কষ্টে এক মাস অতিবাহিত করিলেন।

এ দিকে ধনঞ্জয় ইন্দ্রালয়ে পঞ্চবর্ষ বাস করিয়া তাঁহার নিকট আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম, পারমেষ্ঠ্য, যাম্য, ধাত্র, সাবিত্র ও বৈশ্রবণেয় অস্ত্র-শস্ত্র লাভ করিয়া শতক্রতুকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-মনে গন্ধমাদনে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

যক্ষযুদ্ধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায়।

নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! মহাবীর অর্জ্জুন মস্তকে কিরীট, গলদেশে মাল্য ও অঙ্গে নানাবিধ অভিনব আভরণ ধারণ করত ক্ষণপ্রভার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মাতলিপরিচালিত ইন্দ্ররথে আরোহণপূর্ব্বক জলদের অভ্যন্তরবর্ত্তিনী মহতী উল্কার ন্যায়, ধূমসম্পর্কশূন্য প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় স্বীয় দীপ্যমান মূর্ত্তিতে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সহসা গন্ধমাদন-পর্ব্বতে আগমন করিলেন। নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডবগণ সেই ইন্দ্ররথ অবলোকন করিয়া অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। কিরীটমালী ইন্দ্রনন্দন রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক অতি নম্রভাবে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন ও যথাক্রমে ধৌম্য, যুধিষ্ঠির ও বৃকোদরের পাদবন্দন করিয়া স্বীয় প্রণয়িনীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ; পরে নকুল ও সহদেব উভয়ে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পাণ্ডবগণ ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, ধনঞ্জয়ও তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইলেন।

নমুচিনিসূদন যাহাতে আরোহণ করিয়া দলবদ্ধ সপ্ত

দানবকুলের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, সত্বশালী পাণ্ডবগণ সেই ইন্দ্ররথের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং মাতলির প্রতি সুরেন্দ্রোচিত সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক যথাক্রমে দেবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; মাতলিও পিতার ন্যায় পাণ্ডবগণকে উপদেশসহকারে অভিনন্দন করিয়া সেই অপ্রতিম রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় ত্রিদিবনাথের সকাশে প্রস্থান করিলেন। মাতলি প্রস্থান করিলে পর শত্রুরিপুপ্রমাথী শক্রনন্দন শক্রদত্ত মহামূল্য আভরণ-সকল প্রিয়তমা পাঞ্চালনন্দিনীকে প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় কুরুকুলতিলক পাণ্ডবগণ ও সূর্য্যাগ্নিসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে উপবেশন-পূর্ব্বক 'আমি এইপ্রকারে ইন্দ্র, বায়ু ও মহাদেবের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, দেবগণ আমার চরিত্র ও সমাধিতে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন,' ইত্যাদি সমুদয় স্বর্গবাসবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সানন্দচিত্তে নকুল ও সহদেবের সহিত সেই আশ্রমে শয়ন করিলেন।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাত্রি প্রভাত হইলে ধনঞ্জয় প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়াছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষে মৃগ, ব্যাল ও পক্ষিগণের কোলাহলের ন্যায় বিবিধ বাদ্যধ্বনি, দেবগণের তুমুল কলরব, রথনেমিনিস্বন ও ঘণ্টাশব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর দিব্যকান্তি-সমুজ্জ্বলকলেবর পুরন্দর বিমানারূঢ় অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনের ন্যায় পরিষ্কৃত মেঘের ন্যায় শব্দায়মান,অশ্বযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক কৌন্তেয়দিগের অন্তিকে আগমন করিলেন।

পাণ্ডবগণ মহাত্মা সুররাজকে অবলোকন করিবা-মাত্র প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক ভূরিদক্ষিণাসহকারে বিধিবিহিত রূপে পূজা করিয়া পরম প্রীত হইলেন। তেজস্বী ধনঞ্জয় দেবরাজকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার সমীপে ভৃত্যবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাতেজাঃ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে বিনীত-ভাবে পবিত্র তাপসবেশে দেবরাজের সকাশে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রীতমনে তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। ধীমান্ পুরন্দর অদীনমনাঃ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে রাজন্! আপনি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের শাসনকর্ত্তা হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। আপনার কল্যাণ হউক, এক্ষণে আপনি পুনরায় কাম্যকাশ্রমে গমন করুন। ধনঞ্জয় আমার নিকট হইতে সমুদয় অস্ত্র লাভ করিয়া আমার মহৎ প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।" সহস্রলোচন এই কথা কহিয়া অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ সহ অমরাবতী প্রস্থান করিলেন।

যে বিদ্বান্ সংবৎসর ব্রহ্মচারী হইয়া ইন্দ্রের সহিত ধনেশ্বরগৃহবাসী পাণ্ডবগণের এই সমাগম অধ্যয়ন করেন, সে ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখে শত বর্ষ জীবিত থাকেন।

সপ্তষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরন্দর প্রস্থান করিলে ধনঞ্জয় কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্ম্মপুত্রকে অভিবাদন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গদ্গদবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ! কি প্রকারে তোমার এতাবৎকাল সুরলোকে অতিবাহিত হইল? কি প্রকারে শতক্রতুকে পরিতুষ্ট করিয়া অস্ত্র সমস্ত গ্রহণ করিলে? তুমি কি সমুদয় অস্ত্রে সম্যক্ শিক্ষিত হইয়াছ? মহেন্দ্র ও মহাদেব কি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াই তোমাকে এই সকল অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন? হে অরিন্দম! তুমি ভগবান্ ইন্দ্রের কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ যে, তিনি তোমাকে প্রিয়কারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? যে প্রকারে ভগবান্ পুরন্দর ও পিনাকধারী তোমার দর্শনগোচর হইলেন, তুমি যে প্রকারে অস্ত্র-সমুদয় হস্তগত করিলে, যে প্রকারে তাঁহাদিগের আরাধনা করিয়াছ এবং দেবরাজের যে সকল প্রিয়কার্য্য করিয়াছ, তৎসমুদয় বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; অতএব তুমি তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কর।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! আমি যেরূপ অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তী হইয়া সুরেশ্বরের ও শঙ্করের সাক্ষাৎ-

কারলাভ করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। আমি আপনার নিকটে সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া আপনার আদেশানুসারে কাম্যক-কানন হইতে ভৃগুতুঙ্গে গমনপূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলাম। এক রাত্রি বাসের পরে পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে কৌন্তেয়! তুমি কোথায় গমন করিবে?' আমি তাঁহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন করিলাম। তিনি আমার বাক্যশ্রবণে আমার প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া সৎকারপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভারত! প্রফুল্ল হইয়া তপশ্চর্য্যা কর; তুমি অচিরকালমধ্যেই সুররাজের সাক্ষাৎকারলাভ করিবে.

আমি তাঁহার বাক্যে হিমালয়-পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক প্রথম মাস ফলমূলভোজনে, দ্বিতীয় মাস জলমাত্র-পানে, তৃতীয় মাস নিরশনে ও চতুর্থ মাস উর্দ্ধবাহু হইয়া অতিবাহন করিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাতেও আমার প্রাণবিয়োগ হইল না। অনন্তর পঞ্চম মাসের প্রথম বাসর অতীত হইলে অবলোকন করিলাম, এক বরাহ মুহুর্ম্মুহুঃ বিবর্ত্তিত হইয়া পোত্র ও চরণ দ্বারা ধরাতল বিদারণ এবং জঠর দ্বারা সংমার্জ্জন করত আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। কিরাতবেশধারী এক পুরুষ স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে। আমি যে সময়ে ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণ করিয়া সেই ভীষণ জন্তুকে আঘাত করিলাম, সেই সময় সেই কিরাতও শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক যেন আমার হৃৎকম্প উৎপাদন করিয়াই তাহাকে দৃঢ়তররূপে তাড়না করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে আমাকে আহ্বান করিয়া কহিল, 'তুমি মৃগয়াধর্ম্মের প্রথা পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত আমার পূর্ব্বপরিগ্রহ লক্ষ্যের প্রতি শরাঘাত করিলে? অতএব এক্ষণে এই নিশিত শরজালে তোমার দর্প চূর্ণ করিতেছি।' সেই মহাকায় ধনুর্দ্ধর এই কথা কহিয়া, শরবর্ষণপূর্ব্বক আমাকে আচ্ছাদন করিল। আমিও তাহার উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম; পর্ব্বত যেমন বজ্রপরম্পরা দ্বারা আহত হয়, কিরাতের কলেবরও সেইরূপ আমার যন্ত্রিত, অনুমন্ত্রিত, দীপ্তমুখ শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইল। পরে তাহার সেই শরীর শতসহস্র প্রকার হইয়া উঠিল; তথাপি আমি তাহার তাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন শরীরে শরাঘাত করিতে লাগিলাম, কিন্তু সেই সকল শরীর পুনরায় একীভূত হইয়া গেল, ইহা দেখিয়াও আমি শরাঘাত করিতে নিরস্ত হইলাম না। পরে সেই কিরাত আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কখন শরীর সূক্ষ্ম ও মস্তক বৃহৎ, কখন বা শরীর বৃহৎ ও মস্তক ক্ষুদ্র, কখন বা একীভূত হইয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। আমি বারংবার শরনিকর-বর্ষণেও তাহাকে পরাভব করিতে না পারিয়া শরাসনে বায়ব্যাস্ত্র সংযোজনা করিলাম, কিন্তু তদ্দ্বারাও তাহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইলাম না; প্রত্যুত সেই মহাস্ত্র প্রতিহত হইল দেখিয়া একবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। মহারাজ! আমি পুনর্ব্বার দীপ্তিমান্ শঙ্কুকর্ণ, বারুণ, শরবর্ষ, প্রস্তরবর্ষ ও প্রকাণ্ড শলভাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু কিরাত সেই সমুদয় অস্ত্রই গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন আমি শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সংযোজনা করিলাম, সেই সংযোজিত ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত শর-সমূহ প্রসব করত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহার তেজঃপ্রভাবে ক্ষণমাত্রে সমুদয় লোক সন্তাপিত হইল এবং দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল এককালে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মহাতেজাঃ কিরাত তাহাও বিনষ্ট করিল, দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইল; তথাপি ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে আঘাত করিলাম; কিন্তু সে সহসা সে সকল অস্ত্রও ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এইরূপে সমুদয় অস্ত্রপ্রয়োগ বিফল হইল অবলোকন করিয়া তাহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু মুষ্ট্যাঘাত ও তলপ্রহার পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াও তাহাকে পরাভূত করিতে পারিলাম না; প্রত্যুত আমিই অবসন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলাম।

অনন্তর সেই কিরাত হাস্য করিয়া আমার সমক্ষেই স্ত্রীগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। পরে কিরাত পরিহারপূর্ব্বক দিব্যাম্বরশোভিত ভুজঙ্গভূষিত পিনাকপাণিবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া পরক্ষণেই উমা-সমভিব্যাহারে আবির্ভূত হইলেন। আমি তৎকাল পর্য্যন্তও

পূর্ব্বের ন্যায় সমরভূমিতে সম্মুথান হইয়া রহিয়াছি, দেখিয়া তিনি আমার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে পরন্তপ! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই ধনু ও অক্ষয় তুণীরদ্বয় গ্রহণ কর,' ইহা কহিয়া সেই শরাসন ও অক্ষয়তুণীরদ্বয় আমাকে প্রদান করিলেন; পরে কহিলেন, 'হে কৌন্তেয়! আমি তোমার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার প্রার্থনীয় কি? ব্যক্ত কর, আমি তোমাকে অমরত্ব ভিন্ন আর সমুদয় বর প্রদান করিব।' তখন আমি তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, 'ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে সমুদয় দৈব অস্ত্র প্রদান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।'

অনন্তর ভগবান্ ত্রিলোচন কহিলেন, 'হে পাণ্ডব! আমি তাহা প্রদান করিলাম, আমার রৌদ্রাস্ত্র তোমাকে নিরন্তর উপাসনা করিবে, কিন্তু এই সনাতন অস্ত্র কদাপি মানবের প্রতি প্রয়োগ করিও না, ইহা দুর্ব্বলের প্রতি প্রয়োগ করিলে সমস্ত জগৎ ভস্মসাৎ করিবে। যখন তুমি নিতান্ত পীড্যমান হইবে ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহ প্রতিহত করিবার মানস করিবে, তখন ইহা প্রয়োগ করিও।' তিনি এই কথা কহিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিলেন।

এইরূপে দেবদেব মহাদেব প্রসন্ন হইলে অরাতিগণের উৎসাদ, পরসেনার নিকর্ত্তন, সুর, দানব ও রাক্ষসগণের দুঃসহ মূর্ত্তিমান্ পাশুপত অস্ত্র তৎক্ষণাৎ আমার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই স্থানে উপবেশন করিলে তিনি আমার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।"

অষ্টষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর আমি দেবাদিদেব মহাদেবের অনুগ্রহে সেই স্থলে প্রীত ও প্রসন্নচিত্তে এক রজনী অবস্থিতি করিলাম। পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাধানপূর্ব্বক সেই দৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সন্দর্শন ও আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলাম, 'হে ব্রহ্মন্! আমি ভগবান্ ভবানীপতির সাক্ষাৎকারলাভ করিয়াছি।' ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত-মনে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি যেরূপে ভগবান্ ভবানীপতিকে সন্দর্শন করিয়াছ, তাহা অন্যের অদৃষ্টে কদাচ সম্ভবে না, এক্ষণে বৈবস্বতপ্রমুখ লোকপালবর্গের সহিত সমবেত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্দর্শন করিলে তিনিও তোমাকে অস্ত্র প্রদান করিবেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আমাকে বারংবার আলিঙ্গনপূর্ব্বক যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলেন।

অনন্তর সেই দিনে অপরাহ্ণে সুশীতল সমীরণ পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে নবীকৃত করত হিমালয়ের প্রত্যন্তপর্ব্বতে প্রাদুর্ভূত হইল, সুগন্ধি দিব্য মাল্য-সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল এবং ঘোরতর দিব্য বাদ্য ও ইন্দ্রবিষয়ক অতি মনোহর স্তুতিবাদ শ্রুতিগোচর হইয়া উঠিল। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ মহাদেবের সম্মুখে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। মহেন্দ্রানুচর, তাদ্‌লয়নিবাসী স্ত্রীবালবৃদ্ধ ও দেবগণ দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র অলঙ্কৃত অশ্বগণযোজিত রথে আরোহণ করিয়া শচী দেবীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে অসাধারণরাজশ্রীসম্পন্ন নরবাহন কুবেরও তথায় আগমন করিলেন। পরে দক্ষিণ-দিগ্বিভাগে অবস্থিত যমরাজ এবং যথাস্থানস্থ বরুণ ও দেবরাজ ইন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিলাম।

অনন্তর লোকপালগণ আমাকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি সুরকার্য্য-নির্ব্বাহার্থ ভগবান্ ত্রিলোচনকে নেত্রগোচর করিয়াছ, এক্ষণে আমাদিগকে অবলোকন কর; আমরা প্রসন্ন হইয়া তোমাকে দিব্যাস্ত্র-সকল প্রদান করিতেছি, যথাবিধানে গ্রহণ কর।' আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রযতমনে মহাস্ত্র-সকল বিধিবৎ গ্রহণ করিলাম। তখন দেবগণ আমাকে গমন করিতে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র রথারোহণপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি এ স্থানে আগমন করিবার পূর্ব্বেই তোমাকে অবগত

হইয়াছি; কিন্তু পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। পূর্ব্বে তুমি বহুতর তীর্থে বারংবার স্নান ও অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ, তন্নিমিত্ত দেবগণ ও মহাত্মা মুনিগণ তোমার প্রভাব বিদিত হইয়াছেন; এক্ষণে পুনর্ব্বার তপোনুষ্ঠান করিয়া সুরলোকে গমন করিতে হইবে। মাতলি আমার আদেশানুসারে তৎকালে এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া দেবলোকে গমন করিবে।'

অনন্তর আমি কহিলাম, 'ভগবন্! আমি অস্ত্রলাভার্থ আপনাকে আচার্য্যরূপে বরণ করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'বৎস! তুমি অস্ত্র-শিক্ষা করিলে নিতান্ত ক্রূরকর্ম্মা হইবে; অতএব অস্ত্র-শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; এক্ষণে যে কারণে অস্ত্র-শিক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তোমার সে মনোরথ অচিরাৎ সম্পূর্ণ হইবে।' আমি কহিলাম, 'হে দেবরাজ! আমি শত্রু-প্রযুক্ত অস্ত্র-সমূহ নিবারণ ব্যতিরেকে কদাচ মনুষ্যের প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিব না। আপনি এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া সেই সমস্ত অস্ত্র প্রদান করুন; পরে আমি তাহার প্রভাবে নিখিল লোক লাভ করিব।'

ইন্দ্র কহিলেন, 'বৎস! আমি তোমার পরীক্ষার নিমিত্ত এইরূপ কহিতেছিলাম; ফলতঃ আমার পুত্র হইয়া যেরূপ কহিতে হয়, তুমি তাহাই কহিয়াছ, এক্ষণে মন্নিকেতনে গমন করিয়া বায়ু, অগ্নি, অষ্টবসু, বরুণ ও মরুদ্‌গণ হইতে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শিক্ষা কর এবং সাধ্য, পৈতামহ, গান্ধর্ব্ব, ঔরগ, রাক্ষস, বৈষ্ণব, নৈঋত ও ঐন্দ্র অস্ত্র সমুদয়ও তথায় অবগত হইতে সমর্থ হইবে।' এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং লোকপাল সকল স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মাতলি ইন্দ্রের অধিকৃত অতি-পবিত্র মায়াময় এক রথ আনয়ন করিয়া আমাকে কহিলেন, 'হে মহাবল! দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন; অতএব আপনি কার্য্যবিশেষ সংসাধন করিয়া সত্বরে প্রস্তুত হউন; অদ্যই সশরীরে সুরলোকে যাইয়া অতি-পবিত্র লোক-সকল আরোহণ করিবেন।'

আমি মাতলি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হিমাচলকে আমন্ত্রণ করত প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দিব্য-রথে আরোহণ করিলাম। অশ্ববিজ্ঞানবিৎ মহাত্মা মাতলি মনোমারুতগামী তুরঙ্গম-সকলকে মহাবেগে চালনা করাতে রথবর বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মাতলি বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং 'কি আশ্চর্য্য, আমি প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, অশ্বগণ ধাবমান হইবামাত্র দেবরাজ বিচলিত হইয়া থাকেন, কিন্তু আপনি অণুমাত্রও বিচলিত বা চকিত হইলেন না; প্রত্যুত রথমধ্যে স্থিরভাবেই অবস্থান করিয়া রহিলেন। বলিতে কি, আপনার এই সমস্ত কার্য্য দেবরাজের কার্য্য-সকল অতিক্রম করিয়াছে,' এই বলিয়া নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া বিমান ও দেবালয়সকল দর্শন করাইলেন। ঐন্দ্র রথ ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে দেখিলাম যে, তথায় মহর্ষিগণ ও দেবতারা সকলে স্ব স্ব অভীষ্টদেবের অর্চ্চনা করিতেছেন। অনন্তর দেবর্ষিদিগের কাম্য লোক-সমুদয় এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের প্রভাব আমার নয়নপথে নিপতিত হইল। পরে ইন্দ্রসারথি মাতলি নন্দন প্রভৃতি দিব্য বন ও উপবন-সকল অবলোকন করাইলেন।

পরিশেষে কল্পপাদপশোভিত দিব্যরত্নবিভূষিত ইন্দ্রনগরী অমরাবতী নিরীক্ষণ করিলাম; যে স্থানে সূর্য্যের উত্তাপ নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, ক্লান্তি নাই ও ধূলিজালজনিত ক্লেশের লেশ নাই; যে স্থানে জরা নাই, শোক নাই এবং দৈন্য ও দৌর্ব্বল্যের প্রাদুর্ভাব নাই; যে স্থানে গ্লানি, ক্রোধ ও লোভের অনুভব হয় না ও সকল প্রাণী নিত্য সন্তুষ্ট; যে স্থানে হরিদ্বর্ণ-পলাশালঙ্কৃত পাদপাবলী সতত ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে; যে স্থানে বিকসিত পদ্মগন্ধামোদিত স্বচ্ছসলিল সরোবর-সকল শোভা পাইতেছে; সুশীতল পরিশুদ্ধ জগৎপ্রাণ সমীরণ অনবরত মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে; যে স্থানে ভূমি-সকল নানাবিধ রত্নরাগে রঞ্জিত ও কুসুম সমূহে সুশোভিত হইতেছে; যে স্থানে বহুতর মনোহর পক্ষিকুল মধুরস্বরে গান ও মৃগগণ সঞ্চরণ করিতেছে এবং যে স্থানে বহুবিধ বিমানগামী প্রাণিসকল সতত পরিভ্রমমান হইতেছে।

আমি তথায় বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুদ্গণ, আদিত্য ও অশ্বিনীতনয়দ্বয়কে অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা আমাকে 'তোমার বল,বীর্য্য,তেজ, যশ ও অস্ত্র অক্ষয় এবং সমরে জয়লাভ হইবে' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে আমি অমরপুরী-প্রবেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজকে নমস্কার করিলে তিনি প্রীতমনে আমাকে নিজ আসনার্দ্ধ প্রদান করিলেন এবং স্নেহবশতঃ স্বকীয় করকমল দ্বারা বারংবার আমার গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আমি তখন অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত মহাত্মা দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সুরলোকে বাস করিতে লাগিলাম। অস্ত্রশিক্ষা-প্রসঙ্গে বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেনের সহিত আমার সাতিশয় সৌহার্দ্দ জন্মিল। তিনি আমাকে সমস্ত নৃত্য-গীত ও বাদ্য শিক্ষা করাইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আমি পূর্ণমনোরথ হইয়া পরম সুখ-সমাদরে পাকশাসনপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। তথায় প্রতিদিন সুমধুর গীত ও তূর্য্যঘোষ শ্রবণ এবং অপ্সরোগণের নৃত্য সন্দর্শন করত তাহাতে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া বরং তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে রত থাকিতাম, এ দিকে আবার পুরুষার্থ-বোধে অস্ত্রশিক্ষাবিষয়েও সবিশেষ মনোনিবেশ করিয়া তাহার পর্য্যালোচনা করিতাম, এই কারণে দেবরাজ ইন্দ্র আমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে কিছু কাল অতিক্রান্ত হইলে একদা সুররাজ আমার মস্তকে পাণিপ্রদান করিয়া কহিলেন, 'বৎস! দুর্ব্বল মানবজাতির কথা দূরে থাকুক, অদ্যাবধি দেবগণও তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমি সংগ্রামে অপ্রমেয়, অধৃষ্য ও অপ্রতিম হইবে, অস্ত্রযুদ্ধে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না, তুমি সকল বিষয়েই দক্ষ, সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বেদবেত্তা ও মহাবীর, তুমি আমার নিকট পঞ্চদশ অস্ত্র লাভ করিয়াছ এবং অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার, আবৃত্তি, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিঘাত এই পঞ্চবিধ বিধিবিজ্ঞানবিষয়েও আর কেহ তোমার সহিত তুল্যরূপে পরিগণিত হইবে না। এক্ষণে তোমার গুরুদক্ষিণার কাল সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি প্রথমতঃ অঙ্গীকার কর; পশ্চাৎ আমি দক্ষিণা নিরূপণ করিয়া দিব।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি সুররাজকে কহিলাম, 'হে দেবাধিপ! যে কার্য্য আমার কৃতিসাধ্যে সম্পন্ন হইবার যোগ্য, তাহার সংসাধনে কোনমতেই ত্রুটি করিব না,আপনি নিশ্চয় বোধ করিবেন,উহা সম্পন্ন হইয়াছে।' তখন ভগবান্ পাকশাসন স্মিতমুখে আমাকে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! ত্রিভুবনে আজি তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে নিবাতকবচ নামক কতকগুলি দুর্দ্দান্ত দানবেরা আমার পরম শত্রু, তাহারা সাগরগর্ভে দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে,তাহাদিগের রূপ, বল ও প্রভা একই প্রকার, সংখ্যা তিন কোটি, তুমি তাহাদিগকে বিনাশ কর, তাহা হইলে তোমার গুরুদক্ষিণাদান সম্পাদিত হইবে।

অনন্তর দেবরাজ পূর্ব্বে যে রথে আরোহণ করিয়া বিরোচননন্দন বলিকে পরাজয় করিয়াছিলেন, ময়ূরপক্ষসদৃশ রোমপরিবৃত অশ্বযোজিত, মাতলি-পরিচালিত, প্রভাসম্পন্ন সেই দিব্যরথ প্রদান করিয়া আমার মস্তকে স্বহস্তে কিরীট বন্ধন করিয়া দিলেন এবং লাবণ্যানুরূপ তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার-সঙ্কুল ও অভেদ্য সুখস্পর্শ কবচ প্রদানপূর্ব্বক গাণ্ডীবে অজরা জ্যা যোজনা করিলেন। আমি সেই রথবরে অধিরূঢ় হইয়া যাত্রা করিলাম। তখন দেবগণ রথের ঘর্ঘর-শব্দে প্রতিবোধিত হইয়া ইন্দ্র-বোধে আমাকে অবলোকন করিতে আগমন করিলেন; পরে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, 'হে ফাল্গুন! তুমি কোন্ কার্য্যসাধনার্থে গমন করিতেছ?' আমি কহিলাম, 'হে দেবগণ! আমি নিবাতকবচগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি। এক্ষণে আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন।' তখন দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজের ন্যায় আমারও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, 'হে অর্জ্জুন! এই রথে আরোহণ করিয়া দেবরাজ রণস্থলে শম্বর, নমুচি, বল, বৃত্র, প্রহ্লাদ ও নরক প্রভৃতি শতসহস্র অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন; তুমিও তদ্রূপ ইহাতে অধিরূঢ় হইয়া নিবাতকবচগণকে বিনাশ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। আর আমরা তোমাকে এই এক পরমোৎকৃষ্ট শঙ্খ

প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা দ্বারা দানবগণকে অনায়াসে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে ; বলিতে কি, ত্রিদশনাথ এই শঙ্খপ্রভাবেই দেব, দানব প্রভৃতি সমস্ত লোক আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।'

তখন আমি জয়লাভার্থ সেই দেবদত্ত শঙ্খ গ্রহণ করত অমরগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শঙ্খ, কবচ, বাণ ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামাভিলাষে দানবগণোদ্দেশে সাগরগর্ভে গমন করিলাম।"

একোনসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর আমি অনেকানেক স্থানে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া মহাসাগর সন্দর্শন করিলাম। তথায় বহুল ফেনপরিপ্লুত, সংহত ও অত্যুন্নত তরঙ্গনিকর উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে ; চতুর্দ্দিকে রত্নপরিপূর্ণ শতসহস্র তরণী প্রবমান হইতেছে: তিমিঙ্গিল, তিমিতিমিঙ্গিল, মকর ও কচ্ছপ-সমুদয় জলমগ্ন শৈলের ন্যায় শোভা পাইতেছে ; সলিলমধ্যে শতসহস্র শঙ্খ অভ্রপটলসংবৃত তারকাস্তবকের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে ; প্রভাসম্পন্ন বহুবিধ রত্নজাত নিমগ্ন রহিয়াছে এবং অতি ভীষণ সমীরণ প্রবলবেগে আশ্চর্য্যরূপে ঘূর্ণ্যমান হইতেছে।

আমি এবংবিধ অম্ভোনিধি নিরীক্ষণ করিয়া পরিশেষে তন্মধ্যাস্থিত দানবালয় অবলোকন করিলাম অনন্তর রথযোগবেত্তা মাতলি অনতিবিলম্বে পাতালতলে অবতীর্ণ হইয়া রথঘর্ঘর-শব্দে তত্রত্য সমস্ত লোকের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করত দানবপুরীর অভিমুখে বায়ুবেগে অশ্ব-চালনা করিতে লাগিলেন। তখন দানবেরা নভোমণ্ডলবর্ত্তী নীরদনিনাদের ন্যায় সেই রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বোধে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল এবং শশব্যস্ত হইয়া অসি, শূল, পরশু, গদা, মুষল, শর ও শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক শঙ্কিত-মনে পুরদ্বার রোধ করত তথায় রক্ষক নিযুক্ত করিয়া অদৃশ্যভাবে রহিল।

অনন্তর আমি দেবপ্রদত্ত শঙ্খ গ্রহণপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে মন্দ মন্দ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার প্রতিশব্দে অন্তরীক্ষ স্তব্ধ হইয়া উঠিল ; প্রাণিগণ সন্ত্রস্তচিত্তে ইতস্ততঃ লুক্কায়িত হইতে লাগিল ; ইত্যবসরে সহস্র সহস্র নিবাতকবচগণ বর্ম্ম ধারণ ও লৌহনির্ম্মিত মহাশূল, গদা, মুষল, পট্টিশ, করবাল, রথচক্র, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী এবং বিচিত্র অলঙ্কৃত খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক নির্গত হইতে লাগিল। মাতলি বারংবার বিচার করিয়া সমতল প্রদেশে অশ্বচালনা করিলে অশ্বেরা এরূপ দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল যে, তৎকালে কিছুই লক্ষিত হইল না ; ফলতঃ উহা আমার পক্ষে নিতান্ত অদ্ভুত বোধ হইয়াছিল। পরে নিবাতকবচগণ সহস্র সহস্র বিকৃতস্বর বিকৃতাকার বাদ্য বাদন করিতে আরম্ভ করিলে সেই ঘোরতর শব্দ-প্রভাবে সাগরগর্ভে পর্ব্বতোপম মৎস্যগণ উদ্ভ্রান্ত-মনে দ্রুতগমনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। অনন্তর দানবেরা শাণিত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে আমার প্রতি ধাবমান হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল ; ক্রমে ক্রমে সেই নিবাতকবচান্তক যুদ্ধ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে দানবযুদ্ধে যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেবর্ষি, দানবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ সংগ্রামদর্শনার্থ আগমন করিয়া আমার স্তব করিতে লাগিলেন।"

সপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে রাজন্! অনন্তর নিবাতকবচগণ বহুবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক মহাবেগে আমার প্রতি ধাবমান হইল এবং আমার রথের পথ-রোধ ও পরিবেষ্টন করিয়া চারিদিক্ হইতে আমার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ এবং অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিল। পরে অন্যান্য মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত দানবেরা শূল, পট্টিশ প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র-শস্ত্র হস্তে লইয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ করিল এবং আমার রথোপরি গদা, শক্তি ও সুমহৎ শূলবৃষ্টি করিতে লাগিল। অনন্তর রণস্থলে কালরূপী মহাঘোর প্রহরণধারী নিবাতকবচগণকে একে একে গাণ্ডীবযুক্ত অজিহ্মগ দশ দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ

করিলাম। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অবশিষ্ট সকলেই পলায়ন করিল।

তখন মাতলি বায়ুবেগে সুপ্রণালীক্রমে অশ্ব-চালনা করিলে তাহারা বহুবিধ পথ পর্য্যটন করিয়া অসুরগণকে মন্থন করিতে লাগিল। সেই রথে শত শত অশ্ব যোজিত ছিল, কিন্তু তৎকালে মাতলির সুকৌশলে পরিচালিত হইয়া তাহাদিগকে নিতান্ত অল্পসংখ্যক বলিয়া বোধ হইল; কোনক্রমেই বিশৃঙ্খল হইল না। অশ্বের চরণপাত, রথচক্রের ঘর্ঘর-শব্দ ও আমার শরবর্ষণে শত শত অসুরেরা প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন অশ্বেরা গৃহীতশরাসন ধরাতলপতিত গতাসু অসুর ও সারথিদিগকে চরণ দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর নিবাতকবচগণ দিগ্‌বিদিক্-সকল রোধ করিয়া আমার প্রতি বহুবিধ অস্ত্রক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন আমার মন সাতিশয় উৎকণ্ঠাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু মাতলির কি আশ্চর্য্য শিক্ষাকৌশল ও অদ্ভুত বীর্য্য! তিনি অনায়াসেই সেই মহাবেগে ধাবমান তুরগগণের রশ্মি সংযত করিলেন। পরে আমি আশুগামী বিচিত্র অস্ত্র দ্বারা শতসহস্র অস্ত্রধারী অসুরগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিলাম।

ইন্দ্রসারথি মাতলি যুদ্ধে আমার এইরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। অসুরেরা অনেকেই অশ্ব ও রথ দ্বারা বিনষ্ট হইল, কতকগুলি পলায়ন করিল, কেহ কেহ বা শরপীড়িত ও আমাদিগের কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়া শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে আচ্ছন্ন করিল। তখন আমি অবিলম্বেই মন্ত্রপূত ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা শতসহস্র অসুরগণকে দগ্ধ করিলাম। তাহারা একান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে শক্তি, শূল ও অসি-বর্ষণ দ্বারা পুনরায় আমাকে নিতান্ত উত্যক্ত করিলে পর আমি সুতীক্ষ্ণ তেজঃসম্পন্ন দেবরাজের দয়িত মাধব-নামক এক উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র তোমর প্রভৃতি শত্রু-প্রযুক্ত অস্ত্র-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম।

অনন্তর রোষপরবশ হইয়া দশ দশ বাণ দ্বারা অসুরদিগের এক একজনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলাম। তৎকালে আমার গাণ্ডীব হইতে ভ্রমরমালার ন্যায় শরনিকর নির্গত হইলে মহাত্মা মাতলি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অসুরেরা যে সমস্ত বাণ প্রয়োগ করিল, তিনি তাহারও সমুচিত প্রশংসা করিলেন। অসুরেরা পুনরায় আমার প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিলে আমিও বাণ দ্বারা অসুরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলাম। অনন্তর যেমন প্রাবৃট্‌কালে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবিরল জলধারা নিপতিত হইতে থাকে, তদ্রূপ অসুরদিগের ক্ষতবিক্ষত গাত্র হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল। পরে দানবেরা অশনিসমস্পর্শ অতি বেগগামী অজিহ্মগ মদীয় বাণ দ্বারা বধ্যমান হইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে আমার সহিত মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিল।

একসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর চারিদিক্ হইতে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমি পর্ব্বতপ্রমাণ শিলাস্তম্ভ দ্বারা একান্ত নিপীড়িত হইয়া মাহেন্দ্রাস্ত্র-প্রেরিত বজ্রসঙ্কাশ শরনিকর দ্বারা শিলা-সকল চূর্ণ করিতে লাগিলাম। তাহাতে তৎক্ষণাৎ অগ্নি উত্থিত হইল এবং অনলকণার ন্যায় সেই অশ্মচূর্ণ-সকল নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে শিলাবৃষ্টি নিরস্ত হইলে জলধারা-সকল মুষলধারে দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। অবিরল ধারাপাত, প্রখর ঝঞ্ঝাবাত ও দৈত্যগণের ভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জনে এককালে সকল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, আর কিছুই অনুভূত হইল না। ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত সংবদ্ধ বিশাল জলধারা-সকল নিরন্তর নিপতিত হইয়া আমাদিগকে বিমোহিত করিল। তখন আমি ইন্দ্রোপদিষ্ট ঘোরতর অতি প্রদীপ্ত বিশোষণ-নামক এক দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলাম, তাহাতেই সেই সকল জল তৎক্ষণাৎ বিশোষিত হইয়া গেল।

অনন্তর দানবেরা আমার প্রতি মায়াময় আগ্নেয় ও বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ সলিলাস্ত্র দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ ও শৈলাস্ত্র দ্বারা বায়ুবেগ নিবারণ করিলাম। এইরূপে আগ্নেয় ও বায়ব্য অস্ত্র বিনষ্ট হইলে

পর গন্ধদুর্ম্মদ দানবগণ এককালে বহুবিধ মায়া প্রকাশ করিয়া ঘোররূপ লোমহর্ষণ অস্ত্র, অগ্নি ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল এবং প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল, সেই মায়াময়ী বৃষ্টি আমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিল। পরে চারিদিক্ হইতে ঘোরতর নিবিড় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইলে অশ্বেরা বিমুখ ও মাতলি স্খলিত হইলেন। তাঁহার হস্ত হইতে হিরণ্ময় প্রতোদ ভূতলে নিপতিত হইল, তিনি তখন নিতান্ত ভীত হইয়া 'অর্জ্জুন কোথায়' ইহা বারংবার বলিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বিচেতনপ্রায় অবলোকন করিয়া আমারও হৃদয়ে সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইল।

অনন্তর তিনি একান্ত শঙ্কিত-মনে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে অমৃতের নিমিত্ত সুরাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, আমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; শম্বরবধে ভয়ানক যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল, আমি সে স্থানেও দেবরাজের সারথ্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছি; বৃত্রাসুর-সংহারে আমিই অশ্ব-চালনা করিয়াছি; বৈরোচনি বলির অতি বিষম সমরও নয়ন-গোচর করিয়াছি। এই সকল মহাঘোর সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াও কদাচ সংজ্ঞাশূন্য হই নাই। আজি বোধ হয়, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা নিশ্চয়ই প্রকৃতি-বর্গের বিনাশ-কল্পনা করিয়াছেন, অন্যথা এইরূপ সংসার নাশকারী অভূতপূর্ব্ব সমরঘটনা নিতান্ত অসম্ভব।'

আমি এই কথা শ্রবণ করত শঙ্কাশূন্য হইয়া দানব-গণের মায়াবল নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ভীত মাতলিকে কহিলাম, 'হে ইন্দ্র-সারথে! অদ্য আপনি আমার ভুজবল, অস্ত্র ও গাণ্ডীব-শরাসনের প্রভাব প্রত্যক্ষ করুন। আজি আমি অস্ত্রমায়া দ্বারা দানবগণের নিদারুণ মায়া ও গাঢ়তর অন্ধকার নিরাক-রণ করিব; আপনি অণুমাত্র ভীত বা ব্যস্ত হইবেন না।' এই বলিয়া আমি দেবগণের হিতসাধনার্থ সর্ব্বভূত-বিমোহিনী অস্ত্রমায়া সৃষ্টি করিলাম। তখন অসুরেরা আপনাদিগের মায়াজাল উচ্ছিন্ন হইল দেখিয়া পুনরায় বহুবিধ মায়া প্রকাশ করিতে লাগিল। কখন প্রচুর আলোক, কখন ঘোরতর অন্ধকার, কখন লোক-সকল দৃষ্টিগোচর হইয়া উঠিল; কখন বা সমস্ত সংসার অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। পরে ইন্দ্রসারথি মাতলি আলোক লাভ করিয়া রণস্থলে অশ্ব-চালনা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে নিবাতকবচগণ পুনরায় আমাকে আক্রমণ করিলে আমিও কোন প্রকার কৌশলে তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলাম। পরে সেই নিবাতকবচান্তকারী সংগ্রামে মায়াপরিবৃত দানবগণকে আর অবলোকন করিতে পাইলাম না।"

দ্বিসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! দৈত্যগণ মায়া-প্রভাবে অলক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল; আমিও অদৃশ্যমান অস্ত্রসহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার গাণ্ডীবোন্মুক্ত শর-সমূহে ভূরি ভূরি দানবের মস্তকচ্ছেদন হইলে তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এইরূপে নিবাতকবচগণের প্রাণসংহার করিলে তাহারা প্রকটিত মায়া উপসংহার করিয়া আত্মপুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের অপসারণে দৃষ্টিপথ প্রকাশিত হইলে দেখিলাম, শত-সহস্র দানব নিহত হইয়া রণভূমিতে পতিত রহিয়াছে; তাহা-দিগের অস্ত্র, আভরণ, গাত্র ও কবচ সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে এরূপ স্থান নাই যে, তুরঙ্গ-গণ এক পদ গমন করে।

আমি এই সকল অবলোকন করতেছি, এমন সময়ে নিবাতকবচগণ সহসা অলক্ষিতরূপে নভো-মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া শিলোচ্চয়-সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি ভয়ানক দানব মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া অশ্বের চরণ ও রথের চক্র ধারণ করিয়া রহিল। এইরূপে তাহারা সময়ে সময়ে অশ্ব ও রথ আকর্ষণপূর্ব্বক অচল সমূহে দিক্‌সকল অবরুদ্ধ করিলে সেই স্থান পর্ব্বতগুহার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর আমরা দানব কর্ত্তৃক নিতান্ত আক্রান্ত এবং পর্ব্বতাচ্ছন্ন হইয়া সাতিশয় কাতর ও ভীত হইয়াছি নিরীক্ষণ করত মহাত্মা মাতলি কহিলেন, তুমি ভীত হইও না, বজ্র গ্রহণ কর।' আমি মাতলির

বাক্য শ্রবণ করত দৃঢ়তররূপে দণ্ডায়মান হইয়া গাণ্ডীবকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সুররাজের প্রিয়তম অতিভীষণ বজ্র উদ্যত করিলাম। পরে সেই বজ্র হইতে বজ্রস্বরূপ লৌহনির্ম্মিত বাণ-সমূহ বহির্গত হইয়া সেই সমস্ত মায়াময় পদার্থ ও নিবাতকবচগণের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা নিহত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। যে সকল দানব পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অশ্ব ও রথ আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার শরসকল তথায় প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেও শমনসদনে প্রেরণ করিল।

এইরূপে পর্ব্বতোপম নিবাতকবচগণ নিহত ও ধরাশায়ী হইলে সেই স্থান গিরিবরাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অশ্বগণ, রথ,মাতলি অথবা আমার কিছুমাত্র ক্ষতি বা অপকার হইল না। অনন্তর মাতলি সহাস্য-বদনে কহিলেন, 'অর্জ্জুন! তোমার যেরূপ বলবীর্য্য অবলোকন করিলাম, বোধ হয়, দেবরন্দেরও তদ্রূপ বলবীর্য্য নাই।'

এ দিকে দানবগণ জীবনযাত্রা সংবরণ করিলে নগরমধ্যে দানবযোষাসকল শারদীয় সারসকুলের ন্যায় উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল। আমি তখন রথশব্দে তাহাদিগের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক মাতলি-সমভিব্যাহারে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

দানবগণ ময়ূরসদৃশ দশ সহস্র অশ্ব ও সূর্য্যসদৃশ রথ অবলোকন করত দলবদ্ধ হইয়া পলায়নপূর্ব্বক আপন আপন রত্নমণ্ডিত স্বর্ণময় গৃহে প্রবেশ করিল। তৎকালে ভয়ব্যাকুল কুলবধূকুলের অলঙ্কার-ঝঙ্কার শৈলোপরি নিপতিত শিলার ন্যায় মধুর ধ্বনি উৎপাদন করিতে লাগিল।

অনন্তর আমি সেই বিচিত্র দানবনগরী অমরপুরী অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর নিরীক্ষণ করিয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়! এই অসুরনগর দেবনগর অপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্যশালী দেখিতেছি; অতএব কি নিমিত্ত দেবগণ এবংবিধ মনোহর নগরে অধিবাস করেন না?'

মাতলি কহিলেন, 'হে পার্থ! প্রথমে আমাদিগের দেবরাজেরই এই নগর ছিল; পরে নিবাতকবচগণ তীব্রতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক পিতামহকে প্রসন্ন করিয়া এই স্থানে অধিবাস ও যুদ্ধে দেবগণ হইতে অভয় প্রার্থনা করে; তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া নগর হইতে দেবগণকে অপসারিত করিয়া দেয়। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র আত্মহিতার্থ তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত ভগবান্ কমলযোনিকে অনুরোধ করেন; তাহাতে তিনি কহিলেন, হে শক্রহন্! তুমি দেহান্তরে অবতীর্ণ হইয়া উহাদিগকে সংহার করিবে।

দেবরাজ ব্রহ্মার নিকট সবিশেষ শ্রবণ করিয়া তোমাকে সমুদয় অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। তুমি যে সমস্ত দানবগণকে বিনষ্ট করিয়াছ, দেবগণ কখনই তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইতেন না। পরে কমলযোনির বাক্যানুসারে কালক্রমে তুমিই তাহাদিগের কালস্বরূপ হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছ। হে পুরুষেন্দ্র! ভগবান্ মহেন্দ্র দানবগণের বিনাশার্থ তোমাকে অত্যুত্তম অস্ত্রবল গ্রহণ করাইয়াছেন।'

অনন্তর আমি নগরের শান্তিস্থাপন করিয়া মহাত্মা মাতলি-সমভিব্যাহারে পুনরায় দেবপুরে গমন করিলাম

ত্রিসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরনাথ! অমরাবতীগমনসময়ে পথিমধ্যে এক কামচারী নগর নয়নগোচর করিলাম। ঐ নগর পাবক ও প্রভাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, সুস্বর পতত্রিগণপরিবৃত, রত্নময়পুষ্পফল-শোভিত রত্ন-পাদপশ্রেণীতে পরিকীর্ণ; গোপুরনিকরে পরিপূর্ণ; অট্টালিকায় সুশোভিত এবং দুর্গম্য দ্বারচতুষ্টয়ে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে; মাল্যধারী দানবগণ শূল, ঋষ্টি, মুষল, মুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছে। উহাতে কালকঞ্জ ও পুলোমজ দনুজদলের আবাসস্থান। আমি এই অদ্ভুতদর্শন আকাশচর নগর নিরীক্ষণ করিয়া মাতলিকে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম।

মাতলি কহিলেন, "পুলোমা ও কালকা-নাম্নী দুই প্রধান অসুরী দিব্য সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়া। তপস্যাবসানে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ সেই

অসুরীদ্বয়ের প্রার্থনানুসারে 'তোমাদিগের পুত্রগণ অল্প দুঃখভাগী ও সুর রাক্ষস-পন্নগগণের অবধ্য হইবে' বলিয়া বর প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগকে সর্ব্বরত্নসমন্বিত মুনি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, অসুর ও রাক্ষসগণের অনভিভবনীয় এই আকাশচারী নগর প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা এই সর্ব্বকামসমন্বিত বীতরোগশোক নগর কালকেয়গণের নিমিত্তই নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এই অমরবর্জ্জিত নগর হিরণ্যপুর বলিয়া বিখ্যাত; কালকা ও পুলোমানন্দনগণ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। তাহারা দেবগণের অবধ্য বলিয়া এই নগরে সর্ব্বদা সানন্দচিত্তে বাস করিতেছে; উদ্বেগ বা ঔৎসুক্য তাহাদিগের স্বপ্নের অগোচর। হে ভারত! ভগবান্ ব্রহ্মা মনুষ্য হইতে তাহাদিগের মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, অতএব তুমি শীঘ্র বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দুরন্ত কালকেয়গণকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ কর।"

আমি তখন দানবগণকে সুরাসুরের অবধ্য বোধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলাম, 'হে সূত! আপনি এই পুরীমধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করুন। আমি বলারাতির সমস্ত অরাতিদল অস্ত্রবলে নির্দ্দলিত করিব; এই দানবগণ আমারই বধ্য; তাহার সন্দেহ নাই।'

অনন্তর মাতলি হয়-সনাথ দিব্য রথের সাহায্যে আমাকে অনতি-বিলম্বেই হিরণ্যপুরের উপকণ্ঠে উপস্থিত করিলেন। দানবদল আমাকে অবলোকন করিবামাত্র বদ্ধপরিকর হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক মহাবেগে উৎপতিত হইল; সংরম্ভসহকারে তীব্রতর পরাক্রম প্রকটিত করিয়া আমার প্রতি নালীক, নারাচ, ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টি ও তোমর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

আমি সমরাঙ্গনে স্যন্দনারোহণে বিচরণ করিতে করিতে শস্ত্রবল ও বিদ্যাবল অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র সুদূরপরাহত ও তাহাদিগকেও সম্মোহিত করিলাম। তাহারা যখন অতিমাত্র বিমোহিত হইয়া পরস্পর আক্রমণ ও আঘাত করিতে লাগিল, আমি সেই অবসরে তাহাদিগের উত্তমাঙ্গ-সকল নিশিত বিশিখজালে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। এইরূপে কামগ-পুরবাসী দানবগণ নির্ভর-নিপীড়িত হইয়া দানবী মায়া অবলম্বন করত সেই নগর হইতে যেমন সমুৎপতিত হইল, আমি অমনি শরনিকর বিস্তার করিয়া তাহাদিগের গমনপথ আচ্ছাদন ও গতিরোধ করিলাম।

অনন্তর আমি বিবিধ আয়ুধপাত দ্বারা দনুজদল সহ সেই দেদীপ্যমান কামচারী নগরী আক্রমণ করিলাম; ঐ দিব্যপুরী কখন ভূতলে নিপতিত, কখন ঊর্দ্ধে উৎপতিত, কখন তির্য্যগ্‌ভাগে বিচলিত, কখন বা সলিলে নিমগ্ন হইতে লাগিল। উহা আমার সরলগামী লৌহময় বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল ও তন্নিবাসী অসুরেরাও বজ্রসমবেগ বিশিখ-সমূহে নিতান্ত আহত হইয়া কালপ্রেরিতের ন্যায় ঘূর্ণ্যমান হইতে লাগিল।

অনন্তর মাতলি সেই আদিত্যপ্রভ রথের একান্ত প্রান্তভাগে উপবেশনপূর্ব্বক আমাকে অচিরকালমধ্যে অবনীতলে অবতারিত করিলেন। তথায় সেই রোষপরবশ যুযুৎসু দানবগণের ষষ্টি-সহস্র রথ আমার সম্মুখীন হইলে আমি সেই রথ সকল নিশিত অর্দ্ধাকৃতিবাণে খণ্ড খণ্ড করিলাম। পরে দানবগণ সমরে আমাদিগকে পরাভব করা মানবের সাধ্য নহে, মনে করিয়া সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। আমিও যথাক্রমে দিব্যাস্ত্র-সকল সংযোজনা করিলাম; কিন্তু সেই সকল চিত্রযোধী রথী মুহূর্ত্তমাত্রেই আমার দিব্যাস্ত্র-সমুদয় প্রতিহত করিল। পরে তাহারা বিচিত্র ধ্বজকবচে ও মুকুট প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া যেন আমার হর্ষোৎপাদন করত বিচিত্র রথপথে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে উৎপীড়ন করা দূরে থাকুক, তাহারাই তখন আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

আমি সেই মহাযুদ্ধে যুদ্ধকুশল দানবদলের উৎপীড়নে নিতান্ত ব্যথিত ও ভীত হইয়া সংযতচিত্তে দেবদেব মহাদেব এবং ভূতগণের নামোচ্চারণ ও স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক অমিত্রবিকর্ত্তন রৌদ্রাখ্য মহাস্ত্র সংযোজনা করিলাম; এমন সময়ে সেই সনাতন রৌদ্র অস্ত্র ত্রিমস্তক, নবলোচন, ষড়্‌ভুজ, সূর্য্যানলসঙ্কাশ কেশপাশে শোভিত এবং লেলিহান মহানাগ-সমূহে

কৃত্তশেখর পুরুষের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, অবলোকন করিলাম। দর্শনমাত্রেই শরাবির্ভূত ভূতনাথকে নমস্কারপূর্ব্বক দানবগণের জীবনসংহারার্থ সেই গাণ্ডীবনিহিত পাশুপত অস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম।

অনন্তর সেই পরিত্যক্ত অস্ত্র সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বৃষভ, হরিণ, মহিষ, আশীবিষ,গো, শরভ, বানর, বৃষভ, বরাহ, মার্জ্জার, শালা বৃক, প্রেত, ভুরুণ্ড, গৃধ্র, গরুড়, চমর, গজমুখ, মীন, পেচক, দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, অশ্ব, যক্ষ, অসুর, গুহ্যক ও গদা-মুদ্গরধারী নিশাচর প্রভৃতি অশেষবিধ প্রাণিগণের মূর্ত্তি ও ত্রিশিরা, চতুর্দ্দন্ত, চতুর্ম্মুখ ও চতুর্ভুজ প্রভৃতি বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত জগৎ আচ্ছাদিত করিল। আমি এবম্প্রকার সূর্য্যাগ্নিসম তীক্ষ্ণ, বজ্রসম প্রভাযুক্ত ও পর্ব্বতসম সারসম্পন্ন বাণ-সমূহে মুহূর্ত্তমাত্রে দানবদলকে উন্মূলিত করিলাম। তাহাদিগকে গাণ্ডীবাস্ত্রপ্রভাবে বিনষ্ট ও নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ত্রিপুরান্তক দেবাদিদেবকে নমস্কার করিলাম। দিব্যাভরণভূষিত অসুরগণ পাশুপত অস্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছে এবং আমি দেবদুষ্কর কার্য্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছি দর্শন করিয়া মাতলি সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে আমাকে সৎকার করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! তুমি আজি সুরাসুরগণের অসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়াছ। স্বয়ং সুরেশ্বরও এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তুমি স্বীয় তেজ ও তপঃপ্রভাবে দেব-দানবের অনভিভবনীয় এই আকাশচব নগর বিমথিত করয়াছ।'

এ দিকে বৈমানিক নগর ও দানবগণ নির্ম্মূলিত হইলে দানবরমণীরা নিতান্ত দুঃখিনী ও স্খলিতকবরী হইয়া দুঃখদগ্ধ কুররীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে নগরের বহির্ভাগে নিপতিত হইল। তাহারা পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতার শোকে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া দীন-কণ্ঠে রোদন ও উরস্থল তাড়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগের কুসুমমালা ও বিভূষণসকল স্রস্ত হইয়া পড়িল। গন্ধর্ব্বনগরাকার সেই দানবনগর দানবীগণের শোকানলে দহ্যমান হইয়া নাগবর্জ্জিত হ্রদের ন্যায়, সরস তরুশূন্য অরণ্যের ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট ও কান্তিহীন হইয়া উঠিল।

অনন্তর মাতলি আমাকে অচিরকালমধ্যেই অমরালয়ে আনয়ন করিলেন। আমি হিরণ্যপুর উৎসন্ন ও সংগ্রামে দুর্জ্জয় নিবাতকবচগণকে নিহত করিয়া সমধিক সানন্দচিত্তে দেবেন্দ্রসমীপে আগমন করিলাম। মাতলি তখন আমার অনুষ্ঠিত সমুদয় কার্য্য দেবরাজকে অনুপূর্ব্বিক নিবেদন কারলেন। ভগবান্ সহস্রলোচন ও অন্যান্য দেবগণ হিরণ্যপুরের উৎসাদন, দানবী মায়ার নিরাকরণ এবং মহাতেজাঃ দানবগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ কারয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে আমাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সুমধুর-বাক্যে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি গুরুর নিমিত্ত ভয়ানক শত্রুগণকে সংহার করিয়া দেবদানবের সাধ্যাতীত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ। তুমি সংগ্রামসময়ে সর্ব্বদা স্থিরচেতাঃ ও অস্ত্রপ্রয়োগসময়ে অভ্রান্তহৃদয় হইবে; দেব, দানব, রক্ষ, যক্ষ, পক্ষী, পন্নগ প্রভৃতি কেহই তোমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না; ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমারই বাহুবলে সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিয়া প্রতিপালন করবেন।'

চতুঃসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে রাজন! অনন্তর দেবরাজ অবসরক্রমে আমাকে আভনন্দন করিয়া কহিলেন, 'ভারত! সমুদয় দিব্যাস্ত্র তোমাতেই সন্নিবেশিত রহিল, কোন মানব তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি যখন সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য ভূপতিগণ তোমার ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য হইতে পারিবে না।' তিনি এবম্প্রকার আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক আমাকে এই অভেদ্য তনুত্রাণ, হিরণ্ময়ী মালা, দেবদত্ত শঙ্খ, দিব্য বস্ত্র ও রুচির আভরণ প্রদান করিলেন এবং স্বহস্তে এই দিব্য কিরীট গ্রহণ করিয়া আমার মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া দিলেন। আমি ইন্দ্রভবনে এইরূপে পূজিত হইয়া গন্ধর্ব্বদারকগণের সহিত পরমসুখে বাস করিতেছিলাম।

আমি তথায় দ্যূতজনিত বিপত্তি স্মরণ করত পঞ্চ বর্ষ অতিবাহন করিলে, দেবরাজ ও সুরগণ আমাকে কহিলেন, 'অর্জ্জুন!' তোমার ভ্রাতৃগণ এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতেছেন। অতএব তোমার গমনের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে।' অনন্তর আমি তাঁহাদিগের বাক্যানুসারে এই গন্ধমাদনের প্রত্যন্ত-পর্ব্বতের শিখরদেশে আগমন-পূর্ব্বক আপনাকে ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে নয়নগোচর করিলাম।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ধনঞ্জয়! তুমি ভাগ্যবলে দিব্য অস্ত্র সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি ভাগ্যবলে দেবরাজকে আরাধনা করিয়াছ, তুমি ভাগ্যবলে সাক্ষাৎ ভবানী ও ভবানীপতিকে সন্দর্শন করিয়াছ, তুমি ভাগ্যবলে আশুতোষকে পরিতুষ্ট করিয়াছ। তুমি ভাগ্যবলে লোক-পালগণের সহিত সমাগমলাভ করিয়াছ। আমরাও ভাগ্যবলে এতদিন কুশলে ছিলাম এবং তোমাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। বোধ হয়, আজি বহুবিধ-পুরমালিনী ভগবতী অবনীদেবী হস্তগত হইলেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-গণও পরাজিত হইল। এক্ষণে যাহা দ্বারা তাদৃশ বীর্য্যবান্ নিবাতকবচগণকে সংহার করিয়াছ, সেই সমুদয় দিব্য অস্ত্র দর্শন করিবার নিমিত্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছি।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! যাহা দ্বারা নিবাত-কবচগণকে নিপাতিত করিয়াছি, কল্য প্রভাতে সেই সমুদয় অস্ত্র অবলোকন করিবেন।" এইরূপে ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণের সমক্ষে আগমন-বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত তথায় সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রজনী প্রভাত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সকল সম্পাদন করিয়া মাতৃ-আনন্দবর্দ্ধন অর্জ্জুনকে দানবঘাতন দিব্য অস্ত্র-সকল প্রদর্শন করিতে কহিলেন। ধনঞ্জয় শুচি ও দেবরাজদত্ত দিব্যকবচে আবৃত হইয়া দেবদত্ত অস্ত্র-সমুদয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন ধরাতল রথস্থানীয়, গিরি-সকল যুগন্ধর, চক্র ও অক্ষস্বরূপ এবং তত্রত্য বংশসকল ত্রিবেণুকল্প হইল। তিনি এইরূপ পার্থিবরথে আরো-হণ, দেবদত্ত শঙ্খ-ধারণ ও গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক যখন অস্ত্র-সমুদয় প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার পদভরে সক্রমা পৃথিবী কম্পমান হইতে লাগিল, নদী-সকল স্তব্ধ ও মহাসাগর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, পর্ব্বতসকল বিদীর্ণ ও বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল, প্রভাকর প্রভাবিহীন, হুতাশন নির্ব্বাণ এবং দ্বিজাতিগণের বেদ-সকল প্রতিভাশূন্য হইয়া উঠিল।

পৃথিবীর অভ্যন্তরবাসী প্রাণি-সকল তাঁহার অস্ত্র-প্রভাবে পীড্যমান ও বিকৃতানন হইয়া তথা হইতে উত্থান-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টন করত বেপমান-কলেবরে ধনঞ্জয়ের নিকটে অস্ত্রের প্রতিসংহার প্রার্থনা করিতে লাগিল। দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও পক্ষী প্রভৃতি আকাশচর অন্যান্য জঙ্গম প্রাণিগণ তৎ-ক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইল। পিতামহ, লোকপালগণ ও ভগবান্ ভূতপতি ভূতগণ-সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। সমীরণ বিচিত্র দিব্যমাল্যে পাণ্ডু-পুত্র পার্থকে পরিকীর্ণ করিল। গন্ধর্ব্বনিবহ সুরগণের অনুমতিক্রমে বিবিধ গাথা গান করিতে আরম্ভ করিল; অপ্সরা-সকল বহুবিধ বিভ্রম সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল।

এমন সময়ে মহর্ষি নারদ সুরগণের আজ্ঞাক্রমে পাণ্ডবগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! তুমি দিব্যাস্ত্রের উপসংহার কর। এই সকল দিব্য অস্ত্র কোনক্রমেই অলক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবে না অথবা উৎপীড়িত না হইলে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা কদাচ উচিত নহে, ইহা নিরর্থ প্রয়োগ করিলে সাতিশয় অনিষ্ট-ঘটনার সম্ভাবনা। এই সকল অস্ত্র শাস্ত্রানুসারে রক্ষা করিলে তেজস্বী ও সুখজনক হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু রক্ষা করিতে না পারিলে সচ-রাচর ত্রৈলোক্য এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। হে অজাতশত্রো! যখন অর্জ্জুন এই সকল অস্ত্র দ্বারা সমরে

অরাতিগণকে অবমর্দ্দন করিবে, তখন উহাদিগের প্রভাব তোমার নয়নগোচর হইবে।”

অর্জ্জুন এই প্রকারে নিবারিত হইলে, দেব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, পাণ্ডবগণও সেই বনে হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণার সহিত বাস করিতে লাগিলেন

নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

ষট্‌সপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায়।

আজগরপর্ব্বাধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,হে তপোধন! রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ইন্দ্রভবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর পাণ্ডুনন্দনগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডুতনয়েরা ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে সেই সুরম্য শৈলে ধনেশ্বরের আক্রীড়-ভূমিতে বিহার করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর ধনঞ্জয় তত্রত্য অপ্রতিম গৃহ-সমুদয় ও নানাবিধ বৃক্ষে পরিবেষ্টিত ক্রীড়াস্থান সকল অবলোকনপূর্ব্বক সুখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুতনয়গণ যক্ষাধিপতি কুবেরের প্রসাদলব্ধ স্থান প্রাপ্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকের ঐশ্বর্য্যে নিস্পৃহ হইলেন; বিশেষতঃ সেই সময় তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়স্কর হইয়াছিল। মহাত্মা পাণ্ডবগণ বহু দিবসের পর প্রিয় ভ্রাতা ধনঞ্জয়ের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাতিশয্যবশতঃ ঐ স্থানেই অনায়াসে একরাত্রির ন্যায় চারি বৎসর যাপন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বনবাসে তাঁহাদের ছয় বৎসর অতীত হইয়াছিল, এক্ষণে আবার চারিবৎসর অতিবাহিত হওয়াতে তাঁহাদের দশ বৎসর অরণ্যবাস হইল। ঐ দশ বৎসর তাঁহারা বনে বাস করিয়াও পরমানন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

একদা মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর, অর্জ্জুন ও ইন্দ্র-তুল্য প্রভাবসম্পন্ন মাদ্রীনন্দনদ্বয় একান্তে আসীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রিয় ও হিতকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “হে কুরুরাজ! আমরা কেবল আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান ও আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসেই এই বন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সানুচর দুর্য্যোধনের সংহারার্থ গমন করিতেছি না। আমরা একান্ত সুখার্হ; কেবল দুরাত্মা দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক সুখসমৃদ্ধিসম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া একাদশ বৎসর বনে বাস করিতেছি। হে মহারাজ! আমরা আপনার আজ্ঞানুসারে মান ও ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক অশঙ্কিতচিত্তে বনে বনে পরিভ্রমণ করত পরিশেষে সেই মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে বঞ্চিত করিয়া সুখে অজ্ঞাতবাস করিব। আমরা এক্ষণে অদূরে বাস করিয়া তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়াছি; পরে দূরদেশে গমন করিলে তাহারা কখনই আমাদের উদ্দেশ প্রাপ্ত হইবে না।

এইরূপে সংবৎসর গূঢবাস করিয়া পরিশেষে সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে অনায়াসে পরাজয়পূর্ব্বক তাহার সহিত চিরবদ্ধমূল বৈরনির্য্যাতন করিব। অনন্তর আপনি পরম-সুখে পৃথিবী পরিপালন করিবেন। আমরা এই স্বর্গোপম পরম-রমণীয় স্থানে চিরকাল বাস করিয়া শোকসন্তাপ নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে ভূমণ্ডলমধ্যে আপনার পরম পবিত্র কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে, অতএব আপনি কুরুবংশীয়গণের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মহৎ যশোলাভ ও সৎক্রিয়ানুষ্ঠান করুন। আর আপনি ধনপতি কুবেরের নিকট যে কিছু প্রাপ্ত হইয়াছেন ও প্রাপ্ত হইবেন, রাজ্যলাভ হইলে অনায়াসেই তৎসমুদয় সুসম্পন্ন হইবে। আপনি এক্ষণে কৃতাপরাধ অরাতিগণকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করুন। হে রাজন্! স্বয়ং বজ্রপাণিও আপনার সাতিশয় উগ্র তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না, মহাপ্রভাবসম্পন্ন কৃষ্ণ ও সাত্যকি আপনার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াও ব্যথিত হইবেন না। ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় অতুল-বলশালী, আমিও উহার তুল্য পরাক্রান্ত। ভগবান্ বাসুদেব যাদবগণ-সমভিব্যাহারে আপনার অর্থসিদ্ধিবিষয়ে যেরূপ চেষ্টা করিবেন, আমিও অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ মাদ্রীসুতদ্বয়সহকারে তদ্রূপ চেষ্টা করিব; এইরূপে আমরা সকলে আপনার ঐশ্বর্য্য-লাভের নিমিত্ত একত্র মিলিত হইয়া অরাতিকুল নির্ম্মূল করিতে প্রবৃত্ত হইব।”

মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন ভ্রাতাদিগের মতগ্রহণানন্তর কুবেরপুরী প্রদক্ষিণ এবং সমুদয় গৃহ, নদী, সরোবর ও রাক্ষসগণকে আমন্ত্রণ করিয়া যথাগত পথ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে গন্ধমাদন-পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে শৈলেন্দ্র! আমি শক্রগণকে পরাজয় ও অন্যান্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সকল সম্পাদনপূর্ব্বক পরিশেষে জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত যেন পুনর্ব্বার তোমাকে দর্শন করি।"

মহাত্মা যুধিষ্ঠির গন্ধমাদনের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অনুজগণ ও দ্বিজাতিকুল-সমভিব্যাহারে সেই পূর্ব্বপরিচিত পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতনির্ঝরে সমুপস্থিত হইলে ঘটোৎকচ তাঁহাদিগকে বহন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি লোমশ কৃতপ্রস্থান পাণ্ডবগণকে পিতার ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়া পরম-প্রীতমনে পুণ্যতর দেবগণ-নিলয়ে গমন করিলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণ আর্ষ্টিষেণ কর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়া পরম-রমণীয় তীর্থ, তপোবন ও বৃহৎ বৃহৎ সরোবর-সকল অবলোকন করত গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! ভারতকুলাগ্রগণ্য পাণ্ডুতনয়েরা বহুবিধ প্রস্রবণ, দিগ্‌গজ, কিন্নর ও পক্ষিগণে আকীর্ণ সেই পরম-রমণীয় আবাসস্থান গন্ধমাদন পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে নিতান্ত অসুখী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা কুবেরের অভিলষণীয় অতি-রমণীয় জলধরসমকান্তি কৈলাসভূধরে সমুপস্থিত হইয়া উহার সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে গন্ধমাদন-পরিত্যাগজনিত শোক সংবরণপূর্ব্বক পুনরায় মনে মনে সাতিশয় প্রীত হইলেন।

শরাসন ও খড়্গধারী নরেন্দ্রগণ অত্যুন্নত ভূধর-সংকীর্ণ ভূভাগ, সিংহসমুদয়ের বাসস্থান, গিরিসেতু, প্রপাত, নিম্নস্থল ও অনেকানেক মৃগপক্ষিসেবিত মহাবন-সমুদয় নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রীতমনে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে যামিনীযোগে রম্য কানন, নদী, সরোবর, গিরিগুহা বা গিরি-গহ্বরে বাস করিতেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ নানাবিধ দুর্গম স্থানে বাস করত ক্রমে ক্রমে কমনীয়াকৃতি কৈলাস-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার মনোহর আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা ঐ মহর্ষির সহিত মিলিত ও তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া আপনাদিগের গন্ধমাদনবাসবৃত্তান্ত সবিস্তরে কহিলেন।

মহানুভব পাণ্ডবগণ দেবমহর্ষিনিষেবিত পুণ্যাশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া বিশাল বদরিকাশ্রমে পুনরায় গমন করিলেন। তাঁহারা সেই নারায়ণস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সুর ও সিদ্ধগণসেবিত কুবেরের প্রিয়তম সরসী অবলোকন করিয়া বিগত-শোক হইয়াছিলেন। যেমন ব্রহ্মর্ষিগণ বীতমল হইয়া নন্দনবনে ক্রীড়া করেন, তদ্রূপ তাঁহারা তথায় পরমসুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তাঁহারা সেই বদরিকাশ্রমে এক মাস বাস করিয়া পরিশেষে কিরাতরাজ সুবাহুর রাজ্যে যাত্রা করিলেন। ক্রমে ক্রমে চীন, তুষার, দরদ প্রভৃতি দেশ ও বহুরত্নশালী কুলিন্দের দেশসমুদয় এবং হিমাচলের দুর্গমপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া সুবাহুর নগর নয়ন-গোচর করিলেন। কিরাতরাজ, পাণ্ডুনন্দনগণ আপনার রাজ্যে আসিয়াছেন শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্টচিত্তে স্বয়ং প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন; তাঁহারাও তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন।

অনন্তর কুরুবংশাবতংস পাণ্ডুতনয়গণ মহারাজ সুবাহু, বিশোক প্রভৃতি সূতগণ, মহেন্দ্রসেন প্রভৃতি পরিচারকবর্গ ও মহানসে নিযুক্ত পৌরোগবদিগের সহিত মিলিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহারা তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া সানুচর ঘটোৎকচকে বিদায় করত সমস্ত রথ ও সূত-সমূহ-সমভিব্যাহারে যামুন-পর্ব্বতে গমন করিলেন। উহার সানুসমূহ অরুণ ও পাণ্ডুবর্ণ, শিখরদেশসংযুক্ত শিশিররাশি শ্বেতবর্ণ উত্তরীয়ের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; স্থানে স্থানে প্রস্রবণ-সমুদয় শোভা পাইতেছে। পাণ্ডুতনয়গণ ঐ গিরিমধ্যে বিশাখযূপ-নামক স্থানে গমন করিয়া তথায়

বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তথায় মৃগয়ানুরক্ত হইয়া নানাবিধ বরাহ, মৃগ ও পক্ষিকুলে সমাকীর্ণ চৈত্ররথ তুল্য সেই মহাবনে সংবৎসর বিহার করেন।

একদা বৃকোদর ঐ পর্ব্বতকন্দরে মহাবল-পরাক্রান্ত কালান্তক যমের ন্যায় এক ক্ষুধাতুর ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিষাদ ও মোহে যুগপৎ নিমগ্ন হইলেন। তখন অপ্রতিমতেজাঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বহু প্রযত্নে ভুজঙ্গবেষ্টিত ভীমসেনকে মুক্ত করিলেন। তাঁহারা দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত সেই চৈত্ররথ-সদৃশ বন হইতে মরুধন্ব দেশের প্রান্তভাগ অতিক্রম-পূর্ব্বক সরস্বতী-তীরস্থ দ্বৈতবনে সমুপস্থিত হইলেন। তত্রস্থ অধিবাসিগণের আচার অবলোকন করিয়া তৃণ ও জলপাত্র আহরণপূর্ব্বক তপ, দম, আচার ও সমাধি অবলম্বন করত তাঁহাদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে তীব্রপ্ররূঢ় প্লক্ষ, অক্ষ, রোহিতক, বেতস, বদরী, খদির, শিরীষ, বিল্ব, ইঙ্গুদ, পীলু, শমী ও করীর প্রভৃতি বৃক্ষনিবহে রমণীয়, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের অভিলষণীয় সুরসমূহের আবাস-ভূমি সরস্বতী-তীরে বিহার করিয়া পরম প্রীত হইতেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যিনি দর্পিতচিত্তে পুলস্ত্যতনয় কুবেরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া সম্মুখীন হইয়াছিলেন, যিনি কুবের-সরসীতীরে অসংখ্য যক্ষ ও রাক্ষসগণের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, সেই অযুত-নাগতুল্য বলশালী ভীমপরাক্রম ভীমসেন কি নিমিত্ত অজগরের আক্রমণে ভীত হইয়াছিলেন, উহা শ্রবণে আমার একান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাণ্ডুতনয়গণ রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আশ্রম হইতে আগমন করিয়া সেই দ্বৈতবনে বাস করিলে পর মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর যদৃচ্ছাক্রমে শরাসন ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সেই দেবগন্ধর্ব্বসেবিত পরম-রমণীয় বন ও হিমাচলের রম্যপ্রদেশ-সমুদয় অবলোকন করিলেন। কোন স্থানে দেবর্ষি, সিদ্ধ ও অপ্সরাগণ সতত বিচরণ করিতেছেন; কোথাও চক্রবাক, জীবঞ্জীবক ও কোকিলসকল সুমধুর ধ্বনি করিতেছে; কোথাও সিংহযূথ ভীষণ নিনাদ করিতেছে; কোথাও সতত পুষ্পফলে সমাকীর্ণ মনো-নয়ননন্দন পাদপসমুদয় অসাধারণ শোভা সম্পাদন করিতেছে, কোথাও বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ সলিলসম্পন্ন হংস-কারণ্ডববিচরিত গিরিনদী-সমুদয় শোভা পাইতেছে; কোথাও দেবদারুবনরাজি জলদজালের ন্যায় বিরাজিত হইতেছে; কোথাও বা হরিচন্দন ও উত্তুঙ্গ কালীয়-বৃক্ষসমুদয় একত্র মিলিত হইয়া শোভিত হইতেছে।

মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রদেশের এইরূপ শোভা নিরীক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধ বাণ দ্বারা বিবিধ মৃগ, মহাকায় হস্তী, বরাহ ও মহিষ সমুদয়কে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন; বেগে পাদপসমুদয় উৎপাটন ও ভগ্ন করত কানন প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রফুল্লচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্র মর্দ্দন এবং পাদপসমুদয় দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি নির্ভয়-হৃদয়ে আস্ফোটন, সিংহনাদ ও তলধ্বনি করত কখন বা উপবিষ্ট হইয়া মৃগ অন্বেষণপূর্ব্বক সেই গহন-কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাসত্ত্ব গজেন্দ্র ও মৃগেন্দ্রগণ ভীমসেনের ভীষণ নিনাদ-শ্রবণে ভীত হইয়া গুহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল এবং তত্রত্য অন্যান্য প্রাণিগণ বিত্রাসিত ও গুহাশায়ী সর্পকুল সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মনুজশ্রেষ্ঠ ভীমসেন এইরূপে মৃগান্বেষণ করত ক্রমে ক্রমে বনচরের ন্যায় পাদচারে সেই নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অতিবেগে অতিক্রমণ করিয়া পরিশেষে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া গিরিদুর্গমধ্যে অবস্থিত লোমহর্ষণ মহাকায় এক ভুজঙ্গম অবলোকন করিলেন। ঐ সর্প পর্ব্বতাকার স্বীয় বিপুল কলেবর দ্বারা গিরিকন্দর আবরণ করিয়াছে। উহার অঙ্গ চিত্রবিচিত্র ও হরিদ্রা-বর্ণ; মুখবিবর গুহার ন্যায়, দন্তচতুষ্টয় অতি ভীষণ, নয়ন-যুগল উজ্জ্বল ও রক্তবর্ণ এবং আকার কালান্তক যমের ন্যায়; দেখিলে সমস্ত লোকেরই হৃদয়ে

ভয় জন্মে। ঐ ভুজঙ্গ মুহুর্ম্মুহুঃ লেহন ও ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেন প্রাণিগণকে ভর্ৎসনা করিয়া দর্প প্রকাশ করিতেছে।

সেই ঘোরদর্শন অজগর ক্রোধান্বিতচিত্তে সহসা ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার করদ্বয় আক্রমণ করিল। তিনি তখন বিষধরের গাত্র স্পর্শ করিয়া বরপ্রভাবে একেবারে বিমোহিত হইলেন। ব্রাহ্মণবরের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! দশসহস্রনাগতুল্য বলশালী ভীমসেনের তাদৃশ বাহুবল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি ভুজঙ্গের আক্রমণে বিমোহিত হইয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইলেন; আত্মমোচনের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই ভুজঙ্গকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না।

একোনাশীত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,হে অবনীনাথ! তেজস্বিগণাগ্রগণ্য ভীমসেন এইরূপে সেই অজগরের বশীভূত হইয়া তাহার অদ্ভুত বীর্য্যের বিষয় চিন্তা করত কহিতে লাগিলেন, "হে ভুজগেন্দ্র! তুমি কে? আর আমাকে লইয়াই বা কি করিবে? অনুগ্রহ করিয়া বল। আমি পাণ্ডুতনয়, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় ভ্রাতা, আমার নাম ভীমসেন। আমি অযুতনাগসমবলশালী, অতএব তুমি কিরূপে আমাকে বশীভূত করিলে? আমি অনেকানেক সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও বারণ সংহার করিয়াছি, মহাবল-পরাক্রান্ত রাক্ষস, পিশাচ ও পন্নগগণ আমার বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু তুমি আমাকে অনায়াসে আক্রমণ করিয়াছ। হে পন্নগবর! এ কি তোমার বিদ্যাবল অথবা বরপ্রভাব? দেখ, আমি সাতিশয় যত্নসহকারেও তোমার নিকট হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতেছি না। তুমি অনায়াসেই আমার অসামান্য বলবিক্রম বিনষ্ট করিলে। এখন বিলক্ষণ বোধ করিলাম, মানবগণের বলবিক্রম সকলই বৃথা।"

অক্লিষ্টকর্ম্মা ভীমসেন এইরূপ কহিলে অজগর স্বীয় শরীর দ্বারা তাঁহার সমুদয় শরীর বেষ্টনপূর্ব্বক কেবল বাহুদ্বয়মাত্র পরিত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিল, "হে মহাভুজ! আমি নিতান্ত ক্ষুধিত, দেবগণ অদ্য তোমাকেই আমার ভক্ষ্য নিরূপিত করিয়াছেন। মানবগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আর কিছুই নাই; আজি বহুকালের পর তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, কদাচ পরিত্যাগ করিব না। হে শত্রুনিপাতন! আমি যে নিমিত্ত সর্পযোনি প্রাপ্ত ও মহর্ষিগণের কোপে যেরূপে শাপগ্রস্ত হইয়াছি এবং যেরূপে আমার শাপান্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। তোমাদের বংশে সমুদ্ভূত আয়ুনামা নৃপবরের বংশধর পুত্র নহুষ-ভূপতির নাম অবশ্যই তোমার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। আমি সেই নহুষ; ব্রাহ্মণগণের অবমাননা নিবন্ধন মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। হায়! আমার কি দুর্দ্দৈব! দেখ, তুমি আমার অবধ্য দায়াদ, আজ তোমাকেও ভক্ষণ করিতে হইল! কি করি? আমার প্রতি এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে নরোত্তম! কি গজ, কি মহিষ, যে জন্তু হউক, দিবসের ষষ্ঠ ভাগে মৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কোনক্রমেই মুক্ত হইতে সমর্থ হয় না। তুমি তির্য্যক্‌যোনিগত সর্পের নিকট পরাভূত হইয়াছ মনে করিয়া লজ্জিত হইও না, ব্রাহ্মণপ্রদত্ত বরপ্রভাবেই আমা কর্ত্তৃক তোমার বীর্য্যহানি হইয়াছে। আমি বিমানোপরিস্থিত শক্রাসন হইতে নিপতিত হইবার সময় অতি দীনবচনে মহর্ষিকে শাপান্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার কাতরোক্তি-শ্রবণে কারুণ্যরসপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, 'রাজন্! তুমি কিয়দ্দিন পরে শাপ হইতে মুক্ত হইবে।' অনন্তর ভূমিতলে নিপতিত হইলাম, কিন্তু আমার স্মৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না। অদ্যাবধি আমার স্মৃতি পূর্ব্বের ন্যায় বিলক্ষণ বলবতী রহিয়াছে।

হে মনুজশ্রেষ্ঠ! তৎপরে মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, 'হে রাজন্! যে ব্যক্তি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইবে, সেই তোমাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিবে।' তখন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ আমার প্রতি সদয় হইয়া কহিলেন, 'হে রাজন্! তুমি অতি বলবান্ জন্তুকে আক্রমণ করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার সত্ত্বভ্রংশ হইবে।' হে বীরবর! আমি এই স্থানে থাকিয়াই সেই সমুদয়

অনুকম্পাপরতন্ত্র ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণ করিলাম। অনন্তর তাঁহারা আমি সকলেই অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি এই সর্পযোনিপ্রাপ্তিরূপ অপবিত্র নরকে নিমগ্ন হইয়া কাল-প্রতীক্ষা করত জীবনযাপন করিতেছি।”

তখন মহাবাহু ভীমসেন ভুজঙ্গমকে কহিতে লাগিলেন, “হে মহাসর্প! আমি ক্রোধ বা আত্মনিন্দা করিতেছি না, কারণ, মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলে অবশ্য সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব সুখনাশ ও দুঃখাগমে একান্ত অবসন্ন হওয়া নিতান্ত অনুচিত। কোন্ ব্যক্তি পুরুষকারপ্রভাবে দৈব নিবারণ করিতে সমর্থ হয়? দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পুরুষার্থ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেখ, আমি দৈবপ্রভাবেই স্বীয় ভুজবলে বঞ্চিত হইয়া এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি, কিন্তু তন্নিমিত্ত অণুমাত্রও পরিতাপ করিতেছি না; কেবল রাজ্যবিচ্যুত ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত সতত পরিতপ্ত হইতেছি। হায়! তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার অন্বেষণার্থ বিহ্বলচিত্তে যক্ষরাক্ষসসঙ্কুল দুর্গম হিমাচলের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইবেন এবং পরিশেষে আমি বিনষ্ট হইয়াছি, এই বোধে নিতান্ত উদ্যমশূন্য হইয়া পরিবেদন করিবেন। হা! তাঁহারা একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ! কেবল আমিই রাজ্যলোভপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া রাখিয়াছি। অথবা ধীমান্ ধনঞ্জয় আমার বিনাশে বিষণ্ণ হইবেন না। তিনি সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা; কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষস, কেহই তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। কপটদ্যূতকারী দম্ভপরায়ণ দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষ একাকী দেবরাজকেও স্থানভ্রষ্ট করিতে পারেন।

হায়! আমি সেই পুত্রবৎসলা জননীর নিমিত্ত নিতান্ত পরিতাপ প্রাপ্ত হইতেছি। তিনি প্রত্যহ আমাদিগকে ‘সকলের শ্রেষ্ঠ হও’ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম! আমার বিনাশে তাঁহার সেই চিরসঞ্চিত মনোরথ-সকল এককালে নিষ্ফল হইবে। হা! নকুল ও সহদেব কেবল গুরুজনের নিদেশবর্ত্তী। তাহারা আমার বাহুবলে রক্ষিত হইয়াই পুরুষাভিমান করে। আমার বিনাশ হইলে নিশ্চয়ই তাহারা উৎসাহশূন্য, হীনবীর্য্য ও পরাক্রমহীন হইবে।” মহাত্মা বৃকোদর এইরূপে সংরুদ্ধকলেবর ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিলেন।

এ দিকে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির নানাবিধ অনিষ্টজনক উৎপাত দর্শনে সাতিশয় অসুস্থচিত্ত হইলেন। শৃগালগণ আশ্রমের দক্ষিণদিকে বিত্রস্তচিত্তে সূর্য্যাভিমুখে অশিবধ্বনি করিতে লাগিল। একপক্ষা, একনেত্রা, একচরণা, মলিনা, ঘোরদর্শনা বর্ত্তিকা আদিত্যাভিমুখে রক্তবমন করিতে লাগিল। প্রচণ্ড রূক্ষ সমীরণের বেগে বালুকা উড্ডীয়মান হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দক্ষিণভাগে মৃগ ও পক্ষিগণ নিনাদ করিতে লাগিল। পশ্চাদ্ভাগে কৃষ্ণ বায়স ‘যাও যাও’ করিয়া ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার দক্ষিণবাহু ও বামচক্ষু মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত, চিত্ত চঞ্চল ও বারংবার পদস্খলন হইতে লাগিল।

ধীমান্ ধর্ম্মরাজ এই সমুদয় দুর্লক্ষণ-নিরীক্ষণে ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পাঞ্চালি! ভীমসেন কোথায়?” তিনি কহিলেন, “মহারাজ! ভীমসেন বহুক্ষণ হইল, কোন্ স্থানে গিয়াছেন, কিছুই জানি না।”

তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে দ্রৌপদীরক্ষণে নিয়োগ এবং নকুল-সহদেবকে ব্রাহ্মণগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া অনতিবিলম্বেই ধৌম্য-সমভিব্যাহারে ভীমসেনের অন্বেষণে গমন করিলেন। অনন্তর সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া ভীমসেনের চরণচিহ্ন নিরীক্ষণ করত তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া ভীমসেনের অন্যান্য নানাবিধ চিহ্ন অবলোকন করিলেন। বনমধ্যে অনেক যূথপ হস্তী শত শত মৃগ ও মৃগেন্দ্রগণকে নিপতিত দেখিয়া বোধ করিলেন, বৃকোদর এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির পথিমধ্যে মহাবীর বৃকোদরের গমনকালীন উরু-পবনবেগে ভগ্নদ্রুম-সমুদয় নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন ঐ সকল চিহ্ন অবলোকনপূর্ব্বক গমন করিয়া।

পরিশেষে রুক্ষ মারুতপরিপূর্ণ, নিষ্পত্র-কণ্টকিত-দ্রুম-সঙ্কুল, জনশূন্য, সুদুর্গম গিরিগহ্বরমধ্যে ভুজঙ্গভোগ-পরিবেষ্টিত নিশ্চেষ্ট স্বীয় অনুজকে অবলোকন করি-লেন।

অশীত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির আশীবিষভোগাবরুদ্ধ প্রিয়তম ভীমসেনকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! কি প্রকারে তোমার এই বিপত্তি ঘটিল? আর এই পর্ব্বতোপম ভোগভূষিত ভুজঙ্গমই বা কে?"

ভীমসেন অগ্রজ ভ্রাতাকে অবলোকন করিয়া সর্পের আক্রমণ প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্য! এই যে বিষধর আমাকে ভক্ষণের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি মহাসত্ত্ব রাজর্ষি নহুষ, ইনি ভুজঙ্গের ন্যায় হইয়া এই স্থানে রহিয়াছেন।"

যুধিষ্ঠির সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আয়ুষ্মন্! তুমি আমার অমিতবিক্রমশালী সহোদরকে পরিত্যাগ কর; আমরা তোমাকে ক্ষুন্নিবারণোপযোগী অন্য প্রকার আহার প্রদান করিব।"

সর্প কহিলেন, "তাত! আমি আহারের নিমিত্তই মুখাগত রাজপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, এই স্থানে থাকা কোনক্রমেই তোমার উচিত নহে, কেন না, তাহা হইলে তুমি কল্য আমার ভক্ষণীয় হইবে! আমার এই প্রকার নিয়ম নিবদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি আমার রাজ্যে আগমন করিবে, আমি সেই ব্যক্তি-কেই ভক্ষণ করিব; তুমিও আমার রাজ্যে আগমন করিয়াছ, কিন্তু অদ্য তোমার অনুজাতকে আহাররূপে প্রাপ্ত হইয়াছ; আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব না এবং অন্য আহারেও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।" রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সর্প! তুমি দেবতাই হও, দানবই হও অথবা সর্পই হও, যুধিষ্ঠির তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি যথার্থ করিয়া বল, কি নিমিত্ত ভীমসেনকে গ্রাস করিয়াছ? কোন্ বিষয় অবগত হইলে তোমার প্রীতি জন্মে? আমি তোমাকে কি প্রকার আহার প্রদান করিব এবং কি হইলেই বা ভীমকে পরিত্যাগ করিবে?"

সর্প কহিলেন, "রাজন্! আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ; আয়ুর পুত্র ও চন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপৌত্র, আমার নাম নহুষ, আমি যজ্ঞ, তপস্যা, বেদপাঠ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও পরাক্রমে বিনা ক্লেশে ত্রৈলোক্যের সমুদয় ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া, ঐশ্বর্য্যসুলভ দর্পে এরূপ দর্পিত হইয়াছিলাম যে, সহস্র সহস্র দ্বিজাতিকে অবমাননা করিয়া শিবিকাবহনে নিযুক্ত করিতাম। সেই অপরাধে ভগবান্ অগস্ত্য আমার এই অবস্থা সংঘটিত করিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি আমার সেই পূর্ব্বপ্রজ্ঞা বিনষ্ট হয় নাই। এক্ষণে তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব কোন মতেই ইহাকে পরিত্যাগ করিব না এবং আমার অন্য কামনাও নাই। এক্ষণে যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তোমার সহোদরকে পরিত্যাগ করিব।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে বিষধর! আপনি যথেচ্ছ প্রশ্ন করুন, যদি বোধ হয় যে, এ বিষয়ে আপনার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব, তাহা হইলে অবশ্যই আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব; কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণের বেদ্য নির্ব্বিশেষ পুরুষকে অবগত হইয়াছেন কি না, জ্ঞাত না হইয়া আমি আপনার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব না।"

সর্প কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! তোমার বাক্য দ্বারা তোমাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব ব্রাহ্মণ কে এবং বেদ্যই বা কি? ইহার উত্তর প্রদান কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীলতা, আনৃশংস্য, তপ ও ঘৃণা লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ এবং যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর শোক-দুঃখ থাকে না, সেই সুখদুঃখবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বেদ্য। যদি আপনার আর কিছু বলিবার থাকে, বলুন।"

সর্প কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! অভ্রান্ত বেদ চতুর্ব্বর্ণেরই ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক; সুতরাং বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে;

যদ্যপি শূদ্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। তুমি যাহা বেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সুখদুঃখবর্জ্জিত তাদৃশ বস্তু কুত্রাপি বিদ্যমান নাই।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্যক্তিতে তাহা লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র। আপনি কহিয়াছেন যে, 'সুখদুঃখবিহীন কোন বস্তু নাই; অতএব তোমার কথিত বেদ্যলক্ষণ অসঙ্গত হইয়াছে।' উহা যথার্থ; কেন না, অনিত্য বস্তুমাত্রেই হয় সুখ, না হয় দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু আমার মতে কেবল এক নিত্য পরমেশ্বরই সুখ-দুঃখ-বিহীন; অতএব তিনিই বেদ্য। এক্ষণে আপনার মত কি প্রকাশ করুন।"

সর্প কহিলেন, "হে আয়ুষ্মন্! যদি বৈদিক ব্যবহারই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত বেদবিহিত কার্য্যে সামর্থ্য না জন্মে, সে পর্য্যন্ত জাতি কি কোন কার্য্যকারক নহে?"

কহিলেন, "হে মহাসর্প! বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা পুরুষেরা জাতি-বিচারে বিমূঢ় হইয়া নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া থাকে, অতএব মনুষ্যজাতির মধ্যে সমুদয় বর্ণের এইরূপ সঙ্করবশতঃ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়; কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা তাহার মধ্যে যাহারা যাগশীল, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এই আর্য্যপ্রমাণানুসারে বৈদিক ব্যবহারেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। বেদবিহিত কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্বলাভের হেতু বলিয়া নালিচ্ছেদনের পূর্ব্বে পুরুষের জাতকর্ম্ম সমাধান করিতে হয়, তদবধি মাতা সাবিত্রী ও পিতা আচার্য্যস্বরূপ হয়েন। তিনি যত দিন পর্য্যন্ত বেদপাঠ না করেন, তত দিন অবধি শূদ্র সমান থাকেন। জাতিসংশয়স্থলে স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, যদি বৈদিক ব্যবহার না থাকিত, তাহা হইলে সকল বর্ণই শূদ্রতুল্য এবং সঙ্কর-জাতিই সর্ব্বপ্রধান হইত। এই নিমিত্ত পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, বৈদিক ব্যবহারসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।"

সর্প কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম; তুমি জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, অতএব তোমার ভ্রাতাকে ভক্ষণ করিব না।"

একাশীত্যধিক-শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সর্প! আপনি নিখিল বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী, অতএব কি কর্ম্ম করিলে সদ্গতিলাভ হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

সর্প কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! আমার মতে অহিংসাপর হইয়া সত্য ও প্রিয়বাক্যের সহিত সৎপাত্রে দান করিলে স্বর্গলাভ হয়।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দান ও সত্য, ইহার মধ্যে কোন্‌টি প্রধান এবং অহিংসা ও প্রিয়, ইহার মধ্যেই বা কোন্‌টির গৌরব অধিক?

সর্প কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! দান, সত্য, তত্ত্ব, অহিংসা ও প্রিয় ইহাদের পরস্পর ফলের সহিত তুলনা করিয়া গৌরব ও লাঘব বিবেচনা করিতে হয়। কোন প্রকার দান অপেক্ষা সত্যই উৎকৃষ্ট, কখন সত্য অপেক্ষা কোন প্রকার দানও গুরুতর; এইরূপ কোন স্থলে প্রিয়বাক্য অপেক্ষা অহিংসার গৌরব অধিক, কোন স্থলে বা অহিংসার অপেক্ষা সত্যের মাহাত্ম্য অধিক হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তোমার আর কি অভিপ্রায় আছে, বল।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সর্পবর! আত্মা শরীরশূন্য হইয়া কি প্রকারে স্বর্গে গমন ও স্থিরতর কর্ম্মফল ভোগ করে এবং তাহার তৎকালোপভোগ্য বিষয়সকলই বা কি প্রকার?"

সর্প কহিলেন, "হে রাজন্! মানব-জাতির স্বকর্ম্মনির্দ্দিষ্ট গতি তিন প্রকার:—মানবজন্মপ্রাপ্তি, স্বর্গলাভ ও তির্য্যগ্‌যোনিপ্রাপ্তি। নিরালস্য হইয়া অহিংসা ও দানাদিকর্ম্ম করিলে নরলোক হইতে মুক্ত ও স্বর্গলাভ

হয়; ইহার বিপরীতকর্ম্ম মনুষ্যজন্মের কারণ; আর তির্য্যগ্‌যোনিপ্রাপ্তির পক্ষে যে সকল বিশেষ কারণ নির্দ্ধারিত আছে, শ্রবণ কর। কাম, ক্রোধ, হিংসা ও লোভপরায়ণ ব্যক্তি মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। তির্য্যগ্‌যোনি হইতে মুক্ত হইলে মনুষ্যজন্মলাভ হয়; কিন্তু কখন কখন গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণকে একেবারে দেবত্ব লাভ করিতে দেখা গিয়াছে; অতএব জীবসকল কর্ম্ম-বশতই এতাদৃশ গতি প্রাপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। দেহাভিমানী আত্মা সুখকামনায় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দেহযোগ-জনিত ফল-ভোগ করে; কিন্তু নিষ্কাম ব্যক্তি অন্তঃকরণের শুদ্ধতাতিশয্যনিবন্ধন সংসারের যথার্থ তত্ত্ব অনুভব করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সনাতন পুরুষে জীবাত্মাকে সমাহিত করেন।''

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে মহামতে! আত্মা কিরূপে শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করেন, আর এই সকল বিষয় যুগপৎ গ্রহণ করা যায় কি না, বিশেষ করিয়া বলুন।"

সর্প কহিলেন, "হে নরবীর! আত্মা যখন দেহ ও করণবিশিষ্ট হয়েন, তখন তিনি বিষয়-সকল যথাবিধি উপভোগ করেন। তাঁহার ভোগাধিকরণ দেহে জ্ঞান, বুদ্ধি ও মন এই তিনটি করণ। জীবাত্মা শরীরাধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়সংসক্ত মন দ্বারা ক্রমে ক্রমে শব্দাদি বিষয়-সকল পরিগ্রহ করেন। তখন মন বিষয়গ্রহণে বুদ্ধি কর্ত্তৃক ব্যাপৃত হয়; এই জন্য মন কালভেদ বশতঃ যুগপৎ সকল বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। বুদ্ধিও স্বতন্ত্র নহে; আত্মা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিষয়াধি-করণ দ্রব্যে উত্তমাধম বুদ্ধি প্রেরণ করেন। পণ্ডিতেরা যুক্তি ও অনুভব দ্বারা বুদ্ধির পরক্ষণেও যে জ্ঞানের উপলব্ধি করিয়া থাকেন, উহাই বুদ্ধি হইতে পৃথক্ জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সর্প! মন ও বুদ্ধির লক্ষণ নিরূপণ করাই অধ্যাত্মবিৎ ব্যক্তিদিগের প্রধান কার্য্য, আপনি উহা বিশেষ অবগত আছেন; অতএব মন ও বুদ্ধির লক্ষণ কি, বলুন।"

সর্প কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! বুদ্ধি আত্মার নিতান্ত অনুগত ও আশ্রিত, ব্যতিক্রমের বিধেয় এবং ইচ্ছার প্রয়োজক। মন একবারে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু বুদ্ধি কার্য্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে; মন গুণসম্পন্ন, বুদ্ধি নির্গুণ; অতএব মন ও বুদ্ধির যে প্রভেদ, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। হে রাজন্! তুমিও বুদ্ধিমান্, অতএব এ বিষয়ে আর কি বোধ করিতেছ?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনি শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন ও বেদিতব্য বিষয়ে অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত প্রশ্ন করিতেছেন? আপনি স্বর্গবাসী ও সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি মোহ কি প্রকারে আপনাকে অভিভূত করিল? আপনি ব্রাহ্মণের অবমাননারূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।"

সর্প কহিলেন, "আমি নিশ্চয় জানি, সম্পদ্ প্রজ্ঞা-সম্পন্ন শৌর্য্যশালী মনুষ্যকেও মোহিত করিয়া রাখে, মনুষ্যেরা সুখে আসক্ত হইলেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য আমিও সেইরূপ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে পতিত হইয়া চৈতন্য হওয়াতে তোমাকেও সচেতন করিয়া দিতেছি। হে মহারাজ! তুমি আমার সহিত সাধু সম্ভাষণপূর্ব্বক আমাকে এই দুর্ম্মোচ্য ঘোরতর শাপ হইতে মুক্ত করিয়া অসাধারণ কার্য্যসাধন করিলে।

পূর্ব্বে আমি দেবলোকে দিব্য বিমানারোহণে বিচরণ করিতাম, অভিমানে মত্ত হইয়া কাহাকেও লক্ষ্য করিতাম না। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, ব্রহ্মর্ষি ও ত্রিলোকনিবাসী সমুদয় লোক আমাকে কর প্রদান করিত। আমার ঈদৃশ দৃষ্টিশক্তি জন্মিয়াছিল যে, মানবগণকে অবলোকন করিবামাত্র তাহার তেজ হরণ করিতাম। সহস্র সহস্র ব্রহ্মর্ষি আমার শিবিকা বহন করিত। এই প্রকার অবিনয়ই আমাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে।

একদিন অগস্ত্য-মুনি আমার শিবিকা বহন করিতেছিলেন, আমি সেই সময় তাঁহাকে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলাম, তিনি সেই পাদস্পর্শে রোষাভিভূত-চিত্তে আমাকে 'সর্প হইয়া পতিত হও' বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ হীনতেজাঃ ও

ভুজঙ্গ হইয়া বিমান হইতে অধোমুখে নিপতিত হইলাম। তখন আমি আপন দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে শাপবিমোচন প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। 'হে ভগবন্! আমি অনবধানতাদোষে বিমূঢ় হইয়া এই অপরাধ করিয়াছি, আপনি ক্ষমা করুন।' তখন তিনি আমাকে নিপতিত নিরীক্ষণ করত কারুণ্যরসবশংবদ হইয়া কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপমুক্ত করিবেন। তোমার এই অহঙ্কারজনিত ঘোর পাপের ফলভোগ পর্য্যবসিত হইলে পুনরায় পুণ্যফল ভোগ করিবে।'

আমি তাদৃশ তপোবল, ব্রহ্মপরায়ণতা ও ব্রাহ্মণত্ব দর্শন করিয়া বিস্ময়রসে প্লবমান হইলাম এবং এই নিমিত্তই তোমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সত্য, দম, তপ, দান, অহিংসা ও ধর্ম্মনিত্যতাই পুরুষার্থসাধক, জাতি ও কুল কোন কার্য্যকারক নহে। হে যুধিষ্ঠির! তোমার এই মহাবল ভ্রাতার ও তোমার কল্যাণ হউক; আমি এক্ষণে সুরলোকে গমন করি।"

নহুষ-রাজা আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক অজগর-কলেবর পরিত্যাগ ও দিব্য-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দিব্যধামে গমন করিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও ধৌম্য-সমভিব্যাহারে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তত্রস্থ সমস্ত দ্বিজগণকে অজগরবিবরণ বিবৃত করিয়া কহিলেন। দ্বিজগণ, অর্জ্জুনাদি ভ্রাতৃত্রয় ও দ্রুপদনন্দিনী সেই বৃত্তান্ত-শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। দ্বিজাতিগণ ভীমসেনের অসমসাহসিক কর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, "ভীমসেন! ঈদৃশ কর্ম্ম আর কদাচ করিও না।" পাণ্ডবগণ বিপদ্‌বিনির্ম্মুক্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

অজগরপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্ব্যশীত্যধিক-শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গ্রীষ্মাবসানে সুখময় বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইল। শ্যামল জলদজাল নভস্তল ও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। বিভাকরের প্রভামণ্ডল একবারে তিরোহিত হইল ও সৌদামিনীর প্রভাশ্রেণী সতত স্ফুরিত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, ঘনমণ্ডলী বর্ষাকালের পটমণ্ডপস্বরূপ হইয়াছে। নবীন-তৃণসমাচ্ছন্ন অবনী বর্ষানীরে অভিষিক্ত হইয়া শান্ত ও মানবগণের একান্ত রমণীয় হইল; দংশ ও বিষধর-কুলের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে বারি বিস্তীর্ণ হইলে সম বিষম ভূতল, নদীনিবহ ও অন্যান্য স্থাবর সকল আর অনুভূত হইল না। তীব্রবেগবতী ক্ষুব্ধসলিলা স্রোতস্বতী-সকল কল কল রবে বাণধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ বনস্থলী-সকল পরিশোভিত করিল। তাহার মধ্যে ধারাজলসমাচ্ছন্ন বরাহ, মৃগ ও পক্ষিগণের বহুবিধ আনন্দ-নিনাদ কেবল কর্ণগোচর হইতে লাগিল। চাতক, ময়ূর ও পুংস্কোকিলকুল একান্ত মত্ত এবং দর্দ্দুর সকল নিতান্ত দর্পিত হইয়া উঠিল। পরিশুষ্ক গিরিপ্রদেশচারী পাণ্ডবগণ বিবিধাকার নীরদরবানুনাদিত বর্ষাকাল সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর শরৎকাল উপস্থিত হইল। অরণ্য ও পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রচুরপরিমাণে তৃণ-সমূহ সমুৎপন্ন, নিম্নগা-সকল স্বচ্ছসলিল, আকাশমণ্ডল নির্ম্মল ও নক্ষত্রনিবহ সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্রৌঞ্চ, হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিহার করিতে লাগিল। রজোবিহীন জলধরশীতল বিভাবরী গ্রহ, নক্ষত্র ও শশাঙ্কমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নদী ও পুষ্করিণী-সকল কুমুদ, কুবলয় ও কহ্লারে সমলঙ্কৃত, অতি শীতল ও প্রশান্তদর্শন হইল। বেতসলতাসঙ্কুল নীলতটশালী সরস্বতীতে ভ্রমণ করিয়া মানবগণের অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-সঞ্চার হইতে লাগিল।

মহাবীর পাণ্ডবেরাও সেই প্রসন্নসলিলা পুণ্যতমা সরস্বতীকে পরিপূর্ণা দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পাণ্ডবগণের নারায়ণাশ্রমবাসকালে শারদীয়া কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী-রজনী উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন; অনন্তর অসিতপক্ষের আরম্ভেই মহাসত্ত্ব তাপসগণ মহর্ষি ধৌম্য, সূত

ও পরিচারকবর্গ-সমভিব্যাহারে কাম্যকবনে গমন করিলেন।

ত্র্যশীত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,মহারাজ! পাণ্ডবগণ কাম্যকবনে উপনীত হইয়া মহর্ষিদত্ত অতিথিসৎকার গ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সহিত উপবেশন করিলেন। তথায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,"হে পাণ্ডবগণ! অর্জ্জুনের প্রিয় সখা মহাত্মা কৃষ্ণ সততই আপনাদিগের দর্শন-বাসনা ও শুভ-প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, এক্ষণে আপনাদিগের আগমনসংবাদ অবগত হইয়াছেন,অতএব তিনি অতি সত্বরেই এ স্থানে সমুপস্থিত হইবেন; আর তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন চিরজীবী মহর্ষি মার্কণ্ডেয় অবিলম্বে আপনাদিগের সাক্ষাৎকার-লাভ-প্রত্যাশায় এই কাম্যক-বনে উপস্থিত হইবেন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বিরত হইলেন।

এই অবসরে বাসুদেব সুলক্ষণসম্পন্ন-অশ্বযোজিত রথারোহণ করিয়া শচীসনাথ সুরনাথের ন্যায় প্রিয়তমা সত্যভামার সহিত কাম্যক-বনে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও ধৌম্যকে যথাবিধি অভিবাদন করিলেন; পরিশেষে নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনাবাদ প্রদানপূর্ব্বক বীরবর প্রিয়তম অর্জ্জুনকে আগত অবলোকন করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা পাণ্ডব-মহিষী দ্রৌপদীকে বারংবার আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্যের সহিত কৃষ্ণের সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন নন্দনন্দন কৃষ্ণ অসুর-সংহার-সমর্থ পার্থের সহিত সমাগত হইয়া কার্ত্তিকেয় সহ সমাসীন ভগবান্ ভূতপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বনবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সুভদ্রা ও অভিমন্যুর কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি অশেষ প্রশংসা পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "রাজন্! রাজ্যলাভ অপেক্ষা ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট, ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, আপনি সেই ধর্ম্মকে সত্য ও সারল্য দ্বারা প্রতিপালন করিয়া ইহলোক ও পরলোক জয় করিয়াছেন। আপনি ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জনপূর্ব্বক চিরপ্রথিত যাগযজ্ঞ-সকল সংসাধন করিয়াছেন। গ্রাম্য-ধর্ম্মে আপনার অণুমাত্রও অনুরাগ নাই, আপনি কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। অর্থলাভলোভেও কখন ধর্ম্মপথ-পরিভ্রষ্ট হয়েন নাই, এই নিমিত্তই আপনি ধরণীতলে ধর্ম্মরাজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। রাজ্য, ধন ও বহুবিধ ভোগলাভ করিলেও দান, সত্য, তপ, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ক্ষমা ও ধৃতি এই সকল বিষয়ে আপনার সবিশেষ অনুরাগ আছে। যখন শত্রুগণ সভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে দ্রৌপদীকে বিবসনা করিয়াছিল,তৎকালে কাহার সাধ্য উহা সহ্য করে, কেবল আপনিই ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাদৃশ দুর্বিষহ নৃশংসাচার সহ্য করিয়াছেন। যদি আপনার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সকলে এইক্ষণেই পৌরবকুল সমূলে নির্ম্মূল করিব আর আপনি পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়া পরমসুখে প্রজাপালন করিবেন।"

ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির ও ধৌম্য প্রভৃতি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাবীর অর্জ্জুন তোমাদিগেরই সৌভাগ্যবলে দিব্য অস্ত্র-সকল লাভ করিয়া প্রফুল্ল-মনে অক্ষত-শরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।"

অনন্তর তিনি সুহৃদ্গণ-সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীকে কহিলেন,"হে কৃষ্ণে! এক্ষণে ধনুর্ব্বেদে একান্ত অনুরক্ত তোমার আত্মজ প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি সুশীল শিশু-সকল সুহৃদ্গণানুমোদিত সাধুজনাচরিত পথে সতত সঞ্চরণ করিয়া থাকে। তাহারা তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক রাজ্য বা ধন দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও তাঁহাদের আবাসে বাস করত কোনক্রমেই চিত্তপরিতোষ বা প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় না। তাহাদিগের একান্ত অভিলাষ

যে, দ্বারকা নগরীতে যাদবদিগের সহিত সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে। আর্য্যা কুন্তী ও তুমি তাহাদিগকে যাদৃশ পরম যত্ন ও স্নেহসহকারে প্রতিপালন করিতে, তদ্রূপ সুভদ্রাও এক্ষণে তাহাদিগকে অপ্রমাদে প্রতিপালন করিয়া থাকে। প্রদ্যুম্ন যেমন অনিরুদ্ধ, অভিমন্যু সুনীথ এবং ভানুর বিনেতা ও একমাত্র গতি, তদ্রূপ তোমার সন্তানগণেরও বিনেতা ও একমাত্র গতি। কুমার অভিমন্যু তোমার নিরালস্য সন্তানদিগকে গদা ও অসি-চর্ম্মগ্রহণ, অস্ত্র, শিক্ষাশাস্ত্র ও রথাশ্বযানবিষয়ে সতত সম্যক্‌রূপে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রদ্যুম্ন তোমার আত্মজগণ ও অভিমন্যুকে সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগের বলবিক্রম-দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেছে। তোমার আত্মজেরা যে স্থানে বিহার করিবার অভিলাষে গমন করে, সেই স্থানেই হস্তী, অশ্ব ও রথ-সকল তাহাদের প্রত্যেকের অনুগমন করিয়া থাকে।"

অনন্তর তিনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যে স্থানে ইচ্ছা করিবেন, যাদব, কুকুর ও অন্ধকেরা আপনার নিদেশবর্ত্তী হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিবে। মাথুরী সেনা-সকল শর-শরাসন প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক হস্তী, অশ্ব, রথ ও হস্তিপকের সহিত আপনার সাহায্য করিবে। আপনি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে অনুচর ও বান্ধবগণের সহিত ভৌম ও সৌভাধিপতির পথে প্রেরণ করুন। আপনি সভামধ্যে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার যেন অন্যথা না হয়। এক্ষণে হস্তিনানগর যাদবগণ কর্ত্তৃক আপনার শত্রুকুলবিনাশ প্রার্থনা করুক। আপনি বিগতক্রোধ, বীতশোক ও নিষ্পাপ হইয়া যথেচ্ছ বিহারপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে প্রসিদ্ধ নাগপুরে প্রবেশ করিবেন।"

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তদুক্ত বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করত সবিশেষ পর্য্যালোচনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের অদ্বিতীয় গতি; পাণ্ডবেরা তোমারই শরণাপন্ন, কি বিপদ্, কি সম্পদ্, সকল কালেই তুমি তাহাদিগের কর্ত্তা ও উপদেষ্টা। প্রতিজ্ঞানুসারে দ্বাদশ বৎসর নির্জ্জনে অতিবাহিত হইয়াছে; পরে পাণ্ডবেরা যথাবিধি অজ্ঞাতচর্য্যা সমাপন করিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবে, হে কেশব! তোমার যেন সর্ব্বদাই এইরূপ সদ্ভাব থাকে ও সত্যপরায়ণ দানধর্ম্মানুরক্ত সদার সবান্ধব পাণ্ডবেরাও যেন তোমার শরণাগত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।"

ভগবান্ কৃষ্ণ ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর ধর্ম্মাত্মা, রূপগুণসম্পন্ন, অজর, অমর, মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি বহুসহস্রবর্ষবয়স্ক; কিন্তু দেখিলে পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়ের ন্যায় বোধ হয়। মহর্ষি সমাগত হইবামাত্র সমুদয় ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণসমবেত পাণ্ডুতনয়গণ ভক্তিসহকারে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন।

মহাভাগ মার্কণ্ডেয় বিধিমত অর্চ্চিত হইয়া সুখে উপবেশনপূর্ব্বক পরিশ্রম অপনয়ন করিলে পর বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণ ও পাণ্ডবদিগের মত গ্রহণপূর্ব্বক মহর্ষিকে কহিতে লাগিলেন, "হে মার্কণ্ডেয়! সমুদয় সমাগত ব্রাহ্মণ, পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী, সত্যভামা ও আমি, আমরা সকলেই আপনার অত্যুৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ভূপতি, স্ত্রী ও ঋষিগণের সদাচার, ব্যবহার প্রভৃতি পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করুন।"

মহর্ষিকে এইরূপ জিজ্ঞাসানন্তর সকলে সুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে বিশুদ্ধাত্মা দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা সেই সমাগত দেবর্ষিকে যথাবিধি পূজা করিলেন দেবর্ষি নারদ তত্রস্থ জনগণকে মার্কণ্ডেয়ের কথাশ্রবণে কৃতনিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। তখন কালজ্ঞ সনাতন পুরুষ বাসুদেব মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি পাণ্ডবগণ সমক্ষে যাহা কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।"

মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "দেখ, অনেক উপাখ্যান কহিতে হইবে;

অতএব একটি সময় নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক।” পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়ের বাক্য-শ্রবণে দ্বিজগণ-সমভিব্যাহারে মধ্যাহ্নকালে পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে বিবক্ষু দেখিয়া কহিলেন, “হে ভগবন্! আপনি আমাদের সেব্য, উপাস্য, অভিমত ও চিরাকাঙ্ক্ষিত। আপনি সমুদয় দেব, দানব, মহাত্মা মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের চরিত অবগত আছেন, অতএব আপনা হইতেই আমার সংশয়াপনোদন হইবে,সন্দেহ নাই। আর এই দেবকীনন্দন আমাদিগকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত এ স্থানে আসিয়াছেন, ইনিও একজন বিজ্ঞ সমুৎসুক শ্রোতা। হে মহাত্মন্! আমি এক্ষণে আপনাকে সুখবিহীন ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে সমৃদ্ধিশালী দেখিয়া মনে করিতেছি যে, শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কিরূপে তাহার ফলভোগ করে? আর কি প্রকারে বা ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করি? কি নিমিত্ত মনুষ্যের সুখদুঃখ সমুৎপন্ন হয়? মনুষ্য ইহলোকে কি পরলোকে আপনার কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়? দেহী দেহ ত্যাগ করিয়া কিরূপে পরলোকে শুভাশুভফল ভোগ করে ও ইহকালেই বা কিরূপে উহা লাভ করে? মৃত ব্যক্তির কর্ম্মকলাপ কোথায় থাকে?”

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন, কিন্তু নিখিল জ্ঞাতব্য বিষয় আপনার জ্ঞানগোচর আছে, তথাপি কেবল লোকস্থিতির নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন; অতএব যেরূপে মনুষ্য ইহলোকে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

ভগবান্ পূর্ব্বপ্রজাপতি শরীরীর শরীর নির্ম্মল, অতি পবিত্র ও ধর্ম্মতন্ত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। হে কুরুসত্তম! সর্ব্বদা সফলমনোরথ,সত্যবাদী, ব্রহ্মস্বরূপ, পুরাতন, পুণ্যাত্মা নরগণ স্বচ্ছন্দে নভস্তলে দেবগণের সহিত সমাগত হইয়া পুনর্ব্বার সকলে যদৃচ্ছাক্রমে প্রত্যাগমন করিতেন। সেই স্বচ্ছন্দচারী নরগণ স্বেচ্ছামরণ ছিলেন। তাঁহাদিগের কার্য্যে কোন ক্রমেই বাধা ঘটিত না; তাঁহারা নিরাতঙ্ক, নিরুপদ্রব, দেববৃন্দ ও মহাত্মা ঋষিগণের পরিদর্শক, দান্ত, বিগতমৎসর, সহস্র-বর্ষজীবী ও সাক্ষাৎ সকলধর্ম্মস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা সহস্র পুত্র লাভ করিতেন।

অনন্তর কালক্রমে তাঁহারা ধরাতলচারী ও কামক্রোধাভিভূত হইয়া সর্ব্বদা কপট-ব্যবহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা নূতন কলেবর পরিগ্রহ করিয়া লোভ-মোহের একান্ত বংশবদ হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা নানাবিধ অশুভ-কর্ম্ম দ্বারা পাপগ্রস্ত, তির্য্যগ্‌যোনিগত ও নিরয়গামী হইয়া বিচিত্র সংসারে পুনঃ পুনঃ পচ্যমান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অভীষ্ট সঙ্কল্প ও জ্ঞান সকলই বিফল হইয়া গেল; তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অশুভ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিবেকবিধুর, সকল বিষয়েই শঙ্কিতচিত্ত, লোকসমাজের ক্লেশকর, দুষ্কুলজাত, ব্যাধিবহুল, দুরাত্মা, প্রতাপবিহীন, পাপিষ্ঠ, অল্পায়ু, সর্ব্বকামের অভিলাষী, বিভিন্নহৃদয় এবং নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। হে কৌন্তেয়! এইরূপে মৃত প্রাণী ইহকালে স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়িনী গতি লাভ করে।

প্রাজ্ঞ অথবা হীনবুদ্ধি ব্যক্তির কর্ম্ম-সকল কোথায় থাকে এবং তাদৃশ ব্যক্তি কোথায় থাকিয়া সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফলভোগ করে, এক্ষণে ইহার বিশেষ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন।

মনুষ্য দেবসৃষ্ট আদি-শরীর দ্বারা অনেক প্রকার শুভাশুভ কর্ম্মের সঞ্চয় করে। পরিশেষে আয়ুঃশেষ হইলে এককালেই এই ক্ষীণপ্রায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অন্য যোনিতে সম্ভূত হয়। ক্ষণমাত্রও সে দেহশূন্য হইয়া থাকে না; সেই দেহান্তর-পরিগ্রহকালে স্বকৃত কর্ম্ম সকল ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগত হয় এবং উহাই তাহার সুখ-দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা স্থির করিয়াছেন যে, কৃতান্তবিধিবশংবদ জন্তু প্রাপ্ত সুখদুঃখ কদাচ দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন্! হীনবুদ্ধি ব্যক্তির গতি নিরূপিত হইল, এক্ষণে জ্ঞানবানের পরমা গতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

যাঁহারা তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বাগমপরায়ণ, স্থিরব্রত, সত্যপর, গুরুশুশ্রূষু, সুশীল, বিশুদ্ধ

ভাব, ক্ষান্ত,দান্ত, পবিত্র-যোনিসম্ভূত, সর্ব্বপ্রকার শুভ লক্ষণসম্পন্ন,জিতেন্দ্রিয় ও রোগরহিত, সেই মহাত্মারাই ঋষি। তাঁহারা সর্ব্বদা নিরুপদ্রবে কালযাপন করেন; কি জায়মান, কি ভ্রাম্যমাণ, কি গর্ভস্থ, কি আত্মা, কি পর সকলকেই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বোধ করিতে পারেন। তাঁহারা এই কর্ম্মভূমিতে আগমন করিয়া পুনরায় সুরলোকে গমন করেন। হে রাজন্! মনুষ্য কিছু বা দৈবাৎ, কিছু বা হঠাৎ ও কিছু বা স্বীয় কর্ম্মফল দ্বারা লাভ করে, ইহা স্থিরতর আছে. আপনি এ বিষয়ে অন্য কোন বিচারণা করিবেন না।

হে যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে এক উদাহরণ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। মনুষ্যলোকে যাহা পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয়, কেহ তাহা ইহলোকে, কেহ পরলোকে, কেহ বা উভয় লোকেই প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বা ইহলোক ও পরলোক কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। যাহাদিগের বিপুল ধন আছে, যাহারা প্রতিদিন বিভূষিতাঙ্গ ও নিরন্তর কায়িক সুখে সংসক্ত হইয়া ক্রীড়াকৌতুকে কালযাপন করে, ইহলোকই তাহাদিগের সুখকর: পরকালে সুখ-সম্ভাবনা থাকে না। যাঁহারা যোগী, তপস্যানুরক্ত, স্বাধ্যায়শীল, জিতেন্দ্রিয় ও প্রাণিবধে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া দেহ জর্জ্জরিত করেন, তাঁহাদিগেরই পরকালে সুখ-সম্ভোগ হয়,ইহলোকে হয় না। যাঁহারা প্রথমে ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মতঃ ধনলাভ করিয়া যথাকালে দার-পরিগ্রহ করত যাগানুষ্ঠানে তৎপর হয়েন, তাঁহাদিগের ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই সুখলাভ হয়। যে মূঢ়েরা বিদ্যা, তপস্যা, দান ও অপত্যোৎপাদন-বিষয়ে যত্ন করে না, তাহারা ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হয়।

হে কৌরবেন্দ্র! আপনারা সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব, তেজস্বী ও কৃতবিদ্য, দেবকার্য্যের নিমিত্ত সুরলোক হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আপনারা সুমহৎ সুরকার্য্য-সম্পাদনানন্তর দেবগণ, ঋষিগণ ও সমুদয় পিতৃলোকের যথাবিধি তর্পণ করিয়া পরিশেষে স্বীয় কর্ম্মফলে পুনরায় পুণ্যধাম সুরলোক প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। হে রাজন্! এক্ষণে এই ক্লেশ সন্দর্শন করিয়া কিছুমাত্র বিশঙ্কিত হইবেন না।

চতুরশীত্যধিক-শততম অধ্যায়

পাণ্ডবগণ মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, "ভগবন্! আমরা দ্বিজাতিগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করুন।"

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবগণের প্রার্থনা-পরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! একদা হৈহয়কুল-চূড়ামণি একজন কুমার-নৃপতি মৃগয়াভিলাষে তৃণবল্লরী-মণ্ডিত এক অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছিলেন, এমত সময়ে তথায় কৃষ্ণাজিনাচ্ছাদিত-কলেবর এক মুনিবরকে অবলোকন করিয়া কৃষ্ণসারভ্রমে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। পশ্চাৎ আপনার অনবধানতা উপলব্ধি হওয়াতে নিতান্ত ব্যথিত ও শোকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হৈহয়রাজগণের সমীপে গমনপূর্ব্বক আত্মকৃত দুষ্কর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

হৈহয়রাজগণ ফলমূলাশী তপস্বীর প্রাণনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ ও অরণ্যমধ্যে তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বিষাদসলিলে প্লবমান হইতে লাগিলেন এবং তিনি কাহার পুত্র জানিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে কাশ্যপনন্দন অরিষ্টনেমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। মহর্ষি অরিষ্টনেমা তাঁহাদিগের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ পূজোপকরণ আহরণ করিলে তাঁহারা কহিলেন, "হে মুনিবর! আমরা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি, অতএব আমরা এক্ষণে আপনার সৎকারের অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছি।"

মহর্ষি কহিলেন, "আমি আপনাদিগকে এইক্ষণেই তপোবল প্রদর্শন করিতেছি। আপনারা কি প্রকারে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছেন এবং সেই ব্রাহ্মণ বা কোথায়, বলুন।"

তাঁহারা তখন অরিষ্টনেমাকে যথাভূত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক সেই মুনিবরের মৃত-কলেবর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর সে স্থানে দেখিতে না পাইয়া স্বপ্নের ন্যায় বোধ করত গতচেতন ও লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। তখন ঋষিবর অরিষ্টনেমা

তাঁহাদিগকে কহিলেন, "হে নৃপতিগণ! আপনারা যাঁহাকে বিনাশিত করিয়াছেন, ইনিই সেই ব্রাহ্মণ; ইনি আমার পুত্র।" এই কহিয়া তিনি আপন পুত্রকে প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা সেই দৃষ্টচর ব্রাহ্মণকে দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! সেই মৃত মহর্ষি জীবিত হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছেন। হে বিপ্র! ইনি যাহার প্রভাবে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন, সেই তপোবীর্য্য কিরূপ, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে; যদি শ্রোতব্য হয়, বলুন।"

তার্ক্ষ্য কহিলেন, "নৃপগণ! মৃত্যু আমাদিগের নিকট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। মৃত্যুপ্রভাব আমাদিগের নিকট যে নিমিত্ত প্রতিহত হয়, এক্ষণে তাহা সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমরা কেবল সত্যই জানি, আমাদিগের মন মিথ্যাতে কখন অনুরক্ত হয় না, আমরা সর্ব্বদা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা এই সকল ব্রাহ্মণকে কেবল সদাচারের উপদেশ প্রদান করি, গর্হিতাচার-বিষয়ে কদাচ উপদেশ প্রদান করি না; এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা অতিথিগণকে অন্নপান ও ভৃত্যগণকে পর্য্যাপ্ত ভোজন প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ভোজন করি, এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা দান্ত, শান্ত, বদান্য, ক্ষমাশীল, তীর্থসেবী ও পুণ্যস্থাননিবাসী, এ নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা তেজস্বী দেশে বাস করি, এ নিমিত্ত আমাদের মৃত্যুভয় নাই। হে বিমৎসরগণ! আপনাদিগকে সংক্ষেপে এইমাত্র কহিলাম, এক্ষণে আপনারা প্রস্থান করুন, আপনাদিগের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপভয় আর নাই।"

অনন্তর হৈহয়-ভূপতিগণ তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ও তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চাশীত্যধিক-শততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণগণের সৌভাগ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে বৈন্য নামে এক রাজা অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মহর্ষি অত্রি বিত্তপ্রার্থনায় তৎসন্নিধানে গমন করিবার মানস করিলেন, কিন্তু ধর্ম্মপ্রকাশ হইলে অবশ্য ফলহানি হইবে, এই আশঙ্কায় সমধিক অর্থ আহরণে তাঁহার প্রত্যাশা ছিল না। পরিশেষে পর্য্যালোচনা করত বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও পুত্রগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "চল, আমরা নিরুপদ্রব অরণ্যে প্রস্থান করি, তথায় বহুসংখ্যক অক্ষয় ফললাভ হইবে। বোধ হয়, তোমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিবে।" তখন তাঁহার ভার্য্যা কহিলেন, "হে নাথ! আপনি বৈন্যসন্নিধানে গমন করিয়া ধন প্রার্থনা করুন। সেই যাজ্ঞিক রাজা আপনাকে অবশ্যই সমধিক অর্থদান করিবেন। আপনি তাঁহার নিকট ধনগ্রহণপূর্ব্বক পুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গকে উহা বিভাগ করিয়া দিয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করুন, তাহাতে কোন হানি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা উহাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

অত্রি কহিলেন, "হে মহাভাগে! মহর্ষি গৌতম কহিয়াছেন যে, বৈন্যরাজা ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যবাদী, কিন্তু তথায় আমার বিদ্বেষী কয়েকজন ব্রাহ্মণ-বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধর্ম্মকামার্থযুক্ত কল্যাণকর বাক্যও নিরর্থক বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন, এই নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিতে আমার মন নিতান্ত অপ্রশস্ত হইতেছে, কিন্তু কেবল তোমার বাক্য রক্ষার নিমিত্ত আমি বৈন্যযজ্ঞে গমন করিব, তথায় উপস্থিত হইলে রাজা আমাকে প্রভূত অর্থ ও গোদান করিবেন, সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া মহাতপাঃ অত্রি অনতিবিলম্বে বৈন্যযজ্ঞে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক মাঙ্গলিক মধুর-বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! আপনি ধন্য, প্রভু ও ভূমণ্ডলের প্রথমভূপতি, মুনিজনেরা আপনার

স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন, আপনা অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মা আর কেহ নাই।”

মহর্ষি গৌতম এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রোষাবেশ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, “হে অত্রে! তুমি এরূপ কথা আর কখন কহিও না, তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিণত হয় নাই। আমাদিগের প্রথম প্রতিপালক প্রজাপতি মহেন্দ্র ভিন্ন আর কেহই নাই।” অত্রি কহিলেন, “হে গৌতম! প্রজাপতি ইন্দ্রের ন্যায় ইনিও সমস্ত বিধান করিয়া থাকেন। তুমিই এক্ষণে মোহে অভিভূত হই-তেছ এবং তোমারই প্রজ্ঞা বলপরিহীন হইয়াছে।” গৌতম কহিলেন, “হে অত্রে! আমি সকলই জানি, আমি কখনও মোহে অভিভূত হই নাই, প্রত্যুত তুমি যখন মহারাজের সাক্ষাৎকারলাভ-প্রত্যাশায় জন-সমাজে এইরূপ স্তব করিতেছ, তখন লোকে তোমা-কেই মোহপরবশ বিবেচনা করিবে। তুমি ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ নও এবং সেই ধর্ম্মের প্রয়োজনও জান না। তুমি কোন কারণবশতঃ বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার স্বভাব অদ্যাপি বালকের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।”

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ বিবাদ করিতেছেন, দেখিয়া যজ্ঞদীক্ষিত মহর্ষিগণ পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহাঁরা কি প্রকার লোক? কোন্ ব্যক্তি বা ইহাঁদিগকে রাজসভাপ্রবেশে আদেশ প্রদান করিয়াছে? ইহাঁরা কি নিমিত্ত এ স্থানে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথোপ-কথন করিতেছেন?”

অনন্তর সর্ব্বধর্ম্মবিৎ কাশ্যপ তাঁহাদিগের সম্মু-খীন হইয়া বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মহামুনি গৌতম সভাস্থ সমস্ত মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, “হে দ্বিজোত্তমগণ! আমরা আপনাদিগের নিকট একটি প্রশ্ন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অত্রি বৈন্য-নৃপ-তিকে বিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, উহা সঙ্গত কি না?”

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষিগণ সত্বর হইয়া সংশয়-নিরাকরণার্থ ধর্ম্মজ্ঞ সনৎকুমারের নিকট গমন করিলেন। সনৎকুমার মুনিগণমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে তপোধনগণ! যেমন অনল অনিলের সহিত সংমিলিত হইলে সমস্ত বন দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর একত্র মিলিত হইলে সমুদয় শত্রুই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মস্থাপক ও প্রজাপালক, তিনি ইন্দ্র, শুক্র, বিধাতা ও বৃহস্পতিতুল্য, যিনি প্রজাপতি, বিরাট, সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, ভূপতি, নৃপ এই সকল শব্দ দ্বারা সংস্তূয়মান হয়েন, তাঁহাকে কে না অর্চ্চনা করিবে? সেই রাজা ধর্ম্মমার্গের প্রথম প্রবর্ত্তক, তিনি সতত নির্ভয়ে রক্ষা করেন, তিনি সকলের ঈশ্বর, স্বর্গের পথ-প্রদর্শক, জেতা, সত্যের আকর ও বিষ্ণুস্বরূপ। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ অধর্ম্ম-ভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইয়া ক্ষত্রিয়কে মহাবল-পরাক্রান্ত করিয়াছেন। যেমন দিবাকর স্বীয় করজাল বিস্তার-পূর্ব্বক দ্যুলোকে দেবগণের অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভূপতি পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের অধর্ম্ম নিরাকরণ করেন। এইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্টে রাজার প্রধানত্ব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব যিনি রাজাকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত হইল।”

অনন্তর বৈন্য-রাজা সিদ্ধান্ত-পক্ষের যাথার্থ্য-শ্রবণে প্রথম স্তুতিবাদক অত্রির প্রতি একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “হে দ্বিজোত্তম! আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং আমাকে নরোত্তম ও সর্ব্বদেবতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করি-লেন, এই নিমিত্ত আমি আপনাকে বসনভূষণে বিভূষিত দাসীসহস্র, দশ কোটি সুবর্ণ ও দশ রজতভার সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করুন।” তখন মহর্ষি অত্রি ন্যায়তঃ সমস্ত প্রতিগ্রহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রীত-মনে পুত্রগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিয়া তপোনুষ্ঠান-মানসে বন-প্রবেশ করিলেন।

ষড়শীত্যধিক-শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! এই স্থলে দেবী সর-স্বতী তার্ক্ষ্য কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। একদা তার্ক্ষ্য সর-স্বতী দেবীকে কহিলেন, “হে ভদ্রে! ইহলোকে মনু-ষ্যের শ্রেয়ঃ কি, কিরূপ আচার-ব্যবহারে তাহারা ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হয় না, কিরূপে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে

হয়, কোন্ কালেই বা দেবপূজা করিতে হইবে,আর কি কারণেই বা ধর্ম্মরক্ষা হয়? আপনি এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করুন; আমি তদনুসারে কার্য্য করিব ও আপনার উপদেশ-শ্রবণে নিষ্পাপ হইয়া পরিণামে স্বর্গলোক লাভ করিব।"

শুশ্রূষাপরবশ মহর্ষি তার্ক্ষ্য এইরূপ জিজ্ঞাসা [illegible]

কহিতে লাগিলেন, "হে তপোধন! যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি স্বাধ্যায়সম্পন্ন, শুচি ও অপ্রমত্ত; তিনি ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক দেবগণের সহিত প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। তথায় কনককমলালঙ্কৃত,বিপুল, বিশোক, তীর্থ-পরম্পরা-পরিশোভিত, মৎস্যসার্থ-সঙ্কুল, অপঙ্কিল ও রমণীয় পুষ্করিণী-সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞ পুণ্যবান্ লোকেরা হিরণ্যবর্ণ বহুবিধ দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও অতি-পবিত্র অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া প্রফুল্লমনে তাহার তীরে বিহার করিয়া থাকেন। গো-প্রদান করিলে উৎকৃষ্ট লোক, বলীবর্দ্দদানে সূর্য্যলোক, বসন-প্রদানে চান্দ্রমস লোক ও হিরণ্যদানে অমরত্বলাভ হয়। সুপ্রভা, সুপ্রদোহা, সুবৎসা ও অপলায়িনী ধেনু দান করিলে মানবগণ সেই ধেনুর রোমের সমসংখ্যক সংবৎসর দেবলোকে বাস করিয়া থাকে। যিনি অনন্তবীর্য্য, হলবাহী, ধুরন্ধর ও যুবা বলীবর্দ্দ দান করেন, তিনি দশ-ধেনু-দান-জন্য-লোক সমুদয় প্রাপ্ত হয়েন। দ্রবিণ ও অন্যান্য দক্ষিণা-দ্রব্য-সহকারে কাংস্যোপদোহসম্পন্ন সচেলা কপিলা প্রদান করিলে সেই কপিলা স্বীয় প্রসিদ্ধ গুণ দ্বারা কামদুহা হইয়া প্রদাতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধেনুর গাত্রে যাবৎসংখ্যক রোম বিদ্যমান থাকে, ধেনু-দানে তৎসম-সংখ্যক ফললাভ হয় এবং পরকালে প্রদাতার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া থাকে।

যিনি দ্রবিণ ও অন্যান্য দক্ষিণাদ্রব্যসহকারে কাংস্যোপদোহযুক্ত কাঞ্চননির্ম্মিত-শৃঙ্গসম্পন্ন তিলধেনু ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে বসুলোক লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মদোষে কাম-ক্রোধ প্রভৃতি দানববর্গ কর্ত্তৃক নিরন্তর নিরুদ্ধ, গাঢ়ান্ধকার-সমাচ্ছন্ন, ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়, ধেনুদানই মহাসমুদ্রে সমীরণপ্রেরিত নৌকার ন্যায় পরলোকে তাহার উদ্ধারের কারণ হইয়া উঠে। যিনি ব্রাহ্মবিধানানুসারে কন্যা দান ও বিধিপূর্ব্বক অন্যান্য প্রচুর দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকেন, তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়েন। যিনি নিয়মাবলম্বী ও সুশীল হইয়া ক্রমাগত [illegible]

বলে আপনাকে ও সপ্ত পূর্ব্ব এবং সপ্ত পর পুরুষকে পবিত্র করিয়া থাকেন।"

তার্ক্ষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দেবি! বেদোদিত অগ্নিহোত্র-ব্রত কিরূপ, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি অদ্য আপনা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব।" সরস্বতী কহিলেন, "হে তার্ক্ষ্য! অপ্রক্ষালিতপাণি, অশুচি, বেদানভিজ্ঞ ও অবিদ্বান্ ব্যক্তি কদাচ হোম করে না, কারণ, পরচিত্তানুসন্ধানপর শৌচপ্রিয় অমরগণ শ্রদ্ধাহীন লোক হইতে কদাচ হবনীয় দ্রব্যজাত গ্রহণ করেন না। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকেই অশ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহাদিগকে দেবহব্যে নিয়োগ করিলে সমুদয় বিফল হয়; অতএব তাদৃশ লোককে তদ্বিষয়ে কদাচ নিয়োগ করিবে না। যাঁহারা হুতশেষভোজী, সত্যব্রত, শ্রদ্ধাবান্ ও নিরহঙ্কার হইয়া হোম করেন, তাঁহারা অতি পবিত্র গোলোক লাভ এবং পরম-সত্যরূপ দেবকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।"

তার্ক্ষ্য কহিলেন, "হে দেবি! আপনি পরমাত্মরূপা প্রজ্ঞা, আপনি ব্রহ্মতত্ত্ব ও কর্ম্মকাণ্ড এই উভয়বিধ বিষয়েই নিবিষ্ট আছেন,আর ঐ সকল বিষয় আপনা কর্ত্তৃক দ্যোতমান হইতেছে জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কে?"

সরস্বতী কহিলেন, "আমি পরাপরবিদ্যারূপা দেবী, বিপ্রর্ষিগণের সংশয়নিবারণার্থ অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্ম্ম হইতে আবির্ভূত হইয়া তোমার সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক শ্রদ্ধা-সহকারে যথার্থ অর্থ-সমুদয় প্রকাশ করিলাম।" তার্ক্ষ্য কহিলেন, "হে দেবি! আপনার তুল্য আর কেহই নাই, আপনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় নিরন্তর বিরাজমান হইতেছেন। আপনার

রূপ দিব্য ও কান্তি অনন্ত; আপনি বুদ্ধিদেবীকে সতত ধারণ করিতেছেন।” সরস্বতী কহিলেন, “তপোধন! বানস্পত্য, ধাতুময়, পার্থিব ও অন্যান্য যে সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত যজ্ঞে উপপাদিত হইয়া থাকে, আমি তাহার উপযোগ দ্বারা বর্দ্ধিত, পরিতৃপ্ত ও রূপবতী হইয়া থাকি, তুমি আমার সেই দিব্যরূপ দর্শন ও আমাকে যজ্ঞস্বরূপ বোধ করিলে মুক্তি লাভ করিবে।”

তার্ক্ষ্য কহিলেন, “হে দেবি! শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিরা বিশ্বস্ত-মনে যাহাকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি অতি কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করেন, সেই শোক-দুঃখশূন্য মোক্ষ কি প্রকার এবং সাংখ্য-শাস্ত্রে যাঁহাকে চিরন্তন ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেই পরমাত্মা-কেও আমি জানি না, অতএব আপনি তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।” সরস্বতী কহিলেন, “হে তার্ক্ষ্য! স্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবেদান্তপারদর্শী মহর্ষিগণ বীতশোক ও বিষয়বাসনাবিহীন হইয়া ব্রত ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যোগসাধন দ্বারা যে পুরাতন পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তিনি পরমাত্মা; যে অবস্থাতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকেই মোক্ষ বলে। সেই পুরুষমধ্যে সহস্রশাখাসম্পন্ন পুণ্যগন্ধশালী বিশাল এক বেতসলতা শোভা পাইতেছে; তাহার মূলদেশ হইতে মধূদক-প্রস্রবণ অতি-পবিত্র স্রোতস্বতী-সকল প্রবাহিত হইতেছে। তাহার শাখায় শাখায় পুত্রাদি বিষয়সম্পন্না, ভ্রষ্টযবাপূপবিশিষ্টা, মাংসশাকযুক্তা, পায়স-কর্দ্দম-শালিনী মহানদীসকল সঞ্চরণ করিতেছে; সে স্থানে অগ্নিমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন। হে তার্ক্ষ্য! সেই আমার পরম স্থান।”

সপ্তাশীত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, “হে ব্রহ্মন্! মহর্ষি বৈবস্বত মনুর চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন।” মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্! প্রজা-পতিসম প্রভাসম্পন্ন মহাবল-পরাক্রান্ত অতি তেজস্বী অসামান্য-রূপসম্পন্ন বিবস্বৎপুত্র মনু নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি বিশাল বদরিকাশ্রমে কখন অধোমস্তক, কখন উর্দ্ধবাহু, কখন বা একপদে দণ্ডায়মান হইয়া নির্নিমেষ-লোচনে অযুত বৎসর অতি কঠোর তপো-নুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ফলতঃ ক্রমে ক্রমে তেজ, রূপ ও তপস্যা দ্বারা তিনি স্বীয় পিতৃপিতামহকে অতিক্রম করিলেন।

একদা তিনি আর্দ্র চীর পরিধান ও জটা ধারণপূর্ব্বক চীরিণী নদীতীরে তপস্যা করিতেছেন, এই অবসরে এক মৎস্য তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে কহিল, “ভগবন্! মহাবল মৎস্যেরা দুর্ব্বল মৎস্যদিগকে ভক্ষণ করিবে, আমাদিগের এই চিরন্তনী বৃত্তি বিধাতা কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, অতএব আমি অতি ক্ষুদ্র মৎস্য, মহা-বল মৎস্য হইতে সাতিশয় ভীত হইয়াছি; এক্ষণে আমাকে রক্ষা করুন। অঙ্গীকার করিতেছি, পশ্চাৎ আপনার প্রত্যুপকার করিব।” মৎস্যের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষির অন্তঃকরণে কারুণ্য-রসের সঞ্চার হইল। তখন তিনি অঞ্জলি দ্বারা মৎস্যকে উদক হইতে উদ্ধার করিয়া শশিকান্তি-ধবল অলিঞ্জরে নিক্ষেপ করত পুত্রভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

মৎস্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তদীয় কলেবর অলিঞ্জরমধ্যে অপর্য্যাপ্ত হওয়াতে তখন সে মনুকে কহিল, “হে ভগবন্! আজি আমাকে স্থানা-ন্তরে রক্ষা করুন।” তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অলিঞ্জর হইতে উদ্ধার করিয়া অতি বিশাল বাপীসলিলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাপী দ্বিযোজন আয়ত, একযোজন বিস্তৃত। মৎস্য বহুসংখ্যক বৎসর তথায় অবস্থান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইল। ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তীর্ণ সেই বাপীও তাহার পক্ষে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল, তখন সে মনুকে পুনরায় আহ্বান করিয়া কহিল, “ভগ-বন্! আপনি আমাকে এক্ষণে সাগরগামিনী গঙ্গায় সংস্থাপিত করুন, আমি তথায় বাস করিব অথবা আপ-নার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন, আমি অসূয়াপরবশ না হইয়া আপনার আদেশ পালন করিব। আমি

আপনারই প্রযত্নাতিশয়-সহকারে এইরূপ পারবর্দ্ধিত ও বৃহৎ মৎস্য হইতে রক্ষিত হইয়াছি।”

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষি মনু স্বয়ং সেই মৎস্যকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। সে তথায় কিছু কাল বাস করত সমধিক পারবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে মনুকে কহিল, “ভগবন্! আমার কলেবর অধিকতর বিস্তীর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে এ স্থলেও আর অঙ্গ-চালনা করিতে পারি না। অধুনা প্রসন্ন হইয়া অবিলম্বে আমাকে লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করুন।” অনন্তর মহর্ষি স্বয়ং তাহাকে ভাগীরথী হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে তাহার স্পর্শ, গন্ধ ও বৃহদাকার বহন জন্য কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব না করিয়া অনায়াসে বহন করিতে লাগিলেন, পরে সাগর-তীরে সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে সলিলে নিক্ষেপ করিলেন।

মৎস্য তৎক্ষণাৎ সহাস্য-আস্যে কহিল, “হে করুণা-ময়! আপনি আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন, আমিও আপনার প্রত্যুপকার করিতে ত্রুটি করিব না। এক্ষণে যে এক বিষম ব্যাপার ঘটিবার কাল উপস্থিত, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। সংসারের সংহার-সময় সমাগত হইয়াছে, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় বিশ্ব অচিরকালমধ্যেই প্রলয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব আজি আমি আপনাকে হিতকর ও শ্রেয়স্কর কার্য্যে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সতর্ক করিতেছি, আপনি রজ্জুসংযুক্ত সুদৃঢ় একখানি নৌকা নির্ম্মাণ করাইবেন এবং স্বয়ং সপ্তর্ষিগণের সহিত যথোক্ত বীজ-সকল ভিন্ন ভিন্নরূপে স্থাপিত ও রক্ষা করত ঐ নৌকায় আরোহণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ আমার প্রতীক্ষা করিবেন। পরে আমি শৃঙ্গ-সম্পন্ন হইয়া আবির্ভূত হইব। হে তপোধন! আমা ব্যতিরেকে আপনি এই দুস্তর সলিলরাশি হইতে কদাচ পরিত্রাণ পাইবেন না। এক্ষণে আমি চলিলাম, কিন্তু যেরূপ কহিলাম, ইহার যেন অন্যথা না হয়, আমার বাক্যে আপনি কোন আশঙ্কা করিবেন না।” তখন মনু ‘তথাস্তু’ বলিয়া মৎস্যবাক্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর পরস্পর পরস্পরকে আমন্ত্রণ করিয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন

মহর্ষি মনু মৎস্যের আদেশানুসারে নৌকা ও বীজ সমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরসলিলে প্লবমান হইতে লাগিলেন এবং সেই মৎস্যকে একান্তমনে চিন্তা করিতে সমাসক্ত হইলেন। মৎস্য মহর্ষি মনুকে চিন্তিত জানিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইল। মনু শৃঙ্গসম্পন্ন ও উন্নত পর্ব্বততুল্য সেই মৎস্যকে অর্ণবমধ্যে অবলোকন করিয়া তদীয় শৃঙ্গে পাশ সংযত করিলেন। সে তখন মহাবেগে সেই পাশবদ্ধ নৌকা আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে উত্তাল ঊর্ম্মিমালা উত্থিত হইল; বারিরাশি গর্জ্জন করিতে লাগিল, দেখিলে বোধ হয় যেন, মহাসাগর নৃত্য করি-তেছে। নৌকা প্রবল বায়ুবেগে ক্ষুভিত ও মদমত্ত চপলস্বভাব অবলার ন্যায় বারংবার বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তখন ভূমি বা দিগ্বিদিক্ কিছুই নিরীক্ষিত হইল না। ভূলোক ও দ্যুলোক কেবল জলময় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে লোক-সকল প্রলয়জলে বিলীন হইলে কেবল সপ্তর্ষিগণ, মনু ও মৎস্য ইঁহারাই পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। মৎস্য নিরলস হইয়া এইরূপে অনেক বৎসর সাগরসলিলে নৌকা আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর হিমাচলের এক উন্নত শৃঙ্গ পরিদৃশ্যমান হইলে মৎস্য সেই শৃঙ্গাভিমুখে নৌকা লইয়া গমন করিল। ক্রমে ক্রমে তাহার সন্নিহিত হইলে মৎস্য হাস্য-মুখে মহর্ষিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “হে তপো-ধনগণ! আপনারা এই গিরিশৃঙ্গে কিয়ৎকাল নৌকা বন্ধন করিয়া রাখুন।” তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তথায় নৌকা বন্ধন করিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি হিমালয়ের ঐ শৃঙ্গ ‘নৌবন্ধনশৃঙ্গ’ বলিয়া লোকে প্রথিত আছে।

অনন্তর মৎস্য ঋষিদিগকে কহিল, “হে মহর্ষিগণ! আমি পরাৎপর প্রজাপতি ব্রহ্মা; মৎস্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া এই বিপদ্ হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করি-লাম। এক্ষণে এই বৈবস্বত মনু স্থাবর, জঙ্গম, দেবা-সুর, মানব প্রভৃতি প্রজাবর্গ ও লোকসকল সৃষ্টি করি-বেন। অতি তীব্র তপঃপ্রভাবে ইঁহার প্রতিভা প্রকা-শিত ও অপ্রতিহত হইবে; ইনি আমারই প্রসাদবলে

প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে মোহপরিশূন্য হইবেন।” এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

প্রজাসিসৃক্ষু ভগবান্ মনু সৃষ্টি করিবার সময়ে মোহে অভিভূত হইলেন। পরে তিনি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রভাবসম্পন্ন হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এই উপাখ্যান মাৎস্য উপাখ্যান বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমি এই সর্ব্বপাপহর উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মনুচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবে, সে সুখী ও পরিপূর্ণমনোরথ হইয়া সকল লোকে গমন করিবে।

অষ্টাশীত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে পুনরায় যশস্বী মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, “হে তপোধন! আপনি অনেক সহস্র যুগান্ত অবলোকন করিয়াছে। মহাত্মা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ব্যতিরেকে অন্য কেহই আপনার সদৃশ আয়ুষ্মান্ নহেন। প্রলয়কালে এই ভূলোক দেবদানব-বর্জ্জিত ও অন্তরীক্ষ-বিহীন হইলে পর আপনিই ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রলয় নিরত্ত হইলে যৎকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইয়া দিক্-সমুদয় বায়ুভূত করত সেই সেই উপায় দ্বারা জলবিক্ষেপপূর্ব্বক চতুর্বিধ ভূতের সৃষ্টি করেন, তখন সেই সমুদয় ভূতনির্ম্মাণ আপনিই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আপনিই সমাধিতৎপর হইয়া লোকগুরু সর্ব্বলোক-পিতামহ সাক্ষাৎ বিধাতার আরাধনা করিয়াছেন। হে বিপ্রসত্তম! আপনি অনেক উপায়ে এই সমস্ত বস্তু আত্মসন্নিত করিয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা মরীচি প্রভৃতি বেধাদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। আপনি নারায়ণের প্রধান ভক্ত; পরলোকে স্তূয়মান হইয়া থাকেন। আপনি অনেকবার যোগকলা দ্বারা হৃদয়কমল উদ্ঘাটিত করিয়া বৈরাগ্য ও যোগরূপ নেত্রদ্বয়ে কামরূপী ব্রহ্মাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন এই নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রসাদে সর্ব্বান্তক মৃত্যু ও দেহনাশিনী জরা আপনার শরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। যৎকালে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্রমা, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেব, অসুর ও মহোরগ প্রভৃতি সমুদয় স্থাবরজঙ্গম একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই সময় একাকী আপনি একার্ণবে পদ্মপত্রশায়ী অমিতাত্মা সর্ব্বভূতেশ্বর ব্রহ্মার উপাসনা করেন। আপনি সমুদয় পূর্ব্ববৃত্ত অনেকবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সকল লোকমধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আমি আপনার নিকট তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।”

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি শাশ্বত, অব্যয়, অব্যক্ত, অতিসূক্ষ্ম, গুণস্বরূপ, নির্গুণাত্মা, পুরাণ পুরুষ স্বয়ম্ভূকে নমস্কার করিয়া তোমার সমীপে সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সেই পীতবাসা জনার্দ্দন, ইনি কর্ত্তা, বিবিধ রূপের বিধাতা, সর্ব্বভূতাত্মা, ভূতনির্ম্মাতা, অচিন্ত্য, মহৎ, আশ্চর্য্য ও পরম পবিত্র। ইনি অনাদিনিধন, বিশ্বাত্মক, অব্যয় ও অক্ষয়। ইনি স্বয়ং কর্ত্তা, কাহারও কার্য্য নহেন; ইনি পুরুষত্বের কারণ। ইনিই বেদের অবিদিত সেই পরম পুরুষকে জানেন।

হে মনুজসত্তম! প্রলয়কালে সমুদয় বিনষ্ট হইলে অবাঙ্মনসগোচর পরমাত্মা হইতেই এই আশ্চর্য্যপরিপূর্ণ সমস্ত জগৎ পুনরায় সৃষ্ট হয়। তাহার প্রথম সত্যযুগ; সেই সত্যযুগের পরিমাণ চতুঃসহস্র বৎসর। ঐ যুগের সন্ধ্যা চতুঃশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও সেইরূপ। ত্রেতাযুগ ত্রিসহস্র বর্ষ-প রামিত; উহার সন্ধ্যা ত্রিশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও তাদৃশ। দ্বাপরযুগের পরিমাণ দ্বিসহস্র বৎসর; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেক দ্বিশত বৎসর। কলিযুগ এক সহস্র বর্ষমাত্রাত্মক; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক শত বৎসর। হে মহারাজ! কলিযুগ ক্ষয় হইলে পুনরায় সত্যযুগ সমুপস্থিত হয়; এইরূপ দ্বাদশ-সহস্র-বার্ষিক যুগাখ্যা পরিকীর্ত্তিত হইল। সহস্র মানুষী যুগাখ্যা এক ব্রাহ্মী যুগাখ্যার সমান। এই বিশ্ব ব্রহ্মভবনে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পণ্ডিতগণ সেই বিশ্বপরিবর্ত্তনকেই প্রলয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন

হে নরনাথ! কলিযুগ অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে মনুষ্যগণ প্রায় মিথ্যাবাদী হইবে। তৎকালে যজ্ঞ-প্রতিনিধি,

দান-প্রতিনিধি ও ব্রতপ্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের ন্যায় আচরণ করিবে এবং শূদ্রগণ ধনোপার্জ্জনপরায়ণ ও ক্ষাত্রধর্ম্মানুবর্ত্তী হইবে। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ ও স্বাধ্যায়ে জলাঞ্জলি প্রদান এবং দণ্ড ও অজিন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বভক্ষ হইবে এবং জপ প রিত্যাগ কারলে শূদ্রগণ জপপরায়ণ হইবে। এইরূপে লোকমর্য্যাদা বিপরীত হওয়াই প্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

হে রাজন্! ঐ সময় আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লিক, শূর ও আভীর প্রভৃতি বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতীয় ভূপতিগণ মিথ্যাবাদপরায়ণ ও পাপাসক্ত হইয়া মিথ্যা শাসন করিবে। তৎকালে কোন ব্রাহ্মণই স্বধর্ম্মোপজীবী হইবে না। যাবতীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিরুদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। মনুষ্যগণ অল্পায়ু, অল্পবল, অল্পপরাক্রম, অল্পদেহ ও অল্পসত্য-ভাষী হইবে। জনপদ-সমুদয় শূন্যপ্রায় ও দিক্‌সকল মৃগ ও হিংস্রজন্তু-সমূহে পরিপূর্ণ হইবে। মনুষ্যগণ কপট ব্রহ্মবাদী হইবে। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণকে 'ভো' বলিয়া সম্বোধন করিবে, ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে আর্য্য বলিয়া সম্বোধন কারবে, জন্তুসংখ্যার বৃদ্ধি হইবে গন্ধদ্রব্যের তাদৃশ গন্ধ থাকিবে না। রস সমুদয় তদ্রূপ সুস্বাদু হইবে না এবং মনুষ্যগণ অনেকাপত্য, হ্রস্বদেহ ও আচারভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। কামিনীগণ আপন মুখে ভগকার্য্য সমাধান করিবে। জনপদস্থ মনুষ্য-সমুদয় সতত ক্ষুধাদিগ্রস্ত হইবে, চতুষ্পথ লম্পট ও বেশ্যাগণে পরিপূর্ণ হইবে এবং পত্নীগণ স্বামীদিগের দ্বেষ করিবে। ধেনু-সকল অল্পদুগ্ধ প্রদান করিবে এবং বৃক্ষগণ অল্প-পুষ্পফলযুক্ত ও বায়স-কুলাকীর্ণ হইবে। লোভমোহপরতন্ত্র ব্রাহ্মণগণ কপট ধর্ম্মচিহ্ন-পরিরত হইয়া ব্রহ্মহত্যানুলিপ্ত মিথ্যাবাদী রাজগণের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে। গৃহস্থগণ সমধিক করপ্রদানভয়ে ভীত হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণগণ বাণিজ্যোপজীবী হইবে এবং অনর্থক মুনিগণের ন্যায় নখরোম ধারণপূর্ব্বক ছদ্মবেশে অবস্থান করিবে। ব্রহ্মচারিগণ অর্থলোভে বৃথাচার, মদ্যপায়ী ও গুরুতল্পগামী হইবে। মনুষ্যগণ ইহলোকে কেবল মাংস ও শোণিত-বর্দ্ধনের চেষ্টা করিবে। আশ্রম-সকল পরান্নভোজী পাষণ্ড-সমুদয়ে সংকীর্ণ হইয়া উঠিবে। ভগবান্ ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করিবেন না। সমুদয় বীজ হইতে অঙ্কুর সম্যক্‌রূপে উদ্ভিন্ন হইবে না। লোক-সকল হিংসাপরায়ণ ও অশুচি হইয়া উঠিবে; অধর্ম্মফল প্রবল হইবে।

হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ হইলে মানব অল্পায়ু হইবে। ফলতঃ তৎকালে কোন ধর্ম্মই থাকিবে না। মানবগণ কূট-পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিবে। বণিক্‌গণ বহুবিধ কপট ব্যবহার করিবে। ধর্ম্মের বলহানি ও অধর্ম্ম বলীয়ান্ হইয়া উঠিবে। ধার্ম্মিষ্ঠ মানবগণ অতি হীন, অল্পায়ু ও দরিদ্র হইবে, পাপাত্মারা পরিবর্দ্ধিত, দার্ঘায়ু ও সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। ধর্ম্মভ্রষ্ট প্রজাগণ নাগরিকদিগের ক্রীড়ার সময়ে ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপায় ব্যবহার করিবে, লোক-সকল অল্পমাত্র ধনে ঐশ্বর্য্যশালীর ন্যায় গর্ব্বিত হইবে। বিশ্বাসপূর্ব্বক নির্জ্জনে ন্যস্ত ধন-সকল অপহরণ করিবার নিমিত্ত লজ্জা পরিহার করত 'আমার নিকট তোমার ধন নাই,' বলিয়া ন্যাসকারীকে প্রত্যাখ্যান করিবে। নরমাংস-লোলুপ জন্তু, পক্ষী ও মৃগ নগরের ক্রীড়া-স্থান ও চৈত্য-সমুদয়ে শয়ান থাকিবে। কামিনীগণ সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গর্ভবতী হইবে, পুরুষগণ দশ বা দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমসময়ে পুত্রোৎপাদন করিবে এবং মনুষ্যগণ ষোড়শ বর্ষেই জরাগ্রস্ত হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই করাল-কালকবলে নিপতিত হইবে। বালকগণ বৃদ্ধদিগের ন্যায় ও বৃদ্ধেরা বালকগণের ন্যায় ব্যবহার করিবে। বিপরীতাচারিণী রমণীগণ উপযুক্ত পতিদিগকে বঞ্চনা করত দাস ও পশুদিগকে লইয়া আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। কি বীরপত্নীগণ, কি অন্যান্য মহিলাগণ সকলেই পতি বর্ত্তমানেও পুরুষান্তর-সংসর্গ করিবে।

হে মহারাজ! কলিযুগের শেষে সমুদয় প্রাণিগণের আয়ুক্ষয় হইলে বহুবার্ষিক অনাবৃষ্টি হইবে। তন্নিবন্ধন অনেকানেক ক্ষুধিত অল্পসার প্রাণিগণ শমনসদনে গমন করিবে। তৎপরে এককালে সপ্ত সূর্য্য সমুদিত হইয়া সমুদ্র ও নদী-সকলের জল শোষণ করিবে। শুষ্কই হউক বা আর্দ্রই হউক, যে কিছু

তৃণকাষ্ঠ পৃথিবীতে থাকিবে, তৎসমুদয় ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অনন্তর সংবর্ত্তক নামে বহ্নি বায়ু-সহায় হইয়া আদিত্যোপশোষিত ভূমণ্ডল আক্রমণ করিবে এবং পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক দেব, দানব ও যক্ষগণের ভয়োৎপাদন করিবে।

হে রাজন্! এইরূপে সেই অগ্নি পৃথিবীস্থ ও পাতালতলস্থ সমুদয় পদার্থ দগ্ধ করিবে। ফলতঃ সেই অমঙ্গলবিধায়ক বায়ু ও সংবর্ত্তক অনল দ্বারা দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ সমুদয় জগৎ এককালে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তৎপরে গজকুলসদৃশ, তড়িন্মালা-বিভূষিত অদ্ভুতদর্শন মেঘসকল নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইবে। এই সমস্ত মেঘের মধ্যে কতকগুলি নীলোৎপলসন্নিভ, কতকগুলি কুমুদের ন্যায়, কতকগুলি কিঞ্জল্কসদৃশ, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলি হরিদ্রাকার, কতকগুলি কাকডিম্ব তুল্য, কতকগুলি পদ্মপত্রবর্ণ, কতকগুলি হিঙ্গুলবর্ণ, কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নগরাকার, কতকগুলি গজযূথসন্নিভ, কতকগুলি অঞ্জনবর্ণ ও কতকগুলি মকরসদৃশ, ঐ সমস্ত বিদ্যুন্মালাবিভূষিত ঘোররূপ গভীরনিস্বন পরমেষ্ঠিপ্রেরিত জলধরপুঞ্জ নভোমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া মুষলধারে বারিবর্ষণপূর্ব্বক পর্ব্বত ও কাননসমবেত সমুদয় মেদিনীমণ্ডল প্লাবিত ও সেই ঘোরতর অশিব সংবর্ত্তকহুতাশন নির্ব্বাপিত করিবে।

হে পাণ্ডবনাথ! এইরূপে ক্রমাগত দ্বাদশবৎসর অবিচ্ছেদে বৃষ্টিধারা পতিত হইলে পর সমুদ্রজল বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া উঠিবে। ঐ সময় পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ ও পৃথিবী জলনিমগ্ন হইয়া যাইবে। পরে সেই সমুদয় বারিধর প্রবল বায়ুবেগে আহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণপূর্ব্বক সহসা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তখন কমলালয় আদিদেব স্বয়ম্ভূ আকাশসঙ্কোচ করিয়া সেই প্রবল পবন পান করিয়া নিদ্রাগত হইবেন।

হে মহীপাল! সেই প্রলয়কালে সমুদয় দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, শ্বাপদ, মহীরুহ, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গম বিনষ্ট হইয়া কেবল একার্ণবমাত্র অবশিষ্ট হইলে আমি একাকী সেই অসীম সলিলে সন্তরণপূর্ব্বক সমুদয় বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইব। এইরূপে সুদীর্ঘকাল নিরবলম্ব হইয়া জলে প্লবমান হইতে হইতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিব। কিয়ৎকালানন্তর সেই একার্ণবমধ্যে এক বিশাল ন্যগ্রোধপাদপ আমার নয়নগোচর হইবে। হে রাজন্! ঐ পাদপের সুবিস্তীর্ণ শাখায় দিব্যাস্তরণসংস্তীর্ণ পর্য্যঙ্কোপরি সমুপবিষ্ট পূর্ণচন্দ্রনিভানন কমললোচন এক বালক আমার নেত্রপথে পতিত হইবেন। আমি তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিব, "কি আশ্চর্য্য! সমুদয় লোক বিনষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই শিশু এ স্থানে কিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন?" হে মহারাজ! আমি ত্রিকালজ্ঞ হইয়াও তৎকালে ধ্যান দ্বারা ঐ শিশুকে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইব না। ঐ বালক অতসীকুসুমসন্নিভ ও শ্রীবৎসভূষিত, দেখিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আবাস বলিয়া বোধ হয়।

তখন সেই কমলনয়ন বালক সুমধুর বাক্যে আমাকে কহিবেন, "হে মার্কণ্ডেয়! আমি তোমাকে জানি; তুমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামবাসনা করিতেছ, অতএব আমার শরীরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যত কাল ইচ্ছা হয়, বাস কর। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।" হে রাজন্! বালকের ঐ বাক্য-শ্রবণে আমার স্বীয় দীর্ঘজীবিত ও মনুষ্যত্বে নিতান্ত নির্ব্বেদ সমুপস্থিত হইবে। অনন্তর সেই বালক সহসা মুখব্যাদান করিবেন; আমিও দৈবযোগে তাঁহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিব।

হে মহারাজ! তদনন্তর আমি সহসা তাঁহার জঠরমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ রাজ্য ও নগরসমাকীর্ণ সমুদয় মেদিনীমণ্ডল অবলোকন করত ভ্রমণ করিব। তথায় গঙ্গা, শতদ্রু, সীতা, যমুনা, কৌশিকী, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, বিপাশা, গোদাবরী, বস্বোকসারা, নলিনী, নর্ম্মদা, তাম্রা, বেণ্বা, পুণ্যতোয়া, শুভাবহা, সুবেণা, কৃষ্ণবেণা, ইরামা, বিতস্তা, কাবেরী, শোণ, বিশল্যা ও কিম্পুনা প্রভৃতি নদী সকল; যাদোগণনিষেবিত, নানারত্ন-সংযুক্ত পয়োনিধি; চন্দ্রসূর্য্যবিরাজিত জাজ্বল্যমান গগনমণ্ডল এবং নানাবিধ বনরাজি বিরাজিত হইতেছে; ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। ক্ষত্রিয়গণ সকল বর্ণের অনুরঞ্জন করিতেছেন, বৈশ্যগণ যথাবিধি কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ

করিতেছে ও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষায় নিরন্তর নিরত রহিয়াছে। হিমাচল, হেমকূট, নিষধ, রজতসঙ্কীর্ণ শ্বেতগিরি, গন্ধমাদন, মন্দর, মহাগিরি নীল, কনকময় মেরু, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, মলয়, পারিপাত্র প্রভৃতি রত্নবিভূষিত পর্ব্বত সমুদয় শোভা পাইতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি জন্তুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। শাক্রাদি সমুদয় অমর, সাধ্য, রুদ্র, রাজ্র, আদিত্য, গুহ্যক, পিতৃলোক, সর্প, নাগ, সুপর্ণ, বসু, অশ্বিনীকুমার, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ ও ঋষিগণ এবং কালেয় প্রভৃতি দৈত্য-দানবগণ স্বচ্ছন্দে রহিয়াছে। পূর্ব্বে লোকমধ্যে যাহা যাহা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই সেই মহাত্মার কুক্ষিদেশে দেখিতে পাইব।

হে রাজন্! আমি এইরূপে তাঁহার উদরমধ্যে সমুদয় জগৎ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বহু সহস্র বৎসর ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তাঁহার শরীরের অন্ত পাইবার নিমিত্ত সতত ধাবমান হইব, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। তখন আমি উপায়ান্তর না পাইয়া কায়মনোবাক্যে সেই বরদাতা রমণীয় দেবের শরণাগত হইব। তৎপরে অকস্মাৎ তাঁহার বিবৃত মুখবিবর হইতে বায়ুবেগে বিনির্গত হইয়া নিরীক্ষণ করিব যে, সেই বালবেশধারী শ্রীবৎসাঙ্কিতকলেবর অমিততেজাঃ পুরুষ সেই বটবৃক্ষের শাখাতেই রহিয়াছেন। তিনি তৎকালে আমাকে সন্দর্শন করিয়া প্রীতচিত্তে সহাস্যবদনে কহিবেন, 'হে মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয়! তুমি বহুকাল জলে প্লবমান হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলে, কেমন, এখন ত আমার শরীরমধ্যে বাস করিয়া উত্তমরূপে পরিশ্রমাপনোদন করিলে?'

অনন্তর আমার নূতন দৃষ্টি পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইলে তদ্দ্বারা লব্ধচেতাঃ আত্মাকে বিনির্ম্মুক্ত দেখিব। তখন সেই অমিততেজাঃ বালকের অপরিমিত প্রভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার রক্ততলসুপ্রতিষ্ঠিত চরণযুগল মস্তকে ধারণ ও বন্দনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়-বচনে কহিব, 'আমার কি শুভাদৃষ্ট! অদ্য সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ কমললোচনকে দেখিলাম। হে দেব! তোমার এই অদ্ভুত মায়া ও তোমাকে জানিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। আমি তোমার আস্য দ্বারা তোমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জঠরমধ্যে দেব, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, নর, পর্ব্বত, কানন প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ অবলোকন করিলাম। হে দেব! তোমার প্রসাদে আমার স্মৃতি তিরোহিত হয় নাই। আমি তোমার শরীরমধ্যে সতত দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তোমারই ইচ্ছানুসারে বহির্গত হইলাম। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি তোমাকে জানিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। তুমি কি নিমিত্ত সমুদয় জগৎ ভক্ষণ করিয়া বালকবেশে এই প্রদেশে অবস্থান করিতেছ? কি নিমিত্ত এই সমুদয় জগৎ তোমার শরীরস্থ হইয়া রহিয়াছে? আর কত কালই বা তুমি এই স্থানে থাকিবে? হে দেবেশ! তোমার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। কেন না, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা নিতান্ত মহৎ ও অচিন্ত্য।'

সেই মহাদ্যুতি দেবদেব আমার বাক্য-শ্রবণানন্তর আমাকে সান্ত্বনা করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিবেন।

ঊননবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

দেব কহিলেন, 'হে বিপ্র! দেবতারাও আমাকে যথার্থরূপে অবগত হইতে পারেন নাই। আমি যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্তই কহিব। হে বিপ্রর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত, আমার শরণাগত এবং প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠাতা, এই জন্য আমি সাক্ষাৎ তোমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলাম। আমি জলের নার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলাম; সেই নার সর্ব্বদা আমার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়; এই জন্য আমি নারায়ণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি। আমি কারণস্বরূপ, শাশ্বত, অব্যয় এবং সর্ব্বভূতের বিধাতা ও সংহর্ত্তা; আমি বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, প্রেতাধিপতি যম; আমিই শিব, সোম, কাশ্যপ ধাতা, বিধাতা ও যজ্ঞ। অগ্নি আমার মুখ, পৃথিবী আমার পদ, সূর্য্য, চন্দ্র আমার দুই নেত্র, স্বর্গ আমার মস্তক, আকাশ ও দিক্ আমার দুই শ্রবণ; মহাদিক্ ও মহাকাল আমার শরীর, বায়ু আমার মন। আমি বহু শত সুদক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিয়াছি। দেবযজন-প্রবৃত্ত বেদবেত্তা স্বর্গাকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয় ও স্বর্গজিগীষু বৈশ্যগণ আমার উদ্দেশেই যাগ করিয়া থাকে। আমি শেষ নাগ হইয়া মেরুমন্দর-সহিত চতুঃসমুদ্র-বেষ্টিত বসুন্ধরা ধারণ করিয়া আছি। আমিই পূর্ব্বে বরাহদেহ পরিগ্রহ করিয়া স্ববীর্য্য-প্রভাবে প্রলয়জলবিলীন বসুন্ধরা সমুদ্ধৃতা করিয়াছিলাম। আমিই বড়বামুখ অগ্নিস্বরূপ হইয়া অসীম সলিল সমুদয় পান করিয়া পুনরায় পরিত্যাগ করিয়া থাকি। আমার মুখ ব্রাহ্মণ, ভুজদ্বয় ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় বৈশ্য ও পাদদ্বয় শূদ্র হইয়াছে। ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদ আমা হইতে প্রাদুর্ভূত হয় এবং আমাতেই প্রবেশ করে।

শান্তিপরায়ণ, সংযতাত্মা, জিজ্ঞাসু, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ বিপ্রগণ ধ্যানপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। আমিই সংবর্ত্তক অগ্নি, আমিই সংবর্ত্তক অনিল ও আমিই সংবর্ত্তক সূর্য্য। আকাশমণ্ডলে যে সকল নক্ষত্র নেত্রগোচর হইতেছে, ঐ সকল আমারই লোমকূপ; সমুদয় সমুদ্র ও চতুর্দ্দিক্ আমার বসন, শয়ন ও নিলয়; আমিই দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সেই সকলকে বিভক্ত করিয়াছি। কাম, ক্রোধ, হর্ষ, শোক, মোহ এবং শুভসাধন সত্য, দান, কঠোর তপস্যা ও জীবের প্রতি হিংসা আমারই রোমস্বরূপ।

মনুষ্যেরা আমারই বিধানক্রমে জায়মান, মায়াভিভূত ও আমারই দেহচারী হইয়া চেষ্টমান হয়; কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমে নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ সম্যক্‌রূপে বেদাধ্যয়ন করেন, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আত্মাকে শান্ত করেন, ক্রোধকে পরাজয় করেন, তাঁহারাই আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্যক্তি দুষ্কৃতকর্ম্মা, লোভাভিভূত, কৃপণ, অনার্য্য ও অকৃতাত্মা, সে ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয় না। যোগসেবিত পথ শুদ্ধাত্মাদিগের যেরূপ সুগম, মূঢ়গণের সেইরূপ দুষ্প্রাপ্য।

যে যে সময়ে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। যে সময়ে হিংসাপরায়ণ ও সুরগণের অবধ্য দৈত্য বা রাক্ষসগণ উৎপন্ন হয়, আমি সেই সময়ে মানুষদেহ ধারণপূর্ব্বক শুভকর্ম্মাদিগের গৃহে উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগকে দমন করত সকল শান্ত করি; আমি দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও অন্যান্য চরাচর সৃষ্টি করিয়া আত্মমায়ার প্রভাবে তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকি এবং পুনরায় কর্ম্মকালে মর্য্যাদা-বন্ধনের নিমিত্ত মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অচিন্তনীয় দেহ সকল সৃষ্টি করি।

আমি সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ, ত্রেতাযুগে পীতবর্ণ, দ্বাপরযুগে রক্তবর্ণ ও কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকি। সেই সময়ে অধর্ম্মও তিন পাদ হয়। আমি অন্তকালে অতি দারুণ কালস্বরূপ হইয়া সমুদয় চরাচর বিনাশ করিয়া থাকি। আমি ত্রিবর্ত্মা, বিশ্বাত্মা, সর্ব্বলোকের সুখদাতা, সকলের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, হৃষীকেশ ও প্রচুর বিক্রমশালী। আমিই একাকী সর্ব্বভূতান্তক নীরূপ কালচক্র গ্রহণ করি।

হে মুনিপ্রধান! আমার আত্মা এব কারে সর্ব্বভূতে নিহিত হইয়া আছে, কিন্তু তাহা কেহই অবগত হইতে পারে না। সকল ভুবনেই আমার ভক্ত-সকল আমাকে পূজা করিতেছে। তুমি আমার নিমিত্ত যে কিছু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তোমার সুখোদয়ের নিমিত্ত ও কল্যাণের হেতু হইবে। তুমি যে কিছু চরাচর দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, সে সকলই আমার আত্মা। আমি ভূতভাবনরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমিই শঙ্খচক্র-গদাধারী নারায়ণ, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার শরীরের অর্দ্ধভাগ। যখন কলিযুগের পরিবর্ত্তন হয়, তখন আমি সর্ব্বপ্রাণীকে মোহিত করিয়া নিদ্রিত হই এবং অশিশু ব্রহ্মা শিশুরূপ ধারণ করিয়া যাবৎ জাগরিত না হয়েন, তাবৎ আমি এইরূপে অবস্থান করি।

হে মুনিপুঙ্গব! আমি বারংবার তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে বরপ্রদান করিয়াছি। তুমি যে সমুদয় চরাচর বিলীন ও একার্ণব অবলোকন করিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলে, আমি তাহা অবগত হইয়াই তোমাকে জগৎ প্রদর্শন করিয়াছি। তুমি যখন আমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলে, তখন তুমি সমস্ত লোক অবলোকন করিয়া বিস্ময়বশতঃ আর কিছু অনুভব করিতে পার নাই। এই নিমিত্ত আমি তোমাকে অবিলম্বে মুখ হইতে নিঃসারিত করিলাম। আমি তোমাকে সুরাসুরের দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব কহিলাম,

এক্ষণে মহাতপাঃ ব্রহ্মা যাবৎ জাগরিত না হয়েন, তুমি তাবৎ এই স্থানে বিশ্রব্ধচিত্তে সুখে সঞ্চরণ কর। পরে সেই সর্ব্বলোকপিতামহ প্রবোধিত হইলে আমি একাকী সমুদয় শরীর, আকাশ, পৃথিবী, জ্যোতি, বায়ু ও সলিল প্রভৃতি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম ও অন্যান্য অবশিষ্ট বস্তু সমুদয় সৃষ্টি করিব।”

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! সেই পরমাদ্ভুত দেব এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে এই সমস্ত বিবিধ বিচিত্র প্রজা দৃষ্টিগোচর হইল। হে রাজন্! আমি যুগক্ষয়ে এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলাম: আমি তখন যে কমলায়তলোচন দেবকে দর্শন করিয়াছিলাম, তোমরা সেই পুরুষোত্তমের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধন করিয়াছ, আমি ইহাঁরই বরপ্রভাবে অব্যাহত স্মৃতিশক্তি লাভ করিয়াছি এবং দীর্ঘায়ু ও স্বেচ্ছামরণ হইয়াছি। এই বৃষ্ণিবংশসম্ভূত কৃষ্ণ এক্ষণে ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু ইনিই পুরাণপুরুষ, বিভু, অচিন্ত্যাত্মা, ধাতা, বিধাতা, সংহর্ত্তা, সনাতন, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, গোবিন্দ, প্রজাপতি ও প্রভু। এই জন্মরহিত পীতবাসা আদিদেব দৃষ্টিগোচর হওয়াতে পূর্ব্ববৃত্ত-সমুদয় আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে। ইনি সকল ভুতের পিতা ও মাতা, তোমরা ইহাঁরই শরণাপন্ন হও।

পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদনন্দিনী মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া জনার্দ্দনকে নমস্কার করিলেন। তিনি মনোহর সান্ত্ববাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

নবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির জগতের ভাবী অবস্থা অবগত হইবার নিমিত্ত মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, “ভগবন্! আমরা আপনার নিকট যুগোৎপত্তিকালীন সৃষ্টি ও সংহারবিষয়ক আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এক্ষণে কলিকালের বিষয় শ্রবণে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; অতএব আপনি তাহার বৃত্তান্ত-সকল বিবৃত করিয়া বর্ণন করুন। তৎকালে ধর্ম্মসঙ্কুল উপস্থিত হইলে পরিণামে কি ফল উৎপন্ন হইবে? মানবগণের বল-বীর্য্য, আহার-ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আয়ুর পরিমাণই বা কি প্রকার হইবে এবং কত কাল পরেই বা পুনরায় সত্যযুগ আরম্ভ হইবে?”

মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের মনোরঞ্জন করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! যাহা পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়াছ। এক্ষণে দেবদেবপ্রসাদে কলিকাল-সম্বন্ধীয় যে সকল ভবিষ্যলোকবৃত্তান্ত অনুভূত হইতেছে, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে ধর্ম্ম ছল ও লোভাদিসম্পর্কশূন্য এবং বৃষবৎ চতুষ্পাদ ছিল। ত্রেতাযুগে তাহার এক পাদ ও দ্বাপর যুগে দুই পাদ অধর্ম্মময় হইয়াছে, তামস-যুগে ধর্ম্ম কেবল পাদমাত্র, কিন্তু অধর্ম্ম তিন পাদ দ্বারা মনুষ্যকে আক্রমণ করিবে।

আয়ু, বীরত্ব, বুদ্ধি, বল ও তেজ যুগে যুগে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে; সুতরাং কলিকালে আরও হ্রাস হইবে। রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণ কপটতাপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। তখন সেই ধর্ম্মই প্রতারণার উপায় হইবে। কলিযুগে সত্যের হানি হইবে, সত্যের হানিতে আয়ুর অল্পতা, আয়ুর অল্পতাবশতঃ সকলেই বিদ্যোপার্জ্জনে অসমর্থ হইবে। বিদ্যার অল্পতা হইতে অজ্ঞান, অজ্ঞান হইতে লোভ, লোভ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ উৎপন্ন হইবে। তখন সমুদয় মনুষ্য লোভ, ক্রোধ, মোহ ও কামপরায়ণ এবং পরস্পর জিঘাংসাপর হইয়া বৈরভাব উদ্ভাবন করিবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরস্পর সংকীর্ণ হইয়া শূদ্রতুল্য, তপঃশূন্য ও সত্যবর্জ্জিত হইবে। অন্ত্যজজাতি চাণ্ডালাদি মধ্যম-জাতি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্যবহার করিবে; মধ্যমজাতি অন্ত্যজ-জাতির অনুকরণ করিবে। শণনির্ম্মিত বস্ত্র ও কোরদূষক ধান্য প্রধানরূপে গণ্য হইবে। পুরুষগণ নিতান্ত স্ত্রৈণ হইবে এবং মৎস্য, মাংস ও অজামেষীদুগ্ধে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। যাহারা গো সকল বিনষ্ট হইলে নিত্য নিয়মে ব্রত ধারণ

করিত, তাহারাও লোভপরায়ণ হইবে। মানবগণ পরস্পর পরস্পরকে শোষণ করিবে এবং জপবর্জ্জিত, নাস্তিক ও চৌরস্বভাব হইবে।

নদী-তীরে কুদ্দাল দ্বারা ওষধি বপন করিবে। সেই ওষধি-সকল অত্যল্প ফলশালী হইবে। যাঁহারা শ্রাদ্ধে ও দৈবকর্ম্মে ধৃতব্রত, তাঁহারাও লোভপরায়ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের ধনভোগ করিবেন। পিতা পুত্রের ধন ও পুত্র পিতার ধন ভোগ করিবে। খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকিবে না। ব্রাহ্মণগণ ব্রতাচরণে পরাঙ্মুখ হইবে, বেদনিন্দা করিবে এবং নিরর্থক হেতুবাদে বিমোহিত হইয়া হোমযাগ পরিত্যাগ, নীচকর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিম্নদেশে কৃষিকার্য্য ও বর্ষান্তপ্রসবিনী প্রভৃতি ধেনুগণকে ভারবহনে নিয়োজন করিবে। পুত্র পিতৃহত্যা ও পিতা পুত্রহত্যা করিয়াও উদ্বিগ্ন হইবে না, প্রত্যুত ব্রহ্মবাদী ও অনিন্দিত হইবে।

সমস্ত জগৎ ম্লেচ্ছ, ক্রিয়া ও যজ্ঞবর্জ্জিত, নিরানন্দ ও নিরুৎসব হইয়া উঠিবে। লোক সকল প্রায় কৃপণ, বন্ধুমান্ ও বিধবাগণের ধন অপহরণ করিবে, স্বল্পবল, উৎসাহবিহীন ও লোভমোহপরায়ণ হইবে, সন্তুষ্টচিত্তে দুষ্ট-লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে এবং কপটাচারপরায়ণ হইয়া প্রতিগ্রহ করিবে। পণ্ডিতম্মন্য ক্ষত্রিয়গণ মূর্খতাদোষে পরস্পরকে আহ্বানপূর্ব্বক পরস্পরের প্রাণসংহারে উদ্যত ও সমুদয় লোকের কণ্টকস্বরূপ হইবে। তাহারা লোকরক্ষাকার্য্যে উপেক্ষাপূর্ব্বক লোভ ও অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া কেবল দণ্ডবিধানেই সমুৎসুক হইবে এবং নির্দ্দয়-হৃদয়ে সাধুগণের ধন-সম্পত্তি ও স্ত্রীরত্ন আক্রমণপূর্ব্বক ভোগ করিবে।

কোন ব্যক্তিই বিবাহার্থী হইয়া কন্যা প্রার্থনা করিবে না এবং কেহ কন্যাদানও করিবে না, কন্যারা স্বয়ংগ্রহা হইবে। রাজারা মূঢ়চেতাঃ ও অসন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক পরধন অপহরণ করিবে। সমুদয় জগৎ ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিবে, সহোদর সহোদরকে প্রতারণা করিবে, পণ্ডিতম্মন্য মানবগণ সত্যকে সংক্ষিপ্ত করিবে, স্থবিরগণ বালকবৎ ও বালকগণ স্থবিরবৎ ব্যবহার করিবে। ভীরুগণ বীরাভিমানী ও বীরগণ ভয়শীল হইবে, পরস্পর কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। সকলেরই একরূপ আহার ও সকলেই লোভমোহপরায়ণ হইবে, অধর্ম্মই বর্দ্ধিত ও ধর্ম্মের হ্রাস হইবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ কাহাকেও অনুশাসন করিবে না। সমুদয় লোক একবর্ণ হইবে। পিতা পুত্রকে ক্ষমা করিবে না, পুত্রও পিতাকে ক্ষমা করিবে না। পত্নী পতিশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিবে। সমস্ত লোক যবগোধুমশালী জনপদে বাস করিবে। পুরুষ ও যোষাগণ স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়া পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইবে। মানবগণ শ্রাদ্ধ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসম্পাদন করিবে না। কেহ কাহারও কথা শ্রবণ করিবে না, কেহ কাহারও গুরু হইবে না। সকলেই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে। পরমায়ুর পরিমাণ ষোড়শ বর্ষ হইবে, তৎপরেই মানবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কন্যাগণ পঞ্চম বা ষষ্ঠবর্ষে সন্তান প্রসব করিবে, পুরুষগণ সপ্তম বা অষ্টম বর্ষে অপত্যোৎপাদন করিবে। ভর্ত্তা ভার্য্যার প্রতি ও ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রতি পরিতুষ্ট থাকিবে না। সম্পত্তি অল্প হইবে, সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তিও বৃথা সম্পদের চিহ্ন ধারণ করিবে। হিংসা বলবতী হইয়া উঠিবে। জনপদস্থ মানব সকল নিরন্তর ক্ষুধাদিগ্রস্ত হইবে, চতুষ্পথ-সমুদয় বারনারী ও লম্পটগণে পরিপূর্ণ হইবে, কামিনীগণ লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বামীকে দ্বেষ করিবে। মানবগণ স্বেচ্ছাচারী, সর্ব্বভক্ষ ও সমুদয় কার্য্যে নিদারুণ হইবে, বিত্তলোভে ক্রয়-বিক্রয়কালে সকলকেই বঞ্চনা করিবে। তাহারা জ্ঞানোপার্জ্জন না করিয়া ক্রিয়াকলাপে ব্যাপৃত ও স্বভাবতঃ ক্রূরকর্ম্মা হইবে, পরস্পর পরস্পরের দোষ প্রকাশ করিবে, আত্মচ্ছন্দানুসারে ব্যবহার এবং নির্দ্দয় হইয়া উপবন ও তরুগণ ছেদন করিবে। দেহিগণের জীবন-সংশয় হইবে; সকলেই লোভাভিভূত হইবে। শূদ্রগণ ব্রহ্মহত্যা ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিবে। দ্বিজগণ শূদ্র কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলতায় হাহাকার করত অশরণ হইয়া ধরাতলে পর্য্যটন করিবে; মানবগণ প্রাণবিনাশ ও উগ্রস্বভাব হইবে। দ্বিজগণ দস্যুভয়ে কাতর হইয়া

পলায়নপূর্ব্বক নদী, পর্ব্বত ও বিষম স্থান-সকল আশ্রয় করিবে এবং অন্যায়কারী রাজার করভারে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবে ও শূদ্রগণের পারচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অকর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সম্পাদন করিবে। শূদ্রগণ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে, ব্রাহ্মণগণ শিষ্য হইয়া প্রামাণ্যবুদ্ধিসহকারে তাহার শ্রোতা হইবে। নীচ উচ্চ ও উচ্চ নীচ হইবে, এইরূপে সকলই বিপরীত হইবে। সকলে দেবতা পরিত্যাগ করিয়া এড়ুকের উপাসনা করিবে এবং শূদ্রগণ দ্বিজগণের পরিচারণা করিবে না।

মহর্ষিগণের আশ্রম, ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান, দেবালয়, চৈত্য ও নাগালয়ে এড়ুকচিহ্ন থাকিবে, পৃথিবী আর দেবগৃহে অলঙ্কৃত হইবে না। মানবগণ ভীষণ-প্রকৃতি, অধার্ম্মিক, মাংসাশী ও মদ্যপায়ী হইবে। যুগক্ষয়ে পুষ্পোপরি পুষ্প ও ফলোপরি ফল সমুৎপন্ন হইবে। বারিদ-সকল অকালে বারিবর্ষণ করিবে। ক্রিয়াকলাপের ক্রমবিপর্য্যয় হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের বিরোধ ও পৃথিবী ম্লেচ্ছগণে পরিপূর্ণ হইবে। সমুদয় জনপদ একাচারপরায়ণ হইবে এবং জনপদবাসী লোকেরা বৃষ্টি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া ফলমূলোপজীবিগণের আশ্রমে বাস করিবে। লোক সকল এইরূপ পর্য্যাকুল হইলে মর্য্যাদার লেশও থাকিবে না। শিষ্যগণ গুরূপদেশে অবহেলা করিয়া তাঁহাদিগের বিপ্রিয়কারী হইবে। আচার্য্যগণ নির্ধন হইয়া শিষ্যগণকে ভৎসনা করিবে। আত্মীয়বন্ধু-বান্ধবের সম্বন্ধ কেবল অর্থের উপর নির্ভর করিবে।

যুগান্তকালে সমস্ত চরাচর ধ্বংস হইবে, সমুদয় দিক্ প্রজ্বলিত হইবে, নক্ষত্র-সকল প্রভাশূন্য হইবে, জ্যোতিষ্ক-সমুদয় প্রতিকূল হইবে এবং বায়ুপ্রবাহ পর্য্যাকুল হইয়া উঠিবে। মহাভয়সূচক ভূরি ভূরি উল্কাপাত হইবে, সপ্ত সূর্য্য ও বিষম নির্ঘাদ-সকল সমুদিত হইয়া সমস্ত দিক্ দাহ করিবে। ভাস্কর উদয় ও অস্তমন-সময়ে কবন্ধাচ্ছন্ন হইবেন; ভগবান্ সহস্রলোচন অনুচিতকালে বারিবর্ষণ করিবেন। শস্যরোপণ একবারে রহিত হইয়া যাইবে। রমণীগণ পরুষবাদিনী, ক্রূর-স্বভাবা ও রোদনপ্রিয়া হইয়া কদাচ স্বামীর বশীভূত হইবে না। পুত্র পিতা-মাতার প্রাণ সংহার করিবে; স্ত্রীলোক স্বতন্ত্র হইয়া পতি ও পুত্রগণকে বিনষ্ট করিবে। সূর্য্য অমাবস্যা ভিন্ন অন্য তিথিতেও রাহুগ্রস্ত হইবেন। হুতাশন সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত হইবে। পান্থগণ প্রার্থনা করিয়াও পান-ভোজন ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে না, পরে নিরাশ হইয়া পথিমধ্যে শয়ন করিবে। নির্ঘাত, বায়স, সর্প, পক্ষী ও মৃগগণ অতি কঠোর শব্দ করিবে। মনুষ্যগণ আত্মীয়, বান্ধব ও পরিজনকে পরিত্যাগ করিবে।

মনুষ্য-সকল দেশ, দিক্, নগর ও পত্তন আশ্রয় করিবে এবং কেবল "হা তাত! হা পুত্র!" ইত্যাদি নিদারুণ বাক্যে পরস্পর শোক করত পৃথিবীতলে পর্য্যটন করিবে।

অনন্তর এবম্প্রকার তুমুল সংঘাত সমুপস্থিত হইলে পুনরায় দ্বিজাতি প্রভৃতি সমুদয় ক্রমানুসারে সমুৎপন্ন হইবে। কালান্তরে দৈব লোকবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় যদৃচ্ছাক্রমে অনুকূল হইবেন। যখন সূর্য্য, চন্দ্র, পুষ্যা ও বৃহস্পতি এক রাশিতে আরোহণ করিবেন, তখন পুনরায় সত্যযুগ সমারব্ধ হইবে। তখন পর্জ্জন্য সমুচিত সময়ে বারিবর্ষণ করিবে, নক্ষত্র-সকল কল্যাণকারী হইবে, গ্রহ-সকল অনুকূল হইয়া যথাক্রমে গতায়াত করিবে এবং লোক-সকল ক্ষেমভাজন, সুভিক্ষ ও নিরাময় হইবে।

কালক্রমে সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবেন। মহাবীর্য্য মহানুভব কল্কি সেই ব্রাহ্মণগৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। তাঁহার মননমাত্রেই সমুদয় বাহন, কবচ, বিবিধ আয়ুধ ও ভূরি ভূরি যোদ্ধা উপস্থিত হইবে। তিনি ধর্ম্মবিজয়ী ও সম্রাট্ হইয়া পর্য্যাকুল লোক-সকলের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। ক্ষয়কারী ও যুগপরিবর্ত্তক সেই দীপ্ত পুরুষ উত্থিত ও ব্রাহ্মণগণ-পরিবৃত হইয়া সর্ব্বত্রগত ম্লেচ্ছগণকে উৎসাদিত করিবেন।

একনবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! তৎপরে ভগবান্ কল্কি চৌরক্ষয় করিয়া মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে যথান্যায়

মেদিনীমণ্ডল ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ ও লোকমধ্যে বিধাতৃ-বিহিত মর্য্যাদা সংস্থাপনপূর্ব্বক পরম-রমণীয় কাননে প্রবেশ করিবেন। ভূলোকবাসী মনুষ্যগণ সেই নিয়মানুসারেই কার্য্য করিবে; সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অনায়াসে চৌরক্ষয় হইবে। দ্বিজসত্তম কল্কি পরাজিত দেশসমুদয়ে কৃষ্ণাজিন, শক্তি, ত্রিশূল ও অন্যান্য আয়ুধ-সমুদয় সংস্থাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া দস্যুদল দলন করত পৃথিবীমণ্ডল ভ্রমণ করিবেন। তখন দস্যুগণ দারুণ যাতনায় 'হা তাত! হা পুত্র!' বলিয়া করুণ-স্বরে ক্রন্দন করত তাঁহার করাল করবালের বলিস্বরূপ হইবে।

হে মহারাজ! এইরূপে সত্যযুগ আরম্ভ হইলে অধর্ম্মের নাশ, ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও মনুষ্যগণ ক্রিয়াবান্ হইয়া উঠিবে। চতুর্দ্দিকে উপবন, চৈত্য, তড়াগ, আবসথ, পুষ্করিণী ও দেবতাস্থান-সমুদয় নির্ম্মাণ এবং বিবিধ যজ্ঞক্রিয়ানুষ্ঠান হইবে। সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ, সাধু ও তপস্বিগণ দৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বে যে সমুদয় আশ্রমে কেবল পাষণ্ডগণকেই দেখা যাইত, এক্ষণে তৎসমুদয় সত্যপরায়ণ জনগণে পরিপূর্ণ হইবে। চিরবদ্ধমূল কুসংস্কার সমুদয় প্রজাগণের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে দূরীভূত হইবে। সমুদয় ঋতুতেই সমুদয় শস্য সমুৎপন্ন হইবে। মনুষ্যগণ দান, ব্রত ও নিয়মে নিরত হইবে। বিপ্রগণ জপযজ্ঞ-পরায়ণ, ষট্‌কর্ম্মনিরত, ধর্ম্মাভিলাষী ও সতত সন্তুষ্টচিত্ত হইবেন; ক্ষত্রিয়গণ বিক্রমে রত হইবেন, ভূপতিগণ ধর্ম্মসহকারে পৃথিবী পালন করিবেন, বৈশ্যগণ ব্যবহারনিরত এবং শূদ্রগণ উক্ত বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাপরায়ণ হইবে।

হে রাজন্! এই ধর্ম্ম সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রবল থাকিবে; আর শেষযুগের ধর্ম্ম পূর্ব্বেই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যুগসংখ্যা সকলেরই বিদিত আছে। এক্ষণে আমি বায়ুপ্রোক্ত ঋষিগণসংস্তুত পুরাণ অনুস্মরণ করিয়া তোমার সমীপে সমুদয় অতীত ও অনাগত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। আমি চিরজীবী হইয়া সংসারের এইরূপ গতি অনেকবার নিরীক্ষণ ও স্বয়ং অনুভব করিয়াছি। অধুনা ধর্ম্মসংশয়-মোচনের নিমিত্ত যাহা কহিতেছি, তাহা ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সাবধানে শ্রবণ কর। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি উভয়লোকেই সুখসম্ভোগ করে, অতএব ধর্ম্মে সতত আত্মসংযোগ করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য, কদাচ ব্রাহ্মণের অপমান করিও না, কারণ, ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে অনায়াসেই সমুদয় লোক বিনষ্ট করিতে পারেন।

কুরুবংশাবতংস ধীমান্ যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, "হে মহর্ষে! আমি কোন্ ধর্ম্মে থাকিয়া প্রজাপালন করিব? আর কিরূপ ব্যবহার করিলে স্বধর্ম্ম-রক্ষা হইবে? বলুন।"

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি সর্ব্বভূতে দয়াবান্, হিতৈষী, লোকানুরক্ত, অসূয়াশূন্য, সত্যবাদী, মৃদু, দান্ত ও প্রজারক্ষণতৎপর হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর এবং অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর; দেব ও পিতৃগণের পূজা কর। যদিও প্রমাদ বশতঃ কোন মন্দকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে দান দ্বারা তাহার প্রতিবিধান কর। গর্ব্বিত হইও না; সতত নম্র হইয়া ব্যবহার কর। সমুদয় পৃথিবী পরাজয় করিয়া সুখে কাল-যাপন কর। হে রাজন্! আমি এই সমুদয় অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম তোমাকে কহিলাম। হে বৎস! কি অতীত, কি অনাগত, তোমার কিছুই অবিদিত নাই; অতএব এই বর্ত্তমান ক্লেশে অভিভূত হইও না। পণ্ডিতগণ কালযোগে কষ্টভোগ করিয়াও বিমুগ্ধ হয়েন না; দেবগণেরও এরূপ সময় সমুপস্থিত হইয়া থাকে ও প্রজাগণ কালবশবর্ত্তী হইয়া অভিভূত হয়। কিন্তু হে রাজন্! আমি তোমাকে যাহা কহিলাম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিও না, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মলোপ হইবে। তুমি কুরুগণের বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব কায়মনোবাক্যে আমার উপদেশানুরূপ ব্যবহার কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন, আমি পরম যত্নসহকারে তদনুসারে কার্য্য করিব। আমার লোভ, ভয় বা মৎসর কিছুই নাই, আপনি আমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন, তৎসমুদয়ই প্রতিপালন করিব।"

বাসুদেবসমবেত পাণ্ডবগণ এবং সমাগত ব্রাহ্মণ-সমুদয় মার্কণ্ডেয়ের সেই পুরাণ-বৃত্তান্ত শ্রবণে

পরম পরিতুষ্ট ও সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন।

দ্বিনবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রাগ্রগণ্য বৈশম্পায়ন! মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবগণ-সমীপে যেরূপ ব্রাহ্মণ-গণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনি আমার নিকট তদ্রূপ পুনরায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে পুনরায় ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কহিলেন। তখন তিনি বলিলেন, হে মহারাজ! এই অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ-চরিত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

অযোধ্যা-নগরে ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস পরীক্ষিৎ নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি একদা অশ্বারোহণপূর্ব্বক মৃগয়ায় গমন করত এক মৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অতি দূরতর-প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে পথশ্রম ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে এক নীলবর্ণ নিবিড় কানন নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি সেই কাননমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় এক পরম রমণীয় সরোবর অবলোকন করিয়া অশ্বের সহিত তাহাতে অবগাহন করিলেন। স্বেচ্ছানুরূপ জলক্রীড়ায় তাঁহার পরিশ্রমাপনোদন হইলে তিনি অশ্ব-সমভিব্যাহারে তীরে আগমন-পূর্ব্বক অশ্বকে মৃণাল প্রদান করিয়া তথায় শয়ন করিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ এইরূপে সুস্থান্তঃকরণে শয়ান আছেন, এমত সময়ে সুমধুর গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ সেই নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যে অকস্মাৎ সঙ্গীত-শব্দ-শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! এই অরণ্যে মনুষ্যের সমাগম নাই, তবে কোন্ ব্যক্তি এই মধুরস্বরে গান করিতেছে?' তিনি এইরূপ চিন্তাপরবশ হইয়া কিয়ৎ-ক্ষণ পরেই দেখিলেন, অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না নিখিল-লোক-ললামভূতা এক ললনা সুমধুরস্বরে গান করত পুষ্পাবচয়ন করিতেছে। ঐ কামিনী ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ভদ্রে! তুমি কে? কাহার রমণী?' কন্যা কহিল, 'আমি অদ্যাপি কন্যকাবস্থায় আছি, আমার বিবাহ হয় নাই।' রাজা কহিলেন, 'হে বরবর্ণিনি! তবে আমাকে বরণ কর।' কন্যা কহিল, 'মহাশয়! আমার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলে আপনাকে এক প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে।' রাজা কহিলেন, 'কি?' কন্যা কহিল, 'আপনি আমাকে বারি প্রদর্শন করিবেন না।' রাজা কন্যার বাক্যে সম্মত হইয়া তাহার পাণি-গ্রহণপূর্ব্বক পরমাহ্লাদে তাহাকে লইয়া তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে সৈন্য-সমুদয় রাজার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ পরমাহ্লাদে সেই কামিনীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বনগরে আনয়ন-পূর্ব্বক নির্জ্জনে তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই ক্রীড়াসক্ত রাজাকে কেহই অবলোকন করিতে পাইত না। একদা প্রধান অমাত্য রাজসমীপ-চারিণী স্ত্রীগণকে তাহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, 'মহাশয়! মহারাজের বাস-স্থানে জল লইয়া যাইতে নিষেধ আছে, এই নিমিত্ত আমরা এ স্থানে সতত নিযুক্ত আছি।'

অমাত্য স্ত্রীগণের বাক্য-শ্রবণানন্তর বহুবিধ পাদপ-সম্পন্ন পুষ্পফলযুক্ত জলশূন্য এক কৃত্রিম কানন নির্ম্মাণ করাইলেন। ঐ কাননমধ্যে এক গূঢ় বাপীও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ বাপী মুক্তাজালজড়িত, সুধাধবল ও নির্ম্মল জলসম্পন্ন। কানন প্রস্তুত হইলে অমাত্য রাজাকে উহা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! এই বন বারিশূন্য; ইহাতে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করুন।' রাজা পরীক্ষিৎ অমাত্যের বাক্যানুসারে স্বীয় প্রণয়িনীসমভিব্যাহারে সেই কাননে প্রবেশ করিয়া ক্রীড়া-কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়! রাজা কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় বনিতাকে সেই বাপীসলিলে অবতীর্ণ হইতে কহিলে, সে তাঁহার বাক্যানুসারে বাপীমধ্যে নিমগ্ন হইল; কিন্তু আর সমুত্থিত হইল না। তখন রাজা তাহার অন্বেষণার্থ গমন করিয়া সেই বাপীও দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর প্রত্যাবর্ত্তনকালে তথায় গর্ত্তমুখে এক মণ্ডূক অবলোকন করিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে অনুমতি করিলেন যে, মণ্ডূক দেখিলে বধ করিবে ও যে ব্যক্তি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন আমাকে মৃত মণ্ডূক উপহার প্রদান করে।

রাজার এইরূপ আজ্ঞানুসারে চতুর্দ্দিকে দারুণ মণ্ডূক-বধ আরম্ভ হইলে পর সমুদয় মণ্ডূক ভীত হইয়া মণ্ডূকরাজের সমীপে গমনপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মণ্ডূকরাজ তাহাদিগের বাক্য-শ্রবণানন্তর তাপসবেশে রাজা পরীক্ষিতের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিল, 'হে রাজন্! তুমি ক্রোধপরবশ হইও না; নিরপরাধী মণ্ডূকদিগের সংহার করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে মহারাজ! আমি যাহা কহিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। তুমি আর মণ্ডূক বিনাশ করিও না; কোপ সংহার কর; মণ্ডূকবধ করিলে ধনক্ষয় হয়। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা কর যে, আর মণ্ডূকবধ করিয়া প্রিয়াবিয়োগজ শোকের প্রতিবিধান করিবে না। কেন বৃথা ভেকবধ দ্বারা অধর্ম্মাচরণ করিতেছ?'

ইষ্টজননবিয়োগজনিত-শোকসাগরনিমগ্ন রাজা পরীক্ষিৎ মণ্ডূকরাজের বাক্য-শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, 'আমি কখনই ক্ষমা করিব না, অবশ্যই ভেকগণকে সংহার করিব; ঐ দুরাত্মারাই আমার প্রণয়িনীকে ভক্ষণ করিয়াছে; অতএব আপনি আমাকে মণ্ডূকবধ করিতে নিষেধ করিবেন না।'

ভেকরাজ রাজার বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় বিষণ্ণমনাঃ হইয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমার নাম আয়ু, আমি মণ্ডূকগণের অধিপতি। আর আপনার যে প্রণয়িনী ছিল, সে আমারই কন্যা, উহার নাম সুশোভনা। সেই দুঃশীলা কুস্বভাববশতঃ পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক ভূপতিকে বঞ্চনা করিয়াছে।' তখন রাজা কহিলেন, 'হে ভেকরাজ! আমি আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে কন্যা প্রদান করুন।' মণ্ডূকরাজ রাজবাক্য-শ্রবণানন্তর তাঁহাকে স্বীয় তনয়া প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'সুশোভনে! তুমি আজি অবধি নিরন্তর মহারাজের শুশ্রূষা করিবে।' সক্রোধচিত্তে এই বলিয়া কন্যাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, 'অরে দুঃশীলে! তুই যেমন বিনা কারণে অনেকানেক ভূপতিকে বঞ্চিত করিয়াছিস্, সেই অপরাধে তোর অপত্যগণ ব্রাহ্মণহিতসাধনে পরাঙ্মুখ হইবে।'

মহারাজ পরীক্ষিৎ মণ্ডূকরাজপুত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, এক্ষণে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকৈশ্বর্য্য লাভ হইল বোধে পরম পরিতুষ্টচিত্তে মণ্ডূকরাজকে প্রণিপাতপূর্ব্বক হর্ষজনিত বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন, 'মহাশয়! আমি অনুগৃহীত হইলাম।' অনন্তর মণ্ডূকরাজ স্বীয় দুহিতাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজার ঔরসে মণ্ডূকরাজতনয়া সুশোভনার গর্ভে তিন পুত্র জন্মিল;—শল, দল ও বল। মহারাজ কিয়দ্দিনানন্তর উপযুক্ত সময়ে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপোনুষ্ঠান নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিলেন।

একদা মহারাজ শল রথারোহণে মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি তথায় এক মৃগকে লক্ষ্য করত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সারথিকে অধিকতর বেগে রথ-চলন করিতে আজ্ঞা করিলেন। সারথি কহিল, 'মহারাজ! কেন বৃথা ব্যগ্র হইতেছেন? ঐ মৃগকে ধৃত করিতে পারিবেন না। যদি আপনার রথে বামীদ্বয় যোজিত থাকিত, তাহা হইলে আপনি ঐ মৃগ আক্রমণ করিতে সমর্থ হইতেন।' তখন রাজা সারথিকে কহিলেন, 'তুমি আমাকে বামীদ্বয়ের বিষয় বিশেষ করিয়া বল, নচেৎ তোমাকে সংহার করিব।' সারথি এ দিকে রাজভয়, ওদিকে বামদেবের শাপভয়, এই উভয় ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া প্রথমতঃ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। রাজা তদ্দর্শনে খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, 'শীঘ্র বল; নতুবা তোমার প্রাণ বিনাশ করিব।' তখন সারথি প্রাণভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া কহিল, 'হে রাজন্! মহর্ষি বামদেবের বায়ুবেগগামী দুই অশ্ব আছে; উহাদিগের নাম বামী।'

মহারাজ শল সারথির বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে বামদেবের আশ্রমাভিমুখে রথ-চালন করিতে আদেশ করিলেন। পরে অতি অল্পকালমধ্যে তথায় সমুপস্থিত

হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন, 'ভগবন্! এক মৃগ আমার শাণিত শরে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিতেছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার বামীদ্বয় প্রদান করুন।' মহর্ষি কহিলেন, 'হে রাজন্! আমি আপনাকে বামীদ্বয় প্রদান করিতেছি, কিন্তু আপনার কর্ম্মসমাপন হইলে শীঘ্র আমাকে প্রত্যর্পণ করিবেন।'

মহারাজ শল মহর্ষির বাক্য স্বীকার করিয়া বামীদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক রথে যোজন করত মৃগাভিমুখে ধাবমান হইলেন। গমন করিতে করিতে সারথিকে কহিলেন, 'এই অশ্বরত্নদ্বয় ব্রাহ্মণগণের অনুপযুক্ত, অতএব ইহা ঋষিকে প্রত্যর্পণ করিব না।' অনন্তর বাণবিদ্ধ মৃগকে আক্রমণ ও গ্রহণ করিয়া আপনার নগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মহর্ষির বামীদ্বয়কে স্বীয় অন্তঃপুরে সংস্থাপন করিলেন।

এ দিকে মহর্ষি বামদেব কতিপয় দিবস অতীত হইলে মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'কি উৎপাত! যুবা রাজকুমার আমার সেই উত্তম বাহন দুটি লইয়া স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতেছে; প্রত্যর্পণ করিতে চাহে না।' পরে একমাস পরিপূর্ণ হইলে তিনি আপনার শিষ্যকে কহিলেন, 'হে আত্রেয়! তুমি শল-রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিবে, যদি আপনার কার্য্যসমাপন হইয়া থাকে, তবে উপাধ্যায়ের বামীদ্বয় প্রদান করুন।' আত্রেয় উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে রাজার সমীপে গমনপূর্ব্বক অশ্বদ্বয় প্রত্যর্পণ করিতে কহিলে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, 'হে বিপ্র! এবংবিধ বাহন রাজগণেরই উপযুক্ত; ব্রাহ্মণগণের অশ্বে প্রয়োজন কি? আপনি আশ্রমে প্রস্থান করুন।' আত্রেয় রাজার বচনশ্রবণানন্তর স্বীয় উপাধ্যায়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন।

মহর্ষি বামদেব শিষ্যমুখে শল-রাজার অশ্ব-প্রদানে অসম্মতি শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে স্বয়ং রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অশ্ব প্রত্যর্পণ করিতে কহিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন মহর্ষি কহিলেন, 'হে পার্থিব! তোমার দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে আমাকে বামীদ্বয় প্রত্যর্পন কর, নচেৎ তোমার অসদাচরণ নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তোমাকে পরিত্যাগ করিলে, ভগবান্ বরুণ অতি ভীষণ পাশ দ্বারা তোমাকে সংহার করিবেন।'

রাজা কহিলেন, 'হে বামদেব! সুশিক্ষিত বৃষভদ্বয় ব্রাহ্মণগণের উপযুক্ত ও শাস্ত্রবিহিত বাহন, অতএব আপনি উহা দ্বারা যথেচ্ছ গমন করুন। ভবাদৃশ ব্যক্তিরা বেদবিহিত বিধির কদাচ অন্যথাচরণ করেন না।'

বামদেব কহিলেন, 'মহারাজ! মাদৃশ ব্যক্তিরা পরলোকে শাস্ত্রোক্ত বাহন বৃষভে গতিবিধি করিয়া থাকে; কিন্তু ইহলোকে কি আমার, কি আপনার, সকলেরই অশ্ববাহন নির্দ্ধারিত আছে।'

রাজা কহিলেন, "তবে এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের বাহন গর্দ্দভ, অশ্বতরী বা শীঘ্রগামী অশ্বচতুষ্টয়ে আরোহণ করিয়া গমন করুন। আর মনে করুন, সেই বামীদ্বয় আমার, আপনার নহে।"

বামদেব কহিলেন, "তুমি নিতান্তই বামী প্রদান করিতে অনিচ্ছু হইয়াছ, অতএব লৌহময় ঘোররূপ শূলধারী চারি জন রাক্ষস আমার নিদেশানুসারে তোমাকে চারি খণ্ড করিয়া বিদীর্ণ করিবে, কারণ, জীবিত ব্যক্তিকে বধ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি গর্হিত কর্ম্ম।"

রাজা কহিলেন, "যাহারা তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত আছে, তাহারাই আমার আদেশানুসারে তোমাকে ও তোমার শিষ্যমণ্ডলীকে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক দণ্ড দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবে।"

বামদেব কহিলেন, "যিনি তপোবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনিই জীবলোকে শ্রেষ্ঠ; সেই ব্রাহ্মণ কায়িক, মানসিক ও বাচনিক দণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে পারেন না। যাহা হউক, তুমি প্রত্যর্পণ করিবে স্বীকার করিয়া আমার বামীদ্বয় গ্রহণ করিয়াছ; অতএব যদি জীবিত থাকা তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে শীঘ্র আমাকে সেই বামীদ্বয় প্রদান কর।"

রাজা কহিলেন, "যাহারা মৃগয়াচরণ করে, অশ্ব তাহাদিগের আবশ্যক; কিন্তু মৃগয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিষিদ্ধ; অতএব আপনার অশ্বে প্রয়োজন কি? আমি সত্য করিতেছি, অদ্য প্রভৃতি আপনি অন্যান্য যে সকল বিষয়ের অনুমতি করিবেন, আমি তাহা প্রতিপালনে



পরাঙ্মুখ হইব না, ইহাতেই আমার পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হইবে।”

বামদেব কহিলেন, “ব্রাহ্মণ দণ্ডার্হ নহে, যে ব্রাহ্মণ-সেবী, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকে, অন্যথা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।”

ভগবান্ বামদেব এই কথা কহিবামাত্র তথায় ঘোর-রূপী শূলধারী রাক্ষসচতুষ্টয় সমুপস্থিত হইয়া রাজাকে সংহার করিতে উদ্যোগ করিলে তিনি তখন চীৎকার করিয়া কহিলেন, “যদি ইক্ষ্বাকুগণ, দল ও বৈশ্যগণ আমার বশবর্ত্তী হয়, তবে বামদেবকে কখনই বামীদ্বয় প্রদান করিব না। বামদেবের ন্যায় লোকেরা কখনই ধার্ম্মিক হয় না।” তিনি এই কথা বলিবামাত্র রাক্ষসগণ তাঁহাকে সংহার করিল।

অনন্তর ইক্ষ্বাকুগণ, রাজা বিনষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ দলকে রাজ্যে অভিষেক করিল। তখন মহর্ষি বামদেব দলের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, “হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণকে দান করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা সর্ব্বধর্ম্মেই প্রসিদ্ধ আছে। যদি তুমি অধর্ম্মপরায়ণ না হও, তবে অবিলম্বেই আমার সেই বামীযুগল প্রত্যর্পণ কর।”

মহারাজ দল বামদেবের বাক্য-শ্রবণানন্তর ক্রোধান্ধ-চিত্তে সারথিকে কহিলেন, “হে সূত! তুমি আমাকে এক বিষদিগ্ধ সায়ক আনিয়া দাও; আমি তদ্দ্বারা বামদেবকে সংহার করিয়া কুক্কুরগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিব।”

বামদেব কহিলেন, “হে রাজন্! আমি জানি, তোমার এই দশবর্ষবয়স্ক শ্যেনজিৎ নামে এক পুত্র আছে, আমার বচনানুসারে এই বিষাক্ত বাণ তাহাকেই সংহার করিবে।” মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র দলবিসৃষ্ট বাণ অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক রাজপুত্রকে সংহার করিল। দল সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে ইক্ষ্বাকুগণ! আমি অদ্য এই ব্রাহ্মণকে নিধন করিয়া তোমাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব; তোমরা শীঘ্র আর একটি সুতীক্ষ্ণ বাণ আনয়নপূর্ব্বক আমার প্রভাব অবলোকন কর।”

বামদেব কহিলেন, “হে রাজন্! তুমি ঐ বিষদিগ্ধ বাণ আমার প্রতি সন্ধান করিতেছ, কিন্তু কদাচ উহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না।”

তখন রাজা মুনির বাক্যপ্রভাবে বাণ-মোক্ষণে অক্ষম হইয়া কহিতে লাগিলেন “হে ইক্ষ্বাকুগণ! দেখ, আমি শরসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব এক্ষণে বামদেবকে বিনষ্ট করিতে আমার আর অভিলাষ নাই; এই বামদেব স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করুন।”

তখন বামদেব কহিলেন, “হে রাজন্! তুমি এই বাণ দ্বারা মহিষীকে স্পর্শ করিলে এই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে।” রাজা দল মুনির বাক্যশ্রবণে তদনুসারে কার্য্য করিলেন।

অনন্তর রাজমহিষী কহিলেন, “হে বামদেব! আমি যেন এই নৃশংস স্বামীকে প্রতিদিন কল্যাণকর উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে সত্যধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া চরমে পুণ্যলোক লাভ করিতে পারি।”

বামদেব কহিলেন, “হে শুভে! তুমি এই রাজকুল পরিত্রাণ করিলে, এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। সমুদয় স্বজন ও এই বিস্তীর্ণ ইক্ষ্বাকুরাজ্য শাসন কর।”

রাজমহিষী কহিলেন, “হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমার স্বামী পাপ হইতে বিমুক্ত হউন এবং পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণের মঙ্গল হউক।”

মহাত্মা বামদেব রাজমহিষীর বাক্য-শ্রবণানন্তর ‘তথাস্তু’ বলিয়া বর প্রদান করিলে মহারাজ দল পাপ-বিমুক্ত হইয়া পরম-পরিতুষ্ট-চিত্তে মহর্ষিকে প্রণাম-পূর্ব্বক বামীদ্বয় প্রদান করিলেন।

ত্রিনবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর! তদনন্তর মহর্ষিগণ, ব্রাহ্মণসকল ও রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্! মহাতপাঃ বক কি কারণে দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন?” মার্কণ্ডেয় কহিলেন, “সেই

মহাতপাঃ রাজর্ষি বক কি কারণে দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন, তাহার বিচারণার আবশ্যকতা নাই।”

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণ করিয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে পুনর্ব্বার মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ‘মহর্ষে! শুনিয়াছি, বক ও দাল্‌ভ্য নামে দুই জন ঋষি ছিলেন; তাঁহারা চিরজীবী ও ইন্দ্রের সখা, লোকে তাঁহাদিগের বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকে। অতএব আমি সেই সুখদুঃখসংযুক্ত বকশক্রসমাগম শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিকল কীর্ত্তন করুন।’

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! দেবাসুরের সংগ্রাম হইলে পর দেবরাজ ত্রিলোকীর অধিপতি হইলেন। তখন পয়োধরমণ্ডলী পর্য্যাপ্তপরিমাণে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, উত্তমোত্তম শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং প্রজারা ধর্ম্মপরায়ণ ও নিরাময় হইল। বলনিসূদন দেবরাজ সকলকেই হৃষ্ট ও ধর্ম্মনিষ্ঠ নিরীক্ষণ করিয়া ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক নদ, নদী, বাপী, তড়াগ, উদপান, প্রপাত, ব্রতসমাচরণসম্পন্ন দ্বিজোত্তমপরিষেবিত সরোবর, সুসমৃদ্ধ নগর, জনপদ, খেট, বিচিত্র আশ্রম-সকল ও প্রজাপালনদক্ষ ভূপতিগণকে অবলোকন করত ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর পূর্ব্বদিকে সাগরসন্নিহিত বহুবিধ পাদপশোভিত প্রদেশে মৃগপক্ষিগণনিষেবিত এক রমণীয় আশ্রমপদ সন্দর্শন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহাতপাঃ বককে অবলোকন করিলেন। মহাতপাঃ বক ইন্দ্রকে নয়নগোচর করত সাতিশয় প্রীত হইয়া পাদ্য, আসন, অর্ঘ্য ও নানাবিধ ফলমূল প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন।

দেবরাজ সৎকৃত ও সুখাসীন হইয়া ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ব্রহ্মন্! আপনি সহস্র বৎসর জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব চিরজীবীর দুঃখ বর্ণন করুন।”

বক কহিলেন, “হে ত্রিদশনাথ! চিরকাল জীবিত থাকিলে অপ্রিয় ও অসদ্ব্যক্তির সংসর্গ এবং প্রিয়তমের বিরহজনিত দুঃখভোগ করিতে হয়, পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবগণের বিনাশ দেখিতে হয় এবং দুর্ব্বিষহ অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয়, ইহার পর দুঃখ আর কি আছে? চিরজীবিত দরিদ্রের ক্লেশের পরিসীমা নাই, অর্থবিহীন ব্যক্তিকে সকলেই পরাভব ও ঘৃণা করে। চিরজীবী হইলে কুলীনের কুলক্ষয়, অকুলীনের কুলভাব, কাহারও সংযোগ ও কাহারও বা বিয়োগ দর্শন করিয়া সাতিশয় দুঃখভোগ করিতে হয়।

হে দেব শতক্রতো! অকুলীন সমৃদ্ধ ব্যক্তির কিরূপে কুলবিপর্য্যয় হইতেছে, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষস ইহারা সকলেই বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইতেছে। সংকুলোদ্ভব ব্যক্তি দুষ্কুলীনের বশংবদ হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছে, ধনবান্ নির্ধনের অবমাননা করিতেছে; বিলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও ক্লেশভোগ করিতেছে, নিতান্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিও পরমসুখে রহিয়াছে। হে ত্রিদশনাথ! লোকে এইরূপ বিস্তর অন্যায়, মনুষ্যের বহুবিধ দুঃখ ও নানা ক্লেশ দৃষ্ট হয়। ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি হইতে পারে?”

ইন্দ্র কহিলেন, “হে মহাভাগ! আপনি পুনর্ব্বার চিরজীবীর সুখের বর্ণন করুন।” বক কহিলেন, “সুরনাথ! যে ব্যক্তি কুমিত্র পরিহারপূর্ব্বক দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে গৃহে শাক পাক করিয়া ভোজন করে, যাহাকে লোকে ঔদরিক বলে না, যে ব্যক্তি দিবসগণনায় উদ্বিগ্ন হয় না, সেই চিরজীবীই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি অন্যের আশ্রয় না লইয়া স্বীয় ক্ষমতায় অর্জ্জিত শাক আপন গৃহে পাক করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার অপেক্ষা সুখী আর কে আছে? ফলতঃ আপন গৃহে ফল, মূল ও শাকান্ন ভোজন করাও শ্রেয়স্কর, তথাপি পরগৃহে প্রতিদিন তিরস্কৃত হইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাও সুখকর নহে। যে অধম কুক্কুরের ন্যায় পরান্নপ্রতিপালিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ধিক্! যে ব্যক্তি অতিথি, অভ্যাগত প্রাণী ও পিতৃগণকে প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, সেই পরম সুখী এবং সেই অবশিষ্ট অন্ন অতি পবিত্র ও পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। অতিথি ব্রাহ্মণ যতগুলি অন্নপিণ্ড ভোজন করেন, প্রদাতার তত সহস্র গোদানের ফললাভ হয় এবং তাহার যৌবনকালকৃত সমস্ত পাপ একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণকে ভোজন

করাইয়া দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার করতলস্থিত জল স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়।" এবংবিধ নানা প্রকার কথোপকথনান্তে ত্রিদশনাথ ইন্দ্র মহামুনি বকের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্নবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবেরা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, "ভগবন্! আপনি ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে রাজন্যমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদিগের অভিলাষ জন্মিয়াছে।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন।

সুহোত্র নামে একজন কুরুবংশীয় রাজা একদা মহর্ষিগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনসময়ে পথিমধ্যে সম্মুখীন রথস্থ ঔশীনর শিবি-রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে স্ব স্ব বয়ঃক্রমানুরূপ পরস্পরের সম্মানরক্ষা করিলেন, কিন্তু গুণবিষয়ে দুই জনই তুল্য বলিয়া কেহ কাহাকে পথ প্রদান করিতে সম্মত হইতেছেন না, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদের বিতণ্ডা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি নিমিত্ত পরস্পরের পথরোধ করিয়া রহিয়াছেন?"

তাঁহারা কহিলেন, "হে মুনিবর! আমরা বাস্তবিক বিবাদ করিতেছি না, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি কাহাকে পথ পরিত্যাগ করিবে, এই বিষয়ের মীমাংসা হওয়া অতি দুরূহ। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, বিশিষ্ট বা সমর্থ ব্যক্তিকে পথ প্রদান করিবে, কিন্তু আমাদিগের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষের নির্ণয় করা অসাধ্য, আমাদিগের রূপ, গুণ ও বয়ঃক্রম সমান, অতএব আপনি এ বিষয়ের মীমাংসা করুন।"

নারদ কহিলেন, "কি ক্রূর, কি মৃদু, কি সাধু, কি অসাধু পরস্পর সকলেরই সৌহার্দ্দ হইতে পারে; অতএব সৌহার্দ্দ তুল্যতার কারণ নহে। যিনি দেবগণের অনির্ণীত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যিনি দান দ্বারা কুকর্ম্ম নাশ, ক্ষমা দ্বারা ক্রূর ব্যক্তিকে পরাজয়, সত্য দ্বারা অসত্যবাদীকে পরাভব ও সাধু-ব্যবহার দ্বারা অসাধু ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন, তিনিই সাধুশীল। আমার মতে তোমরা উভয়েই উদারস্বভাব, কিন্তু ঔশীনর শিবি তোমা অপেক্ষা সচ্চরিত্র ও উৎকৃষ্ট; অতএব তুমি শিবিকে পথ প্রদান কর।"

দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে কৌরব্য শিবিরাজাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বহুবিধ প্রশংসা ও পথ প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! মহর্ষি নারদ এইরূপে রাজমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পঞ্চনবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! নহুষাত্মজ রাজা যযাতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। রাজা যযাতি পৌরজনপরিবৃত হইয়া রাজ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্! আমি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা হেতু গুরুদক্ষিণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে পার্থিব! লোকে যাচকের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকে; এ নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি প্রসন্নমনে আমাকে অভিলষিত অর্থ প্রদান করিবেন?"

রাজা কহিলেন, "হে দানার্হ! বিদ্বেষের কথা দূরে থাকুক, আমি দান করিয়া পুনরায় তাহার কীর্ত্তন করি না, কিন্তু অগ্রে প্রার্থনা না করিলে অযাচ্য অর্থপ্রদানে অঙ্গীকার করি না। স্ত্রী, পুত্র ও আপন দেহ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রাপ্যবস্তু আছে, তৎসমুদয় আপনাকে প্রদান করিয়া আমি কৃতার্থম্মন্য ও পরম সুখী হইতে পারি, কিন্তু অপ্রাপ্য অর্থ প্রদান করিতে কদাচ সম্মত হই না। হে ব্রহ্মন্! আপনার মন যাচকের প্রতি কখনই কুপিত হয় না, আমি যাচমান ব্রাহ্মণকে পরম প্রিয়পাত্র জ্ঞান করিয়া থাকি, প্রদত্ত অর্থের নিমিত্ত আমি কদাপি

শোকার্ত্ত হই না। অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে সহস্র ধেনু দান করিতেছি, গ্রহণ করুন।” রাজা এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে সহস্র গো-দান করিলে তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন।

ষণ্ণবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির নিবেদন করিলেন, “ভগবন্! পুনরায় রাজন্যমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন।” মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! বৃষদর্ভ ও সেদুক নামে দুই জন অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ রাজা ছিলেন। বৃষদর্ভ বাল্যাবধি উপাংশুব্রতধারী ছিলেন, তন্নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণকে কেবল রজত ও কাঞ্চন প্রদান করিতেন, সেদুক ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন না।

এক দিবস বেদাধ্যয়নসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ সেদুকের নিকট উপনীত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করত গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। সেদুক কহিলেন, “ভগবন্! আমার গুর্ব্বর্থ প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই; অতএব আপনি বৃষদর্ভ-সকাশে গমন করুন। সেই রাজা পরম ধার্ম্মিক, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই আপনার অভিলষিত গুর্ব্বর্থ প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই। আমি উত্তমরূপ অবগত আছি, তিনি উপাংশুব্রতাচরণ করিতেছেন।”

অনন্তর ব্রাহ্মণ বৃষদর্ভসকাশে গমনপূর্ব্বক সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে কশাঘাত করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, “মহারাজ! আমি নিরপরাধী, কি নিমিত্ত আমাকে তাড়না করেন?” ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া শাপ-প্রদানে উদ্যত হইলে রাজা কহিলেন, “হে বিপ্র! যে ব্যক্তি তোমাকে স্বীয় ধন দান না করিবে, তাহাকে কি অভিসম্পাত করা উচিত অথবা অন্যায় শাপ প্রদান করা কি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম?”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে রাজাধিরাজ! আমি সেদুক-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভিক্ষার্থে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, শাপ প্রদান করা বা অন্য কোন অভিলাষ নাই।” রাজা কহিলেন, “হে ব্রহ্মন্! অদ্য পূর্ব্বাহ্নে আমার যত অর্থাগম হইবে, তৎসমুদয় আপনাকে প্রদান করিব; কিন্তু কশাঘাত আর কোন ক্রমেই দূরীকৃত হইতে পারে না।” এই কথা বলিয়া রাজা বৃষদর্ভ এক দিনের সমুদয় আয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। তাহা সহস্রাধিক অশ্বের মূল্য হইবে সন্দেহ নাই।

একদা দেবতাদিগের এই প্রস্তাব হইয়াছিল যে, আমরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া উশীনরের পুত্র শিবিরাজার স্বভাব পরীক্ষা করিতে অভিলাষ করি। পরে অগ্নি ও ইন্দ্র এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া ধরাতলে সমাগত হইলেন। অনন্তর অগ্নি কপোতরূপ ধারণপূর্ব্বক শিবিরাজার নিকট উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ধাবমান হইলে ইন্দ্রও শ্যেনরূপী হইয়া সেই কপোতের অনুসরণ করিলেন। কপোত দিব্যাসনাসীন রাজার উৎসঙ্গে নিপতিত হইলে পুরোহিত কহিলেন, “মহারাজ! এই কপোত শ্যেনভয়ে ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত আপনার শরণাগত হইয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, অঙ্গে সহসা কপোতনিপতন হইলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আপনি দিগন্তের অধীশ্বর, অতএব ব্রাহ্মণকে ধনপ্রদানপূর্ব্বক এই দুর্নিমিত্তের প্রতীকার করুন।”

তখন কপোত কহিল, “মহারাজ! আমাকে প্রকৃত কপোত বিবেচনা করিবেন না। আমি মুনি, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রহ্মচারী, তপোনিরত, দান্ত ও নিষ্পাপ; আমি কদাচ আচার্য্যের প্রতি প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করি না; আমি তন্ন তন্ন করিয়া বেদাধ্যয়ন করিয়াছি; প্রতিদিন বেদপাঠ ও তাহার অনুশীলন করিয়া থাকি; এক্ষণে কেবল শ্যেনভয়ে ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ আপনার গাত্রে নিপতিত হইয়াছি। মহারাজ! শ্রোত্রিয়কে শ্যেনমুখে নিক্ষেপ করা অনুচিত; অতএব আমাকে শ্যেনহস্তে অর্পণ করিবেন না; আমি বাস্তবিক কপোত নহি।”

শ্যেন কহিল, “মহারাজ! এই সংসারে জন্মগ্রহণবিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য পর্য্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে; পূর্ব্বজন্মে যাঁহাদিগকে পিতা, মাতা, ভার্য্যা, পুত্র ও কন্যা বলিয়া আসিয়াছেন, পরজন্মে তাঁহারাই আবার পুত্র,

কন্যা, পিতা ও মাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; শত্রু মিত্র এবং মিত্র শত্রু হইয়া থাকে; অতএব বোধ হইতেছে, আপনি পূর্ব্বে এই কপোত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত জন্মান্তরীণ পিতা কপোতকে রক্ষা করিতেছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমার আহারে বিঘ্নোৎপাদন করা আপনার অনুচিত।"

রাজা কহিলেন, "পক্ষিজাতি ঈদৃশ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা কোন্‌ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে? কপোত এবং শ্যেন এই উভয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরূপে সদসৎ নিশ্চয় করি? যিনি ভীত ও শরণাগত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে প্রদান করেন, তাঁহার রাজ্যে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় না, সময়ে বীজবপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না এবং তিনি বিপদ্‌কালে শরণার্থী হইলে কেহ তাঁহার পরিত্রাণ করে না। তাঁহার প্রজা-সকল হ্রস্বকলেবর হয়, পিতৃগণ তাঁহার নিকটে বাস করেন না এবং দেবতারা তাঁহার হব্য-প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হয়েন। সেই অল্পমতি ব্যক্তির জীবন ধারণ করা বৃথা, তিনি কদাচ স্বর্গলোক লাভ করিতে পারেন না এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার প্রতি বজ্র প্রহার করেন। অতএব এই কপোতের পরিবর্ত্তে ওদনের সহিত বৃষভ পাক করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি, হে শ্যেন! তুমি যে প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া প্রীত হও, তথায় গমন কর, শিবিরাজ তোমার নিমিত্ত সেই স্থানে মাংস বহন করিবে।"

শ্যেন কহিল, "হে রাজন্! আমি বৃষভ প্রার্থনা করি না এবং কপোত ভিন্ন অন্য মাংসেও আমার তাদৃশ অভিরুচি নাই, অদ্য দেবতারা আমাকে এই কপোত প্রদান করিয়াছেন, উহাই আমার ভক্ষ্য; অতএব আপনি উহা প্রদান করুন।" রাজা কহিলেন, "হে শ্যেন! আমি সকলের সমক্ষে তোমাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বলীবর্দ্দ প্রদান করিতেছি, তুমি এই কপোতের প্রাণহিংসা করিও না। কপোত প্রাণভয়ে আমার শরণাগত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু কপোতকে প্রদান করিতে কদাচ সম্মত নহি, অতএব তোমার কপোতপ্রাপ্তি-প্রত্যাশায় ঈদৃশ ক্লেশস্বীকার করিবার আবশ্যক নাই। যদ্দ্বারা শিবিগণ প্রসন্ন হইয়া সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক আমার প্রশংসা করেন এবং তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা আদেশ কর, আমি অবশ্যই সম্পন্ন করিব।"

শ্যেন কহিল, "মহারাজ! আপনি স্বীয় দক্ষিণ উরু হইতে কপোত-পরিমিত মাংস কর্ত্তনপূর্ব্বক প্রদান করুন, তাহা হইলে আমার প্রিয়কার্য্য-সংসাধন ও কপোতের প্রাণরক্ষা হইবে এবং শিবিগণও আপনার যথেষ্ট প্রশংসা করিবেন।"

অনন্তর রাজা স্বীয় দক্ষিণ উরু হইতে মাংসপেশী কর্ত্তনপূর্ব্বক তুলাদণ্ডে ধারণ করিয়া দেখিলেন যে, মাংস অপেক্ষা কপোত গুরুতর, তখন পুনরায় মাংস কর্ত্তন করিয়া পরিমাণ করিলেন, তথাপি কপোতের সমান হইল না, এইরূপে সর্ব্বশরীরের মাংস ছেদনপূর্ব্বক তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিলেও কপোত গুরুতর হইল। পরিশেষে রাজা স্বয়ং তুলায় আরোহণ করিলেন। তখন শ্যেন এই লোকাতীত ব্যাপার অবলোকন করিয়া "রাজার কিছুই অপ্রিয় নাই, কপোত অনায়াসে রক্ষা পাইল," এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর রাজা কপোতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে পক্ষীন্দ্র! শিবিগণ তোমাকে কপোত বলিয়া জানেন, সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, এই শ্যেন কে? আমার বোধ হয়, ইনি কোন অসামান্যশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন, নচেৎ সামান্য লোকে ঈদৃশ দুরূহ কার্য্য করিতে কখনই সমর্থ হয়েন না।" কপোত কহিল, "মহারাজ! আমি ধূমকেতু অগ্নি, আর এই শ্যেন শচীপতি ইন্দ্র। আমরা তোমার সাধু-ব্যবহার সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইবার মানসে তোমার সকাশে আগমন করিয়াছি। তুমি আমার নিষ্ক্রয়ার্থ যে মাংসপেশী অসি দ্বারা কর্ত্তনপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছ, আমি তাহা তোমাদের সুবর্ণবর্ণ, মনোহর, অতি-পবিত্র রাজচিহ্নস্বরূপ করিব। তোমার দক্ষিণপার্শ্ব হইতে প্রজাপালক, অতি যশস্বী, দেবর্ষিগণের আদরণীয় এক পুত্র জন্মিবে, তাহার নাম কপোতরোমা; সে সৌরথেয়গণের প্রধান এবং অতি বীর্য্যশালী হইবে।"

সপ্তনবত্যধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহামুনি মার্কণ্ডেয় রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া পুনর্ব্বার ভাগ্যশীলগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! বিশ্বামিত্রতনয় অষ্টক অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন করিয়া একদিন স্বীয় তিন ভ্রাতা প্রতর্দ্দন, বসুমনা ও শিবির সহিত রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া তাঁহারা সকলে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তপোধন! রথে আরোহণ করুন।"

দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের বাক্যে রথারূঢ় হইলে পর একজন কহিলেন, "ভগবন্! আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করি।" নারদ কহিলেন, "কি অভিলাষ হইয়াছে, বল।" তখন তিনি কহিলেন, "তপোধন! আমরা চারিজন অবিনশ্বর স্বর্গধামে গমন করিব, তন্মধ্যে প্রথমে কে ভূতলে অবতীর্ণ হইবে?" নারদ কহিলেন, "অষ্টক।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! অষ্টক যে স্বর্গভ্রষ্ট হইবেন, তাহার কারণ কি?" নারদ কহিলেন, "আমি এক দিবস অষ্টকালয়ে বাস করিয়াছিলাম। পরদিন ইনি আমাকে রথে লইয়া গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে বহুসহস্র নানাবর্ণবিচিত্রিত ধেনু বিচরণ করিতেছে, দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই সকল ধেনু কাহার?' তিনি কহিলেন, 'আমার; আমি এই সমুদয় ধেনু স্বর্গলাভের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছি।' এইরূপে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিলেন, এই হেতু তিনি অগ্রে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন।" তাঁহারা কহিলেন, 'ভগবন্! সম্প্রতি আমরা তিন জনে সুরসদনে গমন করিব, ইহার মধ্যে কে অগ্রে অবতীর্ণ হইবে?' নারদ কহিলেন, 'প্রতর্দ্দন।' একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি নিমিত্ত?' নারদ কহিলেন, "আমি প্রতর্দ্দনের গৃহেও একদিবস বাস করিয়াছিলাম। ইনি আমাকে রথে লইয়া গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রতর্দ্দনের নিকট অশ্ব প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন, 'আমি প্রত্যাগত হইয়া তোমাকে অশ্ব প্রদান করিব।' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'শীঘ্র প্রদান করুন।' তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণপার্শ্বস্থ অশ্ব তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

অনন্তর আর এক জন অশ্বপ্রার্থী ব্রাহ্মণ সমাগত হইলে তাঁহাকে বামপার্শ্বস্থ অশ্ব প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পরে অপর এক ব্রাহ্মণ আসিয়া অশ্ব যাচ্ঞা করিলে তিনি তখন ধুর্য্য অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে শীঘ্র ভার অবরোহণপূর্ব্বক সেই অশ্বটি তাঁহাকে প্রদান করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরে অন্য এক ব্রাহ্মণ আসিয়া পুনরায় অশ্ব প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, 'প্রত্যাগত হইয়া প্রদান করিব।' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'সত্বরে প্রদান করুন।' তিনি তখন তাঁহাকে রথধুরসংযুক্ত অশ্ব প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং ধুর গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, 'আমি অনেক দান করিয়াছি, সম্প্রতি আর কিছুই নাই'।"

নারদ কহিলেন, "দান করিয়া অসূয়াপ্রকাশ করিলে কদাচ স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না।" তাঁহারা কহিলেন, "এক্ষণে আমরা দুই জনে গমন করিব; তন্মধ্যে কে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবে?" নারদ কহিলেন, "বসুমনা।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নিমিত্ত?" নারদ কহিলেন, "আমি একদিবস ভ্রমণ করিতে করিতে বসুমনার গৃহে গমন করিয়া পুষ্পরথের প্রয়োজনবশতঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলাম, পরে ব্রাহ্মণ-

প্রদর্শন করিলেন। আমি তাহার অনেক প্রশংসা করাতে বসুমনা কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি যে রথের প্রশংসা করিতেছেন, উহা আপনারই রথ।' এই কথা স্বীকার করিলেন, কিন্তু রথ প্রদান করিলেন না।

অনন্তর আমি পুনর্ব্বার এক দিবস বসুমনার নিকট উপস্থিত হইয়া পুষ্পরথের প্রয়োজন বশতঃ স্বস্তিবাচন করিলাম। তাহাতে রাজা 'ইহা আপনারই' বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু প্রদান করিলেন না। পুনরায় তৃতীয়বার স্বস্তিবাচন সম্পন্ন করিলে পর, রাজা ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! পুষ্পরথের নিমিত্ত স্বস্তিবাচন অতি উত্তম

হইয়াছে।' এইরূপ দ্রোহবাক্য প্রয়োগের নিমিত্ত তাঁহাকে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে হইবে।"

তাহারা কহিলেন, 'সম্প্রতি আমাদের মধ্যে এক জন ও আপনি, এই দুই জন গমন করিবেন, তাহাতে কে অবতীর্ণ হইবেন?' নারদ কহিলেন, 'আমি অবতীর্ণ হইব। শিবি-রাজ স্বর্গে গমন করিবেন।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি নিমিত্ত?' নারদ কহিলেন, "আমি শিবির সমান হইব না, কারণ, একদা এক ব্রাহ্মণ শিবিরাজার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমি ভোজনার্থী।' শিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'রাজন্! বৃহদর্ভ নামে তোমার যে পুত্র আছে, তাহাকে বিনষ্ট করত তাহার মাংস পাক ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমার প্রতীক্ষা করিবে।'

রাজা পুত্রকে বিনষ্ট ও যথাবিধি পাক করিয়া পাত্রে স্থাপিত করত মস্তকে লইয়া ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তিনি ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি কহিল, 'আপনি যে ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতেছেন, তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক আপনার গৃহ, কোষাগার, আয়ুধাগার, অশ্বশালা ও হস্তিশালা প্রভৃতি সমুদয় দগ্ধ করিতেছেন।' এই অপ্রীতিকর সংবাদ-শ্রবণে রাজার মুখ বিবর্ণ বা কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃত হইল না, প্রত্যুত তিনি অবিচলিতচিত্তে নগরে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে।' ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অধোমুখে রহিলেন, কিঞ্চিন্মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না।

রাজা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত আগ্রহাতিশয় সহকারে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্তকাল ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া শিবিকে কহিলেন, 'তুমিই ইহা ভোজন কর।' শিবি ব্রাহ্মণ-বাক্যে সম্মত হইয়া অবিষণ্নমনে কপাল উত্তোলনপূর্ব্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, 'হে সাধো! আমি বুঝিলাম, তুমি জিতক্রোধ, ব্রাহ্মণার্থ তোমার কিছু অদেয় নাই।' এই বলিয়া যথাবিধি সৎকার করিলেন। রাজা সম্মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র পবিত্র গন্ধ-সম্পন্ন অলঙ্কৃত দেবকুমার তুল্য নিজ পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ সেই বিষয়-সকল সংসাধন করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। বিধাতা ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ করিয়া রাজর্ষির পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলে অমাত্যগণ রাজাকে কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি সবিশেষ জানিয়াও কি নিমিত্ত এইরূপ অনুষ্ঠান করিলেন?' রাজা কহিলেন, 'আমি যশোলাভ, অর্থ-লাভ বা ভোগাভিলাষে লোলুপ হইয়া এরূপ কর্ম্ম করি নাই, কেবল এই পথে পাপপরায়ণদিগের অধিকার নাই, এই নিমিত্ত আমি ঈদৃশ অনুষ্ঠান করিয়াছি। সাধু লোকে যাহা অধিকার করেন, তাহাই প্রশস্ত, এই কারণে আমার বুদ্ধি প্রশস্তবিষয়ের আশ্রয় লইয়া থাকে।' নারদ কহিলেন, "আমি শিবি-রাজার এইরূপ সৌভাগ্য সম্যক্ অবগত হইয়া এরূপ কহিয়াছি।"

অষ্টনবত্যধিক-শততম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ও পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনার অপেক্ষা কি আর কেহ প্রাচীন আছেন?" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন ক্ষীণপুণ্য ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আমার সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তপোধন! আমার কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি কি আমাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পারেন?" আমি কহিলাম, "আমরা নিরবচ্ছিন্ন তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া থাকি, কার্য্যপর্য্যাকুলত্ব প্রযুক্ত আপনারাই সঙ্কল্পসকল বিস্মৃত হইয়া যাই; কখন স্মরণ করিলেও অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতোপবাসাদি-সাধনজনিত শারীরিক উপতাপে তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই না, সুতরাং আপনাকে কি প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞান করিব?" তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, "ভগবন্!

আপনার অপেক্ষা আর কেহ প্রাচীন আছেন কি না?” আমি কহিলাম, “হিমাচলে প্রাবারকর্ণ নামে এক উলূক বাস করিয়া থাকে, সে আমা অপেক্ষা অতি প্রাচীন, বোধ হয়, আপনাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিলেও করিতে পারে। কিন্তু হিমালয় অতি দূরবর্ত্তী, অতএব যদি আপনার ইচ্ছা হয় ত চলুন, আমিও যাইব।”

অনন্তর রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বাকার স্বীকারপূর্ব্বক আমাকে লইয়া উলূকসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন, অনন্তর তিনি উলূককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে উলূক! তুমি কি আমাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পার?” প্রাবারকর্ণ উলূক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিল, “না মহাশয়! আমি আপনাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পারিলাম না।” তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, “হে উলূক! তোমা অপেক্ষা আর কে প্রাচীন আছেন?” উলূক কহিল, “মহাশয়! ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক সরোবর আছে, তথায় নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক বাস করিয়া থাকে। সে আমা অপেক্ষাও প্রাচীন; অতএব আপনি তথায় গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।” তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন ও উলূক আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সরোবরে গমন করিলেন।

অনন্তর আমরা বককে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলাম, “হে নাড়ীজঙ্ঘ! তুমি কি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জান?” বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, “না, আমি তাঁহাকে জানি না।” তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, “নাড়ীজঙ্ঘ! তোমা অপেক্ষা আর কে প্রাচীন আছে?” বক কহিল, “এই সরোবরে অকূপার নামে এক কচ্ছপ বাস করিয়া থাকে, সে আমা অপেক্ষা প্রাচীন। আপনারা তাহাকেই জিজ্ঞাসা করুন, বোধ হয়, সে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জানিতে পারিবে।”

অনন্তর সেই বক আমাদের সহিত অকূপার-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিল, ‘আমরা তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি শীঘ্র আমাদিগের সন্নিধানে আগমন কর।’ কচ্ছপ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগের সমক্ষে আগমন করিল। তখন আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘অকূপার! তুমি কি এই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জান?’ এই কথা জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র সে কম্পিত-কলেবর ও বিচেতনপ্রায় হইয়া বাষ্পাকুললোচনে উদ্বিগ্নমনে কহিল, ‘আমি ইহাঁকে বিলক্ষণরূপে অবগত আছি, ইনি যাগ-যজ্ঞ-সমাধান-পূর্ব্বক সহস্রবার যূপ-সকল আহিত করিয়াছেন, ইনি যজ্ঞে যে সমস্ত ধেনু দান করিয়াছিলেন, তাহাদিগেরই সঞ্চরণে খুরক্ষুণ্ণ হইয়া এই সরোবর হইয়াছে, আমি এই স্থানেই সতত বাস করিয়া থাকি।’

এই কথা পরিসমাপ্ত হইবামাত্র দেবলোক হইতে এক দেবরথ আবির্ভূত হইল ও রাজর্ষিকে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণী উচ্চারিত হইয়া উঠিল, ‘হে মহারাজ! তোমার নিমিত্ত স্বর্গ প্রস্তুত আছে, এক্ষণে তুমি সেই সমুচিত স্থান লাভ করিয়া কীর্ত্তিমান্ লোকের অগ্রগণ্য হও। যতদিন মনুষ্যের পুণ্যধ্বনি ভূলোক ও দ্যুলোক স্পর্শ করিয়া থাকে, ততদিন সেই মনুষ্য পুরুষ বলিয়া পরিগণিত, যতদিন লোকের অকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইতে থাকে, ততদিন তাহার নিকৃষ্ট লোকপ্রাপ্তি হয়। অতএব মনুষ্যের অনন্তলোকলাভের নিমিত্ত নিরবচ্ছিন্ন সচ্চরিত্র হওয়া ও পাপসঙ্কল্প-সকল পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃকল্প।’

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, ‘আমি অগ্রে এই স্থবিরদ্বয়কে স্বস্থানে রাখিয়া আসি, পরে গমন করিব, এক্ষণে তুমি কিয়ৎক্ষণ আমার অপেক্ষা কর।’ এই বলিয়া তিনি প্রাবারকর্ণ উলূক ও আমাকে লইয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক সেই দেবরথে আরোহণ করিয়া স্বয়ং স্বর্গে গমন করিলেন। হে পাণ্ডবগণ! তিনিই আমা অপেক্ষা প্রাচীন। তখন পাণ্ডবেরা কহিলেন, “হে তপোধন! স্বর্গলোকচ্যুত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে পুনরায় যথাস্থানে অবস্থাপিত করিয়া আপনি অতি শ্রেয়স্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন।” মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইরূপ দেবকীনন্দন কৃষ্ণও নিরয়নিমগ্ন রাজর্ষি নৃগকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছেন।

একোন-দ্বিশততম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়-মুখে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের পুনরায় স্বর্গপ্রতিপাদন-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তপোধন! গার্হস্থ্য, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই অবস্থাচতুষ্টয়মধ্যে কোন্ অবস্থায় দান করিলে ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং উহার ফলশ্রুতিই বা কিরূপ? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অপুত্র ব্যক্তির জন্ম, জাতিবহিস্কৃতের জন্ম, পরান্নভোক্তার জন্ম এবং যে ব্যক্তি কেবল আপনার নিমিত্ত পাক করে, তাহার জন্ম, এই চারি প্রকার জন্ম নিতান্ত নিষ্ফল। বাল, বৃদ্ধ ও অতিথিকে আহার না করাইয়া স্বয়ং আহার করিলে তাহা অসত্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনে সঙ্কল্প করিয়া পরিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাকে যে দান করা যায়, উহা নিষ্ফল; যে বস্তু অন্যায়পূর্ব্বক উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহা দান করিলে কোন ফলোদয় হয় না। পতিত ব্রাহ্মণ, তস্কর, মিথ্যাবাদী গুরু, পাপকারী, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, বেদবিক্রেতা, শূদ্রপাচক, বৃষলীপতি ও বৃত্তাধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণনামধারী ব্রাহ্মণকে দান করিলে কোন ফলোদয় হয় না। আর স্ত্রীলোক, আহিতুণ্ডিক ও পরিচারককে দান করিলে তাহারও কোন ফলোপধায়কতা নাই। হে মহারাজ! এই ষোড়শ প্রকার বৃথা দান কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আরও যে ব্যক্তি মোহাচ্ছন্ন হইয়া ভয় বা ক্রোধ-প্রযুক্ত দান করে এবং যে ব্যক্তি বিনয়নম্র হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ করায়,সে গর্ভস্থ হইয়া সেই সকল দানফল উপভোগ করে, অতএব স্বর্গমার্গ-জিগীষাপরবশ হইয়া সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণকে দান করা কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! বর্ণ-চতুষ্টয়মধ্যে প্রতিগ্রহপ্রণয়ী ব্রাহ্মণেরা কিরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যবশতঃ অন্যকে ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকে?" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা জপ, মন্ত্র, হোম ও স্বাধ্যায় দ্বারা বেদময়ী তরণী প্রস্তুত করিয়া অন্যকে ও আপনাকে উদ্ধার করেন; ব্রাহ্মণগণের তুষ্টি-সম্পাদন করিলে দেবতারা সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণের বাক্যবলেই লোকে স্বর্গলোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। তুমি পিতৃ, দেব ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া জ্ঞানশূন্য, শ্লেষ্মাক্লিন্নকলেবর ও ম্রিয়মাণ হইলেও নিঃসন্দেহ অনন্ত পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে। স্বর্গলাভপ্রত্যাশায় ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিবে, শ্রাদ্ধকালে অনিন্দিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। বিবর্ণ, কুনখী, কুষ্ঠী, কুণ্ড, গোলক ও শরতূণীরধারী ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধকালে প্রযত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। যাদৃশ হুতাশন কাষ্ঠভার দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দোষস্পর্শ-বিশিষ্ট শ্রাদ্ধ সমুদয় কর্ম্মফল ভস্মসাৎ করে। শ্রাদ্ধকালে মূক, অন্ধ ও বধির ব্রাহ্মণদিগকে অন্যান্য বেদবেদাঙ্গপারগ বিপ্রদিগের সহিত একত্র মিলিত করিয়া নিয়োগ করিবে। হে মহারাজ! এক্ষণে কি প্রকার বিপ্রকে প্রতিগ্রহ প্রদান করিবে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যিনি স্বশক্ত্যনুসারে প্রদাতা ও আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তি তাঁহাকেই দান করিবেন। বহ্নি যেমন অতিথি ভোজন করাইলে সন্তুষ্ট হয়েন, তদ্রূপ হবির্দ্বারা হোম,কুসুম ও অনুলেপন দ্বারা সন্তোষলাভ করেন না। যাহারা পাদোদক, পাদঘৃত, দীপ, অন্ন ও আশ্রয় দান করে, তাহাদিগকে যমালয়ে গমন করিতে হয় না। দেবনির্ম্মাল্য অপনয়ন, দ্বিজোচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন, গন্ধাদি দ্বারা অলঙ্করণ ও গাত্রসংবাহন ইহার এক একটি কার্য্য গোদান অপেক্ষাও গুরুতর। হে রাজন্! কপিলা প্রদান করিলে লোক সঞ্চিতপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়, অতএব গৃহস্থ দারাপুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গের ভরণপোষণে একান্ত অভিভূত, উপকার-সমর্থ, অগ্নিহোত্রী শ্রোত্রিয়কে অলঙ্কৃতা কপিলা দান করিবে। হে মহারাজ! সুসম্পন্নকে দান করিলে কোন গুণই দর্শে না।

এক ব্যক্তিকে একটি গো দান করিবে, অনেক ব্যক্তিকে কদাচ একটি গো দান করিবে না, কারণ, সেই ধেনু বিক্রীত হইলে বিক্রেতার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ফলতঃ এইরূপ দান দাতা

ও গ্রহীতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। যিনি ব্রাহ্মণকে বিশুদ্ধ স্বর্ণ-নির্ম্মিত সুবর্ণ প্রদান করেন, তাঁহার শাশ্বত সুবর্ণশত-প্রদানের ফললাভ হয়। যিনি ধুরন্ধর বলবান্ বলীবর্দ্দ প্রদান করেন, তিনি দুর্গম প্রদেশ সকল অনায়াসে উত্তীর্ণ ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভূমি প্রদান করেন, তাঁহার বাসনাসকল সফল হয়।

যাহারা গমনকালে ক্ষীণকলেবর ও ধূলিধূসরপাদ হইয়া অন্নদাতার অনুসন্ধান করে এবং যাঁহারা সেই সমস্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত লোকদিগকে অন্নলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সেই নির্দ্দেষ্টাও অন্নদাতার তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অতএব মহারাজ! তুমিও অন্য দান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্নদান কর। ভূলোকে অন্নদান অপেক্ষা পুণ্যতর কর্ম্ম আর কিছুই নাই। যিনি স্বশক্ত্যনুসারে বিপ্রগণকে সুসংস্কৃত অন্নদান করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোকলাভ হইয়া থাকে। অন্নই একমাত্র উৎকৃষ্ট, অন্ন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। অন্ন সাক্ষাৎ প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ও উহাকেই সংবৎসরযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সেই সংবৎসরযজ্ঞে সমস্ত বস্তুই প্রতিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্ত তাহাতেই স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি ভূতসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব অন্নই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই।

যাঁহারা অগাধসলিল তড়াগ, হ্রদ, বাপী, কূপ, গৃহ ও অন্ন প্রদান করেন, যাঁহাদিগের বাক্য অতি মধুর, তাঁহাদিগের আর কৃতান্তের ভয় থাকে না। যিনি সুশীল ব্রাহ্মণকে শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা সঞ্চিত ধান্য প্রদান করেন, বসুন্ধরা তাঁহার প্রতি সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া ধনধারা বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! অন্নদাতা, সত্যবাদী ও অযাচিত-প্রদাতা এই তিন ব্যক্তি অনুক্রমে সমলোক লাভ করিয়া থাকেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অনুজবর্গের সহিত একান্ত কুতূহল-পরতন্ত্র হইয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তপোধন! যমলোকের পথ ও যমলোক হইতে মনুষ্যলোকের অন্তর কি প্রকার এবং তাহার প্রমাণই বা কি? মনুষ্যেরা কোন্ উপায় দ্বারা উহা উত্তীর্ণ হইয়া থাকে? আপনি এই সমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! এই প্রশ্ন ঋষি-প্রশংসিত, পবিত্র, সকলের গোপনীয় ও ধর্ম্মসঙ্গত, এক্ষণে আমি ইহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যমলোকের পথ ও মনুষ্যলোকের সীমা ষড়শীতিসহস্র যোজন পরিমিত। উহা কেবল শূন্যময় ও কান্তারের ন্যায় অতি ভীমদর্শন, তথায় মনুষ্যেরা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লান্তি দূর করিতে পারে, এরূপ বৃক্ষচ্ছায়া বা গৃহ ও সলিলের সম্পর্কও নাই। সেই পথ দিয়া যমদূতেরা বলপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ জীবজন্তুদিগকে লইয়া যায়।

যাহারা ব্রাহ্মণগণকে উৎকৃষ্ট অশ্বাদি প্রদান করিয়াছে, তাহারাই সেই সমস্ত যানে আরোহণ করিয়া ঐ দুর্গমবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া থাকে। ছত্রদাতা ছত্র দ্বারা আতপ নিবারণ করিয়া গমন করে; অন্নদাতা পরিতৃপ্ত ও অন্নদানবিমুখ ব্যক্তি অপরিতৃপ্ত হইয়া সেই পথে গমন করিতে থাকে; বস্ত্রদাতা সবস্ত্র ও বস্ত্রদানপরাঙ্মুখ ব্যক্তি বিবস্ত্র হইয়া গমন করে; হিরণ্যদাতা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও ভূমিদাতা পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রস্থান করে; শস্যপ্রদ ব্যক্তি অপরিক্লিষ্টভাবে এবং গৃহদাতা বিমানে আরোহণ করিয়া পরমসুখে গমন করিয়া থাকে; পানীয়দাতা পিপাসাক্লেশশূন্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে গমন করে; দীপপ্রদ ব্যক্তি গমনপথ সমুজ্জ্বল করিয়া গমন করে এবং গোপ্রদাতা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরম সুখে সঞ্চরণ করিতে থাকে। মাসোপবাসী হংসসংযুক্ত ও ষষ্ঠরাত্রোপবাসী ময়ূরবরযোজিত বিমানে আরোহণ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে গমন করে। যে ব্যক্তি একাহারী হইয়া রজনীত্রয় যাপন করে, তাহার লোক-সকল অনাময় হয়।

তথায় পুষ্পোদকা নামে এক স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, পানীয়দাতা পুণ্যাত্মারা তাহার দিব্যগুণসম্পন্ন প্রেতলোক-সুখাবহ সুশীতল সলিল পান করিয়া থাকেন, কিন্তু কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা পূয়পূর্ণ বোধ হয়। এইরূপে ঐ নদী মনুষ্যের বাসনা সকল সফল করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা কর। যিনি পথ-

পর্য্যটনশ্রমে ক্ষীণকলেবর ও ধূলিপটলে পরিপূর্ণাঙ্গ হইয়া অন্নদাতার অনুসন্ধান বা ভোজনপ্রাপ্তির আশয়ে গৃহপ্রবেশ করেন, সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রযত্নাতিশয়সহকারে পূজা করিবে। অতিথি ব্রাহ্মণ গমন করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকেন, তিনি পূজিত হইলে তাঁহারা প্রীত হয়েন এবং তিনি পূজিত না হইলে তাঁহারা সাতিশয় নিরাশ হয়েন। হে মহারাজ! এই সমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ হয়, বলুন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত পাপনাশক পবিত্র কথাসকল বারংবার কীর্ত্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! সর্ব্বপাপাপনোদন ধর্ম্মার্থসংবদ্ধ কথা-সকল কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

সর্ব্বপ্রধান পুষ্কর তীর্থে কপিলা প্রদান করিলে যে ফল হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণের পাদধাবনে তাহাই লাভ হয়। মেদিনী যাবৎকাল দ্বিজপাদপ্রক্ষালনজলে পঙ্কিল থাকে, তাবৎ পিতৃ-লোকেরা পদ্মপলাশদ্বারা জল পান করেন। অতিথি ব্রাহ্মণকে স্বাগত-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে হুতাশন, আসনপ্রদানে দেবরাজ, পাদপ্রক্ষালনে পিতৃলোক ও অন্নাদানে প্রজাপতি ব্রহ্মার সাতিশয় তৃপ্তি-সাধন হইয়া থাকে। যখন বৎসের পাদ ও মস্তক পরিদৃশ্যমান হইবে, তদবসরে প্রযতমনে সেই প্রসবোন্মুখী গো দান করিলে পৃথিবীদানের ফল হয়; কারণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষগত বৎস যোনিদেশে বাস করিয়া থাকে, তাবৎকাল সেই ধেনু পৃথিবী তুল্য হয়। এইরূপ ধেনুদান করিলে ধেনু ও বৎসের গাত্রে যতগুলি লোম থাকে, দাতা তৎসমসংখ্য-সহস্র যুগ স্বর্গলোকে পূজিত হয়। সধুরা কৃষ্ণবর্ণ ধেনুকে সুবর্ণনির্ম্মিত নাসাসম্পন্ন, তিলপ্রচ্ছাদিত ও নানাবিধ রত্নে অলঙ্কৃত করিয়া প্রদান করিবে। যিনি প্রতিগ্রহ করিয়া কোন সাধু লোককে ঐ গৃহীত বস্তু প্রদান করেন, তাঁহার প্রতিগ্রহজনিত ফলেরও ফললাভ হয়। ফলতঃ এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে দরীসমুদ্রশৈলকাননসম্পন্ন চতুরন্ত পৃথিবীদানের তুল্য হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। যে ব্রাহ্মণ জানুদ্বয়ের অভ্যন্তরে এক হস্ত দ্বারা ভোজনপাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃশব্দে অন্য হস্তে আহার করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগকে কেহ পাপাচারপর বলিয়া না জানে ও যঁাহারা সম্যক্ প্রকারে সংহিতা জপ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই লোকোদ্ধারে সমর্থ হয়েন। সচ্চরিত্র শ্রোত্রিয় সমস্ত হব্যকব্যেরই অধিকারী, অতএব শ্রোত্রিয়ে হব্যকব্যপ্রদান প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি-দানের তুল্য ফলপ্রদ হইয়া থাকে। বিপ্রগণের ক্রোধই অস্ত্র। তাঁহারা কদাচ সামান্য অস্ত্র দ্বারা প্রহার করেন না। যেমন দেবরাজ বজ্র দ্বারা অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণেরাও ক্রোধাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সমুদয় বিনাশ করিতে পারেন। হে মহারাজ! নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ যাহা শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন, আমি ধর্ম্মার্থসংবদ্ধ সেই সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে মনুষ্যেরা বিগতশোকভয় ও বীতপাপ হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে তপোধন! ব্রাহ্মণগণ যদ্দ্বারা সতত বিশুদ্ধ হইয়া থাকেন, সেই শৌচ কি প্রকার? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! বাক্‌শৌচ, কর্ম্মশৌচ ও জলশৌচ এই তিন প্রকার শৌচদ্বারা সতত বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি সায়ং ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যোপাসনা করেন এবং বেদমাতা পবিত্র দেবী গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন, তিনি বিগতপাপ হইয়া এই সসাগরা ধরা প্রতিগ্রহ করিলেও অবসন্ন হয়েন না। তাঁহার পক্ষে অন্তরীক্ষে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি যে সকল অশুভগ্রহ বিদ্যমান থাকে, তৎসমুদয় শুভপ্রদ এবং শিবাগণও শিবপ্রদ হইয়া উঠে। ঘোররূপ মহাকায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে কদাচ পরাভব করিতে সমর্থ হয় না।

ব্রাহ্মণেরা প্রজ্বলিত হুতাশনের তুল্য; অধ্যাপন, যাজন বা কোন প্রকার প্রতিগ্রহ দ্বারা তাঁহাদিগকে কোনরূপ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ

বেদানভিজ্ঞ হউন বা বেদজ্ঞই হউন, সামান্যই হউন বা সংস্কৃতই হউন, ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়, তাহার সন্দেহ নাই; তাঁহাদিগকে কদাচ অবমাননা করিবে না। যাদৃশ শ্মশানদেশে প্রদীপ্ত পাবক দোষাবহ নহে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ হউন বা মূর্খই হউন, অবশ্যই তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। রুচির প্রাচীর, উন্নত পুরদ্বার ও নানাবিধ প্রাসাদ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণহীন নগরের কোন শোভা নাই। গোষ্ঠই হউক বা অরণ্যই হউক, যথায় বেদবেদাঙ্গপারগ, জ্ঞানবান্, সচ্চরিত্র, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন, পণ্ডিতেরা তাহাকেই নগর ও তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। রক্ষক, রাজা ও তপস্বী ব্রাহ্মণগণসন্নিধানে উপনীত হইয়া সৎকার করিলে চিরসঞ্চিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়।

শাস্ত্রকারেরা অতি পবিত্র তীর্থে স্নান, পবিত্র বস্তু-কীর্ত্তন ও সাধুসহ সম্ভাষণ অতি প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণ সাধুসঙ্গমপূত অতি মনোহর বাক্যরূপ সলিল দ্বারা আপনাদিগকে প্রতিনিয়ত পবিত্র জ্ঞান করেন। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যদি চিত্তশুদ্ধি না হইয়া থাকে,তাহা হইলে ত্রিদণ্ড-ধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাভার বহন, শিরোমুণ্ডন, বল্কলাজিন-পরিধান, ব্রতচর্য্যা, অভিষেক, অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান, অরণ্যবাস ও শরীরশোষণ এই সমুদয় নিষ্ফল হয়। চক্ষুরাদির বিশুদ্ধি ব্যতিরেকে বিষয়োপভোগ সুকর হয়: কিন্তু চক্ষুরাদির বিশুদ্ধিসহকারে বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ করা স্বভাবতঃ অতি সুকঠিন: কারণ,চক্ষুরাদির বিকার-সমুৎপাদক মন নিতান্ত দুর্জ্জেয় ও অপ্রতিশাস্য। যাঁহারা মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা কদাচ পাপাচরণ করেন না, তাঁহাদিগের অনশন দ্বারা শরীর-শোষণপূর্ব্বক তপস্যা করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহাদিগের জ্ঞাতিবর্গের প্রতি কিছুমাত্র দয়া নাই, সেই শুক্রযোগোপজীবী মনুষ্য নিতান্ত পাপপরায়ণ। তাহার সেই নির্দ্দয় ব্যবহারই তপস্যার সম্পূর্ণ বিঘ্ন সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব কেবল অশন পরিত্যাগ করিলেই যে তপঃসাধন হয়, এমত নহে।

হে রাজন্! যিনি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক পবিত্রভাবসম্পন্ন, গুণগণে অলঙ্কৃত ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হয়েন, তিনি চিরসঞ্চিত পাপনিবহ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। অনশনাদি দ্বারা কদাচ পাপকর্ম্ম সমুদয় বিনষ্ট হয় না; কেবল তৎপ্রভাবে এই মাংসশোণিতময় দেহ ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে থাকে। অজ্ঞাত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কেবল ক্লেশপরম্পরাই পরিবর্দ্ধিত হয়; পাপের কিছুমাত্র হানি হয় না। অগ্নি চিত্তশুদ্ধিশূন্য মনুষ্যের অশুভ কর্ম্ম সকল দগ্ধ করেন না, কিন্তু লোক-সকল স্বকীয় পুণ্যবলেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন ও বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে, অনশনাদি দ্বারা কোনরূপ ফল সমুৎপন্ন হয় না। ফল-মূল-ভক্ষণ, মৌনাবলম্বন, অনিলাশন, শিরোমুণ্ডন, জটাভার-ধারণ, স্থাবরগৃহত্যাগ, স্থণ্ডিল বা ধরাশয্যা,নিত্য অনশন, অগ্নিশুশ্রূষা বা জলপ্রবেশ ইহার দ্বারা কদাচ জরা, মরণ ও ব্যাধি সকল বিনষ্ট এবং উত্তম-গতিপ্রাপ্তি হয় না, কেবল জ্ঞান বা কর্ম্ম দ্বারা জরা, মরণ ও ব্যাধিসমুদয় নষ্ট এবং উত্তমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজ-সমুদয় পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানদগ্ধ অবিদ্যা প্রভৃতি কখন আর আত্মাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু আত্মাশূন্য কাষ্ঠকুড্যসম দেহ সাগরের ফেনপুঞ্জের ন্যায় নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বভূতশায়ী আত্মাকে লাভ করিতে পারেন, পুণ্যফলজনক শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিলে তাঁহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

'তত্ত্বং' এই দ্ব্যক্ষর হইতে শাস্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া বেদমন্ত্রাচিহ্নিত ভিন্ন ভিন্ন শত সহস্র উপনিষদ দ্বারা 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানই মোক্ষের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কোন কোন বেদবিৎ কহেন, 'পরলোক, ইহলোক ও সুখ-দুঃখ নাই,' এইরূপ জ্ঞানই মোক্ষের লক্ষণ। যিনি বেদার্থ-সমুদয় অবগত হইয়াছেন ও বৈদিক কার্য্যে দক্ষ, যেমন দাবানল হইতে সকলে ভীত হয়, তদ্রূপ তিনিও বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্বিগ্ন হয়েন। যদি তুমি বেদবিহিত যুক্তি দ্বারা শ্রুতি ও স্মৃতিসংবদ্ধ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বৃথাতর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতি ও স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ কর। শম, দম প্রভৃতি সাধনের

বিপর্য্যয়বশতঃ তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হয় না। সাতিশয় যত্ন-সহকারে তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হইলে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। তত্ত্বই বেদস্বরূপ; বেদও তত্ত্বের শরীর; বেদই তাঁহাকে বিদিত হইবার অদ্বিতীয় উপায়; আত্মা বিপ্রকাশ, তিনি বুদ্ধি-তত্ত্বের জ্ঞেয়। দেবগণের দেবত্ব বেদ হইতে প্রতিপন্ন, কর্ম্মের শুভাশুভ ফল বেদে কথিত আছে। প্রাণিগণের প্রভাব যুগে যুগে প্রাদুর্ভূত হইতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়শুদ্ধির দ্বারা উহা পরিত্যাগ কর কর্ত্তব্য। যেহেতু, ইন্দ্রিয়সংযম দিব্য অনশনস্বরূপ। তপঃপ্রভাবে স্বর্গলাভ ও দানবলে ভোগলাভ, জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ ও তীর্থস্নান দ্বারা পাপক্ষয় হয়।"

রাজা যুধিষ্ঠির মহর্ষি-মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! এক্ষণে দানধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "মহারাজ! শ্রুতিস্মৃতি-সঙ্গত দানধর্ম্ম গৌরববশতঃ সততই আমার অভীষ্ট, এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হস্তীর দেহচ্ছায়ায় তদীয় কর্ণপরিবীজিত দ্রব্যাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে সেই ফল দশ অযুত কল্প অক্ষয় হয়। যে ব্যক্তি জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ অন্নসহিত প্রচুর অর্থ প্রদানপূর্ব্বক বৈশ্যকে আশ্রয় প্রদান করেন, তাঁহার সকল-যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। প্রতিকূল-স্রোতোবাহিনী স্রোতস্বতীতে অর্থীকে অর্থ দান ও অন্নার্থী ইন্দ্রকে অন্নদান করিলে সকল পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া থাকে। উপরাগকালে ব্রাহ্মণকে দধিমণ্ড দান করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়। পর্ব্বকালে দান করিলে দ্বিগুণ ফল, বসন্তাদি ঋতুকালে দান করিলে দশগুণ, বৎসরে দান করিলে শতগুণ ও বিষুবসংক্রমে দান করিলে অনন্ত ফললাভ হয় এবং অয়ন ও ষড়শীতিসংক্রমণে দান করিলে অক্ষয় ফললাভ হইয়া থাকে। চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণকালে দান করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়।

যিনি ভূমি দান করেন নাই, তিনি পরজন্মে কখন ভূমি ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন না। যিনি যান প্রদান করেন নাই, তিনি যানারোহণে বঞ্চিত হয়েন। ব্রাহ্মণদিগকে যে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করা যায়, পরজন্মে সেই অভীষ্টবস্তুর উপভোগ-লাভ হয়। অগ্নির অপত্য সুবর্ণ, বিষ্ণুর তনয়া ভূমি ও সূর্য্যসুতা ধেনু, এই সকল দান করিলে ত্রিলোকদানের ফললাভ হইয়া থাকে। দান অপেক্ষা শাশ্বত ফলপ্রদ আর কিছুই নাই। ত্রিলোকমধ্যে দান হইতেই শ্রেয়োলাভ হয়, এই নিমিত্ত বুদ্ধিমানেরা দানকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।"

দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির মহাভাগ মার্কণ্ডেয়ের নিকট রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বর্গপ্রাপ্তিবৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি দেব, দানব, রাক্ষস, বিবিধ রাজবংশ, সনাতন ঋষিবংশ, মনুষ্য, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরোগণের দিব্য উপাখ্যান অবগত আছেন; এই জগতীতলে কিছুই আপনার অবিদিত নাই, অতএব ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুবলাশ্ব ভূপতি কি প্রকারে স্বনামের পরিবর্ত্তে ধুন্ধুমার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এক্ষণে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।"

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ধর্ম্মরাজের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ধুন্ধুমারের উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে যুধিষ্ঠির! উতঙ্ক নামে এক সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন; রমণীয় মরুধন্ব প্রদেশে তাঁহার আশ্রম। তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিবার নিমিত্ত বহু বৎসর দুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন।

মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র বিনীতভাবে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন,"হে দেব! তুমি সুরাসুর,মানব প্রভৃতি সমুদয় চরাচর,ব্রহ্ম,বেদ ও বেদ্য সৃষ্টি করিয়াছ! আকাশ তোমার মস্তক; চন্দ্র-সূর্য্য দুই নয়ন, সমীরণ নিশ্বাস, হুতাশন তেজ, দিক্‌সকল বাহু, মহার্ণব কুক্ষি, পর্ব্বত-সকল উরু, অন্তরীক্ষ জঙ্ঘা,পৃথিবী চরণ এবং ওষধি-সকল রোম। ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতা, অসুর, মহোরগ ও মহাযোগী মহর্ষিগণ

বিনীত হইয়া বিবিধবাক্যে তোমার স্তব করিয়া থাকেন। হে ভুবনেশ্বর! তুমি সমুদয় চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, তুমি রুষ্ট হইলে মহদ্‌ভয় উপস্থিত হয়। হে পুরুষোত্তম! তুমিই একমাত্র ভয়াপহারক ও দেব,মানব প্রভৃতি সর্ব্বভূতের সুখদাতা। হে দেব! তুমি ত্রিবিধ বিক্রম দ্বারা লোকত্রয় সংহার ও সমৃদ্ধ দানবদলকে বিনাশ করিয়াছিলে। দেবগণ তোমারই বিক্রমে নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ভূতভাবন! তুমিই ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যেন্দ্রগণকে পরাভূত করিয়াছ, তুমিই ভূত-গণের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। দেবগণ তোমাকে আরাধনা করিয়াই সর্ব্বপ্রকার সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন।'

হৃষীকেশ মহাত্মা উতঙ্কের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমি প্রীত হইয়াছি,তুমি বর প্রার্থনা কর।"

উতঙ্ক কহিলেন, "দেব! তুমি সনাতন পুরুষ ও জগতের স্রষ্টা, আমি যখন তোমাকে দর্শন করিয়াছি, তখন আমার আর কোন্ বর অবশিষ্ট আছে?"

বিষ্ণু কহিলেন, "আমি তোমার ধৈর্য্য ও ভক্তিগুণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব অবশ্যই তোমাকে বর গ্রহণ করিতে হইবে।"

মহাত্মা উতঙ্ক বরদানের নিমিত্ত শ্রীহরির নির্ব্বন্ধাতিশয় সন্দর্শন করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্ রাজীবলোচন! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যে, আমার বুদ্ধি যেন সত্য, ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে নিয়ত নিযুক্ত থাকে এবং ভক্তি দ্বারা নিত্য নিত্য যেন তোমার সন্নিহিত হইতে পারি।"

বিষ্ণু কহিলেন,"হে দ্বিজ! আমার প্রসাদে তোমার সমুদয় কামনা পরিপূর্ণ হইবে। তোমার যোগ এরূপ দীপ্যমান হইবে যে, তুমি তদ্দ্বারা লোকত্রয় ও দেব-গণের অসামান্য উপকার-সাধন করিবে। হে দ্বিজ! ধুন্ধুনামা এক মহাসুর লোকত্রয়ের উৎসাদনার্থ ঘোর-তর তপশ্চর্য্যা করিবে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বৃহদশ্বের পুত্র জিতেন্দ্রিয় অতি পবিত্র কুবলাশ্ব মদীয় যোগবল অবলম্বনপূর্ব্বক তোমারই শাসনে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হইবে।" ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণু ইহা কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

একাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! মহারাজ ইক্ষ্বাকু লোকযাত্রা সংবরণ করিলে ধর্ম্মাত্মা শশাদ পৃথিবীপতি হইয়া অযোধ্যায় রাজ্য করিয়াছিলেন। বীর্য্যবান্ ককুৎস্থ তাঁহার পুত্র। ককুৎস্থের পুত্র অনেনা; অনেনার পুত্র পৃথু; পৃথুর পুত্র বিশ্বগশ্ব; বিশ্বগশ্বের পুত্র অদ্রি; অদ্রির পুত্র যুবনাশ্ব; যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাব; শ্রাবের পুত্র শ্রাবস্তক; যিনি শ্রাবস্তীনাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্রাবস্তকের পুত্র মহাবল বৃহদশ্ব; বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব; কুবলাশ্বের একবিংশতি সহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই বিদ্বান্, বলবান্ ও সমধিক তেজস্বী।

কুবলাশ্ব পিতা অপেক্ষাও অধিকতর গুণসম্পন্ন ছিলেন। পিতা বৃহদশ্ব তাঁহার শূরত্ব ও পরম-ধার্ম্মিকতা অবলোকন করিয়া সমুচিত সময়ে তাঁহাকে রাজ্যাভি-ষিক্ত করিলেন। রাজলক্ষ্মী মহারাজ কুবলাশ্বে সংক্রা-মিত হইলে রাজা বৃহদশ্ব তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত তপো-বনে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি উতঙ্ক, বৃহদশ্ব বনে গমন করিতেছেন, শুনিয়া সত্বরে তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! প্রজাগণকে প্রতিপালন করাই আপনার উচিত, আমরা আপনার প্রসাদে নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছি; এই সসাগরা পৃথিবী আপনা হইতে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইতেছে, অতএব আপনি কদাচ অরণ্যে গমন করিবেন না; প্রজাগণের প্রতিপালনে যাদৃশ ধর্ম্ম, অরণ্যে গমন করিলে কখন তাদৃশ হয় না। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে রাজর্ষিগণ প্রজাপালনে যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাদৃশ ধর্ম্ম আর কুত্রাপি নয়ন-গোচর হয় না। প্রজাগণ অবশ্য রক্ষণীয়, অতএব প্রজাগণকে রক্ষা করুন, নতুবা আমরা নির্ব্বিঘ্নে তপো-নুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব না।

হে রাজন্! মরুধন্ব প্রদেশে আমার আশ্রমের অনতি-দূরে বহু যোজনবিস্তীর্ণ, বহু-যোজনায়ত ও বালুকা-রাশিতে পরিপূর্ণ একটি সমুদ্র আছে, উহা উজ্জালক বলিয়া বিখ্যাত। মধুকৈটভের পুত্র মহাসুর ধুন্ধু ঐ

স্থানে ভূমির অভ্যন্তরে বাস করে। তাহার পরাক্রম অতি ভীষণ ও অপরিমিত। অতএব তাহাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ অরণ্যে গমন করাই আপনার উচিত। সেই দানব দেবগণকে বিনষ্ট ও সমুদয় লোক উৎসাদিত করিবার নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বের অবধ্য হইয়াছে। আপনি তাহাকে বধ করিতে কৃতনিশ্চয় হউন, আপনার বুদ্ধি যেন অন্যথাভূত না হয়; এ বিষয়ে আপনার মহতী কীর্ত্তিলাভ হইবে সন্দেহ নাই। সেই ক্রূর দৈত্য বালুকাবিলীন হইয়া নিদ্রিত থাকে, বৎসরান্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। তাহার নিশ্বাসপ্রভাবে ধূলিসকল উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সশৈলকাননা পৃথিবী আকাশে উৎপতিত হইয়া সপ্তাহ এরূপ কম্পিত হয় যে, তদ্দ্বারা নিদারুণ স্ফুলিঙ্গ, ধূম ও অগ্নিশিখা বিনিঃসৃত হইতে থাকে। তখন সেই আশ্রমে অবস্থিতি করা একান্ত অসাধ্য হইয়া উঠে।

হে রাজেন্দ্র! আপনি লোকের হিতের নিমিত্ত তাহাকে বিনষ্ট করুন, তাহা হইলে সমুদয় লোক সুস্থ হইবে। আমি স্পষ্ট বোধ করিতেছি, আপনি তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন, ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় তেজোদ্বারা আপনার তেজ বর্দ্ধিত করিবেন। তিনি পূর্ব্বে আমাকে এই বর প্রদান করিয়াছেন যে, 'যে মহীপাত দুরন্ত দৈত্য ধুন্ধুকে বধ করিবার অভিলাষ করিবেন, দুরাসদ বৈষ্ণব তেজ তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইবে'; অতএব আপনি অলৌকিক বিষ্ণুতেজ আশ্রয় করিয়া সেই পরাক্রান্ত দৈত্যকে বধ করুন। সেই মহাতেজাঃ ধুন্ধু অল্পতেজে শত বৎসরেও দগ্ধ হইবে না।"

দ্ব্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

অপরাজিত রাজর্ষি বৃহদশ্ব উতঙ্কের বাক্য-শ্রবণানন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! আমি অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, অতএব আমাকে বিদায় করুন, আমার পুত্র মহাবীর কুবলাশ্ব মহাভুজ পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিবে।" মহর্ষি উতঙ্ক 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলে তিনি পুত্রকে মহাত্মা উতঙ্কের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! এই মহাবীর্য্য দৈত্য কে, কাহার পুত্র ও কাহার পৌত্র, ইহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। আমি কখন ঈদৃশ বলবান্ দৈত্যের কথা শ্রবণ করি নাই; অতএব আপনি ইহার যথাভূত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলুন।"

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। সমুদয় চরাচর প্রলয়পয়োধি-জলে বিলীন হইলে সর্ব্বলোকেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু সলিলরাশিমধ্যে শেষভুজঙ্গভোগে শয়নপূর্ব্বক যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন। তৎকালে এই ভূমণ্ডল তাঁহার শয়নভূত ভুজঙ্গভোগে সংসক্ত ছিল। তিনি নিদ্রিত হইলে তাঁহার নাভিদেশে সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন এক পদ্ম বিনির্গত হইল। তাহাতে বেদচতুষ্টয়, মূর্ত্তিচতুষ্টয় ও মুখচতুষ্টয়সম্পন্ন সাক্ষাৎ লোকগুরু পিতামহ সমুৎপন্ন হইলেন।

ব্রহ্মার জন্মগ্রহণের কিয়ৎকাল পরে মহাবলপরাক্রান্ত মধু ও কৈটভ নামে দানবদ্বয় ভগবান্ বিষ্ণুকে বহুযোজন-বিস্তৃত ফণিফণায় শয়ান, কিরীটকৌস্তুভধারী, পীতকৌষেয়বাসা ও সহস্রসূর্য্যসদৃশ দীপ্যমান দৃষ্টিগোচর করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল এবং তাঁহার নাভিকমলে স্থিত কমললোচন কমলযোনিকে ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা অসুরভয়ে ভীত হইয়া যোগনিদ্রাভিভূত ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিবিনিঃসৃত পদ্মনাল কম্পিত করিতে আরম্ভ করিলে তিনি প্রবোধিত হইলেন এবং বলবান্ দানবদ্বয়কে অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে স্বাগত-জিজ্ঞাসানন্তর কহিলেন, "হে দানবদ্বয়! তোমাদিগের প্রতি প্রীত হইয়াছি; অতএব তোমরা বর গ্রহণ কর।"

তাহারা সহাস্যমুখে কহিল, "হে সুরোত্তম! আমরা উভয়ে বরদাতা; অতএব তুমি কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর।"

ভগবান্ কহিলেন, "তোমরা অসামান্য বীর্য্যসম্পন্ন, তোমাদের সমান পৌরুষশালী আর কেহই

নাই, অতএব আমি লোকহিতার্থী হইয়া তোমাদিগের নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন তোমাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হই।"

মধুকৈটভ কহিল, "হে পুরুষোত্তম! আমরা সত্য ও ধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত; বল, শম, ধর্ম্ম, তপস্যা, চরিত্র ও দমে আমাদিগের সমান কেহ নাই। পূর্ব্বে আমরা স্বেচ্ছাচারসময়েও মিথ্যা কহি নাই, অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত অন্যথা করিব? কিন্তু মহৎ গোলযোগ উপস্থিত হইল, তুমি যাহা কহিলে, তাহা প্রতিপালন করা অত্যন্ত কঠিন; কারণ, আমরা পূর্ব্বে তোমাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলাম যে, তুমি আমাদিগকে অনাবৃত আকাশে বধ করিবে এবং আমরা তোমার পুত্র হইব। তুমি এক্ষণে তাহার প্রতীকার কর, আমরা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা যেন অন্যথা না হয়।"

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাদিগের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া যখন দেখিলেন, কি আকাশ, কি পৃথিবী কুত্রাপি অনাবৃত স্থান নাই, তখন স্বকীয় অনাবৃত উরুদেশে নিশিতধার চক্র দ্বারা মধুকৈটভের শিরশ্ছেদন করিলেন।

ত্র্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! পরাক্রান্ত ধুন্ধু সেই মধুকৈটভের পুত্র। ঐ ধুন্ধু একপদে দণ্ডায়মান ও ধমনিসন্তত‌শরীর হইয়া তপস্যা করিয়াছিল। ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রীত হইয়া বরদানে উদ্যত হইলে সে কহিল, "হে ভগবন্! দেব, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ যেন আমাকে বধ করিতে না পারে, এই আমার অভিলষণীয় বর।" পিতামহ তাহার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিলে, সে যথাবিধি তাঁহার চরণবন্দনপূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ধুন্ধু এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া বারংবার বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয়পূর্ব্বক উৎপীড়িত করিতে লাগিল। পরিশেষে বালুকাচ্ছাদিত উজ্জালক-সমুদ্রে আগমনপূর্ব্বক ভূমির অভ্যন্তরে বালুকায় বিলীন থাকিয়া উতঙ্কাশ্রমের উৎপাতস্বরূপ হইয়া উঠিল। ঐ দুষ্টাত্মা উতঙ্কাশ্রমের অনতিদূরে লোকবিনাশের নিমিত্ত তপোবল আশ্রয়পূর্ব্বক শয়ান হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এমন সময়ে মহারাজ কুবলাশ্ব বল, বাহন, উতঙ্ক ও একবিংশতি সহস্র পুত্রসমভিব্যাহারে তাহাকে বধ করিতে যাত্রা করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু উতঙ্কের নিয়োগানুসারে ও লোকের হিতকামনায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুবলাশ্বশরীরে প্রবিষ্ট হইলেন।

আকাশে "শ্রীমান্ অবধ্য কুবলাশ্ব ধুন্ধুমার হইবে," এই মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল; দেবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে দিব্য কুসুমকলাপ বিকীর্ণ করিলেন; দেবদুন্দুভি-সকল স্বতই শব্দায়মান হইয়া উঠিল; সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল; দেবরাজ ধরাতল পাংশুশূন্য করিবার নিমিত্ত বারিবর্ষণ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ ধুন্ধু ও কুবলাশ্বের সমর-দর্শন-সমুৎসুক হইয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষে তাঁহাদিগের বিমান-সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল।

কুবলাশ্ব বৈষ্ণব-তেজে আপ্যায়িত হইয়া পুত্রগণকে উজ্জালকসাগরের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক খনন করিতে নিযুক্ত করিলেন। সপ্তাহ খননের পর বালুকার অভ্যন্তরে মহাবল ধুন্ধু দানবের সূর্য্যসদৃশ দীপ্যমান ভীষণ কলেবর দৃষ্টিগোচর হইল। কালানলতুল্য দীপ্তকলেবর ধুন্ধু তৎকাল পর্য্যন্তও সুপ্ত ছিল। কুবলাশ্বের পুত্রগণ তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া, তীক্ষ্ণ শর, গদা, মুষল, পট্টিশ, পরিঘ, প্রাস ও খড়্গ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল ধুন্ধু তাহাদিগের অস্ত্রাঘাতে জাতক্রোধ হইয়া সমুদয় অস্ত্র ভক্ষণ করিয়া ফেলিল এবং তাহার মুখ হইতে সকল-লোকভয়াবহ সংবর্ত্তকসদৃশ হুতাশন বিনিঃসৃত হইয়া ক্ষণমাত্রে কুবলাশ্বের পুত্রগণকে ভস্মাবশেষ করিল। পুত্রগণ কপিল-কোপানলকবলিত সগরসন্তানগণের ন্যায় ভস্মীভূত হইলে মহাতেজাঃ কুবলাশ্ব দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণের ন্যায় প্রবুদ্ধ ধুন্ধুদানবের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাহার দেহ হইতে রাশীকৃত সলিল বিনিঃসৃত

হইল; রাজা কুবলাশ্ব সেই বারিময় তেজ পান করিলেন, পরে যোগবারি দ্বারা ধুন্ধুর মুখবিনিঃসৃত অগ্নি-সমুদয় নির্ব্বাণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ক্রূরস্বভাব অদ্ভুত-পরাক্রম দানবকে ভস্মীভূত করিলেন।

অনন্তর দেব ও মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া কুবলাশ্বকে কহিলেন, "তুমি বর গ্রহণ কর।" তিনি তখন বিনীত-ভাবে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে বলিলেন, "হে দেবগণ! আমি যেন দ্বিজাতিগণকে ধন দান করিতে পারি, অরাতিগণের অনভিভবনীয় হই, নারায়ণের সহিত বিলক্ষণ সখ্য জন্মে,আমার অন্তঃকরণ যেন দ্রোহ-শূন্য হয়, সতত ধর্ম্মে অনুরাগ উৎপন্ন হয় এবং স্বর্গে অক্ষয়বাস প্রাপ্ত হই।"

দেবগণ প্রীতিপ্রফুল্লবদনে "তথাস্তু" বলিয়া অভি-লষিত বর প্রদান করিলেন; ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ উত-ঙ্কের সহিত কুবলাশ্বকে বিবিধ আশীর্ব্বাদসহকারে সম্ভা-ষণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই সময়ে কুবলাশ্বের দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চন্দ্রাশ্ব নামে তিনটি পুত্র অবশিষ্ট ছিল; তাঁহাদের হইতেই মহাত্মা ইক্ষ্বা-কুর বংশপরম্পরা দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! রাজা কুবলাশ্ব এইরূপে ধুন্ধু-দৈত্যকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হইলেন। আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে ধুন্ধু-মারের উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলাম, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে, সে ধার্ম্মিক,পুত্রবান্ ও ঐশ্বর্য্য-শালী হইবে এবং তাহার কোন ব্যাধিভয় থাকিবে না।

চতুরধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মানুসারে মহাতেজা মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,"হে ভগবন্! সূর্য্য, চন্দ্রমা, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ চিরকাল যাহা প্রত্যক্ষ অবলোকন ও পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুপরম্পরা যাহার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, সেই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম,অন্যান্য বেদবিহিত ধর্ম্ম এবং পরমোৎকৃষ্ট স্ত্রীগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে; অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি পতিব্রতাদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। গুরু ও পতিব্রতা স্ত্রীগণ অবশ্য মান্য। তাঁহাদিগের শুশ্রূষা অতি-শয় দুষ্কর। তাঁহারা যে ইন্দ্রিয়গ্রামনিরোধ, মনঃসংযম ও সদাচার অবলম্বন করত স্বীয় পতিকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, উহা নিতান্ত দুরূহ। সন্তানগণের পিতৃমাতৃশুশ্রূষা ও কামিনীগণের পতি-সেবা এই উভ-য়ই নিতান্ত দুষ্কর। কিন্তু ইহার মধ্যেও পতিশুশ্রূষার অপেক্ষা কঠিন কর্ম্ম আর কিছু দেখি না।

কামিনীগণ যে পতিপরায়ণা ও সত্যবাদিনী হইয়া যথাকালে স্বামিসহযোগে গর্ভবতী হয়েন এবং দশ মাস সেই দুর্ব্বহ গর্ভভার বহনপূর্ব্বক পরিশেষে প্রাণ-পণে দুঃসহ বেদনা সহ্য করত অতিকষ্টে সন্তান প্রসব করিয়া স্নেহসহকারে পোষণ করেন, ইহা এক অলৌ-কিক কার্য্য। আর মানবেরা ক্রূরগণের মধ্যে বাস করত লোকসমাজে নিন্দিত হইয়াও যে আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ না হয়, তাহাও নিতান্ত দুষ্কর কার্য্য বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। হে তপোধন! এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমুদয় ও ক্ষাত্রধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন। দুরাত্মা নৃশংস ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভৃগু-বংশাবতংস! আমি আপনার নিকট উক্ত প্রশ্নানুযায়িক উত্তর শ্রবণ করিতে একান্ত বাসনা করি।"

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! আমি তোমার প্রশ্নানুসারে উক্ত সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন কোন ব্যক্তি মাতাকে, কেহ কেহ বা পিতাকে অপেক্ষাকৃত গুরু বলিয়া জ্ঞান করেন। দেখ, মাতা অতি ক্লেশে সন্তানগণকে লালন-পালন করেন, পিতাও পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় তপস্যা, দেবযজন, বন্দন, তিতিক্ষা, অভিচার প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করেন। এইরূপে বিবিধ কষ্টভোগ করিয়া পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক চিন্তা করেন যে, এই পুত্র কিরূপ হইবে। পিতা-মাতা পুত্র হইতে যশ, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সন্তান ও ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পিতামাতার আশা পূর্ণ করে, সেই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। যে ব্যক্তি পিতামাতাকে নিত্য সন্তুষ্ট করিয়া থাকে, তাহার ইহকাল ও পরকালে শাশ্বত ধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি লাভ হয়। কামিনীগণ কেবল স্বীয় স্বামীর শুশ্রূষা দ্বারা স্বর্গলাভ

করিতে পারে; কিন্তু যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে, কি যজ্ঞ, কি শ্রাদ্ধ কি উপবাস, তাহার সকলই বৃথা হয়। হে যুধিষ্ঠির! আমি এই প্রকরণ অবলম্বন করিয়া তোমার নিকট পতিব্রতাদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

পঞ্চাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সাঙ্গোপনিষৎ বেদ অধ্যয়ন করিতেন। একদা ঐ বিপ্র এক বৃক্ষমূলে বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক বলাকা ঐ বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে তাঁহার গাত্রে পুরীষ পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূত হইয়া বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। বলাকা নিহত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কারুণ্যরসপরতন্ত্র হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং 'আমি রোষবশীভূত হইয়া নিতান্ত অকার্য্য করিয়াছি' বলিয়া বারংবার অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

তপোধনাগ্রগণ্য কৌশিক বলাকা-নিধন নিমিত্ত এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিয়া ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি পূর্ব্বচরিত এক গৃহস্থভবনে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে ঐ গৃহস্থপত্নী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছি।" গৃহিণী এই বলিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কৃত করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্বামী ক্ষুধাতুর হইয়া আবাসে প্রবেশ করিল। ঐ পতিব্রতা কামিনী স্বীয় পতিকে সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়াই পাদ্য, আচমনীয়, আসন ও বিবিধ সুমধুর ভক্ষ্য দ্বারা অতি বিনীতভাবে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মনন্দন! ঐ কামিনী প্রত্যহ ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান, অনন্যমনে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সদাচারসম্পন্ন, শুচি, দক্ষ ও কুটুম্বহিতৈষিণী ছিলেন; সতত সংযতচিত্তে দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিয়া কালযাপন করিতেন।

পতিব্রতা স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে ভিক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণকে অবলোকন করত পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিতা হইয়া ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত সমুপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ রোষকষায়িতলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিলেন, "হে বরাঙ্গনে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে কহিয়া উপরুদ্ধ করিলে? বিদায় করিলে না কেন?"

পতিব্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসন্তপ্ত দেখিয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে বিদ্বন্! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ভর্ত্তাকে পরম দেবতা বলিয়া জ্ঞান করি; তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, অতএব আমি এতাবৎকাল তাঁহার সেবা করিতে- ।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণগণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না, কিন্তু কেবল স্বামীকেই গুরুতর বোধ করিয়া থাক; তুমি গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়াও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর, উহা অতি অনুচিত। হে গর্ব্বিতে! মানবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি বৃদ্ধগণের নিকট সদুপদেশ শ্রবণ কর নাই; ব্রাহ্মণেরা অগ্নিসদৃশ; উহাঁরা মনে করিলে অনায়াসেই বসুন্ধরা দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন।"

পতিব্রতা কহিলেন, "হে তপোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, আমি বলাকা নহি, আপনি ক্রোধ দ্বারা আমার কি করিবেন? আমি কদাচ দেবতুল্য মনস্বী ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করি না। এক্ষণে আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ব্রাহ্মণগণের তেজ ও মাহাত্ম্যের বিষয় বিলক্ষণরূপ অবগত আছি। ব্রাহ্মণের ক্রোধ-প্রভাবেই সমুদ্রের জল লবণাক্ত ও নিতান্ত অপেয় হইয়াছে। আর আমি কঠোরতপাঃ মুনিগণেরও প্রভাব জ্ঞাত আছি; তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি

অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। দেখুন দুরাত্মা বাতাপি ব্রাহ্মণগণকে পরাভব করিয়াই মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক জীর্ণ হইয়াছে।

হে বিপ্র! মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের বহুবিধ প্রভাব শ্রুত হইয়াছি। তাঁহাদের যেমন ক্রোধ অসীম, প্রসাদও তদ্রূপ। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমার মতে পতিশুশ্রূষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম এবং ভর্ত্তা সমুদয় দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান, আমি অবিচলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকি। আপনি তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখুন, আপনি যে ক্রোধানলে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি।

হে বিপ্রেন্দ্র! ক্রোধ মনুষ্যগণের পরম শত্রু। যিনি ক্রোধ-মোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্যবাক্য কহেন ও গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন, যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও স্বাধ্যায়নিরত হইয়া থাকেন এবং কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গকে বশীভূত করেন, যিনি সমুদয় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন ও সর্ব্বধর্ম্মে রত হয়েন, যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যথাশক্তি দান করিয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। ব্রাহ্মণগণ সদা সত্যবাক্য কহিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনে কথনই অনৃত প্রবণ হয় না। বেদাধ্যয়ন, দম, আর্জ্জব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সত্য এই কয়েকটি ব্রাহ্মণগণের নিত্যধর্ম্ম, অতএব সতত ব্রাহ্মণগণের কুশল চিন্তা করিবে। প্রাচীনেরা কহেন যে, শাশ্বত ধর্ম্ম অতি দুজ্ঞেয়, উহা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শ্রুতিই উহার প্রমাণ; ফলতঃ ধর্ম্ম নানাপ্রকার, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। আপনি স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, ধর্ম্মজ্ঞ, কিন্তু বোধ হয়, আপনি যথার্থ ধর্ম্ম জানেন না।

হে ভগবন্! যদি যথার্থ প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত না থাকেন, তবে মিথিলায় গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যাধ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সতত পিতামাতার সেবা করিয়া থাকে, সে আপনার নিকট ধর্ম্মকীর্ত্তন করিবে; আপনি তথায় গমন করুন। হে ব্রহ্মন্! অবলাগণ ধার্ম্মিকদিগের অবধ্য। অতএব আপনি আমার এই রমণী-স্বভাবসুলভ বাচালতাদোষ মার্জ্জনা করুন।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে শোভনে! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, আমার ক্রোধেরও উপশম হইয়াছে। তোমার তিরস্কার-বাক্য আমার সাতিশয় হিতকর হইল, তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি চলিলাম।"

তপোধন কৌশিক এইরূপে সেই পতিব্রতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আত্মনিন্দা করিতে করিতে ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

ষড়ধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্! দ্বিজোত্তম কৌশিক সেই পতিব্রতাকথিত আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া আপনাকে নিতান্ত ঘৃণিত ও অপরাধীবৎ বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন চিন্তা করিয়াও স্বধর্ম্মের সূক্ষ্মতম গতি বোধগম্য করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন স্থির করিলেন যে, মিথিলাতে যে ধর্ম্মব্যাধ বাস করে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসার নিমিত্ত তাহার সমীপেই গমন করি। মহাত্মা কৌশিক মনে মনে সেই পতিব্রতাকথিত অগোচরসম্পন্ন বলাকাবৃত্তান্ত ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবিধ বাক্য চিন্তা করিতে করিতে ভূরি ভূরি অরণ্য, গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিয়া মিথিলা নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই জনক-পরিপালিত পুরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানে বিমান সকল শোভা পাইতেছে; স্থানে স্থানে প্রশস্ত রথ্যা প্রণালীক্রমে সুচারুরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, কোন স্থানে অশ্ব, কোন স্থানে রথ, কোন স্থানে অন্যান্য যান-সকল শোভমান হইতেছে; কোন স্থানে বা যোদ্ধৃগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। সমুদয় স্থানই উৎসবানন্দে পরিপূর্ণ। সমুদয় লোকই হৃষ্টপুষ্ট, নগরের চতুর্দ্দিকই ধর্ম্মালয়, যজ্ঞোৎসব ও সুরম্য হর্ম্ম্য-সমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ এবম্প্রকার বহুসমৃদ্ধিশালী স্থান-সকল অতিক্রম

করিয়া ধর্ম্মব্যাধের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে তত্রত্য দ্বিজগণ তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন, তিনি তদনুসারে তথায় গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, তপস্বী ব্যাধ সূনামধ্যে আসীন হইয়া মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করিতেছে

মহাত্মা কৌশিক সেই স্থানে ক্রেতৃজনসংবাধ অবলোকন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ব্যাধ ব্রাহ্মণের আগমনবৃত্তান্ত মনে মনে অবগত হইয়া সহসা সম্ভ্রম সহকারে উত্থানপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গমন করিয়া কহিল, "হে দ্বিজোত্তম! আমি আপনাকে অভিবাদন করি, আপনার ত সকল কুশল? হে বিপ্র! এই ব্যাধকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। সেই পতিব্রতা রমণী আপনাকে মিথিলায় আগমন করিতে কহিয়াছেন, আপনি যে নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, আমি তৎসমুদয় অবগত আছি।"

কৌশিক প্রথমে ব্যাধের সম্ভাষণমাত্রেই বিস্মিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাহার মুখ হইতে আপনার গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ হইল দেখিয়া সমধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্যাধ কহিল, "ভগবন্! এই দেশ আপনার অপরিচিত, অতএব যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে চলুন, গৃহে গমন করি।" ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধের বাক্যে অনুমোদন করিলে সে পরমাহ্লাদপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অগ্রসর করিয়া আপন আলয়ে গমন করিল। ব্রাহ্মণ তাহার রমণীয় গৃহে প্রবেশ এবং আসন, পাদ্য, আচমনীয় গ্রহণপূর্ব্বক সুখোপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "তাত! এই মাংস-বিক্রয়কর্ম্ম তোমার নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বলিতে কি, আমি তোমার এই বিসদৃশ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অনুতাপিত হইয়াছি।"

ব্যাধ কহিল, "হে দ্বিজবর! আমি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত কুলোচিত কর্ম্মই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; অতএব আপনি জাতক্রোধ হইবেন না। আমি বিধিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে সেবা করিয়া থাকি, সত্যবাক্য ব্যবহার করি, কাহারও প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না, যথাসাধ্য দান করি, দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভুক্তশেষ ভোজন করিয়া থাকি, কাহারও কখন কিঞ্চিন্মাত্র কুৎসা বা নিন্দা করি না। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কর্ত্তার অনুগমন করে, গোরক্ষণ, বাণিজ্য, দণ্ডনীতি ও ত্রয়ী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপজীবিকা হইয়া উঠে। শূদ্রের কর্ম্ম সেবা, বৈশ্যের কৃষি, ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম ও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র ও সত্য। রাজা স্বকর্ম্মানুগত প্রজাগণকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করেন এবং কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। সর্ব্বদা নৃপতিগণকে ভয় করিবে, কারণ, তাঁহারা প্রজাগণের অধীশ্বর হইয়া শরনিবারিত মৃগের ন্যায় ধর্ম্মভ্রষ্ট প্রজাগণকে কুকর্ম্ম হইতে নিবারিত করেন।

হে দ্বিজোত্তম! এই জনকরাজ্যে এক ব্যক্তিও কুকর্ম্মী নাই, চতুর্ব্বিধ বর্ণই স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত। রাজা জনক, আপনার পুত্র দণ্ডার্হ হইলে তাহারও দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। তিনি কদাচ ধার্ম্মিকের গ্লানি বা হানি করেন না। তিনি শ্রী, রাজ্য ও দণ্ড প্রভৃতি সমুদয় রাজকার্য্যই আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মানুসারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সকল রাজারাই স্বীয় ধর্ম্মানুসারে উন্নতি বাসনা করেন এবং সমুদয় বর্ণকে প্রতিপালন করত কালযাপন করিয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! আমি স্বয়ং পশু হত্যা করি না; অন্যের হত বরাহ ও মহিষের মাংস সর্ব্বদা বিক্রয় করিয়া থাকি। আমি মাংস ভোজন করি না: শাস্ত্র-বিহিত নিয়মানুসারে স্ত্রীসহবাস ও সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন করি। যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান করে, সে কদাচার হইলেও ক্রমে ক্রমে সদাচার হইয়া উঠে।

নরেন্দ্রগণের অত্যাচার বশতঃ মহান্ ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ হয়, অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, পরিশেষে প্রজাগণও সঙ্করদোষে দূষিত হয় এবং রাজ্যমধ্যে ভীষণাকৃতি, বামন, কুব্জ, স্থূলমস্তক, ক্লীব, অন্ধ, বধির ও স্তব্ধলোচন মানবগণ উৎপন্ন হয়। ফলতঃ পার্থিবগণের অধর্ম্মই প্রজাগণের বিনাশের মূল। রাজা জনক সর্ব্বদা স্বধর্ম্মানুগত হইয়া অনুগ্রহ সহকারে ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁহার রাজ্যও নিরাময়।

যাহারা আমাকে নিন্দা করে এবং যাহারা প্রশংসা করে, আমি বিনয়সম্পন্ন কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগের সকলকেই পরিতুষ্ট করি। সতত সাধ্যানুসারে অন্নদান, তিতিক্ষা, ধর্ম্মনিত্যতা ও সকলকে সমুচিত প্রতিপূজা করিবে। ত্যাগই মনুষ্যগণের প্রধান ধর্ম্ম। মিথ্যাবাক্য একবারে পরিত্যাগ করিবে, অযাচিত হইয়াও অন্যের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবে; কাম, ক্রোধ বা দ্বেষের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। প্রিয়ঘটনায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে না, অপ্রিয় ঘটিলেও একান্ত ম্রিয়মাণ হইবে না; অর্থ-কষ্ট উপস্থিত হইলে মুহ্যমান হইবে না এবং ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিবে না। যদি কিঞ্চিৎ অপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে পুনরায় আর সে কর্ম্ম করিবে না। যাহা কল্যাণকর বোধ করিবে,তাহাতেই সতত অনুরক্ত থাকিবে, পাপীর প্রতি পাপাচরণ করিবে না; প্রত্যুত সর্ব্বদা সাধুই হইবে। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিতে ইচ্ছা করে, সে স্বতই বিনষ্ট হয়। পাপাত্মা অসাধুগণের এই প্রকার অসাধু আচরণ। যাহারা ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া সাধুগণকে উপহাস ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পাপাত্মা ব্যক্তি আধ্মাত ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা নিশ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে; অহঙ্কারী মূঢ়গণের চিন্তা নিতান্ত অসার। যেমন প্রভাকর দিবাভাগে রূপ-সকল প্রকাশিত করেন, সেইরূপ তাহাদিগের অন্তরাত্মাই কেবল তাহাদিগের রূপ আবিষ্কৃত করেন। মূর্খ ব্যক্তি কেবল আত্মশ্লাঘা-দোষে লোকের নিকট প্রভাহীন থাকে, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভ্রষ্টশ্রী হইলেও শোভমান হয়েন। অন্যের নিন্দা ও আত্মপ্রশংসা না করেন, এমত গুণসম্পন্ন লোক এই জগতীতলে অতি দুর্ল্লভ। কুকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পুনরায় এতাদৃশ কর্ম্ম করিব না বলিয়া নিশ্চয় করত কোন প্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দ্বিতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মবিষয়ে এই প্রকার শ্রুতি নয়নগোচর হয়।

ধর্ম্মশীল ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ পাপাচরণ করিলেও নিষ্পাপ থাকিতে পারেন, কারণ, প্রমাদবশতঃ যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, উপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে তাহার বিনাশ হয়। পাপকর্ম্ম করিয়া অস্বীকার করিলে স্বীয় অন্তরাত্মা ও দেবগণ তাহা দেখিতে পান। যিনি ধনাদি দানপূর্ব্বক সাধুগণের ন্যূনতা পরিহার করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধান্বিত ও অসূয়াশূন্য হয়েন, তিনি আপনার মোক্ষের উপায় সঙ্কলন করেন। যে ব্যক্তি প্রথমে পাপাচরণ করে, সে যদি পুনরায় কল্যাণপথের পান্থ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মহামেঘবিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। যেমন আদিত্য উদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ কল্যাণকর কর্ম্ম সমুদয় পাপ বিনষ্ট করে।

হে দ্বিজোত্তম! লোভই সমুদয় পাপের আশ্রয়; অনধীতশাস্ত্র, অদূরদর্শী লুব্ধ ব্যক্তিই পাপে অনুরক্ত হয়। অধার্ম্মিক ব্যক্তি তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় কপট-ধর্ম্মরূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, বাহ্যে তাহাদিগের পবিত্র ভাব, দম ও ধর্ম্মানুগত আলাপ, এ সকল দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিষ্টাচার তাহাদিগের নিকট সুদূরপরাহত ”

মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে নরোত্তম! আমি কি প্রকারে শিষ্টাচারবিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি? হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহামতে! তোমার নিকট এই বিষয় সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত আমার একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, অতএব যথাযোগ্য বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত কর।”

ব্যাধ কহিল, “হে দ্বিজোত্তম! যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদ ও সত্য এই পাঁচটি পবিত্র বিষয় শিষ্টাচারের অঙ্গ। যাহারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ ও কপটতা বশীভূত করিয়া 'ইহাই ধর্ম্ম' এইরূপ বোধে সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারাই শিষ্ট ও শিষ্টগণের সম্মত। সেই সকল স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখন স্বেচ্ছাচার করেন না। সদাচারসংরক্ষণই সেই সকল শিষ্টগণের অদ্বিতীয় লক্ষ্য

আর গুরুশুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ, দান, এই চারিটি শিষ্টাচারের অঙ্গস্বরূপ। লোকে শিষ্টাচারে সম্পূর্ণরূপ মনোনিবেশ করিয়া যে সকল আচার-ব্যবহারের অনুষ্ঠান করে, তাহা সকলেরই গ্রাহ্য; কেহই অন্যথা করিতে পারে না। বেদের রহস্য সত্য; সত্যের রহস্য দম

দমের রহস্য ত্যাগ, এই সকল শিষ্টাচারের লক্ষণ; ফলতঃ ত্যাগ না থাকিলে দম থাকে না, দম না থাকিলে সত্য থাকে না, সত্যজ্ঞান না হইলে বেদ নিষ্ফল হয়।

যে সকল মনুষ্যভ্রান্তিবশতঃ ধর্ম্মের প্রতি অসূয়াপর হয়, তাহারা স্বয়ং অপথে পদার্পণ করে এবং যাহারা তাহাদের অনুগামী হয়, তাহারাও পীড্যমান হইতে থাকে। যাঁহারা সুসংযত, বেদানুরক্ত, দান-পরায়ণ, ধর্ম্মপথের পান্থ ও সত্যধর্ম্মে সংসক্ত, তাঁহারাই শিষ্ট। শিষ্টাচারপরায়ণ ব্যক্তি বুদ্ধিকে সংযত করিয়া উপাধ্যায়ের মতানুবর্ত্তী এবং ধর্ম্মার্থের পরিদর্শক হইয়া থাকেন।

নাস্তিক, অমর্য্যাদক, ক্রূর ও পাপমতিদিগকে পরিত্যাগ করুন, জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং ধার্ম্মিকগণের সেবা করুন। ধৈর্য্যময়ী নৌকা অবলম্বন করিয়া কাম-ক্রোধরূপ যাদোগণ-সমাকীর্ণ পঞ্চেন্দ্রিয়-রূপ সলিলে পরিপূর্ণ অতি দুর্গম জন্মনদী উত্তীর্ণ হউন। যেমন শুক্লবর্ণ বস্ত্র রঞ্জিত হইলে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, তদ্রূপ জ্ঞানযোগ দ্বারা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিতধর্ম্ম শিষ্টাচারে মিলিত হইলে পরম রমণীয় হইয়া উঠে।

অহিংসা ও সত্য-বচন সকল প্রাণীরই হিতকর, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, সেই অহিংসা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রবৃত্তি সকল সত্য-সংসক্ত হইলে বিচলিত হয় না, শিষ্টাচারসমন্বিত সত্যেরই অধিক গৌরব। সদাচারই সাধুগণের ধর্ম্ম ও সদাচারই সাধুগণের লক্ষণ।

যে জন্তুর যে প্রকার প্রকৃতি, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, অতএব পাপাত্মা ব্যক্তি কামক্রোধাদি দোষই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ন্যায়ানুগত কার্য্যই ধর্ম্ম ও অনাচারই অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যাঁহাদিগের ক্রোধ নাই, অসূয়া নাই, অহঙ্কার নাই, মাৎসর্য্য নাই, কপটতা নাই ও যাঁহারা শান্তস্বভাব,যাঁহারা ত্রয়ীবিদ্যায় অভিজ্ঞ, শুদ্ধাচার, মনস্বী, গুরুশুশ্রূষায় নিযুক্ত ও দমপরায়ণ, তাঁহারাই শিষ্টাচারসম্পন্ন। যাঁহারা সত্যপরায়ণ, যাঁহাদিগের সদাচার অনন্যসাধারণ, যাঁহারা স্বকৃত সৎকর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বত্র সৎকৃত হয়েন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে হিংসাদি দোষ-সকল তিরোহিত হয়। যে সকল মনীষী সাধুগণের আচরিত অনাদি অবিনশ্বর ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করেন,তাঁহাদিগেরই স্বর্গলাভ হয়। আস্তিক, অভিমানশূন্য, বিপ্রসেবানিরত, শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিরাই স্বর্গে বাস করেন।

বেদোক্ত পরম ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্টাচার এই তিনটি শিষ্টদিগের ধর্ম্ম। যাঁহাদিগের বিদ্যায় পারদর্শিতা, তীর্থে অবগাহন,ক্ষমা, সত্য, সরলতা, সদাচার-দর্শন, সর্ব্বভূতে দয়া, অহিংসা, অপারুষ্য, দ্বিজগণে প্রীতি, শুভাশুভ কর্ম্মের পরিণামদর্শন থাকে, যাঁহারা ন্যায়ানুগত, গুণবান্, সর্ব্বলোকহিতৈষী, শক্রযোগ-সম্পন্ন, স্বর্গজিৎ,সৎপথাবলম্বী, দাতা, দীনানুগ্রহকারী, সকলের পূজনীয়, শাস্ত্রসম্পন্ন, তপস্বী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্, তাঁহারাই শিষ্টসম্মত শিষ্ট। যাঁহারা দানপরায়ণ,তাঁহারা ইহলোকে উন্নতি ও পরলোকে সুখময় লোক প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা কলত্র ও ভৃত্যের পীড়াতে সতত অবহিত থাকেন, সাধ্যাতীত দান করেন, সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করেন, লোকযাত্রা, ধর্ম্ম ও আত্মহিতকর কর্ম্ম-সকল অবলোকন করেন, তাঁহারাই সাধু ও চিরকাল উন্নতি লাভ করেন। যাঁহারা অহিংসাপরায়ণ, সত্যবাদী, অনৃশংস, ঋজু, অদ্রোহী, অনভিমানী, হ্রীমান্, তিতিক্ষু, ধীমান্, ধৃতিমান্, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ও কামদ্বেষ-বিবর্জ্জিত, তাঁহারাই সাধু ও লোকসাক্ষী।

কখন পরের অনিষ্ট-চিন্তা করিবে না, দান করিবে ও সত্যকথা কহিবে, সাধুগণ এই ত্রিবিধ ব্যবহারকে সৎপথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। শিষ্টাচারসম্পন্ন মহাত্মারা সর্ব্বত্র দয়াবান্ ও সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মলাভ করেন; অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কাম-ক্রোধ-পরিত্যাগ ও শিষ্টাচার-নিষেবণ ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। তাঁহাদিগের কার্য্য-সকল শাস্ত্রসম্মত ও পথ অতি উত্তম। ধর্ম্মানুগত ব্যক্তিরা শিষ্টাচার সেবা করেন। লোকে জ্ঞানপ্রাসাদে আরোহণ করিলে মহদ্ভয় হইতে পরিমুক্ত হয়। তাহারা বিবিধ লোকের আচার-ব্যবহার, পুণ্য ও পাপকার্য্য-সকল পর্য্যবেক্ষণ করে। হে দ্বিজোত্তম! আমি যাহা শ্রবণ করিয়াছি, জ্ঞানানুসারে তৎসমুদয় আপনাকে কহিলাম।”

সপ্তাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তৎপরে ধর্ম্মব্যাধ পুনরায় ব্রাহ্মণকে কহিতে লাগিল, "হে ব্রহ্মন্! আমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, উহা নিতান্ত নিদারুণ, সন্দেহ নাই। বিধিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। দেখুন, আমি পূর্ব্বকৃত কার্য্যদোষেই এই কুক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছি হে বিপ্র! আমি এই দোষ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি, কিন্তু বিধির কি অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রভাব! কোন ক্রমেই উহা পরিহার করিতে পারিতেছি না। হে দ্বিজসত্তম! বিধিই প্রাণিগণকে সংহার করেন, ঘাতক কেবল নিমিত্তমাত্র। তদনুসারে আমরাও পশুবধে কেবল নিমিত্তভূত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমরা যে সমুদয় পশুমাংস বিক্রয় করি, উহা ভক্ষণ করিলে ধর্ম্ম হয়, কারণ, উহা দ্বারা দেব, অতিথি, ভৃত্য ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে। আর ওষধি, লতা, পশু, মৃগ ও পক্ষি-সকল যে লোকের ভক্ষ্য,ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। হে দ্বিজসত্তম! উশীনরনন্দন শিবি আপনার মাংস প্রদান করিয়া দুষ্প্রাপ্য স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহারাজ রন্তিদেবের মহানসে প্রত্যহ দুই সহস্র পশু হত্যা করিয়া প্রতিদিন অতিথি ও অন্যান্য জনগণকে সমাংস অন্নপ্রদানপূর্ব্বক লোকে অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! চাতুর্ম্মাস্যে পশুবধের বিধান আছে; শ্রুতিতেও অগ্নি মাংসাভিলাষী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে মন্ত্রসংস্কৃত পশু-সকল বধ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে অগ্নি যদি মাংসকাম না হইতেন, তাহা হইলে মাংস কদাপি লোকের ভক্ষ্য হইত না,আর মুনিগণও এ বিষয়ের বিলক্ষণ বিধান করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিধানানুসারে শ্রাদ্ধে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে মাংস প্রদান করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার মাংসভোজন দোষাবহ নহে, প্রত্যুত শ্রুত্যনুসারে তাহাকে অমাংসাশী বলা যায়। যেমন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না, তদ্রূপ বিধিবোধিত মাংস ভক্ষণ করিলে কোনক্রমে তাহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। এ স্থলে সত্য ও অনৃত বিশেষরূপে বিনিশ্চয় করিয়া এই বিধি অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু মহারাজ সৌদাস শাপাভিভূত হইয়া যে মনুষ্যগণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, উহা আমার নিতান্ত ঘৃণাকর বলিয়া বোধ হয়।

হে দ্বিজোত্তম! আমি স্বধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া আপনার ব্যবহার পরিত্যাগ করি না,প্রত্যুত আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল বলিয়া ইহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অধর্ম্ম হয়, যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মনিরত, তাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায়। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, বিধাতা কর্ম্মনির্ণয়ে এইরূপ বিধিই নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই কর্ম্মনির্ণয় নানা প্রকার, কোন অশুভকার্য্য উপস্থিত হইলে কি প্রকারে তাহা হইতে বিমুক্ত হইব ও কিরূপেই বা শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করা উচিত। হে দ্বিজসত্তম! আমি দান, সত্যবাক্যকথন, শুশ্রূষা ও দ্বিজাতিপূজন প্রভৃতি ধর্ম্মে সতত নিরত থাকি এবং কখন অভিমান বা কাহারও নিন্দা করি না।

হে মহাত্মন্! অনেকে কৃষিকর্ম্মকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে অনেক হিংসা করিতে হয়, দেখুন, পুরুষগণ লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে বহুবিধ প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? ব্রীহি প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুকে লোকে বীজ কহে, তৎসমুদয়ই জীব, অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়?

লোকে পশুগণকে আক্রমণপূর্ব্বক বধ ও তাহাদের মাংস ভক্ষণ এবং বৃক্ষ ও ওষধি-সমুদয় ছিন্ন করে। হে ব্রহ্মন্! কি বৃক্ষ, কি ফল, কি জল, সকল বস্তুতেই বহুবিধ জীব আছে, অতএব এ বিষয়ে আপনি কি বিবেচনা করেন? অনেক প্রাণী প্রাণিভক্ষণ দ্বারা জীবনধারণ করে এবং এমন অনেক জীব-জন্তু আছে, যাহারা পরস্পর পরস্পরকে পাইলে ভক্ষণ করে; দেখুন, মৎস্যগণ মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে; অতএব এ বিষয়ে আপনার

কি বিবেচনা হয়? এই জগৎ বহুবিধ জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে. এই নিমিত্ত মনুষ্যগণ ভ্রমণ করিতে করিতে পদাঘাতে কত শত জীব-জন্তুর প্রাণ সংহার করে এবং উপবিষ্ট ও শয়ান হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকানেক প্রাণিগণকে বিনষ্ট করে, অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? সমুদয় পৃথিবী ও আকাশ জীবে পরিপূর্ণ, অণুমাত্রও প্রাণিগণশূন্য স্থান নাই, এই নিমিত্ত লোকে অজ্ঞাতসারে অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়?

পূর্ব্বে মহাত্মারা অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেখুন, এই লোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি হিংসা না করে? বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে কেহই অহিংসক নাই; অহিংসানিরত যতিগণও হিংসা করিয়া থাকেন, তবে অহিংসার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান থাকেন বলিয়া তাঁহাদের হিংসাদোষ অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর দেখুন, সৎকুলজাত বহুগুণশালী পুরুষগণ অতিশয় নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়াও লজ্জিত হয় না, মনুষ্যগণ কি সুহৃদ, কি অমিত্র, কি সমাক্ প্রবৃত্ত লোক, কি সম্বন্ধ বান্ধব, কাহাকেও অভিনন্দন করে না। পণ্ডিতাভিমানী মূঢ়গণ গুরুজনের নিন্দা করে। এইরূপ বিপর্য্যয়বশতঃ লোকে নানাপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। হে দ্বিজবর! ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক কর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিতে অনেক অবশিষ্ট রহিল, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিরা স্বকর্ম্মনিরত, তাহারাই যশস্বী ও মানী।"

অষ্টাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে পাণ্ডব! ধার্ম্মিকবর ধর্ম্মব্যাধ পুনর্ব্বার দ্বিজসত্তম কৌশিককে কহিল, "হে কৌশিক! বৃদ্ধপরম্পরায় কহিয়া থাকেন, বেদপ্রমাণক ধর্ম্মই যথার্থ ধর্ম্ম, উহার গতি অতি সূক্ষ্ম, উহার শাখা বহুল ও অনন্ত, প্রাণসঙ্কট ও বিবাহকাল উপস্থিত হইলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে, এই প্রকার স্থলে মিথ্যা সত্যে ও সত্য মিথ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অতএব যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক, তাহাই সত্য। দেখুন, ধর্ম্মের গতি কি সূক্ষ্ম। যাহা ধর্ম্মের নিতান্ত বিপরীত, তাহাও ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হইল।

লোকে যে কিছু শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কোন না কোন সময়ে অবশ্যই তাহার ফল-ভোগ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বিষম শোচনীয়দশা-প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়া থাকে; কিন্তু সেই সমস্ত অনভিজ্ঞ লোকেরা স্ব স্ব কার্য্যদোষ দর্শন করে না। চপল, শঠ ও মূর্খেরা নিরবচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রজ্ঞা, গুরূপদেশ বা পৌরুষ এইরূপ লোক-সকলকে কদাচ বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয় না।

যদি পুরুষকারের ফল স্বাধীন হইত, তাহা হইলে সকলেই আপন আপন প্রবৃত্তি-সমুদয় চরিতার্থ করিতে পারিত। সংযতচিত্ত, মতিমান্, কার্য্যদক্ষ, সাধু ব্যক্তিরাও স্ব স্ব কার্য্যফল-ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। আর কেহ বা হিংসা ও প্রতারণাপরতন্ত্র হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে; কেহ কেহ নিশ্চেষ্ট ও উপবিষ্ট থাকিয়া প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইতেছে; কেহ বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে না।

লোকে পুত্রের নিমিত্ত পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে দেবার্চ্চনা ও তপোনুষ্ঠান করে, সেই পুত্র জননীগর্ভে দশ মাস বাস করত ভূমিষ্ঠ হইয়া কুলকলঙ্কভূত হইয়া উঠে। কেহ বা পিতৃসঞ্চিত কল্যাণকর ধন, ধান্য ও ভোগসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহলোকে মনুষ্যের রোগ-সকল স্ব স্ব কার্য্যপ্রভাবেই প্রাদুর্ভূত হয় বটে, কিন্তু ব্যাধ যেমন মৃগগণকে বধ করে, সুনিপুণ ঔষধ-সম্পন্ন চিকিৎসকেরা তদ্রূপ সেই সকল ব্যাধির প্রতিবিধান করিয়া থাকেন। কাহার বা আহার-সামগ্রীর অভাব নাই, কিন্তু সে গ্রহণী-রোগগ্রস্ত হইয়া আহার করিতে সমর্থ হয় না। কেহ বা ভুজবল প্রকাশপূর্ব্বক বহু ক্লেশে ভোজনদ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

হে তপোধন! শোকমোহপরিপ্লুত ও সমরপরাঙ্মুখ লোক সকল এইরূপে প্রবল কার্য্যপ্রবাহে পতিত হইয়া বারংবার পীড়িত ও অবশ হইতেছে, কিন্তু মৃত্যুমুখে নিপতিত বা জরাজীর্ণ হয় না, প্রত্যুত সকলেই সর্ব্ব-

কামসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির অপ্রিয় কিছুই নাই। সকলেরই প্রাধান্যলাভের স্পৃহা আছে এবং সকলেই স্বশক্ত্যনুসারে তদ্বিষয়ে একান্ত যত্ন করিয়া থাকে; কিন্তু উহা তদ্রূপ ঘটিয়া উঠে না। অনেককে তুল্যনক্ষত্র ও তুল্যমঙ্গলসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কার্য্যানুসারে তাহাদিগের ফল-বৈষম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিয়াও অভিলষিত-কার্য্য-সম্পাদনে স্বয়ং সমর্থ হয় না, কিন্তু সামান্যতঃ কতপ্রকার কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, জীব নিত্য ও শরীর অনিত্য। মৃত্যুকালে কেবল শরীরনাশ হয়, কিন্তু কার্য্য-নিবন্ধন জীব অন্য দেহে সংক্রান্ত হইয়া থাকে।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে ব্যাধ! জীব কি নিমিত্ত নিত্য হয়, ইহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।” ব্যাধ কহিল, “হে ব্রহ্মন্! দেহনাশকালে জীবের বিনাশ হয় না, কিন্তু মৃত্যু হইল, এই অমূলক কথা কেবল মূর্খেরাই কহিয়া থাকে। জীব দেহ হইতে অন্তরিত হইয়া দেহান্তরে গমন করে, উহাই পঞ্চত্ব বলিয়া অভিহিত হয়। এই জীবলোকে জীবই কার্য্যফল ভোগ করে, তদ্বিষয়ে অন্যের অধিকার নাই। কার্য্যের বিনাশ নাই, জীব যে কিছু শুভাশুভ কার্য্য সম্পাদন করে, তাহারই ফলভোগ করিতে হয়। মনুষ্য এই জীবলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জন্মান্তরীণ কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে, তদনুসারে কেহ বা কার্য্যানুসারে পুণ্যকার্য্য দ্বারা পুণ্যাত্মা, কেহ বা পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপাত্মা হয়।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে ব্যাধ! মনুষ্য কিরূপে উৎপন্ন হয় আর কি কারণেই বা পাপাত্মা ও পুণ্যশীল হয় এবং পবিত্র ও অপবিত্র জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে?” ব্যাধ কহিল, “হে বিপ্র! আমি সত্বরে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জন্মের বিষয় পিণ্ডোৎপত্তি-প্রকাশক গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, কিন্তু আপাততঃ দৃশ্যমান উৎপত্তি কেবল পূর্ব্ব-কর্ম্মফলমাত্র। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মবীজ-সম্ভার সঞ্চয় করত পুনরায় সঞ্জাত হয়। পুণ্যকর্ম্মকারী পুণ্যযোনি ও পাপকর্ম্মকারী পাপযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব একমাত্র শুভকর্ম্মপ্রভাবে দেবত্ব ও শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ করে। নিরয়গামী পাপাত্মা নিরবচ্ছিন্ন অশুভ-কর্ম্ম-সম্পাদন দ্বারা তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মনুষ্য জন্ম, মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখপরম্পরাপ্রভাবে নিরন্তর সন্তপ্ত হয় ও আত্মকৃত দোষে ক্রমাগত যোনি-সঞ্চরণ করিয়া থাকে এবং কর্ম্মনিবন্ধন সহস্র সহস্র তির্য্যগ্‌যোনিও নিরয়গামী হয়। তাহারা কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া আত্মকৃত সমস্ত অশুভকর্ম্ম দ্বারা একান্ত দুঃখিত হয় এবং সেই দুঃখভোগ করিবার নিমিত্ত অশুভ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে পুনর্ব্বার বহুতর অশুভকর্ম্মসম্পাদনপূর্ব্বক অপথ্যভোজী রোগীর ন্যায় অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। ইহলোকে দুঃখার্ত্তের সংখ্যাই অধিক; যাহাদিগকে সুখী বলিয়া বোধ হয়, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহাদিগের সুখ নাম মাত্র।

মনুষ্য দুর্ব্বিষহ ক্লেশপরম্পরায় কর্ম্মের ভোগ ও বিষয়বাসনানিবন্ধন চক্রবৎ নিরবচ্ছিন্ন এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু সুখের লেশমাত্র প্রাপ্ত হয় না। যদি মানব বীতরাগ ও সৎকর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তপস্যা ও যোগসাধনে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে এবং স্বকীয় বহুবিধ কর্ম্মবলে অনেকানেক লোক লাভ করিয়া থাকে। সেই সকল লোকে গমন করিয়া তাহাকে আর শোকের বশীভূত হইতে হয় না।

পাপপরায়ণ ব্যক্তি পাপাচরণপূর্ব্বক ক্রমাগত উহাতেই লিপ্ত থাকে, কোনক্রমেই মুক্ত হইতে পারে না; অতএব পাপাচার পরিহার করিয়া পুণ্যকর্ম্মসম্পাদনে তৎপর হইবে। অসূয়াশূন্য কৃতজ্ঞ পুরুষ সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন। সংস্কারসম্পন্ন, দান্ত, প্রাজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে পরমসুখে কালযাপন করেন। সতত সজ্জনসমাচরিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শিষ্টলোকের ন্যায় কার্য্যসাধন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। লোককে ক্লেশ প্রদান না করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন শিষ্টপ্রকৃতি মানবেরা ধর্ম্মসঙ্কর ব্যতিরেকে

কেবল স্বধর্ম্মানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা ধর্ম্মবলে প্রীতিলাভ ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং সেই ধর্ম্মসঞ্চিত ধনদ্বারা নানাবিধ গুণপ্রসবকারী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।

এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে লোক সকল ধর্ম্মাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ হয়, তাহারা বন্ধুগণের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া পরলোকে অশেষ সন্তোষলাভ করে এবং ধর্ম্মের ফলস্বরূপ অভিলাষানুরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহারা ধর্ম্মের ফললাভে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি পৃথিবীতলে দোষাদির বশীভূত হয়েন না, প্রত্যুত তিনি বিষয়রসাস্বাদনে বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন এবং কোন ক্রমেই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; তিনি লোকসকলকে বিনশ্বর বিলোকন করিয়া, সর্ব্বপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পরিশেষে মোক্ষলাভের উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক তৎসাধনে যত্নশীল হয়েন।

হে দ্বিজসত্তম! মনুষ্য এইরূপে বৈরাগ্য অবলম্বন ও পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সনাতন ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভ করে। তপস্যা ও মুক্তির আদি কারণ শম এবং দম, তদ্দ্বারা মনুষ্য অভিলষিত সমস্ত বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-নিরোধ, সত্য ও দম দ্বারা পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে ব্যাধ! ইন্দ্রিয় কাহাকে কহে? তাহার নিগ্রহ কিরূপে করিতে হয়? তাহার ফলই বা কি প্রকার এবং মনুষ্যগণ কিরূপেই বা তাহার ফললাভ করিতে পারে? হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি এই সকল বিষয় প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।”

নবাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া যে প্রত্যুত্তর করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। ব্যাধ কহিল, “হে দ্বিজোত্তম! মনুষ্যের মন প্রথমতঃ রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির বিজ্ঞানার্থ প্রবর্ত্তিত হয়, পরিশেষে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া রাগ ও দ্বেষ ভজনা করে। অনন্তর তন্নিমিত্ত যত্ন, মহৎ মহৎ কার্য্যারম্ভ এবং পুনঃ পুনঃ অভিলষিত রূপ-রস-গন্ধাদি সেবা করিয়া থাকে। পরে রাগ, দ্বেষ, লোভ ও মোহ যথাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠে। লোভাভিভূত ও রাগদ্বেষবিমোহিত ব্যক্তির যথার্থ ধর্ম্মবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া কপট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন সে কপট ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া কুটিলব্যবহার দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে থাকে, এইরূপে ধনাগম সিদ্ধ হইলে বুদ্ধি তাহাতে আসক্ত হয় এবং পাপচিকীর্ষা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে। সেই শমদমাদিশূন্য, বেদমার্গপরিভ্রষ্ট, বন্ধুবান্ধব ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও ‘আমি নির্লিপ্ত ও উদাসীন’ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে।

মনুষ্যের রাগদোষ-জনিত অধর্ম্ম ত্রিবিধ;—পাপচিন্তা, পাপকথন ও পাপাচরণ। অধর্ম্ম-প্রবিষ্ট ব্যক্তির সদ্‌গুণ-সকল বিনষ্ট হয়; পাপকর্ম্মকারী ব্যক্তিরা পাপীর সহিত মিত্রতা করিয়া দুঃখভোগ করত পারশেষে বিপন্ন হইয়া উঠে। হে দ্বিজসত্তম! এইরূপে লোক পাপী হয়। এক্ষণে কিরূপে ধর্ম্মলাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি সমুদয় দোষ সবিশেষ পর্য্যালোচনা করত কি সুখ, কি দুঃখ, সকল অবস্থাতেই সাধু ব্যবহার করে, তাহার বুদ্ধি ধর্ম্মে সাতিশয় অনুরক্ত হয়।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে সত্তম! তুমি যে সত্যধর্ম্মের কীর্ত্তন করিতেছ, ইহার বক্তা অন্য আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব আমার বোধ হয়, তুমি দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন কোন মহর্ষি হইবে।”

ব্যাধ কহিল, “হে ব্রহ্মন্! ইহলোকে ব্রাহ্মণেরাই মহাভাগ্য, অগ্রভুক্ ও পিতার স্বরূপ; তাঁহাদিগের প্রিয়তম ব্রাহ্মীবিদ্যা কীর্ত্তন করিতেছি, প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

এই প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ কোনক্রমেই কর্ম্মলভ্য নহে। সচরাচর বিশ্বই ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম আকাশ প্রভৃতি মহাভূতাত্মক; তাঁহার পর উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই; আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পাঁচটি মহাভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই কয়েকটি মহাভূতের গুণ। তারত্ব, মন্দত্ব প্রভৃতি শব্দাদির গুণ সকলও পরস্পর সংক্রান্ত হইয়া থাকে,

শব্দস্পর্শাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ-সকল পৃথিব্যাদি তিনটি গুণীতে যথাক্রমে বর্ত্তমান আছে। ষষ্ঠের নাম চেতনা, তাহা মন বলিয়া অভিহিত হয়। সপ্তমী বুদ্ধি; তৎপরে অহঙ্কার, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, জীবাত্মা, সত্ত্ব, রজ এবং তম এই সপ্তদশ রাশি মায়াসংজ্ঞ। মন, বুদ্ধি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, তদ্‌গ্রাহ্য ও শব্দাদি পঞ্চ, মন্তব্য, বোদ্ধব্য, আকাশাদি পঞ্চ, আত্মা, অহঙ্কার ও গুণত্রয়, এই চতুর্ব্বিংশতি গণ; ইহার মধ্যে কতকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কতকগুলি অতীন্দ্রিয়; এই সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ হয়, বলুন।"

দশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কেণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত! ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া প্রীতিকর বাক্যে কহিলেন, "হে ধর্ম্মব্যাধ! তুমি যে পঞ্চমহাভূতের উল্লেখ করিলে, তাহাদিগের প্রত্যেকের গুণ বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর।"

ব্যাধ কহিল, "হে ব্রহ্মন্! ভূমি, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত; ইহাদিগের গুণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস এই চারিটি জলের গুণ; শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ এই তিনটি তেজের গুণ; শব্দ এবং স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর গুণ আর একমাত্র শব্দ আকাশের গুণ। এই পঞ্চ গুণ এইরূপে পঞ্চভূতে সন্নিহিত হইয়া পঞ্চদশ সংখ্যা হয়।

জরায়ুজাদি ভূতসমূহে যে লোক-সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে না, সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি করে। যখন ভূত-সকল দেহলাভ ভাবনা করে, তখন দেহী দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভূতের পরস্পর বিয়োগ হয় না। সমুদয় ভূতই আনুপূর্ব্বিক তিরোহিত হয় এবং আনুপূর্ব্বিক আবির্ভূত হইয়া থাকে। যদ্দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই পাঞ্চভৌতিক ধাতু-সকল সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই ব্যক্ত; আর যাহা অনুমেয় ও অতীন্দ্রিয়, সেই বস্তু অব্যক্ত। দেহী শব্দাদি-গ্রাহক এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ধারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন, তিনি সমুদয় লোকে ব্যাপ্ত সোপাধিক আত্মা এবং আত্মাতে বিলীন প্রারব্ধ কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া দেহপাত পর্য্যন্ত ভূত-সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তিনি নিরুপাধি-হেতু ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া সকল অবস্থায় সর্ব্বভূতকে অবলোকন করেন; কিন্তু কদাচ কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না। যিনি মায়াত্মক ক্লেশ অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি লোকের জীবনাত্মিকা-বৃত্তি-প্রকাশক জ্ঞান দ্বারা পরমপুরুষার্থ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন। যিনি অনাদিনিধন স্বয়ম্ভূ, অব্যয়, অনুপম এবং অমূর্ত্ত, তাঁহাকেই বেদে ভগবান্ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া থাকে।

হে বিপ্র! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তৎসমুদয়ই তপোমূলক। ইন্দ্রিয়সংযম করিলেই তপস্যা হয়, উহা ভিন্ন তপোনুষ্ঠানের আর কোন প্রকার উপায় নাই। ইন্দ্রিয়ই স্বর্গ ও নরকের কারণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে স্বর্গ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইলে নরক-লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ধারণের নামই যোগবিধি; ইন্দ্রিয়সংসর্গে রাগ-দ্বেষাদিরূপ দোষ-সংস্রব হয় এবং তাহাদিগের সংযমে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন প্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি কদাপি অনর্থ-মূল পাপে লিপ্ত হয়েন না।

পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয়সকল অশ্বস্বরূপ হইয়াছে। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া দান্ত ও সদশ্বসংযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরমসুখে সঞ্চরণ করেন। যে ধীর পুরুষ আত্মনিষ্ঠ, একান্ত প্রমত্ত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের রশ্মি ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি উৎকৃষ্ট সারথি। যেমন বিযুক্ত অশ্বগণ পথিমধ্যে চপলতা প্রকাশ করিলে তাহাদিগের স্থৈর্য্যসম্পাদন করা সারথির কার্য্য, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে ধীরতা বা তাহাদিগকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন প্রবল অনিল নৌকাকে জলমগ্ন করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মন মনুষ্যের বুদ্ধি হরণ করে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা মোহবশতঃ শব্দাদিবিষয়জনিত সুখভোগই উপাদেয় ও বীতরাগ হওয়া অতি হেয় বলিয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল বিষয়ের দোষদর্শনে যাঁহারা বীতরাগ হইয়াছেন, তাঁহারাই ধ্যানজনিত উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করেন।"

একাদশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ধর্ম্মব্যাধ এইরূপে নিগূঢ় তত্ত্ব-সমুদয় বর্ণন করিলে পর ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সত্তম! তুমি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর।" ব্যাধ কহিল, "হে ব্রহ্মন্! এই গুণত্রিতয়ের মধ্যে তমোগুণ মোহাত্মক, রজোগুণ সকলের প্রবর্ত্তক এবং সত্ত্বগুণ সাতিশয় প্রতিভাত হয় বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অবিদ্যাবহুল, প্রবলেন্দ্রিয়, স্বপ্নশীল, বিবেকবিধুর, মোহাভিভূত, রোষপরবশ ও অলস ব্যক্তিরাই তমোগুণান্বিত। যাঁহার বাসনা অত্যন্ত বলবতী, অভিমানের পরিসীমা নাই, যিনি অসূয়াশূন্য, উত্তম মন্ত্রী এবং আপনাকে মহৎ বলিয়া বোধ করেন, তিনি রজোগুণবিশিষ্ট। যে ব্যক্তি ধীর, সর্ব্বত্র সুপরিচিত, বিষয়-বাসনা-বিরহিত, ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, দান্ত, ধীশক্তিসম্পন্ন ও অসূয়াশূন্য, তিনি সত্ত্বগুণাস্পদ। সাত্ত্বিক ব্যক্তি লোকব্যবহার-সন্দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন, তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিতে পারিয়া রজোগুণ ও তমোগুণের কার্য্যকে নিন্দা করেন।

বিরাগের লক্ষণ পূর্ব্বেই প্রকাশ পায়, দেখুন, অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে অহঙ্কার মৃদুভাব অবলম্বন করে, অন্তঃকরণ সরল ও প্রসন্ন হইয়া উঠে, তখন আর তাহার মানাপমানজ্ঞান এবং কোন বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় থাকে না। হে ব্রহ্মন্! আধক কি বলিব, যদি শূদ্রযোনিসম্ভূত ব্যক্তিও সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারে এবং সেই আর্জ্জবসম্পন্ন ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। আপনার নিকট সমুদয় গুণ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ করেন, বলুন।"

দ্বাদশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নরোত্তম! বিজ্ঞানাখ্য তেজোধাতু পার্থিব দেহ আশ্রয় করিয়া কেন দেহাভিমানী হয় এবং প্রাণাদি বায়ু নাড়ীমার্গ অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে দেহচেষ্টা-সকল বিধান করে?"

ব্যাধ কহিল, "হে ব্রহ্মন্! বিজ্ঞানোপাধিক বহ্নি চিদাত্মাকে আশ্রয় করিয়া শরীরকে সচেতন করে; প্রাণ বিজ্ঞান ও চিদাত্মার সহিত মিলিত হইয়া চেষ্টমান হয়; বিজ্ঞানাত্মা, চিদাত্মা ও প্রাণের সমষ্টিই জীবাত্মা; ইহাঁতেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে, ইনি সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ এবং সকলের কারণ; আমরা ইহাঁর উপাসনা করিয়া থাকি। এই জীবই সর্ব্বভূতের আত্মা; ইনিই সনাতন পুরুষ; ইনিই মহান্, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও শব্দাদি বিষয়। ইহাঁর দ্বারাই লোকসকলের আন্তরিক ও বাহ্যিক চেষ্টা সম্পন্ন হয়। ইনি উপাধির আবেশপ্রভাবে জীবভাবলাভানন্তর জঠরানল আশ্রয়পূর্ব্বক মূত্রাশয় ও পুরীষাশয়ে পৃথক্ পৃথক্ গতি লাভ করেন। মূত্র ও পুরীষরাশি বহন করিয়া অপানবায়ু পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই এক অপানবায়ু প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল এই ত্রিবিধ বিষয়ে বিদ্যমান থাকে। অধ্যাত্মবেত্তা মহাত্মারা তাহাকেই উদানবায়ু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আর যে বায়ু মনুষ্যের শরীরসন্ধিতে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাই ব্যান বলিয়া অভিহিত হয়।

ত্বগাদিমধ্যে ব্যাপ্ত জঠরানল বায়ুপ্রেরিত হইয়া অন্নাদি রস, শোণিতাদি ধাতু ও পিত্তাদি দোষ-সমুদয় পরিণত করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। প্রাণাদি বায়ুর একত্র সন্নিপাতহেতু সজ্ঘর্ষণ জন্মে; সেই সজ্ঘর্ষণ-জনিত উষ্মাকেই জঠরাগ্নি কহে, উহাতেই দেহীদিগের অন্নাদি ভুক্তবস্তু-সকল পরিপাক হইয়া থাকে। সমান ও উদানমধ্যে প্রাণ ও অপানবায়ু সমাহিত আছে, তন্নিমিত্ত প্রাণ, অপান ও সমান বায়ুর সজ্ঘর্ষণজনিত অনল সপ্তধাতুময় দেহকে সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। সেই অগ্নির পায়ু পর্য্যন্ত প্রদেশকে অপান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সেই অপান হইতে দেহীদিগের প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর প্রবাহ সঞ্জাত হইতেছে। অগ্নিবেগে ঊর্দ্ধগামী প্রাণ অপানান্তে প্রতিহত ও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করে। নাভির অধোভাগ পাকস্থলী ও ঊর্দ্ধভাগ আমাশয়। নাভিমধ্যে প্রাণ-সকল প্রতিষ্ঠিত

আছে। শরীরস্থ নাড়ী-সকল প্রাণ প্রভৃতি দশবিধ বায়ু দ্বারা প্রেরিত ও হৃদয় হইতে উর্দ্ধ,অধঃ ও তির্য্যগভাবে প্রবৃত্ত হইয়া অন্নরস-সকল বহন করিতেছে। জিতক্লম ও ধীর যোগীরা এই নাড়ীপথ দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন এবং মস্তকে আত্মাকে ধারণ করেন। এইরূপে সর্ব্বদেহে প্রাণ ও অপান বায়ু বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। লিঙ্গ-শরীরাত্মক ও প্রাণাদি ষোড়শ কলাসম্পন্ন, সুতরাং মূর্ত্তিমান্ আত্মাকে নিত্য যোগবলে অবগত হইবে। জ্বালাসমাহিত অগ্নির ন্যায় যিনি ষোড়শকলায় নিরন্তর অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানিবে, পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় যে দেব ষোড়শকলায় অবস্থান করিতেছেন, তিনিই নিত্য পরমাত্মা ও যোগলভ্য। জীবাত্মা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের আশ্রয় ও নির্গুণ পরমাত্মার বশংবদ। জড়-শরীরাদি জীবের উপভোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আত্মা জীবরূপে স্বয়ং চেষ্টমান হইয়া ঈশ্বররূপে সকলকে চেষ্টমান করেন। আত্মজ্ঞানীরা সেই আত্মাকে জীব ও ঈশ্বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সপ্ত-ভুবন-প্রবর্ত্তক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এইরূপে ভূতাত্মা সর্ব্বভূতে প্রকাশমান হইতেছেন। জ্ঞানবানেরা সূক্ষ্ম-বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। চিত্তের প্রসন্নতাবলে শুভাশুভ সমুদয় কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়, পরিশেষে সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত অনন্ত সুখ-সম্ভোগ করেন। যেমন পরিতৃপ্ত ব্যক্তি পরমসুখে নিদ্রিত হয় এবং সমীরণশূন্য প্রদেশে সুচারুরূপে প্রদীপিত দীপ যেমন সমুজ্জ্বল হইতে থাকে, আত্মপ্রসাদশালী ব্যক্তিও তদ্রূপ লক্ষিত হয়েন। অল্পাহারী বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ পূর্ব্ব-রাত্রিতেই হউক বা পর-রাত্রিতেই হউক,নিরন্তর যোগসাধন ও হৃদয়ে আত্মাকে সন্দর্শন করত প্রদীপ্ততর দীপের ন্যায় মনোদীপ দ্বারা নির্গুণ আত্মাকে অবলোকন করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

সকল প্রকার উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক ক্রোধ ও লোভকে বশীভূত করিলে লোকের পবিত্রতা-সম্পাদন হইয়া থাকে; তপস্যা কেবল সেতুস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে তপস্যা হয় না, মাৎসর্য্যের উদয় হইলে ধর্ম্মলাভ হয় না, মানাপমানের ভয় কারলে বিদ্যালাভ হয় না ও প্রমত্ত হইলে আত্মসাক্ষাৎকারলাভ হয় না। অতএব উক্ত দোষ-সকল পরিত্যাগ করিবে। অনৃশংসতাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই অতি প্রধান জ্ঞান এবং সত্যই পরম পবিত্র ব্রত। যাহা সাধারণের হিতজনক, তাহাই সত্য, সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়, সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।

যাঁহার সকল অনুষ্ঠানই কামনাশূন্য আর যিনি বিষয়বাসনা-সকল একেবারে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্ ও উদাসীন। গুরু এইরূপ উদাসীন ব্যক্তিকে যোগ শ্রবণ না করাইয়া সঙ্কেত দ্বারা তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন। ভোগতৃষ্ণাতে চিত্তের ঔদাস্য হইলে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মে প্রীতি জন্মে, তাহাকেই যোগসংজ্ঞত ব্রহ্মসংযোগ বলিয়া জানিবে। সকলের সহিত মৈত্রীভাব সংস্থাপন করিবে, কোন প্রাণীর হিংসা ও কদাচ কাহার সহিত বিবাদ করিবে না। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ইহকাল ও পরকালে বৈরাগ্য অবলম্বন করত সতত যতব্রত হইবে। অকিঞ্চনত্ব, সন্তোষ, নিরাশিত্ব, অচাপল্য ও আত্মজ্ঞান এই কয়েকটি বস্তুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহাদিগকে হৃদয়ে অবকাশ দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তপঃপরায়ণ, দান্ত, সংযতাত্মা, অজিত, জয়াভিলাষী ও নিস্পৃহ মুনিগণের সহিত সর্ব্বদা সঙ্গত হইবে। যিনি সুখ-দুঃখ সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে একান্ত নিস্পৃহ, তিনিই গুণাগুণসম্পন্ন, ললনাদিসঙ্গহীন, জীবাত্মানপাশ্য, জ্ঞানাধিগম্য, স্বর্গাদিসুখবিশিষ্ট এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। হে দ্বিজোত্তম! আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই কহিলাম, এক্ষণে আর কি কীর্ত্তন করিব, বলুন।”

ত্রয়োদশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মব্যাধ এইরূপে সমুদয় মোক্ষধর্ম্ম কহিলে পর, ব্রাহ্মণ প্রীত হইয়া

তাহাকে কহিলেন, "হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই ন্যায়ানুগত। ধর্ম্মবিষয়ে তোমার কিছুই অবিদিত নাই।"

ব্যাধ কহিল, "হে দ্বিজোত্তম! আমি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এই সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, আপনি তাহা একবার প্রত্যক্ষ অবলোকন করুন, আর আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমার পিতামাতাকে দর্শন করুন।"

ব্রাহ্মণ ব্যাধের বাক্যানুসারে তাহার সহিত সেই পরম-রমণীয় চতুঃশাল সৌধমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সৌধ সুরসদন সদৃশ, দেবগণপূজিত, নানাবিধ আসন ও শয়নীয়ে ব্যাপ্ত এবং পরমোৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্যসমুদয়ে সমাকীর্ণ। ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন যে, ব্যাধের বৃদ্ধ পিতা ও মাতা শুক্লাম্বর পরিধান ও উত্তমরূপ আহার করিয়া পরম পরিতুষ্টচিত্তে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে।

ধর্ম্মব্যাধ স্বীয় পিতামাতাকে অবলোকন করিবামাত্র তাহাদিগের পদতলে নিপতিত হইল। বৃদ্ধ-দম্পতি নিজ তনয়কে চরণতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিল, "বৎস! গাত্রোত্থান কর, ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন; আমরা তোমার শৌচসন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি দীর্ঘায়ু হও। তুমি ইষ্টগতি, জ্ঞান ও মেধা প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি আমাদের সৎপুত্র, প্রত্যহই যথাকালে উত্তমরূপে আমাদিগকে পূজা করিয়া থাক ও দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। তুমি দ্বিজাতিগণের প্রতি সতত প্রয়তচিত্ত ও একান্ত দান্ত হইয়াছ; অতএব হে পুত্র! আমার পূর্ব্বপিতামহগণ তোমার দম ও পিতৃপূজন-সন্দর্শনে তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট রহিয়াছেন। তুমি কায়মনোবাক্যে আমাদের শুশ্রূষা করিতে অণুমাত্র ত্রুটি কর না। ফলতঃ তোমার মন কেবল আমাদের প্রতিই সতত অনুরক্ত রহিয়াছে। হে বৎস! জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম যেমন স্বীয় বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিয়াছিলেন, তুমি তদ্রূপ আমাদের শুশ্রূষা করিতেছ।"

বৃদ্ধ-দম্পতির বাক্যাবসানে ধর্ম্মব্যাধ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের বিষয় তাহাদের নিকট নিবেদন করিল। তখন তাহারা সেই ব্রাহ্মণকে স্বাগতপ্রশ্নপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলে ব্রাহ্মণও প্রতিপূজনপূর্ব্বক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বৃদ্ধদম্পতি! তোমাদের পুত্র ও ভৃত্যগণ এবং স্বীয় শরীরের ত মঙ্গল?" বৃদ্ধদ্বয় কহিল, "হে মহাত্মন্! আমাদের সমুদয় মঙ্গল। আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন?" ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "হাঁ, নির্ব্বিঘ্নেই আগমন করিয়াছি।"

তখন ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিতে লাগিল, "হে ভগবন্! ইহাঁরা আমার পিতামাতা, আমি ইহাঁদিগকে দেবতার তুল্য বিবেচনা করি; দেবগণের উদ্দেশে যাহা যাহা করিতে হয়, তৎসমুদয় ইহাঁদের সমীপেই সম্পন্ন করিয়া থাকি। যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্বলোকের পূজনীয়, তদ্রূপ এই বৃদ্ধদম্পতি আমার অর্চ্চনীয়। ব্রাহ্মণগণ যেমন দেবগণের নিমিত্ত উপহার আহরণ করেন, আমিও ইহাঁদের নিমিত্ত তদ্রূপ উপহার আহরণ করিয়া থাকি। এই পিতামাতা আমার পরম দেবতাস্বরূপ, আমি ইহাঁদিগকে নানাবিধ পুষ্প, ফল ও রত্ন দ্বারা সতত পরিতুষ্ট করি। আমি এই দুই জনকে অগ্নি, যজ্ঞ ও চারি বেদের ন্যায় জ্ঞান করি। হে ব্রহ্মন্! আমার ভার্য্যা, পুত্র, সুহৃজ্জন ও প্রাণ এই সমুদয় ইহাঁদিগের সেবার নিমিত্ত আছে। আমি পুত্র-কলত্র-সমভিব্যাহারে সতত ইহাঁদিগের শুশ্রূষা করি।

হে দ্বিজসত্তম! আমি স্বয়ং ইহাঁদিগকে স্নান করাইয় পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক স্বহস্তে আহার প্রদান করি। সতত ইহাঁদের অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করি, বিপ্রিয় বাক্য কদাচ আমার মুখ হইতে বিনির্গত হয় না। অধিক কি, ইহাঁদের প্রিয়কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যদি অধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, তথাপি আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হই না।

হে দ্বিজসত্তম! আমি পিতামাতাকে ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যমনে সতত তাহাদিগের শুশ্রূষা সম্পাদন করিয়া থাকি। পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও উপদেষ্টা এই পাঁচজনের প্রতি সম্যক্রূপে সদ্ব্যবহার করিলে প্রত্যহ অগ্নিসেবা সম্পন্ন হয়।

হে বিপ্রেন্দ্র! গৃহস্থ ব্যক্তির এইরূপ নিত্যধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।”

চতুর্দ্দশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ধর্ম্মব্যাধ এইরূপে ব্রাহ্মণসমীপে স্বীয় মাতাপিতার বৃত্তান্ত নিবেদনানন্তর পুনরায় কহিতে লাগিল, “হে ব্রহ্মন্! যে নিমিত্ত সেই সত্যশীলা পতিপরায়ণা কামিনী ‘হে বিপ্র! আপনি মিথিলায় গমন করুন, তত্রত্য ব্যাধ আপনাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে,’ এই কথা বলিয়া আপনাকে এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি দিব্যচক্ষু ও তপোবলপ্রভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে যতব্রত! সুশীলা পতিব্রতা তোমাকে যে পরম ধর্ম্মজ্ঞ ও গুণবান্ বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম।”

ব্যাধ কহিল, “হে বিপ্রবর! সেই পতিব্রতা আমার বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াই আপনাকে আমার নিকট উপস্থিত হইতে কহিয়াছেন। আমি আপনার হিতসাধনার্থই আপনাকে এই সমস্ত প্রদর্শন করিলাম, এক্ষণে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন।

আপনি পিতামাতার অনুমতি না লইয়াই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সেই বৃদ্ধ জনক-জননী আপনার শোকে অন্ধ হইয়াছেন; অতএব আপনি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র গমন করুন। আপনি তপস্বী, মহাত্মা ও ধর্ম্মনিরত; অতএব আপনি শীঘ্র পিতামাতাকে প্রসন্ন করিতে গৃহাভিমুখে গমন করুন, নতুবা আপনার সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্মই ব্যর্থ হইবে। হে ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি, আপনি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করত সত্বরে জনক-জননীসন্নিধানে গমন করুন।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই যথার্থ, তাহার সন্দেহ নাই; অতএব আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।”

ব্যাধ কহিল, “হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রাকৃত জনগণের দুষ্প্রাপ্য সনাতন কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবপ্রতিম হইয়াছেন; অতএব স্বীয় পিতামাতার সমীপে গমনপূর্ব্বক অপ্রমত্তচিত্তে তাঁহাদের পূজা করুন। আমার মতে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি ভাগ্যবলেই এখানে আসিয়াছি ও ভাগ্যবলেই তোমার সাক্ষাৎকারলাভ করিয়াছি। হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমার ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্যক্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ, কেন না, এই জগতীতলে সহস্রের মধ্যে একজন ধর্ম্মজ্ঞ হয়েন কি না সন্দেহ। হে মহাত্মন্! অদ্য আমি তোমার সত্যাচার-সন্দর্শনে পরম প্রীত হইলাম। আমি নরকে নিপতিত হইতেছিলাম, তুমিই অদ্য আমাকে সমুদ্ধৃত করিলে। অদ্য ভবিতব্যতাপ্রভাবে তোমার সন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। যেমন ভৌমনরকে পতনোন্মুখ রাজা যযাতি সদাত্মা স্বীয় দৌহিত্রগণের অনুগ্রহে সন্তারিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি আজি আমাকে রক্ষা করিলে। হে পুরুষাগ্রগণ্য! আমি তোমার বচনানুসারে অদ্যাবধি সংযতচিত্তে পিতামাতার শুশ্রূষা করিব। মূঢ়ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিতে বা উহার উপদেশ দিতে পারে না, আর সনাতন ধর্ম্ম শূদ্রজাতির নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তোমার শূদ্রতা-প্রাপ্তিবিষয়ে অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে। হে মহামতে! আমি যথার্থরূপে এই বিষয় জানিতে বাসনা করি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন কর।”

ব্যাধ কহিল, “হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার মতে ব্রাহ্মণগণের বাক্য অতিক্রম করা নিতান্ত অনুচিত, অতএব আমার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বজন্মে বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম, আপনার দোষেই এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। হে দ্বিজবর! পূর্ব্বজন্মে এক ধনুর্ব্বেদপরায়ণ ভূপতি আমার সখা ছিলেন। তাঁহার সহিত সতত সহবাস হওয়াতে আমিও

ক্রমে ক্রমে একজন ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলাম। একদা ঐ ভূপতি প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে মৃগয়াভিলাষী হইয়া এক তপোবনে গমন করিলেন। আমিও তাঁহার সহিত মৃগয়ায় গমন করিলাম। দৈবের কি অখণ্ডনীয় প্রভাব! আমি তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা মৃগগণের প্রাণ সংহার করিতেছিলাম, এমত সময়ে দৈবাৎ এক বাণ মহর্ষির গাত্রে নিপতিত হইল।

হে দ্বিজবর! মহর্ষি বাণাঘাতে একান্ত ব্যথিত ও ধরাতলে নিপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'হায়! আমি কাহারও কোনও অপরাধ করি নাই; তবে কে এমন কর্ম্ম করিল?' আমি ঐ সময়ে শর দ্বারা মৃগ বিদ্ধ করিয়াছি বিবেচনা করিয়া সহসা তথায় গমনপূর্ব্বক দেখিলাম, বাণ দ্বারা ঋষিকে বিদ্ধ করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! মহর্ষিকে ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠমান অবলোকন করত আপনার অকার্য্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্ত হইলাম। পরে বিনয়-বচনে মহর্ষিকে কহিলাম, 'হে ব্রহ্মন্! আমি অজ্ঞানতসারে এই কুকর্ম্ম করিয়াছি; অতএব আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।' মহর্ষি আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক রোষকষায়িতলোচনে আমাকে কহিলেন, 'অরে ক্রূর! তুই ব্যাধ হইয়া শূদ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবি'।"

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাধ কহিল, "হে দ্বিজবর! ঋষি এইরূপে অভিসম্পাত করিলে আমি তাঁহার শরণাগত হইয়া বিনয়নম্রবাক্যে নিবেদন করিলাম, 'মহর্ষে! আমি অজ্ঞান প্রযুক্ত ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করুন।' ঋষি কহিলেন, 'আমি যে শাপ প্রদান করিয়াছি, তাহা কোন ক্রমেই ব্যর্থ হইবে না, তবে অধুনা এইমাত্র অনুগ্রহ করিতে পারি যে, তুমি শূদ্রযোনিসম্ভূত হইয়া পরমধার্ম্মিক হইবে এবং অবিচলিতভক্তিসহকারে পিতামাতার শুশ্রূষা করিবে। সেই শুশ্রূষাফলে তোমার সিদ্ধি ও মহত্ত্ব লাভ হইবে এবং তুমি জাতিস্মর হইয়া স্বর্গে গমন করিবে। অনন্তর শাপক্ষয় হইলে তুমি পুনরায় ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হইবে।'

উগ্রতেজাঃ মহর্ষি প্রথমতঃ অতি কঠোর শাপ প্রদান করিয়া পরিশেষে আমার প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহার শরীর হইতে শর উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে লইয়া আশ্রমে গমন করিলাম; কিন্তু ভাগ্যক্রমে শরাঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই। হে দ্বিজোত্তম! আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম; আমি মুনিবচনপ্রভাবে ও পিতৃভক্তিবলে স্বর্গলাভ করিতে পারিব সন্দেহ নাই।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে মহামতে! মনুষ্য এইরূপে সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব উৎকণ্ঠিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। তুমি পূর্ব্বে আপনার জাতি জানিয়াও মৃগয়ারূপ দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলে; এই নিমিত্ত আত্মকৃত কর্ম্মদোষজনিত ক্লেশ কিঞ্চিৎকাল ভোগ কর, পরে পবিত্র দ্বিজকুলে সমুৎপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, পাতিত্যজনক-কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয় আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত,তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি, কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়। মনুষ্যেরা কর্ম্মদোষবশতঃ দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু তোমার উভয়বিধ কার্য্যেই অতি সামান্য দোষ দৃষ্ট হইতেছে, অতএব প্রগাঢ় উৎকণ্ঠা দূরীকৃত কর। লোকব্যবহারজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণ ভবাদৃশ ব্যক্তিরা কখন বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়েন না।"

ব্যাধ কহিল, "হে দ্বিজোত্তম! জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারিত হয়, এই জ্ঞান স্থবির-ব্যক্তির ন্যায় বালকদিগের অন্তঃকরণে সমুদিত হয় না। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরাই ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্টসংযোগে দুঃখিত হয়। সকল ভূতই সুখ, দুঃখ ও মোহে সংযুক্ত এবং বিযুক্ত হইয়া থাকে; অতএব তন্নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অনুচিত।

লোকে অনিষ্টাপাত-দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়, কিন্তু যদি উপক্রমে অবগত হইতে পারে, তাহা হইলে অনিষ্টাপাতের প্রতীকার-চেষ্টা করে। আর শোক

করিলে কেবল পরিতাপ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় না। যাঁহারা সুখ-দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন, সেই জ্ঞানতৃপ্ত মনীষী মহাপুরুষেরাই যথার্থ সুখী।

অসন্তোষ অতি হেয় পদার্থ; উহার অন্ত নাই, মূঢ় লোকেরাই নিরন্তর সেই অসন্তোষের পরবশ হইয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণের চিত্তক্ষেত্রে অশেষ সুখনিদান সন্তোষ বদ্ধমূল হইয়া সর্ব্বদা বাস করে, তাঁহারা দুর্গতিপ্রাপ্ত হইলেও কখন শোকাভিভূত হয়েন না। জ্ঞানী ব্যক্তির বিষণ্ণ হওয়াও কোনক্রমে উচিত নহে; কারণ, বিষাদ তীব্রতর বিষস্বরূপ। যেমন ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গ বালককে দংশন করে, তদ্রূপ বিষাদ নির্ব্বোধ ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে। বিষাদ বিক্রমসময়ে যাহাকে অভিভূত করে, সে তেজোবিহীন, সুতরাং তাহার পৌরুষ থাকে না।

কর্ম্ম করিলে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়, অতএব দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ঔদাস্য করা অবিধেয়; কেন না, অন্তঃকরণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে কিছুমাত্র প্রতিভা থাকে না, অতএব দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার উপায় উদ্ভাবন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শোকরহিত হইয়া কার্য্য করিলে কদাচ দুঃখ বা বিপদ্ উপস্থিত হয় না। যে প্রাজ্ঞ পুরুষেরা জীবের বিনশ্বরত্ব চিন্তা করিয়া জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা কদাচ শোকাভিভূত হয়েন না, প্রত্যুত সদ্গতি লাভ করেন।

হে বিদ্বন্! আমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বিষণ্ণ বা শোকাভিভূত হই না, বরং অবিচলিতচিত্তে কালের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে ধর্ম্মব্যাধ! তুমি অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন, মেধাবী, ধর্ম্মজ্ঞ ও জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছ, অতএব তোমার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে বিদায় হই; তোমার মঙ্গল হউক; ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন; তুমি সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া ধর্ম্ম চিন্তা করিবে।” ব্যাধ কৃতাঞ্জলিপুটে ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলে পর তিনি তাহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া যথান্যায়ে দৃঢ়তর ভক্তি-সহকারে পিতামাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্ম্মবিষয়ে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এবং ধর্ম্মব্যাধ যে পতিব্রতা ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এবং জনক-জননীর শুশ্রূষা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎসমুদয় বর্ণন করিলাম। যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে ধর্ম্মবিদাংবর! আপনি যে অদ্ভুত অনুত্তম ধর্ম্মাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন, ইহা পরম প্রীতিকর ও শ্রুতিসুখাবহ বলিয়া এই দীর্ঘকাল মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত হইল; আমি ধর্ম্মাখ্যান-শ্রবণে অদ্যাপ পরিতৃপ্ত হই নাই।”

ষোড়শাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের সমীপে উক্ত প্রকার ধর্ম্মসংযুক্ত কথা শ্রবণানন্তর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে ভগবান্ হুতাশন কি নিমিত্ত সলিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন? অগ্নি এক, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহার বহুত্ব দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ কি? তিনি অন্তর্হিত হইলে পর ভগবান্ অঙ্গিরা কিরূপে স্বয়ং হুতাশন হইয়া হব্য বহন করিয়াছিলেন? কার্ত্তিকেয় কিরূপে সমুৎপন্ন হয়েন, কিরূপেই বা মহাদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন আর গঙ্গা ও কৃত্তিকাগণই বা কিরূপে তাঁহার মাতা হইয়াছিলেন? হে মহর্ষে! আপনার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত যথাবৎ কীর্ত্তন করুন।”

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ হুতাশন যে নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তপোনুষ্ঠানের জন্য সলিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি অঙ্গিরা যে প্রকারে স্বীয় প্রভাবে সমুদয় জগৎ সন্তাপিত ও তিমির বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে মহাভাগ অঙ্গিরা আশ্রমে থাকিয়া অতি

কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা অগ্নি অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় প্রভাপ্রভাবে সমুদয় জগৎ প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ হব্যবাহন সলিলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তিনি অঙ্গিরার প্রভাবে একান্ত সন্তপ্ত ও গ্লানিযুক্ত হইলেন, কিন্তু উহার কোন কারণই অবগত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, 'ব্রহ্মা এই সমস্ত লোকের নিমিত্ত অন্য এক অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন। বহু দিবস তপস্যা করাতে আমার অগ্নিত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কি করি, কিরূপেই বা পুনরায় অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হই?' ভগবান্ হুতাশন এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে সেই অগ্নিসদৃশ-লোকতাপন মহর্ষিকে নিরীক্ষণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার সমীপে গমন করিলেন।

মহাভাগ অঙ্গিরা অগ্নিকে অবলোকন করিয়া সভয়ান্তঃকরণে কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনি শীঘ্র অগ্নি হইয়া জনগণের হিতসাধন করুন। আপনি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রিলোকীমধ্যে সমস্তই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। ভগবান্ কমলযোনি তিমিরাপনোদন-জন্য প্রথমে আপনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতএব আপনি শীঘ্র আপনার অধিকার প্রাপ্ত হউন।"

অগ্নি কহিলেন, "লোকমধ্যে আমার কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়াছে; আপনি এক্ষণে হুতাশনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোকে আপনাকেই অগ্নি বলিয়া জানিবে, আমাকে কেহই অগ্নি বলিয়া মান্য করিবে না, অতএব আমি অগ্নিত্ব পরিত্যাগ করিতেছি, আপনিই প্রথম অগ্নি হউন, আমি দ্বিতীয় অগ্নি হইব।"

অঙ্গিরা কহিলেন, 'হে হুতাশন! আপনি অগ্নি হইয়া হবির্বহন দ্বারা প্রজাগণের স্বর্গলাভের পথ প্রকাশ করুন, আর আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে প্রথমে একটি পুত্র প্রদান করুন।"

ভগবান্ হুতাশন অঙ্গিরার প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হইলে বৃহস্পতি নামে অঙ্গিরার এক পুত্র জন্মিল। দেবগণ অগ্নির প্রভাবে অঙ্গিরার প্রথম পুত্র জন্মিয়াছে জানিয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দেবগণের সমীপে সমুদয় কারণ ব্যক্ত করিলেন। দেবগণও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। হে রাজন্! অগ্নি নানাপ্রকার, উহাঁরা বহুবিধ কর্ম্ম দ্বারা বিখ্যাত, উহাঁদের এক একটি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

সপ্তদশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে নৃপবর! ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরার ভার্য্যার নাম শুভা। শুভার গর্ভে অঙ্গিরার যে কয়েকটি সন্তান হইয়াছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। বৃহৎকীর্ত্তি, বৃহজ্জ্যোতি, বৃহদ্ব্রহ্মা, বৃহন্মন্ত্র, বৃহদ্ভাস ও বৃহস্পতি। অঙ্গিরার প্রথম কন্যা দেবী ভানুমতী। উনি সন্তানগণ অপেক্ষা সাতিশয় রূপবতী। দ্বিতীয় কন্যার নাম রাকা; ইনি সর্ব্বভূতের অনুরাগাস্পদ ছিলেন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি রুদ্রের সুতা বলিয়া বিখ্যাত, যিনি সাতিশয় তনুত্ব-প্রযুক্ত লোকে দৃশ্যাদৃশ্য হইয়াছেন, সেই সিনবালী অঙ্গিরার তৃতীয় কন্যা। চতুর্থ কন্যা অর্চ্চিষ্মতী, উহাঁকে পূর্ণিমা বলে। পঞ্চম কন্যা হবিষ্মতী, উহাঁকে চতুর্থী কহে। ষষ্ঠ দুহিতা মহিষ্মতী, উহাঁকেই চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণমাসী বলিয়া থাকে। যিনি দীপ্ত যজ্ঞ-সমুদয়ে মহামতি বলিয়া বিখ্যাত, যাঁহাকে দেখিয়া লোক বিস্মিত হয়, সেই কুহু অঙ্গিরার সপ্তম কন্যা।"

অষ্টাদশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে নৃপবর! চন্দ্রমসী নামে বৃহস্পতির যে মনস্বিনী ভার্য্যা ছিলেন, তিনি পরম পবিত্র ছয় পাবক ও এক কন্যা প্রসব করেন। যজ্ঞকালে যে হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নির নাম শংযু। চাতুর্ম্মাস্য ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের সময় উহাঁর সমীপে অগ্রজ পশু থাকে। উনি অনেকবিধ শিখা দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া শোভমান হয়েন। ঐ

শংযুর ভার্য্যার নাম সত্যা, উনি ধর্ম্মের কন্যা। সত্যার গর্ভে শংযুর এক পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। পুত্রটি প্রদীপ্ততর হুতাশন, উহাঁর নাম ভরদ্বাজ, উনি শংযুর প্রথম পুত্র। যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে প্রথম আজ্যভাগ দ্বারা উহাঁকে পূজা করিয়া থাকে। শংযুর দ্বিতীয় পুত্রের নাম উর্জ্জভরত। শংযুর আর যে তিনটী কন্যা ছিলেন, ঐ ভরত তাঁহাদের অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। উর্জ্জভরতের পুত্রের নাম ভরত ও কন্যার নাম ভরতী। ভরতপুত্র প্রজাপতি ভরতের তনয় পাবক, ইনি লোকে সাতিশয়

ভরদ্বাজের ভার্য্যার নাম বীরা। বীরার গর্ভে ভরদ্বাজের ঔরসে বীরনামা হুতাশনের জন্ম হয়। দ্বিজগণ সোমের ন্যায় উহাঁকেও আজ্য দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। উহাঁর আর তিনটি নাম রথপ্রভু, রথাধ্বান ও কুম্ভরেতাঃ। উনি সরযূতে সিদ্ধিলাভ ও স্বীয় তেজঃপুঞ্জপ্রভাবে সূর্য্যকে আবৃত করিয়াছিলেন এবং উহাঁর আরাধনা করিলে সুবর্ণ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি কখনই স্বীয় যশ, তেজ ও শ্রী হইতে চ্যুত হয়েন না, তাঁহার নাম নিশ্চ্যবন অগ্নি। উনি কেবল পৃথিবীরই স্তব করেন। উহাঁর পুত্রের নাম বিপাপ অগ্নি; উনি কলুষশূন্য, বিশুদ্ধ ও অর্চ্চিষ্মান্। যিনি রোরুদ্যমান প্রাণিগণের নিষ্কৃতি করেন, তাঁহার নাম নিষ্কৃতি হুতাশন। নিষ্কৃতির পুত্র স্বন। উনি লোকের শরীরে রোগ প্রদান করেন; বেদনার্ত্ত ব্যক্তিগণ উহাঁর প্রভাবেই আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে।

যিনি জগতীতলস্থ সমুদয় লোকের বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া থাকেন, অধ্যাত্মবেত্তারা তাঁহাকে বিশ্বজিৎ অগ্নি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যিনি দেহিগণের অন্তরে থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্য-সমুদয় পাক করেন, তিনি লোকে বিশ্বভুক্ হুতাশন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মচারী, যতাত্মা, বিপুলব্রত ব্রাহ্মণগণ পাকযজ্ঞে সতত ইহাঁকে পূজা করিয়া থাকেন। পবিত্রা গোতমী নদী ইহাঁর পত্নী। ব্রহ্মচারী ব্যক্তিগণ ঐ হুতাশনে সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যে দারুণ বড়বাগ্নি সমুদ্রের জল পান করেন ও সতত উর্দ্ধগামী; উহাঁর নাম উর্দ্ধভাক্; আর প্রাণকে আশ্রয় করিয়া যে অগ্নি থাকে, তাহার নাম কবি।

লোকে যাঁহাকে নিত্য বারিপূত স্বিষ্ট-নামক হবিঃ প্রদান করিয়া থাকে, তাঁহার নাম স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি। যে অগ্নি প্রলয়কালে সমুদয় লোক বিনষ্ট হইলেও ক্রোধস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার নাম মন্যু। মন্যুর কন্যার নাম স্বাহা, উহাঁর স্বভাব সাতিশয় ক্রূর ও দারুণ। সে সকল লোকেই অবস্থিতি করে। স্বর্গে যাঁহার তুল্য রূপবান্ও আর কেহই নাই, লোকে তাঁহাকে কামপাবক বলিয়া জানে। দেবগণ উহাঁর অসামান্য রূপলাবণ্যসন্দর্শনে উহাঁকে কামপাবক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যিনি মাল্যধারণ, ধনুর্গ্রহণ ও রথে অরোহণপূর্ব্বক সমরে সমুদয় শত্রুগণকে সংহার করেন, তাঁহার নাম অমোঘ হুতাশন। উকৃথ নামে অগ্নি বেদবাক্য দ্বারা সতত সংস্তুত হইয়া থাকেন। উহাঁর পুত্র মহাবাক্, মহাবাকের অপর নাম সকাশ্বাস।

একোনবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! বশিষ্ঠতনয় কাশ্যপ, প্রাণপুত্র প্রাণ, অঙ্গিরাত্মজ চ্যবন ও ত্রিসুবর্চ্চা, ইহাঁরা প্রজাপতিসম যশঃসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ এক পুত্র লাভ করিবার নিমিত্ত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। পরে তাঁহারা মহাব্যাহৃতি-মন্ত্র ধ্যান করিলে পঞ্চবর্ণ মহাপ্রভাবপ্রভাসম্পন্ন এক তেজ প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহার মস্তক প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, ভুজদণ্ড প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায়, ত্বক্ ও নেত্র সুবর্ণাভ এবং জঙ্ঘাযুগল কৃষ্ণবর্ণ। মহাতপাঃ পঞ্চ মহর্ষি তাঁহাকে তপোবলে পঞ্চবর্ণসম্পন্ন করিলেন। সেই পঞ্চবংশকর দেব পাঞ্চজন্য বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে পাঞ্চজন্য পিতৃগণের প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত দশ সহস্র বৎসর তপঃসাধন করিয়া ঘোরতর অগ্নি উৎপাদন করিলেন। পরে মস্তক হইতে বৃহৎ রথন্তর, আস্যদেশ হইতে হরিহর, নাভি হইতে শিব, শোণিত হইতে ইন্দ্র, প্রাণ হইতে বায়ু,

অগ্নি এবং বাহুদ্বয় হইতে উদাত্ত, অনুদাত্ত, বিশ্ব-সংস্যার ও ভূত-সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

অনন্তর তাঁহা হইতে বৃহদ্রথের প্রণিধি, কাশ্যপের মহত্তর, অঙ্গিরসের ভানু, বর্চ্চের সৌরভ ও প্রাণের অনুদাত্ত নামক পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন হইয়া পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক পুত্র হইল। তিনি যজ্ঞবিঘ্নকারী অন্যান্য পঞ্চদশ দেবতাকেও সৃষ্টি করিলেন। সুভীম, অতিভীম, প্রবল, ভীমবল, ভীম, সুমিত্র, মিত্রবান্, মিত্রজ্ঞ, মিত্রবর্দ্ধন, মিত্রধর্ম্মা, সুপ্রবীর, বীর, সুবেশ, সুরবর্চ্চা ও দেবহন্তা এই পঞ্চদশ দেবতারা পাঁচটি পাঁচটি করিয়া তিন তিন দল হইল, উহারা স্বর্গ হইতে যজ্ঞ অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং বলপ্রয়োগপূর্ব্বক হবনীয় দ্রব্যজাত হরণ ও বিনষ্ট করিতে লাগিল। এই হেতু বিচক্ষণ পুরুষেরা বহির্ব্বেদিতে তাহাদিগের প্রাপ্য ভাগ প্রদান করিতেন। পরে উহারাও তখন যজ্ঞভূমির অন্তর্ব্বেদিতে গমন করিত না। অগ্নিচয়নকর্ত্তা যজমান আসন-প্রদানপূর্ব্বক মন্ত্রবলে উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে, উহারা কখনও যজ্ঞীয় হবি অপহরণ করে না।

অগ্নির বৃহদুক্থ নামে আর একটি পুত্র পৃথিব্যভিমানী দেবতা বলিয়া অভিহিত হয়েন। পৃথিবীতে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবার সময় সাধু লোকেরা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; রথন্তর নামে অনলও অগ্নির পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। হোতৃ বৃহস্পতি অপেক্ষা সেই রথন্তরকে উদ্দেশ করিয়া হবিঃ প্রদান করিয়া থাকেন। মহাযশাঃ পাঞ্চজন্য অনল-পুত্রগণের সহিত পরমপ্রীত-মনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! পুষ্টিমতি নামে ভরত অগ্নি অতিশয় কঠিন নিয়মবলে সঞ্জাত হইয়াছেন; তিনি সন্তুষ্ট হইলে লোকে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। ঐ অগ্নি প্রজাবর্গের ভরণপোষণ জন্য ভরত বলিয়া বিখ্যাত। অশিব নামে যে অনল বিদ্যমান আছেন, তিনি শক্তির উপাসক। আর যে হুতাশন দুঃখিত ব্যক্তির মঙ্গলসম্পাদন করেন, তাঁহার নাম শিব। পরে তপস্যার অতি সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্যলাভের নিমিত্ত পুরন্দর নামে অগ্নির আর এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ অগ্নি হইতে উষ্মা নামে অগ্নি জন্মিল, ঐ উষ্মা সর্ব্বদা মনুষ্য-লোকে লক্ষিত হইয়া থাকে। মনু-নামা অগ্নি প্রাজাপত্য-ব্রত সম্পাদন করেন। বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকে শম্ভু এবং প্রদীপ্ততর মহাপ্রভু অগ্নিকে আবসথ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই তেজ অতি প্রদীপ্ত সুবর্ণসদৃশপ্রভ পঞ্চ সোমভাগী হব্যবাহ উৎপাদন করিলেন।

অস্তগমনকালে একান্ত পরিশ্রান্ত দিবাকর অগ্নি-স্বরূপ হয়েন। যিনি মহাঘোর অসুর ও পৃথগ্বিধ মনুষ্যগণকে সৃষ্টি করেন, অগ্নি তাঁহাকে উৎপাদন করিলে, অঙ্গিরারূপধারী অগ্নি প্রাজাপত্যকারী ভানুকে সৃষ্টি করিলেন। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বৃহদ্ভানু বলিয়া থাকেন, সূর্য্য-দুহিতা স্বপ্রজা ও বৃহদ্ভাসা এই দুইটি ভানু অনলের ভার্য্যা, তাঁহারা ছয় পুত্র প্রসব করেন। আমি এক্ষণে তাঁহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যিনি দুর্ব্বল প্রাণিগণের প্রাণ প্রদান করিতেছেন, সেই অগ্নি ভানুর প্রথম পুত্র বলদ বলিয়া অভিহিত হয়েন। যিনি ভূত-সকল বিনষ্ট হইলে নিদারুণ মনুষ্যস্বরূপ হয়েন, সেই অগ্নি ভানুর দ্বিতীয় পুত্র মন্যুমান্ নামে বিখ্যাত। দর্শপৌর্ণমাস-যজ্ঞে যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া হবিঃ প্রদান করিতে হয়, সেই অগ্নিকে বিষ্ণু, ধৃতিমান্ ও অঙ্গিরা বলিয়া থাকে। ইন্দ্রের সহিত যিনি আগ্রবন নামে হবির অংশ প্রাপ্ত হইতেন, তিনি ভানু-বংশ্য আগ্রবন নামে প্রসিদ্ধ। চাতুর্ম্মাস্য-যাগে আগ্রেয় প্রভৃতি আটটি হবির উৎপত্তি-স্থান, আগ্রহ নামে ভানুর পঞ্চম পুত্র, স্তভ নামে ষষ্ঠ পুত্রও জন্মিয়াছিল।

ভানুর তৃতীয় ভার্য্যা নিশারোহিণী-নাম্নী এক কন্যা, অগ্নি ও সোমনামক দুই পুত্র এবং অন্য পঞ্চ পাবক প্রসব করিলেন। শ্রীমান্ বৈশ্বানর নামে প্রথম পাবক, ইনি ইন্দ্রের সহিত চাতুর্ম্মাস্য-যাগে অগ্র-হবিদ্বারা পূজিত হয়েন। যিনি এই লোকের প্রভু, তাঁহার নাম বিশ্ব-

পতি, তিনি দ্বিতীয় পাবক। তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া স্বিষ্ট আজ্য প্রদত্ত হয় বলিয়া তাঁহার নাম স্বিষ্টকৃৎ। তিনি হিরণ্যকশিপুনন্দিনী রোহিণীকে সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করিলেন। মনুর তৃতীয় পুত্রের নাম সন্নিহিত: ইনি শব্দরূপ-গ্রহণের প্রবর্ত্তক এবং দেহীদিগের দেহ-সকল আশ্রয় করিয়া প্রাণকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। যাঁহার বর্ম্ম শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ, যিনি অন্য অন্য হুতাশনের পুষ্টিবর্দ্ধন করেন, যিনি স্বয়ং নিষ্পাপ, কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলে কাম্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং যতিগণ যাঁহাকে কপিল ঋষি বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তিনিই সাংখ্য-যোগপ্রবর্ত্তক কপিল-নামক অগ্নি ও চতুর্থ পাবক। ভূতগণ নানাবিধ কর্ম্মে অগ্র-নামক যজ্ঞীয় দ্রব্য প্রতিনিয়ত যাঁহাকে দান করে, তাঁহার নাম অগ্রণী; তিনিই পঞ্চম পাবক।

বহুবিধ দোষদুষ্ট অগ্নিহোত্রের প্রায়শ্চিত্ত-সাধনের নিমিত্ত এই সকল ও অন্যান্য প্রথিত পাবকগণকে সৃষ্টি করিলেন। যখন বায়ুসহকারে অগ্নি-সকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইবে, তখন শুচি-নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল-নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যখন দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নি দ্বারা সংসক্ত হইবে, তখন শুচি-নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

যদি ঋতুমতী নারী অগ্নিহোত্রিক অগ্নি স্পর্শ করে, তাহা হইলে দস্যুবান্-নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাক-পাল-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যদি মৃত জীব বা পশুরা অগ্নিকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে সুরমান্-নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। পীড়িত ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র অগ্নিতে হোম করিলে উত্তর-নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যাঁহার আবাসে দর্শপৌর্ণমাস-যাগ প্রতিষ্ঠিত আছে, তিনি পথিকৃৎ-নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। যখন সূতিকাগ্নি অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে স্পর্শ করিবে, তখন অগ্নিমান্ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

একবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভূলোক-ভুবর্লোকাধিপতির বরুণলোকে বিখ্যাত সহনামা অগ্নির দুহিতা নামে এক পরম প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন। তিনি তাঁহার গর্ভে অদ্ভুত নামে পাবকের উৎপাদন করেন। ব্রাহ্মণেরা পুরুষ পরম্পরাগত যে অদ্ভুতাখ্য পাবককে আত্মা ও ভুবনভর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সামান্য ও মহৎ প্রভৃতি সর্ব্ব-ভূতের অধীশ্বর সেই মহাতেজাঃ ভগবান্ পাবক নিত্য বিচরণ করিতেছেন। গৃহপতি নামে অগ্নি যজ্ঞে পূজিত হয়েন ও লোকের হুতহব্য-সকল বহন করেন। যে মহাভাগ লোকত্রয়সংহর্ত্তা এবং ভূলোক, ভুবর্লোক ও মহর্লোকের অধীশ্বর, অগ্নিষ্টোমে নিয়ত পূজিত, যিনি মৃত প্রাণি সকলকে দগ্ধ করেন, সেই ভরত আগ্নসহের পৌত্র ও অদ্ভুতের পুত্র।

একদা দেবতারা হব্য-বহনার্থ ভরতকে অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তিনি দেবতাদিগকে সমাগত দেখিয়া ভয়ে অর্ণবমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবতারাও তাঁহার অন্বেষণার্থ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভরতাগ্নি অথর্ব্বা হুতাশনকে অবলোকন করিয়া কহি-লেন, "হে বীর! সম্প্রতি আমি অদৃশ্য হইলাম; তুমি দেবগণের হব্যবহনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমার প্রিয়কার্য্যসম্পাদন কর। তাহা হইলে তুমি অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।" ভরত-অগ্নি অথর্ব্বাকে এই আদেশ করিয়া স্বয়ং স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে মৎস্যেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অথর্ব্বা অগ্নির বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিল। তখন সেই অনল ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া মৎস্যদিগকে কহিলেন, "তোরা বিবিধ প্রকারে শরীরীর ভক্ষ্য হইবি।"

অনন্তর তিনি দেবগণের আজ্ঞাক্রমে হব্যবহন করি-বার নিমিত্ত অথর্ব্বাকে পুনরায় নানাপ্রকার অনুনয় করিতে লাগলেন। অথর্ব্বা কোনক্রমেই তাহাতে সম্মত না হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাপ্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার অঙ্গসংস্পর্শে নীল-লোহিতাদি ধাতু সকল, পূয় হইতে গন্ধ ও তেজ, অস্থি হইতে দেবদারু, শ্লেষ্মা হইতে স্ফটিক, পিত্ত হইতে মরকত, যকৃৎ

হইতে কৃষ্ণায়স, কাষ্ঠ ও পাষাণ এবং রুধির হইতে প্রজাসকল উৎপন্ন হইল। তাঁহার নখর-সকল অভ্র-ধাতু ও শিরাজাল বিদ্রুম হইল এবং সুবর্ণ, পারদ প্রভৃতি অন্যান্য ধাতু-সকলও তাঁহার শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইল।

অথর্ব্বা অনল এইরূপে কলেবর পরিত্যাগানন্তর নিরুপাধিক ধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি মুনিগনের তপোবলে উত্থাপিত হইয়া নিরত নামে বহ্নি সাতিশয় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন অথর্ব্বাকে তপস্যা করিতে দেখিয়া ভয়ে পুনর্ব্বার মহার্ণবে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে অগ্নি বিনষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ সাতিশয় ভীত হইয়া অথর্ব্বার শরণাপন্ন হইল, সুরাসুর প্রভৃতি লোক-সকল তৎসন্নিধানে উপনীত হইয়া অথর্ব্বার অর্চনা করিতে লাগিলেন। অথর্ব্বা পাবককে এইরূপ অবলোকন করিয়া স্বয়ং সকললোকের সৃষ্টি করিলেন এবং সর্ব্বভূতের সমক্ষে মহার্ণবকে উন্মথিত করিলেন। এইরূপে পূর্ব্ববিনষ্ট পাবক ভগবান্ অথর্ব্বাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া সর্ব্বভূতের হব্য বহন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বেদোক্ত বিবিধ বহ্নির সৃষ্টি করিয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথায় সিন্ধু নদ, পঞ্চনদ শোণ, দেবিকা, সরস্বতী, গঙ্গা, শতকুম্ভা, সরয়ূ, গণ্ডকী, চর্ম্মণ্বতী, মহী, মেধ্যা, মেধাতিথি, বেণা, উপবেণা, ভীমা, বড়বা, ভারতী, সুপ্রয়োগা, কাবেরী, মুর্ম্মুরা তুঙ্গ-বেণা, কৃষ্ণবেণা ও কপিলা এই সকল নদী অগ্নিদিগের মাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অদ্ভুতের ভার্য্যা প্রিয়া, তাঁহার পুত্র বিভূরসি। যত প্রকার পাবক উক্ত হইল, সোমও ততসংখ্যক আছে। ভগবান্ অত্রি অপত্যকামনায় স্রষ্টুকাম অগ্নিদিগের ধ্যান করাতে তাঁহারা তদীয় শরীর হইতে নিঃসৃত হইলেন। এইরূপে হুতাশন-গণ অত্রির বংশে সঞ্জাত হয়েন।

আমি মহাত্মা অগ্নিদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, ইঁহারা এইরূপে অপ্রমেয়, শ্রীমান্ ও তিমিরাপহ হইয়া উঠিলেন। বেদে অদ্ভুতাখ্য অগ্নির যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেইরূপ সকল অগ্নিরই মাহাত্ম্য জানিবে। যেমন জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞ হইতে বহুবিধ ক্রতু নিঃসৃত হইয়াছে, সেইরূপ প্রথম অগ্নি ভগবান্ অঙ্গিরা হইতে সকল অগ্নি সম্ভূত হইয়াছে।

দ্বাবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস। অগ্নি-দিগের বিবিধ বংশের বিষয় কীর্ত্তিত হইল, এক্ষণে অদ্ভুত অগ্নির নন্দন অমিততেজাঃ কার্ত্তিকেয় যেরূপে ব্রহ্মপত্নীগণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে দেবগণ ও অসুরগণ সাতিশয় যত্নসহকারে পরস্পর সংগ্রাম করিতেন, ঐ যুদ্ধে ঘোররূপী দানব-গণেরই সতত জয়লাভ হইত। তখন সুরাধিপতি পুরন্দর এইরূপে আপনার সৈন্য-সমুদয় ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, স্বীয় বরপ্রভাবে দানবদলের দারুণ শরনিকরে নিঃশেষিতপ্রায় দেবসেনাগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ একজন সেনানায়কের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অনন্তর তিনি একদা মানসশৈলে গমনপূর্ব্বক একান্ত-চিত্তে ঐ বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে "কোন পুরুষ এ স্থানে সত্বরে উপস্থিত হইয়া আমাকে পরি-ত্রাণ করুন, তিনি আমাকে পতি প্রদান করুন বা স্বয়ং আমার পতি হউন" এইরূপ স্ত্রীলোকের আর্ত্তস্বর অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তিনি তখন করুণাপরতন্ত্র হইয়া 'ভয় নাই' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং দেখিলেন, গদাপাণি কিরীটধারী কেশী দানব ঐ কন্যার হস্ত ধারণ করিয়াছে। তখন তিনি সাতিশয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কেশীকে কহিলেন, "দুরাচার! তুমি কি নিমিত্ত এই কন্যাকে হরণ করিতেছ? আমি বজ্রী, আমার সমক্ষে উহাকে পীড়ন করিও না।"

কেশী কহিল, "হে ইন্দ্র! তুমি ইহার বাসনা পরি-ত্যাগ কর, আমি ইহাকে অভিলাষ করিয়াছি, আমি এক্ষণে তোমাকে ক্ষমা করিতেছি, তুমি প্রাণ লইয়া

আপন আলয়ে প্রস্থান কর।" কেশী এই বলিয়া ইন্দ্র-নিধনমানসে গদা নিক্ষেপ করিল। ইন্দ্র অর্দ্ধপথেই বজ্র দ্বারা সেই গদা দ্বিধা ছেদন করিলেন। তখন কেশী ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের উপর এক শৈল-শিখর নিক্ষেপ করিলে, ভগবান্ পুরন্দর বজ্র দ্বারা সেই গিরিশৃঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। সেই গিরিশিখর কেশীর কায়ে পতিত হওয়াতে সে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া কন্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। দানব পলায়ন করিলে পর দেবরাজ ইন্দ্র কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে শুভাননে! তুমি কে, কাহার দুহিতা এবং এ স্থানেই বা কি করিয়া থাক?"

ত্রয়োবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

কন্যা কহিলেন, "আমি প্রজাপতির কন্যা, আমার নাম দেবসেনা, আমার ভগিনীর নাম দৈত্যসেনা; কেশী দানব পূর্ব্বে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে। হে সুর-রাজ! আমরা দুই ভগিনী আমোদ-প্রমোদ করিবার নিমিত্ত প্রজাপতির অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক সখীগণ সমভি-ব্যাহারে সতত এই মানসশৈলে সমাগত হইতাম। সেই সময় মহাসুর কেশী প্রত্যহই আমাদিগকে হরণ করিবার চেষ্টা করিত। দৈত্যসেনা কেশীর প্রতি অনু-রক্ত ছিল, কিন্তু আমি ঐ দানবকে অবজ্ঞা করিতাম, এই নিমিত্ত সে তাহাকে আমার সমক্ষে হরণ করিতে পারে নাই। পরে সে অবসর পাইয়া দৈত্যসেনাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে আমাকেও লইয়া যাইতেছিল, কেবল আপনিই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পরিত্রাণ করি-য়াছেন। হে দেবেন্দ্র! এক্ষণে কৃপা করিয়া একজন দুর্জ্জয় ব্যক্তিকে আমার পতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করুন।"

ইন্দ্র কহিলেন, "হে বালে! দাক্ষায়ণী আমার মাতা, তুমি আমার মাতৃষ্বসার কন্যা। এক্ষণে তুমি আমার সমীপে স্বীয় বলের কথা প্রকাশ করিয়া বল।"

কন্যা কহিলেন, "হে মহাবাহো! আমি অবলা, কিন্তু পিতৃবর-প্রভাবে অসামান্য বলবীর্য্যসম্পন্ন সুরাসুর-নমস্কৃত এক ব্যক্তি আমার পতি হইবেন।"

ইন্দ্র কহিলেন, "তোমার পতির বল কিরূপ হইবে? আমি তোমার নিকট তদ্বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি, তুমি অতি শীঘ্র তাহা বল।"

কন্যা কহিলেন, "হে ভগবন্! যে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষ আপনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমরে সমু-দয় দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস ও দুষ্ট দৈত্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই আমার পতি হইবেন।"

দেবরাজ তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সাতিশয় দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই দেবী যাদৃশ পতির অভিলাষ কহিতেছেন, তদ্রূপ ব্যক্তি ত এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। পরে দেবরাজ শতক্রতু দেখিলেন, মহাদ্যুতি ভাস্কর উদয়াচলে সমুদিত এবং চন্দ্রমা তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। সেই রৌদ্র-মুহূর্ত্তে অমাবস্যা সমুপস্থিত হইল, উদয়াচলে দেবাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। প্রাতঃকাল রক্তবর্ণ মেঘবৃন্দে আবৃত ও পূর্ব্বদিগ্‌ভাগ লোহিতবর্ণ হইল। ভগবান্ হুতাশন ভার্গবগণ ও আঙ্গিরসগণ কর্ত্তৃক পৃথ-গ্বিধ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হুতহব্য গ্রহণ করিয়া সূর্য্যে প্রবেশ করিতেছেন। অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্বসকলে চতুর্ব্বিংশতি দিবাকর সমুপস্থিত হইয়াছেন।

ভগবান্ পুরন্দর শশিদিবাকরের একতা ও সেই রৌদ্র-সমবায় সমবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগি-লেন, 'সূর্য্য ও চন্দ্রমার ঘোর পরিবেশ দৃষ্ট হইতেছে, এই রজনীর অবসানে অবশ্যই মহাযুদ্ধ হইবে, নদীর তরঙ্গ শোণিতময় ও প্রতিকূলগামী হইয়াছে; উল্কামুখী শৃগালিনী সূর্য্যাভিমুখী হইয়া চীৎকার করিতেছে ও সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের অদ্ভুত সমাগম হইয়াছে। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ভগবান্ চন্দ্রমা যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, তিনিই এই দেবীর ভর্ত্তা হইবেন অথবা সর্ব্বগুণসম্পন্ন অগ্নি যাঁহাকে উৎপাদন করিবেন, তিনিই ইহাঁর পতি হইবেন।' ভগবান্ ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করত দেবসেনাকে গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্ম-লোকে গমন করিয়া পিতামহকে কহিলেন, "হে

বিধাতঃ! আপনি এই রমণীর উপযুক্ত পতি নির্দ্দেশ করিয়া বলুন।”

ব্রহ্মা কহিলেন, “হে দানবনিসূদন ইন্দ্র! তুমি যেরূপ চিন্তা করিয়াছ, সেইরূপই এক পুত্র সমুৎপন্ন হইবে; সে তোমার সমভিব্যাহারে সেনানী-কার্য্য সমাপন করিবে ও সেই বীরপুরুষ এই দেবীর পতি হইবে, সন্দেহ নাই।”

যে স্থানে বশিষ্ঠপ্রমুখ দেবর্ষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন, সুররাজ শতক্রতু ব্রহ্মার বাক্য-শ্রবণানন্তর তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সেই কন্যা-সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অন্যান্য সুর-সমুদয়ও সোমরসপিপাসু হইয়া ঐ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। দ্বিজাতিগণ সুসমিদ্ধ হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিয়া পরিশেষে দেবগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হুতাশন ঋষিগণ কর্ত্তৃক আহূত ও সহসা সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া বাক্যসংযমসহকারে নিয়মানুসারে তথায় আগমন করিলেন। তিনি মহর্ষিগণ-প্রদত্ত বিবিধ হব্য গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে সেই সকল মহাত্মা মহর্ষিগণের পত্নীরা তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপবিষ্ট, কেহ কেহ বা নিদ্রিত ছিলেন। ভগবান্ হুতাশন রুক্মবেদীর ন্যায় চন্দ্রলেখার ন্যায়, হুতাশন-শিখার ন্যায় সেই ঋষিপত্নীগণকে অবলোকন করিয়া কন্দর্পশরে নিতান্ত কাতর হইলেন। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, পতিব্রতা ঋষিপত্নীগণ আমার প্রতি অনুরক্ত নহেন; তথাপি আমি উঁহাদিগকে অভিলাষ করিতেছি; আমার এ কি অন্যায় চিত্তবিকার উপস্থিত হইল! যাহা হউক, আমি প্রকাশ্যরূপে উঁহাদিগকে দর্শন বা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কখনই সমর্থ হইব না, অতএব গার্হপত্যে প্রবেশপূর্ব্বক উঁহাদিগকে অনিমিষ-নয়নে নিরীক্ষণ করি।

ভগবান্ হুতাশন মনে মনে ঐরূপ স্থির করত গার্হপত্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহর্ষি-পত্নীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শিখাসমুদয় এরূপ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বোধ হয় যেন তিনি তৎসমুদয় দ্বারা মহর্ষি-ভার্য্যাগণকে স্পর্শ করিতেছেন। ভগবান্ দহন এইরূপে মহিলাগণের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি মন সমর্পণ করত তথায় বহুদিবস বাস করিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের অলাভে নিতান্ত সন্তপ্ত ও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া বনে গমন করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে দক্ষ-দুহিতা স্বাহা ভগবান্ হুতাশনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। তিনি বহুদিন অবধি দহনের ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিলেন, কিন্তু বহ্নি নিতান্ত অপ্রমত্ত বলিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দক্ষতনয়া এক্ষণে অগ্নি কামার্ত্ত হইয়া বনে গমন করিয়াছেন জানিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি সপ্তর্ষি-পত্নীগণের রূপ ধারণপূর্ব্বক অগ্নির নিকট গমন করি, তাহা হইলে তাঁহার পরিতোষলাভ ও আমারও মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! দক্ষদুহিতা স্বাহা দেবী প্রথমে অঙ্গিরার সহধর্ম্মিণী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাবক-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে হুতাশন! আমি অঙ্গিরার ভার্য্যা, আমার নাম শিবা, আমি কামশরে সাতিশয় কাতর হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, আমার কামনা পরিপূর্ণ কর, নতুবা প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অবশিষ্ট সপ্তর্ষি-পত্নীগণ মন্ত্রণা করিয়া আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।”

অগ্নি কহিলেন, “আমি যে সাতিশয় কামসন্তপ্ত হইয়াছি, তাহা তুমি কি প্রকারে অবগত হইয়াছ? যে সকল ঋষিপত্নীগণের কথা উল্লেখ করিলে, তাঁহারাই বা কি প্রকারে অবগত হইলেন?”

স্বাহা কহিলেন, “তুমি চিরকাল আমাদের অনুরাগভাজন ছিলে, কিন্তু আমরা তোমার নিকটে ভীত হইয়া

থাকিতাম। সম্প্রতি ইঙ্গিত দ্বারা তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আগমন করিয়াছি, তুমি শীঘ্র আমার মনোরথ সম্পন্ন কর। আমার ভগিনীগণ প্রতীক্ষা করিতেছেন; আমি ত্বরায় প্রস্থান করিব।"

তখন হুতাশন হর্ষাতিশয়সহকারে প্রীতিপ্রফুল্লমূর্ত্তি স্বাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। স্বাহা দেবী পরম প্রীতি-সহকারে পাণিকমলে আগ্নেয় তেজ গ্রহণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদ্যপি কাননস্থ লোকেরা আমার এতাদৃশ রূপ সন্দর্শন করে, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই ব্রাহ্মণীদিগের দোষ পাবকের কর্ণগোচর করিবে; অতএব এ স্থানে আর অবস্থান করা উচিত হয় না; এক্ষণে তেজ রক্ষা করত গরুড়ী হইয়া অবিলম্বে এই বন হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ।

অনন্তর তিনি সুপর্ণীরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই মহাবন হইতে প্রস্থান করিয়া পথিমধ্যে শরস্তম্বাচ্ছাদিত শ্বেত-পর্ব্বত অবলোকন করিলেন। সেই পর্ব্বত অসংখ্য দৃষ্টি-বিষ সপ্তশীর্ষ সর্পদ্বারা পরিরক্ষিত, ভয়ঙ্কর রাক্ষস, রাক্ষসী, পিশাচ এবং ভূতগণে পরিবৃত ও নানাবিধ মৃগপক্ষিগণে সমাকুল ছিল। সুপর্ণরূপিণী স্বাহা সহসা দুর্গম শ্বেত-ভূধরে উপনীত হইয়া সেই আগ্নেয় তেজ কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি মহাতেজাঃ সপ্তর্ষিগণের পত্নীদিগের রূপ ধারণপূর্ব্বক অগ্নির মনোরথ সফল করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অরুন্ধতীর অসামান্য তপঃপ্রভাব ও অকৃত্রিম স্বামিশুশ্রূষানিবন্ধন তদীয় দিব্যরূপধারণে অসমর্থ হইলেন। এইরূপে তিনি ছয় জন মহর্ষির পত্নীর রূপধারণ করিয়া প্রতিপদ্ তিথিতে সেই অগ্নিরেতঃ কাঞ্চনকুণ্ডে ছয়বার নিক্ষেপ করেন; সেই তেজোময় স্কন্ন-রেতঃ হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম স্কন্দ হইল এবং তিনি ঋষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও বিখ্যাত হইলেন।

তাঁহার ছয় মস্তক, দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ কর্ণ, দ্বাদশ হস্ত, এক গ্রীবা ও এক জঠর। তিনি দ্বিতীয়াতে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুব্যক্ত, তৃতীয়াতে সুস্পষ্ট শিশুর ন্যায় প্রতীত এবং চতুর্থীতে সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। লোহিতবর্ণ মেঘমালায় আচ্ছাদিত গগনমণ্ডলে নবোদিত সূর্য্যের যেরূপ শোভা হয়, তদ্রূপ সুকুমার কুমার অতীব দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ত্রিপুরাসুরনিহন্তা মহাদেব দানবকুলবিনাশন যে শরাসন রক্ষা করিয়াছিলেন, মহাবলপরাক্রান্ত কুমার সেই শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নিনাদ করিলে সচরাচর ত্রৈলোক্য যেন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল।

চিত্র ও ঐরাবত নামে নাগেন্দ্রযুগল সেই জলদগম্ভীর কুমারনিনাদ কর্ণগোচর করিবামাত্র তদভিমুখে ধাবমান হইল। সূর্য্যসমপ্রভ কুমার তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া দুই হস্ত দ্বারা শক্তি, অপর এক হস্ত দ্বারা তাম্রচূড় ও ভুজান্তর দ্বারা প্রকাণ্ড কুক্কুট-অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভীমনিনাদ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি অপর হস্তযুগল দ্বারা সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন এবং ভুজদ্বয় দ্বারা আকাশের নানা স্থানে অভিঘাত করিতে লাগিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি যুগপৎ ত্রিলোকী গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অপ্রমেয়াত্মা ষড়ানন সেই ভূধরশিখরে এইরূপে ক্রীড়া করত উদয়াচলসন্নিবিষ্ট সহস্ররশ্মির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

তিনি শৈলশিখরে সমাসীন হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপপূর্ব্বক দিগ্‌দিগন্ত-সকল সন্দর্শন করত পুনর্ব্বার নিনাদ করিলেন। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ-গোচর করিয়া নানাজাতীয় লোক-সকল ভীত ও উদ্বিগ্ন-মনাঃ হইয়া আগমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইল। যে সকল বর্ণ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা পারিষদ্ ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সেই মহাবাহু স্কন্দ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শরণাগত ব্যক্তিসকলকে সান্ত্বনা করত ধনুরাকর্ষণ করিয়া শ্বেত-পর্ব্বতে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন; পরে শরাঘাতে হিমাচলসুত ক্রৌঞ্চ-মহীধর বিদারিত করিলেন; তদবধি হংস ও গৃধ্রগণ সেই পথ দ্বারা মেরুতে গমনাগমন করিয়া থাকে। ক্রৌঞ্চ-ভূধর শরাঘাতে বিশীর্ণ হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করত নিপতিত হইল। ক্রৌঞ্চের নিপাত-সন্দর্শনে অন্যান্য শৈলগণ সাতিশয় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মহাবল-পরাক্রান্ত ষড়ানন তাহাদিগের কারুণ্য-বিলাপ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হইলেন না।

অনন্তর তিনি সিংহনাদপূর্ব্বক শক্তি-বিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্বেতাচলের শিখরদেশ বিদীর্ণ করিলেন। ভূধর ভীত ও শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যান্য অচলগণ সমভিব্যাহারে উৎপতিত হইল। বসুন্ধরা পর্ব্বতগণের উৎপতনে সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপিনী বেদনায় নিতান্ত অধীরা হইয়া স্কন্দের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার প্রসাদে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বলবতী হইয়া উঠিলেন। পর্ব্বতেরাও স্কন্দকে নমস্কার করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে গমন করিল। অনন্তর সকল লোক শুক্ল পঞ্চমীতে অবিচলিত ভক্তি-সহকারে স্কন্দের উপাসনা করিতে লাগিল।

পঞ্চবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর্য্য কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিলে ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষের বৈরভাব, শীত-গ্রীষ্মের একান্ত প্রাদুর্ভাব ও দিঙ্মণ্ডল, নভঃস্থল এবং গ্রহসকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পৃথিবী ভীষণরূপে শব্দায়মান হইতে লাগিল। মহর্ষিগণ চতুর্দ্দিকে এইরূপ ভয়ঙ্কর উৎপাত-সন্দর্শনে উদ্বিগ্নমনে সকলের শান্তিবিধান করিতে লাগিলেন। চৈত্ররথ-কাননে যাহারা নিয়ত বাস করিতেছিল, তাহারা, ভগবান্ পাবক সপ্তর্ষিগণের ছয় পত্নীর সহিত সমাগত হইয়া এই অনর্থপরম্পরা ঘটাইতেছেন, এই কথা বারংবার কহিতে লাগিল। কেহ কেহ সুপর্ণীকে গমন করিতে দেখিয়া কহিল, 'তোমা হইতেই এই অনর্থপাত হইতেছে।' কিন্তু স্বাহা যে এরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কেহই ইহার বিন্দু-বিসর্গও অনুধাবন করিতে পারিল না। অনন্তর সুপর্ণী 'এইটি আমারই পুত্র' এই বলিয়া সে কার্ত্তিকেয়-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিল, "হে বৎস! আমি তোমার জননী।"

বনবাসীরা কহিত, "এই ছয় ঋষিপত্নীই ষড়াননের প্রসূতি।" এইরূপে সপ্তর্ষিগণ সন্তানোৎপত্তি-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেবী অরুন্ধতী ব্যতিরেকে ছয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন স্বাহা সপ্তর্ষিগণকে কহিলেন, এইটি আমার পুত্র। সুপর্ণী যাহা কহিয়াছে, তাহা নিতান্ত বিরুদ্ধ। বিশ্বামিত্র সপ্তর্ষিগণের যজ্ঞসম্পাদনপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে কামানলদগ্ধ পাবকের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি এই বিষয়ের আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত আছেন। তিনিই প্রথমতঃ কুমারের শরণাপন্ন হইয়া স্তব করেন; পরে ত্রয়োদশ প্রকার মাঙ্গলিক কৌমারকার্য্য সম্পাদন ও জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সকল সমাধান করিয়াছেন এবং লোকহিতার্থে ষড়াননের মহাত্ম্যকীর্ত্তন, কুক্কুট অস্ত্রের সাধন এবং শক্তি-দেবী ও পারিষদ্‌বর্গের আরাধনা করেন; এই কারণে তিনি কুমারের অপ্রীতিভাজন হইয়াছেন।

মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র স্বাহার মুনিপত্নীরূপ-ধারণ অবগত হইয়া সপ্তর্ষিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে মহর্ষিগণ! আপনাদিগের সহধর্ম্মিণীরা কিছুমাত্র অপরাধ করে নাই।' সপ্তর্ষিগণ বিশ্বামিত্র-মুখে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াও সন্দিগ্ধমনে স্ব স্ব পত্নীদিগকে পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর দেবগণ কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, "হে ত্রিদশনাথ! আপনি শীঘ্রই কার্ত্তিকেয়কে সংহার করুন, তাহার বলবীর্য্য নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে; অতএব বিলম্ব করা উচিত নহে। যদি আপনি তাহাকে বিনাশ না করেন, তাহা হইলে সে আপনাকে ও আমাদিগকে ত্রৈলোক্যের সহিত পরাভব করিয়া নিশ্চয়ই ইন্দ্রত্ব অধিকার করিবে।" তখন দেবরাজ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া দেবগণকে কহিলেন, "দেবগণ! সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বালক স্ববিক্রম-প্রভাবে বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মাকেও বিনাশ করিতে পারে; অতএব আমি তাহাকে কিরূপে সংহার করিব?"

দেবগণ কহিলেন, 'হে ইন্দ্র! এক্ষণে বুঝিলাম, আপনার বল-বীর্য্য সমুদয় হ্রাস হইয়া গিয়াছে; নতুবা কি নিমিত্ত আপনি এরূপ কহিতেছেন? যাহা হউক, অদ্য অসাধারণ-ক্ষমতাপন্ন লোকমাতাসকল স্কন্দ-সন্নিধানে গমন করুন, ইঁহারাই তাহাকে বিনাশ করিবেন।'

মাতৃগণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মাতৃগণ সেই অতুলবল বালককে অবলোকন করিয়া বিষণ্ণবদনে মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'আমরা কোনরূপেই ইহাকে বিনাশ করিতে পারিব না।' পরে তাঁহারা কার্ত্তিকেয়ের শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, "হে বৎস! তুমি আমাদিগের পুত্রস্বরূপ, আমরা কোন অংশেই নিন্দনীয় নহি এবং পুত্রবাৎসল্যেও নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছি, অতএব তুমি আমাদিগকে মাতৃভাবে অভিনন্দন কর।" কার্ত্তিকেয় এই কথা শ্রবণ করিয়া লোকমাতৃগণের স্তন্যপান-বাসনায় যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা ও তাঁহাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। এই অবসরে মহাবল অগ্নি তথায় উপস্থিত হইলে কুমার তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অগ্নি তৎকৃত সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক মাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করত রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে মাতৃগণের ক্রোধপ্রভাবে এক নারী সমুৎপন্ন হইল। যেমন জননী স্বীয় সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ঐ নারী শূলধারণপূর্ব্বক এবং ক্রূর-দর্শনা রুধিরপ্রিয়া লোহিতা দুহিতা কার্ত্তিকেয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রক্ষা করিতে লাগিলেন। আগমপ্রসিদ্ধ অগ্নি ছাগরূপী ও বহুসন্তানসম্পন্ন হইয়া সতত ক্রীড়নক দ্বারা অচলস্থ কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রীতিসম্পাদন করিতেন।

ষড়্‌বিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! গ্রহ, উপগ্রহ, মহর্ষি, মাতৃগণ, অন্যান্য বহুতর ঘোরদর্শন স্বর্গবাসিগণ ও হুতাশনপ্রমুখ গর্ব্বিত পারিষদ্বর্গ মহাভাগ কার্ত্তিকেয়কে বেষ্টন করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ ও বজ্রধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয় তখন সেই উৎকৃষ্ট অম্বরসংবীত ধ্বজপটাবগুণ্ঠিত দেবসেনা নিরীক্ষণ করিয়া বিনাশার্থী ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। দেবর্ষিপূজিত দেবরাজও কার্ত্তিকেয়কে সংহার করিবার নিমিত্ত সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবসেনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া সত্বরে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি কার্ত্তিকেয়ের সন্নিহিত হইয়া সুরগণ-সমভিব্যাহারে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে কার্ত্তিকেয়ও মহাসাগরের ন্যায় অতিমাত্র সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দেবসেনা-সকল সেই মহাসিংহনাদে বিচেতনপ্রায় হইয়া সেই স্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তদবলোকনে ক্রোধাবিষ্ট কুমারের মুখ হইতে প্রজ্বলিত অনলরাশি উদ্গীর্ণ হইয়া কম্পিত-কলেবর দেবসৈন্যসকলকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন কাহার মস্তক, কাহার বা অস্ত্র, কাহার বা দেহ, কাহার বা বাহন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রগণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবসেনা-সকল দগ্ধদেহ হইয়া পাবক-নন্দন স্কন্দের শরণাপন্ন হইল; দেবতারাও দেবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া স্কন্দের প্রতি বজ্র-নিক্ষেপ করিলে তাঁহার দক্ষিণপার্শ্ব বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন সেই বিদীর্ণ পার্শ্বদেশ হইতে দিব্য সুবর্ণ-কুণ্ডল ও শক্তিধারী এক যুবা-পুরুষ নির্গত হইলেন। বজ্র-প্রহার দ্বারা সঞ্জাত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশাখ হইল। সুররাজ ইন্দ্র সেই কালানলসমকান্তি-সম্পন্ন অন্য এক যুবা-পুরুষ সমুৎপন্ন হইলেন দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত কৃতাঞ্জলিপুটে স্কন্দের শরণাপন্ন হইলেন। স্কন্দ তাঁহাকে ও তাঁহার সৈন্যগণকে অভয়প্রদান করিলে দেবগণ প্রহৃষ্টমনে বাদিত্র-বাদন করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে কুমারের অদ্ভুতদর্শন পারিষদ্গণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বজ্রপ্রহারে স্কন্দের পার্শ্বদেশ হইতে কুমার-সকল সঞ্জাত হইল। সেই সমস্ত

দারুণ কুমারগণ গর্ভস্থ শিশুসন্তানকে হরণ করিয়া থাকে। পরে ঐ পার্শ্বদেশ হইতেই মহাবল-সম্পন্ন কুমারীগণ জন্মগ্রহণ করিল। কুমার-সকল বিশাখকে পিতৃতুল্য বোধ করিত। ছাগমুখ বিশাখ ও ভদ্রশাখ কন্যা, পুত্র ও মাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সমর-সময়ে সকলকে রক্ষা করিতেন। লোকে কুমার স্কন্দকে পিতা বলিয়া আহ্বান করিত। সন্তানার্থী ও পুত্রবান্ ব্যক্তি-সকল প্রদোষ-সময়ে অগ্নিরূপ রুদ্র ও স্বাহারূপ উমাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

তপোনামা বহ্নি হইতে যে সকল কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্কন্দ-সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! এক্ষণে আমরা আপনার প্রসাদে সকলের মাতা ও পূজনীয় হইতে অভিলাষ করিয়াছি, অতএব আপনি আমাদিগের এই চিরাভিলষিত প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করুন।" স্কন্দ কহিলেন, "হে কুমারীগণ! তোমাদের মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, এক্ষণে তোমরা শিবা ও অশিবা এই দুই ভাগে বিভক্ত হও।"

অনন্তর লোকমাতা-সকল স্কন্দকে পুত্রস্থানীয় করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিলা, আর্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা এই সাতটি শিশুমাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। স্কন্দদেবের প্রসাদবলে মাতৃগণের গর্ভে মহাবল-পরাক্রান্ত অতি-ভয়ঙ্কর লোহিতনেত্র আটটি শিশু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারাই বীরাষ্টক এবং ছাগবক্ত্র তাঁহাদিগের নবম বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। স্কন্দের ছয়টি বক্ত্রের মধ্যে ছাগবক্ত্রই প্রধান ও মধ্যবর্ত্তী। মাতৃগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যিনি দিব্যশক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নাম ভদ্রশাখ। হে মহারাজ! শুক্ল পঞ্চমীতে বিবিধাকার সমুৎপাদন ও ষষ্ঠীতে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।

অষ্টাবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! হিরণ্ময়লোচন স্কন্দদেব হিরণ্ময় মালা, হিরণ্ময় কবচ, হিরণ্ময় চূড়া ও হিরণ্ময় মুকুট পরিধান করিয়া উপবেশন করিলে স্বয়ং কমলারূপা শ্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন ষড়ানন লক্ষ্মীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পৌর্ণমাসী-সমুদ্ভাসিত শশীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, "হে হিরণ্য-গর্ভ! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি সর্ব্বলোকে কল্যাণ-কর হও; তুমি ছয় রাত্রিমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছ; ইতিমধ্যে সমুদয় লোক তোমার বশবর্ত্তী হইয়াছে, অতএব হে সুরোত্তম! তুমি এই সমস্ত লোককে অভয় প্রদান করিয়া ইন্দ্রত্বপদে অধিরোহণ কর।"

স্কন্দ কহিলেন, "হে তপোধনগণ! ইন্দ্র সমুদয় লোকের কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং কি প্রকারে বা দেবগণকে প্রাতনিয়ত রক্ষা করেন?"

ঋষিগণ কহিলেন, "সুররাজ ইন্দ্র সন্তুষ্টচিত্তে প্রজাগণকে বল, তেজ, সুখ প্রভৃতি সমুদয় অভি-লষণীয় বস্তু প্রদান, দুষ্টের দমন, শিষ্টের প্রতিপালন ও সমুদয় চরাচর জগৎকে স্ব স্ব কার্য্যে অনুশাসন করেন। যে স্থানে সূর্য্য নাই, সে স্থানে তিনিই সূর্য্য এবং যে স্থানে চন্দ্র নাই, সে স্থানে তিনিই চন্দ্রমা হয়েন। তিনি কারণ বশতঃ অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী ও জল হইয়া থাকেন। হে বীর! বিপুলবলশালী ইন্দ্রের এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তুমিও বীরশ্রেষ্ঠ; অতএব আমাদের ইন্দ্রত্বপদে অধিষ্ঠিত হও।"

ইন্দ্র কহিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি আজি ইন্দ্রত্ব-পদে অভিষিক্ত হইয়া আমাদিগের সুখসৌভাগ্য বিধান কর।" স্কন্দ কহিলেন, "হে শক্র! তুমি বিজয়ী হইয়া অনাকুলিত-চিত্তে ত্রৈলোক্য শাসন কর; আমি তোমার কিঙ্কর হইয়া থাকিব; ইন্দ্রত্বপদ আমার অভী-প্সিত নহে।"

ইন্দ্র কহিলেন, "হে বীর! তুমি অতি অদ্ভুত বল ধারণ করিয়াছ, অতএব দেবগণের অরাতিকুল নির্ম্মূল কর। লোকে তোমার তেজোদর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছে। আমি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পরাজিত হইয়াছি, অতএব ইন্দ্রত্বপদে অধিরূঢ় হইলে সকলে আমাকে অবজ্ঞা করিবে। তাহাতে আমাদিগের সুহৃদ্ভেদ

হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমাদিগের প্রণয়ভঙ্গ হইলে উদ্যোগী সাবধান শাত্রবগণ অবিলম্বেই তাহা অবগত হইবে, পরে প্রজাগণও পরস্পর অন্যতর পক্ষে পক্ষপাত নিবন্ধন দুই দলে বিভক্ত হইবে। এইরূপ ভূতভেদকালে আমাদিগের পরস্পরের বিগ্রহ-ঘটনারও অসম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তখন তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্তে আমাকে পরাজয় করিবে। অতএব হে মহাবল! তুমি কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রত্বপদে আরোহণ কর।"

স্কন্দ কহিলেন, "হে শক্র! তুমিই ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর; আমি তোমার আজ্ঞাবহ ও অনুগত: এক্ষণে কি করিব, অনুমতি কর।"

ইন্দ্র কহিলেন, "হে মহাবল! আমি তোমার বাক্যে ইন্দ্রত্বপদে অধিরোহণ করিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যদি যথার্থই আমার শাসনরক্ষা করিতে উৎসুক হইয়া থাক, তাহা হইলে দেবগণের সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হও।"

স্কন্দ কহিলেন, "হে সুররাজ! দেবগণের অর্থ-সিদ্ধি, গো-ব্রাহ্মণের হিতসাধন ও দানবগণের উৎসাদন করিবার নিমিত্ত আমাকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত কর।"

তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্কন্দদেবকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলে মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে কাঞ্চনময় ছত্র সুসমিদ্ধ বহ্নিমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যশস্বী ত্রিপুরারি দেবী-সমভিব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার গলদেশে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতা কাঞ্চনময়ী মালা প্রদান করিয়া অর্চ্চনা করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকে রুদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এই রুদ্ররূপ অনল কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট শুক্রে শ্বেত-পর্ব্বতে কৃত্তিকাগণের প্রযত্নে স্কন্দদেব জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য ইনি রুদ্রপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। দেবগণ রুদ্রকে তাঁহার অভিনন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে রুদ্রসূনু বলিয়া থাকেন। ফলতঃ তিনি রুদ্ররূপ বহ্নির ঔরসে ঋষিপত্নীরূপধারিণী স্বাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন।

শ্রীমান্ পাবকনন্দন অজীর্ণ-রক্তাম্বরপরিবেষ্টিত-কলেবর হইয়া লোহিত-বসনদ্বয়সংবলিত অংশুমানের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার রথে অগ্নিপ্রদত্ত কুক্কুট কেতুভূত হইয়া কালানলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যে শক্তি দেবগণের জয়বর্দ্ধিনী এবং সর্ব্বভূতের চেষ্টা, বল, প্রভা ও শান্তি, তিনি তাঁহাতে সমাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সহজাত কবচ শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলেই উহা আবিভূত হইত। শক্তি, ধর্ম্ম, বল, তেজ, কান্তি, সত্য, উন্নতি, ব্রাহ্মণত্ব, অসম্মোহ, ভক্তগণের পরিরক্ষণ, অরাতিগণের নির্দ্দলন ও লোকাভিরক্ষণ এই সমস্ত গুণ তাঁহার জন্মকালেই সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

এবংবিধ গুণসম্পন্ন স্কন্দ দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত ও অলঙ্কৃত হইয়া পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। স্বাধ্যায়ধ্বনি, দেবগণের বাদ্যধ্বনি ও গন্ধর্ব্বগণের গীতধ্বনি সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। দেবগণ, অপ্সরাগণ, পিশাচগণ ও অন্যান্য প্রাণিসকল অলঙ্কৃত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন; তিনিও তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া পরমানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া তমোরাশিবিনাশী চন্দ্ররশ্মির ন্যায় বোধ করিয়াছিলেন।

অনন্তর "তুমি আমাদের সেনাপতি হইলে," এই কথা বলিতে বলিতে দেবসৈন্যগণ ষড়াননের চতুর্দ্দিকে আগমনপূর্ব্বক স্তব ও পূজা করিতে আরম্ভ করিলে, তিনিও তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

দেবরাজ ইতিপূর্ব্বে দেবসেনা-নাম্নী যে রমণীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং যাঁহাকে 'রুদ্রসুতের প্রণয়িনী হইবে' বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, এক্ষণে কার্ত্তিকেয় সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলে তিনি সেই কন্যাকে আনয়ন করিয়া কহিলেন, "হে সুরোত্তম! ভগবান্ ব্রহ্মা তোমার জন্মিবার অগ্রে ইঁহাকে তোমার পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; অতএব তুমি বেদবিহিত বিধিপূর্ব্বক করকমল দ্বারা ইঁহার পাণি-কমল পরিগ্রহ কর।"

স্কন্দ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধি তাঁহার

পাণিপীড়ন করিলে মহ ত্মা বৃহস্পতি জপ ও হোমক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে ষষ্ঠী, সুখপ্রদা লক্ষ্মী, সিনীবালী, অপরাজিতা ও কুহূ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই দেবসেনা স্কন্দের মহিষী হইলেন। যখন দেবসেনা সনাতন স্কন্দদেবের প্রণয়িনীপদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এই জন্য ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে তাঁহার প্রয়োজন সকল সুসম্পন্ন হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ষষ্ঠী মহাতিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

একোনত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! এ দিকে সেই ছয় জন মহর্ষিপত্নী স্ব স্ব পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অসামান্য শ্রীসম্পন্ন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৎস! আমাদিগের স্বামিগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বিনাপরাধে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি আমাদিগের ভর্ত্তৃগণকে কহিয়াছে, আমরা তোমাকে সমুৎপাদন করিয়াছি; তাঁহারা এই কথা শ্রবণে বিচার না করিয়াই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। হে মহাভাগ! তোমার প্রসাদে আমাদের অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে; আমরা তন্নিমিত্তই তোমাকে পুত্র করিতে বাসনা করি; তুমি আমাদের পুত্র হইয়া মাতৃঋণ হইতে মুক্ত হও।"

স্কন্দ কহিলেন, "হে মহর্ষিপত্নীগণ! আপনারা আমার মাতা, আমি আপনাদের পুত্র, এতদ্ভিন্ন আপনারা আর যাহা অভিলাষ করেন, তৎসমুদয়ও সম্পূর্ণ হইবে।" অনন্তর কার্ত্তিকেয় দেবরাজকে বিবক্ষু দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, "সুররাজ! কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" ইন্দ্র কহিলেন, "হে মহাত্মন্! রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ স্পর্দ্ধা করিয়া জ্যেষ্ঠ হইবার বাসনায় তপোনুষ্ঠান করিতে বনে গমন করিয়াছে; তন্নিমিত্ত আমি নক্ষত্রসংখ্যা-পূরণে অসমর্থ হইয়াছি; অতএব এক্ষণে তুমি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া গগনচ্যুত অভিজিতের পরিবর্ত্তে অন্য নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় চিন্তা কর।" স্কন্দ ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে তিনি ধনিষ্ঠাদি কালের কল্পনা করিলেন। সেই কালই পূর্ব্বে রোহিণী নক্ষত্র হইয়াছিল। এ দিকে কৃত্তিকাগণ ইন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নক্ষত্রসংখ্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা ছয় জন গরুড়ীর সহিত মিলিত হইয়া সপ্তশীর্ষাভ নক্ষত্ররূপে অদ্যাপি দীপ্তি পাইতেছেন।

অনন্তর বিনতা স্কন্দকে কহিলেন, "হে মহাভাগ! তুমিই আমার পিণ্ডদ পুত্র, আমি তোমার সহিত সতত একত্র বাস করিতে বাসনা করি।"

স্কন্দ কহিলেন, "জননি! আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিলাম, আপনাকে নমস্কার। আপনি পুত্রস্নেহসহকারে আমাকে প্রতিপালন ও আপনার স্নুষার সহিত সুখস্বচ্ছন্দে বাস করুন।"

অনন্তর মাতৃগণ একত্র হইয়া স্কন্দকে কহিলেন, "হে কুমার! পণ্ডিতগণ আমাদিগকে সর্ব্বলোকমাতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তন্নিমিত্ত আমরা তোমার মাতা হইতে বাসনা করি; তুমি আমাদিগকে পূজা কর।"

স্কন্দ কহিলেন, "আপনারা আমার মাতা, আমি আপনাদের পুত্র, আজ্ঞা করুন, আপনাদিগের কি অভিলাষ সম্পাদন করিব?"

বিনতাদি মাতৃগণ কহিলেন, "ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি যাহারা পূর্ব্বে মাতৃত্বপদে পরিকল্পিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের সেই পদ আর না থাকে; আমরা যেন তাহাদের স্থানীয় হইয়া লোকের পূজনীয় হই; কেহ যেন তাহাদিগকে পূজা না করে। আর তোমার নিমিত্ত তাহারা আমাদের ভর্ত্তৃগণকে প্রকোপিত করিয়া যে সমস্ত সন্তান-সন্ততি বিনষ্ট করিয়াছে, তৎসমুদয় আমাদিগকে প্রদান কর।"

স্কন্দ কহিলেন, "হে মাতৃগণ! আমি আগ্রহাতিশয়সহকারে প্রার্থনা করিলেও মহর্ষিগণ আপনাদের

গ্রহণে সম্মত হইবেন না; অতএব এক্ষণে অন্য কোন্ প্রকার প্রজা আপনাদের অভিলষণীয়, বলুন।"

মাতৃগণ কহিলেন,"আমরা তোমার সহিত একত্র মিলিত হইয়া সেই সমুদয় পূর্ব্বোক্ত মাতৃগণের প্রজা ও পিত্রাদিকে ভক্ষণ করিতে বাসনা করি।"

স্কন্দ কহিলেন, "হে মাতৃগণ! আমি আপনাদিগকে প্রজা প্রদান করিতেছি; কিন্তু আপনারা অতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, অতএব প্রণতিপূর্ব্বক কহিতেছি, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ঐ প্রজাগণকে রক্ষা করুন।"

মাতৃগণ কহিলেন, "হে মহাত্মন্! আমরা তোমার ইচ্ছানুসারে ঐ সন্তানগণকে রক্ষা করিব; কিন্তু তোমার সহিত চিরকাল একত্র বাস করিতে বাসনা করি।"

স্কন্দ কহিলেন, "মানবসন্ততিগণের যতদিন ষোড়শ-বর্ষ বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ না হইবে, তাবৎকাল আপনারা নানাবিধ রূপ ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করুন। আর আমি আপনাদিগকে এক রৌদ্র অব্যয় পুরুষ প্রদান করিতেছি, আপনারা তাহার সহিত বাস করিবেন।"

ভগবান্ স্কন্দ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহার শরীর হইতে অগ্নিতুল্য এক বীরপুরুষ বিনির্গত হইল; মনুষ্য-গণের সন্তানসন্ততি ভক্ষণ করাই উহার উদ্দেশ্য। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধায় একান্ত কাতর ও বিসংজ্ঞপ্রায় হইয়া সহসা ধরাতলে নিপতিত হইল এবং তৎপরে স্কন্দের অনুজ্ঞানুসারে ঘোররূপ গ্রহ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ ঐ গ্রহকে স্কন্দাপস্মার, মহা-রৌদ্রা বিনতাকে শকুনিগ্রহ, রাক্ষসী পূতনাকে পূতনা-গ্রহ ও কষ্টদায়িনী ঘোররূপা নিশাচরী পিশাচীকে শীতপূতনা কহিয়া থাকেন। শীতপূতনা মানুষীগণের গর্ভ-সমুদয় হরণ করে। অদিতি রেবতী বলিয়া বিখ্যাত; উহার গ্রহের নাম রৈবত। ঐ মহাঘোর গ্রহও বালক-গণের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। দৈত্যগণের মাতা দিতিকে মুখমণ্ডিকা কহে। দুরাসদা মুখমণ্ডিকা সাতিশয় শিশুমাংসলোলুপ।

হে পাণ্ডবনাথ! যে যে কুমার ও কুমারীগণ স্কন্দ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহারা সকলেই মহাগ্রহ ও গর্ভভোজী। ঐ সমুদয় কুমারগণ উক্ত কুমারীগণের পতি, উহারা সকলেই অজ্ঞাতসারে বালকগণকে হরণ করিয়া থাকে।

প্রাজ্ঞ লোক-সমুদয় গোমাতাকে সুরভি কহিয়া থাকেন। শকুনিগ্রহ তাঁহার উপর আরোহণপূর্ব্বক বালকগণকে ভোজন করে। কুক্কুরমাতা সরমা সর্ব্বদা মানুষীগণের গর্ভ হরণ করিয়া থাকে। পাদপ-সমুদয়ের মাতাকে করঞ্জনিলয়া কহে। তিনি সাতিশয় অনু-কম্পাপরতন্ত্র, সৌম্যমূর্ত্তি ও বরপ্রদা; এই নিমিত্ত পুত্রার্থী ব্যক্তিগণ করঞ্জপাদপ অবলোকন করিলেই তাহাকে নমস্কার করে। এই অষ্টাদশ ও অন্যান্য গ্রহ-সমুদয় মাংসভক্ষণ ও মধুপানে নিতান্ত অভিলাষী, উহারা দশ দিবস অনবরত সূতিকাগৃহে বাস করে।

হে মহারাজ! নাগমাতা কদ্রু সূক্ষ্মকলেবর পরিগ্রহ করিয়া গর্ভিণীর শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক গর্ভ ভক্ষণ করে। গন্ধর্ব্বগণের মাতা গর্ভিণীর গর্ভ গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করে; এই নিমিত্ত লোকে কোন কোন নারীর গর্ভ বিলীন হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপ্সরাদিগের জননী গর্ভিণীগণের গর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ গর্ভ বিনষ্ট হইয়াছে কহেন। লোহিত-সমু-দ্রের কন্যা স্কন্দের ধাত্রী, উহাঁর নাম লোহিতযোনি; কদম্বরক্ষে উহাঁকে পূজা করে। পুরুষগণের মধ্যে রুদ্র যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণের মধ্যে আর্য্যাও তদ্রূপা। আর্য্যা কুমারের মাতা, লোকে অভিলাষ-সিদ্ধির নিমিত্ত উহাঁকে পৃথক্ পূজা করিয়া থাকে

হে রাজন্! যে সমুদয় মহাগ্রহের বিষয় কীর্ত্তিত হইল, তাহারা বালকগণের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অমঙ্গলবিধান করে। আর যে সমুদয় পুরুষ-গ্রহ ও মাতৃগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, উহারা স্কন্দগ্রহ বলিয়া বিখ্যাত। স্নান, ধূপ, অঞ্জন, বলি ও উপহার-প্রদান দ্বারা উহাদিগের শান্তি হয়। উহারা উক্ত প্রকারে সম্যক্‌রূপে অভ্যর্চ্চিত হইলে মনুষ্য-গণকে আয়ু, বীর্য্য প্রভৃতি শুভ ফল প্রদান করে। হে মহারাজ! এক্ষণে মনুষ্যগণের ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে যে সকল গ্রহ দ্বারা

তাহাদের অপকার হয়,আমি মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তৎসমুদয় বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

দেবগণকে দেখিবামাত্র যে উন্মত্ত হইয়া উঠে, উহাকে দেবগ্রহ কহে। মানবজাত আসীন বা শয়ান হইয়া পিতৃগণকে দেখিবামাত্র যে উন্মাদগ্রস্ত হয়, উহাকে পিতৃগ্রহ কহে। সিদ্ধগণকে অবমাননা করিয়া বা তাঁহাদিগের ক্রোধপ্রযুক্ত অভিশপ্ত হইয়া যে হঠাৎ উন্মত্ত হয়, উহার নাম সিদ্ধগ্রহ। বিবিধ প্রকার গন্ধ বা রস আঘ্রাণ করিবামাত্র যে সহসা উন্মত্ত হয়, উহাকে রাক্ষসগ্রহ কহে; গন্ধর্ব্বের আবেশবশতঃ যে সহসা উন্মত্ত হইয়া উঠে, উহার নাম গন্ধর্ব্বগ্রহ; নিত্য নিত্য পিশাচের আরোহণবশতঃ যে ক্ষিপ্ত হয়, উহাকে পৈশাচ গ্রহ কহে এবং যক্ষের আবেশবশতঃ যে হঠাৎ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া উঠে, উহাকে যক্ষগ্রহ কহে। দোষবশতঃ চিত্ত প্রকুপিত হওয়াতে যে ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, শাস্ত্রমতে অতি শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করা বিধেয়। যে ব্যক্তি বৈক্লব্য, ভয় বা ঘোরদর্শন দ্বারা হঠাৎ উন্মত্ত হইয়া উঠে, সান্ত্বাদই তাহার রোগোপশমের উত্তম উপায়।

হে রাজন্! গ্রহ তিন প্রকার; কোন কোন গ্রহ ক্রীড়াভিলাষী, কোন কোন গ্রহ ভোগাভিলাষী ও কেহ কেহ কামক্রীড়াভিলাষী। এই সকল গ্রহ মনুষ্যগণের সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অহিতাচরণ করিয়া থাকে, তৎপরে গ্রহসদৃশ জ্বর তাহাদিগকে আক্রমণ করে। হে রাজন্! যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, শুচি, অতন্দ্রিত, আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান্ এবং মহেশ্বরের প্রতি যাহার অবিচলিত ভক্তি, গ্রহগণ কদাচ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

ত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! স্কন্দ সমুদয় মাতৃগণের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিলে পর স্বাহা কহিলেন, "বৎস! "তুমি আমার পুত্র, অতএব তোমা ক

আমার প্রীতিকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই নিতান্ত বাসনা।" স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবতি! আপনি

তিনি কহিলেন, "আমি দক্ষ প্রজাপতির প্রিয়তমা কন্যা, আমার নাম স্বাহা, বাল্যাবধি হুতাশনের প্রতি আমার সাতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা সম্যক্ অবগত নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে অভিলাষ যে, নিরন্তর হুতাশনের সহিত বাস করত কালযাপন করি।"

স্কন্দ কহিলেন, "দেবি! অদ্যাবধি সৎপথস্থিত ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপূত হব্য-কব্য প্রভৃতি দ্রব্যজাত স্বাহা বলিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন, তাহা হইলে সর্ব্বদাই আপনার অনল-সহবাস হইবে, সন্দেহ নাই।" স্বাহা স্কন্দের এতাদৃশ বাক্য-শ্রবণে পরম প্রীত ও যথাবিধি পূজিত হইয়া তাঁহার পূজা করত চিরপ্রার্থিত ভর্ত্তা পাবকের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি স্কন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ত্রৈলোক্যবিজয়িন্! তুমি তোমার পিতা ত্রিপুরনিসূদন মহাদেবের নিকট গমন কর। মহাদেব অগ্নিতে এবং উমা স্বাহাতে সমাবিষ্ট হইয়া লোকহিতার্থে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন; তুমি সকলের অজেয়। মহাত্মা রুদ্র উমাযোনিতে শুক্র নিক্ষেপ করেন; সেই শুক্র পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া পঞ্চ স্থানে নিপাতিত হয়। প্রথমতঃ তাহা হইতে মিঞ্জিকা-মিঞ্জিক মিথুন উৎপন্ন হইয়া এই পর্ব্বতে পতিত হয় এবং লোহিত-সাগরে তাহার এক ভাগ, সূর্য্যরশ্মিতে কিঞ্চিৎ, ভূলোকে কিঞ্চিৎ ও বৃক্ষে তাহার কিয়দংশ পতিত হইয়াছিল। এইরূপে স্থানে স্থানে তোমার নানা প্রকার পারিষদগণ সঞ্জাত হইয়াছে; তাহারা সকলেই অতি ভীষণ ও পিশিতাশন।" তখন পিতৃবৎসল স্কন্দ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পিতা মহাদেবের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন।

ধনার্থী ও ব্যাধিপ্রশমনার্থী লোকে অর্ক-পুষ্প দ্বারা সেই পঞ্চগণের পূজা করিবে। বালকহিতার্থে রুদ্রসম্ভব মিঞ্জিকা-মিঞ্জিক মিথুনকে সর্ব্বদাই নমস্কার করিবে। যে শুক্রাংশ বৃক্ষে নিপতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে

মানুষমাংসাদ কতিপয় দেবী সমুৎপন্ন হইয়াছেন; তাঁহারা রাদ্ধিকা নামে প্রসিদ্ধ; প্রজার্থী লোকে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে। হে রাজন্! এইরূপে অসংখ্য পিশাচগণ সঞ্জাত হইয়াছে।

সম্প্রতি কার্ত্তিকেয়ের ঘণ্টা ও পতাকার উৎপত্তি-বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐরাবতের বৈজয়ন্তী নামে দুইটি লোহিতবর্ণ ঘণ্টা ছিল; দেবরাজ স্বয়ং উহা আনয়নপূর্ব্বক একটি বিশাখকে, অপরটি স্কন্দকে প্রদান করিলেন। তিনি দেবপ্রদত্ত সমস্ত ক্রীড়নক দ্বারা ক্রীড়া করত পিশাচ ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনশৈলে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার সন্নিধানবশতঃ কুসুমকানন-সুশোভিত সেই নগপতিরও পরমরমণীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছিল। যেমন সূর্য্য-সন্নিধানে সুচারুকন্দর মন্দরের শোভা হয়, তদ্রূপ স্কন্দের সন্নিধানে শ্বেতপর্ব্বত অতীব প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তথায় কানন-সকল করবীর, পারিজাত, জবা, অশোক ও কদম্ব প্রভৃতি প্রফুল্ল কুসুম-সমূহে বিরাজিত রহিয়াছে, নানাজাতীয় দিব্য মৃগ ও পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে, অতি গভীরনিস্বন দেবতা ও দেবর্ষিগণ নিয়ত বাস করিতেছেন, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বনিবহ নিরন্তর নৃত্য করিতেছে এবং সর্ব্বদাই প্রাণিগণের আনন্দ-ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। ফলতঃ দেবরাজাধিষ্ঠিত সমস্ত জগৎ সেই শ্বেতাচলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সমস্ত জগতের আধারভূত সেই পর্ব্বতে প্রত্যহ অভিনব বস্তু-সন্দর্শন দ্বারা নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুর দর্শন-নিবন্ধন ক্লেশের লেশও অনুভব করেন নাই।

অনন্তর ভগবান্ পাবকি সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইলে ভূতভাবন ভবানীপতি আহ্লাদিত হইয়া পার্ব্বতী-সমভিব্যাহারে সহস্রসিংহ-সংযোজিত লোহিত-বর্ণ সমুজ্জ্বল রথে আরোহণপূর্ব্বক ভদ্রবটে গমন করিলেন। মৃগেন্দ্রগণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া গভীর-গর্জ্জনে চরাচর ত্রাসিত করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন, তাহারা আকাশ-মণ্ডল গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সৌদামিনী-সমভিব্যাহারী সূর্য্য যেমন শক্রশরাসনসনাথ জলধর-পটলে শোভমান হয়েন, তদ্রূপ পশুপতি পার্ব্বতী-সমভিব্যাহারে সেই রথে দীপ্ত পাইতে লাগিলেন।

ধনপতি কুবের গুহ্যকগণ-পরিবৃত হইয়া সুরুচির পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক মহাদেবের অগ্রে অগ্রে চলিলেন; দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ-সমভিব্যাহারে ঐরাবতে আরোহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। যুদ্ধবিশারদ বহুসংখ্যক দেবতা বসু ও রুদ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন, মাল্যাভরণবিভূষিত যক্ষ, রক্ষ ও গ্রহগণপরিবৃত মহাযক্ষও সেই পক্ষ আশ্রয় করিয়া চলিলেন।

ঘোররূপ যম ভয়ঙ্করব্যাধিশত-পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, অতি ভীষণ, সুতীক্ষ্ণ, ত্রিশিখর, বিজয়াখ্য রুদ্রশূল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। উগ্রপাশ সলিলাধিপতি ভগবান্ বরুণদেব বিবিধ প্রকার জলজন্তুগণ-পরিবৃত হইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। রুদ্রের পট্টিশ অস্ত্র গদা, মুষল, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সমভিব্যাহারে বিজয়ের অনুগমন করিল। পট্টিশের পশ্চাৎ রুদ্রের ছত্র, তাহার পশ্চাৎ কমণ্ডলু ও তাহার দক্ষিণপার্শ্বে দেবপূজিত পরম-শোভমান দণ্ড গমন করিতে লাগিল। ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন।

মহাতেজাঃ ভগবান্ রুদ্র বিমলস্যন্দনাধিষ্ঠিত হইয়া দেবগণের সন্তোষোৎপাদন করত পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, ভুজগ, অপ্সরা, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, দেবশিশু ও বরাঙ্গনাগণ পুষ্পবৃষ্টি করত রুদ্রের অনুগামী হইলেন। মেঘ-সকল মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। নিশাকর মহাদেবের মস্তকে শুভ্র ছত্র ধারণ করিলেন, বায়ু ও অগ্নি চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। রাজর্ষিগণ বৃষধ্বজের স্তব করত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী ও সাবিত্রী প্রভৃতি সকলে পার্ব্বতীর অনুগামিনী হইলেন। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সেনামুখে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

যে রুদ্রসখা রাক্ষসগ্রহ সর্ব্বদা শ্মশানে ব্যাপৃত

থাকে, সে পতাকা গ্রহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল এবং লোকানন্দদায়ক পিঙ্গলাখ্য যক্ষেন্দ্রও তাহার অনুগমন করিল। এইরূপে মহাদেব পরমসুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার অগ্রে কি পশ্চাতে অপর কোন ব্যক্তির গমন করিবার ক্ষমতা ছিল না। যিনি শিব, ঈশ, রুদ্র, পিতামহ ও মহেশ্বর বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন, মানবগণ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ ভাব-সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

এইরূপে কৃত্তিকানন্দন দেবসেনাপতি সুরসেনা-পরিবৃত হইয়া দেবদেবের অনুগমন করিলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন, "হে মহাবল! তুমি নিরন্তর অতন্দ্রিত হইয়া সপ্তম মারুত স্কন্দকে রক্ষা করিবে।" কার্ত্তিকেয় বিনয়নম্রবাক্যে কহিলেন, "তাত! আমি সর্ব্বদাই সপ্তম মারুত স্কন্দকে প্রতিপালন করিব, সন্দেহ নাই, এক্ষণে যদি অন্য কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকে, তাহাও শীঘ্র অনুমতি করুন।"

রুদ্র কহিলেন, "হে বৎস! তুমি কোন কার্য্যোপলক্ষে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে আমাকে সন্দর্শন করিলে অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে।" এই বলিয়া মহেশ্বর রুদ্রস্কন্দকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গমনে আদেশ প্রদান করিলেন।

অনন্তর অতি ভয়ঙ্কর উৎপাত-সকল উপস্থিত হইল। দেবগণ সহসা মোহে আক্রান্ত ও অভিভূত হইলেন, নক্ষত্রপুঞ্জের সহিত নভোমণ্ডল অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, বিশ্বসংসার একেবারে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। মেদিনীমণ্ডল বিলক্ষণ শব্দায়মান, সহসা বিমোহিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্কর, দেবী পার্ব্বতী, দেবগণ ও মহর্ষিগণ ইহাঁরা সকলে এই ভয়ানক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বিলক্ষণ ক্ষুভিত হইলেন।

অনন্তর পর্ব্বতাম্বুদসন্নিভ পয়োধরাকার বিবিধায়ুধধারী প্রচণ্ড সৈন্যমণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হইল। সেই অসংখ্য দানবদল তর্জ্জন-গর্জ্জনপূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্কর ও অমরগণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাদের সৈন্যের প্রতি অনবরত শরজাল, প্রাস, অসি, পরিঘ, শতঘ্নী, গদা ও পর্ব্বতসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন দেবসৈন্যেরা দানবশর-প্রহারে নিতান্ত পীড়িত ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শত শত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। যেমন হুতাশন সমস্ত কানন দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দানবেরা শরাগ্নি দ্বারা দেব-সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেবগণ তখন দানবদলের শরাঘাতে বিদীর্ণ-মস্তক, ক্ষতবিক্ষতকায় ও নিঃসহায় হইয়া অনাথের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সৈন্যগণকে দানব-ভয়ে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে বীরগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হইবে, তোমরা ভয় পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক অক্লিষ্টচিত্তে পূর্ব্ববৎ বল-বিক্রম প্রকাশ কর ও ভীষণ-দর্শন দুর্দ্দান্ত দানবগণকে পরাজয় করিতে আমার সহিত অগ্রসর হও।" দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া আশ্বস্তমনে ইন্দ্রের আশ্রয় লাভপূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা মহাবল বায়ু, মহাভাগ সাধ্য ও বসুগণের সহিত ক্রোধভরে দৈত্যগণের প্রতি ধাবমান হইয়া শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

নিশিত শর-সকল দৈত্যকলেবরে নিপতিত হইয়া প্রচুর-পরিমাণে রুধির পান করিতে লাগিল। ভুজঙ্গ যেমন গিরিদরী হইতে বিনির্গত হয়, তদ্রূপ দেব-শরনিকর দৈত্যদেহ ভেদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল; অসুরগণের শরীর শরনির্ভিন্ন হইয়া ছিন্ন অভ্রখণ্ডের ন্যায় তদ্দণ্ডেই ধরাতলশায়ী হইতে লাগিল। দৈত্যসেনা এই সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া একান্ত শঙ্কিত ও সাতিশয় ভীত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইল। তখন দেবগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া প্রহৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিলেন, তূরী প্রভৃতি বহুবিধ সুমধুর বাদ্য-সকল অনবরত বাদিত হইতে লাগিল।

এইরূপে দেব ও দানবগণের শোণিত-পঙ্কিল তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ইত্যবসরে দেবতারা দেখিলেন, দানবেরা ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক

সুরগণকে সংহার করিতেছে এবং তূরী, ভেরী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতেছে। দেখিতে দেখিতে মহিষ নামে মহাবলপরাক্রান্ত এক দৈত্য-বীর অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বত হস্তে লইয়া সহসা অসুর-সৈন্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দেবগণ ঘনাবলী-পরিবেষ্টিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সেই মহিষাসুরকে নিরীক্ষণ করিয়া ভীত-মনে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

মহিষাসুর তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া পর্ব্বত নিক্ষেপ করিলে অযুতসংখ্য দেব-সৈন্য সেই পর্ব্বত-প্রহারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর মহিষাসুর অন্যান্য দানবের সহিত দেবগণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয় উৎপাদন করিয়া ক্ষুদ্রমৃগানুসারী সিংহের ন্যায় রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন দেবতারা তাহাকে অবলোকন করিয়া ভীত-মনে অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বাসবের সহিত পলায়ন করিলেন।

অনন্তর মহিষাসুর রোষকলুষিত-মনে দ্রুতপদে রুদ্রের রথসন্নিধানে গমন করিয়া ধুর গ্রহণ করিলে ভূলোক ও দ্যুলোক শব্দায়মান হইয়া উঠিল, জলদ-জালতুল্য মহাকায় দৈত্যসকল সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং মহর্ষিগণ বিমোহিত হইলেন। তখন অসুরেরা মনে করিল, এইবার আমরা সম্পূর্ণ জয় লাভ করিব।

রণস্থল এইরূপ তুমুল হইয়া উঠিলে ভগবান্ শঙ্কর মহিষাসুরকে সংহার করিবার নিমিত্ত তদীয় অন্তকস্বরূপ কার্ত্তিকেয়কে স্মরণ করিলেন। মহিষ তখন দেবগণের ভয় ও অসুরদিগের হর্ষবর্দ্ধনপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে লোহিতাম্বরসংবীত, রক্তমাল্য-বিভূষিত, সুবর্ণবর্ম্মধারী, ভগবান্ স্কন্দ কনকসঙ্কাশ রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেব-সৈন্যেরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র সত্বরে সমরাভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবল মহাসেন প্রজ্বলিত শক্তি পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ মহিষাসুরের মস্তকচ্ছেদন করিলে, সে তখন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহার পর্ব্বতাকার মস্তক ভূতলে পতিত হইবামাত্র উত্তর-কুরুর ষোড়শ যোজন বিস্তীর্ণ দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। তত্রত্য অন্যান্য সকলেরই গতিবিধি রোধ হইল; কেবল উত্তর-কৌরবেরা ঐ পথ দিয়া অক্লেশে গমনাগমন করিতে লাগিল।

তখন স্কন্দদেব বারংবার শক্তি নিক্ষেপপূর্ব্বক শত্রুগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। দেব ও দানবেরা এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। এইরূপে মহাসেন অনবরত শরবর্ষণ করিয়া শত্রুগণকে নিঃশেষ করিলে পর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ তদীয় পারিষদ্‌বর্গ প্রহৃষ্ট-মনে অবশিষ্ট অসুরগণকে সংহার করিয়া তাহাদিকের মাংস-ভক্ষণ ও শোণিত-পান করিতে লাগিল। সূর্য্যদেব যেমন অন্ধকার ধ্বংস ও অনল যেমন মহীরুহগণকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, তদ্রূপ কার্ত্তিকেয় স্বকীয় অদ্ভুত বল-বীর্য্য-প্রভাবে শত্রুগণকে সংহার করিলেন।

এইরূপে ক্ষণকালমধ্যেই দানবকুল নির্ম্মূল হইলে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সন্নিধানে গমন করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে উপনীত দেখিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে স্কন্দ! যে মহিষ-দৈত্য ব্রহ্মদত্ত-বরপ্রভাবে দেবগণকে তৃণ-তুল্য জ্ঞান করিত, তুমি সেই দেবকণ্টক অসুরকে বিনাশ করিয়াছ। পূর্ব্বে যাহারা আমাদিগকে যুদ্ধে একান্ত পরিতাপিত করিয়াছিল, শত মহিষাসুর-তুল্য বলশালী সেই অসুরগণ আজি তোমা হইতেই বিনষ্ট হইয়াছে এবং তোমারই পারিষদ্বর্গ অবশিষ্ট অসুরদিগের রুধির পান ও মাংস ভক্ষণ করিয়াছে। তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় শত্রুগণের অজেয়; তোমার এই প্রাথমিক অদ্ভুত কর্ম্ম ত্রিলোকে প্রখ্যাত এবং এই কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে, অধিক কি, অদ্যাবধি দেবগণ তোমার বশংবদ হইয়া রহিলেন।"

এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্ ত্র্যম্বকের অনুজ্ঞানুসারে দেবগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলে দেবাদিদেব রুদ্র দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা স্কন্দকে আমার সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন জ্ঞান করিবে, এক্ষণে আমি ভদ্রবটে চলিলাম।" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তিনি গমন করিলেন। হে মহারাজ! কৃত্তিকানন্দন স্কন্দ এই প্রকারে অসুরদিগকে সংহার করিয়া মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক এক দিবসে

ত্রৈলোক্য জয় করিলেন। যে ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া স্কন্দের এই জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করেন, তাঁহার পুষ্টি ও স্কন্দের সলোকতা লাভ হয়।

একত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে তপোধন! আপনি স্কন্দদেবের ভুবনবিখ্যাত নাম-সকল কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।"

মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্ত্তিকেয়ের নামাবলী বলিতে আরম্ভ করিলেন; আগ্নেয়, স্কন্দ, দীপ্তকীর্ত্তি, অনাময়, ময়ূরকেতু, ধর্ম্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দ্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশু, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাভর্ত্তা, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, বিশাখ, নৈগমেয়, সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নকপ্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, শূর, শরজন্মা, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, দেবসেনাপ্রিয়, বাসুদেবপ্রিয় ও প্রিয়কৃৎ। কার্ত্তিকেয়ের এই দিব্য নাম-সকল সংকীর্ত্তন করিলে ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গলাভ হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে আমি দেবঋষিগণের সহিত একত্র হইয়া তাঁহার স্তব করি; হে স্কন্দ! তুমি ব্রহ্মপ্রিয়, ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রতধারী, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের নেতা; তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পবিত্র, মন্ত্র-সকল তোমারই স্তব করিয়া থাকে। তুমিই বিখ্যাত হুতাশন, তুমিই সংবৎসর, তুমিই ছয় ঋতু, মাস, অর্দ্ধমাস, অয়ন ও দিক্। হে রাজীবলোচন! তুমি সহস্রমুখ ও সহস্রবাহু, তুমি লোক-সকলের পাতা, তুমি পরম পবিত্র হবিঃ, তুমিই সুরাসুরগণের শুদ্ধিকর্ত্তা, তুমি সেনাগণের অধিপতি, তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শত্রুগণের জেতা, তুমিই সহস্রভূ, তুমিই পৃথিবী, তুমি সহস্র তুষ্টি, তুমিই সহস্রভুক্ ও সহস্রশীর্ষ, তুমি অনন্তরূপ, তুমি সহস্রপাৎ, তুমিই গুরুশক্তিধারী।

হে দেব! গঙ্গা, স্বাহা, মহী ও কৃত্তিকাগণ তোমার মাতা; কুক্কুট তোমার ক্রীড়নক, তুমি ইচ্ছামত বিবিধ রূপ ধারণ করিতে সমর্থ। তুমি দক্ষ, তুমি সোম, তুমি সমীরণ, তুমি ধর্ম্ম, গিরীন্দ্র ও সহস্রলোচন; তুমি সনাতনের সনাতন, তুমি প্রভুর প্রভু; তুমিই উগ্রধন্বা, তুমি সত্যের কর্ত্তা ও দানবগণের হর্ত্তা, তুমি রিপুগণের জেতা ও সুরগণের শ্রেষ্ঠ, তুমি পরম সূক্ষ্ম তপঃস্বরূপ, তুমিই পরাপরের অভিজ্ঞ এবং তুমি স্বয়ংই সেই পরাপর। হে সুরবীর! তোমারই ধর্ম্ম, কাম, শক্তি সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। আমি তোমাকে স্তব করিতেছি; হে লোকনাথ! তোমাকে নমস্কার; তুমি দ্বাদশ নেত্রবাহু, তোমার সূক্ষ্ম গতির আর কিছুই জানি না।

যে বিপ্র সমাহিত হইয়া স্কন্দদেবের এই স্তোত্র পাঠ বা ব্রাহ্মণগণের শ্রবণগোচর করান অথবা ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ করেন, তিনি ধন, আয়ু, যশ, পুত্র, শত্রুজয়, পুষ্টি ও তুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে স্কন্দলোকে বাস করেন।

মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

দ্বাত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়

দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও বিপ্রসমুদয় আশ্রমমধ্যে সুখে সমাসীন হইয়া আছেন, এমত সময়ে দ্রৌপদী ও সত্যভামা তথায় প্রবেশ করিলেন। পরস্পর প্রিয়বাদিনী সেই কামিনীদ্বয় বহু দিবসের পর পরস্পর সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া পরম প্রফুল্ল-চিত্তে উপবেশনপূর্ব্বক কুরু ও যদুবংশ-সংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা একান্তে বসিয়া যাজ্ঞসেনীকে কহিলেন, "হে দ্রৌপদি! তুমি লোকপালসদৃশ সুদৃঢ়কলেবর মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? তাঁহারা যে কখনই তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েন না, প্রত্যুত ঈদৃশ বশীভূত হইয়াছেন যে, তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও মনে করেন না, ইহার কারণ কি? সোমবারাদি ব্রতচর্য্যা, উপবাসাদিরূপ তপ,

সঙ্গমাদিতে স্নান, মন্ত্র, ঔষধ, কামশাস্ত্রোক্ত বশীকরণ-বিদ্যা, অচ্যুত তারুণ্যাদি, জপ, হোম বা অঞ্জনাদি ঔষধ, ইহার কোন্ উপায়ের প্রভাবে পাণ্ডবগণ তোমার এতাদৃশ বশীভূত হইয়াছেন? হে পাঞ্চালি! এক্ষণে তুমি আমাকে এরূপ কোন যশস্য ও সৌভাগ্যজনক উপায় বল, যদ্দ্বারা আমি কৃষ্ণকে নিরন্তর বশীভূত করিয়া রাখিতে পারি।"

যশস্বিনী সত্যভামা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে পর পতিব্রতা দ্রৌপদী তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে সত্যভামে! তুমি আমাকে যেরূপ ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, অসৎস্ত্রীগণই ঐরূপ আচার করিয়া থাকে; অতএব কিরূপে উহার উত্তর প্রদান করিব? তুমি বুদ্ধিমতী, বিশেষতঃ কৃষ্ণের মহিষী, ঈদৃশ বিষয়ে সংশয় বা প্রশ্ন করা তোমার উচিত নহে। দেখ, স্বামী পত্নীকে মন্ত্রপরায়ণ জানিতে পারিলে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহার নিমিত্ত সতত উদ্বিগ্ন থাকেন। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির শান্তি নাই, অশান্ত লোক কখনই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভদ্রে! স্বামী কদাচ মন্ত্র দ্বারা বশীভূত হয়েন না। জিঘাংসু ব্যক্তিরাই উপায় দ্বারা শত্রুর রোষোৎপাদন বা তাহাকে বিষ প্রদান করিয়া থাকে। লোকে জিহ্বা বা ত্বক্ দ্বারা যে সমস্ত বস্তু সেবন করে, তৎসমুদয়ে চূর্ণ-বিশেষ মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে অবশ্যই প্রাণ-সংহার হয়।

অনেক পাপপরায়ণ কামিনীগণ স্বামীদিগকে বশ করিবার নিমিত্ত ঔষধ প্রদান করায় তাহাদিগের মধ্যে কেহ জলোদরগ্রস্ত, কেহ বা কুষ্ঠী, কেহ বা পলিত, কেহ বা পুরুষত্বরহিত, কেহ বা জড়, কেহ বা অন্ধ, কেহ বা বধির হইয়া গিয়াছে। হে বরবর্ণিনি! কামিনীগণের কদাপি স্বামীর বিপ্রিয়াচরণ কর্ত্তব্য নহে।

হে সত্যভামে! আমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। অভিমান পরিহারপূর্ব্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি। দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ও দুরবেক্ষণে সতত শঙ্কিত থাকি, কদাপি দ্রুতপদসঞ্চারে মন্দরূপে গমন বা কুৎসিতরূপে উপবেশন করি না এবং সেই সূর্য্যসম তেজস্বী অরাতিনিপাতন মহারথ পাণ্ডবগণের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া সতত সেবা করি। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পরমসুন্দর অলঙ্কৃত যুবা-মানব, কাহাকেও মনে স্থান প্রদান করি না। ভর্ত্তৃগণ স্নান, ভোজন ও উপবেশন না করিলে কদাপি আহার বা উপবেশন করি না। ভর্ত্তা ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে তৎক্ষণাৎ গাত্রো-ত্থানপূর্ব্বক আসন ও উদক-প্রদান দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করি।

আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, পাক, যথাসময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্ট স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না; তিরস্কারবাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কালযাপন করি। পরিহাসসময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিংবা গৃহোপবনে সতত বাস করি না। অতিহাস ও অতিরোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করিয়া থাকি; তাঁহাদিগকে অবলোকন না করিয়া এক মুহূর্ত্তও সুখী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের নিমিত্ত প্রোষিত হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য পান, সেবন বা ভোজন না করেন, আমিও তৎসমুদয় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠানসাধন করিয়া থাকি।

আমার শ্বশ্রূ কুটুম্ববিষয়ে আমাকে যে সমুদয় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বাহে স্থালীপাক ও মান্যগণের পূজা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম আমার মনে জাগরূক আছে, আমি অতন্দ্রিত-চিত্তে দিবারাত্র তৎসমুদয় পালন করি। আমি প্রযত্নাতিশয়সহকারে সর্ব্বদা বিনয় ও নিয়ম অবলম্বন এবং মৃদু, সত্যশীল, সাধু ও ধর্ম্মপালক পতিগণকে ক্রুদ্ধসর্প-সমূহের ন্যায় জ্ঞান করত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি।

হে ভদ্রে! আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি: তজ্জন্য তাঁহার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করা নিতান্ত গর্হিত। আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না এবং প্রাণান্তেও শ্বশ্রূর নিন্দায় প্রবৃত্ত হই না। হে শুভে! সতত সাবধানতা, কার্য্যদক্ষতা ও গুরুশুশ্রূষাসন্দর্শনে স্বামিগণ আমার বশীভূত হইয়াছেন।

হে সত্যভামে! আমি প্রত্যহ বীরপ্রসবিনী আর্য্যা কুন্তীকে স্বয়ং অন্নপান ও আচ্ছাদন-প্রদান দ্বারা সেবা করি; কদাপি উঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন-ভূষণ পরিধান করি না। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে প্রত্যহ অষ্টসহস্র ব্রাহ্মণ রুক্মপাত্রে ভোজন করিতেন এবং যাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমভিব্যাহারে ত্রিংশৎ কর্ম্মকারী পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, এমন অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক প্রতিদিন প্রতিপালিত হইতেন। অপর দশ সহস্র স্নাতকের নিমিত্ত প্রত্যহ স্বর্ণপাত্র-সমুদয় সুসংস্কৃত অন্নে পরিপূর্ণ থাকিত। আমি ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে অন্নপান ও আচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক সমুচিত সৎকার করিতাম।

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নৃত্যগীতবিশারদ শত সহস্র দাসী ছিল; তাহারা মহার্হ মাল্য ও চন্দনে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা বলয়, কেয়ূর, নিষ্ক ও মণি প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া থাকিত। আমি তাহাদের সকলেরই নাম, রূপ ও কৃতাকৃত কর্ম্মসমুদয় জ্ঞাত ছিলাম এবং তাহাদিগকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান করিতাম। সেই সকল দাসীরা পাত্র হস্তে লইয়া দিবারাত্র অতিথিগণকে ভোজন করাইত। ইন্দ্রপ্রস্থবাসকালে শত সহস্র অশ্ব ও দশ অযুত হস্তী যুধিষ্ঠিরের অনুযাত্র ছিল।

মহারাজ ধর্ম্মরাজের রাজ্যশাসনসময়ে এই সমস্ত বিষয় ছিল, আমি তৎসমুদয়, অন্তঃপুরস্থ ভৃত্যগণ, গোপালগণ ও মেষপালগণের তত্ত্বাবধান করিতাম। হে ভদ্রে! আমি একাকিনী মহারাজের সমুদয় আয়-ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদয় পোষ্যবর্গের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন, আমি সমুদয় সুখ পরিহার করিয়া দিবারাত্র সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতাম। আমি একাকিনী জলনিধির ন্যায় নিধিপূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম; দিবা ও রাত্রি সমান জ্ঞান এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে সহচরী করিয়া সতত কৌরবগণের আরাধনা করিতাম। আমি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবোধিত ও সর্ব্বশেষে শয়ান হইতাম এবং সতত সত্য-ব্যবহারে রত থাকিতাম। হে সত্যভামে! আমি পতিগণকে বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি, কিন্তু অসদাচার কামিনীগণের ন্যায় কদাচ কুব্যবহার করি না, তাহা করিতে অভিলাষও করি না।”

সত্যভামা ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালরাজতনয়ার এইরূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, “হে যাজ্ঞসেনি! আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর, সখীজনের পরিহাসবাক্য স্বভাবতঃ প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে ক্রোধ বা দুঃখ করা উচিত নয়।”

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, “সখি! স্বামীর চিত্ত অনুরঞ্জন ও আকর্ষণ করিবার যে অব্যর্থ উপায় বলিতেছি, তদনুরূপ কার্য্য করিলে তোমার স্বামী আর অন্য নারীর মুখাবলোকন করিবেন না। পতিই পরম দেবতা; পতির ন্যায় দেবতা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব তাঁহার প্রসাদে সমস্ত মনোরথ সফল হয়, কোপসমুদয় বিনষ্ট হয়, তাঁহা হইতেই অপত্য, বিবিধ বিষয়োপভোগ, উত্তম শয্যা, বিচিত্র আসন, বসন, গন্ধ, মাল্য, স্বর্গ, পুণ্যলোক ও মহতী কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। সুখের সময় সুখলাভ হয় না, সাধ্বী স্ত্রী প্রথমতঃ দুঃখভোগ করিয়া পরিশেষে সুখভাগিনী হয়।

তুমি কৃষ্ণের প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয় প্রকাশপূর্ব্বক রমণীয় বেশভূষা, সুচারু ভোজনদ্রব্য, মনোহর গন্ধ-মাল্য প্রদান দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলে তিনি আপনাকে তোমার পরম প্রণয়াস্পদ বিবেচনা করিয়া অবশ্যই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। দ্বারদেশাগত স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবারমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহ-

মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিবে, অনন্তর তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইলেই পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। তিনি কোন কার্য্যের নিমিত্ত দাসীকে নিয়োগ করিলে তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে। তোমার এই প্রকার সদ্ব্যবহার-সন্দর্শনে কৃষ্ণ তোমাকে অবশ্যই সাতিশয় পতি-পরায়ণা জ্ঞান করিবেন। পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন, তাহা গোপনীয় না হইলেও তুমি কদাচ প্রকাশ করিবে না, কারণ, তোমার সপত্নী যদি কখন সেই কথা কৃষ্ণকে বলে, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন।

যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পাত্র, সতত অনুরক্ত ও হিতসাধনে নিযুক্ত. বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে এবং প্রযত্নাতিশয়-সহকারে স্বামীকে দ্বেষ্য, বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করাইবে। অন্য পুরুষের সমক্ষে মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনাবলম্বিনী হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় সংযত করিয়া রাখিবে। প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব তোমার পুত্র হইলেও স্বামীর অসমক্ষে কদাপি তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিও না।

সৎকুলজাত পুণ্যশীল পতিব্রতা স্ত্রীদিগের সহিত সখ্য করিবে; ক্রূর, কলহপ্রিয়, ঔদরিক, চৌর, দুষ্ট ও চপল অবলাদিগের সহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং সদ্গন্ধচর্চ্চিতকলেবর ও মহার্হ মাল্যাভরণবিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা স্বামীর শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইবে। এইরূপ সদাচরণে কালহরণ করিলে কেহ তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে পারিবে না এবং তোমার মহতী কীর্ত্তি, পরম সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভ হইবে।"

চতুস্ত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ জনার্দ্দন মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মহর্ষি ও মহাত্মা পাণ্ডবগণ-সমভিব্যাহারে নানাপ্রকার অনুকূল কথাপ্রসঙ্গে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণসময়ে সত্যভামাকে আহ্বান করিলেন। সত্যভামা অবিচলিত প্রণয়ভাবে দ্রুপদাত্মজাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "অয়ি প্রিয়সখি! উৎকণ্ঠিত হইও না; দুঃখ দূর কর। চিন্তিত হইয়া রজনী জাগরণ করিবার আবশ্যকতা নাই, তোমার স্বামিগণ নিজ ভুজবলে অনতিকাল-মধ্যেই পুনরায় এই বসুমতী অধিকার করিবেন। তোমার ন্যায় সুশীলা ও সুলক্ষণা কামিনীদিগকে কখনই চিরকাল ক্লেশভোগ করিতে হয় না; আমি শুনিয়াছি, অবশ্যই তুমি ভর্তৃগণের সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে।

হে দ্রুপদনন্দিনি! পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের বধসাধনরূপ বৈরনির্যাতন করিয়া রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে যে সমস্ত দর্পবিমোহিত কুরুকামিনীগণ তোমাকে পদব্রজে পাণ্ডবদিগের সহিত বনে গমন করিতে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, অচিরাৎ তাহাদিগের সেই গর্ব্ব খর্ব্ব ও সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়াছে দেখিবে। যাহারা নিতান্ত দুঃখের সময় তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই শমন-সদনে গমন করিতে হইবে।

প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন প্রভৃতি তোমার পুত্রেরা সকলেই ক্ষেমাস্পদ, মহাবীর ও কৃতাস্ত্র, ইহারা অভিমন্যুর ন্যায় দ্বারবতী নগরীতে সাতিশয় প্রীত ও অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সুভদ্রাও তোমার ন্যায় সেই সকল পুত্রের প্রতি সমান স্নেহ করিয়া থাকেন। তিনি সন্তাপশূন্য ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়া তোমাদিগের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন। প্রদ্যুম্নজননীও ইহাদিগের প্রতি সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণও ভানু প্রভৃতি পুত্রগণ অপেক্ষা ইহাদিগকে সমধিক স্নেহ করেন। আমার শ্বশুর বলরাম প্রভৃতি অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা উহাদিগের সহিত বয়স্যভাবে কালযাপন করিতেছেন। হে ভাবিনি! প্রদ্যুম্ন ও তোমার পুত্রগণের পরস্পর সদ্ভাব চিরকাল সমভাব থাকিবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

সত্যভামা দ্রৌপদীকে এবংবিধ নানাবিধ প্রিয়-

সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া রথে আরোহণ করিলে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করত পাণ্ডবগণের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

ঘোষযাত্রাপর্ব্বাধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! শীতোষ্ণ-বাতাতপে একান্ত কর্শিতাঙ্গ পাণ্ডবগণ অরণ্যে বাস করত সেই রমণীয় সরোবর ও পুণ্য বন প্রাপ্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন, আপনি আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা সেই সরোবর-সন্নিধানে উপনীত হইয়া এক গৃহ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন; সময়ক্রমে তাঁহারা কমনীয় কানন, উন্নত অচল ও সমস্ত নদী-প্রদেশে সঞ্চরণ করিতেন। কখন কখন তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বেদবেদাঙ্গপারগ স্বাধ্যায়সম্পন্ন প্রাচীন মহর্ষিগণ সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরাও তাঁহাদিগকে বিবিধ উপচারে অর্চ্চনা করিতেন।

অনন্তর একদা কথাকুশল এক ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে উপনীত হইলেন ব্রাহ্মণ তথায় উপবিষ্ট ও পূজিত হইয়া রাজার আদেশা-নুসারে পাণ্ডবদিগকে কহিলেন, "হে পাণ্ডবগণ! তোমরা এক্ষণে দুঃখিত দুঃখে নিপতিত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতেছ এবং অরণ্যবাসক্লেশে নিতান্ত ক্লিষ্ট দ্রুপদনন্দিনী বীরসনাথ হইয়াও অনাথার ন্যায় রহিয়াছেন।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; পরে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে আত্মপ্রভব বোধ করিয়া কহিলেন, হে বৎসগণ! যে সত্যবাদী সচ্চরিত্র যুধিষ্ঠির রঙ্কুরোমময় আস্তরণসংকীর্ণ শয্যায় শয়ন করিত এবং নিশাবসানে মাগধ-সমূহের স্তুতিবাদশব্দে প্রবোধিত হইত, এক্ষণে সে ধরাশায়ী হইয়া প্রভাতকালে পক্ষি-কুলের কলরবে জাগরিত হয়। কোপপরাহতচেতাঃ, বাতাতপকর্শিত ও বন্য উপচারের নিতান্ত অযোগ্য বৃকোদর কিরূপে দ্রৌপদীসমক্ষে ক্ষিতিতলে শয়ন করিতেছে? এক্ষণে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধর্ম্মরাজের একান্ত বশংবদ সুকুমার অর্জ্জুন নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, ভীম ও যুধিষ্ঠিরকে সুখপরিভ্রষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট-মনে সর্ব্বাঙ্গীন বেদনায় পরিদূন ব্যক্তির ন্যায় যামিনীযোগে কদাচ নিদ্রিত হয় না; প্রত্যুত উগ্রতেজা অজগরের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে।

যমজ নকুল-সহদেব দেবতুল্য রূপসম্পন্ন এবং সুখো-পচার-সমুচিত হইয়াও ধর্ম্ম ও সত্যের অনুরোধে অপ্রশান্ত-মনে নিতান্ত দুঃখে রজনী জাগরণ করিয়া থাকে। এক্ষণে অনিলতুল্য বলশালী অপ্রতিহত ভীম-সেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে সংযত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধ সংবরণ করিয়া আছে এবং স্বয়ং সত্য ও ধর্ম্ম দ্বারা নিবারিত হইয়া আমার আত্মজদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করিতেছে।

দুঃশাসন ছল দ্বারা অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে পরাজিত করিয়া যে সকল পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা বৃকোদরের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অনলের ন্যায় নিরন্তর তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কদাচ মনোমধ্যে পাপচিন্তার উদয় হইতে দেয় না, মহাবীর অর্জ্জুন সেই যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু অরণ্যবাস-ক্লেশে কেবল ভীমেরই ক্রোধহুতাশন অনিলোদ্দীপিত অনলের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সেই ভীম ক্রোধে দগ্ধপ্রায় হইয়া করে কর নিষ্পেষণপূর্ব্বক মদীয় পুত্রপৌত্রগণকে ভস্মাবশিষ্ট করিয়াই যেন অত্যুষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। কালবল ভীম অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া শরাসনমুক্ত নিশিত শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক বিপক্ষ সেনাদিগকে নিঃশে-ষিত করিবে।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি ইহারা যখন কপট-দ্যূত অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্য হরণ করিয়াছে, তখন তাহারা কেবল মঙ্গলের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবী অমঙ্গলের বিষয় এককালে বিস্মৃত হইয়াছে। মনুষ্য শুভাশুভ কর্ম্মসম্পাদনপূর্ব্বক তাহার ফল প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। পরে সেই ফললাভ করিয়া তাহারা একান্ত বিমোহিত হয়; অতএব লোকের মোক্ষপ্রাপ্তি হওয়া অতি দুরূহ। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ক্ষেত্র সুপ্রণালীক্রমে কর্ষিত, বীজ রোপিত এবং বর্ষাকালে দেবতা বারিবর্ষণ করিলে কৃষকের প্রচুর-পরিমাণে ফললাভ হয় বটে, কিন্তু দৈববিড়ম্বনাবশতঃ ইহার অন্যথা ঘটিয়া থাকে।

অক্ষপ্রিয় শকুনি দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় অশুভকার্য্য করিয়াছে, পাণ্ডবেরা তৎকালে দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে বিনাশ না করায়, নিতান্ত অপ্রিয়ানুষ্ঠান হইয়াছে এবং আমিও কুপুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিয়াছি; অতএব এক্ষণে বোধ হয়, কুরুকুলের বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। দেখ, সমীরণ প্রেরিত না হইলেও প্রবাহিত হইয়া থাকে, গর্ভবতী অবশ্যই সন্তান প্রসব করে; দিনপ্রারম্ভে রজনীর নাশ ও রজনীপ্রারম্ভে দিনের নাশ হয়; অতএব পাপকর্ম্মের ফল অবশ্যই ফলিবে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বিপৎকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে, সুতরাং তখন হিতাহিত-বিবেচনা থাকে না, এই নিমিত্তই মনুষ্যেরা অন্যায়াচরণ দ্বারা বিত্তোপার্জ্জন করে, উহা কদাচ ধর্ম্মকর্ম্মে নিয়োজিত না করিয়া কেবল অসদুপায় দ্বারা তাহার রক্ষণাবেক্ষণে স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং ঐ অর্থ অনর্থের মূল হইয়া উঠে

ধনঞ্জয় অরণ্য হইতে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া চতুর্ব্বিধ দিব্য অস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক পুনরায় ভূলোকে আগমন করিয়াছে; অতএব তাহার বলবীর্য্য অলোকসামান্য, কাহার সাধ্য সহ্য করে? দেখ, কোন্ ব্যক্তি স্বর্গে সশরীরে গমন করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ করে? ইহাতে বোধ হয়, অর্জ্জুন হইতেই কালোপহত কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, তাহার গাণ্ডীবের বেগ অতি ভয়ঙ্কর এবং সেই সমস্ত অস্ত্রও দিব্য অস্ত্র; এক্ষণে কাহার সাধ্য ইহাদিগের দুর্ব্বিষহ তেজ সহ্য করে?” অনন্তর শকুনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণকে নির্জ্জনে আনয়নপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিল। তখন হীনমতি দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল।

ষট্‌ত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুষ্টমতি শকুনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের সহিত দুর্য্যোধনসমীপে সমুপস্থিত হইয়া অবসরক্রমে কহিলেন, “মহারাজ! তুমি মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে প্রব্রাজিত করিয়াছ; এক্ষণে দেবরাজের ন্যায় একাকী এই সাম্রাজ্য ভোগ কর। এক্ষণে সকল ভূপালই তোমার নিকট করপ্রদ হইয়াছেন এবং তুমিও পাণ্ডবগণের পূর্ব্বপ্রণয়িনী লক্ষ্মীকে ভ্রাতৃবর্গের সহিত সম্যক্‌রূপে অধিকার করিয়াছ। আমরা পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমারও তদ্রূপ অবলোকন করিতেছি।

তুমি স্বীয় বুদ্ধিবলে রাজা যুধিষ্ঠির হইতে রাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করিয়াছ, এক্ষণে অতি অল্প দিবস হইল, তোমার বিপক্ষেরা ক্লেশে সময় অতিবাহিত করিতেছে; সুতরাং তোমার সুখসম্ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিবার বিলক্ষণ অবকাশ রহিয়াছে। আর অন্যান্য রাজাও তোমার নিদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত নিরন্তর উন্মুখ হইয়া আছেন। গ্রাম, নগর ও আকরে পরিপূর্ণ, শৈলকাননোপশোভিত এই সসাগরা ধরাও তোমার সম্পূর্ণরূপ অধিকৃত হইয়াছে।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান ও ভূপালবর্গ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছ। যেমন রশ্মিমালী সূর্য্য স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে দীপ্তি পান, তদ্রূপ তুমি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে এই ধরাতলে দেদীপ্যমান হইতেছ। দ্বাদশ-রুদ্রপরিবেষ্টিত যমরাজ ও দেবগণপরি-

রত দেবরাজের ন্যায় তুমি কৌরববর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া সাতিশয় বিরাজমান হইতেছ। যাহারা তোমার আদেশপালনে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, আমরা সেই অরণ্যবাসী পাণ্ডবদিগকে শ্রীহীন দেখিব, সন্দেহ নাই। শুনিতে পাই, এক্ষণে তাহারা বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত দ্বৈতবনে এক সরোবর-সন্নিধানে বাস করিতেছে। অতএব তুমি প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে তাহাদিগকে সমধিক সন্তপ্ত করিবার নিমিত্ত পরম শ্রীসম্পন্ন হইয়া তথায় গমন কর।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তাহারা রাজ্যচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট ও অসমৃদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তুমি রাজ্যেশ্বর, শ্রীমান্ ও সুসমৃদ্ধ; সুতরাং এই অবসরেই তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহারা মহাভিজাত্যসম্পন্ন সকলমঙ্গলাস্পদ নহুষতনয় রাজা যযাতির ন্যায় তোমাকে সন্দর্শন করিবে। সুহৃৎ ও শত্রুগণ পুরুষের লক্ষ্মীকে প্রদীপ্ত দেখিলে তাহাদিগের হর্ষ ও শোকসাগর একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠে। যেমন উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গারোহী ব্যক্তি জগতীস্থ সমস্ত বস্তুই অধীন ও নীচ বোধ করে, ক্ষেমাস্পদ ব্যক্তি একান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত শত্রুগণকে তদ্রূপ বোধ করিয়া থাকে, হে মহারাজ! ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে?

পুত্র, ধন ও রাজ্য লাভ করিলে যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, শত্রুদিগের দুঃখ-দর্শনে তদপেক্ষা সমধিক প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। তুমি সফলকাম হইয়া বল্কলাজিনধারী ধনঞ্জয়কে আশ্রমস্থ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে এবং দিব্যাম্বরবিভূষিত তোমার প্রিয়তমা-সকল বল্কলাজিনসংবৃতা একান্ত দুঃখিতা দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে ইঁহাদিগকে দেখিয়া নিতান্ত নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া ধনহীন জীবন ও আপনার নিন্দা করিবে। অধিক কি, সে সভামধ্যে তাদৃশ অপমান সহ্য করিয়া যেরূপ বিমনাঃ হইয়াছিল, তোমার প্রিয়তমাদিগকে অবলোকন করিয়া তদপেক্ষা সমধিক বিমনাঃ হইবে, সন্দেহ নাই।” কর্ণ ও শকুনি রাজা দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু পুনরায় দীনের ন্যায় কহিতে লাগিলেন, “হে অঙ্গরাজ! তুমি যে সকল কথা কহিলে, তৎসমুদয় আমারও মনে জাগরূক আছে, কিন্তু পিতার নিকট হইতে পাণ্ডবগণের সন্নিধানে গমন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হই নাই। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের নিমিত্ত পরিদেবন ও তাহাদিগকে সমধিক তপোবলসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া থাকেন, অথবা তিনি আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও ভাবী অনিষ্টঘটনার সম্ভাবনায় আমাদিগকে তথায় গমন করিতে অনুমতি করেন না। আর পাণ্ডবগণের উৎসাদন ব্যতীত আমাদিগের দ্বৈতবনে গমন করিবারও অন্য কোন প্রয়োজন নাই।

হে কর্ণ! মহামতি বিদুর দ্যূতক্রীড়ার সময় সমুপস্থিত হইলে তোমাকে, আমাকে ও শকুনিকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তোমার বিদিত আছে। আমিও সেই সকল কথা এবং অন্যান্য পরিদেবনবাক্য চিন্তা করিয়া দ্বৈতবনে গমন করিব কি না, ইহার কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে কৃষ্ণাসমবেত ভীম ও অর্জ্জুনকে অরণ্যানীমধ্যে ক্লেশভোগ করিতে নিরীক্ষণ করিব মনে করাতে আমার চিত্ত নিতান্ত প্রফুল্ল হইতেছে। ফলতঃ পাণ্ডুনন্দনগণকে বল্কলাজিনধারী-দর্শনে আমার যেরূপ সুখী হইবার সম্ভাবনা, বোধ করি, সমুদয় সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিলেও তাদৃশ আহ্লাদ জন্মে না।

হে কর্ণ! আমি অরণ্যমধ্যে দ্রৌপদীকে যে কাষায়-বসনধারিণী অবলোকন করিব, ইহার পর আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে? যদি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন আমাকে অসামান্য সম্পত্তিসম্পন্ন অবলোকন করে, তাহা হইলে আমার জীবন প্রফুল্ল হইবে ও আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। এখন কি করি? কি উপায়ে দ্বৈতবনে গমন করিব? কিরূপেই বা মহারাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইব? তুমি শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত

পরামর্শ করিয়া তথায় যাইবার কোন উপায় স্থির কর। আমি তথায় গমন করিব কি না, ইহা আজি স্থির করিয়া কল্য মহারাজের সমীপে গমন করিব ; তোমরা যে উপায় স্থির করিবে, আমি এবং ভীষ্ম তথায় উপবিষ্ট থাকিলে পর তুমি শকুনি-সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা অবশ্যই প্রকাশ করিবে। তৎপরে আমি মহারাজ ও পিতামহ ভীষ্মের বাক্য-শ্রবণানন্তর পিতামহকেই অনুনয় করিয়া গমনে উদ্যত হইব।”

তাঁহারা দুর্য্যোধনের বাক্যে সম্মত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র কর্ণ দুর্য্যোধনের সমীপে আগমনপূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন, “মহারাজ! উপায় স্থির হইয়াছে, শ্রবণ কর। দ্বৈতবনে যে সমস্ত আভীর-পল্লী আছে, তৎসমুদয়ের তত্ত্বাবধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য ; অতএব আইস, আমরা ঘোষযাত্রাচ্ছলে দ্বৈতবনে গমন করি। ঘোষ-পল্লীতে সতত গমন করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যই গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন।”

তাঁহারা দুই জনে এইরূপে ঘোষযাত্রাবিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় গান্ধার-রাজ শকুনি তথায় আগমনপূর্ব্বক সহাস্যমুখে কহিলেন, “হে রাজন্! আমি দ্বৈতবনে গমন করিবার এক অত্যুৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়াছি; মহারাজের সম্মুখে উহা কহিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ গমনে অনুমতি করিবেন। দ্বৈতবনে যে সমুদয় আভীরপল্লী আছে, তৎসমুদয়ের তত্ত্বাবধারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আইস, আমরা এক্ষণে ঘোষযাত্রাচ্ছলে দ্বৈতবনে গমন করি।”

শকুনির বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহারা সকলেই পরমাহ্লাদে হাস্য করিতে করিতে পরস্পরের করগ্রহণ করিলেন এবং ঐ উপায়ই স্থির করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

অষ্টত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর তাঁহারা সকলে অনাময়প্রশ্নপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনিও তাঁহাদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন

অনন্তর সমঙ্গ নামে একজন গোপ তাঁহাদিগের বচনানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, “মহারাজ! ধেনু-সকল সমীপে রহিয়াছে।” পরে রাধেয় ও শকুনি পার্থিবশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, “হে কৌরবরাজ! ঘোষপল্লী অতি রমণীয় স্থানে সন্নিবেশিত আছে, গোবৎসদিগের বয়ঃক্রম, বর্ণ ও সংখ্যাদিনিরূপক অঙ্ক প্রদান করিবারও উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধনেরও সাতিশয় মৃগয়াভিলাষ জন্মিয়াছে, অতএব গমনে অনুমতি প্রদান করুন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “মৃগয়া উত্তম বটে এবং ধেনুগণের পর্য্যবেক্ষণ করাও আবশ্যক ; কিন্তু গোপগণের নিকট বিশ্বস্ত হইয়া গমন করা অনুচিত, কারণ, আমি শুনিয়াছি, নরব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা তথায় অবস্থিতি করিতেছে, অতএব আমি তোমাদিগকে সে স্থানে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারি না। পাণ্ডবেরা সকলেই তপোবলসম্পন্ন, সমর্থ ও মহারথ ; তোমরা কেবল কপটতাচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া অরণ্যমধ্যে অনেক কষ্ট দিয়াছ। যুধিষ্ঠির পরমধার্ম্মিক, তিনি সেই ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারেন ; কিন্তু ভীমসেন মহাক্রুদ্ধস্বভাব এবং দ্রুপদরাজনন্দিনীও সাতিশয় তেজস্বিনী, কদাচ ক্ষমাপর নহেন। তোমরা হিতাহিতবিবেকবিমূঢ় ও অত্যন্ত গর্ব্বিত ; তথায় গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপরাধ করিলেই তাহারা হয় ত তপঃপ্রভাবে তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে, নতুবা অমর্ষ-প্রদীপ্ত হইয়া অস্ত্রানলে ভস্মীভূত করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। অথবা যদি তোমরা বহুসংখ্যক বলিয়া কোনক্রমে তাহাদিগকে পরাভব কর, তাহা হইলেও নিতান্ত অভদ্রতা প্রকাশ পাইবে। আর তাহাও সহজ ব্যাপার নহে ; পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা অতি সুকঠিন।

মহাবাহু অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে বাস করত সমুদয় দিব্যাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া বনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি যখন অস্ত্রশিক্ষায় সুনিপুণ হয়েন নাই, তখনই সাগরাম্বরা পৃথিবী জয় করিয়াছেন, অধুনা কৃতাস্ত্র হইয়া কি তোমাদিগকে নিহত করিবেন না? অতএব আমার বাক্যানুসারে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, পাণ্ডবদিগকে বিশ্বাস করিলেই তোমাদিগের অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যদ্যপি কোন সৈনিক পুরুষ যুধিষ্ঠিরের অপকার করে, তাহা হইলে সেই অবিবেককৃত কর্ম্ম দ্বারা তোমাদিগেরই দোষ হইতে পারে। অতএব ধেনুগণের রূপ, গুণ ও বয়ঃক্রমাদিনিরূপক চিহ্ন প্রদান করিবার নিমিত্ত বিশ্বস্ত পুরুষদিগকে প্রেরণ কর, স্বয়ং তোমার তথায় গমন করা আমার অভিপ্রায়সিদ্ধ হয় না।"

শকুনি কহিলেন, "মহারাজ! পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক; তিনি সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিবেন এবং তদীয় ধর্ম্মচারী অনুজেরাও তাঁহার নিতান্ত অনুগত, অতএব তাঁহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে আমাদিগের প্রতি কদাচ ক্রোধ করিবেন না। মৃগয়ায় আমাদিগের অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে এবং ধেনুগণকে অঙ্কন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা নাই। আমরা তাঁহাদিগের আশ্রমে গমন করিব না এবং তথায় কোন প্রকার অত্যাচারও করিবার অভিলাষ নাই।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির বাক্যশ্রবণানন্তর অনিচ্ছাপূর্ব্বক অমাত্যসমেত দুর্য্যোধনকে দ্বৈতবনগমনে অনুজ্ঞা করিলেন। দুর্য্যোধন অনুমতিপ্রাপ্তিমাত্র কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, অন্যান্য ভ্রাতৃগণ, সহস্র সহস্র মহিলা এবং মহতী সেনা-সমভিব্যাহারী হইয়া দ্বৈতবনে যাত্রা করিলেন। পৌরগণ স্ব স্ব পত্নী-সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। অষ্ট সহস্র রথ, তিন অযুত হস্তী, নবতি শত অশ্ব ও সহস্র সহস্র পদাতি তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। অসংখ্য শকট, আপণ, বেশ্যা, বণিক্, বন্দী ও মৃগয়াশীল পুরুষ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে নরপতি দুর্য্যোধনের প্রয়াণসময়ে জনতার আধিক্য হওয়াতে বর্ষাকালীন সমুদ্ধত মহাবায়ুনিস্বনের ন্যায় ঘোরতর গভীর কোলাহলধ্বনি সমুত্থিত হইল। নরপতি সেই জনতা-সমভিব্যাহারে গমন করত দ্বৈতবনে সমুপস্থিত হইবার দুই ক্রোশ পথ অবশিষ্ট থাকিতে এক বাসোচিত স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

ঊনচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বহুতর অরণ্য অতিক্রম করিয়া পরিশেষে আভীরপল্লীতে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় পরিচারকদিগকে আদেশ করিবামাত্র তাহারা ছায়াবহুল মহীরুহসম্পন্ন প্রসন্নসলিলযুক্ত ও সর্ব্বগুণোপেত প্রদেশে দুর্য্যোধনের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল এবং তাঁহারই গৃহ-সান্নিধানে শকুনি, কর্ণ ও রাজসহোদরদিগের পৃথক্ পৃথক্ গৃহ প্রস্তুত করিল।

দুর্য্যোধন তথায় বাস করিয়া শত সহস্র গো সন্দর্শনপূর্ব্বক গণনা ও চিহ্ন দ্বারা তাহাদিগকে সম্যক্ বিদিত হইলেন। পরে বৎসসকলকে যথাক্রমে অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে দমনক বলিয়া নির্দ্দেশ করত বালবৎসা ধেনু-সকলকেও গণনা করিলেন। অনন্তর ত্রিবর্ষবয়স্ক বৃষদিগের সংখ্যা-নিরূপণ এবং তৎসমুদয় অঙ্কিত করিয়া গোপালগণের সমভিব্যাহারে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পৌরজন ও বহুসংখ্যক সৈন্যগণ অমরসমূহের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে তথায় বাস করিতে লাগিল। তখন নৃত্যগীতবাদ্যানুরক্ত গোপ ও গোপাঙ্গনাগণ বিবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট উপনীত হইল। দুর্য্যোধন অঙ্গনাগণপরিবৃত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদিগকে বহুবিধ অন্ন ও পানীয় প্রদানপূর্ব্বক প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া মৃগ, মহিষ, বরাহ, গবয় ও ভল্লুকদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন বহুসংখ্য বন্য মাতঙ্গগণকে নিশিত শর দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া রমণীয় প্রদেশে মৃগয়া করিতে

লাগিলেন। পরে গোরস পান ও অন্যান্য মাংস উপযোগ করিয়া মত্ত-মধুকরসেবিত, ময়ূরগণের কেকারবমুখরিত, পরম-রমণীয় বন ও উপবন-সকল অবলোকনপূর্ব্বক সপ্তচ্ছদ, পুন্নাগ ও বকুলসমাকীর্ণ অতি পবিত্র দ্বৈতবন-নামক সরোবরে উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যদৃচ্ছাক্রমে ঐ সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পরম-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া অনায়াসলভ্য বন্য উপকরণ দ্বারা দিব্য-বিধানানুসারে নিজ সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীর সহিত একদিবসসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন ঐ সরোবরের এক পার্শ্বে ক্রীড়া-নিবাস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত শত সহস্র পরিচারক-দিগকে আদেশ করিলেন। তাহারা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সরোবরের অভিমুখে ধাবমান হইল। পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজ স্বীয় সন্তানগণ, অপ্সরাগণ ও দেববৃন্দে পরিবৃত হইয়া অলকা হইতে আগমনপূর্ব্বক তথায় বিহার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ঐ সরোবর সমাবৃত ছিল। রাজপরিচারকেরা তথায় উপস্থিত হইলে দ্বার-পালগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিল। তখন ভৃত্যগণ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভূপালসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে রাজা দুর্য্যোধন ঐ অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র 'শীঘ্র গিয়া গন্ধর্ব্ব-দিগকে অপমানিত কর,' এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর সেনানায়কেরা রাজার নিদেশানুসারে সেই সরোবর-সন্নিধানে গমন করিয়া গন্ধর্ব্বগণকে কহিল, "হে গন্ধর্ব্বগণ! মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্র-তনয় রাজা দুর্য্যোধন বিহার করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিতেছেন, অতএব তোমরা সত্বরে অপসৃত হও।" গন্ধর্ব্বেরা এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য-মুখে অতি কঠোরবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, "রে মূঢ় সৈন্যগণ! তোদের রাজা নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, অদ্যাপি তাহার চেতনা হয় নাই; কেন না, যেমন দেব-গণ বৈশ্যদিগকে আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেও আমাদিগকে আজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তোদে-রও মৃত্যু নিতান্ত সন্নিকট। কারণ, তোরা তাহারই নিদেশানুসারে আমাদিগকে এইরূপ কহিতেছিস্। অতএব এ স্থান হইতে পলায়ন কর্, নচেৎ অদ্যই শমন-সদনে গমন করিবি।" তখন সেনানায়কেরা গন্ধর্ব্বগণের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র বেগে ধার্ত্তরাষ্ট্রসন্নিধানে গমন করিল।

চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর গন্ধর্ব্ব-গণ যাহা যাহা কহিয়াছিল, সেনানায়কেরা সকলে একত্র হইয়া দুর্য্যোধন-সমীপে তৎসমুদয় নিবেদন করিল। প্রতাপবান্ দুর্য্যোধন, গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার সেনা-গণকে নিবারণ করিয়াছে শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "হে সৈন্য-গণ! তোমরা সত্বরে গমন করিয়া সেই অধাম্মিক বিপ্রিয়কারী গন্ধর্ব্বগণকে শাসন কর। যদি সুররাজ শতক্রতু সমুদয় দেবগণ সমভিব্যাহারে আসিয়া তাহাদের সাহায্য করেন, তথাপি তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করিবে না।" দুর্য্যোধনের এইরূপ বচন-শ্রবণানন্তর যাবতীয় ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও সহস্র সহস্র যোদ্ধা বদ্ধপরিকর হইয়া সিংহনাদে দশদিক্ পরিপূর্ণ করত বলপূর্ব্বক সেই বনে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ সান্ত্ববাদপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিষেধ করিলেও তাহাদের বাক্য অনাদর করিয়া বনে প্রবেশ করিল।

গন্ধর্ব্বগণ যখন দেখিল যে, দুর্য্যোধন-প্রমুখ ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণ কোনক্রমেই বাক্যে নিবারিত হইবার নহে, তখন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্র-সেনের নিকট গমনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত অত্যাচার নিবেদন করিল। তিনিও তখন ক্রোধে অধীর হইয়া সমাগত সেনাগণকে আদেশ করিলেন, 'তোমরা শীঘ্র গিয়া সেই অনার্য্যগণের শাসন কর।'

গন্ধর্ব্বগণ চিত্রসেনের অনুজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইল। কুরুসৈন্যেরা গন্ধর্ব্বগণকে বেগে ধাব-মান দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষেই পলায়ন করিতে

লাগিল। কিন্তু মহাবীর কর্ণ তাহাদিগকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়াও রণে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তিনি ক্ষুরপ্র, বিশিখ, ভল্ল, বৎসদন্ত ও অন্যান্য অয়োময় নিশিত শর-বর্ষণপূর্ব্বক শত শত গন্ধর্ব্বগণের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন; নিশিত সায়কনিক্ষেপ দ্বারা এককালে অসংখ্য গন্ধর্ব্বগণের মস্তক ধরাতলে পাতিত করিয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কর্ণ কর্ত্তৃক আহত গন্ধর্ব্বগণ শত সহস্র সংখ্যায় একত্র হইয়া পুনরায় আগমন করিল; চিত্রসেনের সেনাগমে পৃথিবীতল মুহূর্ত্তমধ্যেই গন্ধর্ব্বগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও বিকর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ গম্ভীরনিঃস্বন রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণকে অগ্রসর করিয়া গন্ধর্ব্বসেনার উপর পুনরায় শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণও তাঁহাদিগের প্রতি শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগের শরে পীড়িত ও নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে কৌরবগণ আনন্দিতচিত্তে গর্ব্বভরে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

তখন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বগণকে বিত্রাসিত দেখিয়া ক্রোধকম্পিতকলেবরে কৌরবগণকে বধ করিবার মানসে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইলেন এবং মায়াস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কৌরবসেনাগণ চিত্রসেনের বিচিত্র মায়ায় মুগ্ধ হইল। তখন দশ দশ জন গন্ধর্ব্বসেনা এক এক জন কৌরবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা শত্রুগণের প্রহারে সাতিশয় পীড়িত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে দুর্য্যোধনের সেনা সমুদয় ভীত হইয়া পলায়ন করিলেও মহাবীর কর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরতরভাবে দণ্ডায়মান ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া দুর্য্যোধন ও শকুনিকে সহায় করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্বগণ একত্র হইয়া কর্ণকে সংহার করিবার মানসে অসি, পট্টিশ, শূল, গদা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ তাঁহার রথের যুগকাষ্ঠ, কেহ কেহ বা ধ্বজ, কেহ কেহ ঈশা, কেহ কেহ বা অশ্বগণকে, কেহ কেহ সারথিকে, কেহ কেহ বা রথগুপ্তি, কেহ কেহ বা রথবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার রথ তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। তখন কর্ণ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অসিচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং আত্মত্রাণের নিমিত্ত সত্বরে বিকর্ণের রথে আরোহণ করিয়া স্বহস্তে অশ্বচালন পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক মহারথ কর্ণ পরাভূত হইলে কৌরবসেনা সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু দুর্য্যোধন সকলকে রণবিমুখ ও পলায়নপর নিরীক্ষণ করিয়াও স্বয়ং বিমুখ হইলেন না; তিনি কেবল একমাত্র সাহসসহায় হইয়া মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় গন্ধর্ব্ব-সৈন্যের উপর অনবরত শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন; গন্ধর্ব্বসেনা তদীয় অচিন্ত্য শরবর্ষণ সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার মানসে রথের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল এবং রথের ধ্বজা, সারথি, যুগ, সৈন্য, অশ্ব, ত্রিবেণু ও তল্প প্রভৃতি সমুদয় বস্তু বাণ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল।

মহাবাহু চিত্রসেন দুর্য্যোধনকে বিরথ ও ভূতলনিপতিত অবলোকন করিয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্বসকল মিলিত হইয়া রথস্থ দুঃশাসনকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিল এবং বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিন্দ ও অনুবিন্দ প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্র ও রাজপত্নীদিগকে লইয়া ইতস্ততঃ প্রস্থান করিল। এইরূপে মহীপতি দুর্য্যোধন অপহৃত হইলে তাঁহার সেনাগণ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যানযুগ্য, শকট, আপণ, বেশ্যা ও পূর্ব্ব-

পলায়িত সেনা-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের শরণাগত হইয়া কহিল, "হে পাণ্ডবগণ! গন্ধর্ব্বগণ মহারাজ দুর্য্যোধন, দুর্ব্বিষহ, দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জন ও রাজপত্নীদিগকে বন্ধন করিয়া হরণ করিয়াছে, এক্ষণে আপনারা তাঁহাদিগের অনুগমন করুন।" দুর্য্যোধনের অমাত্যবর্গ এই কথা বলিয়া অতি দীনমনে বাষ্পাকুললোচনে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইল।

ভীমসেন সেই সকল বৃদ্ধ, দীনভাবাপন্ন, যুধিষ্ঠিরের অনুগ্রহপ্রার্থী, অতি কাতর, দুর্য্যোধনের অমাত্যদিগকে কহিলেন, "আমরা বদ্ধপরিকর হইয়া গজ-বাজী সংগ্রহপূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয়-সহকারে যে কার্য্য করিতাম, আজি গন্ধর্ব্বেরা তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। মনুষ্যের মনোরথ-সকল সফল হয় না; তাহারা মনে মনে এক প্রকার চিন্তা করে, কিন্তু অন্য প্রকার ঘটিয়া উঠে; কপট-দ্যূতবেদী ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ম্মন্ত্রণার ফল এই। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, যাহারা অক্ষম ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ করে, অবশ্যই তাহারা অন্য দ্বারা প্রতিফল প্রাপ্ত হয়।

অদ্য গন্ধর্ব্বেরা আমাদিগের সমক্ষে এই অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদিগের হিতাচিকীর্ষু ব্যক্তিও ভূমণ্ডলে আছে, আমরা স্বচ্ছন্দে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি, কিন্তু অন্য লোকে আমাদিগের ভার অনায়াসে বহন করিল। যে দুর্ম্মতি মনে করিয়াছিল, আপনি পরম সুখে থাকিবে, আর আমরা শীত, আতপ, বাত ও বর্ষায় নিরতিশয় ক্লেশপরম্পরায় কালযাপন করিব, অদ্য সেই অধর্ম্মচারী দুরাত্মা কৌরব্যের স্বভাবানুবর্ত্তী লোকেরা পরাভব প্রত্যক্ষ করুক। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, কুন্তীতনয়েরা অনৃশংস, কিন্তু যে ব্যক্তি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে এই কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে, সেই অধার্ম্মিক।"

উগ্রস্বভাব ভীম ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কৌরবদিগের প্রতি এইরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভীমসেন! এ সময় এরূপ ব্যবহার করা পুরুষের উচিত নহে।"

দ্বিচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে বৃকোদর! কৌরবগণ দুরবস্থাগ্রস্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া আমাদিগের আশ্রয় লইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে কিরূপে এই সকল কথা কহিতেছ? দেখ, জ্ঞাতিবিবাদ ও জ্ঞাতিবৈর সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে; তথাপি কুলধর্ম্ম কদাচ নির্ম্মূল হইবার নহে। যদি অপর কোন ব্যক্তি বংশের অনিষ্টচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কুলজাত সৎপুরুষদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা একমতাবলম্বী হইয়া পরকৃত দৌরাত্ম্যের প্রতীকার করেন।

আমরা এই স্থলে বহুকাল বাস করিতেছি, দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের অবমাননাপূর্ব্বক এই প্রকার অপ্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে এবং গন্ধর্ব্বেরা দুর্য্যোধনকে অপহরণ ও বলপূর্ব্বক অবলাগণকে গ্রহণ করিয়া আমাদিগের কুলে কলঙ্কার্পণ করিতেছে; অতএব এক্ষণে আত্মকুল-রক্ষা ও শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত তোমরা শীঘ্র উত্থিত ও সজ্জিত হও। হে ভীম! তুমি অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া সুযোধনকে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে বিমোচন কর।

ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সারথিগণ অস্ত্র-শস্ত্র পরিগ্রহপূর্ব্বক কাঞ্চনধ্বজশালী নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের রথ-সকল সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে; তোমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন কর। হে ভীম! একজন সামান্য ক্ষত্রিয়ও শরণাগত ব্যক্তিকে স্বশক্ত্যনুসারে রক্ষা করিয়া থাকে, অতএব তোমার কথা আর কি কহিব। যদি শত্রুগণ 'আমাদিগকে রক্ষা কর' বলিয়া কোন আর্য্য ব্যক্তির সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। শত্রুকে রক্ষা করা বরপ্রাপ্তি, রাজ্যলাভ ও পুত্রোৎপত্তির তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

সুযোধন বিপদাপন্ন হইয়া তোমারই বাহুবলে জীবনলাভের অভিলাষ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? হে বৃকোদর! যদি

আমার যজ্ঞ আরব্ধ না হইত, তাহা হইলে আমি অসন্দিগ্ধ-মনে স্বয়ং ধাবমান হইতাম। এক্ষণে তুমি সন্ধিস্থাপন করিয়া সুযোধনকে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে মুক্ত কর। যদি তাহাতে কৃতকার্য্য না হও, তাহা হইলে অল্পমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করিয়া কার্য্যসাধন করিবে। ইহাতেও যদি কৃতকার্য্য হইতে না পার, তবে সকল উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক শত্রুকে শাসন করিয়া সুযোধনকে পরিত্রাণ করিবে। এক্ষণে আমি যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছি, অতএব এ সময় ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না।"

ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, "যদি গন্ধর্ব্বরাজ সন্ধি দ্বারা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে আজি পৃথিবী তাহার শোণিত পান করিবে।" কৌরবগণ অর্জ্জুনের অঙ্গীকারবাক্য শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্ত ও নির্ভীক হইল।

ত্রিচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য-শ্রবণানন্তর ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণ প্রহৃষ্টবদনে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিচিত্র অভেদ্য কবচ ধারণ ও বিবিধ দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করত উত্তমরূপে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা শীঘ্রগামী তুরঙ্গগণসংযুক্ত মহার্হ রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বরে গমন করিলেন। কৌরব-সৈন্য মহারথ পাণ্ডুনন্দনগণকে আগমন করিতে দেখিয়া কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। জয়শীল মহারথ গন্ধর্ব্বগণ নির্ভয়চিত্তে ক্ষণকালমধ্যে সেই কাননে আগমনপূর্ব্বক রথস্থ পাণ্ডবচতুষ্টয়কে সন্দর্শন করিয়া নিরস্ত হইল এবং গন্ধমাদনবাসীরা লোকপালগণের ন্যায় শোভমান সেই পাণ্ডবচতুষ্টয়কে নিরীক্ষণ করিয়া বিপুল সৈন্য-সামন্তসমভিব্যাহারে তথায় দণ্ডায়মান রহিল, পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অল্পে অল্পে সংগ্রাম হইতে লাগিল।

যখন শত্রুনিপাতন সব্যসাচী ধনঞ্জয় দেখিলেন যে, মন্দমতি গন্ধর্ব্ব-সৈন্যগণ মৃদু যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার নহে, তখন সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, "হে খেচরগণ! তোমরা আমার ভ্রাতা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ কর।"

গন্ধর্ব্বগণ যশস্বী অর্জ্জুনের বাক্য-শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিল, "হে তাত! আমরা অক্ষুব্ধচিত্তে একমাত্র গন্ধর্ব্বরাজের বাক্যানুসারে কার্য্য করি ও তাঁহারই শাসন প্রতিপালন করিয়া থাকি; তিনি আমাদিগকে যেরূপ আদেশে করিয়াছেন, তদনুসারেই কার্য্য করিব; তিনি ভিন্ন কেহই আমাদের শাসনকর্ত্তা নাই।"

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, "বল প্রকাশপূর্ব্বক পরস্ত্রী অপহরণ করা ও মনুষ্যের সহিত একত্র মিলিত হওয়া গন্ধর্ব্বরাজের নিতান্ত অনুচিত, অতএব তোমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে এই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও উহাদের পত্নীদিগকে পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ইহাদিগকে সহজে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমি বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তোমাদের হস্ত হইতে মোচন করিব, তাহার সন্দেহ নাই।"

সব্যসাচী ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্বগণের উপর শাণিত শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন গন্ধর্ব্বেরাও পাণ্ডবগণের প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন হেমমাল্যধারী গন্ধর্ব্বেরা নিশিত শর-বর্ষণ দ্বারা চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিল। পাণ্ডবচতুষ্টয় ও সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব সমবেত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া সকলেই নিতান্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বেরা শর-বৃষ্টি দ্বারা কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের রথ যেমন বারংবার ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবচতুষ্টয়ের বর্ম্মও

ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন; পাণ্ডবেরাও শত শত গন্ধর্ব্বদিগকে মুহুর্মুহুঃ শরাবদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন গগনচারী গন্ধর্ব্বেরা ক্ষতবিক্ষতদেহ হইয়া কোন ক্রমেই তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

অনন্তর বলমদমত্ত ক্রোধাবিষ্ট অর্জ্জুন ক্রোধপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণকে লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব যমভবনে গমন করিল। পরে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন নিশিত শরনিকর-প্রহারে শত শত গন্ধর্ব্বকে সংহার করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবও যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক গগনমার্গে উত্থিত হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শরপ্রয়োগপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলে তাহারা পঞ্জরমধ্যগত শকুন্তের ন্যায় শরজাল দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত গদা ও শক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই শরজাল নিবারণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রতি ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা কাহার মস্তক, কাহার বা চরণ, কাহার বা বাহু শিলাবৃষ্টির ন্যায় নিরন্তর ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহা দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইল। তখন তাহারা অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলস্থ অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অর্জ্জুন তাহাদিগের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া পুনরায় অস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন।

পরে তিনি স্থূলকর্ণ, ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় ও সৌম্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। যাদৃশ দৈত্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্রে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, তদ্রূপ গন্ধর্ব্বেরা অর্জ্জুন-বাণে একান্ত দহ্যমান হইয়া উঠিল। তাহারা যখন ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখন অর্জ্জুন বাণপ্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন, পরে তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল দেখিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহাদের গতিরোধ করিলেন।

অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বগণকে নিতান্ত ত্রাসিত ও ভীত দেখিয়া এক আয়সী গদা গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই অবসরে অর্জ্জুন শর-সমূহ দ্বারা তদীয় হস্তস্থিত গদা সপ্তধা ছেদন করিলেন। তখন চিত্রসেন বিদ্যাপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া অর্জ্জুনের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন এবং দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া পুনরায় অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিত্রসেন মায়াবলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অস্ত্রপ্রয়োগ সকল ব্যর্থ হইল।

মহাবীর অর্জ্জুন, অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ হইল নিরীক্ষণ করত ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া আকাশগামী দিব্যাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অন্তর্হিত ব্যক্তির বধসাধন করিবার নিমিত্ত শব্দভেদী বাণ প্রয়োগ করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ পার্থশরাঘাতে নিতান্ত পীড়িত ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রিয়সখা চিত্রসেন।" তখন অর্জ্জুন যুদ্ধকাতর প্রিয়সখা চিত্রসেনকে সন্দর্শন করিয়া অস্ত্র সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য পাণ্ডবগণও স্বীয় তুরঙ্গম, শর ও ধনু সকল প্রতিসংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর কুশল-জিজ্ঞাসা করিয়া রথারূঢ় হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বসেনাগণমধ্যে চিত্রসেনকে কহিলেন, "হে বীর! আপনি কি নিমিত্ত কৌরবগণের নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আর কি নিমিত্তই বা সভার্য্য দুর্য্যোধনকে নিগ্রহ করিলেন?"

চিত্রসেন কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! আমি স্বস্থানে অবস্থিতি করিয়াই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেই মন্দমতি মনে করিয়াছিল যে, পাণ্ডবগণ বনমধ্যে অনাথের ন্যায় বাস করিতেছে, এই সময় আমি বিবিধ দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সম্পত্তি-সমভিব্যাহারে তাহাদিগের দুর্দ্দশা দর্শন করিব। আর এই সমস্ত কৌরবগণ দ্রৌপদীকে

উপহাস করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিল। সুর-রাজ ইন্দ্র উঁহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমাকে আদেশ করিলেন যে, 'তুমি ত্বরায় গিয়া অমাত্যসমবেত দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া আনয়ন কর ; অর্জ্জুন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিও। ধনঞ্জয় তোমার প্রিয়সখা ও শিষ্য।' হে পাণ্ডব! আমি সুররাজের বচনানুসারে এখানে আগমন করিয়া এই দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়াছি ; এক্ষণে ইহাকে লইয়া সুরলোকে ইন্দ্রসন্নিধানে গমন করিব।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে চিত্রসেন! আপনি যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন, কারণ, দুর্য্যোধন আমাদের ভ্রাতা ; উঁহাকে মুক্ত করা ধর্ম্মরাজের নিতান্ত অভিপ্রেত।"

চিত্রসেন কহিলেন, "এই পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করা কোনক্রমে উচিত নহে। এই মন্দমতি ধর্ম্মরাজ ও দ্রৌপদীকে বঞ্চনা করিয়াছিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহার দুষ্টাভিপ্রায় জানিতে পারেন নাই। চল, তাঁহার নিকট গিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করি ; পরে তিনি যাহা কহিবেন, তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে।"

অনন্তর তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ধর্ম্মরাজ অজাতশত্রু সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর কৌরবগণ ও তাঁহাদিগের অঙ্গনাগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা যে সমর্থ হইয়াও এই দুর্ব্বৃত্ত দুর্য্যোধন এবং ইহার অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গের কোন হিংসা কর নাই, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় ; তোমরা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। এই দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে মুক্ত করাতে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা হইল। তোমাদের দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, আজ্ঞা কর, কি অভিলাষ সম্পাদন করিব? তোমরা স্ব স্ব অভিলাষ পূর্ণ করিয়া সত্বরে গমন কর, বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।"

চিত্রসেন-প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অপ্সরাগণ-সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কৌরবগণ যে সমুদয় গন্ধর্ব্বকে সংগ্রামে নিহত করিয়াছিল, দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতবর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। পাণ্ডবগণ এইরূপে জ্ঞাতিগণ ও তাহাদের পত্নী-সমুদয়কে বিমুক্ত করিয়া পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ স্ত্রী-পুত্র-সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের পূজা করিলে তাঁহারা তখন যজ্ঞমধ্যস্থ অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণয়বাক্যে ভ্রাতৃগণ-সমবেত দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে ভ্রাতঃ! তুমি আর কখনও এরূপ সাহস করিও না, অসমসাহসিক ব্যক্তি কদাপি সুখী হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে নির্বিঘ্নে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পরমসুখে গৃহে গমন কর, অন্তঃকরণে কোন প্রকার দুঃখচিন্তা করিও না।"

নরপতি দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় আতুরের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় নগরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ গমন করিলে ভ্রাতৃচতুষ্টয়সমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত ও অমরমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সুররাজের ন্যায় তপোধনগণে সমাবৃত হইয়া পরমাহ্লাদে সেই দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দুরাত্মা অভিমানী গর্ব্বিত পাপ-পরায়ণ দুর্য্যোধন পুরুষকার ও উদারতা প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বদাই পাণ্ডবদিগের অবমাননা করিত ; কিন্তু সেই পাপিষ্ঠ শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিবদ্ধ হইলে মহাত্মা পাণ্ডবেরা তাহাকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিলেন : বোধ হয়, এই নিমিত্ত তাহার অন্তঃকরণ ঘৃণা ও লজ্জায় অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়াতে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়াছিল। তখন সে কিরূপে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিল, তাহা সবিস্তর বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখে একান্ত কাতর ও শোকে হতবুদ্ধি হইয়া পরাভব চিন্তা করত চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে লজ্জাবনত-মুখে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যবপূর্ণ ও জলসনাথ পরমরমণীয় ক্ষেত্রে যান সকল বিমুক্ত এবং হস্ত্যশ্ব-রথ-পদাতি প্রভৃতি সৈন্যচয় যথানিয়মে সন্নিবেশিত করিয়া স্বয়ং উজ্জ্বলতর সুচারু পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কর্ণ নিশাবসানসময়ে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মলিনবদন শোকদুঃখ-পরিপ্লুত দুর্য্যোধনের নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, "হে কুরুনন্দন! আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে, তোমার জীবন বিনষ্ট হয় নাই; তুমি কামরূপী গন্ধর্ব্বগণকে পরাভব করিয়াছ, ভাগ্যক্রমে অদ্য আমরা পুনরায় গান্ধার-নগরে মিলিত হইলাম এবং ভাগ্যক্রমে বিজিগীষু নির্জ্জিতশত্রু তোমার ভ্রাতৃগণকে নয়নগোচর করিলাম। তোমার সমক্ষে গন্ধর্ব্বেরা আমাকে আক্রমণ করিলে, আমার সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল, আমি তাহাদিগকে কোনক্রমে নিবারণ করিতে না পারিয়া অরাতিশরে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রস্থান করিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোমরা কিরূপে সেই অমানুষ যুদ্ধ হইতে স্ত্রী, সৈন্য ও বাহনগণ-সমভিব্যাহারে অক্ষত-শরীরে নির্ব্বিঘ্নে বিমুক্ত হইলে? মহারাজ! অদ্য রণস্থলে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তুমি যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছ, তাহা নির্ব্বাহ করে, এমন লোক আর ইহলোকে দৃষ্টিগোচর হয় না।"

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া গদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে রাধেয়! তুমি আমাদের যুদ্ধের বিষয় কিছুই জান না, এই নিমিত্ত আমি তোমার বাক্যে ক্রুদ্ধ হইলাম না। তুমি বোধ করিয়াছ যে, আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিয়াছ, কিন্তু তাহা নহে। আমি সোদরগণ-সমভিব্যাহারে অনেকক্ষণ গন্ধর্ব্বদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই সৈন্য-ক্ষয় হইল। তৎপরে যখন মায়াবী গন্ধর্ব্বগণ গগনতলে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, তখন আমরা তাহাদের সহিত সমভাবে সংগ্রাম করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহারা আমাদিগকে পরাজয় করিল এবং পুত্র, কলত্র, অমাত্য, ভৃত্য, বল, বাহন সমভিব্যাহারে বন্ধন করিয়া আকাশমার্গে লইয়া চলিল

ঐ অবসরে আমাদের কতকগুলি সৈনিক-পুরুষ ও অমাত্য একত্র হইয়া শরণাগতরক্ষক পাণ্ডবদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক দীনবচনে কহিল, 'হে মহাবীরগণ! স্বর্গবাসী গন্ধর্ব্বেরা পত্নী-সমূহ-সমবেত রাজা দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে, আপনারা ত্বরায় গিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করুন। কুরুকুলকামিনীগণের অবমাননা আপনাদের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার বিষয়।'

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাদের মুখে এইরূপ সংবাদ শ্রবণমাত্র অন্যান্য পাণ্ডবগণকে সম্মত করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ গন্ধর্ব্বদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং পরাজয়ে সমর্থ হইলেও সান্ত্ববাদপূর্ব্বক আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কহিলেন; কিন্তু গন্ধর্ব্বগণ তাহাতে সম্মত হইল না দেখিয়া মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব তাহাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগকে লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, মহাবীর ধনঞ্জয় শরজালে বেষ্টিত হইয়া দিব্যাস্ত্র বর্ষণ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অর্জ্জুনের সখা গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন ও ধনঞ্জয় পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল-প্রশ্ন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণও চিত্রসেনকে অবলোকন করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপে তাঁহারা যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে পূজা করিলেন।"

অষ্টচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে কর্ণ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের সহিত সমাগত হইয়া সহাস্য-মুখে কহিলেন, 'সখে! তুমি এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ কর; আমরা জীবিত থাকিতে উঁহাদিগের এইরূপ অবমাননা নিতান্ত অযোগ্য হইতেছেন।' আমরা যে প্রকার অভিসন্ধি করিয়া নগর হইতে নির্গত হইয়াছিলাম, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন আদ্যোপান্ত সমস্তই অর্জ্জুনের কর্ণগোচর করিলেন। আমি তৎকালে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া মনে করিলাম, ভগবতী বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইলে এখনই ইহাঁর অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

অনন্তর গন্ধর্ব্বেরা পাণ্ডবগণের সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদিগের দুর্ম্মন্ত্রণা ও বন্ধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন করিল। হে কর্ণ! আমি প্রিয়াসমক্ষে বদ্ধ ও শত্রুবশংবদ হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের উপহারস্বরূপ হইলাম; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? আমি যাহাদিগকে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছি এবং যাহারা আমার পরম শত্রু, এক্ষণে তাহারাই আমার বন্ধনমোচন ও জীবন প্রদান করিল! ফলতঃ এইরূপ অপমান সহ্য করিয়া জীবনধারণ করা অপেক্ষা যদি রণক্ষেত্রে বিপক্ষহস্তে আমার মৃত্যু হইত, তাহাও মঙ্গলের বিষয় হইত। কারণ, গন্ধর্ব্বহস্তে মৃত্যু হইলে ভূমণ্ডলে আমার প্রভূত যশোরাশি বিস্তীর্ণ হইত এবং আমিও ইন্দ্রসদনে অক্ষয় পুণ্যলোক লাভ করিতাম। এক্ষণে আমি যেরূপ অবধারণ করিয়াছি, শ্রবণ কর।

অদ্য তোমরা আমার দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত নগরে প্রতিগমন কর। আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব। শত্রুকৃত অপমান সহ্য করিয়া আর পুরপ্রবেশ করিব না। পূর্ব্বে আমি শত্রুগণের মাননাশ ও সুহৃজ্জনের মানবর্দ্ধন করিতাম, আজি সুহৃদ্গণের শোক ও শত্রুপক্ষের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া বারণাবতনগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক মহারাজকে কি বলিব? আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, বাহ্লিক, সঞ্জয় ও সোমদত্ত প্রভৃতি অন্যান্য বৃদ্ধ-সম্মত ব্যক্তি, প্রধান প্রধান শিল্পী, ব্রাহ্মণ এবং উদাসীনেরাই বা আমাকে কি বলিবেন এবং আমিই বা তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব? আমি শত্রুগণের মস্তকে অবস্থান ও বক্ষঃস্থলে বিক্রম প্রকাশ করিয়া আত্মদোষে স্থানভ্রষ্ট হইয়াছি, এই কথা এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট কিরূপে কহিব?

দুর্বিনীত ব্যক্তি শ্রী, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া কখন নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বচ্ছন্দে নিরাপদে কালযাপন করিতে পারে না। দেখ, বলগর্ব্বিত হইয়া আমার কি দশা ঘটিয়াছে। আমি মোহাবিষ্ট হইয়া এইরূপ অন্যায্য গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এক্ষণে বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইয়াছি; অতএব আমি প্রায়োপবেশন করিব, আমার জীবনধারণে আর প্রয়োজন নাই। আমি বিপৎকালে শত্রুকর্ত্তৃক উদ্ধৃত, উপহসিত ও যেরূপ অপমানিত হইয়াছি, তাহাতে ক্ষণমাত্রও জীবনধারণ করিতে অণুমাত্র অভিলাষ করি না।"

এইরূপে দুর্য্যোধন চিন্তাসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইয়া দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে দুঃশাসন! আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করিতেছি। তুমি রাজা হইয়া যথাক্রমে কর্ণসৌবলপালিতা পৃথিবী শাসন কর। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও ভ্রাতৃগণকে বিশ্বস্তচিত্তে পালন কর। বন্ধুবর্গ তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করুক; তুমিই তাহাদিগের একমাত্র গতি। তুমি অপ্রমত্ত-চিত্তে বিপ্রগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। যাদৃশ ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে প্রীত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও জ্ঞাতিবর্গের প্রতি প্রীতিভাব রাখিবে, গুরুলোকদিগকে পালন করিবে। এক্ষণে তুমি সুহৃদ্গণের মানবর্দ্ধন ও শত্রুদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া পৃথিবী পালন কর।" এই বলিয়া রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তুমি অবিলম্বেই পরম-সুখে স্বনগরাভিমুখে গমন কর।"

অনন্তর দুঃশাসন অতি দীনমনে, গলদশ্রু-নয়নে ও গদগদবচনে "মহারাজ! প্রসন্ন হউন," বলিয়া কৃতাঞ্জলি-

পুটে প্রণিপাত করিলেন এবং একান্ত দুঃখিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে অনর্গল অশ্রুজল বিগলিত হইয়া দুর্য্যোধনের চরণযুগল অভিষিক্ত করিল। পরে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেরূপ কহিতেছেন, ইহা কদাচ হইবে না। যদি সমুদয় ভূমি বিদীর্ণ ও নভোমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হয়, যদি দিবাকর প্রখর প্রভা, চন্দ্রমা শীতাংশুতা ও হুতাশন উত্তাপ পরিত্যাগ করেন, যদি সমীরণ শীঘ্রগামিতাবিরহিত, হিমাচল ইতস্ততঃ সঞ্চলিত ও সাগরবারি সমুদয় শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ রাজ্যশাসন করিব না। হে মহারাজ! আপনিই আমাদিগের বংশে শত বৎসর রাজ্যপালন করিবেন।" দুঃশাসন এই বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ স্পর্শ করত করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনকে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া ব্যথিত-মনে কহিলেন, "কৌরব! তোমরা অজ্ঞানবশতঃ প্রাকৃত লোকের ন্যায় কেন বিষণ্ণ হইতেছ? নিরন্তর শোকাভিভূত ব্যক্তির শোক কদাচ অপনীত হয় না। যখন শোক হইতেই ব্যসন উপস্থিত হইতেছে, তখন তোমরা শোক করিয়া কি বিশেষ ফললাভ করিবে? অতএব এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন কর। শোকাকুল হইয়া শত্রুগণকে আনন্দিত করিও না। পাণ্ডবেরা যে তোমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছে, বিবেচনা করিলে তাহা তাহাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই বোধ হইবে, সন্দেহ নাই। কেন না, তাহারা তোমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে বাস করিতেছে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, রাজ্যান্তর্ব্বাসী ব্যক্তিরা প্রতিনিয়তই রাজার প্রিয়কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। অতএব তন্নিমিত্ত সামান্য লোকের ন্যায় বৃথা শোক করা নিতান্ত অবিধেয়। তুমি প্রায়োপবেশন করিবে বলিয়া তোমার সহোদরেরা একান্ত বিষণ্ণ হইতেছে। এক্ষণে তুমিই উহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া পুনরায় নগরে গমন কর।"

ঊনপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, "হে রাজন্! অদ্য নিশ্চয় জানিলাম, তুমি অত্যন্ত লঘুচেতাঃ; পাণ্ডবেরা তোমাদিগকে শত্রু হইতে বিমুক্ত করিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রাজ্যান্তর্ব্বাসী ব্যক্তি ও সৈনিক পুরুষেরা সমক্ষেই হউক অথবা অসমক্ষেই হউক, প্রাণপণে অবশ্যই প্রভুর প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবে। প্রধান পুরুষেরা শত্রু-সেনা কর্ত্তৃক রণস্থলে নিগৃহীত হউন বা পরিত্যক্তই হউন, তাহাদিগকে ক্ষোভিত করিতে কখনই ত্রুটি করিবেন না। তাঁহারা জনপদবাসী যুদ্ধাজীব মানবগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। পাণ্ডবেরা তোমার রাজ্যান্তর্ব্বাসী, তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে তোমাকে যে মুক্ত করিয়াছে, তন্নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নহে।

হে নৃপোত্তম! যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবেরা পূর্ব্বেই তোমার ভৃত্য ও সহায়স্বরূপ হইয়াছে; অতএব তুমি যে সময়ে যুদ্ধযাত্রা কর, তৎকালে যে তাহারা স্বীয় সেনা-সমভিব্যাহারে তোমার অনুগমন করে নাই, ইহা কি তাহাদিগের সাধু ব্যবহার হইয়াছে? তুমি অদ্যাপি পাণ্ডবগণের রত্ন-সমূহ উপভোগ করিতেছ; কিন্তু তন্নিমিত্ত তাহারা কিঞ্চিন্মাত্রও অসুখী হয় নাই এবং দুঃখে প্রায়োপবেশনও করে নাই। রাজার প্রিয়কার্য্য-সাধন করা রাজ্যান্তর্ব্বাসাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য জানিয়া পাণ্ডবেরা আপন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিয়াছে, তন্নিমিত্ত এরূপ চিন্তিত হইবার প্রয়োজন কি?

হে রাজেন্দ্র! যদ্যপি আমার কথা রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি তোমার চরণ-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিব। আমি তোমা ব্যতিরেকে কখন জীবনধারণ করিতে পারিব না। আর তুমি প্রায়োপবেশন করিলে অবশ্যই রাজগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে।" প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়াও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন না।

পঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন প্রায়োপবেশনে কৃতনিশ্চয় হইলে সুবল-নন্দন শকুনি তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! কর্ণ যে সকল কথা কহিয়াছেন, তুমি তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছ; উহাঁর সমুদয় বাক্যই ন্যায়ানুগত। তুমি কি নিমিত্ত মদুপার্জ্জিত বিপুল ঐশ্বর্য্য অকারণ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছ? তুমি নিতান্ত অবোধ অথবা বৃদ্ধগণের নিকট সদুপদেশ প্রাপ্ত হও নাই। দেখ, যে ব্যক্তি সহসা সমুপস্থিত হর্ষ বা দুঃখের বেগ সংবরণ করিতে সমর্থ না হয়, সে সম্পত্তিসম্পন্ন হইলেও উদকমধ্যগত আম-পাত্রের ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হয়। রাজা সাতিশয় ভীত, ক্ষমাশূন্য, দীর্ঘসূত্রী, প্রমত্ত, ব্যসনী ও বিষয়াসক্ত হইলে প্রজাগণ কখন তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয় না। পাণ্ডবগণ তোমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছে; তদ্বিষয়ে তোমার শোক করা অনুচিত; বরং তাহাদিগের প্রত্যুপকার করাই তোমার পক্ষে একান্ত শ্রেয়স্কর। যে বিষয়ে তোমার হর্ষ প্রকাশ ও পাণ্ডবগণের সৎকার করা উচিত, তদ্বিষয়ে তুমি শোক করিয়া নিতান্ত বিপরীতাচরণ করিতেছ। এক্ষণে প্রসন্ন হও; কদাচ প্রাণ পরিত্যাগ করিও না, সন্তুষ্ট-চিত্তে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়াছ স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান কর; তাহা হইলে তোমার যশ ও ধর্ম্মলাভ হইবে। তুমি অবিলম্বে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সৌভ্রাত্র সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের পৈতৃক রাজ্য প্রদান কর; তাহা হইলে পরমসুখে চিরকাল যাপন করিবে।"

মহারাজ দুর্য্যোধন শকুনির বাক্য-শ্রবণানন্তর চরণতলে পতিত বিপরীতচেতাঃ দুঃশাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সোদরস্নেহবশতঃ বাহুযুগল দ্বারা তাহাকে উত্থাপিত করত আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণে তাঁহার মন স্থির হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত, সর্ব্বাধিক নির্ব্বেদ ও ব্রীড়ার উদয় হওয়ায় নৈরাশ্য অবলম্বন করিলেন এবং দীনবাক্যে কহিলেন, "কি ধর্ম্ম, কি ধন, কি সুখ, কি ঐশ্বর্য্য, কি প্রভুত্ব, কি ভোগ, কিছুতেই আমার আবশ্যকতা নাই, আমি প্রায়োপবেশনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, তোমরা ইহার বিরুদ্ধে কোন পরামর্শ প্রদান করিও না। সকলে একত্র হইয়া নগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক আমার গুরুগণের সেবা কর।" তাহারা দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণানন্তর পুনরায় তাঁহাকে কহিল, "মহারাজ! আমরা আর প্রতিগমন করিব না, আমরা তোমা ব্যতিরেকে কদাচ সেই নগরে প্রবেশ করিতে পারিব না। এক্ষণে তোমার যেরূপ গতি, আমাদিগেরও সেইরূপ হইবে।"

মহারাজ দুর্য্যোধন সুহৃৎ, অমাত্য, ভ্রাতা ও স্বজনগণ কর্ত্তৃক এইরূপ বহুপ্রকার অভিহিত হইয়াও আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বর্গলাভবাসনায় জল স্পর্শপূর্ব্বক শুচি হইয়া ভূতলে কুশাস্তরণ সংস্তীর্ণ করত তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। কুশ ও চীরবসন পরিধান, বাক্যসংযম ও মনের একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া বাহ্য-ক্রিয়া-সকল পরিত্যাগ করিলেন।

এই অবসরে সুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত পাতালতলবাসী দারুণ দৈত্যদল দুর্য্যোধনকে মরণে কৃতনিশ্চয় জানিয়া ও জ্ঞাতিগণের ক্ষয় বুঝিতে পারিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য-প্রোক্ত অথর্ব্ববেদবিহিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিল। যে সকল মন্ত্রজপসমাযুক্ত ক্রিয়া উপনিষদে অভিহিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল, বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ সমাহিত-চিত্তে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

কর্ম্ম-সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে পর অদ্ভুতরূপশালিনী আজ্ঞাকারিণী এক দেবতা জৃম্ভণ করিতে করিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দানবগণ! তোমাদিগের কি করিতে হইবে?" তখন দৈত্যগণ প্রফুল্লচিত্তে কহিল, "আপনি কৃতপ্রায়োপবেশন মহারাজ দুর্য্যোধনকে এই স্থানে আনয়ন করুন সেই দেবতা দৈত্যগণের বাক্যে সম্মত হইয়া, নিমেষমধ্যে সুযোধনসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া, পাতালতলে প্রবেশ করিয়া দানবগণের নিকট প্রদান

করিলেন। দানবগণ দুর্য্যোধনকে সমানীত দেখিয়া রজনীযোগে সকলে সমাসীন হইয়া হৃষ্টমনে উৎফুল্ল-লোচনে সম্মান প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিল।

একপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

দানবেরা কহিল, "হে রাজেন্দ্র ভরতকুলশ্রেষ্ঠ সুযোধন! আপনি প্রতিদিন মহাবল-পরাক্রান্ত শূরগণে পরিবৃত হইয়া অলৌকিক বল-বিক্রম ও সাহস প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত প্রায়োপবেশন করিলেন? দেখুন, আত্মঘাতী ব্যক্তি নিরয়গামী হয় এবং সকলে তাহার মহতী অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করে। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ পুরুষেরা কুলবিনাশন আত্মহত্যারূপ মহাপাপে কদাচ লিপ্ত হয়েন না, অতএব আপনি ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, যশ, প্রতাপ ও বীর্য্যবিনাশিনী এবং অরাতিকুলের আনন্দবর্দ্ধিনী এই দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। আপনি প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। আপনি স্বর্গীয় মহাপুরুষ, যেরূপে আপনার কলেবর নির্ম্মিত হইয়াছে, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাহার যথার্থ তত্ত্ব শ্রবণ করুন।

মহারাজ! আমরা পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া মহেশ্বর-প্রসাদে আপনাকে লাভ করিয়াছি, আপনার শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ বজ্রসমষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ অংশ অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা অভেদ্য। পশ্চিমকায় দেবী কর্ত্তৃক পুষ্প দ্বারা বিনির্ম্মিত, উহা নয়নগোচর করিলে রমণীজনের মন মোহিত হয়। এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতি ও পার্ব্বতী কর্ত্তৃক আপনি নির্ম্মিত হইয়াছেন, অতএব আপনার শরীর মানব-শরীর নহে।

দিব্যাস্ত্রবিশারদ ভগদত্তপ্রমুখ মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ আপনার অরাতিকুল নির্ম্মূল করিবেন, অতএব আপনি বিষাদ পরিত্যাগ করুন, আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই, কেবল ভবদীয় সহায়তা করিবার নিমিত্তই দানবেরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য অসুরগণ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতির শরীরে প্রবেশ করিলে তাঁহারা দয়াশূন্য হইয়া আপনার শত্রুগণের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবেন। তখন তাঁহারা পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধব, শিষ্য, জ্ঞাতি, বালক ও বৃদ্ধ, কাহাকেও ক্ষমা করিবেন না; দারুণ দানবাবেশবশতঃ বিমোহিত হইয়া এককালে চির-পরিচিত স্নেহে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে সকলকেই যুদ্ধে প্রহার করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিধিনির্ব্বন্ধ ও দৈবপ্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া 'আমি তোমাকে জীবিত থাকিতে পরিত্যাগ করিব না,' এইরূপ পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ, অনবরত অস্ত্রবর্ষণ, স্ব স্ব পুরুষকারপ্রকাশ ও শ্লাঘা করত শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হইবেন; তদ্দর্শনে মহাত্মা পাণ্ডবেরাও যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না; তাহা হইলে ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবল পুরুষেরা দৈববলে পাণ্ডবগণের প্রাণ সংহার করিবেন। দৈত্য ও রাক্ষসগণ ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহারাই কার্য্যকালে গদা, মুষল, শূল ও নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া আপনার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবে।

হে রাজন্! আপনার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে অর্জ্জুন-ভয় জাগরূক রহিয়াছে, আমরা তাহার নিরাকরণের সদুপায়বিধান করিয়াছি। পূর্ব্বনিহত নরকাসুরের আত্মা কর্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক জন্মান্তরীণ বৈর স্মরণ করত কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া অর্জ্জুন ও অন্যান্য শত্রুদিগকে পরাজিত করিবেন। দেবরাজ ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাবীর কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ অপহরণ করিবেন; তন্নিমিত্ত আমরাও সংশপ্তক নামে শতসহস্র দানব তথায় নিযুক্ত করিয়াছি, তাহারাই অর্জ্জুনকে নিহত করিবে, অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবেন; এক্ষণে বিষাদে প্রয়োজন নাই। হে রাজন্! আপনার বিনাশ হইলে আমরাও বিনষ্ট হইব; পাণ্ডবেরা যেমন দেবগণের, তদ্রূপ আপনি আমাদিগের একমাত্র গতি, অতএব এই দুর্ব্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করুন; আপনার বুদ্ধি যেন কদাচ অন্যদিকে প্রবর্ত্তিত না হয়।" এই বলিয়া দানবেরা নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারাজ দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আত্মজের ন্যায় প্রবোধ-বাক্যে আশ্বস্ত ও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি স্থিরীকৃত করিল। পরে প্রিয়বাক্য

প্রয়োগপূর্ব্বক 'আপনার জয়লাভ হউক' বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিল। তখন যে স্থানে তিনি প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন, সেই দেবতা পুনর্ব্বার তথায় তাঁহাকে আনয়ন করিলেন এবং যথোচিত উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া গমনের অনুজ্ঞালাভপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিব।" তৎকালে তাঁহার এইরূপ বোধ হইল, যেন মহাবীর কর্ণ ও সংশপ্তকগণ পার্থ-সংহারার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। বস্তুতঃ পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত দুর্ম্মতিপরতন্ত্র দুর্য্যোধনের বলবতী আশা এইরূপে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল, মহাবীর কর্ণ মৃত নরকাসুরের আত্মা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অর্জ্জুন-সংহারে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সংশপ্তকগণ রাক্ষসাবেশপ্রভাবে রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হইয়া অর্জ্জুন-বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইল। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ ইহাঁরা দানবাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহ-প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলেন।

রাজা দুর্য্যোধন এই কথা অতি গোপনে রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে মহাবীর কর্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া সহাস্য-মুখে রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "মহারাজ! জীবন পরিত্যাগ করিলে জয়লাভ হয় না, জীবিত ব্যক্তি সকল মঙ্গলেরই ভাজন হইয়া থাকেন, অতএব তুমি প্রাণ-পরিত্যাগ করিলে কিরূপে জয় বা মঙ্গললাভ হইবে? এক্ষণে ভয়, বিষাদ বা মরণের অবসর নাই।" মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "মহারাজ! তুমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর, কি নিমিত্ত অকারণে শোক করিতেছ? স্ববীর্য্যপ্রভাবে শত্রুদিগকে একান্ত সন্তাপিত করিয়া এক্ষণে কেনই বা মরণাভিলাষী হইয়াছ? অথবা যদি অর্জ্জুনের বলবীর্য্যে তোমার শঙ্কা জন্মিয়া থাকে, তবে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক সমরানল প্রজ্বালিত করিয়া অবিলম্বেই তাহাকে বধ করিব।"

তখন রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ ও দৈত্যগণের প্রবোধ-বাক্যে এবং দুঃশাসনাদির অনবরত প্রণিপাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। পরে দানবদিগের বাক্যানুসারে বুদ্ধি স্থির করিয়া সৈন্যগণকে আদেশ প্রদান করিলে, রথ-অশ্ব-মাতঙ্গ-পদাতিক-সঙ্কুল সৈন্য-সকল গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অনবরত গমন করিতে লাগিল। তখন শ্বেত ছত্র, শ্বেত পতাকা ও শ্বেত চামরে শারদীয় সুবিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় সৈন্যমণ্ডলী সুশোভিত হইয়া উঠিল। রাজা দুর্য্যোধন আধরাজের ন্যায় পরম-রাজশ্রী সম্পন্ন হইয়া শকুনি, কর্ণ ও দ্যূতরত পুরুষগণের সহিত সর্ব্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণেরা জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার স্তুতি-বাদে প্রবৃত্ত হইলেন, অধীনস্থ সমস্ত লোক তথায় আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। দুঃশাসন প্রভৃতি রাজ-সহোদরগণ ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত ও বাহ্লিকের সহিত নানাবিধ হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অল্পকালমধ্যেই স্বীয় নগরে সমুপস্থিত হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা পাণ্ডুতনয়-গণের বনবাসকালে ধনুর্দ্ধর ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ, কর্ণ, শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা সুযোধন পাণ্ডুতনয়গণ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মুক্ত হইয়া হস্তিনা-নগরে আগমন করিলে পর কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্ম তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "বৎস! আমি তোমার দ্বৈতবনগমনকালে তোমাকে কহিয়াছিলাম যে, দ্বৈতবনে গমন করা আমার সম্মত নহে। তুমি আমার বাক্য অবহেলন করিয়া তথায় গমন করিলে, শত্রুগণ বলপূর্ব্বক তোমাকে আক্রমণ করিল; ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডবগণ অরাতিহস্ত হইতে তোমাকে বিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে কি তোমার লজ্জার লেশমাত্রও হয় নাই? সূতপুত্র কর্ণ তোমার ও তোমার সৈন্যসমূহের সমক্ষেই গন্ধর্ব্বগণের ভয়ে ভীত হইয়া রণ পরিত্যাগ-

পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। ইহাতে তুমি মহাত্মা পাণ্ডু-নন্দনগণ ও দুর্ম্মতি সূতপুত্রের পরাক্রম স্পষ্টই অবগত হইয়াছ। দুরাত্মা সূতপুত্র কি ধনুর্ব্বেদ, কি শৌর্য্য, কি ধর্ম্ম কিছুতেই পাণ্ডবগণের চতুর্থাংশভাগী নহে। অতএব এই কুলের বৃদ্ধির নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করা আমার মতে শ্রেয়স্কর।”

রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে শকুনি সমভিব্যাহারে তথা হইতে সহসা প্রস্থান করিলেন। কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি ধনুর্দ্ধরগণ তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কুরুকুলাগ্রগণ্য ভীষ্ম তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বীয় ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

মহাত্মা ভীষ্ম স্বস্থানে গমন করিলে পর নরপতি দুর্য্যোধন মন্ত্রিগণসমভিব্যাহারে পুনরায় তথায় আগমনপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, “দেখ, কিরূপে আমাদের শ্রেয়োলাভ হইবে, কোন্ কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে, আর সেই কার্য্য কিরূপেই বা সম্পন্ন হইবে, এক্ষণে তদ্বিষয়ক পরামর্শ করি।”

কর্ণ কহিলেন, “হে দুর্য্যোধন! আমি যাহা কহিতেছি, অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ভীষ্ম সতত আমাদের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তোমার দ্বেষ করিলেই আমার দ্বেষ করা হয়। তিনি সততই তোমার সমীপে আমার নিন্দা করেন। তিনি তোমার সমক্ষে যে পাণ্ডবগণের যশঃকীর্ত্তন ও তোমার নিন্দা করিয়াছেন, তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। হে রাজন্! তুমি অনুমতি কর, আমি ভৃত্য, বল ও বাহন লইয়া শৈল-কানন-সমবেত সমুদয় মেদিনীমণ্ডল পরাজয় করিব, বলশালী পাণ্ডবেরা চারিজনে সমুদয় মেদিনীমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিল; আমি একাকী তাহা সম্পন্ন করিব। যে কুরুকুলাধম ভীষ্ম সতত অনিন্দ্য ব্যক্তির নিন্দা ও অপ্রশংস্য ব্যক্তির প্রশংসা করিয়া থাকে, সে অদ্য আমার বল-বিক্রম দর্শন করিয়া আত্মাকে নিন্দা করুক। হে রাজন্! তুমি অনুমতি কর, আমি আয়ুধ-গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট সত্য করিতেছি, নিশ্চয়ই তোমার জয়লাভ হইবে।”

নরপতি দুর্য্যোধন কর্ণের বচন শ্রবণানন্তর পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, “অঙ্গরাজ! তুমি আমার হিত-কার্য্যে নিরত হওয়াতে আমি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম; অদ্য আমার জন্ম সার্থক হইল। যখন তুমি সমুদয় শত্রুনিধনে কৃতসংকল্প হইয়াছ, তখন স্বচ্ছন্দে দিগ্বিজয়ে গমন করিতে প্রবৃত্ত হও, আর আমাকে সদুপদেশ প্রদান কর।”

মহাবীর কর্ণ ধীমান্ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া যাত্রিক সমুদয়কে বহির্গত হইতে আদেশ করিলেন এবং শুভ তিথি, নক্ষত্র ও মুহূর্ত্তে স্নাতক ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ ও রথে আরোহণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। তখন তাঁহার রথ-নির্ঘোষে সচরাচর ত্রৈলোক্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ সৈন্য-মণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া রমণীয় দ্রুপদ-নগরী রোধ ও দ্রুপদ-রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট কর-স্বরূপ রজত ও বিবিধ রত্নজাত গ্রহণ করিলেন। পরে দ্রুপদরাজের অনুচর রাজগণকে বংশবদ ও করপ্রদ করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় সমরানল প্রজ্বালিত করিয়া তত্রস্থ সমস্ত নৃপতিকে বশীভূত ও মহারাজ ভগদত্তকে পরাজিত করিলেন। পরে হিমাচলে আরোহণপূর্ব্বক তত্রস্থ পার্ব্বত্য রাজাদিগকে পরাজিত ও করপ্রদ করিয়া সত্বরে তথা হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

অনন্তর পূর্ব্বদিগ্বিভাগে যাত্রা করিয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মণ্ডিক, মিথিল, মগধ, কর্কখণ্ড, অবশীর, যোধ্য ও অহিচ্ছত্র এই কয়েকটি প্রদেশকে আপনার রাজ্যান্তর্গত করিলেন। পরে বৎসভূমি অধিকার করিয়া কেরলী, মৃত্তিকাবতী, মোহন, পত্তন, ত্রিপুরা ও কোশলবাসী ভূপালদিগের নিকট জয়লাভ-পূর্ব্বক কর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া তত্রত্য রাজাদিগকে পরাজিত করত মহারাজ রুক্মীর সহিত সংগ্রামে

প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত রুক্মী কর্ণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া কহিলেন, "হে রাজন্! আপনার বলবিক্রমে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আপনার আর বিঘ্নানুষ্ঠান করিব না। প্রতিজ্ঞা পালন করিলাম, এক্ষণে প্রীতিপূর্ব্বক আপনার ইচ্ছানুরূপ সুবর্ণ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন।" তখন মহাবীর কর্ণ করগ্রহণপূর্ব্বক রুক্মী-সমভিব্যাহারে পাণ্ড্য ও শৈলদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে মহীপতি কেরল, নীল, বেণুদারিতনয় এবং অন্যান্য দাক্ষিণাত্য-রাজাকে পরাজিত ও করপ্রদ করিলেন।

অনন্তর মহীপাল শিশুপালের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পার্শ্বস্থ ভূপালগণকে পরাজিত করিলেন। পরে সন্ধিসংস্থাপনপূর্ব্বক অবন্তিদেশীয়দিগকে বশীভূত করিলেন এবং বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া যবন, বর্ব্বর প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজাদিগকে বশীভূত করত করগ্রহণ করিলেন। অনন্তর ম্লেচ্ছ, ভদ্র, রোহিতক, আগ্নেয়, মালব, শশক, নগ্নজিৎ প্রভৃতি আটবিক ও পার্ব্বত্যগণকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তিনি পর্ব্বত, বন ও সাগর-সমবেত দেশ-পত্তন, নগর-জলপ্রায় প্রদেশ ও দ্বীপসম্পন্ন পৃথিবী অল্প-কালমধ্যেই অধিকৃত এবং ভূপালগণকে বশীভূত করিয়া প্রভূত ধন গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলে, রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া নগরমধ্যে তাঁহার দিগ্বিজয়-সংবাদ প্রচারিত করিয়া দিলেন ও প্রীতমনে কহিলেন, "হে কর্ণ! তোমার মঙ্গল হউক। বাহ্লিক, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য হইতে যে কার্য্য প্রাপ্ত হই নাই, অদ্য তাহা তোমা হইতেই সম্পূর্ণরূপে লাভ করিলাম। অধিক কি, তুমি আছ বলিয়া আমি সনাথ হইয়াছি। পাণ্ডবেরা বা অন্য উন্নতিশালী রাজারা তোমার ষোড়শী কলারও উপযুক্ত নহে। যাদৃশ দেবরাজকে ভক্তিভাবে দেখিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি যশস্বিনী গান্ধারী ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিরীক্ষণ করিবে।"

অনন্তর হস্তিনা-নগরে মহাকোলাহল ও হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল; কেহ কেহ কর্ণকে প্রশংসা, কেহ বা নিন্দা করিতে লাগিল; কোন কোন রাজা তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। এ দিকে কর্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া গান্ধারী ও তাঁহাকে সন্দর্শন এবং তাঁহাদিগের পাদবন্দন করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রীতিপূর্ব্বক কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া গমনে অনুমতি করিলেন। হে মহারাজ! শকুনি তদবধি মনে মনে ইহা স্থির করিয়াছিল যে, মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

চতুঃপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সূতপুত্র কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "দুর্য্যোধন! এই ভূমণ্ডল-মধ্যে তোমার শত্রু আর কেহই নাই। এক্ষণে তুমি ইন্দ্রের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে এই পৃথিবী পালন কর।"

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "অঙ্গরাজ! তুমি যাহার সহায়, যাহার প্রতি অনুরক্ত এবং যাহার কার্য্যসাধনে সতত সমুদ্যত, তাহার কিছুই দুর্লভ নাই। এক্ষণে আমার এক অভিপ্রায় আছে, শ্রবণ কর। পাণ্ডুনন্দনের রাজসূয়-যজ্ঞ-দর্শনাবধি উহার অনুষ্ঠানে আমারও স্পৃহা হইয়াছে; অধুনা তুমি আমার সেই অভিলাষ সম্পাদন কর।"

মহাবীর কর্ণ কহিলেন, "হে রাজন্! এক্ষণে সমুদয় ভূপতিই তোমার বশীভূত হইয়াছেন, অতএব তুমি দ্বিজগণকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞোপকরণ-সমুদয় আহরণ কর। বেদপারগ ঋত্বিক্‌গণ আসিয়া সুচারুরূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করুন। হে মহারাজ! তুমি বহুবিধ অন্ন, পান ও অতুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাযজ্ঞ আরম্ভ কর।"

মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য-শ্রবণানন্তর স্বীয় পুরোহিতকে আনয়নপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে দ্বিজসত্তম! আপনি আমার নিমিত্ত বিপুলদক্ষিণ মহা-

ক্রতু রাজসূয়ের যথাবিধি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।”

পুরোহিত দুর্য্যোধনবাক্য শ্রবণ করিয়া কাহলেন, “হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জীবিত থাকিতে আপনাদের বংশে কেহই রাজসূয়ানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন না। বিশেষতঃ আপনার পিতা ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিতে রাজসূয়ানুষ্ঠান করা আপনার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ। হে মহারাজ! রাজসূয়-যজ্ঞের সদৃশ আর এক মহাসত্র আছে, আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন। যে সমুদয় ভূপতি আপনার করপ্রদ হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা আপনাকে সুবর্ণ-সমূহ দ্বারা লাঙ্গল প্রস্তুত করাইয়া তদ্দারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করুন এবং তথায় যথাশাস্ত্র প্রভূতান্নসম্পন্ন সুসংস্কৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। এই সৎপুরুষসম্পাদ্য যজ্ঞের নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ। বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহই পূর্ব্বে এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। এই যজ্ঞ রাজসূয়-যজ্ঞের সমকক্ষ। ইহা আপনার পক্ষে শ্রেয়স্কর, ইহাতে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। অপনার আশা সফল ও এই যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।”

মহীপতি দুর্য্যোধন পুরোহিতবাক্য শ্রবণ কারয়া কর্ণ, শকুনি ও স্বীয় ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, “দেখ, ব্রাহ্মণ যাহা কহিলেন, উহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, তোমাদের মত কি?” তখন কর্ণ প্রভৃতি সকলেই দুর্য্যোধনের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। পরে মহারাজ দুর্য্যোধন শিল্পিগণকে সুবর্ণ-লাঙ্গল প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিবামাত্র অনতিকালমধ্যেই সমুদয় দ্রব্যজাত প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তখন সমুদয় শিল্পী, অমাত্যগণ এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর দুর্য্যোধনের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! মহামূল্য সুবর্ণময় লাঙ্গল ও যজ্ঞের অন্যান্য দ্রব্য-সমুদয় প্রস্তুত এবং শুভসময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে।” মহারাজ দুর্য্যোধন ইহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিতে অনুমতি করিলে পর সেই ক্রতু যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। দুর্য্যোধন স্বয়ং শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও যশস্বিনী গান্ধারী সাতিশয় প্রহৃষ্টমনে ভূপতিগণ ও ব্রাহ্মণ-সমুদয়ের নিমন্ত্রণের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে শীঘ্রগামী দূত-সকল প্রেরণ করিতে লাগিলেন। দূতগণ তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় দুঃশাসন উহাদের মধ্যে একজনকে কহিলেন, “হে দূত! তুমি দ্বৈতবনে গমন পূর্ব্বক পাপাত্মা পাণ্ডব ও তত্রস্থ বিপ্রসমুদয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।”

দূত দুঃশাসনের আজ্ঞানুসারে পাণ্ডবগণ-সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিল, “হে মহারাজ! নরপতি দুর্য্যোধন স্ববীর্য্যার্জ্জিত অর্থজাত দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, যাবতীয় ভূপতি ও ব্রাহ্মণসকল তথায় গমন করিতেছেন। কৌরবকুলাগ্রণী নরনাথ দুর্য্যোধন আপনাকে আমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; তাঁহার মানস যে, আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ দর্শন করেন।”

মহারাজ যুধিষ্ঠির দূতের বাক্যশ্রবণানন্তর কহিলেন, “আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহারাজ দুর্য্যোধন যে অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়; কিন্তু আমরা এক্ষণে কোনমতেই তথায় যাইতে পারিব না। আমাদিগকে অবশ্যই ত্রয়োদশ বর্ষ নিয়মানুসারে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে।”

ধর্ম্মরাজের বাক্যাবসান হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন কহিলেন, “হে দূত! তুমি দুর্য্যোধনের সমীপে শীঘ্র গিয়া বল যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পর যখন যুদ্ধযজ্ঞে অস্ত্রাগ্নির মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিবেন, সেই সময়ই তাহার সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎকার হইবে। আর যখন ইনি সমরানলদগ্ধ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধহবিঃ নিক্ষেপ করিবেন, তৎকালে আমিও তথায় গমন করিব।” মহাবীর বৃকোদর এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন; অন্যান্য পাণ্ডবগণের কেহই কোন

কটূক্তি করিলেন না। তখন দূত তথা হইতে দুর্য্যোধন-সমীপে গমনপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

অনন্তর নানা জনপদের অধিপতি ভূপতিগণ ও ব্রাহ্মণ-সমুদয় হস্তিনানগরে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যথাবাধ পূজিত হইয়া পরম প্রীত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সমুদয় কৌরবগণে পরিবৃত হইয়া পরম পরিতুষ্ট-চিত্তে বিদুরকে কহিলেন, "হে ক্ষত্তঃ! যজ্ঞসদনে সমাগত সমুদয় লোক যাহাতে উত্তমরূপে ভোজন করিতে পায়, শীঘ্র তদ্বিষয়ের চেষ্টা কর।" মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশনুসারে যথাবিধি অন্ন, পান, গন্ধ, মাল্য ও বিবিধ প্রকার বসন দ্বারা সর্ব্ববর্ণের পূজা করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সমাগত ভূপতিবর্গের অবস্থানের নিমিত্ত উত্তোমত্তম গৃহ-সমুদয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। পরিশেষে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর তাঁহাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন প্রদান ও সান্ত্বনাপূর্ব্বক বিদায় করিয়া ভ্রাতৃগণ, কর্ণ ও শকুনিসমভিব্যাহারে হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর স্তুতিপাঠকেরা রাজা দুর্য্যোধনকে স্তব করিতে লাগিল; অভ্যাগত লোকে তাঁহার মস্তকোপরি মাঙ্গলিক লাজাঞ্জলি ও চন্দনচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া স্তুতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভূপালেরা কহিলেন, "মহারাজ! ভাগ্যক্রমে আপনার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।" উন্মত্তেরা কহিল, "আপনার যজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের তুল্য হয় নাই; বলিতে কি, ইহা তাহার ষোড়শ অংশেরও উপযুক্ত নহে।" সুহৃজ্জনেরা কহিল, "ইহার সদৃশ যজ্ঞ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই।"

ভ্রাতৃপরিবৃত দুর্য্যোধন এইরূপ প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে পুরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পিতামাতার পাদবন্দন, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ প্রভৃতি নমস্যদিগকে নমস্কার ও অনুজবর্গের প্রণাম গ্রহণ করিয়া বিচিত্র সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর কর্ণ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে; কিন্তু যখন পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিয়া মহাসমারোহে রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, তৎকালে আমি তোমাকে সমুচিতঃ সৎকার করিব, সন্দেহ নাই।" রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে বীর! তুমি কি সত্যই কহিতেছ, আমি দুরাত্মা পাণ্ডবদিগকে সংহার করিয়া মহাক্রতু রাজসূয় সম্পন্ন করিলে তুমি আমাকে সৎকার করিবে?"

এই বলিয়া তিনি মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করত রাজসূয়-যজ্ঞের কথা উত্থাপনপূর্ব্বক পার্শ্বস্থ কৌরবদিগকে কহিলেন, "হে কৌরবগণ! আমি পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিয়া কবে রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান করিব?"

তখন কর্ণ কহিলেন, "মহারাজ! আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া পাদধাবন বা জলগ্রহণ করিব না; আজ অবধি আসুরব্রত ধারণ করিব। কোন অর্থী আসিয়া আমার নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে কদাচ পরাঙ্মুখ করিব না।"

তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা মহাবীর কর্ণের অর্জ্জুনবধ-প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মনে করিল, যেন তাহারা পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়াছে। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অন্যান্য মহীপালগণকে বিদায় করিয়া অনুজবর্গের সহিত স্ব স্ব বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা দূতমুখে দুর্য্যোধনের বৈষ্ণব-যজ্ঞবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছেন, এই অবসরে এক দূত উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের অর্জ্জুনবধ-প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইল। ধর্ম্মরাজ তাহা শুনিবামাত্র মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণের একান্ত দুর্ভেদ্য কবচের বিষয় চিন্তা করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন আপনাদিগের দুর্ব্বিষহ ক্লেশপরম্পরা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে শান্তিরস এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি সেই দুরন্ত হিংস্র ও শ্বাপদ-সমাকীর্ণ দ্বৈতবনপরিত্যাগের কল্পনা করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন অনুজবর্গ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও

কৃপাচার্য্যের সহিত সমবেত হইয়া এই সসাগরা ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি দান ও ভোগ দ্বারা ধনের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রতিনিয়ত প্রাণপণে নৃপতিগণের প্রিয়সম্পাদন ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা বিপ্রদিগের তুষ্টিসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঘোষযাত্রাপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়

মৃগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্বাধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দনগণ দুর্য্যোধনকে মোচন করিয়া পরিশেষে সেই বনমধ্যে কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা রজনীযোগে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির নিদ্রাবসানের পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিলেন যে, কতকগুলি মৃগ বাষ্পকণ্ঠে কম্পান্বিত-কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কি নিমিত্ত এ স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছ? যাহা তোমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, বল।" মৃগেরা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিল, "হে মহারাজ! আমরা মৃগ এই দ্বৈতবন আমাদের আবাসস্থান। সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ মহাবল-পরাক্রান্ত আপনার ভ্রাতৃগণ অত্রত্য মৃগগণকে প্রায় নিঃশেষিত করিয়াছেন; কেবল আমরা কয়েকটি অবশিষ্ট আছি। অতএব আপনি স্থানান্তরে গিয়া বাস করুন; আমাদিগকে এককালে সমূলে উৎসন্ন করিবেন না। এক্ষণে আমরা এই বনের মৃগবৃদ্ধির বীজভূত হইয়াছি; যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে পুনরায় আমাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়।"

সর্ব্বভূতহিতকারী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই হতাবশিষ্ট মৃগগণকে সাতিশয় বিত্রস্ত ও কম্পিত-কলেবর নিরীক্ষণ করত যৎপরোনাস্তি দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন, "হে মৃগগণ! আমি অবশ্যই তোমাদের প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিব।"

রাত্রিশেষে এইরূপ স্বপ্ন-দর্শনানন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রতিবুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "আজি যামিনীযোগে আমি স্বপ্নে নিরীক্ষণ করিলাম, যেন অত্রত্য মৃগগণ আমার নিকটে আসিয়া কহিতেছে, 'হে মহারাজ! আমরা অধুনা অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি; অতএব আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন।' হে ভ্রাতৃগণ! তাহারা যথার্থ কহিয়াছে; বনবাসিগণের প্রতি দয়া করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের বনবাসের আর এক বৎসর আট মাস অবশিষ্ট আছে; ঐ সময় আমাদিগকে মৃগমাংসও উপযোগ করিতে হইবে; অতএব আইস, আমরা মরুভূমির প্রান্তস্থিত তৃণবিন্দু-সরোবর-সমীপবর্ত্তী সেই পরম রমণীয় কাম্যকবনে গমনপূর্ব্বক তথায় বনবাসের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করি।"

ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণগণ, অন্যান্য সমভিব্যাহারী লোক এবং ইন্দ্রসেন-প্রমুখ ভৃত্যবর্গ-সমভিব্যাহারে বিবিধ অন্নপানীয়সম্পন্ন পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে কাম্যককানন নয়নগোচর করিলেন। যেমন সুকৃতী ব্যক্তিরা স্বর্গে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ তাঁহারা সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন

মৃগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

—*—

ব্রীহিদ্রৌণিকপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বহু ক্লেশে অরণ্যবাসে একাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন এবং নির্দ্দিষ্টকাল অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে, এইরূপ অনুধ্যান করত অনায়াসলভ্য বন্য ফলমূল ভক্ষণপূর্ব্বক দিনপাত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বকর্ম্মদোষজনিত ভ্রাতৃগণের দুঃখ, দ্যূতসম্ভূত শত্রুগণের দৌরাত্ম্য ও কর্ণের অতি পরুষবচন স্মরণ করিয়া শল্যাহত-হৃদয়ের ন্যায় সুখে রজনীতে নিদ্রিত হইতেন না। প্রত্যুত রোষাবেশপ্রভাবে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস

পরিত্যাগ করিতেন। অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী ইহাঁরা বনবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে, এই ভাবিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে সেই দুর্বিষহ দুঃখ সহ্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কলেবর উৎসাহ, চেষ্টা ও অমর্ষপ্রভাবে যেন অন্য প্রকার বোধ হইতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা সত্যবতীসুত ভগবান্ ব্যাস পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়া আসন প্রদান করিলেন। মহাতপাঃ ব্যাস আসনে আসীন হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরও প্রণাম করিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর সত্যবতীনন্দন ব্যাস স্বীয় পৌত্রগণকে বন্য ফলমূলাহারী ও নিতান্ত কৃশকায় নিরীক্ষণ করিয়া বাষ্পগদ্গদবচনে কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! তপোনুষ্ঠান না করিলে কদাচ সুখলাভ হয় না। মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু অনন্ত সুখসম্ভোগে কেহই সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ লোক উন্নতিলাভে হৃষ্ট ও হীনদশায় কোনক্রমে বিষণ্ণ হয়েন না; অতএব উপস্থিত সুখ-দুঃখ সমভাবে বোধ করিবে। যাদৃশ কৃষক শস্যের সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ সকলেরই অবসর প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

হে যুধিষ্ঠির! তপস্যা অপেক্ষা সার পদার্থ আর নাই। তপস্যা হইতে পরম সুখলাভ হয়; তপস্যাপ্রভাবে সকল বস্তুই সিদ্ধ হইতে পারে। সত্য, সরলতা, অক্রোধ, সংবিভাগ, দম, শম, অনসূয়া, অহিংসা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়সংযম এই কয়েকটি গুণ মনুষ্যের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। সৎপথাবরোধী অধর্ম্মরুচি মনুষ্যেরা কদাচ সুখলাভ করিতে পারে না। ইহলোকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, পরলোকে তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য তপস্যা ও নিয়মে নিরত থাকিবে। প্রদানকাল উপস্থিত হইলে বিগত-মৎসর হইয়া প্রফুল্লমনে অর্থীকে পূজা ও প্রণামপূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে দান করিবে।

সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে দীর্ঘায়ু ও সরল হইয়া থাকে; অক্রোধী অসূয়াশূন্য মনুষ্য পরম নির্ব্বাণ লাভ করে। দান্ত ও শান্তিপর হইলে নিরন্তর সুখস্বচ্ছন্দতালাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়দমনশীল ব্যক্তি সংবিভাগকর্ত্তা, দাতা, অহিংসক এবং সুখ ও ভোগসম্পন্ন; সে পরম আরোগ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি সম্মানার্হ মনুষ্যকে সম্মান করিয়া থাকে, মহৎকুলে তাহার জন্ম হয়। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কদাচ ব্যসনী হয়েন না। যিনি শুভবিষয়ে অনুশোচনা করেন, তিনি কল্যাণমতি হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়েন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! পরলোকে দান, ধর্ম্ম ও তপস্যার কি কি গুণলাভ হয় এবং দুষ্কর কর্ম্মই বা কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।" ব্যাসদেব কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! পৃথিবীতে দান অপেক্ষা দুষ্কর আর কিছুই নাই। লোকের অর্থতৃষ্ণা অতি বলবতী, অর্থও অতি কষ্টে লাভ হইয়া থাকে। দেখ, মনুষ্য ধনলাভে লোলুপ হইয়া প্রিয়তর প্রাণের প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাগর ও অরণ্যে প্রবেশ করে; কেহ কেহ কৃষি ও গোরক্ষণে নিযুক্ত হয়; কেহ বা দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকে; সুতরাং এইরূপ দুঃখোপার্জ্জিত ধন পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। বিশেষতঃ ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রদান করা সাতিশয় সুকঠিন। যে ব্যক্তি অন্যায়তঃ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সম্প্রদান করে, সেই দান তাহাকে মহৎ পাপভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যথার্থ অবসরে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অর্থীকে ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ প্রদান করিলে তাহার অনন্ত ফললাভ হইয়া থাকে।"

একোনষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, "হে ধর্ম্মনন্দন! মহর্ষি মুদ্গল এক দ্রোণ ব্রীহি প্রদান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে একটি পুরাতন ইতিহাস আছে, শ্রবণ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে মহর্ষে! মহাত্মা মুদ্গল কিরূপে ব্রীহিদ্রোণ প্রদান করেন এবং কোন্ বিধান অবলম্বনপূর্ব্বক কাহাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, সকল-ধর্ম্মাভিজ্ঞ ভগবান্ ঈশ্বর যে মহাত্মার কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তিনিই আমার মতে সার্থকজন্মা।

ব্যাস কহিলেন, "কুরুক্ষেত্রে সত্যবাদী অসূয়াশূন্য জিতেন্দ্রিয় মুদ্গল নামে এক ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি ছিলেন। তিনি উঞ্ছ ও কপোতবৃত্তিমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ, অতিথি-সৎকার ও অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। ঐ মহর্ষি ইষ্টীকৃত ও দর্শপৌর্ণমাস-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিয়ত তৎপর থাকিতেন; তিনি কপোতবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এক পক্ষে এক দ্রোণ ব্রীহি উপার্জ্জন করিতেন এবং পক্ষান্তে তদ্দ্বারা দেবতা ও অতিথিগণের পূজা করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, পুত্র-কলত্র-সমভিব্যাহারে তাহাই উপযোগ করিয়া জীবনধারণ করিতেন। ত্রিভুবনাধীশ্বর ইন্দ্র দেবগণের সহিত প্রতি পর্ব্বে মহর্ষি-সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন। মহর্ষি মুদ্গল প্রাতপর্ব্বে প্রফুল্লান্তঃকরণে বিশুদ্ধ-ভাবে অতিথিগণকে অন্নদান করিতেন বলিয়া অতিথিগণ সমাগত হইবামাত্র তাঁহার ব্রীহিদ্রোণ বর্দ্ধিত হইত; সুতরাং তিনি অনায়াসেই শত শত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন।

মহর্ষি দুর্ব্বাসা পরমধার্ম্মিক ব্রতপরায়ণ মুদ্গলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় দিগম্বর ও কেশবিহীন হইয়া বিবিধ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে মহর্ষি মুদ্গলের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে দ্বিজসত্তম! আমি অন্নার্থী হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি।' মহর্ষি মুদ্গল অকপট ভক্তি-সহকারে সেই উন্মত্তবেশধারী ক্ষুধিত দুর্ব্বাসাকে স্বাগত-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং পাদ্য, অর্ঘ্য ও উত্তম অন্ন প্রদান করিলেন। সাতিশয় ক্ষুধিত দুর্ব্বাসা ক্রমে ক্রমে মুদ্গলের সমুদয় অন্ন ভক্ষণ করিলেন। ভোজনাবসানে উচ্ছিষ্ট অন্ন-সমুদয় অঙ্গে লেপনপূর্ব্বক স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনি তাহার পর-পর্ব্বাহেও তথায় আগমনপূর্ব্বক সমুদয় অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

মহর্ষি মুদ্গল নিরাহারে পুত্র-কলত্র-সমভিব্যাহারে পুনরায় উঞ্ছবৃত্তি অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কি ক্ষুধা, কি ক্রোধ, কি মাৎসর্য্য, কি অবমাননা, কি সম্ভ্রম, কিছুতেই তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিল না। তিনি এইরূপে ক্ষুধা-তৃষ্ণা পরিহারপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তির অনুশীলন করিতে লাগিলেন। মহাতপাঃ দুর্ব্বাসাও পর্ব্বে পর্ব্বে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সমুদয় অন্ন ভক্ষণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা ক্রমে ক্রমে ছয়বার মুদ্গলের সমস্ত অন্ন ভোজন করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ নিরীক্ষণ করিলেন না; প্রত্যুত সতত বিশুদ্ধমনাই দেখিতেন।

তখন মহাব দুর্ব্বাসা পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, 'হে মহাত্মন্ মুদ্গল! ইহলোকে তোমার সমান মাৎসর্য্যবিবর্জ্জিত দাতা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। হে মহর্ষে! ক্ষুধা ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ধৈর্য্য নাশ করে; রসনা রসের দিকেই সতত ধাবমান হয়; প্রাণ আহারপ্রভাবেই দেহে অবস্থান করে; মন অতি চঞ্চল ও দুর্নিবার, তাহাকে বশীভূত করা অতি কঠিন। ইন্দ্রিয়গণ ও মনের একাগ্রতাই তপস্যা; তাহা কেবল তোমাতেই বিদ্যমান দেখিতেছি। হে মহাত্মন্! শ্রমোপার্জ্জিত দ্রব্য পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর; কিন্তু তুমি অনায়াসেই তাহা করিতেছ। আমি তোমার সহিত একত্র মিলিত হইয়া পরম প্রীত ও অনুগৃহীত হইলাম। ইন্দ্রিয়সংযম, ধৈর্য্য, সংবিভাগ, দম, শম, দয়া, সত্য ও ধর্ম্ম এই সমুদয়ই তোমাতে বর্ত্তমান আছে। তুমি কর্ম্ম দ্বারা সমুদয় লোক জয় এবং উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছ। স্বর্গবাসীরাও তোমার যশঃকীর্ত্তন করিতেছেন, তুমি অচিরাৎ সশরীরে স্বর্গে গমন করিবে।'

মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই কথা কহিবামাত্র এক দেবদূত হংসসারসযুক্ত কিঙ্কিণীজালজড়িত কামচারী বিচিত্র বিমান লইয়া মহাতপাঃ মুদ্গলের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিল, 'হে মহর্ষে! আপনার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, আপনি স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে এই বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব ইহাতে আরোহণ করুন।'

মহর্ষি মুদ্গল দেবদূতের বাক্য-শ্রবণানন্তর কহিলেন, 'হে দেবদূত! তুমি স্বর্গনিবাসিগণের গুণ, তপস্যা, নিয়ম, সুখ এবং দোষই বা কিরূপ, ইহা কীর্ত্তন কর। কুলোচিত সৎপুরুষগণ সাধুদিগের মিত্রকে সপ্তপদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি সেই মিত্রতা অবলম্বন করিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি এ বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আমাকে সৎপরামর্শ প্রদান কর, আমি তোমার বাক্যানুসারে কার্য্য করিব, তাহার সন্দেহ নাই'

ষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

দেবদূত কহিল,"মহর্ষে! আপনি বুদ্ধিমান্ হইয়াও অবোধের ন্যায় কি নিমিত্ত স্বর্গসুখ উত্তম বলিয়া তাহার বহুমান করিতেছেন? স্বর্গলোক উপরিভাগে অবস্থিত, তথায় নিরন্তর দেবযান-সকল গমনাগমন করিতেছে; সে স্থানে তপোবলবিহীন, যজ্ঞানুষ্ঠান-বিবর্জ্জিত মিথ্যাভিরত নাস্তিকেরা গমন করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা ধাৰ্ম্মিক, জিতাত্মা, শান্ত, দান্ত, নির্ম্মৎসর, ধ্যান ও ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত এবং সমরপ্রিয় মহাবীর, তাঁহারাই শমদমমূলক অনুত্তম ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক সৎপুরুষগণ-নিষেবিত পবিত্র লোক প্রাপ্ত হয়েন।

দেবতা, সাধ্য, বিশ্ব, মহর্ষি, যাম, ধাম, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ ইহাঁদিগের কামফলপ্রদ অনেকানেক লোক দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ত্রয়স্ত্রিংশৎ-যোজন-বিস্তৃত হিরণ্ময় অদ্রিরাজ মেরুতে নন্দন প্রভৃতি অনেকানেক পবিত্র পরম-রমণীয় দেবোদ্যান শোভা পাইতেছে; সেই স্থান পুণ্যবান্ লোকদিগের বিহার-ভূমি; তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, ভয়, বীভৎস বা অন্য কোন প্রকার অশুভ অনুভূত হয় না। সর্ব্বদাই পরম-রমণীয় সুখস্পর্শ সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বেগে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। শ্রুতিসুখাবহ শব্দ শ্রবণ ও মন মোহিত করিতেছে। তথায় শোক, তাপ, জরা ও আয়াসের লেশ নাই! হে মুনীন্দ্র! লোকে স্বোপার্জ্জিত সুকৃতফলে সেই সর্ব্বসুখাস্পদ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথায় গমন করিলে কর্ম্মজ তৈজস শরীর সমুদ্ভূত হয়; পিতৃ-মাতৃজ শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না; তথায় স্বেদ, পুরীষ, মূত্র, দুর্গন্ধ ও রজঃ প্রভৃতি বস্তু দ্বারা বস্ত্র অপবিত্র বা মলিন হয় না। তত্রত্য লোকদিগের দিব্য গন্ধযুক্ত মনোরম মাল্যদাম ম্লান হয় না; তাঁহারা সর্ব্বদা বিমান দ্বারা গমনাগমন করেন; ঈর্ষা, শোক ও শ্রমজনিত ক্লেশের লেশও অনুভব করেন না এবং নির্ম্মৎসর ও মোহবিবর্জ্জিত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন। হে মুনিপুঙ্গব! ঈদৃশ লোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট লোক আছে; এইরূপে অশেষগুণসম্পন্ন অনেকানেক দিব্য-লোক উপর্য্যুপরি অবস্থিতি করিতেছে।

পূর্ব্বদিকে শুভাস্পদ তেজোময় ব্রহ্মলোক অবস্থিত। তথায় পবিত্র-স্বভাব ঋষিগণ স্ব স্ব শুভকর্ম্মফলে গমন করেন; তথায় ঋভু নামে দেবগণ আছেন, তাঁহাদিগের লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট, দেবতারাও তাঁহাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। তাঁহরা সভাসম্পন্ন; সকলের অভীষ্ট-ফলপ্রদ; তাঁহাদিগের স্ত্রীকৃত তাপ নাই, ঐশ্বর্য্যজনিত মাৎসর্য্যও নাই। তাঁহারা আহুতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও অমৃত ভোজন করেন না,তাঁহাদিগের শরীর দিব্য ও অনির্ব্বচনীয়,কোন প্রকার আকৃতি বা মূর্ত্তি নাই; তাঁহারা দেবদেব ও সনাতন, তাঁহাদের সুখকামনা নাই, কল্প পরিবর্ত্তিত হইলেও তাঁহারা পরিবর্ত্তিত হয়েন না, নিরন্তর একভাবেই থাকেন। তাঁহাদিগের জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শোক, দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ নাই; এই দুষ্প্রাপ্য পরমা গতি দেবতাদিগেরও অভিলষণীয়; তাহা বিষয়বাসনানিরত জনগণের অগম্য। মনীষিগণ বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান ও বিধিপূর্ব্বক দানাদি দ্বারা এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবলোক প্রাপ্ত হয়েন। আপনি লোকাতিশায়িনী বদান্যতাপ্রভাবে এই পরম সুখাবহ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তপঃ-প্রভাবসম্পন্ন হইয়া সুকৃতিলব্ধ সদ্গতি উপভোগ করুন।

হে বিপেন্দ্র! স্বর্গের সুখ ও নানাবিধ লোকের বর্ণন করিলাম এবং স্বর্গের গুণসমূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে, এক্ষণে উহার দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

লোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে, কিন্তু অন্য কোনরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না; সুতরাং পুণ্যপাদপ ক্রমে ক্রমে সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। পুণ্যের ক্ষয় হইলে পুনরায় যে অধঃপতন হয়, ইহা আমার মতে মহাদোষ। কারণ, বহুদিবস সুখে কালাতিপাত করিয়া পরিশেষে দুর্গতি লাভ করিলে তাহা সাতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠে। অন্যের অতুল ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া অমরলোকস্থ জনগণের যে অসন্তোষ ও পরিতাপ জন্মে, ইহা অপেক্ষা ক্লেশজনক আর কি আছে? কণ্ঠবিলম্বিত মাল্য ম্লান হইলে পতনোন্মুখ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং পতনকালে তিনি রজোগুণাক্রান্ত ও তাঁহার বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া যায়। ব্রহ্মভবন পর্য্যন্ত এই সমস্ত দারুণ দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুরলোকবাসে লক্ষ লক্ষবিধ গুণসমূহ লক্ষিত হয়, কিন্তু স্বর্গভ্রষ্ট মনুষ্যদিগের এই একমাত্র গুণ দৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা অন্য কোন অধম গতি প্রাপ্ত না হইয়া অতীত শুভাদৃষ্ট স্মরণ ও অনুতাপ করত কেবল মনুষ্যলোকেই জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহাভাগ সে স্থানেও সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন; কিন্তু যদি সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য না করেন, তাহা হইলে পরিশেষে তিনি নীচতা প্রাপ্ত হয়েন; কারণ, পৃথিবী কর্ম্মভূমি, আর স্বর্গ ফলভূমি; ইহলোকে কর্ম্ম করিলে পরলোকে তাহার ফলভোগ হয়। হে মহর্ষে! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর বিলম্ব করিতে পারি না, অতএব অনুমতি করুন, আমি স্বচ্ছন্দে গমন করি।"

মুনিবর এই কথা শ্রবণানন্তর সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন, "হে দেবদূত! তুমি যে মহাদোষ কীর্ত্তন করিলে, তাহাই আমার আবশ্যক; স্বর্গে বা সুখে প্রয়োজন নাই। স্বর্গভ্রষ্ট হইলে পুনরায় নরলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় এবং দারুণ দুঃখ ও পরিতাপ সহ্য করিতে হয়; এই নিমিত্ত আমি স্বর্গপ্রাপ্তির কামনা করি না। যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় পরিভ্রষ্ট হইতে না হয় এবং শোক, দুঃখ ও মনস্তাপ থাকে না, আমি প্রাণপণে সেই স্থানের অন্বেষণ করিব।"

দেবদূত কহিল, "ব্রহ্মসদনের ঊর্দ্ধে পরমোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ সনাতন জ্যোতির্ম্ময় বিষ্ণুপদ আছে, লোকে উহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন। হে বিপ্র! সে স্থানে দম্ভ, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও বিষয়বাসনাপরায়ণ পুরুষেরা গমন করিতে পারে না। নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যান ও যোগ-নিরত মানবেরাই তথায় গমন করিতে সমর্থ হয়েন।"

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মুনিবর দেবদূতকে বিদায় করিয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত অনুত্তম শমগুণ আশ্রয় করিলেন। তখন তাঁহার নিন্দা ও স্তুতিবাদ এবং লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ-সহকারে ধ্যানস্থ হইলে, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল হইয়া উঠিল এবং তিনি ধ্যানযোগবলে পরমপুরুষার্থ শাশ্বত মুক্তিপদ লাভ করিলেন। অতএব হে কৌন্তেয়! রাজ্যচ্যুত হইয়াছ বলিয়া তোমার শোক করা অনুচিত; তুমি তপোবলে পুনরায় তাহা প্রাপ্ত হইবে, তন্নিমিত্ত চিন্তা কি? দেখ, সুখ-দুঃখ চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুখের অবসানে দুঃখ এবং দুঃখের বিগমে সুখভোগ হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পৈতৃক রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে; অতএব মনোদুঃখ দূর কর।" ভগবান্ মহামুনি ব্যাস এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

ব্রীহিদ্রৌণিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

একষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

—*—

দ্রৌপদীহরণপর্ব্বাধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! মহাত্মা পাণ্ডবগণ অরণ্যমধ্যে মুনিগণ-সমভিব্যাহারে বিচিত্র কথা-প্রসঙ্গে চিত্তবিনোদন করত দ্রুপদ-নন্দিনীর ভোজন

পর্য্যন্ত আদিত্যপ্রদত্ত অক্ষয়ান্নে ও নানাবিধ আরণ্যক মৃগমাংসে অন্নার্থী ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সময়াতিপাতে প্রবৃত্ত হইলে কর্ণ, শকুনি ও দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদিগের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! বনবাসী পাণ্ডবগণ নগরনিবাসী মানবের ন্যায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন এবং কপটাচারপরায়ণ কর্ণ, দুরাত্মা দুঃশাসন প্রভৃতি সকলে বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের অনিষ্টচিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে মহাযশাঃ দুর্ব্বাসা দশ সহস্র শিষ্য-সমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। শ্রীমান্ দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পরমকোপন তপস্বীকে অবলোকন করিয়া বিনয়, প্রশ্রয় ও দম অবলম্বনপূর্ব্বক আতিথ্য দ্বারা তাঁহাকে আমন্ত্রণ এবং কিঙ্করবৃত্তি গ্রহণ করিয়া যথাবিধি পূজা করিলেন।

তিনি যে কয়েক দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, রাজা দুর্য্যোধন শাপভয়ে শঙ্কিত হইয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। মহাতপাঃ দুর্ব্বাসা "ক্ষুধিত হইয়াছি, শীঘ্র অন্ন প্রদান কর" বলিয়া স্নান করিতে গমন করিতেন; কিন্তু বহুক্ষণের পর প্রত্যাগত হইয়া "আজি আহার করিব না, আজি আমার ক্ষুধা নাই" বলিয়া অদর্শন হইতেন; পুনরায় সহসা আগমনপূর্ব্বক কহিতেন, "ত্বরান্বিত হইয়া আমাকে ভোজন করাও।" নিকৃতিপরায়ণ দুর্ব্বাসা কখন নিশীথসময়ে উত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎ অন্ন প্রস্তুত করাইতেন; কিন্তু তাহা ভোজন করিতেন না; প্রত্যুত তিরস্কার করিতেন। যখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার তাদৃশ ব্যবহারও নির্ব্বিকার-চিত্তে সহ্য করিতে লাগিলেন, তখন তিনি তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে ভারত! তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, আমি প্রীত হইলে তোমার কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকিবে না।"

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ইতিপূর্ব্বে কর্ণ ও দুঃশাসনাদির সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রার্থনীয় বিষয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে শুদ্ধাত্মা মহর্ষির বাক্যশ্রবণে আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন এবং অতিমাত্র হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির আমাদিগের কুলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, গুণবান্ এবং শীলসম্পন্ন, তিনি এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত বনে বাস করিতেছেন, অতএব আপনি যেমন আমার নিকট সশিষ্যে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার নিকটও আতিথ্য গ্রহণ করুন। যে সময়ে সুকুমারী দ্রুপদকুমারী ব্রাহ্মণ ও স্বামিগণের ভোজনাবসানে স্বয়ং ভোজন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিবেন, তৎকালেই আপনাকে তথায় গমন করিতে হইবে, আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।"

বিপ্রশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা কহিলেন, "আমি তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ অবশ্যই তাহা করিব।" এই বলিয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন কৃতার্থম্মন্য হইয়া হর্ষোৎফুল্ল-বদনে কর দ্বারা কর্ণের করগ্রহণ করিলেন।

কর্ণ তাঁহার ভ্রাতৃগণের সমক্ষে কহিলেন, "হে কৌরব! সৌভাগ্যক্রমে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইল; তোমার শত্রুগণ দুস্তর ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন হইল এবং পাণ্ডবগণ দুর্ব্বাসার ক্রোধানলে পতিত হইল।" এইরূপে দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে পরম প্রীতচিত্তে হাস্য করিতে করিতে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল

দ্বিষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কোন সময় মহর্ষি দুর্ব্বাসা পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীকে কৃতভোজন এবং সুখাসীন জানিয়া দশ সহস্র শিষ্যে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগের বসতি-বনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির সেই অতিথিকে সমাগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া এবং যথাবিধি পূজা ও আতিথ্য-গ্রহণে নিমন্ত্রণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবান্! শীঘ্র আহ্নিক সমাধান করিয়া আগমন করুন।" মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই চিন্তা করিতে করিতে শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে স্নান করিতে গমন

করিলেন যে, ইনি কি প্রকারে আমাকে ও আমার শিষ্যগণকে ভোজন করাইবেন?

অনন্তর মহাযশাঃ দুর্ব্বাসা শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সলিলে অবগাহন করিলেন। এ দিকে রমণীরত্ন দ্রৌপদী অন্নের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তাপরায়ণ হইয়াও যখন কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, তখন মনে মনে কংসনিসূদন মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ মহাবাহো দেবকীনন্দন! হে অব্যয়! হে বাসুদেব! হে জগন্নাথ! হে প্রণতার্ত্তি-বিনাশন! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বজনক! হে বিশ্বসংহার-কারিন্! হে বিপন্নপাল! হে গোপাল! হে প্রজা-পাল! হে পরাৎপর! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে বরেণ্য! হে বরদ! হে অনন্ত! তুমি গতিহীনের গতি! হে পুরাণপুরুষ! হে প্রাণ! হে সর্ব্বসাক্ষিন্! হে পরাধ্যক্ষ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; হে শরণাগতবৎসল! কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর। হে নীলোৎপলদলশ্যাম! হে পদ্মারুণে-ক্ষণ! হে পীতাম্বর! হে কৌস্তুভভূষণ! তুমিই আদি ও অন্ত, তুমিই সকল ভূতের আশ্রয়, তুমিই পরতর জ্যোতি, তুমিই বিশ্বাত্মা, তুমিই সর্ব্বতো-মুখ, তুমি সকলের বীজ ও সকল সম্পদের নিধান; তুমি যাহাকে রক্ষা কর, তাহার পাপভয় সুদূর-পরাহত হয়। তুমি পূর্ব্বে যেমন সভামধ্যে দুঃশা-সন হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছিলে, এক্ষণে সেইরূপ এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর।"

অচিন্ত্যগতি ভক্তবৎসল বাসুদেব দ্রুপদনন্দিনীর স্তবে তাঁহার বিপদ্‌বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পার্শ্ব-শায়িনী রুক্মিণীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্বরিতগমনে সেই বনে আগমন করিলেন। দ্রুপদনন্দিনী তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক দুর্ব্বাসার আগমন-বৃত্তান্ত-সকল নিবেদন করিলেন।

কৃষ্ণ কহিলেন, "দ্রৌপদি! আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি, অগ্রে আমাকে ভোজন প্রদান কর; পশ্চাৎ অন্যান্য কর্ম্ম করিও।"

দ্রৌপদী তাঁহার বাক্য-শ্রবণে লজ্জাবনতমুখী হইয়া কহিলেন, "দেব! আমার ভোজন পর্য্যন্ত সূর্য্যদত্ত স্থালী অন্নে পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু আজি আমি ভোজন করিয়াছি, এখন ত আর তাহাতে কিছুই নাই।"

কমলায়তলোচন বাসুদেব কহিলেন, "দ্রৌপদি! আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, এক্ষণে কি পরিহাস করা উচিত? শীঘ্র যাও, সেই স্থালী আনিয়া আমাকে প্রদর্শন কর।"

দ্রৌপদী তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়া স্থালী আনিয়া প্রদর্শন করিলেন। সেই স্থালীর কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন ছিল; বাসুদেব তাহা ভোজন করিয়া কৃষ্ণাকে কহিলেন, "ইহাতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হউন" এবং ভীম-সেনকে কহিলেন, "তুমি শীঘ্র ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করিতে আহ্বান কর।"

দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মুনিগণ স্নানার্থ দেবনদীতে গমন করিয়াছিলেন। মহাযশাঃ ভীমসেন ভোজনার্থ তাঁহা-দিগকে আহ্বান করিতে গমন করিলেন; তাঁহারা তৎকালে সলিলে অবতীর্ণ হইয়া অঘমর্ষণ করিতে-ছিলেন। পরে সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরস্পর সান্নরস উদ্‌গার অবলোকন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন এবং দুর্ব্বাসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহি-লেন, "হে বিপ্রর্ষে! আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে অন্ন প্রস্তুত করিতে কহিয়া স্নানার্থ আগমন করিয়াছি, কিন্তু আমরা অধুনা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে, কোন প্রকারেই আহার করিতে পারিব না; অতএব অকারণ পাকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে, এক্ষণে কি করিব?"

দুর্ব্বাসা কহিলেন, "আমরা বৃথা পাক নিমিত্ত রাজর্ষির নিকটে অপরাধী হইলাম, এক্ষণে এই অপ-রাধে পাণ্ডবগণ কোপদৃষ্টিতে আমাদিগকে ভস্মসাৎ না করেন, এমন উপায় চিন্তা কর। হে বিপ্রগণ! ধীমান্ অম্বরীষ-রাজর্ষির প্রভাব স্মৃতিপথারূঢ় হইলে হরিপদাশ্রিত ব্যক্তিমাত্র হইতেই ভীত হইতে হয়। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ সকলেই মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ, শৌর্য্যশালী, কৃতবিদ্য, ব্রতধারী, তপস্বী, সদাচাররত এবং নারায়ণপরায়ণ; তাঁহাদের ক্রোধানল উদ্দীপিত

হইলে তূলারাশির ন্যায় আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিতে পারে; অতএব তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়াই সকলে শীঘ্র পলায়ন কর।”

শিষ্যগণ দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে দশ দিকে পলায়ন করিলেন।

ভীমসেন দেবনদীতে মুনিগণকে অবলোকন না করিয়া ইতস্ততঃ তীর্থে তীর্থে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তথায় তাপসগণের মুখে তাঁহাদিগের পলায়ন-বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন-প্রত্যাশায় কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, “দুর্ব্বাসা নিশীথ-সময়ে অকস্মাৎ আগমন করিয়া আমাদিগকে ছলনা করিবেন, তাহা হইলে আমরা কি প্রকারে দৈবোপপাদিত ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব ?”

শ্রীমান্ বাসুদেব চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডবগণকে মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন, “হে পাণ্ডবগণ! পাঞ্চালকুমারী কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা হইতে আপদ্-ঘটনার সম্ভাবনা দেখিয়া আমাকে চিন্তা করিয়াছিলেন; আমি তন্নিমিত্ত সত্বর হইয়া আগমন করিয়াছি, অতএব দুর্ব্বাসা হইতে আর কিছুমাত্র ভয় নাই। তিনি তোমাদিগের তেজে ভীত হইয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মের অনুগত,তাঁহারা কখনই অবসন্ন হয়েন না। হে পাণ্ডবগণ! তোমাদিগের কল্যাণ হউক, আমি এক্ষণে তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করিলাম।”

পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন এবং কহিলেন, “হে গোবিন্দ! সিন্ধু-নিমগ্ন ব্যক্তির ভেলা-প্রাপ্তির ন্যায় আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া এই আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম; আপনি এক্ষণে গৃহে গমন করুন।”

বাসুদেব পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী প্রফুল্ল-চিত্তে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করত সুখে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এইরূপে পাণ্ডবগণের প্রতি যত অনিষ্টাচরণ করিয়াছিল, সমুদয়ই ব্যর্থ হইয়াছিল।

ত্রিষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বহুল-মৃগ-যূথসংযুক্ত ফলপুষ্পোপশোভিত ঋতুকালরমণীয় অরণ্য-সকল নিরীক্ষণ করিয়া কাম্যকবনে মৃগানুসরণ-প্রসঙ্গে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করত অমরগণের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সেই অরণ্যে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া মহর্ষি তৃণবিন্দু ও পুরোহিত ধৌম্যের নিদেশানুসারে দ্রৌপদীকে আশ্রমে রাখিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনার্থ মৃগয়া-প্রসঙ্গে এককালে চতুর্দ্দিকে নির্গত হইলেন

এই অবসরে সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ বিহারার্থী হইয়া সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক শাম্বেয়দিগের নিকট গমন করিলেন। তথা হইতে অনেকানেক ভূপালগণ-সমভিব্যাহারে কাম্যকবনে উপস্থিত হইলেন।

যাদৃশ সৌদামিনী নীল জলধরকে উজ্জ্বল করিয়া থাকে, তথায় পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদী তদ্রূপ সেই বন-বিভাগ আলোকময় করিয়া আশ্রমদ্বারে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তিনি রাজা জয়দ্রথের নয়নপথে পতিত হইলেন। তখন অন্যান্য ভূপালগণ ‘ইনি অপ্সরা কি দেবকন্যা অথবা দৈবীমায়া’, এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে সন্দর্শনপূর্ব্বক নিতান্ত বিস্মিত ও মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া হৃষ্টমনে রাজা কোটিকাস্যকে কহিলেন, “হে সৌম্য! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভুবনমোহিনী কাহার রমণী? বোধ হয়, ইনি মানুষী নহেন। আমি বিবাহার্থ ইহাঁকে নিজ রাজধানীতে লইয়া যাইব। এক্ষণে ইনি কাহার পরিগৃহীতা, কোথা হইতে আসিয়াছেন, এই কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে আগমন করিবার কারণ কি, আর ত্রিলোকললামভূতা ঐ ললনা আমাকে কি ভজনা

করিবেন এবং আমি ইহাঁকে পাইয়া কি সফলকাম হইব? হে কোটিক! তুমি সত্বরে গমন করিয়া এই সকল কথা সবিশেষ অবগত হইয়া আইস।” তখন শৃগাল যেমন ব্যাঘ্রীকে জিজ্ঞাসা করে, তদ্রূপ কোটিকাস্য দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন।

চতুঃষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

কোটিকাস্য কহিলেন, “হে সুলোচনে! তুমি কে? শর্ব্বরী-সময়ে পবনবিকম্পিত প্রজ্বলিত হুতাশনশিখার ন্যায় কদম্বশাখা অবনত করিয়া একাকী আশ্রমপদে অবস্থান করিতেছ; তথাচ তোমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। তোমার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য; বোধ হয়, তুমি দেবনারী, যক্ষী, দানবী, অসুরপত্নী, অপ্সরা, মূর্ত্তিমতী উরগরাজ-দুহিতা, বনদেবী বা নিশাচরী হইবে কিংবা তোমায় মহারাজ বরুণ, যম বা সোমের সহধর্ম্মিণী অথবা ধনাধিপতি কুবেরের ভার্য্যা বলিয়া বোধ হয়। তুমি যেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিধাতা কশ্যপ, ভগবান্ রুদ্র অথবা ত্রিলোকনাথ বিষ্ণুর আলয় হইতে এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছ। যাহা হউক, আমি তোমার নিকট সম্যক্ অপরিচিত এবং তুমি যে কাহার আশ্রয় লইয়া এ স্থানে অবস্থিতি করিতেছ, তাহাও সবিশেষ অবগতি নহি। এক্ষণে আমি তোমার সম্মানবর্দ্ধনার্থ পিতা ও পতির নাম জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি তাহা সবিশেষ নির্দ্দেশ কর এবং এই অরণ্যমধ্যে একাকিনী কি করিতেছ, তাহাও প্রকাশ করিয়া বল।

আমি সুরথ-রাজার আত্মজ, আমার নাম কোটিকাস্য। যিনি হুতহুতাশনের ন্যায় এই কাঞ্চনবিনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া আছেন, যিনি ত্রিগর্ত্তক্ষত্রিয় কুলিন্দাধিপতির আত্মজ, যিনি আমাদিগের অপেক্ষা ধনুর্ব্বেদে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই পর্ব্বতবাসনিরত আয়তলোচন ক্ষেমঙ্কর-নামা মহাবীর তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আর ঐ যে প্রিয়দর্শন যুবা পুষ্করিণী-সন্নিধানে দণ্ডায়মান আছেন, উনি ইক্ষ্বাকুরাজ সুবলের তনয়; সৌবীরক-দেশীয় দ্বাদশ রাজকুমার লোহিতকায়-অশ্বযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক দীপ্তিশীল যজ্ঞীয় অনলের ন্যায় ইহাঁর অনুগমন করিয়া থাকেন এবং অঙ্গারক, কুঞ্জর, গুপ্তক, শত্রুঞ্জয়, সঞ্জয়, সুপ্রবৃদ্ধ, ভয়ঙ্কর, ভ্রমর, রবি, শূর, প্রতাপ, কুহন প্রভৃতি ষট্‌সহস্র রথী ও হস্ত্যশ্বরথ-পদাতি-সকল ইহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে। ইহাঁর নাম সৌবীররাজ জয়দ্রথ; বোধ হয়, তুমি লোকপরম্পরায় ইহাঁর নাম অবশ্যই শ্রবণ করিয়া থাকিবে। বলাহক, অনীক, বিদারণ প্রভৃতি সৌবীর-প্রবীর যুবা ভ্রাতৃগণ রাজা জয়দ্রথের অনুগমন করিয়া থাকেন। ইনি দেবগণপরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় এই সকল সহায়সম্পন্ন হইয়া গমন করেন। হে সুকেশি! তুমি কাহার ভার্য্যা ও কাহারই বা দুহিতা? আমরা এ বিষয়ে কিছুই বিদিত নহি, অতএব এক্ষণে উহা কীর্ত্তন কর।”

পঞ্চষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দ্রুপদরাজ-নন্দিনী কৃষ্ণা শিবিবংশাবতংস কোটিকাস্যের এইরূপ বাক্য-শ্রবণানন্তর তাঁহাকে অবলোকন করিয়া শাখা পরিত্যাগ ও কৌষেয় উত্তরীয় গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে নরেন্দ্রনন্দন! তোমার সহিত কথোপকথন করা মাদৃশী মহিলার নিতান্ত অনুচিত; কিন্তু এখানে এমন কোন পুরুষ বা নারী নাই যে, তোমার বাক্যের উত্তর প্রদান করে, সুতরাং আমাকে স্বয়ংই উত্তর করিতে হইল। আমি স্বধর্ম্ম-নিরত, বিশেষতঃ একাকিনী রহিয়াছি, তুমিও একাকী এখানে আসিয়াছ; তন্নিমিত্ত তোমার সহিত আলাপ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, তবে তোমাকে সুরথের পুত্র কোটিকাস্য বলিয়া অবগত হইয়াছি; এই নিমিত্ত তোমার সমীপে আপনার বন্ধুগণ ও কুলের পরিচয় প্রদান করিব।

হে শৈব্য! আমি দ্রুপদ-রাজার কন্যা, আমার নাম কৃষ্ণা। আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি;

তাঁহারা আমাকে এখানে রাখিয়া মৃগয়ার নিমিত্ত চারিদিকে গমন করিয়াছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বদিকে, ভীমসেন দক্ষিণদিকে, অর্জ্জুন পশ্চিমদিকে এবং নকুল ও সহদেব উত্তরদিকে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের আগমনসময় প্রায় সমুপস্থিত হইয়াছে। তোমরা বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান কর। তাঁহারা আসিয়া তোমাদের যথেষ্ট সম্মাননা করিবেন; তৎপরে তোমরা অভিলষিত স্থানে গমন করিও। হে মহাত্মন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একান্ত অতিথিপ্রিয়, তিনি তোমাদিগকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই।” পতিপরায়ণা দ্রুপদতনয়া কোটিকাস্যকে এই কথা কহিয়া সমাগত ব্যক্তিগণকে অতিথির ন্যায় পূজা করিবার মানসে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।

ষট্ষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! সমুদয় রাজগণ তথায় সমুপবিষ্ট হইলে পর কোটিকাস্য দ্রৌপদীসমক্ষে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তাঁহাদিগের নিকট কহিলেন। পাপাত্মা জয়দ্রথ কোটিকাস্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, “হে শৈব্য! ঐ সর্ব্বলোকললামভূতা ললনার বাক্য শ্রবণমাত্র আমার মন উহাতে রত হইয়াছে; তুমি কিরূপে উহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে? আমি যে অবধি উহাকে অবলোকন করিয়াছি, তদবধি অন্যান্য কামিনীগণকে বানরী বলিয়া বোধ হয়। ঐ কামিনী দর্শনাবধি আমার মনোহরণ করিয়াছে; অতএব সে মানুষী কি না, আমাকে বল।”

কোটিকাস্য কহিলেন, “ঐ কামিনী রাজতনয়া; উহার নাম দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের মহিষী; তাঁহারা সকলেই উহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। তুমি উহাকে লইয়া সৌবীরাভিমুখে প্রস্থান কর।”

বৃক যেমন সিংহগোষ্ঠে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দুষ্টমতি জয়দ্রথ কোটিকাস্যের বাক্যশ্রবণানন্তর ‘আমি দ্রৌপদীকে দেখিব’ বলিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং কৃষ্ণাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, “হে বরারোহে! তোমার মঙ্গল ত? তুমি সতত যাঁহাদের কুশল কামনা কর, তাঁহারা সকলে ও তোমার ভর্ত্তৃগণ ত কুশলে আছেন?”

দ্রৌপদী কহিলেন, “তোমার রাজ্য, কোষ ও বলের কুশল ত? তুমি একাকী ধর্ম্মানুসারে সৌবীর ও সিন্ধুদেশ ত উত্তমরূপে শাসন করিতেছ? মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি আমরা সকলেই কুশলে আছি। তুমি আর যাঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদের সকলেরই মঙ্গল। এই পাদ্য ও আসন গ্রহণ কর। আমি তোমার প্রাতরাশ-সম্পাদনের নিমিত্ত পঞ্চশত মৃগ প্রদান করিতেছি। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আসিয়া স্বয়ং তোমাকে এণ, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, ঋক্ষ, রুরু, শম্বর, গবয়, বরাহ ও মহিষ প্রভৃতি বিবিধ পশুরাশি প্রদান করিবেন।”

জয়দ্রথ কহিলেন, “হে বরাননে! তুমি আমাকে যে সমুদয় প্রাতরাশ প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ, উহা পরমোৎকৃষ্ট। এক্ষণে আমার রথে আরোহণ কর; সুখে কালযাপন করিবে। শ্রীহীন হৃতরাজ্য অরণ্যচারী পাণ্ডবগণের আর উপাসনা করিও না। প্রাজ্ঞ-ব্যক্তিরা শ্রীহীন ভর্ত্তার উপাসনা করেন না। হে মনস্বিনি! সাতিশয় কষ্টস্বীকার করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীবিহীন পাণ্ডুতনয়গণের প্রতি ভক্তি করায় কোন আবশ্যক নাই। উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও, তাহা হইলে আমার সহিত সমুদয় সিন্ধু ও সৌবীররাজ্য পরমসুখে যাবজ্জীবন ভোগ করিতে পারিবে।”

দ্রুপদতনয়া পাঞ্চালী জয়দ্রথ-মুখে এই হৃদয়কম্পন বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রুকুটিকুটিলমুখে তাহার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইয়া সিন্ধুরাজকে কহিলেন, “রে দুরাত্মন্! তোমার লজ্জা হয় না? তুমি এরূপ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিও না।” জয়দ্রথ তাহাতেও ক্ষান্ত না হওয়াতে দ্রৌপদী স্বীয় পতিগণের আগমন প্রতীক্ষা

করিয়া মিষ্টবাক্য দ্বারা সেই দুরাত্মাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রুপদ-নন্দিনী ভ্রূকুটিবন্ধন ও ফুৎকার পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধকম্পিত-কলেবরে পুনরায় জয়দ্রথকে কহিতে লাগিলেন, "ওরে মূঢ়! তুমি স্বকর্ম্মনিরত, যশস্বী, মহেন্দ্রতুল্য যক্ষরাক্ষসগণের অজেয়, মহারথ পাণ্ডবদিগের নিন্দা করিয়া লজ্জিত হইতেছ না? সাধু ব্যক্তিরা কদাচ পরম-পূজ্য কৃতবিদ্য বনবাসী বা গৃহস্থ তপস্বীর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন না, পামরগণই তাদৃশ কার্য্য করিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, ক্ষত্রিয়-সমাজে এমন কোন ব্যক্তি তোমার সমভিব্যাহারে নাই যে, মহাগর্ত্তে পতনোন্মুখ মানবের হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করে।

যেমন অবিবেকী ব্যক্তি দণ্ডমাত্র গ্রহণ করিয়া হিমাচলের উপত্যকায় গিরিকূটপরিমিত মদস্রাবী কুঞ্জরকে আক্রমণ করিবার মানস করে, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মরাজকে পরাজয় করিতে বাসনা করিতেছ। যখন তুমি ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে অবলোকন করিবে, তখন মনে করিবে যে, অজ্ঞানতাবশতঃ সুখপ্রসুপ্ত মহাবল-পরাক্রান্ত সিংহকে পদাঘাত করিয়া তাহার মুখলোম অপহরণ করত পলায়ন করিতেছ। যখন অর্জ্জুনের সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, তখন তুমি মনে করিবে যে, পর্ব্বতকন্দরজাত মহাবল-পরাক্রান্ত শয়ান সিংহকে পদাঘাত করিতেছ। রে দুরাত্মন্! তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিয়া তীক্ষ্ণবিষ অতি প্রমত্ত কৃষ্ণসর্পদ্বয়ের পুচ্ছদেশে পাদবিক্ষেপ করিবার অভিলাষ করিতেছ। রে মন্দাত্মন্! যেমন বেণু, নল ও কদলী আপনার নাশের নিমিত্ত ফলিত হয়, যেমন কর্কটী আত্মবিনাশের নিমিত্ত গর্ভধারণ করে, তদ্রূপ তুমি আমাকে গ্রহণ করিতেছ।"

জয়দ্রথ কহিলেন, "হে কৃষ্ণে! পাণ্ডুনন্দনগণের যেরূপ বলবিক্রম, তাহা আমার অবিদিত নাই। তুমি উক্তপ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া কখনই আমাকে ত্রাসিত করিতে পারিবে না। আমি পরমোৎকৃষ্ট সপ্তদশ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, শৌর্য্য প্রভৃতি ছয় গুণ আমাতে বর্ত্তমান আছে, তন্নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে অতি হীন জ্ঞান করিয়া থাকি। অতএব হে নিতম্বিনি! তুমি শীঘ্র গজ বা রথে আরোহণ কর, বাক্‌চাতুর্য্য দ্বারা আমাকে নিরস্ত করিতে পারিবে না, এক্ষণে সহজে আমার বশীভূত না হইলে আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব, তখন অবশ্যই তোমাকে আমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "আমি মহাবলসম্পন্না হইয়া কি নিমিত্ত দুর্ব্বলার ন্যায় তোমার বশবর্ত্তিনী হইব? তুমি নিগ্রহ করিলেও কখন আমি তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিব না! দেখ, একরথস্থ মহাবল-পরাক্রান্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যাহার সহায়, ক্ষুদ্র মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও তাহাকে হরণ করিতে পারেন না। অগ্নি যেমন গ্রীষ্মকালে শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করত বনমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন রথারোহণপূর্ব্বক শত্রুগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করত তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিবেন।

মহাবীর জনার্দ্দন অন্ধক, বৃষ্ণি ও কেকয়-বংশসম্ভূত রাজপুত্রগণ-সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া আমার সহায় হইবেন। তুমি জান না, মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভয়ঙ্কর শরনিকর গাণ্ডীব হইতে অতিবেগে বহির্গত হইয়া ঘনঘটার ন্যায় গর্জ্জন করে। তুমি যে সময় সেই অর্জ্জুনকে পতঙ্গপুঞ্জসদৃশ শর-সমুদয় নিক্ষেপ করিতে নিরীক্ষণ করিবে, তখন অবশ্যই তোমাকে স্বীয় অসদভিপ্রায়ের নিন্দা করিতে হইবে। যখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব-ধারণপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি ও তরবারিনিঃস্বন করিতে করিতে তোমার বক্ষঃস্থলে বাণাঘাত করিবেন, তখন তোমার মন কিরূপ অবস্থাগ্রস্ত হইবে, বলিতে পারি না। অরে অধম! যখন তুমি গদাহস্ত বৃকোদর ও ক্রোধবিষপ্রদীপ্ত মাদ্রীসুতদ্বয়কে মহাবেগে আগমন করিতে অবলোকন করিবে, তখন তোমার মনে অবশ্যই অনুতাপ উপস্থিত হইবে। আমি পাণ্ডবগণ ব্যতীত অন্য

কোন পুরুষকে কখন মনেও স্থান প্রদান করি নাই, অদ্য সেই সতীত্ববলে অচিরাৎ অবলোকন করিব যে, পাণ্ডুনন্দনগণ তোমাকে সমরাঙ্গনে আকর্ষণ করিতেছেন। তুমি আমাকে নিগ্রহ করিয়াও ভীত করিতে পারিবে না॥ আমি কুরুবংশাবতংস পাণ্ডবগণ-সমভিব্যাহারে কাম্যকবনে সমাগত হইয়াছি।"

বিশালনেত্রা যাজ্ঞসেনী পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইবার মানসে তাঁহাদেরই আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু একবারও তাঁহাদিগকে ভৎসনা করিলেন না। তিনি বারংবার জয়দ্রথকে তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং ধৌম্য-পুরোহিতকে আহ্বান করিলেন। দুরাত্মা জয়দ্রথ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তদীয় উত্তরীয়বসন ধারণ করিল। তখন পতিব্রতা দ্রৌপদী উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়া বেগে জয়দ্রথকে আকর্ষণ করিবামাত্র সেই দুরাত্মা ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ধরাতলে নিপাতিত হইল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সাতিশয় বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রুপদনন্দিনী জয়দ্রথের আকর্ষণে নিতান্ত পীড়িত হইয়া পুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক অগত্যা সিন্ধুরাজের রথে আরোহণ করিলেন।

তখন মহামতি ধৌম্য জয়দ্রথকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "অরে পাপাত্মন্! তুমি পাণ্ডবগণকে পরাজয় না করিয়া কখন ইহাঁকে হরণ করিতে পারিবে না। কেন এরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে? একবার পুরাতন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের নয়নপথে পতিত হইয়া এই পাপের সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।" ধৌম্য জয়দ্রথকে এই কথা বলিয়া তাহার পদাতিসৈন্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনীর অনুগমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে পাণ্ডবেরা শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়া বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি নানাবিধ পশুর প্রাণ সংহার করত পুনরায় একত্র মিলিত হইলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির মৃগপক্ষিসমাকুল কাম্যকবনমধ্যে মৃগগণের করুণালাপ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃবর্গকে কহিলেন, "এই বনস্থ সমস্ত মৃগপক্ষী পূর্ব্বদিকে উপস্থিত হইয়া পরুষশব্দ দ্বারা দুঃসহ ক্লেশ ব্যক্ত করিতেছে; বোধ হয়, শত্রুকর্ত্তৃক কাম্যকবন অত্যন্ত উপদ্রুত হইয়া থাকিবে, অতএব তোমরা শীঘ্র নিরস্ত হও। আমাদিগের মৃগে প্রয়োজন নাই; আমার মন নিতান্ত বিষণ্ণ ও দগ্ধ হইতেছে; বুদ্ধি বিমোহিত হইতেছে এবং অন্তরাত্মা শোকাকুল হইয়া একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে। গরুড়কর্ত্তৃক ভুজঙ্গম-সকল অপহৃত হইলে সরোবরের যেরূপ অবস্থা হয়, হস্তিগণ নিঃশেষরূপে জলপান করিলে শূন্য কুম্ভের যেমন শোভা হয় এবং রাজলক্ষ্মী অপহৃত ও স্বামিবিহীন হইলে রাজ্য যেমন শোচনায় দশা প্রাপ্ত হয়, অদ্য কাম্যকবনও সেইরূপ প্রতীত হইতেছে।"

অনন্তর সেই সমস্ত মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা উত্তমোত্তম রথ ও মারুতগামী তুরঙ্গমে আরোহণ-পূর্ব্বক আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের বামপার্শ্বে গোমায়ুগণ চীৎকার-শব্দ করিতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে সাতিশয় অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, "দেখ, বায়স ও শৃগাল প্রভৃতি অশুভসূচক জন্তুগণ অকস্মাৎ আমাদিগের পার্শ্বে আসিয়া যখন ভীষণ শব্দ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, পাপাত্মা কৌরবেরা আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক আমাদিগের অবমাননা বা গুরুতর অপকার করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।'

তাঁহারা অরণ্যানী ভ্রমণ ও মৃগয়া করিতে করিতে এইরূপ দুর্নিমিত্তসন্দর্শনে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া পরিশেষে কাম্যকবনে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, প্রিয়তমার দাসপত্নী ধাত্রেয়িকা রোদন করিতেছে। ইন্দ্রসেন ত্বরায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতপদ-সঞ্চারে তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক সকাতরে জিজ্ঞাসা করিল, "ধাত্রেয়িকে! তুমি কি নিমিত্ত ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছ? কি নিমিত্তই

বা তোমার মুখ বিবর্ণ ও পরিশুষ্ক হইয়াছে? নৃশংস পাপিষ্ঠেরা কি রাজপুত্রী দ্রৌপদীর অবমাননা করিয়াছে? যদি সেই অচিন্ত্যরূপবতী পাণ্ডবশরীরসমা দেবী পৃথিবী, স্বর্গ কিংবা সমুদ্রে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মপুত্র যেরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, পাণ্ডবেরা সকলেই তাঁহার অনুগামী হইবেন। কোন্ মূঢ় ব্যক্তি অনুত্তম রত্নসদৃশ পাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীকে হরণ করিবার মানস করিয়াছে? সে কি জানে না যে, দ্রৌপদী দুর্জ্জয় অরাতিবিমর্দ্দন পাণ্ডবগণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা? তিনি অনাথা নহেন, তিনি পাণ্ডবদিগের হৃদয়স্বরূপ। অদ্য সুতীক্ষ্ণ অতি ভয়ঙ্কর পাণ্ডবশর কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া মহীতলে প্রবিষ্ট হইবে, বলিতে পারি না। হে ভীরু! তুমি আর দ্রৌপদীর নিমিত্ত শোক করিও না; অতি শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। পাণ্ডবেরা অচিরকালমধ্যেই সমগ্র শত্রু বিনষ্ট করিয়া যশস্বিনী যাজ্ঞসেনীর সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।"

ধাত্রেয়িকা ইন্দ্রসেনের এবংবিধ আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "সারথে! পাপবুদ্ধি জয়দ্রথ ইন্দ্রকল্প পাণ্ডবগণকে অবজ্ঞা করত কৃষ্ণাকে হরণ করিয়া এই নূতন পথ দিয়া গমন করিয়াছে, বোধ হয়, রাজপুত্রী এখনও অধিক দূর নীত হয়েন নাই, দেখ, এই অভিনব ভগ্ন বৃক্ষসকলের পল্লবনিচয় অদ্যাপি ম্লান হয় নাই। অতএব সত্বরে তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তিত কর। ইন্দ্রকল্প পাণ্ডবেরা শীঘ্র বর্ম্মধারণ ও সুমহৎ শরচাপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করুন।

যদি পাণ্ডবেরা ত্বরায় দেবীর উদ্ধারসাধন না করেন, তাহা হইলে পাষণ্ডদিগের নির্ভৎসন ও দণ্ডভয়ে তাঁহার বদনসুধাকর মলিন হইয়া যাইবে এবং হতবুদ্ধি হইয়া হয় ত কোন অযোগ্য পাত্রেই আত্মসমর্পণ করিবেন। কিন্তু তাহা হইলে অদ্য উৎকৃষ্ট আজ্যপূর্ণ স্রুক্ ভস্মে নিপতিত, তুষানলে আহুতি প্রদত্ত, শ্মশানে কুসুম-মালা নিপতিত ও দ্বিজগণকে মোহিত করিয়া কুক্কুর কর্ত্তৃক যজ্ঞীয় সোমরস পীত হইবে এবং শৃগাল মহারণ্যে মৃগয়া করিয়া সরোবরে অবগাহন করিবে। অতএব আর কালক্ষেপ করিবেন না, শীঘ্র এই পথে তাঁহার অনুসরণ করুন। কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় পুরোডাশ স্পর্শ করিয়া দূষিত করে, সেইরূপ কোন অধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ পুরুষ যেন আপনাদিগের প্রিয়তমার সুপ্রসন্ন বদন-সুধাকর স্পর্শ করিয়া দূষিত করিতে না পারে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভদ্রে! নিরস্ত হও, পরুষবাক্য দ্বারা আর আমাদিগকে দগ্ধ করিও না। রাজাই হউক অথবা রাজপুত্রই হউক, বলপ্রমত্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই কার্য্য করিয়াছে, সে অবশ্যই স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবেরা এই কথা বলিয়া বারংবার শরাসন হইতে জ্যানিক্ষেপ ও সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করত শীঘ্র সেই পথে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া শত্রুসৈন্যের বাজিখুরোত্থিত গগনগামী ধূলিপটল অবলোকন করিলেন এবং পদাতিমধ্যগত ধৌম্য 'শীঘ্র গমন কর' বলিয়া ভীম নিনাদ করিতেছেন শ্রবণ করিলেন। এ দিকে সেই সমস্ত রাজপুত্রেরা ধৌম্যকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "হে মহাশয়! এরূপ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে আগমন করুন।"

শ্যেনগণ যেমন আমিষ-দ্রব্যের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ জয়দ্রথ-সৈন্যেরা বেগে ধাবমান হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত ক্রোধান্ধ শত্রুগণের অবমাননায় দ্রৌপদীর ক্রোধানল সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা জয়দ্রথ ও তাহার রথস্থ দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করিয়া সিন্ধুরাজের প্রতি এমন আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তদ্দর্শনে শত্রুগণের অন্তঃকরণে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল এবং তাহাদিগের দিগ্‌ভ্রম হইতে লাগিল।

একোনসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অমর্ষ-পরবশ ক্ষত্রিয়েরা ভীমার্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া সেই অরণ্যমধ্যে ঘোরতর কোলাহল করিতে লাগিল।

রাজা জয়দ্রথ ধ্বজাগ্রভাগ অবলোকনপূর্ব্বক ভগ্নোৎসাহচিত্তে দ্রৌপদীকে কহিল, "হে যাজ্ঞসেনি! ঐ দেখ, অদূরে পঞ্চরথ লক্ষিত হইতেছে; বোধ হয়, উহাতে তোমার ভর্তৃগণ আগমন করিতেছেন; অতএব এক্ষণে তুমি অনুক্রমে উহাঁদিগের পরিচয় প্রদান কর।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "রে মূঢ়! অতি নিদারুণ আয়ুক্ষয়কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ঐ সকল মহাবীরের পরিচয় লইয়া কি করিবে? উহাঁরা সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন; আজি তোমাদিগের মধ্যে কেহই জীবিতাবশিষ্ট থাকিবে না। এক্ষণে অনুজগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার সকল ক্লেশই অপনীত হইল; আমি তোমা হইতে আর কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করি না। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি ধর্ম্মানুরোধে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

যাঁহার ধ্বজাগ্রভাগে নন্দ ও উপনন্দ-নামক সুমধুর মৃদঙ্গদ্বয় নিনাদিত হইতেছে, যাঁহার বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় গৌর, নাসা উন্নত ও লোচনদ্বয় আয়ত, উনিই আমার পতি, কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। কুশলাভিলাষী মনুষ্যেরা ধর্ম্মার্থবেত্তা বলিয়া উহাঁর অনুসরণ করিয়া থাকে। উনি শরণাগত শত্রুরও প্রাণ দান করেন; অতএব যদি তুমি আপনাদের শ্রেয়ঃ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবিলম্বেই উহাঁর শরণাপন্ন হও।

যিনি শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, যাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, আনন ভ্রূকুটিকুটিল ও ভ্রূদ্বয় পরস্পর সংযত, যিনি মুহুর্মুহুঃ ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছেন, উনি আমার পতি, মহাবীর বৃকোদর। আয়ানেয়নামক মহাবল অশ্বেরা প্রফুল্লমনে উহাঁকে বহন করিয়া থাকে। উহাঁর কর্ম্ম সকল অলোকসামান্য এবং উহাঁর 'ভীম' এই সার্থক নামটি পৃথিবীতে সুপ্রচার হইয়াছে। উহাঁর নিকট অপরাধী হইলে অতিবলবতী জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। ইনি শত্রুতা কদাচ বিস্মৃত হয়েন না এবং শত্রুর প্রাণান্ত না করিয়া অন্তঃকরণে অণুমাত্র শান্তিলাভ করেন না।

ইহাঁর নাম যশস্বী অর্জ্জুন। ইনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও প্রিয় শিষ্য; ভয়, লোভ বা কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন না এবং নৃশংসাচারেও নিরত নহেন। ইনি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, সর্ব্বধর্ম্মার্থবেত্তা এবং ভয়ার্ত্তের ত্রাতা, ইহাঁর অসামান্য রূপলাবণ্য ত্রিলোকে প্রথিত আছে, অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ সততই এই প্রাণপ্রিয় অনুজের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এই মহাবীরের নাম নকুল, ইনি আমার পতি। ইনি খড়্গযুদ্ধে অদ্বিতীয়, আজি দৈত্যসৈন্য-মধ্যমত্তী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রণস্থলে ইহাঁর অদ্ভুত কর্ম্ম-সমুদয় প্রত্যক্ষ করিবে। ইনি মহাবল পরাক্রান্ত, মতিমান্ ও মনস্বী এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিরন্তর সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। আর যাঁহাকে সূর্য্যসম তেজঃসম্পন্ন দেখিতেছ উনি আমার পতি, সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব, উহাঁর তুল্য বুদ্ধিমান্ ও বক্তা আর নাই। উনি অনায়াসে প্রাণত্যাগ বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন, তথাপি অধর্ম্ম-ব্যবহারে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েন না এবং কিছুতেই অপ্রিয় সহ্য করিতে পারেন না, উনি আর্য্যা কুন্তীর প্রাণপ্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে একান্ত নিরত।

যেমন অর্ণবমধ্যে রত্নপরিপূর্ণ নৌকা মকরপৃষ্ঠে আহত হইলে চূর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া যায়, এক্ষণে আমি সৈন্যগণমধ্যে তদ্রূপ বিক্ষোভিত ও অসহায় হইয়াছি। তুমি মোহাবেশপরবশ হইয়া যাঁহাদিগকে এইরূপ অবমাননা করিতেছ, সেই পাণ্ডবেরা তোমাকে অবিলম্বেই ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন। কিন্তু অদ্য যদি তুমি ইহাঁদিগের নিকট পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তোমার পুনর্জ্জন্মলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।" অনন্তর ইন্দ্রকল্প পঞ্চ পাণ্ডব নিতান্ত ভীত ও বদ্ধাঞ্জলি পদাতিকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য সৈন্যগণের প্রতি ক্রোধভরে অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! তখন সিন্ধু-দেশাধিপতি দুরাত্মা জয়দ্রথ "থাক" "প্রহার কর" "ধাবমান হও" বলিয়া সেই সমুদয় ভূপতিগণকে সংগ্রামে প্রেরণ করিতে লাগিল। তাহার সৈন্যগণ রণস্থলে যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পঞ্চপাণ্ডবকে দেখিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। শিবি, সৌবীর ও সিন্ধুদেশীয় ভূপতিগণ ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন সেই পঞ্চ পুরুষব্যাঘ্রকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণমনাঃ হইলেন।

তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম সুবর্ণচিত্রিত অতি ভীষণ লৌহময় গদা গ্রহণপূর্ব্বক জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলে নরপতি কোটিকাস্য তদ্দর্শনে সত্বরে বহুসংখ্যক রথ দ্বারা ভীমসেনের উপর শক্তি, তোমর, নারাচ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর কোটিকাস্যের অস্ত্রাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া প্রভ্যুত গদাঘাতে গজ, গজারোহী ও চতুর্দ্দশ জন পদাতিকে সংহার করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথকে আক্রমণ করিবার মানসে মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ পঞ্চশত পার্ব্বতীয়কে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং নিমেষমধ্যে শত-সংখ্যক সৌবীরদেশীয় বীরপুরুষকে সংহার করিলেন। বলবীর্য্যসম্পন্ন নকুল খড়গধারণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদাতিগণের মস্তকচ্ছেদন করত বীজের ন্যায় ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যেমন লোকে বৃক্ষ হইতে পক্ষিসমূহকে নিপাতিত করে, তদ্রূপ সহদেব রথে আরোহণ করিয়া নারাচ নিক্ষেপপূর্ব্বক গজারোহিগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন।

তখন ধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদাঘাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাহন-চতুষ্টয় সংহার করিলে ধর্ম্মরাজ কুন্তীনন্দন সেই সমীপাগত পাদচারী ত্রিগর্ত্তের বক্ষঃস্থলে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ত্রিগর্ত্ত যুধিষ্ঠিরের বাণাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রসেন সমভিব্যাহারে সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

বর্ষাকালীন মেঘ যেমন মুষলধারে বর্ষণ করে, তদ্রূপ ক্ষেমঙ্কর ও মহামুখ নামক বীরদ্বয় নকুলের উভয়পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার উপর অনবরত তোমর ও বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ সুরথ নকুলের রথের অগ্রভাগে আরোহণপূর্ব্বক গজ দ্বারা ঐ রথ আক্রমণ করিলেন। তখন নকুল রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক খড়গ ঘূর্ণিত করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরতরপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। নরপতি সুরথ তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলের বধের নিমিত্ত এক মত্ত কুঞ্জর প্রেরণ করিলেন। করিবর শুণ্ড উত্তোলন করিয়া নকুলের সম্মুখে ভ্রমণ করিতে লাগিল। নকুল তদ্দর্শনে সত্বরে তাহার গণ্ডদেশে এরূপ বলপূর্ব্বক এক খড়গাঘাত করিলেন যে, তাহাতেই তাহার দন্তদ্বয় ও শুণ্ড ছিন্ন হইয়া গেল। সেই হস্তী তখন চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইয়া বহুসংখ্যক হস্তিপকের প্রাণ-নাশ করিল। মহাবলপরাক্রান্ত মাদ্রীনন্দন সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনানন্তর ভীমসেনের রথে আরোহণ করিয়া সুস্থ ও সুখী হইলেন।

বলবীর্য্যসম্পন্ন বৃকোদর ক্ষুর দ্বারা সমরাঙ্গনে সমাগত কোটিকাস্যের সারথির শিরশ্ছেদন করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। সারথি নিহত হওয়াতে তাঁহার অশ্বগণ বিশৃঙ্খল হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। এই অবসরে ভীমসেন প্রাস দ্বারা তাহাকে সংহার করিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় নিশিত ভল্ল দ্বারা দ্বাদশজন সৌবীরের শরাসন ও মস্তক ছেদন করিয়া বহু-সংখ্যক শিবি, ইক্ষ্বাকু, ত্রিগর্ত্ত ও সিন্ধুদেশীয় বীরগণের প্রাণ নাশ করিতে লাগিলেন। অনেকানেক মাতঙ্গ ও মহারথ তাঁহার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শমনসদনে যাত্রা করিল। সেই সময় যুদ্ধক্ষেত্র মস্তকশূন্য কলেবর ও কলেবরশূন্য মস্তক দ্বারা এক-

বারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। কুক্কুর, গৃধ্র, কঙ্ক, কাকোল, ভাস, গোমায়ু ও বায়সগণ নিহত বীরপুরুষসমূহের মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল।

ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক দুরাত্মা জয়দ্রথ সেই সমুদয় বীরপুরুষগণকে নিহত নিরীক্ষণ করত সাতিশয় সম্ভ্রস্তচিত্তে দ্রৌপদীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিবার মানস করিল। পরে সেই নরাধম প্রাণভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া সৈন্যসমুদয়সঙ্কুল সংগ্রামস্থলে কৃষ্ণাকে রথ হইতে অবতারণপূর্ব্বক স্বয়ং পলায়ন করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৌম্যসমভিব্যাহারিণী দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে নিরীক্ষণ করিয়া মাদ্রীসুতের সহিত তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইলেন।

এইরূপে পাপাত্মা জয়দ্রথ সমরস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে পর তাহার সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলে মহাবীর বৃকোদর নারাচ দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সব্যসাচী ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে জয়দ্রথের সৈন্য সংহার করিতে নিষেধ করত কহিলেন, "দেখ, যে দুরাত্মার অত্যাচারনিবন্ধন আমাদিগকে এতাদৃশ ক্লেশ সহ্য করিতে হইল, তাহাকেই এই সমরাঙ্গনে অবলোকন করিতেছি না; অতএব আইস, আমরা তাহারই অন্বেষণ করি; বৃথা সৈন্য বিনাশ করিবার প্রয়োজন নাই।"

বলবদগ্রগণ্য ভীমসেন ধীমান্ ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! রিপুগণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে, অতএব আপনি নকুল, সহদেব ও ধৌম্যসমভিব্যাহারে কৃষ্ণাকে লইয়া আশ্রমে গমনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করুন। দুরাত্মা জয়দ্রথ যদি পাতালতলে পলায়ন করে, সুররাজ ইন্দ্র উহার সারথি হয়েন, তথাপি আমি ঐ নরাধমকে নিধন করিব, তাহার সন্দেহ নাই

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে মহাবীর! নরাধম জয়দ্রথ নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগিনী দুঃশলা ও জ্যেষ্ঠতাতপত্নী যশস্বিনী গান্ধারীকে স্মরণ করিয়া উহাকে সংহার না করাই কর্ত্তব্য।"

লজ্জানম্রমুখী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণে ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া কোপকম্পিতকলেবরে ভীম ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে বীরদ্বয়! যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে অবশ্যই ঐ দুরাত্মাকে সংহার করিও; দেখ, যে ব্যক্তি ভার্য্যা বা রাজ্য অপহরণ করে, সে সংগ্রামে শরণাগত হইলেও তাহাকে নিধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" ভীম ও অর্জ্জুন দ্রৌপদীর বাক্যশ্রবণানন্তর জয়দ্রথকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির নকুল, সহদেব ও ধৌম্যসমভিব্যাহারে কৃষ্ণাকে লইয়া সেই বহুবিধমঠসঙ্কুল আশ্রমে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ একত্র মিলিত হইয়া দ্রৌপদীর নিমিত্ত সন্তাপ করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ ভার্য্যা, ভ্রাতৃদ্বয় ও পুরোহিত-সমভিব্যাহারে সেই দ্বিজগণসম্মুখে সমুপস্থিত হইলে, তাঁহারা যুধিষ্ঠির শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়াছেন দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। তৎপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন; বরবর্ণিনী কৃষ্ণা নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন

এ দিকে ভীমসেন ও অর্জ্জুন জয়দ্রথ তথা হইতে একক্রোশ পথ পলায়ন করিয়াছে জানিয়া বায়ুবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর অর্জ্জুন সেই স্থান হইতে জয়দ্রথের অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত দিব্যাস্ত্রধারী সব্যসাচী বিপৎকালেও বিচলিতহৃদয় হইতেন না, তিনি মন্ত্রপূত শরনিকর দ্বারা অনায়াসে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দুই জনে জয়দ্রথকে লক্ষ্য করিয়া বেগে ধাবমান হইলে ক্ষত্রিয়াপসদ জয়দ্রথ অশ্বগণ নিহত হইয়াছে ও ধনঞ্জয় অতি বিক্রমের কার্য্য করিতেছেন, নিরীক্ষণ করত সাতিশয় ভীত ও দুঃখিত হইয়া পলায়নমানসে প্রাণপণে বনমধ্যে ধাবমান হইল।

মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া তাহার অনুগমন করত কহিতে লাগিলেন, "ওহে রাজপুত্র! তুমি এই সাহসে বলপূর্ব্বক কামিনী হরণ করিতে বাসনা করিয়াছিলে? নিরত্ত হও, নিরত্ত হও, তোমার পলায়ন করা নিতান্ত অনুচিত। তুমি কি বলিয়া শত্রুমধ্যে অনুচরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ?" ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল দুরাত্মা জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও পলায়নে নিরত্ত হইল না। তখন মহাবলপরাক্রান্ত রকোদর 'থাক্ থাক্' বলিয়া সহসা জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। দয়াশীল অর্জ্জুন 'উহার প্রাণ সংহার করিও না,' বলিয়া ভীমসেনকে নিষেধ করিলেন।

দ্রৌপদীহরণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত

একসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

জয়দ্রথবিমোক্ষণপর্ব্বাধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা জয়দ্রথ উদ্যতায়ুধ মহাবীর ভীমার্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বেগে ধাবমান হইল। ভীমও তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কেশপাশ গ্রহণ করিলেন। পরে তাহাকে উত্তোলিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ ও জটাজূট গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত প্রহার করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ ধরাতল হইতে গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যবসরে মহাবীর ভীম তাহার মস্তকে পদাঘাত ও বক্ষঃস্থলে জানুদ্বয় আরোপিত করিয়া বারংবার কূর্পর-প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন জয়দ্রথ তাঁহার প্রহারে পীড়িত হইয়া করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করত মূর্চ্ছিত হইল।

অনন্তর অর্জ্জুন এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, "হে ভীম! রাজা যুধিষ্ঠির দুঃশলার বিষয় উল্লেখ করিয়া যে কথা কহিলেন, তাহা এক্ষণে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।" ভীম কহিলেন, "এই পাপাচার দ্রৌপদীকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছে; আমি ইহাকে অবশ্যই বিনাশ করিতাম, কিন্তু ধর্ম্মরাজ একান্ত কৃপাপরতন্ত্র এবং তুমিও দুর্ব্বদ্ধিপ্রভাবে বারংবার আমাকে নিষেধ করিতেছ, সুতরাং এক্ষণে আমি তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম।" এই বলিয়া ভীমসেন অর্দ্ধচন্দ্রবাণ দ্বারা জয়দ্রথের মস্তকের পঞ্চস্থান মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চচূড় করিয়া দিলেন; কিন্তু সে বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিতে পারিল না।

অনন্তর রকোদর তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "রে মূঢ়! যদি তুই জীবিতলাভের অভিলাষ করিস্, তাহা হইলে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সভামধ্যে আমাদিগের দাস বলিয়া তোকে পরিচয় দিতে হইবে; ইহাতে সম্মত হইলে আমি তোর জীবন প্রদান করিব। যুদ্ধনির্জ্জিত শত্রুর প্রতি এইরূপই ব্যবহার করা চিরপ্রসিদ্ধ।" জয়দ্রথ অগত্যা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিল।

অনন্তর মহাবল ভীমসেন ভূপৃষ্ঠে বিচেষ্টমান ধূল্যবলুণ্ঠিতকলেবর জয়দ্রথকে বন্ধন করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত আশ্রমস্থ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তদবস্থ শত্রুকে তাঁহার সমীপে অর্পণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাহাকে দেখিবামাত্র সহাস্যমুখে ভীমসেনকে কহিলেন, "হে ভীম! তুমি অবিলম্বেই ইহাকে মুক্ত কর।" ভীম কহিলেন, "মহারাজ! এই নরাধম আমাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে; অতএব আপনি ইহার পরিত্যাগের বিষয় দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করুন।" তখন রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয়সম্ভাষণপূর্ব্বক ভীমকে কহিলেন, "যদি আমার বাক্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তবে অচিরাৎ এই দুরাচারকে পরিত্যাগ কর।" অনন্তর দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মহাবীর ভীমকে কহিলেন, "এই দুরাচার তোমাদিগের দাসত্বস্বীকার করিয়াছে এবং তুমি ইহার মুণ্ড মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চচূড়সম্পন্ন করিয়াছ; অতএব ইহাকে শীঘ্রই মুক্ত কর।"

অনন্তর জয়দ্রথ বন্ধনবিমুক্ত ও একান্ত বিহ্বল হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পাদবন্দনপূর্ব্বক সম্মুখীন মুনিগণকে অভিবাদন করিল। তখন ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনপরিগৃহীত জয়দ্রথকে নিরীক্ষণ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে কহিলেন, "রে নরাধম! এক্ষণে তুমি দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হইলে; কিন্তু এরূপ গর্হিত কর্ম্ম আর কদাচ করিও না।

তুমি নিতান্ত ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রাশয়েরা তোমার একমাত্র সহায়। তুমি পরস্ত্রীলোলুপ; তোমায় ধিক্! তোমার ন্যায় নীচপ্রকৃতি না হইলে আমাদিগকে গতাসু বোধ করিয়া এইরূপ অন্যায় আচরণে কোন্ ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারে?” অনন্তর তিনি সদয়-হৃদয়ে কহিলেন, “এক্ষণে তুমি হস্ত্যশ্ব-রথপদাতি-সমভিব্যাহারে স্বনগরাভিমুখে গমন কর; আর কদাচ অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিও না, প্রার্থনা করি, তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিই পরিবর্দ্ধিত হউক।”

অনন্তর মহারাজ জয়দ্রথ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ-মনে লজ্জাবনতমুখে গঙ্গাদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিয়া ভূত-ভাবন ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইল এবং অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক অনতিকালমধ্যেই তাঁহাকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলে দেবদেব ত্রিলোচন তথায় আবির্ভূত হইয়া পূজোপহার গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! তুমি এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।” জয়দ্রথ কহিল, “ভগবন্! আমি পঞ্চপাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিব।” শঙ্কর কহিলেন, “না, তুমি কেবল মহাবাহু অর্জ্জুন ব্যতিরেকে সেই অজেয় ও অবধ্য পাণ্ডব-গণকে পরাজয় করিতে পারিবে। পূর্ব্বকালে নররূপী অর্জ্জুন ভগবান্ নারায়ণের সহিত বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিলোকের অজেয় ও দেবগণেরও দুরধিগম্য, তিনি আমা হইতে পাশুপত অস্ত্র ও লোকপালদিগের নিকট বজ্র প্রভৃতি মহাস্ত্র-সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে চরাচরগুরু ভগবান্ বিষ্ণু কালাগ্নিরূপ পরিগ্রহ করিয়া শৈলকাননসম্পন্না সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ও পাতালতল দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তৎকালে সৌদামিনীজালমণ্ডিত ঘনমণ্ডলী অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া অতি গভীর গর্জ্জন ও রথাক্ষতুল্য স্থূলধারে অনবরত বারিবর্ষণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ করত সেই প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ করিয়া থাকে। চারি সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হইলে এই পৃথিবী এক-কালে সলিলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও পবন কিছুই লক্ষিত হয় না; কেবল একমাত্র অসীম সাগর নেত্রগোচর হইয়া থাকে। এই অবসরে সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ ও সহস্রমস্তকসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণ সেই অগাধ জলধিজলে সহস্রসূর্য্য-সন্নিভ সহস্র-ফণাধারী শশিমৃণালধবল শেষসর্পে শয়ন করিয়া থাকেন। তৎকালে তিনি স্বীয় নিদ্রার নিমিত্ত রজনীকে নিরবচ্ছিন্ন গাঢ়তর তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, পরে সত্ত্বগুণের উদ্রেকে প্রবুদ্ধ হইয়া ত্রিলো-ককে কেবল শূন্যময় অবলোকন করেন। জলের নাম নার, প্রলয়কালে ভগবান্ তাহাতেই শয়ন করিয়া-ছিলেন, এই কারণে তিনি নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত।

অনন্তর ভগবান্ প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার নাভিসরোবর হইতে এক পদ্ম সমুত্থিত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই নাভিপদ্মে সমুদ্ভূত ও উপবিষ্ট হইয়া নিখিল বিশ্ব লোকশূন্য অবলোকন করত আপনার মন হইতে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রহ্মমূর্ত্তি দ্বারা সৃষ্টি, পৌরুষী মূর্ত্তি দ্বারা রক্ষা ও রৌদ্রীভাবে সকল সংহার করিয়া থাকেন।

হে সিন্ধুপতে! বোধ হয় তুমি বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ও মুনিগণমুখে ভগবান্ বিষ্ণুর অদ্ভুত কর্ম্ম-সমুদয় শ্রুত হইয়া থাকিবে। এই অবনীমণ্ডল জল-প্লাবিত হইলে তিনি বর্ষারজনী খদ্যোতের ন্যায় ইত-স্ততঃ সঞ্চরণ করত পৃথিবী উদ্ধার করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘আমি কি প্রকার আকার পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিব?’ অনন্তর দিব্য-চক্ষুঃপ্রভাবে জলবিহারযোগ্য বরাহরূপ তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে তিনি দশযোজন বিস্তৃত শতযোজন আয়ত বেদোক্ত বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার দংষ্ট্রাসকল অতি তীক্ষ্ণ, শরীর পর্ব্ব-তের ন্যায় উন্নত ও নবীনজলধরের ন্যায় নীলবর্ণ এবং তাঁহার গভীর গর্জ্জন মেঘ-নির্ঘোষসদৃশ।

ভগবান্ বিষ্ণু এবংবিধ বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া সাগরসলিলে প্রবেশপূর্ব্বক একমাত্র দশন দ্বারা মেদিনীমণ্ডল উদ্ধার করিয়া স্বস্থানে স্থাপন করি-লেন। অনন্তর তিনি অপূর্ব্ব নরসিংহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভামণ্ডপে গমন করিলেন। দানবরাজ সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব নর-

সিংহরূপ নিরীক্ষণ করিয়া রোষকষায়িত-লোচনে এক সুতীক্ষ্ণ শূল উদ্যত করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভগবান্ নৃসিংহদেব ক্রোধভরে খর-নখরপ্রহারে তাহার উরঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ লোকের হিতসাধনার্থ মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। অদিতি সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে নবীননীরদশ্যামল, দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী, জটামণ্ডিত-মস্তক, শ্রীবৎসলাঞ্ছিতবক্ষ, যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন বামনাকার এক পুত্র প্রসব করিলেন। বামনদেব বৃহস্পতি-সমভিব্যাহারে দানবরাজ বলির যজ্ঞদর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। দৈত্যরাজ বলি সেই অদ্ভুত বামনরূপ নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, 'হে বিপ্র! আপনার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে যাহা অভিলাষ হয়, প্রার্থনা করুন।' বামনদেব 'স্বস্তি' বলিয়া হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করত সহাস্যমুখে কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি আমাকে ত্রিপাদমাত্র ভূমি প্রদান করুন।' দানবরাজ তৎক্ষণাৎ প্রীতমনে বামনের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। তখন বিক্রমশালী বামনদেব দিব্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া ত্রিবিক্রমপ্রভাবে দানব-হস্ত হইতে পৃথিবী প্রত্যাহরণপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ঐ বামনের সহিত দেবতারাও ভূতলে প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং তিনি পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, এ নিমিত্ত এ জগৎ বৈষ্ণব-জগৎ বলিয়া অভিহিত হয়।

হে বৎস! বামনাবতারের বিষয় সম্যক্‌রূপ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভগবান্ বিষ্ণু সনাতন ধর্ম্মস্থাপন, অসতের নিগ্রহ ও যদুবংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধু লোকেরা তাঁহাকে অনাদি, অনন্ত, অজ ও অজিত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তিনি পীতাম্বর ও শঙ্খচক্রগদা-ধারী, তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসভূষিত। সেই ভূত-ভাবন ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত অর্জ্জুন দেবগণেরও অজেয় হইয়াছেন; সুতরাং মনুষ্যেরা তাঁহাকে কিরূপে পরাজয় করিবে? অতএব তুমি একদিন অর্জ্জুন ব্যতীত সসৈন্য পাণ্ডবচতুষ্টয়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।"

এই বলিয়া ভগবান্ ত্রিলোচন দেবী পার্ব্বতীর সহিত নানা প্রহরণধারী, বিকট, বামন, কুব্জ ও বিকৃত-নয়ন প্রভৃতি পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলে, রাজা জয়দ্রথ স্বভবনাভিমুখে প্রত্যা-গমন করিল এবং পাণ্ডবেরাও সেই কাম্যকবনে অব-স্থান করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথবিমোক্ষণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়

—*—

রামোপাখ্যানপর্ব্বাধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! দ্রৌপদী অপহৃত হইলে পাণ্ডবেরা নিরতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে কি করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে পরাজিত ও দ্রৌপদীকে বিমুক্ত করিয়া পরিশেষে কাম্যকবনে মুনিগণসমভিব্যাহারে একত্র সমাসীন হইয়া নানা প্রকার কথোপকথন আরম্ভ করি-লেন। মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, "ভগবন্! আপনি দেবর্ষিগণের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত; ভূত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন; অতএব অনু-গ্রহপূর্ব্বক আমার অন্তঃকরণের সংশয় অপনোদন করুন। স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কাল, দৈব ও ভবিতব্যতা অনতিক্রমণীয়; নতুবা অযোনিজা, বেদি-মধ্যসম্ভূতা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ ও আমাদিগের সহ-ধর্ম্মিণী সেই ধর্ম্মচারিণী দ্রুপদরাজনন্দিনী কি নিমিত্ত এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইলেন? তিনি কদাপি পাপ ও নিন্দিত কর্ম্ম করেন নাই, সর্ব্বদা দ্বিজসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণে তৎপর।

পাপমতি জয়দ্রথ ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল বলিয়া সহায়সম্পন্ন হইলেও সে সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছে এবং তাহার মস্তকের কেশপাশ মুণ্ডিত হইয়াছে। আমরা সমুদয় সিন্ধুদেশীয় সৈন্য নিহত করিয়া দ্রৌপদীর উদ্ধারসাধন করিয়াছি। যাহা হউক, অতর্কিতচর ভার্য্যাহরণ, দীর্ঘকাল অরণ্যবাস, বনেচর নিরপরাধী মৃগগণের প্রাণহিংসা দ্বারা জীবিকা ও কপটচারী জ্ঞাতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাসন এই সকল দুঃখে আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মহর্ষে! আপনি ত্রিকালজ্ঞ, অতএব আপনি কি কখন আমার ন্যায় হতভাগ্য মনুষ্যকে দর্শন বা নাম শ্রবণ করিয়াছেন?”

ত্রিসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত রাবণ মায়াপ্রভাবে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীকে হরণ ও পথিমধ্যে গৃধ্র জটায়ুর প্রাণ সংহারপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর রামচন্দ্র সীতার অদর্শনে তোমা অপেক্ষাও সমধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সুগ্রীবের সাহায্যে সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক দশাননপুরী লঙ্কা দগ্ধ করিয়া জানকীর উদ্ধার-সাধন করেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্! রাম কোন্ বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমই বা কিরূপ এবং রাবণই বা কাহার পুত্র? তাহার সহিত কোন্ ব্যক্তির শত্রুতা হইয়াছিল? তৎসমুদয় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। অনুত্তম রামচরিত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।”

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত অজ নামে এক সুবিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম দশরথ; তিনি অতি পবিত্রস্বভাব ও নিরন্তর স্বাধ্যায়নিরত ছিলেন। দশরথের চারি পুত্র;—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম ও অর্থ-চিন্তাবিশারদ। রামের জননী কৌশল্যা, ভরতের জননী কৈকেয়ী এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রা। বিদেহরাজদুহিতা সীতা রামের প্রিয়তমা মহিষী হইবেন বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং তাঁহাকে নির্ম্মাণ করেন। হে ভূপাল! রাম ও সীতার জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল; এক্ষণে রাবণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সর্ব্বলোকপ্রভু ভগবান্ প্রজাপতি রাবণের পিতামহ, তাঁহার পুলস্ত্য নামে এক মানস-পুত্র জন্মে, তিনি পিতার পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। পুলস্ত্যের পুত্র বৈশ্রবণ; বৈশ্রবণ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার পিতা ক্রোধে তনুত্যাগ করিলেন; কিন্তু বৈশ্রবণের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ ক্রোধ ছিল; অতএব তিনি তাহার প্রতীকার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং অর্দ্ধাংশে দ্বিজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিশ্রবা নামে বিখ্যাত হইলেন।

এ দিকে পিতামহ বৈশ্রবণের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অমরত্ব,ধনেশত্ব,লোকপালত্ব ও নলকূবর নামে পুত্র প্রদান করিলেন এবং মহাদেবের সহিত তাঁহার সখ্যবিধান করত তাঁহাকে পুষ্পকাখ্য কামগ বিমান সমর্পণপূর্ব্বক রাক্ষসগণপরিপূর্ণ লঙ্কা তদীয় রাজধানী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বৈশ্রবণ ভগবান্ কমলযোনির কৃপাবলে যক্ষগণের আধিপত্য ও রাজরাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

চতুঃসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি পুলস্ত্যের দেহার্দ্ধসমুৎপন্ন বিশ্রবা বৈশ্রবণকে সতত ক্রোধদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। রাক্ষসেশ্বর কুবের স্বীয় পিতাকে ক্রোধপরতন্ত্র জানিয়া সতত সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেন। নরবাহন বৈশ্রবণের আবাসস্থান লঙ্কা। তিনি পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী-নাম্নী তিন জন রাক্ষসীকে স্বীয় পিতা বিশ্রবার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ রাক্ষসীত্রয় নৃত্য ও গীতে সাতিশয় সুনিপুণ। উহারা সকলেই স্ব স্ব শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে মহর্ষি বিশ্রবার সন্তোষসম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিল।

মহর্ষি বিশ্রবা তাহাদের আস্থা-দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অভিলাষানুসারে তিন জনকেই লোকপালসদৃশ অপত্য প্রদান করিলেন। পুষ্পোৎকটার গর্ভে বীর-শ্রেষ্ঠ রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, মালিনীর গর্ভে মহাত্মা বিভীষণ এবং রাকার গর্ভে খর ও শূর্পনখা জন্ম পরিগ্রহ করেন। উহাদের মধ্যে বিভীষণ সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্, ধার্ম্মিক ও সৎকর্ম্মনিরত; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাবণ মহাবল-পরাক্রান্ত ও উৎসাহশীল; কুম্ভকর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, মায়াবী, সংগ্রামনিপুণ ও প্রচণ্ড এবং খর ব্রহ্মদ্বেষী, মাংসলোলুপ ও মহাধনুর্দ্ধর ছিলেন। ঘোররূপা শূর্পনখা সতত সিদ্ধগণের বিঘ্ন উৎপাদন করিত। রাবণ প্রভৃতির ভ্রাতৃগণ সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত, বেদবেত্তা ও ব্রতচারী ছিলেন। উহাঁরা স্বীয় পিতার সমভিব্যাহারে গন্ধমাদন-পর্ব্বতে বাস করিতেন।

একদা দশাননাদি ভ্রাতৃগণ পরমসমৃদ্ধিসম্পন্ন নরবাহন বৈশ্রবণকে পিতার সহিত একত্র সমাসীন অবলোকন করত সাতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া তপোনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। দশানন পঞ্চাগ্নি-মধ্যস্থ ও বায়ুভুক্, কুম্ভকর্ণ অধঃশিরা ও সংযতাহার এবং বিভীষণ শীর্ণ পত্রমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক উপবাসনিরত ও জপপরায়ণ হইয়া সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। খর ও শূর্পনখা রাবণাদির তপোনুষ্ঠান-কালে হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ হইলে দুর্দ্ধর্ষ দশানন আপনার মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা রাবণের সেই অলোকসামান্য কার্য্য-সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া স্বয়ং তাঁহাদের সমীপে আগমনপূর্ব্বক সকলকে পৃথক্ পৃথক্ বরদান দ্বারা প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করত কহিলেন, "হে বৎসগণ! আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; আর তপস্যা করিতে হইবে না, এক্ষণে অমরত্ব ব্যতীত স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। বৎস রাবণ! তুমি মহত্ত্বলাভবাসনায় আপনার মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছ, তন্নিমিত্ত তোমার যত ইচ্ছা ততই মস্তক হইবে, কিন্তু উহা দ্বারা তোমার দেহের কিছুমাত্র বৈরূপ্য জন্মিবে না; তুমি কামরূপী ও সংগ্রামে শত্রুগণের নিহন্তা হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

রাবণ কহিলেন, "হে প্রভো! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও ভূতগণ ইহাদের নিকট যেন আমার পরাভব না হয়।"

ব্রহ্মা কহিলেন, "হে রাবণ! তুমি মনুষ্য ভিন্ন যাহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে, তাহাদের নিকট তোমার কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই; তুমি অনায়াসেই জয়লাভ করিবে।" নরমাংসাশী রাবণ মনুষ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, সুতরাং ব্রহ্মার বাক্য-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলে মোহাক্রান্তচিত্ত কুম্ভকর্ণ 'আমার দীর্ঘকাল নিদ্রা হউক, বলিয়া বর প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে বরপ্রদানপূর্ব্বক বিভীষণকে বর গ্রহণ করিতে কহিলেন। বিভীষণ কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! সুমহান্ আপৎকাল সমুপস্থিত হইলেও যেন আমার মতি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় এব অশিক্ষিত ব্রহ্মাস্ত্র যেন স্বতঃ আমাতে প্রতিভাত থাকে।" ব্রহ্মা কহিলেন, "হে বৎস! তুমি যখন রাক্ষস-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধর্ম্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন আমি তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম।"

মহাবীর দশানন ব্রহ্মার নিকট বরগ্রহণানন্তর কুবেরকে সংগ্রামে পরাজয় ও রাজ্যচ্যুত করিয়া লঙ্কা অধিকার করিলেন। ধনেশ্বর তখন লঙ্কা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও কিম্পুরুষসমভিব্যাহারে গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত রাবণ তাঁহার পুষ্পকনামক বিমান বলপূর্ব্বক হরণ করিলে তিনি তখন ক্রোধকম্পিত-কলেবরে রাবণকে অভিসম্পাত করিলেন, 'রে দুরাত্মন্! এই পুষ্পক কখনই তোকে বহন করিবে না। যিনি সমরাঙ্গনে তোকে সংহার করিবেন, এই বিমান সেই মহাবীরকে বহন করিবে; আর আমি তোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গুরু, তুই যেমন আমার অপমান করিলি, এই অপরাধে তোকে ত্বরায় শমন-সদনে গমন করিতে হইবে।'

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সজ্জনাচরিত পথ স্মরণপূর্ব্বক কুবেরের অনুগমন করিলেন। ভগবান্ ধনেশ্বর স্বীয় ভ্রাতা বিভীষণের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যক্ষরাক্ষস-সৈন্যের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

এ দিকে নরমাংসলোলুপ মহাবল-পরাক্রান্ত পিশাচগণ একত্র হইয়া দশাননকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিল। আকাশগামী কামরূপী মহাবল-পরাক্রান্ত দশগ্রীব দেবগণ ও দৈত্যগণকে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাদের সমুদয় রত্ন হরণ করিলেন। তিনি দেবগণেরও মনে ভয় সমুৎপাদন করিয়াছিলেন। মহাবীর দশানন সমস্ত লোককে রাবিত অর্থাৎ তাহাদের হিংসা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রাবণ হইল।

পঞ্চসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মর্ষি,সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণ হুতাশনকে পুরস্কৃত করিয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। হুতাশন কমলযোনিকে কহিলেন,"ভগবন্! বিশ্রবার পুত্র মহাবল দশগ্রীব আপনার বরপ্রভাবে অবধ্য হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রজাগণের অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে; অতএব আপনি রক্ষা করুন, আপনা ব্যতীত ত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই।"

ব্রহ্মা কহিলেন, "হে হব্যবাহ! যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করা দেবাসুরের অসাধ্য, আমি তাহার নিগ্রহের উপায়বিধান করিয়াছি। চতুর্ভুজ বিষ্ণু আমার নিয়োগক্রমে অবতীর্ণ হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবেন। সম্প্রতি তুমি দেবগণসমভিব্যাহারে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া ঋক্ষী ও বানরীর গর্ভে মহাবল-পরাক্রান্ত কামরূপী পুত্রসকল উৎপাদন কর, তাহারা কার্য্যকালে বৈকুণ্ঠস্বামী বিষ্ণুর সহায় হইবে।"

অনন্তর দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ অংশক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের সমক্ষে দুন্দুভিনামে গন্ধর্ব্বীকে আদেশ করিলেন, "দুন্দুভি! তুমি দেবকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তমর্ত্ত্যলোকে গমন কর।" দুন্দুভি পিতামহবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কুব্জা হইয়া মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন। তথায় তাঁহার নাম মন্থরা হইল।

এ দিকে দেবরাজ প্রভৃতি দেবতারা প্রধান প্রধান বানরী ও ঋক্ষীর গর্ভে মহাবল-পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক পুত্রোৎপাদন করিলেন। সেই সকল পুত্রেরা যশ ও বলবিষয়ে পিতৃগণের অনুরূপ হইল; তাহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ, গিরিশৃঙ্গবিদারণক্ষম, অযুত নাগেন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী এবং শাল,তাল ও শিলা প্রভৃতি তাহাদিগের আয়ুধ হইল। তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। যাহার যে স্থানে অভিলাষ হইত, সে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিত।

ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে সমুদয় বিধান করিয়া পরিশেষে যেরূপে কার্য্য করিতে হইবে, মন্থরাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মনোমারুতগামিনী মন্থরা ব্রহ্মার বাক্য-শ্রবণানন্তর বৈরসন্ধুক্ষণে বিরত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত পিতামহের আদেশানুরূপ সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

ষট্সপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! আপনি রামচন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ ও জনকদুহিতা সীতা কি কারণে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন, তাহাও আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।"

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মনিরত বৃদ্ধজনমতাবলম্বী রাজা দশরথ অপত্যলাভ করিয়া পরম প্রীত ও প্রফুল্ল হইলেন। তাঁহার পুত্রেরা বিমল শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমুদয় বেদ ও সরহস্য ধনুর্ব্বেদে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত-সাধন করিলে রাজা দশরথ তাঁহাদিগের বিবাহ-সংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলেন। অনন্তর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম রমণীয় গুণগ্রামে প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

মত্তমাতঙ্গগামী কমললোচন রামের বাহুযুগল আজানুলম্বিত; কেশকলাপ নীল ও কুঞ্চিত; বক্ষঃস্থল অতি বিশাল। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, অসতের নিয়ন্তা, ধার্ম্মিকের রক্ষিতা, বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান্ এবং শত্রুগণেরও প্রিয়দর্শন ছিলেন। রাজা দশরথ সেই অধৃষ্য ও অপরাজিত রঘুনাথকে নিরীক্ষণ ও তাঁহার গুণসমূহ চিন্তা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা দশরথ আপনাকে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া রাজ্যাভিষেকের সমুচিত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, ইহা অবধারণ করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ প্রীতমনে পুরোহিতকে কহিলেন, "অদ্য পুষ্যা নক্ষত্র ও পবিত্র যোগযুক্ত রজনী; অতএব আপনি রামকে এই বিষয় অবগত করিয়া অভিষেকোপযোগী দ্রব্যসম্ভার আহরণ করুন।" মন্থরা ভূপালমুখে এই সংবাদ শ্রবণমাত্র সত্বরে কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "দেবি! তোমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট; ভীষণ অজগর ক্রুদ্ধ হইয়া এখনই তোমাকে দংশন করুক। কৌশল্যার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে: তাহার পুত্র অনতিকালমধ্যেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। মহারাজ তোমার পুত্রকে কখন রাজ্যাধিকারী করিবেন না; সুতরাং তোমার সৌভাগ্য আর কোথায় রহিল? উহা এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।"

কৈকেয়ী এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া দ্রুতগমনে নির্জ্জনে ভূপালসন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং সহাস্যমুখে প্রণয় প্রকাশপূর্ব্বক মধুর-বাক্যে কহিলেন, "মহারাজ! তুমি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রদান করিয়া আমাকে মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর।" রাজা দশরথ কহিলেন, "হে সুন্দরি! আমি এক্ষণে বরপ্রদানে সম্মত আছি। তুমি অবিলম্বেই স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি পৃথিবীর রাজাধিরাজ এবং বর্ণচতুষ্টয়ের রক্ষক; বল, কোন্ অবধ্যকে বধ বা কোন্ বধ্যকে বিমুক্ত করিব? আমার যে কিছু ধন আছে, বল, কাহাকে প্রদান করিব অথবা ব্রহ্মস্ব ব্যতিরেকে কাহার ধন অপহরণ করিয়া লইব?"

তখন কৈকেয়ী রাজার প্রসন্নভাব নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় ক্ষমতানুসারে কহিলেন, "মহারাজ! তুমি রামের রাজ্যাভিষেকসাধনার্থ যে দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিয়াছ, তাহা দ্বারা আমার পুত্র ভরতের অভিষেক হউক আর রাম অরণ্যে প্রস্থান করুক।" রাজা কৈকেয়ীমুখে এই নিদারুণ দুর্বিষহ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক একান্ত দুঃখিত হইয়া কিছুমাত্র বলিলেন না।

অনন্তর মহানুভব রাম, পিতা এইরূপ বচনবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা সবিশেষ বিদিত হইয়া তাঁহার সত্যরক্ষার্থ বনপ্রস্থান করিলেন। ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ ও জনকদুহিতা সীতা তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা দশরথ পুত্রবিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর কৈকেয়ী ভরতকে নন্দিগ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া কহিলেন, "বৎস! রাজা তনুত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন; রাম ও লক্ষ্মণ বনপ্রস্থান করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি রাজ্যাধিকারী হইয়া নিষ্কণ্টকে ভোগ কর।" ধর্ম্মাত্মা ভরত কহিলেন, "কুলপাংসনে! তুমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছ। ধনলাভ-লোভে ভর্ত্তৃবিনাশ ও সূর্য্যবংশ উৎসন্ন করিলে। লোকে এ বিষয়ে আমারই অযশ ঘোষণা করিবে; এক্ষণে তোমার বাসনা-সকল সম্যক্ সফল হইল।" এই বলিয়া ভরত অবিরল বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন।

পরে তিনি প্রজাদিগের নিকট আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকে প্রত্যানয়ন করিবার অভিলাষে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে সুসজ্জিত যানে অগ্রে প্রেরণ করিলেন; পশ্চাৎ বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি শত সহস্র ব্রাহ্মণ, পৌর ও জানপদবর্গপরিবৃত হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত স্বয়ং যাত্রা করিলেন; চিত্রকূট-পর্ব্বতে তাপসবেশধারী ধনুর্দ্ধর রঘুনাথকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যানয়নার্থ বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম পিতার আদেশে বন-

বাসই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া ভ্রাতা ভরতকে প্রতিগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভরত নন্দিগ্রামে তদীয় পাদুকাযুগল পুরস্কৃত করিয়া স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। রামও তথায় পৌরগণের পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া এক মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সৎকার করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন ও তথায় গোদাবরী নদী নিরীক্ষণ করত পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় জনস্থাননিবাসী রাক্ষস খরের সহিত রামের শূর্পনখামূলক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ধর্ম্মবৎসল রাম তাপসগণের রক্ষার্থ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার ও মহাবল-পরাক্রান্ত খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়া সেই ধর্ম্মারণ্য নিষ্কণ্টক করিলেন।

অনন্তর শূর্পনখা ছিন্ননাসা ও ছিন্নোষ্ঠী হইয়া লঙ্কাধিনাথ রাবণের নিকট গমনপূর্ব্বক দুঃখে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। বীরবর রাবণ ভগিনীকে তাদৃশ বিরূপীকৃত অবলোকন করত ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দশনে দশন নিষ্পীড়নপূর্ব্বক সত্বরে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং অমাত্যবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে শূর্পনখাকে কহিলেন, "হে শূর্পনখে! আমাকে অবমাননা ও ঘৃণা করিয়া কে তোমাকে এরূপ বিরূপ করিল? কোন্ ব্যক্তি শূল দ্বারা আপনার শরীর বিদ্ধ করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি মস্তকে বহ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক বিশ্বস্তমনে শয়ন করিয়া আছে? কোন্ ব্যক্তি মহাঘোর ভুজঙ্গকে চরণ দ্বারা স্পর্শ করিতেছে? কোন্ ব্যক্তিই বা মহাবল-পরাক্রান্ত কেশরীর দশন স্পর্শ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতেছে?"

যাদৃশ নিশাকালে বৃক্ষরন্ধ্র হইতে তেজ নির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সময়ে রাবণের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে অনবরত অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। তখন শূর্পনখা খরদূষণবধ প্রভৃতি রাক্ষসগণের পরাভব পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত রামবিক্রমবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল। অনন্তর রাবণ কর্ত্তব্যাবধারণপূর্ব্বক ভগিনীকে সান্ত্বনা ও মন্ত্রিহস্তে নগরের রক্ষাভার সমর্পণ করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। পরে ত্রিকূট ও কালপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অতি গভীর তিমিমকরসঙ্কুল সাগর নিরীক্ষণ করত অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করত ভগবান্ শূলপাণির প্রিয়তর গোকর্ণস্থানে উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে তদীয় পূর্ব্বামাত্য মারীচ রামভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছিল, রাবণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কেণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মারীচ রাক্ষসাধিপতি রাবণকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে ফলমূলাদি দ্বারা তাঁহার সৎকার করিল। রাবণ তথায় সমাসীন হইয়া কিছু কাল বিশ্রাম করিলে মারীচ তাঁহাকে কহিতে লাগিল, "হে রাক্ষসেন্দ্র! আপনার নগরী লঙ্কা ও প্রজাগণের কুশল ত? প্রজাগণ ত পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকে ভক্তি করিয়া থাকে? কি মনে করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনি আমাকে যাহা আদেশ করিবেন, অতি দুষ্কর হইলেও আমি তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিব।"

রাবণ মারীচের বাক্য-শ্রবণানন্তর তাহার সমীপে রামের সমুদয় বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কহিলেন। মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, "হে মহারাজ! আপনি রামের সহিত বিরোধ করিবেন না। আমি তাঁহার পরাক্রম বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। এই ভূমণ্ডলে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, দাশরথির বাণবেগ সহ্য করিতে পারে। তিনি আমার এই প্রব্রজ্যার একমাত্র হেতু। কোন্ দুরাত্মা আপনাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছে?"

দশানন মারীচের বাক্য-শ্রবণে একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে ভৎসনা করত কহিলেন, "যদি তুমি আমার আদেশানুসারে কার্য্য না কর, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে সংহার করিব।" তখন মারীচ মনে মনে চিন্তা করিল, 'রামের হস্তে হউক বা রাবণের হস্তে হউক, আমার মরণ অবশ্যই হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুরাত্মার হস্তে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা

সাধুলোকের হস্তে মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়ঃ, অতএব আমি দুরাত্মা রাবণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিব।' মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া রাবণকে কহিল, "হে রাক্ষসরাজ! আপনার কি অভিলাষ সম্পাদন করিতে হইবে, বলুন, আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাহা সম্পন্ন করিব।"

রাবণ কহিলেন, "হে মারীচ! তুমি রত্নশৃঙ্গ ও রত্ন-রোমসম্পন্ন মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সীতার সমীপে গমন করিয়া তাহাকে প্রলোভিত কর। সীতা তোমাকে দেখিয়া অবশ্যই তোমার আনয়নার্থ রামকে প্রেরণ করিবে। রাম দূরপ্রদেশে গমন করিলে আমি অনায়াসেই সীতাকে বশীভূত করিয়া আনয়ন করিতে পারিব। রাম সীতার বিয়োগে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে। হে মারীচ! তুমি আমার এই অভিলাষ সম্পাদন কর।"

মারীচ রাবণের বাক্যশ্রবণানন্তর স্বীয় ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক রাবণের অনুগমন করিল। পরে তাঁহারা দুই জনে রামের আশ্রম-সমীপে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত মন্ত্রণারূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাবণ কুণ্ডল ও ত্রিদণ্ডধারী মুণ্ডিতমুণ্ড যতির বেশ ধারণ করিলেন। মারীচ রাবণের আদেশানুরূপ মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক বৈদেহী-সন্নিধানে গমন করিল। দৈব-নির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়, সীতা সেই অপূর্ব্ব মৃগরূপ-সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার আনয়নার্থ রামকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রুদ্র যেমন তারামৃগের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ রাম সীতার প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত লক্ষ্মণকে তাঁহার রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া শর, শরাসন, তূণীর ও অঙ্গুলিত্র গ্রহণপূর্ব্বক সেই মায়ামৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মৃগরূপী মারীচ ক্ষণে ক্ষণে অন্ত-র্হিত ও ক্ষণে ক্ষণে রামের নয়নগোচর হইতে লাগিল।

মহাবীর দাশরথি এইরূপে মায়ামৃগের অনুসরণ-ক্রমে ক্রমে অতিদূরতর প্রদেশে উপনীত হইলেন। অনন্তর তিনি ঐ মৃগকে নিশাচর বলিয়া বোধ করত অমোঘ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ঐ দুষ্ট নিশাচরের প্রাণ সংহার করিলেন। নিশাচর মারীচ মরণসময়ে রামের স্বরসদৃশ স্বরে উচ্চস্বরে 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

বৈদেহী রাক্ষসের করুণস্বর-শ্রবণে রামের অনিষ্টা-শঙ্কা করিয়া সাতিশয় ব্যাকুলিতচিত্তে সেই শব্দানুসারে ধাবমান হইলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, "ভীরু! কোন শঙ্কা করিও না; রামকে প্রহার করা কাহার সাধ্য? তুমি মুহূর্ত্তকালমধ্যে পুনরায় ভর্ত্তার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবে।"

সীতা লক্ষ্মণের বাক্যশ্রবণানন্তর রোদন করিতে লাগিলেন এবং স্ত্রী-স্বভাবসুলভ লঘুতাপ্রভাবে লক্ষ্ম-ণের দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া পরুষবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "রে মূঢ়! তুই মনে মনে যে অভিলাষ করিয়া-ছিস্, তাহা কখনই সিদ্ধ হইবে না। আমি বরং অস্ত্রা-ঘাতে, কি গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনপূর্ব্বক অথবা হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিব, তথাপি জীবিত-নাথকে পরিত্যাগ করিয়া তোর বশীভূত হইব না। অরে মূর্খ! ব্যাঘ্রী কি কখন শৃগালকে ভজনা করে?"

পরমধার্ম্মিক রামপ্রিয় লক্ষ্মণ বৈদেহীর তাদৃশ অস-দৃশ বাক্য-শ্রবণে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক রাম-সন্নিধানে প্রস্থান করিলেন। তিনি রামের চরণচিহ্ন অনুসারে গমন করত ক্রমে ক্রমে জানকীর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন।

এ দিকে যতিবেশধারী দশানন সময় বুঝিয়া সীতাকে হরণ করিবার মানসে ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনের ন্যায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণা বৈদেহী তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ফলমূলাদি ভক্ষণ করিতে আমন্ত্রণ করিলেন। রাবণ তৎসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় রূপ গ্রহণ করিয়া সীতাকে সান্ত্বনাবাক্যে কহি-লেন, "অয়ি সীতে! আমি রাক্ষসকুলের অধিপতি, আমার নাম রাবণ; পয়োনিধিপারে লঙ্কা-নাম্নী পরম-রমণীয়া পুরী আমার রাজধানী। তুমি তথায় গমন করিয়া নরনারীগণমধ্যে আমার সহিত শোভিত হইবে। হে সুশ্রোণি! তুমি আমার প্রণয়িনী হও; তপস্বী রাঘবকে পরিত্যাগ কর।"

পতিব্রতা জানকী রাবণের মুখে ঐ সমুদয় বাক্য-শ্রবণে কর্ণে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, "যদি নক্ষত্র-সমবেত স্বর্গ ভূতলে পতিত হয়, যদি পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় আর যদি অগ্নি শীতল হয়, তথাপি আমি

রঘুনন্দনকে পরিত্যাগ করিব না। করেণু মদস্রাবী হস্তীকে ভজনা করিয়া কি শূকরকে স্পর্শ করিতে পারে? যে কামিনী মাধ্বীক বা মধুমাধবী পান করিয়া থাকে, তাহার কি কখন কাঞ্জিকে শ্রদ্ধা হয়?"

সীতা রাবণকে এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে স্ফুরিতাধর হইয়া করদ্বয় কম্পন করিতে করিতে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাবণ দ্রুতবেগে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অতি রূক্ষবাক্যে ভৎসনা করত তাঁহার কেশপাশ গ্রহণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধ মার্গে গমন করিলেন। সীতা রাক্ষসের হস্তে পতিত ও তৎকর্ত্তৃক সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া 'রাম রাম' বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় গিরিনিবাসী গৃধ্ররাজ জটায়ু তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! অরুণাত্মজ গৃধ্ররাজ জটায়ু রাজা দশরথের সখা এবং মহাশূর সম্পাতির সহোদর ছিলেন। তিনি বধূ জানকীকে রাবণের অঙ্কে নিরীক্ষণ করত ক্রোধভরে দ্রুতবেগে রাক্ষসেশ্বরসমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, 'ওরে দুষ্ট নিশাচর! সীতা আমার স্নুষা, তুই আমার সমক্ষে কিরূপে ইহাঁকে হরণ করিবি? যদি তোর জীবনরক্ষা করিবার বাসনা থাকে, তবে অবিলম্বে জানকীকে পরিত্যাগ কর্।' গৃধ্ররাজ জটায়ু এই কথা বলিয়া প্রচণ্ড নখাঘাত ও পক্ষপ্রহার দ্বারা নিশাচরের শরীর জর্জ্জরীভূত করিলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে প্রস্রবণের ন্যায় অজস্র রুধিরধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল।

রাবণ রামহিতৈষী জটায়ুকর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক পক্ষীন্দ্রের পক্ষযুগল ছেদন করত তাঁহাকে মৃতকল্প করিলেন এবং সীতাকে লইয়া আকাশপথে উপস্থিত হইলেন। বৈদেহী পথিমধ্যে যে যে স্থানে আশ্রমমণ্ডল, সরোবর ও নদী অবলোকন করিলেন, তথায় স্বীয় অলঙ্কার উন্মোচনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে গিরিপ্রস্থে পাঁচটি বানর দর্শন করিয়া তথায় দিব্য উত্তরীয়বসন নিক্ষেপ করিলেন। যেমন বারিদমধ্যে বিদ্যুৎ বিরাজিত হয়, তদ্রূপ সেই পীতবর্ণ বসন বায়ুবেগে বানরগণের মধ্যে পতিত হইয়া শোভিত হইল। খেচর নিশাচর অচিরকালমধ্যে সীতাসমভিব্যাহারে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত, পরম-রমণীয়, প্রাকারবেষ্টিত, বহুদ্বারোপশোভিত লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে রাম মৃগরূপী মারীচের প্রাণসংহার করিয়া প্রত্যাগত হইতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করত মনে মনে এই বলিয়া ভ্রাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে, লক্ষ্মণ কিরূপে সেই রাক্ষসপূর্ণ জনশূন্য অরণ্যে সীতাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিলেন? অনন্তর তিনি মৃগরূপী রাক্ষস দ্বারা আপনার আকর্ষণ ও লক্ষ্মণের আগমনে নিতান্ত শঙ্কিত ও একান্ত চিন্তাকুল হইয়া আপনাদিগকে নিন্দা করত শীঘ্র তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "লক্ষ্মণ! বৈদেহী ত জীবিত আছেন?" তখন লক্ষ্মণ, সীতা তাঁহার প্রতি যে সকল অসদৃশ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় নিবেদন করিলেন। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতপ্রতিম মৃতের ন্যায় নিপতিত গৃধ্ররাজকে অবলোকন করিয়া রাক্ষসভ্রমে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক লক্ষ্মণসমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। গৃধ্ররাজ রাম ও লক্ষ্মণকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি রাজা দশরথের সখা; আমার নাম জটায়ু।" ভ্রাতৃযুগল তাঁহার বাক্য কর্ণগোচর করিয়া পরস্পর কহিলেন, "ইনি কে আমাদিগের পিতার নাম করিতেছেন?" পরে তাঁহারা সেই ছিন্নপক্ষ পক্ষীর নিকট গমন করিলে তিনি কহিলেন, "অদ্য সীতার নিমিত্ত দুরাত্মা রাবণ হইতে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।" তখন রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাত! রাবণ কোন্ পথে প্রস্থান করিয়াছে?" পক্ষীন্দ্র বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইয়া শিরশ্চালন দ্বারা পথের নিরূপণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

দাশরথি গৃধ্‌রাজের ইঙ্গিত দর্শনে রাবণ দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছে বুঝিতে পারিলেন এবং স্বীয় পিতৃবন্ধু জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া তথা হইতে লক্ষ্মণসমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন; দেখিলেন, আশ্রম শূন্য হইয়া রহিয়াছে। তত্রত্য শত শত গোমায়ুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

তখন তাঁহারা জানকীহরণ জন্য শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া ক্রমিক দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, ঐ ঘোর অরণ্যমধ্যে সহস্র সহস্র মৃগযূথ বায়ুবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে এবং অন্যান্য জন্তুগণ বর্দ্ধমান দাবাগ্নির ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতেছে। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পরেই এক ঘোরদর্শন মহাভূর্জ কবন্ধ অবলোকন করিলেন। উহার আকার নিবিড় মেঘ ও পর্ব্বতের ন্যায় এবং স্কন্ধদেশ শালসদৃশ। উহার বিশাল নেত্রদ্বয় বক্ষঃস্থলে ও ভীষণ বদনমণ্ডল উদরে সন্নিহিত রহিয়াছে। কবন্ধ যদৃচ্ছাক্রমে লক্ষ্মণের হস্তধারণ করাতে তিনি সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। কবন্ধ তখন লক্ষ্মণকে আকর্ষণ করিয়া রামের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন সুমিত্রানন্দন রামকে অবলোকন করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন,"মহাশয়! আমার দুরবস্থা দর্শন করুন। বৈদেহীর হরণ, আমার এই বিপৎপাত, আপনার রাজ্যনাশ ও পিতার মরণ এই সমুদয় অমঙ্গল এককালে উপস্থিত হইয়াছে। হায়! আমি কোশল-নগরে বৈদেহী সমভিব্যাহারে আপনাকে পিতৃপৈতামহ রাজ্য শাসন করিতে দেখিলাম না; আপনি যখন কুশ, লাজ ও শমী দ্বারা রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, তখন ধন্য ব্যক্তিরাই মেঘনির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় আপনার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিবেন।" লক্ষ্মণ এই প্রকার বহুবিধ বিলাপ করিলেন।

সূর্য বংশাবতংস মহাবীর রাম সেই সেই বিপৎকালেও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া কহিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইও না। আমি জীবিত থাকিতে উহার নিকট তোমার ভয়ের বিষয় কি? আমি এই দুরাত্মার বামবাহু ছেদন করিতেছি; তুমি শীঘ্র উহার দক্ষিণবাহু ছেদন কর।" মহাবীর রাম এই কথা বলিতে বলিতে তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে অনায়াসে কবন্ধের বামবাহু ছেদনপূর্ব্বক পাতিত করিলেন। লক্ষ্মণও তদ্দর্শনে সাহসী হইয়া খড়্গাঘাতে তাহার দক্ষিণবাহু ছেদনপূর্ব্বক পার্শ্বদেশে দৃঢ়তর আঘাত করিতে লাগিলেন। কবন্ধ দারুণ আঘাতে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী দিব্যদর্শন এক পুরুষ কবন্ধের দেহ হইতে বহির্গত হইলেন। রাম তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিচয় প্রদান করুন; আমি আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।" দিব্যপুরুষ কহিলেন, "হে ভূপনন্দন! আমি গন্ধর্ব্ব, আমার নাম বিশ্বাবসু; ব্রহ্মশাপপ্রভাবে রাক্ষসযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। হে মহাত্মন্! লঙ্কাধিবাসী দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। আপনি সুগ্রীবের নিকট গমন করুন; তিনি আপনার সহিত সখ্যসংস্থাপন করিবেন। এই যে পবিত্রতোয়া হংসকারণ্ডবসনাথ পম্পা পুষ্করিণী দেখিতেছেন, ইহার অনতিদূরে ঋষ্যমূক-পর্ব্বত; সুগ্রীব চারিজন সচিবসমভিব্যাহারে ঐ পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। মহাবীর সুগ্রীব বানররাজ বালীর সহোদর। আপনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে আপনার দুঃখের কথা জ্ঞাপন করুন। তিনিও আপনার ন্যায় ভার্য্যাবিয়োগী, অতএব অবশ্যই আপনার সাহায্য করিবেন। আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আপনি নিঃসন্দেহ জানকীর সন্দর্শন পাইবেন; বানররাজ সুগ্রীব নিশ্চয়ই রাবণালয় জানেন।" মহাপ্রভাবসম্পন্ন দিব্যপুরুষ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

একোনাশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দাশরথি অনতিদূরবর্ত্তী প্রফুল্লোৎপলশালী সুরম্য পম্পা সরোবরে উপনীত হইলেন। তাহার সুশীতল সুখকর সমীরণ সেবন করিতে করিতে তাঁহার অন্তঃকরণে জানকী-বিরহ

উদ্দীপিত হইল। তখন তিনি মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া অতীত বৃত্তান্তের অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ তাঁহাকে জানকী-বিরহে নিতান্ত কাতর দেখিয়া প্রবোধবাক্যে কহিলেন, "আর্য্য! যেমন ব্যাধি বৃদ্ধমতানুযায়ী বিজ্ঞ মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে পারে না, তদ্রূপ এবংবিধ বিরূপ ভাব আপনাকে স্পর্শ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না; অতএব আপনার শোকাকুল হওয়া অনুচিত। আপনি জানকী ও রাবণের বার্ত্তা অবগত আছেন; এক্ষণে বুদ্ধি, বল ও পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক সীতাদেবীর উদ্ধারসাধনে যত্নবান্ হউন। আসুন, আমরা পর্ব্বতবাসী কপিবর সুগ্রীবের নিকট গমন করি। আমি আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায়, আমি বিদ্যমান থাকিতে আপনার নিরাশ্বাস হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে।"

অনন্তর রাঘব প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত কর্ত্তব্যকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সেই সরোবরে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া ঋষ্যমূকাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গিরিশিখরবাসী মহাবীর পঞ্চ বানরকে নিরীক্ষণ করিলে কপিবর সুগ্রীব হিমাচলের ন্যায় উন্নত নিজ মন্ত্রী ধীমান্ হনুমান্‌কে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা হনূমান্‌কে সম্ভাষণ করত তাঁহার সহিত কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি রামের সহিত মৈত্রীভাব সংস্থাপন করিলেন।

অনন্তর রাম কপিগণের নিকট নিজবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তাঁহারা (সীতাদেবী হরণকালে পর্ব্বতোপরি যে বস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন) তাহা তাঁহার নেত্রগোচর করিলেন। রাম প্রত্যয়কর সেই অভিজ্ঞান লাভ করিয়া সুগ্রীবকে পৃথিবীস্থ বানরগণের অধিপতি করিয়া দিলেন এবং 'আমি মহাবল বালীকে বধ করিব' এই বলিয়া তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিলেন; সুগ্রীবও সীতাদেবীর উদ্ধারসাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন।

তাঁহারা এইরূপ পরস্পর বচনবদ্ধ হইয়া বিশ্বস্তমনে যুদ্ধার্থ কিষ্কিন্ধ্যা আক্রমণ করিলে সুগ্রীব মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। বালী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতেছেন, ইত্যবসরে সুগ্রীবপত্নী তারা তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিয়া কহিল, "মহারাজ! যখন মহাবল-পরাক্রান্ত সুগ্রীব সিংহনাদ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হয়, সে অন্য কোন জীবের আশ্রয়লাভ করিয়া উপস্থিত হইয়া থাকিবে; অতএব এক্ষণে যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রান্ত হইও না।" তখন হেমমালী বালী প্রিয়তমা তারাকে কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি ত বুদ্ধিবলে সকল প্রাণীরই কণ্ঠস্বর অনুধাবন করিতে পার, অতএব আমার ভ্রাতা সুগ্রীব কাহার আশ্রয় লাভ করিয়াছে, বলিয়া দাও।"

অনন্তর তারা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া মহাবীর বালীকে কহিল, "মহারাজ! হৃতদার দাশরথি সুগ্রীবের সহিত তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মিত্রতা-সংস্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং সুগ্রীবের মিত্র তাঁহার মিত্র ও সুগ্রীবের শত্রু তাঁহার শত্রু। আর উহাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ সুগ্রীবের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত একান্ত যত্নবান্ আছেন এবং মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনূমান্ ও ঋক্ষরাজ জাম্বুবান্ ইহাঁরা সুগ্রীবের মন্ত্রী। ইহাঁরা সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান্; বিশেষতঃ রামবলবীর্য্যের আশ্রয় লাভ করিয়া তোমার বিনাশে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন।" তখন বালী তারার হিতবাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক ঈর্ষাবশে তাহাকে সুগ্রীবানুরাগিণী মনে করিয়া বারংবার ভৎসনা করত সত্বরে গুহা হইতে নির্গত হইলেন এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী সুগ্রীবকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "রে দুরাচার! আমি পূর্ব্বে তোকে বারংবার পরাজয় করিয়া জ্ঞাতিবোধে পরিত্যাগ করিয়াছি; এক্ষণে পুনর্ব্বার মৃত্যু ইচ্ছা হইয়াছে কেন?" তখন সুগ্রীব কহিলেন, "হে মহারাজ! তুমি আমার ভার্য্যা ও রাজ্য অপহরণ করিয়াছ, সুতরাং আমার জীবনের আর গৌরব কি? এই জন্যই আমি পুনরায় আগমন করিয়াছি।"

এইরূপ কথোপকথনানন্তর বালী ও সুগ্রীব শাল, তাল ও শিলা গ্রহণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার, ভূতলে পাতিত ও মুষ্ট্যাঘাত করত বিচিত্র লম্ফ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর নখ-দন্ত-

প্রহার দ্বারা রুধিরাক্তকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক-পাদপের ন্যায় শোভিত হইলেন। সেই ঘোরতর যুদ্ধে যখন বালী ও সুগ্রীবের আকারগত কোন ইতর-বিশেষ লক্ষিত হইল না, তখন হনুমান্ সুগ্রীবের কণ্ঠ-দেশে মাল্য প্রদান করিলেন। যেমন মেঘমালা দ্বারা মহাশৈল মলয় শোভিত হয়, তদ্রূপ মহাবীর সুগ্রীব হনুমৎ-প্রদত্ত মাল্য দ্বারা শোভমান হইলেন।

তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম সেই মাল্য দ্বারা সুগ্রীবকে চিনিতে পারিয়া বালীকে লক্ষ্য করত শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বালী রামের দারুণ শরে বিদ্ধহৃদয় হইয়া রক্ত বমন করত লক্ষ্মণ-সমবেত রামকে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহাকে ভৎসনা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন তারা তারাপাতসদৃশ ভূতলশায়ী স্বীয় পতিকে নিরীক্ষণ করিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইল।

এইরূপে বালী নিহত হইলে পর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্য ও পূর্ণেন্দুমুখী তারাকে প্রাপ্ত হইলেন; রামও সুগ্রীব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া চারিমাস মাল্যবান্ পর্ব্ব-তের উপর অধিবাস করিলেন।

এ দিকে রাবণ লঙ্কাপুরাগমনপূর্ব্বক তাপসাশ্রমসদৃশ অশোক-বনসমীপবর্ত্তী নন্দনোপম ভবনে জানকীকে নিবেশিত করিলেন। ভর্ত্তৃস্মরণকৃশাঙ্গী তাপসীবেশ-ধারিণী পৃথুলোচনা জানকী সেই স্থানে ফলমূলাশনে জীবনধারণ করত অতি কষ্টে বাস করিতে লাগিলেন। রাক্ষসাধিপতি তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত প্রাস, অসি, শূল, মুদ্গর ও অলাতধারিণী কতকগুলি রাক্ষসীকে নিযুক্ত করিলেন; তাহাদিগের মধ্যে কেহ দ্বিনেত্রা, কেহ ত্রিনেত্রা, কেহ বা ললাটনেত্রা; কাহারও বা দীর্ঘজিহ্বা, কাহারও বা জিহ্বার চিহ্নমাত্র নাই, কাহারও বা তিন হস্ত, কাহারও বা এক পদ, কাহারও বা তিনটিমাত্র জটা, কাহারও বা এক লোচন, কাহারও প্রজ্বলিত চক্ষু, কাহারও বা কেশকলাপ পিঙ্গলবর্ণ ও রূক্ষ; তাহারা দিবারাত্র অত-ন্দ্রিত হইয়া সীতাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং সর্ব্বদা পরুষবাক্যে "ভক্ষণ করিব, সংহার করিব, তিল তিল করিয়া, খণ্ড খণ্ড করিব, এ আমাদের স্বামীকে অব-মাননা করিয়াও জীবিত রহিয়াছে" এই বলিয়া তর্জ্জন ও ভৎসনা করিত।

পতিশোকাবিধুরা জানকী তাহাদের বাক্যে ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্যাগণ! আমাকে শীঘ্র ভক্ষণ কর, আমার জীবনে কিছুমাত্র যত্ন নাই, আমি সেই নীলকুঞ্চিতকেশ রাজীব-লোচন প্রাণবল্লভবিরহে তালগত সর্পীর ন্যায় নিরাহারে শরীর শোষণ করিব। তোমরা নিশ্চয়ই জানিও, আমি সেই রাঘব ব্যতীত অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করিব না, ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য থাকে, কর।"

রাক্ষসীগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসপতিকে তৎসমুদয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে প্রস্থান করিলে, ত্রিজটা-নাম্নী প্রিয়বাদিনী এক রাক্ষসী তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিল, "সখি জানকি! আমাকে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস কর, ভয় ত্যাগ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। অবিন্ধ্য নামে একটি মেধাবী বৃদ্ধ রাক্ষস আছেন, তিনি রামের হিতান্বেষী, তিনি তোমার নিমিত্ত আমাকে কহিলেন, তুমি আমার বাক্যে সীতাকে আশ্বা-সিত ও প্রসন্ন করিয়া কহিবে, তোমার ভর্ত্তা রাম এবং বলবান্ লক্ষ্মণ কুশলে আছেন, তিনি তোমার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইয়া শক্রসমতেজাঃ বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্যবন্ধন করিয়াছেন, হে ভীরু! লোকবিনিন্দিত রাবণ হইতে ভীত হইও না, তুমি নলকুবরশাপে সুরক্ষিত হইবে। পাপাত্মা রাবণ পূর্ব্বে রম্ভা-বধূকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাতে এইরূপ অভিশপ্ত হইয়াছে যে, কোন অবশীভূত রমণীকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার ভর্ত্তা এবং সৌমিত্রি সুগ্রীবসহায় হইয়া শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক তোমার উদ্ধার করিবেন। অদ্য আমি দুরাত্মা রাবণের সংহারসূচক এই ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি যে, দুষ্টাত্মা নিশাচর দেবগণ কর্ত্তৃক স্পর্দ্ধিত ও কালোপহতচেতন হইয়া গর্দ্দভযুক্ত রথে নৃত্য করি-তেছে, কুম্ভকর্ণাদি-রাক্ষসগণ নগ্ন, মুণ্ডিত-মস্তক, রক্ত-মাল্যবিভূষিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছে; বিভীষণ একাকী শ্বেতাতপত্র-উষ্ণীষধারী ও শুক্ল-মাল্যানুরঞ্জিত হইয়া শ্বেতপর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছে, তাহার চারি জন মন্ত্রী [illegible]

অনুলিপ্ত ও শ্বেতপর্ব্বতারূঢ় হইয়া এই মহাভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সসাগরা পৃথিবী রামের অস্ত্রে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তোমার স্বামীর যশে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইবে। লক্ষ্মণ দশদিক্ দাহ করত অস্থি-রাশিতে আরোহণ করিয়া মধু ও পায়স ভোজন করিতেছেন এবং তোমার সমুদয় শরীর রুধিরে আর্দ্র হইয়াছে ও একটি ব্যাঘ্র তোমাকে রক্ষা করিতেছে, অতএব হে মৃগশাবাক্ষি! তুমি অচিরকালমধ্যে স্বামীর সহিত সমাগত হইয়া আনন্দিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।”

ত্রিজটার বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকনন্দিনী সীতার পুনরায় ভর্ত্তৃসমাগমের আশা বলবতী হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই সকল নিশাচরীগণ আগমনপূর্ব্বক দেখিল যে, সীতা ত্রিজটা-সমভিব্যাহারে পূর্ব্বের ন্যায় উপবেশন করিয়া আছেন।

অশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভর্ত্তৃবিরহবিধুরা, অতি দীনা, মলিনবসনা, মণিমাত্র-ভূষণা পতিপরায়ণা জনকনন্দিনী শিলাতলে উপবেশন করিয়া রোদন করিতেছেন ও রক্ষাধিকৃত রাক্ষসীগণ সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এমন সময়ে রাজা দশানন দিব্য বসন, মনোহর মণিকুণ্ডল, বিচিত্র মাল্য ও মুকুট ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমান্ বসন্তের ন্যায়, রত্নাবভূষিত কল্পপাদপের ন্যায় কন্দর্পশরে আহত হইয়া জনকনন্দিনী-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলেও শ্মশানারোপিত চৈত্য-বৃক্ষের ন্যায়, রোহিণীসমীপবর্ত্তী শনৈশ্চর গ্রহের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ জনকনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “অয়ি জনকনন্দিনি! শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে, এক্ষণে প্রসন্ন হও, বেশবিন্যাস করিয়া দিতেছি। হে বরারোহে! আমাকে ভজনা কর, আমার রমণীগণের শিরোমণি হও। আমার গৃহে বহুসংখ্যক দেব, গন্ধর্ব্ব, দানব ও দৈত্যকন্যা বাস করিতেছে। হে কল্যাণি! চতুর্দ্দশ কোটি পিশাচ, অষ্টবিংশতি-কোটি ভীমকর্ম্মা রাক্ষস এবং রাক্ষসের তিনগুণ যক্ষ আমার আজ্ঞাকারী। কত শত লোক আমার ধনাধ্যক্ষ ভ্রাতা কুবেরকে উপাসনা করিতেছে; আমি আপানে উপবেশন করিলে কত শত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা আমার ভ্রাতার ন্যায় আমাকে সেবা করে। আমি বিপ্রর্ষি বিশ্রবার পুত্র; কুবেরের ন্যায় আমার যশ সর্ব্বত্র প্রথিত। হে ভাবিনি! ত্রিদশালয়ে যেরূপ বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় বিদ্যমান আছে, আমার আলয়েও সেইরূপ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। হে নিতম্বিনি! এক্ষণে বনবাসজনিত দুষ্কৃত ক্ষয় কর; তুমি মন্দোদরার ন্যায় আমার প্রণয়িনী হও।”

পতিপরায়ণা জানকী রাবণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মুখমণ্ডল পরিবর্ত্তিত করিয়া তৃণরাশিমধ্যে অন্তরিত করিলেন; তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি দুরাশয় রাক্ষসরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে রাক্ষসরাজ! তুমি বারংবার বিষাদকর দুর্ব্বাক্য সকল প্রয়োগ করিতেছ, এই অভাগিনীও উহা শ্রবণ করিতেছে; আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে, অতঃপর তোমার কল্যাণ হউক, তুমি এই দুরভিলাষ পরিত্যাগ কর। আমি পতিব্রতা, পরপত্নী, তোমার গ্রহণীয় নহি, কৃপাপাত্র মানুষী তোমার উপযুক্ত প্রেয়সী নহে। তুমি অবশীভূত কামিনীর প্রতি বলপ্রকাশ করিয়া কি প্রীতি লাভ করিবে? তুমি প্রজাপতিসম ব্রাহ্মণের সন্তান এবং স্বয়ং লোকপালসদৃশ হইয়া কি নিমিত্ত আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ না? তুমি মহেশ্বরের সখা ধনেশ্বরকে ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়াও কি লজ্জিত হইতেছ না?”

জনকনন্দিনী রাবণকে উক্তপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া বসন দ্বারা গ্রীবা ও মুখমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক হৃৎকম্পসহকারে রোদন করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহার মস্তকশোভিনী সুসংযতা বেণী নিশ্বসিতা কালসর্পীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দুর্ব্বুদ্ধি দশানন তাঁহার নিষ্ঠুরবাক্য-শ্রবণে আপনার রাশা-পরিপূরণে হতাশ্বাস হইয়াও পুনরায় কহিল,

"হে জনকনন্দিনি, মকরধ্বজ আমাকে যার পর নাই ব্যথিত করিতেছে, কিন্তু তুমি স্পৃহাবতী না হইলে কখনও আত্মস্পৃহা চরিতার্থ হইবে না, তুমি যখন অদ্যাপি আমাদের আহারস্বরূপ মনুষ্য রামচন্দ্রের অনুরোধ করিতেছ, তখন আর আমি তোমার কি করিতে পারি?" রাক্ষসরাজ এই কথা কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়া অভিমত দিকে প্রস্থান করিলে, রাক্ষসীগণ-পরিবৃতা শোকাভিভূতা জনকদুহিতা বৈদেহী সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

একাশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে রাম ও লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক পালিত হইয়া মাল্যবান্-পর্ব্বতের উপর বাস করিতে লাগিলেন। একদা রাম রজনীযোগে নির্ম্মল নভস্তলে চন্দ্রমা সমুদিত হইয়াছে ও গ্রহনক্ষত্রাদি তাহার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে অবলোকন করত নিদ্রিত হইলে প্রভাতকালীন কুমুদ, উৎপল, পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পের পরিমলবাহী সুগন্ধ গন্ধবহের সুখস্পর্শে প্রতিবোধিত হইলেন। তখন তিনি, সীতা রাক্ষসাগারে বদ্ধ রহিয়াছেন, স্মরণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিতচিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে সৌমিত্রে! তুমি কিষ্কিন্ধ্যা-নগরীতে সেই গ্রাম্যধর্ম্মনিরত স্বার্থসাধনতৎপর কৃতঘ্ন বানররাজের নিকট গমন কর। যে কুলাধম মূঢ়কে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি, গোপুচ্ছ প্রভৃতি নানাবিধ বানরনিবহ ও ঋক্ষগণ সতত যাহাকে ভজনা করিয়া থাকে, আমি যাহার নিমিত্ত তোমার সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে বালীকে বধ করিয়াছি, এক্ষণে সেই বানরাপসদ সুগ্রীবকে নিতান্ত কৃতঘ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে! ঐ দুরাত্মা আমার এই দুর্দ্দশা একবার মনেও করে না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সে মৎকৃত উপকার অবজ্ঞান করিয়া আমার অবমাননা করত নিয়ম-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। হে ভ্রাতঃ! তুমি তথায় গমন করিলেও যদি সেই দুরাত্মা নিশ্চেষ্ট ও কামবৃত্তিপরতন্ত্র হইয়া থাকে, তবে বালীর ন্যায় তাহাকেও যমালয়ে প্রেরণ করিও। আর যদি সে আমাদিগের কার্য্যসাধনে একান্তমনে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে এখানে আনয়ন করিও; সত্বর হও, বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

গুরুজনহিতানুষ্ঠান-নিরত লক্ষ্মণ ভ্রাতার বচনানুসারে দিব্য কার্ম্মুক ও শর গ্রহণপূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া নির্ভয়ে পুরপ্রবেশ করিলেন। বানররাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ জানিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক সস্ত্রীক হইয়া পূজা করিলেন। তখন সুমিত্রানন্দন নির্ভীকচিত্তে সুগ্রীবসন্নিধানে সমুদয় রামবাক্য কহিলেন। বানররাজ লক্ষ্মণের মুখে রামের আদেশ শ্রবণানন্তর ভৃত্য ও পত্নী-সমাভিব্যাহারে কৃতাঞ্জলিপুটে নিতান্ত বিনীতভাবে কহিলেন, "হে লক্ষ্মণ! আমি মেধাহীন, অকৃতজ্ঞ বা নির্দ্দয় নহি। আমি সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত যেরূপ প্রযত্ন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুশিক্ষিত বানরগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদিগকে একমাস পরে প্রত্যাগমন করিতে নিয়ম করিয়া দিয়াছি। ঐ সমুদয় বানর পর্ব্বতবনগ্রামনগর-সমবেত সমুদয় মেদিনীমণ্ডলে সীতার অন্বেষণ করিবে। হে সৌমিত্রে! একমাস পূর্ণ হইবার আর পঞ্চরাত্রিমাত্র অবশিষ্ট আছে। ঐ পঞ্চরাত্র অতীত হইলে তুমি রামসমভিব্যাহারে শুভসংবাদ শ্রবণ করিবে।" লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বাক্যশ্রবণে ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিপূজন করিলেন। অনন্তর তিনি বানররাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া রামসমীপে গমনপূর্ব্বক সুগ্রীবের কার্য্যারম্ভের বিষয় নিবেদন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে বানরসমূহ সমাগত হইতে লাগিল। উত্তর ও পশ্চিম এই তিন দিকে যে সমুদয় বানর গমন করিয়াছিল, সকলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কিন্তু কেবল যাহারা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিল, তাহারাই প্রত্যাগত হইল না। সমাগত বানরগণ রামসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিল, "মহাশয়! আমরা সসাগরা সদ্বীপা সমুদয় মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু কোন

স্থানেই সীতা বা রাবণের উদ্দেশ প্রাপ্ত হই নাই।” তখন বৈদেহীবিয়োগবিধুর রঘুনন্দন দাক্ষিণদিকে প্রস্থিত বানরগণের নিকট জানকীর বার্ত্তাশ্রবণের আশায় কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

দুই মাস অতীত হইলে পর একদা কতকগুলি বানর সত্বরে সুগ্রীবসন্নিধানে সমাগত হইয়া কহিল, “মহারাজ! হনূমান্, অঙ্গদ ও অন্যান্য যে সমুদয় বানরগণকে দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা আসিয়া আজি আপনার চিররক্ষিত ও যত্নপূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত মধুবনে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদয় ফল ভক্ষণ করিতেছে।” কপিরাজ সুগ্রীব হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণের সেই প্রণয়সূচক কার্য্য—শ্রবণে তাঁহাদিগকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তখন তিনি রামসমীপে ঐ বৃত্তান্ত কহিলে রামও মৈথিলী দৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া অনুমান করিলেন।

অনন্তর হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণ বিশ্রান্ত হইয়া রাম-লক্ষ্মণ-সন্নিধানে বানররাজ সুগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। রঘুবংশাবতংস রাম হনূমানের গাত্র ও মুখবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া সীতা দৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রত্যয় করিলেন। তখন পূর্ণমানস হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণ রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে যথাবিধি প্রণাম করিলে রাম সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সেই সমুদয় বানরগণকে কহিতে লাগিলেন, “তোমরা কি কৃতকার্য্য হইয়াছ? আমায় কি জীবিত রাখিবে? আমি কি যুদ্ধে শত্রুবিনাশ করিয়া জানকীকে আনয়নপূর্ব্বক পুনরায় অযোধ্যায় রাজ্য করিব? আমি সীতার উদ্ধারসাধন ও সংগ্রামে শত্রুগণকে বিনাশ না করিয়া কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইব না। আমি হৃতদার ও অবমানিত হইয়া কদাচ জীবন ধারণ করিব না।”

অনন্তর পবননন্দন হনূমান্ কহিলেন, “হে রাম! আমি আপনাকে একটি প্রিয় বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি আপনার জানকীকে নিরীক্ষণ করিয়াছি। আমরা বহুকাল অচলাকর-অরণ্যপরিপূর্ণ দাক্ষিণদিক্ অনুসন্ধান করত একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া অতি গভীর এক গুহা অবলোকন করিলাম। ঐ গুহা বহু যোজন আয়ত, গাঢ় তিমিরে নিরন্তর সমাচ্ছন্ন,কীটকুলসঙ্কুল ও নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় কাননে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

আমরা তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহুদূর গমন করিয়া দিবাকরের আলোক ও ময়দানবের পূর্ব্বভবন সুরম্য এক হর্ম্ম্য অবলোকন করিলাম, সেই স্থানে প্রভাবতীনাম্নী এক বর্ষীয়সী তাপসী তপস্যা করিতেছেন। আমরা তদ্দত্ত পানভোজনে পরিতৃপ্ত ও লব্ধবল হইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গুহা হইতে বহির্গত হইলাম পরে সহ্য, মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত এবং অগাধ নীরনিধি নিরীক্ষণ করত মলয়-পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ, ব্যথিত ও জীবিতাশায় নিরাশ হইলাম। আমরা সেই বহুযোজন-বিস্তীর্ণ তিমিমকরনক্রসার্থ-পরিপূর্ণ মহার্ণব কিরূপে উল্লঙ্ঘন করিব, ইহাই নিতান্ত দীনমনে বারংবার ভাবিতে লাগিলাম।

অনন্তর আমরা সেই স্থানে প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প ও একত্র সমাসীন হইয়া প্রসঙ্গক্রমে গৃধ্ররাজ জটায়ুর কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গসদৃশ ঘোররূপ অতি ভীষণ এক পক্ষী নিরীক্ষণ করিলাম। সে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইয়া কহিল, ‘অহে! কে আমার ভ্রাতা জটায়ুর কথা কীর্ত্তন করিতেছ? আমি তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্পাতি। একদা আমরা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিয়া সূর্য্যসদনে উপস্থিত হইলে তাঁহার উত্তাপে আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু জটায়ুর পক্ষসকল তদ্রূপই রহিল। আমি দগ্ধপক্ষ হইয়া তৎক্ষণাৎ এই গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হইলাম।

অনন্তর আমরা সম্পাতিকে জটায়ুর মৃত্যুসংবাদ নিবেদন করিলে তিনি ঐ অপ্রিয় সমাচার কর্ণগোচর করিয়া বিষণ্ণবদনে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হে কপীন্দ্রগণ! রাম কে? সীতা কি নিমিত্ত অপহৃত হইয়াছেন ও জটায়ুরই বা কি নিমিত্ত মৃত্যুঘটনা হইল? আমি এই সমস্ত সবিস্তরে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।’ তখন আমরা আপনার বিপদ্-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমাদিগের প্রায়োপবেশনের বিষয় সকল নিবেদন করিলাম।

অনন্তর সম্পাতি আমাদিগকে উত্থাপিত

করিয়া কহিলেন, 'আমি রাবণকে সবিশেষ জ্ঞাত আছি, সাগরপারে ত্রিকূটকন্দরে তাহার রাজধানী লঙ্কাও দেখিয়াছি। তথায় সীতাদেবী অবস্থান করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই।' তখন আমরা সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে অধ্যবসায় প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া পরিশেষে আমিই পিতা পবনকে অবলম্বন করিয়া জলরাক্ষসী বিনাশ করত সেই শত-যোজন বিস্তীর্ণ অতি ভীষণ সলিলরাশি অনায়াসেই অতিক্রম করিলাম এবং রাক্ষসরাজ রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অতি দীনা সতী সীতাকে নয়নগোচর করিলাম। তিনি স্বামিসমাগমলালসায় মগ্ন হইয়া উপবাস ও তপস্যায় নিরন্তর মনোনিবেশ করিয়া আছেন, তাঁহার মস্তকে জটাভার, সর্ব্বাঙ্গ মললিপ্ত ও নিতান্ত কৃশ। আমি সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণে তাঁহাকে সীতা বোধ করত সম্মুখীন হইয়া কহিলাম, 'আর্য্যে! আমি পবনাত্মজ হনুমান্, রামের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেবীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গ দিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে রাজকুমার রাম-লক্ষ্মণ কুশলে আছেন। কপিবর সুগ্রীব প্রভৃতি সকল বানর তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। রাম ও লক্ষ্মণ আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বীরবর সুগ্রীব ও মিত্রভাবে আপনার মঙ্গল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রাম মহাবল কপিবল-সমভিব্যাহারে সত্বরেই লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইবেন। হে দেবি! আমি প্রচ্ছন্নরূপী রাক্ষস নহি, আমাকে প্রকৃত বানর বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন।'

তখন জনকদুহিতা সীতা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'বৎস! একদা শিষ্টতম রাক্ষস অবিন্ধ্য আমাকে কহিয়াছিল যে, কপীশ্বর সুগ্রীব হনুমান্ প্রভৃতি মন্ত্রি-সমূহে সতত পরিবৃত থাকেন, তদনুসারে তোমাকে জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর।' এই বলিয়া তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ এই মণিটি আমাকে প্রদান করিয়া আপনার মনে বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত কহিলেন, 'রাম মহাগিরি চিত্রকূটে অবস্থানকালে এক কাককে লক্ষ্য করিয়া ইষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।' অনন্তর আমি রাক্ষসকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া লঙ্কাপুরী দগ্ধ করত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।" এই বলিয়া মহাবীর হনুমান্ রামকে অর্চ্চনা করিলেন।

দ্ব্যশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সমুদয় বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের বচনানুসারে পর্ব্বতোপরি বানরগণের সহিত সুখাসীন রামের সমীপে সমুপস্থিত হইতে লাগিল। বালীর শ্বশুর শ্রীমান্ সুষেণ মহাবল-পরাক্রান্ত সহস্র-কোটি বানর লইয়া আগমন করিল। বানরেন্দ্র গয় ও গবয় শত কোটি বানরে পরিবৃত হইয়া সমাগত হইল। ভীমদর্শন গবাক্ষ-নামা গোলাঙ্গূল বানর ষষ্টি-সহস্রকোটি বানর-সমভিব্যাহারে রাম-সন্নিধানে আগমন করিল। গন্ধমাদননিবাসী গন্ধমাদন-নামা বানর শত সহস্র কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইল। পনস নামে মেধাবী মহাবল-পরাক্রান্ত বানর দ্বিপঞ্চাশৎ কোটি বানর আনয়ন করিল। বলবীর্য্য-সম্পন্ন শ্রীমান্ দধিমুখ নামে বৃদ্ধ বানর ভীমপরাক্রমশালী সুমহতী বানরসেনা লইয়া রাম-সন্নিধানে সমাগত হইল। জাম্ববান্ কৃষ্ণবর্ণ পাণ্ডুবদন ভীমকর্ম্মা শত সহস্র কোটি ভল্লূক লইয়া আগমন করিল।

এই সমুদয় ও অন্যান্য বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান বানরগণ রামের কার্য্যসাধন নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইল। ঐ সমস্ত গিরিকূটসন্নিভ বানরগণ মহাবেগে ধাবমান হইয়া তুমুল-শব্দে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শৈলশৃঙ্গের ন্যায়, কেহ কেহ মহিষের তুল্য, কেহ কেহ বা শরদভ্রসন্নিভ ও হিঙ্গুলবর্ণ মুখসম্পন্ন। কপিগণ উৎপতিত, পতিত ও প্লবমান হইয়া ধূলিপটল উদ্ধূত করত মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সমুদয় বানর-সৈন্য গ্রীবের অনুমতিক্রমে সেই স্থানেই সন্নিবেশিত হইয়া রহিল।

এইরূপে সেই সমুদয় প্রধান প্রধান বানরগণ একত্র

মিলিত হইলে রাম প্রশস্ত তিথি-নক্ষত্রে উত্তম মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে লইয়া সুগ্রীব-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন, বোধ হইল যেন, ভূলোক আলোড়িত হইতে লাগিল। পবননন্দন হনুমান্ সেই মহাসৈন্যের মুখস্বরূপ হইলেন এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ উহার জঘনদেশ পালন করিতে লাগিলেন। গোধাঙ্গুলিত্রধারী রাম ও লক্ষ্মণ কপিসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহগণপরিবৃত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ঐ সুমহৎ বানরসৈন্য শাল, তাল ও শিলা ধারণ করিয়া উদয়াচলচূড়াবলম্বী দিনকরের অভিমুখস্থিত শালিকাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সেই মহতী বানরচমূ নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ ও দ্বিবিদকর্ত্তৃক পালিত হইয়া রাঘবের কার্য্যসাধন করিতে গমন করিল। সৈন্যগণ প্রভূত মধু, মাংস ও জলসম্পন্ন, বিবিধ ফল-মূল-সংকীর্ণ অরণ্য ও গিরিশিলাতলে বাস করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ক্ষারোদসাগরসমীপে সমুপস্থিত হইল। দ্বিতীয় সাগরসন্নিভ বহুধ্বজশালী সেই বানর-সৈন্য সমুদ্রের বেলাভূমিতে বাস করিতে লাগিল।

তখন শ্রীমান্ দাশরথি সুগ্রীব ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরগণকে কহিলেন, "তোমাদের মতে সাগরলঙ্ঘনের উপায় কি? কিরূপে এই মহতী সেনা ঈদৃশ দুস্তর সাগর পার হইবে?" তখন কোন কোন স্বাভিমানী বানর কহিল, "আমরা লম্ফপ্রদান দ্বারা সমুদ্র পার হইব।" কেহ কেহ নৌকা দ্বারা ও কেহ কেহ বা বিবিধ প্লব দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে স্থির করিল। তখন রাম তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "ইহার মধ্যে কোন মতই যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ, সাগর শত যোজন বিস্তীর্ণ; সমুদয় বানরগণ লম্ফপ্রদান দ্বারা উহা অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। এত অধিক নৌকাও নাই যে, এই মহতী চমূ তদ্দ্বারা পার হইতে পারে। বিশেষতঃ বণিক্দিগের প্রতি উপদ্রব করা মাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত অকর্ত্তব্য। শত্রুগণ ছিদ্র পাইলেই আমাদের এই অসংখ্য সৈন্য অনায়াসে সংহার করিবে; অতএব প্লব বা উড়ূপ দ্বারা পার হওয়া আমার মতে কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না। অতএব আমি ঐ সমস্ত উপায় পরিত্যাগপূর্ব্বক রত্নাকরের আরাধনা করি। আমি উপবাস করিয়া ইহাঁর তীরে শয়ান থাকিলে ইনি অবশ্যই আমাকে পথ প্রদান করিবেন। যদি না করেন, অগ্নিতুল্য সমুজ্জ্বল অপ্রতিহত মহাস্ত্র দ্বারা ইহাঁকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।"

এই বলিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত কুশাসন সংস্তীর্ণ করিয়া সাগরতীরে শয়ন করিয়া রহিলেন। তখন রত্নাকর রাঘবের স্বপ্নযোগে জলজন্তুগণের সহিত আবির্ভূত হইয়া মধুর-বাক্যে কহিলেন, "হে লোকনাথ! আমি কোন্ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য প্রদান করিব, আদেশ করুন।" রাম কহিলেন, "হে সমুদ্র! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয়, তোমারই জ্ঞাতি; এক্ষণে রাক্ষসকুলপাংসন রাবণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত লঙ্কায় গমন করিব; অতএব তুমি আমার সৈন্যগণের গমনপথ প্রদান কর। যদি এই বিষয়ে সমর্থ না হও, তাহা হইলে এখনই মন্ত্রপূত শর দ্বারা তোমাকে শুষ্ক করিব।"

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র নিম্নগাপতি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে রাঘব! আপনি আমার শোষণ বিষয়ে বিরত হউন, আমি কদাচ আপনার বিঘ্ন-সম্পাদন করিব না; কিন্তু এক্ষণে আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অদ্য যদি আপনার আদেশানুসারে সৈন্যগণের গমনপথ প্রদান করি, তাহা হইলে অন্যেও কার্ম্মুকবলে আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব বিশ্বকর্ম্মার আত্মজ সাতিশয় শিল্পী নলনামা মহাবল এক বানর আছেন; তিনি আমার উপর যে সমস্ত শিলা, কাষ্ঠ ও তৃণ নিক্ষেপ করিবেন, আমি তাহা ধারণ করিয়া আপনার সেতু প্রস্তুত করিয়া দিব।" এই বলিয়া সরিৎপতি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর রাঘব নলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'হে নল! তুমি সকল বিষয়েই সমর্থ এবং আমার একান্ত প্রিয়তম; এক্ষণে সমুদ্রে সেতুবন্ধন কর।' এই বলিয়া রঘুবংশাবতংস রাম সাগর-নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক নল-বানর দ্বারা দশ-যোজন বিস্তীর্ণ ও শত-যোজন আয়ত এক সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন। অদ্যাপি

উহা ভূমণ্ডলে নলসেতু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এবং সমুদ্র রামের আদেশক্রমে আজিও ঐ পর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ড সেতু অনায়াসে ধারণ করিয়া আছেন।

অনন্তর একদা রাবণের ভ্রাতা পরম-ধার্ম্মিক বিভীষণ মন্ত্রী-সমভিব্যাহারে সাগরতীরবর্ত্তী রাঘবের নিকট উপস্থিত হইলে রাম স্বাগতপ্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তখন বিভীষণকে রাবণের গুপ্তচর বলিয়া সুগ্রীবের অন্তঃকরণে শঙ্কা জন্মিল। রাম আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিয়া যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করত রাক্ষসরাজ্যের অভিষিক্ত করিলেন এবং মন্ত্রণাবিষয়ে লক্ষ্মণের পরম সুহৃৎ করিয়া দিলেন।

অনন্তর রাম বিভীষণের মতানুসারে সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে এক মাসে সেই সেতু দ্বারা সমুদ্র পার হইলেন। পরে লঙ্কাপ্রবেশ করিয়া বানরগণ দ্বারা রাবণের অতি বিস্তীর্ণ বহুবিধ রমণীয় উদ্যান ভগ্ন করিলেন। রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ গুপ্তচর হইয়া বানরবেশে স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিয়াছিল; বিভীষণ জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ধারণ করিলেন। পরে যখন তাহারা পুনর্ব্বার রাক্ষসরূপ পরিগ্রহ করিল, তখন কৃপাবান্ রাম তাহাদিগকে কপি বল অবলোকন করাইয়া প্রতিগমনের আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি সেই নগরীর সুরম্য উপবনে সেনানিবেশ সংস্থাপনপূর্ব্বক মহাবীর অঙ্গদকে দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া রাবণসমীপে প্রেরণ করিলেন।

ত্র্যশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! এ দিকে রাবণ যুদ্ধশাস্ত্রানুসারে লঙ্কাপুরীমধ্যে বিবিধ যুদ্ধোপকরণসামগ্রী সকল আহরণ করিতে লাগিলেন। সেই পুরী স্বভাবতই দুরাক্রমণীয়; তাহাতে আবার দৃঢ়তর প্রাকার ও তোরণে পরিরক্ষিত এবং মীনকুম্ভীরসমাকীর্ণ অগাধ জলপরিপূর্ণ সাতটি পরিখায় পরিবেষ্টিত। প্রথম পরিখা সুদৃঢ় খদিরকাষ্ঠবিনির্ম্মিত শঙ্কুসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত; দ্বিতীয় পরিখা কপাটযন্ত্রে দৃঢ়ীকৃত; তৃতীয় পরিখা লগুড় ও প্রস্তরগোলকে ব্যাপ্ত; চতুর্থ পরিখা আশীবিষসমূহ ও যোদ্ধৃগণে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ; পঞ্চম পরিখা সর্জ্জরস ও ধূলিপটলে পরিপূর্ণ; ষষ্ঠ পরিখা মুষল, আলাত, নারাচ, তোমর, খড়্গ, পরশু ও শতঘ্নী সমাকীর্ণ; সপ্তম পরিখা মধূচ্ছিষ্ট ও মুদ্গরসমূহে সমাকীর্ণ। সমুদয় পুরদ্বারে স্থাবর ও জঙ্গম বুরুজ-সকল গজবাজিনিবহে পরিপূর্ণ ও পদাতিসমূহে পরিরক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রামচন্দ্রপ্রেরিত বীরবর অঙ্গদ রাক্ষসরাজের জ্ঞাতসারে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট ও কোটি কোটি রাক্ষসগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক মেঘমালার অভ্যন্তরস্থিত আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং অমাত্যগণবেষ্টিত রাক্ষসাধিপতি রাবণের সমীপবর্ত্তী হইয়া বাগ্মিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক রামচন্দ্রের আদেশ সকল কহিতে আরম্ভ করিল, 'হে রাজন্! মহাযশাঃ অযোধ্যানাথ কহিয়াছেন যে, দেশ ও নগরসকল দুরাত্মা অন্যায়কারী শাসনকর্ত্তার পরতন্ত্র হইলে দুর্নীতিনিবন্ধন উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। তুমি বলপূর্ব্বক আমার সীতাকে অপহরণ করিয়া কেবল একাকী অপরাধী হইয়াছ, কিন্তু সেই একের অপরাধে কত শত নিরপরাধী প্রজার প্রাণদণ্ড হইবে, তাহা বলিতে পারি না। তুমি যে বলদর্পে দর্পিত হইয়া বনবাসী ঋষিগণের হিংসা ও দেবনিবহের অবমাননা করিয়াছ, তুমি রাজর্ষিদিগকে নিহত করিয়াছ এবং অবলাগণের নেত্রজল উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছ, এক্ষণে তোমাকে সেই সকল দুর্নীতির ফলভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি যুদ্ধই কর, আর আপনার পৌরুষই প্রকাশ কর, আমি তোমাকে অমাত্যসহ শমনসদনে প্রেরণ করিব। হে নিশাচর! তুমি আমার এই মানব-ধনুর বীর্য্য প্রত্যক্ষ কর। তুমি জানকীকে মুক্ত করিলেও আমার নিকট মুক্তি পাইবে না, আমি নিশিত শরসমূহে এই ভূমণ্ডল রাক্ষসশূন্য করিব, তাহার সন্দেহ নাই।"

তখন ক্রোধমূর্চ্ছিত রাবণ দূতের পরুষবাক্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া চারিজন রজনীচরকে ইঙ্গিত

করিলেন। যেমন পক্ষিগণ শার্দ্দূলকে আক্রমণ করে, সেইরূপ ঐ চারিজন রজনীচর অঙ্গদের চারি অঙ্গ ধারণ করিল। অঙ্গদ অঙ্গসংলগ্ন চারিজন নিশাচরকে গ্রহণ করত আকাশে উৎপতিত হইয়া প্রাসাদতলে আরোহণ করিল। উৎপতনকালে ঐ চারি নিশাচর আর্ত্তনাদ করত ভূমিতলে নিপতিত ও চূর্ণহৃদয় হইয়া গেল।

অঙ্গদ তখন হর্ম্ম্যশিখর হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক লঙ্কাপুরী উল্লঙ্ঘন করিয়া স্ববলসমীপে উপনীত হইল এবং রামচন্দ্রকে আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া বিশ্রাম করিল।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র মহাবেগবান্ বানরগণের সম্যক্ সাহায্যে লঙ্কার প্রাকার ভগ্ন করিলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণ ও জাম্বুবান্-সমভিব্যাহারে দুরতিক্রম্য দক্ষিণদ্বার আক্রমণ করিলেন। তখন করভকায় ও অরুণবর্ণ অতিমাত্র যোদ্ধা শত সহস্র কোটি বানর তাঁহার সহিত লঙ্কায় প্রবেশ করিল এবং লম্ববাহু, দীর্ঘকর, আয়ত-উরু ও মহাজঙ্ঘশালী ধূম্রবর্ণ তিন কোটি ভল্লুক সেই নগর নিপীড়ন করিতে লাগিল। বানরগণের উৎপতন ও নিপতনে ধূলিপটল উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রভাকরের প্রভা তিরোহিত করিল। কোন বানর শালিপ্রসূনসদৃশ, কেহ কেহ বা শিরীষকুসুমতুল্য, কেহ কেহ বা তরুণ অরুণসন্নিভ এবং কেহ বা শণের ন্যায় গৌরবর্ণ; ঈদৃশ বিচিত্রবর্ণ-বানরগণাধিষ্ঠিত পুরপ্রাচীর কপিলবর্ণ হইয়া উঠিল, আবালবৃদ্ধবনিতা রাক্ষসগণ বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে দর্শন করিতে লাগিল।

বানরগণ নগরের মণিস্তম্ভ ও কর্ণাটশিখরসকল ভগ্ন করিল; পরে শতঘ্নী, চক্র, লগুড় ও প্রস্তর গ্রহণ করিয়া মহাশব্দে মহাবেগে ভগ্ন ও উৎপাটিত শৃঙ্গ এবং যন্ত্র সকল লঙ্কামধ্যে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। যে সকল নিশাচর প্রাকারোপরি উপবিষ্ট ছিল, তাহারা কপিগণের উপদ্রবে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।

অনন্তর বিকৃতাকার কৃষ্ণকায় কামরূপী শত সহস্র বিক্রমশালী নিশাচর রাবণের আদেশানুসারে প্রাকার-পৃষ্ঠে আরোহণ ও বানরগণকে আক্রমণপূর্ব্বক শস্ত্র-জালবর্ষণে অপসারিত করিয়া সেই প্রাকার কপিশূন্য করিল। একদিকে বানরগণ শূলাঘাতে, অন্যদিকে রাক্ষসগণ স্তম্ভতোরণাঘাতে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন স্থানে কেশাকেশী, কোন স্থানে নখানখী ও কোন স্থানে দন্তাদন্তী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় দলই তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক এরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, ভূতলে নিপতিত ও নিহত না হইলে কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করে না।

এ দিকে রামচন্দ্র পয়োধরের ধারা-বর্ষণের ন্যায় শর-জাল বর্ষণ করিয়া অনেক-সংখ্যক নিশাচরকে ধরাশায়ী করিলেন। দৃঢধন্বা শ্রমশূন্য সৌমিত্রিও নারাচসমূহ দ্বারা একে একে দুর্গস্থ অরাতিগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে লঙ্কাপুরী বিমর্দ্দিত হইলে সে দিন সৈন্যগণ চরিতার্থ ও জয়প্রাপ্ত হইয়া রাঘবের আজ্ঞাক্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

চতুরশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন পর্ব্বণ, পতন, জম্ভ, খর, ক্রোধবশ, হরি প্ররুজ, আরুজ, প্রঘস প্রভৃতি বহু-সংখ্যক রাবণানুগত পিশাচ ও ক্ষুদ্র রাক্ষসগণ প্রচ্ছন্ন-রূপে রামচন্দ্রের সেনানিবেশে প্রবেশ করিল। বিভীষণ ঐ দুরাত্মাদিগকে অদৃশ্যভাবে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের অন্তর্ধানশক্তি নিরোধ করিলেন। এইরূপে তাহারা দৃষ্টিগোচর হইতে আরম্ভ হইলে মহা-বল-পরাক্রান্ত বানরগণ তাহাদিগকে সংহার করিয়া ধরাসাৎ করিল।

তখন যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ মহাবীর রাবণ সৈন্যক্ষয় সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোররূপ রাক্ষস ও পিশাচসৈন্য-সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন এবং ঔশনস ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বানরগণকে পরিবেষ্টন করিলে রঘুবংশাবতংস রাম তদ্দর্শনে বার্হস্পত্য বিধানানুসারে ব্যূহ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। রাম রাবণের সহিত, লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত, সুগ্রীব বিরূপাক্ষের সহিত, নিখর্ব্বট তারের সহিত, নল তুণ্ডের সহিত ও পটুশ পনসের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সৈন্যগণ স্ব স্ব বাহুবল

অবলম্বনপূর্ব্বক যে যাহাকে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করিল, তাহারই সহিত সে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

পূর্ব্বকালে দেবাসুরের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে এই যুদ্ধও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। এই তুমুল সংগ্রাম-সন্দর্শনে ভীরুগণের ভয়বৃদ্ধি ও লোমহর্ষণ হইতে লাগিল। রাম ও রাবণ শক্তি, শূল, অসি প্রভৃতি বিবিধ শাণিত লৌহময় অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ বহুবিধ মর্ম্মভেদী শরনিকর দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে পীড়িত করিলেন এবং বিভীষণ ও প্রহস্ত পরস্পর পরস্পরের উপর খগপত্রযুক্ত নিশিত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষগণ পরস্পরের প্রতি এরূপ শরসন্ধান করিতে লাগিলেন যে, তদ্দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

পঞ্চাশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন প্রহস্ত রাক্ষস সহসা বিভীষণ-সমীপে আগমন করিয়া গভীর গর্জ্জন করত তাঁহাকে গদাঘাত করিল। মহাবল-পরাক্রান্ত বিভীষণ সে দারুণ গদাঘাতেও কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত বা কম্পিত না হইয়া হিমাচলের ন্যায় স্থিরপদে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং সুবিপুল শত-ঘণ্টাযুক্ত শক্তি মন্ত্রপূত করিয়া প্রহস্তের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। শক্তি অশনিবেগে নিপতিত হইয়া মস্তকচ্ছেদন করাতে সে বাতরুগ্ন বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। রজনীচর প্রহস্ত রণে নিহত হইলে ধূম্রাক্ষ রাক্ষস মহাবেগে কপিগণের প্রতি ধাবমান হইল। প্রধান প্রধান বানরগণ মেঘসদৃশ ভীমদর্শন ধূম্রাক্ষের সেনাগণকে আগমন করিতে দেখিয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

পবননন্দন মহাবীর হনূমান্ সহসা বানরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রণক্ষেত্রে গমন করিলেন। বানরগণ মহাবল-পরাক্রান্ত মারুততনয়কে সমরক্ষেত্রে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। তখন রাম ও রাবণের সৈন্যগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে লোমহর্ষণ তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল; হতাহত সেনাগণের রুধিরধারায় রণক্ষেত্র পঙ্কিল হইয়া উঠিল। নিশাচর ধূম্রাক্ষ ঐ সময় শরনিকর-নিক্ষেপ দ্বারা কপিগণকে তাড়িত করিতে লাগিল। পবননন্দন তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের সম্মুখীন হইলেন। পূর্ব্বে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে হনূমান্ ও ধূম্রাক্ষের তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। রাক্ষস গদা ও পরিঘ দ্বারা হনূমান্‌কে প্রহার করিলে হনূমান্‌ও শাখাপল্লবসমবেত বৃক্ষ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পবননন্দন সাতিশয় ক্রোধপরবশ হইয়া এককালে ধূম্রাক্ষ এবং তাহার অশ্বগণ, রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

বানরগণ ধূম্রাক্ষকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অশঙ্কিতচিত্তে রাক্ষসসেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ বানরদিগের প্রহারে সাতিশয় ব্যথিত ও ভগ্নসঙ্কল্প হইয়া ভয়ে লঙ্কামধ্যে পলায়নপূর্ব্বক রাবণসমীপে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাক্ষসাধিপতি রাবণ মহাধনুর্দ্ধর প্রহস্ত ও ধূম্রাক্ষ সংগ্রামে বানরহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে শ্রবণ করত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহাসন হইতে সমুত্থিত হইয়া কহিলেন, "এবার কুম্ভকর্ণের কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া মহানিস্বন বিবিধ বাদ্য বাদনপূর্ব্বক অতিশয় নিদ্রালু কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন।

এইরূপে বহুপ্রযত্নে মহাবল-পরাক্রান্ত কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়া অব্যগ্রচিত্তে সমুপবিষ্ট হইলে পর মহাবীর দশানন তাঁহাকে কহিলেন, "হে কুম্ভকর্ণ! তুমি ধন্য, তোমার নিদ্রাও আশ্চর্য্য, তুমি এরূপ অভিভূত হইয়াছিলে যে, এই দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, উহার অণুমাত্রও তোমার জ্ঞানগোচর হয় নাই। হে ভ্রাতঃ! আমি রামের ভার্য্যা জানকীকে হরণ করিয়া আনিয়াছি, সে তাহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বানরগণ-সমভিব্যাহারে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক পারাবার পার হইয়া আমাদিগকে অপমান

করত রাক্ষসগণকে সংহার করিয়াছে। ঐ দুরাত্মারা প্রহস্ত প্রভৃতি আমাদিগের স্বজনগণকে নিহত করিয়াছে। হে অরাতিনিপাতন! তোমা ব্যতীত আর কেহই ঐ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর নিহন্তা নাই; অতএব তুমি মহতীসেনাসমভিব্যাহারে সমর-সাগরে অবতীর্ণ ও বদ্ধ-পরিকর হইয়া শত্রুগণকে সংহার কর। বজ্রবেগ ও প্রমাথী নামে দূষণের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভূততর সৈন্য লইয়া তোমার সহিত গমন করিবে।”

রাক্ষসাধিপতি দশানন কুম্ভকর্ণকে এইরূপ আদেশ করিয়া বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে কর্ত্তব্যবিষয়ে নিযুক্ত করিলেন; তাহারা ‘যে আজ্ঞা মহারাজ!’ বলিয়া কুম্ভকর্ণকে অগ্রসর করত সত্বরে পুরমধ্য হইতে বহির্গত হইল।

ষড়শীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কুম্ভকর্ণ অনুচরবর্গ-সমভিব্যাহারে নগর হইতে নির্গত হইয়া সম্মুখে বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিলেন! পরে রামদর্শন-বাসনায় সেই সৈন্যমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কার্ম্মুক-ধারী লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তখন বানরগণ কুম্ভকর্ণকে বেষ্টন করিয়া অতি বিশাল পাদপ-সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ নির্ভীক হইয়া খর-নখর-প্রহারে তাঁহার কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিল। এইরূপে তাহারা ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কুম্ভকর্ণকে বহুবিধ আয়ুধ প্রহার করিতে লাগিল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ বানরগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার বারংবার তাড়িত হইয়া সহাস্যমুখে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; চণ্ডবল ও বজ্রবাহু নামে মহাবল-পরাক্রান্ত বানরদ্বয়কে অনায়াসে গ্রাস করিলেন। তখন তার প্রভৃতি বানরেরা কুম্ভকর্ণের এইরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কিত ও কম্পিতহৃদয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর সুগ্রীব নির্ভয়ে কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া বলপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে এক বিশাল শালবৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহা শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু মহাবীর কুম্ভকর্ণের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল না।

বীরবর কুম্ভকর্ণ শাল-প্রহারে প্রতিবোধিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও বলপ্রকাশপূর্ব্বক সুগ্রীবকে ভুজপঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া হরণ করিলেন। মিত্রবৎসল সৌমিত্রি এই ব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং শরাসনে শর-সন্ধান করিয়া অনবরত প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই সকল নিশিত শর কুম্ভকর্ণের বর্ম্ম ও দেহ ভেদ করত শোণিতাক্ত হইয়া পৃথিবী বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ কপীশ্বর সুগ্রীবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড উদ্যত করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইলেন। লক্ষ্মণ সত্বরে খরধার ক্ষুরপ্রহারে তাঁহার উদ্যত ভুজদ্বয় ছেদন করিলেন। তখন কুম্ভকর্ণের চারিমাত্র ভুজ রহিল। পরে লক্ষ্মণ সম্মুখীন হইয়া তাঁহার গৃহীতাস্ত্র হস্তচতুষ্টয় ক্ষুর দ্বারা ছেদন করিলেন।

তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ কলেবর-বৃদ্ধি করিয়া বহুতর কর, চরণ ও শিরঃসম্পন্ন হইলেন। লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বতের ন্যায় উন্নতকায় কুম্ভকর্ণকে বিদীর্ণ করিলে তিনি অশনি-নির্দ্দগ্ধ শাখাপল্লবশালী পাদপের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে ভূমিপতিত ও গতাসু দেখিয়া সচকিতচিত্তে আশু পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর দূষণানুজ বজ্রবেগ ও প্রমাথী যোদ্ধৃবর্গকে প্রতিষেধ করিয়া ক্রোধভরে লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। লক্ষ্মণ তাহাদিগকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শর-প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষেরই ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, লক্ষ্মণ তাহাদিগের প্রতি অনবরত বাণ বর্ষণ করিলেন; তাহারাও ক্রোধভরে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর শর নিক্ষেপ করিল। এই অবসরে মহাবীর মারুতি এক অদ্রিশৃঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া বজ্রবেগের প্রাণসংহার করিলেন। পরে মহাবল নীল এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত উদ্যত

করিয়া দ্রুতবেগে আগমনপূর্ব্বক প্রমাথীকে বিনাশ করিল। তখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা পুনরায় পরস্পর তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে বানরেরাই অধিকাংশ রাক্ষসকে বিনাশ করিল; কিন্তু রাক্ষসেরা বানরদিগকে তদ্রূপ সংহার করিতে সমর্থ হইল না।

সপ্তাশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাক্ষসপ্রবর রাবণ সানুচর কুম্ভকর্ণ ও মহাবল ধূম্রাক্ষ সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আত্মজ ইন্দ্রজিৎকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া ভূমণ্ডলে আমার যশোরাশি বিস্তার করিয়াছ; এক্ষণে প্রচ্ছন্ন বা সম্মুখীন হইয়া দিব্য বরপ্রাপ্ত শর দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার কর। রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব ইহারা তোমার বাণবেগ কদাচ সহ্য করিতে পারিবে না; সুতরাং তাহাদিগের অনুযায়িবর্গ যে তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্ত শত্রুগণের কিছুমাত্র অনিষ্টসাধন করিতে পারে নাই। অদ্য তোমা হইতেই তাহার সম্পূর্ণ আশা করিতেছি। যেমন পূর্ব্বে বাসবকে পরাজয় করিয়া আমার প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে সসৈন্য শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া আমাকে আনন্দিত কর।"

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ সত্বরে সমরবেশ পরিধান করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক রণস্থলে উপস্থিত হইল। পরে উচ্চস্বরে আপনার নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক ঘন ঘন লক্ষ্মণকে আহ্বান করিতে লাগিল। যাদৃশ মৃগরাজ সিংহ ক্ষুদ্র মৃগের অনুসরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ লক্ষ্মণ সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত করতালি প্রদান করিয়া বিপক্ষ রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

তখন ইন্দ্রজিৎ মহাবল লক্ষ্মণকে বাণবলে পরাস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া গুরুতরযত্নসহকারে এক তোমর প্রহার করিলেন। লক্ষ্মণ শাণিত শরনিকর দ্বারা সেই তোমর ছিন্ন-ভিন্ন করিলে উহা তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইল। ঐ অবসরে অঙ্গদ এক পাদপ উদ্যত করত মহাবেগে ধাবমান হইয়া ইন্দ্রজিতের মস্তকে আঘাত করিল। তখন ইন্দ্রজিৎ অসঙ্কুচিতচিত্তে অঙ্গদের হৃদয়ে এক প্রাস-অস্ত্র প্রহার করিবার উপক্রম করিলে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদকে সম্মুখবান দেখিয়া তাঁহার বামপার্শ্বে এক গদাঘাত করিলেন। অঙ্গদ সেই গদাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া বরং ইন্দ্রজিতের বধোদ্দেশে ক্রোধভরে এক শালবৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শালতরু উৎসৃষ্ট হইবামাত্র ইন্দ্রজিতের অশ্ব, রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিল। তখন ইন্দ্রজিৎ সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মায়াবলে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। রাম তাহাকে অন্তর্হিত দেখিয়া সত্বরে তথায় আগমনপূর্ব্বক কপিবল রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বাণবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিলে তাঁহারা অন্তর্হিত ইন্দ্রজিতের প্রতি বাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া পুনরায় শর দ্বারা তাঁহাদিগের কলেবর ক্ষত-বিক্ষত করিল। কপিগণ নিরন্তর শরপ্রহারকারী অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে অনুসন্ধান করিয়া এক এক শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে উত্থিত হইল। ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদৃশ্যরূপে বানর ও রামলক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধ করিল। যেমন চন্দ্রসূর্য্য নভোমণ্ডল হইতে ভূতলে নিপতিত হয়েন, তদ্রূপ রামলক্ষ্মণ শরপরিবৃত ও মূর্চ্ছিত হইয়া রণশায়ী হইলেন।

অষ্টাশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া বরপ্রাপ্ত শরজাল দ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগকে বন্ধন করিল। তাঁহারা শরবন্ধে বদ্ধ হইয়া পঞ্জরস্থিত পক্ষীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে ভূতল-

নিপতিত এবং বাণবিদ্ধকলেবর অবলোকন করত সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনূমান্, নীল, তার ও নল প্রভৃতি বানরগণ দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন কৃতকর্ম্মা বিভীষণ তথায় আগমনপূর্ব্বক প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রবোধিত করিলে বানররাজ সুগ্রীব দিব্য মন্ত্রপ্রযুক্ত মহৌষধি বিশল্যা দ্বারা অতি সত্বরে তাঁহাদিগকে শল্যনির্ম্মুক্ত করিয়া দিলেন। মহারথ রামলক্ষ্মণ লব্ধসংজ্ঞ ও শল্যনির্ম্মুক্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যেই গতক্লম হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসকুলতিলক বিভীষণ ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস রামকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে অরাতিনিপাতন! এক গুহ্যক কুবেরের শাসনানুসারে এই জল লইয়া কৈলাস পর্ব্বত হইতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছে। যক্ষরাজ কুবের অন্তর্হিত প্রাণিগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আপনাকে এই বারি প্রদান করিয়াছেন। আপনি হউন বা অন্য কোন ব্যক্তিই হউন, এই উদক দ্বারা নেত্রক্ষালন করিলে অন্তর্হিত ভূতগণকে অনায়াসে অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন।" রাম বিভীষণের বচনানুসারে সেই সুসংস্কৃত সলিল দ্বারা নেত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন। মহামনাঃ লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্ববান্, হনূমান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরগণ ঐ জল দ্বারা নয়ন ক্ষালন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের চক্ষু অতীন্দ্রিয় হইয়া উঠিল।

এ দিকে ইন্দ্রজিৎ কৃতকার্য্য হইয়া পিতৃসমীপে গমনপূর্ব্বক সমুদয় নিবেদন করিয়া পুনরায় যুদ্ধে আগমন করিল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে পুনরায় সমাগত দেখিয়া বিভীষণের মতানুসারে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি বিভীষণের বাক্যানুসারে অকৃতাহ্নিক ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবার মানসে ক্রোধান্বিতচিত্তে তাহার উপর শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সুররাজ ও প্রহ্লাদের যেরূপ ঘোরতর সমর হইয়াছিল, তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ মর্ম্মভেদী শরনিকর দ্বারা লক্ষ্মণকে ও লক্ষ্মণ অনলসদৃশ শরসমূহ দ্বারা ইন্দ্রজিৎকে প্রহার করিতে লাগিলেন। রাবণনন্দন লক্ষ্মণের শরস্পর্শে সাতিশয় ক্রোধোদ্দীপিত হইয়া আশীবিষসদৃশ অষ্ট বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল।

এক্ষণে মহাবীর লক্ষ্মণ যেরূপে তিন বাণ দ্বারা ইন্দ্রজিতের প্রাণসংহার করিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ দুই বাণে ইন্দ্রজিতের শরাসন ও নারাচোপশোভিত ভুজদ্বয় ছেদন করিলেন; পরিশেষে তৃতীয় বাণ দ্বারা তাহার কুণ্ডলমণ্ডিত মুণ্ড কর্ত্তনপূর্ব্বক ধরাতলে পাতিত করিয়া তাহার ভুজস্কন্ধবিহীন ভীমদর্শন কবন্ধকলেবর সংহার করত সারথিকে নিধন করিলেন। তখন ঘোটকগণ রথ লইয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল। রাবণ শূন্যরথ সন্দর্শনে পুত্র নিহত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া শোক-মোহে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ক্রোধান্বিতচিত্তে অশোকবনস্থা রামদর্শনলালসা সীতাকে সংহার করিবার নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক বেগে ধাবমান হইলেন। অবিন্ধ্য রাবণের পাপসঙ্কল্প বুঝিয়া বিবিধ সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা তাঁহাকে শান্ত করত কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনি এই দেদীপ্যমান মহারাজ্য শাসন করিতেছেন; অতএব স্ত্রীহত্যা করা আপনার নিতান্ত অনুচিত। সীতা একে নারী, তাহাতে আবার আপনার বশীভূত হইয়া বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছে; তাহাই ত তাহার পক্ষে মৃত্যুতুল্য। আমার মতে উহার দেহনাশ করিলে উহাকে বধ করা হয় না; আপনি উহার ভর্ত্তাকে সংহার করুন, তাহা হইলেই উহাকে নিধন করা হইবে। স্বয়ং শতক্রতুও আপনার তুল্য বিক্রমশালী নহেন। আপনি অনেকবার ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত ও ত্রাসিত করিয়াছেন।"

অবিন্ধ্য এইরূপ বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা রোষপরবশ রাবণকে শান্ত করিলে তিনি অবিন্ধ্যের বাক্যে সম্মত ও সমরগমনে অভিলাষী হইয়া খড়্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক রণসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন।

একোনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দশগ্রীব ইন্দ্রজিতের বধবার্তাশ্রবণে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া রত্নালঙ্কৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। ঘোররূপ রাক্ষসগণ বিবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। রাবণ কপীন্দ্রকুলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রামের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অঙ্গদ মৈন্দ,নীল,নল,হনূমান্ ও জাম্ববান ক্রোধভরে তাঁহাকে নিবারণ করিল এবং রাবণের সমক্ষেই শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্য সংহার করিতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ সৈন্যগণকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া মায়া সৃষ্টি করিলেন। তখন তাঁহার কলেবর হইতে শর, শক্তি ও ঋষ্টিধারী রাক্ষসগণ নির্গত হইতে লাগিল। রাঘব দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া সেই সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণ পুনর্ব্বার মায়া সৃষ্টি করিলেন; কতকগুলি নিশাচর রামের রূপ ধারণ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি এবং কতকগুলি রাক্ষস লক্ষ্মণের রূপ ধারণ করিয়া রামের প্রতি ধাবমান হইল। সেই রাক্ষসেরা শর-শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রামলক্ষ্মণকে অর্চ্চনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল। তখন ইক্ষ্বাকুনন্দন লক্ষ্মণ রাবণের মায়া অবগত হইয়া অবিচলিতচিত্তে রামকে কহিলেন, "আর্য্য! রাক্ষসেরা আমাদিগের প্রতিরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; এক্ষণে ইহাদিগকে বিনাশ করুন।" এই বলিবামাত্র অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া সেই সমস্ত মায়াবী রাক্ষসকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রসারথি মাতলি সূর্য্যসঙ্কাশ রথে হরিদ্বর্ণ অশ্ব যোজনা করিয়া রামসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, "হে রাম! দেবরাজ ইন্দ্র এই রথে আরোহণ করিয়া রণস্থলে দৈত্যদানবদিগকে সংহার করিয়াছেন; এক্ষণে আমি ইহার সারথ্য করিতেছি; আপনি ইহাতে আরূঢ় হইয়া অবিলম্বে রাবণকে বিনাশ করুন।" তখন মাতলির বাক্যে উহা রাক্ষসী মায়া বলিয়া রামের শঙ্কা জন্মিলে বিভীষণ কহিলেন, "হে রাম! ইহা দুরাত্মা রাবণের মায়া নহে; অতএব আপনি এই ইন্দ্রপ্রেরিত স্যন্দনে স্বচ্ছন্দে আরোহণ করুন।"

রঘুকুলোদ্বহ রাম বিভীষণবাক্যে অনুমোদন করিয়া প্রহৃষ্টমনে রথারোহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে দশগ্রীবের প্রতি গমন করিলেন। তখন সকল ভূত হাহাকার করিতে লাগিল; দেবলোকে দেবতারা পটহ বাদনপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাম ও রাবণের এরূপ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল যে, উহার উপমা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। রাবণ ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর এক শূল উদ্যত করত রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাম সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা সত্বরে তাহা ছেদন করিলেন। ইহা দেখিয়া রাবণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইল।

অনন্তর দশগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া রামের প্রতি শূল,মুষল পরশু, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, শক্তি প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন বানরেরা এইরূপ বিকৃত মায়া নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে রাম সুবর্ণপুঙ্খসম্পন্ন সুমুখ সুতীক্ষ্ণ এক শর তূণীর হইতে উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রের সহিত যোগ করিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, রাবণের পরমায়ু অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, এইরূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন।

পরে রাম সমুদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় রাবণান্তকর অতি ভয়ঙ্কর সেই শর সত্বরে পরিত্যাগ করিবামাত্র নিতান্ত ভীষণ হুতাশন প্রচণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হইয়া সারথি, রথ ও অশ্বের সহিত রাবণকে ভস্মসাৎ করিল। গন্ধর্ব্ব, চারণ, কিন্নর ও দেবগণ রাবণকে বিনষ্ট বিলোকন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট ও হৃষ্ট হইলেন। তখন পঞ্চভূত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং তিনি সকল লোক হইতে অন্তরিত হইলেন। তাঁহার শরীর, ধাতু, মাংস ও রুধির সকলই বিনষ্ট হইয়া গেল; আর কোন চিহ্নই রহিল না।

নবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! রঘুকুলতিলক রাম সুরদ্বেষী নিশাচর রাক্ষসরাজ দশাননকে সংহার করিয়া লক্ষ্মণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণ-সমভিব্যাহারে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ রাবণ নিহত হইয়াছে দেখিয়া মহাবাহু রামকে আশীর্ব্বাদ ও স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার মস্তকোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ রামকে পূজা করত স্ব স্ব স্থানে গমন করাতে নভোমণ্ডল একবারে যেন মহোৎসবময় হইয়া উঠিল।

মহাযশাঃ রাম এই দুর্জ্জয় দশাননের প্রাণসংহার করিয়া বিভীষণকে লঙ্কা প্রদান করিলেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ অবিন্ধ্যনামা বৃদ্ধামাত্য বিভীষণসমভিব্যাহারে সীতাকে লইয়া রামসমীপে আগমনপূর্ব্বক অতি দীনস্বরে কহিল, "হে মহাত্মন্! এই সচ্চরিত্রা জানকী দেবীকে গ্রহণ করুন।" ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস দাশরথি রাক্ষসামাত্যের বাক্যশ্রবণে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাষ্পাভিষিক্তা, পতিবিরহে একান্ত কর্শিতা, মলিন-কলেবরা, মলিন-বসনা, জটিলা, যানস্থা জানকীকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার সতীত্ব-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া কহিলেন, "বৈদেহি! তুমি মুক্ত হইয়াছ, যথা ইচ্ছা হয় গমন কর। আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করিয়াছি। হে ভদ্রে! আমি থাকিতে রাক্ষসগৃহে বাস করিয়া জরাক্রান্ত হওয়া তোমার উচিত নহে; এই ভাবিয়া আমি দশাননকে সংহার করিয়াছি। হে শুভে! অস্মদ্বিধ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে পরহস্তগত নারীকে পুনরায় গ্রহণ করিবে? অতএব হে মৈথিলি! তুমি সচ্চরিত্রা হও বা অসচ্চরিত্রাই হও, আমি কুকুরোচ্ছিষ্ট হবির ন্যায় তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম।"

জনকনন্দিনী রামের সেই হৃদয়মর্ম্মচ্ছেদী দারুণ বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার মুখচন্দ্র রামদর্শনজনিত হর্ষে বিকচ-কমলের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার সেই মুখমণ্ডল পরুষবাক্য শ্রবণে নিঃশ্বাসোপহত দর্পণের ন্যায় তৎক্ষণাৎ মলিন হইয়া গেল। লক্ষ্মণ ও সমুদয় বানরগণ রামের নির্দ্দয়-বাক্য শ্রবণে মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

তখন জগৎস্রষ্টা বিশুদ্ধাত্মা পদ্মযোনি, সুররাজ শক্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ, যক্ষাধিপতি কুবের, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দিব্যভাস্বর-কলেবর রাজা দশরথ দীপ্তিশালী, মহার্হ, হংসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক রামসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সেই সময় অন্তরীক্ষ দেব ও গন্ধর্ব্বকুলে সঙ্কুল হওয়াতে নক্ষত্রমালামণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তখন বৈদেহী উত্থিত হইয়া তাঁহাদের সমক্ষে রামকে কহিতে লাগিলেন, "হে রাজপুত্র! আমি ইহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ আশঙ্কা করি না। তুমি স্ত্রী ও পুরুষগণের রীতি বিশেষরূপে অবগত আছ; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সদাগতি সমীরণ সর্ব্বভূতের শরীরে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন। যদি আমি কোন প্রকার পাপাচরণ করিয়া থাকি, তবে সেই বায়ু এবং অগ্নি, জল, আকাশ ও পৃথিবী আমাকে পরিত্যাগ করুন। আমি তোমা বিনা আর কাহাকে স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। অতএব তুমি দেবগণের নিদেশানুসারে আমার পতি হও।"

সীতার বাক্যাবসানে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত ও বানরগণকে লোমাঞ্চিত করিয়া এক আকাশবাণী আবির্ভূত হইয়া উঠিল। বায়ু কহিলেন, "হে রাঘব! আমি সদাগতি বায়ু, তোমাকে সত্য কহিতেছি, মৈথিলীর কিছুমাত্র পাপ নাই, তুমি ইঁহার সহিত সঙ্গত হইয়া স্বচ্ছন্দে সম্ভোগ কর।"

অগ্নি কহিলেন, "হে রঘুনন্দন! আমি সমুদয় ভূতের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করি, আমি জানি, মৈথিলী অণুমাত্রও অপরাধ করেন নাই।"

বরুণ কহিলেন, "হে রাঘব! জননী পৃথিবী প্রাণিগণের শরীরে অবস্থিতি করেন; অতএব আমি কহিতেছি, তুমি জানকীকে গ্রহণ কর; ইনি কোনক্রমেই অপরাধী নহেন।"

ব্রহ্মা কহিলেন, "হে পুত্র! তুমি রাজর্ষিধর্ম্মা ও সাধুশীল; অতএব বায়ু, অগ্নি ও বরুণ তোমার প্রণয়িনীর সতীত্ববিষয়ে যাহা কহিলেন, তাহার অসম্ভাবনা কি? তুমি দেব, গন্ধর্ব্ব, সর্প, যক্ষ, দানব ও মহর্ষিগণের শত্রু দুরাত্মা রাবণকে সংহার করিয়াছ। সেই পাপাত্মা আমার প্রসাদে সকলের অবধ্য হইয়াছিল। সেই দুরাত্মা কোন কারণবশতঃ কিয়ৎকাল উপেক্ষিত ছিল, আপনার বধের নিমিত্ত সীতাকে হরণ করিয়া আনে। পূর্ব্বে নলকুবর রাবণকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল যে, অকামা কামিনীকে বলাৎকার করিলে তোমার মস্তক শতধা হইয়া পড়িবে। আমি সেই নলকুবরশাপে নির্ভর করিয়া সীতাকে রক্ষা করিয়াছি, অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া জানকীকে গ্রহণ কর। হে অমরপ্রভ! তুমি অমরগণের মহৎকার্য্য সাধন করিয়াছ।"

দশরথ কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার পিতা দশরথ, তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, হে পুত্র! তোমার কল্যাণ হউক, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি স্বচ্ছন্দে গিয়া রাজ্যশাসন কর।"

রাম কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! যদ্যপি আপনি আমার পিতা, তবে আমি আপনাকে অভিবাদন করি। আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞানুসারে অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিব।"

দশরথ কমললোচন রামের বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার করিলেন, "হে মহাদ্যুতে! চতুর্দ্দশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইয়াছে, অতএব ত্বরায় অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন কর।"

তখন রাজীবলোচন রামচন্দ্র দেবগণকে নমস্কারপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত সম্মিলিত হইয়া শচীসহায় সুররাজের ন্যায় শোভমান হইলেন। তৎপরে অবিন্ধ্যকে বর ও ত্রিজটা রাক্ষসীকে অর্থ ও সম্মান প্রদান করিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সমক্ষে রামকে কহিলেন, "হে কৌশল্যানন্দন! তুমি কি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর?"

রাম কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার ধর্ম্মপরায়ণতা ও শত্রুগণের নিকট অপরাজয় এবং রাক্ষসনিহত বানরগণের পুনর্জ্জীবন এই তিনটি বর প্রদান করুন।"

ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া বরদান করিলে রাক্ষসনিহত বানরগণ সচেতন হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। তখন ভাগ্যবতী সীতা হনূমান্‌কে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন, "বৎস হনূমান্! যত দিন শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে, তুমিও তত দিন জীবিত থাকিবে এবং আমার প্রসাদকৃত দিব্য উপভোগ-সকল চিরকাল তোমার সমীপে সমুপস্থিত হইবে।"

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই সকল অক্লিষ্টকর্ম্মা বীরগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। শক্রসারথি মাতলি রামচন্দ্রকে জানকীসমবেত নিরীক্ষণ করিয়া সুহৃদ্‌গণের সমক্ষে পরম প্রীতচিত্তে কহিলেন, "হে সত্যপরাক্রম! আপনি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মানুষ, অসুর ও পন্নগগণের দুঃখ অপনীত করিলেন। অতএব পৃথিবী যত দিন তাঁহাদিগকে ধারণ করিবে, তত দিন তাঁহারা আপনার নামকীর্ত্তন করিবেন।" মাতলি রামকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে পূজা করত তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে সেই রথ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাম লঙ্কা-রক্ষার উপায়বিধান করিয়া সীতা, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণসমভিব্যাহারে পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক অমাত্যগণসংবৃত হইয়া সেই সেতু দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন এবং পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া যথাকালে বানরগণকে পূজা ও বিবিধ রত্নপ্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। গোপুচ্ছ বানর ও ভল্লূকগণ প্রস্থান করিলে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণসমভিব্যাহারে পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যানগরীতে যাত্রা করিলেন। গমনকালে জানকীকে তত্রত্য কানন-সমুদয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরে কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া কৃতকর্ম্মা অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যথাগত পথে অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন রাজ্যেশ্বর রাম

অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া হনুমানকে বক্তব্যবিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক ভরতসমীপে প্রেরণ করিলেন। পবননন্দন নন্দিগ্রামে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মলিন-কলেবর চীরবাসা ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা-দ্বয় সম্মুখে রাখিয়া অধ্যাসীন আছেন।

অনন্তর বীর্য্যবান্ রামলক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তাঁহা-রাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হইয়া ও বৈদে-হীকে অবলোকন করিয়া হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন মহাত্মা ভরত প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে সেই নিক্ষিপ্ত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন

অনন্তর বশিষ্ঠ ও বামদেব একত্র হইয়া বৈষ্ণব-নক্ষত্রে অভিমত দিনে শৌর্য্যশালী রামকে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি অভিষেকানন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ ও তাঁহাদিগের সুহৃদ্‌গণকে বিবিধ ভোগ দ্বারা অর্চ্চনা ও তৎকালোচিত শিষ্টাচার দ্বারা সৎকার করিয়া অতি দুঃখে গৃহগমনে অনুমতি করিলেন। তাঁহারা বিদায় হইলে পুষ্পকরথকে পূজা করত প্রীতিপূর্ব্বক যক্ষ-রাজকে প্রদান করিয়া দেবগণ-সমভিব্যাহারে গোমতী নদী-সমীপে নির্ব্বিঘ্নে ত্রিগুণদক্ষিণ দশ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।

একনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে রাম এইরূপে বনবাসজনিত নিতান্ত দুঃসহ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিয়াছিলেন। অতএব হে অরাতিনিপাতন! তুমি আর শোক করিও না। তোমার কিছুমাত্র পাপ নাই; তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া প্রত্যক্ষ ফল বাহুবলের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছ। হে রাজন্! তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, ইন্দ্রাদি দেব এবং দানবগণও এই পথের পান্থ হইয়া থাকেন। দেবরাজ দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ বৃত্র,নমুচি ও দীর্ঘজিহ্বা রাক্ষসীকে সংহার করিয়া-ছেন। সহায়সম্পন্ন ব্যক্তির সকল বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমপরাক্রম ভীমসেন এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব যাঁহার ভ্রাতা, তাঁহার কিছুই অজেয় নাই। তুমি এই সমুদয় সহায়সম্পন্ন; কেন বিষণ্ণ হইতেছ? এই মহাবীরগণ সমুদয় দেবতা-সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের সেনাদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারেন। তুমি ইহাঁদিগের সাহায্যে সংগ্রামে শত্রুগণকে অবশ্যই পরাজয় করিবে দেখ,এই অরণ্যমধ্যে সিন্ধুদেশাধিপতি দুরাত্মা জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছিল; কিন্তু এই সমস্ত মহাত্মারা সিন্ধুপতিকে অনায়াসে পরাজয় ও বশীভূত করিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যাহরণ করিয়াছেন

রাঘব অসহায় হইয়া সংগ্রামে দশগ্রীবকে সংহার করত সীতাদেবীকে প্রত্যাহরণ করেন; কেবল ভল্লূক ও বানরেরাই তাঁহার মিত্র ছিল। অতএব হে মহারাজ! এক্ষণে সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া শোকসন্তাপ পরিত্যাগ কর। তোমার সদৃশ মহাত্মারা শোকের বশীভূত হয়েন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীমান্ মার্কণ্ডেয় এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোক পরিহারপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন।

রামোপাখ্যানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

—*—

পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বাধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, "হে মহর্ষে! আমি এই দ্রুপদনন্দিনীর নিমিত্ত যে প্রকার শোকাকুল হইয়াছি, আপনার বা ভ্রাতৃ-গণের অথবা রাজ্যনাশের নিমিত্ত তাদৃশ পরিতপ্ত হই নাই। যখন দুরাত্মারা দ্যূতক্রীড়ায় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া নিগ্রহ করে, তৎকালে এই যাজ্ঞসেনী আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। দুরাত্মা জয়দ্রথ বন হইতে ইহাঁকে যখন হরণ করে, ইনি সেই বিষম সময়েও মনে মনে আমাদিগকেই চিন্তা করিয়াছেন।

মহর্ষে! আপনি কি এই দ্রুপদনন্দিনীর তুল্য পতিব্রতা রমণী কুত্রাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর করিয়াছেন ?”

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! কুলকামিনীগণের সৌভাগ্য যতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে, রাজপুত্রী সাবিত্রী তৎসমুদয়ই যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক পরম-ধার্ম্মিক, সত্য-প্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল নরপতি ছিলেন। তাঁহার সন্তানসন্ততি কিছুই ছিল না। কালক্রমে বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে ভূপতি অনপত্যতানিবন্ধন দুঃখে পরিতাপিত হইয়া অপত্যোৎপাদনার্থ মিতাহার, ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি তীব্রতর নিয়ম সকল অবলম্বনপূর্ব্বক সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রতিদিন লক্ষ আহুতি প্রদান করিয়া দিবসের ষষ্ঠভাগে যৎকিঞ্চিৎ আহার গ্রহণ করিতেন।

এইরূপে অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইলে সাবিত্রী-দেবী সুপ্রীত হইলেন এবং দিব্য কলেবর ধারণ করিয়া অগ্নিহোত্র হইতে উত্থানপূর্ব্বক অশ্বপতির নেত্রপথে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, ‘মদ্ররাজ! আমি তোমার ব্রহ্মচর্য্য, শুচি, দম, নিয়ম ও অকৃত্রিম ভক্তিতে অতীব প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি ধর্ম্মবিষয়ে অপ্রমত্ত হইয়া অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর।”

অশ্বপতি কহিলেন, “দেবি! দ্বিজাতিগণ আমাকে কহিয়া থাকেন যে, সন্তানই পরম ধর্ম্ম। আমি তাঁহাদের বাক্যে আস্থা করিয়া ধর্ম্মলাভ-কামনায় অপত্যলাভের নিমিত্ত আপনার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমার বহুসংখ্যক সন্তান উৎপন্ন হউক।”

সাবিত্রী কহিলেন, “হে রাজন্! আমি পূর্ব্বেই এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া তোমার পুত্রের নিমিত্ত ভগবান্ পিতামহকে কহিয়াছিলাম; তাঁহার প্রসাদে অচিরকালমধ্যেই তোমার এক তেজস্বিনী কন্যা উৎপন্ন হইবে। আমি পিতামহের সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হইয়া কহিতেছি যে, তুমি ইহাতে আর কিঞ্চিন্মাত্র উত্তর প্রদান করিও না।”

রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন; তৎপরে সাবিত্রী দেবী অন্তর্হিত হইলে স্বদেশে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ব্রতপরায়ণ রাজার জ্যেষ্ঠা মাহষী গর্ভবতী হইলেন। রাজপুত্রীর গর্ভ সিতপক্ষোদিত চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজমহিষী সমুচিত সময়ে এক রাজীব-লোচনা কন্যা প্রসব করিলেন। নৃপচূড়ামণি অশ্বপতি প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কন্যার জাতকর্ম্ম সমাধান করিলেন। সাবিত্রীদেবীর উদ্দেশে হোম করাতে তিনি প্রীত হইয়া কন্যাটি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া রাজা ও বিপ্রগণ তাঁহার নাম সাবিত্রী রাখিলেন। রাজপুত্রী সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে যৌবন-সীমায় আরোহণ করিলেন। তৎকালে লোকে তাঁহাকে সুমধ্যমা, নিবিড়-নিতম্বিনী ও কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া বোধ করিতে লাগিল যে, বুঝি দেবকন্যা মানবরূপ ধারণ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই পদ্মপলাশলোচনা এরূপ তেজস্বিনী ছিলেন যে, সকল পুরুষই তাঁহার তেজঃপ্রভাবে প্রতিহত হইয়াছিল; কেহই তাঁহার পাণিগ্রহণে সাহস করিতে পারে নাই।

একদা পর্ব্বদিবসে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীসদৃশী সাবিত্রী উপবাস, স্নান, দেবার্চ্চন ও অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিয়া শেষ গ্রহণপূর্ব্বক মহাত্মা পিতার সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন ও শেষ দ্রব্য নিবেদন করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারাজ অশ্বপতি দেবরূপিণী স্বীয় কন্যাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, ‘হায়! কন্যাটির যৌবনাবস্থা হইয়াছে, কিন্তু কেহই ইহার পাণিগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করে না।’ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ-চিত্তে সাবিত্রীকে কহিলেন, “বৎসে! তোমার সম্প্রদানসময় উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু কেহই তোমার নিমিত্ত আমার নিকট

প্রার্থনা করে না; অতএব তুমি স্বয়ং আত্মানুরূপ ভর্ত্তা অন্বেষণ কর। যে ব্যক্তি তোমার অভিলষিত হইবে, আমার নিকটে তাহার পরিচয় প্রদান করিবে; আমি বিবেচনা করিয়া তোমাকে সম্প্রদান করিব। আমি ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠসময়ে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বৎসে! যে পিতা কন্যাকে সম্প্রদান না করে, যে পুরুষ বিবাহ না করে এবং যে ব্যক্তি ভর্ত্তৃহীনা মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করে, এই তিন জন নিন্দনীয় হয়। অতএব তুমি বরান্বেষণে সত্বর হও। আমি যাহাতে দেবগণের নিন্দনীয় না হই, তাহা কর।”

রাজা অশ্বপতি কন্যাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া মন্ত্রিগণকে তাঁহার অনুযাত্র হইতে অনুমতি করিলেন। সাবিত্রী লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পিতার পাদবন্দনপূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিবগণ-সমভিব্যাহারে হৈম-রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন; পিতার আজ্ঞায় কিঞ্চিন্মাত্রও বিচার করিলেন না। নৃপনন্দিনী প্রথমতঃ রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবনে গমনপূর্ব্বক তত্রস্থ মান্যতম স্থবিরগণের পাদাভিবন্দন করিলেন; তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমুদয় বনে গমনপূর্ব্বক তীর্থে তীর্থে ধন প্রদান করত তত্তদ্দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর একদা মহারাজ মদ্রাধিপতি নারদের সহিত সভামধ্যে সমুপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সাবিত্রী মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে সমুদয় তীর্থ ও আশ্রম পর্য্যটন করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। রাজনন্দিনী স্বীয় পিতাকে নারদ-সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট দেখিয়া মস্তক দ্বারা উভয়ের পাদবন্দন করিলেন।

তখন নারদ অশ্বপতিকে কহিলেন, “রাজন্! তোমার এই দুহিতাটি কোথায় গিয়াছিল, কোথা হইতেই বা আগমন করিল? কন্যাটির যৌবনাবস্থা হইয়াছে, তথাপি কেন সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতেছ না?”

অশ্বপতি কহিলেন, “হে মহর্ষে! আমি উহাকে সৎপাত্রসাৎ করিবার মানসে পাঠাইয়াছিলাম; এক্ষণে আপনি উহার মুখে শ্রবণ করুন, কাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে।” মহর্ষিকে এই কথা বলিয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, “বৎসে! কাহাকে পতি করিতে মনস্থ করিয়াছ, বিশেষ করিয়া বল।”

সাবিত্রী পিতার বাক্য শ্রবণে উহা দেববাক্য তুল্য জ্ঞান করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে পিতঃ! পরমধার্ম্মিক দ্যুমৎসেন-নামা ভূপতি শাল্ব-দেশের অধীশ্বর ছিলেন। কিয়দ্দিন পরে দুর্ব্বিপাকবশতঃ তাঁহার নেত্রদ্বয় বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে তাঁহার একমাত্র পুত্রের অতি শৈশবাবস্থা ছিল। রন্ধ্রান্বেষণকারী বৈরিগণ তাঁহাকে অন্ধ ও তাঁহার পুত্রকে নিতান্ত বালক দেখিয়া তাঁহার রাজ্যাপহরণ করে। ভূপতি এইরূপে রাজ্যচ্যুত হইয়া সেই বালক পুত্র ও ভার্য্যাসমভিব্যাহারে অরণ্যে আগমনপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়াছেন। তাঁহার সেই পুত্রের নাম সত্যবান্। সত্যবান্ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া তপোবনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। তিনিই আমার অনুরূপ পতি। আমি মনে মনে তাঁহাকে বরণ করিয়াছি।”

তখন নারদ অশ্বপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভূপতে! তোমার কন্যা বিশেষ না জানিয়া গুণবান্ সত্যবান্‌কে বরণ করিয়া কি অকার্য্য করিয়াছে! সত্যবানের পিতা-মাতা সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ উহার সত্যবান্ নাম রাখিয়াছেন। সত্যবান্ বালককালে সাতিশয় অশ্বপ্রিয় ছিল এবং মৃণ্ময় অশ্ব নির্ম্মাণ ও চিত্রফলকে অশ্বের আকার অঙ্কিত করিত বলিয়া অনেকে উহাকে চিত্রাশ্ব বলিয়াও আহ্বান করেন।”

রাজা কহিলেন, “হে মহর্ষে! রাজতনয় সত্যবান্ এক্ষণে তেজ, বুদ্ধি, ক্ষমা, পিতৃবাৎসল্য ও শৌর্য্যগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন ত?”

নারদ কহিলেন, “সত্যবান্ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, ইন্দ্রের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন ও বসুধার ন্যায় ক্ষমাবান্।”

রাজা কহিলেন, "রাজনন্দন সত্যবান্ দাতা, ব্রহ্মপরায়ণ, রূপবান্, উদারস্বভাব ও প্রিয়দর্শন ত ?"

নারদ কহিলেন, "প্রিয়দর্শন সত্যবান্ সংকৃতিনন্দন রন্তিদেবের ন্যায় দানশীল; উশীরতনয় শিবির ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী; যযাতির ন্যায় উদার এবং অশ্বিনীতনয়ের ন্যায় রূপবান্। তপোবৃদ্ধ ও শীলবান্ ব্যক্তিরা সংক্ষেপে কহেন যে, মহাবল-পরাক্রান্ত সত্যবান্ দান্ত,মৃদু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বন্ধুজনপ্রিয়, অসূয়াশূন্য, লজ্জাশীল, ধৃতিমান্,ঋজুস্বভাব ও মর্য্যাদাপালক।"

অশ্বপতি কহিলেন. "হে তপোধন! আপনি সত্যবানের গুণের কথাই কহিলেন, এক্ষণে উহার যে সমুদয় দোষ আছে, তাহার উল্লেখ করুন।"

নারদ কহিলেন,"সত্যবানের একমাত্র দোষ আছে; ঐ দোষ তাহার উক্ত সমুদয় গুণের অন্তরায় হইয়াছে; উহা নিবারণ করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। অশেষগুণসাগর সত্যবান্ অল্পায়ু; অদ্যাবধি সংবৎসর পরিপূর্ণ হইলে অকালে কালকবলে নিপতিত হইবে।"

তখন ভূপতি স্বীয় কন্যাকে কহিলেন, "সাবিত্রি! তুমি অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। সত্যবানের এক মহদ্দোষ তাহার সমুদয় গুণকে গ্রাস করিয়াছে। ভগবান্ নারদ কহিতেছেন যে, অদ্যাবধি সংবৎসর পূর্ণ হইলেই সে শমনসদনে গমন করিবে।"

সাবিত্রী কহিলেন, "দ্রব্যের অংশ একবারমাত্র নিপতিত হয়; কন্যাকে একবারই প্রদান করে; 'দদানি' এই বাক্য একবারই বলে; হে পিতঃ! এই তিন কার্য্য এক একবারই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব সত্যবান্ দীর্ঘায়ুই হউন আর অল্পায়ুই হউন, সগুণই হউন বা নির্গুণই হউন, আমি যখন একবার তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি; আমি কদাপি আর কাহাকে বরণ করিব না। দেখুন, কর্ম্ম প্রথমতঃ মনোদ্বারা নিশ্চিত, তৎপরে বাক্য দ্বারা অভিহিত ও তৎপশ্চাৎ কার্য্য দ্বারা সম্পাদিত হয়; অতএব আমার মতে মনই প্রমাণ।"

তখন নারদ ভূপতিকে কহিলেন, "হে রাজন্! তোমার কন্যার বুদ্ধি নিতান্ত স্থির; উহাকে কখনই এই ধর্ম্মপথ হইতে চালিত করিতে পারিবে না। সত্যবানের যে সমুদয় গুণ আছে, তাহা অন্য কোন পুরুষেই নাই; অতএব আমি কহিতেছি, তুমি সত্যবান্‌কে কন্যা সম্প্রদান কর।"

রাজা কহিলেন, "হে মহর্ষে! আপনার বাক্য লঙ্ঘন করা কাহার সাধ্য? আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ, আপনি আমার গুরু; আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই করিব।"

নারদ কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি নির্বিঘ্নে সাবিত্রী প্রদান কর, আমি চলিলাম। তোমাদের সকলেরই মঙ্গল হউক।"

মহর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া ঊর্দ্ধমার্গে গমন করিলেন। নরপতি অশ্বপতিও দুহিতার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহারাজ অশ্বপতি কন্যা-সম্প্রদানবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিবাহোপযোগী দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিলেন। পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণকে আহ্বানপূর্ব্বক পুণ্যদিনে কন্যাসমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া পাদচারে সেই অরণ্যমধ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, অন্ধরাজ দ্যুমৎসেন এক বিশাল শালবৃক্ষমূলে কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন। তখন তিনি যথোচিত উপচারে রাজর্ষিকে অর্চ্চনা করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।

রাজর্ষি দ্যুমৎসেন অশ্বপতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম-সমাদরে অর্ঘ্য, আসন ও গো প্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কি নিমিত্ত এ স্থলে আগমন করিয়াছেন?" তখন মদ্ররাজ অশ্বপতি সত্যবান্‌কে স্বীয় কন্যা প্রদান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, "হে রাজর্ষিসত্তম! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই সাবিত্রীনাম্নী পরম-শোভনা কন্যাটিকে ধর্ম্মানুসারে স্নুষার্থে প্রতিগ্রহ করুন।"

দ্যুমৎসেন কহিলেন, "মহারাজ! আমরা রাজ্যচ্যুত হইয়া বনবাসী হইয়াছি। আপনার কন্যা কিরূপে

এই বনবাসজনিত দুঃখপরম্পরা সহ্য করিবেন ?” অশ্বপাত কহিলেন, “হে রাজর্ষে ! আমি ও আমার কন্যা, আমরা উভয়েই উৎপত্তি-বিনাশাত্মক সুখ-দুঃখ সমুদয় জ্ঞাত আছি, অতএব আপনি আমাকে আর ও কথা কহিবেন না ; আমি আদ্যোপান্ত সমুদয় নিশ্চয় করিয়াই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে রাজন্ ! আমি প্রণতিপরতন্ত্র হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি প্রত্যাখ্যান করিয়া আমার বলবতী আশালতা ছেদন করিবেন না। বিশেষতঃ আমরা উভয়েই উভয়ের অনুরূপ। অতএব আপনি সুশীল সত্যবানের নিমিত্ত আমার কন্যাকে প্রতিগ্রহ করুন।”

তখন রাজর্ষি দ্যুমৎসেন কহিলেন, “মহারাজ ! আপনার সহিত সম্বন্ধ আমার চিরপ্রার্থনীয় ; কিন্তু এক্ষণে আমি রাজ্যচ্যুত হইয়াছি বলিয়া এই অবশ্য কর্ত্তব্যবিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিতেছিলাম। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বাবধি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, আপনি অদ্য আমার সেই মনোরথ পূর্ণ করুন। আপনি আমার অভীষ্ট অতিথি।”

অনন্তর তাঁহারা আশ্রমবাসী সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে আনয়নপূর্ব্বক বিধানানুসারে পুত্রকন্যার বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। মহারাজ অশ্বপতি সালঙ্কৃতা দুহিতাকে পাত্রসাৎ করিয়া পরমসুখে স্বভবনাভিমুখে গমন করিলেন। রাজকুমারী সাবিত্রী ও সুশীল সত্যবান্ ইহাঁরা পরস্পর পরস্পরকে লাভ করিয়া পরম-প্রীত ও প্রফুল্ল হইলেন। পতিপরায়ণা সাবিত্রী পিতার প্রস্থানানন্তর সর্ব্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কার সমস্ত উন্মোচনপূর্ব্বক অরণ্যসুলভ বল্কল ও কাষায়বসন পরিধান করিলেন এবং বিনয়, লজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ সদ্‌গুণ,সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও পরিচর্য্যা দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের তুষ্টিসম্পাদন করিতে লাগিলেন। শরীর সংস্কার ও আচ্ছাদনাদি-প্রদান দ্বারা শ্বশ্রূকে, দেবপূজা ও বাক্‌সংযম দ্বারা শ্বশুরকে এবং প্রিয়োক্তি, নৈপুণ্য, শান্তি ও নির্জ্জনে উপহার-প্রদান দ্বারা ভর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই আশ্রমে তপোনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদিগের কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইল। পতিপরায়ণা সাবিত্রী দেবর্ষি নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া দিন দিন নিতান্ত সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তৎপরে কালক্রমে যে করাল কাল পতিপ্রাণা সাবিত্রীর প্রাণবল্লভের প্রাণ-সংহার করিবে, সেই কাল সমুপস্থিত হইল। সাবিত্রীর হৃদয়ে নারদের বাক্য নিরন্তর জাগরূক ছিল, তিনি উহা শ্রবণাবধি দিন দিন দিন-গণনা করিতেছিলেন, যখন দেখিলেন, প্রাণেশ্বরের প্রাণপতনের আর চারিদিনমাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন তিনি ত্রিরাত্র-ব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি তাদৃশ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্বশুর রাজা দ্যুমৎসেন সাতিশয় দুঃখিত-চিত্তে উত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, “রাজপুত্রি ! তুমি অতি তীব্রতর কর্ম্ম আরব্ধ করিয়াছ, দিনত্রয় উপবাস করিয়া থাকা অতি দুষ্কর।”

সাবিত্রী কহিলেন, “তাত ! পরিতাপ করিবেন না, আমি ব্রতসাধন করিতে সমর্থ হইব। অধ্যবসায়ই ইহার উপায়, আমি অধ্যবসায়-সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি।” তখন পরম-ধার্ম্মিক দ্যুমৎসেন, “মাদৃশ লোকে ‘ব্রতসংসাধন কর’ ব্যতীত কখন ‘ব্রত ভঙ্গ কর’ বলিতে সমর্থ হয় না,” এইমাত্র কহিয়া বিরত হইলেন।

এ দিকে সাবিত্রী ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত কৃশা হইতে লাগিলেন। তিনি যে দিন জানিলেন যে, কল্য প্রাণনাথ জন্মের মত পলায়ন করিবেন, সেই রাত্রি তাঁহার অতিকষ্টে অতিবাহিত হইল। প্রভাত হইলে, ‘আজি সেই দিন উপস্থিত হইল’ মনে করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে হোমক্রিয়া সমাধান করিলেন এবং সূর্য্যদেব চারি হস্তমাত্র উত্থিত হইলেই পূর্ব্বাহ্ণিক ক্রিয়াকলাপ সমাধান করিয়া বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণগণ এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে যথাক্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তপোবনবাসী তপস্বিগণ ‘তোমার অবৈধব্য হউক’ বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ধ্যানপরায়ণা সাবিত্রী মনে মনে ‘তাই হউক’ বলিয়া তপস্বিগণের

আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং দুঃখিতচিত্তে নারদ-বাক্য স্মরণ করত সেই কাল ও সেই মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর তাঁহাকে একান্তে লইয়া প্রীতি-পূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! যে প্রকারে ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা করিয়াছ, এক্ষণে আহারসময় সমুপস্থিত, অতএব শীঘ্র গিয়া আহার কর।" সাবিত্রী কহিলেন, 'আমি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি যে, দিবাকর অস্তগত হইলে ভোজন করিব।'

সাবিত্রী এইরূপে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরসমীপে আপন সঙ্কল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে সত্যবান্ স্কন্ধে পরশু গ্রহণপূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। সাবিত্রী স্বামীকে কহিলেন, "একাকী গমন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি অদ্য তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তোমার সহিত গমন করিব।"

সত্যবান্ কহিলেন, "ভাবিনি! তুমি কখন বনে গমন কর নাই, অতএব বনের পথ তোমার নিতান্ত ক্লেশকর হইবে, বিশেষতঃ ব্রতোপবাসে ক্ষীণ হইয়াছ, কিরূপে পদব্রজে গমন করিবে?"

সাবিত্রী কহিলেন, "উপবাসে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বা পরিশ্রম হয় নাই। আমি গমনের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছি, আমাকে নিষেধ করিও না।"

সত্যবান্ কহিলেন, "যদি গমনের নিমিত্ত নিতান্তই উৎসুক হইয়া থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। কিন্তু তোমাকে আমার পিতা-মাতার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা আমিই ইহার দোষভাগী হইব।"

সাবিত্রী সত্যবানের বাক্যানুসারে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আর্য্যপুত্র ফলমাত্র আহার করিয়া অরণ্যানীমধ্যে গমন করিতেছেন, আজি আমি উহাঁর বিরহ সহ্য করিতে পারিব না; ইচ্ছা করিয়াছি, উহাঁর সমভিব্যাহারে গমন করিব; আপনারা অনুমতি করুন। উনি মাতা, পিতা ও অগ্নিহোত্রের প্রয়োজন-সংসাধনের নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিতেছেন; অতএব উহাঁকে নিবারণ করা উচিত নহে। যদ্যপি ঈদৃশ গুরুতর প্রয়োজন না থাকিত, তবে উহাঁকে বন-গমন করিতে নিষেধ করিলেও হানি হইত না। বিশেষতঃ কিঞ্চিদূন এক বৎসর হইল, আমি আশ্রম হইতে বহির্গত হই নাই; এই জন্য কুসুমিত কানন নিরীক্ষণ করিতে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।"

দ্যুমৎসেন কহিলেন, "যে অবধি সাবিত্রী আমার পুত্রবধূ হইয়াছেন, তদবধি কখন আমার নিকটে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রার্থনা করেন নাই; অতএব অদ্য ইনি স্বাভিলষিত ফললাভ করুন।" পরে সাবিত্রীকে কহিলেন, "বৎসে! পথে সত্যবানের প্রতি অবহিত থাকিবে।"

যশস্বিনী সাবিত্রী উভয়ের অনুমতি-গ্রহণানন্তর ভর্ত্তৃসমভিব্যাহারে রমণীয় কাননে গমন করিলেন। নারদবাক্য-স্মরণে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে, তথাপি স্বামীর সহিত অরণ্য-গমনকালে তাঁহার বদন সহাস্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সত্যবান্ "প্রিয়ে! অবলোকন কর" বলিয়া মধুরবাক্যে সাবিত্রীকে অনুরোধ করিলে তিনি রমণীয় বন, ময়ূর, পুণ্যবহা নদী ও পুষ্পিত পর্ব্বত সকল অবলোকন করিলেন; কিন্তু মুনিবাক্যস্মরণে স্বীয় জীবিতেশ্বরকে গতজীবিতই মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতে লাগিল। তিনি সেই বিষম সময়ের প্রতীক্ষা করত ধীরগমনে ভর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

ষণ্নবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন বীর্য্যবান্ সত্যবান্ ভার্য্যাসমভিব্যাহারে বহুবিধ ফল আহরণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্থালী পরিপূর্ণ করিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠ পাটন করিতে করিতে সাতিশয় ব্যায়াম হওয়াতে তাঁহার গাত্র হইতে স্বেদ বিনির্গত হইতে লাগিল ও মস্তকে বেদনা জন্মিল। তখন তিনি প্রাণপ্রিয়া প্রণয়িনীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "সাবিত্রি! প্রভূত পরিশ্রম হওয়াতে আমার শিরঃ-

পীড়া হইয়াছে; ফলতঃ আমি নিতান্ত অসুস্থ হইয়াছি, আর মস্তক যেন শূল দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। অতএব প্রিয়ে! একবার নিদ্রা যাইতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে, আর এক মুহূর্ত্তও দণ্ডায়মান থাকিতে পারি না।”

পতিপ্রাণা সাবিত্রী সত্যবানের বাক্য-শ্রবণমাত্র তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ভূতলে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিলেন এবং নারদের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক সেই মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, বেলা ও দিবস অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে দেখিলেন, এক রক্তবাসা, বদ্ধমৌলি, সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী, শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন, ভয়ানক পুরুষ পাশ হস্তে করিয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিবামাত্র শনৈঃ শনৈঃ স্বামীর মস্তক ভূতলে সংস্থাপন করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কম্পিত হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “হে দেবেশ! আপনার অমানুষ আকৃতি দেখিয়া আপনাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনি কে, কি অভিলাষেই বা এখানে আসিয়াছেন?”

যম কহিলেন, “হে সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠানসম্পন্না, এই নিমিত্ত তোমার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যম, অদ্য তোমার পতি সত্যবানের আয়ুঃশেষ হইয়াছে, আমি উঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া যাইব; এই আমার অভিলাষ।”

সাবিত্রী কহিলেন, “হে ভগবন্! শ্রুত আছে যে, আপনার দূতেরাই মানবগণকে লইয়া যায়; তবে আপনি স্বয়ং কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?”

পিতৃরাজ সাবিত্রীর বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহাকে প্রীত করিবার নিমিত্ত আপনার আগমন-হেতু কহিতে লাগিলেন, “হে শুভে! এই সত্যবান্ পরমধার্ম্মিক, রূপবান্ ও গুণসাগর, আমার দূতেরা ইহাকে লইয়া যাইলে নিতান্ত অন্যায় হয়, এই বিবেচনায় স্বয়ং আগমন করিয়াছি।” কৃতান্ত এই বলিয়া সত্যবানের দেহমধ্য হইতে এক পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া নিষ্কাশিত করিলেন। প্রাণ সমুদ্ধৃত হইবামাত্র সত্যবানের দেহ শ্বাসরহিত, প্রভাশূন্য, চেষ্টাবিহীন ও নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইল। তখন যম সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বন্ধন ও গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে চলিলেন। ব্রতসিদ্ধা পতিপ্রাণা সাবিত্রী দুঃখার্ত্তচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

পিতৃপতি সাবিত্রীকে আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, “সাবিত্রি! প্রতিনিবৃত্ত হও, শীঘ্র গিয়া সত্যবানের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান কর। তোমা হইতে তোমার ভর্ত্তা আনৃণ্য লাভ করিয়াছেন। তুমি যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করিয়াছ।”

সাবিত্রী কহিলেন, “আমার স্বামী যে স্থানে নীত হয়েন অথবা স্বয়ং গমন করেন, আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য, ইহাই নিত্যধর্ম্ম। হে মহাত্মন্! তপস্যা, গুরুভক্তি, ভর্ত্তৃস্নেহ, ব্রত ও তোমার প্রসাদে আমার গতি অপ্রতিহত হইয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি মিত্রতাপূর্ব্বক তোমাকে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বনে আসিয়া গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য অথবা সন্ন্যাসধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে না, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে গার্হস্থ্য ধর্ম্মই বিজ্ঞান-প্রাপ্তির কারণ। সকল আশ্রমিকেরাই প্রথমতঃ ঐ ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন; এই নিমিত্ত মাদৃশ লোক পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় আশ্রম অবলম্বন করিতে অভিলাষ করে না এবং পণ্ডিতগণ এই নিমিত্তই প্রথম আশ্রমকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।”

যম কহিলেন, “হে অনিন্দিতে! নিবৃত্ত হও; আমি তোমার সুব্যক্ত ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর; সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে যে বর প্রার্থনা করিবে, সমুদয়ই তোমাকে প্রদান করিব।”

সাবিত্রী কহিলেন, “আমার শ্বশুর রাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় বিনষ্ট

হইয়াছে। তিনি তোমার প্রসাদে চক্ষুলাভ এবং অগ্নি ও দিবাকরের ন্যায় বল ধারণ করুন।”

যম কহিলেন, “অনিন্দিতে! আমি ঐ বর প্রদান করিলাম। তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই হইবে। দেখিতেছি, তুমি পথশ্রান্ত হইয়াছ, অতএব এক্ষণে নিবৃত্ত হও, নতুবা আরও শ্রান্তি হইবে।”

সাবিত্রী কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! আমি যখন স্বামীর সমীপে রহিয়াছি, তখন আমার পরিশ্রমের বিষয় কি? স্বামীই আমার একমাত্র গতি। অতএব তুমি যে স্থানে স্বামীকে লইয়া যাইবে, আমিও তথায় গমন করিব; এক্ষণে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। সাধুগণের সহিত একবারমাত্র সমাগমে মিত্রতা জন্মে; সাধুসমাগম কদাপি নিষ্ফল হয় না; এই নিমিত্ত সাধু-সংসর্গে বাস করা কর্ত্তব্য।”

যম কহিলেন, “হে ভাবিনি! তুমি যে বাক্যবিন্যাস করিলে, উহা হৃদয়রঞ্জন, হিতকর এবং বুধগণেরও বোধবর্দ্ধন। তন্নিমিত্ত সত্যবানের জীবন ভিন্ন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী কহিলেন, “আমার শ্বশুর পূর্ব্বাপহৃত রাজ্য লাভ করুন এবং স্বধর্ম্ম হইতে অপরিচ্যুত থাকুন; আমি তোমার নিকট এই দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করি।”

যম কহিলেন, “রাজা দ্যুমৎসেন অচিরে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন; স্বধর্ম্ম হইতেও পরিচ্যুত হইবেন না। হে রাজপুত্রি! তোমার কামনা পরিপূর্ণ করিলাম; এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, নতুবা পরিশ্রান্ত হইবে।”

সাবিত্রী কহিলেন, “হে দেব! প্রজাগণ তোমারই নিয়মে নিগৃহীত হইতেছে এবং তুমিই নিয়মপূর্ব্বক তাহাদিগকে কামনা-সকল প্রদান করিতেছ। এই নিমিত্ত তোমার যমত্ব সুবিখ্যাত হইয়াছে। যমরাজ! এক্ষণে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। কায়মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুগণের সনাতন ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলমধ্যে প্রায় সমুদয় মনুষ্যগণই ভক্তিপ্রবণ; সজ্জনগণ শত্রুগণকেও দয়া করিয়া থাকেন।”

যম কহিলেন, “হে শুভে! পিপাসু ব্যক্তির যেমন পানীয়, তদ্রূপ তোমার এই বাক্যও সকলের আদরণীয়; অতএব সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে বর ইচ্ছা প্রার্থনা কর।”

সাবিত্রী কহিলেন, “আমার পিতার সন্তান-সন্ততি নাই, অতএব যেন তাঁহার বংশকর একশত ঔরসপুত্র জন্মে; আমি তোমার নিকটে এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতেছি।”

যম কহিলেন, “হে ভদ্রে! তোমার পিতার বংশকর সুতেজাঃ শত পুত্র সমুৎপন্ন হউক। হে রাজপুত্রি! এক্ষণে কৃতকামা হইলে, প্রতিনিবৃত্ত হও; দেখ, তুমি অতি দূরপথে আগমন করিয়াছ।”

সাবিত্রী কহিলেন, “হে ঈশ্বর! আমি যখন স্বামীর সন্নিধানে রহিয়াছি, তখন ইহা আমার দূর পথ নহে। আমার মন ইহা অপেক্ষা দূরতর পথে ধাবমান হইতেছে। তুমি গমন করিতে করিতেই আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি ভগবান্ বিবস্বানের তনয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তোমাকে বৈবস্বত বলিয়া থাকেন। আর প্রজাগণ ইহ-সংসারে তোমার পক্ষপাত-রহিত ধর্ম্মশাসনে সঞ্চরণ করিতেছে; এই জন্য তুমি ধর্ম্মরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে ধর্ম্মরাজ! সাধু ব্যক্তিকে যত দূর বিশ্বাস করা যায়, আপনার প্রতিও তত বিশ্বাস হয় না, এই নিমিত্ত সকলেই সাধু ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস ও প্রণয় স্থাপন করিতে অভিলাষী হয়।”

যম কহিলেন, “ভদ্রে! তুমি যেরূপ কহিলে, আর কাহারও নিকটে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি নাই, আমি ইহাতে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম, অতএব সত্যবানের জীবন বিনা চতুর্থ বর গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও।”

সাবিত্রী কহিলেন, “সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে বলবীর্য্যশালী কুলবর্দ্ধন একশত পুত্র হইবে, আমি এই চতুর্থ বর প্রার্থনা করি।”

যম কহিলেন, “অবলে! তোমার বলবীর্য্যশালী আনন্দবর্দ্ধন শত নন্দন হইবে, এক্ষণে নিবৃত্ত হও; আর পরিশ্রম-স্বীকারে প্রয়োজন নাই; অনেক দূর আগমন করিয়াছ।”

সাবিত্রী কহিলেন, “সজ্জনের ধর্ম্মবৃত্তি চিরকালই সমান, সজ্জনেরা অবসন্ন বা ব্যথিত হয়েন না, সজ্জনের সহিত সজ্জনের সমাগম কদাপি বিফল হয় না এবং

নের সমীপে ভীত হয়েন না। সজ্জনেরাই সত্য দ্বারা সূর্য্যকে চালিত করিতেছেন, সজ্জনেরাই তপ দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সজ্জনেরাই ভূত-ভবিষ্যতের গতি এবং সজ্জনেরা সজ্জন-সমাজে কদাচ অবসন্ন হয়েন না। সাধুগণ পরস্পর অপেক্ষা না করিয়া আর্য্যগণের পূজনীয় জ্ঞানেই চির-কাল পরোপকার করিয়া থাকেন। সাধুগণের প্রসাদ কখন বিফল হয় না এবং তাঁহাদিগের নিকটে অর্থ বা মানেরও হানি হয় না; প্রত্যুত প্রসাদ, অর্থ ও মান এই তিনই সাধুসমীপে অব্যাহত থাকে, অতএব সাধুগণ সকলের রক্ষাকর্ত্তা।”

যম কহিলেন, “হে পতিব্রতে! আমি তোমার সুবিন্যস্ত ধর্ম্মসংহিত বাক্য যত শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার ভক্তিবৃত্তি তোমার প্রতি উচ্ছলিত হইতেছে। অতএব তুমি পুনরায় অভিলষিত বর গ্রহণ কর।”

সাবিত্রী কহিলেন, “হে মানদ! স্বামীর ঔরসপুত্র যেরূপ, ক্ষেত্রজাদি পুত্র তদ্রূপ নহে। বিশেষতঃ পতি ব্যতীত আমি জীবন-ধারণে সমর্থ নহি,অতএব সত্যবান্ জীবিত হউন, এই বর প্রার্থনা করি। আমি স্বামিবিনাকৃত সুখ, স্বামিবিনাকৃত স্বর্গ অথবা স্বামিবিনাকৃত শ্রীর অভিলাষিণী নহি এবং স্বামী ব্যতীত জীবনধারণ করিতেও আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমিই আমাকে শত-পুত্রতা-বর প্রদান করিয়াছ এবং তুমিই আমার পতিকে অপহরণ করিতেছ। অতএব হে ধর্ম্মরাজ! সত্যবান্ জীবিত হউন, এই বর প্রার্থনা করি, তাহা হইলেই তোমার বাক্য সত্য হইবে।”

ধর্ম্মরাজ যম আনন্দিতচিত্তে ‘তথাস্তু’ বলিয়া সত্য-বানকে পাশমুক্ত করিলেন এবং সাবিত্রীকে কহিলেন, “হে কুলনন্দিনি! এই তোমার ভর্ত্তাকে মুক্ত করিয়া দিলাম; ইনি রোগমুক্ত, কৃতার্থ ও তোমারই বশীভূত হইয়া তোমার সহিত চারি শত বৎসর জীবিত থাকি-বেন। ইনি যজ্ঞ ও ধর্ম্ম দ্বারা খ্যাতি লাভ এবং তোমার গর্ভে শত পুত্র উৎপাদন করিবেন। তোমার নামে তোমার পুত্রগণের নামধেয় হইবে। তাহারাও রাজা, পুত্রপৌত্রশালী ও সুবিখ্যাত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিবে; তোমার পিতাও তোমার মাতা মালবীর গর্ভে মালব নামে বংশকর ইন্দ্রসদৃশ শতপুত্র উৎপাদন করিবেন।”

প্রতাপবান্ ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে এই বর প্রদান-পূর্ব্বক নিরস্ত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীও স্বামীকে প্রতিলাভ করিয়া, যে স্থানে তাঁহার মৃত-কলেবর পতিত রহিয়াছে, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় ভূমিনিপতিত ভর্ত্তাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপন উৎসঙ্গে তাঁহার মস্তক আরোপিত করিয়া উপবেশন করিলেন। সত্যবান্ সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রবাসগত ব্যক্তির ন্যায় প্রণয়িনীর প্রতি বারংবার সপ্রেমদৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক কহিলেন, “কি কষ্ট! আমি এত অধিকক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম? প্রিয়ে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে জাগরিত কর নাই? আর যিনি আমাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ কোথায়?”

সাবিত্রী কহিলেন, “জীবিতনাথ! তুমি বহুক্ষণ আমারই উৎসঙ্গে নিদ্রিত ছিলে। যে পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তিনি লোকসংহর্ত্তা যম; কিয়ৎ-ক্ষণ হইল, স্বস্থানে গমন করিয়াছেন। হে রাজপুত্র! তোমার নিদ্রাভঙ্গ ও বিশ্রামলাভ হইয়াছে; এক্ষণে যদি সামর্থ্য থাকে, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। দেখ, অন্ধকার-রজনী উপস্থিত হইতেছে।”

তখন সত্যবান্ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সমুদয় দিক্ ও অরণ্যানী নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “হে সুমধ্যমে! আমার এইমাত্র স্মরণ হইতে যে, আমি ফলমাত্র আহার করিয়া তোমার সহিত অরণ্যানীমধ্যে আগমন করিয়াছিলাম। পরে কাষ্ঠ-পাটন করিতে করিতে শিরঃপীড়ায় পরিতাপিত ও নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া তোমার উৎসঙ্গে শয়ন করি-লাম এবং তৎপরে তোমার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইলাম। হে প্রিয়ে! তৎপরে যে ঘোর তিমিরবর্ণ মহাতেজাঃ পুরুষকে অবলোকন করিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্ন কি সত্য, কিছুই জানি না। তুমি যদ্যপি তাহার বিষয় অবগত থাক, বিশেষ করিয়া বল।”

সাবিত্রী কহিলেন, “নাথ! এক্ষণে রজনী উপস্থিত



হইয়াছে, অবিলম্বে পিতামাতার নিকটে গমন করা [illegible] নিতান্ত আবশ্যক; অতএব শীঘ্র গাত্রোত্থান [illegible] [illegible] অনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিব। ঐ দেখ, তামসী নিশা উপস্থিত, দিবাকর অস্তমিত হইয়াছেন। নিশাচরগণের নিষ্ঠুরতর নিনাদ, মৃগগণের সঞ্চারশব্দ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হইতে শিবাগণের ভয়ঙ্কর চীৎকার শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে।”

সত্যবান্ কহিলেন, “এই ভয়ঙ্কর বন অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তুমি কোনক্রমেই ইহাতে পথ নিরীক্ষণ ও গমন করিতে সমর্থ হইবে না।”

সাবিত্রী কহিলেন, “নাথ! তোমাকে পীড়িত দেখিতেছি। অতএব যদ্যপি তমসাবৃত পথে গমন করিতে অসমর্থ হও তবে অদ্য এই স্থানেই অবস্থান কর। ঐ দেখ, স্থানে স্থানে শুষ্ক তরু-সকল প্রজ্বলিত হইতেছে; আমি তাহা হইতে আগ আনয়ন করিয়া এই সমস্ত কাষ্ঠ প্রজ্বালিত করি; তুমি তদ্দ্বারা শরীরগ্লানি অপনোদন কর। হে নাথ! অদ্য রাত্রি এই স্থানেই অতিবাহিত করা যাউক, কল্য প্রভাতে কানন-সকল প্রকাশিত হইলে আশ্রমে গমন করিব।”

সত্যবান কহিলেন, “আমার শিরঃপীড়া নিবৃত্ত এবং অঙ্গ-সকলও প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। এক্ষণে মাতাপিতার সমীপে গমন করিতে বাসনা করি। আমি পূর্ব্বে কখন নিয়মিত সময় অতিক্রম করিয়া আশ্রমে গমন করি নাই। মাতা সন্ধ্যা না হইতেই আমাকে রুদ্ধ করিতেন। আমি দিবাভাগে বহির্গত হইলেও আমার মাতাপিতা সন্তপ্ত হইতেন। পিতা আশ্রমবাসিগণের সমভিব্যাহারে আমাকে অন্বেষণ করিতেন। একবার তাঁহারা আমার বিলম্বে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়াছিলেন। আজি আমার নিমিত্ত তাঁহাদের কি অবস্থা ঘটিয়াছে, আমি তাহাই চিন্তা করিতেছি। নিশ্চয়ই আমার অদর্শনে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইবেন। একদা রাত্রিতে তাঁহারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গলদশ্রুলোচনে প্রীতিযুক্তবচনে আমাকে কহিয়াছিলেন, ‘বৎস! আমরা তোমা ব্যতীত মুহূর্ত্তমাত্রও জীবনধারণ করিতে পারি না, তুমি আমাদিগকে ফলাদি আহরণ করিয়া না দিলে আমাদের জীবনধারণ করিবার উপায়ান্তর নাই, তুমি এই নয়নহীন স্থবিরদ্বয়ের যষ্টি; আমাদিগের বংশ, পিণ্ড, কীর্ত্তি ও সন্তান তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত।’ হে প্রিয়ে! আমার মাতা পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের যষ্টিস্বরূপ আছি! না জানি, অদ্য আমার অদর্শননিবন্ধন তাঁহাদের কি অবস্থাই ঘটিবে! আঃ পাপীয়সী নিদ্রা! কেবল তোর নিমিত্তই আমার পিতামাতা আমার জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। আমিও বিপন্ন ও সংশয়াপন্ন হইলাম। ফলতঃ আমি মাতাপিতা ব্যতীত প্রাণধারণ করিতে সমর্থ নহি। নিশ্চয়ই আমার সেই অন্ধ পিতা এই সময়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। প্রিয়ে! পিতা ও তাঁহার আশ্রিতা অতি দুর্ব্বল জননীর নিমিত্তই আমার শোক-সাগর উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; আপনার নিমিত্ত নহে। হায়! আজি তাঁহারা আমার নিমিত্ত কতই পরিতাপ করিতেছেন। তাঁহারা জীবিত থাকিলেই আমি জীবিত থাকি। আমি এইমাত্র জানি যে, তাঁহাদিগের ভরণপোষণ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করাই আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য।”

গুরুভক্ত, গুরুপ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা সত্যবান্ এইমাত্র বলিয়া বাহুযুগল উন্নমিত করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী সাবিত্রী শোকবিহ্বল ভর্ত্তার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া কহিলেন, “আমি যদি তপোনুষ্ঠান, দান ও আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলে শর্ব্বরী আমার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও ভর্ত্তার পক্ষে কল্যাণকরী হউক। আমি যে স্বৈর ব্যবহারেও কখন মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করি নাই, আজি সেই সত্য আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অবলম্বন হউক।”

সত্যবান্ কহিলেন, “সাবিত্রি! আমি পিতামাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; চল, আর বিলম্ব করিও না। সত্য কহিতেছি, যদ্যপি অদ্য জনক বা জননীর কিছুমাত্র অমঙ্গল দেখি, অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অতএব হে বরারোহে! যদি তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মের অনুগামিনী হয়, যদি তুমি

আমাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা কর, যদি আমার প্রিয়াচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে চল, ত্বরায় আশ্রমে গমন করি।"

সাবিত্রী সত্যবানের বাক্য শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আপনার কেশপাশ বন্ধন করিয়া বাহুযুগল দ্বারা সত্যবান্‌কে উত্থাপিত করিলেন। সত্যবান্‌ও উত্থিত হইয়া হস্ত দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন ও চতুর্দ্দিক্ অবলোকনপূর্ব্বক স্থালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন সাবিত্রী কহিলেন, "হে নাথ! কালি ফল আহরণ করিও। আমি তোমার যোগক্ষেমসাধন এই পরশু লইয়া যাইব।" এই বলিয়া সাবিত্রী তরুশাখা হইতে স্থালী ও পরশু গ্রহণ করিয়া সত্যবানের সমীপে আগমন করিলেন এবং স্বীয় বামস্কন্ধে সত্যবানের বাহু নিবেশিত করিয়া দক্ষিণকরে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

সত্যবান্ কহিলেন, "ভীরু! অভ্যাসবশতঃ এই সমস্ত পথ আমার বিদিত আছে এবং তরুরাজির অভ্যন্তর দিয়া জ্যোৎস্নাপাত হওয়ায় দৃষ্টিগোচরও হইতেছে; অতএব যে পথে আগমন করিয়া ফলাবচয়ন করিয়াছি, সেই পথে গমন কর। এই পলাশখণ্ডে দুইটি পথ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার উত্তরপথ অবলম্বন করিয়া গমন কর। প্রিয়ে! এক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ ও বলবান্ হইয়াছি, তুমি ত্বরান্বিত হও; মাতাপিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকলিকাকুল হইয়াছে।" সত্যবান্ সাবিত্রীকে এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহার সমভিব্যাহারে দ্রুতপদসঞ্চারে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এ দিকে মহাবল দ্যুমৎসেন সাবিত্রীগৃহীত বরপ্রভাবে পুনরায় চক্ষুষ্মান্ হইয়া চতুর্দ্দিক্ আবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পুত্রের নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ সেই রাত্রিকালে স্বীয় পত্নী শৈব্যা-সমভিব্যাহারে সমস্ত আশ্রম, দুর্গম কানন, নদী ও সরোবর প্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র উন্মুখ হইয়া 'ঐ সাবিত্রী ও সত্যবান্ আসিতেছেন' ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে থাকেন। এইরূপে সেই নৃপদম্পতি পুত্রশোকে উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিদের চরণতল বিদীর্ণ এবং কুশ ও কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হওয়াতে গাত্র হইতে অনবরত শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধতম তপোধনেরা চতুর্দ্দিকে সমাসীন হইয়া পূর্ব্ব-রাজগণের কথাপ্রসঙ্গে বহুবিধ আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রাজা দ্যুমৎসেন ও তাঁহার ভার্য্যা ঋষিগণের প্রবোধবাক্যে তৎকালে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুত্রমুখনিরীক্ষণবাসনা পুনরায় তাঁহাদের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। পুত্রের বাল্যবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আবির্ভূত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখার্ণব পুনরায় উচ্ছলিত হইল। তখন তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইয়া 'হা পুত্র সত্যবান্! হা বৎসে পতিব্রতে সাবিত্রি! কোথায় রহিলে!' এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুবর্চ্চা নামে ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আপনারা ধৈর্য্যাবলম্বন করুন; ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রীর তপস্যা, দম ও সদাচারবলে সত্যবান্ অবশ্যই জীবিত আছেন, সন্দেহ নাই।"

মহর্ষি গৌতম কহিলেন, "আমি সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করিয়াছি, কৌমারব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইয়া গুরু ও অগ্নিকে করিয়াছি এবং সমাহিত হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণ করত সর্ব্বপ্রকার ব্রতানুষ্ঠান ও যথাবিধি উপবাসাদি করিয়াছি; এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা আমি অন্যের অভিপ্রায়ও জানিতে পারি; অতএব নিশ্চয় বলিতেছি, সত্যবান্ প্রাণত্যাগ করেন নাই।"

শিষ্য কহিলেন, "আমার উপাধ্যায়ের মুখনিঃসৃত বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, অতএব সত্যবান্ যে জীবিত আছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

ঋষিগণ কহিলেন, "সাবিত্রী সমুদয় অবৈধব্যকর সুলক্ষণসম্পন্ন; অতএব তাঁহার স্বামী অবশ্যই জীবিত আছেন।"

ভরদ্বাজ কহিলেন, "সাবিত্রী যেরূপ তপ, দম ও সদাচারসম্পন্ন, তাহাতে কদাচ সত্যবানের প্রাণনাশ হইবে না।"

দাল্‌ভ্য কহিলেন, "যখন তুমি চক্ষুষ্মান্ হইয়াছ, যখন সাবিত্রী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া অনাহারে স্বামীর সহিত গমন করিয়াছেন, তখন সত্যবান্ অবশ্যই জীবিত আছেন।"

আপস্তম্ব কহিলেন, "যখন দিক্‌সকল প্রসন্ন রহিয়াছে, মৃগ ও পক্ষিগণ অনুকূল শব্দ করিতেছে এবং তোমার প্রবৃত্তি রাজধর্ম্মের অনুরূপ হইয়াছে, তখন সত্যবান্ জীবিত আছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

ধৌম্য কহিলেন, "মহারাজ! তোমার পুত্র সত্যবান্ অশেষগুণসম্পন্ন, সকলের প্রিয় ও দীর্ঘজীবিলক্ষণসম্পন্ন; অতএব তিনি অবশ্যই জীবিত আছেন।"

দ্যুমৎসেন সেই সকল সত্যবাদী তপস্বিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাব, মহিমা এবং অতীত ও অনাগত কালের অভিজ্ঞতাদি চিন্তা করত সুস্থির হইলেন।

পরে অনতিবিলম্বে সাবিত্রী ও সত্যবান্ হৃষ্টচিত্তে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, "মহারাজ! আপনি পুত্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত ও চক্ষুষ্মান্ হইলেন দেখিয়া আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, অচিরাৎ আপনার সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক। আজি আপনার পরমসৌভাগ্য বলিতে হইবে, কারণ, অদ্য আপনি প্রিয়তম নিরুদ্দেশ পুত্র ও পুত্রবধূর দর্শন পাইলেন এবং অমূল্য রত্ন চক্ষু পুনরায় লাভ করিলেন। আমরা যাহা যাহা কহিলাম, তৎসমুদয়ই সত্য, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় করিবেন না। অধুনা উত্তরোত্তর আপনার শ্রীবৃদ্ধি হইবে।" ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিয়া তথায় অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক মহীপতি দ্যুমৎসেনের শরীরগ্লানি নিরাকরণ করিলেন। শৈব্যা সত্যবান্ ও সাবিত্রীর একপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, ব্রাহ্মণেরা অনুমতি করিলে তাঁহারা সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর বনবাসী ঋষিগণ রাজার সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সত্যবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নৃপনন্দন! তোমরা এতাবৎকাল কি নিমিত্ত আগমন কর নাই, আর কি নিমিত্তই বা রাত্রিশেষে আগমন করিলে, তোমাদের কি ঘটনা হইয়াছিল, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই; অতএব সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর। অদ্য তোমাদিগের নিমিত্ত এই কাননস্থ লোক, বিশেষতঃ তোমার মাতা যে কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।"

সত্যবান্ কহিলেন, "অদ্য পিতার আদেশক্রমে কাষ্ঠাহরণ করিবার নিমিত্ত সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে বনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় কাষ্ঠসঞ্চয় করিতে করিতে অত্যন্ত শিরোবেদনা উপস্থিত হওয়াতে আমি শয়ান ও নিদ্রিত হইলাম। অদ্য দীর্ঘকাল নিদ্রাভিভূত ছিলাম, আমি পূর্ব্বে কখন এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রাগত থাকি নাই। এই জন্যই আসিতে এত বিলম্ব হইল। আর আমাদিগকে না দেখিয়া আপনারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইবেন, এই ভাবিয়া রজনীশেষে প্রত্যাগমন করিলাম। এতদ্ব্যতীত অন্য কারণ নাই।"

গৌতম কহিলেন, "হে সত্যবান্! তুমি তোমার পিতার অকস্মাৎ চক্ষুপ্রাপ্তির কারণ কিছুই জান না, সাবিত্রী ইহার পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন, অতএব উনি উহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন, আমরা শুনিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছি। বৎসে সাবিত্রি! তুমি সাবিত্রীসদৃশ তেজস্বিনী, শ্বশুরের চক্ষুপ্রাপ্তির কারণ অবশ্যই তোমার বিদিত আছে, যদি রহস্য না হয়, তবে বর্ণন কর।"

সাবিত্রী কহিলেন, "আপনারা যাহা বিবেচনা করিয়াছেন, উহা যথার্থ বটে; ইহাতে কিছুমাত্র রহস্য নাই। আমি যথার্থরূপে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন

করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, এক বৎসর অতীত হইলে আমার স্বামীর মৃত্যু হইবে; অদ্য সেই দিবস উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া উহাঁকে পরিত্যাগ না করিয়া উহাঁর সহিত বনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, সত্যবান্ নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইলে কৃতান্ত কিঙ্কর-সমভিব্যাহারে স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে লইয়া চলিলেন। তদ্দর্শনে আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত সত্যবাক্য দ্বারা সেই দেবের স্তব করিতে লাগিলাম। ভগবান্ কৃতান্ত প্রসন্ন হইয়া আমার শ্বশুরের রাজ্য ও চক্ষুপ্রাপ্তি, পিতার একশত পুত্র, আপনার শত পুত্র এবং সত্যবানের চারি শত বৎসর আয়ু এই পাঁচটি বর প্রদান করিলেন। আমি কেবল স্বামীর জীবনের নিমিত্তই ঈদৃশ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছি। হে মহর্ষিগণ! আমি যে পরিণামসুখ দুঃসহ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আপনাদের সমীপে সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।”

ঋষিগণ কহিলেন, “হে সাধ্বি! তুমি অতি সৎকুলোদ্ভবা; স্বীয় সুশীলতা, ব্রত এবং পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন ও বিনাশোন্মুখ রাজকুল পুনরুদ্ধৃত করিলে।”

সমাগত মহর্ষিগণ এইরূপে বরবর্ণিনী সাবিত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া রাজা দ্যুমৎসেন ও সত্যবানের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সাহ্লাদচিত্তে নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন।

অষ্টনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই রজনী-প্রভাতে দিবাকর সমুদিত হইলে তপস্বিগণ প্রাতঃকৃত্য সমাধানপূর্ব্বক রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট বারংবার সাবিত্রীর অদ্ভুত সৌভাগ্যবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্যুমৎসেনের প্রজাবর্গ শাল্বদেশ হইতে তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, “মহারাজ! রাজমন্ত্রী আপনার শত্রুকে সবান্ধবে সংহার করিয়াছেন; তাহার সৈন্যগণ তৎশ্রবণে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছে, এক্ষণে সকলে একমত অবলম্বনপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে, রাজা দ্যুমৎসেন চক্ষুষ্মান্ হউন বা না হউন, তিনিই পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হে রাজন্! তাঁহারা এই নিশ্চয় করিয়া আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; এক্ষণে এই চতুরঙ্গিণী সেনা ও যান সমস্ত সমুপস্থিত আছে; আপনি ইহার অন্যতর যানে আরোহণপূর্ব্বক নিজ রাজধানী প্রতিগমন করুন। নগরমধ্যে আপনার জয়ঘোষণা হইয়াছে; অতএব আপনি নির্ব্বিঘ্নে চিরকালের নিমিত্ত পিতৃপরম্পরাগত পদে পুনর্ব্বার আরোহণ করুন।” এই বলিয়া তাহারা রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহাকে চক্ষুষ্মান ও রমণীয় রূপসম্পন্ন দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিল।

রাজা দ্যুমৎসেন প্রজামুখে শত্রুবিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি আশ্রমবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন ও তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী, পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া পরমসুখে স্বনগরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পুরোহিত প্রীতমনে মহারাজ দ্যুমৎসেনকে রাজ্যে ও তাঁহার আত্মজ সত্যবান্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

বহুকাল অতীত হইলে সাবিত্রীর গর্ভে সত্যবানের এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল এবং মদ্রাধিপতি অশ্বপতির ঔরসে মালবার গর্ভে সাবিত্রীর এক শত মহাবল পরাক্রান্ত সহোদর জন্মগ্রহণ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে পতিপরায়ণা সাবিত্রী পিতা, মাতা, শ্বশ্রূ শ্বশুর, সমগ্র ভর্তৃকুল ও আপনাকে কৃচ্ছ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই কল্যাণী দ্রৌপদীও তাঁহার ন্যায় তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক অনুনীত ও শোকজ্বরবিবর্জ্জিত হইয়া পরমসুখে কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন। যে নর

ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে পবিত্রতা সাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার পরম সুখ ও সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয়।

পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

একোন-ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

—*—

কুণ্ডলাহরণপর্ব্বাধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহর্ষি লোমশ রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেবরাজের এই বাক্য কহিয়াছিলেন যে, 'হে ধর্ম্মরাজ! তোমার হৃদয়ে যাহার ভয় নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে ও তুমি যাহার বিষয় কুত্রাপি কীর্ত্তন কর নাই, ধনঞ্জয় এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলে আমি তাহা অপহরণ করিব।' হে মহর্ষে! এক্ষণে তাহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অরণ্যমধ্যে পাণ্ডবদিগের দ্বাদশ-বৎসর অতিক্রান্ত হইলে একদা সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগের হিতচিকীর্ষু হইয়া কর্ণসমীপে ভিক্ষার্থে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্ররশ্মিও সহস্রলোচনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অপত্যস্নেহবশতঃ করুণার্দ্রহৃদয়ে রজনীযোগে কর্ণের নিকটে আগমন করিলেন। সত্যপরায়ণ মহাবীর কর্ণ তৎকালে বিশ্রব্ধচিত্তে মহামূল্য শয়নে শয়ান ও নিদ্রিত ছিলেন, দিবাকর বেদবিৎ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া স্বপ্নযোগে তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৎস কর্ণ! আমি সৌহার্দ্দবশতঃ তোমার পরম হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। দেবরাজ পাণ্ডবগণের হিতাভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে কুণ্ডলাপহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার সমীপে আগমন করিবেন। তিনি তোমার এই স্বভাব অবগত হইয়াছেন এবং সমস্ত জগতেও ইহা প্রচারিত হইয়াছে যে, তুমি কাহারও নিকটে প্রার্থনা কর না, সাধুগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ তোমার নিকটে যাহা প্রার্থনা করেন, সাধ্যমতে অবশ্যই তাহা প্রদান করিয়া থাক, কাহাকেও প্রত্যাখ্যান কর না। পাকশাসন তোমার এবংবিধ স্বভাব অবগত হইয়া তোমার নিকট কুণ্ডল ও কবচ ভিক্ষা করিতে আসিবেন। তুমি যাচমান পুরন্দরকে কুণ্ডলযুগল প্রদান না করিয়া সাধ্যানুসারে অনুনয়-বিনয় করিবে, ইহাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। তিনি কুণ্ডললাভের নিমিত্ত তোমাকে বহুবিধ কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বাগ্‌জাল বিস্তার করিবেন, তুমি রত্ন, স্ত্রী, গো প্রভৃতি অন্যান্য নানা ধন দ্বারা তাঁহাকে নিবারিত করিবে। যদি তাহা না করিয়া সহজাত কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর, তাহা হইলে তুমি অবশ্যই গতায়ু হইয়া অচিরকালমধ্যে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে। হে মানদ! তুমি কবচ ও কুণ্ডলযুগলসম্পন্ন বলিয়াই সমরে অরাতিগণের অবধ্য হইয়াছ। তোমার রত্নময় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় অমৃত হইতে সমুত্থিত হইয়াছে; অতএব যদি জীবিত থাকিতে বাসনা কর, তাহা হইলে উহা রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

কর্ণ কহিলেন, "ভগবন্! আপনি কে ব্রাহ্মণবেশে প্রণয় প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, বলুন।"

সূর্য্য কহিলেন, "তাত! আমি সূর্য্য, সৌহার্দ্দনিবন্ধন তোমাকে দর্শন দিয়াছি। আমার কথা রক্ষা কর, তাহা হইলেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।"

কর্ণ কহিলেন, "যখন দিবাকর আজি আমার হিতান্বেষী হইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিব। কিন্তু হে বরদ! আমি প্রণয়পূর্ব্বক যাহা কহিতেছি, প্রসন্ন হইয়া শ্রবণ করুন। হে বিভাবসো! যদ্যপি আমি আপনার প্রীতিভাজন হইয়া থাকি, তবে আমাকে ব্রত হইতে পরাঙ্মুখ করিবেন না। লোকমধ্যে আমার এই ব্রত প্রচারিত হইয়াছে যে, আমি ব্রাহ্মণগণকে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকি; অতএব যদি দেবরাজ ব্রাহ্মণগণের হিতকামনায় আমার নিকটে বর্ম্ম ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আক্রমণ করেন, আমি অবশ্যই তাঁহাকে উহা সমর্পণ করিব। আমি আমার ত্রিভুবন-সঞ্চারিণী কীর্ত্তি বিনষ্ট করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অকীর্ত্তিকর প্রাণ প্রতিপালন অপেক্ষা যশস্কর মৃত্যুই

শ্রেয়ঃ! অতএব যদ্যপি আখণ্ডল পাণ্ডবগণের হিতচিকীর্ষু হইয়া কুণ্ডলার্থে মৎসমীপে সমুপস্থিত হয়েন, আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করিব। তাহা হইলে সমস্ত জগতে আমার কীর্ত্তি ও তাঁহার অকীর্ত্তি দীপ্তি পাইতে থাকিবে।

আমি প্রাণদান করিয়াও কীর্ত্তি লাভ করিতে বাসনা করি। কীর্ত্তিমান্ লোকেই স্বর্গলাভ করে এবং কীর্ত্তিভ্রষ্ট ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। কীর্ত্তি মাতার ন্যায় পুরুষের জীবন রক্ষা করেন. কিন্তু অকীর্ত্তি জীবিত মনুষ্যকেও গতজীবিত করিয়া ফেলে। বিধাতা স্বয়ং কহিয়াছেন যে, বিশুদ্ধা কীর্ত্তি পরলোকে পুরুষের প্রধান আশ্রয় হয়েন এবং ইহলোকে আয়ুর দীর্ঘতা সম্পাদন করেন। অতএব আমি শরীরজাত অচিরস্থায়ী কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিব। ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি দান, দুষ্কর কর্ম্মের সংসাধন, সংগ্রামে অরাতিগণকে পরাজয় এবং পরিশেষে সমরানলে শরীরাহুতি প্রদান করিয়া কেবলা কীর্ত্তি স্থাপন করিব। সংগ্রামে ভীত জীবিতার্থী ব্যক্তিদিগকে অভয় প্রদান এবং বৃদ্ধ, বালক ও দ্বিজাতিগণকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিব। ফলতঃ নিশ্চয় জানিবেন যে, প্রাণদান করিয়াও কীর্ত্তি রক্ষা করাই আমার ব্রত। অতএব আমি দ্বিজবেশধারী পুরন্দরকে এই কীর্ত্তিকর ভিক্ষা প্রদান করিয়া চরমে দেবলোকে পরমপদে অধিরোহণ করিব।”

ত্রিশততম অধ্যায়।

সূর্য্য কহিলেন, “হে কর্ণ! তুমি পুত্র, কলত্র, পিতা, মাতা, বন্ধুবর্গ ও আপনার অপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান করিও না। প্রাণিগণ প্রাণ রক্ষা করিয়া অক্ষয় যশ ও অনন্ত কীর্ত্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে; কিন্তু তুমি প্রাণের অপেক্ষা না করিয়া শাশ্বতী কীর্ত্তি-লাভে লোপ হইয়াছ, এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সেই কীর্ত্তিই তোমার প্রাণ হরণ করিয়া পলায়ন করিবে। পিতা, মাতা, পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণ জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশ্য সংসাধন করিয়া থাকেন, অধিক কি, জীবিত লোকের পৌরুষবলে ভূপালেরাও তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠানে উদ্যত হয়েন।

মনুষ্য জীবিতাবস্থাতেই মহীয়সী কীর্ত্তি-লাভে সমধিক সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির কীর্ত্তিকলাপ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেখ, পরলোকগত ব্যক্তি আপনার কীর্ত্তির বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারে না, কিন্তু জীবিত ব্যক্তি উহা ভোগ করে। হে বৎস! তুমি আমার নিতান্ত ভক্ত বলিয়াই তোমার হিতাভিলাষে আমি বারংবার এইরূপ কহিতেছি। যে ব্যক্তি পরম ভক্তি সহকারে আমার আরাধনা করে, আমি তাহাকে সতত রক্ষা করিয়া থাকি। হে বৎস! তোমার অবস্থাদর্শনে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার আদেশ ও উপদেশ প্রতিপালন কর।

হে কর্ণ! এই বিষয়ে দৈবকৃত একটি রহস্য আছে, তাহা দেবগণেরও অগোচর, সুতরাং তুমি তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পার নাই। আমি সেই রহস্য এক্ষণে ব্যক্ত করিব না, সমুচিত অবসর উপস্থিত হইলে তুমি অবশ্যই জ্ঞাত হইবে। হে বৎস! আমি বারংবার তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, দেবরাজ ইন্দ্র প্রার্থনা করিলে তুমি কদাচ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিও না। নির্ম্মল নভোমণ্ডলে বিশাখা নক্ষত্র দ্বারা মধ্যগত শশাঙ্কের ন্যায় তুমি এই রমণীয় কুণ্ডলযুগল দ্বারা অতিমাত্র শোভিত হইতেছ। অতএব তুমি কুণ্ডলার্থী সুররাজ ইন্দ্রকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি যুক্তিসঙ্গত বহুবিধ মধুরবাক্য দ্বারা অবশ্যই তাঁহার কুণ্ডলস্পৃহা অপনীত করিতে পারিবে। ফলতঃ যে কোনরূপে হউক, তাঁহার এই বুদ্ধি অপনোদন করা তোমার অতি কর্ত্তব্য।

মহাবীর সব্যসাচী অর্জ্জুন নিয়তই তোমার প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। সে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে; কিন্তু তুমি কুণ্ডলসম্পন্ন থাকিলে ইন্দ্রের সাহায্যেও সে তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। অতএব

তুমি যদি অর্জ্জুনকে সংগ্রামে জয় করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে দেবরাজকে কদাচ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিও না।"

একাধিক-ত্রিশশততম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার পরম ভক্ত, আপনি তাহা সম্যক্ বিদিত আছেন। আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আমি আপনার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত, পুত্র, কলত্র, আত্মা ও অভিলষিত মিত্রের প্রতিও তদ্রূপ নহি। মহাত্মারা যে অভীষ্ট ভক্তের উপর সততই অনুরক্ত থাকেন, আপনি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। 'কর্ণ আমার নিতান্ত ভক্ত, তাহার অন্য উপাস্য দেবতা নাই, এই বিবেচনা করিয়াই আপনি আমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছেন; কিন্তু আমি বারংবার প্রণিপাত দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন।

আমি মৃত্যু অপেক্ষা মিথ্যা হইতে সমধিক ভীত হইয়া থাকি, বিশেষতঃ সাধু ব্রাহ্মণগণের নিকট অনৃতাচারে সাতিশয় শঙ্কিত হই। কেহ আমার প্রাণ প্রার্থনা করিলেও কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা প্রদান করিতে পারি। আপনি অর্জ্জুনের কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে যেরূপ কহিলেন, সেই চিন্তা ও তন্নিবন্ধন সন্তাপ পরিত্যাগ করুন, আমি নিশ্চয়ই রণস্থলে অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব। আমি মাহাত্ম্যজামদগ্ন্য ও দ্রোণ হইতে যে সমস্ত অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনি তাহার প্রভাব সম্পূর্ণ অবগত আছেন। এক্ষণে হে সুরশ্রেষ্ঠ! ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র আমার জীবন প্রর্থনা করিলেও আমি তাঁহাকে তাহা প্রদান করিব। আপনি আমার এই ব্রতসাধন-বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।"

সূর্য্য কহিলেন, "বৎস! তুমি এই কুণ্ডলদ্বয়ের প্রভাবে সর্ব্বভুতের অবধ্য হইয়াছ। দেবরাজ অর্জ্জুন দ্বারা তোমার বধসাধন করিবার নিমিত্ত কুণ্ডল প্রার্থনা করিবেন। অতএব যদি তুমি নিতান্তই আখণ্ডলকে কুণ্ডল প্রদান কর, তাহা হইলে অগ্রে অর্জ্জুন-বিজয়-মানসে প্রিয়োক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার নিকট অভ্যর্থনা করিবে, 'হে সুররাজ! আমি আপনাকে কুণ্ডল প্রদান করিতেছি, কিন্তু একটি নিয়ম সংস্থাপন করিতে হইবে। আপনি অগ্রে আমাকে একশত্রু-ঘাতিনী অমোঘ শক্তি প্রদান করুন, পশ্চাৎ আমি আপনাকে বর্ম্ম ও কুণ্ডল দান করিব।' তুমি দেবরাজকে এইরূপ নিয়মবদ্ধ করিয়া কুণ্ডলযুগল প্রদান করিবে, তাহা হইলে সেই শক্তি দ্বারা অনায়াসে সমরে শত্রু সংহার করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

ইন্দ্রের সেই শক্তি শতসহস্র শত্রু বিনাশ না করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করে না।" এই বলিয়া সূর্য্যদেব তথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ নিশাবসানে সূর্য্যসন্নিধানে স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়া যেরূপ দর্শন ও উভয়ে যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। তখন ভগবান্ ভানু এই কথা শুনিয়া হাস্যমুখে স্বপ্নের বিষয় সমস্ত স্বীকার করিলেন। পরে কর্ণ আপনার স্বপ্নের যাথার্থ্য জানিয়া শক্তি-লাভলালসায় বাসবের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্ব্যধিক-ত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! ভগবান্ সূর্য্য কর্ণের নিকট যে গূঢ় বৃত্তান্ত গোপন করিলেন, তাহা কি? সেই কুণ্ডলদ্বয় ও কবচই বা কিরূপ এবং তিনি কোথা হইতেই বা ঐ কবচ ও কুণ্ডলযুগল প্রাপ্ত হইলেন? উহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মহাতেজাঃ, শ্মশ্রুবিশিষ্ট, দণ্ডধারী, প্রাংশু ও জটিল এক ব্রাহ্মণ রাজা কুন্তিভোজের নিকট উপনীত হয়েন। তিনি পরম দর্শনীয়, মধুরভাষী ও তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন; দেখিলে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় বোধ হয়। সেই মহাতপাঃ কুন্তিভোজকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি

ভিক্ষার্থী, আপনার গৃহে ভোজন করিতে অভিলাষ করি; কিন্তু আপনি বা আপনার অনুচরবর্গ আমার কোন প্রকার অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারিবেন না,আমার যখন যে স্থানে ইচ্ছা হইবে, গমন করিব এবং আমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রত্যাগত হইব। আমার শয়ন ও উপবেশনকালে কেহ কোন প্রকার অপ্রিয়াচরণ করিতে পারিবে না। যদি ইহাতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি আপনার গৃহে বাস করি।"

রাজা কুন্তিভোজ প্রীতমনে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ব্রাহ্মণের বাক্যে অনুমোদন করিলেন; পরে বিনীতভাবে কহিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! পৃথা নামে আমার এক যশস্বিনী কন্যা আছেন; তিনি অতি সচ্চরিত্রা, সাধ্বী ও ধর্ম্মপরায়ণা। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক আপনার পরিচর্য্যা করিবেন; আপনি তাঁহার সদ্ব্যবহার ও সুশীতলতায় পরম পরিতুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই।"

রাজা এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের যথাবিধি সৎকার করত পৃথুলোচনা পৃথার নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, "বৎসে! ঐ ব্রাহ্মণ আমার গৃহে বাস করিতে অভিলাষী, আমিও উহাঁর ইচ্ছাপূরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; অতএব তুমি সাবধানে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হও; দেখ, যেন আমার বাক্য কদাপি মিথ্যা না হয়। ঐ মহাতেজাঃ স্বাধ্যায়সম্পন্ন তপস্বী যখন যাহা বলিবেন, নির্ম্মৎসর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবে। বৎসে! ব্রাহ্মণই পরম তেজ ও ব্রাহ্মণই পরম তপঃস্বরূপ, ব্রাহ্মণের নমস্কারপ্রভাবে ভগবান্ উষ্ণরশ্মি অন্তরীক্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন। মহাসুর বাতাপি ও তালজঙ্ঘ পূজনীয় ব্রাহ্মণগণের সম্মানরক্ষা না করিয়া ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়াছে। সম্প্রতি ঐ মহাভাগ ব্রাহ্মণের শুশ্রূষার ভার তোমাতেই অর্পিত হইল; তুমি সর্ব্বদা সংযতচিত্তে উহাঁর সেবা কর।

ব্রাহ্মণ, গুরু ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি বাল্যাবধি তোমার যে বিশেষ ভক্তি আছে, তাহা আমি জানি; তুমি ভৃত্যবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, মাতৃগণ ও আমাকে যথোচিত সমাদর করিয়া থাক। তোমার সদ্ব্যবহারে নগরস্থ ও অন্তঃপুরস্থ সমস্ত লোক এবং দাসদাসীগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রহিয়াছে। বৎসে! তুমি বালিকা ও আমার কন্যা; এ নিমিত্ত তোমাকে আদেশ করিতেছি যে, অতি সাবধানে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিবে; কারণ, ব্রাহ্মণজাতি সহজেই অতি কোপনস্বভাব-তুমি বৃষ্ণিকুলসম্ভূত রাজা শূরসেনের প্রিয়তমা কন্যা, বসুদেবের ভগিনী, তোমার পিতা প্রীত হইয়া স্বয়ং বাল্যকালে তোমাকে আমায় প্রদান করিয়াছেন; তুমি আমার সন্তানসন্ততির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার দুহিতা হইয়াছ। তুমি বৃষ্ণিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগের কুলে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছ, অতএব যেমন পদ্মিনী হ্রদ হইতে হ্রদান্তরে নীত হয়, সেইরূপ তুমিও সুখ হইতে সুখান্তর প্রাপ্ত হইয়াছ। দুষ্কুলজাত প্রমদারা আবদ্ধ হইয়াও প্রায় বালস্বভাবসুলভ দোষাচরণ করিয়া থাকে; কিন্তু হে কল্যাণি! তুমি রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, অসাধারণ গুণসকল তোমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তোমার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য, সম্প্রতি তুমি অহঙ্কার ও অভিমান পরিহার করিয়া বরপ্রদ ঐ ব্রাহ্মণের আরাধনা কর, অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হইবে, কিন্তু ঐ দ্বিজশ্রেষ্ঠের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে আমার বংশ ধ্বংস হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

ত্র্যধিক-ত্রিশততম অধ্যায়।

কুন্তী কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! সত্য বলিতেছি, আপনি ব্রাহ্মণের নিকট যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি সংযত হইয়া অবশ্যই সেইরূপে তাঁহার আরাধনা করিব। বিপ্রের সেবা করা আমার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বিশেষতঃ আপনার প্রিয়কার্য্য,অতএব উহা আমার পক্ষে পরম শ্রেয়স্কর, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি যদি সায়াহ্নে, প্রাতে, রাত্রিকালে অথবা নিশীথসময়ে আগমন করেন, তথাপি আমাকে ক্রোধান্বিত করিতে পারিবেন না, আমি অবিরক্তভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিব। মহারাজ! একে ত ব্রাহ্মণসেবা, তাহাতে আবার আপনার আজ্ঞা-

প্রতিপালন ও হিতানুষ্ঠান, ইহার পর আমার আর শ্রেয়োলাভ কি আছে? আপনি বিশ্বস্ত হউন, আমি সত্য কহিতেছি, আপনার গৃহে বাস করিলে কোনক্রমেই সেই দ্বিজোত্তমের অপ্রিয়কার্য্য বা সেবার ত্রুটি হইবে না। যাহা তাঁহার প্রিয় ও আপনার হিতকর, আমি তৎসাধনে সতত যত্ন করিব, আপনি কদাচ চিন্তিত হইবেন না।

হে পৃথিবীনাথ! ব্রাহ্মণ পরম পূজনীয়, তাঁহার প্রসাদে অনায়াসে উদ্ধার হওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। ব্রাহ্মণের নিকট অপরাধী হইলে রাজাদিগেরও নানাবিধ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। স্মরণ করিয়া দেখুন, পূর্ব্বে সুকন্যার অপরাধে তপোধন চ্যবন ক্রোধান্বিত হইলে রাজা শর্য্যাতির কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত আছি, অতএব যাহাতে দ্বিজোত্তমের সন্তোষ জন্মে, তাহাই করিব, আমার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ হইতে আপনার কোন প্রকার অপকার হইবে না। আপনি যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন, আমি বিশিষ্টরূপে নিয়মবতী হইয়া তদনুসারে বিপ্রর্ষির সেবা করিব, তাহার সন্দেহ নাই।”

রাজা কন্যার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে ইতিকর্ত্তব্যতার উপদেশ প্রদান করত কহিলেন, “ভদ্রে! যাহাতে আমার, তোমার ও বংশের হিত হয়, তাহাই করিবে।”

দ্বিজবৎসল কুন্তিভোজ এই কথা বলিয়া পৃথাকে ব্রাহ্মণ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠকে কহিলেন, “হে ব্রহ্মন্! এই আমার কন্যা,ইনি অতি বালিকা, চিরকাল সুখে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, কদাপি এরূপ বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, অতএব যদি ইহাঁ হইতে কখন কোন অপরাধ হয়, তাহা হইলে আপনি কিছু মনে না করিয়া বরং ক্ষমা করিবেন। বাল,বৃদ্ধ ও তপস্বিগণ অত্যন্ত অপরাধী হইলেও ভবাদৃশ মহাভাগ ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের প্রতি কখন ক্রোধ প্রকাশ করেন না। গুরুতর অপরাধ হইলেও ব্রাহ্মণের ক্ষমা করা উচিত এবং যথাশক্তি পূজা করিলে তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।”

ব্রাহ্মণ ‘তথাস্তু’ বলিয়া রাজবাক্যে সম্মত হইলে রাজা কুন্তিভোজ প্রীতমনে তাঁহাকে সুধাধবলিত এক প্রাসাদ প্রদান করিলেন এবং তত্রস্থ অগ্নিশরণে রুচির আসন ও আহারাদি দ্রব্য-সামগ্রী-সকল নিবেদন করিয়া দিলেন।

অনন্তর রাজপুত্রী পৃথা শুচি হইয়া দ্বিজোত্তমের নিকট গমন করিলেন। তিনি আলস্য ও অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয় সহকারে দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা করিয়া পরম পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন।

চতুরধিক-ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্রতপরায়ণা সেই কন্যা পরিশুদ্ধচিত্তে নিয়তব্রত ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ‘প্রাতঃকালেই আগমন করিব’ বলিয়া কখন সায়ংকালে, কখন বা রাত্রিকালে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন, তথাপি ঐ কন্যা সকল সময়েই ভোজ্য, শয়ন, আসন প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন। তিনি প্রতিদিন উত্তমোত্তম ভোজ্য ও ভোগ্যসামগ্রী ব্যতীত কদাপি তাঁহাকে অপকৃষ্ট বস্তু প্রদান করিতেন না এবং তিরস্কার, অপবাদ বা অপ্রিয়বাক্য দ্বারা তাঁহার অপ্রিয়াচরণে কদাপি প্রবৃত্ত হইতেন না। ভোজকন্যা কুন্তী যে সময়ে ব্যস্ত থাকিতেন, ব্রাহ্মণ সেই সময়েই তাঁহাকে নানাবিধ আদেশ এবং তাঁহার নিকট অতি দুর্ল্লভ সামগ্রী-সকল প্রার্থনা করিতেন। কুন্তী তৎক্ষণাৎ শিষ্যের ন্যায়, পুত্রের ন্যায়, ভগিনীর ন্যায় অবহিত হইয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রার্থিত সামগ্রীসকল প্রদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিতেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ কন্যারত্ন কুন্তীর যত্ন, স্বভাব ও আচরণে প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কুন্তিভোজ প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকালে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, “পুত্রি! ব্রাহ্মণ কি তোমার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইতেছেন?” তিনি উত্তর করিতেন, “যার পর নাই আনন্দিত হইতেছেন।” মহানুভব কুন্তিভোজ তৎশ্রবণে আনন্দসাগরে প্লবমান হইতেন।

এইরূপে একবর্ষ অতিক্রান্ত হইলে সৌহার্দ্দপরায়ণ

ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন, রাজকন্যার কিঞ্চিন্মাত্রও দোষ নাই, তখন প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, "কল্যাণি! আমি তোমার পরিচারণায় পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি অনন্যসুলভ বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, তুমি সেই বরপ্রাপ্তিনিবন্ধন যশোদ্বারা সমস্ত সীমন্তিনীর অগ্রণী হইবে।"

কুন্তী কহিলেন, "হে বিপ্র! আপনি ও আমার পিতা উভয়েই যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমার বরলাভের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; অতএব অন্য বরে প্রয়োজন কি?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে চারুহাসিনি! তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ করিতে অনভিলাষিণী হইলেও আমি তোমাকে দেবগণকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত এই মন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই মন্ত্র দ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহারা অকামই হউন আর সকামই হউন, মন্ত্রপ্রভাবে ভৃত্যের ন্যায় তোমার বশবর্ত্তী হইবেন।"

অনিন্দিতা কুন্তী দ্বিজবরকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি তাঁহাকে অথর্ব্ব-বেদ-বিহিত মন্ত্রসকল গ্রহণ করাইলেন। অনন্তর দ্বিজবর কুন্তিভোজকে কহিলেন, "রাজন্! আমি তোমার কন্যা কর্ত্তৃক পরিতোষিত হইয়া তোমার গৃহে পরমসুখে বাস করিয়াছি এবং সর্ব্বদা যথাবিধি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে ইষ্টসাধন করিতে চলিলাম।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন। রাজা কুন্তিভোজ তাঁহাকে সেই স্থানে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তদবধি পৃথাকে সাতিশয় সমাদর সহকারে সম্মান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাধিক-ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! একদা কুন্তিভোজ-কন্যা দ্বিজপ্রদত্ত মন্ত্র-সমূহের প্রতি সন্দিহান হইয়া চিন্তা করিলেন, 'মহাত্মা ব্রাহ্মণ আমাকে যে সকল মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবিলম্বেই পরীক্ষা করিয়া দেখি।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সহসা আপনার ঋতু-লক্ষণ নিরীক্ষণ করত কন্যাবস্থায় রজস্বলা হইয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন।

অনন্তর সুমধ্যমা কুন্তী প্রাসাদতলে রমণীয় শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক তরুণোদিত অরুণের প্রতি নেত্রপাত করিবামাত্র দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন, এই নিমিত্ত ভানুমানের রূপে সন্তাপিত না হইয়া তাঁহার কবচ ও কুণ্ডল-যুগল মণ্ডিত দিব্য মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর করিয়া বিমোহিত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অন্তঃকরণে ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত মন্ত্র-সকলের বলাবল-পরীক্ষার কৌতূহল আবির্ভূত হইল। তিনিও তৎক্ষণাৎ আচমনপূর্ব্বক দিবাকরকে আহ্বান করিলেন।

মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ কম্বুগ্রীবাবিশিষ্ট মহাবাহু দিবাকর তৎক্ষণাৎ যোগপ্রভাবে আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া মূর্ত্তিদ্বয় ধারণ করিলেন, এক মূর্ত্তি দ্বারা পূর্ব্ববৎ তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অঙ্গদ ও মুকুট-মণ্ডিত অন্যমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দিক্ সকল প্রজ্বালিত করত সত্বরে পৃথাসমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, "কল্যাণি! আমি মন্ত্রপ্রভাবে তোমার নিতান্ত বশংবদ হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি করিব, বল।"

কুন্তী কহিলেন, "ভগবন্! যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন, সেই স্থানেই প্রতিগমন করুন। আমি কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া আপনাকে আহ্বান করিয়াছি, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

সূর্য্য কহিলেন, "সুমধ্যমে! তুমি যে প্রকার কহিতেছ, তাহাতে আমি অবশ্যই গমন করিব; কিন্তু দেবতাকে বৃথা আহ্বান করিয়া প্রেরণ করা ন্যায়ানুগত নহে। হে গজগামিনি! আমি বুঝিয়াছি, আমা হইতে অপ্রতিম-শৌর্য্যশালী কবচকুণ্ডলধারী সন্তান উৎপাদন করা তোমার অভিসন্ধি; অতএব এক্ষণে আত্মপ্রদান কর; আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া গমন করিব। যদ্যপি তুমি অদ্য আমার প্রিয়াচরণ না কর, তাহা হইলে তোমার পিতাকে ও সেই ব্রাহ্মণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া নিশ্চয়ই তোমার নিমিত্ত সকলকে ভস্মীভূত করিব। যখন তোমার পিতা তোমার দুর্নীতিদোষ অবগত হইতেছেন না এবং যখন সেই

ব্রাহ্মণ তোমার স্বভাব ও চরিত্র পরীক্ষা না করিয়াই তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান করিব। হে ভাবিনি! তুমি আমার প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টি দ্বারা ঐ অন্তরীক্ষস্থিত ইন্দ্রাদি দেবগণকে অবলোকন কর, দেখ, তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় তোমার প্রতারণা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।"

রাজদুহিতা কুন্তী ভাস্করের ন্যায় ভাস্বরমূর্ত্তি দেবগণ আকাশে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছেন অবলোকনপূর্ব্বক লজ্জিত ও ভীত হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি বিমানে আরোহণ করুন, আমি বালস্বভাবসুলভ অপরাধে আপনাকে দুঃখ প্রদান করিয়াছি। পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরাই আমার দেহদানে অধিকারী; অতএব আমি তাঁহার অন্যথা করিয়া ধর্ম্মলোপ করিতে অসমর্থ। লোকসমাজে স্ত্রীলোকের দেহরক্ষারূপ ধর্ম্মই পূজনীয়। হে দিনকর! আমি বালিকা, কেবল মন্ত্রবল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিয়াছি; অতএব আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।"

সূর্য্য কহিলেন, "হে কুন্তি! আমি তোমাকে বালিকা মনে করিয়াই অনুনয় করিতেছি, অন্য রমণী আমার অনুনয়লাভে সমর্থ নহে, অতএব আমাকে আত্মপ্রদান কর, তোমার শান্তিলাভ হইবে। হে ভীরু! আমি তোমার মন্ত্রে আহূত হইয়া আগমন করিতেছি, অতএব অসম্পূর্ণ-মানসে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে, তাহা হইলে আমি লোকের উপহাসাস্পদ ও দেবগণের নিকট নিন্দনীয় হইব। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তুমি আমার ঔরসে মাদৃশ পুত্র লাভ কর; লোক-সমাজে বিশিষ্টা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

ষড়ধিক-ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! কন্যা কুন্তী বহুবিধ মধুর-বাক্য বলিয়াও সূর্য্যদেবকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। যখন তিনি দেখিলেন, ভাস্করকে প্রত্যাখ্যান করা নিতান্ত অসাধ্য, তখন শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া মনে মনে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন, 'এখন কি করি, কি উপায়ে নিরপরাধী পিতা ও ব্রাহ্মণ মান্নামত্তক সূর্য্যশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? বালক সদ্ব্যবহারসম্পন্ন হইলেও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া কোনক্রমে তেজস্বী বা তপস্বী ব্যক্তির সমীপবর্ত্তী হইবে না। যাহা হউক, আমি এক্ষণে করে গৃহীত ও নিতান্ত ভীত হইয়াছি; কিরূপে স্বয়ং আত্মপ্রদানস্বরূপ অকার্য্যানুষ্ঠান করি?'

অভিসম্পাতভীতা কুন্তী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত নিতান্ত মোহপরায়ণা হইয়া লজ্জানম্রমুখে বিনয়বচনে সূর্য্যদেবকে কহিতে লাগিলেন, "হে দেব দিবাকর! আমার পিতা, মাতা ও বন্ধুবান্ধব সমুদয় বর্ত্তমান থাকিতে এইরূপ বিধিবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেখুন, যদি আপনার সহিত আমার অবৈধ সঙ্গম হয়, তাহা হইলে লোকমধ্যে আমাদের কুলের কীর্ত্তি নাশ হইবে অথবা প্রাণিগণের ধর্ম্ম, যশ কীর্ত্তি ও আয়ু আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে; অতএব যদি আপনি এই কার্য্যকে ধর্ম্মানুগত কহেন, তাহা হইলে আমি বন্ধুবর্গের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং আপনাকে আত্মপ্রদান করিতে পারি।"

সূর্য্য কহিলেন, "হে চারুহাসিনি! তোমার পিতা, মাতা বা অন্যান্য গুরুজন তোমার প্রভু নহেন, অবিবাহিতা নারীগণ যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকেই কামনা করিতে পারে বলিয়া উহাদিগকে কন্যা কহে। হে নিতম্বিনি! কন্যা স্বতন্ত্রা, পরতন্ত্রা নহে, অতএব তুমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে কদাপি অধর্ম্মাচরণ হইবে না। আর আমি কি নিমিত্তই বা কামপরতন্ত্র হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিব? হে ভাবিনি! স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করাই স্বভাবসিদ্ধ, বৈবাহিকাদি নিয়ম কেবল মানবগণের কল্পনামাত্র; অতএব তুমি অবিশঙ্কিতচিত্তে আমার সহিত সঙ্গত হও। আমি কহিতেছি, আমার সহযোগে তোমার গর্ভে এক মহাযশাঃ পুত্র সমুৎপন্ন হইবে; কিন্তু তুমি পুনরায় স্বীয় কন্যাকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

কুন্তী কহিলেন, "দেব ! যদি আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করেন, তবে যেন ঐ পুত্র কুণ্ডলদ্বয় ও সহজাত অভেদ্য দিব্যবর্ম্মধারী হয়।"

সূর্য্য কহিলেন, "হে নিতম্বিনি ! তোমার পুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত এবং কুণ্ডল ও অভেদ্য সহজাত-বর্ম্মধারী হইবে।"

কুন্তী কহিলেন, "হে দেব। আপনি আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, ঐ পুত্র যদি কুণ্ডল ও সহজাতবর্ম্মধারী এবং আপনার ন্যায় তেজস্বী, রূপবান্ ও ধার্ম্মিক হয়, তাহা হইলে আপনি স্বীয় মনোরথ সম্পূর্ণ করুন।"

সূর্য্য কহিলেন, "হে বরারোহে ! অদিতি আমাকে যে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা এবং উৎকৃষ্ট বর্ম্ম তোমার পুত্রকে প্রদান করিব।"

কুন্তী কহিলেন, "হে দিবাকর ! আপনি যেরূপ কহিলেন, আমার পুত্র যদি তদ্রূপ হয়, তাহা হইলে আমি আপনার বাক্যে সম্মত হইব।"

তখন সূর্য্যদেব 'তাহাই হইবে' বলিয়া কুন্তীর সহিত সহবাস-বাসনায় তাঁহার নাভি স্পর্শ করিবামাত্র তিনি তদীয় তেজঃপ্রভাবে বিচেতনা হইয়া শয্যাতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যদেব কহিলেন, "হে সুশ্রোণি ! তবে আমি এক্ষণে তোমার পুত্রোৎপাদনে প্রবৃত্ত হই ; সত্য কহিতেছি, তোমার সেই পুত্র সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রকোবিদ হইবে এবং তুমিও পুনরায় স্বীয় কন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।"

কুন্তিভোজনন্দিনী সূর্য্যকে অভীষ্টসাধনে তৎপর দেখিয়া লজ্জানম্রমুখে তাঁহার বাক্য অনুমোদন করত লতার ন্যায় সেই পবিত্র শয়নীয়ে শয়ান রহিলেন। তখন ভগবান্ সহস্রকিরণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুন্তীকে মোহিত করিয়া যোগবলে তাঁহার গর্ভাধান করিলেন : কিন্তু কন্যাবস্থা দূষিত করিলেন না। অনন্তর সূর্য্য তথা হইতে প্রস্থান করিলে পর কুন্তী সচেতন হইলেন।

সপ্তাধিক-ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। অনন্তর নৃপ-দুহিতা কুন্তী নভোমণ্ডলবর্ত্তী প্রতিপচ্চন্দ্রলেখার ন্যায় গর্ভ ধারণ করিলেন ; কিন্তু বান্ধবভয়ে সর্ব্বদাই তাহা সংবৃত করিয়া রাখিতেন। ফলতঃ তৎকালে কেহই এই বৃত্তান্তের বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে পারেন নাই ; কেবল তাঁহার এক ধাত্রেয়িকা উহা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছিল।

অনন্তর কুন্তী সমুচিত অবসর লাভ করিয়া সূর্য্য-দেবের প্রসাদে কন্যাকালে কনকোজ্জ্বল কুণ্ডল ও বর্ম্মধারী, সিংহনেত্র ও বৃষস্কন্ধ এক পুত্র প্রসব করিলেন ; ঐ পুত্র তেজঃপ্রভাবে নিজ পিতা দিনমণির ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। পরে কুন্তী ধাত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া মধূচ্ছিষ্টাবলিপ্ত, অতি বিস্তীর্ণ ও আচ্ছাদনসম্পন্ন এক মঞ্জুষামধ্যে সেই পুত্রকে সংস্থাপনপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে অশ্বনদীতে নিক্ষেপ করিলেন এবং কন্যাকালে গর্ভধারণ অতি গর্হিত কর্ম্ম জানিয়াও পুত্র-স্নেহে নিতান্ত কাতর ও একান্ত বিহ্বল হইয়া করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পরে মঞ্জুষানিহিত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বৎস ! দিব্য, পার্থিব ও অন্তরীক্ষগত ভূত এবং জলচর প্রাণিসকল তোমার মঙ্গলবিধান করুন। পথিমধ্যে অন্য কেহ তোমার বিদ্রোহাচরণ করিবেন না, তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর জলেশ্বর বরুণ সলিলমধ্যে এবং গগনচারী সমীরণ অন্তরীক্ষে তোমাকে রক্ষা করিবেন। যিনি তোমাকে দিব্য বিধানানুসারে আমার গর্ভে উৎপাদন করিয়াছেন, সেই সূর্য্যদেব তোমাকে রক্ষা করুন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, দেবরাজ, মরুৎ ও দিক্পাল-সহ দিক্‌সকল সম ও বিষম প্রদেশে তোমাকে রক্ষা করিবেন। আমি বিদেশেও সহজাত কবচ দ্বারা তোমাকে অনায়াসে চিনিতে পারিব। তোমার পিতা সূর্য্যদেব ধন্য ; তিনি দিব্য চক্ষুপ্রভাবে মঞ্জুষা-মধ্যেও তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এক্ষণে যে তোমাকে পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিবে এবং তুমি পিপাসায়

শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ব্যগ্রতাসহকারে যাহার স্তন পান করিবে, সে নারীও ধন্য। না জানি, সে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে! আহা! কি সৌভাগ্য! সে এই কমল-লোচন, সুললাট ও সুকেশসম্পন্ন পুত্রকে লালন-পালন করিবে। তুমি যখন ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া জানু দ্বারা গমনপূর্ব্বক মধুর অস্ফুট বাক্য প্রয়োগ করিবে, তুমি যখন হিমাচলসম্ভূত কেশরিশাবকের ন্যায় যৌবনসম্পন্ন হইবে, না জানি, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সেই রমণীর অন্তঃকরণে কতই আনন্দসঞ্চার হইবে!”

কুন্তী এইরূপ বহুতর বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক সাতিশয় রোদন করিয়া নিশীথসময়ে অশ্বনদীসলিল-ক্ষিপ্ত মঞ্জুষা পরিত্যাগ করিলেন; পরে পিতার আহ্বানভয়ে ভীত হইয়া শোকাকুলমনে ধাত্রীর সহিত পুনরায় নিজ নিকেতনে প্রবিষ্ট হইলেন। এ দিকে মঞ্জুষা অশ্বনদী-প্রবাহে নিক্ষিপ্ত ও পরিত্যক্ত হইবামাত্র তথা হইতে চর্ম্মণ্বতী স্রোতস্বতীতে উপস্থিত হইল; পরে সে স্থান হইতে যমুনা ও যমুনা হইতে ভাগী-রথীতে গমন করিল। অনন্তর মঞ্জুষামধ্যগত দৈব-নির্ম্মিত বর্ম্মধারী বালক প্রবাহবেগে বাহিত হইয়া সূতরাজ্যান্তর্ব্বর্ত্তী চম্পা-নগরীতে উপনীত হইল।

অষ্টাধিক-ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের সখা অধিরথ-নামা সূত নিজ পত্নী রাধা সমভিব্যাহারে ভাগীরথীর তীরে গমন করিয়াছিলেন। রাধা অলোক-সামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাক-বশতঃ বহুতর যত্ন করিয়াও পুত্র লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক মঞ্জুষা যদৃচ্ছাক্রমে প্রবমান হইয়া তরঙ্গ দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল। ঐ মঞ্জুষা দূর্ব্বা, কুঙ্কুম প্রভৃতি রক্ষাদ্রব্যে বিভূষিত। বরবর্ণিনী রাধা তদ্দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উহা ধারণপূর্ব্বক স্বীয় ভর্ত্তৃসন্নিধানে নিবেদন করিলেন। অধিরথ পত্নীর বচন-শ্রবণেই জল হইতে মঞ্জুষা উদ্ধার করিয়া যন্ত্র দ্বারা অতি সাবধানে উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক দেখিলেন, উহার মধ্যে তরুণারুণসন্নিভ হেম-বর্ম্মধারী কুণ্ডলবিভূষিত এক অচিরপ্রসূত শিশু শয়ান রহিয়াছে। সূত তদ্দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বালককে ক্রোড়ে লইয়া ভার্য্যাকে কহিলেন, “প্রিয়ে! আমি এরূপ অদ্ভুত রূপ কদাপি নেত্রগোচর করি নাই; নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এই বালকটি দেবপুত্র; দেবগণ আমাকে অনপত্য দেখিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুত্রটি প্রদান করিয়াছেন।” অধিরথ এই কথা বলিয়া স্বীয় ভার্য্যা রাধাকে সেই পুত্রটি প্রদান করিলেন। রাধা সেই কমলগর্ভ-সন্নিভ বালককে লইয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক বিধিমতে ভরণ-পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; শিশুও ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাকে গৃহে আন-য়ন করিলে পর অধিরথের আর কতকগুলি ঔরস-পুত্র সমুৎপন্ন হইল।

তৎপরে ব্রাহ্মণগণ সমানীত সেই বালককে বসুরূপ কবচ ও কুণ্ডলসমবেত দেখিয়া উহার নাম বসুসেন রাখিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ঐ বালক বসুসেন নামে বিখ্যাত সূতপুত্র হইলেন। উহাঁর অপর নাম বৃষ: বসুসেন অঙ্গদেশে দিনে দিনে বর্দ্ধিত ও মহাবল পরাক্রান্ত হইতে লাগিলেন। কুন্তী চরপ্রমুখাৎ স্বীয় পুত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

সূত অধিরথ পুত্র বসুসেনকে প্রাপ্তবয়স্ক নিরীক্ষণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন। বসুসেন তথায় দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরামের নিকট চতুর্ব্বিধ অস্ত্র শিক্ষা করিয়া লোকমধ্যে মহাধনুর্দ্ধর বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তিনি দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া সতত পাণ্ডব-গণের অহিতচেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর বল-বীর্য্য ও অস্ত্রবিদ্যাবিষয়ে সতত স্পর্দ্ধা করিতেন। হে মহারাজ! কর্ণ যে দিনকরের ঔরসে ও কুন্তীর গর্ভে সম্ভূত হইয়া সূতকুলে প্রতিপালিত হইয়াছেন, ইহা লোকমধ্যে অপ্রকাশিত ছিল; তথাপি রাজা যুধিষ্ঠির সূতকুলস্থিত কর্ণকে সহজ কবচ ও কুণ্ডলধারী নিরীক্ষণ করিয়া, সমরে অবধ্য বিবেচনা করিয়া মনে মনে নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন মহাবীর কর্ণ মধ্যাহ্নসময়ে সলিল হইতে

সমুত্থিত হইয়া সবিতৃদেবের স্তব করিতেন. ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ ধনলাভার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া, যিনি যাহা যাচ্ঞা করিতেন. তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণে তাহাই প্রদান করিতেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণকে কোন বস্তুই তাঁহার অদেয় ছিল না।

সুররাজ শতক্রতু ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উপযুক্ত সময়ে তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে মহাত্মা কর্ণ তাঁহাকে স্বাগত-প্রশ্ন করিলেন।

নবাধিক-ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বীরবর কর্ণ ব্রাহ্মণবেশধারী দেবরাজকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে অসমর্থ হইয়া স্বাগত-প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! সুবর্ণাভরণবিভূষিতা প্রমদা অথবা গোসমূহপূর্ণ গ্রাম, ইহার মধ্যে কি প্রদান করিব, বলুন।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি সুবর্ণাভরণবিভূষিতা প্রমদা অথবা অন্য কোন প্রীতিজনক বস্তুর অভিলাষ করি না; যাহারা তাহা প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে প্রদান করুন। যদি আপনি যথার্থই সত্যব্রত হয়েন, তবে আপনার সহজাত বর্ম্ম ও কুণ্ডলদ্বয় উন্মোচন-পূর্ব্বক প্রদান করুন; তাহা হইলে আমি পরম লাভ জ্ঞান করিব।"

কর্ণ কহিলেন, "হে বিপ্র! আমি পৃথিবী, প্রমদা, ধেনু ও বহুবার্ষিক (যাবজ্জীবরত্তিস্বরূপ) ধান্যাদি প্রদান করিতে পারি; কিন্তু কুণ্ডল ও বর্ম্ম প্রদান করিতে সমর্থ নহি।" এই কথা বলিয়া কর্ণ সেই ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা ও অশেষপ্রকার সান্ত্বনা করিলেন এবং গো, সুবর্ণ ও রাজ্য প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার যত্ন করিতে লাগিলেন: তথাপি তিনি কবচ ও কুণ্ডল ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। এইরূপে কর্ণ যখন দেখিলেন যে,বিপ্রেন্দ্র অন্য বস্তুর অভিলাষী নহেন, তখন তিনি সহাস্যবদনে পুনরায় কহিলেন, "হে বিপ্র! আমার বর্ম্ম ও কুণ্ডলযুগল সহজাত, ইহা দ্বারা আমি মানবগণের অবধ্য হইয়াছি; অতএব কোনক্রমেই ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি আপনাকে অতি বিশাল ক্ষেমাস্পদ নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। সহজ বর্ম্ম ও কুণ্ডলযুগলবিহীন হইলে শত্রুগণ আমাকে অনায়াসে আক্রমণ করিবে।"

এইরূপে ভগবান্ পাকশাসন অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিলে মহাবীর কর্ণ সহাস্যবদনে পুনরায় কহিলেন, "হে দেবদেবেশ! আমি আপনাকে পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছি, এক্ষণে আপনাকে বৃথা বর প্রদান করা আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। আপনি সাক্ষাৎ দেবরাজ, সর্ব্বভূতের অধীশ্বর; অতএব আপনিই আমাকে বর প্রদান করুন। আমি যদি আপনাকে কবচ ও কুণ্ডল প্রদান করি.তাহা হইলে লোকের বধ্য হইব এবং আপনিও সকলের হাস্যাস্পদ হইবেন, অতএব কবচ ও কুণ্ডলের বিনিময়ে আমাকে অন্য কোন অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে হইবে। নতুবা আমি আপনাকে বর্ম্ম ও কুণ্ডল প্রদান করিব না।"

ইন্দ্র কহিলেন, "কর্ণ! আমি তোমার নিকট আগমন করিব জানিয়া সূর্য্যদেব পূর্ব্বে স্বপ্নে তোমাকে যে পরামর্শ দিয়াছেন,তুমি তদনুসারে এই সকল কথা বলিতেছ, তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তুমি বজ্র ভিন্ন আর যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই প্রদান করিব।"

অনন্তর কর্ণ হৃষ্টমনে বাসবকে কহিলেন, "হে সুরনাথ! আপনি বর্ম্ম ও কুণ্ডলের বিনিময়ে শত্রুবিনাশিনী শক্তি প্রদান করুন।" সুররাজ কর্ণবাক্য-শ্রবণে শক্তির নিমিত্ত মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে সূতজ! তুমি সহজ বর্ম্ম ও কুণ্ডল প্রদানপূর্ব্বক শক্তি গ্রহণ কর, তাহাতে ক্ষতি নাই. কিন্তু এই নিয়মে গ্রহণ করিতে হইবে যে, আমি দানবকুল-সংহারে প্রবৃত্ত হইলে এই অমোঘ শক্তি আমার করচ্যুত হইয়া শত শত শত্রু বিনষ্ট করিয়া পুনরায় আমারই হস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইবে; কিন্তু তোমার করচ্যুত হইয়া কেবল একজন মাত্র মহাবল-পরাক্রান্ত শত্রু সংহার করত পরিশেষে আমার নিকট উপস্থিত হইবে।"

কর্ণ কহিলেন, "হে দেবরাজ! যাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইবে, আমি

সেই শত্রুকে সমরে সংহার করিব।” ইন্দ্র কহিলেন,“হে কর্ণ! তুমি মহাবলপরাক্রান্ত একমাত্র শত্রুকে অবশ্যই বিনাশ করিতে পারিবে, কিন্তু যে শত্রুকে সংহার করিবার মানস করিতেছ, তাঁহাকে ভগবান্ নারায়ণ সতত রক্ষা করিতেছেন, তিনি সামান্য লোক নহেন; পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিজয়শালী অচিন্তনীয় নররূপী নারায়ণস্বরূপ বলিয়া থাকেন।” কর্ণ কহিলেন,“ভগবন্! কৃষ্ণ তাঁহাকে রক্ষা করিলেও তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে একপুরুষঘাতিনী শক্তি প্রদান করুন,তাহা হইলে আমি মহাপ্রতাপশালী শত্রুসংহারে সমর্থ হইব। আমি এক্ষণে শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচনপূর্ব্বক আপনাকে প্রদান করিতেছি, ইহাতে আমার চর্ম্মচ্ছেদন হইলেও অন্তঃকরণে কিছুমাত্র বীভৎসরসের উদ্রেক হইবে না।”

ইন্দ্র কহিলেন, “হে কর্ণ! তুমি সত্যপ্রতিপালনে উদ্যত হইয়াছ; অতএব কদাচ তোমার মনে বীভৎসরসের সঞ্চার বা শরীরে ব্রণ উৎপন্ন হইবে না। যাদৃশ তোমার পিতা সূর্য্যদেবের বর্ণ ও তেজ, তুমিও সেইরূপ বর্ণ ও তেজ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু যে স্থলে নিশ্চয়ই অন্যান্য শস্ত্র দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি জানিয়াও যদি তুমি প্রমত্ত হইয়া এই অমোঘ শক্তি প্রয়োগ কর, তাহা হইলে ইহা তোমারই গাত্রে নিপতিত হইবে সন্দেহ নাই।” কর্ণ কহিলেন, “ভগবন্! আপনি যেরূপ কহিলেন, ইহার কদাচ অন্যথা হইবে না, নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি প্রাণসংশয়কালেই এই শক্তি প্রয়োগ করিব।”

অনন্তর কর্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট প্রজ্বলিত শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক এক শাণিত অস্ত্র দ্বারা আপনার চর্ম্ম উৎকীর্ণ করিয়া কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচনপূর্ব্বক আর্দ্র থাকিতে থাকিতেই ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার মুখবর্ণ কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না, প্রত্যুত তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন তদ্দর্শনে দেব ও দানবেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দিব্য দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তখন দেবরাজ সহাস্য-বদনে কর্ণকে বঞ্চনা ও যশস্বী করিয়া পাণ্ডবগণের কার্য্যসাধনপূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কর্ণ প্রতারিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষণ্ণ ও অহঙ্কার-পরিশূন্য হইলেন; এ দিকে পাণ্ডবেরা এই ব্যাপার সকল অবগত হইয়া কাননমধ্যে একান্ত হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! তৎকালে পাণ্ডবেরা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন ও কিরূপেই বা এই প্রিয়-বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, আর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলেই বা কি করিয়াছিলেন? আপনি এই সমুদয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা কৃষ্ণাকে লাভ ও জয়দ্রথকে বিদ্রাবিত করিয়া সমগ্র বনবাসকাল অতিক্রমণ ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মুখে অতি বিস্তীর্ণ দেবর্ষিগণ-বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক রথ, অনুযাত্র, সূত ও পৌরবর্গ সমভিব্যাহারে পুনরায় কাম্যকবনে প্রতিগমন করিলেন।

কুণ্ডলাহরণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দশাধিক-ত্রিশততম অধ্যায়।

আরণেয় পর্ব্বাধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! প্রিয়তমা ভার্য্যা দ্রুপদদুহিতা অপহৃত হইলে পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহকারে পুনরায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! রাজা ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে অপহৃতা দ্রুপদসুতাকে অতিমাত্র ক্লেশে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কাম্যককানন পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সুস্বাদু ফলমূলসনাথ বিচিত্র পাদপরাজ-বিরাজিত দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে তাঁহারা নিয়তব্রত হইয়া পরিমিত ফলমূল আহার করত ব্রাহ্মণের নিমিত্ত পরিণামে সুখকর অশেষ ক্লেশ-পরম্পরা সহ্য করিতেন। হে রাজন্! তাঁহারা তথায় বাস করত যে সকল ভাবিসুখপ্রসবিনী ক্লেশপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণীসনাথ মন্থদণ্ড বৃক্ষে বদ্ধ ছিল; এক মৃগ সহসা আসিয়া তথায় গাত্রঘর্ষণ

করাতে উহার শৃঙ্গে সেই অরণীসনাথ মন্থদণ্ড সংসক্ত হইবামাত্র মৃগ উহা লইয়া মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিল। ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র অপহৃত হইল দেখিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ত্বরিতপদে অজাতশত্রুর সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাজন্! আমার অরণীসংযুক্ত মন্থদণ্ড এক বনস্পতিতে বদ্ধ ছিল, কোন মৃগ আসিয়া তথায় গাত্রঘর্ষণ করাতে তাহার শৃঙ্গে উহা সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র সে তাহা লইয়া মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছে। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা ত্বরায় তাহার পদচিহ্নানুসারে গমন করিয়া সেই অগ্নিহোত্র বিনষ্ট হইতে না হইতেই আনয়ন করুন।"

রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন এবং ভ্রাতৃগণের সহিত ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নসহকারে মৃগের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা অনতিদূরে সেই মৃগকে অবলোকন করিয়া কর্ণি, নালীক ও নারাচ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কোন মতে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সেই মৃগ তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া গহনবন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুশীতলচ্ছায়াসম্পন্ন এক ন্যগ্রোধ পাদপের মূলে উপবেশন করিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে নকুল দুঃখিত হইয়া অমর্ষভরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন, "হে রাজন্! আমাদিগের বংশে কখন আলস্যবশতঃ ধর্ম্ম বা অর্থলোপ হয় নাই; তবে কি নিমিত্ত আমরা সকলের জ্যেষ্ঠ হইয়াও ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি?"

একাদশাধিক-ত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভ্রাতঃ! আপদের সীমা নাই, নিমিত্ত নাই এবং কারণও নাই, কেবল একমাত্র ধর্ম্মই পুণ্য ও পাপের ফল-বিভাগ করিয়া দেয়।"

ভীমসেন কহিলেন, "যৎকালে প্রাতিকামী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, তখন যে আমি তাহাকে সংহার করি নাই, এই নিমিত্তই এরূপ ক্লেশসমূহ সহ্য করিতেছি।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "আমি সূতপুত্রের উচ্চারিত অতি তীব্র অস্থিভেদী বাক্য উপেক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়াই ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি।"

সহদেব কহিলেন, "হে ভারত! যৎকালে শকুনি অক্ষক্রীড়ায় আপনাকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন যে আমি তাহাকে বিনষ্ট করি নাই, এই নিমিত্তই এরূপ অসহ্য ক্লেশভোগ করিতেছি।"

তখন রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মাদ্রেয়! তোমার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসিত হইয়াছেন; অতএব এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দশদিক্ নিরীক্ষণ কর, দেখ, কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তম জল ও জলাশ্রিত পাদপ সকল বিদ্যমান আছে?"

নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে শীঘ্র পাদপারোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ অভিবীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি দেখিতেছি, এক স্থানে সলিলাশ্রিত পাদপ-সকল বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সারসকুল কলরব করিতেছে; অতএব ঐ স্থানেই জলাশয় আছে, তাহার সন্দেহ নাই।"

সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "তবে শীঘ্র সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক এই সকল তূণ দ্বারা পানীয় আনয়ন কর।"

নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অঙ্গীকারপূর্ব্বক জলাশয়ের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সারসকুল-পরিবৃত বিমল সরোবর অবলোকনপূর্ব্বক জলপানকামনায় যেমন অবতীর্ণ হইলেন, অমনি অন্তরীক্ষ হইতে এক যক্ষের বাক্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, "বৎস মাদ্রেয়! ঈদৃশ সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর; পশ্চাৎ সলিল পান বা গ্রহণ করিও।" নকুল অত্যন্ত পিপাসিত ছিলেন, এই নিমিত্ত যক্ষবাক্যে উপেক্ষা করিয়া যেমন সুশীতল সলিল পান করিলেন, অমনি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া মহাবীর সহদেবকে কহিলেন, "সহদেব! তোমার অগ্রজ অতিশয় বিলম্ব করিতেছেন, তুমি তাঁহার অন্বেষণ করিয়া সলিল আনয়ন কর।"

সহদেব 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেই দিকে প্রস্থান করিলেন; তথায় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ধরাশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন। অনন্তর পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সলিল পান করিবার মানসে সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র শ্রবণ করিলেন, "বৎস! ঈদৃশ সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি, অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর; পশ্চাৎ জল পান বা গ্রহণ করিও।" পিপাসাতুর সহদেব সেই বাক্যে অনাদর করিয়া জল পান করিবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! নকুল ও সহদেব বহুক্ষণ গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া সলিল আহরণ কর। তোমার কল্যাণ হউক, তুমি দুঃখভারাক্রান্ত ভ্রাতৃগণের একমাত্র আশ্রয়।"

ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সশর শরাসন ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিলেন; সরোবরসমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সলিল আহরণে আগমন করিয়া যেন নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন। নরসিংহ শ্বেতবাহন তাঁহাদিগের তাদৃশী দশা-দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসন উদ্যত করত চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রাণীই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন তিনি শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন, "হে কৌন্তেয়! বলপূর্ব্বক জল গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না; যদি মদুক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর, তাহা হইলেই সলিল পান ও গ্রহণ করিতে পারিবে।"

ধনঞ্জয় এইরূপে নিবারিত হইয়া কহিলেন, "তুমি অন্তর্হিত হইয়া নিবারণ করিতেছ, কিন্তু আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া নিবারণ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ বাণ-সমূহ দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিব, তাহা হইলে পুনরায় আর এরূপ বলিতে পারিবে না।" ধনঞ্জয় এই কথা কহিয়া শব্দভেদী বাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক দশদিকে কর্ণি, নালীক, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন যক্ষ অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, "হে পার্থ! বৃথা শরবর্ষণ করিতেছ, অগ্রে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া জল পান কর, নতুবা বলপূর্ব্বক জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে; ধনঞ্জয় তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক জল পান করিবামাত্র ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! নকুল, সহদেব ও ধনঞ্জয় জল আনয়ন করিতে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এখনও প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি জল আহরণ ও তাঁহাদিগকে আনয়ন কর।"

ভীমসেন তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া যে স্থানে ভ্রাতৃগণ নিপতিত রহিয়াছেন, সেই প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহাদিগের তাদৃশী দশা-দর্শনে নিতান্ত শোকাবিষ্ট হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, 'ইহা কোন যক্ষ বা রাক্ষসের কর্ম্ম হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।' পরিশেষে জলপানানন্তর যুদ্ধ করিবেন, ইহা স্থির করিয়া সলিলাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এমন সময় যক্ষ কহিলেন, "বৎস কৌন্তেয়! এরূপ সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি, অতএব আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ জল পান বা আহরণ করিও।" ভীমসেন যক্ষের বাক্য উপেক্ষা করিয়া জলপান করিবামাত্র প্রাণপরিত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ ও দগ্ধহৃদয় হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং যে স্থানে মনুষ্যের শব্দ নাই, কেবল রুরু, বরাহ ও পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে, নীলভাস্বর পাদপ-সকল শোভমান হইতেছে ও ভ্রমরগণ মধুরস্বরে গান করিতেছে, ঈদৃশ এক মহাবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর গমন করিতে করিতে সিন্ধুবার, সুরেন্দ্র, কেতক, করবীর ও পিপ্পল প্রভৃতি পাদপশ্রেণীতে সুসংবৃত নলিনীদলসনাথ এক

সরোবর অবলোকন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

দ্বাদশাধিক-ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! রাজা যুধিষ্ঠির সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইন্দ্রপ্রতিম ভ্রাতৃগণ যুগান্তকালীন লোকপালের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া নিপতিত রহিয়াছেন। ধনুর্ব্বাণ-সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; তিনি তাহা দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র শোকে সমাকুল হইয়া গলদশ্রু-লোচনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহো বৃকোদর! তুমি যে 'গদাঘাতে দুর্য্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, আজি নিপতিত হইয়া সেই সমুদয় বিফল করিলে! হা মহাত্মন্! হা মহাবাহো! হা কুরুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন! মনুষ্যের প্রতিশ্রুত বাক্যই বিফল হইয়া থাকে, কিন্তু তোমাদিগের দিব্যবাক্য কি নিমিত্ত মিথ্যা হইল, বলিতে পারি না।

হা ধনঞ্জয়! তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে দেবগণ জননীকে কহিয়াছিলেন, 'হে কুন্তি! তোমার এই পুত্র সহস্রাক্ষ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হইবেন না। আর তৎকালে উত্তর-পারিপাত্র পর্ব্বতে সকলে এই বলিয়া গান করিয়াছিলেন যে, 'ইনি অপহৃত রাজলক্ষ্মীকে বলপূর্ব্বক পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবেন, সমরে ইঁহার জেতা কেহই নাই এবং অজেয়ও কেহই নাই। আজি সেই জয়শীল মহাবল ধনঞ্জয় মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলেন। আমরা যাহার শরণাপন্ন হইয়া ঈদৃশ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিতেছি, আজি সেই পার্থ আমাদের সমুদয় আশা উন্মূলিত করিয়া ধরাশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।

যে বীরদ্বয়, ভীমসেন ও ধনঞ্জয় সমরাঙ্গনে উন্মত্ত হইয়া শত্রুগণকে নির্দ্দলন করিতেন, যাহাদের বলবীর্য্যের ইয়ত্তা ছিল না, কোন অস্ত্রই যাঁহাদিগকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইত না, যাঁহারা কুন্তীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, আজি তাঁহারা শত্রুবশতাপন্ন হইলেন। হা নকুল! হা সহদেব! তোমরা দুই সহোদরে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছ দেখিয়াও যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, তখন ইহা পাষাণের সারাংশ দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা সকলে শাস্ত্রজ্ঞ, দেশকালাভিজ্ঞ, তপশ্চর্য্যাপরায়ণ ও সৎকর্ম্মশালী; অতএব তোমরা আপনাদের অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না করিয়া কি নিমিত্ত শয়ান রহিয়াছ? তোমাদের শরীর অক্ষত ও শরাসন অপ্রমৃষ্ট দেখিতেছি, তবে কি নিমিত্ত তোমরা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছ?"

মহামতি যুধিষ্ঠির সানুচতুষ্টয়ের ন্যায় ভ্রাতৃগণকে সুখপ্রসুপ্ত দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অনন্তর নানাবিধ বিলাপ করত বহুক্ষণের পর আপনাকে সংস্তম্ভিত করিয়া বুদ্ধি দ্বারা ঐ ব্যাপারের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ইহাদের শরীরে শস্ত্রাঘাত বা এই স্থানে কোন ব্যক্তির পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; ইহাতে বোধ হয়, কোন দুষ্ট ভূত আমার এই ভ্রাতৃগণের প্রাণ সংহার করিয়াছে। যাহা হউক, একাগ্রচিত্তে চিন্তা অথবা এই জল পরীক্ষা করিয়া দেখি।

বোধ হয়, কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য, বিশ্বাসঘাতক, কুটিলমতি, দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়ানুসারে গান্ধাররাজ নির্জ্জনে এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া ইহার সলিল কোন দ্রব্যে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে; অথবা ঐ দুরাত্মা গূঢ় চর প্রেরণ করিয়া এই জল বিষদূষিত করিয়াছে; এই নিমিত্ত আমার ভ্রাতৃগণের মৃত-শরীর কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই; মুখবর্ণ যেমন প্রসন্ন, সেইরূপই রহিয়াছে। আহা! ইহাঁরা এক একজন প্রচুর বলশালী, কালান্তক যম ব্যতীত কে ইহাঁদিগকে সংহার করিতে সমর্থ?" এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সেই সরোবরে অবগাহন করিলেন। তিনি সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন, "রাজপুত্র! আমি শৈবাল ও মাৎসভোজী বক; আমিই তোমার অনুজগণকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছি; যদ্যপি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না কর, তাহা

হইলে তোমাকে ইহাদিগের অনুসরণ করিতে হইবে। বৎস কৌন্তেয়! এরূপ সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে এই সরোবর অধিকার করিয়াছি, অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর, পরিশেষে ইহার জল পান বা গ্রহণ করিও।”

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে মহাবল! হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয় এই অবিচলিত পর্ব্বত চতুষ্টয়কে কে পাতিত করিয়াছে? ইহা পক্ষীর কর্ম্ম নহে, বোধ হয়, এই মহৎকর্ম্ম আপনিই করিয়াছেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে? আপনি কি রুদ্র, বসু বা মরুদ্‌গণের অধিপতি? কি আশ্চর্য্য! দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অসুরগণ ও রাক্ষসগণ যাঁহাদিগের ঘোরতর সমর সহ্য করিতে পারেন না, আপনি তাঁহাদিগকে ধরাশায়ী করিলেন। ভগবন্! আপনি যে কি করিবেন ও আপনার কি অভিলাষ, কিছুই জানি না, অধুনা উহা জানিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণে কৌতূহল ও ভয় যুগপৎ আবির্ভূত হইয়াছে, হৃদয় কম্পিত হইতেছে, শিরোবেদনা সমুৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে?”

যক্ষ কহিলেন, “তোমার মঙ্গল হউক, আমি যক্ষ, জলচর পক্ষী নহি, আমি তোমার মহাতেজাঃ ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছি।”

রাজা যুধিষ্ঠির যক্ষের মুখে এইরূপ পরুষাক্ষর অকল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, বিরূপাক্ষ, মহাকায়, তাল-সমুন্নত, সূর্য্যাগ্নিসদৃশ, পর্ব্বতোপম এক যক্ষ ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত বৃক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, “রাজন্! আমি তোমার এই ভ্রাতৃগণকে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহারা আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া বলপূর্ব্বক জলগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকেও কহিতেছি, যদ্যপি প্রাণরক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে, তবে জলপান করিতে সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, পরিশেষে সলিল পান ও গ্রহণ করিও।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে যক্ষ! তোমার অধিকৃত বস্তু গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই, এক্ষণে তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল, আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি না, কারণ, সাধুপুরুষেরা সতত আত্মশ্লাঘার নিন্দা করিয়া থাকেন, অতএব আমি এইমাত্র কহিতেছি, নিজ বুদ্ধিসাধ্যানুসারে তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।”

যক্ষ কহিলেন, “কে আদিত্যকে উন্নত করেন, কাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে থাকেন, কে বা তাঁহাকে অস্তমিত করেন এবং তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ব্রহ্ম আদিত্যকে উন্নমিত করেন, দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া থাকেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে অস্তমিত করেন এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।”

যক্ষ কহিলেন, “কিসের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়, কিসের দ্বারা মহত্ত্বলাভ হয়, কিসের দ্বারা পুত্রবান্ হয় এবং কিসের দ্বারাই বা বুদ্ধিমান্ হয়?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “শ্রুতি দ্বারা শ্রোত্রিয়, তপস্যা দ্বারা মহত্ত্বলাভ, যজ্ঞ দ্বারা পুত্রবান্ এবং বৃদ্ধসেবায় বুদ্ধিমান্ হয়।”

যক্ষ কহিলেন, “ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি ও তাঁহাদিগের কোন্ ধর্ম্ম সাধুধর্ম্ম, তাঁহাদিগের মনুষ্যভাব কি এবং কি প্রকার ভাবই বা অসাধুভাব?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “বেদপাঠ তাঁহাদিগের দেবভাব, তপস্যা সাধু-ধর্ম্ম, মৃত্যু মনুষ্যভাব এবং পরীবাদ অসাধুভাব

যক্ষ কহিলেন, “ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব, সাধুভাব, মনুষ্যভাব এবং অসাধুভাবই বা কি?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “ক্ষত্রিয়গণের অস্ত্র-শস্ত্র দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব, ভয় মনুষ্যভাব এবং পরিত্যাগ অসাধুভাব।”

যক্ষ কহিলেন, “যজ্ঞীয় সাম কি, যজ্ঞীয় যজুঃ কি, কে যজ্ঞ বরণ করে এবং যজ্ঞ কাহাকে অতিবর্ত্তন করে না?”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "প্রাণ যজ্ঞীয় সাম, মন যজ্ঞীয় যজুঃ; ঋক্ যজ্ঞকে বরণ করে এবং যজ্ঞ তাহাকে অতিক্রম করে না।"

যক্ষ কহিলেন, "আবপনকারী, নিবপনকারী, প্রতিষ্ঠমান এবং প্রসবকারী, ইহাদিগের কি কি শ্রেষ্ঠ?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আবপনকারীদিগের বৃষ্টি, নিবপনকারীদিগের বীজ, প্রতিষ্ঠমানদিগের ধেনু এবং প্রসূতিদিগের পুত্রই শ্রেষ্ঠ।"

যক্ষ কহিলেন, "কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখানুভবে সমর্থ, বুদ্ধিমান্, লোকপূজিত ও সর্ব্বপ্রাণীর সম্মত হইয়া জীবন থাকিতেও জীবিত নহে?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা, ইহাদিগের নিমিত্ত নির্ব্বপণ না করে, সেই ব্যক্তিই জীবন থাকিতেও জীবিত নহে।"

যক্ষ কহিলেন, "পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর কে, আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর কে, বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে, আর কাহার সংখ্যা তৃণ অপেক্ষাও বহুতর?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতর।"

যক্ষ কহিলেন, "কে নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদিত করে না, কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, কাহার হৃদয় নাই এবং কে বেগে বর্দ্ধিত হয়?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মৎস্য নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদিত করে না, অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, পাষাণের হৃদয় নাই এবং নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়।"

যক্ষ কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র কে, গৃহবাসীর মিত্র কে, আতুরের মিত্র কে এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র কে?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "প্রবাসীর সঙ্গী, গৃহবাসীর ভার্য্যা, আতুরের চিকিৎসক এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির দানই মিত্র।"

যক্ষ কহিলেন, "কে সর্ব্বভূতের অতিথি, সনাতন ধর্ম্ম কি, অমৃত কি এবং সমুদয় জগৎ কি পদার্থ?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "অগ্নি সর্ব্বভূতের অতিথি, সলিল ও যজ্ঞশেষ অমৃত, জ্ঞানযোগ সনাতন ধর্ম্ম এবং বায়ু সমুদয় জগৎ।"

যক্ষ কহিলেন, "কে একাকী বিচরণ করেন, কে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন, হিমের ঔষধ কি এবং কে প্রধান বপনক্ষেত্র?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন, চন্দ্রমা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন, অগ্নি হিমের ঔষধ এবং পৃথিবী প্রধান বপনক্ষেত্র।"

যক্ষ কহিলেন, "ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় কি, যশের একমাত্র আশ্রয় কি, স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কি এবং সুখের একমাত্র আশ্রয় কি?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দাক্ষ্য ধর্ম্মের, দান যশের, সত্য স্বর্গের এবং শীল সুখের একমাত্র আশ্রয়।"

যক্ষ কহিলেন, "মনুষ্যের আত্মা কে, দৈবকৃত সখা কে, উপজীবিকা কি এবং প্রধান আশ্রয়ই বা কি?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পুত্র মনুষ্যের আত্মা, ভার্য্যা দৈবকৃত সখা, মেঘ উপজীবিকা এবং দান প্রধান আশ্রয়।"

যক্ষ কহিলেন, "ধন্যের মধ্যে উত্তম কি, ধনের মধ্যে উত্তম কি, লাভের মধ্যে উত্তম কি এবং সুখের মধ্যে উত্তম কি?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ধন্যের মধ্যে দাক্ষ্য, ধনের মধ্যে শাস্ত্র, লাভের মধ্যে আরোগ্য এবং সুখের মধ্যে সন্তোষই উত্তম।"

যক্ষ কহিলেন, "প্রধান ধর্ম্ম কি, কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্, কাহাকে সংযত করিলে শোক থাকে না এবং কাহার সহিত সন্ধি করিলে সে সন্ধিভঙ্গ হয় না?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আনৃশংস্য প্রধান ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্, মনকে সংযত করিলে শোক থাকে না এবং সাধুর সহিত সন্ধি হইলে ভঙ্গ হয় না।"

যক্ষ কহিলেন, "কি ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, কি ত্যাগ করিলে শোক যায়, কি ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় এবং কি ত্যাগ করিলে সুখী হয়?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "অভিমান ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করিলে শোক থাকে না, কামনা ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় এবং লোভ ত্যাগ করিলেই সুখী হয়।"

যক্ষ কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, নট ও নর্ত্তক, ভৃত্য এবং রাজা ইহাদিগকে দান করিবার আবশ্যক কি?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ধর্ম্মের নিমিত্তে ব্রাহ্মণকে, যশের নিমিত্তে নট ও নর্ত্তককে, ভরণের নিমিত্তে ভৃত্যকে এবং ভয়ের নিমিত্ত রাজাকে দান করে।"

যক্ষ কহিলেন, "লোক-সকল কিসের দ্বারা আবৃত ও কিসের দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, কি জন্য মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে এবং কি জন্যই বা স্বর্গগমনে অসমর্থ হয়?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "লোক-সকল অজ্ঞানে আবৃত, তমোদ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, লোভ হেতু মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে এবং সঙ্গ হেতু স্বর্গগমনে অসমর্থ হয়

যক্ষ কহিলেন, "মৃত পুরুষ কে, মৃত রাষ্ট্র কি, মৃত শ্রাদ্ধ কি এবং মৃত যজ্ঞই বা কি?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দরিদ্র পুরুষই মৃত পুরুষ, অরাজক রাষ্ট্রই মৃত রাষ্ট্র, অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধই মৃত শ্রাদ্ধ এবং অদাক্ষিণ যজ্ঞই মৃত যজ্ঞ।"

যক্ষ কহিলেন, "দিক্ কি, জল কি, অন্ন কি, বিষ কি এবং শ্রাদ্ধের কালই বা কি?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "সাধুগণই দিক্, আকাশই জল, ধেনুই অন্ন, প্রার্থনাই বিষ এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল।"

যক্ষ কহিলেন, "তপ, দম, ক্ষমা ও লজ্জার লক্ষণ কি?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "স্বধর্ম্মানুবর্ত্তিত্বই তপ, মনের নিগ্রহই দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা, অকার্য্য হইতে নিবৃত্তিই লজ্জা।"

যক্ষ কহিলেন, "জ্ঞান, শম, দয়া এবং কাহাকে কহে?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "তত্ত্বার্থোপলব্ধিই জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্ততাই শম, সকলের সুখ ইচ্ছা করাই দয়া এবং সমাচিত্ততাই আর্জ্জব।"

যক্ষ কহিলেন, "পুরুষের কোন্ শত্রু দুর্জ্জয়, কোন্ ব্যাধি অনন্ত, কীদৃশ লোক সাধু এবং কীদৃশ লোকই বা অসাধু?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ক্রোধ দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি, সকল প্রাণীর হিতকারী ব্যক্তিই সাধু এবং নির্দ্দয় ব্যক্তিই অসাধু।"

যক্ষ কহিলেন, "মোহ, মান, আলস্য ও শোকের লক্ষণ কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞতাই মোহ, আত্মাভিমানিতাই মান, ধর্ম্মানুষ্ঠান না করাই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক।"

যক্ষ কহিলেন, "ঋষিগণ স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, স্নান ও দানের কি লক্ষণ করিয়াছেন?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "স্বধর্ম্মে স্থিরতা স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ধৈর্য্য, মনোমালিন্য-পরিত্যাগই স্নান এবং প্রাণিগণকে রক্ষা করাই দান; এই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে।"

যক্ষ কহিলেন, "পণ্ডিত কে, নাস্তিক কে, মূর্খ কে, কাম কি এবং মৎসরই বা কি?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত, মূর্খই নাস্তিক, নাস্তিকই মূর্খ, সংসারহেতুই কাম ও হৃত্তাপই মৎসর।"

যক্ষ কহিলেন, "অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব এবং পৈশুন্য কি?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "অজ্ঞানরাশিই অহঙ্কার, ধর্ম্ম-ধ্বজের উন্নমনই দম্ভ, দানের ফলই দৈব এবং পরের প্রতি দোষারোপ করাই পৈশুন্য।"

যক্ষ কহিলেন, "ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহারা পরস্পর বিরোধী; তবে কি প্রকারে ইহাদিগের একত্র সমাবেশ হয়?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা এই উভয়ে পরস্পর বশানুগ হয়, তখনই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের সমাবেশ হইয়া থাকে।"

যক্ষ কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি শীঘ্র বল, কোন্ কর্ম্ম করিলে অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যে ব্যক্তি যাচমান অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরিশেষে 'নাই' বলিয়া বিদায় করে, যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দ্বিজাতি, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে এবং

যে ব্যক্তি ধন বিদ্যমান থাকিতেও 'নাই' বলিয়া দান ও ভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, তাহাদিগকেই অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়।"

যক্ষ কহিলেন, "হে রাজন্! কুল, বৃত্ত, স্বাধ্যায় এবং শ্রুত ইহার মধ্যে কোন্‌টি ব্রাহ্মণত্বের কারণ, তুমি নিশ্চয় করিয়া বল।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে যক্ষ! কুল, স্বাধ্যায় বা শ্রুত ইহার কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব জন্মে না; কেবল একমাত্র বৃত্তই ব্রাহ্মণত্বের কারণ. অতএব ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক বিশেষরূপে বৃত্ত রক্ষা করিবেন। অক্ষীণবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণ কদাচ হীন হয়েন না; কিন্তু ক্ষীণবৃত্ত হইলে যথার্থই হীন হইতে হয়। যাহারা কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন বা শাস্ত্রচিন্তা করেন, তাঁহারা সকলেই ব্যসনী ও মূর্খ; যিনি ক্রিয়াবান্, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। চতুর্ব্বেদবেত্তা ব্যক্তিও দুর্বৃত্ত হইলে কখন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়েন না; কেবল শূদ্র হইতে ভিন্ন, এইমাত্র বিশেষ; কিন্তু যিনি অগ্নিহোত্রপরায়ণ, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।"

যক্ষ কহিলেন, "প্রিয়বাক্য কহিলে কি লাভ হয়, বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে কি লাভ হয়, বহুমিত্র হইলে কি লাভ হয় এবং ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলেই বা কি লাভ হইয়া থাকে?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "প্রিয়বাদী সকলের প্রিয় হয়, বিমৃষ্যকারী ব্যক্তি অধিকতর জয় লাভ করে, বহুমিত্রশালী ব্যক্তি সতত সুখে বাস করে এবং ধর্ম্মানুগত ব্যক্তি সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকে

যক্ষ কহিলেন, "সুখী কে, আশ্চর্য্য কি, পথ এবং বার্ত্তাই বা কি? এই চারি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে তোমার ভ্রাতৃগণ জীবিত হইবেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যিনি ঋণশূন্য ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগে আপন গৃহে শাক পাক করেন, তিনিই সুখী। প্রাণিগণ প্রতিদিন শমনসদনে গমন করিতেছে দেখিয়াও অবশিষ্ট লোকে যে চিরজীবন ইচ্ছা করে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? তর্কের স্থিরতা নাই, বেদ-সকল ও স্মৃতিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, মুনি একজন নহেন যে, তাঁহার মতই প্রমাণ করিব, আর ধর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞানগুহায় বিলীন হইয়াছে; অতএব মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথই পথ। কাল সূর্য্যরূপ অনলে রাত্রিন্দিবস্বরূপ ইন্ধন প্রজ্বালিত করিয়া মহামোহরূপ কটাহে ঋতু ও মাসস্বরূপ দর্ব্বী-পরিঘট্টন দ্বারা প্রাণিগণকে যে পাক করিতেছে, ইহাই বার্ত্তা।"

যক্ষ কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি যথার্থরূপে আমার সমুদয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে পুরুষ কে ও সকলের মধ্যে ধনী কে, ইহা নিরূপণ কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মানবের নাম পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করিয়া ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, সেই নাম যত দিন থাকে, তত দিন সেই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যে ব্যক্তি অতীত বা অনাগত সুখ-দুঃখ ও প্রিয় অপ্রিয় তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি সকলের মধ্যে ধনী।"

যক্ষ কহিলেন, "তুমি পুরুষ ও সর্ব্বধনী শব্দের অর্থ করিলে, এই জন্য এক্ষণে তোমার ইচ্ছানুসারে ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত হইবে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে যক্ষ! এই শ্যামকলেবর, লোহিত-লোচন, বিশালবক্ষাঃ, মহাবাহু নকুল জীবিত হইয়া শাল-শাখার ন্যায় সমুত্থিত হউন।"

যক্ষ কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি দশ সহস্র মাতঙ্গসম বলশালী অতিমাত্র প্রীতিপাত্র ভীমসেন অথবা সমস্ত পাণ্ডবগণের আশ্রয় ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত বিমাতৃপুত্র নকুলের প্রাণদান করিতে ব্যাকুল হইয়াছ?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিলে ধর্ম্মও আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিলে তিনিও আমাদিগকে রক্ষা করিবেন; অতএব আমি কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না এবং ধর্ম্মও যেন আমাকে কখন পরিত্যাগ না করেন। হে যক্ষ! আনৃশংস্যই পরম ধর্ম্ম, আমি আনৃশংস্য অবলম্বন করিতে সতত অভিলাষ করি। সকলে আমাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া জানেন, অতএব আমি কোনক্রমেই স্বধর্ম্ম পরি-

ত্যাগ করিতে পারি না। কুন্তী ও মাদ্রী ইহাঁরা আমার জননী। উভয়েই পুত্রবতী হইয়া থাকুন, এই আমার অভিলাষ। আমার পক্ষে উভয়েই সমান, অতএব আপনি নকুলকে জীবিত করিয়া উভয়কে পুত্রবতী করুন।"

যক্ষ কহিলেন, "হে রাজন্! আপনি অর্থতঃ ও কামতঃ আনৃশংস্যপরায়ণ, এই নিমিত্ত আপনার ভ্রাতৃগণ পুনর্জ্জীবিত হউক।"

ত্রয়োদশাধিক-শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যক্ষ-বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণ সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহাদিগের ক্ষুৎপিপাসা ক্ষণমাত্রেই অপনীত হইল। এদিকে অপরাজিত যক্ষ এক চরণে সরোবরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কে? আপনাকে যক্ষ বলিয়া বোধ হয় না, আপনি বসু, রুদ্র কিংবা মরুদ্গণের মধ্যে প্রধান একজন অথবা দেবরাজ হইবেন, সন্দেহ নাই; নতুবা এ প্রকার ব্যাপার ঘটিত না। এই ভূমণ্ডলে এমন যোদ্ধা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, ঈদৃশ যুদ্ধকুশল ভ্রাতৃগণকে নিপাতিত করে। ইহাঁরা যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে প্রতিবোধিত হইয়াছেন এবং ইহাঁদিগের ইন্দ্রিয় সকল যেরূপ অবিকল রহিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, আপনি আমাদিগের সুহৃৎ বা পিতা হইবেন।"

যক্ষ কহিলেন, "তাত! আমি তোমার পিতা ভীমপরাক্রম ধর্ম্ম, তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। যশ, সত্য, দম, শৌচ, আর্জ্জব, হ্রী, অচাপল্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আমার শরীর; অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপ, শৌচ ও অমৎসরতা আমার ইন্দ্রিয়। হে যুধিষ্ঠির! তুমি আমার সাতিশয় প্রীতিভাজন, তুমি পঞ্চযজ্ঞে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছ এবং পাপকারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মাৎসর্য্য পরাজয় করিয়াছ। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার আনৃশংস্য দ্বারা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি আমার ভক্ত, সে কখন দুর্গতি ভোগ করে না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যে ব্রাহ্মণের অরণী-সহিত মন্থদণ্ড মৃগ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তাঁহার অগ্নিহোত্র সকল যেন বিলুপ্ত না হয়, ইহাই আমার প্রথম প্রার্থনা।"

ধর্ম্ম কহিলেন, "আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মৃগবেশে ব্রাহ্মণের অরণী-সহিত মন্থদণ্ড অপহরণ করিয়াছি, তাহা প্রদান করিতেছি, তুমি এক্ষণে অন্য বর প্রার্থনা কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমরা অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি; ত্রয়োদশ বর্ষ সমুপস্থিত; অতএব এক্ষণে আমরা যে স্থানে বাস করিব, কেহ যেন তাহা অবগত হইতে সমর্থ না হয়, এই বর প্রদান করুন।"

ভগবান্ ধর্ম্ম 'প্রদান করিতেছি' বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন এবং আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "তাত! যদ্যপি ছদ্মবেশ পরিগ্রহ না করিয়া সমস্ত ধরামণ্ডল ভ্রমণ কর, তথাপি ত্রিলোকমধ্যে কোন লোকই তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ হইবে না। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা এই ত্রয়োদশ বৎসর আমার প্রসাদে গূঢ়বেশে বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস করিবে; তোমাদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ রূপ ধারণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে তাদৃশ বেশ পরিগ্রহ করিবেন; আর এই অরণীসংযুক্ত মন্থদণ্ড ব্রাহ্মণকে প্রদান কর; আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মৃগবেশে ইহা হরণ করিয়াছিলাম। হে প্রিয়দর্শন! তুমি আমার আত্মজ; বিদুর আমার অংশজ, আমি তোমাকে বর প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না; অতএব তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দেবদেব! আমি সাক্ষাৎ সনাতন দেবতাকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। হে পিতঃ! এক্ষণে আপনি প্রীত হইয়া যে বর প্রদান করিবেন, তাহাই গ্রহণ করিব। হে তাত! আমি যেন লোভ,

মোহ ও ক্রোধকে পরাজয় করিতে সমর্থ হই, আমার অন্তঃকরণ যেন তপ, দান ও সত্যে সতত অনুরক্ত থাকে।”

ধর্ম্ম কহিলেন, “হে পাণ্ডব! তুমি স্বভাবতই ঐ সকল গুণে বিভূষিত আছ, এক্ষণে পুনর্ব্বার যথোক্ত ধর্ম্মভূষণে সমধিক শোভমান হইবে।” এই কথা বলিয়া ভূতভাবন ভগবান্ ধর্ম্ম সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। সুখপ্রসুপ্ত পাণ্ডবগণও আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক তপস্বী ব্রাহ্মণকে অরণীসনাথ মন্থদণ্ড প্রদান করিলেন। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পাণ্ডবগণের সমুত্থান এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপুত্রের সমাগম অধ্যয়ন করেন, তিনি পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাকেন। এই আখ্যান অবগত হইলে মানবগণের অন্তঃকরণ কদাপি অধর্ম্ম, সুহৃদ্ভেদ, পরস্বাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ ও অন্যান্য কদর্য্য কার্য্যে অনুরক্ত হয় না।

চতুর্দ্দশাধিক-ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সত্যবিক্রম পাণ্ডবগণকে ধর্ম্মের অনুজ্ঞানুসারে ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাতচারে বাস করিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা বনবাসসহচর অনুরক্ত তপস্বিগণের সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা-গ্রহণাভিলাষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “হে মুনিগণ! ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা ছলপূর্ব্বক যে প্রকারে আমাদিগের রাজ্যাপহরণ ও আমাদিগের সহিত বারংবার অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন,তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই,আমরা সেইজন্যই অরণ্যে অতি কষ্টে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলাম; সম্প্রতি অজ্ঞাতবাসের সময় সমুপস্থিত; এক্ষণে প্রচ্ছন্নবেশে বাস করিতে হইবে; অতএব আপনারা অনুজ্ঞা করুন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি জানিতে পারিলে বিষম অনর্থপাত হইবে; আমাদিগের সহিত তাহাদের বৈরভাব বদ্ধমূল হইয়াছে এবং পৌর ও আত্মীয়জন তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। হে ব্রাহ্মণগণ! আমরা সকলে কি পুনরায় স্বরাজ্যে অধিরোহণ করিয়া আপনাদিগের সহিত একত্র বাস করিব?” এই কথা কহিতে কহিতে রাজা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ-লোচনে শোকাভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

পুরোহিত ধৌম্য নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া মহার্থপরিপূর্ণ বাক্যপ্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন, “হে রাজন্! আপনি বিদ্বান্, দান্ত, সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয়; এবংবিধগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখন কোন আপদে মুহ্যমান হয়েন না। দেখুন, দেবগণও শত্রু-সমূহের নিগ্রহের নিমিত্ত প্রচ্ছন্নবেশে কত শত বার দুর্ব্বিপাকে নিপতিত হইয়াছেন। দেবরাজ অরাতি-বিনিগ্রহের নিমিত্ত প্রচ্ছন্নবেশে নিষধ-দেশে গিরিপ্রস্থাশ্রমে বাস করিয়া স্বকার্য্যসাধন করিয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যগণকে বধ করিবার নিমিত্ত অশ্বশিরা হইয়া অদিতি-গর্ভে অজ্ঞাতসারে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন। তিনি প্রচ্ছন্নরূপে বামন-আকার স্বীকার করিয়া যে প্রকার বিক্রমে বলির রাজ্যাপহরণ করিয়াছেন, হুতাশন জলে প্রবিষ্ট হইয়া যে প্রকারে সুরগণের কার্য্যসাধন করিয়াছেন, নারায়ণ শত্রুদমনার্থ প্রচ্ছন্নবেশে বজ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সুররাজের যে কার্য্যসাধন করিয়াছেন, ব্রহ্মর্ষি ঔর্ব্ব উরুতে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিয়া দেবগণের নিমিত্ত যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তৎসমুদয় আপনার শ্রবণগোচর হইয়াছে। এইরূপে মহাতেজাঃ দিবাকর ছদ্মবেশে ভূতলে বাস করিয়া শত্রুগণকে দগ্ধ করিয়াছেন, ভীমকর্ম্মা বিষ্ণু প্রচ্ছন্নভাবে দশরথগৃহে বাস করিয়া দশাননকে সমরশায়ী করিয়াছেন এবং সকল মহাত্মাই এইরূপে প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছেন, আপনিও তদ্রূপ অরাতিকুল নির্ম্মূল করিবেন, সন্দেহ নাই।”

ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ধৌম্যবাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া শাস্ত্রবুদ্ধি ও স্ববুদ্ধিপ্রভাবে প্রকৃতিস্থ হইলে মহাবল ভীমসেন তাঁহার হর্ষোৎপাদনের নিমিত্ত কহিলেন, মহারাজ! গাণ্ডীবধম্বা অর্জ্জুন আপনার ও ধর্ম্মের অনুরোধেই কিঞ্চিন্মাত্র সাহস প্রকাশ করেন নাই,শত্রুদলনসমর্থ ভীমবিক্রম নকুল ও সহদেবকে প্রতিদিন আমিই নিবারণ করিয়া রাখিয়াছি। আপনি আমা-

দিগকে যে বিষয়ে নিয়োগ করিবেন, আমরা তাহা কদাচ পরিত্যাগ করিব না। অতএব আপনি উপায়-বিধান করুন, শীঘ্রই অরাতিগণকে পরাজয় করিব।"

ভীমসেনের বাক্য অবসান হইলে ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডবগণকে আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ ও আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বেদবেত্তা যতি ও মুনিগণ পাণ্ডবগণের পুনর্দ্দর্শন-লালসায় ন্যায়ানুসারে বিহিত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, ধৌম্য ও পাঞ্চালীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কোন কারণ বশতঃ সেই স্থান হইতে ক্রোশমাত্র গমনপূর্ব্বক পরদিন অবধি অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে বলিয়া তাহার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রবেত্তা, মন্ত্রকুশল ও সন্ধিবিগ্রহজ্ঞ, অতএব মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত তথায় উপবেশন করিলেন।

আরণেয়পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

বনপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে একোনসপ্তত্যধিক দ্বিশত অধ্যায়ে বনপর্ব্ব সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু লিপিকরপ্রমাদ বা অন্য কোন কারণ বশতঃ চতুর্দ্দশাধিকত্রিশত অধ্যায় দৃষ্ট হইতেছে; ঐ আধিক্য যে কোন্ স্থানে হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় হয় না। আসিয়াটিক সোসাইটীর ব্যয়ে যে মহাভারত মুদ্রিত হয়, তদবলম্বনে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল।